আর্যশাস্ত্র
১ - ১৬
১৬১ - ২ - ২২
২৬১-২৬৮২
13

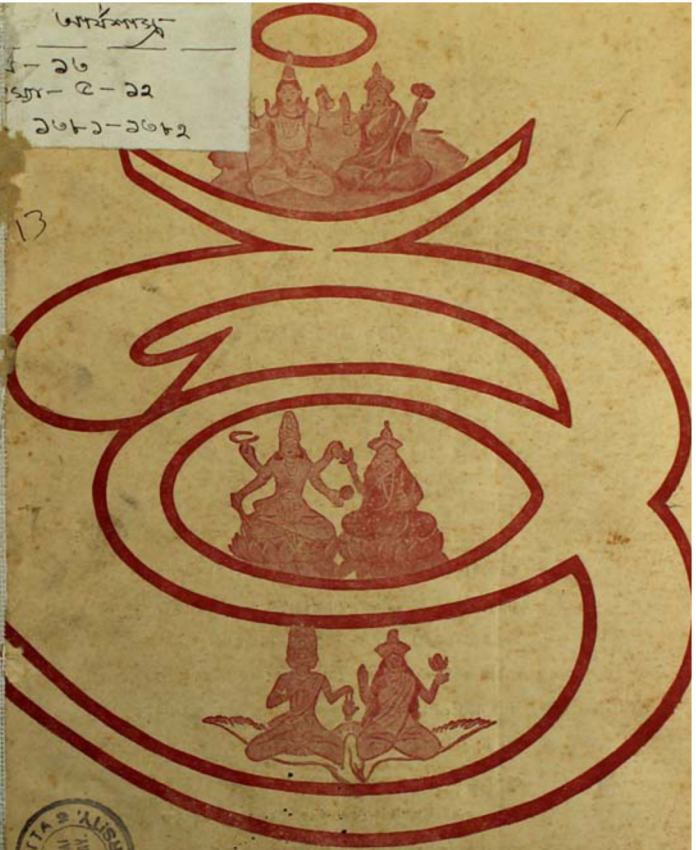

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
প্রবর্ত্তিত

CALCUTTA SANSKRIT UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

৩য়ার ঘর

১৮।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের অভ্যুদয় হ'লে আমি আত্মমায়ায় শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি আশ্রয়ে আমাকে সৃজন করি, আমি দীপ্তিমান্ আমি সূক্ষ্ম বস্তু হ'তেও সূক্ষ্ম, স্থূল হ'তে স্থূল, আমাতে ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ সত্য, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল চতুর্দ্দশ লোক এবং লোক এবং লোকবাসীগণ অবস্থিত। আমি সর্ব্বাস্পদ অক্ষর ব্রহ্ম, আমি আবার বাগেন্দ্রিয় মন অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়; আমি সত্য, আমি অমৃত, আমি মনের দ্বারা ভাবনা কর্‌বার যোগ্য। উপনিষদপ্রসিদ্ধ প্রণবরূপ ধনু গ্রহণ ক'রে উপাসনার দ্বারা শানিত বাণ সন্ধান আমাকেই ক'রে থাকে। আমিই লক্ষ্য ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক লক্ষ্য চিত্ত নিবিষ্ট ক'রে আমাকেই ভেদ করে অর্থাৎ আমাতে একীভূত হ'য়ে যায়। প্রণব ধনু শর আত্মা এবং আমি ব্রহ্ম তার লক্ষ্য, প্রমাদহীন হ'য়ে ভেদ কর্‌তে হ'বে; তারপর বাণের ন্যায়

১৩শ বর্ষ, কার্ত্তিকমাস, ১৩৮১। [পঞ্চমসংখ্যা —ওখানা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম-

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আর্থিক তাগিদ ঈশ্বরের ও সদ্ভক্তিবলে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

• • •

মূল-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক মণ্ডল

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-সেন-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী ঃ—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(ভারতীয় সংঘবদ্ধ)

মুদ্রণ-তত্ত্বাবিধায়ক ঃ—

তা: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি, ডি, ও, এম্, এস্, ডি.পি.এইচ, ডি.টি.এম, এণ্ড এইচ (লণ্ডন)।

এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—

৯৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা

নিয়মাবলি

১ আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রচারমূলক মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—
সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২ এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও বেদ-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩ সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮ মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, তস্তিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নিজই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫ আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬ উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, তস্তিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৭·০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০·০০

অন্তেষ্টানীং যথান্যত্র তথৈবামন্ত্রণং পিতুঃ।
তমুবাচ কৃপাবিষ্টো ভৃগুর্ধর্মভৃতাং বরঃ। ৪২
নেহাস্তি ক্ষত্রিয়ঃ কশ্চিৎ সর্বে হ্যেতে দ্বিজাতয়ঃ।
এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা ভৃগোস্তস্যাঃ প্রতর্দনঃ। ৪৩
পাদাবুপস্পৃশ্য শনৈঃ প্রশ্রয়ো বাক্যমব্রবীৎ
এবমপ্যহি ভগবন্ কৃতকৃত্যো ন সংশয়ঃ। ৪৪
য এষ রাজা বীর্যেণ স্বজাতিং ত্যাজিতো ময়া
অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ ব্যায়ন্ত চ শিবেন মাম্। ৪৫
ত্যাজিতো হি ময়া জাতিমেষ রাজা নৃপদ্বিষ
ততস্তেনাভ্যনুজ্ঞাতো যযৌ রাজা প্রতর্দনঃ। ৪৬
যথাগতং মহারাজ মুক্ত্বা বিষমিবোরগঃ
ভৃগোর্বচনমাত্রেণ স চ ব্রহ্মর্ষিতাং গতঃ। ৪৭
বীতহব্যো মহারাজ ব্রহ্মবাদিষমেব চ।
তস্য পুৎসমতো পুত্রো রূপেণেন্দ্র ইবাপরঃ। ৪৮
শত্রুক্ষয়মিতি যো দৈত্যানিন্দ্রীতঃ কিলাভবৎ।
ঋষেদে বর্ষতে চাগ্র্যা শ্রুতির্যস্য মহাত্মনঃ। ৪৯

তখন বর্ষাগমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভৃগু ঋষি ঐরূপ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! এখানে কোন ক্ষত্রিয় নাই; ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ৪২½

মহর্ষি ভৃগুর এই তথ্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতর্দন অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার পাদদ্বয় স্পর্শ করত বলিলেন, ভগবন্! যদি ইহাই হয়, তবে আমি কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছি—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪৩-৪৪

কারণ, এই রাজাকে আমি বীর্য পরাক্রমে নিজের জাতি ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছি। ব্রহ্মন্! আমাকে যাইবার অনুমতি দিন এবং আমার কল্যাণ চিন্তা করুন। ৪৫

ভৃগুবরশ্রেষ্ঠ মহর্ষে! আমি এই রাজাকে নিজের জাতি ত্যাগ করাইয়াছি। মহারাজ! তদনন্তর মহর্ষির অনুমতি লইয়া রাজা প্রতর্দন সর্প যেরূপ খোলোস ত্যাগ করে, সেইরূপ ক্রোধ ত্যাগ করিয়া যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে ফিরিয়া যাইলেন। ৪৬½

মহারাজ! এইরূপে রাজা বীতহব্য ভৃগুর বাক্যানুসারে ব্রহ্মবাদী হইয়া গিয়াছিলেন। ৪৭½

তাঁহার পুত্র পুৎসমত রূপে দ্বিতীয় ইন্দ্রতুল্য ছিলেন। তিনি যত্র পুৎসমতো রাজন্, ত্রিশোঃ স মহীয়তে।
স ব্রহ্মচারী বিপ্রর্ষিঃ শ্রীমান্ পুৎসমতোঽভবৎ। ৬০
পুত্রো পুৎসমতস্যাপি সুচেতা অভবদ্ দ্বিজঃ
ঋচঃ সুচেতসঃ পুত্রো বিদ্বাংস্তস্য চাত্মজঃ। ৬১
বিদ্বত্যায়াং তু পুত্রস্তু বিতব্যস্যাং চাত্মজঃ
বিত্তজ্যায়াং সুতঃ সত্যঃ সত্যস্য চাত্মজঃ। ৬২
শ্রবাস্তস্য সুতস্ত্বাসীৎ শ্রবসশ্চাভবৎ তমঃ
তমসশ্চ প্রকাশোঽভূৎ তনয়ো দ্বিজসত্তমঃ।
প্রকাশস্য বাগিন্দ্রো বভূব জগতঃ পরঃ। ৬৩
তস্যাত্মজশ্চ প্রমিতির্বেদবেদাঙ্গপারগঃ
তৃতাচ্যাং তস্য পুত্রস্তু রুরুর্নামোদপদ্যত। ৬৪
প্রমদ্বরায়াং তু রুরোঃ পুত্রঃ সমুদপদ্যত
শুনকো নাম বিপ্রর্ষির্যস্য পুত্রোঽথ শৌনকঃ। ৬৫
এষঃ বিপ্রক্রমপ্রথম বীতহব্যো নরাধিপঃ
ভৃগোঃ প্রসাদাদ্ রাজেন্দ্র ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ। ৬৬

যায়, তোন এক সময় দৈত্যগণ তাঁহাকে এই কথা বলিয়া যজন করিয়াছিল যে, তুমি ইন্দ্র। ৪৮½

ঋগ্বেদে মহাত্মা পুৎসমতের শ্রেষ্ঠ স্তুতি বিদ্যমান আছে রাজন্! সেখানে ব্রাহ্মণগণ পুৎসমতের অত্যন্ত সম্মান করিতেন। ঋষি পুৎসমত অতিশয় তেজস্বী ও ব্রহ্মচারী ছিলেন। ৪৯-৬০

পুৎসমতের পুত্র সুচেতা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুচেতার পুত্র ঋচ এবং তাঁহার পুত্র হইলেন বিদ্বান্। ৬১

বিদ্বান্যের পুত্রের নাম বিতব্য। বিতব্যের পুত্র সত্য এবং সত্যের পুত্র ছিলেন শ্রব। ৬২

শ্রবের পুত্র হইলেন তম, তমের পুত্র তমঃ ও তমঃ পুত্র হইলেন দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। প্রকাশের পুত্র বিদ্বান্দিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগিন্দ্র ছিলেন। ৬৩

বাগিন্দ্রের পুত্র হইলেন প্রমিতি, ইনি বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন। প্রমিতির ঘৃতাচী অপ্সরা হইতে রুরু নামক পুত্র উৎপন্ন হন। ৬৪

রুরু হইতে প্রমদ্বরার গর্ভে ব্রহ্মর্ষি শুনকের জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র হইলেন শৌনকঋষি। ৬৫

রাজেন্দ্র! ক্ষত্রিয়শিরোমণে! এইভাবে রাজা বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ভৃগুর প্রসাদে ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছিলেন। ৬৬

তথৈব কথিতো বংশো ময়া সর্বেশ্বরস্তব
বিস্তরেণ মহারাজ কিমন্যদনুপৃচ্ছসি । ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ । ৬০

মহারাজ ! এইরূপে আমি বৃষ্ণিবংশের বংশের সহিত যাহার বর্ণনা করিলাম । এখন আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ৬৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের অনুশাসনপর্বাধ্যায়ের দানধর্মপর্বে ভীষ্মযুধিষ্ঠির উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(নারদের পূজনীয়-পূজকাদি লক্ষণবর্ণনম্ তথা তেষামাদর-সৎকার-পূজাভিঃ লাভকথনম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ত্বত্তঃ পূজ্যা বৈ ত্রিলোকেঽস্মিন্ মানবা ভরতর্ষভ
বিস্তরেণ তদাচক্ষ্ব ন হি তৃপ্যামি কথ্যতঃ । ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
নারদস্য চ সংবাদং বাসুদেবস্য চোভয়োঃ । ২

নারদং প্রাঞ্জলিং দৃষ্ট্বা পূজয়ানং দ্বিজর্ষভান্ ।
কেশবঃ পরিপপ্রচ্ছ ভগবন্ যান্ নমস্যসি । ৩

যদ্যমানপরস্তেষু ভগবন্ যান্ নমস্যসি ।
শক্যঃ শ্রোতুমহং তান্ত্বত্তো ভূয়স্তদ্ বদাধিপ । ৪

নারদ উবাচ ।

শৃণু গোবিন্দ যানেতান্ পূজয়াম্যরিমর্দন ।
ত্বত্তোঽন্যঃ কঃ পুমাঁল্লোকে শ্রোতুমেতদিহার্হতি । ৫

বরুণং বায়ুমাদিত্যং পর্জন্যং ভাস্করেরসম্ ।
স্থাণুং ভগং তথা সপ্তর্ষীন্ বিষ্ণুং ব্রহ্মাণমেব চ । ৬

বাচস্পতিং চন্দ্রমসমপঃ পৃথ্বীং সরস্বতীম্
সর্বতং যে নমস্যন্তি তান্ নমস্যামি বৈ ভৃশো । ৭

তপোধনান্ বেদবিদো বিদ্বাংসো বেদপারগান্ ।
মহার্হান্ বৃত্তিভির্নিত্যং সদা সম্পূজয়াম্যহম্ । ৮

অভুক্ত্বা দেবকার্যাণি কুর্বতে যেঽবিকত্থনাঃ
সন্তশ্চাক্ষমাযুক্তাস্তান্ নমস্যামীহ বিদ্বাংসো । ৯

একত্রিংশ অধ্যায় ।

[নারদকর্তৃক পূজনীয় পুরুষগণের লক্ষণ বর্ণন এবং তাঁহাদের আদর, সৎকার ও পূজায় লাভ কথন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহশ্রেষ্ঠ ! এই তিন লোকে কোন্ কোন্ মহাত্মগণ পূজনীয় হন ? তাঁহা সবিস্তরে বর্ণনা করুন । আপনার কথা শুনিতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না । বরং উত্তরোত্তর শ্রবণাভিলাষ বর্দ্ধিত হইতেছে । ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! এ বিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষগণ দেবর্ষি নারদ ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদরূপ এই ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন । ২

পূজকেরা দেখিলেন, দেবর্ষি নারদ কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তম ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতেছেন । তাঁহা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্ ! আপনি কাহাদিগকে নমস্কার করেন ? ৩

প্রভো ! যাহাদের স্তবে যাঁহাদের প্রতি অভিনয় সম্ভাবনা আছে এবং আপনিও যাঁহাদিগকে নমস্কার করেন, তাঁহারা কোন্ ব্যক্তি ? যদি তাঁহা আমার শ্রবণ করা যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবে আপনি সেই সব পূজ্য পুরুষগণের পরিচয় দান করুন । ৪

নারদ বলিলেন,—শত্রুমর্দন গোবিন্দ ! আমি যাঁহাদের পূজা করি, তাঁহাদের পরিচয় শ্রবণ করিবার জন্য এ সংসারে আপনি ব্যতীত অন্য আর কোন্ পুরুষ অধিকারী হইতে পারে ? ৫

যে সমস্ত ব্যক্তিগণ বরুণ, বায়ু, আদিত্য, পর্জন্য, অগ্নি, রুদ্র, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, চন্দ্র, ধন, পৃথিবী ও সরস্বতীদেবীকে নমস্কার করেন, প্রভো ! আমি সেই পূজ্য পুরুষগণকে প্রণাম করি । ৬-৭

বৃষ্ণিকুলকুমুদ ! তপস্যাতে যাঁহাদের মন, যাঁহারা বেদজ্ঞ ও লোক সকল আদর করিয়া থাকেন, সেই পরম পূজনীয় পুরুষগণকেই আমি সর্ব্বদা পূজা করি । ৮

যাঁহারা ভোজন করিবার পূর্ব্বে দেবতাগণের পূজা করেন, অথবা নিজেদের আত্মশ্লাঘা করেন না, সদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং ক্ষমাশীল, আমি তাঁহাদেরই প্রণাম করি । ৯

সম্যগ্ যজন্তি যে চেষ্টৈঃ ভাস্তা দান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
সত্যাঃ ধর্মং ক্ষিতিং শান্তং তাং নমস্যামি যাদব ॥ ১০

যে বৈ তপসি বর্তন্তে বনে মূলফলাশনাঃ।
অনকৃষাঃ ক্রিয়াবন্তস্তান্ নমস্যামি যাদব ॥ ১১

যে ভৃত্যভরণে শক্তাঃ সততং চাতিথিব্রতাঃ।
ভুঞ্জতে দেবশেষাণি তান্ নমস্যামি যাদব ॥ ১২

যে বেদং প্রাপ্য দুর্ধর্ষা বাগ্মিনো ব্রহ্মচারিণঃ
যাজনাধ্যাপনে যুক্তা নিত্যং তান্ পূজয়াম্যহম্ ॥ ১৩

প্রসন্নহৃদয়াস্তৈস্তৈ সর্বসত্ত্বেষু নিত্যশঃ
আপৃষ্টাস্তাপাং খাধ্যায়ে যুক্তাংস্তান্ পূজয়াম্যহম্ ॥ ১৪

গুরুপ্রসাদে স্বাধ্যায়ে যতন্তো যে দৃঢ়ব্রতাঃ।
তপ্তাশ্রবোঽনসূয়ন্তস্তান্ নমস্যামি যাদব ॥ ১৫

সুব্রতা মুনয়ো যে চ ব্রাহ্মণাঃ সত্যসঙ্গরাঃ
যোগাচারা দ্রব্যকরাণাং তান্ নমস্যামি যাদব ॥ ১৬

ভৈক্ষ্যচর্য্যাসু নিরতা ঋষয়ো গুরুকুলাশ্রয়াঃ
নিঃসুখা নির্নমা যে তু তান্ নমস্যামি যাদব ॥ ১৭

নিরস্তা নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বা নিষ্ক্রীকা নিষ্পরিগ্রহাঃ
যে বেদং প্রাপ্য দুর্ধর্ষা বাগ্মিনো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৮

অহিংসানিরতা যে চ যে চ সত্যব্রতা নরাঃ
দান্তাঃ শমপরাস্তৈস্তৈ তান্ নমস্যামি কেশব ॥ ১৯

দেবতাতিথিপূজাসু যুক্তা যে গৃহমেধিনঃ।
কপোতবৃত্তয়ো নিত্যং তান্ নমস্যামি যাদব ॥ ২০

যেষাং ত্রিবর্গঃ কৃত্যেষু বর্ততে নোপহীয়তে।
শিষ্টাচারপ্রবৃত্তাংস্তান্ নমস্যামাহং সদা ॥ ২১

ব্রাহ্মণাঃ শ্রুতসম্পন্না যে ত্রিবর্গমুপাসিতাঃ।
অলোলুপাঃ পুণ্যশীলাস্তান্ নমস্যামি কেশব ॥ ২২

বহুদক্ষিণ! যাঁহারা বিধি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, যাঁহারা ভগবান্ জিতেন্দ্রিয়, মনকে বশীভূত করিয়া ধ্যানে এবং সত্য, ধর্ম, পৃথিবী ও দোষ পূজা করেন, তাঁহাদিগকেই আমি প্রণাম করি ॥ ১০

যাদব! যাঁহারা বনে ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিতে থাকেন, কোনরূপ কিছুই সংগ্রহ করিয়া রাখেন না এবং ক্রিয়া-নিষ্ঠ, তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করি ॥ ১১

যাঁহারা ভাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এবং সেবকগণ ভরণ পোষণ-যোগ্য ব্যক্তিদিগকে পালন করিতে সমর্থ, যাঁহারা সর্ব্বদা অতিথিসেবাব্রত গ্রহণ করিয়া অবস্থান করেন এবং যাঁহারা যে যজ্ঞ হইতে অবশিষ্ট অন্নই ভোজন করেন, আমি তাঁহাদিগকেই প্রণাম করি ॥ ১২

যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়া দুর্ধর্ষ হইয়াছেন, যাঁহারা বাগ্মী, ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন এবং যজ্ঞ করাইতে ও বেদ পড়াইতে সমর্থ, আমি তাঁহাদেরই সদা পূজা করি ॥ ১৩

যাঁহারা নিত্য-নিয়ত সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি প্রসন্নচিত্ত থাকেন এবং প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর কাল পর্য্যন্ত বেদের স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন, আমি তাঁহাদেরই পূজা করি ॥ ১৪

বহুদক্ষিণবর! যাঁহারা ওজস্বী প্রসন্নতাবিধানে ও স্বাধ্যায় করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল থাকেন, যাঁহারা কখনও ব্রতভঙ্গ করেন না, যাঁহারা গুরুজনগণের সেবা করেন এবং কাহারও দোষ-দর্শন করেন না, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি ॥ ১৫

বহুদক্ষিণ! যাঁহারা উত্তমব্রতপালনকারী, মনঃশীল, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং দ্রব্য-সম্ভারকে নিয়মানুসারে যজ্ঞে বহন করেন, আমি সেই সব ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করি ॥ ১৬

বহুধনকৃষ্ণ! যাঁহারা গুরুকুলে বাস করিয়া ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করেন, তপস্যায় যাঁহাদের শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছে এবং যাঁহারা কখনও মন ও প্রণাম ক্রিয়া করেন না, আমি তাঁহা যেরূপ প্রণাম করি ॥ ১৭

কেশব! যাঁহাদের মনে মমতা নাই, যাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত, লজ্জাকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা প্রয়োজন-শূন্য হইয়াছেন, যাঁহারা বেদের জ্ঞান যথাপ্রাপ্ত হইয়া দুষ্কর হইয়া গিয়াছেন, যাঁহারা প্রবচনকুশল ও ব্রহ্মবাদী, যাঁহারা অহিংসাব্রত ধারিয়া সজ্জন সত্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযম ও মনোনিগ্রহ সাধনে নিরত থাকেন, তাঁহাদিগকেই আমি নমস্কার করি ॥ ১৮-১৯

বহুধনজাত দোষিক! যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ সদা কপোতবৃত্তি অবলম্বন করত দেবতা ও অতিথিসেবার পূজার লাগিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করি ॥ ২০

যাঁহাদের সকল কার্য্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিন বর্গের নির্ব্বাহ হয়, কোনও একটিরও হানি হইতে যেন না এবং যাঁহারা শিষ্টাচারসমূহ পালনে নিরত থাকেন, তাঁহাদিগকেও আমি নমস্কার করি ॥ ২১

কেশব! যে ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্রের জ্ঞানসম্পন্ন, ধর্ম, অর্থ ও কাম-

অব্রতাশ্চ বাহুতজ্ঞাশ্চ সুব্রতজ্ঞাশ্চ যে সদা
ব্রতৈশ্চৈব বিবিধৈর্যুক্তাংস্তান্ নমস্যামি মাধব ॥ ১৩
অযোনীনগ্নিযোনীংশ্চ ব্রহ্মযোনিগতাংশ্চৈব চ
সর্বভূতাত্মযোনীংশ্চ তান্ নমস্যামাহং সদা ॥ ১৪
নিত্যমেতান্ নমস্যামি কৃষ্ণ লোকহরানৃষীন্
লোকজ্যেষ্ঠান্ কুলজ্যেষ্ঠাংস্তথৈবাগ্নিকিতাংস্তথা ॥ ১৫
তস্মাৎ ত্বমপি বার্ষ্ণেয় দ্বিজান্ পূজয় নিত্যদা।
পূজিতাঃ পূজয়ন্ত্যাশু হি সুখং দাস্যন্তি তেঽনঘ ॥ ১৬
অস্মিঁল্লোকে সদা ক্ষেমং পরত্র চ সুখপ্রদাঃ
তস্মাৎ ব্রাহ্মণানা বৈ প্রদাস্যন্তি সুখং তব ॥ ১৭
যে সর্বাতিথয়ো নিত্যা মৌনী চ ব্রাহ্মণেষু চ
নিত্যং সত্যে স্থিতিরতা দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৮
নিত্যা শমপরা যে চ তথা যে চানসূয়কাঃ।
নিত্যস্বাধ্যায়িনো যে চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৯
সর্বান্ দেবান্ নমস্যন্তি যে চৈকা বেদমাশ্রিতাঃ।
শ্রদ্দধানাশ্চ দান্তাশ্চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৩০
তথৈব বিপ্রপ্রবরান্ নমস্কৃত্য যতব্রতাঃ
ভবন্তি যে দানরতা দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৩১
তপশ্বিনশ্চ যে নিত্যা কৌমারব্রহ্মচারিণঃ।
তপসা ভাবিতাত্মানো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৩২
দেবতাতিথি-ভৃত্যানাং পিতৃণাং চার্চনে রতাঃ।
শিষ্টান্নভোজিনো যে চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৩৩
অগ্নিহোত্রং বিধিবৎ প্রণতা ধারয়ন্তি যে
প্রাপ্তা সোমাহুতিং চৈব দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৩৪
মাতাপিত্রোর্যুক্তরূপং চ সম্যগ্ বর্ততি যে সদা।
যথা বৃষ্ণির্মহাবাহুর্লোকাংস্তরতি বিশ্রুতঃ ॥ ৩৫

এই দ্বিবর্গের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহাদের মধ্যে লোলুপতা নাই এবং যাঁহারা সত্যবিহিত পুণ্যাত্মা, আমি তাঁহাদেরই প্রশংসা করি। ১১

যাদব! যাঁহারা নানাবিধ ব্রত পালন করিতে করিতে কেবল জল ও বায়ুপান করিয়া অবস্থান করেন এবং যাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নই ভোজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রশংসা করি। ১২

যাঁহাদের স্ত্রী নাই অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মচর্য ব্রতপালন করেন, যাঁহারা অগ্নিহোত্র কার্যে নিরত থাকেন, যাঁহারা বেদ ধারণ করেন এবং সমস্ত প্রাণিগণের আত্মা পরমাত্মাকেই সকলের কারণ বলিয়া মনে করেন, আমি তাঁহাদিগকেই সদা বন্দনা করি। ১৩

যে কৃষ্ণ! যাঁহারা লোকসকল সৃষ্টি করেন, সংসারে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উত্তম বংশে উৎপন্ন, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করেন এবং সূর্যস্বরূপ জগৎকে জ্ঞানালোক প্রদান করেন, সেই ঋষিগণকে আমি সদা প্রণাম করি। ১৪

বৃষ্ণিকুলধুরন্ধর শ্রেষ্ঠি! অতএব আপনিও সর্বদা ব্রাহ্মণগণকে পূজা করুন। নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণ! সেই পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ পূজিত হইলে পর আপনাকে তাঁহারা নিজেদের আশীর্বাদের দ্বারা সুখ প্রদান করিবেন। ১৬

এই সব ব্রাহ্মণ সর্বদা ইহলোক ও পরলোকেও সুখ প্রদান করিতে করিতে বিচরণ করেন। ইঁহারা সন্তুষ্ট হইলে পর আপনাকে অবশ্যই সুখ প্রদান করিবেন। ১৭

যাঁহারা নিত্য সকল অতিথির আদর-সৎকার করেন এবং দো-ব্রাহ্মণ ও সত্যের উপর সর্বদা প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখেন, তাঁহারা সর্ববিধ মহাসঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যান। ১৮

যাঁহারা সর্বদা নিজেদের মনকে বশীভূত রাখেন, কাহারও দোষ দর্শন করেন না এবং প্রতিদিন স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন, তাঁহারাও দুর্গম সঙ্কট পার হইয়া যান। ১৯

যাঁহারা সকল দেবতাকে প্রণাম করেন, একমাত্র বেদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, শ্রদ্ধাবান ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখেন, তাঁহারাও দুস্তর সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥৩০

এইরূপ যাঁহারা নিয়মপূর্বক ব্রত পালন করেন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের দেয় বস্তু দান করেন, তাঁহারা দুস্তর বিপদ হইতেও উত্তীর্ণ হন। ৩১

যাঁহারা তপস্বী, আবাল্য ব্রহ্মচারী ও তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট, তাঁহারাও দুর্গম সঙ্কট পার হইয়া যান ॥ ৩২

যাঁহারা দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ ও পিতৃগণের পূজায় নিরত থাকেন এবং যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারাও দুর্গম সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥ ৩৩

যাঁহারা বিধি অনুসারে অগ্নি স্থাপনা করত সদা অগ্নিহোত্রের উপাসনা ও বন্দনা করিতে করিতে সর্বদা সেই অগ্নিকে হবন করেন এবং তাঁহার দ্বারা সোমরসের আহুতি দেন, তাঁহারা দুস্তর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন। ৩৪

বৃষ্ণিবংশধুরন্ধর কৃষ্ণ! যাঁহারা আপনার ন্যায় মাতা-পিতা ও গুরুজনগণের প্রতি পূর্ণতঃ ন্যায়যুক্ত আচরণ করেন, তাঁহারাও

তস্মাৎ ত্বমপি কৌন্তেয় পিতৃ-দেব-দ্বিজাতিষীন্
সম্যক্ পূজয়সে নিত্যং গতিমিষ্টামবাপ্স্যসি ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে সহস্রসাহ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি কৃষ্ণ-নারদসংবাদে
একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

নষ্ট হইতে পার হইয়া যান—ইহা বলিয়া নারদ বিরত হইলেন। ৩৫

কৃষ্ণীনন্দন যুধিষ্ঠির! অতএব যদি তুমিও সর্বদা দেবতা, পিতৃ গণ, ব্রাহ্মণ ও অতিথিদিগকে সর্বতোভাবে পূজা এবং আত্মসংযম করিতে থাক, তাহা হইলে তুমি অতীষ্ট গতিলাভ হইবে॥ ৩৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসহস্রশ্লোকী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বাধ্যায়ের দানধর্মপর্বে কৃষ্ণ ও নারদের সংবাদবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(রাজর্ষি-বৃষদর্ভেন (উশীনরের বা) শরণাগত-কপোতস্য রক্ষা, তৎপ্রত্যাবেষাকশ্যেন-লোকপ্রাপ্তি।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
ঘণ্টোঽহং শ্রোতুমিচ্ছামি ধর্মং ভরতসত্তম ॥ ১
শরণাগতং যে রক্ষন্তি ভূতগ্রামা চতুর্বিধম্।
কিং তস্য ভরতশ্রেষ্ঠ ফলং ভবতি ভারত ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

ইহ শৃণু মহাপ্রাজ্ঞ ধর্মপুত্র মহাযশঃ।
ইতিহাসং পুরাবৃত্তং শরণার্থং মহাফলম্ ॥ ৩
প্রপাত্যমানঃ শ্যেনেন কপোতঃ প্রিয়দর্শনঃ।

বৃষদর্ভং মহাত্মানং নরেন্দ্রং শরণং গতঃ ॥ ৪
স ত্বং দৃষ্ট্বা বিভুস্তস্মা ত্রাসমুপাগতম্
আশ্বাস্যাশ্বসিহীত্যাহ ন তেঽস্তি ভয়মণ্ডত ॥ ৫
ততং তে সুমহৎ কস্মাৎ কৃত্র কিং বা কৃতং ত্বয়া
যেন ত্বমিহ সম্প্রাপ্তো বিসংজ্ঞো ভ্রান্তচেতনঃ ॥ ৬
নবনীলোৎপলাশীতশ্চারুবর্ণসুদর্শন
দাড়িমাশোকপুষ্পাক্ষ ন ত্রসস্যতঃ ভয় ॥ ৭
মৎসকাশমনুপ্রাপ্তো ন ত্বাং কশ্চিৎ সমুৎসহেৎ
মনসা প্রেষণং কর্তুং রক্ষ্যমাণপুরস্কৃতম্ ॥ ৮

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

[রাজর্ষি বৃষদর্ভ (বা উশীনর) কর্তৃক শরণাগত কপোতের রক্ষা এবং সেই প্রভাবে অক্ষয় লোকপ্রাপ্তি।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাত্মন্ পিতামহ! আপনি সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞানে নিপুণ, অতএব আমি আপনার নিকট হইতেই ধর্মবিষয়ক উপদেশ শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি এখন ইহা বলুন যে, যাহারা শরণাগত অশ্ব, শিশু, বেদজ্ঞ ও উদ্ভিজ্জ—এই চারিপ্রকার প্রাণিগণকে সর্বদা রক্ষা করেন, তাঁহাদের প্রকৃতপক্ষে কোন্ ফল লাভ হইয়া থাকে? ২

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ! মহাযশস্বী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির! শরণাগতকে রক্ষা করিলে যে মহাফল লাভ হয়, সেই বিষয়ে তুমি এই এক প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ কর। ৩

কোন এক সময়ের ঘটনা, এক বাজপক্ষী কোন একটি সুন্দর কপোতকে (পায়রাকে) বিনাশ করিবার জন্য আঘাত করিয়া প্রাণনাশ করিতে লাগিল, তখন সেই কপোত রাজপক্ষীর ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করত মহাত্মাগ রাজা বৃষদর্ভের (উশীনরের) শরণাগত হইল। ৪

তখনতঃ নিজের কোলে পতিত সেই কপোতকে দেখিয়া বিভু অর্থাৎ কর্তৃসমর্থশালী রাজা উশীনর সেই পক্ষীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—অয়ি! তুমি শান্ত হও। এখানে তোমার কোনও ভয় নাই। ৫

বল, তোমার এই অতিশয় ভয় কোথায় ও কাহা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? তুমি কি অপরাধ করিয়াছ? যাহার জন্য তোমার চেতনা যেন ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে এবং তুমি লজ্জা ধারাইয়া ফেলিয়াছ? ৬

নূতন নীল-পদ্মের ন্যায় তোমার মনোহর কান্তি, তুমি যেখিতেও অতিশয় সুন্দর। তোমার চক্ষুদ্বয় দাড়িম্ব ও অশোক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ। তুমি ভীত হইও না। আমি তোমাকে অভয়দান করিলাম। ৭

এখন তুমি আমার নিকটে আসিয়াছ, অতএব রক্ষ্যমাণের

কাশিরাজাঃ তদৈবেষ বৃদ্ধঃ জীবিতং তথা।
তাভ্যেতা তব বিপ্রর্ষে কপোত ন ভয়ং তব ॥৯

শ্যেন উবাচ

মমৈতদ্ বিহিতা ভক্ষ্যা ন রাজান্নাদুমর্হসি
অতিক্রান্তক্ষ প্রাপ্তক্ষ প্রবদ্যাদ্যোপপাদিতম্ ॥ ১০

মাংসেক ক্রবিষং চাসা মজ্জা মেদশ্চ যে হিতম্
পরিতোষকরো হ্যেষ মম ভক্ষাগ্রতো তব ॥ ১১

ক্ষুধা মে বাধতেঽত্যুগ্রা ক্ষুধা নির্দহতীব মাম্।
মুমূর্ষোর্ন হি শক্যামি রাজন্ মন্ত্রয়িতুং ক্ষুধাম্ ॥ ১২

ময়া জন্তুসূতো হ্যেষ মৎপক্ষনবধিষ্কৃতঃ।
কিন্তিদ্বক্ষ্যামি নিঃশ্বাসঃ ন রাজন্ গোন্তু মর্হসি ॥ ৩

যদি ত্বাবিহতে রাজন্ প্রভূতং রক্ষণে নৃণাম

যেচনস্য ক্ষুধার্তস্য ন তু প্রভূতযোত্তম ॥ ১৪

যদি বৈরিষু ভূত্যেষু ভক্তনব্যবহারযোঃ
বিবরোদ্ঘিন্নিরাণাঞ্চ আকাশে বা পরাক্রম ॥ ১৫

প্রভূতা হি পরাক্রমা সম্যক্ পক্ষবিরেষু তে
যদি ত্বমিহ বর্ষার্থী মামপি ত্রাতুমর্হসি ॥ ১৬

ভীষ উবাচ।

ক্রুষ্টা শ্যেনস্য তদ্ বাক্যং রাজবিশ্বিষ্মঃ গতঃ।
সন্ত্রাব্য চৈনং তদ্বাক্যং তদর্থং প্রত্যভাষত ॥ ১৭

রাজোবাচ

গোবৃষো বা বরাহো বা মৃগো বা মহিষোঽপি বা।
তদর্থমদ্য ক্রিয়তাং ক্ষুধাপ্রশমনায় তে ॥ ৮

শরণাগতস্য ন ত্যাগোঽস্তীতি মে ব্রতমাহিতম্।
ন মুঞ্চতি যমাজ্ঞানি দ্বিজোঽয়ং পক্ষ বৈ দ্বিজ ॥ ১৯

রক্ষকপ্রধান রাজার) সম্মুখে অবস্থিত আছ এখানে তোমাকে কেহই মনের কথাও বলিতে সাহস করিবে না। ৮

কপোত। আজই আমি তোমার রক্ষার জন্য এই ক্ষণি রাজা অর্থাৎ প্রকাশবান উশীনর রাজা এবং নিজের জীবনকেও ত্যাগ করিয়া দিব। তুমি এই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাও। এখন তোমার আর কোনও ভয় নাই। ৯

এই সময়ে সেই বাজপক্ষীও সন্ধানে আসিল এবং বলিল রাজন্! বিধাতা এই কপোতকে আমার ভোজনরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আপনি ইহাকে রক্ষা করিবেন না। ইহার জীবন চলিয়াই গিয়াছে; কারণ, ইহাকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অতিদূর পথের পথিক ইহাকে লাভ করিয়াছি। ১০

ইহার রক্ত, মাংস, মজ্জা ও মেদ সবই আমার পক্ষে হিতকর। এই কপোত আমার ক্ষুধা শান্ত করিয়া আমাকে পূর্ণরূপে তৃপ্তি করিবে, অতএব আপনি আমার এই আহারের সম্মুখে বাধা দিয়া নষ্ট করিবেন না। ১১

অত্যন্ত পিপাসা আমাকে কষ্ট দিতেছে। ক্ষুধার জ্বালা যেন আমাকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে রাজন্! ইহাকে মুক্ত করিয়া দিন। আমি ক্ষুধার বেগকে সহ্য করিতে পারিতেছি না। ১২

আমি অতিদূর হইতে ইহার পক্ষাঘাতসহকারে আসিতেছি। এই কপোত আমার পক্ষ ও নখের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। এখন আর কিছু বাদ ইহার অবশিষ্ট আছে। রাজন্! এরূপ অবস্থায় আপনি ইহাকে রক্ষা করিবেন না। ১৩

হেহ রাজন্! নিজ দেশে বাসকারী মনুষ্যগণকে রক্ষা করিবার জন্যই আপনি রাজা হইয়াছেন। ক্ষুধা ও পিপাসা পীড়িত পক্ষীদের আপনি রক্ষক নন। ১৪

যদি আপনার মধ্যে শক্তি থাকে, তবে বৈরী, ভৃত্য ও ভজনগণ এবং বাসী-প্রতিবাসীদিগের ব্যবহারে ও উদ্ভিন্নগণের বিবরসমূহের উপরই নিজের পরাক্রম প্রকাশ করুন। আকাশে বিচরণকারীদিগের উপর নিজের বলপ্রয়োগ করিবেন না। ১৫

যাহারা আপনার আশ্রিতরক্ষারী পক্ষকোটির অন্তর্গত, তাহাদের উপর পরাক্রম করিয়া নিজের প্রভুত্ব প্রকাশ করাই আপনার উচিত কার্য। যদি আপনি বর্ষার জন্য এখানে এই কপোতকে রক্ষা করেন, তবে ক্ষুধার্ত আমার দিকেও আপনি একবার দৃষ্টিপাত করুন। ১৬

ভীষ বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! রাজপক্ষীর এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি উশীনর বিস্মিত হইলেন। তিনি তাহার কথার প্রত্যুত্তর করিয়া কপোতকে রক্ষা করিবার জন্য এই কথা বলিলেন। ১৭

রাজা বলিলেন,—বাজ! তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার ক্ষুধার শান্তির জন্য আজ তোমাকে ভোজনের নিমিত্ত গোরু, বরাহ, মৃগ অথবা মহিষ মাংস প্রস্তুত করিয়া দিব। ১৮

পক্ষিন। আমি শরণাগতকে ত্যাগ করিতে পারিব না—ইহা আমার ব্রত। আমি একপ ব্রতই গ্রহণ করিয়াছি। দেখ, এই পক্ষী তখনতঃ আমার অধনতল ত্যাগ করিতেছে না। ১৯

শুক উবাচ

ন বরাহং ন চোকাখং ন চাজানং বিবিধান্ দ্বিজান্।
ভক্ষয়ামি মহারাজ কিমর্থন্তেন তেন মে ॥ ২০

যজ্ঞে যে বিধিতো ভক্তাঃ পুরা দেবৈঃ সনাতনঃ
শুনাঃ কপোতান্ খাদন্তি বিধিরেষা সনাতনী ॥ ২১

উশীনর কপোতে তু যদি স্নেহস্ত্বয়ীদৃশ।
তত্তস্য মে প্রযচ্ছাশু ত্বমাংসং তুলয়া ধৃতম্ ॥ ২২

রাজোবাচ।

মহাননুগ্রহো মেঽয়ং যত্ত্বমেবমিহাগথ মাম্
বাঢ়মেব করিষ্যামীত্যুক্ত্বা তুলাং রাজসত্তমঃ ॥ ২৩

উৎকৃত্যোৎকৃত্য মাংসানি তুলয়া সমতোলয়ৎ
অন্তঃপুরে ততস্তস্য স্ত্রিয়ো মন্ত্রিভূমিষ্ঠাঃ ॥ ২৪

হাহাকৃতা বিনিষ্ক্রান্তাঃ শ্রুত্বা পক্ষয়ঃ খিতাঃ
তাসাং ক্রন্দিতশব্দেন মন্ত্রি-ভৃত্যজনস্য চ ॥ ২৫

যজ্ঞের সুমহান্ নাদো দেবগন্ধর্বনিঃস্বনঃ
নিরুদ্ধে গগনং সর্বং শুক্লং দেবৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২৬

মহী প্রচলিতা চাসীৎ তস্য সত্ত্বেন কর্ষণা
স রাজা পার্শ্বতশ্চৈব বাহুত্যামুদ্ধতঃ স্বয়ং ॥ ২৭

তানি মাংসানি সংস্থিত্য তুলায়াং পুরুষর্ষভঃ
তথাপি ন সমত্বেন কপোতেন বরুথ ॥ ২৮

অস্থিভূতো যদা রাজা নির্মাংসো ক্রুধিরস্রবঃ
তুলাং ত্যক্ত্বা সমারূঢ়ঃ স্বং মাংসমুদমৃদ্যত ॥ ২৯

ততঃ সেন্দ্রাস্তদা লোকাস্তং নরেন্দ্রমুপস্থিতাঃ।
তেষাঞ্চক্রাশিরেগন্ত্রং বাদিত্রা দেবদুন্দুভিঃ ॥ ৩০

অমৃতেনাভিষিক্তশ্চ বৃষদর্ভো নরেশ্বরঃ।
দিব্যৈশ্চ সুস্রুবৈর্গান্ধৈস্তস্তিষ্টঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩১

দেব-গন্ধর্বসঙ্ঘাস্তৈরুপগীতশ্চ সর্বতঃ
বৃত্তস্তৈশ্চোপগীতশ্চ পিতামহ ইব প্রভুঃ ॥ ৩২

রাজন্যকী বলিল —মহারাজ! আমি না খাইব, না পোষুষ, এবং না অন্য প্রকার শক্তিগণের মাংস ভক্ষণ করিব। যাহা খাদ্যের ভোজন, তাহা লইয়া আমি কি করিব? ২০

যজ্ঞ দেবগণ সনাতনকাল হইতে আমার জন্য যে ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহাই আমার প্রয়োজন। প্রাচীনকাল হইতেই সকল লোকে ইহা জানে যে, শ্বান কপোত ভক্ষণ করে ॥ ২১

নিষ্পাপ মহারাজ উশীনর! যদি আপনার এই কপোতের উপর স্নেহ থাকে, তবে আপনি আমাকে তুলাদণ্ডে ইহার সমপরিমাণ মাংস আপনারই দেহ হইতে ছেদন করিয়া প্রদান করুন ॥ ২২

রাজা বলিলেন,—বাঢ়! তুমি এই কথা বলিয়া আমাকে অতিশয় অনুগ্রহ করিয়াছ। আচ্ছা, আমি তাহাই করিব। এই কথা বলিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ উশীনর আপন দেহ হইতে মাংস ছেদন করিয়া করিয়া উহা তুলাদণ্ডে রাখিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩-২৪

এই সংবাদ শ্রবণ করত অন্তঃপুরের ভূমিষ্ঠবাসিনী রাজীগণ অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া হাহাকার করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন ॥ ২৫

তাঁহাদের রোদন শব্দে এবং মন্ত্রী ও ভৃত্যজনগণের হাহাকার শব্দে দেবের যজ্ঞীয় গর্জনের ন্যায় সেখানে মহাকোলাহল হইতে লাগিল ॥ ২৬

সমস্ত ভূমি আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া দেবগণের আস্ফালিত হইয়া যাইল। তাঁহার সত্ত্ব কর্ষণের প্রভাবে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ২৭

রাজা নিজের পার্শ্বভাগ দুইহস্ত ও তথা হইতে বহু মাংস ছেদন করিয়া সত্ত্ব তুলা পূরণ করিতে লাগিলেন। তথাপি সেই মাংসরাশি কপোতের সমপরিমাণ হইল না ॥ ২৮-২৯

যখন রাজার শরীরের মাংস শেষ হইয়া যাইল এবং ছেদের দ্বারা প্রবাহিত হইতে হইতে কেবল অস্থিমাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন তিনি মাংস ছেদন করিয়া দিয়া পরিশেষে তুলারোহণ করিলেন ॥ ২৯

তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ ত্রিলোকের সকল প্রাণী সেই নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহু দেবদুন্দুভি আকাশে বাজিতে আরম্ভ হইল। সুস্থিরভাবে করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

বহু দেবতা তাঁহা বৃষদর্ভকে অমৃতের দ্বারা স্নান করাইলেন এবং তাঁহার উপর অত্যন্ত সুগন্ধময় দিব্য পুষ্পসমূহ বারংবার বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

দেব ও গন্ধর্বসমূদয় এবং অপ্সরাগণ তাঁহাকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া বৃত্ত ও গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহাদের মধ্যভাগে স্থিতাবস্থ ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩২

হেমপ্রাসাদসম্বাধং মণি-কাঞ্চনতোরণম্।
স বৈদূর্য্যমণিস্তম্ভং বিমানং সমধিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৩
স রাজর্ষির্দিবং প্রাপ্য কর্ম্মণা তেন শাশ্বতম্।
সরণাগতেভ্যশ্চ বৈ ত্বং কুরু সর্বা যুধিষ্ঠির ॥৩৪
ভক্তানামনুরক্তানামার্জ্জবানাঞ্চ সর্ব্বতঃ।
ন্যস্তদণ্ডে মহাবাহো পরত্র সুখমেধতে ॥ ৩৫
সাধুবৃত্তো হি যো রাজা সদ্বৃত্তমনুতিষ্ঠতি।
কিং ন প্রাপ্তং ভবেৎ তেন ব্যবাত্তেনেহ কর্ম্মণা ॥ ৩৬

স রাজর্ষির্যুধিষ্ঠির ধীরঃ সত্যপরাক্রমঃ।
কাশীনামীশ্বরঃ প্রাপ্তো লোকেষু কর্ম্মণা ॥
যোঽপ্যন্যঃ কারয়েদেবং শরণাগতরক্ষণম্
সোঽপি গচ্ছেত তামেব গতিং ভরতসত্তম ॥ ৩৮
ইদং বৃত্তং হি রাজর্ষের্বর্ত্তয়ন্ত্য কীর্ত্তয়ন্।
পুত্রবান্ বৈ ভবেল্লোকে সুহৃদ্বান্ ধন্য বিন্দতি ॥ ৩৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি স্তেন-কপোতসংবাদে
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

এই সময়ে এক দিব্য বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহার মধ্যে স্বর্ণ নির্ম্মিত প্রাসাদ ছিল, যাহা ও স্বর্ণনির্ম্মিত তোরণদ্বার ছিল এবং বৈদূর্য্যমণি নির্ম্মিত স্তম্ভ শোভা পাইতেছিল। ৩০

রাজর্ষি উশীনর সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করত সেই পুণ্য-কর্ম্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির! তুমিও শরণাগতদিগের রক্ষা নিমিত্তে সর্ব্বদা তৎপর হইয়া থাক। যে রাজা নিজের ভক্ত, প্রেমী ও শরণাগত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন এবং সকল প্রাণীর প্রতিই দয়া করেন, তিনি পরলোকে সুখলাভ করিয়া থাকেন। ৩৪-৩৫

যে রাজা সদাচারী হইয়া সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করেন, তিনি নিজের ঐ সকল সদাচারীর কর্ম্মের দ্বারা কোন্ বস্তু না লাভ করিয়া থাকেন? ৩৬

সত্যপরাক্রমী, ধীর ও গুণবান্ কাশীপতি রাজর্ষি উশীনর নিজের পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা তিনি লোকে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। ৩৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি অন্য কোনও রাজা নিজের শরণাগতকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তবে তিনিও সেইরূপ গতিই প্রাপ্ত হন। ৩৮

রাজর্ষি বৃষদর্ভের (উশীনরের) এই চরিত্র যিনি সর্ব্বদা শ্রবণ ও বর্ণনা করেন, তিনি সংসারে পুণ্যাত্মা হইয়া যান। ৩৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে শ্যেন ও কপোতের সংবাদ-বিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রাহ্মণদানাদ্যুত্তমবর্ণনম্]।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং রাজ্ঞঃ সর্ব্বকৃত্যানাং গরীয়ঃ স্যাৎ পিতামহ
কুর্ব্বন্ কিং কম নৃপাঃকশ্চো লোকো সমশ্নুতে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

এতদ্ রাজ্ঞঃ কৃতাকৃতমভিপ্রেক্ষন্ ভবেত্ত।
ব্রাহ্মণানামনুজ্ঞানমস্তান্তঃ সুখমিচ্ছতা ॥ ২

কর্ত্তব্যং পার্থিবেন্দ্রেণ ভবৈব ভরতর্ষভ।
জ্যোত্তিষ্মান্ ব্রাহ্মণান্ বৃদ্ধান্ নিত্যমেবোপলক্ষয়েৎ ॥ ৩
পৌর-জানপদাংশ্চাপি ব্রাহ্মণাংশ্চ বহুশ্রুতান্
সান্ত্বেন ভোগদানেন নমস্কারৈস্তথার্চয়েৎ ॥ ৪
এতৎ কৃত্যতমং রাজ্ঞো নিত্যমেবোপলক্ষয়েৎ।
যথাঽঽখ্যানং যথা পূজা ভবৈতান প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৫

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! রাজার সমস্ত কার্য্যে কাহার মহত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক? কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী রাজা ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকের সুখ ভোগ করেন? ১

ভীষ্ম বলিলেন, ভারত! রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যশাসনকারী রাজার সকলকার্য করা হইল কি—তিনি ব্রাহ্মণগণের সেবা-পূজা করিবেন ভরতশ্রেষ্ঠ! অতএব সুখ লাভ করিতে অভিলাষী রাজার ইহাই করা উচিত। ২।

রাজা যেরূপ ব্রাহ্মণ ও বৃষগণকে সর্ব্বদাই সম্মান করিবেন। নগর ও জনপদসমূহে বসবাসকারী বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণের মধুর বাক্য বলিয়া, উত্তম ভোগসমূহ প্রদান করিয়া এবং আদরের সহিত স্তব স্তুতি নতি করিয়া প্রণাম করত সম্মানিত করিবেন। ৩-৪

রাজা যেভাবে নিজেকে ও নিজের পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইভাবে এই ব্রাহ্মণগণের রক্ষার প্রতিবিধান করিবেন। ইহাই

যে চাপ্যেষাং পূজকাস্তান্ দৃঢ়ং প্রতিপূজয়েৎ।
তেষু শান্তেষু তস্য রাষ্ট্রং সর্বদেব বিরাজতে ॥ ৬
তে পূজ্যাস্তে নমস্কার্যা মান্যাস্তে পিতরো যথা।
তেষেব যাস্ত্র লোকানাং ভূতানামিব বাসবে ॥ ৭
অস্তিচারৈরুপায়ৈশ্চ দণ্ডেনোপি চেতসা।
নিগৃহ্যা কুপিতাঃ কৃত্স্নং ক্রুদ্ধাঃ সন্তাপয়ন্তি হি ॥ ৮
নাস্তুষেষাং প্রশস্যানি ন দিশশ্চাপ্যাপ্নুবন্তি।
কুপিতাঃ সমুদীক্ষন্তে দাবেষ্বগ্নিমিবা ঈব ॥ ৯
বিদ্যুত্যেষাং সাহসিকা গুণাস্তেষামকীর্তি হি
কৃপা ইব তৃণচ্ছন্না বিণ্মূত্রা দৌত্রিবাপরে ॥ ১০
প্রসজ্জকারিণঃ কেচিৎ কার্পাসমৃষয়ো পরে
(মান্যাস্তেষাং সাধবো যে ন নিন্দ্যাশ্চাপ্যসাধবঃ)
সন্তি চৈবামস্তিশঠাস্তেষ্বেবান্তে তপাত্মনঃ ॥ ১১

রাজার প্রধান কর্তব্য, ইহাদের উপর তিনি সদা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন ॥ ৫

যাহারা এই ব্রাহ্মণগণের পূজনীয়, সেই পূজ্যগণকেও দৃঢ়ির চিত্তে পূজা করিবেন ; কারণ, তাঁহারা শান্ত থাকিলেই সম্পূর্ণ রাষ্ট্র শান্ত ও সুখী থাকে ॥ ৬

রাজার পক্ষে ব্রাহ্মণগণই পিতার ন্যায় পূজনীয়, মান্যনীয় ও মাননীয়। যেরূপ প্রাণিগণের জীবন জলবর্ষণকারী ইন্দ্রেরই উপর নির্ভর, সেইরূপ জগতের জীবনযাত্রাও ব্রাহ্মণগণেরই উপর অবলম্বিত ॥ ৭

এই সত্যপরাক্রমী ব্রাহ্মণগণ যখন কুপিত হইয়া উহাদের দণ্ড করেন, তখন অভিচার বা অন্যান্য উপায়সমূহের দ্বারা সমস্ত রাজাই নিজের বিরোধীদিগকে ভস্মীভূত করেন অর্থাৎ তাহাদের সর্বনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৮

আমি ইহাদের অন্ত দেখিতে পাই না। ইহাদের জন্য কোনও দিকের দ্বার বন্ধ থাকে না। ইহারা যখন কুপিত হন, তখন তাঁহারা দাবানলের শিখাসদৃশ হইয়া যান এবং সেইজন্যই লোকের দৃষ্টিতে দেখিতে থাকেন ॥ ৯

সাধুগণ পূজ্যগণও ইহাদের নিকট হইতে ভয় পান ; কারণ, ইহাদের মধ্যে ওগুলি অধিক থাকে। এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় নিজেদের ভেতরে অজ্ঞান করিয়া রাখেন এবং অনেকে নির্মল আকাশের ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকেন ॥ ১০

কৃমি-গোরক্ষকাশ্চৈকে তৈক্ষ্যমস্তেঽপ্যনুষ্ঠিতাঃ
চৌরাশ্চাজ্ঞেঽবৃত্তাশ্চান্যে তথান্তে নট-নর্তকাঃ ॥ ১২
সর্বকর্মসমাচ্ছাস্তে পাণ্ডিবোঽধিতরেষু চ।
বিবিধাকারবৃত্তান্ত ব্রাহ্মণা ভরতর্ষভ ॥ ১৩
নানাকর্মসু রক্তানাং ষড়ঙ্গযোগজীবিনাম্।
ধর্মজ্ঞানাং সতাং তেষাং নিত্যমেবাদ্ভুতং বপুঃ ॥ ১৪
লিঙ্গং পুরাণং দেবত্বানাঞ্চ মনুষ্যোরগ-রক্ষসাম্।
পুরাণোক্তে মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বৈ জনাধিপ ॥ ১৫
নৈতে দৈবৈর্ন পিতৃভির্ন গন্ধর্বৈর্ন রাক্ষসৈঃ
মানুষৈর্ন পিশাচৈশ্চ শক্যা ভেত্তুং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৬
অজৈবং দৈবতং কুর্যা দেবতং চাপ্যদৈবতম্
যদিচ্ছেদ্যঃ স রাজা স্যাদ্ যো নেষ্টঃ স পরাত্মবৎ ॥ ১৭

যত ব্রাহ্মণ ছাকারী হন এবং অনেকে আবার কার্পাসের ন্যায় কোমল হইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সম্মান করিবে এবং কিন্তু যাহারা শ্রেষ্ঠ নন, তাহাদের নিন্দ করিবে না। এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত শঠ হন এবং অন্যেরা তপস্বী হন ॥ ১১

অনেকে কৃমিকার্য করিয়াও জীবিকা অর্জন করেন, কেহ বা ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবিকানির্বাহ করেন, যাহ ব্রাহ্মণ চুরি করে অনেকে বিদ্যা কথা বলেন এবং যাহ ব্রাহ্মণ আবার নট ও নর্তকের কার্য করিয়া থাকেন ॥ ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের নিকটে ও অন্য ব্যক্তিগণের নিকটে সর্বপ্রকার কার্য করিতে সমর্থ হন এবং অনেক ব্রাহ্ম নানাপ্রকার আকার ধারণ করেন ॥ ১৩

নানাপ্রকার কার্যে ব্যাপৃত ও বহুবিধ কর্মের দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী এই ধর্মজ্ঞ ও সৎপুরুষ ব্রাহ্মণগণের সকলেরই রূপ করিবে ॥ ১৪

জনাধিপ ! প্রাচীনকাল হইতেই এই মহাত্মাগণ ব্রাহ্মণ দেবতা, পিতৃপুরুষ, মনুষ্য, নাগ ও রাক্ষসসকলের দ্বারা পূজনীয় ॥ ১৫

এই দ্বিজগণ না দেবতা, না পিতৃপুরুষ, না গন্ধর্ব, না রাক্ষ না অসুর এবং না পিশাচগণের দ্বারা কখনও ভিন্ন হন ॥ ১৬

ইঁহারা যদি ইচ্ছা করেন, তবে যাঁহারা দেবতা নন, তাঁহাদিগ দেবতা করিতে পারেন এবং যাঁহারা দেবতা, তাঁহাদের দেবত্ব করিয়া থাকেন। ইঁহারা যাঁহাকে রাজা করিতে ইচ্ছুক

পরিবাদক যে কুর্যুর্ব্রাহ্মণানামচেতসঃ
সত্যা ব্রবীমি তে রাজন্ বিনশ্যেয়ুর্ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
নিন্দা-প্রশংসাকুশলাঃ কীর্তাঃকীর্তিপরায়ণাঃ।
পরিমুষ্যন্তি তে রাজন্ সততং দ্বিষতাং দ্বিজাঃ ॥ ১৯
ব্রাহ্মণা যং প্রশংসন্তি পূজ্যঃ স প্রথতে
ব্রাহ্মণৈর্যঃ পরাকৃষ্টঃ পরাকৃষ্যাৎ স্বয়াদপি সঃ ॥ ২০
শকা যবন-কাম্বোজাস্তাতাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ ॥ ২১
দ্রাবিড়াশ্চ কলিঙ্গাশ্চ পুলিন্দাশ্চাপ্যশীনরাঃ
কোলিসর্পা মাহিষকাস্তাতাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ ॥ ২২
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ
ক্রোড়ান্ পরাভবন্তেতো ন তদ্বো রোচতাং বয়ং ॥ ২৩

যস্তু সর্বমিদং হন্যাদ্ ব্রাহ্মণশ্চ ন তৎসমঃ।
ব্রহ্মঘ্নো মহান্ দোষ ইত্যাহুঃ পরমর্ষয়ঃ ॥ ২৪
পরিবাদো দ্বিজাতীনাং ন শ্রোতব্যঃ কথঞ্চন।
আসীতাধোমুখস্তূষ্ণী সহ্যাদ্ বজ্রেচ্ছ বা ॥ ২৫
ন স জাতোঽজনিষ্যদ্ বা পৃথিব্যামিহ কশ্চন
যো ব্রাহ্মণবিরোধেন সুখং জীবিতুমুৎসহেৎ ॥ ২৬
দুর্গ্রাহ্যো মুষ্টিনা বায়ুর্দুঃস্পর্শঃ পাশিনা শশী।
দুর্ধর্ষা পৃথিবী রাজন্ দুর্ধর্ষা ব্রাহ্মণা ভুবি ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ব্রাহ্মণপ্রশংসা নাম
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

[তুমিই রাজা হইয়া থাকো এবং যাহাকে রাজাসনে দেখিতে ইচ্ছা করেন না, তিনি পরাভবপ্রাপ্ত হন। ১৭

রাজন্! আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিয়া দিলাম, যে মূঢ় ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করে, তাহারা নষ্ট হইয়া যায়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৮

নিন্দা ও প্রশংসায় নিপুণ এবং লোকসকলের যশ ও অপযশ বর্ধন করিতে তৎপর দ্বিজগণ নিজেদের প্রতি সদা দ্বেষকারী ব্যক্তিদিগের উপর কুপিত হইয়া উঠেন। ১৯

ব্রাহ্মণগণ যাঁহার প্রশংসা করেন, সেই পূজ্য ব্যক্তিরও লাভ করিয়া থাকেন এবং ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে অভিশাপ দেন, তাহার তৎক্ষণাৎ পরাভব প্রাপ্তি হয়। ২০

শক, যবন, ও কাম্বোজাদি ক্ষত্রিয়গণ প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের কৃপা দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহারা বৃষল (শূদ্র ও ম্লেচ্ছ) হইয়া যান। ২১

দ্রবিড়ী বীরগণের মধ্যে ম্লেচ্ছ নরেশ। দ্রাবিড় কলিঙ্গ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প ও মাহিষকাদি ক্ষত্রিয় জাতিরাও ব্রাহ্মণগণের কৃপাদৃষ্টি না পাওয়ায় শূদ্র হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণের নিকটে পরাজয় হইলে কল্যাণ লাভ হয় এবং তাঁহাদের পরাজিত করিলে সে জয় জয় বলিয়া গণ্য হয় না কারণ, তাহা অকল্যাণকর। ২২-২৩

যে ব্যক্তি এই সম্পূর্ণ জগৎকে জয় করে এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বধ করে, এই উভয়েরই পাপ সমান। ঋষিগণ বলিয়াছেন—ব্রহ্মঘ্নতা মহাপাপ। ২৪

ব্রাহ্মণগণের নিন্দা কোন প্রকারেই শুনা উচিত নয় যেখানে তাঁহাদের নিন্দা হয়, সেখানে অধোমুখে নীরবে বসিয়া থাকিবে কিংবা সেস্থান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইবে। ২৫

এ জগতে এরূপ কোনও মানুষ জন্মগ্রহণ করে নাই এবং ভবিষ্যতে করিবেও না, যে মানুষ ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করিয়া সুখের সহিত জীবিত থাকিবার সাহস করিতে পারে। ২৬

রাজন্! বায়ুকে মুষ্টির দ্বারা ধরিয়া রাখা, চন্দ্রকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করা এবং পৃথিবীকে তুলিয়া ধরা যেরূপ অত্যন্ত কঠিন কার্য, সেইরূপ এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণগণকে জয় করা দুষ্কর কার্য। ২৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ব্রাহ্মণের প্রশংসাসূচক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণাদি প্রশংসা ।

ভীষ্ম উবাচ

ব্রাহ্মণানেব সততং তৃপ্তাঃ সম্পরিপূজয়েৎ
এতে হি সোমরাজান ঈশ্বরা সুখদুঃখয়োঃ । ১

এতে তৌরসলক্ষণৈরঙ্গৈস্তৈস্তৈ র্বিমিশ্রকৈঃ ।
সদা পূজ্যা নমস্কার্যৈ রক্ষ্যাশ্চ পিতৃবদ্নৃপৈঃ । ২

ততো রাষ্ট্রস্য বাস্তিহি তৃপ্তানামিব বাসবাৎ
জায়তাং রত্নবর্ষঞ্চ রাষ্ট্রে বৈ ব্রাহ্মণঃ শুচিঃ । ৩

মহারত্নং রাজ্ঞস্ত এইবাঃ শক্রত্রাপনঃ
ব্রাহ্মণং জাতিসম্পন্নং ধর্মজ্ঞং সংশিতব্রতম্ । ৪

বাসয়েত গৃহে রাজন্ ন তস্মাৎ পরমস্তি বৈ
ব্রাহ্মণেভ্যো হবির্দত্তা প্রতিগৃহ্নন্তি দেবতাঃ । ৫

পিতরঃ সর্বভূতানাং নৈবেভ্যো বিদ্যতে পরম্ ।
আদিত্যচন্দ্রমা বায়ুরাপো ভূতস্বরং দিবঃ । ৬

সর্বে ব্রাহ্মণমাবিশ্য সদাব্রহ্মপভুঞ্জতে
ন তস্মাদস্তি পিতরো যস্য বিপ্রা ন ভুঞ্জতে । ৭

যেষাঞ্চাপ্যস্ত নাস্তীতি পাপশ্চ ব্রাহ্মণা দ্বিষ ।
ব্রাহ্মণেষু তু তুষ্টেষু প্রীয়ন্তে পিতরঃ সদা । ৮

তথৈব দেবতা রাজন্ নাত্র কার্যা বিচারণা
তথৈব ঋষয়ঃ প্রীয়ন্তে যেষাং তুষ্যতি তদ্বিজঃ । ৯

ন চ প্রেত্য বিনশ্যন্তি ন চ পরাং গতিম্ ।
যেন যেনৈব হবিষা ব্রাহ্মণাস্তর্পয়েন্নরঃ । ১০

তেন তেনৈব প্রীয়ন্তে পিতরো দেবতাস্তথা ।
ব্রাহ্মণেভ্যো হবির্দত্তা প্রতিগৃহ্নন্তি দেবতাঃ । ১১

ব্রাহ্মণাদেব তদ্ ভূতা প্রভবন্তি যতঃ প্রজাঃ । ১১

যতস্ত্বায়ঃ প্রভবন্তি প্রেত্য যত্র চ গচ্ছন্তি
যেষৈব মার্গঃ স্বর্গস্য তথৈব নরকস্য চ । ১২

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

[শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের প্রশংসা ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! ব্রাহ্মণগণের সর্বদাই উত্তম-রূপে সমাদর সহকারে পূজা করা উচিত। চন্দ্র হইলেন ইঁহাদের রাজা। ইঁহারা যাহাকে সুখ ও দুঃখ এই উভয়ই প্রদান করিতে সমর্থ । ১

ব্রাহ্মণের কর্তব্য হইল—তাঁহারা উত্তম ক্রোধ, আত্মরক্ষণ এবং জিজ্ঞাসা করিয়া প্রভৃত অন্যান্য মনোবাঞ্ছিত পদার্থ দান করত নমস্কারাদি দ্বারা সর্বদা তাঁহাদের পূজা করিবেন ও পিতার ন্যায় তাঁহাদের সদা পালন-পোষণ করিবেন, তবেই এই ব্রাহ্মণগণের দ্বারা রাজ্যে সেইভাবে শান্তি থাকিতে পারে, যেরূপ ইন্দ্রের নিকট হইতে বৃষ্টিপাত হইলে পর সমস্ত প্রাণিগণের সুখ-শান্তি লাভ হয় । ২-৩

সকলের এই কথাটাই বলা উচিত যে, রাজ্যে ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন পবিত্র ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইল এবং সজ্জনগণের সদাচারক যজ্ঞাদি ক্রিয়ার উৎপত্তি হইল । ৪

রাজন্ ! বিশুদ্ধ জাতিসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণ ব্রতপালনকারী ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিজের গৃহে বাস করাইবেন। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোনও পুণ্য কর্ম নাই । ৫

ব্রাহ্মণগণকে যে হবিষ্য অর্পণ করা হয়, তাহা দেবতারা গ্রহণ করেন ; কারণ, ব্রাহ্মণ সমস্ত প্রাণিগণেরই পিতা। ইঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন প্রাণী নাই । ৬

সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, জল, পৃথিবী, আকাশ ও দিক্‌সমূহ—ইঁহাদের সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সদা ব্রাহ্মণগণের শরীরে প্রবেশ করত অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন । ৭

ব্রাহ্মণগণ যাহার অন্ন ভোজন করেন না, তাহার অন্য পিতৃগণও স্বীকার করেন না সেই ব্রাহ্মণদ্রোহী পাপাত্মার অন্য দেবতারাও গ্রহণ করেন না । ৮

রাজন্ ! যদি ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে পিতৃগণ সন্তুষ্ট থাকেন এবং দেবতারাও সদা প্রসন্ন থাকেন এবিষয়ে কোনরূপ অন্য বিচার করা উচিত নহে । ৮-৯

এইরূপে সেই দেবতাগণও প্রসন্ন থাকেন, তাঁহাদের প্রসন্ন হইলে ব্রাহ্মণদিগের উপযোগে ব্যবহৃত হয়। তাঁহারা মৃত্যুর পর নষ্ট হন না, উত্তম গতি লাভ করিয়া থাকেন । ৯-১০

যাহারা যে যে হবিষ্যের দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন করেন সেই সেই হবিষ্যের দ্বারা দেবতা এবং পিতৃগণও তৃপ্ত হইয়া যান । ১০-১১

যাহা হইতে সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হয়, সেই যজ্ঞাদি কার্য ব্রাহ্মণগণ হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। জীব যেখান হইতে উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যুর পর যে স্থানে গমন করে, সেই স্বর্গকে, স্বর্গ নরকের মার্গকে এবং ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ব্রাহ্মণ জানেন । ব্রাহ্মণ মনুষ্যগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রেষ্ঠ

জাগর্ত্তানাগর্ত্তে চৈতে ব্রাহ্মণো দ্বিপদাঃ বরঃ।
ব্রাহ্মণো ভরতশ্রেষ্ঠ যথার্থঃ বৈব বেদ যঃ। ৩
যে চৈবমনুবর্ত্তন্তে তেন যান্তি পরাভবম্
ন তে প্রেত্য বিনশ্যন্তি গচ্ছন্তি ন পরাভবম্ ॥১৪
যত্র ব্রাহ্মণবাক্যং গ্রাহ্যং প্রতিগৃহ্যতে বৈ বচঃ।
কৃতাত্মানো মহাত্মানস্তে ন যান্তি পরাভবম্ ॥ ১৫
অস্মিন্নাগার প্রত্যক্ষা তেজসা চ বলেন চ
ব্রাহ্মণেষেব সাধ্যন্তি তেজাংসি চ বলানি চ ॥ ১৬
কৃশবস্ত্রালঙ্কারান্ কীর্ণানাজিনসংহতান্
ভরতাত্তো বৈরতব্যানৈলান্ড ভরতর্ষভ ॥ ১৭
চিত্রানুবাক্যাপাত্রয়ন্তে কৃষ্ণাজিনবাসসঃ।
প্রক্ষিপ্যাথ চ কৃত্তান্ বৈ পারশ্বানিনয়ন্তে ॥ ১৮
যং কিঞ্চিৎ কথ্যতে লোকে শ্রূয়তে পঠ্যতেঽপি বা
তৎ তৎ ব্রাহ্মণেষেব পূচ্যতেঽস্মিন্নিহ দারুণ ॥ ১৯

যিনি যথার্থ জানেন ও তাঁহার পালন করেন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ॥ ১১-১৩

যে সব যাদব ব্রাহ্মণগণের অনুসরণ করেন, তাঁহাদের কখনও পরাভব প্রাপ্তি হয় না। ১৪

ব্রাহ্মণের মুখ হইতে যে বাণী নির্গত হয়, তাহা যাঁহারা শিরোধার্য্য করেন, সেই সমস্ত কৃতমনকে আত্মভাবে দর্শনকারী মহাত্মা পুরুষগণ কখনও পরাভব প্রাপ্ত হন না। ১৫

যাঁহা তেজ ও বলের দ্বারা সমস্তকারী ক্ষত্রিয়গণের তেজ এবং বল ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে আসিয়াই শান্ত হইয়া যায়। ১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! কৃশকলেবর ব্রাহ্মণগণ জীর্ণবস্ত্রপরিধানে, অজিনাবসনধারী সন্ন্যাসগণ নীলবর্ণীয় রাজাদিগকে এবং ভরতবংশ বৈরত ও ঐলাদি পুত্রদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১৭

ক্ষত্রিয়গণের নিকট নানাপ্রকারের বিচিত্র অনুশাসন ছিল, তথাপি কৃষ্ণমৃগচর্ম্মধারী এই ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের জয় করিয়া ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য হইল—ব্রাহ্মণগণকে জলপূর্ণ কুম্ভসকল দান করিয়া তাঁহারা পারলৌকিক কার্য্য আরম্ভ করিবেন। ১৮

সংসারে যাহা কিছু বলা হয়, শুনা যায় ও পাঠ করা হয়, এই সব কিছুই কাহে ওতপ্রোতভাবে স্থিত অগ্নির ন্যায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই অবস্থিত আছে ॥ ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
সংবাদং বাসুদেবস্য পৃথিব্যাশ্চ ভরতর্ষভ ॥ ২০
বাসুদেব উবাচ।
মাতরং সর্বভূতানাং পৃচ্ছে ত্বাং সংশয়ং শুভে।
কেনস্বিৎ কর্মণা পাপং ঘোরোদর্কং নরো গৃহী ॥ ২১
পৃথিব্যুবাচ
ব্রাহ্মণানেব সেবেত পবিত্রং হ্যেতদুত্তমম্।
ব্রাহ্মণান্ সেবমানস্য যশঃ সর্বা প্রসূয়তে
অতো বৃদ্ধিরতঃ কীর্তিরতো বৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ২২
মহারাজশ্চ রাজন্ত ঐক্ষ্বাকঃ শক্রতাপনঃ।
ইতি হ্যাহ নারদঃ প্রাহ সততং সর্বভূতেষু ॥ ২৩
ব্রাহ্মণা জাতিসম্পন্নাঃ বর্ষজ্ঞাঃ সংশিতব্রতাঃ শুচিম্
অপরেদ্যুঃ পরেদ্যুশ্চ পরত্যেষ্যেব বেঽপরে ॥ ২৪
ব্রাহ্মণা যা প্রবাংসন্তি স মনুষ্যঃ প্রবর্ধতে
অথ যো ব্রাহ্মণান্ দ্বেষ্টি পরাভবতি সোঽচিরাৎ ॥ ২৫

পৃথিবীর সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—শুভে! তুমি সমস্ত প্রাণিগণের ধাত্রী, সেই জন্য আমি তোমাকে এক সন্দেহ জিজ্ঞাসা করিব। গৃহস্থ মানুষ কোন্ কর্মের অনুষ্ঠানে নিজের পাপ নাশ করিতে সমর্থ হয়? ২১

পৃথিবী বলিলেন, ভগবন্! ইহার জন্য মানুষের ব্রাহ্মণগণেরই সেবা করা উচিত ইহাই সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও উত্তম কার্য্য। ব্রাহ্মণগণের সেবাকারী পুরুষের সমস্ত যশোগুণ বৃদ্ধি হইয়া যায়। ইহা হইতে ঐশ্বর্য্য, ইহা হইতে কীর্ত্তি ও ইহা হইতে উত্তম বুদ্ধির লাভ হয় ॥ ২২

সদা সর্বপ্রকার সমৃদ্ধির জন্য নারদ আমাকে বলিয়াছিলেন – পঞ্চসন্ধ্যাকারী মহাযশী ঋষিরা হইয়া উৎপন্ন হইয়াও যাজনা করিবে ॥ ২৩

উত্তম জাতি সম্পন্ন, বর্ষজ্ঞ, কঠোরব্রত পালনকারী ও পবিত্র ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেও ইচ্ছা রাখিবে। ক্ষুদ্র-মধ্যে সর্বপ্রকার মানুষ হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন। এমন ব্রাহ্মণগণ যাঁহার প্রশংসা করেন, সেই মানুষের বৃদ্ধি হয় এবং ব্রাহ্মণেরা যাঁহার নিন্দা করেন, সেই মানুষ সমস্ত পরাভব প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪-২৫

যথা মহার্ণবে ক্ষিপ্ত আমলোষ্টো বিনশ্যতি
তথা দুষ্কৃতিজং সর্বং পরাভাবায় কল্পতে ॥ ১৬
পশ্য চন্দ্রে কৃতং লক্ষ্ম সমুদ্রো লবণোদকঃ।
তথা তপসমাবেশ মবেহ্যঃ পরিচিহ্নিতঃ ॥ ১৭
তেষামেব প্রভাবেন সহস্রনয়নো হরেঃ।
শতক্রতুঃ সমভবৎ পশ্য মাধব যাদৃশম্ ॥ ১৮
ইচ্ছন্ কীর্তিং ভূতিং লোকাংস্তপ মধুসূদন।
ব্রাহ্মণানুমতে তিষ্ঠেৎ পুরুষঃ শুচিরাত্মবান্ ॥ ১৯

ভীষ্ম উবাচ
ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা বেদিস্থা মধুসূদনঃ।
সাধু সাধ্বিতি কৌরব্য মেনিরে প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৩০
এতাং শ্রুত্বোপমাং পার্থ প্রযতো ব্রাহ্মণর্ষভান্।
সততং পূজয়েদ্ যস্তু ততঃ শ্রেয়োঽভিপদ্যতে ॥ ৩১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পৃথ্বী-বাসুদেবসংবাদে
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

যেরূপ মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত কাঁচা মৃত্তিকার ঢিল শীঘ্র গলিয়া নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের নিন্দা লাভ করিলেই সমস্ত সুকৃত নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৬

মাধব! দেখুন, ব্রাহ্মণগণের কিরূপ প্রভাব, যাঁহারা চন্দ্রে কলঙ্কলেপন করিয়া দিয়াছেন, সমুদ্রের জলকে লবণাক্ত করিয়াছেন এবং যেখানে ইন্দ্রের গমনে এত হাজার তপশ্চিহ্ন উৎপন্ন করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদেরই প্রভাবে সেই সব আবার শুদ্ধ হেতু পরিণত হইয়া গিয়াছে, যাহার ফলে শতযজ্ঞকারী ইন্দ্র 'শতক্রতু' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ॥ ১৭-১৮

মধুসূদন! যিনি কীর্তি, ঐশ্বর্য ও উত্তম লোকসকল লাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহাকে সংযতচিত্তে সেই পূজ্য ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া থাকিবেন ॥ ১৯

ভীষ্ম বলিলেন,—কুরুনন্দন! পৃথিবীদেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ মধুসূদন বলিলেন, উত্তম, উত্তম, তুমি সত্য কথা বলিয়াছ। এই কথা বলিয়া তিনি পৃথিবীদেবীর অভিনন্দন সমাদর করিলেন ॥ ৩০

কুন্তীনন্দন! এই শ্রুতি ও ব্রাহ্মণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভূমি সর্বদা পবিত্রভাবে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতে থাক। ইহাতে তুমি কল্যাণ লাভ করিবে ॥ ৩১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে পৃথিবীদেবী ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রহ্মণা ব্রাহ্মণানাং মাহাত্ম্যবর্ণনম্]

ভীষ্ম উবাচ
জন্মনৈব মহাভাগো ব্রাহ্মণো নাম জায়তে।
নমস্যঃ সর্বভূতানামতিথিঃ প্রস্তুতাগ্রভুক্ ॥ ১
সর্বার্থাঃ সুলভস্তাত ব্রাহ্মণাঃ সুমনামুখাঃ।
গৌতিমঙ্গলযুক্তাতিরুদ্যন্তি পূজিতাঃ ॥ ২
সর্বাংস্তো দ্বিজতাত ব্রাহ্মণা ভাতমন্যবঃ।
গীর্ভিরারুপযুক্তাতিরাভিরুদ্যন্তপূজিতাঃ ॥ ৩
অত্র গাথাঃ পুরাগীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ
সৃষ্ট্বা দ্বিজাতীন্ ধাতা হি যথাপূর্বং সমাদদৎ ॥ ৪

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্রহ্ম কর্তৃক ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য বর্ণন]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ জন্মের দ্বারাই মহাভাগ্যশালী, সমস্ত প্রাণিগণের বন্দনীয় অতিথি ও প্রথম ভোজন পাইবার অধিকারী ॥ ১

তাত! ব্রাহ্মণগণ সকল মনোরথসিদ্ধিকারী, সকলের সুহৃদ্ এবং দেবতাগণের মুখ। তাঁহারা পূজিত হইয়া নিজেদের যজমানদিগের কল্যাণ চিন্তা করেন ॥ ২

তাত! আমাদের শত্রুগণের দ্বারা পূজিত না হওয়ায় তাহাদের প্রতি কুপিত হইয়া এই ব্রাহ্মণগণ অভিশাপপূর্ণ স্তবের দ্বারা তাহাদের সকলকে নষ্ট করিয়া দিবেন ॥ ৩

এ বিষয়ে পুরাবিৎ পুরুষগণ কর্তৃক পুরাকালে গীত যে গাথা কীর্তিত হয়—প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ

ন চাস্তরিহ কর্তব্যঃ কিঞ্জিদ্‌যজ্ঞ যথাবিধি
ওত্তো গোপায়তে ব্রহ্ম ত্রেতো যজ্ঞেন শোভনম্ ॥ ৫
অমেব কুর্বতাং কর্ম শ্রৈষ্ঠ্যং ব্রাহ্মী ভবিষ্যতি।
প্রমাণং সর্বভূতানাং প্রগ্রহাস্ত ভবিষ্যত ॥ ৬
ন শৌক্র কর্ম কর্তব্যং ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা।
শৌক্র হি কুর্বতঃ কর্ম ধর্মঃ সমূপহন্যতে ॥ ৭
শ্রীশ্চ বৃদ্ধিশ্চ তেজশ্চ বিবৃদ্ধিশ্চ প্রভাপিনী।
স্বাধ্যায়ে চৈব সাধ্যায়াং বিপুলাং প্রতিপদ্যতে ॥ ৮
হুত্বা চাহবনীয়স্থং মহাভাগো প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অগ্রভোজাঃ প্রভূতাশ্চ ক্রিয়া ব্রাহ্ম্যাস্তুকল্পিতাঃ ॥৯
শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তা জনজিহোহসত্তমা।
দমস্বাধ্যায়নিরতাঃ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০
যজ্ঞেন মানুষে লোকে যজ্ঞ দেবেষু কিঞ্চন
সর্বং তু তপসা সাধ্যং তপো হি মহিমেন ॥ ১১

(মুখৎসন্ধানানাং প্রীতিঃ পাবনাঃ ক্ষত্রিয়াঃ ক্রিয়ম্
অমুত্রেহ সমারাম্ভি বৈশ্য-শূদ্রাদিকাস্তথা।
অরক্ষিতাস্তু মুখ্যাভিরিতরে যান্তি বিপ্লবম্।
মুখস্তেজোহৃতা লোকাস্তস্ত রক্ষণ জগত্রয়ম্ ॥)
ইত্যেষ ব্রহ্মণীতাস্তে সমাখ্যাতো মহাত্মভি।
বিপ্রাণামনুকম্পার্থং তেন প্রোক্তো হি ধীমতা ॥ ১২
ভৃগুস্তেবাচ বলা মন্তে যথা রাজন্তপশ্চিনঃ
ত্বরাসম্পন্নাঃ চণ্ডাশ্চ ক্রুরাঃ ক্ষিপ্রকারিণঃ ॥ ১৩
সন্তোবাঃ সিংহসত্ত্বাশ্চ ব্যাঘ্রসত্ত্বাস্তথাপরে।
বরাহ-মৃগসত্ত্বাশ্চ জলসত্ত্বাস্তথাপরে ॥১৪
সর্পসত্ত্বসমাঃ কেচিৎ তথান্যে মকরসত্ত্বসঃ।
বিতাস্তুথাস্তিনঃ কেচিৎ তথা চক্ষুর্হণোঽপরে ॥ ১৫
সন্তি চাশীবিষসমাঃ সন্তি মন্দাস্তথাপরে।
বিবিধানীহ বৃত্তানি ব্রাহ্মণানাং মুণিস্তিঃ ॥ ১৬

পূর্ববৎ উৎপন্ন করিয়া তাঁহাদের উপদেশ করিলেন—তোমাদের পক্ষে বিধি অনুসারে যজ্ঞপালন এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কর্তব্য নাই। ব্রাহ্মণগণকে যদি রক্ষা করা হয়, তবে তাঁহারা তোমাদের রক্ষিত হইয়া ত্রিভুবনকে রক্ষা করিয়া থাকেন অতএব ব্রাহ্মণগণের সেবায় তোমাদের পরম কল্যাণ লাভ হইবে। ৪-৫

ব্রাহ্মণের ইন্দ্রাসন পরিত্যাগ করিলেই তোমাদের ব্রাহ্মী লক্ষ্মী প্রাপ্তি হইবে। তোমরা সমস্ত ভূতগণের পক্ষে প্রমাণভূত এবং তাহাদের বলীয়ত্রণধারী হও ॥ ৬

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের শূদ্রোচিত কর্ম করা উচিত নয়। শূদ্রের কর্ম করিলে তাঁহার ধর্ম নষ্ট হইয়া যায়। ৭

স্বধর্মপালন করিলে লক্ষ্মী, বৃদ্ধি, তেজ ও প্রভাযুক্ত শ্রৈষ্ঠ্য লাভ হয় এবং স্বাধ্যায়েরও অত্যধিক মাহাত্ম্য উপলব্ধি হইবে। ৮

ব্রাহ্মণগণ আহবনীয় অগ্নিতে অবস্থিত দেবতাগণকে হোমের দ্বারা তৃপ্ত করত মহৎ সৌভাগ্যপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহারা ব্রাহ্মী বিদ্যার উত্তম পাত্র হইয়া যজ্ঞসমূহের অগ্রে ভোজন পাইবার অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ৯

হিজগণ! যদি তোমরা কোন প্রাণীর সহিত দ্রোহ না করিয়া প্রাণ পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ইন্দ্রিয় সংযম ও স্বাধ্যায়ে নিরত থাক, তবে সমস্ত কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ১০

মনুষ্যলোকে ও দেবলোকে যাহা কিছু ভোগ্য বস্তু আছে, সেই সবই জ্ঞান, নিয়ম ও তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১১

(তোমাদের সমাজের পবিত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি প্রাণীরা ইহলোক এবং পরলোকেও প্রীতি ও সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা তোমাদের বিরোধী, তাহারা তোমাদের দ্বারা অরক্ষিত হওয়ায় বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তোমাদের তেজেই এই লোকসকল বিধৃত আছে; অতএব তোমরা এই ত্রিলোককে রক্ষা করিবে।)

নিষ্পাপ মুণিগণ! এইরূপে ব্রহ্ম কর্তৃক নীত প্রাণিসমূহ আমি তোমাকে বলিলাম। সেই পরম বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্যই এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১২

আমি ব্রাহ্মণগণের বল তপস্যা দ্বারাই জন্য অধিক বলিয়াই মনে করি। তাঁহারা দুর্মুখ, রুষ্টও শেগশালী ও ক্ষিপ্রকারী হন ॥ ১৩

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ সিংহতুল্য শক্তিশালী ও অনেকে ব্যাঘ্রসমূহ পরাক্রমশালী হন। বহু শক্তি বরাহ ও মৃগের সমান হইয়া থাকে। অনেকে আবার জলজন্তুতুল্য শক্তিশালী হন ॥ ১৪

তাঁহাদের স্পর্শ সর্পের সমান হয় এবং তাঁহাদের স্পর্শ আবার মকরসমূহ হয়। কেহ কেহ শাপ দিয়া বধ করেন, অনেকে আবার ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি দিয়াই ভস্ম করিয়া থাকেন ॥ ১৫

বহু ব্রাহ্মণ বিষধর সর্পসমূহ সদৃশ হন, অনেকে আবার মন্দস্বভাব হইয়া থাকেন। মুণিগণ! এ জগতে ব্রাহ্মণগণের স্বভাব ও আচার-ব্যবহার অনেক প্রকার হয় ॥ ১৬

মেকলা দ্রাবিড়া লাটাঃ পৌণ্ড্রাঃ কাম্বোজিরাতথা
শৌণ্ডিকা দরদা দার্বাশ্চৌরাঃ শবর-বর্বরাঃ। ১৭
কিরাতা যবনাশ্চৈব তাঙ্গাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ
বৃষলত্বমনুপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ। ১৮
ব্রাহ্মণানাং পরিত্যাগাদসুরাঃ সলিলেশয়াঃ।
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদাচ্চ দেবাঃ স্বর্গনিবাসিনঃ। ১৯
অথৈতা স্ফটিকাকাশসঙ্কাশো হিমবান্ গিরিঃ
অধ্যর্ধা যোজনা গঙ্গা দুর্গতা ব্রাহ্মণা ভুবি। ২০

ন ব্রাহ্মণবিরোধেন শক্যা যাস্যন্তি বসুন্ধরা
ব্রাহ্মণা হি মহাত্মানো দেবানামপি দেবতাঃ। ২১
তান্ পূজয়স্ব সততং মানেন পরিচর্যয়া।
যদীচ্ছসি মহীং ভোক্তুমিমাং সাগরমেখলাম্। ২২
প্রতিগ্রহেণ তেজো হি বিপ্রাণাং সম্প্রযুজ্যতে নঃ
প্রতিগ্রহং যে নেচ্ছন্তুপ্তেভ্যো রক্ষণং দ্বিজা নৃপ। ২৩
ইতি শ্রীমহাভারতে অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ব্রাহ্মণপ্রশংসায়াং
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ব্রাহ্মণপ্রশংসায়াং
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ৩৫

মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কাম্বোজ, শৌণ্ডিক, দরদ, দার্ব, চৌর, শবর, বর্বর, কিরাত ও যবন ইঁহারা সকলে প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের সহিত ঈর্ষ্যা করায় নীচ হইয়া গিয়াছে। ১৭-১৮

ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার করায় অসুরগণকে সমুদ্রে বাস করিতে হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণের কৃপাপ্রসাদে দেবতারা স্বর্গলোকে বাস করিতেছেন। ১৯

যেরূপ আকাশকে স্পর্শ করা, হিমালয়কে নিতম্বিত করা এবং বীণানির্ঘোষ করিয়া গঙ্গার প্রবাহকে রুদ্ধ করা অসম্ভব, সেইরূপ এই ভূতলে ব্রাহ্মণগণকে ভয় করা সর্বথা অসম্ভবই। ২০

ব্রাহ্মণবিরোধ করিয়া কখনও কোন রাজা বসুন্ধরা ভোগ করিতে পারেন না, কারণ, এই বসুন্ধরা ব্রাহ্মণেরা দেবতাদিগেরও দেবতা। ২১

যুধিষ্ঠির! যদি তুমি এই সমুদ্র পর্যন্ত পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করিতে বাসনা কর, তবে দান ও সেবার দ্বারা সর্বদা ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতে থাক। ২২

নিষ্পাপ নৃপ যুধিষ্ঠির! দান গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণদের তেজ নষ্ট হইয়া যায় সেইজন্য তাঁহারা দান গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন না, সেইজন্য ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে তোমার নিজ ধনের রক্ষা করা উচিত। ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ব্রাহ্মণের প্রশংসাবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রাহ্মণপ্রশংসাবিষয়ে ইন্দ্র-নহুষসংবাদবর্ণনম্]

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
শক্র-নহুষসংবাদং তমিবোধ যুধিষ্ঠির। ১

শক্রো যজ্ঞভাগত্রয়েণ ত্রীণি ত্বা রজোগুণঃ
বিস্তীর্ণং বহমাস্যাং প্রশ্নং পপ্রচ্ছ নহুষম্। ২

শক্র উবাচ।

কেন নহুষ বৃত্তেন ব্রহ্মভূতানিতিষ্ঠসি
শ্রেষ্ঠঃ ত্বা কেন মন্যন্তে তন্ত্ব বৈ প্রব্রূহি তত্ত্বতঃ। ৩

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণের প্রশংসাবিষয়ে ইন্দ্র ও নহুষাসুরের সংবাদ বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ এক্ষণে ইন্দ্র ও নহুষাসুরের সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, তুমি তাহা শ্রবণ কর। ১

পূর্বকালের ঘটনা, একদিন দেবরাজ ইন্দ্র অজ্ঞাতরূপে ত্রয়োদশদিবস (সপ্তাহ) ওঁকারাদি তপস্যা করিয়া এক বিরাট রূপ আহরণ করত নহুষাসুরের নিকট গমন করিলেন। তিনি সেস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২

ইন্দ্র বলিলেন,—নহুষাসুর! কিরূপ আচরণ করিয়া তুমি নিজ জাতির উপর অধিপতা করিতেছ? তাহারা কি তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে? ইহা যথার্থ ভাবে বল।

শঙ্কর উবাচ।

নাস্মরামি যদা বিপ্রান্ বাহ্মণেষু চ মে মতম্।
শাস্ত্রাণি যদতো যত্রান্ সম্যগামি যথাশ্রুতম্ ॥ ৪
শ্রুত্বা চ নাবজানামি নাপরাধ্যামি কর্হিচিৎ।
অর্চ্যাংশ্চাভ্যর্চয়ামি শাশ্বে পৃচ্ছামি চৌদ্যতাম্ ॥৫
তে বিদ্বাংসঃ প্রতাষন্তে সম্পৃচ্ছন্তে চ মাং সদা।
প্রমত্তেষ্বপ্রমত্তোঽস্মি সদা সুপ্তেষু জাগৃমি ॥ ৬
তে মাং শাস্ত্রপথে যুক্তং ব্রহ্মণ্যমনসূয়কম্।
সমাসিঞ্চন্তি শাস্ত্রার্থাঃ শৌক্রং মন্ত্রিব মক্ষিকাঃ ॥ ৭
যচ্চ ভাষন্তি সন্তশ্চাত্তচ্চ পৃচ্ছামি মেধয়া।
সমাধিমাস্থানো নিত্যমনুলোমমচিন্তয়ন্ ॥ ৮
সোঽহং বাগগ্রমুষ্টানাং ব্রহ্মণানামবলেহকঃ
খণ্ডয়ানবিজিঞ্চামি নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ ॥ ৯

এতৎ পৃথিব্যামমৃতমেতচ্ছ্রুত্বা সুভাষিতম্।
যৎ ব্রাহ্মণমৃষাচ্ছাস্ত্রান্নিত্যং শ্রুত্বা প্রবর্ততে ॥ ১০
এতৎ কারণমাচার্য্য পৃষ্টা দেবাসুরাঃ পুরা।
মুহ্যন্ পিতা মে ভ্রষ্টাত্মা বিশিষ্টঃ সমপদ্যত ॥ ১১
পৃষ্টা চ ব্রাহ্মণানাং তু মহিমানং মহাত্মনাম্।
পর্য্যপৃচ্ছং কথমসৌ সিদ্ধ ইতি নিশাকরম্ ॥ ১২

সোম উবাচ।

ব্রাহ্মণাস্তপসা সর্বে সিধ্যন্তে বাহুলাঃ সদা।
ভুজতীর্থাংশ্চ রাজানো বাগগ্রাংশ্চ দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৩
প্রণবা চাপ্যাধীয়ন্ত ব্রাহ্মীর্ষ্যংস্তীর্থন্।
নির্মুক্তারপি নির্বাণো যদি স্যাৎ সমদর্শনঃ ॥ ১৪
অপি চ জ্ঞানসম্পন্নঃ সর্বান্ বেদান পিতুর্মুখে
ব্রাহ্মণান ইতীহাদ্য প্রাহ্য ইত্যেব তা বিদুঃ ॥ ১৫

শঙ্করকে যদিলেন, আমি ব্রাহ্মণগণকে কখনও লোষ দর্শন করি না। তাঁহাদের ব্রতাদিও আমি নিজের মত বলিয়া মনে করি এবং শাস্ত্রপ্রবক্তা বিপ্রগণের আমি সর্ব্বদা সম্মান করি—তাঁহাদের যথাসাধ্য সুখসাধনের চেষ্টা করি। ৪

তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া আমি কখনও তাহা অবহেলা করি না। আমি তাঁহাদের কখনও অপরাধ করি না। তাঁহাদের পূজা করিয়া সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসা করি এবং বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণগণের পরম্পর স্পর্শ করি। ৫

তাঁহারাও অন্যান্য বিষয় হইয়া আমায় সতত কথাবার্ত্তা বলেন এবং আমাকে সদা নানাবিধয়ে জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণগণ নিজেরই বিষয়ে অসাবধান থাকিলেও আমি সর্ব্বদা তাঁহাদের বিষয়ে সাবধানে থাকি। তাঁহারা নিদ্রিত থাকিলেও আমি জাগরিত থাকি। ৬

আমাকে শাস্ত্রপথে পরিচালী, ব্রাহ্মণভক্ত ও অসূয়াবর্জী জানিয়াই সেই উপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণ আমার প্রতি সেইভাবে সন্তুষ্টচিত্তবরণ অমৃত সিঞ্চন করেন, যেরূপ মৌমাছিরা মধুচক্রে মধুসেচন করে। ৭

সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা আমাকে যাহা কিছু বলেন, তাহাই আমি নিজবুদ্ধি অনুসারে গ্রহণ করি। সদা ব্রাহ্মণগণেই যাঁর নিষ্ঠা; অমৃত রাশি এবং নিত্যা তাঁহাদের প্রতি অনুকূল বিচার-সন্তান থাকি। ৮

তাঁহাদের বাক্য হইতে যে উপদেশের মধু-রস প্রবাহিত হয়, আমি তাহা আস্বাদন করি, সেইজন্য নক্ষত্রমণ্ডলের উপর চন্দ্রের ন্যায় আমি ধর্ম্মাভিলাষের উপর আধিপত্য করিয়া থাকি। ৯

ব্রাহ্মণগণের মুখে শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মানুষ এইজন্যে ধর্ম্মপরায়ণ আচরণ করে, এই আচরণ করায় পৃথিবীতে সর্ব্বোত্তম অমৃত ও সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি।

এই কারণকে জানিয়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উপদেশ অনুসারে চলাই অমৃত—এই বিষয়কে ভালভাবে বুঝিয়া পূর্ব্বকালে দেবাসুর-সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া আমার পিতা মনে মনে প্রশ্ন ও বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। ১১

যদ্যপি ব্রাহ্মণগণের এই মহিমা দেখিয়া তিনি চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বিশাখত। এই ব্রাহ্মণগণের কিরূপে সিদ্ধি লাভ হইয়াছে? ১২

চন্দ্র বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণ সদা ব্রাহ্মণগণ তপস্যার দ্বারাই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের বল সর্ব্বদা ইঁহাদের বাক্যেই অবস্থান করে অর্থাৎ ইঁহারা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন। রাজাদের বল তাঁহাদের বাহু এবং ব্রাহ্মণগণের বল অর্থাৎ বল তাঁহাদের বাক্য। ১৩

ব্রাহ্মণ প্রথমে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে করিতে বেদ সহ তদুক্ত নিয়ম করিয়া প্রণবসহ বেদাধ্যয়ন করিবেন। তারপর বেদে কোন ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। যদি সন্ন্যাসী হন, তবে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি রাখিবেন। ১৪

যিনি পিতৃগৃহে থাকিয়া সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি জ্ঞানী ও প্রশংসনীয় হইলেও বিদ্বানগণ তাঁহাকে গ্রামীণ বলিয়াই জানেন। (প্রকৃত পক্ষে গুরুগৃহে বেদ সঙ্গ করিয়া বাস সহ বেদাধ্যয়ন করাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়) ১৫

ভূমিরেতৌ নিগিরতি সর্পো বিলশয়ানিব
রাজানং চাপ্যযোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্ ॥ ১৬
অভিমানাদ্ধ্রিয়ো হন্তি পুরুষস্তাত্রমেবসঃ।
গর্ভেণ দ্বাবপি হন্তা গৃহবাসেন চ দ্বিজঃ ॥ ১৭
(বিদ্যাবিনো লোকবিনশ্তপোবলসমন্বিতাঃ
বিদ্যাপূজ্যাস্তু বন্দ্যাশ্চ দ্বিজা লোকনমস্কৃতিঃ)
ইত্যেতদ্ধ্যে পিতা প্রাহ সোমাদত্তস্য শৃণ্বতঃ।

ব্রাহ্মণান্ পূজয়ামাস তচ্ছ্রুত্বা ভরতর্ষভঃ মহাব্রতান্ ॥ ১৮

ভীষ্ম উবাচ।

শ্রুত্বৈতদ্ বচনং শক্রো দানবেন্দ্রমুবাচ হ
দ্বিজান্ সম্পূজয়ামাস মহেন্দ্রস্তদনন্তরম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ব্রাহ্মণপ্রশংসায়াম্
অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

যেরূপ সর্প গর্তে দ্বিজ মূষিকদিগকে গ্রাস করে, সেইরূপ অযোগ্য ক্ষত্রিয়কে এবং বিদ্যার গুরু প্রবাসে বাস করেন নাই, এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে এই পৃথিবী গ্রাস করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা হইতে দেন না। ১৬

যেসকল পুরুষের মধ্যে যে অভিমান হয়, তাহা তাহার স্ত্রীকে (সন্তানকে) নাশ করিয়া দেয়। গর্ভধারণ করিলে কন্যা মৃত্যুকে হইয়া যায় এবং সদা গৃহে বসবাসকারী ব্রাহ্মণও মৃত্যুকে হইয়া যান। ১৭

(যাহারা উহলোক ও পরলোক এই উভয় লোকেরই জ্ঞানহীন

করিয়া বাসনা করেন, তাঁহাদের বিদ্যা, লৌকিক আচার-ব্যবহার বিষয়ে অজ্ঞতা, তপস্যা এবং শক্তিশালী ব্রাহ্মণদলের সদা পূজা ও বন্দনা করা উচিত।)

অনুভবশীল ব্যক্তির নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া আবার পিতা মহাব্রতধারী ব্রাহ্মণদলের পূজা করেন। অধিক সেইভাবে তাঁহাদের পূজা করি। ১৮

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরত! দেবরাজ বচনের মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র ব্রাহ্মণদলের পূজা আরম্ভ করিলেন ইহাতে তিনি মহেন্দ্র পদ প্রাপ্ত হন। ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ৩৬ অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে ইন্দ্র ও নমুচিসংবাদ সংক্রান্তবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(দানপাত্রস্য পরীক্ষাকথনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অপূর্বঞ্চ ভবেৎ পাত্রমবশ্যমিহ চিন্তিতম্।
দুরাগতাগতা চাপি কিং পাত্রং স্যাৎ পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

ক্ষিপ্রা ভবতি কেনাস্তিদুপায়ং তত্রতমুত্তমম্

যো যো যাচেত যৎ কিঞ্চিৎ সর্বং দদ্যান্ন ইত্যপি ॥ ২

অশীতিতম ভূত্যাবর্গমিত্যেতদনুশুশ্রুম
শীতিতম ভৃত্যাবর্গং হি আত্মানমপকর্ষতি ॥ ৩

অপূর্বং ভাবয়েৎ পাত্রং যচ্চাপি স্যাচ্চিরোন্তিতম্
দুরাদভ্যাগতং চাপি তৎপাত্রমিতি বৃত্তয়ঃ ॥ ৪

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

[দানপাত্রের পরীক্ষা কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,- পিতামহ! দানের পাত্র কোন্ ব্যক্তি? অপরিচিত পুরুষ যা বহুদিন ধরিয়া যে ব্যক্তি নিকটে বাস করে, সেই ব্যক্তি অথবা দূর দেশ হইতে আগত অন্য কোনও মানুষ? এই তিন জনের মধ্যে কাহাকে দানের উত্তম পাত্র বলিয়া বিবেচনা করা হইবে? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যে যাচকগণের যজ্ঞ, শুভ দক্ষিণা বা আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণাদি কার্যাই অতিরেকে হইয়া থাকে এবং তাঁহারাও আবার উত্তম যৌনব্রত গ্রহণ

করিয়া আত্মদান করাই প্রয়োজন থাকে। ইহাদের মধ্যে যে যাচক যে কোনও বস্তু যাচ্ঞা করিবেন, তাঁহাদের সকলকে এই কথা বলা উচিত যে, 'আমি দিব'—অর্থাৎ তাঁহাকেও নিরাশ করিবে না। ২

কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে, যাহাদের ভরণ পোষণের ভার নিজের উপরেই আছে, সেই পোষ্যবর্গকে কোনরূপ কষ্ট না দিয়া দাতার দান করা উচিত। যে ব্যক্তি পোষ্যবর্গকে কষ্ট দিয়া কিংবা ক্ষুধার্তাবস্থায় রাখিয়া দান করে, সেই ব্যক্তি নিজেকে অধঃপাতিত করিয়া থাকে। ৩

এই দৃষ্টি অনুসারে বিচার করিলে পর যিনি অপরিচিত

যুধিষ্ঠির উবাচ

অপীড়য়া চ কৃতানাং পরিত্রাণেন্দ্রয়া তথা।
পাত্রং বিদ্যাং তু তত্ত্বেন যত্নে দত্তং ন সন্তপেৎ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ।

ঋষিঞ্চ পুরোহিতাচার্য্যান্ পিতৃ-সম্বন্ধি বান্ধবান্।
সর্বে পূজার্হ মানার্হাশ্চ শ্রুতবৃত্তোপসূচকান্॥ ৬

অতোঽন্যথা বর্ত্তমানাঃ সর্বে নার্হন্তি সৎক্রিয়াম্
তস্মাদ্বিদ্যাঃ পরীক্ষেত পুরুষান্ প্রাপ্তয়ে বৈ। ৭

অক্রোধঃ সত্যবচনমসংবিভাগ এব আর্জবম্
ভর্ত্তব্যেষ্বনুকম্পানুস্তুষ্টিশ্চিন্তা দমঃ শমঃ॥ ৮

যস্মিন্নেতানি দৃশ্যন্তে ন চাকার্য্যাণি ভারত
তস্যাবহো নিবিষ্টানি তৎপাত্র মানমর্হতি॥ ৯

তথা চিরোষিতঃ চাপি সম্প্রত্যাগতএব চ।

অপূর্বং চৈব পূর্বঞ্চ তৎপাত্রং মানমর্হতি॥১০

অপ্রাধান্যাক্ষ বেদানাং শাস্ত্রাণাং চাতিলঙ্ঘনম্
অব্যবস্থা চ সর্বত্র এতদ্বাহ্মণমানম্॥ ১১

ভবেৎ পণ্ডিতমানী যো ব্রাহ্মণো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্॥ ১২

হেতুবাদান্ ব্রুবন্ সংসু বিদ্বেত্যহেতুবাদিকঃ।
আক্রোষ্টা চাভিবক্তা চ ব্রাহ্মণানাং সদৈব হি॥ ১৩

সর্বাভিশঙ্কী মুদুদ্ধ বাল' কটুকবাগপি
ঘোরবাক্যাদৃশন্তাত নরা যানা হি তং বিদুঃ॥ ১৪

যথা বা ভবিতুশ্চৈব যত্নে চৈবাবসজ্জতে
এবং সন্তুষ্যমাণার্থং সর্বমাত্মবয়ং চ॥ ১৫

লোকযাত্রা চ দ্রষ্টব্যা ধর্মশ্চাত্মস্তিতাশ্চি চ
এবং নরো বর্তমানঃ প্রাপ্নুয়াদ্ভূতিমুত্তমাম্॥ ১৬

যদ্যপি যদ্বিয়া যিনি নিজের সহিত বাস করিতেছেন অথবা যিনি পূর্ব হইতে আসিয়াছেন এই তিন জনকেই বিদ্বান্ পুরুষগণ দানপাত্র বলিয়া মনে করেন।।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! কোনও প্রাণীকে পীড়া না দিয়া এবং ধর্মের দ্বারা দরিদ্র না করিয়া দান করা উচিত, কিন্তু পাত্রের যথার্থ পরিচয় কিরূপে হইতে পারে? যাহাকে দান করিলে আর পরে অনুতাপ করিতে হইবে না?।৫

ভীষ্ম বলিলেন,—বৎস ঋত্বিক্ (যেরূপ যজ্ঞাদি কার্য্যকারী), পুরোহিত (যেরূপযোহিত পূজাকর্মাদি দেবপূজা-শ্রাদ্ধাদি কর্মকারী), আচার্য্য, পিতৃ, শ্বশুর, বান্ধব, বিদ্বান্ ও বোদ্ধাদিরহিত বান্ধব—ইহারা সকলেই পূজনীয় ও মাননীয়।৬

ইহাদের হইতে ভিন্ন আচারহীনাদি যে সব মনুষ্য, তাহারা সকলে সৎকারের পাত্র নহে, অতএব দ্বারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া নিজে সুপাত্র পুরুষগণের পরীক্ষা করিবে।৭

ভারত! অক্রোধ, সত্যভাষণ, অহিংসা, ইন্দ্রিয়সংযম, সরলতা, স্রোহহীনতা, নিরভিমান, লজ্জা, সহনশীলতা, দম ও শমগুণসমূহ—এই সব গুণ যাহাদের মধ্যে স্বভাবতই দেখা যায় এবং কখনই কার্য্য করিতে দেখা যাইবে না, তাঁহারাই দানের উত্তম পাত্র ও সম্মানের অধিকারী।৮-৯

যে ব্যক্তি যদ্বিয়া যিনি নিজের সহিত বাস করেন এবং যিনি ভবনালেই আসিয়াছেন, তিনি পূর্ব পরিচিত বা অপরিচিত যাহাই হউন, সেই ব্যক্তিই দানের পাত্র ও সম্মানের অধিকারী।১০

বেদসকলকে অপ্রাধান্যিক মনে করা, শাস্ত্রের অনুশাসন লঙ্ঘন করা এবং সর্বত্র অব্যবস্থা বিস্তার করা—এ সবই নিন্দের লক্ষণ।১১

যে ব্রাহ্মণ স্বীয় পাণ্ডিত্যের অভিমানবশতঃ বৃথা তর্ক অবলম্বন করিয়া বেদের নিন্দা করে, আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ যুক্তিবাদসমন্বিত নিরর্থক তর্কবিদ্যার অনুরাগী, সৎপুরুষগণের সভায় মিথ্যা তর্কের দ্বারা জয় লাভ করে, শাস্ত্রানুকূল যুক্তিসমূহ প্রতিপাদন করিতে পারে না, অন্যদের প্রতি আক্রোশ করে, ব্রাহ্মণগণের প্রতি অভিযোগ (অবমাননাপূর্ণ বাক্য) প্রয়োগ করে, যে সকলের উপর সন্দেহ করে, যে বালকের ন্যায় মূর্খগণের ন্যায় ব্যবহার করে এবং কটু কথা বলে, তাত! এরূপ ব্যক্তিকে অপমৃত বলিয়া জানিবে। বিদ্বান্‌গণ এতাদৃশ ব্যক্তিকে মৃদুর বলিয়াই মনে করেন।১২-১৪

যেরূপ মৃদুর হয় করিতে ও যেমন করিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্বোক্ত ব্যক্তির আত্মাপের জন্য ও পাত্রনকল বর্জন করিবার জন্য সকলে প্রযুক্ত হয়। (এরূপ ব্যক্তি দানপাত্র নহে।)।১৫

ব্যক্তির আপাতক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। সব ও নিজের কল্যাণের উপায়সমূহের উপর বিচার করা কর্তব্য। এরূপ করিলে পর মানুষ সকলের উন্নতি লাভ করে।১৬

অনমুজ্ঞা দেবানামৃষীণাঞ্চ তথৈব চ
পিতৃণামথ বিপ্রাণামতিথীনাঞ্চ পঞ্চমম্ । ৭
পর্য্যায়েণ বিগুহ্যেন স্থানবৈগুণ্যেন কর্হিচা
এবং দুষ্যন্তঃ কর্ত্তারি কুর্বন্ বর্ষাণ্ড ত্রীণ্যুতে ॥ ৮

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পাত্রলক্ষণাখ্যা-
নমুত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

যিনি যাগ-যজ্ঞাদি করিয়া দেব ঋণ হইতে, বেদাধ্যয়ন করিয়া ঋষি-ঋণ হইতে, জ্ঞেষ্ঠ পুত্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া পিতৃ-ঋণ হইতে, দান করিয়া ব্রাহ্মণদের ঋণ হইতে এবং আত্মসংযমের দ্বারা অতিথি-ঋণ হইতে মুক্ত হন ও ক্রমশঃ নিষ্পাপ এবং বিনয় পূর্ণ প্রণয়ের দ্বারা পাত্রোক্ত লক্ষণসমূহ অর্জ্জন করেন, সেই পুরুষ কখনও অধঃপতিত হন না। ১১-১৮

শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত অষ্টাদশপর্ব্বী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্বে পাত্রের পরীক্ষাবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[পঞ্চচূড়োপাখ্যান সহিত নারদসমীপে স্ত্রীগণের দোষকথনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্ত্রীণাং স্বভাবমিচ্ছামি শ্রোতুং ভরতসত্তম
স্ত্রিয়ো হি মূলং দোষাণাং লঘুচিত্তা হি তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
নারদস্য চ সংবাদং পুষ্পবন্ত্যা পঞ্চচূড়য়া ॥ ২

লোকানমুচরন্ সর্বান্ দেবর্ষির্নারদঃ পুরা
দদর্শাকাশগং ব্রাহ্মীং পঞ্চচূড়ামনিন্দিতাম্ ॥ ৩
তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্বাঙ্গীং পদ্মগন্ধাসমং মুনিঃ।
সংশয়ো হ্যস্তি কশ্চিন্মে ত্বয়ি তত্ত্বে সুমধ্যমে ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ

এবমুক্তাথ সা বিপ্রং প্রত্যুবাচার্থ নারদম্
বিষয়ে সতি বক্ষ্যামি সমর্থং মন্যসে চ মাম্ ॥ ৫

নারদ উবাচ

ন ত্বামবিষয়ে তত্ত্বে নিয়োক্ষ্যামি কথঞ্চন
স্ত্রীণাং স্বভাবমিচ্ছামি ত্বতঃ শ্রোতুং বরাননে ॥ ৬

ভীষ্ম উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য দেবর্ষেরুগ্রতেজসঃ
প্রত্যুবাচ ন বক্ষ্যামি স্ত্রী সতী নিন্দিতুং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৭
বিধিরাত্তে স্ত্রিয়ো যান্ত যাদৃশাংশ্চ স্বভাবতঃ।
ন মামর্হসি দেবর্ষে নিযোক্তুং কার্য্য ঈদৃশে ॥ ৮

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[পঞ্চচূড়া অপ্সরা কর্ত্তৃক নারদের নিকট স্ত্রীগণের দোষ বর্ণন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি স্ত্রীগণের স্বভাব শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, কারণ, সমস্ত দোষের মূল হইল এই স্ত্রীগণ। যেহেতু ইহারা লঘুচিত্তা অর্থাৎ অতি অল্পেই ইহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়া যায় সেইজন্য ইহারা বায়ুর ন্যায় চঞ্চলচিত্তা। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে দেবর্ষি নারদের পঞ্চচূড়া অপ্সরার সহিত যে সংবাদ হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস মহাভাগণ এস্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

পুরাকালের ঘটনা, সমস্ত লোকসমূহে বিচরণ করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ একদিন ব্রহ্মলোকের অনিন্দ্যসুন্দরী অপ্সরা পঞ্চচূড়াকে দেখিতে পাইলেন। ৩

মনোহর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সেই অপ্সরাকে দেখিয়া মুনি তাহার নিকটে নিজের প্রশ্ন করিলেন—সুন্দরি! আমার হৃদয়ে এক সন্দেহ রহিয়াছে। সেই বিষয়ে তুমি আমাকে যথার্থ কথা বল ॥ ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! নারদের এই কথা শ্রবণ করি অপ্সরা পঞ্চচূড়া তাঁহাকে বলিলেন—ঋষি আপনি আমার আপনার প্রশ্নের উত্তর দান করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করেন এ তাহা বলিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে উহা অব বলিব। ৫

নারদ বলিলেন,—ভদ্রে! আমি তোমাকে এমন প্রশ্ন করি না, যাহা তোমার বলিবার যোগ্য হইবে না অথবা তোমা জ্ঞানের বিষয় হইবে না। সুমুখি! আমি তোমার নিকট হই স্ত্রীগণের স্বভাব শুনিতে বাসনা করি। ৬

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! নারদের এই বাক্য শ্রবণ কর সেই অপ্সরাশ্রেষ্ঠা পঞ্চচূড়া বলিলেন—দেবর্ষি আমি স্ত্রী হ স্ত্রীগণের নিন্দা করিতে পারিব না। ৭

সংসারে যে সব স্ত্রী আছেন ও তাঁহাদের যেরূপ স্বভাব, সবই আপনি জ্ঞাত আছেন; অতএব দেববর্ষে! আপনি কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিবেন না ॥ ৮

ভাষুবাচ স দেবর্ষিঃ সত্যং যদ্ যুদ্যতে
মৃষাবাদে ভবেদ্ দোষঃ সত্যে দোষো ন বিদ্যতে ॥ ৯
ইত্যুক্তা স কৃতমতিরুত্থাচ্চাবহাসিনী
স্ত্রীদোষান্ শাশ্বতান্ সত্যান্ ভাষিষ্যে সম্প্রচক্রমে ॥১০
পঞ্চচূড়োবাচ
কুলীনা রূপবতাশ্চ নাথবত্যশ্চ যোষিতঃ
মর্য্যাদাসু ন তিষ্ঠন্তি স দোষঃ স্ত্রীষু নারদ ॥ ১১
ন স্ত্রীভ্যঃ কিঞ্চিদস্তীহ বৈ পাপীয়স্তরমস্তি বৈ
স্ত্রিয়ো হি বৃদ্ধা দোষাণাং তথা ত্বমপি বেত্থ হ ॥ ১২
সমাজ্ঞাতাবুভিষণ্ডঃ প্রতিরূপান্ বশে স্থিতান্।
পতীনন্তরবাসাস্তু নানা নার্য্যঃ প্রতীক্ষিতুম্ ॥১৩
অনন্তর্ধ্বরঃ স্ত্রীণামস্মাকং তদস্তি প্রেতো।
পাপীয়সো নরান্ যদ্ বৈ লজ্জা ত্যক্তুং ভজামহে ॥১৪
স্ত্রিয়ং হি যঃ প্রার্থয়তে সানিকর্ষক গচ্ছতি।
ঈশ্বরঃ কুরুতে সেবাঃ ভবেদ্বেচ্ছন্তি যোষিতঃ ॥ ১৫

অনধিষ্ঠানমূঢ়ানাং ভর্তারং পরিভবন্তু চ।
মর্য্যাদায়ামমর্য্যাদাঃ স্ত্রিয়স্তিষ্ঠন্তি তদ্ভর্তৃষু ॥১৬
নাসাং কশ্চিদ্নমস্যোঽস্তি নাসাং বয়সি নিশ্চয়ঃ।
বিরূপং রূপবন্তং বা পুমাংসিত্বোপ ভুঞ্জতে ॥ ১৭
ন ভয়াল্লাপানুক্রোশাদ্ভার্থদ্বেষ্যাৎ কথঞ্চন
ন জ্ঞাতিকুলসম্বন্ধাৎ স্ত্রিয়স্তিষ্ঠন্তু তদ্ভর্তৃষু ॥ ১৮
যৌবনে বর্ত্তমানানাং মৃষ্টান্নরসবাসসাম্।
নারীণাং স্বৈরবৃত্তীনাং স্পৃহয়ন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৯
যান্ত শব্দং বহুমতা যাচ্যন্তে দয়িতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অপি তাঃ সম্প্রযচ্ছন্তে কৃত্বাঽঽত্মভর্তৃবাসনৈঃ ॥ ২০
পঞ্চস্বপ চ দেবর্ষে যে চাহুঃ কুৎসিতা নরাঃ।
স্ত্রীণামন্যো লোকেঽস্মিন্ নাস্তি কশ্চিদ্বহাধমঃ ॥ ২১
যদি পুংসাং গতিত্রাণং কথঞ্চিদ্রোপপদ্যতে
অপাস্তোস্তং প্রবর্ত্তন্তে ন হি তিষ্ঠন্তি তদ্ভর্তৃষু ॥ ২২

তখন দেবর্ষি তাহাকে বলিলেন—সুব্রতে! তুমি সত্য কথা বল বিথ্যা বলিলে পাপ হয়। সত্য কথা বলিলে কোন দোষ হইবে না॥ ৯

তিনি এইভাবে বৃত্তান্তটি পঞ্চ মুখসাধারণ অজ্ঞতা বলিবার জন্য কৃত্রিমভাবে স্ত্রীগণের সত্য স্বাভাবিক দোষসমূহ বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১০

পঞ্চচূড়া বলিলেন—নারদ! কুলীনা, রূপবতী ও সনাথা যুবতী-গণও মর্য্যাদার মধ্যে (কৌলিক নিয়মমধ্যে) থাকিতে পারেন না—ইহাই স্ত্রীগণের দোষ॥ ১১

স্ত্রীগণ অপেক্ষা অধিক পাপিষ্ঠ আর কেহই নাই; স্ত্রীত্বই সমস্ত দোষের মূল, এই কথা আপনিও জানেন॥ ১২

যদি স্ত্রীগণের অন্যের সহিত মিলনের সংযোগ আসে, তবে তাহারা সমস্তবলিতে বিদ্যাজ্ঞ, ধনবান্, অরূপম রূপসৌন্দর্য্যশালী ও নিজেদের বশীভূত পতিদিগেরও প্রতীক্ষা করে না॥ ১৩

প্রভো! স্ত্রীগণ আমাদের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপ যে, আমরা লজ্জাত্যাগ করিয়া পাপী পুরুষগণকেও স্বীকার করিয়া থাকি॥ ১৪

যে পুরুষ কোন স্ত্রীকে কামনা করে, তাহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার যদি অল্পও সেবা করে, তবে তাহাকেও যুবতী স্ত্রীগণ ইচ্ছা করে॥ ১৫

স্ত্রীগণের মধ্যে নিজেদের কোন মর্য্যাদার চিহ্ন থাকে না। যখন তাহাদের কামনাকারী কোন পুরুষ তাহারা না পায় এবং পতিজনগণের ভয় মনে থাকে এবং পতি নিকটেই থাকে, তখনই এই স্ত্রীগণ মর্য্যাদার মধ্যে অবস্থান করে॥ ১৬

ঈশ্বরের পক্ষে এমন কোন পুরুষ নাই, যে অগম্য হইতে পারে তাহাদের বয়সেরও কোন নিশ্চয় থাকে না। কেহ রূপবান্ হউক বা কুরূপ হউক, সে পুরুষ—এই বুদ্ধিতেই স্ত্রীগণ তাহাকে উপভোগ করে॥ ১৭

স্ত্রীগণ না ভয়ে, না লোভে, না অনুরোধে এবং না জাতি বা কুলের সম্বন্ধেই পতির নিকট অবস্থান করে॥ ১৮

যৌবনে অবস্থিত, সুন্দর অন্নভোজন ও বস্ত্রে সুশোভিত এবং স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীগণের চরিত্র দেখিয়া কত কুলবতী স্ত্রীরাও সেই-রূপ হইবারই বাসনা করিতে থাকে॥ ১৯

যাহারা সদা বহুসম্মানিত ও পতির প্রিয় স্ত্রী, যাহাদের ভাল-ভাবে রক্ষা করা হয়, তাহারাও নিজেদের দ্বারে আগত কুব্জ, অন্ধ, পঙ্গু ও বামনগণের সহিত আলাপ করিয়া থাকে॥ ২০

মহামুনি দেবর্ষে! যাহারা পঞ্চ পুরুষ অজ্ঞাত কুৎসিত বলিয়া, তাহাদের প্রতিও স্ত্রীগণের আসক্তি আসে। এ জগতে কোনও পুরুষ স্ত্রীদিগের পক্ষে অগম্য নয়॥ ২১

ব্রাহ্মণ! যদি স্ত্রীগণের কোনরূপেই পুরুষপ্রাপ্তি সম্ভব না হয় এবং পতিও দূরে থাকে, তবে তাহারা পরস্পরই চরিত্র উপায়ে মৈথুনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে॥ ২২

অন্যাসাং পুরুষাণাং হি ভয়াৎ পরিভয়সা চ।
বধবন্ধভয়াচ্চাপি স্বয়ং গুপ্তা ভবন্তি তাঃ ॥ ২৩
চলস্বভাবা দুঃসেব্যা দুষ্প্রাপ্যা ভাবতত্ত্বতঃ।
প্রাজ্ঞস্য পুরুষস্যেহ যথা বাচস্তথা স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৪
নাস্তিস্মৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনাঃ ॥ ২৫
ইত্যেতচ্চ দেবর্ষে রহস্যং সর্বযোষিতাম্
সৃষ্টৈব পুরুষং হ্যুগ্রং যোনিঃ প্রক্ষিপ্যতে স্ত্রিয়াঃ ॥২৬
কামানপি দাতারং কর্তারং মনসাং প্রিয়ম্।
রক্ষিতারং ন মুহ্যন্তি স্বতর্তারমমলং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৭
ন কামভোগান্ বিপুলান্ নালঙ্কারান্ ন সংশ্রয়ান্

তথৈব যত্ন মন্যন্তে যথা হ্যন্যেষু পুরুষেষু ॥ ২৮
অন্তকঃ পবনো মৃত্যুঃ পাতালং বড়বামুখম্।
ক্ষুরধারা বিষং সর্পো বহ্নিরিত্যেতকৃতং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৯
যতশ্চ ভূতানি মহান্তি পঞ্চ
যতশ্চ লোকা বিহিতা বিধাত্রা
যতঃ পুমাংসঃ প্রমদাশ্চ নির্মিতা-
স্তথৈব দোষাঃ প্রমদাসু নারদ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পঞ্চচূড়া-নারদসংবাদে
অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

অন্য পুরুষ না পাইলে,গৃহমধ্যে অন্য ব্যক্তিগণের ভয় থাকিলে এবং বধ ও বন্ধনের ভয়েই স্ত্রীগণ গৃহে রক্ষিত থাকে। ২৩

শ্রীগণের স্বভাব চঞ্চল। তাহাদের সেবা করাও অতিশয় কঠিন কার্য্য। ইহাদের অভিপ্রায় সেইভাবে সর্বত্র বুঝা যায় না, যেরূপ বিদ্বান্ পুরুষগণের বাক্য দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়। ২৪

যেরূপ অগ্নি কখনও কাষ্ঠের দ্বারা তৃপ্ত হয় না, সমুদ্র নদীসকলের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে না, মৃত্যু সমস্ত প্রাণিগণকে গ্রাস করে পরিতৃপ্ত হয় না, সেইরূপ সুলোচনা যুবতীরা বহু পুরুষগণের দ্বারা কখনও তৃপ্ত হয় না। ২৫

দেবর্ষে! সমস্ত রমণীগণের সম্বন্ধে এই এক অতি গোপন কথা আছে যে, কোন সুন্দর পুরুষকে দেখিলেই স্ত্রীর যোনি বিশেষ ভাবে প্লাবিত হয়। ২৬

সমস্ত কামনা পূর্ণকারী এবং মনের প্রিয়কারী পতিও যদি তাহার রক্ষার উৎসব থাকে, তবে স্ত্রী মনের সেই পতিরও বাসনা করিতে পারে না। ২৭

তাহারা বিপুল ভোগ-ভোগ সামগ্রী, উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসমূহ এবং সর্বোত্তম প্রাসাদসকলকেও তাদৃশ যত্ন দেয় না, যেরূপ রক্ষিতাদের জন্য অলঙ্কারাদি তাহারা যত্ন দেয়। ২৮

যমরাজ, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বড়বানল, ক্ষুরের ধার, বিষ, সর্প ও অগ্নি—এই সব বিনাশের হেতু একদিকে এবং স্ত্রী একাকিনী একদিকে—এই উক্তিই সমান। ২৯

নারদ! যাহা হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা হইতে বিধাতা সমস্ত লোকসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাহা পুরুষ ও স্ত্রীগণ সকলেই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতেই এই স্ত্রীদিগে দোষসমূহও উচিত হইয়াছে অর্থাৎ এই সব স্ত্রীগণের স্বাভাবিক দোষ। ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে পঞ্চচূড়া ও নারদের সংবাদ বিষয়ক অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্ত্রীণাং রক্ষাবিষয়ে যুধিষ্ঠির-নহু প্রশ্নঃ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইমে বৈ মানবা লোকে স্ত্রীষু সজ্জন্ত্যতীক্ষ্ণধীঃ।
মোহেন পরমাবিষ্টা দেবমায়ৈব পার্থিব ॥ ১

স্ত্রিয়শ্চ পুরুষদ্বেষে প্রভাষ্যঃ লোকসাক্ষিকম্।
অত্র মে সংশয়স্তীব্রো হৃদি সম্পরিবর্ততে ॥ ২

কথমাসাং নরাঃ সঙ্গং কুর্বতে কৃতলক্ষণম্।
স্ত্রিয়ো বা কেন বৃত্তেন বিশ্বসন্তে ভবঃ পুনঃ ॥ ৩

ইতি তাঃ পুরুষব্যাঘ্র তথা সন্ত্যক্ত রক্ষিতুম্।
প্রভবঃ পুরুষেণেহ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪

এতা হি রমমাণাশ্চ বঞ্চয়ন্তীহ মানবান্।
ন চাসাং বৃত্ত আস্থেয়ঃ পুরুষো হ্যকৃতাগমঃ ॥ ৫

গাবো নবতৃণাদীব গৃহ্ণন্তোঽত্র নবং নবম্।
পশ্যন্তশ্চ ন বা মায়া মায়া চ নমুচেরপি ॥ ৬

বলেঃ কৃষ্ণীনসৈন্যেব সর্বান্তা যোষিতো বিভূঃ।
রমন্তাঃ প্রমদন্ত্যেতা রুদন্তঃ প্রক্রুশন্তি চ ॥ ৭

অপ্রিয়াঃ প্রিয়বাক্যৈশ্চ গৃহ্নতে কালযোগতঃ।
উদনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ বেদ বৃহস্পতিঃ ॥ ৮

স্ত্রীবৃত্ত্যা ন বিশিষ্যন্তে তাস্ত রক্ষ্যাঃ কথং নরৈঃ।
অনৃতং সত্যমিত্যাহুঃ সত্যং চাপি তথানৃতম্ ॥ ৯

ইতি তাস্তাঃ কথং বীর শক্যাঃ পুরুষৈরিহ।
স্ত্রীণাং বৃত্তার্থনির্বাদমর্থশাস্ত্রাণি শত্রুহন্ ॥ ১০

বৃহস্পতিপ্রভৃতিভিঃ প্রোক্তঃ সন্তিঃ কৃতানি বৈ।
সম্পৃক্তমানাঃ পুরুষৈর্বিমুহ্যন্তি মনো নৃপ ॥ ১১

অপাস্তাংস্ত তথা রাজন্ বিকুর্বন্তি মনঃ স্ত্রিয়ঃ।
ইমাঃ প্রজা মহারাজো ব্রূহি কা ইতি নঃ প্রভুম্ ॥ ১২

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[শ্রীগণের রক্ষা বিষয়ে বৃষ্ণিবীর প্রশ্ন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কৃষ্ণ! সংসারের এই সব মনুষ্যগণ বিধাতা কর্তৃক উৎপন্ন মোহে অত্যন্ত আবিষ্ট হইয়া সর্ব্বদাই স্ত্রীসঙ্গে আসক্ত থাকে। ১

এইভাবে স্ত্রীগণ পুরুষসঙ্গে আসক্ত থাকে। এই কথা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে এবং লোকসকলই তাহার সাক্ষী। এই বিষয় লইয়া আমার মনে তীব্র সংশয় বিদ্যমান আছে। ২

কৃষ্ণসখা! পুরুষেরা কেন এই স্ত্রীগণের সঙ্গ করে? অথবা স্ত্রীগণই কি নিখিল পুরুষ অনুরক্ত ও পুনরায় বিরক্ত হয়? ৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! পুরুষ যৌবনে উন্মত্ত স্ত্রীগণকে কিভাবে রক্ষা করিতে পারে? ইহা সবিস্তারে আমায় নিকট বলুন॥

এই স্ত্রীগণ রমণ করিতে করিতেই এদেশাগত পুরুষদিগকে প্রতারণা করে। ইহাদের রমণে আগত কোন পুরুষই নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না। ৫

যেরূপ গোগণ নব নব ঘাসে চরিতে থাকে, সেইরূপ স্ত্রীগণও নব নব পুরুষকে গ্রহণ করিয়া থাকে। নমুচিসূদনের যে মায়া এবং মধুহি, বলি ও কৃষ্ণীনসীর যে মায়া, সে সবই এই যুবতীরা জানে। ৬॥

পুরুষকে হাসিতে দেখিয়া এই স্ত্রীগণ হাসিয়া থাকে। তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া ইহারাও রোদন করে এবং সুযোগ পাইলেই অপ্রিয় পুরুষকে প্রিয় বাক্যের দ্বারা বশীভূত করিয়া থাকে। ৭॥

যে নীতিশাস্ত্র শুক্রাচার্য্য জানেন, যাহা বৃহস্পতি জানেন, তাহাও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা বিশেষ নহে। এরূপ স্ত্রীগণকে পুরুষেরা কিভাবে রক্ষা করিতে পারে? ৮॥

বীর! যাহারা বিশ্বাসে সত্য বলে এবং সত্য হইলেও তাহাকে মিথ্যা বলে, এরূপ স্ত্রীগণকে পুরুষেরা কিভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়? ৯॥

শত্রুনাশন বীর! আমার ত' ইহাই মনে হয় যে, স্ত্রীগণের বুদ্ধিতে যে অর্থ নিহিত থাকে, তাহাই নিরর্থ (সারাংশ) লইয়া বৃহস্পতি প্রভৃতি পুরুষগণ নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ১০॥

হে নৃপ! পুরুষগণের দ্বারা সম্মানিতা হইলেও এই রমণীরা তাহাদের মন বিকৃত করিয়া দেয় এবং তাহাদের দ্বারা তিরস্কৃত হইলে পরও তাহাদের মনে বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে। ১১॥

মহারাজ! আমরা শুনিয়াছি যে, ঔরসপুত্র প্রজাগণ অতিশয় ধার্ম্মিক হয় (যেরূপ সাবিত্রী প্রভৃতির জীবনে প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে); তথাপিও এই স্ত্রীগণ সম্মানিত হইলে বা অসম্মানিত হইলে, সবাই পুরুষদের মনে বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে।

সংকৃতাসংকৃতান্যাপি বিকুর্বন্তি মনঃ সদা
কথাঃ শক্যো রক্ষিতুং স্ত্রীভিরিতি মে সংশয়ো মহান্ ॥১৩
তথা ব্রূহি মহাভাগ কুরুণাং বংশবর্ধন
যদি শক্যা কুরুশ্রেষ্ঠ রক্ষা তাসাং কদাচন ॥
কর্তুং বা কৃতপূর্বা বা ত্বয়ে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি স্ত্রীপুংসাবকথনে
একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৯॥

সুতরাং ঈদৃশের রক্ষা কে করিতে পারে? ঈদৃশী আমার মনে তীব্র সংশয় বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১২-১৩

এই স্ত্রীগণকে রক্ষা করা যায়, তবে তাহা আমাকে বলুন। যদি কেহ পূর্ব্বে কোন স্ত্রীকে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাও আমার নিকট সবিস্তরে বর্ণনা করুন। ১৪

শ্রীময়ঋষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে স্ত্রীপুংসাবকথনবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভৃগুবংশজাতের বিপুলের যোগবলদ্বারা গুরুপত্নী দেহে প্রবিষ্ট হওয়া রক্ষণবিষয়বর্ণনম্]

শ্রীভগ উবাচ

এবমেব মহাবাহো নাত্র মিথ্যাস্তি কিঞ্চন
যথা ব্রবীষি কৌরব্য নারীং প্রতি জনাধিপ ॥ ১
অত্র তে বর্তয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্
যথা রক্ষা কৃতা পূর্বং বিপুলেন মহাত্মনা ॥ ২
প্রমথ্যাল্প যথা সৃষ্টা ব্রহ্মণা ভরতর্ষভ।
যমর্থং তচ্চ তে তাত প্রবক্ষ্যামি নরাধিপ ॥ ৩
ন হি স্ত্রীভ্যঃ পরং পুংসঃ কিঞ্চিদস্তীতি বৈ।
অগ্নির্হি প্রমথা দীপ্তো মায়াশ্চ ময়জা বিভো ॥ ৪

ভগবান্ বলিলেন,—মহাবাহো! কুরুনন্দন! ঐরূপই এই বিষয়। জনাধিপ! নারীগণের সম্বন্ধে তুমি যাহা কিছু বলিলে, ইহাতে অল্পও মিথ্যা নাই। ১

এ বিষয়ে আমি তোমাকে এক প্রাচীন ইতিহাস বলিব, পূর্ব্বকালে মহাত্মা বিপুল কিভাবে এক স্ত্রীকে (গুরুপত্নীকে) রক্ষা করিয়াছিলেন। ২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাত! নরনাথ! ব্রহ্মা যেভাবে এবং যে উদ্দেশ্যে মৃত্যুগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সব আমি তোমাকে বলিব। ৩

পুংস্ জীগণ অপেক্ষা পাপিষ্ঠ আর কেহই নাই। যৌবনমদে উন্মত্তা স্ত্রীগণ প্রকৃতপক্ষে প্রজ্বলিত অগ্নির সমান। ক্ষুরধারা নিভ শর্পী যন্নিরিত্তোক্তঃ স্ত্রিয়ঃ প্রজা ইমা মহাবাহো বার্হিকা ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥৫
স্বয়ং গচ্ছন্তি দেবত্বং অন্যো দেবানিয়াদ্ভয়ম্
অথাত্মগচ্ছন্ দেবত্বে পিতামহমচিন্তয় ॥ ৬
নিবেদ্য মানসং চাপি তৃতীয়াসন্নধোমুখাঃ
তেষামন্তর্গতং জ্ঞাত্বা দেবানাং স পিতামহঃ ॥ ৭
মানবানাং প্রমোহার্থং কৃত্যা নার্য্যোঽসৃজৎ প্রভুঃ
পূর্বসর্গে তু কৌন্তেয় সাধ্বাঃ নার্যা ইহাভবন্ ॥৮

ক্ষুরের ধার, বিষ, সর্প ও অগ্নি—এই সব বিনাশের হেতু এক দিকে এবং তরুণী স্ত্রী একদিকে। মহাবাহো! পূর্ব্বে এই সমস্ত প্রজাই বার্হিক ছিলেন। ইহা আমরা শুনিয়াছি। এই প্রজার সমস্ত দেবত্ব প্রাপ্ত হইতেন। ইহাতে দেবতাগণ ভীত হইয়া পড়িলেন। ৫।

অতঃপর তখন এই দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলে এবং তাঁহাকে নিজেদের মনের কথা নিবেদন করিয়া নীরবে অধোমুখ হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ৬।

সেই দেবতাগণের মনের কথা জানিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষি পিতামহ মোহপ্রদ করিবার জন্য কৃত্যারূপিণী নারীসমূহকে সৃষ্টি করিলেন ॥৭।

সৃষ্টির প্রারম্ভে এই সব স্ত্রীগণ পতিব্রতা ছিলেন। কৃত্যারূপিণী সৃষ্টা স্ত্রীরা ত' প্রজাপতির এই নূতন সৃ

অসাধ্যস্তু সমুৎপন্নঃ কৃতাঃ সর্গাঃ প্রজাপতেঃ
তাভ্যঃ কামান্ যথাকামং প্রাদাদ্ ভ স লিতাসয়ঃ ॥ ৯
তাঃ কামলুব্ধাঃ প্রমদাঃ প্রেরয়ন্ত্যো নরান্ সদা।
ক্রোধং কামস্য যেবেশ্ম সহায়ং চাসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ১০
অসজ্জন্ত প্রজাঃ সর্বাঃ কাম-ক্রোধবশং গতাঃ
(ত্রিভানাক গুরাণাক মহাগুরু-নৃপাধীনাম্
অন্যাং স্ত্রীসঙ্গকামেভ্যঃ যাজনাত্যো নিরন্তরা ॥
অরক্তমনসাং নিত্যং রক্তসর্গাবলম্বনাম্
তপোদমার্চনধ্যানমুক্তানাং শুক্তিকুত্তমা ॥)
ন চ স্ত্রীণাং ক্রিয়াঃ কাশ্চিদ্ ইতি ধর্মো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১১
নিবিদ্রিতা তুদাত্মানং স্থিতেঽনুমতিরি স্মৃতিঃ।
সন্ত্যাসনমলঙ্কারমন্নপানার্চনাদিষু ॥ ১২
দুর্বাগৃহীতাঃ রতিং নৈব লভন্তে স্ত্রীতাঃ প্রজাপতিঃ
ন তাসাং রক্ষণং কর্তুং পুংসাং সর্বত্র সর্বদা ॥ ১৩

অপি বিদ্বৎকৃতা তাত কৃত্যন্ত পুরুষৈরিহ
বাচা চ ব্যবহৈর্বা ক্রৈশ্যৈর্ বিবিধৈস্তথা ॥ ১৪
ন শক্যা রক্ষিতুং নার্যাস্তা হি নিত্যমসংস্থাঃ।
ইহ তু পুরুষব্যাঘ্র পুরুত্তাঞ্চ্ছ্রবানহম্ ॥ ১৫
যথা রক্ষা কৃতা পূর্বং বিপুলেন গুরুত্বিতাঃ।
অধিরাজমহাভাগো দেবলঃ তি বিশ্রুতঃ ॥ ১৬
তস্য তাখ্যা ক্রাচর্নাম রূপেণাসদৃশী ভুবি।
তস্যা রূপেণ সম্মত্তা দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ ॥ ১৭
বিশেষেণ তু রাজেন্দ্র বৃত্রহা পাকশাসনঃ
নারীণাং চরিতজ্ঞশ্চ দেবকর্মা মহামুনিঃ ॥ ১৮
যথাশাস্ত্র যথোৎসাহং তাখ্যাঃ তামত্যরক্ষত
পুরুষত্বক ভাজাতে পঞ্চস্ত্রীকাচারিণঃ ॥ ১৯
তস্মাদ্ বলেন তাখ্যায়া রক্ষণং স চকার হ।
স কদাচিদ্ভূমন্তাত যজ্ঞং কর্তুমনাস্তদা ॥ ২০

হইতে উৎপন্না হইয়াছে। প্রজাপতি ইহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে কামভোগ প্রদান করিলেন। ৮-৯

এই প্রমদা যুবতীগণ কামলোলুপ হইয়া পুরুষদিগকে সদা যাচ্ঞা করিতে লাগিল। দেবেশ্বর প্রভাবান্ ব্রহ্ম কামের সহায়তায় তত ক্রোধকে উৎপন্ন করিলেন। এই কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্ত্রী এবং পুরুষরূপী সমস্ত প্রজারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। ১০-১

(ব্রাহ্মণ, গুরু, মহাগুরু ও রাজা— এই সকলকে ছাড়িয়া অন্য সকলের স্ত্রীর অধিক সঙ্গের দ্বারা নিয়ত কামমোহিত হইয়া সর্বদা রক্ত হইতে হয়।

যাহাদের মন কখনও আসক্ত হয় না যাহারা ব্রহ্মচর্য পালন পূর্বক নিজেদের অন্তঃকরণকে নির্মল করিয়াছেন এবং যাহারা তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম ও ধ্যান-পূজায় নিরত থাকেন, তাঁহাদেরই উত্তম শুক্তি হয়।)

স্ত্রীগণের জন্য কোনও বৈধিক কর্ম করিবার বিধান নাই। ইহাই ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। স্ত্রীগণ ইন্দ্রিয়পুষ্টা অথবা তাহারা নিজেদের ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত রাখিতে অসমর্থ, শাস্ত্রজ্ঞানরহিত এবং অনর্থের মূল। ইহাই তাহাদের বিষয়ে শ্রুতির বাক্য। প্রজাপতি স্ত্রীগণকে সন্ধ্যা, আসন অলঙ্কার, অন্নপান, অর্চনাদিতে দুর্বলপ্রিয়তা ও রতি প্রদান করিয়াছেন। ১১-১৩½

তাত! লোকেরা কখনও স্বয়ং পুরুষও স্ত্রীগণকে কোন-প্রকারে রক্ষা করিতে পারেন না, সুতরাং অন্য সাধারণ পুরুষ-দিগের কথা আর কি বলিবার আছে। ১৩½

বাক্যের দ্বারা এবং বল ও বন্ধনের দ্বারা তত্ত্ব করিয়া অথবা নানাপ্রকার ক্লেশ দিয়াও স্ত্রীগণকে রক্ষা করা যায় না, তাহা তাহারা নিজেরা অসংযমশীল। ১৪½

পুরুষশ্রেষ্ঠ! বহুপূর্বে আমি ইহা শুনিয়াছিলাম যে, প্রাচীন-কালে মহারাজ বিপুল নিজের গুরুপত্নীকে বেভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন; এখন আমি তাহাই তোমাকে বলিব। ১৫½

পুরাকালে দেবশর্মা নামে এক মহাভাগ্যশালী জ্ঞান ছিলেন। তাঁহার কচি নামে তত্ত্বলে অতিতীব্র সুন্দরী এক স্ত্রী ছিলেন। ১৬½

তাঁহার রূপ দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব ও দানবগণও উত্তপ্ত হইয়া যাইতেন। রাজেন্দ্র! বৃত্রহন্তা পাকশাসন ইন্দ্র সেই স্ত্রীর প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত হইয়া পড়িলেন। ১৭½

মহামুনি দেবশর্মা নারীগণের চরিত্র জানিতেন; অতএব তিনি যথাশাস্ত্র উৎসাহসহকারে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮½

তিনি ইহাও জানিতেন যে, ইন্দ্র অতিশয় পরস্ত্রীলম্পট, সেইজন্য তিনি নিজের স্ত্রীকে যত্নসহকারে তাঁহার নিকট হইতে রক্ষা করিতেছিলেন। ১৯½

তাত! এক সময় ঋষি যজ্ঞ করিবার মনস্থ করিলেন। সেই সময় তিনি এই চিন্তা করিলেন যে, আমি যদি যজ্ঞে ব্রতী হই, তবে আবার স্ত্রী কিভাবে রক্ষিতা হইবে? ২০½

ভার্য্যাসংরক্ষণং ভার্য্যাঃ কথং স্যাদিতি চিন্তয়ং
ইত্যাবিধানং মনসা স সঞ্চিন্ত্য মহাতপাঃ ॥ ২১
আহূয় দয়িতাঃ শিষ্যাঃ বিপুলঃ প্রাহ ভার্গবম্।

দেবশর্ম্মোবাচ

যজস্বারো গমিষ্যামি রুচিরে চেত্রে সুরেশ্বরঃ ॥ ২২
যতঃ প্রার্থয়তে নিত্যং তাং রক্ষস্ব যথাবলম্
অপ্রমত্তেন তে ভাব্যং সদা প্রতি পুরন্দরম্ ॥ ২৩
স হি রূপাণি কুরুতে বিবিধানি তপোবলাৎ।

ভীষ্ম উবাচ

ইত্যুক্তো বিপুলস্তেন তপস্বী নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৪
সদৈবোদ্যতকল্পা রাজন্নরক্ষদমলপ্রভাম্।
ধর্ষঞ্চঃ সত্যবাদী চ তথেতি প্রত্যভাষত।
পুনস্তেষাং মহারাজ পপ্রচ্ছ প্রস্থিতং গুরুম্ ॥ ২৫

বিপুল উবাচ।

ক্বানি রূপাণি শক্রস্য ভবত্যাগচ্ছতো মুনে
বপুস্তেজশ্চ কীদৃগ্ বৈ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২৬

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ স তস্যবাক্যেন বিপুলায় মহাত্মনে।
আচষ্টেন্দ্রস্য যদ্রূপং মায়াং শক্রস্য ভারত ॥ ২৭

দেবশর্ম্মোবাচ।

বহুমায়ঃ স বিপ্রর্ষে ভগবান্ পাকশাসনঃ
ভ্রাজতে বিকুরুতে ভাবান্ বহুরূপ মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৮
কিরীটী বজ্রধৃগ্ ধন্বী মুকুটী বহুকুণ্ডলঃ ॥ ২৯
ভবত্যথ মুহূর্তেন চাণ্ডালসমদর্শনঃ
শিখী জটী চীরবাসাঃ পুনর্ভবতি পুত্রক ॥ ৩০
বৃহচ্ছরীরস্ত পুনশ্চীরবাসাঃ পুনঃ কৃশঃ
গৌরঃ শ্যামঃ কৃষ্ণবর্ণঃ বিকুরুতে পুনঃ ॥ ৩১
বিরূপো রূপবাংশ্চৈব যুবা বৃদ্ধস্তথৈব চ
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়শ্চৈব বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথৈব চ ॥ ৩২
প্রতিলোমোঽনুলোমশ্চ তথাত্মা সর্বরূপধৃঃ
শুক-বায়স-কৃষ্ণাভী হংস-কোকিলরূপবান্ ॥ ৩৩

তারপর সেই তপস্বী মনে মনেই তাঁহার একটা উপায় চিন্তা করিয়া নিজের প্রিয় শিষ্য ভৃগুবংশজাত বিপুলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ২১॥

দেবশর্ম্মা বলিলেন, বৎস! আমি যজ্ঞ করিবার জন্য যাইব। তুমি আমার এই পত্নী রক্ষিবে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবে; কারণ, দেবরাজ ইন্দ্র সর্বদা ইহাতে লাভ করিবার চেষ্টায় আছে ॥ ২২॥

তপোধন! তুমি ইন্দ্র হইতে সর্বদা সাবধানে থাকিবে, কারণ, সে অনেকপ্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে ॥ ২৩॥

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! গুরু এই কথা বলিলে পর অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, সর্বদা কঠোর তপস্যায় নিরত, ধর্ষঞ্চ এবং সত্যবাদী বিপুল 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইলেন মহারাজ! তারপর যখন গুরুদেব যজ্ঞে উদ্যোগ প্রস্থান করিতে লাগিলেন, তখন তিনি পুনরায় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৪-২৫

বিপুল বলিলেন,—মুনে! ইন্দ্র যখন আসেন, তখন তাঁহার কোন্ কোন্ রূপ হয় এবং সেই সময় তাঁহার শরীর ও তেজ কিরূপ হয়? ইহা আমাকে বিস্তৃতভাবে বলুন ॥ ২৬

ভীষ্ম বলিলেন,—তারপর ভগবান্ দেবশর্ম্মা 'মহাত্মা বিপুলকে ইন্দ্রের যথাযথভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭

দেবশর্ম্মা বলিলেন, ব্রহ্মর্ষে! ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র বহুবিধ মায়া জানেন। তিনি বারংবার বহুপ্রকার রূপ পরিবর্তন করিতে পারেন ॥ ২৮

পুত্র! তিনি কখনও মস্তকে কিরীট-মুকুট, বর্মে কুণ্ডল এবং হস্তে বজ্র ও ধনু ধারণ করিয়া আসেন। আবার কখনও এক মুহূর্তেই চণ্ডালের সমান শ্রীহীনবেশ ধরেন, কখনও কখনও শিখা, জটা, চীরবস্ত্র (কৌপীন ও বহির্বাস) ধারণ করিয়া আসেন ॥ ২৯-৩০

কখনও বিশাল ও হৃষ্ট-পুষ্ট শরীর ধারণ করেন, আবার কখনও দুর্বল শরীরে কৃশ হইয়া যান। কখনও গৌর, কখনও শ্যাম এবং কখনও কৃষ্ণবর্ণের রূপ পরিবর্তন করিয়া থাকেন ॥ ৩১

তিনি এককালে কুরূপ এবং পরক্ষণেই রূপবান্ হইয়া যান। কখনও যুবক হন, আবার কখনও বৃদ্ধ হইয়া থাকেন। কখনও ব্রাহ্মণ হইয়া আসেন এবং কখনও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র রূপও ধারণ করেন ॥ ৩২

এই ইন্দ্র কখনও অনুলোম সঙ্কর-রূপ ধারণ করেন, কখনও বিলোম সঙ্কর-রূপধারী হন। তিনি শুক, কাক, হংস ও কোকিলের রূপও ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩

সিংহ ব্যাঘ্র-গজাদাঞ্চ রূপং ধারয়তে পুনঃ।
বৈবা বৈতাসবো রাজ্ঞঃ বপুর্ধারয়তেঽপি চ ॥ ৩৪
অক্ষুণো বাধুভয়াজ্ঞঃ শঙ্কুনিধিকৃতস্তথা
চতুষ্পাদ্ বহুরূপশ্চ পুনর্ভবতি বালিশঃ ॥ ৩৫
মক্ষিকা-মশকাদীনাং বপুর্ধারয়তেঽপি চ
ন শক্যস্তস্য গ্রহণে কর্তুং বিপুল কেনচিৎ ॥ ৩৬
অপি বিদ্ধকৃতা তাত যেন নষ্টাস্মিন্ তনয়ং
পুনরন্তর্হিতঃ শক্রঃ সৃজতে জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৩৭
বায়ুভূতশ্চ স পুনর্দেবরাজো ভবত্যুত
এবা রূপাণি সর্বাণি কৃত্বা পাকশাসনঃ ॥ ৩৮
তস্মাদ্ বিপুল যত্নেন রক্ষেমাং বধূমাত্মনঃ।
যথা রুচিং নাসলিহেদ্ দেবেন্দ্রো ভৃগুসত্তম ॥ ৩৯
ক্রতাবুপরিচিতে ক্রুদ্ধঃ ক্রবিং বেগ ত্বরান্বিতঃ
প্রমাথাদ্যং স মূর্দ্ধানমক্রাক্রোদ্ গগনং তদা ॥ ৪০

তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র ও গজাদির রূপ বারংবার ধারণ করেন। দেবতা, দৈত্য ও রাজাদিগের রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ৩৪

তিনি কখনও হন পুষ্ট, কখনও বায়ুরোগে আক্রান্তদেহা এবং কখনও পঙ্গু হইয়া যান, কখনও বিকৃত বেশধারী হন, কখনও চতুষ্পাদ পশু হন, কখন বহুরূপী ও মূর্খের ন্যায় হইয়া আসেন। ৩৫

তিনি মাছি ও মশা প্রভৃতিরও রূপ ধারণ করেন। বিপুল! কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারে না। তাত! অন্য সকলের কথা আর কি বলিবার আছে? তিনি এই বিশ্বরচনাকে রচনা করিয়াছেন, সেই বিধাতাও তাঁহাকে নিজের বশীভূত করিতে পারেন না। অন্তর্হিত হইলে পর ইন্দ্রকে কেবল জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারাই দেখিতে পাওয়া যায়। ৩৬-৩৭

তাহাপর তিনি বায়ুভূত হইয়া দেবরাজরূপে প্রকাশিত হন। এইভাবে পাকশাসন ইন্দ্র সর্ব্বদা নব নব রূপ ধারণ করেন ও পরিবর্ত্তন করেন। ৩৮

ভৃগুশ্রেষ্ঠ বিপুল! সেইজন্য তুমি যত্নসহকারে এই ভদ্র-মহিলা কর্তৃক রক্ষা করিবে, যাহাতে ক্রতাগ্রা দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞে যাগীয় দ্রব্যের রূপ ধারণ করিয়া অভিলাষী হইয়াই তাঁর আমার পত্নী রুচিকে স্পর্শ করিতে না পারেন। ৩৯

ভারতশ্রেষ্ঠ! এই কথা বলিয়া মহাভাগ দেবশর্মা মুনি যজ্ঞ করিবার জন্য গমন করিলেন। ৪০

দেবশর্মা মহাভাগস্তত্তো ভরতসত্তম
বিপুলস্তু বচঃ শ্রুত্বা গুরোশ্চিন্তাবৃপেরিবান্ ॥ ৪১
রক্ষাঞ্চ পরমাং চক্রে দেবরাজাদ্বরাবলাৎ।
কিং নু শক্যা ময়া কর্তুং গুরুরাত্মাভিরক্ষণে ॥৪২
মায়াবী হি সুরেন্দ্রোঽসৌ দুর্ধর্ষশ্চাপি বীর্য্যবান্।
নাশিরাত্মাশ্রমং শক্যো রক্ষিতুং পাকশাসনঃ ॥ ৪৩
উটজং বা তথা ভূত্ব -নাবিশেৎসন্নপত্তা।
বায়ুরূপেণ বা শক্রো গুরুপত্নীং প্রধর্ষয়েৎ ॥ ৪৪
তস্মাদ্রিয়া সম্প্রবিদ্ধ রুচিং স্যান্নাহমস্তু বৈ
অথবা পৌরুষেণেহ ন শক্যা রক্ষিতুং ময়া ॥ ৪৫
বহুরূপো হি ভগবান্ শ্রূয়তে পাকশাসনঃ
সোঽহং যোগবলাদেনাং রক্ষিষ্যে পাকশাসনাৎ ॥৪৬
গাত্রাণি গাত্রৈরন্তাস্যা সম্প্রবেক্ষ্যে হি রক্ষিতুম্
যদ্যাস্থিষ্টেমিমাং পত্নীমন্যো পশ্যতি যে গুরুঃ ॥ ৪৭

গুরুর যাত্রা গমন করিলে বিপুল অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং মহাবল দেবরাজ ইন্দ্র হইতে গুরুর স্ত্রীকে অতিমাত্র যত্নসহকারে রক্ষিত করা করিতে লাগিলেন। ৪১½

তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি গুরুপত্নীকে রক্ষা করিবার জন্য কি করিতে পারি? হায়, এই দেবরাজ ইন্দ্র মায়াবী, দুর্ধর্ষ ও মহাপরাক্রমশালী। ৪২½

কুটীর বা আশ্রমের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেও পাকশাসন ইন্দ্রের আগমন রুদ্ধ করা যাইবে না, যেহেতু তিনি বহুবিধ রূপ ধারণ করিতে পারেন। ৪৩½

যদিই আজ ইন্দ্র বায়ুরূপ ধারণ করিয়া আসেন এবং গুরু পত্নীকে ধর্ষিত করিয়া ফেলেন, সেইজন্য আজ আমি কুটিরেরই দরজায় প্রবেশ করিয়া থাকিব। ৪৪½

অথবা পুরুষার্থের দ্বারা আমি ইঁহাকে রক্ষা করিতে পারি না, কারণ, ঐশ্বর্যশালী পাকশাসন ইন্দ্র বহুরূপী বলিয়া শুনা যায়। অতএব আমি যোগবল অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্র হইতে ইঁহাকে রক্ষা করিব। ৪৫-৪৬

আমি গুরুপত্নীকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া প্রবেশ করিব। যদি আজ আমার গুরুদেব নিজের এই পত্নীকে অন্য কোন পুরুষের দ্বারা ধর্ষিতা হইতে দেখেন, তবে তিনি কুপিত হইয়া নিঃসন্দেহে আমাকে অভিশাপ প্রদান করিবেন; কারণ, এই মহাতপস্বী গুরুদেব দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন। ৪৭½

অন্যাস্ত্যসংশয়ঃ কোপাদ্ দিগ্ধাঙ্গানো মহাতপাঃ।
ন চেয়ং রক্ষিতুং শক্যা বধাদ্যা প্রমদা নৃভিঃ ॥ ৪৮
মায়াবী হি সুরেন্দ্রোঽসাবতো প্রাপ্তোঽস্মি সংশয়ম্।
অবশ্যং করণীয়া হি গুরোরিহ হি শাসনম্ ॥ ৪৯
যদি দ্বেষ্মদহং সূর্য্যামাস্তর্য্যাং স্যাং কৃতা ময়া
যোগেনাথ প্রবেশো হি গুরুপত্ন্যাঃ কলেবরে ॥ ৫০
এবমেব শরীরেঽস্মিন্ নিবৎস্যামি সমাহিতঃ।
অনক্তঃ পদ্মপত্রস্থো জলবিন্দুর্যথাঽচলঃ ॥ ৫১
নির্মুক্তস্য রজঃরূপাদ্যাপরাধো ভবেন্মম
যথা হি শূন্যাং পথিকঃ সভামধ্যাবসেৎ পথি ॥ ৫২
তথাঽধ্যাবাসয়িষ্যামি গুরুপত্ন্যাঃ কলেবরম্
এবমেব শরীরেঽস্মিন্ নিবৎস্যামি সমাহিতঃ ॥ ৫৩
ইত্যেবং বর্ষমালোক্য বেরবেধেষ্বনুক্ষণম্ সর্বশঃ
তপস্তপ্ত বিপুলঃ দৃষ্ট্বা গুরোরাত্মন এব চ ॥ ৫৪

ইতি নিশ্চিত্য মনসা রক্ষার্থং প্রতি স ভার্গবঃ
অন্তর্হিতঃ পরা দক্ষা যথা তচ্ছৃণু পার্থিব ॥ ৫৫
গুরুপত্ন্যাঃ সভাশীলো বিপুলঃ স মহাতপাঃ
উপাসীনামনিন্দ্যাঙ্গীং কথাভিঃ সমলোভয়ৎ ॥ ৫৬
নেত্রাভ্যাং নেত্ররশ্মিভ্যাং সংযোজ্য রশ্মিভিঃ।
বিবেশ বিপুলঃ কায়মাকাশঃ পবনো যথা ॥ ৫৭
লক্ষণা লক্ষণেনৈব বয়সা বয়সেন চ
অবিচেষ্টচিত্তিষ্ঠন্ বৈ ছায়েবানুবিধিতো মুনিঃ ॥ ৫৮
ততো বিহৃত্য বিপুলো গুরুপত্ন্যাঃ কলেবরম্
উবাস রক্ষনে যুক্তো ন চ সা তমবুধ্যত ॥ ৫৯
যং কালং নাগতো রাজন্ গুরুস্তস্য মহাত্মনঃ।
ক্রুরঃ সমাপা স্বগৃহং তং কালং সোঽত্যরক্ষত ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিত্যায়াং বৈয়াসিক্যা
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিপুলোপাখ্যানে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০

অন্য যুবতীদলের ন্যায় এই গুরুপত্নীকেও বলপূর্বক নিগ্রহ দ্বারা রক্ষা করা যাইবে না; যেহেতু এই দেবরাজ ইন্দ্র মায়াবী। অহো! আমি অতিশয় সংশয়াপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছি ॥ ৪৮-৪৯

এ বিষয়ে গুরুদেব যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা অবশ্যই আমার পালন করা উচিত। যদি ইঁহা আমি করিতে পারি, তবে আমার দ্বারা এই এক আশ্চর্যজনক কার্য্য সম্পন্ন হইবে ॥ ৫০।

অতএব আমাকে গুরুপত্নীর দেহে যোগবলেই প্রবেশ করিতে হইবে। যেরূপ পদ্মপত্রের উপর পতিত জলবিন্দু নির্লিপ্তভাবে স্থির থাকে, সেইরূপ আমিও অনাসক্তভাবে গুরুপত্নীর দেহে বাস করিব ॥ ৫১-৫১

আমি রজোগুণ হইতে মুক্ত, অতএব আমার দ্বারা কোন অপরাধ হইতে পারে না, যেরূপ কোন পথিক কোন সময়ে শূন্য গৃহশালায় প্রয়োজনবোধে অবস্থান করে, সেইরূপ আমিও শান্ত ভাবাপন্ন হইয়া গুরুপত্নীর শরীরে বাস করিব। এইভাবে ইঁহার দেহে আমার বাস করা সম্ভব হইবে ॥ ৫২-৫৩

কৃপাল! এইরূপে বৎসর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, বেদবাদ্যের উপর পর্য্যালোচনা করিয়া এবং গুরুদেবের প্রকৃত তপস্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তৃতীয়বৎসরান্তে বিপুল গুরুপত্নীকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের মনে পূর্বোক্ত উপায় নিশ্চিত করিয়া তাহার রক্ষার সর্বপ্রকার চেষ্টা করিলেন। উহা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৫৪-৫৫

ধর্মজ্ঞপত্নী বিপুল গুরুপত্নীর নিকটে উপবিষ্ট হইলেন এবং পার্শ্বেই উপবিষ্টা অনিন্দ্যসুন্দরাঙ্গী সেই রূপবিহীনা নারীকে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা শুনাইয়া লোভ দেখাইলেন ॥ ৫৬

তারপর নিজের দুই চক্ষুকে তিনি তাঁহার দুই চক্ষুর সহিত নিবদ্ধ করিলেন এবং স্বীয় চক্ষুরশ্মিগণকে তাঁহার চক্ষুরশ্মির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর সেই পথ দিয়া আকাশে প্রবিষ্ট বায়ুর ন্যায় তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৭

তিনি লক্ষণের দ্বারা লক্ষণে এবং বয়সের দ্বারা বয়সে প্রবিষ্ট হইয়া কোন চেষ্টা না করিতে করিতে স্থিরভাবে অবস্থান করিলেন। সেই সময় অন্তর্হিত বিপুল মুনি ছায়ার ন্যায় প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ৫৮

বিপুল গুরুপত্নীর শরীরকে যুক্তির করিয়া তাঁহার রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি অতিরিক্ত তাঁহাকে কোনরূপেই জানিতে পারিলেন না ॥ ৫৯

রাজন্! যতক্ষণ মহাত্মা বিপুলের গুরুদেব বন্ধ সমাধি হইতে নিজ দেহে ফিরিয়া না আসিলেন, ততক্ষণ বিপুল সেই নিজের গুরু-পত্নীকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৬০

শ্রীমদ্ভারতে বেদব্যাস-রচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বিপুলের উপাখ্যানবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বিপুলের দেবরাজের গুরুপত্নী রম্ভা, গুরুশাপে বরলাভঃ]

ভীষ্ম উবাচ

ততঃ কদাচিদ্ দেবেন্দ্রো দিব্যরূপধরঃ প্রভুঃ।
ইয়েষ তদ্বিনাশায় তপসশ্চাত্মনো বিভুঃ ॥ ১

রূপমপ্রতিমং কৃত্বা লোভনীয়ং জগৎপতিঃ।
দর্শনীয়তমো ভূত্বা প্রবিবেশ তমাশ্রমম্ ॥ ২

স দদর্শ তমাসীনং বিপুলং কলেবরম্।
নিশ্চেষ্টং স্তম্ভনিহতং যথা লেখ্যগতং তথা ॥ ৩

রুচিরে রুচিরাপাঙ্গীং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষীং সম্পূর্ণেন্দুনিভাননাম্ ॥ ৪

সা তমালোক্য সহসা প্রত্যুত্থাতুমিয়েষ হ।
রূপেণ বিস্মিতা কোঽয়মিত্যেব বরুমিচ্ছতী ॥ ৫

উত্থাতুকামা তু সতী বিহ্বলা বিপুলেন সা।
নিগৃহীতা মহেন্দ্রেণ ন শশাক বিচেষ্টিতুম্ ॥ ৬

তামাবভাষে দেবেন্দ্রঃ সান্ত্বং পরমবল্গুনা।
স্মরমর্থয়মাণা বিদ্ধি দেবেন্দ্রং মাং শুচিস্মিতে ॥ ৭

ত্রিদশানামনঙ্গেন ত্বৎসম্ভুক্তেন বৈ।
অং সম্ভ্রান্তা হি মাং শুভ্রে পূজা কালোঽতিবর্ততে ॥ ৮

অয়মেবংগতস্ত্বদ্য শক্রঃ শুক্লায় বিপুলো মন্নিঃ।
গুরুপত্ন্যাঃ শরীরস্থা দর্শনং ত্রিদশাধিপম্ ॥ ৯

ন শশাক চ সা রম্ভা পত্ন্যাস্থাতুমনিন্দিতা।
বক্তুং নাশকদ রাজন্ হ্রিয়া বিপুলেন সা ॥ ১০

আকারং গুরুপত্ন্যাস্তু স বিজ্ঞায় কৃগূঢ়য়ঃ।
নিজগ্রাহ বলাত্তেজা যোগেন বলবৎ প্রভো ॥ ১১

বরন্তু যোগসংস্তম্ভাস্তস্যাঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি সঃ।
স্থাণ্বিকারাং দৃষ্ট্বা তু পুনরেব শচীপতিঃ ॥ ১২

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

[বিপুল কর্তৃক দেবরাজ ওঁহতে গুরুপত্নীকে রক্ষা এবং গুরুদেব হইতে তাঁহার বর লাভ।]

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! অনন্তর কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র 'এই তপোনিষ্ঠা রমণীর তপস্যা বিনাশ করিবার উপযুক্ত সময়' এরূপ চিন্তা করিয়া দিব্যরূপ ও সুন্দর শরীর ধারণ করত সেই আশ্রমে আসিলেন ॥১॥

জনার্দন! দেবরাজ ইন্দ্র অতুলনীয় লোভনীয় রূপ ধারণ করত অত্যন্ত দর্শনীয় হইয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥২॥

সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, বিপুলের শরীর চিত্রলিখিতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার নয়নদ্বয় স্থির ॥৩॥

অন্যদিকে সুনিতম্বা ও পীনপয়োধর প্রশোভিতা, বিকসিত কমলদলের ন্যায় বিশাল নেত্রযুক্তা এবং মনোহর কটাক্ষসমন্বিতা পূর্ণচন্দ্রাননা রম্ভা বসিয়া আছেন দেখিলেন ॥৪॥

ইন্দ্রকে দেখিয়া তিনি সহসা তাঁহার সৎকারের জন্য উত্থিত হইবার বাসনা করিলেন। ইন্দ্রের সুন্দর রূপ দেখিয়া তিনি বিস্মিতা হইলেন, যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইয়া কহিলেন যে, আপনি কে? ॥৫॥

নরেন্দ্র! তিনি যেই উঠিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন বিপুল তাঁহার গতিরোধ করিয়া দিলেন। তিনি গুম্ভিতা হইয়া যাওয়ায় কোনও চেষ্টাও করিতে পারিলেন না ॥৬॥

তখন দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় মধুর বাক্যে তাঁহাকে ভুলাইতে বুঝাইতে বলিলেন—পবিত্র হাস্যবদনে দেবি! আমাকে দেবগণের রাজা ইন্দ্র বলিয়া জানিও। আমি তোমারই জন্য এখানে আসিয়াছি ॥৭॥

তোমার চিন্তা করিতে করিতে আমার হৃদয়ে যে কাম উৎপন্ন হইয়াছে, সে আমাকে অত্যন্ত তপ্ত দিতেছে। সেইজন্য আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। সুন্দরি! এখন বিলম্ব করিও না, সময় চলিয়া যাইতেছে ॥৮॥

দেবরাজ ইন্দ্রের এই কথা গুরুপত্নীর দেহে স্থিত বিপুলমুনি শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহাকে স্তম্ভনও করিলেন ॥৯॥

রাজন্! সেই ধনিনাম্বরক্ষী তপি বিপুলের দ্বারা স্তম্ভিতা হইয়া যাওয়ায় উঠিতে পারিলেন না এবং ইন্দ্রকে কোন উত্তর দিতেও পারিলেন না ॥১০॥

প্রভো! গুরুপত্নীর আকার ও চেষ্টা দেখিয়া গূঢ়রহস্যময় বিপুল তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিলেন; অতএব মহাতেজস্বী মুনি যোগের দ্বারা সবলে তাঁহাকে সংযত করিয়া রাখিলেন ॥১১॥

তিনি গুরুপত্নী স্থিত সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে যোগসমন্বিত বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। রাজন্! যোগবলে মোহিত হইয়া স্থাণুর ন্যায় বিকারশূন্য দেখিয়া শচীপতি ইন্দ্র লজ্জিত হইলেন এবং পুনরায়

ঊবাচ স্ত্রীড়িতো রাজন্ত্বাং সোপবলমোহিতান্।
এবমেতৎ ততঃ সা তু প্রতিবক্তুমিয়েষ হ ॥ ১৩
স তাং বাচং গুরোঃ পত্ন্যাঃ বিপুলঃ পর্যবর্তয়ৎ।
ভোঃ কিমাগমনে কৃত্যমিতি তস্যাশ্চ নিঃসৃতা ॥ ১৪
বভূবাচ্ছাদসদৃশাদ্ বাণী সংস্তম্ভরূপিণী।
ব্রীড়িতা সা তু তদ্বাক্যমুক্ত্বা পরবশা তদা ॥ ১৫
পুরন্দরস্ত তচ্ছ্রুত্বা বভূব বিমনা ভৃশম্।
স তদৈবৃত্তমাজ্ঞায় দেবরাজো বিশাম্পতে। ৬
অবৈক্ষত সহস্রাক্ষস্তদা দিব্যেন চক্ষুষা
স দদর্শ মুনিং তত্রা ভার্যাসংস্তম্ভগোচরম্ ॥ ১৭
প্রতিবিম্বাম্বয়াদর্শে গুরুপত্ন্যাঃ শরীরজম্
স তং ঘোরেণ তপসা যুক্তং দৃষ্ট্বা পুরন্দরঃ। ১৮
প্রাবেপত ভৃশত্রস্তঃ শাপভীতস্তদা দ্বিজো
বিসৃজ্য গুরুপত্ন্যাস্তু বিপুলঃ সুমহাতপাঃ
ঋষভেবরয়াবিদ্ধ শক্রং ভীতমথাব্রবীৎ ॥ ১৯

বিপুল উবাচ

অভিদ্রেহ্যির দুর্বুদ্ধে পাপাত্মক পুরন্দর
ন ত্বিহ স্থাস্যসি চিরং দেবাচার্যা মাতুর্যাতুধা। ২০
কিং তু ত্বমিত্যুক্তা শক্র ন ত্রপসে তে ত্রিত্বম্
দৌত্তমেনাসি যদ্যুক্তো জ্ঞাতুশ্চিত্তবিচিত্তকঃ। ২১
জানে ত্বাং বালিশমতিং কৃতজ্ঞানমনস্বিনম্
মন্যেহং রক্ষতে মূঢ় গুরুং পাপ যথাগতম্। ২২
নাহং ত্বামদ্য মুঞ্চামি দৃষ্টেঃ কি ঘত্তেজসা
কৃপাত্মমানস্য ন তে মুহুর্মিষ্যামি বাসব। ২৩
স চ ঘোরতমো ঘোরান্ গুরুত্বে পাপচেতসম্।
দৃষ্ট্বা ত্বাং নির্দহেদ্ ক্রোধাদগ্নিস্তপ্তেন চক্ষুষা। ২৪
নৈবং তু শক্র কর্তব্যং পুনর্মাজ্ঞাস্ত তে দ্বিজাঃ
যা গাবঃ সন্তুমামাঃ স্যুরুরং ত্রস্তমলাদিব। ২৫

ঊবাচ ত্রীড়িতো রাজন্ত্বাং সোপবলমোহিতান্।
এবমেতৎ ততঃ সা তু প্রতিবক্তুমিয়েষ হ ॥ ১৩
স তাং বাচং গুরোঃ পত্ন্যাঃ বিপুলঃ পর্যবর্তয়ৎ।
ভোঃ কিমাগমনে কৃত্যমিতি তস্যাশ্চ নিঃসৃতা ॥ ১৪
বভূবাচ্ছাদসদৃশাদ্ বাণী সংস্তম্ভরূপিণী।
ব্রীড়িতা সা তু তদ্বাক্যমুক্ত্বা পরবশা তদা ॥ ১৫
পুরন্দরস্ত তচ্ছ্রুত্বা বভূব বিমনা ভৃশম্।
স তদৈবৃত্তমাজ্ঞায় দেবরাজো বিশাম্পতে। ৬
অবৈক্ষত সহস্রাক্ষস্তদা দিব্যেন চক্ষুষা
স দদর্শ মুনিং তত্রা ভার্যাসংস্তম্ভগোচরম্ ॥ ১৭
প্রতিবিম্বাম্বয়াদর্শে গুরুপত্ন্যাঃ শরীরজম্
স তং ঘোরেণ তপসা যুক্তং দৃষ্ট্বা পুরন্দরঃ। ১৮
প্রাবেপত ভৃশত্রস্তঃ শাপভীতস্তদা দ্বিজো
বিসৃজ্য গুরুপত্ন্যাস্তু বিপুলঃ সুমহাতপাঃ
ঋষভেবরয়াবিদ্ধ শক্রং ভীতমথাব্রবীৎ ॥ ১৯

অবরোঽস্মীতি বদ্ধবুদ্ধিঃ সমাধায় প্রবর্ত্তসে
যাবদ্বদ্ধা ন তপসা বশাস্যা নাম কিঞ্চন । ২৬

ভীষ্ম উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং শক্রো বিপুলস্য মহাত্মনঃ
অকিঞ্চিদ্ভূতঃ ব্রীড়ার্ত্তস্তত্রৈবান্তরধীয়ত । ২৭

মুহূর্ত্তমাত্রে তস্মিংস্তু দেবশর্ম্মা মহাতপাঃ
কৃত্বা যজ্ঞঃ যযাতিমাজগাম ক্ষয়াশ্রমম্ । ২৮

আগতেঽথ গুরৌ রাজন্ বিপুলঃ প্রিয়কৃৎ তদা ।
রক্ষিতায় গুরবে ভার্য্যাং ভূয়েঽপ্যনিন্দিতাম্ । ২৯

অভিবাদ্য চ শান্তাত্মা স গুরুং গুরুবৎসলঃ
বিপুলঃ পর্ণশালায়িষ্ঠদ্ দণ্ডাপূর্ব্বমবস্থিতঃ । ৩০

বিশ্রান্তায় ততস্তস্মৈ সত্যাসীনায় ভার্য্যয়া
নিবেদয়ামাস তদা বিপুলঃ শত্রুকর্ষণ তৎ ৩১ ।

তচ্ছ্রুত্বা স মুনিশ্রেষ্ঠো বিপুলস্য প্রতাপবান্ ।
বভূব শীল-বৃত্তাভ্যাং তপসা নিয়মেন চ । ৩২

বিপুলস্য গুরৌ বৃত্তিং ভক্তিমাত্মনি তৎপ্রভুঃ
ধর্ম্মে চ বিবিধাং দৃষ্ট্বা সাধু সাধ্বিত্যভাষত । ৩৩

প্রতিলভ্য চ ধর্ম্মাত্মা শিষ্যং ধর্ম্মপরায়ণম্ ।
বরেণচ্ছন্দয়ামাস দেবশর্ম্মা মহামতিঃ । ৩৪

স্বিষ্টিকৃৎ ধর্ম্মে তস্যাহ স তস্মান্ গুরুবৎসলঃ ।
অনুজ্ঞাতস্তু গুরুণা চরিষ্যামীত্যুবাচ তং । ৩৫

ততৈব দেবশর্ম্মাপি সভার্য্যঃ স মহাতপাঃ ।
নির্ব্বৃত্যৌ বলবৃত্রঘ্নশ্চচার বিজনে বনে । ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে সহস্রাহ্ব্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি বিপুলোপাখ্যানে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ৪১

আমি "অবর" —এইরূপ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া যদি তুমি স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হও, তবে (আমি তোমাকে সচেতন করিয়া দিতেছি যে,) আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কোনও তপস্বীকে অবধারনা করিও না ভাই, তপস্যার দ্বারা কোনও কার্য্য অসাধ্য থাকে না (তপস্বীরা অবজ্ঞাকারীকে বিনষ্ট করিতে পারেন) । ২৬

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! মহাত্মা বিপুলের এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং কোন কিছু উত্তর না দিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন । ২৭

তাঁহার যাইবার পর একমুহূর্ত্ত মধ্যেই মহাতপস্বী দেবশর্ম্মা ইচ্ছানুসারে যজ্ঞপূর্ণ করিয়া নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন । ২৮

রাজন্ ! গুরুদেব আসিলে পর তাঁহার প্রিয় কার্য্যকারী বিপুল নিজের দ্বারা সুরক্ষিত তাঁহার অগ্নিহোত্রী ভার্য্যা অহিংসনীয়ে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিলেন । ২৯

শান্তচিত্ত গুরুপ্রেমী বিপুল গুরুদেবকে প্রণাম করত পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভীত হইয়া তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইলেন । ৩০

তখন গুরুদেব বিশ্রাম করত নিজ পত্নীর সহিত উপবিষ্ট হইলেন, তখন বিপুল ইন্দ্রের সেই সব কর্ম্ম তাঁহাকে নিবেদন করিলেন । ৩১

ইহা শ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী মুনি দেবশর্ম্মা বিপুলের শীল, সদাচার, তপস্যা ও নিয়মে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন । ৩২

বিপুলের গুরুসেবাবৃত্তি, নিজের প্রতি ভক্তি ও ধর্ম্মবিষয়ে দৃঢ়তা দেখিয়া গুরু 'সাধু, সাধু' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন । ৩৩

মহামতি ধর্ম্মাত্মা দেবশর্ম্মা নিজের ধর্ম্মপরায়ণ শিষ্য বিপুলকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন । ৩৪

গুরুবৎসল বিপুল গুরুদেবের নিকট হইতে এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, আমি ধর্ম্মেই যে সতত অবস্থান করিতে পারি । তাহাতে গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া তিনি সর্ব্বোক্ত তপস্যা আরম্ভ করিলেন । ৩৫

মহাতপস্বী দেবশর্ম্মাও বল এবং বৃত্রাসুরবধকারী ইন্দ্র হইতে নির্ভীত হইয়া পত্নীসহ সেই নির্জ্জন বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । ৩৬

ঋষিপ্রবর বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে বিপুলের উপাখ্যানবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

॥ দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[গুরুসেবাজন্য দিব্যপুষ্পপ্রাপ্তির বিপুলের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন, বজ্রকৃত্কর্তৃক স্তম্ভন]

ভীষ্ম উবাচ

বিপুলস্ত্বতরোৎ তীব্রং তপঃ কৃত্বা সুদুশ্চরম্ । তপোযুক্তমথাত্মানমমন্যত স ধীর্যবান্ ॥ ১

স তেন কর্মণা স্পর্ধন্ পৃথিবীং পৃথিবীপতে । চচার গতভীঃ প্রীতো লব্ধকীর্তিধরো নৃপ ॥ ২

উত্তো লোকো জিতো চাপি ত্রিদিবমাক্রমত্ত প্রভুঃ । কর্মণা তেন কৌরব্য তপসা বিপুলেন চ ॥ ৩

অথ কালে ব্যতিক্রান্তে রুচিরে রুচিরং কৃতবন্তম্ । রুচা তপিস্বিনী আসীৎ প্রকৃতবরবাসবম্ ॥ ৪

এতস্মিন্নেব কালে তু দিব্যা কাচিদ্ বরাঙ্গনা । বিভ্রতী পরমং রূপং তপসাপ্তং বিদাংবরা ॥ ৫

তস্যাঃ শরীরাৎ পুষ্পাণি পতিতানি মহীতলে । তস্যাস্তত্রৈব বিদুষে দিব্যাস্তস্যাঃ তাতত ॥ ৬

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[গুরুসেবের আজ্ঞায় দিব্যপুষ্প আনিয়া বিপুল কর্তৃক তাঁহাকে প্রদান এবং নিজের কৃত দুষ্কর্মের স্মরণ]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! বিপুল গুরুসেবের আজ্ঞা পালন করত অতিশয় কঠোর তপস্যা করিলেন। ইহাতে তাঁহার শক্তি বর্দ্ধিত হইল এবং নিজেকে তিনি তপস্বী বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। ১

পৃথিবীপতে! বিপুল সেই তপস্যার দ্বারা মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করত অন্য ব্যক্তিদিগের উপর স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। নৃপ যুধিষ্ঠির! তিনি গুরুসেবের নিকট হইতে কীর্ত্তি ও বরলাভ করিয়াছিলেন; অতএব তিনি নির্ভয় ও নষ্টচিত্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকিলেন। ২

কুরুনন্দন! শক্তিশালী বিপুল সেই গুরুসেবী-সাধুজনসেবী কর্ম এবং প্রকৃত তপস্যার দ্বারা এই বুদ্ধিতে লাগিলেন যে, আমি উত্তম লোক জয় করিয়াছি। ৩

কুরুকুলের আনন্দবর্দ্ধন যুধিষ্ঠির! তদনন্তর কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে পর গুরুসেবী রুচির জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গৃহে বিবাহোৎসবের সুযোগ উপস্থিত হইল, যাহাতে প্রচুর ধনরাশি দান হইয়াছিল। ৪

তাতস্তস্মাৎ অতো রাজন্ রুচির্দলিতলোচনা তদা নিমন্ত্রকস্তস্য অজেতা: ক্ষিপ্রমাগমৎ ॥ ৭

তস্যা হি ভগিনী তাত জ্যেষ্ঠা নাম্না প্রভাবতী । ভার্যা চিত্ররথস্যাথ বভূবাত্মেবরস্য বৈ ॥ ৮

পিনদ্ধ তানি পুষ্পাণি কেশেষু বরবর্ণিনী । আমন্ত্রিতা ততোঽগচ্ছদ্ রুচিরং রুচিরপতেস্তু গৃহম্ ॥ ৯

পুষ্পাণি তানি দৃষ্ট্বা তু বরাঙ্গেন্দ্রবরাঙ্গনা । ভগিনীং চোদয়ামাস পুষ্পার্থে চারুলোচনা ॥ ১০

সা তত্রৈ সর্বমাচষ্ট রুচিঃ শুক্লচিরাননা । ভগিনী ত্বাহ তাং সর্বমুপপন্নং তথেতি ॥ ১১

ততো বিপুলমাহূয়া দেবরূপা মহাতপাঃ পুষ্পার্থে চোদয়ামাস গচ্ছ গচ্ছেতি ভারত ॥ ১২

এই সময়েই সে দিব্যাঙ্গনাদের সুন্দরী দিব্যাঙ্গনা পরম মনোহর রূপ ধারণ করত আকাশ পথেই কোথাও গমন করিতেছিলেন। ৫

ভারত! তাঁহার শরীর হইতে দিব্য সুগন্ধযুক্ত কিছু পুষ্প দেবসম্পর্কার আজয়ের নিকটে ভূতলে পতিত হইল। ৬

রাজন্! তখন মনোহরবরনা রুচি সেই সব পুষ্প গ্রহণ করিলেন। এই সময়েই অতঃপর হইতে তাঁহাকে বিবাহে নিমন্ত্রণ জানাইবার জন্য এক নিমন্ত্রক সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭

ভারত! প্রভাবতী নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী অজাতশত্রু চিত্ররথের ভার্যা ছিলেন। ৮

সেই দিব্য পুষ্পসমূহ নিজ কেশে ধারণ করিয়া সুন্দরী রুচি অজাতশত্রু চিত্ররথের গৃহে আমন্ত্রিতা হইয়া আসিলেন। ৯

সেই সময় সুন্দরলোচনা অজাতশত্রুপত্নী প্রভাবতী সেই পুষ্পসমূহ দর্শন করত নিজের ভগিনী রুচিকে সেইরূপ পুষ্প আনিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ১০

আহ্বানে রুচিরা সেই সুন্দরী রুচি ভগিনী-কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত নিজের স্বামীকে বলিলেন। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলে সেই কথা স্বীকার করিয়া লইলেন। ১১

ভারত! তখন মহাতপস্বী দেবরূপা বিপুলকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া তাঁহাকে পুষ্প আনিবার জন্য প্রেরিত করিলেন এবং বলিলেন—তুমি যাও, যাও (এই পুষ্প লইয়া এস)। ১২

বিপুলস্তু গুরোর্বাক্যমবিচার্য্য মহাতপাঃ
স তথেত্যব্রবীদ্ রাজংস্তত সেনা জগাম হ ॥ ১৩
যস্মিন্ দেশে তু তাস্তাসন্ পতিতানি নভস্তলাৎ
অন্যাস্বপি তত্রাসন্ কুসুমান্যপরাণ্যপি ॥ ১৪
স তত্তানি তদগ্রাহ দিব্যানি রুচিরাণি চ
প্রাণ্ডানি যেন তপসা দিবাস্তানি ভারত ॥ ১৫
সম্প্রাপ্য তানি প্রীতাত্মা গুরোর্বচনকারকঃ
তদা জগাম দুর্গন্ধ চন্দ্রকমালিনীম্ ॥ ১৬
স বনে নির্জনে তাত দদর্শ মিথুনং নৃণাম্
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তং পৃথীন্তা পানিনা কবম্ ॥ ১৭
তত্রৈকস্তূর্ণমগমৎ তৎপদে চ বিচেষ্টয়ন্।
একস্তু ন তদা রাজংস্তত্রকুস্তু: কলহ: ততঃ ॥ ১৮
স্ব শ্রীয়: গচ্ছতীত্যেকোঽব্রবীদেনাং তদা পরঃ।
নেতি নেতি চ তৌ রাজন পরস্পরমযোচেতাং ॥ ১৯

রাজন্! গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করিয়া মহাতপস্বী বিপুল সেই কথার উপর কোনরূপ অন্য বিচার না করিয়া 'আজ্ঞা, তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া সেই স্থানের দিকে গমন করিলেন, যে-স্থানে সেই পুষ্প পতিত হইয়াছিল। যে স্থানে আরও বহু পুষ্প পতিত ছিল, সে সব পুষ্প তখনও ম্লান হইয়া যায় নাই। ১৩-১৪

ভারত! তদনন্তর নিজের তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত সেই দিব্য সুগন্ধযুক্ত মনোহরদিব্য পুষ্পসমূহ বিপুল তুলিয়া লইলেন। ১৫

গুরুদেবের আজ্ঞা পালনকারী বিপুল সেই সব পুষ্প প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্নতা লাভ করিলেন এবং অতি সত্বর চন্দ্রাবতকমলে পরিপূর্ণ চন্দ্রমালিনীর দিকে গমন করিলেন। ১৬

তাত! এক নির্জন বনে আসিলে পর তিনি দুইটি-পুরুষের এক যুগলকে দেখিতে পাইলেন। যাহারা পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া চক্রবৎ ঘুরিতেছিল। ১৭

রাজন্! তাহাদের মধ্যে একজন নিজের স্থানে সত্বর ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু অন্য জন তাহা করিতে পারিল না। ইহা দেখিয়া তখন পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। ১৮

যে রাজন্! একজন বলিল, তুমি শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতেছ। অপরে বলিল- না। এইভাবে উত্তরে উত্তরের প্রতি দোষারোপ করিতে করিতে 'না, না' এই কথা বলিতেছিল। ১৯

এইরূপে উত্তরে উত্তরের প্রতি স্পর্ধা করিয়া তাহারা দুইজনে

তয়োর্বিস্পর্দতোরেবং শপথোঽভূন্মহান্ তদা।
সহসোদ্ধিন্ন বিপুলা ততো বাক্যমথোচতুঃ ॥ ২০
আবয়োরনৃতাগ্রাহ্যে যস্যাভূদ্ বিজস্য বৈ।
বিপুলস্য পরে লোকে সা গতিঃ সা তবেদিতি ॥ ২১
এবমুক্ত্বা তু বিপুলো বিস্ময়ন্নেবমুক্তবৎ
এবং তীব্রতপাশ্চার্য্য কষ্টেনায়ং পরিশ্রমঃ ॥ ২২
মিথুনস্যাস্য কিং যে স্যাৎ কৃতা পাপং যথা গতিঃ।
অনিষ্টা সর্বভূতানাং কীর্তিতানেন বৈ হৃতা ॥ ২৩
এবং সঞ্চিন্তয়ন্নেব বিপুলো রাজসত্তম।
অথাত্ম বুধ্যা দীনমনা দধ্যৌ দুষ্কৃতমাত্মনঃ ॥ ২৪
ততঃ বড়ক্তান পুরুষানবৈক্ষত ফাল্গুন রাজতৈঃ
অপশ্যদ্ ভীষণাকারান্ বৈ লোমহর্ষাণ্বিতাংস্তথা ॥ ২৫
দুর্গন্ধঃ শপথা তেন যঃ কৃতো মিথুনেন তু
বিপুলং বৈ সমুদ্দিশ্য তেঽপি বাক্যমথোচুরন্ ॥ ২৬

শপথ করিবার উদ্যোগ করিল। তাহাদের এই সময়ে সহসা বিপুলকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা দুইজনে বলিল। ২০

আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যা কথা বলিবে, তাহার সেই গতি হইবে, যাহা পরলোকে ব্রাহ্মণ বিপুলের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। ২১

ইহা শুনিয়া বিপুলের মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। আমি এরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছি, তথাপি আমার এরূপ দুর্গতি হইবে? তাহা হইলে ত' তপস্যা করিবার এই ফলের পরিশ্রম কষ্টসাধ্যই সিদ্ধ হইল। ২২

আমার এরূপ কি পাপ আছে, যাহার জন্য আমার এই দুর্গতি হইবে, যাহা সকল প্রাণীর পক্ষেই অনিষ্টে এবং এই পুরুষ-যুগলের যাহা প্রাপ্তি হইবে? আজ ইহারা আমার সম্মুখে যাহা বর্ণনা করিল। ২৩

নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই বিপুল অযৌক্তিক হইয়া নিজের দুষ্কর্ম স্মরণ করিতে লাগিলেন। ২৪

তদনন্তর বিপুল ছয় জন পুরুষকে দেখিলেন, যাহারা স্বর্ণ ও রজত নির্মিত পাখা লইয়া পাখা করিতেছিল এবং লোমহর্ষ হবে তাহারা পূর্ণ ছিল। তাহারাও সেই শপথই করিল, যাহা পূর্বে সেই পুরুষযুগল করিয়াছিল। তাহারা বিপুলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল। ২৫-২৬

লোভমাত্মায় যোঽন্যায়াৎ বিষয়ং কর্তুমুৎসহেৎ।
বিপুলস্য পরে লোকে স গতিস্তামবাপ্নুয়াৎ। ২৭
এতচ্ছ্রুত্বা তু বিপুলো নাপশ্যদ্ যদসদ্ভবম্
জন্মপ্রভৃতি কৌরব্য কৃতপূর্বমথাত্মনঃ। ২৮
সম্প্রধার্য্যো তথা রাজন্নাবগ্রিরিবাহিতঃ
দহ্যমানেন মনসা পাপং প্রেক্ষ্য তথাবিধম্। ২৯
তস্য চিন্তয়তস্তাত যদ্যেষো বিনিনশ্যতু।
ইত্যমাসীন্মনস্তস্য রুচা রক্তপ্রকারিতম্। ৩০
লক্ষণং লক্ষণেনৈব বদনং বদনেন চ।
বিধায় ন মযা চোক্তং সত্যমেতদ্ গুরোস্তথা। ৩১
এতদ্ধ্যাত্মনি কৌরব্য দুষ্কৃতং বিপুলস্তথা।
অমন্যত মহাভাগ তথা তচ্চ ন সংশয়ঃ। ৩২
স চম্পায়াং নগর্যামেতাং পুষ্পাণি গুরুবে বলৌ।
পূজয়ামাস চ গুরুং বিধিবৎ স গুরুপ্রিয়ঃ। ৩৩

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিপুলোপাখ্যানে
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪২

'আত্মার মধ্যে যে ব্যক্তি লোভের আশ্রয় করিয়া প্রতারণা করিবার সাধন করিবে, তাহার সেই গতি হইবে, যাহা পরলোকে বিপুল প্রাপ্ত হইবে। ২৭

কৃষ্ণকন্যা! ইহা শুনিয়া বিপুল তখন হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত নিজের সমস্ত কর্ম স্মরণ করিলেন; কিন্তু তখনও কোন কর্মের সহিত পাপের বিজ্ঞান হইয়াছে, এরূপ কর্ম তিনি দেখিতে পাইলেন না। ২৮

রাজন্! অথচ নিজের বিষয়ে সেইরূপ পাপ স্মরণ করত যেরূপ এক অগ্নিতে অন্য অগ্নি স্থাপিত করিলে উহা আরও অধিক প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ বিপুলের হৃদয় শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল এবং সেই অবস্থায় তিনি পুনরায় নিজের সমস্ত কার্যের উপর চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৯

তাত! এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার বহুদিন ও বহু রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন গুরুপত্নী রুচিকে রক্ত করিবার জন্য অবলম্বিত কার্যের প্রতি তাঁহার মনে এইরূপ বিচার উপস্থিত হইল। ৩০

আমি যখন গুরুপত্নীকে রক্ত করিবার জন্য তাঁহার বেশে সুসজ্জিতভাবে প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলাম, তখন আমার লক্ষণের দ্বারা তাঁহার লক্ষণগুলির সহিত ও আমার মুখ তাঁহার মুখের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। এরূপ অনুচিত কার্য করিয়াও আমি গুরুদেবকে এই সত্য কথা বলি নাই। ৩১

মহাভাগ কৃষ্ণকন্যা! সেই সময় বিপুল নিজের মনে ইহাকে পাপ বলিয়া স্থির করিলেন এবং নিঃসন্দেহে ঘটনাও তিনি তাহাই। ৩২

চম্পানগরীতে গমন করিয়া গুরুকন্যা বিপুল সেই সব পুষ্প গুরুদেবকে সমর্পণ করিলেন এবং বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বিপুলের উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[দেবশর্ম্মণা বিপুলং নির্দোষমুক্ত্বা তস্মৈ প্রযোধনানম্ তীক্ষ্ণেন দৃষ্টিবিষেণ স্ত্রীণাং রক্ষিতুমাদেশদানঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ।

তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য শিষ্যং বাক্যমথাব্রবীৎ।
দেবশর্ম্মা মহাতেজা যং তচ্ছ্রুণু তনাধিপ ॥ ১

দেবশর্ম্মোবাচ।

কিং তে বিপুল দৃষ্টং বৈ তস্মিন্ শিষ্যে মহাবনে
তে ত্বাং জানন্তি বিপুল আত্মা চ রুচিরে চ ॥ ২

বিপুল উবাচ

ব্রহ্মর্ষে মিথুনং কিং তৎ কে চ তে পুরুষা দ্বিজ।
যে মাং জানন্তি তত্ত্বেন যথা তৎ পরিপৃচ্ছসি ॥ ৩

দেবশর্ম্মোবাচ।

যদ্ বৈ তস্মিন্পুনঃ ব্রহ্মন্নবোরাত্রং হি বিদ্ধি তৎ।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তেত তৎ তে জানাতি দুষ্কৃতম্ ॥ ৪

যে চ তে পুরুষা বিপ্র অক্ষৌণীবান্তি দৃষ্টবৎ
তদ্দুষ্কৃতানভিজানীহি তে তে জানন্তি দুষ্কৃতম্ ॥ ৫

ন মাং কশ্চিদ্ বিজানীত ইতি কৃত্বা ন বিশ্বসেৎ।
নহ্যো বসসি পাপাত্মা পাপকং কর্ম্ম বৈ দ্বিজ ॥ ৬

দৃষ্টাশ্চ হি ময়া কর্ম্ম পাপং রহসি সর্ব্বদা।
পশ্যন্তি তত্তথৈবাপি তথা বিনিশ্চিতাশ্চ তে ॥ ৭

তথৈব হি ভবেদ্দুষ্টে লোকাঃ পাপকৃতো যথা।
কৃত্বা নাচক্ষতঃ কর্ম্ম মম তচ্চ যথাকৃতম্ ॥ ৮

তে ত্বাং বর্ষন্তিতা দৃষ্ট্বা গুরোঃ কর্ম্মানিবেদকম্
স্বাধ্যায়ন্তপতথা প্রাপ্তে যথা ক্রুতবান্ ভবান্ ॥ ৯

অথোরাত্রাং বিজানাতি তত্তথাপ্যসি নিত্যশঃ।
পুরুষে পাপকং কর্ম্ম কৃতং বা শুভকর্ম্মিণঃ ॥ ১০

তৎ ত্বয়া মম যৎ কর্ম্ম ব্যতিচারাদ্ তথাকৃতম্
নাখ্যাতমিতি জানন্তস্তে ত্বামাহুস্তথা দ্বিজ ॥ ১১

তেনৈব হি ভবেদ্দুষ্টে লোকাঃ পাপকৃতো যথা।
কৃত্বা নাচক্ষতঃ কর্ম্ম মম যচ্চ ত্বয়া কৃতম্ ॥ ১২

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক বিপুলকে নির্দোষ বলিয়া প্রবোধদান এবং তাঁহার দ্বারা দৃষ্টিবিষে স্ত্রীগণকে রক্ষা করিবার জন্য আদেশ-দান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—জনাধিপ! নিজের শিষ্য বিপুলকে আসিতে দেখিয়া মহাতেজস্বী দেবশর্ম্মা তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১

দেবশর্ম্মা বলিলেন, আমার শিষ্য শিষ্য বিপুল! তুমি সেই মহাবনে কি দেখিয়াছিলে? তাহারা সকলে তোমাকে জানে। তাহারা তোমার অন্তরাত্মা এবং চরিত্রও পরিচয় জানে। ২

বিপুল বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! আমি যাহাদের দেখিয়াছি, সেই পুরুষযুগল কে? এবং সেই দুই পুরুষই বা কাহারা, যাহারা আমাকে যথাযথ ভাবে জানে ও যাহাদের বিষয়ে আপনিও আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ৩

দেবশর্ম্মা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তুমি যে পুরুষযুগলকে দেখিয়াছ, তাহাদের তুমি দিন ও রাত্রি বলিয়া জানিও। তাহারা উভয়ে চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে অতএব উহাদের তোমার পাপের বিষয় জানা আছে বিপ্রবর! যাহারা অত্যন্ত দুষ্ট হইয়া পাপ খেলা করিতেছিল, সেই দুই পুরুষকে তুমি যে দেখিয়াছ, তাহাদিগকে দুষ্ট কৃত বলিয়া জানিও; তাহারাও তোমার পাপকে জানে। ৪-৫

ব্রহ্মন্! পাপাত্মা মানুষ এরূপে পাপকর্ম্ম করিয়া এরূপ বিশ্বাস করে না যে, আমাকে কেহ পাপকর্ম্মকারী বলিয়া জানিতে পারে। ৬

এরূপে পাপ কর্ম্মকারী মানুষকে উহ কৃত, দিন এবং রাত্রি সর্ব্বদা দেখিতে থাকে। ৭

তুমি আমার স্ত্রীকে রক্ষা করিবার সময় যে পাপ কার্য্য করিয়াছ এবং তাহা করিয়াও আমাকে বল নাই, অতএব তোমারও পাপকারীদিগের লোকসকলই লাভ হইবে। ৮

গুরুকে নিজের পাপকর্ম্ম না বলিয়া যে ও অধিকারে পূর্ব্ব তোমাকে দেখিয়া সেই পুরুষগণ তোমাকে নিজের পাপকর্ম্ম স্মরণ করাইতে করাইতে সেই কথা বলিয়াছে, যাহা তুমি শ্রবণ করিয়াছ। ৯

পাপী মানুষের পাপ কর্ম্ম পুণ্যবান্ মানুষের যে পুণ্য কর্ম্ম থাকে, তৎসমস্তই এই দিন, রাত্রি ও দুই কৃত জানিতে পারে। ১০

ব্রহ্মন্! তুমি আমাকে নিজের কর্ম্মের কথা বল নাই, যাহা ব্যভিচার দোষের জন্য তত্ত্ব-স্বরূপ ছিল। তাহারা উহা জানিত, সেইজন্য তাহারা তোমাকে উহা বলিয়াছে। ১১

পাপকর্ম্ম করিয়া না বলিলে, যাহা তুমি আমার সহিত

ত্বয়াঽহ্যা চ দুর্বৃত্ত্যা রক্ষিতুং প্রভবো দ্বিজ
ন চ ত্বং কৃতবান্ কিঞ্চিদ্যতঃ প্রীতোঽস্মি তেন তে ॥ ১৩
(মনোদোষবিহীনানাং ন দোষঃ স্যাৎ তথা তব।
অভ্যর্থাঽঽসিদ্ধতে কান্তা স্নেহেন দুর্বিতাস্তথা।
বিক্রয়ারো বিত্তবন্ত্বং রুচ্যাবেশেন দুষিতঃ।)
যদি ত্বয়া ন দুর্বৃত্তমক্ষা দ্বিজসত্তম
শপেয়ং ত্বামহং ক্রোধাদ্ ভস্মসাদ্ভবিতা হি সঃ ॥ ১৪
সন্তানং পুরুষে নার্যাঃ পুংসো নোঽর্থস্ত পুত্রতঃ
অন্যথাঽঽত্মতঃ শাপোঽস্তবিদুষ তে মাঽস্তু মে ॥ ১৫
রক্ষিতা চ ত্বয়া পুত্র মম চাপি নিবেদিতা
অহং তে প্রীতিমাংস্তাত স্বঃ স্বর্গং গমিষ্যসি ॥ ১৬
ইত্যুক্ত্বা বিপুলঃ প্রীতো দেবশর্মা মহামুনিঃ

মুমোদ স্বর্গমাস্থায় সহভার্যঃ সলিষ্যতঃ ॥ ১৭
ইত্যমার্যাখ্যাতবান্ পাণ্ডব মমাখ্যানং মহামুনিঃ
মার্কণ্ডেয়ঃ পুরা রাজন্ গঙ্গাকূলে কথান্তরে ॥ ১৮
তস্মাদি ব্রবীমি পার্থ ত্বাং স্ত্রিয়ো রক্ষ্যাঃ সদৈব চ
উক্তবান্ কৃষ্ণতে তাসু সত্যং সাজনসাধু চ ॥ ১৯
স্ত্রিয়ঃ সাধ্বো মহাভাগাঃ পূজ্যা লোকমাতরঃ।
ধারয়ন্তি মহীং রাজন্নিমাঃ সবন-কাননাম্ ॥ ২০
অসাধ্বাস্ত্বাপি দুর্বৃত্তাঃ কুলস্যাঃ পাপনিশ্চয়াঃ
বিজেতুং লক্ষণৈর্দুষ্টৈঃ স্বশাস্ত্রসহজৈর্নৃপ ॥ ২১
এবমেতাস্তু রক্ষ্যা বৈ ভক্ত্যা কর্তুং মহাত্মভিঃ
অন্যথা রাজশার্দূল ন শক্যা রক্ষিতুং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২২
এতা হি মনুজব্যাঘ্র তীক্ষ্ণাস্তীক্ষ্ণপরাক্রমাঃ।
নাসাদয়ন্তি প্রিয়ো নাম মৈথুনে সজ্জতেতি যৎ ॥ ২৩

করিয়াছ, সেই ব্যক্তি পাপকারীদিগের লোকসমূহ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১২

ব্রহ্মন্! যৌবনমদে উন্মত্ত এই স্ত্রীকে (তোমার পত্নীকে) প্রথমে না করিয়া। রক্ষা করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয় না। অতএব তুমি কোন পাপ কর নাই, সেইজন্য আমি তোমার উপর প্রসন্ন আছি। ১৩

(যে ব্যক্তি মানসিক দোষরহিত তাহার কোন পাপ হয় না সেইরূপ তোমার হইয়াছে। নিজের প্রাণবল্লভা পত্নীকে এভাবে আলিঙ্গন করা হয় এবং নিজের কন্যাকে অন্যভাবে অর্থাৎ বাৎসল্যভাবে আলিঙ্গন করা হয় তোমার মনে কোনরূপ বিষয়ে অনুরাগ নাই। তুমি সর্বথা শুদ্ধ, সেইজন্য তুমি কর্তিত পত্নীতে প্রবেশ করিয়াও দূষিত হও নাই)

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যদি আমি এই ভয়ে তোমার কোনরূপ দুরাচার দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমি কুপিত হইয়া তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতাম এবং এরূপ করিয়া আমার কোনরূপ অন্যথা বিচার বা অনুতাপ হইত না। ১৪

স্ত্রীগণ পুরুষে আসক্ত হয় এবং পুরুষগণেরও তাহাদের প্রতি ঐরূপ ভাবই পূর্ণরূপে অঙ্কিত থাকে। যদি তোমার ভাব তাহাকে রক্ষা করিবার বিপরীত হইত, তবে তোমার শাপপ্রাপ্তি অবশ্যই হইত এবং আমার বুদ্ধিও তোমাকে শাপদানে উদ্যত হইত ॥ ১৫

পুত্র! তুমি যথাশক্তি আমার স্ত্রীকে রক্ষা করিয়াছ এবং সেই কথা তুমি আমাকে বলিয়াছ, অতএব আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি তাত! তুমি স্বর্গ হইতে স্বর্গলোকে গমন করিবে। ১৬

বিপুলকে এই কথা বলিয়া প্রসন্নচিত্ত মহর্ষি দেবশর্মা নিজে পত্নী ও শিষ্যের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিয়া সেখানকার সুখভোগ করিতে লাগিলেন। ১৭

ব্রাহ্মন্! পুরাকালে গঙ্গাতীরে কথাবার্তাপ্রসঙ্গেই মহামুনি মার্কণ্ডেয় আমাকে এই উপাখ্যান বলিয়াছিলেন ॥১৮

কৃষ্ণানন্দন! অতএব আমি তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি স্ত্রীগণকে সর্বদা রক্ষা করিবে স্ত্রীগণের মধ্যে প্রায়শই সরলতা ও ভদ্রতার উদ্ভবই দেখা যায়। ১৯

রাজন্! যদি স্ত্রীগণ সাধ্বী ও পতিব্রতা হন, তবে তাঁহারা মহাসৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকেন। সংসারে তাঁহারা সকলের হয় এবং তাঁহারা জগন্মাতা বলিয়া কথিত হন। কে ইহাই বলে, তাঁহারা নিজেদের পাতিব্রত্যের প্রভাবে বন ও তা সহ সম্পূর্ণ পৃথিবীকে ধারণ করিতে পারেন। ২০

কিন্তু দুরাচারিণী অসতী স্ত্রীগণ কুলকে নষ্ট করিয়া দেয়। তাহাদের মনে সর্বদা পাপকার্য করিবারই নিশ্চয়তা থাকে। এরূপ স্ত্রীগণকে তাহাদের শরীরের সহিতই উৎকৃষ্ট লক্ষণসমূহের দ্বারা চিনিতে পারা যায়। ২১

নৃপশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা পুরুষগণের দ্বারা এরূপ স্ত্রীদিগকে ভাবেই রক্ষা করা যাইতে পারে, অন্যথা স্ত্রীলোককে রক্ষা অসম্ভব। ২২

নরনাথ! এই স্ত্রীগণ তীক্ষ্ণস্বভাবা ও ক্রূরস্বভিপ্রায় হয়। কোনও পুরুষই ইহাদের প্রিয় হইতে পারে না। যৈ

এতাঃ কৃত্যাশ্চ কার্য্যাশ্চ কৃতাশ্চ ভরতর্ষভ।
ন চৈকস্মিন্ নরস্তোতাঃ পুরুষে পাণ্ডুনন্দন ॥ ১৪
নাসাং স্নেহো নরৈঃ কার্য্যস্তৈর্যৈর্ব্যা জনেশ্বর
যেষবাপ্তায় পুত্রাস্তে ধর্মমাপ্স্যন্তি চৈব হ ॥ ১৫
(অনুভাষিত পর্য্যাদিত্যোঽবর্জং নরাধিপ)
বিহন্যাদিতিযাকূর্ষন্ নরঃ কৌরবনন্দন

সর্বথা রাজশার্দূল মুক্তিঃ সর্বত্র পূজ্যতে ॥ ১৬
তেনৈকেন তু মুক্তা বৈ বিপুলেন কৃতা স্ত্রিয়ঃ
নাস্তঃ পুত্রস্ত্রিলোকেঽস্মিন্ ত্রয়িভূঃ নৃপ বোধিতম ॥ ১৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিপুলোপাখ্যানে
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

কালে যে পুত্রম্ ত্রাহারের নাম থাকে, কেবল সেই নরদের জন্য উক্ত পুত্রম্ ত্রাহারের স্ত্রিয় থাকে ॥ ১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডুনন্দন! এই ত্রীলিঙ্গ কন্যার সমান মনুষ্য দিগের প্রাপ্ত হয়না কারণ ইহাদিগকে যখন প্রথমে কোনও পুরুষ স্ত্রীরূপে করিয়া লয়, তখন তাহারা আরও অপ্সরা হইয়া অন্য পুরুষের স্ত্রীরূপযোগ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্যভিচারী দোষবশতঃ তাহারা তখন প্রথম পুরুষকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পুরুষের উপর আসক্ত হয়। কোনও এক পুরুষের উপর ইহাদের অনুরাগ সদা থাকে না ॥ ১৪

জনার্দন! মনুষ্যগণের স্ত্রীদিগের প্রতি না বিদ্বেষ আসক্ত হওয়া উচিত এবং তাহাদের উপর ইহা করাও কর্তব্য নহে। বৈয়াসাপূর্বক ধর্ম আজ করিয়া পরাদি দোষ পরিত্যাগ করত তদুপরান্তের পর তাহাদের উপভোগ করা উচিত ॥ ১৫

কৌরবনন্দন! ইহার বিপরীত আচরণকারী মানব বিনাশ-প্রাপ্ত হয় নৃপশ্রেষ্ঠ! সজ্জন সর্বপ্রকারে যোক্তাদেরই সম্মান করা হয় ॥ ১৬

নৃপ যুধিষ্ঠির! একমাত্র বিপুলই স্ত্রীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ত্রিলোকে এরূপ অন্য কোন পুরুষ নাই, যে এইভাবে স্ত্রীকে রক্ষা করিতে পারে ॥ ১৭

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মধ্যে বৈয়াসিকী অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বিপুলের উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(কন্যাবিবাহসম্বন্ধে পাত্রবিষয়ক-বিভিন্নবিচারোল্লেখ: .)

যুধিষ্ঠির উবাচ

বহূনাং সর্ববর্ণানাং ভরতস্য সুতাঃ প্রভো ?
পিতৃ-ভোবাভিধীনাঞ্চ তাসাং ব্রূহি ক্রিয়াফলম ॥ ১
অত্রা হি সর্ববর্ণানাং ধর্মশ্চিন্ত্যতমো মতঃ
কীদৃশস্তু প্রদেয়া স্যাৎ কন্যেতি বসুধাধিপ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ

শীলবৃত্তে সমাজ্ঞায় বিদ্যা যোনিঞ্চ কর্ম চ
সন্নিবেয়া প্রদাতব্যা কন্যা গুণযুতে বরে ॥ ৩
ব্রাহ্মণানাং সতামেষঃ প্রাহ্মো ধর্মো যুধিষ্ঠির।
আবাহ্যস্রাবয়েদেবং যো দত্ত্বাকন্যকুলতঃ ॥ ৪

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[কন্যাবিবাহসম্বন্ধে পাত্রবিষয়ক বিভিন্ন বিচার উল্লেখ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যাহা সমস্ত ধর্মের, আত্মীয়-স্বজনগণের, সুখের এবং দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিদিগের মূল, সেই কল্যাণবিষয়ে আমাকে বিস্তৃত উপদেশ করুন ॥ ১

কৃপানিধান! সমস্ত বর্ণগণের মধ্যে যাহারা ইহাই চিন্তা করিবার যোগ্য বর্ণ বলিয়া স্থীকৃত হইয়াছে যে, কিরূপ পাত্রে কন্যাদান করা উচিত? ২

ভীষ্ম বলিলেন,—পুত্র! সৎপুরুষগণের কর্তব্য হইল যে, কন্যার বিবাহ দানের যোগ্য বরকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া হইল উত্তম ব্রাহ্মণগণের ধর্ম—ব্রাহ্ম বিবাহ। মনাদির দ্বারা বরণকৃত আহ্বানপূর্বক যে কন্যাদান করা হয়, তাহাই শিষ্ট ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের সনাতন ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে (ইহাকে ব্রাহ্মপত্য বিবাহ বলে) ॥৪

শিষ্টানাং শিষ্টবিবাহাণাঞ্চ গর্ভ এব সনাতনঃ।
আচ্ছাদ্যিত্বাঽর্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং ॥ ৪
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫
যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে ॥ ৬
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে ॥ ৭
একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ ॥ ৮
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে ॥ ৯
সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ ॥ ১০
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য লোকে প্রাজাপত্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১
জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ ॥ ১২
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥ ১৩
ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ ॥ ১৪
গান্ধর্ব্ব ইতি তং ধর্ম্মং প্রাহুর্বেদবিদো জনাঃ ॥ ১৫
হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ ॥ ১৬
প্রসহ্য হরণং তাত রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে ॥ ১৭
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি ॥ ১৮
পাপিষ্ঠঃ সর্ব্বধর্ম্মাণামেষ ধর্ম্মাধমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯
ব্রাহ্মঃ ক্ষাত্রোঽথ গান্ধর্ব্ব এতে ধর্ম্যা নরস্য তু।
পৃথগ্ বা যদি বা মিশ্রাঃ কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০
ত্রিষ্বেতাসু ভার্য্যাসু ব্রাহ্মণস্তু যদি জায়তে।
বৈন্যঃ স্বজাত্যা বিন্দেত সদৃশ্যং সদৃশীং স্বয়ং ॥ ২১
ব্রাহ্মণী তু ত্বয়োজ্যেষ্ঠা ক্ষত্রিয়ো ক্ষত্রিয়স্তু।
স্বজাত্যৌ তু ত্বয়োজ্যেষ্ঠা ক্ষত্রিয়ো ক্ষত্রিয়স্তু ॥ ২২
ত্রয়াণামপি ধর্ম্মাণাং বিদ্যতে ফলনির্ণয়ঃ।
অপত্যজন্ম শূদ্রায়াঃ শূদ্রায়াং ন প্রশস্যতে ॥ ২৩
শূদ্রায়াং হ্যনবদ্যায়াং সমবর্ণে বিধীয়তে।
সমবর্ণাসু জায়ন্তে প্রশস্তিষ্বেব জন্মসু ॥ ২৪
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াং বিন্দন্ বিদ্যাৎ পুত্রং বিচক্ষণঃ।
ত্রিষ্বপ্যেষু হ্যনবদ্যাসু ভার্য্যাসু বিন্দেত নগ্নিকাম্
একবিংশতিবর্ষো বা সপ্তবর্ষাঽবয়াস্তু বা ॥ ২৪

যুধিষ্ঠির। যখন কন্যার মাতা-পিতা নিজেদের অভিপ্রেত বরকে ত্যাগ করিয়া কন্যার অভিপ্রেত ও যে কন্যাকেও কামনা করে, এরূপ বরের সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন, তখন বেদজ্ঞ পুরুষগণ সেই বিবাহকে গান্ধর্ব্ব ধর্ম্ম (গান্ধর্ব্ব-বিবাহ) বলেন ॥ ৫-৬

নৃপ। কন্যার বন্ধু-বান্ধবগণকে প্রলোভিত করিয়া তাহাদিগকে প্রচুর ধনদান করত যে কন্যাকে ক্রয় করা হয়, ইহাকে মনীষী পুরুষগণ অসুরগণের ধর্ম্ম (আসুর বিবাহ) বলেন ॥ ৭

ভাত। এইরূপ কন্যার রোদনপরায়ণ অভিভাবকগণকে হত্যা করিয়া, তাহাদের শিরশ্ছেদ করিয়া রুদ্যমানা কন্যাকে তাহার গৃহ হইতে সবলে অপহরণ করা রাক্ষসদিগের কার্য্য (রাক্ষস-বিবাহ) বলা হয় ॥ ৮

যুধিষ্ঠির। এই পঞ্চ প্রকার (ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুর ও রাক্ষস) বিবাহ মধ্যে পূর্ব্বকথিত তিনটি (ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ) ধর্ম্মসঙ্গত এবং শেষ দুইটি (আসুর ও রাক্ষস বিবাহ) নিতান্ত অধর্ম্মমূলক ॥ ৯

* স্মৃতিকারেরা নিম্নলিখিত আটপ্রকার বিবাহ কথিত আছে—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ। কিন্তু এস্থলে ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুর ও রাক্ষস—এই পাঁচ প্রকারের বিবাহ উল্লিখিত আছে। সুতরাং উভয় শাস্ত্রবাক্যের একবাক্যতার জন্য এস্থলে ব্রাহ্ম বিবাহের মধ্যে স্মৃতি কথিত দৈব ও আর্ষবিবাহও অন্তর্গত আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং এস্থানের রাক্ষসবিবাহে স্মৃতিকথিত পৈশাচবিবাহ অন্তর্ভুক্ত আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর প্রাজাপত্য বিবাহকে 'আসু' বিবাহ বলিয়াও কোন কোন স্থলে বর্ণনা করা হইয়াছে।

নরশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্ম, আসু (প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ—এই তিনটি বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত। ইহারা পৃথক্ বা যদি অন্য বিবাহের সহিত মিশ্রিতও হয়, তবে সেইরূপ বিবাহই কর্ত্তব্য। ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১০

ব্রাহ্মণের তিন পত্নী। ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা এবং ক্ষত্রিয়ের দুই পত্নী (ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা) বর্ত্তমান থাকিলে বৈশ্য যেমন নিজের জাতিরই কন্যার সহিত বিবাহ করিবে। এই সব পত্নীগণ হইতে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলেই পিতারই সমান বর্ণভাগী হয় (মাতার মূল বা বর্ণের কোন তারতম্য হয় না) ॥ ১১

ব্রাহ্মণের তিন পত্নীর মধ্যে ব্রাহ্মণকন্যাই শ্রেষ্ঠা হন এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা শ্রেষ্ঠা (বৈশ্যের ও একজনই পত্নী হওয়ায় বৈশ্যের বৈশ্যকন্যাই শ্রেষ্ঠা।) অবশ্যের অভিমত হইলে—দুইটি ও সুতরাং সহিত বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু অ ব্যক্তিগণ তাহা জানেন না। (তাঁহারা সূতরাং বৈশ্যদিগকে অপ্রাপ্তা বলিয়া মত প্রকাশ করেন) ॥ ১২

শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ব্রাহ্মণের শূদ্র কন্যার গর্ভ হইতে সন্তান উৎপন্ন করাকে প্রশংসা করেন না। কারণ, শূদ্রার গর্ভ হইতে সন্তান উৎপন্নকারী ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্তভাগী হন ॥ ১৩

ত্রিন বৎসরমধ্যে পুত্রের যে রজস্বলা হয় নাই, এরূপ সম বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবে। অথবা এরূপ বয়সের পূর্ব্বে ঋতু বৎসরের পূর্ব্বার্দ্ধেই বিবাহ করিবে ॥ ১৪

যস্যাস্তু ন ভবেদ্ ভ্রাতা পিতা চ ভরতর্ষভ
নোপযচ্ছেত তাং ভার্যাং পুত্রিকাধর্মিণী হি সা ॥১৫
ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কন্যা ঋতুমতী সতী।
চতুর্থে ত্বথ সম্প্রাপ্তে খল্বয়ং ভরতর্ষভ ॥ ১৬
প্রভা ন হীয়তে তস্যা ইতি ভরতর্ষভ।
অতোঽন্যথা বর্তমানা ভবেদ্ যাচ্যা প্রজাপতেঃ ॥ ১৭
অনপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ
ইত্যেতামনুযচ্ছন্তে তাং ধর্মং মনুরব্রবীৎ ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শুক্রযন্ত্রেণ যক্তং স্যাদ্ যদ্যনীত্যাদ্য চাপরঃ।

যদা যক্তঃ প্রজাযন্তে নরস্তত্র প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৯
পাণিগ্রহীতা চাক্তঃ স্যাৎ কস্য ভার্যা পিতামহ।
তত্তঃ জিজ্ঞাসমানানাং চক্রুর্ভবতু নো ভবান্ ॥ ২০

ভীষ্ম উবাচ।

যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম মানুষ্যা সাম্পরায় প্রপদ্যতে।
মন্ত্রবন্ধমিদং তস্য মৃষাবাদস্য পাতকং ॥ ২১
ভার্যা পত্যুস্ত্রিয়াচার্যাঃ শিষ্যেণোপায্য এব চ।
মৃষোক্তে দণ্ডমর্হন্তি নেত্যাহুরপরে জনাঃ ॥ ২২
ন হ্যকামেন সাবাস্যা মনুরেবং প্রশংসতি।
অযশস্যমযশ্যং বন্ধ্যা বর্ষকোপনম্ ॥ ২৩

ভরতর্ষভ! যে কন্যার পিতা অথবা ভ্রাতা নাই, তাহাকে কখনও বিবাহ করিবে না, কারণ, এই কন্যা পুত্রিকাধর্মিণী (যে কন্যার পিতা 'এই কন্যা আমার পুত্রস্থানীয়া, এইভাবে পুত্রজনে কন্যা করিয়া দিয়াছেন কি না জানা যাইবে না। সেই কন্যা পুত্রিকাধর্মিণী (পুত্রিকাপুত্রস্থ নীয়া) বলিয়া কথিতা হয়।১৫

(যদি পিতা, ভ্রাতাদি অভিভাবকগণ ঋতুমতী হইবার পূর্বে কন্যার বিবাহ না দেন, তবে ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসর পর্যন্ত কন্যা নিজের বিবাহের জন্য প্রতীক্ষা করিবে। চতুর্থ বর্ষ আসিলে পর সেই কন্যা যদিই কোনও পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিবে।১৬

ভরতর্ষভ! এইরূপ করিলে পর সেই কন্যার সেই পুরুষের সহিত স্থাপিত সম্বন্ধ এবং তাহার দ্বারা উৎপাদিত সন্তানও হীন হইবে না। ইহার বিপরীত আচরণকারিণী স্ত্রী প্রজাপতির অর্থাৎ সন্তানপালী শক্তির সৃষ্টিতে নিন্দনীয়া হয়।১৭

যে কন্যা মাতার অর্থাৎ মাতৃবংশের অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা এবং পিতার অসগোত্রা ও অসপিণ্ডা হইবে, সেই কন্যাকেই পত্নীরূপে বরণ করিবে অর্থাৎ তাহাকেই বিবাহ করিবে। ইহাকেই

---

* সাপিণ্ডনিরূপিত লক্ষণে স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা—"বন্ধ্যা যদস্য বা ভ্রাতা কুটুম্বাদ্ যদি লভ্যতে। পঞ্চমী তেন তস্যোদ্বাহ্যা তৎসাপিণ্ড্যং বিধীয়তে।" অর্থাৎ যদি বর বা কন্যার পিতা মূল পুরুষ হইতে সপ্তম পুরুষে উৎপন্ন হন এবং ভ্রাতা পঞ্চম পুরুষে যাইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তবে সেই বর ও কন্যার পক্ষে সাপিণ্ড্যের নিবৃত্তি হইয়া যায়। পিতার দিকে সাপিণ্ড্য যতদূর সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত চলে এবং ভ্রাতার সাপিণ্ড্য পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত চলে। সপ্তম পুরুষে একজন হইলেন পিণ্ডভাজ, তিনজন হইলেন পিণ্ডভাজী ও উর্ধ্বতন অন্য তিন পুরুষ হইলেন লেপভাজী।

যজ্ঞ বধূগাত্রকৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি এক মানুষ বিবাহ পাকা করিয়া কন্যার পণ দিয়া রাখে, আর 'পণ দিব' এই কথা বলিয়া বিবাহের ব্যবস্থা স্থির করে, অন্য দিকে সম্বন্ধ সেই কন্যাকে অন্যত্র বিবাহ করিবার উদ্যোগ চলে, চতুর্থতঃ সেই কন্যার ভ্রাতা প্রভৃতিকে বিশেষ ধনের প্রলোভন দেখাইয়া বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং শুল্কের কোনও পুরুষ যদি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তবে বলুন দেখি সে কন্যা কাহার পত্নী বলিয়া গণ্য হইবে? আমরা এবিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি আমাদের শঙ্কে নেত্র স্বরূপ (শব্দ-প্রদর্শক) হউন।১৯-২০

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! মনুষ্যগণের ক্রিয়াকাণ্ডী যাহা কিছু কর্ম আছে, তাহা ব্যবস্থাপক শাস্ত্রগণের ব্যবস্থার সম্পাদিত হইলে দেখা যায়। বিচারবান্ পুরুষগণ একত্র হইয়া যখন এই বিধান করিয়া থাকেন যে, 'অমুক কন্যাকে অমুক পুরুষের সহিত বিবাহ দেওয়া কর্তব্য,' তখন এই ব্যবস্থাই বিবাহের নিশ্চয়কারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উহাকে মিথ্যা বলিবে সেই ব্যবস্থার বিপরীত করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি পাপভাগী হয়।২১।

ভার্যা, পতি, ঋত্বিক্ আচার্য, শিষ্য এবং উপাধ্যায় যদি পূর্বোক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেন, তবে ইঁহারাও দণ্ডভাগী হন। কিন্তু অন্য ব্যক্তিগণ ইঁহাদের দণ্ডভাগী বলিয়া মনে করেন না।২২

অকাম পুরুষের সহিত সম্বন্ধ করিয়া কন্যার সম্প্রদান হইলে, ইঁহার বহু প্রশংসা করেন না। অতএব সজ্জনসভাতে বিশ্লিষ্ট বিবাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা অযশস্য অর্থাৎ অযশের কারণ হয়, ইহা বন্ধ্যাস্ত্রীকারী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।২৩

নৈকান্তো দোষ একস্মিংস্তথা স্ত্রীণামুপপদ্যতে
ধর্মতো যাং প্রযচ্ছন্তি যাচ্য ক্রীণন্তি ভারত ॥ ২৪
বহুভিঃ সমমুঙ্গাতে মন্ত্র-হোমৌ প্রয়োজয়েৎ
তথা সিদ্ধ্যন্তি তে মন্ত্রা নান্যথা কথঞ্চন ॥ ২৫
যত্রৈত মন্ত্রসংস্কারো ভার্য্যাপত্যোঃ ক্রিয়াবিধিঃ কৃতঃ।
তমেবাহুর্গরীয়াংস ধর্ম্মজ্ঞা জ্ঞাতিতঃ কৃতঃ ॥ ২৬
যেষাদত্তাং পতির্ভার্য্যাং বেত্তি ধর্ম্মস্য শাসনাৎ।
স দৈবীং মানুষীং বাচমনৃতাৎ পর্য্যমোচয়ৎ ॥ ২৭

যুধিষ্ঠির উবাচ

ভর্ত্রা প্রাপ্তপুরাণায়া ভার্য্যায়াশ্চেদ্ভ্রতেন্দ্র যঃ
ধর্ম্মকামার্থসম্পন্নো বাচমত্রাব্রুতঃ ন বা ॥ ২৮

ভর্ত্তিস্মুতরতোযোগে কুর্যাদ্ভ্রে ভূ সমাচরেৎ
অয়ং নঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মজ্ঞস্ত্যক্ষমো মতঃ ॥ ২৯
তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং চক্ষুর্ভবতু নো ভবান্
তদেতৎ সর্ব্বমাচক্ষ্ব হি তৃপ্যামি কথয়তাম্ ॥ ৩০

ভীষ্ম উবাচ।

নৈষ নির্ণয়তঃ শক্য আখ্যাতুং তেন বাদ্রুতম।
ন হি শুশ্রূষয়া শক্যা কন্যা দদতি কর্হিচিৎ ॥ ৩১
অতৈতে দৈবকল্পেষু তু শুক্রা বাচন্তি বাদ্রুবাঃ
অলঙ্কৃত্য বদন্তীহ যো দত্তামনুকূলতঃ ॥ ৩২
যস্ত তাঞ্চ বদত্যেবং ন শুল্কং স্ত্রিক্রয়ো ন সঃ
প্রতিগৃহ্য তু তাংস্তে দেহরেষ ধর্ম্ম সনাতনঃ ॥ ৩৩

ভাষ্যত। কন্যার পিতা যে কন্যাকে যথাশাস্ত্রে পাণিগ্রহণবিধির দ্বারা দান করিয়া বিবাহের অঙ্গ বা আরম্ভে শুল্ক লইয়া প্রদান করিয়াছেন, সেই কন্যাকে ধর্ম্মাচারে বিবাহকারী কিংবা অধর্ম্মকারী ব্যক্তি যদি পুনরে লইয়া যায়, তবে ইহাতে কোন প্রত্যবায় দোষ হয় না। এই অবস্থায় দোষের বা অন্যথার হইবে? ২৪

কন্যার আত্মীয়স্বজনগণের অনুমতি হইলে বৈবাহিক মন্ত্র ও হোমের প্রয়োগ করিতে হয়, তবেই সেই সব মন্ত্র সিদ্ধ হয় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে মন্ত্রের দ্বারা বিবাহ হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু যে কন্যাকে মাতা-পিতার দ্বারা প্রদান করা না হইবে, সেই বিবাহে কৃত মন্ত্রপ্রয়োগ কোনরূপেই সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ সেই বিবাহ মন্ত্র দ্বারা কৃত বলিয়া স্বীকৃত করা হয় না। ২৫

পতি ও পত্নীর মধ্যেও পরস্পর মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করা হয়, তাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে এবং সেই কার্য্যে যদি বন্ধু-বান্ধবগণের সমর্থন পাওয়া যায়, তবে উহা আরও উত্তম হইবে। ২৬

ধর্ম্মশাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে ভার্তৃ প্রাপ্ত পত্নীকেই পতি নিজের প্রাপ্ত কর্ম্মের ফলানুসারে লব্ধ ভার্য্যা বলিয়া মনে করেন। এইভাবে পতি দৈবযোগে প্রাপ্ত পত্নীকে গ্রহণ করেন এবং যজ্ঞকর্ম্মের বিধ্যা বাক্যকে—এই বিবাহ অযোগ্য বলিয়া ধর্ম্মবাক্যের বাক্যকে তিনি অগ্রাহ্য করেন। ২৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি এক বরের সহিত কন্যার বিবাহের বাগ্দান স্থির করিয়া তাহার নিকট হইতে শুল্কগ্রহণ করা হয় এবং পরে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর, অর্থ ও কামসম্পন্ন অন্যান্য যোগ্য বর পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বে যাহার নিকট হইতে শুল্ক লওয়া হইয়াছে, তাহাকে কিরূপ করা—তাহাকে কন্যা দানের ফল পাইবার জন্য ইচ্ছা করিব? ২৮

এই অবস্থায় ইহার কারণে দোষ লাগে হয় যদি সকলকারণের সম্মতিতে পণ লইয়া নির্দ্দিষ্ট বিবাহকে পরিবর্ত্তন করা হয়, তবে যাহা অন্যের দোষ হয়। এবং শ্রেষ্ঠ বরকে উল্লঙ্ঘন করিলে কন্যার বিত্তহানি দোষ হয়। এই অবস্থায় কন্যাদাতা কি করিবেন? আমরা এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে এই কন্যাদানের ব্যবহারে অধিক চিন্তা অর্থাৎ বিচারের যোগ্য বলিয়া মনে করি। ২৯

আমরা এ বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী, আপনি এ বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হউন। এই সব বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলুন। অতএব আপনি ইহা প্রতিপাদন করুন। ৩০

ভীষ্ম বলিলেন, হে বৎস! পণ দিয়া বিবাহের অধিকার নিষ্পন্ন হয় না (ইহাতে পরিবর্ত্তনের সম্ভবনা থাকে ইহা যুধিষ্ঠির পণদাতা পণ দিয়া থাকে এবং বিবাহ না হইলে ঐ পুনরায় প্রত্যর্পণের জন্য অনুরোধ করে না। সজ্জনগণও তখন তখনও পণ লইয়াও কোন বিশেষ কারণবশতঃ কন্যাদান করে না। ৩১

কন্যার প্রাপ্তাদি যাবতগণ কাহারও নিকট হইতে তখনই পণ গ্রহণ করে, যখন সে বিপরীত কন্যা (উহার অবস্থাদি) দৃষ্ট হয় যদি বরকে আহ্বান করিয়া বলা হয় যে, তুমি আমার কন্যাকে অলঙ্কার পরিধান করাইয়া ইহাকে বিবাহ কর এবং এই বলিলে পর বর যদি সেই কন্যাকে অলঙ্কার দিয়া বিবাহ করে তবে তাহা ধর্ম্মানুকূল হইবে। ৩২

কারণ, এইভাবে কন্যার জন্য অলঙ্কার লইয়া যে কন্যার করা হয়, তাহা মূল্যও নহে এবং বিক্রয়ও নহে, সেইজন্য কন্যা

দাস্যামি তবতে কন্যামিতি পূর্বং ন ভাষিতম্
যে চাহুর্বে চ নাহুর্বে যে চাবদন্ত বদন্তুত ॥ ৩৪

তস্মাদ্যা প্রহরণাৎ পাণেরাচরন্তি পরম্পরম্।
কন্যাবরঃ পূরা দত্তো মন্ত্রহিরিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩৫

নানিষ্ঠায় প্রদাতব্যা কন্যা ইত্যাহিচোদিতম্
তন্মূলং কামমূলা প্রজনসোতি যে মতিঃ ॥ ৩৬

সমীক্ষ্য চ বহূন্ দোষান্ সংবাদাদ্ বিদ্ধি পাণয়োঃ।
যথা নিষ্ঠাকরং শুল্কং ন ভাষাসৌ তথা শৃণু ॥ ৩৭

অহং বিচিত্রবীর্যায় যবে কন্যে সমুদ্যতম্
জিত্বা চ রাজন্যান্ সর্বান্ কাশীনথ চ কোশলান্ ॥ ৩৮

গৃহীত্বাদিয়েকাহ্নঽসৌ প্রাপ্তশুল্কা পরাভবং।
কন্যা পৃথিবী তত্রৈব বিসর্জ্যা ইতি যে পিতা ॥ ৩৯

অন্যত্রোদিতয়া কন্যাবাবেতি স কৌরবঃ
অপাখ্যানমুপশ্রুত্য মদ্ভয়ান্ পিতুর্বচঃ ॥ ৪০

অতীব হ্রসা বয়েস্থা পিতুর্মেঽভ্যধিকাভবৎ
ততোঽহমব্রুবং রাজন্যাচারেণ স্থিরং বচঃ

আচারং তত্ত্বতো বেত্তু শিষ্যাণি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১
ততো মতৈবমুক্তে তু বাক্যে বর্ণপ্রতাপ বরঃ
পিতা মম মহারাজ বাহ্লীকো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪২

যদি বঃ শুল্কতো নিষ্ঠা ন পাণিগ্রহণাৎ তথা
লাভান্তরমুপাসীর প্রাপ্তশুল্ক ইতি স্মৃতিঃ ॥ ৪৩

নিষিদ্ধ কোন বস্তু গ্রহণ করিয়া কন্যার দান করা হইল সনাতন ধর্ম। ৩৩

যে ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদের নিকট বলে যে, আমি আপনাকে কন্যাদান করিব, তাহারা বলে যে, আমি কন্যাদান করিব না এবং যাহারা বলে যে, 'আমি অবশ্যই কন্যাদান করিব', তাহাদের এই সব কথা কন্যাদানের পূর্বে না বলিলেই সনাতন হইয়া থাকে। ৩৪

যতক্ষণ না কন্যার পাণিগ্রহণ মন্ত্রের সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ কন্যাকে প্রার্থনা করা যাইতে পারে। পূর্বে কন্যাপিতাকে যজ্ঞমান এই বলিয়া নিশ্চয়ই অর্থাৎ অধিকার প্রদান করিয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। সেইজন্য পাণিগ্রহণ সংস্কারের পূর্ব পর্যন্ত বর ও কন্যা পরস্পরকে প্রার্থনা করিতে পারে ॥ ৩৫

যাহাদিগের অতিরিক্ত ধন—অর্থাৎ যাহাকে কন্যাদান করা উচিত নয়; যেহেতু সুযোগ্য পুরুষকে কন্যাদান করাই ন্যায়-সঙ্গত ধর্ম এবং সুযোগ্য সন্তান উৎপত্তির কারণ হয়। ইহাই আমার মত ॥ ৩৬

কন্যার ক্রয়-বিক্রয়ে যত দোষ আছে, এই কথা তুমি বিশেষভাবে বিচার করিলে যথার্থ বুঝিতে পারিবে কেবল শুল্ক প্রদান করিলেই বিবাহের অধিক নিশ্চয় হইতে পারে না। পূর্বেও তখনও এইরূপ হয় নাই, তুমি এবিষয়ে এক বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ৩৭

* ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে জয় করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে দুইজনকে এক শ্লোকেই রাখিয়া একজনে এক বচনের প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে; তাহা হইলে আদিপর্বের ১০০ অধ্যায়ে বর্ণিত বৃত্তান্তের সহিত ইহার সঙ্গতি হয়

আমি বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য যখন, কাশী, কোশল দেশের রাজগণকে পরাজিত করিয়া কাশীরাজের দুই কন্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলাম। ৩৮

উহাদের মধ্যে এক কন্যা অন্য নিজের বর বাহুবলের দ্বারে প্রদান করিয়াছিল অর্থাৎ মনে মনে তাকে পতিত্বরূপে বরণ করিয়াছিল। দ্বিতীয় দুই কন্যার) কন্যার শুল্ক অধিকাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য আমার পিতা (পিতৃব্য কাকা) কৃষ্ণাগমের রাজগণ যখন বলিয়াছিলেন যে, কন্যা পাণিগৃহীতা হইয়াছে, ও হরণে পরিত্যাগ করা এবং দ্বিতীয় দুই কন্যাকে (যাহাদের জন্য শুল্কদান প্রদত্ত হইয়াছে) বিবাহ কর। কারণ এই কথার আমার সন্দেহ ছিল, সেইজন্য আমি অন্য ব্যক্তিগণকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি ॥ ৩৯-৪০

কিন্তু এ বিষয়ে আমার কাকার অত্যন্ত প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, যথাশাস্ত্রে হউক (সেইজন্য তিনি পাণিগৃহীতা কন্যাকে ত্যাগ করিবার উপরেই নিজের বিশেষ অধিকার প্রকাশ করিয়াছিলেন)। রাজন! তখনকার আমি আচার জানিবার ইচ্ছায় বলিল—শিক্ষ্য! আমি এ বিষয়ে যথাযথভাবে জানিতে অভিলাষী যে, পরম্পরাগত আচার বিষয়ে ? ॥

মহারাজ! আমি এই কথা বলিলে পর বর্ষীয়ান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমার কাকা বাহ্লীক এইরূপ উত্তর দান করিলেন ॥ ৪২

যদি তোমার মতে তখনকার রাজাদের বিবাহের পূর্ব নিশ্চয় হয়, পাণিগ্রহণ নহে; তাহা হইলে ত' স্মৃতিশাস্ত্রের এই বিধিবাক্য বৃথা হইয়া যাইবে—"কন্যার পিতা এক বরের নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করিলেও অন্য কোন গুণবান্ বরকে কন্যাপিতা পরে বরণ করিতে

ন হি ধর্ম্মবিদঃ প্রাহুঃ প্রমাণং বাক্যতঃ শ্রুতম্।
বেদ্যং বৈ শুল্কতো নিষ্ঠা ন পাণিগ্রহণাৎ তথা। ৪৪
প্রসিদ্ধা ভাবিতা দানে নৈষা প্রত্যাহৃতা পুনঃ।
যে মন্যন্তে ক্রয়ঃ শুল্কং ন তে ধর্ম্মবিদো নরাঃ। ৪৫
ন চৈতেভ্যঃ প্রদাতব্যা ন যোদ্ধব্যা তথাবিধা
নৈব ভার্য্যা ক্রেতব্যা ন বিক্রেয়া কথঞ্চন। ৪৬
যে চ ক্রীণন্তি দাসীঞ্চ বিক্রীণন্তি তথৈব চ
ভবেৎ তেষাং তথা নিষ্ঠা লুব্ধানাং পাপচেতসাম্। ৪৭
অস্মিন্নর্থে সত্যবন্তঃ পর্য্যপৃচ্ছন্ত বৈ ভৃগোঃ
কন্যায়াঃ প্রাপ্তশুল্কায়াঃ শুল্কদঃ প্রমৃতঃ। ৪৮
পাণিগ্রহীতা বাক্যং স্যাদ্যত্র নো ধর্ম্মসংশয়ঃ।
তন্নঃ শিদ্ধি মহাপ্রাজ্ঞ ত্বং হি বৈ প্রাজ্ঞসম্মতঃ। ৪৯

তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং চতুর্ভ্যস্তু নো ভবান্
তাসাং ক্রমতঃ সর্বান্ সত্যবান্ বাক্যমব্রবীৎ। ৫০
যত্রেষ্টং তত্র দেয়া সা ন্যায়ো ভার্য্যা বিচারণা।
মৃষ্যতে জীবতোঽপ্যেষা মৃতে বৈষাস্তি সংশয়ঃ। ৫১
দেবস্যং প্রবিশেৎ কন্যা তপোদ্যং বাপি তদ্ভঃ পুমান্।
তদেবানুমতা কৃত্বা পাণিগ্রাহস্য কামায়া। ৫২
লিখত্যেব তু কেষাঞ্চিদপরেষাং ন বৈরপি।
ইতি যে সংবদন্ত্যত্র ত এতং নিশ্চয়ং বিদুঃ। ৫৩
তৎপাণিগ্রহণাৎ পূর্বমন্তরং যত্র বর্ততে।
সর্বাবস্থাসমস্তং বৈ মুষাবাদস্তু পাতকঃ। ৫৪
পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিষ্ঠা স্যাদ সপ্তমে পদে।
পাণিগ্রহস্য ভার্য্যা স্যাদ্ যস্যা ছাদ্রিঃ প্রদীয়তে
ইতি দেয়ঃ বদন্ত্যত্র ত এবং নিশ্চয়ং বিদুঃ। ৫৫

আমরা এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি আমাদের সেতুস্বরূপ অর্থাৎ পথপ্রদর্শক হউন তাহার এই কথা বলিলে পর সত্যবান্ বলিলেন। ৫০

যেখানে উত্তম পাত্র পাওয়া যাইবে, সেখানেই কন্যাদান করিবে। ইহার বিপরীত অন্য কোন বিচার মনে আনা উচিত নয়। শুল্কদাতা যদি জীবিতও থাকে এবং অপরে অন্য বর যদি পরে পাওয়া যায়, তবে সজ্জন ব্যক্তি সেই উত্তম বরেতে সমর্পিতা কন্যার বিবাহ দিবে। সুতরাং শুল্কদাতা যদি মৃত হয়, তাহা হইলে অন্যত্র কন্যার বিবাহ দিবে— ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫১

শুল্কদাতার মৃত্যু হইলে পর তাহার কর্মিষ্ঠ ভ্রাতাকে সেই কন্যা পত্নিরূপে গ্রহণ করিবে অথবা তাহাকে পত্নিরূপে না করিবার ইচ্ছায় তাহার অনুমতি (চিঠা) করিয়ে করিয়ে আজীবন কুমারী থাকিয়া তপস্যা করিয়া যাইবে। ৫২

তাহাদের অভিমত হইল যে, অক্ষতযোনি কন্যাকে গ্রহণ করিবে। অন্যদের মতে ইহা যদি প্রবৃত্তি—অর্থের ভার্যা এইভাবে যাহারা বিবাহ করে তাহারাও বেদে এই নিন্দা উপনীত হয় যে, কন্যার পাণিগ্রহণের পূর্বে বৈবাহিক মন্ত্রোচ্চারণ ও যজ্ঞপ্রয়োগ হইলে পরও বেদজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যবহার আসিয়া অর্থাৎ অযোগ্য বর ত্যাগ করিয়া কোনও অন্য যোগ্য বরে সহিত যদি কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়, তবে তাহার কেবল মিথ্যা ভাষণের পাপ হইবে। (পাণিগ্রহণের পূর্বে কন্যা বিবাহিতা বলিয়া গণ্য করা হয় না।) ৫৩-৫৪

'সপ্তপদীর সপ্তম পদে পাণিগ্রহণের মন্ত্রসকলের সফলতা আ-

অনুকূলামনুব্রতাং ভ্রাত্রা দত্তামুপযচ্ছেদ্ভার্যাম্

পরিক্রম্য যথান্যায়ং ভার্য্যা বিন্দেত বিন্দতঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্

অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিবাহধর্মকথনে

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

(এবং তখন হইতেই পতি-পত্নীর ভাব নিত্য হয় যে পুরুষকে ভ্রাতার দ্বারা সম্প্রদান করিয়া কন্যাদান করা হয়, সেই পুরুষই কন্যার পাণিগ্রহীতা পতি ও কন্যাদ ভ্রাতার পত্নী বলিয়া স্থির হইয়া যায়। বিদ্বান্ পুরুষগণ এইভাবে কন্যাদানের বিধি বলিয়াছেন এবং যাহারা এরূপ বিধানের উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। ৪৬

যে কন্যা অনুকূলা, নিজের বংশের অনুরূপা, কন্যার পিতা, ভ্রাতা বা ভ্রাতার দ্বারা প্রদত্তা এবং প্রদক্ষিণ করিয়া লাজাহুতি প্রদান করিয়াছে, এরূপ পত্নীকেই বেদজ্ঞ দ্বিজ অগ্নি প্রভৃতির সমক্ষে শাস্ত্রবিধি অনুসারে গ্রহণ করিবেন। ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিবাহধর্মকথনে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

শ্রীমহাভারত বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বিবাহধর্মকথনবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

কন্যাবিবাহসা কন্যা-দৌহিত্রাদীনামুত্তরাধিকারসা চ [বিচারঃ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

ভ্রাতৃভিঃ প্রদাতব্যাঃ স্যাৎকস্মৈচিদ্ভ্রাতরি কস্যচিৎ

তত্র কা প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

যাসূত্রকল্পা ভবতি প্রতিপাদ্যা বলা ভবেৎ

অথ চেন্নাধিরোহেত্তু ক্রীতা ভবতি সা নু ॥২

তস্মাদ্যেঽপ্যভ্যুপেতাং বৈ ন ত্যজেয়ুঃ কথঞ্চন

ন তস্মাদনুব্রতং কার্য্যং কিঞ্চিৎ কুর্বীত কিঞ্চন ॥৩

যত্রাত্মজেন সাদৃশ্যাদ্ধ্যাত্বা পিত্রা বৈ প্রজাপতে

তং তস্যাদ্ধে প্রশংসন্তি যথাঙ্গা নেতরে জনাঃ ॥ ৪

এতৎ তু নাপরে চক্রুঃপরে জাতু সাধবঃ

সাধূনাং পুনরাচারো দুরীয়ান্ দুর্বলক্ষণঃ ॥ ৫

অস্মিন্নেব প্রকরণে সুকৃতুর্বাক্যমব্রবীৎ

সন্তো বিদেহরাজসা জনকসা মহাত্মনঃ ॥ ৬

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[কন্যার বিবাহের এবং কন্যা ও দৌহিত্র প্রভৃতির উত্তরাধিকারের বিচার।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যে কন্যার শুল্ক গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য যদি কোন পতি উপস্থিত না হয় অর্থাৎ শুল্কদানের পর সেই পুরুষ যদি পরলোকে চলিয়া যায় এবং সেই পুরুষের ভ্রাতা যদি অন্য কোন পুরুষকে তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী না হয়, তবে সেই কন্যার পিতার কি করা কর্তব্য? ইহা আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যদি সন্তানহীন মৃত পুরুষের নিকট হইতে কন্যার শুল্ক গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তবে পিতার কর্তব্য হইল—তিনি তাহার প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত কন্যাকে রক্ষা করিয়া যাইবেন ক্রীতা কন্যার শুল্ক যতক্ষণ না ফিরাইয়া দেওয়া হয়, ততক্ষণ সেই কন্যা তদ্দাতার বলিয়াই মানিতে হইবে। ২

এই অবস্থায় যে ভাবোচিত উপায়ে সম্ভব হইবে, তাহার দ্বারা সেই কন্যা নিজের ভরণপোষণ পতির ভরণে উৎপন্ন করিবার বাসনা করিবে। অতএব অন্য কোনও পুরুষ যদ্বারা বিধি অনুসারে তাহার পাণিগ্রহণ বা অন্য কোন কার্য্য করিতে পারিবে না। ৩

সাধ্বী পিতার অনুমতি লইয়া যাহাকে মৃত পতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই কার্য্য অন্যান্য কর্তৃক পুরুষগণ প্রশংসা করেন; অন্য কোন কোন পুরুষ আবার উহা প্রশংসা করে না। ৪

অপরে অনেকে বলেন যে, অন্য সৎপুরুষগণ এরূপ করেন নাই এবং কিছু হারাইয়া বসে যে, অত সৎপুরুষগণ কখনও কখনও এরূপ করিয়াছেন। অতএব সৎপুরুষদিগের আচারই বলের সর্বাপেক্ষা লক্ষণ। ৫

এই প্রসঙ্গে বিদেহরাজ মহাত্মা জনকের সাধু পুরুষ এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। ৬

অনন্যচরিতে মার্গে কথং স্যাদনুজীবিনম্ ।
অত্র প্রশ্নঃ সাধনং বা সন্তাপেবমুপলভ্যতে ॥ ৭
অসদেব হি ধর্মস্য প্রধানং ধর্ম আপুরঃ
নানুশুশ্রুম জাতেষ্বামিষ্যাং পূর্বেষু কর্মসু ॥ ৮
ভার্য্যাপত্যোর্যি সম্বন্ধঃ স্ত্রী-পুংসোঃ যত্র এব তু
রতিঃ সাধারণো ধর্ম ইতি চাহ স পার্থিবঃ ॥ ৯

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অথ কেন প্রযাণেন পুংসামাদীয়তে ধনম্
পুত্রবদ্ধি পিতুস্তস্য কস্য তদ্বিতুমর্হতি ।

ভীষ্ম উবাচ ।

যদৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ ॥ ১১
যাদৃক্ স্ত্রৈতঃ যৎ সাধ্যং দুহাত্মাত্মাসা এব সঃ ।
দৌহিত্র এব তস্য স্বিকথমপুত্রস্য পিতুর্হরেৎ ॥ ১২
দদাতি হি স পিণ্ডান্ বৈ পিতুর্মাতামহস্য চ
পুত্র-দৌহিত্রয়োরেষ বিশেষো নাস্তি ধর্মতঃ ॥ ১৩
অত্র তে তামহা সার্বে প্রজানাং পুত্র ঈহতে
দুহিতাস্মত্র জাতেন পুত্রেণাপি বিশিষ্যতে ॥ ১৪
দৌহিত্রকেন ধর্মেণ নাত্র পশ্যামি কারণম্
বিক্রীতাস্তু হি যে পুত্রা ভবন্তি পিতুরেব তে ॥ ১৫
অন্যস্মৈবস্বধর্মিষ্ঠাঃ পরধর্মোপজীবিনঃ শঠাঃ
আসুরাদ্বিসম্ভূতা ধর্মাদ্ বিষময়ত্তরাঃ ॥ ১৬
অত্র গাথা যমোদগীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ ।
ধর্মজ্ঞা ধর্মশাস্ত্রেষু নিবদ্ধা ধর্মসেতুষু ॥ ১৭
যো মনুষ্যঃ স্বকং পুত্রং বিক্রীতং ধনমিচ্ছতি ।
কন্যাং বা জীবিতার্থায় যঃ স্তেনেন প্রবর্ততে ॥ ১৮

দুহিতার পুত্রধনের যার্থ শাস্ত্রের দ্বারা কিভাবে অন্যরোধিত হইতে পারে? এবিষয়ে সংপুত্রবংশের সম্মুখে প্রশ্ন, সংশয় অথবা উপায়ন্ত দ্বাতাবিকভাবে উপস্থিত হইবেই। ৭

স্ত্রীগণ সর্বদা পিতা, পতি ও পুত্রদের সহায়তে থাকে, স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে পারে না ইহাই প্রাচীন সনাতন ধর্ম। এই ধর্মকে বরণ করা অনন্য কর্ম বা আত্মর ধর্ম। পুরাকালে অভিনব বৃদ্ধ অবস্থাতে বিবাহকালে কখনও কখনও এই আসুরী পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা আমরা শুনিয়াছি।

পতি ও পত্নীর অথবা স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং সূক্ষ্ম। ইতি তাহাদের সাধারণ ধর্ম। এরূপই দ্বাতা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন ॥ ৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! পিতার নিকট পুত্রীত ও, পুত্রেরই সমান হইয়া থাকে; তবে সে পুত্রীতা থাকিতে কোন্ প্রমাণ বলে কেবল পুত্রই (পুত্রই) ধনের অধিকারী হয়? ১০

ভীষ্ম বলিলেন, পুত্র নিজের আত্মার সমান এবং কন্যাও পুত্রেরই তুল্যা; অতএব আত্মস্বরূপা পুত্রী থাকিতে অন্য কোন্ ব্যক্তি পিতার ধনভাগী হইতে পারে? ১১

দ্বাতার দৌহিত্র রূপে যে সব ধন লাভ হইয়া থাকে, সেই সবেরই কন্যার অধিকার, অতএব যাহার কোনও পুত্র নাই, তাহার ধন লাভের অধিকারী তাহার দৌহিত্র (নাতী)-ই সেইজন্য নাতীই তাহার ধন গ্রহণ করিবে। ১২

দৌহিত্র নিজের পিতা ও দ্বাতাদেরকে পিণ্ডদান করিয়া থাকে বলিয়াসমে পুত্র ও দৌহিত্রের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।

অন্যত্র অর্থাৎ যদি প্রথমে কন্যা উৎপন্ন হয় এবং সে পুত্রস্থানে স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহার পর পুত্রেরও জন্ম হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রও কন্যারই সহিত পিতৃ ধনের অধিকারী হয় যদি অন্যের পুত্রকে স্বক-পুত্রস্থানে গ্রহণ করা হয়, তবে সেই স্বক পুত্র অপেক্ষা নিজের কন্যাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় (অতএব এই কন্যা দৌহিত্র ধনের অধিক ভাগের অধিকারিণী)। ১৩

যে সব কন্যা মূল্যের দ্বারা বিক্রীতা হইয়াছে, তাহারে পুত্রেরাই কেবল নিজের পিতার উত্তরাধিকারী হয়। তাহারে দৌহিত্রকে ধর্মানুসারে দ্বাতাদের ধনের অধিকারী করিবা কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি দেখিতে পাইতেছি না। ১৪

আসুর-বিবাহের দ্বারা যে সব পুত্রের উৎপত্তি হয়, তাহারা অন্যের ধর্মাবলম্বী, পাপাচারী, পরধনহরণকারী, শঠ বংশের বিপরীত দ্বাতাচরণদ্বারা হইয়া থাকে। ১৬

এবিষয়ে প্রাচীন ইতিহাসে অভিজ্ঞ এবং ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মে মর্যাদায় অবস্থিত বহুজ্ঞ পুরুষগণ যমকর্তৃক গীত গাথা-সমূ এইভাবে বর্ণনা করেন। ১৭

যে মানুষ নিজের পুত্রকে বিক্রয় করিয়া ধন লাভ করিতে বাসনা করে অথবা জীবিকার জন্য মূল্য লইয়া কন্যাকে দিন করে, সেই মূঢ় মানুষ মূত্রীপাকাদি সব নরক হইতেও নিম্ন

সন্ত্রাবয়ে মহাযোরে নিরয়ে কালসাহ্বয়ে
ঘোরা মূত্রা পূয়ীবক তস্মিন্ মূঢ় সমশ্নুতে । ১৯
আর্বে সোমিথুনঃ শুক্রঃ কেচিদাহুর্যৈব তৎ
অন্যো বা বয়বো রাজন্ বিক্রয়স্তাবদেব সঃ । ২০
বন্ধপ্যাচরিতঃ কৈশ্চিন্নৈব ধর্ম্যঃ সনাতনঃ
অন্তেষ্বাপি দৃশ্যন্তে লোকতঃ সম্প্রবৃত্তয়ঃ । ২১
বন্ধ্যাঃ দূষ্যাস্তথা বলতো যে তাং সমুপভুঞ্জতে ।

এতে পাপস্য কর্ত্তারস্তস্যন্তে চ নিরয়ে । ২২
অন্যোঽপ্যেষ ন বিক্রেয়ো মনুষ্যঃ কিং পুনঃ প্রজাঃ ।
অধর্ম্যমেতদ্ধি বনৈস্তেন ধর্ম্যোঽয়ং কল্পনঃ । ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিবাহধর্মে বয়স্যাধানাম
পঞ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ । ৪৫

কালসূত্র নামক নরকে পতিত হইয়া নিজের যে (ঘর্ম), মূত্র ও বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতে থাকে । ১-১

রাজন্ ! কোন কোন পুরুষ আর বিধাবে একটি বেহ ও একটি দুগ—এই দুইটি গো মূল্যরূপে গ্রহণের বিধান দিয়া থাকে, কিন্তু ইহাও মিথ্যা-ই, কারণ, মূল্য অল্প গ্রহণ করা হউক অথবা অধিক গ্রহণ করা হউক, উভয়ক্ষেত্রেই কন্যা বিক্রীতা হইয়া যায় । ২০

যদিও বহু ব্রাহ্মণ এরূপ আচারপরই করিয়াছেন, তথাপি ইহা কিন্তু সনাতন ধর্ম নহে । অন্যান্য লোকসমূহের মধ্যেও লোকাচারবশতঃ নানাবিধ প্রবৃত্তি দেখা যায় । ২১

যাহারা বলপূর্বক কোন কন্যাকে বন্ধীকৃত করিয়া উপভোগ করে, তাহারা পাপকারী অতএব সেই সব ব্যক্তি পরলোকে অন্তকালান্তর নরকে পতিত হয় । ২২

অন্য কোনও মানুষকেও বিক্রয় করা উচিত নয়, সুতরাং সন্তান বিক্রয় করার কথা আর কি বলিব ? কারণ, অধর্মমূলক ধনের দ্বারা কোনও ধর্মকার্য করা কর্তব্য নহে । ২৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বয়স্যাধানাদির পঞ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

॥ ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্ত্রীণাং বন্ধ্যালক্ষণাদিনি: সমাধয়স্তদ্বয়স্যাবস্তুকতাপ্রতিপাদনম্ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

প্রাচেতসস্য বচনং কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ ।
যস্যাঃ কিঞ্চিদ্ধনং ভ্রাতরো ন স বিক্রয়ঃ । ১

অর্হন্তি তৎকুমার্যোনামনুপাসাভমম্ তৎ ।
সর্বক প্রতিদেয়ং স্যাৎ কন্যায়ৈ তদশেষতঃ । ২

পিতৃভিশ্চাতৃভিশ্চাপি ভর্তৃভিরথ দেবরৈঃ ।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ । ৩

যদি বৈ স্ত্রী ন রোচেতে পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনো ন প্রবর্ততে । ৪

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

[স্ত্রীগণকে বন্ধ্যালক্ষণ দ্বারা সন্তান করিবার অযোগ্যতা প্রতিপাদন ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! প্রাচীন ইতিহাসে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ প্রজাপতির বাক্যানুসারে এইরূপে উক্ত করিয়া থাকেন । কন্যার ভ্রাতাদি বান্ধবগণ যদি তাহার বন্ধ্যালক্ষণের জন্য ধন গ্রহণ করে এবং পরে তাহা হইতে কিছু প্রদান না করে, তবে উহার দ্বারা কন্যার বিক্রয় হয় না । তাহা ত' সেই কন্যার সংস্কারমাত্র । উহা পরমধর্মানুযায়ী কার্য । এই উপলক্ষে কন্যার বন্ধুরা যে সমস্ত ধন পাইবে, সেই সমস্ত ধনই কন্যাকে সমর্পণ করিয়া দিবে । ১-২

বহুবিধ কল্যাণকামনাকারী পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবরগণের কর্তব্য হইল - তাহারা সব সময়ে বধূকে যথোচিত সমাদর ও নানাবিধ ভূষণে ভূষিত করিবেন । ৩

জননাথ ! যদি স্ত্রীর রুচি (অভিলাষ) পূর্ণ করা না হয়, তবে সে নিজের পতিকে প্রসন্ন করিতে পারে না এবং সেই অবস্থায় পতির সন্তান বৃদ্ধি হইতে পারে না । সেইজন্য স্ত্রীগণকে সর্বদা বিশেষভাবে সমাদর ও লালনপালন করা উচিত ।৪।

পূজ্যা লালয়িতব্যাশ্চ স্ত্রিয়ো নিত্যং গৃহাশ্রিতাঃ।
স্ত্রিয়ো যত্র চ পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ॥ ৫
অপূজিতাস্তু যত্রৈতাঃ সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
তস্মা চৈতৎ কুলং নাস্তি যদা শোচন্তি ভামরঃ॥ ৬
জামীনপ্যানি গেহানি নিকৃত্তানীব কৃত্যয়া
নৈব যান্তি ন বর্ধন্তে স্ত্রিয়া যৈনানি শাপিতা॥ ৭
স্ত্রিয়ঃ পুংসাং পরিদদে মনুর্জিগমিষুর্বিনম্
অবলাঃ শ্বল্পকৌপীনাঃ সুরূপাঃ সত্যাভিজবঃ॥ ৮
ঈর্ষবো মানকামাশ্চ ত্বকাম্ভ শুশ্রূষোবুধাঃ।
স্ত্রীয়স্তু মানমর্হন্তি তা মানস্ত মানদাঃ॥ ৯
স্ত্রীপ্রত্যয়ো হি বৈ ধর্মো রতিত্যোগাশ্চ কেবলাঃ
পরিচর্যা। নমস্কারাস্তস্মাচ্ছ্রা ভবন্তু বঃ॥ ১০
উৎপাদনমপত্যানা জাতানা পরিপালনম্।
প্রীত্যর্থং লোকযাত্রায়াঃ পশ্যন্তু স্ত্রীনিবন্ধনম্॥ ১১
সম্মানমানাস্তৈস্তা হি সর্বকার্যাণ্যবাপ্নুথ
বিদেবতাশ্চ হৃষিতা চাত্র লোকমবাপ্নুত॥ ১২
নাস্তি যজ্ঞক্রিয়া কাচিন্ন শ্রাদ্ধং নোপবাসকম্
যদ্যঃ শুশ্রূষতে ভর্তা তয়া স্বর্গং জয়ত্যুত॥ ১৩
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রাশ্চ স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ ১৪
স্ত্রিয় এতাঃ স্ত্রিয়ো নাম সংকার্যা ভূতিমিচ্ছতা
পালিতা নিগৃহীতা চ শ্রীঃ স্ত্রী ভবতি ভারত॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিবাহধর্মে স্ত্রীপ্রশংসা
নাম ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৬

যেখানে স্ত্রীলোক আদর-সংকার লাভ করে, সেখানে দেবতারা প্রসন্নতা লাভ করেন এবং যেখানে ইঁহারা অসন্তুষ্টা হন, সেখানে সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হইয়া যায়।৪৫

যখন কুলের বধূ কন্যা দুঃখভোগ করিতে থাকেন শোচনীয় হন, তখন সেই কুল নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা যে গৃহকলঙ্ককে শাপ দেন, সেই সব গৃহ কৃত্যার দ্বারা যেন উন্মূলিত হইয়া থাকে। কৃপাল! সেই সব গৃহীন গৃহ শোভা পায় না এবং তাহাদের বৃদ্ধিও হয় না ৬-৭

মহারাজ মনু যখন স্বর্গে যাইবার জন্য উদ্যুক্ত হইলেন, তখন তিনি স্ত্রীগণকে পুরুষদের বশে সমর্পণ করিলেন এবং বলিলেন—মহাভাগগণ! স্ত্রীরা অবলা, অল্প বস্ত্রে সন্তুষ্টা, অতএব ছিদ্রান্বেষণকারিণী, সত্যালোক জয় করিবার উপযোগিনকারিণী (সত্যপরায়ণা), ঈর্ষালু, মানাভিলাষিণী, কোমলস্বভাব, পুরুষদের প্রতি বৈরীভাবসম্পন্না এবং অসাধারণ জ্ঞানবর্জিতা। স্ত্রীগণ সম্মান পাইবার যোগ্য, অতএব তোমরা সকলে তাঁহাদের সম্মান কর; কারণ, ইহাতেই ধর্মের সিদ্ধিতে মূল কারণ। তোমাদের বৃদ্ধিভোগ, পরিচর্যা ও নমস্কার স্ত্রীদের অধীনে থাকিবে। ৮-১০

সন্তানের উৎপত্তি, উৎপন্ন বালকের লালন-পালন এবং লোকযাত্রার প্রীতিপূর্বভাবে নির্ভর এ সবই স্ত্রীগণের অধীনে রহিয়া জানিবে। যদি তোমরা স্ত্রীগণকে সম্মান কর, তবে তোমাদের সকল কার্য সিদ্ধ হইবে।

(স্ত্রীগণের রক্ষণা বিষয়ে) যত্নসহকারে কন্যা এবং ব্রোক্ত দান করিয়াছিলেন, তাহার সম্মানে এইরূপ স্ত্রীগণে পক্ষে কোনও যজ্ঞ কি কর্ম, শ্রাদ্ধ ও উপবাস করিবার আবশ্যক নাই। তাহাদের যদি ইহাঁর নিজ নিজ পতির সেবা তাহাদের দ্বারা এই স্ত্রীগণ স্বর্গলোক জয় করিয়া থাকেন। ১২-১৩

কুমারী অবস্থায় পিতা তাহাদের রক্ষা করেন, যৌবনে পতি রক্ষা করেন এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রগণ রক্ষা করেন, অতএব স্ত্রীরা কখনও স্বাধীনতা পাইবারযোগ্য নহে।

যে ভর্তা এই স্ত্রীগণ পুত্রের সম্মান উন্নতিকামী পুরুষে তাহাদের সংকৃতভাবে সংকার করা উচিত নিজের সু ইচ্ছা তাহাকে প্রতিপালন করিলে স্ত্রী শ্রী (সম্পদ) বলা হন। ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বিবাহধর্মপ্রসঙ্গে স্ত্রী-প্রশংসানামক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রাহ্মণাদিবর্ণানাং ভার্যাভাগবিধিবর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সর্বশাস্ত্রবিধানজ্ঞ রাজধর্মবিদুত্তম।
অতীব সংশয়চ্ছেত্তা ভবান্ বৈ প্রপিতঃ স্থিতো ॥ ১
কস্মিন্ত্ব সংশয়ে মেঽস্তি তস্মে ব্রূহি পিতামহ
ত্বামেঽস্মিন্ সংশয়ে রাজন্ নান্যঃ পৃচ্ছেয় কশ্চন ॥ ২
যথা নরেণ কর্তব্যা বর্ণমার্গানুবর্তিনা
এষা সর্বা মহাবাহো ভবান্ ব্যাখ্যাতুমর্হতি ॥ ৩
চতস্রো বিহিতা ভার্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ ॥ ৪
তত্র জাতেষু পুত্রেষু সর্বাসাং কুরুসত্তম।
আনুপূর্ব্যেণ কর্তব্যাঃ ক্রিয়াঃ দয়াদয়শ্চ হি ॥ ৫
কেন বা কিং ততো দাষ্যাঃ পিতৃবিত্তাৎ পিতামহ
এতদিচ্ছামি ভবিতা বিত্তাগতেষু যঃ স্মৃতঃ ॥ ৬

ভীষ্ম উবাচ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ
এতেষু বিহিতো ধর্মো ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির ॥ ৭
বৈধব্যাদথবা লোভাৎ কামাদ্ বাপি পরন্তপ।
ব্রাহ্মণস্য ভবেচ্ছূদ্রা ন তু ক্ষত্রস্য কর্হিচিৎ ॥ ৮
শূদ্রায়াং নরমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
প্রায়শ্চিত্তীয়তে চাপি বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৯
তত্র জাতেষপত্যেষু বিদ্যাৎ সাম্য যুধিষ্ঠির।
আপত্তয়ানমৃক্থ্যা তু সম্প্রধক্ষ্যামি ভারত ॥ ১০
লক্ষণং গোবৃষো যান যৎ প্রধানতমা ভবেৎ।
ব্রাহ্মণ্যামন্তরে পুত্র একাংশং বৈ পিতৃর্নাৎ ॥ ১১
শেষা তু ক্ষত্রিয়া কার্যা ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির।
তত্র তেনৈব কর্তব্যাস্ত্রয়াংশাঃ পিতৃর্নাৎ ॥ ১২

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ব্রহ্মণাদি বর্ণসকলের ভার্যাভাগ বিধির বর্ণনা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সর্বশাস্ত্রের বিধানজ্ঞ এবং রাজধর্মের যথার্থরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! আপনি কুরুকুলে সকল সংশয় নিবারণকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমারও হৃদয়ে আজ একটি সংশয় আছে, আপনি আমার জন্য তাহার সমাধান করুন। রাজন্! এই উৎপন্ন সংশয় বিষয়ে আমি আর কাহারও নিকটে জিজ্ঞাসা করিব না। ১-২

মহাবাহো! বর্ণধর্মের অনুসরণকারী মানবের এ বিষয়ে যেরূপ কর্তব্য, সেই সব আপনি স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করুন। ৩

পিতামহ! ব্রাহ্মণের পক্ষে চারিজন স্ত্রী শাস্ত্রবিহিত—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা। ইহাদের মধ্যে শূদ্রা কেবল রতিকামী পুরুষের পক্ষেই বিহিত। ৪

কুরুশ্রেষ্ঠ! ইহাদের সকলের গর্ভ হইতে যে সব উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ পুত্র ক্রমশঃ পৈতৃক ধন লাভের অধিকারী হয়? ৫

পিতামহ! কোন্ পুত্রের পিতার ধনের মধ্যে কিরূপ ভাগ প্রাপ্য হইবে? তাহাদের জন্য যে বিভাগ নির্দিষ্ট আছে, তাহার বর্ণন আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে বাসনা করি। ৬

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলে, অতএব এই তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের বিবাহ বর্ণানুসারে বিহিত আছে। ৭

পরন্তপ নরেন্দ্র! অন্যায়, লোভ অথবা কামবশতঃই শূদ্রা ভার্যার জন্যান্য ব্রাহ্মণের ভার্যা হয়, কিন্তু শাস্ত্রে ইহার কোনও বিধান পাওয়া যায় না। ৮

শূদ্রাভার্যার গর্ভে নিজের সন্তান নষ্ট করাইয়া ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং সেই ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তভাগীও হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির! শূদ্রার গর্ভ হইতে সন্তান উৎপন্নকারী ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধ পাপ হয় এবং তাহাকে সেইজন্য বিশুদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ৯

ভরতনন্দন! এখন আমি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের কন্যাগণের গর্ভ হইতে উৎপন্ন পুত্রসকলের পৈতৃক ধনের যে ভাগ প্রাপ্তি হয় তাহাই বর্ণনা করিব। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ-পত্নীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র উত্তম লক্ষণসম্পন্ন বৃষাদি, যুপ, যান এবং অন্য যে সব শ্রেষ্ঠতম পদার্থ থাকিবে, সেই সবকে অর্থাৎ পৈতৃক ধনের প্রধান অংশকে প্রথমে নিজের অধিকারে স্থাপিত করিবে। যুধিষ্ঠির! তারপর ব্রাহ্মণের যে অবশিষ্ট ধন থাকিবে, তাহাকে দশ ভাগ করিতে হইবে। পিতার সেই ধন হইতে পুনরায় চার ভাগ ব্রাহ্মণীর পুত্রেরই গ্রহণীয় হইবে। ১০-১১

ক্ষত্রিয়াহ্যাস্তু যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপসদঃ স্মৃতঃ।
স তু মাতৃবিশেষেণ ত্রীনংশান্ হর্তুমর্হতি ॥ ১৩
বর্ষে তৃতীয়ে ভাতস্তু বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাদপি
দ্বিরংশেনেন হর্তব্যো ব্রাহ্মণস্যাদ্ যুধিষ্ঠির। ॥ ৪
শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো নিত্যাদেয়ধনঃ স্মৃতঃ
অন্যা চাপি প্রদাতব্যা শূদ্রাপুত্রায় ভারত ॥ ৫
দশধা প্রবিভক্তস্য ধনস্যৈষ তবেদ্ ভাগঃ।
সবর্ণাসু তু ভাতানাং সমান ভাগান্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৬
অন্যাস্বপি তু দত্তস্তে শূদ্রাপুত্রধনৈষিণাং
ত্রিষু বর্ণেষু ভাতো হি ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ১৭
ন্যূনাস্তু বর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চমো নাধিগম্যতে
ইত্যেষ ধর্মঃ ভাগঃ শূদ্রাপুত্রঃ পিতুর্ধনাৎ ॥ ১৮
তত্র দত্তং হরেৎ পিত্র্যং নাদত্তা হর্তুমর্হতি

অবশ্যং হি ধনং দেয়ং শূদ্রাপুত্রায় ভারত ॥ ১৯
আনৃশংস্যং পরো ধর্ম ইতি ত্বেষ প্রদৃশ্যতে
যত্র তত্র সমুৎপন্নঃ গুণাদ্বৈবাপদ্যতে ॥ ২০
যদ্যপ্যেষ সপুত্রঃ স্যাদপুত্রো যদি বা ভবেৎ
নাধিকং ধর্মতাদ্ দদ্যাচ্ছূদ্রাপুত্রায় ভারত ॥ ২১
ত্রৈবার্ষিকাদ্ ধনং উদ্ধারধিকং স্যাদ্ দ্বিজস্য তু।
যজেত তেন ত্রৈবেদ্য ন মৃষা সাধয়েদ্ ধনম্ ॥ ২২
ত্রিসহস্রপরো দায়ঃ ত্রিষ্টে বেদৌ ধনস্য বৈ।
ভর্ত্রা তচ্চ ধনং দত্তা যথার্হং ভোক্তুমর্হতি ॥ ২৩
স্ত্রীণাং তু পতিদায়াদ্যমুপভোগফলং স্মৃতম্
নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্যুঃ পতিহিতাং কথঞ্চন ॥ ২৪
স্ত্রিয়াস্তু যদ্ ভবেদ্ বিত্তং পিত্র্যং দত্তং যুধিষ্ঠির
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে কন্যা তস্যা পুত্রস্তথা হি সা ॥ ২৫

ক্ষত্রিয়ার যে পুত্র, সে ও ব্রাহ্মণই হয়। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। সে মাতার বৈশিষ্ট্যের জন্য পৈতৃক ধনের তিন ভাগ গ্রহণের অধিকারী হয়। ১৩

যুধিষ্ঠির! তৃতীয় বর্ষের কন্যা বৈশ্যার গর্ভে যে ব্রাহ্মণের পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র ব্রাহ্মণের ধনের মধ্যে দুই ভাগ গ্রহণ করিবে। ১৪

ভারত! ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রাতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে ও ধন না দিবারই বিধান আছে, তথাপি শূদ্রার পুত্রকে পৈতৃক ধনের পঞ্চমতম ভাগ—এক ভাগই প্রদান করিতে হইবে। ১৫

দশ ভাগে বিভক্ত ধনের বিভাগের ক্রম এইভাবে হইয়া থাকে। কিন্তু সমান বর্ণের স্ত্রীগর্ভ হইতে উৎপন্ন যে সব পুত্র, তাহাদের সকলের জন্য সমানভাগে পৈতৃক ধন বিভাগ করিতে হইবে। ১৬

ব্রাহ্মণের দ্বারা শূদ্রার গর্ভ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা হয় না, তাহা, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত নিপুণতা থাকে না। শেষ তিন বর্ণের স্ত্রীগর্ভ হইতে ব্রাহ্মণের যে সব পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হয়। ১৭

চারিটি বর্ণ বলিয়াই কথিত হয়, পঞ্চম কোন বর্ণ পাওয়া যায় না। শূদ্রার পুত্র ব্রাহ্মণ পিতার ধন হইতে দশম ভাগটি গ্রহণ করিবে অর্থাৎ সে দশ ভাগের এক ভাগ পাইবার অধিকারী হয়। ১৮

তাহাকে পিতা প্রদান করিলে পরই সেই ধন গ্রহণ করিবে, আর পিতা যদি সেই ধন প্রদান না করেন, তবে উহার গ্রহণে কোন অধিকার নাই। তত্ত্বদর্শনে "কিন্তু শূদ্রার পুত্রকে ধনের ভাগ অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে। ১৯

দয়া সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; ইহা বৃদ্ধিমাত্রই তাহাকে ধনে ভাগ প্রদান করিতে হয়। যথা যেখানে-ই উৎপন্ন হউক, উ সর্বত্র গুণসম্পন্নই হইয়া থাকে। ২০

ভারত! ব্রাহ্মণের অন্য বর্ণের স্ত্রীগণ হইতে পুত্র উৎ হউক বা না হউক, ব্রাহ্মণ শূদ্রার পুত্রকে দশম ভাগের অধি ধন প্রদা- করিবেন না। ২১

যখন ব্রাহ্মণের নিকট তিন বর্ষ পর্যন্ত নিজায় হইয় অধিক ধন সংগৃহীত হইবে, তখন তিনি সেই ধনের দ্বারা করিবেন ধনের বৃথা সংগ্রহ করিবেন না। ২২

স্ত্রীকে তিন বৎসরের অধিক ধন দিবে না পতি ম করিলে পরই সেই ধন স্ত্রী যথোচিত রূপে উপভোগ করিবে। ২৩

স্ত্রীগণের পতির ধন হইতে যে ভাগ প্রাপ্তি হয়, তাহ উপভোগই তাহাদের পক্ষে ফল বলিয়া কথিত হয়। প কর্তৃক প্রদত্ত স্ত্রীধন হইতে পতিহিত কোন কিছুই গ্রহণ করি না। ২৪

যুধিষ্ঠির! পিতার নিকট হইতে ব্রাহ্মণী যে ধন পাইবে সেই ধন তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিতে পারে; কারণ, যেহেতু পুত্রীও সেইরূপই। ২৫

সা হি পুত্রসমা রাজন্ বিশিষ্টা কুরুনন্দন
এবমেব সমুদ্দিষ্টো ধর্ম্মো বৈ ভরতর্ষভ
এষ ধর্ম্মমুপাশ্রিত্য ন ব্যথা সাধবেহ্ব ধন্ম্ । ২৬

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো যদ্যেতেন বিধানতঃ ।
কেন প্রাপ্তবিশেষেণ সদৃশেভ্যোঽভিজায়তে । ২৭

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ।
ক্ষত্রিয়ায়াস্তথৈব স্যাদ্ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি । ২৮

কস্মাৎ তু বিষমঃ ত্যাগ স্তত্রৈবং নৃপসত্তম ।
যদা সর্বে ত্রয়ো বর্ণাস্মুয়োক্তা ব্রাহ্মণা ভবন্তি । ২৯

ভীষ্ম উবাচ ।

দ্বারা ইত্যুচ্যতে লোকে নাম্নৈকেন পরন্তপ ।
প্রোক্তেন চৈব নাম্নায়া বিশেষঃ সুমহান্ ভবেৎ । ৩০
ত্রিভ্যঃ কৃত্বা পুরো ভার্য্যাঃ পশ্চাদ্ বিন্দেত ব্রাহ্মণীম্
সা জ্যেষ্ঠা সা চ পূজ্যা স্যাৎ সা চ ভার্য্যা গরীয়সী । ৩১
স্নানং প্রসাধনং ভর্তুর্ ধৃতধাবনসঙ্গতম্
ত্বয়া কার্য্যঞ্চ যজ্ঞাস্তু বয়মুক্তা সুতে ভবেৎ । ৩২
ন ত্বয়া ভাতুর্ উচ্ছিষ্টভ্যামতং কর্তুমর্হতি ।
ব্রাহ্মণী ত্বেব কুর্য্যাদ্ বা ব্রাহ্মণস্য সুধিষ্ঠির । ৩৩
অন্নং পানঞ্চ মাল্যঞ্চ বাসাংস্যাভরণানি চ ।
ব্রাহ্মণৌত্থানি দেয়ানি ভর্তুঃ সা হি গরীয়সী । ৩৪

মৃদঙ্গকন্দ। তত্তেত্রকৃত্তকুল নহেন। পুত্রী (কন্যা) পুত্রেরই সমান—এরূপই শাস্ত্রের বিধান। এইভাবে সেই বচনের বিভিন্ন ব্যাখ্যাযুক্ত প্রণালী মালা কথিত হইয়াছে। এইক্ষণে ধর্ম্মের ক্রিয়া এবং অনুষ্ঠান কাহাকে কাহাকে ধর্ম্মের কর্ম্মার্জন ও লাভ করিতে হয়। কিন্তু এই ধর্ম্মকে সার্থ করিয়া যাইতে দিবে না—যাগ-যজ্ঞাদি কার্য্য তাহাকে সফল করিবে। ২৬

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলেন, পিতামহ! যদি ব্রাহ্মণের দ্বারা শূদ্রার গর্ভে ঔরস পুত্রকে ধর্ম্ম-বিধানেই যাগ্য বলিয়া বর্ণিত আছে, তবে কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য তাহাকে শৈত্রক ধর্ম্মের ফলও ভাগ দেওয়া হয়? ২৭

ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবেন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। সেইরূপ ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভ হইতে উৎপন্ন পুত্রও ব্রাহ্মণই হইয়া থাকেন। ২৮

নৃপশ্রেষ্ঠ! যখন তাঁর ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের স্ত্রী হইতে উৎপন্ন পুত্রগণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই কথিত হন, তখন তাঁহারা পৈত্রক ধনের সমান ভাগ কেন পাইবেন না? কেন তাঁহারা এই বিষম ভাগ গ্রহণ করিবেন? ২৯

ভীষ্ম বলিলেন,—শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির! লোকসমূহে সব স্ত্রীকেই 'দারা' এই এক নামে পরিচয় করান হয়ে থাকে। এই তথাকথিত নামেরই দ্বারা চারি বর্ণের স্ত্রী হইতে উৎপন্ন পুত্রগণের মধ্যে অতিমহৎ পার্থক্য হইয়া যায়। ৩০

ব্রাহ্মণ প্রথমে অন্য তিন বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করিবার পরেই যদি ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করেন, তবে সেই স্ত্রীই অন্য তিনজন অপেক্ষা জ্যেষ্ঠা, অধিক আদর-সম্মানের যোগ্যা এবং বিশেষ গৌরবের অধিকারিণী হইবেন। ৩১

দুধিষ্ঠির! পত্নিকে স্নান করান, তাঁহার অঙ্গ প্রসাধন-সামগ্রী প্রস্তুত করা, দন্ত ধাবনের অঙ্গ দন্তকাষ্ঠ ও জলের জার, পত্নির নেত্রে কজ্জল প্রদান, প্রতিদিন স্নান ও পূজার সময় ত্বরা (দেবোদ্দেশ্যে) ৯ কথা ('পতিপুত্রদের ঐক্যেতে সাধ্বী সংসার এবং পুত্রে আরও যে সব ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে, সেই সব সম্পাদনে যোগদান—এই সব কার্য্য ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণী স্ত্রীই করিবেন। তিনি সর্ব্বদাই থাকিতে অন্য কোন বর্ণের স্ত্রী এই সব কার্য্য সম্পাদনের অধিকারিণী নন। ৩০-৩৩

পত্নিকে অন্ন, পান, মাল্য, বস্ত্র ও আভরণ—এই সব বস্তু ব্রাহ্মণী স্ত্রীই প্রদান করিবেন; কারণ, তিনিই পতির অন্য সকল স্ত্রী অপেক্ষা অধিক গৌরবের অধিকারিণী। ৩৪

---

* 'দারা'-শব্দের ব্যুৎপত্তি এইভাবে হয়— "আবিবাহে ক্রিয়মাণ-বিধিঃ ইতি দারাঃ" যদ, অর্থ ও কামের অভিলাষী পুরুষদিগের দ্বারা যাহারা সম্যক্ প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই হইলেন 'দারা'। যে পর্য্যন্ত ভোগবিষয়ক আশা, তাহা ত' সকল স্ত্রীর প্রাপ্তিই সমান। কিন্তু ব্যাবহারিক জগতে পতির দ্বারা যে আদর প্রাপ্ত হয়, উহা বর্ণব্যবস্থানুসারে ন্যূনাধিক মাত্রায় উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই কথা তাঁহাদের পুত্রগণের পক্ষেও প্রযোজ্য হয়। সেইজন্য তাহাদের পৈতৃক ধন বিভাগেও ন্যূনাধিক ভাগ বিহিত হইয়াছে। এই নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণী পত্নীর পুত্র চার ভাগ, ক্ষত্রিয়া পত্নীর পুত্র তিন ভাগ, বৈশ্যা পত্নীর পুত্র দুই ভাগ এবং শূদ্রা পত্নীর পুত্র অবশিষ্ট যেমন এক ভাগটিই (এক ভাগ) গ্রহণের অধিকারী হয়।

মনুনাভিহিতো ধর্ম্মঃ যচ্চাপি কুরুনন্দন
ঔশনেষ্বে মহারাজ দৃষ্টো যঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫
অথ চেদ্ধর্ম্মতো সূর্য্যাদ্ যদি কামাদ্ বৃষিষ্ঠির
যথা ব্রাহ্মণচাণ্ডালঃ পূর্ব্বদৃষ্টস্তথৈব সঃ ॥ ৩৬
ব্রাহ্মণ্যাং সদৃশঃ পুত্রঃ ক্ষত্রিয়ায়াস্তু যো ভবেৎ।
রাজন্ বিশেষো যত্রাস্তি বর্ণয়োরুক্তয়োরপি ॥ ৩৭
ন তু জাত্যা সমা লোকে ব্রাহ্মণ্যাঃ ক্ষত্রিয়া ভবেৎ
ব্রাহ্মণ্যাঃ প্রথমঃ পুত্রো ক্ষত্রিয়ান্ স্যাদ্ রাজসত্তম ॥ ৩৮
দ্বিতীয়ো দ্বিষ্যেঽপি সংহার্য্যঃ পিতৃবিত্তাদ্ যুধিষ্ঠির।
যদা ন সদৃশী ভার্য্যা ব্রাহ্মণ্যাঃ ক্ষত্রিয়া ভবেৎ ॥ ৩৯
ক্ষত্রিয়ায়াস্তথা বৈশ্যো ন ভার্য্যা সদৃশী ভবেৎ।
শ্রৈষ্ঠ্যং রাজ্ঞাঃ কৌশল্যং ক্ষত্রিয়ায়াঃ যুধিষ্ঠির ॥৪০
বিধিতঃ দৃষ্যতে রাজন্ সাগরান্তাং মেদিনীম্।
ক্ষত্রিয়ো হি যথর্দ্ধেন শ্রিয়ঃ প্রাপ্নোতি দুর্লভাম্ ॥
রাজা বধ্যতরো রাজন্ রক্ষ্যো নান্যত্র ক্ষত্রিয়াৎ ॥ ৪১

ব্রাহ্মণা হি মহারাজ্যা দেবানামপি দেবতাঃ।
তেষু রাজন্ প্রদত্তেষু পূজনীয়া বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪২
প্রণীতমুষিভিঃ পূর্ব্বং যঃ শাস্ত্রতরব্যয়ম্
লুপ্যমানং অবর্ষেণ ক্ষত্রিয়ো হ্রেষ রক্ষতি ॥ ৪৩
যস্যাভিহিংসয়া যজ্ঞং ধনং হারাংশ্চ সর্ব্বশঃ
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং ত্রাতা ভবতি পার্থিবঃ ॥ ৪৪
তৃতীয়ান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়াপুত্রো বৈশ্যাপুত্রাস্ত্র সপ্তমঃ।
তৃতীয়েনাপি হর্ত্তব্যঃ পিতৃবিত্তাদ্ যুধিষ্ঠির ॥ ৪৫

যুধিষ্ঠির উবাচ

উক্তং তে বিবিধং রাজন্ ব্রাহ্মণস্য পিতামহ।
ইতরেষাং তু বর্ণানাং কথং বৈ নিয়মো ভবেৎ ॥ ৪৬

ভীষ্ম উবাচ

ক্ষত্রিয়স্যাপি তাতো যে বিধিস্তে কুরুনন্দন
তৃতীয়া চ ভবেচ্ছ্রেষ্ঠা ন তু দৃষ্টাস্তুতা স্মৃতা ॥৪৭
এষ এব ক্রমো হি স্যাৎ ক্ষত্রিয়াণাং যুধিষ্ঠির
অতোঽন্যা তু ভবেৎ কার্য্যা ক্ষত্রিয়স্য তু জন্মনি ॥ ৪৮

মহারাজ কুরুনন্দন। যাহাও যে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছেন, উশনাতেও এই সনাতন ধর্ম্মই বর্ণিত আছে—দেখা যায়।৩৫

যুধিষ্ঠির! যদি ব্রাহ্মণ কামের বশীভূত হইয়া এই শাস্ত্রীয় পদ্ধতির বিপরীত আচরণ করে, তবে সেই ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বলিয়া কথিত হয়, যেরূপ পূর্ব্বে এবিষয়ে বলা হইয়াছে।৩৬

রাজন্! ব্রাহ্মণের সমানই যে ক্ষত্রিয়ার পুত্র হইবে, তাহাতেও উভয় বর্ণসঙ্করে পার্থক্য থাকিবে।৩৭

ক্ষত্রিয়-কন্যা কখনও নিজের জাতির ন্যায় ব্রাহ্মণ-কন্যার সমান হইতে পারে না। নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপে ব্রাহ্মণীর পুত্র ক্ষত্রিয়ার পুত্র হইতে প্রথম ও জ্যেষ্ঠ হইবে। যুধিষ্ঠির! সেইজন্য পিতার ধনের মধ্যে ব্রাহ্মণীর পুত্রকে অধিক ভাগ প্রদান করিতে হইবে।৩৮।

যেরূপ ক্ষত্রিয়া কখনও ব্রাহ্মণীর সমান হইতে পারে না, সেইরূপ বৈশ্যাও কদাপি ক্ষত্রিয়ার তুল্য হইবে না।৩৯।

রাজা যুধিষ্ঠির! লক্ষ্মী, রাজা ও কোষ—এই সব ক্ষত্রিয়ের কুলেই থাকিতে দেখা যায়। রাজন্! ক্ষত্রিয় নিজের বর্ণানুসারে সমস্ত পর্য্যন্ত পৃথিবী এবং বিশাল সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। নরনাথ! রাজা (ক্ষত্রিয়) ধর্ম্মপালনকারী। ক্ষত্রিয় ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা রক্ষার কার্য্য হইতে পারে না।৪০-৪১

রাজন্! মহারাজ! ব্রাহ্মণ দেবতাগণেরও দেবতা। অতএব তাঁহার বিধি অনুসারে পূজা-আদি সৎকার করিয়া তাঁহাকেই তাঁহার সম্পত্তি সমর্পণ করিবে।৪২

ঋষিগণের দ্বারা প্রতিপাদিত আদিকাল সনাতন ধর্ম্মে ক্ষীয়মান জানিয়াই ক্ষত্রিয় নিজের বন্ধুবান্ধবকে তাঁহাকে রক্ষা করেন।৪৩

যজ্ঞমানের দ্বারা অপহৃত সকল ধর্ম্মের ধন এবং স্ত্রীজনের রাজা রক্ষা করেন বলিয়া তিনিই সকলের রক্ষক হন।৪৪

এই সব দুষ্টের দ্বারা ক্ষত্রিয়ার পুত্র বৈশ্যার পুত্র হইতে শ্রেষ্ঠ হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যুধিষ্ঠির! সেইজন্য শ্রৈষ্ঠ্য ধন হইতে তাহারও বিশেষ ভাগ গ্রহণ করা উচিত।৪৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণের ধনে বিভাগ বিধি অনুসারে বলিলেন এখন ইহা বলুন যে, অন্য বর্ণ সকলের ধনের বিভাগ কোন্ নিয়মে হইবে?৪৬

ভীষ্ম বলিলেন,—কুরুনন্দন! ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধে দুই বর্ণের (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) ভার্য্যা শাস্ত্রবিহিত। তৃতীয়া সুতা তাহার ভার্য্যা হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রের দ্বারা তাহার সমর্থন হয় না।৪৭

জননাথ যুধিষ্ঠির! ক্ষত্রিয়গণেরও বিভাগ এই ক্রমেই হইবে ক্ষত্রিয়ের ধন আট ভাগে বিভক্ত করা কর্ত্তব্য।৪৮

ক্ষত্রিয়াস্তু হরেৎ পুত্রশ্চতুরোঽংশান্ পিতুর্ধনাৎ
যুদ্ধাবহারিকং যচ্চ পিতুঃ সাৎ স হরেৎ তু তৎ। ৪৯
বৈশ্যাপুত্রশ্চ ভাগার্হান্ পুত্রাপুত্রস্তথাষ্টমম্।
সোঽপি দত্তঃ হরেৎ পিত্র্যং ন্যস্তঃ হর্তুমর্হতি। ৫০
একৈব হি ভবেদ্ ভার্য্যা বৈশ্যস্য কুরুনন্দন।
দ্বিতীয়া তু ভবেদ্ভৃত্যা ন তু দৃষ্টান্ততঃ স্মৃতা। ৫১
বৈশ্যস্য বর্ত্তমানস্য বৈশ্যায়াঃ ভরতর্ষভ।
শূদ্রায়াং চাপি কৌন্তেয় তস্যাংবিধিনিয়মঃ স্মৃতঃ। ৫২
পঞ্চমা তু ভবেৎ কার্য্যা বৈশ্যস্য ভরতর্ষভ।
তয়োরপত্যে বক্ষ্যামি বিভাগঞ্চ জনাধিপ। ৫৩
বৈশ্যাপুত্রেণ হর্ত্তব্যাঃ ক্ষত্রিয়াংশাস্ত্রয়ঃ পিতুর্ধনাৎ
পঞ্চমস্তু স্মৃতো ভাগঃ শূদ্রাপুত্রায় ভারত। ৫৪
সোঽপি দত্তঃ হরেৎ পিত্র্যং ন্যস্তঃ হর্তুমর্হতি।
ত্রিভির্বৈশ্যৈঃ সদা ভাতঃ শূদ্রোঽংশেহরেদ্ধনাৎ ভবেৎ। ৫৫

ক্ষত্রিয়ার পুত্র সেই পৈতৃক ধনের চার ভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিবে এবং পিতার যে যুদ্ধসাধন থাকিবে, তাহাও সে গ্রহণ করিবে। ৪৯

বৈশ্য ধনের তিন ভাগ বৈশ্যার পুত্র গ্রহণ করিবে এবং অবশিষ্ট অষ্টম ভাগ শূদ্রার পুত্র গ্রহণ করিবে। ৫০

কুরুনন্দন! বৈশ্যের একজন বৈধকর্ত্তা ধর্ম্মানুসারে ভার্য্যা হইবে। দ্বিতীয়া স্ত্রীকে তাহার ভার্য্যা হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রে তাহার কোনও সমর্থন পাওয়া যায় না। ৫১

ভরতর্ষভ! কুরুকুলাগ্র! বৈশ্যের যদি বৈশ্যা ও শূদ্রা, এই দুই ভার্য্যার গর্ভ হইতে পুত্র উৎপন্ন হয়, তবে তাহার পক্ষেও ধন-বিভাগের এইরূপ নিয়ম আছে। ৫২

ভরতর্ষভ জনাধিপ! বৈশ্যের ধনকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। তাহার পর বৈশ্য ও শূদ্রার পুত্রগণের মধ্যে কিভাবে ধনের বিভাগ হইবে, তাহা বলিতেছি। ৫৩

ভরতনন্দন! সেই পৈতৃক ধনের চার ভাগ বৈশ্যাপুত্র গ্রহণ করিবে এবং পঞ্চমভাগ শূদ্রাপুত্রের ভাগ বলিয়া কথিত হয়। ৫৪

তাহার পিতা প্রদান করিলে পরই শূদ্রাপুত্র গ্রহণ করিতে পারে। পিতাকর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইলে পর শূদ্রাপুত্রের উহাতে কোনও অধিকার নাই। তিন বর্ণের দ্বারা উৎপন্ন পুত্র সদা ধন না বিভাজে যোগ্য হয়। ৫৫

শূদ্রের একজনই নিজ জাতিভুক্ত স্ত্রী ভার্য্যা হইবে। দ্বিতীয়া শূদ্রস্য স্যাৎ সবর্ণৈব ভার্য্যা নান্যা কথঞ্চন
সমভাগাস্তু পুত্রাঃ স্যুর্যদি পুত্রশতং ভবেৎ। ৫৬
জাতানাং সমবর্ণায়াঃ পুত্রাণামবিশেষতঃ।
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সমভাগো ধনাৎ স্মৃতা। ৫৭
জ্যেষ্ঠেন জাতো জ্যেষ্ঠঃ স্যাদ্যবকাশো বঃ প্রবানতঃ।
এষ দায়াবধিঃ পার্থ পূর্ব্বমুক্তঃ স্বয়ম্ভুবা। ৫৮
সমবর্ণাসু জাতানাং বিশেষোঽস্ত্যপরো নৃপ
বিবাহবৈশিষ্ট্যকৃতঃ পূর্ব্বপূর্বো বিধিস্মৃতে। ৫৯
হরেজ্জ্যেষ্ঠঃ প্রধানাংশমেকং তুল্যাসু জ্ঞেষ্বপি
মধ্যমো মধ্যমং চৈব কনীয়াংস্তু কনীয়সম্। ৬০
এবং জাতিষু সর্ব্বাসু সবর্ণঃ জ্যেষ্ঠজাতঃ স্মৃতঃ
মহর্ষিভিশ্চ চৈতস্য বৈ মার্গাঃ কাশ্যপোঽব্রবীৎ। ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিবাহধর্মে ত্রিকৃথবিভাগো
নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪৭

ভার্য্যা কোনওদেশে হইবে না। তাহার সকল পুত্র, তাহাতে শত পুত্রও হইতে পারে, সকলের সমান অধিকার হইবে। ৫৬

সমস্ত বর্ণের সকল পুত্রের, যাহারা সমান বর্ণের স্ত্রী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের সকলের পৈতৃক ধনে সাধারণভাবে সমান ভাগ বলিয়া কথিত আছে। ৫৭

কুরুনন্দন! জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভাগও জ্যেষ্ঠ হইবে। তাহার প্রধানতঃ একভাগ অধিক হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা পৈতৃক ধনের বিভাগের এইরূপ বিধিই বলিয়াছেন। ৫৮

হে নৃপ! সমান বর্ণের স্ত্রী হইতে যে সব পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহাদের প্রতি এই বিধির বিশেষ ব্যবস্থা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিবাহের বৈশিষ্ট্যের জন্যই সেই সব পুত্রদলেরও বৈশিষ্ট্য স্বভাবতই আসিয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথমে বিবাহিতা স্ত্রী হইতে উৎপন্ন জ্যেষ্ঠ এবং দ্বিতীয় বিবাহিতা স্ত্রী হইতে উৎপন্ন পুত্র কনিষ্ঠ হয়। ৫৯

তুল্য বর্ণের স্ত্রীদের হইতেও উৎপন্ন পুত্রসকলের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ হইবে, সে এক ভাগ জ্যেষ্ঠাংশ গ্রহণ করিতে পারে। মধ্যম পুত্রের মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রের কনিষ্ঠভাগ গ্রহণ করা উচিত। ৬০

এইভাবে সকল জাতিতেই সমান বর্ণের স্ত্রী হইতে উৎপন্ন পুত্রই জ্যেষ্ঠ হয়। মহর্ষিগণও মহর্ষি কাশ্যপও এই কথাই বলিয়াছেন। ৬১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে বিবাহধর্ম্মের অন্তর্গত পৈতৃক-ধনের বিভাগনামক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(বর্ণসঙ্করসন্তানানামুৎপত্তেঃ সবিস্তরং বর্ণনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ

অর্থাদ্বোভয়াদ্ বা কামাদ্ বা বর্ণানাং চাপ্যনিশ্চয়াৎ।
অজ্ঞানাদ্ বাপি বর্ণানাং জায়তে বর্ণসঙ্করঃ। ১
তেষামেতেন বিধিনা জ্ঞাতীনাং বর্ণসঙ্করে।
কো ধর্মঃ কানি কর্মাণি তন্মে ব্রূহি পিতামহ। ২

ভীষ্ম উবাচ।

চাতুর্বর্ণ্যস্য কর্মাণি চাতুর্বর্ণ্যস্য কেবলম্।
অসৃজৎ স হি যজ্ঞার্থে পূর্বমেব প্রজাপতিঃ। ৩
ভার্য্যাস্তিস্রো বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে।
আনুপূর্ব্যাদ্ দ্বয়োর্হীনো মাতৃজাতৌ প্রসূয়তে। ৪
পরং শব্দাদ্ ব্রাহ্মণস্যৈব পুত্রঃ
পূত্রাপুত্রঃ পারশবং তমাহুঃ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

[বর্ণসঙ্কর সন্তানগণের উৎপত্তির সবিস্তরে বর্ণন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! ধন পাইয়া কিংবা ধনের লোভে পড়িয়া অথবা কামনার বশীভূত হইয়া যখন উচ্চবর্ণের স্ত্রী নীচবর্ণের পুরুষের সহিত সঙ্গত স্থাপিত করে, তখন বর্ণসঙ্কর সন্তান উৎপন্ন হয়। বর্ণসঙ্করের নিশ্চয় অথবা জানা না হইলেও বর্ণ সঙ্করের উৎপত্তি হয়। এই রীতি অনুসারে বর্ণসঙ্করের বিস্তারের দ্বারা উৎপন্ন যে সব মনুষ্য, তাহাদের ধর্ম কি? তাহাদের কর্ম-সমূহই বা কি? এই সব আমাকে বলুন। ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—পূর্বকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্য কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ এবং তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ কর্মসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৩

ব্রাহ্মণের যে তিনজন ভার্যা (ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা) কথিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুইজন ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়া ভার্যার গর্ভ হইতে ব্রাহ্মণই উৎপন্ন হয় এবং শেষ দুই ভার্যা বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভ হইতে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, সে ব্রাহ্মণ হইতে হীন ক্রমশঃ মাতার জাতি প্রাপ্ত হয় বলিয়া জানিবে। ৪

শূদ্রার গর্ভ হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণের যে পুত্র, সে পর হইতে অর্থাৎ শূদ্র হইতে পর—উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেইজন্য ঋষিগণ তাহাকে 'পারশব' বলিয়া থাকেন। তাহার

তুল্যব্রতঃ স্মৃতা কুলস্য স স্যাৎ
ষট্চরিত্রং নিত্যমধো ন তুষ্যাৎ। ৫
সর্বানুপায়ানপি সম্প্রধার্য
সমুদ্ধরেৎ স্মৃতা কুলস্য তুষ্যম্।
জ্যেষ্ঠো যবীয়ানপি যো দ্বিজস্য
তুষ্যেদ্বয়া দানপরায়ণঃ স্যাৎ। ৬
ত্রিষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়সম্ভবাদ্ দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
হীনবর্ণাবৃতীয়ায়াঃ শূদ্রা উগ্রা ইতি স্মৃতিঃ। ৭
যে চাপি ভার্যে বৈশ্যস্য দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
শূদ্রা শূদ্রস্য চাপ্যেকা শূদ্রমেব প্রজায়তে। ৮
অতোঽবিশিষ্টত্বমথো গুরুদারপ্রধর্ষকঃ
বাজ্ঞ বর্ণং জনয়তি চাতুর্বর্ণ্যাবসায়িনম্। ৯

নিজের কুলেরই সেবা করা উচিত এবং নিজের এই সেবারত আচার কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ৫

শূদ্রাপুত্র সর্বপ্রকারে উপায় বিচার বিবেচনা করিয়া নিজে কুলপরম্পরাকে উদ্ধার করিবে। সে যদিও জ্যেষ্ঠ হইলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অপেক্ষা কনিষ্ঠ বলিয়াই পরিগণিত হয় অতএব তাহার ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের সেবা করিতে করিতে দানপরায়ণ হওয়া উচিত। ৬

ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা—এই তিনজন ভার্যা হয় তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভ হইতে ক্ষত্রিয় সম্পর্কে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে ক্ষত্রিয়ই হইয়া থাকে। তৃতীয়া ভার্যা শূদ্রার গর্ভ হইতে হীন বর্ণ শূদ্রই জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে 'উগ্র' বলা হয়। ইহাই ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ। ৭

বৈশ্যের দুইজন ভার্যা—বৈশ্যা ও শূদ্রা। এই দুই ভার্যা গর্ভ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে বৈশ্যই হইয়া থাকে। শূদ্রে একজনই ভার্যা শূদ্রা, সে শূদ্রেরই জন্মদান করে। ৮

অতএব বর্ণসঙ্করের মধ্যে নিম্নশ্রেণী অথবা শূদ্র যদি উত্তম গণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের স্ত্রীগণের সহিত সহবাস করে, তবে সে চারি বর্ণের দ্বারা নিন্দিত বর্ণ বহিষ্কৃতে (চণ্ডালাদির) জন্মদান করে। ৯

বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়ো রাজ্ঞ্যাং শূদ্র: ক্ষোত্রিয়াংপরম্
বৈশ্যো বৈশ্যেকং চাপি মৌদ্গল্যমপবর্তিতম্ ॥ ১০
শূদ্রস্তাগোলমন্ত্রাগ্র: ধ্বজ্য: বাহ্যবাসিনম্ ।
ব্রাহ্মণ্যাং সম্প্রজায়ন্ত ইত্যেতে কুলপাংসনা:
এতে মন্তিমজা: শ্রেষ্ঠ বর্ণসঙ্করজা: প্রভো ॥ ১১
বন্দী তু জায়তে বৈশ্যাদ্বাগ্যবো বাহ্যজীবন: ।
শূদ্রান্নিষাদো মৎস্যঘ্ন: ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাত্যিকুরাৎ ॥ ১২
শূদ্রাদায়োগবশ্চাপি বৈশ্যায়াং গ্রামযাজিন্ ।
ব্রাহ্মণৈরপ্রতিগ্রাহ্যস্তথা ধাবনজীবন: ॥ ১৩
এতেঽপি সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু ।

ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর সহিত সহবাস করিয়া তাহার গর্ভ হইতে 'সূত' জাতির পুত্র উৎপন্ন করে যে বর্ণ বর্ধিতক ও স্তুতি কর্ম-কারী (এবং রথীর কার্যকারী) হইয়া থাকে। এইরূপ বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণীর সহিত সহবাস করে, তবে সে সন্তানরূপে 'বৈদেহক' জাতির পুত্র উৎপন্ন করে, যাহার দ্বারা অন্তঃপুর রক্ষার কার্য করান হয় এবং সেই জন্য তাহাকে 'মৌদ্গল্য'-ও বলা হয়।

এইভাবে শূদ্র ব্রাহ্মণীর সহিত সহবাস করিয়া অন্যান্য অন্যান্য চণ্ডালের জন্মদান করে। সে গ্রামের বাহিরে বাস করে এবং ব্যবহার্য ব্যক্তির প্রাণহরণাদি কার্য করে প্রভাবশালী বৃত্তিধারীগণের ঘাতক শ্রেণী বুঝিতে। ব্রাহ্মণীর সহিত নীচ বর্ণের পুরুষগণের সংসর্গ হইলে পর এই সব কুলাঙ্গার পুত্র হয় এবং তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলা হইয়া থাকে। ১১

বৈশ্যের দ্বারা ক্ষত্রিয়াদি ত্রিঃ গর্ভ হইতে উৎপন্ন পুত্রকে 'বন্দী' ও 'মাগধ' বলা হয়। তাহারা সকল লোকের প্রশংসা করিয়া নিজেদের জীবিকা অর্জন করে। এইরূপ পুত্র যদি ক্ষত্রিয়-জাতির স্ত্রীর সহিত প্রতিলোম সহবাস করে, তবে উহাতে যথাক্রমে 'নিষাদ' জাতির উৎপত্তি হয়। ১২

এবং শূদ্র যদি বৈশ্য জাতির স্ত্রীর সহিত ব্রাত্য বর্ণের (বৈশ্যের) আজ্ঞা গ্রহণ করে, তবে উহার দ্বারা 'আয়োগব' জাতির পুত্র উৎপন্ন হয়। সে তক্ষার (বর্ধকি—তক্ষার কার্য করিয়া যোগাড়িত ধনের দ্বারা জীবননির্বাহ করিয়া থাকে। ইহার দান ব্রাহ্মণের গ্রহণ করা উচিত নয়। ১৩

এই সব বর্ণসঙ্করগণ যখন স্বীয় জাতির স্ত্রীর সহিত সহবাস করে, তখন সে নিজেরই তুল্য বর্ণবিশিষ্ট পুত্রগণের জন্মদান করিয়া থাকে এবং যখন সে নিজের অপেক্ষা হীন জাতির স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করে, তখন নীচ সন্তানগণের উৎপত্তি হয় এই সব সন্তান নিজের মাতার জাতি প্রাপ্ত হয়। ১৪

যেরূপ চার বর্ণের যথা সবাসবর্ণা স্ত্রীরও নিজ বর্ণ হইতে এক বর্ণ নীচের বর্ণের স্ত্রীর গর্ভ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে নিজেরই তুল্য বর্ণ বলিয়া ধারণ করা হয় এবং আরও এক বর্ণের ব্যবধান দিয়া নীচ বর্ণের স্ত্রী হইতে উৎপন্ন পুত্র প্রথম বর্ণ হইতে বাহ্য—মাতার জাতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অম্বষ্ঠ, পারশব, উগ্র, পুক্কস, বৈদেহক, চাণ্ডাল, মাগধ, নিষাদ ও আয়োগব—ইহারা যখন নিজ জাতিতে এবং নিজ অপেক্ষা একশ্রেণী হীন জাতিতে সন্তান উৎপন্ন করে, তখন সেই সন্তান পিতার জাতি প্রাপ্ত হয় এবং যখন এক জাতি অন্তর নীচ জাতিতে সন্তান উৎপন্ন করে, তখন সেই সব সন্তান পিতার জাতি হইতে হীন মাতার জাতি প্রাপ্ত হয়। ১৫

এইভাবে বর্ণসঙ্কর বাহ্যবেরাও সমান জাতির স্ত্রীতে নিজেরই সমান বর্ণযুক্ত পুত্রের জন্মদান করে এবং যদি পরস্পর বিভিন্ন জাতির স্ত্রীগণের সহিত তাহাদের সংসর্গ হয়, তবে তাহারা নিজ অপেক্ষাও নিম্নতর সন্তানগণের জন্মদান করে। ১৬

যেরূপ পুত্র ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইতে চণ্ডাল নামক বাহ্য (বর্ণ বহির্ভূত) পুত্র উৎপন্ন করে, সেইরূপ এই বাহ্য জাতির বাহ্যরত ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের এবং বাহ্যরত জাতির স্ত্রীগণের সহিত সংসর্গ করিয়া নিজ অপেক্ষাও নীচ জাতি বিশিষ্ট পুত্রের জন্ম দেয়। ১৭

এইরূপে বাহ্য ও বাহ্যরত জাতির স্ত্রীগণের সহিত সহবাস করিলে পর প্রতিলোম বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি বাড়িয়া যায়। ক্রমশঃ হীন হইতেও হীন জাতির বালক জন্ম গ্রহণ করে। এই সঙ্কর জাতির সংখ্যা সাধারণতঃ গণনের। ১৮

অগম্যাগমনাচ্চৈব জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
যাজ্ঞানাম্নুজায়ন্তে সৈরন্ধ্র্যাং মাগধেষু চ ॥
প্রাপণোপচারজ্ঞদাসাঃ দাসজীবনম্ ॥ ১৯
অক্তশ্চায়োগবং সূতে বাগুরাবন্তজীবনম্
মৈত্রেয়কস্তু মৈত্রেয়ঃ সম্প্রসূতেঽথ মাধুকম্ ॥ ২০
নিষাদো মদগুরং সূতে দাসো নাবোপজীবিনম্
মৃতপাং চাপি চণ্ডালঃ শ্বপাকমিতি বিশ্রুতম ॥ ২১
চতুরো মাগধী সূতে ক্রূরান্ মাংসোপজীবিনঃ।
মাংসঃ খাদ্যকরঃ ক্ষৌত্র সৌগন্ধিতি বিশ্রুতম ॥ ২২
মৈত্রেয়কাস্তু পাপিষ্ঠা ক্রূরঃ মাংসোপজীবিনম্
নিষাদাদ্ব্রহ্মচারীতঃ অবযানপ্রযায়িনম্ ॥ ২৩

অবৈধ্য স্ত্রীর সহিত সবর্ণের ওরসে পর বর্ণসঙ্কর সন্তানের উৎপত্তি হয়। মাগধ জাতির মৈত্রেয়ী পত্নীগর্ভজা অন্যান্য স্ত্রীর সহিত যদি বাস জাতীয় পুরুষের সংসর্গ হয়, তবে তাহা হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয় সে দ্বারা প্রকৃতি পুরুষগণের প্রসাধন ও তাম্বূলের পরীতে অক্ষরাগ লেপনাদি সেবা করিয়া অতিশয় হইয়া থাকে এবং দাস না হইলেও দাসবৃত্তির দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করে। ১৯

মাগধজাতির অযোগব ভেদ মৈত্রেয় জাতির স্ত্রীর সহিত যদি আয়োগব জাতির পুরুষ সংসর্গ করে, তবে সে আয়োগব জাতির পুত্রই উৎপন্ন করিয়া থাকে। সে বনমধ্যে বাস করিয়া পশু পক্ষী বধিয়াই কায্য করত জীবনির্ব্বাহ করে। এই জাতির স্ত্রীর সহিত যদি মৈত্রেয় জাতির পুরুষ সংসর্গ করে, তাহা হইলে সে মতপায়ী 'মৈত্রেয়ক' জাতির পুত্রকে জন্ম দিয়া থাকে। ২০

নিষাদ মাগধমৈত্রীর গর্ভ হইতে 'মদ্গুর' জাতির পুত্র উৎপন্ন করে। ইহার অন্য নাম হইল 'দাস'। সে নৌকা চালাইয়া নিজের জীবিকা অর্জ্জন করে। চাণ্ডাল ও মাগধ-মৈত্রীর সংযোগে 'শ্বপাক' নামে কথিত অধম চাণ্ডালের উৎপত্তি হয়। সে মৃতদেহের বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া থাকে। ২১

এইরূপ মাগধজাতির মৈত্রেয়ী স্ত্রী আয়োগবাদি চার জাতির পুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়া যথাক্রমে জীবিকা অর্জ্জনকারী পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার ক্রূর পুত্রগণকে উৎপন্ন করে। ইহা ব্যতীত অন্য চারপ্রকার পুত্রও মাগধী মৈত্রেয়ী হইতে জন্মলাভ করে। তাহাদের নাম, খাদ্যকর, ক্ষৌত্র ও সৌগন্ধ এই চার নামে প্রসিদ্ধি হয়। ২২

আয়োগব জাতির পাপিষ্ঠা স্ত্রী মৈত্রেয় জাতির পুরুষের সহিত সবর্ণাগম করিয়া অত্যন্ত ক্রূর মাংসজীবী পুত্র উৎপন্ন করে। এই

চাণ্ডালাৎ পুষ্কসঃ চাপি ধন্বাব-গুজ্ঞোজিনম্
মৃতচৈলপ্রতিচ্ছন্ন শ্চিত্রভাজনভোজিনম্ ॥ ২৪
আয়োগবীষু জায়ন্তে হীনবর্ণাস্তু তে ত্রয়ঃ।
ক্ষুদ্রা বৈদেহকাদ্ভো বর্ত্তিত্রাণপ্রতিগ্রহাঃ ॥ ২৫
করাবরো নিষাদ্যাং তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে
চাণ্ডাল্যাং পাণ্ডুসৌপাকস্তন্তবায়ত্বমাগতঃ ॥ ২৬
আহিণ্ডকো নিষাদেন বৈদেহ্যাং সম্প্রসূয়তে।
চণ্ডালেন তু সৌপাকস্তণ্ডনস্যত্বমাগতঃ ॥ ২৭
নিষাদী চাপি চাণ্ডাল্যাং পুত্রমন্তেবসায়িনম্
শ্মশানগোচরঃ সূতে ঘাণ্ডেরশি বহিষ্কৃতম্ ॥ ২৮

স্ত্রী নিষাদের সংযোগে মহাপাপ নামক জাতির জন্ম দেয়। এই জাতির বাসস্থান গ্রামের বাহিরে বনের মধ্যে হইয়া থাকে। ২৩

এই পাপিষ্ঠা স্ত্রী যখন চাণ্ডালের সহিত সংসর্গ করে, তখন পুষ্কস (পুক্কস) জাতির সৃষ্টি করিয়া থাকে এই পুষ্কস জাতি, অশ্ব ও হাতীর মাংস ভক্ষণ করে। সে গরুরের বস্ত্র লইয়া পরিধান করে এবং তার দ্বারে ভোজন করে। ২৪

এইভাবে এই তিন নীচ জাতির মহত্ত আয়োগবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ ইহারা আয়োগবীর সন্তান। নিষাদজাতির স্ত্রী যদি বৈদেহক জাতির পুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তবে সে ক্ষুদ্র, অক্ষ ও কারাবর নামক জাতির পুত্রগণকে জন্মদান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও অক্ষ এই দুইয়ের বাহিরে বাস করে এবং বনমধ্যে পশুগণকে বধ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। কারাবর মৃতব্যক্তিদের চক্ষের ব্যবসা করে, সেইজন্য তাকে শ্বপাকের মা চাণ্ডার বলা হয়। ২৫।

চাণ্ডাল পুরুষ ও নিষাদ জাতির স্ত্রীর সংযোগে পাণ্ডুসৌপাক জাতির জন্ম হয়। এই জাতি বাঁশের দ্বারা নানাবিধ (ঝুড়া, ঝুড়ী প্রভৃতি) পাত্র প্রস্তুত করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে বৈদেহ জাতির স্ত্রীর সহিত নিষাদের সম্পর্ক হইলে পর আহিণ্ডকের জন্ম হয়, কিন্তু এই স্ত্রী যখন চাণ্ডালের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করে, তখন তাহা হইতে সৌপাকের উৎপত্তি হয়। সৌপাকের জীবিকাবৃত্তি চাণ্ডালেরই তুল্য। ২৬-২৭

নিষাদ জাতির স্ত্রীতে চাণ্ডালের যৌগ হইতে অন্তেবসায়ীর জন্ম হয়। এই জাতির বাসস্থান সর্ব্বদা শ্মশানেই থাকে নিষাদাদির ন্যায় জাতি বলিয়াই ইহাদের বহিষ্কৃত বা অন্ত্যজ বলিয়া মনে করে। ২৮

উভয়োস্তু সন্ততের ভাতাঃ পিতৃমাতৃব্যতিক্রমাৎ
প্রজ্ঞয়া বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্মভিঃ ।১৯
চতুর্ণামেব বর্ণানাং ধর্ম্যো নাস্তীহ বিদ্যতে
বর্ণানাং ধর্ম্য এবেষু সংখ্যা নাস্তীহ কস্যচিৎ । ৩০
যদৃচ্ছয়োপসম্পন্নৈর্ব্রহ্মসাধুবিধিকৃতৈঃ ।
যাত্রা যাত্রৈস্ত ভায়ন্তে যথাবৃত্তি যথাস্ত্রয়ম্ । ৩১
চতুষ্পথশ্মশানানি শৈলাংশ্চান্যান্ বনস্পতীন্ ।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারাঃ পরিগৃহ্য চ নিত্যশঃ । ৩২
যদেষুরুহেতে বিদ্যাতা বর্ত্তয়ন্তঃ স্বকর্মভিঃ ।
মুক্তস্তো বাপালঙ্কারাংস্তথোপকরণানি চ । ৩৩
গো-ব্রাহ্মণার্থে সাঙ্গ্রাম্যাঃ কূর্যাণা বৈ ন সংশয়ঃ ।
আনৃশংস্যমনুক্রোশঃ সত্যবাক্যঃ ক্ষমা তথা । ৩৪
স্বশরীরৈরপি ত্রাণং যাত্রানাং নিষ্কিঞ্চনম্
ভবন্তি মনুজব্যাঘ্র তত্র যে নাস্তি সংশয়ঃ । ৩৫
যথোপদেশং পরিকীর্ত্তিতাস্তু
নরঃ প্রজাতেন বিচারী বুদ্ধিমান্
নিহীনযোনিত্বি মুক্তোঽধমাধমৈরং
ভিজীর্ণমাণঃ হি যথোপলো জলে ।৩৬
অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ ।
নয়ন্তি ত্রপথং নার্যঃ কাম-ক্রোধবশানুগম্ ।৩৭
অন্তাবন্ধৈব নারীণাং নরাণামীহ যুবনম্ ।
অন্তার্থা ন প্রসজ্জন্তে প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ । ৩৮
যুধিষ্ঠির উবাচ ।
বর্ণাপেতমবিজ্ঞায় নরং কলুষযোনিজম্ ।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কথং বিদ্যামহে বয়ম্ ।৩৯

এইভাবে মাতা-পিতার ব্যতিক্রম বর্ণান্তর-সংযোগ) হইতে এই সব বর্ণসঙ্কর জাতির উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকের জাতি প্রকাশিত হয় এবং অনেকের জাতি আমার জন্ম থাকে। তাহাদের সকলকে তাহাদের কর্মের দ্বারা চিনিতে হইবে । ২৯

শাস্ত্রে চারিবর্ণেরই ধর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, অন্য কাহারও নহে। বর্ণহীন বর্ণসঙ্কর জাতিসমূহের তাহারও বর্ণসঙ্করী ভেদ ও উপভেদের সংখ্যা এ সংসারে নাই । ৩০

যাহারা জাতির বিচার না করিয়া যেচ্ছাচারে অন্য বর্ণের স্ত্রীর সহিত সঙ্গমন করে, যাহারা যজ্ঞের অধিকার হইতে ও সাধু-পুরুষগণ হইতে বঞ্চিত, এরূপ বর্ণসঙ্কর সমূহগণ হইতেই বর্ণসঙ্কর সন্তানের উৎপত্তি হয় এবং তাহারা নিজ নিজ কৃতির অনুরূপ কার্য করত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আজীবিকা ও আশ্রয় অবলম্বন করে । ৩১

এরূপ বহুজনগণ সর্বদা লোকের অলক্ষ্যে বাস করিয়া চতুষ্পথ (চৌরাস্তা), শ্মশান, পর্বত এবং বৃক্ষসকলের নীচেতে বাস করে । ৩২

ইহাদের কর্ত্তব্য হইল—ইহারা অলঙ্কার ও অস্ত্রাদি উপকরণ সকল নিধান করিবে এবং নিজেদের উদ্যোগে জীবিকা অর্জন করিতে করিতে প্রত্যহ ভয়ে বাস করিবে । ৩৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! যদি ইহারা গো ও ব্রাহ্মণের সহায়তা করে, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কার্য পরিত্যাগ করিয়া দেয়, সকলের প্রতি দয়া করে, সত্য কথা বলে, অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে এবং নিজের দেহকে কষ্ট দিয়াও অপরকে রক্ষা করে, তবে এই সব বর্ণসঙ্কর মনুষ্যগণের পরিত্রাণাদির উদ্ভব হইতে পারে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ৩৪-৩৫

ভাজন্ ! যেরূপ শুকি-মৃগনিদন উপদেশ করিয়াছেন, তদনুসারে কথিত বর্ণ ও মাতৃজাতির স্ত্রীগণে বুদ্ধিমান্ মানুষের নিজের হিতাহিত ভালভাবে 'যথায় করিয়াই সন্তান উৎপাদন করা উচিত , কারণ, নীচযোনিতে উৎপন্ন পুরুষ তদনন্তর পাপ হইতে ইহজন্মে নিজেকে সেইভাবে নিমজ্জিত করে, যেরূপ জলে আবদ্ধ কঠিন প্রস্তর জল সহযোগে করিয়া পরে হইতে অতিসামান্য মানুষকে জলের তলদেশে নিমজ্জিত করিয়া থাকে । ৩

সংসারে যেন মূর্খ হইতে বা জ্ঞানী হইতে, কাম ও ক্রোধের বশীভূত সকল মানুষকে এই নারীরা অবশ্যই কুপথে লইয়া যাইতে সমর্থ হয় । ৩৭

এ জগতে পুরুষগণকে বলহীন করিয়া ফেলাই হইল নারী-দিগের স্বভাব। অতএব বিবেকী পুরুষগণ যুবতী স্ত্রীসকলের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন না । ৩৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! যাহারা চারি বর্ণ হইতে বহিষ্কৃত, বর্ণসঙ্কর মানুষ হইতে উৎপন্ন ও অনার্য হইয়াও আমাদের দেখিতে আর্য্যের ন্যায় প্রতীত হয়, তাহাদিগকে আমরা কিভাবে চিনিতে পারিব ? ৩৯

ভীষ্ম উবাচ।

যোনিসম্ভবমূলে জ্ঞাত্বা নানাভাবসমন্বিতম্।
কর্মভিঃ সঙ্কলাচারৈর্বিদ্বাংস্তা যোনিশুদ্ধতা। ৪০
আনার্যাচরণাচারাঃ ক্রূরকর্মপ্রিয়াস্তথা।
পুরুষং যান্তরন্ত্যীহ লোকে কলুষযোনিজম্। ৪১
পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতৃজং বা তথোভয়ম্।
ন কথঞ্চন সঙ্কীর্ণঃ প্রকৃতিং যাং বিমুঞ্চতি। ৪২
যথৈব সর্ষপো রূপে যাতাপিত্রোর্হি জায়তে
ব্যাখ্যাস্তিত্রৈস্তথা যোনিং পুরুষং যাং বিমুঞ্চতি ৪৩
ফলে প্রোতসি সংক্ষয়ে বসা স্যাদ্ যোনিসম্ভবঃ
সাক্ষ্যয়ত্যেব তজ্জীলা নান্যোঽন্নমধবা রস। ৪৪
আর্যারূপসমাচারো চরন্ত কৃতকে পথি।
সুসর্বমন্তবর্ণং বা ধর্মীণং যান্তি নিশ্চয়ে। ৪৫
নানাবৃত্তেষু ভূতেষু নানাজাতিষু চ

তমসবৃত্তসমঃ লোকে সৃষ্টিঃ ন বিবর্ততে। ৪৬
পরীক্ষেমিহ সন্তানে ন তস্য পরিকৃন্তনে
ভোক্তৃমধ্যাবরং সত্ত্বং তুল্যাসত্ত্ব প্রযোজয়তে। ৪৭
জ্যায়াংসমপি শীলেন হিনীনং নৈব পূজয়েৎ
অপি শূদ্রং ধর্মজ্ঞং সদ্বৃত্তমভিপূজয়েৎ। ৪৮
আত্মানমাত্মনাত্মানি হি কর্মভিরন্বয়ঃ
সুশীলঃ চরিত্রকুশলৈঃ শুভাশুভৈঃ
প্রবীয়মাণ্ড কুলং তথা নরঃ
পুনঃ প্রকাশং কুরুতে স্বকর্মভিঃ। ৪৯
যোনিদোষাস্তু সর্বাসু সঙ্কীর্ণাসিত্বভাস্তু ৫

যত্রাত্মাবং ন জনয়েদ্ বৃষস্যা ভবিবর্জয়েৎ। ৫০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দান-ধর্মপর্বণি বিবাহধর্মে বর্ণসঙ্কর-
কথনে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪৮

ভীষ্ম বলিলেন,—দুষ্টযোনি যাতাপিতা কলুষিত যোনিতে উৎপন্ন হয়, তাহারা এমন নানাপ্রকার চেষ্টাযুক্ত হয়, যাহা সৎপুরুষদিগের আচরণের বিপরীত অতএব তাহাদের কর্ম-সমূহের দ্বারাই তাহাদের চিনিতে হইবে। এই জন্যে সজ্জনোচিত আচরণের দ্বারা যোনির শুদ্ধতার জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ৪০

এজগতে অনার্যাচার, অনাচার, ক্রূরতা ও অকর্মণ্যতা আদি দোষসমূহ মানুষকে কলুষিত যোনি হইতে উৎপন্ন (বর্ণসঙ্কর) বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ৪১

বর্ণসঙ্কর মানুষ নিজের পিতা বা মাতার অথবা উভয়েরই স্বভাবের অনুসরণ করে। সে কোন রূপেই নিজের প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করিয়া রাখিতে পারে না। ৪২

যেরূপ ধান্য নিজের ভিন্ন-ভিন্ন গাত্রবর্ণ ও রূপের দ্বারা মাতা-পিতার সমানই হয়, সেইরূপ মানুষও নিজের যোনিরই অনুসরণ করে। ৪৩

যদিও ফল ও বীর্য শুষ্ক থাকে অর্থাৎ যে কোন্ ফলে জন্মিয়াছে এবং কোন্ বীর্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই বিষয় ব্যক্তি হইতে জানা যায় না, তথাপি যাহার জন্ম সত্বর যোনি হইতে হইয়াছে, সেই মানুষ অন্ন বিষয়ে পিতার স্বভাব আশ্রয় করিয়া থাকে। ৪৪

যে ব্যক্তি কৃত্রিম পথের আশ্রয় লইয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের অনুসরণ আচরণ করে, সে ধর্ম বা কাঁচা-শুদ্ধ ধর্মের কিংবা সত্বর ধর্মের? ৪৫

উহা কিন্তু করিবার সময় তাহার স্বভাবই সব কিছু নির্ণয় করে। ৪৬

ধর্মাচরণ প্রসঙ্গে নানা প্রকার আচার ব্যবহারে রত থাকে, নানাবিধ কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, অন্যের আচরণ যাহাতে এরূপ কোন বস্তু নাই, যাহা তাহার হৃদয়কে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে। ৪৭

বর্ণসঙ্করের শারীর বৃদ্ধি লাভ হইলে পরে সে তাহার স্বভাবকে স্বভাব হইতে দূরে রাখিতে পারে না। উত্তম, মধ্যম যা নিকৃষ্ট যে প্রকার স্বভাবের দ্বারা তাহার শরীর নির্মিত হইয়াছে, সেইরূপ স্বভাবই তাহার আচরণরূপে বলিয়া প্রতিভাত হয়। ৪৮

উচ্চ জাতির মানুষও যদি উত্তম শীল অর্থাৎ স্বভাব হইতে চ্যুত হইয়া থাকে, তবে তাহার আদর সৎকার করিবে না এবং শূদ্রও যদি ধর্মজ্ঞ ও সদাচারী হয়, তাহা হইলে তাহার বিশেষ সম্মান করা উচিত। ৪৯

মানুষ নিজের শুভাশুভ কর্ম, শীল, আচরণ ও কুলের দ্বারা নিজের পরিচয় দিয়া থাকে। যদি তাহার কুল নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে সে নিজের কর্মসমূহের দ্বারা তাহাকে সম্যক্ প্রকাশিত করে। ৫০

এই সব দোষের নীচ যোনিতে অথবা অন্য কোনও নীচ জাতিতে বিদ্বান্ পুরুষ সন্তানোৎপাদন করিবেন না, উহাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া দিবেন। ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বিবাহ ধর্মপ্রসঙ্গে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তিবর্ণন বিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

(নানাবিধ-পুত্রাণাং বর্ণনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ঋষি ভাত কুরুশ্রেষ্ঠ বর্ণানাং যে পৃথক্ পৃথক্
কীদৃশাঃ কীদৃশাশ্চাপি পুত্রাঃ ভবন্ত কে চ যে ॥ ১
দ্বিপ্রবাদাঃ সুরূপাঃ ভ্রূয়ন্তে পুত্রকারিতাঃ
অত্র নো মুহ্যতাঃ রাজন্ সংশয়ঃ ছেত্তুমর্হসি । ২

ভীষ্ম উবাচ

আত্মা পুত্রশ্চ বিজ্ঞেয়স্তুল্যানন্যতরশ্চ যঃ
নিকৃষ্টস্তু দ্বিজেঃ সুতঃ প্রেষ্যত্বমাগতঃ ॥ ৩
পতিতস্য তু ভার্য্যায়া তত্র নুনমবেত্তা
তথা ধনকৃতো পুত্রাবধিকৃতৌ তথাপরঃ । ৪
যড়পত্যাসম্ভাশ্চাপি কানীনাদয়শ্চাপরে
ইত্যেতে বৈ সমাখ্যাতাস্তান বিজ্ঞানীহি ভারত ॥ ৫

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[নানা প্রকার পুত্রগণের বর্ণন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—তাত! পিতামহ! আপনি বর্ণ-সকলের সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যে কথা বলিলেন যে, কোন্ স্ত্রীর গর্ভ হইতে কিরূপ পুত্র উৎপন্ন হয়? এবং কোন্ পুত্র কাহার হয়? ১

পুত্রগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুলধার বিভিন্ন কথা শুনা যায়। রাজন্! এবিষয়ে আমরা মোহিত হইয়া পড়িয়াছি, (সেইজন্য কোন নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না), অতএব আপনি আমাদের এই সংশয় ছেদন করুন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—ধর্ম্ম-পত্নীর সংযোগে কোনও তৃতীয়ের দ্বারাধন এবং না অর্থাৎ যে পতির দ্বারা হইতেই উৎপন্ন হয়, সেই 'অনন্যতর' অর্থাৎ নিজের আত্মা বলিয়াই জানিবে। দ্বিতীয় পুত্র 'নিকৃষ্ট' এবং তৃতীয় পুত্র 'প্রেষ্যত্ব' বলিয়া কথিত হয় নিকৃষ্ট ও প্রেষ্যত্ব' এই দুই পুত্র ক্ষেত্রেরই দুই প্রকার ভেদ। ৩। ৪

পতিত পুরুষের নিজ স্ত্রীর গর্ভ হইতে যদিই উৎপাদিত পুত্র চতুর্থ শ্রেণীর পুত্র। ইহা ব্যতীত 'ধনকৃত' ও 'কৃত' পুত্রও হয়। এই সব বিভিন্ন ছয় প্রকার পুত্র। সপ্তম পুত্র হইল 'অপবিদ্ধ' (যে মূর্খতা অথবা ভয়ের ভাবে পতির গর্ভে আসিয়া থাকে এবং বিবাহের পর বিবাহকারীর গৃহে আসিয়া যাহার জন্ম হয়, এরূপ পুত্রকে বলে অপবিদ্ধ)। ৫

যুধিষ্ঠির উবাচ

ষড়পত্যাসম্ভাঃ কে স্যুঃ কে বাপ্যনন্যতরাস্তথা
এতন্মে সর্বং যথাতত্ত্বং ব্যাখ্যাতুং যে ক্ষমাধিপ ॥ ৬

ভীষ্ম উবাচ।

ত্রিষু বর্ণেষু যে পুত্রা ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির।
বর্ণয়োশ্চ দ্বয়োঃ সাত্ত্বা যৌ রাজন্নুচ্যতে ভারত ॥ ৭
একো দ্বিতু বর্ণ একস্য ত্বজাতৈরেবলক্ষিতঃ
ষড়পত্যাসম্ভাস্তে হি তথৈবানন্যজান্ শৃণু ॥ ৮।
চাণ্ডালো ব্রাত্য-বৈদেহৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ
বৈশ্যাত্রাত্যাং বৈব সূতস্ত্রয়স্তেঽপসদাস্মৃতঃ ॥ ৯
মাগধো বাময়ন্তৈব যৌ বৈশ্যেনোপলক্ষিতৌ।
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়ায়াঞ্চ ক্ষত্রিয়ৈকঃ এব তু ॥ ১০

অষ্টম পুত্র 'কানীন' কন্যা অবস্থায় জাত পুত্র।। ইহাদের অতিরিক্ত ছয় 'অপত্যসম' (অনুলোম) পুত্র হয় এবং ছয় 'অপসদ' (প্রতিলোম) পুত্র হয়। এইভাবে ঐ সবের সংখ্যা হইল তিন। ভারত! এইরূপে পুত্রগণের ভেদ কথিত হইয়াছে। তুমি ইহাদের প্রত্যেককে পুত্র বলিয়াই জানিবে। ৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! ছয় প্রকারের অপত্যসম পুত্র কাহারা? এবং কাহাদের অপসদ পুত্র বলা হয়? এই সব আপনি আমাকে যথাযথভাবে বলুন। ৬

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই তিন বর্ণের স্ত্রী হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, ইহাকে তিন প্রকারের অপত্যসম বলা হইয়া থাকে। ভারত! ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য ও শূদ্র জাতির স্ত্রী হইতে পুত্র হয়, উহা দুই প্রকার অপত্যসম পুত্র এবং বৈশ্যের শূদ্রজাতির স্ত্রী হইতে যে পুত্র হয়, তাহা এক প্রকার অপত্যসম পুত্র। এইভাবে এই প্রকরণে অপত্যসম পুত্রগণের বিস্তৃত বর্ণন করান হইয়াছে। এইরূপ এই ছয় প্রকার 'অপত্যসম' অর্থাৎ 'অনুলোম' পুত্র কথিত হইল। এখন 'অপসদ' অর্থাৎ 'প্রতিলোম' পুত্রগণের বর্ণনা শ্রবণ কর। ৭-৮

ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এই তিন বর্ণের স্ত্রী হইতে পুত্রের দ্বারা যে তিন পুত্র উৎপাদিত হয়, তাহারা ক্রমশঃ চাণ্ডাল, ব্রাত্য ও বৈদেহ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অপসদের এই তিনপ্রকার ভেদ। ৯

ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভ হইতে বৈশ্যের দ্বারা যে দুই পুত্র

ব্রাহ্মণ্যাঃ লক্ষ্যতে সূত ইত্যেতৎপ্রসদ্য মৃতাঃ
পুত্রা ব্রূহি ন শক্যন্তে মিথ্যাকর্তুং নরাধিপ। ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ

ক্ষেত্রজং কেচিদেবাহুঃ সুতং কেচিত্তু গুরুতম্।
দ্বয্যাবেতৌ সুতৌ ধর্ম তত্ত্বে ব্রূহি পিতামহ। ১২

ভীষ্ম উবাচ।

রেতজো বা ভবেৎ পুত্রজাতো বা ক্ষেত্রজো ভবেৎ।
অমুষ্যৈবেতি পুত্রো বৈ ভিত্ত্বা তু সময়ং কথম্। ১৩

ভীষ্ম উবাচ।

আত্মজঃ পুত্রমুৎপাদ্য যস্যাজ্ঞেয়ে কারণান্তরে।
ন তত্র কারণং রেতঃ স ক্ষেত্রস্যামিনো ভবেৎ। ১৪
পুত্রকামো হি পুত্রার্থে যং সৃষ্টিং বিশ্বাস্যতে
ক্ষেত্রজস্তু প্রমাণং স্যাদ্ন বৈ তত্রাত্মজঃ সুতঃ। ১৫
অত্রত্র ক্ষেত্রজঃ পুত্রো লক্ষ্যতে ভরতর্ষভ
ন ত্বাত্মা শক্যতে হন্তুং দৃষ্টান্তোপগতো জলৌ। ১৭
কৃচ্ছ্রি কৃতকঃ পুত্রঃ সাধ্রেবাদেব লক্ষ্যতে।
ন তত্র রেতঃ ক্ষেত্রং বা যত্র লক্ষ্যেত ভারত। ১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ

কীদৃশঃ কৃতকঃ পুত্রঃ সাধ্রেবাদেব লক্ষ্যতে
ব্রূহি ক্ষেত্রং প্রমাণং বা যত্র লক্ষ্যো ন ভারত। ১৯

ভীষ্ম উবাচ।

মাতাপিতৃভ্যাং সন্ত্যক্তঃ পথি যস্তু প্রকল্পতে
ন চাস্য মাতাপিতরৌ ভবেতাং স হি কৃত্রিমঃ। ২০

উৎপন্ন হয়, তাহারা ক্রমশঃ বাপের এবং মাতৃক নামে দুই প্রকারের অপদস্থ পুত্ররূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কলিযুগে একটি শ্রেষ্ঠ পুত্র দেখা যায়, যে রাজর্ষি হইতে জন্মগ্রহণ করে। তাহাকে 'সূত' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইই দুই প্রকার অপদস্থ অর্থাৎ প্রতিলোম পুত্র স্বীকৃত হইয়াছে। নরনাথ! এই সব পুত্রকে বিদ্যা বলা যায় না। ১০-১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! অনেক মানুষ নিজের পত্নীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন যে তো পুত্রকে নিজেরই পুত্র বলিয়া মনে করে এবং অনেক মানুষ আবার নিজের ভার্যা হইতে উৎপন্ন পুত্রকে ঔরসপুত্র বলিয়া মনে করে। আচ্ছা, ইহাদের কি উভয়েই সমানকোটির পুত্র? ইহাদের উপর কাহার অধিকার হয়? ইহাদের অধ্যাধিনী স্ত্রীর পতির অথবা গর্ভধানকারী পুরুষের? ইহা আমাকে বলুন। ১২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! নিজের ভার্যা হইতে উৎপন্ন পুত্র ও ঔরস পুত্রই, ক্ষেত্রজ পুত্রও যদি গর্ভধানকারী পিতার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, তবে সেই পুত্রও নিজেরই পুত্র হইয়া থাকে। এই কথা সদাসর্বদা অযুচ্য পুত্রের বিষয়ের যুক্তিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে ভার্যাধারণকারী পুরুষ যদি নিজের অন্য পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রজ ও অযুচ্য পুত্র ক্ষেত্রপতিরই বলিয়া স্বীকৃত হয়, অন্যথা সেই পুত্রের উপর ভার্যা-ধারণকারীরই স্বত্ব থাকে। ১৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমরা ভার্যা হইতে উৎপন্ন পুত্রকেই পুত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকি। ভার্যা ব্যতীত ক্ষেত্রজ পুত্রের আগমন 'কোথায় হইতে হইতে পারে? এবং অযুচ্যকে আমরা কিভাবে সময়ে ওরে পুত্ররূপে বুঝিতে পারিব?

ভীষ্ম বলিলেন, পুত্র! যে মানুষ নিজের বীর্যের দ্বারা উৎপন্ন করিয়া অন্যান্য কাহ-সকলের কন্যা তাহাকে পাণিত্যাগ করে, তাহার সেই পুত্রের উপর কোন ভার্যাধারণের নিষিদ্ধ অধিকার থাকে না। এই পুত্র সেই ক্ষেত্রের পতিরই হইয়া যায়। ১৪

প্রজানাথ! পুত্রার্থিনী পুরুষ পুত্রের ওজই যে গর্ভবতী কন্যাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করে, তাহার ক্ষেত্রজ পুত্র সেই বিবাহকারী পতিরই বলিয়া স্বীকৃত হয়। এখানে গর্ভধারণ কারীর অধিকার থাকে না। ১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! অন্যত্রের ক্ষেত্রে উৎপন্ন পুত্র দ্বিতীয় লক্ষণসমূহের দ্বারা লক্ষিত হয় যে, সে কাহার পুত্র? কোনও ব্যক্তি নিজের স্বত্বকে গোপন করিতে পারে না উহা স্বতই প্রকাশ হইয়া থাকে। ১৭

ভরতসত্তম! কোন কোনস্থলে কৃত্রিম পুত্রও দেখা যায়। তাহাকে গ্রহণ করিলে বা নিজের বলিয়া মনে করিলেই নিজের হইয়া যায়। এখানে বীর্য বা ক্ষেত্রকে পুত্রত্বের নিশ্চয়ে তাহা হইতে দেখা যায় না। ১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভারত! যেস্থলে বীর্য বা ক্ষেত্র কোন পুত্রত্ব নিশ্চয়ে প্রমাণ হইতে দেখা যায় না, তাহাকে লক্ষ্য করা যাইবে নিজের পুত্ররূপে গৃহ হয়, সেই কৃত্রিম পুত্র কিভাবে হয়? ১৯

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যাতা-পিতা যাহাকে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়া দেয় এবং অনুসন্ধান করিলে পরও যাহা

অস্যাধিকস্য স্বামিত্বং যস্মিন্ সম্প্রতি লভ্যতে
যো বর্ণঃ পোষ্যতে তেন তস্যবর্ণস্য জায়তে ॥ ২১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথমস্য প্রযোক্তব্যঃ সংস্কারঃ কন্যা বা কথম্
দেয়া কস্যা কথা চোক্ত তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২২

ভীষ্ম উবাচ

আত্মবৎ তস্য কুর্যাৎ সংস্কারং স্বামিবৎ তথা
ত্যক্তো মাতাপিতৃভ্যাং যঃ সবর্ণঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ২৩

তদ্দেশাত্রবন্ধুভ্যঃ তস্য কুর্যাৎ সংস্কারমুচ্যত
অথ দেহ্যা তু কন্যা স্যাৎ তন্নিবর্ণস্য যুধিষ্ঠির ॥ ২৪

সংস্কর্তুঃ বর্ণগোত্রেণ মাতৃবর্ণাদিনিশ্চয়ে।
কানীনাধ্যূঢ়জৌ বাপি বিজেয়ৌ পুত্র কিঞ্চিদৌ ॥ ২৫

তাবপি স্বামিবৎ মুক্তৌ সংস্কার্যাবিতি নিশ্চয়ঃ
ক্ষেত্রজৌ বাপ্যপসদৌ যেঽধ্যূঢ়াদ্যেষু চাপ্যুত ॥ ২৬

আত্মবন্ বৈ প্রযুঞ্জীরন্ সংস্কারান্ ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
ধর্মশাস্ত্রেষু বর্ণানাং নিশ্চয়োঽয়ং প্রদৃশ্যতে ॥ ২৭

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিবাহযযে পুত্র-
প্রতিনিধিকথনে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৪৯

যাতা-পিতার পরিচয় পাওয়া যায় না, দেহ বালককে যে ব্যক্তি পালন করে, তাহার এই বালক ঔরস পুত্র হইয়া যায় ॥ ২১

বর্তমানকালে যে ব্যক্তিকে সেই অনাথ বালকের স্বামী (পরিপালনকর্তা) হইতে দেখা যাইবে এবং যে তাহার পালন-পোষণ করে, তাহার যে বর্ণ, সেই বালকেরও তাহার বর্ণ হইয়া থাকে ॥২১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! এরূপ বালকের সংস্কার কিরূপ এবং কোন্ জাতি অনুসারে তাহার সংস্কার করিতে হইবে? যাহাকে যে কোন বর্ণের, ইহা কিরূপে জানা যাইবে? কিভাবে ও কোন্ জাতির কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিতে হইবে? ইহা আমাকে বলুন ॥ ২২

ভীষ্ম বলিলেন,—পুত্র! যাহাকে যাতা-পিতা ত্যাগ করিয়া দিয়াছে, সেই বালক নিজের স্বামীর (পালক পিতার) বর্ণ প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য তাহার পালনকর্তার কর্তব্য হইল—সে নিজেরই বর্ণানুসারে সেই বালকের সংস্কার করিবে ॥ ২৩

যদি হইতে আবশ্যক যুধিষ্ঠির! পালক পিতার গোত্র বন্ধুগণের যেরূপ সংস্কার করা হয়, সেইরূপ সংস্কার এই বালকেরও করিতে হইবে এবং তাহারই বর্ণের কন্যার সহিত এই বালকের বিবাহও দিতে হইবে ॥ ২৪

পুত্র! যদি তাহার যাতার বর্ণ ও গোত্রের পরিচয় নির্ণয় করা যায়, তবে সেই বালকের সংস্কার করিবার জন্য যাতারই বর্ণ ও গোত্র গ্রহণ করিতে হইবে। কানীন ও অধ্যূঢ়জ—এই দুই প্রকারের পুত্রই নিকৃষ্ট বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ২৫

এই দুই প্রকারের পুত্রকেও নিজেরই সমান সংস্কার করিবে ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ব্রাহ্মণাদি কর্তৃক বর্ণ হইল—তাঁহারা ক্ষেত্রজ, অপসদ ও অধ্যূঢ়জ—এই সকল প্রকার পুত্রগণকেই নিজের সমান সংস্কার করিবেন। বর্ণসকলের সংস্কারসম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রের এরূপই নিশ্চয় দেখা যায়। এইভাবে আমি এ বিষয়ে সমস্ত কথা তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ২৬-২৮

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বপ্রসঙ্গে বিবাহধর্মপ্রসঙ্গে পুত্রপ্রতিনিধি-কথনবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[সোমহিমপ্রসঙ্গে চ্যবনমুনেরুপাখ্যানারম্ভঃ—মৎস্যৈঃ সহ জালবদ্ধস্য মুনের্জলতো বহিরাগমনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ

দর্শনে কীদৃশঃ স্নেহঃ সংবাসে চ পিতামহ।
মহাভাগ্যং পরং চৈব তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তং মহাদ্যুতে
নহুষস্য চ সংবাদং মহর্ষেশ্চ্যবনস্য চ ॥ ২
পুরা মহর্ষিশ্চ্যবনো ভার্গবো ভরতর্ষভ।
উপবাসকৃতারম্ভো বভূব স মহাব্রতঃ ॥ ৩
নিহত্য মানং ক্রোধঞ্চ প্রহর্ষং শোকমেব চ
বর্ষাণি দ্বাদশ মুনির্জলবাসে ধৃতব্রতঃ ॥ ৪
আত্মবৎ সর্বভূতেষু বিশ্রম্ভং পরমং গতঃ।
জলেচরেষু সর্বেষু শীতরশ্মিরিব প্রভুঃ ॥ ৫
স্থাণুভূতঃ শুচির্ভূত্বা বৈদেহেতাঃ প্রশস্য চ।
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে জলং সম্প্রবিবেশ হ ॥ ৬
গঙ্গা-যমুনয়োর্বেগং সুভীমং ভীমনিঃস্বনম্।
প্রতিজগ্রাহ শিরসা গাম্ভীর্যেণসমা ভুবি ॥ ৭
গঙ্গা চ যমুনা চৈব সরিতশ্চ সহাম্বসি
প্রবিচিন্বন্মুষিং চক্রুর্নৈব পর্যাপ্নুবন্ন চ
অন্তর্জলেষু সুষুপে কাষ্ঠভূতো মহামুনিঃ।
তত্রচ্ছেদ্যান্বিতো মীনানভবন্ ভরতর্ষভ ॥ ৯
জলৌকসাং স সন্ত্রাসো বভূব প্রিয়দর্শন।
উপাজিঘ্রন্ত চ জলা অস্যোষ্ঠৌ শ্লক্ষ্ণবাসসঃ ॥ ১০
তত্র তস্যাসতঃ কালঃ সমতীতোঽভবদ্বহান্
ততঃ কদাচিৎ সমহে কাশ্চিন্মৎস্যজীবিনঃ ॥ ১১
তং দেশং সমুপাজগ্মুর্জালহস্তা মহাদ্যুতে
নিষাদা বহবস্তত্র মৎস্যোদ্ধরণশিক্ষিতাঃ ॥ ১২

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সোমহিমাপ্রসঙ্গে চ্যবনমুনির উপাখ্যান আরম্ভ,—মৎস্যগণের সহিত জালবদ্ধ হইয়া মুনির জল হইতে বাহিরে আগমন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! কাহাকেও দেখিলে বা কাহারও সহিত বাস করিলে কিরূপ স্নেহ উৎপন্ন হয়? এবং গোলকলের মাহাত্ম্য কিরূপ? এই সব বিষয়ের আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাতেজস্বী নরেন্দ্র! এ বিষয়ে আমি তোমাকে মহর্ষি চ্যবন ও নহুষের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস বলিব ॥ ২

ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্বকালের ঘটনা, ভৃগুর পুত্র মহর্ষি চ্যবন মহাব্রত গ্রহণ করিয়া জলের মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩

তিনি অভিমান, ক্রোধ, হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করিয়া ধৃতব্রত সহকারে ব্রতপালন করিতে করিতে বার বৎসর কাল জলমধ্যে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৪

ঔডুম্বর কিরণবিশিষ্ট চন্দ্রের ন্যায় সেই শক্তিশালী মুনি সমস্ত প্রাণীর বিশ্বাসঃ সম্পূর্ণ জলচর জীবগণের উপর নিজের পরম মঙ্গলকারী পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ৫

গঙ্গা-যমুনার বেগ এস্থলে অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল এবং তাহার শব্দও ভীষণ গম্ভীর হইতেছিল। বায়ুর বেগের ন্যায় দুঃসহ সেই বেগকে মুনি নিজের মস্তকে ধারণ করিতেছিলেন অথচ সেই জলবেগের আঘাতে তিনি বিন্দু মস্তকে সহ্য করিতেছিলেন ॥ ৭

কিন্তু গঙ্গা-যমুনা, অন্যান্য নদীসকল ও সরোবরসকল মুনি কেবল প্রবেশ করিতেছিল, তাঁহাকে কোনরূপ পীড়িত করে নাই ॥ ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই বৃত্তিধারী মহামুনি কখনও জলের মধ্যে কাষ্ঠের ন্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন এবং কখনও উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন ॥ ৯

তিনি জলচর প্রাণিগণের আশ্রয় ছিল বলিয়া উঠিলে জলজন্তুরা ভয়ভীত হইয়া তাঁহার ওষ্ঠ আঘ্রাণ করিতে লাগিল ॥ ১০

মহাতেজস্বী নরেন্দ্র! এইভাবে তাঁহার জলমধ্যে থাকিতে থাকিতে বহুদিন অতিবাহিত হইয়া যাইল। তদনন্তর সময়ে মৎস্যজীবী জীবগণ মৎস্য ধরিবার জন্য স্থির করিয়া জাল গ্রহণ করত সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১১-১২

ব্যায়তা বলিনঃ শূরা সলিলেষ্বনিবর্তিনঃ
অত্যাবদ্ধুশ্চ তং দেশং নিষ্ঠিতা জালকর্মণি ॥ ১৩
জালং তে যোজয়ামাসুরিংশেষেণ তদাখিল
মৎস্যোদ্যতং সমাসাদ্য তদা তত্তদন্তর ॥ ১৪
ততস্তে বহুভির্বৌগৈঃ কৈবর্তা মৎস্যজীবিনঃ।
গঙ্গা-যমুনয়োর্যাস্তি জালৈরত্যন্তিকাংস্ততঃ ॥১৫
জালা সুবিততং তেষাং নবসূত্রকৃতং তথা।
বিস্তারায়ামসম্পন্নং যং তত্র সলিলেঽক্ষিপন্ ॥১৬
ততস্তে সুমহচ্ছৈল বলবচ্চ সুবর্তিতম্
অবজীর্য্য ততঃ সর্বে জালং চক্রুস্থিরে তদা ॥১৭
অতীতরূপাঃ সংহৃষ্টা অন্যোন্যবলবর্তিনঃ।
ববন্ধুস্তত্র মৎস্যাংশ্চ তথান্যান্ জলচারিণঃ ॥ ১৮
তথা মৎস্যৈঃ পরিবৃতঃ চ্যবনঃ কৃতনিশ্চয়ঃ।
আকর্ষণসমর্থাংশ্চ জালেনাথ সমূদ্ধরন্ ॥ ১৯
নদীবেগবলবিদ্ধাংঃ ধরিষ্যন্নপ্রকম্পিতান্।
লক্ষ্যৈঃ পঞ্চদশৈর্মাত্রৈ ক্রোষ্টুকৈস্ত্রিভিরাপ্লুতম্ ॥ ২০
তং জালেনোদ্ধৃতং দৃষ্ট্বা তে তদা বেগপারগম্
সর্বে প্রাঞ্জলয়ো দাশাঃ শিরোভিঃ প্রাপতন্ ভুবি ॥ ২১
পরিষেদপরিত্রাসাজ্জালস্যাকর্ষণেন চ
মৎস্যা বহুবুর্ব্যাপন্নাঃ স্থলসংস্পর্শনেন চ ॥ ২২
স মুনিস্তৎ তদা দৃষ্ট্বা মৎস্যানাং কদনং কৃতম্
বহুধা কৃপণাবিষ্টো নিঃশ্বসংশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৩

নিষাদা ঊচুঃ।

অজ্ঞানাদ্ যৎ কৃতং পাপং প্রসাদাৎ তত্র নঃ কুরু।
করবাম প্রিয়ং কিং তে ব্রূহি মহামুনে ॥২৪
ইত্যুক্তো মৎস্যমধ্যস্থো ধনো গাম্ভীর্যবীর্যবান্।
যো মেঽদ্য পরমঃ কামস্তং শৃণুধ্বং সমাহিতাঃ ॥ ২৫

এই বীরেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, বলবান্, যৌবনশালী ও অন্যান্য জেলের ন্যায় কখনও কোনস্থান হইতে নিবৃত্ত হইত না। তাহারা জলে খেলিবার নিমিত্ত কতিপয় দেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৩

তদনন্তরমেকৃত্য জলমধ্যে। সেই সময় যেস্থানে মৎস্যগণ বাস করিত, সেই গভীর জলমধ্যে যাইয়া তাহারা নিজেদের জালকে পূর্ণরূপে যোজনা করিল। ১৪

মৎস্যাভিলাষী কৈবর্তগণ (জেলেরা) বহুবিধ উপায় করিয়া গঙ্গা-যমুনার সেস্থানের জলকে জালের দ্বারা আবৃত করিল। ১৫

তাহাদের সেই জাল নূতন সূত্রের দ্বারা নির্মিত ছিল ও বিস্তার ছিল এবং লম্বা-চওড়াও বহু দূরের ছিল। এই জাল উত্তমরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং শক্ত-সামর্থ্য ছিল। এই জালকে তাহারা জলের উপর নিক্ষেপ করিল। তারপর পরস্পর পরেই সেই সব কৈবর্তরা জলমধ্যে নির্ভয় হইয়া নামিয়া পড়িল। তাহারা সকলে প্রসন্ন ও পরস্পর পরস্পরের অধীনে ছিল। এইভাবে তাহারা পরে মিলিত হইয়া জালকে আকর্ষণ করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিল। এই জালে তাহারা মৎস্যগণের সহিত অন্যান্য জলজন্তুদিগকেও আবদ্ধ করিয়াছিল। ১৬-১৮

মহারাজ! জাল আকর্ষণ করিবার সময় তাহারা বৈবেজ্ঞার সেই জালের দ্বারা মৎস্যগণে পরিবৃত ভৃগুপুত্র, মহর্ষি চ্যবনকেও উপরে উত্থাপিত করিল। ১৯

তাঁহার দেহ তখন নদীর বেগজনিত দ্বারা লিপ্ত ছিল তাঁহার গুল্ফ (গাঁট) ও ঘটীনদ্বয় ধরিয়াই রহিয়াছিল এবং তাঁহার অঙ্গসকলে পথ্যাদি জলচরগণের নখাদি লাগিয়া থাকায় বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছিল তখন এরূপ মনে হইতেছিল— তাঁহার অঙ্গে যেন শুক্তিরের বিচিত্র লোমাবলি লাগিয়া রহিয়াছে। ২০

বেদের পারদর্শী বিদ্বান্ সেই মহর্ষিকে জালের দ্বারা বদ্ধ অবস্থায় উঠিয়া আসিতে দেখিয়া সকল কৈবর্তগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তক নত করত ভূমিতে পতিত হইল অর্থাৎ ভূমিষ্ঠপ্রণাম করিল। ২১

অত্যন্ত শিকে জালের আকর্ষণে অত্যন্ত ঘের, ত্রাস ও জলের স্পর্শবশতঃ বহু মৎস্য নিহত হইল। মুনি যখন সেই মৎস্যগণের সংহার দেখিলেন, তখন তাঁহার অতিশয় দয়া হইল এবং তিনি বারম্বার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ২২-২৩

তখন নিষাদেরা বলিল—মহামুনে! আমরা না জানিয়া যে পাপ করিয়াছি, তাহার জন্য ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আরও বলুন—আমরা আপনার কোন্ প্রিয় কার্য্য করিব? ২৪

কৈবর্তগণ এই কথা বলিলে পর মৎস্যসকলের মধ্যে উপবিষ্ট মহর্ষি চ্যবন বলিলেন— এই সময় আমার যাহা পরম কার্য্য, তাহা সাবধানে তোমরা শ্রবণ কর। ২৫

প্রাণোৎসর্গং বিসর্গং বা মৎসৌহার্দস্যাদ্যাবং সহ
সাধ্বাসাদ্যোৎসহে ত্যক্তুং সলিলেঽমুষিতানহম্। ২৬
ইত্যুক্ত্বাঙ্গে নিষাদাস্ত্রং সুকৃশং তত্রকম্পিতাঃ।
সর্বে বিবর্ণবদনা নহুষায় ন্যবেদয়ন্। ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি চ্যবনোপাখ্যানে
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৫০

আমি এই বংশগণের সহিতই নিজের প্রাণ ত্যাগ বা ইচ্ছা করিব। ইহারা আমার সহযাত্রী আমি বহু দিন ধরিয়া ইহাদের সহিত জলে বাস করিতেছি; অতএব আমি ইহাদের ত্যাগ করিতে পারিব না। ২৬

মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিষাদগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহাদের সকলের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সেই অবস্থায় তাহারা রাজা নহুষের নিকট গমন করত তাঁহাকে সমস্ত সংবাদ নিবেদন করিল। ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বাধ্যায়ের দানধর্মপর্বে চ্যবনের উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজা নহুষের এক-গোমূলোন মহর্ষি-চ্যবনসা ক্রয়ঃ, মুনিনা গোধাহাত্ম্যস্য কথনম্, মৎস্যানাং তথা কৈবর্তানাং সদ্গতিবর্ণনঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ।

নহুষস্তু ততঃ শ্রুত্বা চ্যবনং তু তথাগতম্।
ত্বরিতঃ প্রযযৌ তত্র সভামাত্য-পুরোহিতঃ। ১
শৌচং কৃত্বা যথান্যায়ং প্রাঞ্জলিঃ প্রযতো নৃপঃ।
আজ্ঞানমাচষ্টে চ চ্যবনায় মহাত্মনে। ২
অর্চয়ামাস তং চাপি তদা রাজা পুরোহিতঃ।
সত্যব্রতস্তু মহাত্মানং দেবকল্পং বিশাম্পতে। ৩

নহুষ উবাচ।

করবাণি প্রিয়ং কিং তে ব্রূহি তন্মে ঋষি দ্বিজোত্তম
সর্বং কর্তাস্মি ভগবন্ যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্। ৪

চ্যবন উবাচ।

ভ্রমেণ মহতা মুক্তাঃ কৈবর্তা মৎস্যজীবিনঃ।
মম মূল্যাং প্রযচ্ছন্তো মৎস্যানাং বিক্রয়ৈঃ সহ। ৫

নহুষ উবাচ

সহস্রং দীয়তাং মূল্যং নিষাদেভ্যঃ পুরোহিত।
নিষ্ক্রয়ার্থে ভগবতো যথায়ং তৃপ্যতে মনঃ। ৬

চ্যবন উবাচ

সহস্রং নাহমর্থামি কিং বা ত্বং মন্যসে নৃপ
সমুদ্রং দীয়তাং মূল্যং যদ্বৃত্ত্যা নিষ্ক্রয়ঃ কৃতঃ। ৭

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[রাজা নহুষ কর্তৃক একটি গোরু মূল্যে মহর্ষিচ্যবনকে ক্রয়, মুনির দ্বারা গোধাহাত্ম্য কথন এবং মৎস্য ও কৈবর্তগণের সদ্গতি বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—চ্যবনমুনিকে এরূপ অবস্থায় নিজের নগরের নিকটে আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া রাজা নহুষ তাঁর পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গের সহিত সত্বর সেস্থানে গমন করিলেন। ১

তিনি পবিত্রভাবে সংযতমনে কৃতাঞ্জলি হইয়া ন্যায়োচিত রীতিতে যথাত্মা চ্যবনকে নিজের পরিচয় দিলেন। ২

প্রভানাথ! রাজার পুরোহিত দেবতুল্য তেজস্বী, সত্যব্রত ও মহাত্মা চ্যবনমুনিকে বিধি অনুসারে পূজা করিলেন। ৩

নহুষ বলিলেন,—দ্বিজোত্তম! আপনি বলুন, আমি আপনার কোন্ প্রিয়কার্য করিব? ভগবন্! আপনার আদেশে অত্যন্ত দুষ্কর কার্য হইলেও তৎসমস্ত আমি পূর্ণ করিব। ৪

চ্যবন বলিলেন,—মৎস্যজীবী কৈবর্তগণ অজ্ঞতা পরিহার করিয়া আমাকে ভ্রমে আমার মূল্য উপস্থিত করিয়াছে; অতএব আপনি ইহাদের এই মৎস্যসকলের বিক্রয় মূল্য সহ আমার মূল্য প্রদান করুন। ৫

তখন নহুষ নিজের পুরোহিতকে বলিলেন,—পুরোহিত ভগবান চ্যবন যে আজ্ঞা করিলেন, তদনুসারে এই পূজ্যপাদ মহর্ষির মূল্যরূপে কৈবর্তগণকে এসহস্র মুদ্রা মূল্য প্রদান করুন। ৬

চ্যবন বলিলেন,—নৃপ! আমি এক রাজার মূল্যের বিক্রয়যোগ্য নহি। আপনি কি আমার এই মূল্যেই বুঝিলেন? আমা

নহুষ উবাচ।

সহস্রাণাং শতং বিপ্র নিবাদেভ্যঃ প্রদীয়তাম্
স্যাদিদং ভগবন্ মূল্যং কিং বাল্পমতঃ ভবান্ ॥ ৮

চ্যবন উবাচ।

নাহং শতসহস্রেণ নিষ্কাণাং পার্থিবর্ষভ।
দীয়তাং সদৃশং মূল্যমস্যাস্তৈঃ সহ চিন্তয় ॥ ৯

নহুষ উবাচ।

কোটিঃ প্রদীয়তাং মূল্যং নিষাদেভ্যঃ পুরোহিত।
অথবাপি নো মূল্যমতো ভূয়ঃ প্রদীয়তাম্ ॥ ১০

চ্যবন উবাচ।

রাজন্ নার্হামাহং কোটিং কৃতো বাপি মহাত্যতে
সদৃশং দীয়তাং মূল্যং ব্রাহ্মণৈঃ সহ চিন্তয় ॥ ১১

নহুষ উবাচ

অর্ধং রাজ্যস্য সপ্রাণং বা নিষাদেভ্যঃ প্রদীয়তাম্
এতন্মূল্যময়ং মন্যে কিং বাল্পমতঃ দ্বিজ ॥ ১২

চ্যবন উবাচ

অর্ধং রাজ্যং সপ্রাণং মূল্যং নার্হান্তি পার্থিব
সদৃশং দীয়তাং মূল্যমুর্ষিভিঃ সহ চিন্ত্যতাম্ ॥ ১৩

ভীষ্ম উবাচ।

মহর্ষের্বচনং শ্রুত্বা নহুষো দুঃখকর্ষিতঃ
স চিন্তয়ামাস তদা সহামাত্যঃপুরোহিতঃ ॥ ১৪
তত্র তুল্যো বনচরঃ কশ্চিন্মূল-ফলাশনঃ
নহুষস্য সমীপস্থো গদিতাভোঽভ্যবর্ত্তত ॥ ১৫
স তমাহাত্ত রাজানমব্রবীদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
তোষয়িষ্যাম্যহং ক্ষিপ্রং যথা তুষ্টো ভবিষ্যতি ॥ ১৬
নাহং মিথ্যাবচো ব্রূয়াং স্বৈরেষ্বপি কুতোঽন্যথা
ভবতো যদহং ব্রূয়াং তৎকার্যমবিশঙ্কয়া ॥ ১৭

নহুষ উবাচ

ব্রবীতু ভগবান্ মূল্যং মহর্ষেঃ সদৃশং ভৃগোঃ।
পরিত্রাহ্যথ মামস্মিন্বিষয়ে কুলজ ত্বং ॥ ১৮

যোগ্য মূল্য আপনি প্রদান করুন এবং সেই মূল্য কত দিতে হইবে তাহা আপনি নিজ বুদ্ধির দ্বারাই স্থির করুন। ৭

নহুষ বলিলেন,—ঋষিবর! এই নিষাদদিগকে আপনি এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করুন। পুরোহিতকে এই কথা বলিয়া তিনি মুনিকে প্রশ্ন করিলেন—) ভগবন্! ইহা কি আপনার উচিত মূল্য হইতে পারে? অথবা আপনি আপনার আরও কিছু অধিকমূল্য মনে করেন? ৮

চ্যবন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে এক লক্ষমুদ্রার মূল্যেই ক্রীত করিবেন না। আপনি উচিত মূল্য প্রদান করুন। এ বিষয়ে আপনি মন্ত্রিগণের সহিত বিচার-পরামর্শ করুন। ৯

নহুষ বলিলেন,—পুরোহিত! আপনি এই নিষাদগণকে এক কোটি মুদ্রা মূল্যরূপে প্রদান করুন। যদি ইহাতে যথার্থ মূল্য না হয়, তবে আরও অধিক মূল্য দান করুন।

চ্যবন বলিলেন,—মহাতেজস্বী নরেন্দ্র! আমি এককোটি বা তাহা হইতেও অধিক মূল্যে বিক্রয়যোগ্য নহি। তাহা আমার উচিত মূল্য নহে। সেই মূল্যই প্রদান করুন এবং এ বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করুন। ১১

নহুষ বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! যদি এই কথাই হয়, তবে নিষাদগণকে আমার অর্দ্ধেক রাজ্য বা সম্পূর্ণ রাজ্যই প্রদান করি। ইহাকেই আমি আপনার জন্য উচিত মূল্য বলিয়া মনে করি। আপনি ইহার অতিরিক্ত আর কি মনে করেন? ১২

অর্দ্ধ রাজ্য আপনার আর্হাদি বা সম্পূর্ণ রাজ্যও আমার উচিত মূল্য হইতে পারে না। আপনি যথার্থ মূল্য স্থির করুন এবং যদি এই মূল্য বিষয়ে আপনার চিন্তায় কিছু না হয়, তবে ঋষিগণের সহিত বিচার করুন। ১৩

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা নহুষ দুঃখে কাতর হইয়া উঠিলেন এবং মন্ত্রী ও পুরোহিতের সহিত এ বিষয়ে বিচার করিতে লাগিলেন। ১৪

এই সময়ে বন্য-মূল ভোজনকারী অন্য এক বনবাসী মুনি সেস্থানে আসিলেন। তিনি যোগ বলে উহা হইতে জানগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ রাজা নহুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই রাজাকে সম্বোধন করত বলিলেন—। ১৫।

রাজন্! এই মুনি কাহার দ্বারা (কোন মূল্যে) সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা আমি জানি। আমি ইহাকে সত্বর সন্তুষ্ট করিব। আমি কখনও হাস্য-পরিহাস ছলেও মিথ্যা কথা বলি না, সুতরাং এই সম্বন্ধে কিভাবে মিথ্যা কথা বলিতে পারি? আমি আপনাকে যাহা কিছু বলিব, তাহা আপনি নির্ভয়ে পালন করুন। ১৬-১৭

নহুষ বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমাকে ভৃগুপুত্র মহর্ষি-চ্যবনের বিক্রয়যোগ্য উচিত মূল্য বলুন এবং ইহা নির্ণয় করিয়া আমাকে আমার মূলকে ও আমার সম্পূর্ণ রাজ্যকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন। ১৮

ভস্মাদ্ভি ভগবান্ ক্রুদ্ধস্ত্রৈলোক্যমপি কেবলম্।
কিং পুনর্মাং তপোহীনং বাহুবীর্যোপরাকৃতম্ ॥ ১৯
অস্মাবাস্তনি মন্ত্রস্য সংমার্জ্যস্য সমন্বিতঃ।
প্রণবো ভব মহর্ষে ত্বং কুরু মূল্যবিনিশ্চয়ম্ ॥ ২০

ভীষ্ম উবাচ।

নহুষস্য বচঃ শ্রুত্বা গবিজাতঃ প্রতাপবান্।
উবাচ হর্ষয়ন্ সর্বানমাত্যান্ পার্থিবস্য তম্ ॥ ২১
(ব্রাহ্মণানাং গবাং চৈব কুলমেকং দ্বিধা কৃতম্।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি।)
অনর্ঘেয়া মহারাজ দ্বিজা বর্ণেষু চোত্তমাঃ।
গাবশ্চ পুরুষব্যাঘ্র সৌম্যুলা পরিকল্পিতাঃ ॥ ২২
নহুষস্তু ততঃ শ্রুত্বা মহর্ষের্ভবনং নৃপ।
হর্ষেণ মহতা যুক্তঃ সমামাত্যপুরোহিতঃ ॥ ২৩

এই ভগবান্ চ্যবনমুনি যদি কুপিত হন, তাহা হইলে তিনি তিন লোকেরই ভস্ম করিতে পারেন; সেখানে আমার ন্যায় তপোবলহীন কেবল বাহুবলশালী নরেন্দ্রকে নষ্ট করা ইহার পক্ষে আর কি অধিক বিষম হইতে পারে? ১৯

মহর্ষে! আমি নিজের মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতের সহিত নতমস্তকে আপনার মহাশ্রমে নিয়ত হইতেছি। আপনি লৌকা-বরণ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন। ইহার যোগ্য মূল্য নির্ণয় করিয়া দিন। ২০

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! নহুষের এই কথা শ্রবণ করিয়া গো-সমূহ হইতে উৎপন্ন সেই প্রতাপশালী মহর্ষি হাস্য ও তাঁহার সমস্ত মন্ত্রিমণ্ডলীকে আনন্দিত করিতে করিতে বলিলেন—। ২১

(মহারাজ! ব্রাহ্মণগণের ও গোসকলের মূল এক; তবে সেই মূলকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে একমূলে (ব্রাহ্মণকুলে) মন্ত্র থাকেন এবং অন্যমূলে (গোমূলে) হবিঃ থাকেন।) পুরুষশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণগণ সমস্ত বর্ণের মধ্যে উত্তম। তাঁহাদের এবং গোগণের কোনও মূল্যই নির্ণয় করিবার যোগ্য নহে। অতএব আপনি ইঁহার মূল্যরূপে একটি গো-প্রদান করুন। ২২

হে নৃপ! মহর্ষির এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী ও পুরোহিতসহ রাজা নহুষ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। ২৩

অত্রিগমঃ ভৃগোঃ পুত্রঃ চ্যবনঃ সংশিতব্রতঃ।
ইমং প্রোবাচ নৃপতে বাচা সম্পরিহর্ষয়ন্ ॥ ২৪

নহুষ উবাচ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বিপ্রর্ষে গবা ক্রীতোঽসি ভার্গব।
এষ মূল্যময়ং রাজ্ঞ ত্বয় ধর্মকৃতাং বর ॥ ২৫

চ্যবন উবাচ

উত্তিষ্ঠাম্যেষ রাজেন্দ্র সম্যক্ কৃতোঽস্মি তেঽনঘ।
গোভিস্তুল্যা ন পশ্যামি ধনং ত্রিভিরিহাচ্যুত ॥ ২৬
কীর্তনং শ্রবণং দানং দর্শনং চাপি পার্থিব।
গবাং প্রশস্যতে বীর সর্বপাপহরং শিবম্ ॥ ২৭
গাবো লক্ষ্মীঃ সদা মূলং গোষু পাপ্মা ন বিদ্যতে।
অন্নমেব সদা গাবো দেবানাং পরমং হবিঃ ॥ ২৮
ব্রাহ্মণেষ্ব চ যদ্যচ্চ্রেয়ো গোষু নিত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
গাবো যজ্ঞস্য যোনিশ্চ তস্মাদ্ যজ্ঞেষু তা মৃতাঃ ॥ ২৯

নৃপতে! 'তুমি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী বৃত্তপুত্র মহর্ষি চ্যবনের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে নিজের বাক্যের দ্বারা যেন তুষ্ট করিতে করিতে বলিলেন ২৪

নহুষ বলিলেন,—ব্রহ্মাণ্ডগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভৃগুবর! কৃতজ্ঞ আমি একটি গো দিয়া আপনাকে ক্রয় করিয়াছি অতএব আপনি উঠুন আমি ইঁহাকেই আপনার উচিত মূল্য বলিয়া মনে করি। ২৫

চ্যবন বলিলেন, নিষ্পাপ রাজেন্দ্র! আমি এখন উঠিতেছি আপনি উচিত মূল্য দিয়া আমাকে ক্রয় করিয়াছেন। বীর মহারাজ! হইতে অবিচ্যুত নহেন। আমি এ জগতে গোর সমান অন্য কোনও ধন দেখিতে পাই না। ২৬

বীর কৃপাল! গোর নাম ও গুণকীর্তন এবং শ্রবণ করা, গো দান করা ও গো-দর্শন করা এই সকল শাস্ত্রে প্রশংসিত হইয়াছে; এই সব কার্য্য সমস্ত পাপ হরণ করিয়া পরমমঙ্গল প্রাপ্তি করায়। ২৭

গোসকল সর্ব্বদা লক্ষ্মীর মূল ইঁহাদের মধ্যে পাপের গো বাস নাই। গো-গণই যজ্ঞকারিগণকে সদা অন্ন এবং দেবতাদিগকে সদা হবিঃ প্রদান করেন। ২৮

যাগ ও যজ্ঞকর্ত্তা সর্ব্বদা গো-গণেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। গো সকলই যজ্ঞের সকলের কারণ ও তাঁহার মূল ২৯

অমৃতং ক্ষরয়ং দিব্যং ক্ষরন্তি চ বহন্তি চ
অমৃতাভনা চৈতাঃ সর্বলোকনমস্কৃতাঃ ॥ ৩০

তেজসা বপুষা চৈব গাবো বহ্নিসমা ভুবি
গাবো হি পুনরং তেজঃ প্রাণিনাঞ্চ সুখপ্রদাঃ ॥ ৩১

নিত্যিষ্টাং গোকুলং যত্র শ্বাসং মুঞ্চতি নির্ভয়ম্ ।
বিরাজয়তি তং দেশং পাপং চাস্যাপকর্ষতি ॥ ৩২

গাবঃ স্বর্গস্য সোপানং গাবঃ স্বর্গেঽপি পূজিতাঃ ।
গাবঃ কামদুহো দেব্যো নাতঃ কিঞ্চিৎ পরা স্মৃতম্ ॥৩৩

উত্তোত্তম্ গোষু যে প্রোক্তং মাহাত্ম্যং তত্তত্ত্বতঃ ।
শুণৈকদেশবচনা শক্যা পারায়ণং ন তু ॥ ৩৪

নিষাদা উচুঃ ।

বর্ণনা কথনা চৈব সদাস্মাভিঃ কৃতং মুনে
সন্তাঃ সাধুজনঃ শৈত্র প্রসাদং নঃ কুরু প্রভো ॥ ৩৫

ধর্মাত্মা কথিতা চৈব ত্বয়াস্মাভিঃ কৃতং মুনে
সন্তাঃ সাধুজনঃ শৈত্র প্রসাদং নঃ কুরু প্রভো ॥ ৩৬

ইত্যুক্তবতি তেষাং তু নিষাদানাং মহাত্মনাম্ ।
ভীষ্মঃ প্রোবাচ ধর্মাত্মা ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৩৭

ভীষ্ম উবাচ

শৃণুষ্বৈতদ্ যথা রাজন্ ঋষয়ো ধর্মকোবিদাঃ ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ধর্মং পপ্রচ্ছুরুত্তমম্ ॥ ৩৮

ধর্মাত্মা কথিতা চৈব ত্বয়াস্মাভিঃ কৃতং মুনে
সন্তাঃ সাধুজনঃ শৈত্র প্রসাদং নঃ কুরু প্রভো ॥ ৩৯

ইত্যুক্তবতি তেষাং তু নিষাদানাং মহাত্মনাম্ ।
ভীষ্মঃ প্রোবাচ ধর্মাত্মা ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৪০

ভীষ্ম উবাচ

শৃণুষ্বৈতদ্ যথা রাজন্ ঋষয়ো ধর্মকোবিদাঃ ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ধর্মং পপ্রচ্ছুরুত্তমম্ ॥ ৪১

যাঁহারা বিশুদ্ধমনস্ক হিয়া অমৃত ক্ষরণ করেন এবং যোহন করিলে পর অমৃতই ক্ষরণ করেন ইঁহারা অমৃতের আধার। সম্পূর্ণ লোকসমূহ ইঁহাদের নমস্কার করে ॥ ৩০

পৃথিবীতে গোগণ নিজেদের তেজ ও কান্তিতে অগ্নির সমান। গোসকল অগ্নিসম তেজের হেতু এবং সমস্ত প্রাণিগণকে সুখদান করেন ॥ ৩১

গোসমূহ যেস্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া নির্ভয়ে শ্বাস ত্যাগ করেন, সেস্থানের তাঁহারা লোকাবর্জন করিয়া থাকেন এবং সেস্থানের সমস্ত পাপ আকর্ষণ করেন ॥ ৩২

গোগণ স্বর্গের সোপান গোসকল স্বর্গেও পূজিত হন। গোগণ সমস্ত কামনাপূর্ণকারিণী দেবী। ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য আর কিছু নাই বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই আমি গোসকলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলাম। ইহার দ্বারা আমি ঔহাদের গুণসমূহের দিগ্‌দর্শন মাত্র করাইলাম। গোগণের সমস্ত গুণসমূহের বর্ণনা কেহই করিতে পারেন না ॥ ৩৪

(ঈহার পর) নিষাদগণ বলিল,—মুনে! সজ্জনগণের সহিত মাত্র দশ গমন করিলেই মিত্রতা স্থাপিত হয়। আমরা আপনাকে বর্ণন করিয়াছি এবং আমাদের সহিত আপনি এ যাবৎকাল কথাবার্তাও বলিয়াছেন, প্রভো! অতএব আপনি আমাদের প্রতি কৃপা করুন ॥ ৩৫

ধর্মাত্মা! আপনি ধর্মজ্ঞ ঋষিদের সম্পূর্ণ ব্যবিষয়ক ঔপদেশ করিয়া থাকেন, হেইকণ আপনিও আমাদের দোষ-দুর্বলসমূহের ক্ষমতাই প্রভাবশালী অভিবরণ ॥ ৩৬

বিষন! আমরা আপনাকে প্রণাম করিয়া আপনার প্রসন্নতা-বিধান করিতেছি। আমাদের উপর অনুগ্রহ করিবার জন্য এই গো আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৩৭

(অন্যান্য আপনে নিষাদ ভীষ্মগণের উদ্ধারকারী পুরুষের যে উত্তম গতি লাভ হয়, তাহা আপনি জানেন। আমরা নরকে নিমজ্জিত রহিয়াছি, আজ আপনি আমাদের শরণদান করুন।)

চ্যবন বলিলেন, নিষাদগণ! কোন দীন-দুঃখীর, ব্যক্তির ও বিষয়ে সর্গের দোষপূর্ণ দৃষ্টি যতক্ষণে দেইতাবে বলসহ হয় করিয়া থাকে, যেরূপ প্রজলিত অগ্নি শুষ্ক তৃণকাষ্ঠাদিকে দগ্ধ করে ॥ ৩৮

কৈবর্তগণ! আমি তোমাদের প্রভু এই গো গ্রহণ করিলাম। এই গোদানের প্রভাবে তোমরা পাপমুক্ত হইয়া যাইবে। এখন তোমরা এই গুণবান্ মৎস্যগণের সহিত সমস্ত স্বর্গলোকে গমন কর ॥ ৩৯

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! তদনন্তর বিভুর অনুজ্ঞাক্রমে বিশিষ্ট সেই মহর্ষি চ্যবন পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়াই তাঁহার প্রভাবে সেই কৈবর্তগণ মৎস্যকুলের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিল ॥ ৪০

ততঃ স রাজা নহুষো বিস্মিতঃ প্রেক্ষ্য বীর্যবান্।
আহোহমাগাদ্রিতি মৎস্যাংস্তে ভরতর্ষভ ॥ ৪১
ততস্তৌ দদিজস্তৈব চ্যবনস্য তৃগূদ্বহঃ।
বরাভ্যামভ্যুপাত্যাং হৃদয়ামাসতুর্নৃপম্ ॥৪২
ততো রাজা মহাবীর্য্যো নহুষঃ পৃথিবীপতিঃ।
পরমিত্যব্রবীৎ প্রীতস্তদা ভরতসত্তম ॥ ৪৩
ততো জগ্রাহ বর্ষে স স্তিতিমিন্তনিতো নৃপঃ
তথেতি চোদিতঃ প্রীতস্তাবুভৌ প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৪৪
সমাপ্তদীক্ষ্যাবনতস্তোঽগচ্ছৎ স্বমাশ্রমম্
গবিজস্ত মহাতেজাঃ স্বমাশ্রমপরং যযৌ ॥ ৪৫

নিবাদাংস্ত দিবং গচ্ছন্তে চ মৎস্যা ভবানিব
নহুষোঽপি বরং লব্ধ্বা প্রবিবেশ পুরং পুরম্ ॥ ৪৬
এতত্তে কথিতং তাত যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
দর্শনে যাদৃশঃ স্নেহঃ সাবাসে বা বৃধিষ্ঠির ॥ ৪৭
মহাভাগ্যং গবাং চৈব তথা ধর্মবিনিশ্চয়ম্।
কিং ভূয়ঃ কথয়াতা বীর কিং তে প্রতি বিবক্ষিতম্ ॥৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি চ্যবনোপাখ্যানে
একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় সেই বীরত্ব ও মৎস্যগণকে স্বর্গলোকের দিকে গমন করিতে দেখিয়া রাজা নহুষ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৪১

তাহার পর দুই হইতে উৎপন্ন মহর্ষি এবং তৃণধ্বজ চ্যবন উভয়েই রাজা নহুষকে ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন ॥ ৪২

ভরতসত্তম! তখন সেই মহাপরাক্রমশালী ভূপাল রাজা নহুষ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—আপনাদের কৃপায় যজ্ঞে ॥ ৪৩

অনন্তর তাঁহাদের উভয়ের আশ্রয়ে ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী সেই নরপতি যজ্ঞেই অবস্থিত থাকিবার বর প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে 'তথাস্তু' বলিলে পর রাজা নহুষ সেই দুই ঋত্বিক্‌কে বিধি অনুসারে পূজা করিলেন ॥ ৪৪

সেই দিনেই মহর্ষি চ্যবনের লাভ। এতক্ষণে সমাপ্ত হইল এবং তিনি নিজ আশ্রমে চলিয়া যাইলেন ইহার পর মহাতেজস্বী গোত্রাত মুনিও নীয় আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৪৫

জনাধিপ! সেই বীরত্ব ও মৎস্যগণ স্বর্গলোকে চলিয়া যাইল এবং রাজা নহুষও বর প্রাপ্ত হইয়া নিজের রাজধানীতে প্রবেশ হইলেন ॥৪৬

তাত যুধিষ্ঠির! তোমার প্রশ্নানুসারে আমি এই সমস্ত প্রসঙ্গ তোমাকে বলিলাম। দর্শন ও সহবাসে কিরূপ স্নেহ হয়? সেই মাহাত্ম্য কিরূপ? এবং ধর্মবিষয়ে যথার্থ নির্ণয় কি? এই সমস্ত বিষয় এই প্রসঙ্গের দ্বারা স্পষ্ট হইয়া যাইল। এখন আমি তোমাকে আর কি বলিব? বীর! তোমার মনে আর কি শুনিবার বাসনা আছে? ৪৭-৪৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে চ্যবনের উপাখ্যানবিষয়ক
এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[রাজা কুশিকের তপ পত্নী ও মহর্ষি চ্যবনের সেবাবর্ণন]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সংশয়ো মে মহাপ্রাজ্ঞ সুমহান্ সাগরোপমঃ।
তং মে শৃণু মহাবাহো ক্রুতা ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

কৌতূহলং মে সুমহজ্জামদগ্ন্যং প্রতি প্রভো।
রামং ধনুষ্মতাং শ্রেষ্ঠং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২

কথমেষ সমুৎপন্নো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ
কথং ব্রহ্মর্ষিবংশোঽয়ং ক্ষত্রধর্মমুপাগতঃ ॥ ৩

তদস্য সম্ভবং রাজন্ নিখিলেনানুকীর্তয়
ভৌমিকাচ্চ কথং বংশাৎ ক্ষত্রাদ্বৈ ব্রাহ্মণো ঽভবৎ ॥ ৪

অহো প্রভাবঃ সুমহানাসীদ্বৈ সুমহাত্মনঃ
রামস্য চ নরব্যাঘ্র বিশ্বামিত্রস্য চৈব হি ॥ ৫

কথং পুত্রানতিক্রম্য তেষাং নপ্তৃষ্বভূৎ ভবঃ
এষ দোষঃ সুতান্ হিত্বা তত্তঃ ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
চ্যবনস্য চ সংবাদং কুশিকস্য চ ভারত ॥ ৭

এতং তে দোষং পৃষ্টা দৃষ্টা ভার্গবস্ত্যবেক্ষণা
আগামিনং মহাবুদ্ধিঃ স্বয়ংশে মুনিসত্তমঃ ॥ ৮

নিশ্চিত্য মনসা সর্বং গুণদোষবলাবলম্
দৃষ্ট্বা কামং কুলে সর্বং কুশিকানাং তপোধনঃ ॥ ৯

চ্যবনঃ সমনুপ্রাপ্য কুশিকং বাক্যমব্রবীৎ
বরমিচ্ছা সমুৎপন্না দৃষ্টা সহ মমানঘ ॥ ১০

কুশিক উবাচ।

ভগবন্ সংশয়োঽয়ং মে পতিভিরিহ বার্ধ্যতে
প্রদানকালে কন্যানামুচ্যতে চ সদা বুধৈঃ ॥ ১১

যত্তু তাবদতিক্রান্তং ধর্মদ্বারং তপোধন
তৎকার্য্যং প্রকরিষ্যামি ভবতস্তু ভবেদ্ভয়ং ॥ ১২

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[রাজা কুশিক ও তাঁহার পত্নী কর্তৃক মহর্ষি চ্যবনের সেবা সর্ব্ব।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো! আমার মনে এক মহা-সাগর সদৃশ অত্যন্ত সংশয় রহিয়াছে। মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন এবং তদ্বিষয় তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করুন। ১

প্রভো! ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের বিষয়ে আমার মনে অতিশয় কৌতূহল আছে। অতএব আপনি আমার প্রশ্নের বিশদ ব্যাখ্যা করুন। ২

এই সত্যপরাক্রমী পরশুরাম 'কিভাবে উৎপন্ন হইয়াছেন? ব্রহ্মর্ষিগণের এই বংশ কিরূপে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মসম্পন্ন হইয়া যাইল? ৩

রাজন্! অতএব আপনি পরশুরামের উৎপত্তি প্রসঙ্গ পূর্ণ-রূপে বলুন। রাজা কুশিকের বংশ ত' ক্ষত্রিয় ছিল, উহা হইতে কিরূপে ব্রাহ্মণজাতির উৎপত্তি হইল? ৪

নরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ পিতামহ! মহাত্মা পরশুরাম এবং বিশ্বামিত্রের মহান্ প্রভাব অদ্ভুত ছিল। ৫

রাজা কুশিক ও মহর্ষি ভৃগু—ইঁহারা উভয়ে নিজ নিজ বংশের প্রবর্ত্তক ছিলেন তাঁহাদের পুত্র গাধি ও অন্যান্যদিগে অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের পৌত্র বিশ্বামিত্র এবং পরশুরামেরই এই বিজাতীয়তা দোষ কিভাবে আসিল? ইহাতে যাহা যথার্থ কারণ আছে, তাহা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করুন। ৬

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! এবিষয়ে মহাত্মাগণ মহর্ষি চ্যবন ও রাজা কুশিকের সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৭

পূর্ব্বকালে ভৃগুপুত্র চ্যবন এই কথা জানিতে পারিলেন যে, আমাদের বংশে কুশিক-বংশের কন্যার সম্বন্ধবশতঃ ক্ষত্রিয়ত্বের মহাদোষ আসিয়া উপস্থিত হইবে। ইহা জানিয়া সেই পরম বুদ্ধিমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ চ্যবন মনে মনের সমস্ত শুভ-দোষ ও বলাবল বিচার-করিলেন। তাহার পর কুশিক-বংশের সব করিবার বাসনা করিয়া তপোধন চ্যবন রাজা কুশিকের নিকট গমন করিলেন এবং এই কথা বলিলেন—নিষ্পাপ রাজন্! আমার মনে কিছুকাল আপনার সহিত বাস করিবার ইচ্ছা হইয়াছে ॥৮-১০

কুশিক বলিলেন,—ভগবন্ এই অতিথি-সেবারূপ মহাধর্ম্ম বিদ্বান্ পুরুষগণ এ সংসারে ধারণ করিয়া থাকেন এবং কন্যা-দিগের প্রদানকালে অর্থাৎ কন্যাদিগের বিবাহের সময়ে সজ্জন পণ্ডিতগণ ইহার উপদেশ করেন। ১১

তপোধন! আজ পর্য্যন্ত আমার এই ধর্ম্মপথ পালন করা

ভীষ্ম উবাচ

তথাসনমুপাদায় চ্যবনস্য মহামুনেঃ
কুশিকো ভার্য্যয়া সার্দ্ধমভ্যগচ্ছদ যতো মুনিঃ ॥ ১৩
প্রসৃজ্য রাজা তুরগান্ পদাতিস্থে সুবেষধৃক্
কায়ক্লাযাস সর্বাংস্ক ক্রিয়াস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪

ততঃ স রাজা চ্যবনং মধুপর্কং যথাবিধি।
গ্রাহয়ামাস চাব্যগ্রো মহাত্মা নিয়তব্রতঃ ॥ ১৫

সৎকৃত্য তং তথা বিপ্রমিদং পুনরথাব্রবীৎ
ভগবন্ পরবন্তো মো ব্রূহি কিং করবাণ্যহে ॥ ১৬

যদি রাজ্যং যদি ধনং যদি গাঃ সংশিতব্রত
যজ্ঞ-দানানি চ তথা ব্রূহি সর্বং দদামি তে ॥ ১৭

ইদং গৃহমিদং রাজ্যমিদং ধর্মাসনঞ্চ তে
রাজা ব্রূষসি শাধ্বীমহং ভূত্ব পরবাংস্ত্বয়ি ॥ ১৮

এবমুক্তে ততো বাক্যে চ্যবনো ভার্গবস্তদা
কুশিকং প্রত্যুবাচেদং মৃদা পরময়া যুতঃ ॥ ১৯

ন রাজ্যং কাময়ে রাজন্ ন ধনং ন চ যোষিতঃ।
ন চ গাং ন চ বৈ দেশান্ ন বজ্ঞান্ ব্রূহতোঽমিতান্ ॥ ২০

নিয়মো বিদিতো মেঽত্র মুখাদেবাদ্য রোচতে
পরিচর্য্যোঽস্মি বস্তাভ্যাং যুবাভ্যামিতি কল্পিতঃ ॥ ২১

এবমুক্তে তদা তেন দম্পতী তৌ জগর্হতুঃ
প্রত্যাত্তাঞ্চ তমৃষিমেবমাহতি ভারত ॥ ২২

অথ তং কুশিকো হৃষ্টঃ প্রাবেশয়দমুত্তমম্।
গৃহোদ্দেশং তত্তস্তু দর্শনীয়মদর্শয়ৎ ॥ ২৩

ইয়ং শয্যা ভগবতো যথাকামমিহোত্তমাম্
প্রযতিষ্যাবহে প্রীতিমাহর্তুঃ তে তপোধন ॥ ২৪

অথ তং পূর্ব্বোঽহতশ্চক্রাম তেষাং সংযত্তাং তথা।
অথর্ষিশ্চোদয়ামাস পানয়ন্ত্রং তদৈব চ ॥ ২৫

এবমুক্তে ততো রাজা চ্যবনো ভার্গবস্তদা
কুশিকঃ প্রত্যুবাচেদং মৃদা পরময়া যুতঃ ॥ ১৯

ন রাজ্যং কাময়ে রাজন্ ন ধনং ন চ যোষিতঃ।
ন চ গাং ন চ বৈ দেশান্ ন বজ্ঞান্ ব্রূহতোঽমিতান্ ॥ ২০

নিয়মো বিদিতোঽত্রো মুখাদেবাদ্য রোচতে
পরিচর্য্যোঽস্মি বস্তাভ্যাং যুবাভ্যামিতি কল্পিতঃ ॥ ২১

এবমুক্তে তদা তেন দম্পতী তৌ জগর্হতুঃ
প্রত্যাত্তাঞ্চ তমৃষিমেবমাহতি ভারত ॥ ২২

অথ তং কুশিকো হৃষ্টঃ প্রাবেশয়দমুত্তমম্।
গৃহোদ্দেশং তত্তস্তু দর্শনীয়মদর্শয়ৎ ॥ ২৩

ইয়ং শয্যা ভগবতো যথাকামমিহোত্তমাম্
প্রযতিষ্যাবহে প্রীতিমাহর্তুঃ তে তপোধন ॥ ২৪

অথ পূর্ব্বোঽহতশ্চক্রাম তেষাং সংযত্তাং তথা।
অথর্ষিশ্চোদয়ামাস পানয়ন্ত্রং তদৈব চ ॥ ২৫

হয় নাই এবং সহসাও চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন আপনার সহযোগ ও কৃপায় তাহা পালন করিব। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি সেবা করিব? ১৯

ভীষ্ম বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া রাজা কুশিক মহামুনি চ্যবনকে বসিবার আসন প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং নিজের পত্নীর সহিত সেখানে আসিলেন। সেখানে সেই মুনি বিরাজমান ছিলেন। ১৩

রাজা নিজেই তুরগার (গাড়ু) হস্তে লইয়া মুনির পাদ ধৌত করিবার জন্য জল নিবেদন করিলেন। তাঁহার পর সেই মহাত্মাকে অর্ঘ্যাদি দান প্রভৃতি সকল কার্য্য পূর্ণ করাইলেন। ১৪

তদনন্তর নিয়মানুসারে ব্রতপালনকারী রাজা কুশিক শান্তভাবে মহাত্মা চ্যবন মুনিকে বিধিপূর্ব্বক মধুপর্ক ভোজন করাইলেন। ১৫

এইভাবে সেই ঋষির যথাযথ সৎকার করিয়া তিনি পুনরায় মুনিকে বলিলেন,—ভগবন্! আমরা দুই পতি-পত্নী আপনার আজ্ঞার অধীন। বলুন, আমরা আপনার কি সেবা করিব? ১৬

কঠোর ব্রতপালনকারী মহর্ষে! যদি আপনি রাজ্য, ধন, গো ও যজ্ঞের জন্য অন্য কিছু দান গ্রহণ করিতে বাসনা করেন, তাহা বলুন। এ সমস্তই আমি আপনাকে প্রদান করিতে পারি। এই রাজভবন, এই রাজ্য এবং এই মহাত্মকুল রাজসিংহাসন সব আপনারই। আমি সকলে আপনার আজ্ঞার অধীন সেবক। ১৭-১৮

তিনি এই কথা বলিলে পর ভৃগুপুত্র চ্যবন অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং কুশিককে এই কথা বলিলেন। ১৯

রাজন্! আমি রাজ্য কামনা করি না এবং ধনকামনাও করি না। যুবতী স্ত্রীগণের ইচ্ছাও আমার নাই; গোসকলের দানও আমার নাই, না দেশসমূহের না নানা যজ্ঞের কামনা আমার মনে রহিয়াছে। আপনি আমার এই কথা শ্রবণ করুন। ২০

যদি আপনাদের অভিরুচি হয়, তবে আমি এক নিয়ম আরম্ভ করিব। উহাতে আপনাদের উভয়কে অভিপ্রায় অনুসারেই নিযুক্তিতে আমার সেবা করিতে হইবে। ২১

মুনির এই কথা বলিলে পর রাজদম্পতী দুই হইলেন ভারত! তাঁহারা উভয়ে এই উত্তর দিলেন, আচ্ছা, তাহাই হউক আমরা আপনার সেবা করিব। ২২

তদনন্তর রাজা কুশিক তুষ্ট হইয়া মহর্ষি চ্যবনকে নিজের গৃহ অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। সেখানে মুনিকে এক সুসজ্জিত দর্শনীয় গৃহ দর্শন করাইলেন। ২৩

সেই গৃহ দেখাইয়া তিনি বলিলেন,—ভগবান! এই আপনার শয্যা। আপনি ইচ্ছানুসারে ইহাতে বিশ্রাম করুন আমরা আপনাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য সর্বতোভাবে যত্ন করিব। ২৪

এইভাবে যখন তাঁহাদের কথাবার্তা বলিতে বলিতে সূর্য্য হইয়া গেল, তখন মহর্ষি রাজাকে অন্ন ও জল আনিবার আজ্ঞা করিলেন॥ ২৫

তমপৃচ্ছৎ ততো রাজা কৃশিকঃ প্রপতন্নিব।
কিমত্রাতিমিষ্টঃ তে কিমুপশ্রুত্যপাস্যতাম্ ॥ ২৬
ততঃ স পরয়া প্রীত্যা প্রত্যুবাচ মহামিনম্।
ঔপস্তিকমাহারং প্রযচ্ছন্তেতি ভারত ॥ ২৭
ততঃ পুনর্দ্বিজা ভূত্বা তথেত্যাহ স পার্থিবঃ।
যথোপপন্নমাহারং তস্মৈ প্রাদাদ্যদাবিধি ॥ ২৮
ততঃ স ভুক্ত্বা তদবান্ দম্পত্যো প্রাহ বৈ মুনিং।
বস্তুমিচ্ছাম্যহং নিত্যং বাধতে যামিতি প্রভো।
ততঃ শয্যাগৃহং প্রাপ্য ভগবান্ বিসসর্জ্জ হঃ।
সংবিবেশ নরেন্দ্রশ্চ সপত্নীকঃ সহোত্তরম্ ॥ ৩০
ন প্রবোধোঽভিসংসুপ্তে ইত্যুবাচাথ ভার্গবঃ।
স বাহিতব্যো যে পাদৌ জাগৃতব্যঞ্চ তেঽনিশম্ ॥ ৩১
অথিনশ্চন্ত কৃশিকস্তথেত্যেবাহ বৈ মুনিং।
ন প্রবোধয়তশ্চ তৌ চ দম্পত্যো বরুণোদ্যতে ॥ ৩২
যথাদেশং মহর্ষেস্তু শুশ্রূষাপরমৌ তদা।

সেই সময় রাজা কৃশিক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার কিরূপ অনুকূল অভীষ্ট? আপনার সেবার উপযোগী কোন্ কোন্ বস্তু লইয়া আসিব? ১৬

ভার্গবসত্তম ইহা প্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীতিসহকারে রাজাকে বলিলেন—আপনার গৃহে যে অন্ন প্রস্তুত আছে, তাহাই আমাকে প্রদান করুন। ১৭

অনন্তর রাজা মুনির কথা সমাপ্ত করিয়া 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া চলিয়া যাইলেন এবং যে ভোজন প্রস্তুত ছিল, তাহাই আনিয়া মুনিকে প্রদান করিলেন। ১৮

প্রভো! তদনন্তর ভোজন করত পরম ভগবান্ চ্যবন রাজ দম্পতীকে বলিলেন—এখন আমি শয়ন করিতে ইচ্ছুক, নিদ্রা আমাকে পীড়িত করিতেছে। ১৯

ইহার পর মুনিবেশে ভগবান্ চ্যবন শয়নাগারে যাইয়া শয়ন করিলেন এবং পত্নীসহ রাজা কৃশিক তাঁহার সেবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৩০

সেই সময় ভৃগুপুত্র চ্যবন তাঁহাদের উভয়কে বলিলেন, আমি নিদ্রিত থাকিব্যার সময় তোমরা আমাকে জাগাইবে না। তোমরা আমার দুই পদ সেবন করিবে এবং তোমরা নিরন্তর জাগিয়া থাকিবে॥ ৩১

ধর্ম্মজ্ঞ রাজা কৃশিক বিনম্র হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, তাহাই হইবে। তদনন্তর রাত্রি শেষ হইয়া যাইল, কিন্তু সেই রাজ-

যদুত্তমুদ্যযৌ রাজন্ প্রযতস্তথৈব দম্পত্যো। ৩৩
ততঃ স ভগবান্ বিপ্রঃ সমাধিস্থ নরাধিপম্
সুখাপেক্ষেণ পার্শ্বেন বিবর্ত্তনেকাবংশতিম্। ৩৪
স তু রাজা নিরাহারঃ সভার্য্যঃ কুরুনন্দন।
পর্য্যুপাসত তং ভূয়শ্চ্যবনায়াবসে বতঃ। ৩৫
ভার্গবস্তু সমুত্তস্থৌ ভবনের তপোধনঃ
অকিঞ্চিদুক্ত্বা তু মুনির্দ্বিজক্রাম মহাতপাঃ। ৩৬
তদবসন্ততাং তৌ চ কৃশিতৌ ব্রতকর্শিতৌ
ভার্য্যাপতী মুনিশ্রেষ্ঠস্তাবেতৌ নাবলোকয়ৎ ॥ ৩৭
তত্রোক্ত প্রেক্ষতোরেব ভার্গবাথা কুলোদ্বহঃ।
অন্তর্দিতোঽভূদ্ রাজেন্দ্র তৌ রাজাপত্নৌ ক্ষিতৌ ॥ ৩৮
স মুহূর্ত্তং সমাশ্বস্য সহ দেব্যা মহাদ্যুতিঃ।
পুনরন্বেষণে যত্নমকরোৎ পরমং তদা। ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি চ্যবনকৃশিকসংবাদে
ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

দম্পতী তাঁহাকে জাগাইলেন না॥ ৩২

মহারাজ! সেই দুই দম্পতী মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া মহর্ষির আজ্ঞানুসারে তাঁহার সেবায় নিরত রহিলেন॥ ৩৩

তারপর মুনি ভগবান্ চ্যবন রাজাকে সেবার আদেশ দিয়া একদা নিশা অবসান একই পার্শ্বে শয়ন করিয়া অতিবাহিত করিলেন॥ ৩৪

কুরুনন্দন! পত্নীসহ রাজা কৃশিক কোন কিছুই ভোজন না করিয়াই বর্ষের সাঁইত্রিশ বৎসর উপাসনা ও আরাধনায় নিরত রহিলেন॥ ৩৫

বাইশ দিনে তপোধন মহাতপস্বী চ্যবন স্বয়ংই উত্থিত হইলেন এবং রাজাকে কোনও কিছু না বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইলেন॥ ৩৬

রাজদম্পতী তখন কৃশিত ছিলেন এবং পরিশ্রমে দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহারা উভয়ে মুনির পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই মুনিশ্রেষ্ঠ ইহাদের দিকে দৃষ্টি পাতও করিলেন না॥ ৩৭

রাজেন্দ্র! সেই ভৃগুবংশধর চ্যবন তাঁহাদের সাক্ষাতেই সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রাজা কৃশিক পতিত হইলেন॥ ৩৮

মুহূর্ত্তকালের মধ্যে কোনরূপে আশ্বস্ত হইয়া সেই মহাতেজস্বী রাজা কৃশিক উত্থিত হইলেন এবং মহারাজ্ঞীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় মুনিকে অন্বেষণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন॥ ৩৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে চ্যবন ও কৃশিকের সংবাদ-বিষয়ক ত্রিনবতাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[চ্যবনমুনির রাজ্ঞো রাজ্যাঙ্গ বৈর্যস্য পরীক্ষা, তয়োঃ সেবয়া প্রসন্নস্য চ্যবনস্যাশীর্ব্যাখ্যানঞ্চ]

ঋষিরুবাচ

তস্মিন্নন্তর্হিতে বিপ্রে রাজা কিমকরোদ্ তদা।
ভার্যা চাস্য মহাভাগা তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অদৃষ্ট্বা স মহীপালস্তমৃষিং সহ ভার্য্যয়া
পরিব্রাজ্যো নিবর্ত্তে ব্রীড়িতো নষ্টচেতনঃ ॥ ২
স প্রবিশ্য পুরীং দীনো নাভ্যভাষত কিঞ্চন।
তমেব চিন্তয়ামাস চ্যবনস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ৩
অথ শূন্যেন মনসা প্রবিশ্য স্বগৃহং নৃপঃ।
দদর্শ শয়নে তস্মিন্ অয়ানং ভৃগুনন্দনম্ ॥ ৪
বিস্মিতো ভমৃষিং দৃষ্ট্বা তদান্তর্য্যং বিচিন্ত্য চ
দর্শনাং তস্য তু তদা বিব্রাজ্যো সম্বভূবতুঃ ॥ ৫

যথাস্থানঞ্চ তৌ ত্বিত্বা কৃতজ্ঞঃ সাধবাব্রতঃ
অথাপরেণ পার্শ্বেন সুষাপ স মহামুনিঃ ॥ ৬
তেনৈব চ স কালেন প্রভাবুর্যুত্ত বীর্য্যবান্।
ন চ তৌ চক্রতুঃ কিঞ্চিদ্ বিকারং ভয়শঙ্কিতৌ ॥ ৭
প্রতিবুদ্ধস্ত স মুনিস্তৌ প্রোবাচ বিশাম্পতে।
তৈলাভ্যক্তৌ নীরুজৌ মে স্নাত্যেঽহমিতি ভারত ॥ ৮
তৌ তথেতি প্রতিজ্ঞায় মুনিতৌ শ্রমকর্শিতৌ।
শতপাকেন তৈলেন মহার্হেণোপতস্থতুঃ ॥ ৯
ততঃ সুখাসীনমৃষিং বাগ্যতৌ সাধবাব্রতৌ
ন চ পর্য্যাপ্তমিত্যাহ তাবুভৌ ভৃগুনন্দনঃ ॥ ১০
যদা তৌ নির্বিকারৌ তু লক্ষয়ামাস ভার্গবঃ
তত উত্থায় সহসা স্নানশালাং বিবেশ হ ॥ ১১

শ্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[চ্যবনমুনি কর্তৃক রাজা ও রাণীর ধৈর্য্যের পরীক্ষা এবং তাঁহাদের সেবায় প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ দান]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! চ্যবনমুনি অন্তর্হিত হইয়া যাইবার পর রাজা কৃশিক এবং তাঁহার মহাসৌভাগ্যশালিনী পত্নী কি করিলেন? ইহা আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পত্নীসহ বহু অন্বেষণ করিয়াও যখন ঋষিকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহারা পরিব্রাজক হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময় তাঁহারা লজ্জা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের চেতনা যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল ॥ ২

তিনি দীনভাবে পুরীতে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না। কেবল চ্যবনমুনির চরিত্রের উপর মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন ॥ ৩

রাজা শূন্য মনে যখন পুরে প্রবেশ করিলেন, তখন কৃতজ্ঞজন মহর্ষি চ্যবনকে পুনরায় সেই শয্যায় শুইয়া থাকিতে দেখিলেন ॥ ৪

সেই মহর্ষিকে দেখিয়া তাঁহারা উভয়ে বিস্মিত হইলেন এবং সেই আশ্চর্য্যজনক ঘটনার কথা চিন্তা করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মুনির দর্শনে তাঁহাদের উভয়ের ক্লান্তি দূর হইয়া যাইল ॥ ৫

তাঁহারা পুনরায় যথাস্থানে থাকিয়া সেই মুনির পাদসংবাহন করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহামুনি চ্যবন অন্য পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন ॥ ৬

শক্তিশালী চ্যবন মুনি পুনরায় জাগরিত হওয়া পর্য্যন্ত চিন্তিত থাকিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাণী তাঁহার ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন, অতএব তাঁহারা নিজেদের মনে কোনও কিছু বিকার আসিতে দিলেন না ॥ ৭

ভারতঃ পরাজাধ্যায় যখন সেই মুনি জাগরিত হইলেন তখন রাজা ও রাণীকে এই কথা বলিলেন,—তোমরা আমার দেহে তৈলমর্দ্দন অর্থাৎ তেল দিয়া মালিশ কর। তারপর, এখন আমি স্নান করিব ॥ ৮

যদিও রাজা-রাণী ক্ষুধিত ছিলেন এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সেই রাজদম্পতী শঙ্কাবশতঃ পাক করত প্রস্তুত করিয়া বহুমূল্য তৈল লইয়া তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৯

ঋষি তখন আসনে উঠিয়া বলিলেন এবং সেই রাজদম্পতী নীরবে তাঁহার দেহে তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বহু ক্ষণধরি কৃতপুত্র চ্যবন নিজ মুখ দিয়া একবারও বলিলেন না যে যথেষ্ট, এখন থাক, তৈল মর্দ্দন পূর্ব হইয়াছে ॥ ১০

কৃতজ্ঞজন চ্যবন তাহাতেও যখন রাজা এবং রাণীর মধ্যে কোনও বিকার উপস্থিত হইতে দেখিলেন, তখন সহসা উঠিয়া তিনি স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন ॥ ১১

কৃত্বাঽথ তু তত্রাসীৎ স্নানীয়ং পার্থিবোত্তিষ্ঠ।
অসংকৃত্য চ তৎ সর্বং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১২
স মুনিঃ পুনরেবাথ কৃপণঃ পশুতদ্যুতা।
মাসুয়ার্থ চক্ষুভ্যাং চ দদাশুতি তরবর্ত ॥ ১৩
অথ স্নাতঃ স ভগবান্ সিংহাসনগতঃ প্রভুঃ
দর্শয়ামাস ভূশিকং সভার্যং কৃতলক্ষণম্ ॥ ১৪
সংজ্ঞাইবদনো রাজা সভার্যঃ ভূশিকো মুনিম্।
সিদ্ধমন্ত্রমিতি প্রেক্ষ্য নিবিকারো ভবেদ্ভয়ং ॥ ১৫
আনীয়তামিতি মুনির্ভূত্য চোবাচ নরাধিপম্
স রাজা সমুপাজহ্রে ভক্ষ্যা দশ ভার্যাঃ ॥ ১৬
মাংসপ্রকারান্ বিবিধান্ শাকানি বিবিধানি চ।
বেসবারবিকারাংশ্চ পানকানি লঘূনি চ ॥ ১৭
রসালাপূপকাংশ্চিত্রান্ ভোজকানব খাণ্ডবান্।
রসান্ নানাপ্রকারাংশ্চ বহুত্ব মুনিভোজনম্ ॥ ১৮
ফলানি চ বিচিত্রাণি রাজভোজ্যানি কৃৎস্নশঃ

যদ্যেত্ত গুরুকাশ্চার্যাভল্লাতকফলানি চ ॥ ১৯
গৃহস্থানাঞ্চ যদ্ ভোজ্যং যচ্চাপি বনবাসিনাম্।
সর্বমাহারয়ামাস রাজা শাপভয়াৎ ততঃ ॥ ২০
অথ সর্বমুপস্তৃত্য গ্রহণ্ডক্ষ্যবনস্য তৎ।
ততঃ সর্বং সমানীয় ভক্ষ্যং সমুপসেদুর্ মুনিঃ ॥ ২১
যত্রৈঃ শুভৈরযত্নাত্ত ভোজনোপস্করৈঃ সহ
সর্বমাদীপয়ামাস চ্যবনো ভৃগুনন্দনঃ ॥ ২২
ন চ তৌ চক্ষুভূঃ ক্রোধং দদাশুতী সুমহাযশৌ
ততঃ সম্প্রেক্ষকোরেব পুনরন্তর্হিতোঽভবৎ ॥ ২৩
তথৈব চ স রাজর্ষিস্তৌ তাং রজনীং তদা।
সভার্যৌ বাগ্যতঃ শ্রীমান্ ন চ কোপং সমাবিশৎ ॥ ২৪
নিত্যমাসংস্কৃতমন্নং তু বিবিধং রাজবেশ্মনি
শয়নানি চ মুখ্যানি পরিষেকাশ্চ পুষ্কলাঃ ॥ ২৫
বস্ত্রঞ্চ বিবিধাকারমম্বরং সমুপাস্তিতম্
ন শশাক ততো দ্রষ্টুমন্তরং চ্যবনস্য ॥ ২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেখানে স্নানের জন্য রাজোচিত সামগ্রী পূর্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু সমস্ত সামগ্রীকে অবহেলা করিয়া—তাহা স্পর্শও ব্যবহার না করিয়াই সেই মুনি পুনরায় রাজার সাক্ষাতেই সেখানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন, তথাপি সেই পতি-পত্নী তাঁহার প্রতি লেশমাত্র কুপিত হইলেন না। ১২-১৩

কৃতলক্ষণ ! তদনন্তর শক্তিশালী ভগবান্ চ্যবনমুনি স্নান করত পত্নীসহ রাজা ভূশিককে সিংহাসনে উপবেশনপূর্বক দর্শন দান করিলেন। ১৪

তাঁহাকে দেখিয়াই পত্নীসহ রাজার মুখ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিল। তিনি নির্বিকার চিত্তে মুনির নিকটে পরম ভক্তি বিনয়-সহকারে নিবেদন করিলেন—ভোজন প্রস্তুত আছে। ১৫

তখন মুনি রাজাকে বলিলেন,—লইয়া এস। আজ্ঞামাত্র হইয়া পত্নীসহ নয়জন মুনির সম্মুখে ভোজন-সামগ্রী লইয়া আসিলেন। ১৬

নানাবিধ কন্দমূল (অথবা বহুপ্রকার মাংস), বহুবিধ শাক, নানাপ্রকার বেসনজাত খাদ্যদ্রব্য লঘু পেয় পদার্থ, খাণ্ডবি পিষ্টক, বিচিত্র ভোজন, মিষ্টি লম্বা ও নানাপ্রকার রস, মুনিগণের ভোজন-যোগ্য বনজাত ফলমূল, বিচিত্র ফল, রাজাদের উপভোগযোগ্য পদার্থ, বন্য (কৃত্ত), উদুম্বর আমড়া), কাশ্মর্য, ভল্লাতক এবং বদরের শুষ্কাংশ—এই সমস্ত সামগ্রী চ্যবনমুনির অগ্রে স্থাপিত করিয়া রাখা হইল। মুনি সেই সব দেখিয়া ভোজ্য পদার্থসমূহ এবং শয্যা ও আসনকে উত্তম বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। ইহার পর ভৃগুনন্দন চ্যবন সেইসব ভোজন সামগ্রীসহ সেইসকল বস্তু অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন। ১৭-২১

কিন্তু সেই অগ্নিদগ্ধ বৃষ্টিমতী রাজদম্পতী তাঁহার উপর ক্রোধ-প্রকাশ করিলেন না। তাঁহাদের উভয়ের সাক্ষাতেই সেই মুনি পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। ২২

সেই শ্রীমান্ রাজর্ষি কৃশিক নিজের স্ত্রীর সহিত সারারাত্রি সেইভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের মনে ক্রোধের আবেশ হইল না। ২৩

প্রতিদিন নানাবিধ ভোজন প্রস্তুত করিয়া রাজভবনে মুনির জন্য আয়োজিত থাকিত, সুখকর শয্যাসমূহ সাজানো থাকিত এবং স্নানের জন্য বহু পাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত। ২৪

অনেক প্রকারের বস্ত্র আনিয়া মুনির সেবায় সমর্পিত করা হইত। তখন ভগবান চ্যবন মুনি এই সব কার্যে কোনরূপ ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি পুনরায় রাজা কৃশিককে

পুনরেব চ বিপ্রর্ষিঃ প্রোবাচ কুশিকং নৃপম্
সজ্জ্যো মে রথোঽস্তু যত্র যত্র ব্রবীম্যহম্ ॥২৭
তথেতি চ প্রাহ নৃপো নিশিতস্তুতোদনম্ ।
ক্ষীরার্থোঽস্তু তপস্বংস্তু সাংগ্রামিকো রথঃ ॥ ২৮
ইত্যুক্তঃ স মুনী রাজা তেন হৃষ্টেন ভারত।
চ্যবনঃ প্রত্যুবাচেদং হৃষ্টঃ পরপুরঞ্জয়ম্ ॥ ২৯
সজ্জীকৃতং রথং ক্ষিপ্রং যন্তে সাংগ্রামিকো মতঃ
সায়ুধঃ সপতাকশ্চ শক্তীকনকভূষিতান্ ॥ ৩০
কিঙ্কিণীশতনির্ঘোষো মুক্তস্তোরণকল্পনৈঃ
ভাস্বদ্বদনিবদ্ধশ্চ পরমেণপতাধিতঃ ॥ ৩১
ততঃ স তং তথেত্যুক্ত্বা কৃত্বদিত্বা মহারথম্
ভার্য্যাং বামে বুধি তস্য চাস্তানং দক্ষিণে তথা ॥ ৩২
ত্রিদণ্ডঃ বজ্রমুচ্চাপ্য প্রতোদং তত্র চাদধৎ ।

সর্বমেতৎ তথা কৃত্বা নৃপো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৩৩
ভগবন্ ক রথো যাতু ব্রবীতু ভৃগুনন্দন ।
যত্র বক্ষ্যসি বিপ্রর্ষে তত্র যাস্যতি তে রথঃ ॥ ৩৪
এবমুক্তস্তু ভগবান্ প্রত্যুবাচাথ তং নৃপম্
ইতঃ প্রভৃতি যাতব্যং পশ্চিমং পশ্চিমং নরৈঃ ॥ ৩৫
ত্রয়ো মম যথা ন স্যাৎ তথা যন্ত্রস্থচারিণৌ ।
সুসুখা চৈব বোদ্ধব্যা ভূশং সর্বস্ত পন্থভূ ॥ ৩৬
নোৎসার্য্যাঃ পথিকাঃ কেচিৎ তেজ্যো দাস্যে বসু ভূরম্
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ যে কামানর্থিভ্যস্তি মাং পথি ॥ ৩৭
সর্বান্ দাস্যামহংস্তেন ধনং রত্নানি চৈব হি
ক্রিয়তাং নিখিলৈরেতন্মা বিচারয় পার্থিব ॥ ৩৮
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজা কৃতাঞ্জলিরব্রবীৎ ।
যদ্ যদ্ ব্রূতে ভগবাংস্তত্তথা কর্তাস্মি সর্বশঃ ॥ ৩৯

অশ্বরত্নানের ভার তীক্ষ্ণ ছিল এবং অশ্বরত্ন বস্ত্রকুলা কঠিন ও সুতীক্ষ্ণ

বলিলেন,—তুমি ইহার রথে সংযোজিত হও এবং আমি যেখানে বলিব, সেইখানে আমাকে সত্বর লইয়া যাইবে। ২৬-২৭

তখন রাজা নিতান্ত হইয়া, সেই তপোধনকে বলিলেন,—আচ্ছা তাহাই হইবে; ভগবন্! কিন্তু তীক্ষ্ণ অস্ত্র রথ প্রস্তুত করিব কিংবা যুদ্ধোপযোগী রথ লইয়া আসিব? ২৮

হৃষ্টচিত্ত রাজা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর চ্যবনমুনি আনন্দিত হইলেন এবং তিনি শত্রুনগরবিজয়ী নরপতিকে বলিলেন— ।.৯

রাজন্! তোমার যে যুদ্ধোপযোগী রথ, তাহাই শীঘ্র প্রস্তুত কর। তাহাতে নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র থাকিবে এবং পতাকা, শক্তি ও সুবর্ণভূষণ বিদ্যমান থাকিবে। ৩০

উহার মধ্যে সংযোজিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ঘণ্টার মধুর শব্দ সর্বদিক্ মুখরিত করিবে। এই রথ বহু তোরণ দ্বারে সুশোভিত হইবে। তাহার উপর জাম্বুনদময় সুবর্ণ সংযোজিত থাকিবে এবং উত্তম শত শত পাশদ্বয় থাকিবে। ৩১

তখন রাজা 'আচ্ছা' তাহাই হইবে; এই কথা বলিয়া গমন করিলেন এবং এক বিশাল রথ প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। উহাতে বাম দিকের ভার বহনের অস্ত্র রাণীকে নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং দক্ষিণভাগের ভারবহন করিতে নিযুক্ত হইলেন। ৩২

সেই রথে তিনি এরূপ এক কথা রাখিয়া দিলেন, তাহার মধ্যে তিনটি দণ্ড ছিল এবং অগ্রভাগ বজ্রকুলা কঠিন ও সুতীক্ষ্ণ

ততো রত্নান্যনেকানি স্ত্রিয়ঃ যুগ্মশতানি চ।
কৃতাকৃতঞ্চ ধনকং গজেন্দ্রাশ্চাচলোপমাঃ। ৪০
অন্বযুঞ্জন্ত তমৃষিং রাজামাত্যাশ্চ সর্বশঃ।
মহাভূতঞ্চ তৎ সর্বমাসীন্নরসমাবৃতম্। ৪১
তৌ তীক্ষ্ণাগ্রেণ সরসা প্রতোদেন প্রতোদিতৌ।
পুষ্টে বিদ্ধৌ ভটে চৈব নির্বিকারৌ তমূতনুঃ। ৪২
বেগমানৌ নিরাহারৌ পঞ্চাশদ্রাত্রকর্ষিতৌ।
তথাভিদ্রুতপূর্বৌ তৌ দম্পতী তং যথোত্তমম্। ৪৩
বহুশো ভূশবিদ্ধৌ তৌ প্রবন্তৌ চ ভতোদ্রবম্।
লম্বমানে মহাবাহু পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ। ৪৪
তৌ দৃষ্ট্বা সৌম্যবর্ণৌ তৌ ভৃশং শোকসমাকুলঃ।
অভিশাপভয়ত্রস্তো ন চ কিঞ্চিদুবাচ হ। ৪৫
তূষ্ণীমাসাদ্য তমৃষিং পপ্রচ্ছুঃ তৎসো বলম্।

ক্রুদ্ধো অপি মুনিশ্রেষ্ঠো বীর্যজ্ঞো নেত্র সক্রুধঃ। ৪৬
অথো ভগবতো বীর্যং মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
রাজ্ঞশ্চাপি সভার্যস্য বৈর্যং পত্যুশ্চ বাসুদম্। ৪৭
শ্রান্তোঽপি হি ক্রুদ্ধো রথমেনং সমুদ্বহুঃ
ন চৈতদ্যোঽধিকারঃ বৈ যদর্শ ভৃগুনন্দনঃ। ৪৮

ভীষ্ম উবাচ।

উক্তঃ স নির্বিকারো তু দৃষ্ট্বা ভৃগুকুলোদ্বহঃ।
বসু বিজ্ঞাপয়ামাস যথা বৈশ্রবণস্তথা। ৪৯
তত্রাপি রাজা প্রীতাত্মা যথাদিষ্টমথাকরোৎ
ততোঽস্য ভগবান্ প্রীতো বরমন্যমুদাদদৎ। ৫০
অবভৃথ্যে যথাস্নাতাদ্ দম্পতী তৌ মুমোচ হ
বিমোচ্য চৈতৌ বিধিবৎ ততো বাক্যমুবাচ হ। ৫১
স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা ভার্গবঃ সুপ্রসন্নয়া।
যদ্যনি বাং বরা শ্রেষ্ঠাঃ তা ব্রূতামিতি ভারত। ৫২

রাজার এই আজ্ঞানুসারে নানাপ্রকার রত্ন, স্ত্রী, বাহন, ছাগল, মেষ, বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণ ও পর্বতোপম গজরাজসমূহ এই সমস্ত মুনির পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। রাজার সমস্ত যন্ত্রিগণও এই সব বস্তুর সহিত ছিলেন সেই সমস্ত সম্পূর্ণ ধনরাশি আহরণ করিয়া রাজারাজ করিতে লাগিল। ৩৮-৪১

এই সময়ে মুনি বহু কথা বলিয়া লইলেন এবং তাঁহাদের উভয়ের পৃষ্ঠে সেই তীক্ষ্ণাগ্র কশাঘাত দ্বারা সবলে প্রহার করিলেন। তাঁহার কশাঘাতে রাজা ও রাণীর পৃষ্ঠ এবং কটিদেশ ক্ষত হইয়া গেল। ইহাতেও তাঁহারা নির্বিকারচিত্তে রথ বহন করিতে লাগিলেন। ৪২

পঞ্চাশ রাত্রি পর্যন্ত উপবাস করিয়া থাকিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে ছিল, তথাপি সেই বীর দম্পতী কোনরূপ সাহস করিয়া সেই বিশাল রথের ভার বহন করিতেছিলেন। ৪৩

মহারাজ! তাঁহারা উভয়ে অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠে যে ক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তাহা দিয়া রক্ত নিঃসৃত হইতেছিল। সর্ব্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হওয়ায় তাঁহারা উভয়ে হইটী পলাশ বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। ৪৪

মুনিবালিকা তাঁহাদের উভয়ের এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া ভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল সকলেই মুনির শাপভয়ে ভীত ছিল, সেইজন্য কোন কিছু বলিল না। ৪৫

দুই দুই ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দাঁড়াইয়া পরামর্শ এরূপ আলাপ করিতে লাগিল—সকলে মুনির তপোবল অবলোকন করে, আবার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, তথাপি মুনির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছি না। ৪৬

সেই বিষয়ে অন্তঃকরণবিশিষ্ট মহর্ষি ভগবান্ চ্যবনের অপোবল অসীম ছিল এবং মহারাজ ও মহারাণীর ধৈর্য্যও নিতান্ত অবিচলিত ছিল ইহা তুমি জানিয়া রাখ। ৪৭

ইঁহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেও অভিশপ্ত হইবার ভয়ে বহন করিয়া যাইতে লাগিলেন। ভৃগুনন্দন চ্যবন ইহাতেও তাঁহাদের কোনরূপ বিকার দেখিতে পাইলেন না। ৪৮

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ভৃগুশ্রেষ্ঠ মুনিবর ভগবান্ চ্যবন যখন ইহাতেও রাজা ও রাণীর মনে কোনরূপ বিকার দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি কুবেরের ন্যায় সম্পূর্ণ ধনরাশি তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। ৪৯

কিন্তু এই কার্য্যেও রাজা মুনির প্রীতিসম্পাদন করিয়া যাজ্ঞা পালন করিয়া যাইলেন। ইহাতে মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ চ্যবন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ৫০

সেই উভয় হইতে বাহির হইয়া তিনি দুই পত্নি-পতিকে তাঁহাদের কার্য্য হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। মুক্ত করিয়া দিয়া এই উভয়ের সহিত তিনি বিধি অনুসারে বার্ত্তালাপ করিতে লাগিলেন। ৫১

ভার্গব! ভৃগুপুত্র চ্যবন সেই সময় স্নেহ ও প্রসন্নতা পূর্ণ মধুর বাক্যে বলিলেন—আমি তোমাদের উভয়কে কিরূপ বরদান করিব, বল, কি প্রদান করিব? ৫২

মৃদুস্পর্শো চ তৌ বিদ্ধৌ কর্ণাভ্যাং মুনিসত্তম।
পপাতাশ্যুত্তকণ্ঠাভ্যাং স্রোতাদ্ ভরতসত্তম ॥ ৪৩
অথাব্রবীদ্ বৃশো বাক্যং ভ্রাতা ভ্রাতারমন্তিকাৎ।
বিদ্ধাস্তৌ চ প্রতাবাং তে উচ্চক্রুস্তৌ তু কার্শ্যপম্ ॥৪৪
অথ তৌ ভগবান্ প্রাহ প্রহৃষ্টশ্চ্যবনস্তদা
ন বৃথা ব্যাহৃতং পূর্বং ময়ৈতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ৪৫
রমণীয়ং সরস্বত্যাং গঙ্গাতীরমিদং শুভম্
কিঞ্চিৎ কালং ব্রতপরৌ নিবৎস্যাবীহ পার্থিব ॥ ৪৬
ময্যাতা স্বপত্য পুত্র বিদ্ধাস্তৌ পুনরেষ্যসি
ইত্যুক্ত্বা মাং সভার্যাস্তু তস্থৌসি বো নরাধিপ ॥ ৪৭
ন চ মদ্ব্যাহৃতং কার্যং শ্রেয়স্তে সমুপস্থিতম্।
যৎ কাঙ্ক্ষিতং হৃদিস্থং তে তৎ সর্বং হি ভবিষ্যতি ॥৪৮
ইত্যেবমুক্তঃ কৃশিকঃ প্রহৃষ্টোনাভ্যনন্দত।
প্রোবাচ মুনিশার্দূলমিদং বচনমর্থবৎ ॥ ৪৯

ন মে মনুষ্যতাস্তাস্ত পূর্বো মোহ ঋষিব্রত।
সংস্মৃতৌ যৌবনস্থৌ স্বো রূপযুক্তৌ সভাবিতৌ ॥ ৫০
প্রত্যেতেন বলা যে মে সভার্যাঞ্চ ত্বয়া কৃতা:
তান্ ন পশ্যামি গাত্রেষু অন্যেষ্বপি সহ ভার্যয়া ॥ ৫১
ইমাঞ্চ দেবীং পশ্যামি বপুষাপ্সরসোপমাম্
শ্রিয়া পরময়া যুক্তাং যথা দৃষ্টা পুরা ময়া ॥ ৫২
তব প্রসাদসংবৃত্তমিদং সর্বং মহামুনে
নৈতচ্চিত্রং তু ভবতঃ সৃষ্ট্যা সত্যাপরাক্রম ॥ ৫৩
ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচৈনং কুশিকং চ্যবনস্তদা
আগচ্ছেত্যাং সভার্যাংশ্চ তমিত্যেবাভ্যধাদিপ ॥ ৫৪
ইত্যুক্তঃ সমনুজ্ঞাতো রাজর্ষিরভিবাদ্য তম্
প্রযযৌ বপুষা যুক্তো নরঃ সুরবরাজবৎ ॥ ৫৫
ততঃ প্রনমুলাভ্যমুয়াত্যাং সপুত্রোহিতঃ
বলস্থা গাধিকাযুক্তঃ সর্বাঃ প্রকৃতয়স্তথা ॥ ৫৬

ভরতকুলের এই কথা বলিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ চ্যবন সেস্থানস্থিত সেই দুই সুন্দরীর রাজলক্ষণাক্রান্ত পৃষ্ঠে স্নেহবশতঃ অত্যন্ত কোমল হস্তদ্বয়ের দ্বারা স্পর্শ করিলেন। ৪২

সেই সময় রাজা কুশপুত্র চ্যবনকে বলিলেন—এখন আমাদের উভয়ের অন্তঃ পরিশ্রম অল্পও হইতেছে না। আমরা দুইজনে আপনার প্রভাবে পূর্ব বিদ্যাসত্ত্বও অনুভব করিতেছি। যখন তাঁহারা উভয়ে এই কথা বলিলেন, তখন ভগবান্ চ্যবন পুনরায় বড়ই উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—আমি পূর্বে যাহা কিছু বলিয়াছি, সেই সব ব্যর্থ হইবে না, পূর্ণ হইয়া থাকিবে। ৪৩-৪৫

কুশাল! এই সরস্বতী তীর অতিশয় রমণীয় স্থান। আমি কিছুকাল ব্রতপরায়ণ হইয়া এখানে বাস করিব। ৪৬

পুত্র! এই সময় তুমি নিজ নগরে গমন কর এবং পত্নীর সহিত দূর করিয়া পুনরায় পত্নীসহ আগামী কাল এখানে আসিবে। নরনাথ! কাল তুমি আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে। ৪৭

তুমি নিজ মনে ক্রোধ করিও না। এখন তোমার কল্যাণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তোমার মনে যাহা যাহা অভিলাষ হইবে, সেই সবই পূর্ণ হইয়া যাইবে। ৪৮

মুনি এই কথা বলিলে পর রাজা কুশিক মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে এই অর্থপূর্ণবাক্য বলিলেন,—ভগবন্! মহাভাগ! আপনি আমাদিগকে পবিত্র করিয়া দিয়াছেন। আমাদের মনে অন্যত্র কোন বাসনা নাই। আমরা উভয়ে যৌবন অবস্থা লাভ করিয়াছি এবং আমাদের পত্নীও সুন্দর ও বসনযুক্ত হইয়া বিরাজিত। ৪৯-৫০

আপনি পত্নীসহ আমার গৃহাভ্যন্তরে যেরূপ প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় আমি এখন নিজের গৃহেই দেখিতে পাইতেছি না। আমি পত্নীসহ সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। ৫১

আমি নিজের এই মহাবাহীকে পরম উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত। অপ্সরাতুল্য মনোরম অবস্থিতিতে দেখিতেছি। আমি ইঁহাকে পূর্বে যেরূপ দেখিয়াছি, সেইরূপই এখনও দেখিতেছি। ৫২

মহামুনে! এই সমই আপনার কৃপাপ্রসাদে সম্ভব হইয়াছে ভগবন্! আপনি সত্যপরাক্রমী, আপনার ন্যায় তপস্বীদিগের মধ্যে এরূপ শক্তি থাকা আশ্চর্যের কথা নহে। ৫৩

তিনি এই কথা বলিলে পর মুনিবর চ্যবন পুনরায় রাজা কুশিককে বলিলেন—নরনাথ! তুমি পুনরায় নিজের পত্নী সহিত কাল এখানে আসিবে। ৫৪

মহর্ষির এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রাজর্ষি কুশিক তাঁহাকে প্রণাম করত সমনের অনুমতি লইয়া মেঘরাজতুল্য তেজস্বী রথারোহণে নিজের নগর অভিমুখে গমন করিলেন। ৫৫

তদনন্তর তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে মন্ত্রী, পুরোহিত সেনাপতি, বর্তকী ও সমস্ত প্রজাবর্গ গমন করিতে লাগিলেন।

ভৈর্ভৃতঃ কুশিকো রাজা স্ত্রিয়া পরময়া সহ।
প্রবিবেশ পুরং হৃষ্টঃ পূজ্যমানোঽথ বন্দিভিঃ ॥ ৬৭
ততঃ প্রবিশ্য নগরং কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীঃ ক্রিয়াঃ।
কৃতদারো নভাস্যো রজনীমুবাস স মহাত্মভিঃ ॥ ৬৮
ততস্তু তৌ নবসমিতীক্ষ্য যৌবনং
পরস্পরং বিসৃজতজাবিবান্তরে।
নবস্রজৌ পরমগতৌ বপুর্ধরৌ
শ্রিয়া যুতৌ দ্বিজবরদত্তয়া তদা ॥ ৬৯

ইহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজা কুশিক উৎকৃষ্ট ভেরী প্রভৃতি বাদিত হইতেছিলেন। তিনি অতিথি ব্রাহ্মণের সহিত নগরে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় বন্দীরা তাঁহার গুণগান করিতে লাগিল ॥ ৬৭

নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি পূর্বাহ্ণকালে করণীয় সমস্ত কার্য্য-সকল সম্পূর্ণ করিলেন। তারপর পত্নীসহ ভোজন করিয়া সেই মহাভেজস্বী নরপতি অন্তঃপুরে রাত্রিতে বাস করিলেন ॥ ৬৮

এই দুই পতি-পত্নী তখন নীরোগ দেবতার ন্যায় দুই হইতেছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের দেহে নব যৌবন

অথ্যাপ্যবিভূ গুরুলকৌতিবর্ধন
তপোধনো বনমতিরাময়ন্নিবৎ
বনৌষধী বহুবিধরত্নকৃষিত
সসর্জ যত্র পুরি শতক্রতোরপি ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি চ্যবন-কুশিকসংবাদে
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া পরমা অবস্থায় অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ চ্যবন কর্তৃক প্রদত্ত উত্তম যোগ-সম্পন্ন নূতন শরীর ধারণ করত সেই দুই দম্পতী অত্যন্ত প্রেমময় হইলেন ॥ ৬৯

অন্যদিকে কুশকুলের কীর্তিবর্ধন তপোধন মহর্ষি চ্যবন গঙ্গা-তীরস্থ তপোবনকে নিজের শরীরের দ্বারা নানাপ্রকার রত্নসমূহে সুশোভিত করিয়া সমৃদ্ধিশালী ও নন্দনবিহার করিয়া তুলিলেন এইরূপ রমণীয় কানন ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতেও দৃষ্ট হয় নাই ॥ ৭০

শ্রীমদ্ব্যাসদেব প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে চ্যবন ও কুশিকের সংবাদ বিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[মহর্ষি চ্যবনপ্রভাবেন রাজ্ঞা কুশিকেন রাজ্ঞ্যা চ নানাবিধাশ্চর্যময়দৃশ্যানাং দর্শনম্, প্রসন্নেন চ্যবনেন রাজে বরপ্রার্থনার্থমনুপ্রেরণাদানঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ স রাজা রাত্র্যন্তে প্রতিবুদ্ধো মহামনাঃ
কৃতপূর্বাহ্ণিকঃ প্রাযাৎ সভার্যস্তদ্ বনং প্রতি ॥ ১

ততো দদর্শ নৃপতিঃ প্রাসাদং সর্বকাঞ্চনম্
মণিস্তম্ভসহস্রাঢ্যং গন্ধর্বনগরোপমম্ ॥ ২
তত্র দিব্যানভিপ্রায়ান্ দদর্শ কুশিকস্তদা।
পর্বতান্ রূপাসাবুদ্ধে নলিনীশ্চ সপদ্মজাঃ ॥ ৩

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[মহর্ষি চ্যবনের প্রভাবে রাজা কুশিক ও রাজ্ঞীর অনেক আশ্চর্যময় দৃশ্যসমূহ দর্শন এবং চ্যবন মুনিকর্তৃক প্রসন্ন হইয়া রাজাকে বরপ্রার্থনা করিতে অনুরোধদান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর মহামনা রাজা কুশিক শয্যাত্যাগ করিলেন এবং পূর্বাহ্ণ-কালের নৈত্যিক নিয়মসমূহ বহুতর বিস্তৃত হইয়া পত্নীর সহিত সেই তপোবনে গমন করিলেন ॥ ১

সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি সর্বাঙ্গ কাঞ্চননির্মিত এক সুন্দর প্রাসাদ দেখিলেন। এই প্রাসাদে মণিনির্মিত সহস্র স্তম্ভ শোভিত ছিল এবং নিজের শোভায় যেন গন্ধর্বনগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ ২

তারত! সেই সময় রাজা কুশিক সেখানে শিল্পিগণের অভিপ্রায়ানুসারে নির্মিত নানাজাতীয় দিব্য পদার্থসমূহ দর্শন করিলেন। কোথাও রত্নখচিতবিহগসমূহে সুশোভিত বহু পর্বত, কোথাও পদ্মসমূহে পূর্ণ বহু সরোবর, কোথাও নানাবিধ

চিত্রশালাশ্চ বিবিধাস্তোরণানি চ ভারত
সাধুলোপচিতা ভূমিঃ তথা কাঞ্চনকুট্টিমম্ ॥ ৪
সহকারান্ প্রফুল্লাংশ্চ সেক্তৃকোদ্দালকান্ বরান্।
অশোকান্ সবকুব্জাংশ্চ চূতাংশ্চৈবাতিমুক্তকান্ ॥ ৫
চম্পকাংস্তিলকান্ তত্র নাগান্ বহুলানপি
পুন্নিতান্ কর্ণিকারাংশ্চ তত্র তত্র দদর্শ হ ॥ ৬
শ্যামান্ বাসন্তপুষ্পাংশ্চ তথাপ্যতিমুক্তা লতাঃ
তত্র তত্র পরিক্ষিপ্তা দদর্শ স মহীপতিঃ ॥ ৭
রম্যান্ পদ্মোৎপলবতান্ সর্বর্তুকুসুমাংস্তথা।
বিমানপ্রতিমাংশ্চাপি প্রাসাদান্ শৈলসন্নিভান্ ॥ ৮
শীতলানি চ তোয়ানি কণ্ঠচ্ছদানি ভারত।
আসনানি বিচিত্রাণি শয়নপ্রবরাণি চ ॥ ৯
পর্য্যন্তান্ রত্নসৌবর্ণান্ পরার্য্যাস্তরণাবৃতান্।
তস্যাং তোয়্যমনঞ্চ তত্র তত্রোপকল্পিতম্ ॥ ১০

বাশীবাদাংস্তথাংশ্চৈব সাধিকান্ তূর্যরাত্তকান্
কৌকিলাঞ্চতপত্রাংশ্চ সকোবষ্টিকতূর্যকান্ ॥ ১১
মধুরান্ কূজতশ্চাপি গায়তশ্চ জীবজীবকান্।
চকোরান্ বাশরান্ হংসান্ সারসাংশ্চক্রসাহ্বয়ান্ ॥১২
সমন্ততঃ প্রমুদিতান্ দদর্শ মুদিতোদরান্
ক্বচিদপ্সরসাং সঙ্ঘান্ সঙ্ঘবাদ্যান্ পার্থিব ॥ ১৩
কান্তাভিরপরাভিশ্চ পরিষক্তান্ দদর্শ হ।
ন দদর্শ চ তান্ ভূত্বা দদর্শ চ পুনর্নৃপঃ ॥ ১৪
শীতলানি সুমধুরং তোয়ান্যাস্বাদয়ন্নিব
হংসান্ সুমধুরাংশ্চাপি তত্র শুশ্রাব পার্থিবঃ ॥১৫
তং দৃষ্ট্বাতৃপ্তমতৃপ্তা রাজা মনসা চিন্তয়ৎ তদা
অহোঽয়ং চিত্তবিভ্রংশ উক্তাদো সংশয়েব হি ॥ ১৬
অহো সহ শরীরেণ প্রাপ্তোঽস্মি পরমাং গতিম্
উত্তরান্ বা কুরূন্ পুণ্যানথবাপ্যমরাবতীম্ ॥ ১৭

রাজা দেখিলেন,- বহুযোদ্ধার দ্বারা বাক্যজ্ঞাবী শুক ও সারিকাগণ সেখানে রহিয়াছে। কৃষ্ণসার, কৌকিল, শতপত্র কোবষ্টিক, বহু বৃষ্টুক, মধুর, গ্রাম্য কুক্কুট, ভারুণ্ড (ডাকপাখী), জীবজীবক, চকোর, বাসর, হংস, সারস ও চক্রবাকাদি মনোহর পশু-পক্ষী প্রফুল্ল চিত্তাবেশে সানন্দে বিচরণ করিতেছিল। ১১-১২½

তৃপ্তান্ত কোথাও বলে বহু অপ্সরাগণ বিহার করিতেছেন। কোথাও সঙ্ঘঅপ্সরাগণ নিজ নিজ প্রিয়তমার আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া আছেন। এই সমস্ত রাজা দর্শন করিলেন। তিনি কখনও এইসব দেখিতে পাইতেছিলেন, আবার কখনও সেইসব দেখিতে পাইতেছিলেন না। ১৩-১৪

তৃপ্তান্ত কখনও সরোবরের মধুর জল তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন কখনও বেদের ব্যাখ্যানের সঙ্গীত ধ্বনি তাঁহার কর্ণকোটরে প্রবেশ করিতেছিল। এবং কখনও হংসগণের মধুর রব তিনি শ্রবণ করিলেন। ১৫

এইসব অভিনব অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া রাজা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো! ইহা কি স্বপ্ন কিংবা চিত্তের ভ্রম অথবা এইসব কিছুই সত্য! ১৬

অহো! আমি কি এই দেহেই পরম গতিপ্রাপ্ত হইলাম অথবা পুণ্যময় উত্তরকুরু বা আমরাবতীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম? ১৭

চিত্রশালা এবং বহু ভোজন দেখিতে পাইতেছিল। ভূমিতে কোথাও কর্দমের উচ্চস্থান ও কোথাও নব নব তৃণে ঘুখোভিত ছিল। ৫-৪

প্রফুল্ল আম্রবৃক্ষসকল কোথাও বিদ্যমান ছিল। কোন কোন স্থানে কেতক, উদ্দালক, অশোক, বৃদ্ধ, অতিমুক্তক, চম্পা, তিলক, নেতস ও কর্ণিকারাদি বৃক্ষসকল বিকসিত ছিল। রাজা ও রাণী এই সমস্ত দেখিলেন। ৫-৬

রাজা বিভিন্ন স্থানে নিখিত ভাম তমাল, বাসন্ত-পুষ্প ও অতিমুক্তা লতাসমূহও দর্শন করিলেন। ৭

কোন স্থানে কমল ও উৎপলে পরিপূর্ণ রমণীয় বহু সরোবর শোভা পাইতেছিল। কোথাও পর্ব্বততুল্য উচ্চ উচ্চ বহু প্রাসাদ ছিল, যাহারা বিমানাকৃতিরূপে নির্মিত হইয়াছিল। এখানে সমস্ত ঋতুসমূহ পুষ্পসমূহ বিকসিত ছিল। ৮

তখনকার কোথাও শীতল জল ছিল, কোথাও উষ্ণ জল ছিল এবং সেই সব প্রাসাদে বিচিত্র আসন ও উত্তম উত্তম শয্যা-সমূহ পাতিত ছিল। ৯

মূল্যবান নির্মিত ও রত্নখচিত পালঙ্কের উপর বহু মূল্য আস্তরণ (শয্যার উপরে পাতিবার যোগ্য সুন্দর চাদর) পাতিত ছিল। বিভিন্ন স্থানে অনেক ভক্ষ্য ভোজ্যপদার্থসমূহ রক্ষিত ছিল। ১০

কিঞ্চেদং মহদাশ্চর্যং সম্পশ্যামীত্যচিন্তয়ৎ
এবং সঞ্চিন্তয়ন্নেব দদর্শ মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১৮

তস্মিন্ বিমানে মৌর্বেণ মণিস্তম্ভসমাকুলে
মহার্হে শয়নে দিব্যে শয়ানং ভৃগুনন্দনম্ ॥ ১৯

তমভ্যয়াথ প্রহর্ষেণ নরেন্দ্রঃ সহ ভার্য্যয়া।
অন্তর্হিতস্ততো ভৃগুস্তাবনঃ শয়নং তদা ॥ ২০

ততোঽন্তরিক্ষে বনোদ্দেশে পুনরেব দদর্শ তম্
কৌন্তীং বৃদ্ধাং সখীসীনং তপসান্ মহাব্রতম্ ॥ ২১

এবং যোগবলাদ্ বিপ্রো মোহয়ামাস পার্থিবম্।
অথেনং তত্র বনং চৈব তে চৈবান্তরধীয়ত ॥ ২২

গত্বাঽঽ পাণ্ডবান্ততঃ সর্বমন্তরধীয়ত।
নিঃশব্দমতবচ্চাপি গঙ্গাকূলং পুনর্নৃপ ॥ ২৩

কৃশবন্ত্রীকৃতাত্মানং বভূব চ যথা পুরা।
ততঃ স রাজা কৃশিকঃ সত্যাব্রতেন কর্মণা ॥ ২৪

বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তস্তদ্ দৃষ্ট্বা মহদদ্ভুতম্।

ততঃ প্রোবাচ কৃশিকো ভার্য্যাং হৃষ্টসমন্বিতঃ ॥ ২৫
পশ্য তত্তে যথা ভাবান্তিরস্তং দুঃখং সুদুর্ভরম্।
প্রসাদাদ্ ভৃগুমুখ্যস্য কিমসত্র ত্বপোবলাৎ ॥ ২৬
তপসা তদবাপ্যং হি যৎ তু লব্ধ্যা মনোরথৈঃ।
ত্রৈলোক্যরাজ্যাদ্যাপি হি তপ এব বিশিষ্যতে ॥ ২৭
তপসা হি সুতপ্তেন লব্ধ্যো লোকস্তপোবলাৎ।
অয়ো প্রভাবো ব্রহ্মর্ষেস্তাবনস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৮
ঈজেঽয়ৈ তপোবীর্যাদ্ যো লোকান্ সৃজেদপি।
ব্রাহ্মণা এব ভাবেন পুণ্যরাগ বৃদ্ধিকরাঃ ॥ ২৯
ঈশংসোদ্দিষ্ট কৃষ্ণৈন কৌশিকো বৈ চাবনাদৃতে।
ব্রাহ্মণাং দুর্লভং লোকে কিঞ্চান্যৎ সুলভং নরৈঃ ॥ ৩০
ব্রাহ্মণাস্ত প্রভাবাদ্ধি রথে যুক্তো যথূর্যথা
ইত্যুক্তা চিন্তয়ামাস স বিদিত্বাঽঽত্মনস্তু বৈ ॥ ৩১
সংপ্রেক্ষ্যোবাচ নৃপতিং কিমপ্রমাদ্যতীতি।
ইত্যুক্তঃ সহভার্য্যস্তু মোহঃসঙ্গমহাত্মনি ॥ ৩২

এই যে অতিথির আকস্মিক বিষয় আমি দেখিতেছি, ইহা কি? এইভাবে তিনি বারম্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই মুনিশ্রেষ্ঠ চ্যবনকে দর্শন করিলেন ১৮

দিব্য মণিস্তম্ভযুক্ত দর্শনীয় বিমানের মধ্যে বহুমূল্য বিছানাপরের উপর সেই ভৃগুনন্দন তখন শয়ন করিয়া ছিলেন। ১৯

প্রীতিবশে দেখিয়াই নরাধিপ মহারাজ কৃশিক অতিশয় হর্ষ-সহকারে তাঁহার নিকে অগ্রসর হইলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন অন্তর্হিত হইয়া গেলেন এবং তাঁহার সেই শয়নও অদৃশ্য হইয়া গেল। ২০

তদনন্তর বনের অন্য প্রদেশে রাজা পুনরায় তাঁহাকে দর্শন করিলেন, সেই সময় মহাব্রতধারী মহর্ষি চ্যবন ভগিনেয়ী কুন্তীর আসনে বসিয়া তপ করিতেছিলেন ॥ ২১

এইভাবে ব্রহ্মর্ষি চ্যবন নিজের যোগ-শক্তিবলে রাজা কৃশিককে মোহিত করিয়া দিলেন। ফলকালের মধ্যেই সেই বন সেই অগ্ন্যাগমস্থান, গঙ্গাকূল ও তৃণবনস—এই সব কিছুই অদৃশ্য হইয়া গেল। পূর্ব গঙ্গার সেই তীর পুনরায় শব্দহীন হইয়া পড়িল। ২২-২৩

সেইখান পূর্বের ন্যায় কৃশ-বল্লীতে পূর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর পত্নীসহ রাজা কৃশিক ঋষির এই অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া তাঁহার সেই কার্যে অতিশয় বিস্মিত হইলেন তদনন্তর সূর্যোদয়-কাল রাজা কৃশিক মিত্রের পত্নীকে বলিলেন—। ২৪-২৫

কল্যাণি! দেখ, আমরা ভৃগুবংশপ্রবর চ্যবনঋষির কৃপায় কিরূপ অদ্ভুত ও পরম দুর্লভ সমাধিফল দর্শন করিলাম। অহো! তপোবল হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি বস্তু আছে? ২৬

যাহার মনের দ্বারা কেবল কল্পনাই করিতে পারা যায়, সেই সব বস্তু তপস্যার দ্বারা লাভ করাও সম্ভব হইয়া থাকে। ত্রিভুবনের রাজা হইতেও তপস্যাই শ্রেষ্ঠ। ২৭

উত্তমরূপে তপস্যা করিলে পর তাহার শক্তিতে ব্রহ্মলোকও লাভ করা যায়। এই ব্রহ্মর্ষি মহাত্মা চ্যবনের প্রভাব অদ্ভুত। ২৮

ইনি ইচ্ছা করিলেই স্বীয় তপস্যাবলে অন্যলোকসকলও সৃষ্টি করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ পবিত্রবাক্, পবিত্রবুদ্ধি ও পবিত্রকার্যকারী হইয়া থাকেন। ২৯

মহর্ষি চ্যবন ব্যতীত আর অন্য কে এরূপ পারেন, যিনি এরূপ মহৎকার্য করিতে পারেন? সংসারে মনুষ্যগণের ব্রাহ্মণ্য দুর্লভ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ব্রাহ্মণ্য পরম দুর্লভ। ৩০

ব্রাহ্মণদের প্রভাবেই মহর্ষি অগ্নিরাজের উদ্দেশে রথে নিজের বাহনের ভার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইভাবে চিন্তাপরায়ণ রাজার আগমন বৃত্তান্ত মহর্ষি চ্যবন জানিতে পারিলেন। ৩১

তিনি রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—কৃশাশ্ব ঐস্থানে আগমন করুন। তিনি এরূপ আদেশ দান করিলে পর

শিরসা বন্দনীয়ঃ ত্বমবন্ধত্ব চ পার্থিব:
তস্যাশিষঃ প্রযুঞ্জ্যাথ স মুনিস্তং নরাধিপম্ ॥ ৩৩

নিষীদেত্যব্রবীৎ ধীমান্ সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।
ততঃ প্রকৃতিমাপন্নো ভার্গবো নৃপতে নৃপম্ ॥ ৩৪

উবাচ প্রহৃষ্টা বাচা তপসরিব ভাবিত।
রাজন্ সম্যগ্ জিতানীহ পশ্য পশ্য ত্বয়া তপঃ ॥৩৫

মনশ্চক্ষুর্নীন্দ্রিয়াণি কৃচ্ছ্রাণ্যুক্তোঽসি তেন বৈ
সমাগাবাসিতঃ পুত্র তত্ত্বা প্রবদতাং বর ॥ ৩৬

ন হি তে বৃজিনং কিঞ্চিৎ সুসূক্ষ্মমপি বিদ্যতে।
অনুজানীহি মাং রাজন্ গমিষ্যামি যথাগতম্ ॥ ৩৭

প্রীতোঽস্মি তব রাজেন্দ্র নরেন্দ্র প্রতিপূজয়া।

কৃশিক উবাচ

অগ্নিরেষো গুরুর্নেব ভবসেন সন্নিধৌ ত্বয়া ॥ ৩৮

বর্তিতং তৃপ্তশার্দূল যন্ন মন্যোঽস্মি তদ্ বহু
এষ এষ বরো মুখ্যঃ প্রাপ্তো যে তৃপ্তনন্দন ॥ ৩৯

যং প্রীতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ কুলং ত্রাতঞ্চ মেঽনঘ।
এষ মেঽনুগ্রহো বিপ্র জীবিতে চ প্রয়োজনম্ ॥ ৪০

এতদ্ রাজকুলং চৈব তপসস্তে ফলং মম।
যদি ত্বং প্রীতবান্ বিপ্র যদি বৈ তৃপ্তনন্দন ॥ ৪১

অস্তি মে সংশয়ঃ কশ্চিৎ তস্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি চ্যবনকৃশিকসংবাদে
চক্ষুঃপকাশতত্ত্বমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

পত্নীসহ রাজা তাঁহার নিকট প্রথম করিলেন এবং বন্দনীয় মহামুনিকে তিনি যথাক্রম নমস্কার করিয়া প্রণাম করিলেন। ৩২½

তখন সেই পুরুষপ্রবর বৃদ্ধিমান্ মুনি রাজাকে আশীর্বাদ দিয়া সাধুবাদ করিতে করিতে বলিলেন এস, এখানে উপবেশন কর। ৩৩½

তদনন্তরদীর বলেন। তখনকার মত হইয়া তৃপ্তপুত্র চ্যবনমুনি নিজের চিত্ত মধুর বাক্যের দ্বারা রাজাকে যেন তুল করিতে করিতে বলিলেন। ৩৪½

রাজন্! তুমি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু, ত্বক, নাসিকা, শ্রবণ ও জিহ্বা, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় বাক্ পাণি পাদ, পায়ু ও উপস্থ ও অন্তঃকরণকে সর্বতোভাবে জয় করিয়াছ সেইজন্য তুমি মহামতি হইতে মুক্ত হইতে সাধিয়াছ। ৩৫½

মহাশয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুত্র! তুমি ভালভাবে আমার আরাধনা করিয়াছ। তোমার দ্বারা কোনও ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র অপরাধও অনুষ্ঠিত হয় নাই। ৩৬½

রাজন্! এখন আমাকে গমনের জন্য অনুমতি কর। আমি যেভাবে আসিয়াছিলাম, সেইভাবেই চলিয়া যাইব। রাজেন্দ্র! আমি তোমার কৃতি পরম হইয়াছি, অতএব তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর। ৩৭½

কৃশিক বলিলেন,—তপোধন! তৃপ্তশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকটে সেইভাবে অবস্থান করিয়াছি, যেরূপ কোনও প্রজ্বলিত অগ্নির নিকটে বিদ্যমান থাকে। আমি কোন অবস্থায় থাকিলে তৃপ্ত হইয়া যাই নাই, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট তৃপ্তনন্দন! আমি এই মনোবরই লাভ করিতে চাহিয়াছি। ৩৮-৩৯

বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আপনি যে প্রসন্ন হইয়াছেন এবং আপনি যে আমার কুলকে ত্রাণ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, ইহার দ্বারা আমার জীবন আপনারই নিকট অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে আর ইহাতেই আমার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন সাধন হইয়া গিয়াছে। ৪০

তৃপ্তনন্দন! ইহাই আমার রাজত্বের ফল এবং ইহাই আমার তপস্যারও ফল বিপ্রবর! যদি আমার উপর আপনার প্রীতি থাকে তবে আমার মনে এক সন্দেহ আছে আপনি তাহা সমাধান করুন। ৪১-৪২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে চ্যবন ও কৃশিকের সংবাদ বিষয়ক চক্ষুঃপকাশতত্ত্ব অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কৃশিকেন জিজ্ঞাসিতা যদর্থেস্যবসনা তস্য গৃহে ঋষিবাসকারণকথনম্, তস্মৈ বরদানঞ্চ।]

চ্যবন উবাচ।

বরঞ্চ গৃহতাং ব্রহ্মন্ বক্ষ্যে তে সংশয়ো হৃদি।
তং প্রব্রূহি নরশ্রেষ্ঠ সর্বং সম্পাদয়ামি তে ॥১

কৃশিক উবাচ

যদি প্রভোঽসি ভগবংস্তত্তো মে বদ ভার্গব।
কারণং শ্রোতুমিচ্ছামি সমৃদ্ধে বাসকাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ২

শয়নং চৈকপার্শ্বেন দিবসানেকবিংশতিম্
অকিঞ্চিদ্ভক্ষ্য গমনং বহ্নিস্ত মুনিপূজনং ॥ ৩

অন্তর্ধানঞ্চকস্মাচ্চ পুনরেব চ দর্শনম্।
পুনশ্চ শয়নং বিপ্র দিবসানেকবিংশতিম্ ॥ ৪

তৈলাভ্যঙ্গস্য গমনং তোজনঞ্চ গৃহে মম।
সমৃদ্ধানীয় বিবিধং যদ্ যদ্ ভক্ষ্যং ভাজ্যবেসনং ॥ ৫

নির্বাপঞ্চ রথেনাশু সহসা যৎ কৃতং ত্বয়া।
বনানাঞ্চ বিসর্গস্য বনস্যাপি চ দর্শনম্ ॥ ৬

প্রাসাদানাং বহূনাঞ্চ কাঞ্চনানাং মহামুনে।
মণিবিদ্রুমপাদানাং পর্যাঙ্কানাঞ্চ চ দর্শনম্ ॥ ৭

পুনস্তাদর্শনং তস্য শ্রোতুমিচ্ছামি কারণম্
অতীব ভ্রূত্র মুহ্যামি চিন্তয়ানো গৃণুষ্ব ॥ ৮

ন চৈবাত্রাধিগচ্ছামি সর্বস্যাস্য বিনিশ্চয়ম্।
এতন্মিচ্ছামি কার্ৎস্ন্যেন সত্যং শ্রোতুং তপোধন ॥ ৯

চ্যবন উবাচ।

শৃণু সর্বমশেষেণ যদ্বিদং যেন হেতুনা।
ন হি শক্যমনাখ্যাতুমেষ পুত্রেন পার্থিব ॥ ১০

পিতামহস্য বদতঃ পুরা দেবসত্রাগমে
শ্রুতবানস্মি যদ্ রাজংস্তত্তঃ নিগদতঃ শৃণু ॥১১

ব্রহ্ম-ক্ষত্রবিরোধেন ভবিতা কুলসঙ্করঃ।
পৌত্রস্তে ভবিতা রাজংস্তত্তোর্যাসমন্বিতঃ ॥১২

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কৃশিক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহর্ষি চ্যবনের তাঁহার গৃহে বাস করিবার কারণ বর্ণন এবং তাঁহাকে বরদান।]

চ্যবন বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার নিকট হইতে যে প্রার্থনা কর এবং তোমার মনে যে সন্দেহ আছে, তাহাও জিজ্ঞাসা কর। আমি তোমার সকল কার্য্য পূর্ণ করিব ॥ ১

কৃশিক বলিলেন,—ভগবন্! হে ভৃগুনন্দন! যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন থাকেন, তাহা হইলে বলুন—আপনি এতদিন পর্য্যন্ত কেন আমার গৃহে বাস করিয়াছিলেন? আমি ইহার কারণ শুনিতে বাসনা করি ॥ ২

মুনিপুঙ্গব! একুশদিন পর্য্যন্ত এক পার্শ্বে শুইয়া থাকা, তাহারপর উঠিয়া কিছু না বলিয়াই বাহিরে গমন করা, সহসা অন্তর্ধান হওয়া, পুনরায় দর্শন দান, তাহারপর একুশদিন পুনরায় অন্তরার্থে শুইয়া থাকা, উঠিয়া তৈলমর্দ্দন করাইয়া গমন, পুনঃ আমার অন্তঃপুরে যাইয়া নানাপ্রকার ভোজন এবং স্থাপন এবং উহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দগ্ধ করা, সহসা রথে আরোহণ করিয়া বনরাজির বাহিরে যাওয়া, বনদান করা, বিনা বনে প্রবেশ, সেখানে বহু সুবর্ণময় প্রাসাদসমূহ দেখান, মণি ও মুক্তায় পরিবেষ্টিত পালঙ্ক দেখান এবং দেখে সব কিছু অদৃশ্য করা,

এতদিন আপনার এই সব কার্য্যের যথার্থ কারণ আমি শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ভৃগুনন্দন! আমি যখন এই সব বিষয়ের উপর চিন্তা করি, তখন আমি অত্যন্ত মোহিত হইয়া পড়ি ॥ ৩-৮

তপোধন! এই সব বিষয়ের উপর আমি বিচার করিয়াও কোন নিশ্চয় করিতে পারি নাই, অতএব এই সব বিষয় আমি পূর্ণরূপে ও যথাযথভাবে শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ৯

চ্যবন বলিলেন,—কৃপাল! যে কারণে আমি এই সব কার্য্য করিয়াছি, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি পূর্ণরূপে শ্রবণ কর। তুমি এই সব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় আমি না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না ॥ ১০

রাজন্! পুরাকালের ঘটনা, একদিন দেবগণের সভায় ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, যাহা আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম, সেই কথা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ১১

যে রাজন্! ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের দ্বন্দ্বে বিরোধ হওয়ায় দুই কুলে সঙ্করতা আসিবে (তাঁহার মুখ হইতেই শুনিয়াছি যে, তোমার বংশের কর্ত্তার দ্বারা আমার বংশে ক্ষত্রিয় তেজের সঞ্চার হইবে এবং) তোমার এক পৌত্র ব্রাহ্মণ-তেজে সম্পন্ন ও পরাক্রমশালী হইবে ॥ ১২

ততস্তে ফুল্লনাশার্থমহং প্রাপ্তঃ সমুপাগতঃ।
চিকীর্ষন্ কৃশিতোচ্ছেদঃ সন্নিবদ্ধঃ ফুল্ল তব ॥ ১৩
ততোঽহমাগমং পুরে দ্বারবত্যাং মহীপতে
নিয়মং ভক্ষিষ্যন্তো শুশ্রূষা ক্রিয়তামিতি ॥ ১৪
ন চ তে দুষ্কৃতং কিঞ্চিদহমাসাদয়ং পুরে
তেন জীবসি রাজর্ষে ন ভবেথাস্তুমন্যথা ॥ ১৫
এবং বুদ্ধিঃ সমাধায় দিবসানেকবিংশতিম্
পুত্রোঽস্মি যদি মাং কশ্চিদ্ যোবয়েদিতি পার্থিব ॥ ১৬
যদা ত্বয়া সভার্যেণ সংপুত্রো ন প্রবোধিতঃ।
অহং তদৈব তে প্রীতো মনসা রাজসত্তম ॥ ১৭
উত্থায় চাস্মি নিষ্ক্রান্তো যদি মাং ঘ মহীপতে।
পৃচ্ছেঃ ক যাস্তনীত্যেবং শপেয়ং ত্বামিতি প্রভো ॥ ১৮
অন্তর্হিতঃ পুনস্ত্বাস্মি পুনরেব চ তে পুরে।

যোগমায়ায় সংমুগ্ধো দিবসানেকবিংশতিম্ ॥ ১৯
ক্ষুধিতো মামপুত্রেথাঃ ক্রোধাদ্ যেতি নরাধিপ
এবং বুদ্ধিং সমাধায় কর্শিতো বাং ক্ষুধা মহা ॥ ২০
ন চ তেঽকুৎ সুপুত্রোঽপি মনুষ্যবসিং পার্থিব
সভার্যাস্যা নরশ্রেষ্ঠ তেন বে প্রীতিমানহম্ ॥ ২১
তোজনক সমানায্য যৎ তদা দীপিতং ময়া
কুরোথা যদি মাংসর্থাদিতি তন্মর্ষিরং চ মে ॥ ২২
ততোঽহং রথমাক্রুহ্য দ্বারমেচঃ নরাধিপ।
সভার্যো মাং যদাযেতি তচ্চ ত্বাং কৃতবাংস্তথা ॥২৩
অবিশচ্ছো নরপতে প্রীতোঽহং চাপি তেন হ
মনোমংসর্গেণপি চ কৃতে ন ত্বাং ক্রোধঃ প্রবর্ধয়ং ॥২৪
ততঃ প্রীতেন তে রাজন্ পুনরেবং কৃতং তব।
সভার্যস্ত্বং যদা তৃপ্তস্তু বিদ্ধি মনুজাধিপ ॥ ২৫

ইহা শ্রবণ করিয়া আমি তোমার কুল ধ্বংস করিবার জন্য তোমার গৃহে আসিয়াছিলাম আমি কৃশিতের মূলোচ্ছেদ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলাম। আমার এই প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, আমি তোমার কুলকে পাপাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিব ॥ ১৩

ফুল্লনাশ! এই উদ্দেশ্যেই তোমার নগরে আসিয়া আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি এক ব্রত আরম্ভ করিব। তুমি আমার সেবা কর (এই অভিপ্রায়ে আমি তোমার দোষ অন্বেষণ করিতেছিলাম), কিন্তু তোমার গৃহে থাকিয়া আমি আজ পর্যন্ত তোমার কোন দোষ পাই নাই। রাজর্ষে! সেই-জন্য তুমি জীবিত আছ, অন্যথা তোমার সত্তা নষ্ট হইয়া যাইত ॥ ১৪-১৫

ফুল্লনাশ! এই বুদ্ধি লইয়া আমি একুশদিন এতদর্থে নিদ্রিত ছিলাম যে, তুমি যদ্যপি আসিয়া কোন একদিন আমাকে জাগরিত করিবে ॥ ১৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! যখন পত্নীসহ তুমি নিদ্রিত ব্যক্তিদের সময় 'আমাকে জাগরিত করিলে না, তখন আমি মনে মনে তোমার উপর প্রসন্ন হইলাম ॥ ১৭

ফুল্লনাশ! প্রভো! যে সময় আমি উঠিয়া গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে লাগিলাম, তখন যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে 'আপনি কোথায় যাইবেন', তাহা হইলে আমি সেই সময়ে অভিশাপ দিতাম ॥ ১৮

আমি পুনরায় অন্তর্হিত হইলাম এবং পুনরায় তোমার গৃহে

আসিয়া যোগের আশ্রয় গ্রহণ করত একুশদিন পর্যন্ত নিদ্রিত রহিলাম ॥ ১৯

নরনাথ! আমি চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তোমরা দুইজনে ক্ষুধা পীড়িত হইয়া কিংবা পাপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া আমার 'সেবা করিবে। এই উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের অকৃত্রিম ভাবিয়া কেবলমাত্র রহিয়া ছিলাম ॥ ২০

নৃপতে! এইজন্যে ইহাতেও পত্নী সহ তোমার মনে অল্পও ক্রোধের সঞ্চার হয় নাই ইহার দ্বারা আমি তোমাদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ২১

ইহার পর যখন আমি নানাপ্রকার ভোজ্যসামগ্রী আনাইয়া প্রস্তুত করিলাম, তখন আমার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তুমি মাংসদ্বারা আমার উপর কুদ্ধ হইবে, কিন্তু তুমি আমার এই আচরণও সহ্য করিয়া যাইবে ॥ ২২

নরেন্দ্র! ইহার পর রথে আরোহণ করত আমি বলিলাম—পত্নীসহ তুমি এই রথ যখন বহন করিবে, তখনই এই কার্যের তুমি নিঃসন্দেহ হইয়া পূর্ণ করিয়াছ। ইহাতেও আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥২৩

তারপর যখন আমি তোমার বনমধ্যে স্নান করিতে লাগিলাম, সেই সময়েও তুমি ক্রোধের বশীভূত হও নাই। এই সবের দ্বারা আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। রাজন্! নরনাথ। অতএব আমি পত্নীসহ তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এই মনে

প্রীতার্থং তব চৈবেহ ধর্মসম্বর্ধনং কৃতম্।
বং তে বনেঽস্মিন্ বৃণতে দৃষ্টঃ দিব্যো নিদর্শনম্ ॥ ২৬
ধর্মোদ্বেগশ্চতুরা রাজন্ সদারেণ পার্থিব।
মুহূর্তমনুকূলোঽসৌ সত্যার্থোগ নৃপোত্তম ॥ ২৭
নিদর্শনার্থং তপসো ধর্মস্য চ নরাধিপ।
তস্য যাচ্ঞাসমীপে স্পৃশ রাজন্তদ্যাপি বিদ্ধিতা ধরা ॥ ২৮
ব্রাহ্মণ্যং কাঙ্ক্ষসে হি ত্বং তস্মাৎ পৃথিবীপতে।
অবমন্ত নরেন্দ্রাণাং দেবেন্দ্রস্তক পার্থিব ॥ ২৯
এবমেতদ্ যথাঽঽত্থ ত্বং ব্রাহ্মণ্যং তাত দুর্লভম্।
ব্রাহ্মণে সতি চাঽঽর্জবমিহৈব চ তপস্বিতা ॥ ৩০
ভবিষ্যতোস্য তে তাত কৃষিকাং (কৌশিকো দ্বিজঃ।
তৃতীয়ঃ পুরুষঃ তুভ্যং ব্রাহ্মণ্যং গমিষ্যতি ॥ ৩১
যাগযজ্ঞে পার্থিবশ্রেষ্ঠ তৃপ্তস্যায়ম্ব ভোজনৈঃ
পৌত্রস্তে ভবিতা বিপ্রস্তপস্বী লাভবত্যুতঃ ॥ ৩২

যঃ স দেব-মনুষ্যাণাং ভয়মুৎপাদয়িষ্যতি।
ব্রহ্মণাবেব লোকানাং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৩৩
বরং গৃহাণ রাজর্ষে যৎ তে মনসি বর্ততে।
তীর্থযাত্রাং গমিষ্যামি পূজা কালোঽতিবর্ততে ॥ ৩৪

কৃশিক উবাচ

এষ এষ বরো মেঽস্তু যদ্যহং প্রীতো ত্বয়ানঘে
ভবদ্ভেভ্যো যথাঽঽত্থ ত্বং ভবেৎ পৌত্রো মমানঘ ॥ ৩৫
ব্রাহ্মণ্যং যে কুলস্যাস্য ভগবন্নেষ বৈ বরঃ
পূনশ্চাধ্যাত্মমিচ্ছামি ভগবন্ বিস্তরেণ বৈ ॥ ৩৬
কথমেতদ্ভবিতা বিপ্রা কুলা যে ক্ষত্রকুলজ।
কস্যাংসৌ ভবিতা বহ্মন্ কস্যাপি সম্ভবঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি চ্যবনকুশিকসংবাদো
নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

ধর্ম দর্শন করাইয়াছি পুনরায় এই সব কার্য করার ইচ্ছে হইল—তোমাতে কলহ করা, ইহা: তুমি আছি ॥ ২৬-২৭

নৃপতে! রাজন্! এই স্থানে তুমি যে সব দিব্য দৃশ্য দেখিয়াছ, সেই সমস্ত ধর্মেরই যে নিদর্শন, নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি নিজের শরীর সহিত এই স্থানেই কিছুকাল ধর্মীয় সুখ অনুভব করিয়াছ ॥ ২৮-২৯

নরনাথ! এই সব কার্যে তোমাদের তপস্যা ও ধর্মের প্রভাব দেখাইবার জন্য করিয়াছি রাজন্! এই সব বিষয় দেখিবার পর তোমার মনে যে ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাও আমি জ্ঞাত আছি ॥ ৩০

পৃথিবীপতে! তুমি সম্রাট এবং দেবরাজের পদকে অবহেলা করিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছ এবং তপস্যারও আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ ॥ ৩১

তাত! তপ ও ব্রাহ্মণ্য সম্বন্ধে তুমি যেরূপ কথা বলিয়াছ তাহা যথার্থই। বাস্তবে ব্রাহ্মণ্য দুর্লভ। ব্রাহ্মণ হইলেও তুমি তপস্যা এবং তুমি হইলেও তপস্বী হওয়া আরও কঠিন ॥ ৩২

তোমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কৃশিক হইতে কৌশিক বাংশ ব্রাহ্মণবংশ প্রচলিত হইবে এবং তোমার তৃতীয় পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে ॥ ৩৩

কৃশাশ্বশ্রেষ্ঠ! কৃশবংশধরগণেরই তেজে তোমার বংশ ব্রাহ্মণ্য লাভ হইবে। তোমার পৌত্র অতিতুল্য তেজস্বী ও তপস্বী ব্রাহ্মণ হইবে ॥ ৩৪

তোমার এই পৌত্র নিজের তপস্যার প্রভাবে দেবতা ও মনুষ্যগণ এবং জিলোকের নিকট ভয় উৎপাদন করিবে। আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিলাম ॥ ৩৫

রাজর্ষে! তোমার মনে যাহা আছে, তাহাদানের আমার নিকট হইতে বর প্রার্থনা কর। আমি তীর্থযাত্রায় গমন করিব। এখন সময় চলিয়া যাইতেছে ॥ ৩৬

কৃশিক বলিলেন,—মহামুনে! আজ আপনি প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর। নিষ্পাপ! আপনি যেরূপ বলিলেন, তাহা সত্য হউক—আমার পৌত্র ব্রাহ্মণ হউক ॥ ৩৭

ভগবন্! আমার কুল ব্রাহ্মণ হইয়া যাউক, ইহাই আমার অভীষ্ট বর। প্রভো! আমি এই বিষয় পুনরায় বিস্তারে শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ৩৮

কৃপানন্দন! আমার কুল কিভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে? আমার এই বহু, সেই সম্বন্ধিত পৌত্র যে হইবে, যে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ হইয়া বংশগ্রহণ করিবে? ৩৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে চ্যবন ও কৃশিকের সংবাদ-নামক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[চ্যবনমুনিনা ভৃগুবংশীয়ানাং কুশিকবংশীয়ানাঞ্চ সম্বন্ধকারণমুক্তং। ঔর্ব্বোৎপত্তিবর্ণনঞ্চ প্রস্তাবনা]

চ্যবন উবাচ।

অবস্থ্য তমনীয়ং মে তত্রৈবোদ্ধরণপুজব।
যদর্থং ত্বামহমুচ্ছেত্তুং সম্প্রাপ্তো মনুজাধিপ। ১
ভৃগূণাং কত্থিতা রাজ্যা নিত্যমেবাজনাধিপ।
তে চ তেজঃ প্রধিষ্যন্তি দৈবযুক্তেন হেতুনা। ২
ক্ষত্রিয়াস্তু ভৃগূন্ সর্ব্বান্ বধিষ্যন্তি নরাধিপ
আ গর্ভাবসূদনুস্থন্তো দৈবদণ্ডনিপীড়িতাঃ। ৩
তত্র উৎপৎস্যতেঽস্মাকং কুলে গোত্রবিবর্দ্ধনঃ
ঊর্ব্বো নাম মহাতেজা অদ্যাকর্ষসমন্বিতঃ। ৪
স ত্রৈলোক্যধিনাশায় কোপায়ুঃ জনয়িষ্যতি।
মহীং সপর্ব্বতবনাং যঃ করিষ্যতি ভস্মসাৎ। ৫
কতিপয় কালাং তু বহ্নিঃ স এব প্রমরিষ্যতি।
সমুদ্রে বড়বাবক্ত্রে ব্রাহ্মণো মুনিসত্তমঃ। ৬
পুত্রঃ তস্য মহারাজ ঋচীকঃ ভৃগুনন্দনঃ
সাক্ষাৎ ঋগ্বেদো বপুষা সমুপাস্যাস্তেঽনঘ। ৭
ক্ষত্রিয়াণামতাবায় দৈবযুক্তেন হেতুনা
স তু তং প্রতিগৃহ্যৈব পুত্রে সংক্রাময়িষ্যতি। ৮
জমদগ্নৌ মহাভাগে তপসা ভাবিতাত্মনি
স চাপি ভৃগুশার্দ্দূলস্তং বেদং ধারয়িষ্যতি। ৯
কুলাৎ তু তব ধর্ম্মজ্ঞ কন্যাং সোঽর্থিষ্যতে বরম্
উদ্বাহনার্থং ভবতো বাসসা বৃষসত্তম। ১০
যাচেতৃ র্হি তব প্রাপ্য পৌত্রী তব মহাতপাঃ
ব্রাহ্মণং ভজমানাং পুত্রমুৎপাদয়িষ্যতি। ১১
ক্ষত্রিয়ং বিক্রমোপেতং বৃহন্তমিতি বৈভসা
বিশ্বামিত্রং তব কুলে গায়ত্রং পুত্রং সুধার্ম্মিকম্। ১২
তপসা মহতা যুক্তং প্রবক্ষ্যতি মহাত্মানং
স্ত্রিয়ো তু কারণং তত্র শাপবন্তং ভবিষ্যতঃ। ১৩

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[চ্যবন মুনিকর্ত্তৃক ভৃগুবংশীয় ও কুশিকবংশীয়গণের বন্ধুত্বের কারণ বর্ণিত ঔর্ব্বোৎপত্তির ও উক্ত প্রস্তাব।]

চ্যবন বলিলেন,—মহারাজ! বরনাথ! আমি যে উদ্দেশে তোমার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলাম, তাহা অবশ্যই তোমাকে আমার বলা উচিত।

জনেশ্বর! ক্ষত্রিয়গণ সকলেই ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের যজমান; কিন্তু প্রারব্ধবশতঃ কিছুকাল পরে উহাতে ভেদবুদ্ধি হইবে। সেইজন্য তাহারা দৈবের প্রেরণায় সমস্ত ভৃগুবংশীয়-গণকে সংহার করিবে। -বেগের। তাহারা দৈবদণ্ডের দ্বারা পীড়িত হইয়া গর্ভস্থ শিশুসন্তানের ছেদন করিয়া দিবে। ১-৩

ভবদ্বংশে আমার বংশে ঊর্ব্বনামক এক মহাতেজস্বী বালক উৎপন্ন হইবে, যে ভার্গব গোত্রের বৃদ্ধি করিবে। তাহার তেজ অগ্নি ও সূর্য্যাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ হইবে। ৪

সে ত্রিভুবনকে বিনাশ করিবার জন্য ক্রোধজনিত অগ্নিকে সৃষ্টি করিবে। সেই অগ্নি পর্ব্বত ও বনসমূহ সহ সম্পূর্ণ পৃথিবীকে ভস্মসাৎ করিয়া দিবে। ৫

কিছুকাল পরে মুনিশ্রেষ্ঠ ঊর্ব্বই সেই অগ্নিকে সমুদ্রবাসী দ্বিমুখ বড়বানলের মধ্যে স্থাপিত করিয়া শান্ত করিবে। ৬

নিষ্পাপ মহারাজ! সেই ঊর্ব্বের পুত্র ঋচীক ভৃগুকুলনন্দন ঋগ্বেদ ইঁহার দেহার উক্ত স্পর্শ বপুধারণ করিয়া মূর্ত্তিমান হইয়া উপাসিত হইবে। ৭

সে ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিবার জন্য দৈবপ্রেরিত হেতু বশতঃ তপস্যার দ্বারা তাহাকে নিজের পুত্র করিতে অথবা ভবিষ্যতে ঊর্ব্বের পুত্র মহাতপা জমদগ্নিকে ঐরূপ শিক্ষা করাইবে। ভৃগুশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি সেই বেদকে ধারণ করিবে। ৮-৯

ধর্ম্মজ্ঞ! নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই ঋচীক তোমার কুলের উন্নতির জন্য তোমার বংশের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।

তোমার পৌত্রী ও সাধিব পুত্রীকে প্রাপ্ত হইয়া মহাতপস্বী ঋচীক ক্ষত্রিয়বধকারিণী ব্রাহ্মণভাতীয় পুত্রকে উৎপন্ন করিবে। নিজের পত্নীর প্রার্থনায় ঋচীক ক্ষত্রিয়াকে নিজের পুত্র হইতে অপসারিত করিয়া ভাবী পৌত্রের দ্বারা স্থাপিত করিয়া দিবে। ১০-১১

মহাতেজস্বী মহেন্দ্র! এই ঋচীক মুনি তোমার কুলে জাত গাধিকে এক মহাতপস্বী ও সত্যধার্ম্মিক পুত্র প্রদান করিবে, যাহার নাম হইবে বিশ্বামিত্র। সে ব্রহ্মশক্তির সমান তেজস্বী ও ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মকারী ক্ষত্রিয় হইবে। ১২

পিতামহ ব্রহ্মার প্রেরণায় গাধির পত্নী ও কন্যা (জমদগ্নি-পত্নী

পিতামহনিয়োগাদ্ ব্রাহ্মণৈস্তৈস্ত ভবিষ্যতি।
তৃতীয়ে পুরুষে তুভ্যং ব্রাহ্মণত্বমুপৈষ্যতি ॥ ১৪
ভবিতা তব সম্বন্ধী তৃপমুখ্য ভাবিতাত্মনাম্
ভীষ্ম উবাচ
ভৃগুনন্দন মুনেরাকাং চ্যবনস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৫
শ্রুত্বা হৃষ্টোঽভবদ্ রাজা বাক্যং চেদমুবাচ হ
এবমস্ত্বিতি তন্মাত্মা তদা ভরতসত্তম ॥ ১৬
চ্যবনস্তু মহাতেজাঃ পুনরেব নরাধিপম্
বরার্থং চোদয়ামাস তমুবাচ স পার্থিবঃ ॥ ১৭
বাচ্যমেবং করিষ্যামি কামং বৃণ্ডো মহামুনে।

ব্রহ্মভূতং কুলং মেঽস্তু বরং চাস্মৈ বৃণোম্যহম্ ॥ ১৮
এবমুক্তস্তথেত্যেবং প্রত্যুক্তো চ্যবনো মুনিঃ
অভ্যনুজ্ঞায় নৃপতিং তীর্থযাত্রাং যযৌ তদা ॥ ১৯
এতৎ তে কথিতং সর্বমশেষেণ ময়া নৃপ।
কৃপয়া কৃশিকানাঞ্চ অভিসম্বন্ধকারণম্ ॥ ২০
যথোক্তমৃষিণা চাপি তদা তত্তস্তথা নৃপ
জন্ম রামস্য চ মুনের্বিশ্বামিত্রস্য চৈব হি ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি চ্যবনকুশিকসংবাদে
ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

—এই দুই স্ত্রী এই পরিবর্তনের কারণ হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। ইহার কোনরূপ অন্যথা হইবে না। ১৩½

তোমা হইতে তৃতীয় পুরুষে তোমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব আসিবে এবং তুমি পরম অন্তঃকরণবিশিষ্ট তৃণবন্দীগণের সম্বন্ধী হইবে। ১৪½

ভীষ্ম বলিলেন,- ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা চ্যবন মুনির এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাত্মা রাজা কুশিক অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন,—তথাস্তু' এইরূপই হউক ॥ ১৫-১৬

মহাতেজস্বী চ্যবন পুনরায় রাজা কুশিককে বর প্রার্থনা করিবার জন্য প্রেরণা দিলেন। তখন সেই নৃপতি কুশিক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৭

মহামুনে! আমি নিশ্চয়ই আপনার নিকট হইতে আমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিব। আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমার কুল ব্রাহ্মণ হইয়া যাউক এবং তাহাদের বংশে ধন আসক্ত থাকুক ॥ ১৮

কুশিক এই কথা বলিলে পর চ্যবনমুনি বলিলেন—'তথাস্তু'—তাহাই হউক। তাহার পর তিনি রাজার নিকট হইতে গমনের অনুমতি লইয়া সেই সময় তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন ॥ ১৯

নৃপ! এইরূপে আমি তোমার নিকটে কৃতবন্দীগণের ও কুশিকবংশীয়গণের পরস্পরের সম্বন্ধের কারণ সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিলাম ॥ ২০

যুধিষ্ঠির! সেই সময় চ্যবন ঋষি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারেই কিছুকাল পরে কৃতকৃত্যে পরলোকগত এবং কুশিকবংশে বিশ্বামিত্রের জন্ম হয় ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে চ্যবন ও কুশিকের সংবাদবিষয়ক ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

(অনেকবিধতপস্যানাং দানানাঞ্চ ফলবর্ণনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ

মুহ্যামীব নিশম্যাহং চিন্তয়ানঃ পুনঃ পুনঃ।
হীনান পার্থিবসঙ্ঘাতৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ১
প্রাপ্তা রাজ্যানি শত্রূণাং মহাংশ্চ ত্রিদাব আরুত।
কোটিশঃ পুরুষান্ হত্বা পরিতপ্তোঽস্মি ভারত ॥ ২
কা নু তাসাং বরস্ত্রীণাং সমবস্থা ভবিষ্যতি।
যা হীনাঃ পতিভিঃ পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিশ্চাত্মবন্ধুভিঃ ॥ ৩
বয়ং বা তান্ বৃজিনং হত্বা জ্ঞাতীংস্তু সুহৃদোঽপি বা
অবাকীর্যাঃ পতিষ্যামো নরকে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪
নরীয়ং বোদ্ধুমিচ্ছামি তপসোগ্রেণ ভারত।
উপদিষ্টমিহেচ্ছামি তদ্ব্রূতোঽহং বিশাম্পতে ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

যুধিষ্ঠিরস্য তদ্বাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মো মহামনাঃ।
পরীক্ষ্য নিপুণং বুদ্ধ্যা যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥ ৬
রহস্যমদ্ভুতং চৈব শৃণু বক্ষ্যামি যং ত্বয়া।
যা গতিঃ প্রাপ্যতে যেন প্রেত্যভাবে বিশাম্পতে ॥ ৭
তপসা প্রাপ্যতে স্বর্গস্তপসা প্রাপ্যতে যশঃ।
আয়ুঃ প্রকর্ষো ভোগাশ্চ লভ্যন্তে তপসা বিভো ॥ ৮
জ্ঞানং বিজ্ঞানমারোগ্যং রূপং সম্পৎ তথৈব চ
সৌভাগ্যং চৈব তপসা প্রাপ্যতে ভরতর্ষভ ॥ ৯
ধনং প্রাপ্নোতি তপসা যৌবনেনাজ্যং প্রযচ্ছতি।
উপভোগান্তু দানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ জীবিতম্ ॥ ১০
অহিংসায়াঃ ফলং রূপং দীক্ষায়া ফলং বৈ কুলে।
ফলমূলাশিনাং রাজ্যং স্বর্গঃ পর্ণাশিনাং ভবেৎ ॥ ১১
পয়োভক্ষো দিবং যাতি দানেন ত্রিবিধাবিধিঃ।
গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা নিত্যশ্রাদ্ধেন সন্ততিঃ ॥ ১২

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[বিবিধ প্রকার তপস্যা ও দানের ফল বর্ণন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! এই পৃথিবীতে আমি যখন সেই সম্পত্তিশালী নরপতিগণের দ্বারা পরিত্যক্তা দেখি, তখন আমি অত্যন্ত চিন্তায় পতিত হইয়া বারংবার যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি।১

ভরতসত্তম! পিতামহ! যদিও আমি এই পৃথিবীকে জয় করিয়া শত শত যজ্ঞের দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি ইহার জন্য যে কোটি কোটি পুরুষকে হত্যা করিতে হইয়াছে, তাহার জন্য আমি এখন অনুতাপ ভোগ করিতেছি।২

হায়, তাহাদের বৃদ্ধা স্ত্রীগণের কি দশা হইবে, তাহারা আজ নিজেদের পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও বান্ধবাদি আত্মীয়স্বজনগণ হইতে চিরকালের জন্য বিচ্যুতা হইয়া গিয়াছে?৩

আমরা নিজেরই জ্ঞাতি কৌরবগণ ও অন্যান্য সুহৃদ্‌বর্গকে বধ করিয়া অবশ্যম্ভাবী নরকে পতিত হইব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।৪

ভারত! প্রজ্ঞানাথ! আমি নিজের পরীক্ষার জন্যই তপস্যার দ্বারা জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি এবং এ বিষয়ে আপনার যথার্থ উপদেশ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাবলশালী ভীষ্ম নিজের বুদ্ধির দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিলেন।৬

প্রজানাথ! আমি তোমাকে এক অদ্ভুত রহস্যের কথা বলিব। যে রহস্য মৃত্যুর পর কোন্ কর্ম্মের দ্বারা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, সেই বিষয় শ্রবণ কর।৭

প্রজাবৎসল যুধিষ্ঠির! তপস্যার দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, তপস্যার দ্বারা যশ প্রাপ্তি হয় এবং তপস্যার দ্বারা দীর্ঘ আয়ু, উচ্চ পদ ও উত্তম উত্তম ভোগসমূহ লাভ হয়।৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! জ্ঞান, বিজ্ঞান, আরোগ্য, রূপ, সম্পত্তি এবং সৌভাগ্যলাভ তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়।৯

মানুষ তপস্যার দ্বারা ধন লাভ করে। যৌবনত্বের দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে আনন্দ করিতে পারে। দানের দ্বারা উপভোগ ও ব্রহ্মচর্য্যপালনে দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি হয়।১০

অহিংসার ফল রূপ এবং দীক্ষার ফল উত্তমকুলে জন্মলাভ। ফল-মূল ভক্ষণকারীর রাজ্যলাভ ও পত্রভোজনকারীর স্বর্গ প্রাপ্তি হয়।১১

দুগ্ধভক্ষণ করিয়া যৌবনধারণকারী ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে। দানের দ্বারা মানুষ অধিক ধনশালী হয়। গুরুর সেবা করিলে বিদ্যালাভ হয় এবং নিত্য শ্রাদ্ধের দ্বারা সন্তান প্রাপ্তি হইয়া থাকে।১২

গবাঢ্যঃ লাকলীভাক্তিঃ স্বর্গমাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥
ত্রিরাত্রিবধসং স্নাত্বা বায়ুং পীত্বা ক্রতুং লভেৎ ॥ ১৩
নিত্যস্নায়ী ভবেদ্ দক্ষঃ সন্ধ্যে দ্বে যো জপন্ দ্বিজঃ।
যক্ষৎ সাবর্ণতো রাজন্ লাকলপৃষ্ঠনিষাদকে ॥ ১৪
বৃত্তিস্থিলে শয়ানানাং পৃথ্বীং শয়নানি চ।
চীরবল্কলবাসোভির্বাসঃস্নাতস্য দানি চ ॥ ১৫
শয্যাসনানি যানানি যোগযুক্তে তপোবনে
অগ্নিপ্রবেশে নিয়তঃ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬
রসানাং প্রতিসংহারাৎ সৌভাগ্যমিহ বিন্দতি।
আমিষপ্রতিসংহারাৎ প্রজা হ্যনুদ্ভবী ভবেৎ ॥ ১৭
উদবাসং বসেদ্ যস্তু স নরাধিপতির্ভবেৎ।
সত্যবাদী নরশ্রেষ্ঠ দৈবতৈঃ সহ মোদতে ॥ ১৮
কীর্তির্ভবতি দানেন তথাঽরোগ্যমবিংসয়া
দ্বিজস্তুগ্রবরা রাজ্যং বিজয়ঃ ছাপি পুষ্কলম্ ॥ ১৯

পানীয়স্য প্রদানেন কীর্তিমাপ্নোতি মানবঃ
অন্নস্তু প্রদানেন তৃপ্তান্তে কামভোগতঃ ॥ ২০
লাজৈঃ সর্বকৃতানাং সর্বশ্যৈরিহ মুচ্যতে
দেবকন্যাবরা রাজ্যং দিব্যা রূপং নিষেবন্তি ॥ ২১
দীপালোকপ্রদানেন চক্ষুষ্মান্ ভবতে নরঃ
প্রেক্ষণীয়প্রদানেন দৃষ্টিং মেধাঞ্চ বিন্দতি ॥ ২২
গন্ধমালাপ্রদানেন কীর্তির্ভবতি পুষ্কলা
কেশসুশ্রূষায়য়ত্বাশ্চ্যো ভবতি সন্ততিঃ ॥ ২৩
উপবাসঞ্চ দীক্ষাঞ্চ অভিষেকঞ্চ পার্থিব
কৃত্বা ধ্যানং যথাদিষ্টং বীরস্থানাদ্ বিশিষ্যতে ॥ ২৪
দাসীদাসসমৃদ্ধঃয়ান্ ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ
ব্রহ্মদেয়ং। পৃথাং দত্ত্বা প্রাপ্নোতি মনুজর্ষভ ॥ ২৫
ক্রতুভিশ্চোপবাসৈশ্চ ত্রিদিবং যাতি ভারত।
লভতে চ শিবং জ্ঞানং ফলপুষ্পপ্রদো নরঃ ॥ ২৬

যে ব্যক্তি কেবল পাক শুদ্ধ করিয়া জীবনধারণ করিবার ব্রত গ্রহণ করে, সে দোষের বশীভূত হইয়া থাকে। ফল শুষ্ক করিয়া প্রাশনকারী ব্যক্তিগণের স্বর্গলাভ হয় বলিয়া মহাত্মাগণ বলেন। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং—এই তিন কালে স্নান করিয়া মানুষ বহু শ্রী লাভ করে এবং কেবল বায়ু পান করিয়া অবস্থিতি মানুষ যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়। ১০

রাজন্! যে দ্বিজ নিত্য স্নান করিয়া দুই সন্ধ্যার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন, তিনি কাব্যবিপুণ হন। যজ্ঞ লাঙ্গলকারী অর্থাৎ জলত্যাগী মানুষ এবং নিরাহার মানুষের স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয় ১২।

বৃত্তিস্থানে বেদিতে যা অগ্নিশালায় শয়নকারী ব্যক্তিগণের বহু মৃদু ও শয্যা লাভ হয়। চীর (কৌপীন) ও বল্কল (বৃক্ষত্বক্ নির্মিত) বস্ত্র পরিধানকারীরা উত্তম উত্তম বস্ত্র ও আভরণসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৫

যোগযুক্ত তপোবন ব্যক্তির শয্যা, আসন ও যানসকল লাভ হয়। নিয়তাত্মারূপ অগ্নিতে প্রবেশ করিলে পর জীব ব্রহ্মলোকে সম্মান সহকারে বাস করে। ১৬

রসসমূহ পরিত্যাগ করিলে মানুষ এ জগতে সৌভাগ্যভাগী হয়। মাংসভক্ষণ ত্যাগ করিয়া দিলে নীরোগ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ১৭

যে ব্যক্তি জলে বাস করে, সে বরুণপতি হয়। নরশ্রেষ্ঠ! সত্যবাদী মানুষ স্বর্গে দেবগণের সহিত আনন্দভোগ করেন। ১৮

দানের দ্বারা যশ, অহিংসার দ্বারা আরোগ্য এবং ব্রাহ্মণগণের সেবার দ্বারা ও সর্বোত্তম ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি হয়। ১৯

জলদান করিলে পর মানুষের অক্ষয়কীর্তি লাভ হয় এবং অন্ন দান করিলে পর মানুষ কাম ও ভোগের দ্বারা পূর্ণরূপে তৃপ্তি লাভ করে। ২০

যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণিগণকে লাজ্না দান করে, সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার শোক হইতে মুক্ত হইয়া যায়। দেবতাগণের সেবার দ্বারা রাজ্য ও দিব্যরূপ লাভ হইয়া থাকে। ২১

যষ্টির দীপদান করিলে মানুষের নয়ন নীরোগ হয়। দর্শনীয় বস্তু দান করিলে মানুষের স্মরণ শক্তি ও মেধা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২২

গন্ধ ও পুষ্পমালা দান করিলে প্রচুর যশ লাভ হয়। মস্তকে কেশরাশি ও শ্মশ্রু (দাড়ি) ধারণ করিয়া রাখিলে মানুষের শ্রেষ্ঠ সন্তান প্রাপ্তি হয়। ২৩

ভূপাল! বায়ু যৎসর পর্যন্ত ভোগ ত্যাগ, দীক্ষা, ধ্যানবিধি গ্রহণ, ও তিন কালে স্নান করিলে বীর পুরুষগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হইয়া থাকে। ২৪

নরশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি নিজের ভক্তাকে ব্রাহ্ম বিধায় বিধি অনুসারে ব্রহ্মদেয় বস্তুকে দান করে, সেই ব্যক্তি দাস-দাসী, ধনধান্য, ক্ষেত্র ও গৃহসকল প্রাপ্ত হয়। ২৫

ভারত! যজ্ঞ ও উপবাস করিলে পর মানুষ স্বর্গলোকে গমন

সুবর্ণপৃষ্ঠৈশ্চ বিরাজিতাম্যঃ
গবাং সহস্রস্য নরঃ প্রদাতা বৈ
প্রাপ্নোতি পুণ্যাং দিবি দেবলোকে
বিভোরবাপ্তির্দিবি দেবসঙ্ঘাঃ। ১৭
প্রযচ্ছতে যঃ কপিলাং সবৎসাং
কাংস্যোপদোহাং কনকাগ্রশৃঙ্গীম্।
তৈলৈস্তিলৈঃ কামদুঘাস্য ভূত্বা
নয়ং প্রদাতারমুপৈতি সা গৌঃ। ১৮
যাবন্তি রোমাণি ভবন্তি ধেনো-
স্তাবৎ কালং প্রাণিনঃ সোঽপ্রদানাৎ।
পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ কুলঞ্চ সর্ব-
মাসপ্তমং তারয়তে পয়ত্ব। ১৯
সদক্ষিণাং কাঞ্চনচারুশৃঙ্গীং
কাংস্যোপদোহাং ত্রিবিণোত্তরীয়াম্।
ধেনুং স্থিতাং যঃ প্রদদাতি বিদ্বান্
লোকা বসূনাং সুলভা ভবন্তি। ৩০
অকর্মভির্যানবং সানিরুদ্ধং
ঘোরান্ধকারে নরকে পতন্তম্।

মহার্ণবে নৌরিব বায়ুযুক্তা
দানং গবাং তারয়তে পয়ত্ব। ৩১
যো ব্রহ্মঘোষা তু সভাসি কর্তা
ভূমিপ্রদানঞ্চ করোতি বিপ্রে
দদাতি চাগ্রঃ বিধিবচ্চ যজ্ঞ
স লোকমাপ্নোতি পুরন্দরস্য। ৩২
নৈষেধিকা সর্বগুণোপপন্নাঃ
দদাতি যৈ যজ্ঞ নরো দ্বিজায়
স্বাধ্যায়চারিত্রগুণান্বিতায়
তস্যাপি লোকাঃ কৃতপুণ্যকর্মণঃ। ৩৩
ঘৃতাপ্রদানেন গবাং তথা বৈ
লোকানবাপ্নোতি নরো বসূনাম্
স্বর্গায় চাজ্যং দ্বিজসাধ্যদানং
তস্মৈ নিশিষ্টং কনকপ্রদানম্। ৩৪
দুগ্ধপ্রদানেন গৃহং বরিষ্ঠং
যানং তথোপানহপ্রদানে।
বস্ত্রপ্রদানেন কলং সুরূপং
গন্ধপ্রদানাৎ সুরভির্নরঃ স্যাৎ। ৩৫

ভরে এবং কপিলা দানকারী মানব কল্যাণময় মোক্ষফল লাভ করিয়া থাকে। ১৬

সুবর্ণপৃষ্ঠ সুশোভিত এক হাজার গো দান করিলে মানুষ স্বর্গে পুণ্যময় দেবলোক প্রাপ্ত হয় স্বর্গবাসী দেবগণ এরূপ কথাই বলেন। ১৭

যাহার পুচ্ছের অগ্রভাগ স্বর্ণমণ্ডিত, এরূপ সবৎসা কপিলাকে কাংস্যনির্মিত দুহনপাত্রসহ যে ব্যক্তি দান করে, সেই ব্যক্তির নিকট সেই সব ধেনু সেই সেই ওপসমূহে যুক্ত কামধেনু হইয়া থাকিয়া থাকে। ১৮

সেই ধেনুর শরীরে যত লোম থাকে, তত বর্ষ পর্যন্ত মানুষ গোদানের স্বর্গীয় ফল উপভোগ করে। কেবল তাহাই নহে, সেই ধেনু তাহার পুত্র পৌত্রাদি অনন্তর সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত সমস্ত কুলকে পরলোকে উদ্ধার করে। ১৯

যে মানুষ স্বর্ণের ক্ষুরযুক্ত গৃহ নির্মাণ করাইয়া এবং রত্নযুক্ত উত্তরীয় দান করত কাংস্যময় দুহনপাত্র এবং কপিলাসহ ভিন্নের ধেনু ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার বসুলোক সুলভ হইয়া থাকে। ৩০

যেরূপ মহাসাগরের মধ্যে পতিত নৌকা বায়ুর আঘাত প্রাপ্ত পূর্বক পরপারে যাইতে সমর্থ হয়, সেইরূপ নিজের কর্মদোষে ঘোরতর অন্ধকারময় নরকে পতিত মানবের গোদানই পরলোকে তাহাকে পরিত্রাণ করে। ৩১

যে মানুষ ব্রাহ্মবিধি অনুসারে নিজের কন্যা দান করে, ব্রাহ্মণকে তৃপ্তি দান করে এবং বিধি অনুসারে অন্ন দান করে, তাহার ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। ৩২

যে মানুষ স্বাধ্যায়শীল ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে সর্বগুণ সম্পন্ন গৃহ ও শয্যাদি গৃহস্থের উপযোগী দ্রব্য প্রদান করে, তাহার উত্তরকুরুদেশে বাস করিবার সুযোগ লাভ হয়। ৩৩

ঘৃত দান করিলে সমর্থ ঘৃত ও বেলফলের দান করিলে মানুষ বসুলোক লাভ করে। স্বর্গধাম স্বর্গ প্রাপ্তিকামক ব্যক্তিরা করিয়া থাকে এবং বিদ্বান পক্ষ স্বর্গ দান করিলে উহা হইতেও উত্তম ফল লাভ হইয়া থাকে। ৩৪

ছাতা দানে উত্তম গৃহ, জুতা দানে যান, বস্ত্রদানে সুন্দর রূপ এবং গন্ধদান করিলে সুগন্ধযুক্ত দেহ প্রাপ্তি হয়। ৩৫

পুষ্পোপগং বাথ ফলোপগং বা
যঃ পাদপং স্পর্শয়তে দ্বিজায়।
সশীকৃতস্তেন বহুত্বপূর্ণা
লভত্যযত্নোপগতা গৃহং বৈ। ৩৬

ভক্ষ্যান্নপানীয়রসপ্রদাতা
সর্বান্ সমাপ্নোতি রসান্ প্রকামম্।
প্রতিশ্রয়াচ্ছাদনসম্প্রদাতা
প্রাপ্নোতি তাতেব ন সংশয়োঽত্র। ৩৭

স্রগ্ধূপসন্তানমুলেপনানি
স্নানানি মাল্যানি চ মানবো যঃ।
দত্ত্বা দ্বিজেভ্যঃ স তথৈবভোগ-
সুখান্বিতঃস্যাদ্ নরেন্দ্র লোকে। ৩৮

বীতৈরজুষ্টা শয়নৈরুপেতং
দত্ত্বা গৃহং যঃ পুরুষো দ্বিজায়
পুণ্যান্বিতায়াং বহুরত্নপূর্ণা
লভত্যবিষ্ঠানবরঃ স রাজন্। ৩৯

মুসম্মৃষ্টিত্রাস্তরণোপধানং
দত্ত্বাগারং যঃ শয়নং দ্বিজায়
রূপান্বিতাং পঙ্কজগন্ধিনীং মনোজ্ঞাং
ভার্যামবন্ধ্যোপগতাং লভেৎ সঃ। ৪০

পিতামহস্যানবরো বীরশাপী ভবেন্নরঃ।
নাবিক্ষা বিদ্যতে যস্মাদিত্যাহুঃ পরমর্ষয়ঃ। ৪১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রীত্যাত্মা কুরুনন্দনঃ।
নাশ্রমেঽরোচয়দ্ বাসং বীরশাপাভিশঙ্কয়া। ৪২

ততো যুধিষ্ঠিরঃ প্রাহ পাণ্ডবান্ পুরুষর্ষভ
পিতামহস্য যদ্ বাক্যং তদ্ বো রোচয়িতা প্রভুঃ। ৪৩

ততস্তু পাণ্ডবাঃ সর্বে দ্রৌপদী চ যশস্বিনী।
যুধিষ্ঠিরস্য তদ্ বাক্যং বাঢ়মিত্যভ্যপূজয়ন্। ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি
সপ্তপঞ্চাশত্তমেঽধ্যায়ঃ। ৫৭

যে ব্রাহ্মণকে ফল ও পুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ দান করে, সে অনায়াসেই নানা প্রকার রত্নসমূহে পরিপূর্ণ, ধনসম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী গৃহ লাভ করিয়া থাকে। ৩৬

অন্ন, জল ও রসদানকারী মানুষ ইচ্ছানুসারে সর্বপ্রকার রস প্রাপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি করিবার জন্য গৃহ ও পরিধানের জন্য বস্ত্র দান করে, সেই ব্যক্তিও এই সব বস্তু লাভ করিয়া থাকে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩৭

নরেন্দ্র! যে মানুষ ব্রাহ্মণগণকে পুষ্পের মালা, ধূপ, চন্দন, অনুলেপন, স্নানের জল ও পুষ্প প্রদান করে, সেই মানুষ সংসারে নীরোগ এবং সুখের জীবনযাপন করে। ৩৮

রাজন্! যে মানুষ ব্রাহ্মণকে শয্যা ও শয্যাযুক্ত গৃহ প্রদান করে, সেই মানুষ অত্যন্ত পবিত্র, মনোরম ও নানাপ্রকার রত্নসমূহে পূর্ণ উত্তম গৃহ লাভ করিয়া থাকে। ৩৯

যে মানুষ ব্রাহ্মণকে প্রশস্তযুক্ত বিচিত্র আস্তরণ ও উপধান (বালিশ) যুক্ত শয্যা দান করে, সেই মানুষ বিনা যত্নেই উত্তম মূলে উৎপন্ন অথবা ফলের কেশরাদিযুক্ত কমলগন্ধী ও মনোহারিণী ভার্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪০

সে ব্যক্তি বীরশয্যায় শয়নকারী পুরুষ প্রভৃতি তুল্য হইয়া যান। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই—ইহা মহর্ষিগণ বলেন। ৪১

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! পিতামহের এই কথা শ্রবণ করিয়া কুরুকুলের আনন্দবর্ধন যুধিষ্ঠিরের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। বীরধর্মের অভিশাপ উৎপন্ন হওয়ায় তিনি আশ্রমে বাস করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া দিলেন। ৪২

পুরুষপ্রবর! তখন শক্তিশালী রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবগণকে বলিলেন,—বীরধর্ম বিষয়ে পিতামহের যে বাক্য, উহা তোমাদেরও অভিপ্রেত হউক। ৪৩

তখন সমস্ত পাণ্ডবগণ ও যশস্বিনী দ্রৌপদী ইহারা সকলেই 'আজ্ঞা' এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য সমাদর করিলেন। ৪৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

। জলাশয়োপবননির্ম্মাণফলকথনম্ । ।

যুধিষ্ঠির উবাচ

আরামাণাং তড়াগানাং বয়ং ফলং কৃতুপুঙ্গব।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহ্যতোঽস্ত তদ্ভবান্ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

সুপ্রবর্ষী বলবতী চিত্রা বাতুবিকৃষিতা।
উপেতা সর্বতৈস্তেন্দ্র শ্রেষ্ঠা ভূমিরিহোচ্যতে ॥ ২
তস্যাঃ ক্ষেত্রবিশেষেষু তড়াগানাঞ্চ বক্ষ্যনম্
উদকানি চ সর্বাণি প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্বশঃ ॥ ৩
তড়াগানাঞ্চ বক্ষ্যামি কৃতানাঞ্চাপি যে গুণাঃ।
ত্রিষু লোকেষু সর্বত্র পূজনীয়স্তড়াগবান্ ॥ ৪
অথবা মিত্রসদনা মৈত্রং মিত্রবিবর্ধনম্
কীর্তিসংজননং শ্রেষ্ঠং তড়াগানাং নিবেশনম্ ॥ ৫
ধর্মকার্যস্য কাৎস্ন্যস্য ফলমাহুর্মনীষিণঃ
তড়াগমুকৃতং দেশে ক্ষেত্রমেকং মহাব্রতম্ ॥ ৬

চতুর্বিধানাং ভূতানাং তড়াগমুপলক্ষয়েৎ
তড়াগানি চ সর্বাণি দিশন্তি ত্রিদশমুত্তমম্ ॥ ৭
দেবা মনুষ্য-সঙ্ঘর্ষাঃ পিতরোরগ-রাক্ষসাঃ
স্বাবরাণি চ ভূতানি সংশ্রয়ন্তি জলাশয়ম্ ॥ ৮
তস্মাৎ তাংস্তে প্রবক্ষ্যামি তড়াগে যে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
যা চ তত্র ফলাবাপ্তির্যথিতঃ সমুদাহৃতা ॥ ৯
বর্ষাকালে তড়াগে তু সলিলং যস্য তিষ্ঠতি
অগ্নিহোত্রফলং তস্য ফলমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১০
শরৎকালে তু সলিলং তড়াগে যস্য তিষ্ঠতি
গোসহস্রস্য স শ্রেষ্ঠো লভতে ফলমুত্তমম্ ॥ ১১
হেমন্তকালে সলিলং তড়াগে যস্য তিষ্ঠতি
স বৈ বহসুবর্ণস্য যজ্ঞস্য লভতে ফলম্ ॥ ১২
যস্য বৈ শৈশিরে কালে তড়াগে সলিলং ভবেৎ।
তস্যাগ্নিষ্টোমযজ্ঞস্য ফলমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১৩

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[জলাশয় ও উদ্যান-নির্ম্মাণের ফলকথন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ! ভরতশ্রেষ্ঠ! আরাম (উদ্যান) ও জলাশয় নির্ম্মাণ করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা এখন আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যাহা দেখিতে অতিশয় সুন্দর, যেখানের মৃত্তিকা প্রবল, অধিক অন্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ, বিচিত্র, অনেক ধাতুতে পরিপূরিত এবং সমস্ত প্রাণী যেখানে বাস করে, সেই ভূমিই এজগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় ॥ ২

এই ভূমির সহিত সমস্তযুক্ত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র, উহাতে পুষ্করিণী খনন এবং অন্য সব জলাশয় কৃপাদি নির্ম্মাণ—এই সব বিষয়ে আমি ক্রমশঃ আবশ্যক কথা বর্ণনা করিব ॥ ৩

পুষ্করিণী খনন করিলে যে ফল লাভ হয়, উহাও আমি বর্ণনা করিব। জলাশয়নির্ম্মাণকারী মানব ত্রিলোকে সর্ব্বত্র পূজনীয় হন ॥ ৪

অথবা জলাশয়নির্ম্মাণ মিত্রের গৃহের ন্যায় উপকারী, মিত্রতার বৃদ্ধি ও মিত্রগণের তৃপ্তিকারী এবং কীর্ত্তিবিস্তারের সর্ব্বোত্তম সাধন ॥ ৫

মনীষী পুরুষগণ বলেন যে, দেশ বা গ্রামে একটি পুষ্করিণী খনন করা, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের ফল প্রদান করে। জলাশয় প্রথোক্ত স্থান সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই এক মহৎ আশ্রয় স্বরূপ ॥ ৬

পুষ্করিণীতে চারিপ্রকার অবয়ব, অর্থাৎ, দেবতা ও উদ্ভিদ প্রাণিগণের পক্ষেই মহৎ আধার বলিয়া বর্ণিতে হইবে সমস্ত প্রকার জলাশয়ই উত্তম সম্পত্তি প্রদান করে ॥ ৭

দেবতা, মনুষ্য, পক্ষীসঙ্ঘ, পিতৃপুরুষ, নাগ ও রাক্ষসগণ এবং সমস্ত স্থাবরপ্রাণীরাই জলাশয়কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন ॥ ৮

অতএব তদ্বিষয়ে পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিলে যে ফল প্রাপ্তি হয় বলিয়া বর্ণনা করেন এবং পুষ্করিণীর দ্বারা যে ফল লাভ হয়, সে সবই আমি তোমাকে বলিব ॥ ৯

যাহার নির্ম্মিত পুষ্করিণীতে বর্ষাকালে পরিপূর্ণ জল থাকে তাহার পক্ষে মনীষী পুরুষগণ অগ্নিহোত্রের ফল প্রাপ্তি হয় বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ১০

যাহার পুষ্করিণীতে শরৎকাল পর্য্যন্ত জল থাকে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর এক সহস্র গোদানের উত্তম ফল লাভ করেন ॥ ১১

যাহার পুষ্করিণীতে হেমন্তকাল (অগ্রহায়ণ-পৌষ) পর্য্যন্ত জল থাকে, সেই ব্যক্তি বহু সুবর্ণদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের ফলভাগী হন ॥ ১২

যাহার জলাশয়ে শিশিরকাল (মাঘ ফাল্গুন) পর্য্যন্ত জল থাকে

তড়াগাং সুকৃতং যস্য বসন্তে তু মহাত্রতম্।
অতিথ্যাঞ্চস্য যজ্ঞস্য ফলং স সমুপাশ্নুতে ॥ ১৪
নিদাঘকালে পানীয়ং তড়াগে যস্য তিষ্ঠতি।
বাজিমেধফলং তস্য ফলং বৈ মুনয়ো বিদুঃ ॥ ১৫
স ফলং তারয়েৎ সর্বং যস্য তোয়ং তড়াগজম্।
পাবং পিবন্তি সলিলং সাধবশ্চ নরাঃ সদা ॥ ১৬
তড়াগে যস্য গাবস্তু পিবন্তি তৃষিতা জলম্।
মৃগ-পক্ষিমনুষ্যাশ্চ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ১৭
যং পিবন্তি জলং তত্র তারয়ন্তে বিশেষতি চ।
তড়াগে যস্য তৎ সর্বং প্রেত্যানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ১৮
দুর্লভং সলিলং তাত বিশেষেণ পরত্র বৈ।
পানীয়স্য প্রদানেন প্রীতির্ভবতি শাশ্বতী ॥ ১৯
ত্রিলান্ দদত পানীয়ং দীপান্ দদত ভাস্করম্

জাতিভিঃ স যোদ্ধব্যমেতৎ প্রেত্য সুদুর্লভম্ ॥ ২০
সর্বদানৈরুত্তমং সর্বদানৈর্বিশিষ্যতে।
পানীয়ং নরশার্দূল তস্মাদ্ দাতব্যমেব হি ॥ ২১
এবমেতৎ তড়াগস্য কীর্তিতং ফলমুত্তমম্।
অত ঊর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি বৃক্ষারোপণমুত্তমম্ ॥ ২২
স্থাবরাণাঞ্চ ভূতানাং জাতয়ঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ।
বৃক্ষ-গুল্ম-লতা-বল্ল্যস্ত্বক্সারাস্তৃণজাতয়ঃ ॥২৩
এতা জাতয়স্তু বৃক্ষাণাং তেষাং রোপে গুণান্বিদে।
কীর্তিঞ্চ মানুষে লোকে প্রেত্য চৈব ফলং শুভম্ ॥২৪
লভন্তে নাম লোকে চ পিতৃভিশ্চ মহীয়তে।
দেবলোকে গতাস্যাপি নাম তস্য ন নশ্যতি ॥ ২৫
অতীতানাগতে চোভে পিতৃণাং শক্ত তারত
তারয়েদ্ বৃক্ষরোপী চ তস্মাদ্ বৃক্ষাংশ্চ রোপয়েৎ ॥২৬

ঔহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়, এই কথা মনীষীরা বলেন। ১৩

'বর্ষেবর্ষে নির্দিষ্ট ঔহার জলদানের বলবকাল (চৈত্র-বৈশাখ) পর্যন্ত জল থাকে বলিয়া প্রাণিগণের পক্ষে মহাত্রতস্বরূপ হয়, ঔহার 'অতিথ্যের' যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। ১৪

যাহার জলদানের শ্রৌষ্মকাল (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় পর্যন্তজল থাকে ঔহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়—ইহা মুনিগণ জানেন। ১৫

যাহার তড়াগজলে সমস্ত সাধুপুরুষগণ ও গোসকল জল পান করেন, তিনি নিজের সম্পূর্ণ কুলকে উদ্ধার করেন। ১৬

যাহার জলাশয়ে পিপাসার্ত হইয়া গোগণ জল পান করে এবং মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্যপ্রভৃতিগণও সেই জল সুলভ হয়, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ করেন। ১৭

যদি কাহারও পুষ্করিণীতে সকল মানুষ স্নান করে, জল পান করে এবং বিশ্রাম করে, তবে এই সব পুণ্য সেই পুরুষকে মৃত্যুর পর অক্ষয় সুখ প্রদান করিয়া থাকে। ১৮

তাত! জল দুর্লভ পদার্থ। পরলোকে ত' উহা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। যে ব্যক্তি জল দান করে, সেই ব্যক্তি এই জল-দানের পুণ্যে সদা সুখী থাকে। ১৯

অতএব তোমরা সকলে ত্রিলোক দাও, জলদান কর, দীপ প্রদান কর, সদা ধর্মকার্যে অবস্থিত থাকিবে এবং জাতিগণের সহিত সর্বদা কর্তব্যপালন পূর্বক অবস্থিত থাকিয়া আনন্দ অনুভব কর। মৃত্যুর পর এই সব সৎকর্মের দ্বারা পরলোকে অত্যন্ত দুর্লভ জল প্রাপ্তি হইবে। ২০

পুণ্যশ্লোক! জলদান সব দান হইতে অতিশয় বহুৎ দান এবং সমস্ত দান হইতেই বিশিষ্ট দান। অতএব পানীয় জলদান অবশ্য কর্তব্য। ২১

এইভাবে এই আমি পুষ্করিণী খননের উত্তম ফল বর্ণনা করিলাম। ইহার পর বৃক্ষরোপণের দ্বারাও আমি তোমাকে বলিব। ২২

স্থাবর প্রাণিগণের ছয় প্রকার জাতি কথিত হইয়াছে,—বৃক্ষ (বট-অশ্বত্থাদি), গুল্ম (কুশাদি), লতা (বৃক্ষের উপর বিস্তৃত), বল্লী (ভূমিতে বিস্তৃত), বনস্পতি (বাঁশ প্রভৃতি) এবং তৃণ (দূর্বাদি)। ২৩

ইহারা বৃক্ষসকলেরই জাতি। এখন ইহাদের রোপণ করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা বলিতেছি। বৃক্ষরোপণকারী মানুষের ইহলোকে কীর্তি বিস্তৃত হয় এবং মৃত্যুর পর তাহার উত্তম ফল লাভ হইয়া থাকে। ২৪

সংসারে তাঁহার নাম চারিদিকে বিস্তৃত হয়, পরলোকে পিতৃগণ তাঁহার সম্মান করেন এবং দেবলোকে গমন করিলেও এজগতে তাঁহার নাম লুপ্ত হয় না। ২৫

ভরতসত্তম! বৃক্ষরোপণকারী মানুষ নিজের মৃত পূর্বপুরুষ-গণকে, ভাবী সন্তানগণকে এবং পিতৃপুরুষকেও উদ্ধার করেন, সেইজন্য বৃক্ষরোপণ অবশ্য কর্তব্য॥ ২৬

তস্য পুত্রা ভবন্ত্যেতে নাত্র কার্যা বিচারণা।
পরলোকগতঃ স্বর্গং লোকানাপ্নোত্যনুত্তমান্ ॥ ২৭
পুষ্পৈঃ সুরগণান্ বৃক্ষাঃ ফলৈশ্চাপি তথা পিতৄন্।
ছায়য়া চাতিথিং তাত পুরুষন্তি মহীরুহাঃ ॥ ২৮
কিন্নরোরগ-রক্ষাংসি দেব-গন্ধর্ব-মানবাঃ।
তথা ঋষিগণাশ্চৈব সাধ্যাশ্চন্তি মহীরুহান্ ॥ ২৯
পুষ্পিতাঃ ফলবন্তশ্চ তর্পয়ন্তীহ মানবান্।
বৃক্ষবৎ পুত্রবদ্ বৃক্ষাস্তারয়ন্তি পরত্র চ ॥ ৩০
তস্মাৎ তড়াগে সদ্বৃক্ষা রোপ্যাঃ শ্রেয়োঽর্থিনা সদা।

পুত্রবৎ পরিপাল্যাশ্চ পুত্রাস্তে বরতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১
তড়াগকৃদ্ বৃক্ষরোপী দ্বাবেতাবমরৌ দ্বিজ।
এতে স্বর্গং মহীয়ন্তে যে চান্যে সত্যবাদিনঃ ॥ ৩২
তস্মাৎ তড়াগং কুর্বীত আরামাংশ্চৈব রোপয়েৎ।
যজেত বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সত্যাক্ত সততং বদেৎ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি আশ্রম তড়াগবর্ণনং নাম
অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

যে ব্যক্তি বৃক্ষ রোপণ করেন, তাঁহার পক্ষে সেই বৃক্ষ পুত্রস্বরূপ হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এই কারণে তিনি পরলোকে গমন করিলে পর স্বর্গ ও অক্ষয় লোক তাঁহার লাভ হয় ॥ ২৭

তাত! বৃক্ষসকল নিজেদের পুষ্পসমূহের দ্বারা দেবগণকে, ফলসমূহের দ্বারা পিতৃগণকে এবং ছায়ার দ্বারা অতিথিগণকে পূজা করে ॥ ২৮

কিন্নর, নাগ, রাক্ষস, দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য ও ঋষিগণের সমূহ—ইঁহারা সকলেই বৃক্ষসকলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥ ২৯

পুষ্প ও ফলসমূহে সুশোভিত বৃক্ষসকল এ জগতে সকল মনুষ্যকে তৃপ্ত করে। যে ব্যক্তি বৃক্ষ দান করে, সেই বৃক্ষ তাহাকে পরলোকে পুত্রের ন্যায় উদ্ধার করিয়া থাকে ॥ ৩০

সেইজন্য নিজের কল্যাণকামী পুরুষের সর্বদা উচিত হয় যে, তিনি নিজের দ্বারা পুষ্করিণীর তীরে উত্তম উত্তম বৃক্ষসকল রোপণ করিবেন এবং তাহাদের পুত্রের ন্যায় পালন করিবেন, কারণ, সেই সব বৃক্ষ বস্তুতঃ পুত্র বলিয়াই কথিত হয় ॥ ৩১

যে দ্বিজগণ পুষ্করিণী খনন করেন,—বৃক্ষ রোপণ করেন, যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করেন এবং সত্য কথা বলেন, তাঁহারা স্বর্গলোকে সম্মানিত হন ॥ ৩২

সেইজন্য মনুষ্যগণের কর্তব্য হইল—তাঁহারা পুষ্করিণী খনন করিবেন, উদ্যান প্রস্তুত করিবেন নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন এবং সতত সত্য কথা বলিবেন ॥ ৩৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে আশ্রম ও পুষ্করিণী-মাহাত্ম্য-বর্ণনাত্মক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

{ ভীষ্মোপাখ্যানদানবানাং কথনম্, উত্তমব্রাহ্মণান্ সমাপৃত্য তেষাং সংকারায়োপদেশদানঞ্চ। }

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যানীমানি বহিরেষ্যাঃ দানানি পরিচক্ষতে।
তেভ্যো বিশিষ্টং কিং দানং মতং তে বৃক্ষপূজয়॥ ১

কৌতূহলং হি পরমং তত্র মে বিদ্ধি প্রভো।
দাতায়ং ধন্যমিত্যেতদ্ যদ্ দানং তৎ প্রচক্ষ্ব মে॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রায়ং সর্বভূতেভ্যো ব্যাসেন চাপ্যনুগ্রহঃ।
যচ্চাভিলষিতং দদ্যাৎ তৃপ্তিতায়াভিযাচতে॥ ৩
দদ্যাৎ যচ্চেত যদ্ দদ্যাৎ তদ্ দানং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
দদ্যাৎ দাতায়মিত্যেতি যদ্ দানং তদ্ধ্যনশ্বরম্॥ ৪
হিরণ্যদানং গোদানং পৃথিবীদানমেব চ।
এতানি বৈ পবিত্রাণি তারয়ন্ত্যপি দুষ্কৃতম্॥ ৫
এতানি পুরুষব্যাঘ্র সাধুভ্যো দেহি নিত্যদা

দানানি যি নরাঃ পাপাস্তেঽপ্যস্তি ন সংশয়ঃ॥ ৬
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্য হৃদিতং গৃহে
তৎ তদ্ গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা॥ ৭
প্রিয়াণি লভতে নিত্যং প্রিয়ঃ প্রিয়কৃদ্ যথা
প্রিয়ো ভবতি ভূতানামিহ চৈব পরত্র চ॥ ৮
যাচমানমভীক্ষ্ণানাদনাসক্তমকিঞ্চনম্।
যো নার্চতি যথাশক্তি স নৃশংসো যুধিষ্ঠির॥ ৯
অমিত্রমপি চেদ্ দীনং পরদৈবিষমাগতম্
ব্যসনে যোঽনুগৃহ্ণাতি স বৈ পুরুষসত্তমঃ॥ ১০
কৃপণং কৃতবিদ্যং বৃত্তিকৌণ্যং সীদতে।
অপহস্যাৎ ক্ষুধাং যস্তু ন তেন পুরুষঃ সমঃ॥ ১১
ক্রিয়ানিষ্ঠানিমান্ সাধূন্ পুত্রদারৈরু কর্শিতান্।
অযাচ্যযাচনান্ কৌন্তেয় সর্বোপায়ৈর্নিমন্ত্রয়েৎ॥ ১২

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভীষ্ম কর্তৃক উত্তম গুণ ৬৭-৩ উত্তম ব্রাহ্মণদের প্রশংসা পূর্বক তাঁহাদের সৎকারের উপদেশ দান]

যুধিষ্ঠির বলিলেন – কুরুশ্রেষ্ঠ! বেদীর বাহিরে এই যে সব দানের কথা বলা হয়, সেই সব অপেক্ষা আপনার মতে কোন্ দান শ্রেষ্ঠ? ১

প্রভো! এ বিষয়ে আমার অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে, অতএব যে দানের পুণ্য দাতার অক্ষয়ফল করে, তাহা আমাকে বলুন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! সমস্ত প্রাণিবর্গকে অভয় দান করা, সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের অনুগ্রহ করা, যাচককে তাহার অভীষ্ট বস্তু দান করা, পিপাসার শান্তির জন্য জল দানকারী প্রার্থীকে জলদান করা, উত্তম বস্তু দান করা এবং যাহা দান করিয়া বস্তু হইয়াছে বলিয়াই মনে করা হয় অর্থাৎ যাহাতে কোনও অসন্তোষ থাকিবে না, তাহাই শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া কথিত হয়। ৩-৪

হিরণ্যদান, গোদান ও ভূমিদান—এই তিনটি পবিত্র দান, ইহারা পাপীকেও উদ্ধার করিয়া থাকে। ৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগকে সর্বদা পূর্বোক্ত পবিত্র বস্তুসকল দান কর। এই সব দান মনুষ্যকে পাপ-মুক্ত করিয়া দেয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬

সংসারে যে যে পদার্থ অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া মনে করা হয় এবং নিজের গৃহে যে সব প্রিয় বস্তু থাকিবে, সেই সেই বস্তু গুণবান্ পুরুষকে দান করা উচিত। যে ব্যক্তি নিজের দানকে অক্ষয় করিতে বাসনা করেন, তিনি এই সব বস্তু অবশ্যই করিবেন। ৭

যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিদিগকে প্রিয় বস্তু দান করেন এবং তাহাদের প্রিয় কার্য করেন, তিনি সর্বদা প্রিয় বস্তুই প্রাপ্ত হন ও ইহলোক এবং পরলোকের সমস্ত প্রাণিদিগের প্রিয় হন। ৮

যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি যাচনাশীল অতিক্ষম যাচককে অবজ্ঞারসহিত নিজের শক্তি অনুসারে সৎকার করে না, সেই ব্যক্তি নৃশংস—নির্দয়। ৯

শত্রুও যদি দীন হইয়া শরণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সমর্থের সমর্থ যিনি তাহার প্রতি দয়া করেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১০

বিদ্বান্ হইলেও যাহার বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, যিনি দীন, দুর্বল ও দুঃখী, এমন বান্ধবের যিনি ক্ষুধা উপশম করেন, সেই পুরুষের তাঁর তেজ পুণ্যবান্ নহে। ১১

কৃতীনন্দন! যে সব ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্রকে পালন করিতে অসমর্থ হওয়ায় বিশেষ কষ্ট ভোগ করেন, কিন্তু কোনও যাচ্ঞা করেন না এবং সর্বদা সৎকর্মসমূহেই নিরত থাকেন, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ-

আশিষঃ যে ন সেবেরু ন চ মন্ত্রেষু কুর্বতে।
অহুতো নিত্যসন্তুষ্টস্তথা লব্ধোপজীবিনঃ॥ ১৩
আস্তীর্বিষ্বসংভ্রাস্তং তেভ্যো রক্ষস্ব ভারত।
তান্ বৃক্তৈরুপজিজ্ঞাস্যস্তথা দ্বিজবরোত্তমান্॥ ১৪
কৃতৈরাসনসৈনিত্যৈঃ সংপ্রেষ্যৈঃ সপরিচ্ছদৈঃ।
নিমন্ত্রয়েথাঃ কৌরব্য সর্বকামমুখাগমৈঃ॥ ১৫
যদি তে প্রতিপূর্ণাত্মন্ শ্রদ্ধাপূতঃ যুধিষ্ঠির।
কার্য্যমিত্যেব মন্যানা যাহিকাঃ পুণ্যকর্মিণঃ॥ ১৬
বিদ্যাস্নাতা ব্রতস্নাতা যে বাপ্যাত্রিত্য জীবিনঃ।
গৃহস্থাধ্যায়তপসো ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ১৭
তেষু গুপ্তেষু দান্তেষু স্বদারপরিতোষিষু।
যৎ করিষ্যসি কল্যাণ তৎ তে লোকে বৃথাস্যতে॥ ১৮
যথাগ্নিহোত্রং সুহুতং সায়প্রাতর্দ্বিজাতিনা।

তথা দত্তা দ্বিজাতিভ্যো ভবত্যথ যজ্ঞাক্ষয়ম্॥ ১৯
এষ তে বিততো যজ্ঞঃ শ্রদ্ধাপূতঃ সদক্ষিণঃ।
বিশিষ্টঃ সর্বযজ্ঞেভ্যো দত্তভক্তাত বর্ততাম্॥ ২০
নিষাদানাং সলিলত্রাণপূর্বং যুধিষ্ঠির।
নিবসন্ পূজয়ংশ্চেব তেষামন্যান্ নিয়চ্ছতি॥ ২১
য এবং নৈব কুপ্যন্তে ন লুভ্যন্তি তৃণেষ্বপি
ত এবং নঃ পূজ্যতমা যে চাপি প্রিয়বাদিনঃ॥ ২২
এতে ন বহু মন্যন্তে ন প্রযচ্ছন্তি চাপরে
পুত্রবৎ পরিপাল্যাস্তে নমস্তেভ্যস্তথাভয়ম্॥ ২৩
ঋত্বিক্-পুরোহিতাচার্য্যা মৃদুব্রহ্মবরো হি তে।
ক্ষাত্রেণাপি হি সংস্পৃষ্টং তেজঃ শাম্যতি বৈ দ্বিজে॥ ২৪
অস্তি মে বলবানর্থি রাজাস্তীতি যুধিষ্ঠির।
ব্রাহ্মণান্ মা চ পর্যাক্ষীর্যাসোঽত্তরমনেন চ॥ ২৫

গণকে সর্ব্ববিধ উপায়ে সহায়তা করিবার জন্য নিয়ুক্ত করিবেন। ১২

যুধিষ্ঠির! যাহারা দেবতা ও মনুষ্যগণের নিকট হইতে কোনও বস্তু কামনা করেন না, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং যাহা কিছু লাভ হয়, তাহাতেই জীবন নির্ব্বাহ করেন, এরূপ পূজা দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে মৃদুতর দ্বারা অনুসন্ধান কর এবং তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণ কর। ভারত! তাঁহারা দুষ্ট ব্যক্তিগণ বিষধর সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে তুমি নিজেকে রক্ষা কর। কুরুনন্দন! সেবক ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহে যুক্ত এবং সমস্ত কামনা প্রাপ্তিরূপ বলিয়া প্রবরগণ দ্বারা নিবেদন করত তাঁহাদের নিত্য পূর্ণ সংকার কর। ১৩-১৫

যুধিষ্ঠির! যদি তোমার মন শ্রদ্ধায় পবিত্র ও কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে প্রবৃদ্ধ হইয়া থাকে, তবে পুণ্যকর্ম্মকারক পরহিতকারী সেই সব ব্যক্তিগণ পুত্রগণ উহা উত্তম মনে করিয়া গ্রহণ করিবেন। ১৬

মুনিবিদ্বান্ যুধিষ্ঠির! যাহারা বিদ্যান্, ব্রতস্নানকারী, কোনও ধনীর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া জীবন নির্ব্বাহকারী, নিজেদের স্বাধ্যায় ও তপস্যা গোপনকারী এবং কঠোর ব্রতপালনকারী ব্রাহ্মণ, যাহারা শুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয় ও নিজের স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট, তাঁহাদের জন্য তুমি যাহা কিছু করিবে, সেই সবই তোমার পক্ষে কল্যাণকারী হইবে। ১৭-১৮

দ্বিজের দ্বারা সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে বিধি অনুসারে আহুতি অগ্নিহোত্র যে ফল প্রদান করে, সেই ফল সংযমী ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে লাভ হয়। ১৯

হে তাত! তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত বিশাল দানরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ পবিত্র ও দক্ষিণাযুক্ত। ইহা সব যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ। দাতা তোমার এই যজ্ঞ সর্ব্বদা চলিতে থাকুক। ২০

যুধিষ্ঠির! পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণগণকে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কৃত তর্পণের ন্যায় পানযোগ্য জলের দ্বারা তৃপ্ত করত তাঁহাদের নিবাস ও আদর প্রদান করিতে থাক। এরূপ করিলে পর মানুষ দেবতা প্রকৃতির গুণ হইতে মুক্ত হইয়া যায়॥ ২১

যে ব্রাহ্মণগণ কখনও ক্রোধ করেন না, যাঁহাদের মনে একটি তৃণের জন্যও লোভ নাই এবং যাঁহারা প্রিয় বাক্য বলেন, সেই সব ব্রাহ্মণগণই আমাদের পরম পূজ্য। ২২

এই সব ব্রাহ্মণগণ বিদ্বেষ্ বশতঃ দাতার প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করেন না ইহাদের মধ্যে অনেকে ধনোপার্জনের কাজে প্রস্তুতই হন না এরূপ ব্রাহ্মণদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করা উচিত। তাহাদিগকে বারংবার নমস্কার। তাহাদের নিকট হইতে আমাদের কোন ভয় না হয়। ২৩

ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্য—ইঁহারা প্রায়শঃ কোমলস্বভাব ও বেদের ধারণকারী হন। ক্ষত্রিয়ের তেজ ব্রাহ্মণের নিকট যাইয়া শান্ত হইয়া যায়। ২৪

যুধিষ্ঠির! 'আমার নিকট ধন আছে, অমি বলবান্ ও রাজা ইঁহা বুঝিয়া তুমি ব্রাহ্মণগণকে উপেক্ষা করত কখনই অন্ন ও মা উপভোগ করিও না। ২৫

যজ্ঞোভার্থা বলার্থা বা বিত্তমিচ্ছতি ভারত।
তেন তে ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ স্বধর্মমনুতিষ্ঠতা ॥ ২৬
নমস্কার্য্যাস্তথা বিপ্রা বক্তব্যা বাশ্যতঃ সদা।
যথানুভব যোগেনাহার্য্যা দদস্ব তানি পূজয়ন্ ॥ ২৭
লোকে ভূতপ্রসাদানাং মূলমাদ্যন্তবিদ্যতে।
বৃত্তিমেষাংতথাকল্প্যং ধর্মতঃ কুরুসত্তম ॥ ২৮
যথা পত্যাশ্রয়ো ধর্মঃ স্ত্রীণাং লোকে সনাতনঃ।
সৈবেহ সা গতিরাজ্ঞা তথাস্যাঃ দ্বিজতঃ ॥ ২৯
যদি নো ব্রাহ্মণাভাত সত্ত্যভেয়ুরপূজিতাঃ
শপন্তো দারুণং কর্ম সন্তত্তা ক্ষত্রিয়ে দ্বিজম্ ॥ ৩০
আবেদানামবজ্ঞানামলোকানামবিদ্যনাম্।
কস্তেষাং জীবিতেনার্থস্তা বিনা ব্রাহ্মণাশ্রয়ম্ ॥ ৩১
অন্ন তে বর্ত্তয়িষ্যামি যথা বয়ং সনাতনম্।

রাজন্যো ব্রাহ্মণান্ রাজন্ পূজা পরিচরার হ ॥ ৩২
বৈশ্যো রাজন্যমিত্যেষ শূদ্রো বৈশ্যমিতি শ্রুতিঃ
দূরাদ্ধ্রুতেনোপচর্য্যো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৩৩
সংস্পর্শপরিচর্য্যাস্তু বৈশ্যেন ক্ষত্রিয়েণ চ।
বৃহদ্ভাবান্ সত্যশীলান্ সত্তাবর্মানুপালকান্ ॥ ৩৪
আশীবিষানিব ক্রুদ্ধাত্তাদৃশাচরত দ্বিজান্
অন্যত্রেহ পরেহাচ পরেভাশ্চাপি যে পরে ॥ ৩৫
ক্ষত্রিয়াণাং প্রভপতাং তেজসা চ বলেন চ।
ব্রাহ্মণেষেব শাম্যন্তি তেজাংসি চ তপাংসি চ ॥ ৩৬
ন মে পিতা প্রিয়তরো ন ত্বং তাত তথা প্রিয়ঃ।
ন মে পিতুঃ পিতা রাজন্ ন চাত্মা ন চ জীবিতম্ ॥ ৩৭
তস্মাত্ত মে প্রিয়তর পৃথিব্যাং নাস্তি কশ্চন।
তস্মাত্তোপি মে প্রিয়তরা ব্রাহ্মণা ভরতর্ষভ ॥ ৩৮

অনন্ত। তোমার নিকট পরীক্ষা ও পূর্বের শ্রেতাবর্দ্ধনকারী অথবা বলের বৃদ্ধি করিবার জন্য যে ধন আছে, তাহার দ্বারা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে তোমার ব্রাহ্মণগণের পূজা করা উচিত ॥ ২৬

কেবল ইহাই নহে, তোমার সেই ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছানুসারে যেভাবে ইচ্ছা করিবেন, সেইভাবে অবস্থান করিবেন। তোমার নিকটে পূজার দ্বারা তাঁহাদের স্নেহ লাভ করা উচিত এবং তাঁহারা সুখ ও উৎসাহ সহকারে আনন্দের সহিত যাহাতে বাস করেন, সেই রূপ উদ্যোগ তুমি করিবে ॥ ২৭

কুরুশ্রেষ্ঠ! যাঁহাদের কৃপা অক্ষয়, যাঁহারা অকারণেই সকলের হিত করেন এবং যাঁহারা সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন, সেই ব্রাহ্মণগণকে তুমি ব্যতীত আর কে বৃত্তিদান করিতে পারে? ॥ ২৮

যেরূপ এ সংসারে স্ত্রীলোকের সনাতন ধর্ম্ম পতির সেবাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বদা আমাদের আশ্রয়। আমাদের পক্ষে আর অন্য কোনও আশ্রয় নাই ॥ ২৯

তাত! যদি ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দের দ্বারা সম্মানিত না হন এবং ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেচিত সম্মান নিষ্ফল কর্ম্ম দেখিয়া যদি তাঁহারা ক্ষত্রিয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া যেন, তবে এই ক্ষত্রিয়গণ যেন, ধন, উত্তমলোক ও জীবিকা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ৩০-৩১

ব্রাহ্মণ! এখন আমি তোমার নিকটে সনাতন কালের ধার্ম্মিক ব্যবহার কিরূপ, তাহা বলিব। আমরা ভূমিরাজি, পৃথ্বীতলে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের, বৈশ্য ক্ষত্রিয়দিগের এবং শূদ্র বৈশ্যগণের সেবা করিতেন ॥ ৩২

ব্রাহ্মণ অগ্নিতুল্য তেজস্বী, অতএব দূরে হইতেই তাঁহার সেবা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার শরীর স্পর্শপূর্ব্বক সেবা করিবার অধিকার কেবল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আছে ॥ ৩৩

ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতই কোমল, সত্যবাদী ও সত্যধর্ম্মপালনশীল হন, কিন্তু তাঁহারা যখন কুপিত হইয়া থাকেন, তখন বিষধর সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া যান। অতএব তুমি সদা ব্রাহ্মণগণের সেবা কর ॥ ৩৪

ভোজ ও কম্বোজ এবং ভোজগণের ভোজ যে সব ক্ষত্রিয় ভেজ ও বলে গর্ব্বপ্রকাশ করিতে থাকেন, তাহাদের সকলেরই তেজ ও বল ব্রাহ্মণগণের নিকটে যাইয়াই শান্ত হইয়া যায় ॥ ৩৫-৩৬

তাত! আমার যেরূপ ব্রাহ্মণ প্রিয়, সেরূপ প্রিয় আমার পিতা, তুমি, পিতামহ, এই দেহ ও জীবনও নহে ॥ ৩৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! এ জগতে তোমা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার আর কেহ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তোমা অপেক্ষাও আমার অধিক প্রিয় ॥ ৩৮

ব্রবীমি সত্যমেতচ্চ যথাহং পাণ্ডুনন্দন।
তেন সত্যেন গচ্ছেয়ং লোকান্ বহ্ন চ শাশ্বতান্ ॥ ৩০
পশ্যেয়ঞ্চ সতাং লোকান্ শুভান্ ব্রহ্মপুরস্কৃতান্।
তত্র মে তাত গন্তব্যমাহুর্ব চ চিরায় চ ॥ ৪০

সোঽহমেতাদৃশাল্লোকান্ দৃষ্ট্বা তত্রতস্তত্র
যজ্ঞে কৃত্বা ব্রাহ্মণেষু ন তপো তেন পার্থিব ॥ ৪১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

পাণ্ডুনন্দন! আমি এই সত্য কথা বলিতেছি ও বলিলাম করি যে, আমি এই সত্যের প্রভাবেই সেই লোকে গমন করিব, যেখানে আমার পিতা পাণ্ডু গিয়াছেন। ৩১

এই সত্যের প্রভাবেই আমি সৎপুরুষগণের সেই পবিত্র লোকসমূহ দর্শন করিতেছি, যেখানে ব্রাহ্মণগণের ও ব্রহ্মার প্রধানতা হইয়াছে। তাত! আমিও সত্য চিরকালের জন্য সেই লোকে গমন করিব। ৪০

তত্রতস্তে! তৃপাদ! ব্রাহ্মণগণের জন্য আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহার ফলস্বরূপ এইরূপ পুণ্যলোকসমূহ দর্শন করিয়া আমি সন্তোষলাভ করিয়াছি। এখন আমি এ বিষয়ের জন্য কোনরূপ সন্তাপ করি নাই যে, আমি কেন অন্য কোন পুণ্য করি নাই ॥ ৪১

শ্রীমদ্ভাগবতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বাস্তর্গত দানধর্মপর্বে একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রেষ্ঠাধারাচকায়, ধর্ম্মাত্মনে, নির্বন্ধায়, গুণবতে চ দানপ্রশংসনম্ বিশেষফলকথনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ

যৌ চ ত্রাতাঃ চরণেনোপপন্নৌ
যৌ বিদ্বদ্ভ্য সদৃশৌ জন্মনা চ।
তাভ্যাং দানং কতমস্মৈ বিশিষ্ট-
মযাচমানায় চ যাচতে চ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

শ্রেয়ো বৈ যাচতঃ পার্থ দানমাহুরযাচতে।
অর্থভূমো বৈ বৃত্তিমান্ কৃপণাদবৃত্তিমত্তরঃ ॥ ২

ক্ষত্রিয়ো রক্ষণবৃত্তির্ব্রাহ্মণোঽদনধর্মবৃত্তিঃ
ব্রাহ্মণো বৃত্তিমান্ বিদ্বান্ যেষাং শ্রীর্যাতি তুষ্টিমান্ ॥ ৩
যাচ্যমাহুরনীশস্য অস্তিরাবক্ষ তাবত।
উদ্বেজয়তি যাচন্তি সদা ভৃত্যানি দস্যুবৎ ॥ ৪
ম্রিয়তে যাচমানো বৈ ন ত্রাতু ম্রিয়তে দদৎ।
দদৎ সঞ্জীবয়ত্যেনমাত্মানঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥ ৫
আনৃণ্যতঃ পরো ধর্মো যাচতে যং প্রশস্যতে
অযাচতঃ সীদমানান্ সর্বোপায়ৈরিমুদ্ধরেৎ ॥ ৬

ষষ্টিতম অধ্যায়

[শ্রেষ্ঠ অযাচক, ধর্ম্মাত্মা, নির্বন্ধ ও গুণবান্‌কে দান দেওয়ার বিশেষ ফল বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! উত্তম আচরণ, বিদ্যা ও বয়সে এক বলিয়াই প্রতীয়মান দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি একজন যাচক হন এবং অন্যজন অযাচক হন, তবে কাহাকে দান করা উত্তম ফলপ্রাপ্তিকারক হয়? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে দান দেওয়াই শ্রেষ্ঠ এবং কল্যাণকারী বলিয়া কথিত হইয়াছে। অর্থেরা কৃপণ যাচক অপেক্ষা বৈরাগী যাচকই বিশেষ সম্মানের পাত্র। ২

রক্ষণকার্যে বৈরাগী ক্ষত্রিয় এবং যাচ্ঞা না করিয়া দান বৈরাগী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। যে ব্রাহ্মণ ধীর, বিদ্বান্ ও সন্তোষী হন, তিনি নিজের ব্যবহারে দেবতাগণকেও সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। ৩

ভাঃতঃ যাচিত ব্যক্তির যাচ্ঞা করা তাহার পক্ষে ভিতোত্তোরণ বলিয়া মহাত্মাগণ বলেন, যাচক ব্যক্তি সদা ভয় সর্বদা অন্য প্রাণিগণকে উদ্বিগ্ন করিয়া থাকে। ৪

যাচক মরিয়া যায়, কিন্তু দাতা কখনও মরেন না। যুধিষ্ঠির দাতা সেই যাচককে এবং নিজেকেও জীবিত রাখেন। ৫

যাচককে যে দান দেওয়া হয়, তাহাই যথার্থ পরম ধর্ম কিন্তু যাঁহারা ঐ ভোগ করিয়াও কোন কিছু যাচ্ঞা করেন না

যাঁদ বৈ তাদৃশা রাষ্ট্রান্ বসেয়ুস্তে দ্বিজোত্তমাঃ।
তস্মদ্ধ্যানিবাস্তান্ বৃষোপাস্তঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৭
তপসা দীপ্যমানাস্তে দহেয়ুঃ পৃথিবীমপি।
অপূজ্যমানাঃ কৌরব্য পূজার্হাশ্চ তথাবিধাঃ ॥ ৮
পূজ্যা হি জ্ঞানবিজ্ঞানতপোযোগসমন্বিতাঃ
তেভ্যঃ পূজাং প্রযুঞ্জীথা ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরন্তপ ॥৯
দদদ্ বহ্বন্নবিধান্ দারানুপাদদ্ধ্বংশবর্ধনম্
যদগ্নিহোত্রে হুয়তে সায়ংপ্রাতর্দ্বিজৈর্বরে ফলম্ ॥ ১০
বিদ্যাবেদব্রতস্নাতা যে চ বিপ্রা মহাকুলাঃ।
বিদ্যাবেদব্রতস্নাতানাপাদ্রহ্মবিদোবিদঃ ॥১১
বৃদ্ধাধ্যাত্মতপসো ব্রাহ্মণান্ সংশিতব্রতান্।
কৃত্তৈরাবসথৈস্তৈঃ সংপ্রেষ্টুঃ সপরিচ্ছদৈঃ ॥ ১২

নিমন্ত্রয়েথাঃ কৌরব্য কার্ষ্ণৈন্দ্রাস্তৈর্দ্বিজোত্তমান্
অপি তে প্রতিগৃহ্নীয়ুঃ শ্রাদ্ধোপেতঃ যুধিষ্ঠির ॥ ১৩
কার্যাণিহোত্র মন্ত্রাশ্চ বর্তন্তে পৃষ্ঠতশ্চিনঃ।
অপি তে ব্রাহ্মণা তুভ্যং গতাঃ সোদ্ধরণং গৃহান্ ॥১৪
যেষাং দারাঃ প্রতীক্ষন্তে পর্জন্যমিব কর্ষকাঃ
অন্নানি প্রাতঃসবনে নিত্যা ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১৫
ব্রাহ্মণাস্তাত তৃপ্তাস্তানন্নেতোষ্ণিং প্রীণয়ন্তাত।
প্রাধ্যন্নিনা তে সবনং দদতস্তাত বর্ততাম্ ॥ ১৬
গো-হিরণ্যানি বাসাংসি ভেনেভ্যঃ প্রীয়তাং তব ॥
তৃতীয়ং সবনং তে বৈ বৈশ্বদেবং যুধিষ্ঠির ॥ ১৭
যদ্ দেবেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ বিপ্রেভ্যশ্চ প্রযচ্ছসি।
অহিংসা সর্বভূতেভ্যঃ সা বিভাগফলা ভবেৎ ॥ ১৮

সেই ব্রাহ্মণগণকে সর্বপ্রকার উপায়ে নিজের নিকটে আহ্বান করিয়া আনাইয়া লন করিবে। ৭

যদি তোমার রাজ্যমধ্যে এরূপ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, তবে তাঁহারা তপঃপ্রভাবে নিজ নিজ স্থানে সর্বদিক দগ্ধ করিতে সেই সব ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা জানা তোমার কর্তব্য। ৭

কুরুনন্দন! তপস্যায় দেদীপ্যমান সেই ব্রাহ্মণগণ পূজিত না হইয়া যদি ইচ্ছা করেন, তবে সম্পূর্ণ পৃথিবীকেও ভস্মীভূত করিতে পারেন। অতএব এই সব ব্রাহ্মণ সদাই পূজালাভের যোগ্য। ৮

পরন্তপ! যে ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, তপস্যা ও যোগযুক্ত, তাঁহারা পূজনীয় হন। সেই ব্রাহ্মণগণকে সর্বদা তোমার পূজা করা উচিত। ৯

তাঁহারা যাচ্ঞা করেন না, তাঁহাদের নিকটে স্বয়ং যাইয়া তোমার নানা প্রকার ধন দান করা কর্তব্য। সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে বিধি অনুসারে অগ্নিহোত্র করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা বেদবিদ্বান্ ও ব্রতধারী ব্রাহ্মণকে ধনদান করিলে লাভ হইয়া থাকে। ১০½

কুরুনন্দন! যাঁহারা বিদ্যা ও বেদব্রতে নিষ্ণাত (বিশেষজ্ঞ) যাঁহারা কাহারও আশ্রয়ে বাস্তির জীবিকার্জন করেন না, যাঁহাদের আত্মজ্ঞান তপঃপ্রভাবে ওজ পাইয়াছে এবং যাঁহারা ব্রহ্মের ব্রহ্মজ্ঞানী, তাদৃশী, এরূপ উত্তম ব্রাহ্মণগণকে তুমি নিমন্ত্রণ কর। তাঁহাদের সকলকে সেবক, আবশ্যক সামগ্রী এবং অন্যান্য উপভোগ্য

বস্তুসমূহে পূর্ণ ঘরোয়ার পৃথ নির্মাণ করিয়া প্রদান কর। ১১-১২½

যুধিষ্ঠির! সেই বয়স্ক ও সূক্ষ্মদর্শী ব্রাহ্মণগণ তোমার অন্নভোজন দান করিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। ১৩½

যেসব কৃষকগণ মেঘের জন্য প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ যাঁহাদের স্ত্রী অন্নের প্রতীক্ষা করেন এবং যাঁহাদের শিশুগণকে এই কথা বলিয়া ভুলাইয়া রাখা হয় যে, 'এখন তোমার পিতা অন্ন আনিতে গিয়াছেন,' এরূপ ব্রাহ্মণগণ তোমার গৃহে ভোজন করিয়া নিজ নিজ গৃহে কি গমন করিয়াছেন? ১৪½

তাত! নিয়মানুসারে ব্রহ্মচর্য ব্রতপালনকারী ব্রাহ্মণগণ যদি প্রাতঃকালে গৃহে ভোজন করেন, তবে তাঁহারা গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ—এই তিন অগ্নিকে তৃপ্ত করিয়া থাকেন। ১৫½

পুত্র! মধ্যাহ্নকালের সময় যদি তুমি ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে গো, সুবর্ণ ও বস্ত্র প্রদান কর, তাহা হইলে বেশ্বদেব উহা তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন। ১৬½

যুধিষ্ঠির! তৃতীয় সময়ে যদি তুমি দেবতা, পিতৃপুরুষ ও ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে দান কর, তবে তাহাতে বিশ্বে দেবগণ প্রসন্ন হন। ১৭½

সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসাভাব রাখা, সকলকে প্রাণ যথাযথ ভাগ অর্পণ করা, ইন্দ্রিয়সংযম, ত্যাগ, ক্ষমা ও সত্য—এই সব গুণ তোমাকে দক্ষাদির কৃত অবরুদ্ধ জ্ঞানের ফল প্রদান করিবে। ১৮½

লক্ষ্যে তন্ময় অর্থাৎ সম্মিলিত হবে। আমাতে দ্যুলোক পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের সহিত অন্তঃকরণ সমর্পিত আছে, সেই সর্ব্বপ্রাণীর অধিষ্ঠাতা আত্মা আমাকে অবগত হও, তাহলে অন্য বাক্যসকল ত্যাগ কর,—এই হ'ল মোক্ষলাভের উপায়, যেমন রথচক্রের নাভিতে শলাকাসকল থাকে। যত্তপ নাড়ীসমূহ যে হৃদয়ে উত্তমরূপে প্রবিষ্ট হ'য়ে আছে, সেই হৃদয়ে আমিই দেখি, আমি শুনি, আমি সুখী ইত্যাদি নানারূপে প্রতীয়মান হ'য়ে বর্ত্তমান থাকি। ওঙ্কার অবলম্বনে আমাকে ধ্যান ক'র্‌তে হয়, তা'হলেই আলোকের রাজ্যে উপস্থিত হ'তে পারে। আমি সর্ব্বজ্ঞ, আমি সর্ব্ববিদ্। আমার এই জগদ্‌ব্যাপী মহিমা, আমিই জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়পদ্মমধ্যস্থ আকাশে আত্মারূপে অবস্থান করি। হৃদয়াকাশে থাকি ব'লে মন ঔপাধিক প্রাণ ও সূক্ষ্মশরীরের নেতা এবং বুদ্ধিকে হৃদয়পদ্মে স্থাপনকারী আত্মা শরীরে অবস্থিত আছি ব'লে প্রতিভাত হই। আনন্দস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ যে আত্মতত্ত্ব বিশেষরূপে আপনাতেই প্রকাশ পান, সেই আত্মতত্ত্ব আমাকে বিবেকীগণ বিশেষজ্ঞানের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে দর্শন করেন। কারণরূপে শ্রেষ্ঠ কার্য্যরূপে নিকৃষ্ট সেই পরমাত্মা আমাকে দেখ্‌লে হৃদয়ের গ্রন্থি বুদ্ধিতে আশ্রিত কামনা সকল বিনষ্ট হয়, আর কর্ম্মফলসমূহ ক্ষয় হ'য়ে যায় জ্যোতির্ম্ময় কোশভূলা হৃদয়পদ্মে রজঃশূন্য অবিদ্যাদিদোষবিবর্জ্জিত নিষ্কল অবয়ববিহীন আমি অবস্থান করি। আমি শুদ্ধ যেজোময় অগ্নি প্রভৃতির অবভাসক আত্মজ্ঞানীসবই আমাকে দেখ্‌তে পান সূর্য্য আমাকে প্রকাশ কর্‌তে পারেনা, চন্দ্র এবং নক্ষত্র সকলও প্রকাশ ক'র্‌তে সমর্থ হয় না, এই অগ্নি আর কিরূপে প্রকাশ কর্‌বে। আমি ব্রাহ্মণ্যরাজ ব'লেই আমার অনুযায়ী সম্পূর্ণ জগৎ দীপ্ত বিবিধ হয়,

আমার প্রভায় এ সকল বিশেষ প্রকাশ পায়। সমুখে অবস্থিত এই সমস্ত অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, আমি পশ্চাদ্‌ভাগে, আমি দক্ষিণে ও উত্তরে; আমি অধঃ এবং ঊর্দ্ধদিকে, আমি এই বিশ্ব, এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্ম,—এ জ্ঞান লাভ যার দ্বারা হয়, সেই ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

—•—

12 JUN 1975

শ্রীরামরঞ্জন ভাষা-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ভট্টিই. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তরঞ্জন প্রেস, মহাত্মিলন মঠ, পি. ভট্টিই, ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

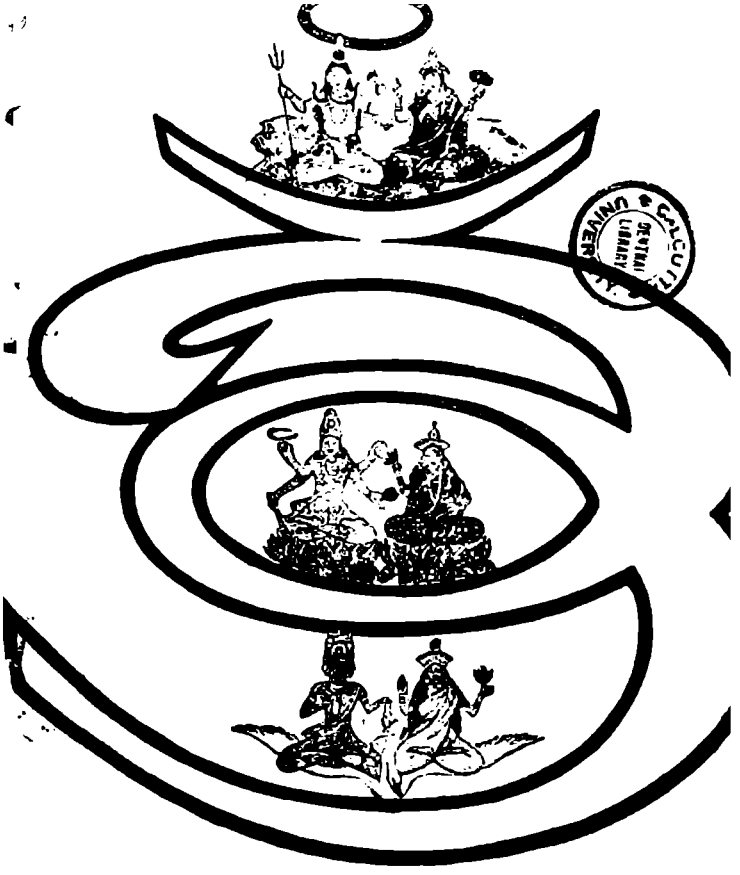

SANSKRIT COLLEGE LIBRARY CALCUTTA

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

৩আর মা

১৮।৩৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের
হ'লে অভ্যুত্থান, আমারে সৃজন
করি—আমি আপন মায়ায়

জীবদেহে আত্মা পরমাত্মারূপে আমি বাস করি, জীবরূপে কর্ম্মফল ভোগ করি আর পুরুষোত্তমরূপে আমি কেবল মাত্র দেখি; দীনতা প্রাপ্ত জীব যখন সজ্ঞানসেবিত আমাকে দেখে, তখন শোক হ'তে মুক্ত হয়, যখন আমার প্রিয়তম ভক্ত সুবর্ণের ন্যায় স্বয়ং জ্যোতি নিখিল জগতের সনাতন কর্ত্তা পরিপূর্ণস্বরূপ পুরুষোত্তম জগতের পরমকারণ আমাকে দর্শন করে, তখন সেই ভক্ত একেবারে পুণ্য-পাপশূন্য ক্লেশবিহীন হ'য়ে অনুপম নিরতিশয় সমতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আমি সকলের প্রাণের প্রাণ, আমিই ভূতে বিবিধরূপে বিরাজ ক'রি, আমাকে যে ভক্ত জানেন, তিনি অতিবাদী হন না

১৩শ বর্ষ, অগ্রহায়ণমাস, ১৩৮১। | ষষ্ঠসংখ্যা ছাপনা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সম্বর্দ্ধনকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মূলতঃ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

মূল-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, কি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক মণ্ডল

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ | শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ | শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রতিষ্ঠাত্রী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(অন্তর্ভুক্ত সঙ্ঘভারত)

মুদ্রণ-তত্ত্বাবধায়ক :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি, ডি, ও, এম্, এস্, ডি.পি.এইচ, ডি.টি.এম্, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ড-

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৬৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা ৬ (ফোন নং ৩৪-৪৯০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮'০০ টাকা | প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ টাকা

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে উহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যশাস্ত্র যথাযথভাবে প্রকাশিত হইবে

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৭-৪৪০৮। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর স্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নিশ্চয়ই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন বাধ্যি গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২৭·০০
২। শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যরামায়ণ—	৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	১·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত—	৩০·০০

সমস্ত্যাগো ধৃতিঃ সত্যং তবস্ত্যাবভৃথায় তে
এষ তে বিততো যজ্ঞঃ শ্রদ্ধাপূতঃ সদক্ষিণঃ ॥ ১৯
বিশিষ্টং সর্বযজ্ঞানাং নিত্যং তাত প্রবর্ততাম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

এইভাবে যে তোমার শ্রদ্ধায় পবিত্র ও দক্ষিণাযুক্ত দান-যজ্ঞের বিস্তার হইবে, তাহা সমস্ত যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাত যুধিষ্ঠির! তোমার এই যজ্ঞ সর্বদা চলিতে থাকুক ॥ ১৯-২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞে যজ্ঞস্য দানস্য ব্রাহ্মণাদিপ্রজানাঞ্চ রক্ষণার্থমুপদেশদানম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

দানং যজ্ঞঃ ক্রিয়া চেহ কিংস্বিৎ প্রেত্য মহাফলম্।
কস্য ত্যাগঃ ফলং প্রোক্তং ক্ষীণস্যেতি কথং কথা ॥ ১
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং যথাতত্ত্বেন ভারত
বিদ্বন্ জিজ্ঞাসমানায় দানধর্মান্ প্রচক্ষ্ব মে ॥ ২
অন্তর্বেদ্যাঞ্চ যদ্ দত্তং শ্রদ্ধয়া চানুপস্যতঃ।
কিংবিধৈঃ কেষু তাত তদ্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

রৌদ্রং কর্ম ক্ষত্রিয়স্য সতস্তাত বর্ততে।
তস্য বৈতানিকং কর্ম দানং চৈবেহ পাবনম্ ॥ ৪

ন হি পাপকৃতা রাজ্ঞা প্রতিগৃহ্যস্তি সাধবঃ।
তস্মাৎ কারণযুক্তৈর্বৈ তেভ্য রাজ্ঞাঽঽহৃতক্ষিতৈঃ ॥ ৫
অথ চেৎ প্রতিগৃহ্যুর্দুর্ধরহর্ষবলোৎসবাঃ
শ্রদ্ধামাত্রাৎ পরমং পাবনং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৬
ব্রাহ্মণাস্তর্পণং তেষাং তেভ্যো যজ্ঞে যতব্রতঃ
বৈত্রান্ সাধূন্ বেদবিদঃ শীলবৃত্তসমোজ্জিতান্ ॥ ৭
যং তে তে ন করিষ্যন্তি কৃতং তে ন ভবিষ্যতি
যজ্ঞান্ সাধব সাধূতাঃ স্বাধ্যায়ান্ দক্ষিণাবতঃ ॥ ৮
ইষ্টং দত্তং হুতং স্বাধ্যান্ দানকর্মণা
পুরুষেণা ব্রাহ্মণ্যাস্ত্বয়াপ্যাশো ভবেদ্ যথা ॥ ৯

একষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজাকে যজ্ঞ, দান ও ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণকে রক্ষা করার উপদেশ দান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভারত! দান ও যজ্ঞ কর্ম—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি মৃত্যুর পর মহাফলদায়ক হয়? তাহার ফল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে? কিরূপ ব্রাহ্মণগণকে কখন দান করা উচিত? এবং কিভাবে কখন যজ্ঞ করা কর্তব্য? আমি এই কথা যথাযথরূপে জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। বিদ্বন্! জিজ্ঞাসু আমাকে আপনি দানধর্মী কথা বিস্তারিত বলুন ॥ ১-২

তাত! পিতামহ! যে দান বেদীর মধ্যে শ্রদ্ধা সহকারে করা হয় এবং যাহা বেদীর বাহিরে যথাভাবে প্রেরিত হইয়া করা হয়, এই বিবিধ দানের মধ্যে কোন্ দান বিশেষ কল্যাণকারী হইয়া থাকে? ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—পুত্র! ক্ষত্রিয়কে সর্বদা কঠোর কর্ম করিতে হয়, অতএব এ জগতে যজ্ঞ ও দান তাহার পবিত্রকারক কর্ম। ৪

সৎপুরুষগণ পাপকারী রাজাদের নিকট হইতে দান গ্রহণ করেন না। সেইজন্য পর্যাপ্ত দক্ষিণা দিয়া তাঁহাদের যজ্ঞাদি করিতে হয়। ৫

সৎপুরুষগণ যদি দান গ্রহণ করেন, তবে রাজা প্রতিদিন তাঁহাকে শ্রদ্ধাসহকারে দান করিবেন। কারণ, শ্রদ্ধা পূর্বক প্রদত্ত দান আত্মশুদ্ধির সর্বোত্তম সাধন ॥ ৬

তুমি নিয়মব্রতপরায়ণ যজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠ, সদাচারী, তপস্বী, বেদজ্ঞ সকলের প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন এবং সাধুস্বভাব ব্রাহ্মণগণকে দিয়া সন্তুষ্ট কর ॥ ৭

যদি তাঁহারা তোমার প্রদত্ত দান স্বীকার না করেন, তবে তোমার পুণ্য হইবে না। অতএব সৎপুরুষগণের যা স্বাধিষ্ট অন্ন ও দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান কর ॥ ৮

ব্রাহ্মিক পুরুষগণকে দান করিয়াই তুমি বিবেকে যজ্ঞ দানের পুণ্যভাগী বলিয়া জানিও। যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণকে দ

(বিদ্বদ্ভ্যঃ সম্প্রদানেন তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভবস্য পূজয়া।
যজ্ঞভাগাথ বিদ্বদ্ভ্যো দত্ত্বা লোকং প্রযাপয়েৎ।
প্রযচ্ছন্ জ্ঞানদানং বা জ্ঞানদানাৎ সমাদৃতঃ ভবেৎ)
প্রজাবন্তো ভবেযুশ্চ ব্রাহ্মণান্ বহুকারিণঃ
প্রজাবাংস্তেন ভবতি যথা ভরদ্বিতা তথা। ১৩
যাবতঃ সাধুবর্ষাংস্তু বৈ সন্তঃ সংবর্ধয়ন্ত্যুত
সর্বানেবাপি ভর্তব্যা নরা যে বহুকারিণঃ। ১৪
সমৃদ্ধঃ সম্প্রযচ্ছন্ বৈ ব্রাহ্মণেভ্যো বসূত্তমান্।
ধেনুবলদবৃষোঽশ্বানি ক্ষত্রং যানাসনানি চ। ১৫
আজ্যানি বস্ত্রযানেষ্বন্নপানানি চ ভারত
অন্নবন্তি চ যানানি বেশ্মানি শয়নানি চ। ১৬
এতে দেয়া ব্যতিক্রান্তা নমস্যাংশ্চ ভারত।
অনুশুশ্রূষাংশ্চ বিদ্যায় ব্রাহ্মণান্ বৃত্তকর্শিতান্। ১৪

উপজ্ঞঃ প্রকাশং বা বৃত্ত্যা তান্ প্রতিপালয়েৎ।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং শ্রেয়স্তৎ ক্ষত্রিয়ান্ প্রতি। ১৫
এবং পাপৈর্বিনির্মুক্তঃ পূতঃ স্বর্গমবাপ্নুহি।
সন্তরিতা পুনঃ কোশং যদ্ রাষ্ট্রং স্বর্গমাপ্নুহি। ১৬
তেন ত্বা ব্রহ্মকৃতমবাপ্নুহি ধনানি চ
আযুশ্চন্ত পরেযাক্ষ বৃত্তিং সংরক্ষ ভারত। ১৭
পুত্রবচ্চাপি ভৃত্যান্ যান প্রজাশ্চ পরিপালয়
যোগঃ ক্ষেমশ্চ তে নিত্যং ব্রাহ্মণেষ্বস্তু ভারত। ১৮
তদর্থং জীবিতা তেঽস্তু মা তেজোঽপ্রতিপালনম্
অনর্থো ব্রাহ্মণৈরুক্ত যদ্ বিত্তনিঃসৃতো মহান্। ১৯
শ্রিয়া জুষ্টাংস্তু সাংবাসো দর্পয়েৎ সম্প্রমোহয়েৎ।
ব্রাহ্মণেষু প্রমূঢ়েষু ধ্রুবো বিপ্রনশেদ্ ধ্রুবম্। ২০

নমস্যা সম্মান করিবে, ইহাতে তুমি যজ্ঞের আত্মিক ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে। ১

(বিদ্বান্‌গণকে দান করিলে, তাঁহাদের পূজা করিলে লাভ ও পূজকের যজ্ঞের আত্মিক ফল প্রাপ্তি হয়। যজ্ঞকর্তা ও জ্ঞানী পুরুষগণকে দান করিলে সেই দান উত্তম লোক প্রাপ্তিকারক হয়। যাঁহারা অপরকে জ্ঞান দান করেন, তাঁহাদিগকেও অন্ন এবং ধন দান করিবেন। ইহার দ্বারা লাভ তাঁহাদের জ্ঞান-দানের আত্মিক পুণ্যভাগী হন।)

যাঁহারা বহু উপকারকারী ও সন্তানবান্ ব্রাহ্মণগণের পালন-পোষণ করেন, তাঁহারা এই শুভ কর্মের প্রভাবে প্রজাপতির তুল্য সন্তানবান্ হইয়া থাকেন। ১০

যে সৎপুরুষগণ নমস্যা সবশ্য সন্তর্পণ ও বিদায় করেন, নিজেদের সর্বস্ব দান করিয়াও তাঁহাদের ভরণ-পোষণ করা কর্তব্য, কারণ, তাঁহারা রাজার অত্যন্ত উপকারী হন। ১১

যুধিষ্ঠির! তুমি সমৃদ্ধিশালী, সেইজন্য ব্রাহ্মণগণকে ধেনু, বৃষ, অশ্ব, বস্ত্র, ভূষা ও যান দান কর। ১২

ভারত! যে সব ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করেন, তাঁহাদিগকে ঘৃত, অন্ন, অন্নযোজিত রথাদি যান, বৃষ ও পর্য্যাপ্ত বস্ত্রসমূহ দান করা উচিত। ভরতবংশজ! রাজার পক্ষে এই দান সর্বজনসম্মান ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকর হয়। ১৩-১৪

যে ব্রাহ্মণগণের আচরণ নিন্দিত হইবে না, তাঁহারা যদি জীবিকার জন্য কষ্ট পাইতে থাকেন, তবে তাঁহাদের সংবাদ জানিয়া গোপনে বা প্রকাশ্যে জীবিকার ব্যবস্থা করত নমস্যা তাঁহাদের পালন করিবে। ১৫।

ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে এই কার্য্য রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতেও অধিক কল্যাণকারী হয়। এরূপ করিলে তুমি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত ও পবিত্র হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিবে। ১৬।

কোষ ধন-ভাণ্ডার) সংরক্ষণ করিয়া যদি তুমি তাহার দ্বারা রাজ্যের রক্ষা কর, তবে ইহার দ্বারা তোমার পরলোকে ধন ও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি হইবে। ১৭।

ভরতবংশজ! তুমি নিজের ও অন্যদেরও জীবিকা রক্ষা কর এবং নিজের সেবকগণ ও প্রজাদিগকে তুমি পুত্রের ন্যায় পালন কর। ১৮।

ভারত! ব্রাহ্মণগণের নিকটে যে ধন্য নাই, তাঁহাদিগকে সেই ধন দান করা এবং তাঁহাদের রক্ষা করাও তোমার নিত্য কর্তব্য। তোমার জীবন তাঁহাদের সেবার জন্যই হউক। তাঁহাদের প্রতিপালন কর নাই, এরূপ তোমার জীবনে না হউক। ১৯।

ব্রাহ্মণগণের নিকটে যদি বহু ধন সঞ্চিত হইয়া যায়, তবে উহা তাঁহাদের পক্ষে অনর্থের কারণ, লক্ষ্মীর নিরন্তর সহবাস তাঁহাদিগকে দর্পিত ও মোহগ্রস্ত করিয়া দেয়। ২০।

ব্রাহ্মণগণ যখন মোহগ্রস্ত হন, তখন নিশ্চয়ই ধর্মের নাশ হইয়া যায় এবং ধর্মের নাশ হইলে পর প্রাণিগণেরও বিনাশ হইয়া থাকে,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২০

যো রক্ষিতাঃ সম্প্রদায় রাজা রাষ্ট্রং বিলুম্পতি
যজ্ঞে রাষ্ট্রাদ্ ধনং তস্যাদানংস্যমিতি ভাষতে। ২
যস্যাদায় তদাজহ্যুর্ভীতঃ দস্তঃ সুদারুণম্
যজেদ্ রাজা ন তং যজ্ঞা প্রসংসন্ত্যার্য সাধবঃ। ২১
অশীক্ষিতাঃ সুসংবৃদ্ধা যে দস্যবস্তুকুলস্তঃ।
তাদৃশেনাপ্যুপায়েন যতেথা নোদ্ধমাহৃতে। ২০
যদা পরিনিষিক্তেন নিষিক্তো বৈ যথাবিধি
তদা রাজা মহাযজ্ঞৈর্যজেত বহুদক্ষিণৈঃ। ২৪
বৃদ্ধবালধনং রাজ্ঞস্তস্য কৃপণস্য চ
ন খাণ্ডপূর্বং কুর্যাত ন ক্রুদ্ধস্তং ধনং হরেৎ। ২৫
হৃতং কৃপণবিত্তং হি রাষ্ট্রং হন্তি নৃপশ্রিয়ম্
তস্মাদ্ যত্নতো তোগান্ ক্ষুদ্রাদ্ প্রণুদেৎ সত্যম্। ২৬

যে রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে কররূপে প্রাপ্ত ধনে কোষরক্ষাকারী কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতিকে দিয়া পুনা করিয়া লন এবং নিজের কর্মচারীদিগকে এই আদেশ করেন যে, 'তোমরা সকলে যজ্ঞের জন্য রাজা হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া আন,' এইরূপে যজ্ঞের নামে যে রাজা রাজ্যের প্রজাগণের ধন অপহরণ করেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে লোকসকলকে ভীত করিয়া নিরন্তর পূর্বক আনীত ধন লইয়া যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই রাজার এরূপ যজ্ঞকে সৎপুরুষগণ প্রশংসা করেন না। ১১-২২

সেইজন্য যে সব লোক অতিশয় ধনী ও 'ধনা' হইতে অভ্যস্তমতা পূর্বক ধনদান করিতে পারিবেন, তাঁহাদের প্রবল অথবা তাদৃশ মৃদু উপায়ে প্রাপ্ত ধনের দ্বারা যজ্ঞ করা কর্তব্য। প্রজাপীড়নরূপ কঠোর প্রযত্নে আনীত ধনের দ্বারা নহে। ২৩

যখন রাজার বিধি অনুসারে রাজ্যাভিষেক হইয়া যাইবে এবং তিনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইবেন, তখন রাজা বহু দক্ষিণা-যুক্ত মহাযজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিবেন। ২৪

রাজা বৃদ্ধ, বালক, দীন ও অন্যান্য যজ্ঞকগণেরও ধনের রক্ষা করিবেন। ঔদার্য না হইলে পর যখন প্রজারা কৃপণ ধনন করিয়া কোনরূপে জলসেক করত কিছু অন্ন উৎপাদন করিবে এবং তাহারই দ্বারা জীবিকা চালাইবে, তখন রাজা সেই ধন গ্রহণ করিবেন না ও কোনও ক্রমে পতিত দ্রোহনপরায়ণা স্ত্রীরও ধন গ্রহণ করিবেন না। ২৫

যদি কোন কৃপিত্রের ধন অপহরণ করা হয়, তবে সেই কৃপিত্র রাজার রাজ্য ও লক্ষ্মীকে বিনাশ করিয়া দেয়। অতএব রাজার

সেবা' আপনি তোজ্ঞানি সমবেক্ষ্যস্থি বালকা:
নাস্ত্যস্তি বিধিবৎ তানি কিং নু পাপতরং ততঃ। ২৭
যদি তে তাদৃশো রাষ্ট্রে বিদ্যান্ সীদেৎ ক্ষুধা ক্ষিতঃ
ভ্রূনহত্যাঞ্চ গচ্ছেথা: কৃতা পাপমিবোত্তমম্। ২৮
ধিক্ তস্য জীবিতং রাজ্ঞো রাষ্ট্রে যস্যাবসীদতি।
দ্বিজোহতো বা মনুষ্যোঽপি শিবিরাহ বচো যথা। ২৯
যস্য স্ম বিষয়ে রাজ্ঞঃ স্নাতকঃ সীদতি ক্ষুধা
অধ্যক্ষিমেতি তস্যাষ্ট্রং বিদ্ধস্তে সহরাজকম্। ৩০
ক্রোশন্ত্যো যস্য বৈ রাষ্ট্রাদ্ ব্রিয়ন্তে তরুণা ক্ষিয়ঃ।
ক্রোশন্তা পতি-পুত্রাণাং মৃতোঽসৌ ন চ জীবতি ৩১
অরক্ষিতারং হর্তারং বিলোপ্তারমনায়কম্।
তম্ বৈ রাজকলিং বিদ্যাঃ প্রজাঃ সন্নহ্য নির্ঘৃণম্। ৩২

কর্তব্য হইল—তিনি কৃষিত্রের ধন গ্রহণ করিবেন না এবং প্রকৃত ভোগ-সামগ্রী তাহাকে প্রদান করিবেন ও সৎপুরুষগণকে ক্ষুধা কষ্ট পাইতে দিবেন না। ২৬

যাঁহাদের খালিই তোজনের জন্য বালকগণ লোলুপ দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে এবং তাহারা সেই অন্ন তোজনের জন্য ন্যায়তঃ লাভে প্রাপ্ত না হইবে, তাঁহাদের ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক পাপ হইতে পারে? ২৭

রাজন্! যদি তোমার রাজ্যে কোন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ক্ষুধা কষ্ট পাইতে থাকেন, তবে তোমার ভ্রূণহত্যার পাপ হইবে এবং কোন মহাপাপ করিলে যজ্ঞের যে দুর্গতি হয়, সেই দুর্গতি তোমার হইবে। ২৮

রাজা শিবি বলিয়াছেন—যাঁহার রাজ্যে ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন মানুষ ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া অবসন্ন হন, সেই রাজার জীবনে ধিক্। ২৯

যে রাজার রাজ্যে স্নাতক ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কষ্ট ভোগ করেন তাঁহার রাজ্যের উন্নতি বন্ধ হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে তাঁহার রাজ্যে পঞ্চত্বের চলিয়া যায়। ৩০

যাঁহার রাজ্যে রুদ্ধস্বরে ঔদনের বলপূর্বক অপহরণ করা হয় এবং তাহাদের পতি-পুত্রগণ রোদন করিতে থাকে, তিনি রাজা নন, মৃত অর্থাৎ তিনি জীবিত থাকিয়াও মৃতের সমান। ৩১

যিনি প্রজাগণকে রক্ষা করেন না, কেবল তাহাদের ধন অপহরণ করেন এবং যাহার নিকটে নেতৃত্ব দিবার মত কোন ব্যক্তি নাই, তিনি রাজা নন, কলিযুগ। সমস্ত প্রজাগণের কর্তব্য হইবে তাহারা এরূপ নির্দয় রাজাকে বধ করিয়া বিনাশ করিবেন। ৩২

অহো যো রক্ষিতেত্যুক্ত্বা যো ন রক্ষতি ভূমিপঃ
স সংহত্য নিহন্তব্যঃ শ্বেব সোন্মাদ আতুরঃ। ৩৩
পাপং কুর্বন্তি যং কিঞ্চিৎ প্রজা রাজ্ঞা সুরক্ষিতাঃ
চতুর্থং তস্য পাপস্য রাজা বিন্দতি ভারত। ৩৪
অথাহুঃ সর্বমেবৈতি ভূয়োঽর্ধমিতি নিশ্চয়ঃ
চতুর্থং তত্তথাকার মনোঃ প্রজ্ঞানুশাসনম্। ৩৫
শুভং বা যদ্যদ্ কুর্বন্তি প্রজা রাজ্ঞা সুরক্ষিতাঃ।
চতুর্থং তস্য পুণ্যস্য রাজা চাপ্নোতি ভারত। ৩৬
ভীষ্ম উবাচ
ভবন্ত্যত্র শ্লোকা ইমে প্রজাঃ সর্বা যুধিষ্ঠির
পর্জন্যমিব ভূতানি মহাদ্রুমমিবাণ্ডগাঃ। ৩৭
কুবেরমিব রক্ষাংসি শক্রমূর্ত্তমিবামরাঃ
আদিত্যমিব চাদিত্যা ভবন্তি পরন্তপ। ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬১।

যে রাজা প্রজাপালনে এই কথা বলিয়া 'আমি তোমাদের রক্ষা করিব' পরে তাহাদের রক্ষা করেন না, সেই রাজা উন্মত্ত ও রোগী কুক্কুরের ন্যায় সকলের দ্বারা বধ করিবার যোগ্য। ৩৩

অরক্ষিতগণ। রাজার দ্বারা অরক্ষিত হইয়া প্রজারা যাহা কিছু পাপ কার্য্য করে, সেই পাপের এক চতুর্থাংশ ভাগ রাজাকেও হইয়া থাকে। ৩৪

অনেকে বলেন যে, সমস্ত পাপ রাজারই হয়। অপরে এই নিশ্চয় করেন যে, রাজা অর্দ্ধপাপভাগী হন। কিন্তু মনুর উপদেশ শুনিয়া আমার এই অভিমত হইল যে, রাজার এক চতুর্থাংশ পাপ হয়। ৩৫

রক্ষিত। রাজার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া প্রজারা যে সব শুভ কার্য্য করেন, তাহাদের সেই পুণ্যের চতুর্থ ভাগ রাজা প্রাপ্ত হন। ৩৬

পরন্তপ যুধিষ্ঠির! যেরূপ মেঘ সকল প্রাণী যেরূপ আশ্রয়ে জীবন ধারণ করে, যেরূপ পক্ষীরা বড় বড় বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করে, যেরূপ রাক্ষসগণ কুবেরকে এবং দেবতারা ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করেন, সেইরূপ তুমি জীবিত লাভিতে সমস্ত প্রজাগণ তোমাকেই অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিবে এবং তোমার বন্ধু ও জ্ঞাতিবর্গও তোমারই আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিবে। ৩৭-৩৮

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[সর্ব্বেষু দানেষু শ্রেষ্ঠতা ভূমিদানস্য মহত্ত্বকথনম্, তদ্বিষয়ে ইন্দ্রস্য বৃহস্পতেশ্চ সংবাদবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ
ইমং মেঘমিব দেবিকীয়ঃ প্রতিগ্রাহয়তাং।
বহবেরাহ্ত রাজানঃ কিংস্বিদ্ দানমনুত্তমম্। ১
ভীষ্ম উবাচ
অভিদ্যানানি সর্বাণি পৃথিবীদানমুচ্যতে।

অচলা হ্যচলা ভূমির্দোগ্ধ্রী কামানিহোত্তমান্। ২
যোদ্ধৃ বাসাংসি রত্নানি পশূন্ ক্ষীরবতস্তথা।
ভূমিঃ সর্বকৃতেষু শাশ্বতীরেষতে সমাঃ। ৩
যাবন্ত ভূমেরাভূমির্ যাবদ্ ভূমির এজতে।
ন ভূমিদানাদন্যত্তীহ পরং কিঞ্চিদ্ যুধিষ্ঠির। ৪

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[সব দান হইতে শ্রেষ্ঠ ভূমিদানের মহত্ত্ব কথন এবং এ বিষয়ে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সংবাদ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! 'ইহা দেওয়া উচিত, ইহা দেওয়া উচিত' এই কথা বলিয়া এই প্রতি অভিলষিত আধারের সহিত দানের বিধান করিয়াছেন এবং গাভীর দানের পক্ষে বহু কিছু দান করিবার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু আমি জানিতে অভিলাষী হইয়াছি যে, সব দানের মধ্যে কোন্ দান সর্ব্বোত্তম?

ভীষ্ম বলিলেন,—পুত্র! সব দান হইতে ভূমিদান সর্ব্বোত্তম বলিয়া কথিত হয়। এই ভূমি অচল ও অক্ষয়। ইনি এ জগতে সমস্ত উত্তম ভোগসমূহ প্রদান করেন॥ ২

ধন, রত্ন, পশু ও দান-যোগ্য নানাপ্রকারের অন্ন—এই সমস্ত প্রদান করে পৃথিবী। অতএব পৃথিবী (ভূমি)-দানকারী মানব সজ্ঞানে সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন হন। ৩

এ জগতে যতকাল পৃথিবীর আয়ু, ততকাল ভূমিদানকারী

অপ্যাহুঃ প্রহুঃ সর্বে পৃথিব্যা ইতি নঃ শ্রুতম্
ভূমিমেব দহুঃ সর্বে ভূমিঃ তে ভুঞ্জতে জনাঃ ॥৫
যকৈশ্চৈবোপজীবন্তি নরা উর পরত্র চ।
ভূমির্দুর্ভির্হরেদেবী দাতারং ভূরকৃতে প্রিয়ম্ ॥ ৬
য এতাঃ দক্ষিণাঃ দত্ত্বাধ্বরুয়াঃ রাজসত্তম।
পুনর্দদ্যাৎ সম্প্রাপ্য ভবেৎ স পৃথিবীপতিঃ ॥ ৭
যথা দানা তথা ভোগ ইতি ধর্মেষু নিশ্চয়ঃ
সংগ্রামে বা তনুং ত্যক্ত্বা দত্ত্বাচ্চ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৮
ইত্যেতৎ ক্ষত্রবন্ধূনাং বসুনি পরমা প্রিয়ম্।
পুনাতি দত্ত্বা পৃথিবী দাতারমিতি শুশ্রুম ॥ ৯
অপি পাপসমাচারং ব্রহ্মঘ্নমপি চানৃতম্।
সৈব পাপাৎ প্লাবয়তি সৈব পাপাৎ প্রমোচয়েৎ ॥ ১০
অপি পাপকৃতাং রাজ্ঞাং প্রতিগৃহ্নন্তি সাধবঃ।
পৃথিব্যাঃ নাস্তি কিঞ্চিত্তি পাবনং জননী যথা ॥ ১১
নামসাম্নাঃ প্রিয়ত্বেতি শুশ্রুম জ্যেষ্ঠ্যাঃ সনাতনম্
দানাং বাপ্যথবাঽঽহুর্দানাং নামাস্যাঃ প্রথমং প্রিয়ম্ ॥ ১২
ত এতাং বিত্তমে দত্ত্বাং পৃথিবীং পৃথিবীপতিঃ
পৃথিব্যামেতদিষ্টং স রাজা রাজসিত্তমো ব্রহ্মে ॥ ১৩
পুনস্তাসো ভবিং প্রাপ্য রাজবং স্বাস্ত সংসদঃ।
তস্মাৎ প্রাপ্যৈব পৃথিবীং দত্ত্বাং বিপ্রায় পার্থিবঃ ॥ ১৪
নাস্তুমিপতিনা ভূমিরবিদ্বেষ্টা তথাজন
ন চাপায়েন বা ত্রাহ্মা দত্তমানে ন চাচরেৎ ॥ ১৫
যে চাস্তে ভূমিমিচ্ছেয়ুঃ কুর্যুরেবং ন সংশয়ঃ।
যঃ সাধোর্ভূমিমাদত্তে ন ভূমিং বিন্দতে তু সঃ ॥ ১৬
ভূমিং দত্ত্বা স সাধুভ্যো বিন্দতে ভূমিমুত্তমাম্।
প্রেত্য চেহ চ ধর্মাত্মা সম্প্রাপ্নোতি মহদ্ যশঃ ॥ ১৭

রাজন্য নরশ্রেষ্ঠগণ ইহাতে সুখ ভোগ করেন। অতএব এ জগতে ভূমিদান হইতে শ্রেষ্ঠ দান আর কিছুই নাই। ৪

আমরা শুনিয়াছি যে, যে সব রাজন্য অতি অল্পও ভূমি দান করে, সেই সব রাজন্য ভূমিদানের পূর্ব ফল প্রাপ্ত হইয়া তাহা উপভোগ করিয়া থাকে। ৫

মনুষ্যগণ ইহলোক ও পরলোকে নিজেদের কর্মানুসারেই জীবননির্বাহ করে। ভূমি ঐশ্বর্যাকাঙ্ক্ষা দেবাদেবী। তিনি দাতাকে নিজের প্রিয় করিয়া থাকেন। ৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি এই অক্ষয় ভূমি দান করেন, তিনি পর জন্মে মনুষ্যত্ব লাভ করত পৃথিবীপতি হইয়া থাকেন।৭

ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যেরূপ দান করা হয়, সেইরূপ ভোগই লাভ হইয়া থাকে। যুদ্ধে দেহত্যাগ করা এবং এই পৃথিবী দান করা—এই উভয় কার্য ক্ষত্রিয়ের উত্তম লোকপ্রাপ্তিকারক।৮-৯

প্রেতা ভূমি দাতাকে পবিত্র করেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। বস্তু বহুই পাপাচারী, ব্রহ্মহত্যাকারী ও অসত্যবাদী হউক না কেন, ভূমি দান করিলে সেই ভূমি দাতার পাপ হইতে উদ্ধার করেন এবং দাতাকে পাপমুক্ত করিয়া থাকেন। ৯-১০

সৎপুরুষগণও পাপকারী রাজাদের প্রদত্ত ভূমি দান গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্য কোন দান তাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন না। পৃথিবী সেইরূপ পাবন বস্তু, যেরূপ মাতা।। ১১

এই পৃথিবী দেবীর সনাতন গোপনীয় নাম হইল 'প্রিয়বতী' ইহার দান ও গ্রহণ এই উভয়ই দাতা ও গ্রহীতার প্রিয় সেইজন্য ইহার এই প্রথম নাম সকলেরই প্রিয়। ১২

যে পৃথিবীপতি নিয়ম রাহ্মণগণকে এই পৃথিবী দান করেন, সেই রাজা এই দানের প্রভাবে পুনরায় রাজা লাভ করেন কৃষ্ণগণে এই পৃথিবী দান সকলেরই প্রিয়।

ভূমিদাতা পুনর্বার লাভ করত রাজা হন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। অতএব রাজার কর্তব্য হইল—তিনি পৃথিবীর উপর আধিপত্য পাইয়াই উহার মধ্যে কিছু অংশ ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। ১৩

যে ব্যক্তি যে ভূমির স্বামী নয়, তাহাকে সেই ভূমির উপর কোনরূপেই অধিকার স্থাপন করা উচিত নয় এবং অযোগ্য পাত্রের দ্বারা ভূমি গ্রহণ করাও উচিত নয়। যে ভূমিকে দান করা হইয়া গিয়াছে, ইহাকে নিজের উপভোগে আর ব্যবহার করিবে না। ১৪

অন্য যে সব ব্যক্তিগণও পর জন্মে ভূমি লাভের বাসনা করিবে, তাহাদেরও এই জন্মেই এইভাবে ভূমিদান করা কর্তব্য

ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যে ব্যক্তি ছলে বলে কোন সৎপুরুষের ভূমি অপহরণ করে, তাহার আর ভূমি লাভ হয় না। ১৬

সৎপুরুষগণকে ভূমিদান করিলে পর দাতার উত্তম ভূমি প্রাপ্তি হয় এবং সেই কর্মাত্মা পুরুষ ইহলোক ও পরলোকেও মহৎ যশ লাভ করিয়া থাকেন। ১৭

(একাগ্রাহকরী দত্ত্বা ষষ্টিনাবপ্রযুজ্যতে: ।
ভাবত্যা বরণে পৃথ্যা নরকং বিন্দতোত্তমম্ ॥)
যস্য বিপ্রাস্তু সংসিদ্ধি সাংযোড়ুর্মিং সবৈব হি
ন তস্য শত্রবো রাজন্ প্রশংসন্তি বসুন্ধরাম্ ॥ ১৮
যৎ কিঞ্চিৎ পুরুষং পাপং কুরুতে বৃত্তিকর্ষিতঃ ।
অপি গোচর্মমাত্রেণ ভূমিদানেন পূয়তে ॥ ১৯
যেঽপি সাংকীর্ণকরাণো রাজানো রৌদ্রকর্মিণঃ
তেষাং পবিত্রমাখ্যেয়ং ভূমিদানমনুত্তমম্ ॥ ২০
অল্পাক্ষরমিদং অথং পুরাণা মেনিরে জনাঃ ।
যো বজেতাশ্বমেধেন দত্ত্বাং বা সাধবে মহীম্ ॥ ২১
অপি চেৎ সুকৃতং কৃত্বা শতেরন্নপি পণ্ডিতাঃ ।
অনন্ত্যমেকমেবৈতদ ভূমিদানমনুত্তমম্ ॥ ২২
সুবর্ণা রত্নতঃ বস্ত্রং মণি-মুক্তা-বসুন্ধরা ৮

সর্বমেতদ্বরাপ্রাপ্তো দদাতি বসুধাং যথং ॥ ২৩
তপো যজ্ঞঃ ক্রতা শীলমলোভঃ সত্যমন্তত্তা
গুরু-দৈবতপূজা চ এতা বর্তন্তি ভূমিদম্ ॥ ২৪
তস্মাৎ নিঃশ্রেয়সে যুক্তাস্তাত্মানো যথে রতাঃ
ব্রহ্মলোকগতাঃ নিত্যা নাস্তিক্রামন্তি ভূমিদম্ ॥ ২৫
যথা জননী বা পুত্রা ভৌরণ ভরতে সদা
অনুগৃহ্ণাতি ধাত্রাত্মা তথা সর্বংসহা ভূঃ ॥ ২৬
মৃত্তায়ৈ ক্ষিতয়ো দত্তাস্তয়া যজ্ঞিঃ সুদাক্ষণঃ ।
ঘোরাচ্চ দারুণাঃ পাপা মোপসর্পন্তি ভূমিদম্ ॥ ২৭
পিতৃ:ন্ পিতৃলোকস্থান্ দেবলোকাচ্চ দেবতাঃ ।
সন্তর্পয়তি ধাত্রাত্মা যো দদাতি বসুন্ধরাম্ ॥ ২৮
কৃষায় প্রিয়মাণায় বৃত্তিস্ত্রানায় শীমতে
ভূমিং বৃত্তিকরীং দত্ত্বা সত্রী ভবতি মানবঃ ॥ ২৯

অত্যন্ত বৃদ্ধিমান্ যে পুরুষ ভূমিদান করেন, তিনি পূর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, মণি, মুক্ত ও রত্ন এ সমস্ত দান করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি এ সমস্ত দানেরও ফল লাভ করেন ॥ ২০

ভূমিদানকারী মানুষের তপ, যজ্ঞ, বিদ্যা, শ্রদ্ধালতা, লোভের অভাব, সত্যবাদিতা, গুরুশুশ্রূষা ও দেবারাধন—এই সমস্তের ফলপ্রাপ্ত হন ॥ ২৪

যে সব ব্যক্তি নিজের পুরুষ কল্যাণ করিবার জন্য মনঃসমাধি নিজে হইয়া দেবতাগণ করেন এবং যাঁহারা নিজ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন ইঁহারাও ভূমিদানকারী পুরুষকে অতিক্রম করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারেন না ॥ ২৫

যেরূপ মাতা নিজের পুত্রকে দুগ্ধ পান করাইয়া পালন-পোষণ করেন, সেইরূপ পৃথিবী সকলকে ভারের মতন ভূমিদাতাকে উপর অগ্রসর করিয়া থাকেন ॥ ২৬

কাল তাহার প্রেরিত মৃত্যু, রুদ্র, ভয়ংকর, দারুণ আধি ও অন্যান্য ভয়ের পাশ—ইহারা ভূমিদানকারী পুরুষকে স্পর্শ করিতেও পারে না ॥ ২৭

যাঁহারা ভূমি দান করেন, সেই দাতৃচিত্ত পুরুষগণ পিতৃলোকে স্থিত পিতৃগণ এবং দেবলোক হইতে আগত দেবতাগণকেও তৃপ্ত করিয়া থাকেন ॥ ২৮

দুর্বল, জীবিকাহীন দুঃখী এবং ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ত্রিয়মাণ ব্রাহ্মণকে বৃত্তিকরী (জীবিকা চালাইবার উপযোগী) ভূমি দান করিয়া মানুষ যেরূপ লাভ করেন ॥ ২৯

(যে ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণযোগ্য ভূমিদান করেন, তিনি যাই তাহার মৃতপূর্ব পর্যন্ত উর্ধ্বলোকে বাস করেন এবং যে ব্যক্তি এই পরিমাণ ভূমি অপহরণ করে, তাহাকে ইহার বিগুণ অধিক কাল পর্যন্ত নরকে বাস করিতে হয় ॥)

রাজন্! ব্রাহ্মণগণ যে শ্রেষ্ঠ পুরুষের প্রদত্ত ভূমির সর্বদাই প্রশংসা করেন, তাঁহার সেই ভূমির প্রশংসা রাজার শত্রুরা করে না ॥ ১৮

জীবিকা চালাইবার কোন উপায় না পাইয়া মানুষ ক্লেশে পতিত হইয়া যাহা কিছু পাপ কর্ম করে, তাহার সেই পাপ গোচর্ম পরিমিত ভূমি দান করিলে পর ক্ষালিত হইয়া যায় ॥ ১৯

যে সব রাজা কঠোর কর্মকারী ও পাপপরায়ণ, তাহাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য পরম পবিত্র ও সর্বোত্তম ভূমি দান করিবার উপদেশ দিতে হইবে ॥ ২০

প্রাচীনকালের মহাজনগণ ইহাই মনে করেন যে, যে ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পুরুষকে ভূমিদান করেন, ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অল্পই থাকে ॥ ২১

অন্য কোন পুণ্য কর্ম করিয়াও তাহার ফল-বিষয়ে বিদ্বান্ পুরুষগণের সর্বদাই শঙ্কা থাকিয়া যায়, কিন্তু একমাত্র এই সর্বোত্তম ভূমিদানই এরূপ সংশয়, যাহার ফল বিষয়ে কাহারও কোনরূপ শঙ্কাই হইবে না ॥ ২২

---

৩ সন্তরণের ফলের দ্বিগুণফলা নিবর্তনম্ ।
যস ভাবের গোচর্ম দত্ত্বা স্বর্গে মহীয়তে ।

যথা বাবদ্ভি গৌর্বৎসং প্রস্রবন্তী বৎসলা পয়ঃ
এবমেব মহাভাগ ভূমির্ভবতি ভূমিদম্ ॥ ৩০
ফালকৃষ্টাং মহীং দত্ত্বা সবীজাং সফলামপি।
উদীর্ণং বাপি শরণং যথা ভবতি কামদঃ ॥ ৩১
ব্রাহ্মণং বৃত্তিসম্পন্নমাহিতাগ্নিং শুচিব্রতম্
নয়ঃ প্রতিগ্রাহয়তি মহীং ন যাতি পরমাপদম্ ॥ ৩২
যথা চন্দ্রবলো বৃদ্ধিরুদয়ানি ভাবতে
তথা ভূমিকৃতং দানং শস্যে শস্যে বিবর্ধতে ॥ ৩৩
অত্র গাথা ভূমিগীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ
যাঃ শ্রুত্বা মানবস্তূয়ং দত্ত্বা ভূঃ কাঞ্চনং বৈ ॥ ৩৪
মামেবাহুস্তু মাং দত্ত্বা মামযাজীদ্য।
অস্মিল্লোকে পরে চৈব তম্ দত্তং জানতে পুনঃ ॥ ৩৫
য ইমাং ব্যাহৃতিং বেদ ব্রাহ্মণো বেদসম্মিতাম্।
শ্রাদ্ধকালে ক্রিয়াযাং৷ ব্রহ্মভূয়ঃ স গচ্ছতি ॥ ৩৬
কৃত্যানামধিশাস্তানামধিষ্টপনং মহৎ।
প্রায়শ্চিত্তিঃ মহীং দত্ত্বা পুনাত্যাত্মতয়ৈব চ ॥ ৩৭
পুনাতি য ইদং বেদ বেদবাদং তবৈব চ
প্রকৃতিঃ সর্বভূতানাং ভূমির্বৈধানরী মতা ॥ ৩৮
অভিষিচ্যৈব নৃপতিঃ শ্রাবয়েদিমমাগমম্
যথা শ্রুত্বা মহীং দত্ত্বাদ্দাতাং সাধুতরং তাম্ ॥ ৩৯
সোঽহয়া কৃৎস্নো ব্রাহ্মণার্থো রাজার্থশাস্ত্রসংগ্রহঃ।
রাজা হি ধর্মকৃৎসন্ন প্রথমং ভূমিলক্ষণম্ ॥ ৪০
অথ যেষামধর্মজ্ঞো রাজা ভবতি নাস্তিকঃ
ন তে সুখং প্রযুঞ্জন্তি ন সুখং প্রাপ্নুবন্তি চ ॥ ৪১
সদা ভবন্তি চোদ্বিগ্নাস্তস্য দুষ্কৃতিভৈরবাঃ
যোগক্ষেমো হি যস্যেহ রাষ্ট্রে নাস্ত্যবিশঙ্কিতঃ ॥ ৪২

মহাভাগ! যেরূপ বৎসের প্রতি বাৎসল্যভাবে পূর্ণা ধেনু নিজের অনভাস্ত দুগ্ধক্ষরণ করিতে থাকিয়া তাহার পরাধানকে করেন; সেইরূপ ভূমি কৃষিদাতার প্রতি বাঞ্ছিত হইয়া থাকে। ৩০

যে মানব ফলপ্রদায়িত লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিয়া বীজের সহিত ফলপূর্ণা ভূমি (কৃষিজমী) দান করেন অথবা বিদারণ-করণ নিষ্পন্ন করিয়া দান করেন, তাঁহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়া যায় এবং তিনি অন্তের অভীপ্সিতা হন। ৩১

যে মানব সদাচারী, অগ্নিহোত্রী ও উত্তম ব্রতপালনকারী ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেন, তিনি কখনও দুঃখের বিষয়ে পতিত হন না। ৩২

যেরূপ চন্দ্রের কলা প্রতিদিন বর্ধিত হয়, সেইরূপ দান করা ভূমিতে যতবার শস্য উৎপন্ন হইবে, ততবারই তাঁহার পরিবারস্থ তাঁহার ভূমিদানের ফল বর্ধিত হইতে থাকে। ৩৩

পুরাবিদ্‌গণ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভূমিদেবী কর্তৃক গীত এই গাথা কীর্তন করেন, যে গাথা শ্রবণ করিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ পরন্তপ কাঞ্চনকে সম্পূর্ণ পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। ৩৪

সেই গাথা যথা এইরূপ— (ভূমিদেবী বলিলেন—) আমাকেই দান কর, আমাকেই গ্রহণ কর। আমাকে দান করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে কারণ, মানব ইহলোকে যারা কিছু দান করে, তাহাই সে ইহলোক ও পরলোকেও লাভ করিয়া থাকে। ৩৫

যে ব্রাহ্মণ প্রাদ্ধকালে পৃথিবী দেবী কর্তৃক গীত এই বেদ-সম্মত গাথা পাঠ করিবেন, তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবেন। ৩৬

অন্যান্য প্রবল ক্রতুসমূহ যাহার শক্তির) প্রয়োগে যে মহাভার উপস্থিত হয়, উহা শান্ত করিবার ভত্ত প্রধান উপায় হইল— 'কৃষিদান'। কৃষিদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মানব নিজের উর্ধ্বতন ও অবরুদ্ধ দশ পুরুষ পর্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকেন। ৩৭

যে ব্যক্তি বেদবাদীবরণ এই কৃষি গাথা জানেন, তিনিও নিজের উর্ধ্ব ও অধঃ দশ পুরুষ পর্যন্ত কুলকে পবিত্র করিয়া থাকেন। এই পৃথিবী সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তি স্থান এবং অগ্নি ইহার অধিষ্ঠাতা দেবতা। ৩৮

রাজাকে রাজ্যাভিষেকালে অভিষিক্ত করিবার পর তৎক্ষণাৎ পৃথিবী গীত এই গাথা শুনাইয়া দেওয়া উচিত; যাহাতে তিনি ভূমিদান করেন এবং সংপুরুষের নিকট হইতে কৃষি গ্রহণ না করেন। ৩৯

এই সব বিষয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জন্যই। ইহাতে কোন সংশয় নাই, কারণ রাজা যদি কৃপণ হইল, ইহাই প্রজাগণের ঐশ্বর্যসৃষ্টিকারী প্রথম লক্ষণ। ৪০

যাহাদের রাজা ধর্মকে জানেন না ও নাস্তিক, সেই সব প্রজারা সুখে জীবিত হইতে পারে না এবং সুখে নিদ্রা যাইতেও পারে না; বরং সেই রাজার দুষ্কার্যের সর্বদাই ভীত থাকে এইরূপ রাজার রাজ্যে দুষ্প্রজার যোগ (ধনাগম) ক্ষেম (রক্ষণাবেক্ষণ) উপস্থিতি হয় না। ৪১-৪২

অথ যেষাং পুনঃ প্রাজ্ঞো রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ
সুখা তে প্রতিবুধ্যন্তে সুসুখা প্রস্বপন্তি চ । ৩৩
তত্র রাজ্ঞঃ শুভৈ রাজ্ঞঃ কর্ম্মভির্বিবৃতা নরা ।
যোগক্ষেমেণ বৃষ্ট্যা চ বিবর্ধন্তে শুভকর্ম্মভিঃ । ৩৪
স কুলীনঃ স পুরুষঃ স বহুঃ স চ পুণ্যকৃৎ
স ত্যাতা স চ বিক্রান্তো যো দদাতি বসুন্ধরাম্ ।৩৫
আদিত্যা ইব দীপ্যন্তে তেজসা ত্বাং মানবাঃ ।
যদ্যস্তি বসুধা স্ফীতা যে বেদবিদ্বাংসি দ্বিজে । ৩৬
যথা নদ্যাশ্চ রোহন্তি প্রকীর্ণানি মহীতলে ।
তথা কামাঃ প্রযোহন্তি ভূমিদানসমাহিতাঃ । ৩৭
আদিত্যো বরুণো বিষ্ণুর্ব্রহ্মা সোমো হুতাশনঃ
পুদলাবিন্দ ভগবান্ প্রতিগৃহ্ণন্তি ভূমিদম্ । ৩৮
ভূমৌ ত্যাস্তি পুরুষা ভূমৌ নিষ্ঠাং ব্রজন্তি চ ।
চতুর্বিধো হি লোকোঽয়ং যোঽয়ং ভূমিপ্রশাস্তকঃ । ৩৯
এষা মাতা পিতা চৈব ভগবঃ পৃথিবীপতে ।
নানয়া সদৃশং কৃত্যং কিঞ্চিদস্তি জনাধিপ । ৪০

অন্নাদ্যাদ্যাহরন্ত্যেনামিতিহাসং পুরাতনম্ ।
বৃহস্পতেশ্চ সংবাদমিন্দ্রস্য চ যুধিষ্ঠির ।৪১
ইষ্ট্বা ক্রতুশতেনাথ মঘবা দক্ষিণাবতা ।
মঘবা বাধিগাং শ্রেষ্ঠঃ পপ্রচ্ছেদং বৃহস্পতিম্ । ৪২

মঘবোবাচ ।

ভগবন্ কেন দানেন স্বর্গঃ সুখমেধতে ।
ব্রূহি তত্ত্বেন মহর্ষে তদ্ ব্রূমি বদতাং বর । ৪৩

ঔশন উবাচ

ইত্যুক্তঃ স পুরেন্দ্রেণ ততো দেবপুরোহিতঃ ।
বৃহস্পতির্বচস্তস্য প্রত্যুবাচ শতক্রতুম্ । ৪৪

বৃহস্পতিরুবাচ ।

সুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানঞ্চ বৃত্রহন্
(বিদ্যাদানঞ্চ কন্যানাং দানং পাপহরং পরম্ ।)
দদতেহন্ত্য মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । ৪৫
ন ভূমিদানাদ্ দেবেন্দ্র পরং কিঞ্চিদিহিতি প্রভো ।
বিশিষ্টমিতি মন্ত্যামি যথা প্রাহুর্মনীষিণঃ । ৪৬

কিন্তু যাহাদের রাজা পরাজয়ী ও ধার্ম্মিক হন, তাহারা সুখে জাগরিত হয় এবং সুখে নিদ্রা যায় । ৩৩

সেই রাজার শুভ রাজা এবং শুভ কর্ম্মসমূহের দ্বারা সকল মানুষ সমৃদ্ধ থাকে । তাহার রাজ্যে সকলের যোগ-ক্ষেম নির্ব্বাহ হয়, যথাসময়ে বর্ষণ হয় এবং নিজেদের শুভ কর্ম্মসকলের দ্বারা মানুষেরা সমৃদ্ধিশালী হয় । ৩৪

যে ব্যক্তি ভূমি দান করেন, তিনি কুলীন, তিনি পুরুষ, তিনি বহু, তিনি পুণ্যাত্মা, তিনি ত্রাতা ও তিনি পরাক্রমশালী হন ।৩৫

যাঁহারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ধন-ধান্যসম্পন্ন ভূমি দান করেন, সেই মনুষ্যগণ নিজেদের তেজে সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হন । ৩৬

যেরূপ ভূমিতে রোপিত বীজ ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয় এবং অধিক শস্য উৎপাদন করে, সেইরূপ ভূমি দান করিলে সমস্ত কামনা সফল হইয়া থাকে । ৩৭

সূর্য্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, চন্দ্র, অগ্নি ও ভগবান্ পবন—ইঁহারা সকলেই ভূমিদানকারী ব্যক্তিকে অভিনন্দিত করেন । ৩৮

সকল মানুষ ভূমিতেই জন্মগ্রহণ করে এবং ভূমিতেই লয়প্রাপ্ত হয়। পক্ষজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চারিপ্রকার প্রাণিবিশেষের সহায় ভূমিই কার্য্য । ৩৯

পৃথিবীপতে! জনবান্! এই ভূমিই জগতের ধাতা ও পিতা। ইহার সমান অন্য কোন কৃত্য নাই । ৪০

যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে দিব্য পুরুষগণ ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন । ৪১

ইন্দ্র প্রকৃত দক্ষিণাযুক্ত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার পর বাধ্যবিহগদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ।৪২

ইন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! কোন্ দানের প্রভাবে লোকের স্বর্গ হইতেও অধিক সুখ লাভ হইয়া থাকে? তাহার তত্ত্ব কথন ও অধিক মহত্ত্বসূচক, তাহা আমাকে বলুন । ৪৩

ঔশন বলিলেন,—ভারত! দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর দেবতাগণের পুরোহিত মহাতেজস্বী বৃহস্পতি তাঁহাকে এইরূপ উত্তর দান করিলেন । ৪৪

বৃহস্পতি বলিলেন,—বৃত্রাসুরবধকারী ইন্দ্র! স্বর্ণ দান, গোদান, ভূমিদান, বিদ্যাদান ও কন্যাদান—এই সব দান অত্যন্ত পাপনাশী বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে পরম জ্ঞানী পুরুষ এই সব বস্তু দান করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান ।৪৫

প্রভো! দেবেন্দ্র! যেরূপ মনীষী পুরুষগণ বলেন, আমিও সেইরূপ ভূমি দান হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও দানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি না । ৪৬

(ব্রাহ্মণার্থে সমার্থে বা রাষ্ট্রঘাতেঽথ স্বামিনঃ।
কুলস্ত্রীণাং পরিভবে মৃতাস্তে ভূমিদৈঃ সমাঃ।)
যে শূরা নিহতা যুদ্ধে অর্থার্থা রণদুর্মদাঃ।
সর্বে তে বিবুধাশ্রেষ্ঠ নাস্তিক্যাদ্ভি ভূমিদম্। ৫৭
তস্মাদ্ বিশিষ্টলোকেষু মুক্তাস্তাক্তাত্মনো রণে হতাঃ
ব্রহ্মলোকস্থা মুক্তা নাস্তিক্যাদ্ভি ভূমিদম্। ৫৮
পঞ্চ পূর্বা হি পুরুষাঃ যড়ুত্তে বসুধা গতা।
একাদশ দশভূমি পরিত্রাতীহ মানবঃ। ৫৯
যত্নোপকীর্ণাং বসুধাং যো দদাতি পুরন্দর।
স মুক্তঃ সর্বকলুষৈঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে। ৬০
মহীং স্ফীতাং দদদ্ রাজন সর্বকামগুণান্বিতাম্।
রাজাধিরাজো ভবতি ভদ্রি দানমুত্তমম্। ৬১
সর্বকামদমাদুক্তং কাপালীয়ং যঃ প্রযচ্ছতি
সর্বকৃতানি মন্যন্তে মাং দদাতীতি বাসব। ৬২

সর্বকামদুঘাং ধেনুং সর্বকামগুণান্বিতাম্
দদাতি যঃ সত্রাহ্মণে স্বর্গং যাতি স মানবঃ। ৬৩
মধুসর্পিঃপ্রবাহিণীঃ সংক্ষীরদধিবহাস্তথা
সরিতস্তুর্পয়ন্তীহ পুরুষং বসুদা প্রদম্। ৬৪
ভূমিপ্রদানাদ্ধি পরিমুচ্যতে সর্বকিল্বিষাৎ
ন হি ভূমিপ্রদানেন দানমন্যদ্ বিশিষ্যতে। ৬৫
দদাতি যঃ সমুদ্রান্তাং পৃথিবীং শস্যনির্জিতাম্।
তা জনাঃ কথয়ন্তীহ যাবদ্ ভবতি মৌরিষম্। ৬৬
পৃথ্যামৃদ্ধিরসাং ভূমিং যো দদাতি পুরন্দর
ন তস্য লোকাঃ ক্ষীয়ন্তে ভূমিদানগুণান্বিতাঃ। ৬৭
সর্বদা পার্থিবেনেহ সততং ভূমিমিচ্ছতা।
স্বর্দেয়া বিধিবদ্ভক্তে পাত্রে সুখমভীপ্সুনা। ৬৮
অপি ক্ষুদ্রায় বরং পাপং ভূমিং দত্ত্বা দ্বিজাতয়ে
সমুৎসৃজতি তৎ পাপং জীর্ণাং ত্বচমিবোরগঃ। ৬৯

(ব্রাহ্মণগণের জন্য, গোসকলের জন্য, রাজাবিনাশের সময় রাজার জন্য এবং কুলাঙ্গনাদিগের অপমানের সময়ে তাহাদের রক্ষার জন্য যাহারা যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেন, তাহারাই ভূমিদানকারীদিগের ন্যায় পুণ্যবান্ হন।) দেবশ্রেষ্ঠ! যাহারা যুদ্ধের বাসনাসোপকারী সৌরীপালী বীরগণ ধনলিপ্সায় নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, ইঁহারা সকলেও ভূমিদানকারীকে অতিক্রম করিতে পারেন না। ৫৭

প্রভূত ধনের জন্য উদ্যত হইয়া রণভূমিতে মৃত্যু বরণ করত শরীর পরিত্যাগকারী বাহুবলগণ পাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন; কিন্তু ইঁহারাও ভূমিদানকারীকে অতিক্রম করিতে পারেন না। ৫৮

এ জগতে ভূমিদানকারী মানুষ নিজের পূর্বজাত পঞ্চম উর্দ্ধতন পুরুষ এবং অন্য ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত অবতন সন্তানকে—এই সর্বসমেতপুরুষ একাদশ পুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ৫৯

পুরন্দর! যে ব্যক্তি রত্নপূর্ণা পৃথিবীকে দান করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হন। ৬০

হে রাজন্! ধন-ধান্যসম্পন্না ও সমস্ত মনোবাঞ্ছিতগুণযুক্তা পৃথিবী (ভূমি)-দানকারী মানুষ পর জন্মে রাজাধিরাজ হন; ভারত, ইহাই সর্বোত্তম দান। ৬১

ইন্দ্র! যিনি সম্পূর্ণ ভোগযুক্তা ভূমি দান করেন, তাহাতে সকল প্রাণী ইঁহাই মনে করে যে, তিনি আমাদের ই করিতেছেন। ৬২

দশপ্রজাপতির ন্যায়! যিনি সকলকামনা ও সমস্ত মনে বাঞ্ছিত গুণযুক্তা রত্নধেনু-স্বরূপা পৃথিবীদান করেন, সেই ব্য স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। ৬৩

দেবেন্দ্র! এ জগতে ভূমিদানকারী মানুষকে পয়োমধু, ঘৃত, রুদ্ধ ও দধি বহনকারিণী নদীসকল তৃপ্ত করে। ৬৪

রাজা ভূমি দান করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থা ভূমিদান হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও দান নাই। ৬৫

যিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীকে শস্যের দ্বারা অন্ন করিয়া করেন, তাঁহার কীর্তি সংসারের সকল লোক স্তব করিয়া গান করে, যতকাল এই পৃথিবী স্থির থাকেন। ৬৬

পুরন্দর! যিনি পরম পবিত্রা ও সমৃদ্ধিশালী রত্নপূর্ণা ভূমিদান করেন, তিনি উহার দ্বারা ভূমিদান-সম্ভূত গুণসমূহ অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হন। ৬৭

ইন্দ্র! যে রাজা সর্বদা শ্রেয়ঃ কামনা করেন এবং লাভের বাসনা করেন, তিনি বিধি অনুসারে সুপাত্রে ভূমি করিবেন। ৬৮

পাপ করিয়াও যদি মানুষ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করে, সে সেই পাপকে সেইভাবে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, যেরূপ নিজের পুরাতন খোলোস ত্যাগ করিয়া দেয়। ৬৯

সাগরান্ সরিতঃ শৈলান্ কাননানি চ সর্বশঃ।
সর্বমেতদ্বসুমতী দত্ত্বাতি মনুরব্রবীৎ ॥ ৭০
ভক্ষ্যগোহ্যফলাদীনি প্রোত্তমানি চ সর্বশঃ।
ক্ষেত্রাণি সর্বসস্যৈশ্চ দত্ত্বাতি বসুধা দ্রবম্ ॥ ৭১
ওষধীর্বীরুদস্পন্না নাগান্ পুষ্পফলান্বিতান্।
কাঞ্চনোপল-শৈলাংশ্চ দত্ত্বাতি বসুধা দ্রবম্ ॥ ৭২
অগ্নিষ্টোমপ্রভৃতিভিরিষ্টিভি চ ক্রতুদক্ষিণৈঃ।
ন তৎফলমবাপ্নোতি ভূমিদানাদ্ যদশ্নুতে ॥ ৭৩
দাতা ফলমুপাশ্নাতি যদ যদ্ভি তথা দ্বিজান্
পূর্বদত্তাং হরন্ ভূমিং নরকান্নোপলভতি ॥ ৭৪
ন দত্ত্বাতি প্রতিগ্রহ্য দত্ত্বাদি চ ফলং চ যৎ।
স যচ্ছো বারুণৈঃ পাশৈস্তপ্তাস্তে মৃত্যুশাসনাৎ ॥ ৭৫
আহিতাগ্নি সদাযজ্ঞঃ কৃষ্ণবৃত্তি প্রিয়াতিথিম্।

যে তুদন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠং নোপসর্পন্তি তে দ্রবম্ ॥ ৭৬
ব্রাহ্মণেষ্বনৃতীকৃত্য পাপিষ্ঠং স্যাৎ পুরন্দর
ইত্যেবাং তু বর্ণানাং ভারতে কৃষ্ণবৈলগ ॥ ৭৭
নাচ্ছিন্দ্যাৎ স্পর্শিতাং ভূমিং পরেণ দ্বিজসাধিল
ব্রাহ্মণস্ত সুরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণবৃত্তেঃ কথাচন ॥ ৭৮
যথাক্ত পণ্ডিতা তেষাং দানানাং মীমাংসাম্।
ব্রাহ্মণানাং ক্ষুতে ক্ষেত্রে হরাং ত্রিগুণমুচ্যতে কৃষ্ণ ॥ ৭৯
ভূমিপালং চ্যুতং রাষ্ট্রাদ্ যস্তু সংস্থাপয়েদ্ধরঃ
তস্য বাসঃ সহস্রাক্ষ নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে ॥ ৮০
ইক্ষুভিঃ সন্ততাং ভূমিং যবগোধূমশালিনীম্।
গোঽশ্ববাহনপূর্ণাং বা বহুধান্যাদ্যসংযুতাম্ ॥ ৮১
নিধিরত্নাং দদদ্ ভূমিং সর্বকামপরিচ্ছদাম্
অক্ষয়ং লভতে লোকান্ ভূমিসদ্ধি যি তত্ত্ব তৎ ॥ ৮২

ইত্যাদি। যাহার ভূমিদানের সহিতই সমুদ্র, নদী, পর্বত ও সম্পূর্ণ বন—এই সমস্ত দান করিয়া থাকে অর্থাৎ ভূমিদানেই এই সব দানেরও ফল লাভ করে। ৭০

কেবল ইহাই নহে, ভূমিদানকারী যাহার পুরুষিণী, কূপ, তড়াগ, সরোবর, ক্ষেত্র (কৃষ্যাদি) ও সর্বপ্রকার ধান্য দানেরও ফল লাভ করিয়া থাকে।৭১

পৃথিবী দান করিবার সময় যাহার শক্তিশালিনী ঔষধিসমূহ, ফল ও পুষ্পে পরিপূর্ণ বৃক্ষ, বন, প্রস্তর ও পর্বতসকলও দান করিয়া থাকে। ৭২

পশ্বাদি দক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞসমূহের দ্বারা যজন করিয়াও যাহার সেই ফল লাভ করিতে পারে না, যে ফল ভূমি-দানের দ্বারা লাভ হয়। ৭৩

ভূমিদানকারী যাহার নিজের ধন পুত্রের পশ্বাদি উদ্ধার করেন এবং দান করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিলে নিজের ধন পুত্রকে নরকে পাতিত করে। যে ব্যক্তি পূর্বে প্রদত্তা ভূমি অপহরণ করে, সে স্বয়ংও নরকে পতন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দিবার প্রতিজ্ঞাকরিয়া প্রদান না করে এবং দান করিয়া পুনরায় গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর আজ্ঞায় বরুণের পাশে বদ্ধ হইয়া নানাবিধ কষ্টভোগ করিতে থাকে। ৭৪-৭৫

যাহারা প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করেন, সদা যজ্ঞস্থানে নিরত থাকেন এবং যাহাদের জীবিকাবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এরূপ শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণের যিনি সেবা করেন, তিনি যজ্ঞফলের নিকটে গমন করেন না। ৭৬

পুরন্দর! কৃপাতিত কর্তব্য হইল—তিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি কৃপাযুক্ত থাকিবেন অর্থাৎ তাঁহাদের সেবা করত তাঁহাদের সন্তুষ্ট রাখিবেন এবং অন্য বর্ণসকলের মধ্যে যাহারা দীন-দুর্বল, তাঁহাদিগকেও সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন। ৭৭

হে কৃষ্ণবৈল! যেখেত্রে যাহার জীবিকাবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এরূপ ব্রাহ্মণের অপহৃত নিষ্কর হইতে প্রাপ্ত যে ভূমি, তাহা কখনও অপহরণ করিবে না। ৭৮

নিজের ক্ষেত্র (জমী) অপহৃত হইলে পর দীন ব্রাহ্মণ যে অশ্রু প্রবাহিত করেন, উহা অপহরণকারীর ত্রিপুরুষের মূলকে নষ্ট করিয়া দেয়। ৭৯

সহস্রলোচন ইন্দ্র! যে রাজা রাজ্য হইতে নষ্ট রাজাকে পুনরায় রাজসিংহাসনে স্থাপিত করেন, তাঁহার স্বর্গবাস হয় এবং সেখানে তিনি অভিলষিত সম্মান লাভ করেন। ৮০

যে ভূমি ইক্ষু (আখ) বৃক্ষে পরিপূর্ণা, যে ভূমিতে যব ও গোধূম (গম) বৃক্ষসকল রহিয়াছে, অথবা যেখানে গৃহ ও অন্যান্য বাহনসমূহ বিদ্যমান আছে, যাহার মধ্যে নিত্য প্রদানি নিধি অবস্থিত আছে এবং যে ভূমি সর্বপ্রকার ভোগ্য উপকরণে পরিপূর্ণ, এরূপ ভূমিকে নিজ বাহুবলে জয় করিয়া যে রাজা দান করেন, তাঁহার অক্ষয় লোকসকল লাভ হয়। যাহার এই দান 'ভূমি-যজ্ঞ' বলিয়া কথিত হয়। ৮১-৮২

বিষ্ণুং কলুষং সর্বং বিরজাঃ সম্ভবঃ সতাম্
লোকে মহীয়তে সদ্ভিরো দদাতি বসুন্ধরাম্ । ৮৩

যথাণ্বু পতিতঃ শক্র তৈলবিন্দুর্বিসর্পতি ।
তথা ভূমিকৃতং দানং যাবৎ সপ্ত বিবর্ততে । ৮৪

যে রণাগ্রে মহীপালাঃ শূরাঃ সমিতিশোভনাঃ
বধ্যন্তেঽভিমুখাঃ শক্র ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে । ৮৫

নৃত্যগীতপরা নার্যো দিব্যমাল্যবিভূষিতাঃ ।
উপতিষ্ঠন্তি দেবেন্দ্র তথা ভূমিপ্রদং দিবি । ৮৬

মোদতে চ সুখং স্বর্গে দেব-সঙ্ঘবপূজিতঃ
যো দদাতি মহীং সদ্যাদ্ বিধিনেহ দ্বিজাতয়ে । ৮৭

শতবর্ষসহস্রেষু দিব্যমাল্যবিভূষিতাঃ
উপতিষ্ঠন্তি দেবেন্দ্র ব্রহ্মলোকে বরাপ্সরঃ । ৮৮

উপতিষ্ঠন্তি পুণ্যানি সদা ভূমিপ্রদং নরম্ ।
শঙ্খচক্রাসনং ছত্রং বরাশ্বা বরবারণম্ । ৮৯

ভূমিপ্রদানাৎ পুষ্পাণি হিরণ্যানিচরাস্তথা
আজ্যং সদাপ্রতিহতা তস্যপত্নী বসুনি চ । ৯০

ভূমিদানস্য পুণ্যানি ফলং স্বর্গঃ পুরস্কৃত
হিরণ্যপুষ্পাস্ত্রৌষধ্যঃ কৃষ্ণ-কাঞ্চন-শাবলাঃ । ৯১

অমৃতপ্রসবাঃ ভূমিঃ প্রোক্তোতি পুরুষো ধ্রুবং
নাস্তি ভূমিসমং দানং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ ।
নাস্তি সত্যসমো ধর্মো নাস্তি দানসমো বিধিঃ । ৯২

ভীষ্ম উবাচ

এতদাঙ্গিরসাচ্ছ্রুত্বা বাসবো বসুধামিমাম্
বসুরত্নসমাকীর্ণাং দদাবাঙ্গিরসে তদা । ৯৩

য ইদং শ্রাবয়েচ্ছ্রাদ্ধে ভূমিদানস্য সম্ভবম্
ন তস্য রক্ষসাং ভাগো নাসুরাণাং ভবত্যুত । ৯৪

অক্ষয়ং ভবেদ্ দত্তং পিতৃভ্যস্তত্র সংশয়ঃ
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধে দ্বিজান্ বিদ্বান্ ভূজতঃ শ্রাবয়েদ্ দ্বিজান্ । ৯৫

যে ব্যক্তি বসুন্ধরা (ভূমি) দান করেন, তিনি নিজের সমস্ত পাপ নাশ করত নির্মল ও সৎপুরুষগণের আদরের পাত্র হন এবং জগতে সজ্জনগণ সকলেই তাঁহার সৎকার করেন । ৮৩

ইন্দ্র ! যেরূপ জলে পতিত তৈলের একটি মাত্র বিন্দু সর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া যায়, সেইরূপ প্রদত্তা ভূমিতে যত যত সস্য উৎপন্ন হয়, তত তত তাঁহার দানের যাবতীয় বর্দ্ধিত হইতে থাকে । ৮৪

দেবরাজ ! যুদ্ধে সুসজ্জিত যে সব যোদ্ধাগণ বীর তৃপাল ভূতের অগ্রভাগে শত্রুর সম্মুখে মুখ করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন । ৮৫

দেবেন্দ্র ! দিব্য মাল্যসমূহে বিভূষিতা হইয়া নৃত্য ও গানরতা দেবাঙ্গনাগণ স্বর্গে ভূমিদাতার সেবায় উপস্থিত হন । ৮৬

যে ব্যক্তি উত্তম বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, তিনি স্বর্গে দেবতা ও গন্ধর্বগণের দ্বারা পূজিত হইয়া সুখ এবং আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন । ৮৭

দেবরাজ ! ভূমিদানকারী ব্যক্তিরই সেবার জন্য ব্রহ্মলোকে দিব্য মাল্যসমূহে বিভূষিতা শত শত অপ্সরাগণ উপস্থিত হন । ৮৮

ভূমিদানকারী ব্যক্তিরই সেবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার পুণ্যকর্ম্মসমূহ পদ্ম, সিংহাসন, ছত্র, উত্তম রথ ও শ্রেষ্ঠ বাহনসকল উপস্থিত হয় । ৮৯

ভূমি প্রদান করিলে মানুষের সুবর্ণ পুষ্প, স্বর্ণ ভাণ্ডার অপ্রতিহত আজ্ঞা, জয়সূচক রথ এবং নানাবিধ ধন রত্ন লাভ হয় । ৯০

পুরন্দর ! ভূমিদানের যে পুণ্য, তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গ, স্বর্ণ পুষ্পপ্রদানকারী ওষধিসকল এবং স্বর্ণময় কৃষ্ণ ও শ্বেত শালি ভূমি প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ৯১

ভূমিদানকারী মানুষ অমৃতোৎপাদিকা ভূমি লাভ করেন বলিয়াই দানের সমান দান নাই, মাতার তুল্য কোনও গুরু নাই সত্যের সমান কোনও ধর্ম নাই এবং দানের সমান কোনও বিধি নাই । ৯২

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্ ! বৃহস্পতির নিকট হইতে কৃপাপূর্ব্বক এই যাবতীয় শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র ধন ও রত্নে পরিপূর্ণা এই পৃথিবী অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতিকে দান করিলেন । ৯৩

যে মানুষ শ্রাদ্ধের সময় ভূমিদানের এই যাবতীয় কথা করেন, তাঁহার শ্রাদ্ধকর্ম্মে প্রদত্ত ভাগ রাক্ষস ও অসুর গ্রহণ করিতে পারে না । ৯৪

পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁহার সমস্ত দান অক্ষয় হইয়া যায় । সেইজন্য বিদ্বান্ পুরুষ শ্রাদ্ধে ভোজনকারী ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান-যাবতীয় অবশ্যই শ্রবণ করাইবেন । ৯৫

ইত্যেতৎ সর্বদানানাং শ্রেষ্ঠমুক্তং ত্বয়ানঘ।
শ্রদ্ধা ত্বন্নস্তমাদূর্ণ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ইন্দ্র-বৃহস্পতিসংবাদে
দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২

নিষ্পাপ ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! এইভাবে আমি সমস্ত দানের
শ্রেষ্ঠ কৃষিদানের মাহাত্ম্য তোমাকে বলিলাম। এখন আর
কি শুনিতে বাসনা কর? ১০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সংবাদ বিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

(অন্নদানস্য বিশেষমাহাত্ম্যকথনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কানি দানানি লোকেঽস্মিন্ দাতৃকামো মহীপতিঃ
ওপাধিকেভ্যো বিপ্রেভ্যো দত্ত্বাদ্ ভরতসত্তম ॥ ১

কেন তুষ্যন্তি তে সদ্যঃ কিং তুষ্টাঃ প্রদিশন্তি চ
এতদ্ যে তত্ত্বতো বিদ্যুঃ ফলং পুণ্যকৃতাং মহৎ ॥ ২

দত্ত্বা কিং ফলমাপ্নোতি রাজন্নিহ লোকে পরত্র চ
ভবতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মে বিস্তরতো বদ ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ

ইমমর্থং পুরা পৃষ্টো নারদো দেবদর্শনঃ।
যদুক্তবাংস্তদৌ বাক্যং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৪

নারদ উবাচ

অন্নমেব প্রশংসন্তি দেবা ঋষিগণাস্তথা
লোকতন্ত্রং হি সংজ্ঞান্তং সর্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫

অন্নেন সদৃশং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি
তস্মাদন্নং বিশেষেণ দাতুমিচ্ছন্তি মানবাঃ ॥ ৬

অন্নমূর্জস্করং লোকে প্রাণানাং হ্যন্নে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অন্নেন ধার্যতে সর্বং বিশ্বং জগদিদং প্রভো ॥ ৭

অন্নাদ্ গৃহস্থো লোকেঽস্মিন্ ত্রিলক্ষণ্যাপসাদ্যতে
অন্নাদ্ ভবন্তি বৈ প্রাণাঃ প্রজাশ্চান্নে সমাসতঃ ॥ ৮

কৃষ্টেষ্বিহ সীদন্তে চ ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে
দাতব্যা ভিক্ষবে চান্নমাত্মনো বৃদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৯

তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১

নারদ বলিলেন,—দেবতা ও ঋষিগণ অন্নেরই প্রশংসা করেন, অন্নেরই দ্বারা লোকযাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে। তাহারই দ্বারা বৃদ্ধি স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয় এবং এই অন্নেই সব কিছুই প্রতিষ্ঠিত আছে। ৫

অন্নের সমান কোন দান ছিল না এবং হইবেও না। সেই জন্য মনুষ্যগণ অধিকতর অন্নেরই দান করিতে ইচ্ছা করেন। ৬

প্রভো! সংসারে অন্নই শরীরের বল বৃদ্ধি করে। অন্নেরই আধারে প্রাণ অবস্থিত থাকে এবং এই সম্পূর্ণ জগৎকে অন্নই ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। ৭

এই জগতে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসিগণ অন্নেরই দ্বারা জীবিত আছেন। অন্নের দ্বারাই সকলের প্রাণ রক্ষা হয়। এই বিষয় সকলেরই প্রত্যক্ষ অনুভব হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৮

অতএব আত্মকল্যাণকামী প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য হইল—

ব্রাহ্মণায়াভিরূপায় যো দদ্যাদন্নমর্থিনে।
নিরয়ান্তি নিধিং শ্রেষ্ঠং পারলৌকিকমাত্মনঃ ॥ ১০

ব্রাহ্মণমন্নমি বর্তন্তং বৃদ্ধমর্হমুপস্থিতম্।
অর্চয়েদ্ভূতমথিলং গৃহস্থো গৃহমাগতম্ ॥ ১১

ক্রোধমুৎপতিতং হিত্বা নৃশংসো বীতমৎসরঃ।
অন্নদঃ প্রাপ্নুতে রাজন্ দিবি চেহ চ যৎসুখম্ ॥১২

নাযমস্তেতিবক্তব্যো ন প্রপৃচ্ছ্যাং কদাচন।
অপি ঘণ্টাং তু নি বা ন দদ্যাৎ বিপ্রপঙ্ক্তিষু ॥ ১৩

যো দত্ত্বাদপরিক্লিষ্টমন্নমন্নমি বর্ততে
আর্তায়াদৃষ্টপূর্বায় স মহদ্ধর্মমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪

পিতৄন্ দেবমনুষ্যাংশ্চ বিপ্রানতিথীংস্তথা জনাধিপ
যো নরঃ প্রীণয়ত্যন্নৈস্তস্য পুণ্যফলং মহৎ ॥ ১৫

কৃত্বাভিপাতকং কর্ম যো দত্ত্বাদন্নমর্থিনে।

ব্রাহ্মণায় বিশেষেণ ন স পাপেন যুজ্যতে ॥ ১৬

ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদানস্য ভূয়ঃ প্রাহুর্মহাফলম্।
অন্নদানং হি ভূতেভ্যঃ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ বিশিষ্যতে ॥ ১৭

ন পৃচ্ছেদ্ গোত্রচরণং স্বাধ্যায়ং দেবমেব চ
ভিক্ষিতো ব্রাহ্মণেনেহ দদ্যাদন্নং প্রযাচতি: ॥ ১৮

অন্নদস্যান্নকামাস্তু সর্বকামফলপ্রদাঃ
ভবন্তি চেহ চানু ॥ নৃপতেঽর্থমাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯

আশংসন্তে হি পিতরঃ সুবৃষ্টিমিব কর্ষকাঃ
অস্মাকমপি পুত্রো বা পৌত্রো বান্না প্রদাস্যতি ॥২০

ব্রাহ্মণো হি মহদ্ভূত্বা অন্নং দেহীতি যাচতি
অকামো বা সকামো বা দত্ত্বা পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১

ব্রাহ্মণঃ সর্বভূতানামতিথিঃ প্রস্তুতাপ্রভুক্
বিপ্রো যদধিগচ্ছন্তি ক্ষিপ্রমাদা গৃহং সদা ॥ ২২

তিনি অন্নের অত্ত দুঃখী কৃষক, মহাত্মা ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুকগণকে অন্নদান করিবেন। ৯

যে ব্যক্তি অন্নপ্রার্থী পুণ্যাত্ম ব্রাহ্মণকে অন্নদান করেন, তিনি পরলোকে নিজের অত্ত এক ঈশ্বর নিধি রচনা করিয়া থাকেন ॥১০

পথে পরিশ্রান্ত কোন বৃদ্ধ পথিক যদি গৃহে আসেন, তবে নিজের কল্যাণকামী গৃহস্থ সেই আগন্তুক অতিথির আদর সৎকার করিবেন ॥ ১১

রাজন্! যে ব্যক্তি মনে উচিত ক্রোধকে দমন করিয়া ও ঈর্ষা ত্যাগ করিয়া উত্তম ধৈর্য-গুণের পরিচয়দান করিতে করিতে অন্নদান করেন, তিনি ইহলোক ও পরলোকের সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১২

নিজের গৃহে যদি কেহ আসেন, তবে তাঁহাকে কখনও অপদান করা উচিত নহে এবং তাঁহাকে কখনও তাড়নাও করিবেন না, কারণ, চাণ্ডাল ও কুকুরকে প্রস্তুত অন্নদানও কখনও নষ্ট হয় না অর্থাৎ বৃথা যায় না ॥ ১৩

যে ব্যক্তি কষ্টে পতিত অপরিচিত পথিককে প্রসন্নতার সহিত অন্নদান করেন, তাঁহার মহৎ ধর্ম প্রাপ্তি হয় ॥ ১৪

জনাধিপ! যে ব্যক্তি দেবতা, পিতৃপুরুষ, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে অন্ন দিয়া সন্তুষ্ট করেন, তাঁহার মহৎ পুণ্যফল লাভ হয় ॥ ১৫

যে ব্যক্তি মহাপাপ করিয়াও যাচক ব্যক্তিকে, উহা হইতেও বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে অন্নদান করেন, তিনি নিজের পাপের অত্ত যোগ্যপাত্র হন না ॥ ১৬

যদি ব্রাহ্মণকে অন্নদান করা হয়, তবে অন্যান্য ফল প্রাপ্তি হয় এবং পুত্রকেও অন্নদানে মহাফললাভ করিয়া থাকে তাহার অন্নদান পুত্রকে করা হউক বা ব্রাহ্মণকে করা হউক, তাহার বিশেষ ফললাভ হয় ॥ ১৭

যদি ব্রাহ্মণ অন্ন যাচ্ঞা করেন, তবে তাঁহাকে তাঁহার গোত্র, শাখা, বেদাধ্যয়ন ও নিবাস স্থান প্রভৃতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবে না; সত্বর তাঁহার সেবার অত্ত অন্নদান করিবে ॥ ১৮

যে ব্যক্তি অন্নদান করেন, তাঁহার পক্ষে অন্নের বৃক্ষকে ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করা ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৯

যেরূপ কৃষকগণ উত্তম বৃষ্টির আশা করেন, সেইরূপ পিতৃগণ এই আশা পোষণ করেন যে, কখনও আমাদের পুত্র বা পৌত্র আমাদের অত্ত অন্নপ্রদান করিবে ॥২০

ব্রাহ্মণ এক মহান্ প্রার্থী। যদি তিনি 'আমাকে অন্ন দাও' এইরূপ বলিয়া ঘরে অন্ন প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে যাহার কর্তব্য হইল তিনি সকাম ভাবেই হউক বা নিষ্কাম ভাবে হউক তাঁহাকে অন্নদান করত পুণ্যপ্রাপ্ত করিবেন ॥ ২১

ভারত! ব্রাহ্মণ সর্ব মহত্ত্বগণের অতিথি এবং সর্বদা ভোজন পাইবার অধিকারী। ব্রাহ্মণগণ যে গৃহে সদা স্থিতি করিবার অত্ত গমন করেন এবং সেখানে সৎকৃত হইয়া যিনি

সংকৃতান্ত নিবর্তন্তে তদ্বতীব প্রবর্ষতে।
মরাত্তাগে ফলে প্রেত্য জন্ম চাহ্যোত্তি ভারত । ২৩
দত্তা ভবতি নরো লোকে তথা ভানমনুত্তমম্।
বিদ্যা সিষ্টান্নদাতা তু স্বর্গে বসতি সংকৃতঃ । ২৪
অন্নং প্রাণা নরাণাং হি সর্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্
অন্নদঃ পশুমান্ পুত্রী ধনবান্ ভোগবানপি । ২৫
প্রাণদাশ্চাপি ভবতি রূপবান্ত তথা নর
অন্নদঃ প্রাণদো লোকে সর্বদঃ প্রোচ্যতে তু সঃ । ২৬
তস্মা দ্বি দত্তাভিমতে ব্রাহ্মণায় যথাবিধি
প্রদাতা সুখমাপ্নোতি ঈপ্সবৈশ্চাপি পূজ্যতে । ২৭
ব্রাহ্মণো হি মহদ্ভূতঃ ক্ষেত্রভূতঃ যুধিষ্ঠির
উপ্তব্যে তত্র যদ্ বীজং তদ্ধি পুণ্যফলং মহৎ । ২৮
প্রদাতা প্রীতিজনন ভোক্তা দীর্ঘত্বমাপ্নুয়াত্
সর্বাণ্যন্যানি দানানি পরোক্ষফলবন্ত্যুত । ২৯
অন্নাদ্ধি প্রভবঃ যান্তি বৃষ্টিরন্নাদ্ধি ভারত ।

যথার্থাসম্ভবো বিদ্ধি যোগশ্চান্নাদ্ধ তথান্নতঃ । ৩০
অন্নং হ্যমৃতমিত্যাহ পুরাকল্পে প্রজাপতিঃ
অন্নং ভূতং ভিবং ভক্ত সর্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ । ৩১
অন্নপ্রাণাশ্চ ভিদ্যন্তে শরীরে নক্ত ভারত
যদ্ বলবতোঽপীহ প্রদাতান্নাদ্ধানিতঃ । ৩২
আযাহান্ত বিবাহান্ত যজ্ঞাশ্চান্নময়ে তথা
নিবর্তন্তে নরশ্রেষ্ঠ রক্ত চাত্র প্রলীয়তে । ৩৩
অন্নতঃ সর্বমেবদ্ধি যৎকিঞ্চিৎ স্থাণু জঙ্গমম্
ত্রিষু লোকেষু যথার্থমন্ন ভেষমতো বুধৈঃ । ৩৪
অন্নদস্য মনুষ্যস্য বলমোজো যশাংসি চ
কীর্তিশ্চ বর্ধতে শশ্বৎ ত্রিষু লোকেষু শার্বিষ । ৩৫
দেবমনুষ্যর্ষি সন্নিবন্তে শ্রাদ্ধানা পবন পতিঃ ।
তান্ত মেষমরুদ্ বাবি শক্রো বর্ষতি ভারত ।৩৬
আপন্তে চ রসান সৌমানাদিত্যঃ স্বতন্তিভিঃ ।
বায়ুসান্নিধ্যজাতাংশ্চ রসান দেবঃ প্রবর্ষতি । ৩৭

আন্নে, সেই গৃহে সম্পত্তি অধিক বাড়িয়া যায় ও সেই গৃহের স্বামী মৃত্যুর পর মহাসৌভাগ্যশালী কুলে জন্মগ্রহণ করেন ।২২-২৩

যে ব্যক্তি এ জগতে সর্বদা অন্ন, উত্তম স্থান ও শিষ্টান্ন প্রদান করেন, তিনি দেবলোকের দ্বারা সম্মানিত হইয়া স্বর্গলোকে নিবাস করেন । ২৪

কুল। অন্নই মনুষ্যগণের প্রাণ, অন্নেই সব কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে, অতএব অন্নদানকারী ব্যক্তির পশু, পুত্র, ধন, ভোগ, বল ও রূপ লাভ করিয়া থাকেন। অন্নতে অন্নদানকারী ব্যক্তি প্রাণদাতা ও সর্বদ দানকারী বলিয়া অভিহিত হন । ২৫-২৬

অতিথি ব্রাহ্মণকে বিধি অনুসারে অন্নদান করত দাতা পরলোকে সুখলাভ করেন এবং দেবতাগণও তাঁহার সম্মান করেন । ২৭

যুধিষ্ঠির ! ব্রাহ্মণ মহাপ্রাণী ও উত্তম ক্ষেত্র। তাঁহাতে যে বীজ রোপণ করা হয়, তাহা মহাপুণ্যফল প্রদান করে । ২৮

অন্নদানই এজগৎ এর দান, যাহা লাভ ও ভোগ করিয়া এই উভয়কেই প্রত্যক্ষরূপে সম্ভুষ্ট করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অন্য যে সব দান, সেই সবের ফল পরোক্ষ । ২৯

ভারত ! অন্নের দ্বারাই সন্তানের উৎপত্তি হয়। অন্নের দ্বারা বৃষ্টির সিদ্ধি হয় অন্নের দ্বারা যজ্ঞ ও অর্থের সিদ্ধি হয় অন্নের দ্বারা রোগক্ষয়ফলের নাম হইয়া যায় । ৩০

পূর্বকল্পে প্রজাপতি অন্নকেই অমৃত বলিয়াছেন। ভূলোক, স্বর্গ ও আকাশ অন্নময়ই জানিবে, অন্নই সকলের আধার । ৩১

অন্নের আহার না পাইলে শরীরে স্থিত নক্ত ভূত পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যায় অন্নের সত্তরা হইলে সত্ত অতিশয় বলশালীদিগেরও বল ক্ষীণ হইয়া যায় । ৩২

নিয়ন্ত, বিবাহ ও যজ্ঞ অন্ন ব্যতীত বন্ধ হইয়া যায়। নরশ্রেষ্ঠ ! যদি অন্ন না থাকে, তবে বেদের জ্ঞানও বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায় । ৩৩

এই হেতু বিদ্বান্ত ব্যক্তিগণ-তত্ত্বদর্শনকরণ এবং এই সমস্ত অন্নের আধারে অবস্থিত। অতএব বুদ্ধিমান্ পুরুষগণের কর্তব্য হইল—যাঁহারা তিন লোকে ধর্মের জন্য অন্নদান অবশ্যই করিবেন । ৩৪

কৃপাল। অন্নদানকারী ব্যক্তিদের বল, ওজ, যশ এবং কীর্তি তিনলোকে সর্বদা বর্ধিত হইতে থাকে । ৩৫

ভারত ! প্রাণপতি পবন মেঘমণ্ডলের উপরে অবস্থান করে এবং মেঘে জল থাকে, উহাকে ইন্দ্র বরাবরে বর্ষণ করেন । ৩৬

সূর্য নিজের কিরণসমূহের দ্বারা পৃথিবীর রসসকল আকর্ষণ পূর্বক গ্রহণ করেন এবং বায়ুদেব সূর্য হইতে সেই সব রস লইয়া ভূতলে বর্ষণ করেন । ৩৭

তত্র যদা মেঘতো বারি পতিতা ভবতি ক্ষিতৌ
তদা বনুমতী দেবী স্ত্রিগ্ধা ভবতি ভারত ॥ ৩৮
ততঃ শস্যানি রোহন্তি যেন বর্তয়তে জগৎ।
মাংসমেদোঽস্থিশুক্রাণাং প্রাদুর্ভাবস্ততঃ পুনঃ ॥ ৩৯
সম্ভবন্তি ততঃ শুক্রাৎ প্রাণিনঃ পৃথিবীপতে।
অগ্নীষোমৌ হি তত্রাক্তঃ সৃজতঃ পুরুষান্ নর ॥ ৪০
এবমন্নাদ্যি পুরুষান্ পশূন্ শুক্রমথেব চ।
এক এব স্মৃতো রাশিস্ততো ভূতানি জজ্ঞিরে ॥ ৪১
প্রাণান্ যদাতি ভূতানাং তেজস্ তত্রতর্তত।
পুরুষত্যাগতাত্যাথ যো মন্ত্রাদন্নধিনে ॥ ৪২

ভীষ্ম উবাচ

নারদেবৈবমুক্তোঽথমহাত্মা সদা নৃপ
অনসূয়ুস্তমপাদ্য তস্মাদ্ যেহি পশ্যস্তঃ ॥ ৪৩
দত্ত্বাঃ বিধিবদ্ রাজন্ দ্বিপ্রেভ্যস্তদ্বিধিঃ প্রভো।
যথাবদনুরূপেভ্যস্ততঃ ধর্মমবাপ্তবান্ ॥ ৪৪

অন্নদানাং হি যে লোকাস্তাংশ্চ মূলু জনাধিপ।
তবানি প্রকাশন্তে দিবি তেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪৫
তারানাক্ষত্রাণি রূপাণি নানারূপাস্থিতানি চ
চন্দ্রমণ্ডলগুস্তানি স্থিতিষ্ঠন্তানি চ ॥ ৪৬
তস্মাদ্ধিত্যবর্ণানি স্থানবানি চরাণি চ।
অনেকশতকোটীনি নানারূপধরাণি চ ॥ ৪৭
বৈদূর্যাকৃতিরূপাণি রৌপ্যরূপধরাণি চ
সর্বরত্নময়ান্যাপি বৃক্ষা ভবনসংস্থিতাঃ ॥ ৪৮
বাপ্যো বীথ্যঃ সভাঃ কূপা বীথিকাশ্চৈব সর্বশঃ।
ঘোষবন্তি চ যানানি বৃক্ষাস্তত্র সরস্রুতঃ ॥ ৪৯
তস্মা-স্তোত্রাময়াঃ শৈলাঃ যাবংস্তত্রতানি চ
শীঘ্রং প্রযন্তি সরিতস্তথা চৈবাম্বরপর্বতাঃ ॥ ৫০
প্রাসাদাঃ পাণ্ডুরাভাসাঃ সর্বান্ কামান্ তাজনোজ্জ্বলাঃ
তাস্তত্রতাঃ প্রদৃশ্যন্তে তস্মাদন্নপ্রদো নরঃ ॥ ৫১

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইভাবে যখন মেঘ হইতে পৃথিবীতে জল বর্ষিত হয়, তখন পৃথিবীদেবী স্নিগ্ধা (উর্বর ও জলাপ্লুতা) হইয়া থাকেন। ৩৮

তারপর সেই ভূমিতে শস্যসকলের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, যাহার দ্বারা জীব-জগৎ পরিপালিত হইয়া থাকে। অন্নেরই দ্বারা শরীরে মাংস, মেদ, অস্থি ও বীর্যের পরিপুষ্টি হয়। ৩৯

পৃথিবীপতে! সেই বীর্য হইতেই প্রাণী উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে অগ্নি ও সোম সেই বীর্যের সৃষ্টি এবং পুষ্টি করেন।৪০

এইভাবে সূর্য(ভেদ, বায়ু ও বীর্যরূপ একই রাশি, যাহা অন্ন হইতেই উদ্ভূত হয়। ইহাদের দ্বারা প্রাণিসমূহের উৎপত্তি হয়।৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি গৃহে আগত ব্রাহ্মণকে অন্নদান করেন, তিনি প্রাণিসমূহের প্রাণ ও তেজ দান করিয়া থাকেন। ৪২

ভীষ্ম বলিলেন,—নৃপ! নারদ এইরূপ অন্নদানের মাহাত্ম্য বলিলে পর আমি তখন হইতে সদা অন্নদান করিয়া আসিতেছি। অতএব তুমিও দোষ-দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া সন্দেহশূন্য চিত্তে শ্রদ্ধা সহ দান কর। ৪৩

রাজন্! প্রভো! তুমি তদ্বিধানে ব্রাহ্মণগণকে বিধি অনুসারে অন্নদান করত তাহার পুণ্যে ধর্মলাভ করিবে। ৪৪

অন্নদাতা। অন্নদানকারিগণ যে সব লোক প্রাপ্ত হন, তাহা তুমি শ্রবণ কর। ধর্মে সেই মহাত্মা অন্নদানকারিগণের পুণ্যফল

ভোগীদানের কারণ হইতে থাকে। ৪৫

সেই সব পুরুষের আকৃতি তারামণ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বল ও মহর্ষি গণের গুণোদ্ভাসিত থাকে। সেই সব পুরুষ চন্দ্রমণ্ডলের তুল্য ও এবং তারামণ্ডলের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষষ্ঠীবৃক্ষ ন্যায় (তারার) সদৃশ থাকে। ৪৬

সেই সব পুরুষ নানা বহু পুরুষ প্রান্তরকালের সূর্যের ন্যায় প্রভায় উদ্ভাসিত থাকে। সেই সব পুরুষের মধ্যে অনন্ত জীবসকল অবস্থান করে।। ৪৭

বহু বহু বৈদূর্যমণির (নীল) পুরীসমূহ প্রকাশিত হয়। বহু বহু রজত ও স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত সেই সব পুরে বহুবিধ বৃক্ষও শোভা পায়, যাহারা সবর্ণ মণিমুক্তা খচিত ফল প্রদান করে।।

সেই সব পুরে বাপী (দীর্ঘিকাবিশেষ), বীথী, (বৃক্ষশ্রেণী সমাকীর্ণ পথ), কূপ, অক্ষ ও বীথী ও পক্ষীর কলরবকারী অশ্ব-যোজিত বহুল সহস্র রথাদি যান রহিয়াছে। ৪৯

সেখানে ভক্ষ্য ভোজ্য পদার্থের পর্বত, বস্ত্র ও আভরণ আছে সেখানে নদীসকল ঘৃত বহন করে। অন্নের পর্বততুল্য ন্যায় সেই সব স্থানে বিদ্যমান আছে। ৫০

সেই ভবনসমূহ শুভ্রবর্ণের মেঘমণ্ডলের ন্যায় শুভ্রদীপ্তি ধারণ করিয়াছে এবং সুমনোনিবিড় উজ্জ্বল মণ্ডলসমূহ সেখানে শোভা পাইতেছে। এই সব ভবন অন্নদাতা পুরুষগণ প্রাপ্ত হন, সে জন্য তুমি অন্নদান কর। ৫১

এতে লোকাঃ পুণ্যকৃতা অন্নদানাৎ মহাত্মনাম্।
তস্মাদন্নং প্রযত্নেন দাতব্যং মানবৈর্ভুবি ॥ ৪১

এই সব পুণ্যকর্মিত লোক অন্নদাতা মহাত্মাগণের লাভ হয়।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি অন্নদানপ্রশংসায়াং
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

অতএব এ জগতে সকল দানশ্রেষ্ঠই অন্নদান যত্নসহকারে অন্ন দান করা কর্তব্য। ৪১

শ্রীমহর্ষি-বেদব্যাসপ্রণীত সকলশাস্ত্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসন-পর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে অন্নদানের প্রশংসাবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

(বিভিন্ন নক্ষত্রাদি যোগে বিভিন্ন বস্তুদান দানমাহাত্ম্যকথন।)

যুধিষ্ঠির উবাচ

ব্রূহি মে ভরতো ধান্যমহলানস্তু যো বিধিঃ
নক্ষত্রযোগসংযোগানীং দানবস্তুং ব্রবীহি মে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
দেবকন্যৈক সংবাদং ঋষের্নারদস্য চ ॥ ২
দ্বারকামনুসম্প্রাপ্তং নারদং দেবদর্শনম্
পপ্রচ্ছেদং যতঃ প্রাপ্তং দেবকী মরুদর্শনম্ ॥ ৩
তস্যাঃ সম্পৃচ্ছমানায়া দেবর্ষির্নারদস্তদা
আচষ্ট বিধিবৎ সর্বং যন্মাং পৃচ্ছসি সাম্প্রতম্ ॥ ৪

নারদ উবাচ

কৃত্তিকাসু মহাভাগে পায়সেন সসর্পিষা।
সন্তর্প্য ব্রাহ্মণান্ সাধূংস্তোকানাপ্নোত্যনুত্তমান্ ॥ ৫
রোহিণ্যাং প্রস্থতৈর্মাংসৈঃ শালিভিরৈক্ষবেণ সর্পিষা।
পয়োঽন্নপানং দাতব্যমনুস্মার্থং দ্বিজাতয়ে ॥ ৬
রোহিণী দত্ত্বা সবৎসা তু নক্ষত্রে সোমদৈবতে।
গচ্ছন্তি মানুষাল্লোকাৎ সর্বলোকমনুত্তমম্ ॥ ৭
আর্দ্রায়াং কৃসরং দত্ত্বা তিলমিশ্রমুপোষিতঃ।
নরস্তরতি দুর্গাণি ক্ষুধাব্যাধীংশ্চ পর্বতান্ ॥ ৮
পুনর্বসৌ দত্ত্বা ঘৃতেনান্নানি শোভনে
যশস্বী রূপসম্পন্নো বহুভোগ্যো ভবতে কুলে ॥ ৯

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[বিভিন্ন নক্ষত্রসকলের যোগে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসমূহের দানের মাহাত্ম্যকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আমি আপনার উপদেশ শ্রবণ করিলাম। অন্নদানের যে বিধান, তাহাও জানিতে পারিলাম। এখন আমাকে এই কথা বলুন যে, কোন্ নক্ষত্রের যোগে কোন্ বস্তু দান করা উত্তম। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ দেবকীদেবী ও মহর্ষি নারদের সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

একদিন মহর্ষিবর দেবর্ষি নারদ দ্বারকায় আসিয়াছেন। সেই সময় দেবকীদেবী তাঁহার সম্মুখে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩

প্রশ্নকার্য। দেবকী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর দেবর্ষি নারদ সেই সময় যিনি অন্নদানের তাঁহাকে সকল কথাই বলিয়াছিলেন। সেই সব কথাই আজ তোমাকে বলিব, তুমি শ্রবণ কর। ৪

কৃত্তিকায় মহাভাগে পায়সেন সসর্পিষা। সন্তর্প্য ব্রাহ্মণান্ সাধূংস্তোকানাপ্নোত্যনুত্তমান্ ॥ ৫ রোহিণ্যাং প্রস্থতৈর্মাংসৈঃ শালিভিরৈক্ষবেণ সর্পিষা। পয়োঽন্নপানং দাতব্যমনুস্মার্থং দ্বিজাতয়ে ॥ ৬ রোহিণী দত্ত্বা সবৎসা তু নক্ষত্রে সোমদৈবতে। গচ্ছন্তি মানুষাল্লোকাৎ সর্বলোকমনুত্তমম্ ॥ ৭ আর্দ্রায়াং কৃসরং দত্ত্বা তিলমিশ্রমুপোষিতঃ। নরস্তরতি দুর্গাণি ক্ষুধাব্যাধীংশ্চ পর্বতান্ ॥ ৮ পুনর্বসৌ দত্ত্বা ঘৃতেনান্নানি শোভনে যশস্বী রূপসম্পন্নো বহুভোগ্যো ভবতে কুলে ॥ ৯

নারদ বলিলেন,—মহারাজ! কৃত্তিকানক্ষত্রের আগমন হইলে ব্রাহ্মণ ঘৃতযুক্ত পায়সের দ্বারা বেদ ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করিবেন। ইহাতে তিনি উত্তম লোকসকল প্রাপ্ত হইবেন। ৫

রোহিণী-নক্ষত্রে পক্ক মাংস, অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ ও পানযোগ্য পদার্থ ব্রাহ্মণকে দান করা কর্তব্য। ইহাতে তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্তি লাভ হয়। ৬

মৃগশিরা নক্ষত্রে দুগ্ধপ্রদা সবৎসা ধেনু দান করিয়া লোক দুর্গাদি পর এই মনুষ্যলোক হইতে সর্বোত্তম স্বর্গলোকে গমন করেন। ৭

আর্দ্রা নক্ষত্রে উপবাস পূর্বক তিলবিশ্রিত কৃসর (খিচুড়ী) দানকারী মানব অত্যন্ত দুর্গম সঙ্কটসমূহ হইতে এবং দুঃখদায়ি-বিবিধ পর্বত সকলকেও পার হইয়া যাইতে পারেন। ৮

শোভনে! পুনর্বসু নক্ষত্রে শিষ্ট ও অন্নদান করিয়া মানব উত্তম ভূমে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে যশস্বী, রূপবান্ ও প্রচুর অন্নসম্পন্ন হন। ৯

পুত্রেণ সদৃশকা দত্তা কৃতা বাকৃততৈব চ
অনালোকেষু লোকেষু সোমবৎ স বিরাজতে ॥ ১৮

আগ্নেয়াষ্যাং তু যো ভ্রাতৃব্যস্তং বা প্রযচ্ছতি
স সর্বতন্ত্রনির্মুক্তঃ সন্তত্যানন্তিষ্ঠতি ॥ ১৯

মঘাসু তিলপূর্ণানি বর্ষাণামানি দাতৃতঃ
প্রদায় পুত্রপশুমানিহ প্রেত্য চ মোদতে ॥ ১২

ফল্গুনীপূর্বসময়ে ব্রাহ্মণানামুপোষিতঃ
উক্ষাণং ক্ষীরসংযুক্তং দত্ত্বা সৌভাগ্যমশ্নুতে ॥ ১৩

ঘৃতকীরসমাযুক্তং বিধিবৎ ষষ্টিকৌদনম্
উত্তরাষিষদে দত্ত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৪

যদ্ যৎ প্রযচ্ছতে দানমুত্তরাষিষদে নরৈঃ
মহাফলমনন্তং তদ্ ভবতীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৫

ঘৃতে ধাত্রিফলাঃ দত্ত্বা নতুদ্ মুক্তমুপোষিতাঃ
প্রাপ্নোতি পরমাল্লোকান্ পুণ্যকামসমন্বিতান্ ॥ ১৬

চিত্রায়াং ঘৃতঃ দত্ত্বা পুণ্যগন্ধান্ স বাসত

চন্দ্রস্ত্যালবনাঃ লোকে রমন্তে নন্দনে তথা ॥ ১৭

স্বাত্যাময়ং ধনং দত্ত্বা যবিষ্ঠং মধ্যমান্বয়ঃ
প্রাপ্নোতি লোকান্ স শুভানিহ চৈব মহদ্ যশঃ ॥ ১৮

বিশাখাস্বামনড্বাহং ধেনুং দত্ত্বা চ দুগ্ধদাম্
সর্বকামৈঃ সকটং সবাসঃ বসুসংবৃতম্ ॥ ১৯

পিতৃন্ দেবাংশ্চ প্রীণাতি লোকা চামন্ত্যমশ্নুতে
ন চ দুর্গাণ্যবাপ্নোতি স্বর্গলোকং গচ্ছতি ॥ ২০

দত্ত্বা মধোক্তং বিপ্রেভ্যো বৃত্তিমিষ্টাঃ স বিন্দতি
নরকাণীন্দ্র সপ্তেমান্ বাপ্নোতীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ২১

অনুরাধাসু প্রাদায়ঃ বরাংশ্চ সমুপোষিতঃ
দত্ত্বা মূলফলাঃ চাপি নরঃ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ২২

জ্যেষ্ঠাসু তিলধেনুং তু বিপ্রেভ্যো দত্ত্বা মতঃ সমূলফলম্
জ্যেষ্ঠাদামুদ্ধিমিষ্টাঃ বৈ পরিমিষ্টাঃ স গচ্ছতি ॥ ২৩

মূলে মূলফলং দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমাহিতঃ
পিতৃন্ প্রীণয়তে চাপি গতিমিষ্টাঞ্চ গচ্ছতি ॥ ২৪

পুত্র নক্ষত্রে স্বর্গের অধিষ্ঠাতৃগণ অথবা কেবল স্বর্গই দান করিলে দাতা প্রজাপতিপুত্র লোকেও চন্দ্রতুল্য প্রকাশিত হইতে থাকেন। ১৮

যে ব্যক্তি অগ্নেয়া নক্ষত্রে ভ্রাতা অথবা ভ্রাতৃ দান করেন, তিনি এই জগৎ সর্ব প্রকার তন্ত্র হইতে মুক্ত হইয়া যান এবং পরজন্মে উত্তম মূলে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯

যে ব্যক্তি মঘানক্ষত্রে তিলপূর্ণ ধেনুদান (প্রদান) পাত্রসকল দান করেন, তিনি ইহলোকে পুত্র ও পশুসম্পদ লাভ করেন এবং পরলোকে আনন্দভাগী হইয়া থাকেন। ১২

পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রে উপবাস করত যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে ক্ষীরসমিশ্রিত ওক্ষা সমর্থসকল দান করেন, তিনি সৌভাগ্যশালী হন। ১৩

উত্তরা ফল্গুনী নক্ষত্রে বিধি অনুসারে ঘৃত ও দুগ্ধযুক্ত ষষ্টিকান্ন (ষাইচাল্ ধানের ভাত) দান করিয়া মানুষ স্বর্গলোকে সম্মানিত হন। ১৪

উত্তরা ফল্গুনী নক্ষত্রে মানুষ যাহা যাহা দান করেন, তাহা মহাফলযুক্ত এবং অনন্ত হইয়া যায়—ইহাই শাস্ত্রের নিশ্চয়। ১৫

হস্তানক্ষত্রে উপবাস করত ঘৃত, পক্কান্ন, টাংলোয়া ও ত্রিফলাসহ—এই চারি বস্তুযুক্ত ঘৃতসিক্ত ত্রব দানকারী মানুষ পবিত্র কামনাসমূহে অধিত উত্তম লোকে গমন করেন। ১৬

চিত্রাতে। যে মানুষ চিত্রানক্ষত্রে ঘৃত ও পবিত্র গন্ধ দান করেন, তিনি অপ্সরালোকে বিচরণ করেন এবং নন্দনবনে বিহার করেন। ১৭

স্বাতী নক্ষত্রে নিজের অধিকারভুক্ত ধন দান করিলে মানুষ শুভলোকে গমন করেন এবং এজগতেও মহাযশোভাগী হন। ১৮

যে মানুষ বিশাখানক্ষত্রে ধানবাহী বৃষ ও দুগ্ধবতী গাভী প্রদান—চারি কোনযুক্ত গাড়িসহিত বস্ত্র, অন্ন ও শকট দান করেন, তিনি দেবতা ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করিয়া থাকেন এবং কৃতার্থ পর অক্ষয় সুখ ভোগ করেন তিনি জীবিত অবস্থায় অথবা মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করেন। ১৯-২০

পূর্বোক্ত যজ্ঞসমূহ ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া মানুষ ইতি জীবিকাবৃত্তি লাভ করেন এবং নরকাদির কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। ইহাই শাস্ত্রের নিশ্চয়। ২১

যে মানুষ অনুরাধানক্ষত্রে উপবাস করিয়া আহরণ করা উত্তম অন্ন দান করেন, তিনি শত মূল পর্যন্ত স্বর্গলোকে সম্মানিত হইয়া থাকেন। ২২

যে মানুষ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে সমুচিত খাদ্য ও দান করেন, তিনি অভীষ্ট সমৃদ্ধি এবং সদ্‌গতি প্রাপ্ত হন। ২৩

মূলা নক্ষত্রে একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে মূল দানকারী মানুষ পিতৃগণকে তৃপ্ত করেন এবং অভীষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। ২৪

অথ পূর্ব্বাষাঢ়াদানে মন্ত্রমাত্রাণ্যুপোদ্বিতঃ।
ফলমূলতোপসম্পন্নে ব্রাহ্মণে বেদপারগে। ২৫
পূজয়ো জায়তে প্রেত্য ফলে পুষ্পহরোধনে।
উদমন্থং সসর্পিষ্কং প্রভূতমধিকাধিতম্
যজ্ঞোত্তরাষাঢ়াদানে সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ। ২৬
দুগ্ধং ঘৃতান্বিতে যোগে দত্ত্বা মধুঘৃতোত্তমম্।
স্বর্গলোকে মহীয়তে। ২৭
শ্রবণে কম্বলং দত্ত্বা বস্ত্রাস্তরিতমেব বা
যেনেন যাতি যানেন স্বর্গলোকানসংবৃতান্। ২৮
গোপ্রযুক্তং ধনিষ্ঠাসু যানং দত্ত্বা সমাহিতঃ
বস্ত্রাধিষ্ঠিতং সঙ্গং প্রেত্য রাজ্যং প্রপদ্যতে। ২৯
গন্ধান্ অনুলিপ্তযোগে দত্ত্বা সংগুরুচন্দনান্।
প্রাপ্নোত্যপ্সরসাং সঙ্গং প্রেত্য গন্ধাংশ্চ শাশ্বতান্। ৩০
পূর্ব্বভাদ্রপদাযোগে রাজমাষান্ প্রদায় তু

সর্ব্বভক্ষাকুলোপেতঃ স বৈ প্রেত্য সুখী ভবেৎ। ৩১
ঔরভ্রমুত্তরাযোগে বস্ত্র মাংসং প্রযচ্ছতি।
স পিতৃন্ প্রীণয়তি বৈ প্রেত্য চানন্ত্যমশ্নুতে। ৩২
কাংস্যোপদোহনং ধেনুং রেবত্যাং যঃ প্রযচ্ছতি।
সা প্রেত্য কামানাদায় দাতারমুপতিষ্ঠতি। ৩৩
রথমশ্বসমাযুক্তং দত্ত্বাশ্বিন্যাং নরোত্তমঃ
হস্ত্যশ্বরথসম্পন্নে ঋদ্ধিমান্ জায়তে কুলে। ৩৪
তরণীষু বিভাতীত্যভিলষেদ্যুং প্রযচ্ছতি বৈ
গাঃ সুপ্রভৃতাঃ প্রাপ্নোতি নরঃ প্রেত্য যশস্বিনঃ। ৩৫

ভীষ্ম উবাচ

ইত্যেষ লক্ষণোদ্দেশঃ প্রোক্তো নক্ষত্রযোগতঃ।
রেবত্যাং নাবদেনেহ সা পুত্রাত্যোঽব্রবীদিদম্। ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি নক্ষত্রযোগদানং নাম
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬৪

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উপবাস করিয়া কুশীল, সদাচারী ও বেদে পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে পরিপূর্ণ পাত্রদানকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পর এরূপ ফলে ফলদর্শন করেন, যে ফলে গোযোনি আবশ্যক থাকে। ২৫।

যে ব্যক্তি উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ঘৃতপূর্ণ কলস সহ শক্তু (ছাতু) যুক্ত বস্ত্র, ঘৃত ও প্রচুর মাষকল দান করেন, তিনি সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগ প্রাপ্ত হন। ২৬

যে নিত্য বর্ষাসময়ে মাষযুক্ত অভিজিৎ নক্ষত্রের যোগে মনীষী ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত ও ঘৃতযুক্ত দুগ্ধ দান করেন, তিনি স্বর্গলোকে সমাদৃত হন। ২৭

যে মাষযুক্ত শ্রবণনক্ষত্রে বস্ত্রবেষ্টিত কম্বল দান করেন, তিনি বেদ-বিমানের দ্বারা অবাধে স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। ২৮

যে ব্যক্তি ধনিষ্ঠানক্ষত্রে একাগ্রচিত্ত হইয়া দোহযুক্ত যান (গো-গাড়ী), বস্ত্রসমূহ ও ধনদান করেন, তিনি মৃত্যুর পর সঙ্গত রাজ্য প্রাপ্ত হন। ২৯

যিনি শতভিষা নক্ষত্রের যোগে অগুরু ও চন্দন সহ সুসজ্জিত গন্ধার্থসমূহ দান করেন, তিনি পরলোকে অপ্সরোগণসহ এবং অক্ষয় গন্ধ প্রাপ্ত করিয়া থাকেন। ৩০

পূর্ব্বভাদ্রপদা নক্ষত্রের যোগে রাজমাষ (বড় ও সাদা মটর) কলায়দানকারী মানব পরলোকে সকলপ্রকার খাদ্য বস্তু সম্পন্ন হইয়া সুখী হন। ৩১

যে ব্যক্তি উত্তরাভাদ্রপদা নক্ষত্রের যোগে ঔরভ্র (মেষ) মাংস দান করেন, তিনি পিতৃগণকে তৃপ্ত করিয়া থাকেন এবং পরলোকে অক্ষয় সুখভাগী হন। ৩২

যে ব্যক্তি রেবতী নক্ষত্রে কাংস্যনির্ম্মিত দুহনোপকরণ-পাত্রসহ ধেনু দান করেন, সেই ধেনু পরলোকে সমস্ত ভোগসমূহ লইয়া সেই দাতার সেবায় উপস্থিত হন। ৩৩

যে নরোত্তম মাষযুক্ত অশ্বযোজিত রথ দান করেন, তিনি হস্তী, অশ্ব ও রথসম্পন্ন কুলে ভোগবতী পুত্রত্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ৩৪

যে ব্যক্তি ভরণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণকে তিলধেনু দান করেন, তিনি ইহলোকে বহুসংখ্যক গো ও পরলোকে বহুৎ ধন প্রাপ্ত হন। ৩৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এখনে এইভাবে আমি নক্ষত্র সকলের যোগে বিবিধ বস্তুদানের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। নারদ রেবতীদেবীকে এবং রেবতীদেবী নিজের পুত্রগণকে এই বিষয় বলিয়াছিলেন। ৩৬

শ্রীবরদরাজ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে নক্ষত্রযোগদানবর্ণন চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

(সুবর্ণ-জলাদিবিভিন্নবস্তুনাং দানমহিমবর্ণনম্)

ভীষ্ম উবাচ।

সর্বান্ কামান্ প্রযচ্ছন্তি যে প্রযচ্ছন্তি কাঞ্চনম্।
ইত্যেবং ভগবানত্রিঃ পিতামহমুতোঽব্রবীৎ ॥ ১

পবিত্রমগ্র্যং চায়ুষ্যং পিতৃণামক্ষয়ং তৎ
সুবর্ণং মনুজেন্দ্রেণ ধরিন্দ্রেণ কীর্তিতম্ ॥ ২

পানীয়ং পরমং দানং দানানাং মনুরব্রবীৎ।
তস্মাৎ কূপাংস্ত যাশ্চিন্ত তড়াগানি চ খানয়েৎ ॥ ৩

অর্থং পাপস্য হরতি পুরুষস্যেহ কর্মণঃ
কূপঃ প্রবৃত্তপানীয়ঃ সুপ্রবৃত্তশ্চ নিত্যশঃ ॥ ৪

সর্বং তারয়তে বংশং যস্য স্যাত্তে জলাশয়ে
গাবঃ পিবন্তি বিপ্রাশ্চ সাধবশ্চ নরাঃ সদা ॥ ৫

নিদাঘকালে পানীয়ং যস্য তিষ্ঠত্যবারিতম্
স দুর্গং বিষমং কৃৎস্নং ন কদাচিদবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬

বৃহস্পতের্ভগবতঃ পুত্রস্তেষাং তপস্যতাম্
অধিনোশ্চৈব বহ্নেশ্চ প্রীতির্ভবতি সর্পিষা ॥ ৭

পরমং ভেষজং ক্ষেত্রং যজ্ঞানামেতদুত্তমম্।
রসানামুত্তমং চৈতৎ ফলানাং চৈতদুত্তমম্ ॥ ৮

ফলকামো যশস্কামঃ পুষ্টিকামশ্চ নিত্যদা।
ঘৃতং যস্ত্যাদ্ দ্বিজাতিভ্যঃ পুরুষঃ শুচিরাত্মবান্ ॥ ৯

ঘৃতং মাসে আষাঢ়ে বিপ্রেভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।
তস্মৈ প্রযচ্ছতো রূপং প্রীতো বৈশ্বানরো দদেৎ ॥ ১০

পায়সং সর্পিষা মিশ্রং দ্বিজেভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।
গৃহং তস্য ন রক্ষাংসি ধর্ষয়ন্তি কদাচন ॥ ১১

পিপাসয়া ন ম্রিয়তে সোপচ্ছন্দস্য জায়তে
ন প্রাপ্নুয়াচ্চ বাসনং করকান্ যঃ প্রযচ্ছতি ॥ ১২

প্রযতো ব্রাহ্মণাগ্রে যঃ শ্রদ্ধয়া পয়সা ঘৃতম্।
উপস্পর্শনবদ্ভূতাস্য লভতে পুরুষঃ সদা ॥ ১৩

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

[সুবর্ণ ও জল প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুসমূহের দানের মহিমাবর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ অত্রি বলিয়াছেন—যাঁহারা সুবর্ণ দান করেন, তাঁহারা যাচকের সমস্ত কামনাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। ১

রাজা হরিশ্চন্দ্র বলিয়াছেন—সুবর্ণ পরম পবিত্র, আয়ুষ্কর এবং পিতৃগণের অক্ষয় গতি প্রদানকারী। ২

মনু বলিয়াছেন, -জলদান সমস্ত দানের মধ্যে উত্তম। সেই জন্য কূপ, বাপী (দীঘী) ও সরোবর খনন করাইবে। ৩

যাহার নির্মিত কূপ উত্তম জল নিঃসরণ করিয়া এ জগতে সর্ব্বদা লোকের উপভোগে ব্যবহৃত হয়। সেই কূপ যাহাদের পাপ কর্ম্মের অর্দ্ধভাগ হরণ করে। ৪

যাহার খাত জলাশয়ে গো, ব্রাহ্মণ ও সেই পুরুষগণ সর্ব্বদা জলপান করেন, সেই জলাশয় তাঁহার সম্পূর্ণ বংশকে উদ্ধার করিয়া থাকে। ৫

যাহার খাত পুষ্করিণীতে গ্রীষ্মকালেও জল থাকে, কখনও নষ্ট হয় না, সেই মানুষ কোনসময়েও অত্যন্ত দুর্গম সঙ্কটে পতিত হন না। ৬

বৃহস্পতি ভগবান্ বৃহস্পতি, পুষা, ভগ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও অগ্নিদেব প্রসন্ন হন। ৭

ঘৃত সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ঔষধ এবং যজ্ঞ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু এই ঘৃত রসসমূহের মধ্যে উত্তম রস ও ফলসমূহের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ফল। ৮

যে পুরুষ সফলতা লাভ, যশ ও পুষ্টি কামনা করেন, তিনি পবিত্র হইয়া মনকে বশীকৃত করতঃ দ্বিজাতিগণকে ঘৃত দান করিবেন। ৯

যে ব্যক্তি আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত দান করেন, তাহার প্রতি বৈশ্বানর দুই আশ্বিনীকুমার প্রসন্ন হইয়া এ জগতে তাহাকে ভগবান করিয়া থাকেন। ১০

যিনি ব্রাহ্মণগণকে ঘৃতমিশ্রিত পায়স দান করেন, তাহার গৃহে কখনও রাক্ষসগণের আক্রমণ হয় না। ১১

যিনি জলপূর্ণ কমণ্ডলু দান করেন, তিনি কখনও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করেন না। তাঁহার নিকট সর্ব্বপ্রকার আবশ্যক সামগ্রী বিদ্যমান থাকে এবং তিনি বিপদগ্রস্ত হন না। ১২

যে পুরুষ সদা একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে অতিথা ব্রাহ্মণসকাশে বিনয়পূর্ব্ব ব্যবহার করেন, সেই পুরুষ সদা দানের যে ফল পুণ্য প্রাপ্ত হন। ১৩

যঃ সাধবার্থা ভাষ্ঠানি ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি
প্রভাসনার্থা রাজেন্দ্র বৃত্তবন্তঃ সদা নরঃ। ১৪
নিত্যভার্থাঃ সদা তস্য কার্য্যাণ্য বিধিবানি চ
উদপূর্ণাসি শত্রুণা বসুধা দৌগ্যতে চ সঃ। ১৫
তস্যবাস্তাপি সম্প্রীতো বাহুর্ভবতি নিত্যশঃ।
ন তং ত্যজন্তি পশবঃ সংগ্রামে চ ভয়ত্যপি। ১৬
পুত্রান্‌শ্রিয়ঞ্চ লভতে বন্ধুভিঃ সম্প্রবচ্ছতি
ন চক্ষুর্ব্যাধিং লভতে বস্তুভাগবাপ্নুতে। ১৭

নিদাঘকালে বর্ষে বা যস্তুভ্যং সম্প্রযচ্ছতি
নান্যং কাঞ্চনমোদাহঃ ফলাদিপি জায়তে।
কৃচ্ছ্রাৎ স বিষমাচ্চৈব ভিক্তাৎ মোক্ষমবাপ্নুতে। ১৮
প্রদানং সর্বদানানাং শতক্রতস্য বিদ্যতে
এবমাহ মহাভাগঃ শাণ্ডিল্যো ভগবান্‌ঋষিঃ। ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৫

ব্রাহ্মণেরা। যে ব্যক্তি সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে অন্নপানের দ্বারা ও ভাল উপভোগের বস্তু সদা তাঁহা প্রদান করেন, তাঁহার সমস্ত কামনা ও বাসনাপ্রকারের কার্য্য সদাই সিদ্ধ হয় এবং তিনি শত্রুগণের উপরে উপরে থাকিয়া নিজের তেজস্বী শরীরের দ্বারা দেদীপ্যমান হন। ১৪-১৫

কেবল ইহাই নহে, তাঁহার প্রতি গুণবান্ ব্যক্তিদের সর্বদা প্রেম থাকেন। পশুগণ তাঁহাকে ত্যাগ করে না এবং তিনি সংগ্রামে বিজয়ী হন। ১৬

যে পুরুষ ছাতা দান করেন, তাঁহার পুত্র ও লক্ষ্মীপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার কোনও চক্ষুরোগ হয় না এবং তিনি বহুভাগ্য লাভ করেন। ১৭

যে ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে ছাতা দান করেন, তাঁহার কখনও কোন সময়ে কোনরূপ দরিদ্রতা হয় না। তিনি কঠিন হইতেও কঠিন সঙ্কট হইতে শীঘ্র মুক্তিলাভ করেন। ১৮

প্রভাসার্থ। মহাভাগ ভগবান শাণ্ডিল্য ঋষি এরূপ বলেন যে, শতক্রতু (গো-দান)-দান পুণ্যলোক সকল দানেরই সমান। ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

(উপানদ্যুগল-তিল-ভূমি-গোপ্রদানানাং মাহাত্ম্যকথনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যজ্ঞবানাং বিপ্রাণাং যঃ প্রযচ্ছত্যুপানহৌ।
যৎ ফলং তস্য ভবতি তন্মে ব্রূহি পিতামহ। ১

ভীষ্ম উবাচ।

উপানহৌ প্রযচ্ছেদ্ যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমাহিতঃ।
মর্গতে কণ্টকান্ সর্বান্ বিষমাশ্চিত্তরত্যপি ॥২

স শত্রুণামুপরি চ সংতিষ্ঠতি যুধিষ্ঠির।
যানং চাপ্যত্তরীযুক্তং তস্য তুষ্টা বিশাম্পতে। ৩
উপস্থিতিতি কৌন্তেয় রৌপ্যং কাঞ্চনভূষিতম্।
শকটং দম্যসংযুক্তং দত্তা ভবতি বৈ দ্বি। ৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যৎ ফলং তিলদানে চ তিলদানে চ কৌরব।
গোদানে চাভিদানে চ তন্মে ব্রূহি কৌরব ॥৫

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[চর্মপাদুকা, শকট, তিল, ভূমি, গো এবং অন্নদানের মাহাত্ম্যকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! শ্রীষ্মকালে যাঁহার পথ চলা হইতে থাকে, এরূপ ব্রাহ্মণকে যিনি চর্মপাদুকাদ্বয় দান করেন, তাঁহার যে ফললাভ হয়, তাহা আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে চর্মপাদুকাদ্বয় দান করেন, তিনি সকল কণ্টকরাশি বর্জিত করিয়া গমন করিতে পারেন এবং কঠিন বিষম হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যান। কেবল ইহাই নহে, তিনি শত্রুগণের উপরে বিরাজমান হন। প্রভানাথ! তিনি অন্যান্য গুণরাশি-যোজিত উত্তম হয় লাভ করেন। ১-৩

বৃষ্টিযুক্ত। নূতন বৃষ (বা বলদ)-যুক্ত শকট (গো-যান) যিনি দান করেন, তিনি রৌপ্য ও স্বর্ণভূষিত রথ প্রাপ্ত হন। ৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কুরুনন্দন! তিল, ভূমি, গো ও অন্ন দানে ভবিষ্যে কি ফল লাভ হয়? ইহা পুনরায় আমাকে বলুন। ৫

ভীষ্ম উবাচ

শৃণুষ্ব মম কৌন্তেয় তিলদানস্য যৎ ফলম্
নিখিলস্য চ যজ্ঞস্যাদ্যং প্রসঙ্গং কুরুসত্তম। ১
পিতৃভ্যো পরমং ভোজ্যং তিলাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।
তিলদানেন বৈ তস্মাৎ পিতৃলোকঃ প্রমোদতে। ২
মাঘমাসে তিলান্ যস্তু ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি।
সর্বসত্ত্বসমাকীর্ণং নরকং স ন পশ্যতি। ৩
সর্বসত্রৈস্তু যজতে হস্তিভির্দৈবতে পিতৃন্।
ন চাজ্ঞানেন দাতব্যা তিলব্রাহ্মণা কদাচন। ৪
মহর্ষেঃ কশ্যপস্যোক্তে প্রাক্তৈস্ত্বাস্তিলাঃ।
উতো হিরণ্যং গাবস্তা ভারং প্রযানেষু তিলাঃ প্রভো। ৫
পৌষ্টিকা রূপদাশ্চৈব তথা পাপবিনাশনাঃ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন তিলদানং বিশিষ্যতে। ১১
আপস্তম্বস্য দেবাশ্চ শঙ্খস্য লিখিতস্তথা।
মহর্ষির্গৌতমশ্চাপি তিলদানৈর্দিবং গতাঃ। ১২
তিলসোমসুতা বিপ্রাঃ সর্বে সংযত্তবৈখুনাঃ
সদা গবেষু হবিষা প্রবৃত্তিষু চ সংস্থিতাঃ। ১৩
সর্বেষামিতি দানানাং তিলদানমিহোচ্যতে
অক্ষয়ং সর্বদানানাং তিলদানমিহোচ্যতে। ১৪
উদ্ধিতে তু পুরা হব্যে কৃষিকর্মি পরন্তপ
তিলৈরন্বিতয়া দত্তা প্রাপ্তবান্ গতিমুত্তমাম্। ১৫
ইতি প্রোক্তং কুরুশ্রেষ্ঠ তিলদানমনুত্তমম্।
বিধানং যেন বিধিনা তিলানাগ্নিষু জুহ্বতে। ১৬
অত ঊর্ধ্বং নিবোধেদং দেবানাং যদ্ধবিষ্কৃতাম্।
সমাগমে মহারাজ ব্রাহ্মণা বৈ স্বয়ম্ভুবা। ১৭
দেবাঃ সমেত্য ব্রহ্মাণং কৃষিভাগে বিশেষতঃ
শুভং দেশময়াচন্ত যজ্ঞে ত ইতি পার্থিব। ১৮

দেবা ঊচুঃ

ভগবন্তঃ প্রভূর্ভূমেঃ সর্বসা ত্রিদিবস্য চ
যজ্ঞেষু মহাভাগ বজ্রং তবমনুপ্রভা। ১৯

ভীষ্ম বলিলেন,—কুরুনন্দন! কুরুশ্রেষ্ঠ! তিলদানের যে ফল, তাহা তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর এবং শ্রবণ করিয়া যথোচিতরূপে উহা দান কর। ১

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা যে তিলদ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সব পিতৃগণের সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য পদার্থ। সেইজন্য তিল দান করিলে পিতৃপুরুষগণের অত্যন্ত আনন্দ হয়। ২

যিনি মাঘমাসে ব্রাহ্মণগণকে তিল দান করেন, সেই ব্যক্তি কখনও নরকে পতিত হইয়া পূর্ণ নরক দর্শন করেন না। ৩

যিনি, তিলসকলের দ্বারা পিতৃগণের পূজা করেন, তিনি সমস্ত যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তিলদ্বারা কখনও নিষ্কাম পুরুষের কর্তব্য নহে। ৪

প্রভো! এই তিলদকল মহর্ষি কশ্যপের মুখ হইতে প্রকটিত হইয়া বিধাতাপ্রাপ্ত হইয়াছে; সেইজন্য দানের বিধিতে ইহাদের মধ্যে বিধাতা আসিয়া থাকে। ৫

তিল পুষ্টিকর পদার্থ। তিল দ্বারা তপ দান করে এবং পাপ বিনাশ করে, সেইজন্য তিল দান সব দান হইতে শ্রেষ্ঠ। ১১

পরম বুদ্ধিমান্ মহর্ষি আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত ও গৌতম—ইঁহারা তিল দান করিয়া বিমানারোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১২

এই সব ব্রাহ্মণ ঐ সমাগম না করিয়া তিলহোম করিতেন, তিল পদার্থসমূহের দ্বারা যজ্ঞসংযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেইজন্য সকল যজ্ঞে তিল পৃথক্ হয় এবং নানা কার্যে তিলের আবশ্যকতা হয়। ১৩

অতএব তিল দান সব দান হইতেই শ্রেষ্ঠ। তিলদান এ জগতে সব দানের মধ্যে অক্ষয় ফলপ্রদানকারী বলিয়া কথিত হয়। ১৪

পুরাকালে পরন্তপ রাজর্ষি কৃষিক হবিষ্য সমাপ্ত হইলে পর তিলের দ্বারা হোম করিয়াই পরিপূত, রক্ষিত ও আবশ্যকীয়—এই তিন অগ্নিকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার দ্বারা তিনি উত্তম গতি প্রাপ্ত হন। ১৫

কুরুশ্রেষ্ঠ! এইরূপ যে বিধি অনুসারে তিলদান সর্বোত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই তিলদানের বিধান এখনে উল্লিখিত হইল। ১৬

মহারাজ! ইঁহার পর যজ্ঞের বাসনাকারী দেবতাগণ ও স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সমাগম হইলে পর তাঁহাদের মধ্যে যে পরস্পর কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ১৭

কৃপাময়! মৃত্তিকার কোন একভাগে যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক দেবগণ ব্রহ্মার নিকট যাইয়া কোন এক শুভ দেশের প্রার্থনা করিলেন, যেখানে তাঁহারা যজ্ঞ করিতে পারিবেন। ১৮

দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্! মহাভাগ! আপনি পৃথিবী ও

মানমুজ্ঞাতভূমিষি যজ্ঞসা তনমগ্নুতে
যা বি সর্বসা জগতঃ স্থাবরসা চরস্য চ ॥ ১৭

প্রভূর্ভবসি ভদ্রাত্মন্ সমনুজ্ঞাতুমর্হসি
ব্রহ্মোবাচ

যস্মিন্ লোকে বসিষ্যন্তি যজ্ঞান্ কাঙ্ক্ষন্তশ্চ মানবাঃ,
দেবা ঊচুঃ

ভবন্তং কৃতকার্য্যাঃ স্ম যজ্ঞহে বাজপেয়িভিঃ ॥ ১১
ইত্যা তু দেবা মুনয়ঃ পর্য্যপাসন্ত নিত্যদা
অভোজনস্যান্ত তদা ভৃগুত্রির্ব্যাকপিঃ ॥ ২০
অগ্নিহোত্রে দেবলস্যৈব দেবযজ্ঞমুপাগমন্
ততো যেজে মহাযজ্ঞান ইজিয়ে যজ্ঞমচ্যুতম্ ॥ ২১
তথা সমাপয়ামাসুর্যথাকালা মুনর্ব্রতাঃ
ও ইষ্টযজ্ঞাস্ত্রিদশা হিমবওাচলোত্তমে ॥ ২২

ষষ্ঠমাংশং ক্রতোস্তস্য ভূমিদানাং প্রচক্রিরে।
প্রাদেশমাত্রা ভূস্তস্য যো বজ্ঞানুপকুর্বতে ॥ ২৩
ন লোভাদ্ ন চ কৃচ্ছ্রেষু ন চ দুর্গাণ্যবাপ্নুতে।
শীঘ্রবাহ্যাতপসহাং গৃহভূমিং সুসংকৃতাম্ ॥ ২৪
প্রদায় সুরলোকস্থঃ পুণ্যান্তেঽপি ন চ্যবতে।
মুদিতো বসতি প্রাজ্ঞঃ সর্বকামসমৃদ্ধিনি ॥ ২৫
প্রবিভজ্যপ্রদানাচ্চ নোপৈতি স্বর্গে মহীয়তে
মনাঃপক্বফলে জন্তুঃ স্রোত্রিয়ে নিয়তেন্দ্রিয়ে ॥ ২৬
গৃহে যস্য বসেৎ ভূমিঃ প্রদানং লোকমশ্নুতে
তথা সর্বার্থে নরঃ শীঘ্রবাহসহা ভূমিম্ ॥ ৩০
আসপ্তমং তারয়তি কুলং ভরতসত্তম
ক্ষেত্রভূমিং প্রদদ্যাত্তু কুলমাত্মা প্রবর্তয়েৎ
ন চোদ্বহ্যা ন নির্বাহ্যা মহীং যজ্ঞান্ ক্রতূনপি ॥ ৩১

সম্পূর্ণ ধর্মলোকের অধিপতি, অতএব আমরা আপনার আজ্ঞা লইয়া পৃথিবীতে যজ্ঞ করিব। ১৯

ভারত, ভূমাধী যে ভূমিতে যজ্ঞ করিবার অনুমতি না দিবেন, সেই ভূমিতে যদি যজ্ঞ করা হয়, তবে তাহার ফল হয় না। আপনি সম্পূর্ণ চরাচর জগতের স্বামী অতএব পৃথিবীতে যজ্ঞ করিবার জন্য আমরা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অনুমতিদান করুন। ২০-২১

ব্রহ্মা বলিলেন,—তাহাদিগকে ঘুরণ্ডেরা। তোমরা পৃথিবীর যে প্রদেশে যজ্ঞ করিবে, সেই ভূভাগ আমি তোমাদের দান করিলাম। ২২½

দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্! আমাদের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন আমরা পর্য্যাপ্ত দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞসমূহের দ্বারা যজ্ঞপুরুষের যজন করিতে পারিব। এই যে হিমালয়ের পার্শ্বপ্রদেশ, ইহাকে সর্বদা ঋষি-মুনিগণ আশ্রয় করিয়া থাকেন। (অতএব আমাদের যজ্ঞ এখানে হইবে।) ২৩½

তদনন্তর অগস্ত্য, ঘৃত, ভৃগু, অত্রি, কৃষ্ণাত্রেয়, আসিত ও দেবল দেবতাদিগের সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। তখন মহাত্মা দেবতাগণ যজ্ঞপুরুষ অচ্যুতের যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং সেই শ্রেষ্ঠ দেবতারা যথাসময়ে সেই যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। ২৪-২৯½

পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের পার্শ্বে যজ্ঞ পূর্ণ হইলে দেবতাগণ ভূমিদানের করিলেন, যাহা সেই যজ্ঞের ষষ্ঠ ভাগের সমান পুরুষদক্ষ ছিল। ২৯½

যাহাকে কোনরূপ যন্ত্রণা দিয়া যাহারের অযোগ্য করা হয় নাই, এরূপ প্রযোজনমাত্র ভূমিও যিনি দান করেন, তিনি কখনও দুর্গম সঙ্কটে পতিত হন না এবং সঙ্কটে পতিত হইলেও কখনও বিষাদগ্রস্ত হন না। ৩০½

যে ব্যক্তি শীঘ্র, শ্রৌত ও বায়ুর বেগ সহ্য করিতে সমর্থ এবং সুসজ্জিতা গৃহভূমি দান করেন, তিনি দেবলোকে বাস করিয়া থাকেন। পুণ্যের ভোগকাল শেষ হইলেও তিনি সেখান হইতে চ্যুত হন না। ৩৭½

কুলাদ! যে বিদ্বান্ পুরুষ গৃহদান করেন, তিনিও সেই পুণ্যের দ্বারা ইন্দ্রের সহিত শাশ্বত বাস করেন এবং স্বর্গলোকে সম্মানিত হন। ৩৮½

অধ্যাপকবংশে উৎপন্ন শ্রোত্রিয় ও জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ যাহার প্রদত্ত গৃহে সন্তুষ্ট হইয়া বাস করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে প্রাপ্ত হন। ৩৯½

ভরতশ্রেষ্ঠ! যিনি শীঘ্র ও বায়ু সহ্য করিতে সমর্থ তৃণ নির্মাণযোগ্য গোচারণের ভূমি প্রদান করেন, তিনি নিজের সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কুলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ৪০½

চাষযোগ্য ভূমি দানকারী মানুষ জগতে উত্তম সম্পত্তি প্রাপ্ত হন এবং যিনি গৃহযুক্ত ভূমি দান করেন, তিনি নিজের কুলের দশপুরুষকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ৪১½

যে ভূমি উষর—কারণবিহীনরূপ, তাহা ব্রাহ্মণকে দিবে না, যে ভূমি মরু হইয়া গিয়াছে, সেই ভূমি কখনও দান করিবে না, যে

ন স্নানেনলভাতাক্ষ ন চ পাপনিষেবিতাম্।
পারক্কে কৃমিযোগে তু পিতৃণাং নির্বপেৎ তু যঃ ॥৩০
তদ্ভূমিঃ বাপি পিতৃভিঃ শ্রাদ্ধকর্ম বিবক্ষতে
তস্মাৎ ক্রীত্বা মহীং দত্ত্বা যত্নাদপি বিচক্ষণঃ ॥ ৩৪
পিণ্ডঃ পিতৃভ্যো বপ্তা বৈ তস্মাৎ তস্যাঃ ত্বরাবতঃ
অষ্টাবপর্বতাশ্চৈব নদ্যস্তাথানি বানি চ ॥ ৩৫
সর্বাণ্যস্যামকাঙ্ক্ষন্তি তস্মাৎ তাং পরিপ্রচ্ছতঃ।
ইত্যেতদ্ ভূমিদানস্য ফলমুক্তং বিশাম্পতে ॥ ৩৬
অতঃ পরং তু গোদানং কীর্তয়িষ্যামি তেঽনঘ
গাবোঽধিকাস্তপস্বিভ্যো যস্মাৎ সর্বেভ্য এব চ ॥ ৩৭
তস্মাদ্দেবৈর্বরৈঃ দেবস্তপস্বভিঃ সহাশ্রিতঃ
ব্রাহ্মে লোকে বসত্যেষঃ সোমেন সহ ভারত ॥ ৩৮
যাং তাং ব্রহ্মর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ প্রার্থয়ন্তি পরাং গতিম্।
পয়সা হবিষা বাপি শকৃতা চাথ চরুণা ॥ ৩৯

অস্থিভিশ্চোপকূর্বন্তি পুত্রৈর্বাপৈশ্চ ভারত
নাসাং শীতাতপৌ শ্রান্তাঃ সহন্তে কর্ম কুর্বতে ॥ ৪০
ন বর্ষবিদ্যুতো বাপি দুঃখয়ন্ত্যাসু তত্ত্বতঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ সহিতা বাপি তস্মাৎ পাবনমুত্তমম্ ॥ ৪১
একা গোব্রাহ্মণং তস্মাৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ
বস্তিস্থেবসনা যজ্ঞে তাঃ পশুত্বে বিকল্পিতাঃ ॥ ৪২
অতন্তরন্তঃ বাহ্মণ গোচর্মস্থাঃ প্রবর্তিতা
পশুত্বাচ্চ বিনির্মুক্তাঃ প্রাদানাদ্যোপকল্পিতাঃ ॥ ৪৩
তা ইমা বিপ্রমুখ্যেভ্যো যো দদাতি মহীপতে
নিত্যমেবাপদঃ কৃচ্ছ্রা নিষ্প্রণশ্যন্তি পার্থিব ॥ ৪৪
প্রথা সন্তরণং পেত্বা নরকং ন প্রপদ্যতে
সর্বত্র সিদ্ধয়ঃ কৃৎস্না লভ্যন্তে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৪৫
অমৃতং বৈ গবাং ক্ষীরমমৃতাজ্জায়তে ঘৃতম্।
তস্মাদ্ দদাতি যো ধেনুমমৃতং স প্রযচ্ছতি ॥ ৪৬

কৃমি আশ্রয়ের নিকট স্থিত, তাহাও দিবে না এবং যে কৃমিতে পাপী পুরুষ বাস করে, সেই কৃমিত শ্রাদ্ধকালে দান করিবে না ॥ ৩৭

যে ব্যক্তি পরের কৃমিতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে, অথবা যে ব্যক্তি পরের কৃমি পিতৃগণকে উদ্দেশে দান করে, তাহার সেই শ্রাদ্ধকর্ম ও দান—এই উভয় কর্মই নষ্ট হয় অর্থাৎ নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ৩৯½

অতএব বিদ্বান্ পুরুষ অতি যত্নত কৃমি ক্রয় করিয়াই দান করিবেন। ক্রয় করিয়া সেই নিজস্ব কৃমিতে পিতৃগণের উদ্দেশে দত্ত পিণ্ড সর্বদা স্থির থাকে ॥ ৪০½

বন, পর্বত, নদী ও তীর্থ—এই সব স্থান কোন স্বামীর অধীনে থাকে না (এই সব স্থান সার্বজনিক বলিয়া জানিবে)। সেইজন্য এই সব স্থানে শ্রাদ্ধ করিবার জন্য কৃমি ক্রয় করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রজাপতি এইভাবে এই কৃমিবিধানের কথা কথিত হইয়াছে ॥ ৪৫-৪৬

হিরণ্যময় মৃত্তিকা। ইহাও পঞ্চ আমি তোমাকে গো-দানের ব্যাখ্যা বলিব। গোদান সমস্ত তপস্বী অপেক্ষাও অধিক পবিত্র, সেই জন্য ভগবান্ যজ্ঞের গোদানের সহিত দান করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৩৭½

ভারত। এই গোদান চন্দ্রের সহিত ব্রহ্মলোকে বাস করিবেন। যাহা পরম গতিস্বরূপ এবং যাহাকে সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণও লাভ করিবার

জন্য প্রার্থনা করেন ॥ ৩৯

তত্ত্বতঃ—এই গোরস নিশ্চয়ের দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময় চর্ম, অস্থি, পুচ্ছ ও বালপুচ্ছের দ্বারা এ-জগতের উপকার করেন ॥ ৪০½

ইহাদের শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে কোন কষ্ট হয় না। ইহার সর্বদাই নিজেদের দ্বারা কার্য করিয়া যান। সেইজন্য ইহারা ব্রাহ্মণ গণের সহিত পরম পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ৪১-৪২

সেইজন্য গো ও ব্রাহ্মণকে একত্র পুরুষগণ এক বলিয়া অভিহিত করেন। যাজ্ঞ ব্রাহ্মণের যজ্ঞে ইহাদিগকে পশুরূপে দান করিবার নিমিত্ত করিয়াছিলেন, অতএব গো সকলের চর্মের দ্বারা তিনি চর্মময়ী নারী নদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তদবধি এই সমস্ত গো-ই পশুত্ব হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং যজ্ঞে দানরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৪২-৪৩

কৃপাল। মহীপতে। যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে এই সব গো দান করেন, তিনি সহজেই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া যান ॥ ৪৪

যে ব্যক্তি এক সহস্র গোদান করেন, তিনি দুষ্কৃতের নরকে পতিত হন না। নরকাদি। তাঁহার সর্বত্র বিজয় লাভ হয় ॥ ৪৫

দেবরাজ ইন্দ্র বলেন, গোসমূহ দুগ্ধ অমৃত, অতএব যিনি দুগ্ধপ্রদা ধেনু দান করেন, তিনি অমৃত দান করিয়া থাকেন।

অগ্নীনামব্যয়ং জ্ঞেয়মৌষ্ণ্যং বেদবিদো বিদুঃ।
তস্মাদ্ দদাতি যো ধেনুং স যৌষ্ণ্যং সম্প্রযচ্ছতি ॥ ৪৭

স্বর্গো বৈ মৃত্তিমানেষ বৃষভঃ যো গবাং পতিম্।
বিপ্রে গুণযুতে দত্তাং স বৈ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৪৮

প্রাণা বৈ প্রাণিনামেতে প্রোচ্যন্তে ভরতর্ষভ।
তস্মাদ্ দদাতি যো ধেনুং প্রাণানেষ প্রযচ্ছতি ॥ ৪৯

গাবঃ শরণ্যা ভূতানামিতি বেদবিদো বিদুঃ
তস্মাদ্ দদাতি যো ধেনুং শরণং সম্প্রযচ্ছতি ॥ ৫০

ন ব্যর্থাং প্রব্রাজয়েৎ কাংশ্চিন্ন চ কাংশ্চিন্ন বাস্তিকে।
গোজীবিনে ন দাতব্যা তথা সৌভরবর্তকে ॥ ৫১

(গোবধনাম্না যো বিক্রেতৃত্বমুপজীবতি চ।)
দদৎ স তাদৃশানাং বৈ নরো গাং পাপকর্মণাম্।
অন্তবন্তং নরকং যাতীত্যেষমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৫২

ন কুর্যাৎ নাপবংসাং বা মন্ত্যাং রোগার্দিতাং তথা।

ন ব্যাজ্যাং ন পরিক্রান্তাং দত্তাং গাং ব্রাহ্মণায় বৈ ॥ ৫৩

দদদোনস্তদ্রদো হি নরকেণ সহ যোজতে।
অন্তবাল্লভতে লোকান্ নরঃ সত্যসন্ধ্রমঃ ॥ ৫৪

ইত্যেতদ্ গোপ্রদানঞ্চ তিলদানঞ্চ কীর্তিতম্
তথা ভূমিপ্রদানঞ্চ শৃণুষ্বাগ্র্যং চ ভারত ॥ ৫৫

অন্নদানাৎ প্রধানং হি কৌন্তেয় পরিচক্ষতে।
অন্নেন হি প্রজাস্তেন বৃত্তিমেষ্যো দিবং গতঃ ॥ ৫৬

ব্রাহ্মণায় ভূবিত্তায়াঢ্য যঃ প্রযচ্ছতি ভূমিপঃ
স্বায়ম্ভুবং মহৎ স্থানং স গচ্ছতি নরাধিপ ॥ ৫৭

ন হিরণ্যৈর্ন বাসোভির্নান্নদানেন ভারত।
প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ স্বর্গং যথা ভূমিপ্রদাঃ প্রভো ॥ ৫৮

অন্নং বৈ প্রথমং দ্রব্যমাহুঃ শ্রেষ্ঠং পরা মতা
অন্নাৎ প্রাণঃ প্রভবতি তেজো বীর্যং বলং তথা ॥ ৫৯

সন্তো দদতি যদ্ধন্যং সদৈবাপ্রমনা নরঃ।
ন স দুর্গাণ্যবাপ্নোতীত্যেবমাহ পরাশরঃ ॥ ৬০

বেদজ্ঞ পুরুষগণ নিজেদের এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, গোদুহনের ক্রিয়ায় যদি অগ্নিতে ক্লেশ দেওয়া হয়, তবে তাহা অগ্নিবর্ধনী হয় বলিয়া জানা আছে। অতএব যিনি ধেনু (দুগ্ধবতী নবৎসা গাভী) দান করেন, তিনি অগ্নিরই দান করিয়া থাকেন ॥ ৪৭

বৃষ মূর্তিমান্ স্বর্গ। যিনি গোসমূহের পতি বৃষ প্রদান ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হন ॥ ৪৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই গোগণ প্রাণি-সমূহের মূল প্রাণ বলিয়া (শাস্ত্রে) গণের প্রাণ বলিয়া কথিত হন। অতএব যিনি দুগ্ধবতী নবৎসা গাভী দান করেন, তিনি প্রাণসমূহই দান করিয়া থাকেন ॥ ৪৯

বেদজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ এরূপ মনে করেন যে, গোগণ সমস্ত প্রাণী-দিগের শরণস্থল। সেইজন্য যিনি ধেনু দান করেন, তিনি সকলকে শরণদানই করিয়া থাকেন। ৫০

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ব্রাহ্মণ বধ করিবার জন্য গো প্রার্থনা করিবে, তাহাকে কদাপি গো প্রদান করিবে না। এইরূপ কৌশাম্বকে, (গোপনে গোহত্যাকারীকে) বাস্তিকে, গোঘ্ন দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারীকে, গোমাংস (গোদুগ্ধ) বিক্রয়কারীকে এবং পশুবন্ধ করে না, এরূপ ব্যক্তিকে কখনও গো দান করিবে না। ৫১

এরূপ পাপকর্মকারী ব্যক্তিগণকে যে গোদান করে, সেই ব্যক্তি অন্তবান নরকে পতিত হয়—ইহাই মনীষিগণ বলেন ॥ ৫২

যে গাভী দুর্বলা, যাহার বৎস নিহত হইয়াছে, যে গাভী বন্ধ্যা, রোগগ্রস্তা, কোন এক অঙ্গহীনা এবং যে গাভী পরিত্রাতা অর্থাৎ বৃষা, এরূপ গাভী ব্রাহ্মণকে দান করিবে না। ৫৩

দন্ত ব্যক্তির গোদানকারী ব্যক্তির উদ্ধেও নরকে দান করিয়া আনন্দ ভোগ করেন। যে ব্যক্তি সত্য গোদান করেন, তিনি অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হন। ৫৪

ভারত! এইরূপ গোদান, তিলদান ও ভূমিদানের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইল। এখন পুনরায় অন্নদানের মহিমা শ্রবণ কর। ৫৫

যুধিষ্ঠির! বিদ্বান্‌গণ অন্নদানকে সব দান অপেক্ষা প্রধান দান বলিয়া অভিহিত করেন কেবল অন্নদান করিয়াই রাজা প্রজাদের স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। ৫৬

নরনাথ! যে ভূমিপ ধনিশ্রেষ্ঠ ও ভূবিত ব্রাহ্মণকে অন্নদান করেন, তিনি প্রজাপতির পরম ধামে গমন করিয়া থাকেন। ৫৭

হে ভারত! প্রভো! অন্নদানকারী মানুষ যেরূপ কল্যাণভাগী হন, সেরূপ কল্যাণ তাঁহার স্বর্ণ, বস্ত্র ও অন্যবস্তুদানের দ্বারা লাভ হয় না ॥ ৫৮

অন্ন প্রথম দ্রব্য। অন্ন উত্তম শব্দের স্মরণ বলিয়া কথিত হয়। অন্ন হইতেই প্রাণ, তেজ, বীর্য ও বলের পুষ্টি হইয়া থাকে। ৫৯

পরাশরমুনি বলিয়াছেন,—যে মানুষ সদা একাগ্রচিত্ত হইয়া

অর্চয়িত্বা যথান্যায়ং দেবেভ্যোঽন্নং নিবেদয়েৎ
যদন্নং হি নরা রাজংস্তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ ॥ ৬১
কৌমুদে শুক্লপক্ষে তু যোঽন্নদানং করোত্যুত ।
স সপ্তরাত্রি দুর্গাণি প্রেত্য চান্ত্যমবাপ্নুতে ॥ ৬২
অপুত্রশ্চতিথয়ে চান্নং প্রযচ্ছেদ্ যঃ সমাহিতঃ
স বৈ ব্রহ্মবিদাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াদ্ ভরতর্ষভ ॥ ৬৩
মুক্তহস্তাবপরে প্রাপ্তুবন্ত্যান্নং পুরুষর্ষভ ।

পাণং চরতি চৈবেহ দুষ্কৃতং চাপকর্ষতি ॥ ৬৪
ইত্যেতদন্নদানস্য ফলদানস্য চৈব হ ।
ভূমিদানস্য চ ফলং গোদানস্য চ কীর্তিতম্ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি
ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

যাচতকে তৎক্ষণাৎ অন্ন দান করে, তাহার উপর কখনও দুর্গম সঙ্কট পতিত হয় না। ৬০

রাজন্! যাহার প্রতিদিন যাহোক যিনি অন্নদানে দেবতা পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে অন্ন দান করিবেন যে সব মানুষ যে অন্নফল ভোজন করেন, তাঁহাদের দেবতারাও সেই সব অন্নই গ্রহণ করেন। ৬১

যে মানুষ কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে অন্নদান করেন, তিনি দুর্গম সঙ্কট হইতে পার হইয়া যান এবং মৃত্যুর পর অক্ষয় স্বর্গভাগী হন ৬২

অতিথিকে অন্ন দান করেন, তাঁহার উপর কখনও দুর্গম সঙ্কট পতিত হয় না। ৬৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে পুরুষ একাগ্রচিত্ত হইয়া যত্নপূর্বক থালিয়া অতিথিকে অন্ন দান করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞগণের লোকসকল প্রাপ্ত হন॥ ৬৩

অন্নদাতা মানুষ অতিশয় কঠিন বিপদে পতিত হইলেও সেই বিপদ হইতে পার হইয়া যান। তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যান এবং ভবিষ্যতে সন্তানাদি দুঃখসন্তপ্তকেও লাভ করিয়া থাকেন। ৬৪

এইভাবে আমি এই অন্নদান, তিলদান ও গোদানের ফল বর্ণনা করিলাম। ৬৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অন্ন-জলয়োর্দানমহিমকথনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
শ্রুতং দানফলং তাত যৎ ত্বয়া পরিকীর্তিতম্
অন্নদানা বিশেষেণ প্রশস্তমিহ ভারত ॥ ১
পানীয়দানমেবৈতৎ কথং হেয় মহাফলম্।
ইত্যেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ পিতামহ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।
বক্ষ্যে তে বর্তয়িষ্যামি যথাবদ্ ভরতর্ষভ।

গদতস্তন্মমাস্যেহ শৃণু সত্যপরাক্রম ॥ ৩
পানীয়দানাৎ প্রভৃতি সর্বং বক্ষ্যামি তেঽনঘ
যদ্যঃ যচ্চ পানীয়ং সম্প্রদাতাপ্নুতে নরঃ ॥ ৪
ন তস্মাৎ পরমং দানং কিঞ্চিদস্তীতি মে মনঃ।
আর্যাং প্রাণকৃতত্ত্বাত্ত প্রবর্ততে হি সর্বদা ॥ ৫

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[অন্ন ও জলদানের মহিমাকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত! ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি যে দানের ফল বলিলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে অন্নদানের বিশেষরূপে প্রশংসা করা হইয়াছে। ১

পিতামহ! এখন জলদান করিলে কিরূপ মহাফল লাভ হইয়া থাকে, সে বিষয়ে আমি সবিস্তরে শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—সত্যপরাক্রমী ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে সব কিছু যথাযথরূপে বলিব। তুমি আজ এস্থানে আমার নিকট হইতে এই সব বিষয় শ্রবণ কর। ৩

অনঘ! জলদান প্রভৃতি হইতে সর্বপ্রকার দানের ফল আমি তোমাকে বলিব। যাহার অন্ন এবং জল দান করিলে যে ফল লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর। ৪

তাত! আমার মনের এই ধারণা আছে যে, অন্নদান

ভস্মায়ন্তা পরং লোকে সর্বলোকেষু কথ্যতে
অন্নাদ্ বলঞ্চ তেজশ্চ প্রাণিনাং বর্ধতে সদা। ৮
অন্নদানমতস্তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠমাহ প্রজাপতিঃ।
সাবিত্র্যা হ্যপি কৌন্তেয় শ্রুতং তে বচনং শুভম্। ৯
যজন্তে যত্র যথা চৈব যেষজে মহামতে।
অন্নে হুতে নরেন্দ্রেণ প্রীতা দত্তা ভবন্ত্যুত। ১০
প্রাণদানাদ্ধি পরমং ন দানমিহ বিদ্যতে
শ্রুতং হি তে মহারাজো লোমশস্যাপি ভারত। ১১
প্রাণান্ দত্ত্বা ফলোত্তারং যং প্রাপ্তুং বিধিনা পুরা।
তাং গতিং লভতে দত্ত্বা বিঘসান্নং বিশাম্পতে। ১২
তস্মাদ্ বিশিষ্টঃ পক্ষাদ্ধ প্রাণদো হীতি নঃ শ্রুতম্
অন্নং হ্যপি প্রভবতি প্রাণিনাং কুরুসত্তম
বীরঘ্নতাঞ্চ তস্যাহুর্ন হি বিনা ন ক্ষিতিং শস্যন্তি পূর্বতে। ১১
বীরঘ্নতাঞ্চ ভগবান্ সোমো ব্রহ্মসনেশ্বরঃ
অমৃতঞ্চ সুধা চৈব স্বাধা চৈব স্বধা তথা। ১২
অন্নেষ্বেতে মহারাজ বীরঘ্নস্য জলোদ্ভবাঃ।

যতঃ প্রাণভৃতাঃ প্রাণাঃ সম্ভবন্তি বিশাম্পতে। ১৩
দেবানামমৃতং হ্যন্নং নাগানাঞ্চ সুধা তথা
পিতৃণাঞ্চ স্বধা প্রোক্তা পশূনাং চাপি বীরুধঃ। ১৪
অন্নমেব মনুষ্যাণাং প্রাণানাহুর্মনীষিণঃ।
তস্মাৎ সর্বং নরব্যাঘ্র পানীয়ং সম্প্রবর্ততে। ১৫
তস্মাৎ পানীয়দানাদ্ বৈ ন পরং বিদ্যতে ক্বচিৎ
তস্মাৎ প্রজাপতেঃ পিতাঃ বহীভেদ্ভ্যঃ কৃতিগাঙ্গন। ১৬
যত্র যত্রমমাসূক্ত জলমানমিহোচ্যতে
শস্যস্যাপ্যায়নং কৌন্তেয় সদা তিষ্ঠতি তোয়দঃ। ১৭
সর্বকামান্নবাপ্নোতি কীর্তিং চৈব হি শাশ্বতীম্
প্রেত্য চানন্ত্যমশ্নাতি পাপেভ্যশ্চ প্রমুচ্যতে। ১৮
তোয়েনা মনুজব্যাঘ্র তর্পয়ং দত্ত্বা মহাত্মতে
অক্ষয়ান্ সমবাপ্নোতি লোকানিত্যব্রবীন্মনুঃ। ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মপর্বণি পানীয়দানমাহাত্ম্যে
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬৭

জলদান হইতে স্বর্গ দান অল্প কিছু নাই। তাহা, অন্ন হইতেই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয় এবং জীবনধারণ করে। ৮

স্বয়ম্ভু প্রভৃতি ও স্বয়ং ব্রহ্মপ্রপৌত্র যাহা অন্ন-দানই সর্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। অন্ন হইতেই সকল প্রাণিগণের তেজ ও বলের বৃদ্ধি হয়। প্রজাপতি দেবতেরও অন্নদানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ৯

কৃষ্ণানন্দন! তুমি সাবিত্রীর শুভ বাক্যও শ্রবণ করিয়াছ। যজ্ঞকালে যেসকল দেবতার উদ্দেশে যে যাগ করিলে যে প্রকারে যে যাগ সাবিত্রীদেবী বলিয়াছেন, তাহা তুমি এইরূপ— । ১

যে ব্যক্তি এ সংসারে অন্ন দানকেও অন্নপ্রদান করে, সে যেন তাহাকে প্রাণই দান করিয়া থাকে এবং এই কারণেই ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন দানই এ জগতে নাই। মহারাজ! এবিষয়ে তুমি লোমশমুনিরও সেই বাক্য শ্রবণ করিয়াছ। ৩-১১

প্রজানাথ! পূর্বকালে যাহা যাগ করিয়াও (পায়সান্ন) অন্ন প্রাণ দান করিয়া যে উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিয়া সেই গতি লাভ করিয়া থাকেন। ১২

কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ! অতএব প্রাণদানকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হন—একথাই আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু অন্নও জল হইতেই উৎপন্ন হয়। জলব্যতীত হইতে উৎপন্ন বাস্তবিক কোন বিষয়ই পরিচালিত হইতে পারে না। ১১

হতরাজ্য। ব্রহ্মগণের অধিপতি ভগবান্ সোম জল হইতেই উদ্ভূত হইয়াছেন। প্রজানাথ! অমৃত, সুধা, স্বাধা, স্বধা, অন্ন, ওষধি, তৃণ ও নক্ষত্রসমূহও জল হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাদের দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষিত এবং পুষ্ট হয়। ১২-১৩

দেবতাগণের অন্ন অমৃত, নাগকুলের অন্ন সুধা, পিতৃগণের অন্ন স্বধা এবং পশুদিগের অন্ন তৃণ লতাদি। ১৪

মনীষী পুরুষগণ অন্নকেই মনুষ্যকুলের প্রাণ বলিয়াছেন পুরুষশ্রেষ্ঠ! সমস্তপ্রকার অন্নই (খাদ্যসামগ্রী) জল হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব জলদান হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও দান নাই। ১৫।

যে ব্যক্তি নিত্যের কল্যাণ কামনা করে, তাহার প্রতিদিন জল দান করা কর্তব্য। জলদান এ জগতে ধন, যশ ও আয়ুর বৃদ্ধিকারী বলিয়া কথিত হয়। কৃষ্ণানন্দন! জলদানকারী ব্যক্তির সর্বদা নিত্যের শস্যসমূহের উপরে থাকেন। ১৬-১৭

জলদাতা এ জগতে সমস্ত কামনা ও অক্ষয় কীর্তি লাভ করেন এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান। যুধিষ্ঠির! জলদাতা অক্ষয় সুখভোগ করেন। ১৮

মহারাজশ্রেষ্ঠ পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! জলদানকারী ব্যক্তি স্বর্গে গমন করিয়া সেখানের অক্ষয় লোকসমূহের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে জলদানের মাহাত্ম্যবিষয়ক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[তিল-জল-দীপ-রত্নাদিদানানাং মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে বসুরাজ-ব্রাহ্মণয়োঃ সংবাদবর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

তিলানাং কীদৃশঃ দানফলং দীপস্য চৈব হি
অন্নানাং বাসসাং চৈব তৃণ এব ব্রবীহি মে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
ব্রাহ্মণস্য চ সংবাদং যমস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ২

মধ্যদেশে মহান্ গ্রামো ব্রাহ্মণানাং বভূব হ ।
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে বাসুনস্য গিরেরধঃ ॥ ৩

পর্ণশালেতি বিখ্যাতো রমণীয়ো নরাধিপ ।
বিদ্বাংসস্তত্র ভূয়িষ্ঠা ব্রাহ্মণাস্তাবদাগুতা ॥৪

অথ প্রাহ যমঃ কঞ্চিৎ পুরুষং কৃষ্ণমাসসম্ ।
রক্তাক্ষমূর্ধ্বরোমাণং কালরজ্জ্বাভিরাসিকম্ ॥ ৫

গচ্ছ ত্বং ব্রাহ্মণগ্রামং ততো গত্বা তমানয় ।
অগস্ত্যং গোত্রতন্ত্রাপি নামতন্ত্রাপি শর্মিণম্ ॥ ৬

গমে নিবিষ্টং বিদ্যাসমধ্যাপকমনাবৃতম্ ।
যা চাস্তমানয়েত্যুক্তঃ সদোক্তা তস্য পার্শ্বতঃ ॥ ৭

স হি তাদৃগ্গুণস্তেন তুল্যোঽধ্যয়নতন্ত্রয়া ।
অপত্যেষু তথা বৃত্তে সমস্তেষ্বৈব বীর্যতা ॥ ৮

তমানয় যথোদ্দিষ্টঃ পূজা কার্যা হি তস্য বৈ ।
স গত্বা প্রতিকূলং তদ্ধক্কার যমশাসনম্ ॥ ৯

তমাক্রম্যানয়ামাস প্রতিবিদ্ধো যমেন যঃ
উক্তৈঃ যমঃ সমুত্থায় পূজাং কৃত্বা চ বীর্যবান্ ॥ ১০

প্রোবাচ নীয়তামেষ লোকস্য আনীয়তামিতি ।
এবমুক্তে তু বচনে যমরাজেন স দ্বিজঃ ॥ ১১

উবাচ যমরাজানং নির্বিরোধ্যয়নেন বৈ ।
যো মে কালো ভবেদ্দেহত্যাগে যমনিবারণাদ্যত ॥ ১২

যম উবাচ ।

নাহং কালস্য বিহিতঃ প্রাণোষাহ কথঞ্চন ।
যো হি যমং চরতি বৈ তং তু জানামি কেবলম্ ॥১৩

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ।

[তিল, জল, দীপ ও রত্নাদি দানের মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে বসুরাজ এবং ব্রাহ্মণের সংবাদবর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! তিলদান কিরূপ ফলদায়ক হয় ? দীপ, অন্ন ও বস্ত্রের দানের মহিমাও আপনি পুনরায় আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও যমের সংবাদ রূপ প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ মহাত্মা পুরুষগণ এস্থলে দিয়া থাকেন ॥ ২

মধ্যদেশে গঙ্গাযমুনার মধ্যভাগে বাসুন পর্ব্বতের নিম্নভাগে ব্রাহ্মণগণের এক বিশাল ও রমণীয় গ্রাম ছিল । পর্ণশালা নামে বিখ্যাত এই গ্রামে বহু বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ বাস করেন ॥৩-৪

একদিন যমরাজ কৃষ্ণবস্ত্র পরিধানকারী, রক্তচক্ষু, ঊর্দ্ধোত্থিত লোমাবলিবিশিষ্ট এবং কালের ন্যায় জঙ্ঘা, নেত্র ও নাসিকা-শোভিত কোন এক ভিন্নের দূত পুরুষকে বলিলেন— ॥ ৫

তুমি সেই ব্রাহ্মণগ্রামে গমন কর । সেখানে যাইয়া অগস্ত্য গোত্রীয় শর্ম্মী নামক পরমবিদ্বান্ অধ্যাপক অনাবৃত ব্রাহ্মণকে তুমি এখানে লইয়া এস । ৬

সেই গ্রামে তাঁহার সমান বহু এক ব্রাহ্মণও আছেন তিনিও শর্ম্মীই গোত্রজাত । তাঁহার পার্শ্বেই তিনি বাস করেন । তপ, বেদাধ্যয়ন ও কুলে তিনি শর্ম্মীরই তুল্য । সন্তানগণ সংখ্যা ও সন্তাবাপনে সেই মুনিবান্ শর্ম্মীর সমান । তুমি তাঁহাকে এস্থানে আনিবে না ॥ ৭-৮

আমি যাঁহাকে বলিলাম, সেই ব্রাহ্মণকে তুমি এস্থানে আন কর ; তাহাঁ, আমি তাঁহার পূজা করিব । সেই বসুরাজ নেতা যাইয়া বসুরাজের আজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করিল ॥ ৯

সে বলপূর্ব্বক ধরিয়া সেই ব্রাহ্মণকে তুলিয়া লইল, যাঁহা বসুরাজ নিষেধ করিয়াছিলেন । শক্তিশালী বসুরাজ উপিত হইয়া আনীত সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিলেন এবং তৎকে বলিলেন ইঁহাকে তুমি লইয়া যাও এবং অন্য ব্রাহ্মণকে তুমি এস্থানে লইয়া এস ॥ ১০-১১

বসুরাজ এইরূপ আদেশ দান করিলে পর অন্যান্য কার্য্য করিতে অসমর্থকারী সমাগত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন,—বহুতে অবিচ্ছিন্ন দেখ ! আমার জীবনের যে শেষ সময় এক অবশিষ্ট আছে, আমি সেই সময় পর্য্যন্ত এ স্থানেই থাকিব ॥১২

যম বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! আমি কালের বিধানকে বা

পাত্র বিপ্র তমহত্তব আলয় বা মহাত্মাত্তে
ত্রয়ি সর্বং যথা বৈত্র করণানি ভিন্নকৃত ॥ ১৪

ব্রাহ্মণ উবাচ

যং তত্র কৃত্বা সুমহৎ পুণ্যং স্যাৎ তত্ প্রবীহি মে
সর্বস্য যি প্রদানস্য বা ত্রৈলোক্যস্যাপি সত্তম ॥ ১৫

যম উবাচ

শৃণু তত্তেন বিপ্রর্ষে প্রদানবিধিমুত্তমম্ ।
তিলাঃ পয়সঃ দানং পুণ্যং চৈবেহ শাশ্বতম্ ॥১৬

তিলাশ্চ সম্প্রদাতব্যা যথাশক্তি দ্বিজর্ষভ
নিত্যদানাৎ সর্বকামাত্তিলা নির্বর্তয়ন্ত্যত ॥ ১৭

তিলান্ শ্রাদ্ধে প্রশংসন্তি দানমেতত্ত্যুত্তমম্
তস্মাৎ প্রযচ্ছেত বিপ্রেভ্যো বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১৮

বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যাং তু তিলান্ দত্ত্বা দ্বিজাতিষু ।
তিলা ভক্ষয়িতব্যাশ্চ সদা ফালগুনক তৈঃ ॥১৯

কার্যাঃ সততমিচ্ছদ্ভিঃ শ্রেয়ঃ সর্বাত্মনা পুমৈ
তথাঽঽপদ্যপি সর্বস্য দেয়াঃ পেয়াস্তৈলস্য ন সংশয়ঃ ॥ ২০

পৃথিব্যাস্তত্তাস্যানি কৃপাঃ শ্রৈত্রাত্র খানয়েৎ
এবং পুরুষ তত্তরমিত্যেলোকে ত্রিভোত্তম ॥ ২১

আপো নিত্যাঃ প্রদেয়াস্তে পুণ্যা ক্ষেত্রমুত্তমম্ ।
প্রপাশ্চ কার্যা দানার্থা নিত্যাং তে দ্বিজসত্তম ।
ভুক্তেঽপান্না প্রদেয়া তু পানীয়া বৈ বিশেষতঃ ॥ ২২

ভীষ উবাচ ।

ইত্যুক্তে স তদা তেন যমদূতেন বৈ পুরান্
নীতশ্চ কারয়ামাস সর্বং তত্ যমশাসনম্ ॥ ২৩

নীত্বা তং যমদূতোঽপি পৃথীত্বা পশিনং তদা
যযৌ স যমরাজায় কৃবেদয়ত তাপি তম্ ॥ ২৪

ত' যমরাজো ধর্মজ্ঞ পূজয়িত্বা প্রভাপবান্
কৃত্বা চ সাংবিদং তেন বিসসর্জ যথাগতম্ ॥ ২৫

পাত্র পরিবাসকে কোনওপেই জানতে পারি না। তবুও যে পুণ্য বর্ণাত্তন করেন, তেমন তাঁহাকেই আমি জানি ॥ ১৩

ধর্ম হইতে পরিত্যক্ত ব্যক্তিগুলি ব্রাহ্মণ! তুমি এখন নিজ গৃহে গমন কর এবং তুমি নিজের ইচ্ছানুসারে সব কিছু বল। আমি তোমার জন্য কোন্ কার্য করিব ? ১৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সংসারে যে কর্ম করিলে মহাপুণ্য লাভ হয়, আপনি তাহা আমাকে বলুন, কারণ, সমস্ত ত্রিলোকবাসীর পক্ষে আপনিই কর্মবিধানে প্রধান ॥১৫

যম বলিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি দানের বিধি যথার্থরূপে শ্রবণ কর। তিলদান সব দান হইতেই শ্রেষ্ঠ। ইহাই এ জগতে অক্ষয় পুণ্যজনক বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৬

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নিজের সামর্থ্যানুসারে তিলদান অবশ্য করা কর্তব্য। নিত্য তিলদান করিলে তিল তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে ॥ ১৭

বিদ্বান্ পুরুষগণ শ্রাদ্ধে তিলদানের প্রশংসা করেন। অতএব তুমি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে তিল দান কর ॥ ১৮

বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণগণকে তিল দান করিবে, তিল ভক্ষণ করিবে এবং তিলবাটা অথবা তিলতৈলদেহে মাখিবে ॥১৯

যাহারা সর্বদা নিজেদের কল্যাণকামনা করে, তাহারা সর্বপ্রকারে নিজ নিজ গৃহে তিল দান এবং তিল ব্যবহার করিবে। ইহাতে সর্বদা জলদান ও জলদান করা উচিত—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২০

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যাহার সংসারে পুরুষিণী, তড়াগ ও কূপখনন করাইবে। এই সব কার্য জগতে অত্যন্ত দুর্লভ—পুণ্যতম কার্য ॥ ২১

বিপ্রবর! তুমি নিত্য জলদান করিবে। জলদানের পানীয়শালা নির্মাণ করা উচিত। ইহা সর্বোত্তম পুণ্যজনক কার্য। (ভুক্তাবশেষ অন্নদান করা ও' আবশ্যক) যে ব্যক্তি ভোজন করিয়াছে, তাহাকেও অন্নদান করা উচিত। বিশেষতঃ জলদান ও' সকলের পক্ষেই আবশ্যক ॥ ২২

ভীষ বলিলেন, —রাজন্! যমরাজ এই কথা বলিলে পর সেই সময় এই ব্রাহ্মণ যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। যমদূত তাঁহাকে তাঁহার গৃহে দিয়া আসিলেন এবং যমরাজের আজ্ঞানুসারে তিনি এই সব পুণ্য কার্য করিলেন এবং করাইলেন ॥২৩

তাহার পর যমদূত পক্ষীকে ধরিয়া লোকালয়ে লইয়া যাইলেন এবং যমরাজকে সেই কথা নিবেদন করিলেন ॥ ২৪

প্রতাপশালী ধর্মরাজ সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনা করিলেন এবং তিনি যেখানে আসিয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২৫

উপাসনে চ যৎ সর্বমুপদেশঃ চকার হ
প্রেত্যেত্য চ ততঃ সর্বং চকারোক্তো যথেন তৎ ॥ ১৬
তথা প্রশংসতে লীপান্ যৎ পিতৃভিস্তেষ্বপা
তস্মাদ্ লীপপ্রদে নিত্যং সন্ত্যাহরতি বৈ পিতৃন্ ॥ ১৭
দাতব্যাঃ সততঃ লীপাস্তস্মাদ্ ভরতসত্তম
দেবতানাং পিতৃণাং চক্ষুষ্টঃ চান্ধানাং বিশেষ ॥ ১৮
রত্নদানেন সুমহৎ পুণ্যমুক্তং জনাধিপ।
যস্মাদ্ বিক্রীয় যজতে ব্রাহ্মণা হ্যুত্তমম্ ॥ ১৯
যদ্ বৈ দদাতি বিপ্রেভ্যো ব্রাহ্মণঃ প্রতিগৃহ্য বৈ
উভয়োঃ স্যাৎ তদক্ষয়ং দাতুরাদাতুরেব চ ॥ ২০
যো দদাতি দ্বিজঃ স্ত্রিভ্যঃ তাদৃশায় প্রতিগ্রহম্।
উভয়োরক্ষয়ং ধর্মং তং মনুঃ প্রাহ ধর্মবিৎ ॥ ২১
বাসসাং সম্প্রদানেন যথাস্বনিয়তো নরঃ
সুগন্ধিশ্চ সুবেশশ্চ ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ২২
গাবঃ সুবর্ণকং তথা তিলাশ্চৈবানুযবিতাঃ।
বহবঃ পুরুষব্যাঘ্র বেদপ্রাধ্যাপনাদপি ॥ ২৩
বিবাহাংশ্চৈব কুর্বীত পুত্রানুৎপাদয়েত চ
পুত্রলাভো হি কৌরব্য সর্বলাভাদ্ বিশিষ্যতে ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা
অনুশাসনপর্বণি দানধরপর্বণি নর-ব্রাহ্মণসংবাদে
অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

যে ব্রাহ্মণ কোন ব্যক্তির ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিয়া যদি সেই নর ব্রাহ্মণগণকে বিদায় করিয়া প্রদান করেন, তাহাতে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়। ২০

যে পুরুষ স্বয়ং ধর্মব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিজেই ধর্মব্যাখ্যায় স্থিত ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহারা উভয়েরই অক্ষয় ধর্মপ্রাপ্তি হয়—ইহা ধর্মজ্ঞ মনু বলিয়াছেন।

যে মানুষ নিজের স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া বস্ত্র দান করেন তিনি সুন্দর বস্ত্র ও বেশভূষা প্রাপ্ত হন ইহা আমরা শুনিয়াছি।

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি দেখি, সুবর্ণ ও তিলদানের দ্বারা অনেকবার বেদপাঠের ফলের কথাইত বর্ণনা করিয়াছি। ২৩

কুরুনন্দন! মানুষ বিবাহ করিবে এবং পুত্র উৎপাদন করিবে কারণ, পুত্রলাভ সব লাভ হইতেই অতিশয় শ্রেষ্ঠ। ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে নর ও ব্রাহ্মণের সংবাদবিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

উহাকেও যথাস্থান নরক উপদেশ দিয়াছিলেন। পরলোকে গমন করিয়া যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনিও যথারীতি ব্যবস্থানুসারে সকল কার্য সম্পন্ন করিলেন। ১৬

পিতৃগণের হিতার্থেসর্বদা যত্নবান লীপদানের প্রশংসা করেন, অতএব প্রতিদিন লীপদানকারী মানুষ পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেইজন্য দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে সদা লীপদান করা উচিত। হে! ইহাতে নিজেরও চক্ষুর তেজ বাড়িয়া যায়। ১৮

জননাথ! রত্নদানও অত্যন্ত পুণ্যজনক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণ দানের দ্রব্য বিক্রয় করিয়া উহার দ্বারা যজ্ঞ করেন, তাঁহার পক্ষে সেই প্রতিগ্রহ অমঙ্গলজনক হয় না। ১৯

॥ একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[গোদানের মহিমকথন, সো-ব্রাহ্মণানাং ব্রহ্মণে পুণ্যপ্রাপ্তিবর্ণনঞ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ

ভূয় এব মুহুশ্রেষ্ঠ দানানাং বিধিমুত্তমম্ ।
ব্রূহি মে মহাপ্রাজ্ঞ ভূমিদানং বিশেষতঃ ॥ ১

পৃথিবী ক্রিয়তে যস্মাদ্ ব্রাহ্মণায়েষ্টিকর্মণি
বিধিবৎ প্রতিগৃহ্যায় তস্মাদ্ দাতুর্মহীতি ॥ ২

সর্ববৈর্দেবৈশ্চ যজ্ঞেষু প্রদাতুঃ ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ ।
বেদে বা যৎ সদাখ্যাতং তস্যে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ ।

ভূলাদানানি দেয়ানি ত্রীণি ভূলাফলানি চ ।
সর্বকামফলানীহ গাবঃ পৃথ্বী সরস্বতী ॥ ৪

যো ব্রাহ্মণায় শিষ্যায় বর্ষাং ব্রহ্মীং সরস্বতীম্ ।
পৃথিবী-সোপ্রদানাভ্যাং তুল্যং স ফলমশ্নুতে ॥ ৫

তস্মৈব গাঃ প্রযচ্ছন্তি ন তু দেয়ঃ ততঃ পরম্ ।
সন্নিকৃষ্টফলাত্তা হি লঘুত্বাচ্চ যুধিষ্ঠির ॥ ৬

মাতরঃ সর্বভূতানাং গাবঃ সর্বসুখপ্রদাঃ ।
বৃদ্ধিকামৈস্তু নিত্যং গাবঃ কার্যাঃ প্রদক্ষিণাঃ ॥ ৭

সন্তাড়নং ন তু পানে গবাং মধ্যে ন চ ব্রজেৎ ।
যজ্ঞদানব্রতানাং চ দেবতুল্যাঃ পূজ্যাঃ সদৈব হি ॥ ৮

প্রচোদনাঃ দেবকৃতাঃ গবাং কর্মসু বর্ততাম্ ।
পূর্বমেবাক্ষরং চাত্তদভিদেয়াঃ ততঃ পরম্ ॥ ৯

প্রচারে বা নিবাসে বা বৃদ্ধৌ বোদ্বেজয়েত গাঃ ।
তৃষিতা ক্ষুধিতাশ্চৈতাস্ত্র্যহঃ ভক্ষ্যাঃ সদাক্ষয়ম্ ॥ ১০

পিতৃসন্তানি সত্রাণি দেবতাহরণানি চ
পূরয়ন্তে শকৃদ্ব্যাসাস্ত্র পূজা ক্রিয়ন্তিকা ততঃ ॥ ১১

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[গোদানের মহিমা কথন এবং গো ও ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মার পুণ্যপ্রাপ্তি বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ কুরুশ্রেষ্ঠ। আপনি দানের উত্তম বিধি পুনরায় বর্ণন করুন বিশেষতঃ ভূমিদানের মাহাত্ম্য আমাদের বলুন ॥ ১

যেহেতু ক্ষত্রিয় রাজাই যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণকে পৃথিবী দান করিবেন এবং তাহার নিকট হইতেই ব্রাহ্মণ বিধি অনুসারে ভূমি-দান গ্রহণ করিবেন। অন্য কেহ এই দান করিতে পারে না ॥ ২

দানের ফললাভ করিতে ইচ্ছুক সকল বর্ণের মানুষই যাহা দান করিতে পারে অথবা বেদে যে দান বর্ণিত আছে, তাহাই আপনি আমার নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বলুন ॥ ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! গো, ভূমি ও সরস্বতী (বিদ্যা) —এই তিনটি সমানফলদায়ী—এই তিন বস্তুই দান করিবার যোগ্য। এই তিনটি বস্তুর দানের ফলও সমান। এই তিনটি বস্তু মনুষ্যগণের সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে ॥ ৪

যে ব্রাহ্মণ নিজের শিষ্যকে বর্ষাব্যাপক ব্রাহ্মী সরস্বতী (বেদবাণী) উপদেশ করেন, তিনি ভূমিদান এবং গোদানের তুল্যই ফলভাগী হন ॥ ৫

এইভাবে গোদানেরও প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহা হইতে দানযোগ্য বস্তু আর কিছুই নাই। যুধিষ্ঠির! গোদানের ফল অন্যত্র অধিকতরই পাওয়া যায় এবং সেই গো সমস্ত অভীষ্ট অর্থের সিদ্ধি প্রদান করেন ॥ ৬

গো সমস্ত প্রাণীরই মাতা তিনি সকলকেই সুখ দান করেন। যে ব্যক্তি নিজের অভ্যুদয় কামনা করে, তাহার নিত্য গো প্রদক্ষিণ করা উচিত ॥ ৭

গো-কে পানের দ্বারা তাড়না করিবে না। তাঁহাদের মধ্য-ভাগ দিয়া গমন করিবে না ইঁহারা যজ্ঞের আধারভূতা দেবী, অতএব সর্বদাই তাঁহাদের পূজা করা উচিত ॥ ৮

দেবতারা যজ্ঞের জন্য ভূমিবর্ষণের সময় বৃষ বা বলদ গো-সকলকে যজ্ঞের দ্বারা প্রেরিত করিতেন। অতএব পূর্বে যজ্ঞের জন্যই বৃষভগণকে লাঙ্গলে যোজিত বা প্রেরিত করা রোতব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহা হইতে নিম্ন বর্ণে বৃষাদিকে যোজিত করা বা যজ্ঞের দ্বারা তাড়না করা নিষ্ফলীয় ॥ ৯

বিদ্বান্ পুরুষের কর্তব্য হইল—যখন গোসকল যজ্ঞসমূহাদিতে বিঘ্নকর হইবেন অথবা কোনও উপদ্রবযুক্ত স্থানে উপস্থিত থাকিবেন, তখন তাঁহাদিগকে উহাতে হইতে দিবে না। যখন গোসকল পিপাসায় পীড়িত হইয়া জলের খাদনায় নিজেও প্রবৃত্ত হইবে, তখন তাঁহারা ক্ষোভপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা যজ্ঞ-যাজকগণের সহিত তাঁহাকে ধ্বংস করিয়া দেন ॥ ১০

বাসমুষ্টিঃ পরস্বে যস্যাৎ সাবৎসরং তু যঃ।
অকৃত্বা ব্রতমাহারং ব্রতং তৎ সার্বকামিকম্ ॥ ১২
স হি পুত্রান্ ধনোপেতাঁল্লভতে চাপ্যবিচক্ষণঃ।
নাশয়ত্যাত্মনশ্চৈব দুঃস্বপ্নং চাপ্যপোহতি ॥ ১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ

কেন্নাঃ কিংলক্ষণা গাবঃ কাংশ্চাপি পরিবর্জয়েৎ
ঈদৃশায়াং প্রদাতব্যা ন দেয়াঃ ঈদৃশায় চ ॥ ১৪

ভীষ্ম উবাচ।

অসদ্বৃত্তায় পাপায় লুব্ধায়ানৃতবাদিনে
হব্যকব্যব্যপেতায় ন দেয়া দৌঃ কথঞ্চন ॥ ১৫
ভিন্নবে বহুপুত্রায় শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে।
দত্ত্বা দশগবং দাতা লোকানাপ্নোত্যনুত্তমান্ ॥ ১৬
যদ্ভৈষ্য বর্ষং কুরুতে তস্য বর্ষফলং যবঃ।
সর্বৈষাং শুভকৃদ্ দাতা তা নিমিত্তং প্রবৃত্তয়ঃ ॥ ১৭
যদ্ভৈষযুৎপাদয়তে যদ্ভৈষব ত্রায়তে ভয়াৎ।
তস্যাশ্চ কুরুতে বৃত্তিং সর্বে তে পিতরস্তৃপ্তাঃ ॥ ১৮

কন্যবং গুরুশুশ্রূষা বর্ততি যাবদ্ বয়ঃ।
অপুত্রস্যাত্র তাবৎ পুত্রা অক্ষয়তিং দদতি ॥ ১৯
যোগক্ষেমনিষ্ঠস্য বহুশ্রুতস্য
প্রজ্ঞানতৃপ্তস্য জিতেন্দ্রিয়স্য।
নিষ্টস্য দান্তস্য বতস্য চৈব
ভূতেষু নিত্যং ত্রিয়বাদিনশ্চ ॥ ২০
যঃ ক্ষুদ্রয়াদ্ বৈ ন বিকর্ম কুর্যা-
ন্মৃদুশ্চ শান্তো হ্রিমিথিপ্রিয়শ্চ
বৃত্তিং দ্বিজায়াভিসৃজেত্ত তস্মৈ
বস্তুন্যভীপ্সন্ সপুত্রবাকঃ ॥ ২১
তত্তে পাত্রে যে গুণা গোপ্রদানে
তাবান্ ধোবো ব্রাহ্মণব্যাপদায়ে।
সর্বাবস্থঃ ব্রাহ্মণব্যাপদায়ো
দায়াদৈষ্যাং দুহতো বর্তনীয়াঃ ॥ ২২
(দ্বিপ্রদায়ে পরহৃত্তে দ্বিপ্রস্বমিচ্ছে তথা।
পতিব্রাহ্মণি শক্তস্তু নমস্তেভ্যো মুহ্যন্ত যঃ।

ঔষধের যোগের নেশন করিলে পর দেবতাগণের মন্দির এবং পিতৃগণের আবাসস্থান পবিত্র হইয়া যায়, ঔষধের অপেক্ষা অধিক পাবন আর কি হইতে পারে? ১১

যে ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত প্রতিদিন ঘাস ভোজন করিবার পূর্বে অন্তত গাভীকে একমুষ্টি ঘাস প্রদান করে, ঔষধ এই ব্রত তাহার সমস্ত কামনারই পূর্ণ করিয়া থাকে। ১২

তিনি সেই ব্রতের ফলে পুত্র ধন, ধন ও সম্পত্তি প্রাপ্ত হন এবং অন্তত কর্ম ও দুঃস্বপ্নকে নাশ করিয়া থাকেন। ১৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! কিরূপ লক্ষণযুক্ত গাভী দান করা উচিত এবং তাহাদের দান পরিত্যাগ করা আবশ্যক? কিরূপ ব্রাহ্মণকে গোদান করা কর্তব্য এবং কিরূপ ব্রাহ্মণকে গোদান করা কর্তব্য নহে? ১৪

ভীষ্ম বলিলেন,- রাজন্! দুষ্টস্বভাবী, পাপী, লোভী, অসত্যবাদী ও বেদবক্ত এবং ব্রাহ্মণধর্মহীন ব্রাহ্মণকে কোন প্রকারেই গোদান করা উচিত নহে। ১৫

যাঁহার বহু পুত্র হইয়াছে, যিনি শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ) ও অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ এবং যিনি গো প্রার্থনা করিবেন, তাঁহাকে দশটি গোদানকারী দাতা উত্তম লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। ১৬

যে ব্যক্তি গোদান এবং করিয়া বর্ষাচরণ করেন, তাঁহার বর্ষের সম্পূর্ণ অংশের একভাগ দাতারও লাভ হয়; তাহা, যে সকলই দাতা গোদানের প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৭

যিনি ভরণপোষণ করেন, যিনি ভয় হইতে রক্ষা করেন এবং জীবিকা দান করেন,—এই তিনজনই হইলেন পিতা। ১৮

গুরুজনগণের সেবা সমস্ত পাপকেই নাশ করিয়া দেয় অতিথির যত্নপূর্বক নাশ করে। তিন পুত্র পুত্রহীনতার দোষ নিবারণ করে এবং দুগ্ধদোহনী সমস্ত গাভী জীবিকার অভাব দূর করিয়া থাকে। ১৯

যিনি যোগক্ষেমী, বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয়, নিষ্ঠ, যমনিয়মযুক্তাত্মা, ব্রতপরায়ণ, সমস্ত প্রাণীর প্রতিই সর্বদা প্রিয়ভাষী, ক্ষুধার ভয়ে যিনি অনুচিত কর্ম করেন না, মৃদু, শান্ত, অক্রিবিদ্রিয়, সকলের প্রতি সমানভাব পোষণকারী এবং স্ত্রী-পুত্রাদি ভরণপোষণে দুক্ত, সেই ব্রাহ্মণের জীবিকার ব্যবস্থা করিবে। ২০-২১

তত্ত পাত্রে গোদান করিলে যে গুণলাভ হয়, তাঁহার অপহরণ করিলে সেইরূপই পাপ হইয়া থাকে। অতএব যে অবস্থাতেই ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করা উচিত নহে এবং তাঁহার স্ত্রীগণের সহিত দূর হইতেই পরিত্যাগ করিতে হয়। ২২

(যেখানে ব্রাহ্মণগণের স্ত্রী অথবা তাঁহাদের ধন অপহৃত

ন পালয়ন্তি চেৎ তস্য হন্তা বৈবস্বতো যমঃ।
নরকান্ ঘোরসংরূপান্ নিত্যং নিরয়তোজ্বো ন মুচ্যতি ॥
তস্মাৎ প্রযত্নঃ পরিত্রাণে পালনে চ মহাত্মভিঃ।
বিপ্রেণ্যেষু বিশেষেণ রক্ষিতেষু ধনেষু বা ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি গোব্রাহ্মণমাহাত্ম্যে
একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯

সেস্থানে পতিত থাকিতে তাঁহারা তাঁহাদের সেই সব হরণ করেন, তাঁহাদের নরকগত। যাহারা তাঁহাদের হরণ করে না, তাহারা বৃষভতুল্য। সূর্যপুত্র যমরাজ এরূপ লোকদিগকে বধ করেন, প্রতিদিন তাহাদের যাতনা দেন, ভর্ৎসনা ও তর্জনা করেন এবং নরক হইতে তাহাদের কখনও মুক্তিলাভ করেন না। এইরূপ গোগণের সংরক্ষণ ও পীড়নে ভক্ত এবং অভক্ত প্রাপ্তি হয়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও গোগণ রক্ষিত হইলে পুণ্য এবং বিনষ্ট হইলে পাপ হয়।)

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে গোব্রাহ্মণমাহাত্ম্যবিষয়ক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রাহ্মণধনাপহরণের প্রত্যবায়াদিবিষয়ে বৃষ্টাক্তরূপেণ রাজ্ঞো নৃগস্যোপাখ্যানম্।]

ঔর্ব উবাচ।

অত্রৈব কীর্ত্যতে সদ্ভির্ব্রাহ্মণস্বাভিমর্শনে।
নৃগেণ সুমহৎ দুঃখং যদবাপ্তং কুরূদ্বহ ॥ ১
নিবেশয়ন্ত্যাং পুরা পার্থ দ্বারবত্যামিতি শ্রুতিঃ
অদৃশ্যত মহাকৃষ্ণসৃগবীরুৎসমাবৃতঃ ॥ ২
প্রবহ্য তত্র দুর্ধর্ষাস্তস্যাং কূপাজ্জলার্থিনঃ
শ্রমেণ মহতা যুক্তাস্তস্মিংস্তোয়ে সুসাবৃতে ॥ ৩
বৃষ্ণয়স্তে মহাত্মানঃ কৃতদারসমন্বিতাঃ।
তস্য তোয়স্যবৃংহণং কুর্বন্তে সর্বতঃ ॥ ৪

প্রপ্রয়েশুর্গণপট্টেন তং যুযুধা পর্বতোপমম্।
নাশকুবন্ সমুদ্ধর্তুং ততো জগ্মুর্মনাগনম্ ॥ ৫
অথাবৃত্যোদপানস্য কৃষ্ণলাসঃ স্থিতো মহান্।
তস্য নাস্তি সমুদ্ধর্ত্তেত্যুতং কৃষ্ণে জগদ্গমম্ ॥ ৬
স বাসুদেবেন সমুদ্ধৃতস্তু
পৃষ্টস্ত কার্য্যং নিজগাদ রাজা।
নৃগস্তদাহ্যস্তানমথো জগদ্গুরুং
পুরাতনং ব্রহ্মসভাভিমন্যুম্ ॥ ৭

সপ্ততিতম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিলে সম্ভাবা হানিবিষয়ে বৃষ্টাক্তরূপে রাজা নৃগের উপাখ্যান।]

ঔর্ব বলিলেন,—কুরুবেষ্ঠ! এবিষয়ে সৎপুরুষগণ এই প্রকার উদাহরণ থাকেন, যদুকুলগণ এক ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিলে পর রাজা নৃগ অতিশয় দুরবস্থা ভোগ করিয়াছিলেন। ১

পার্থ! আমরা শুনিয়াছি, পুরাকালে যখন দ্বারকাপুরী স্থাপিত হইতেছিল, সেই সময় সমানে ঘাস ও লতাসমূহে আবৃত এক বিশাল কূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ২

সেস্থানে নিবাসকারী যদুবংশজাত বালকগণ সেই কূপের জল পান করিবার বাসনায় অতিশয় যত্নসহকারে সেই সব ঘাস ও লতাদি সরাইতে আরম্ভ করিল। এই সময় সেই কূপে আচ্ছাদিত রূপে স্থিত এক বিশালকায় গিরিশৃঙ্গ তাহারা দেখিতে পাইল। ৩-৪

তখন সেই সমস্ত সমস্ত বালকগণ সেই গিরিশৃঙ্গকে উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিল। গিরিশৃঙ্গ যেন পর্বতের ন্যায় বিশাল ছিল। বালকগণ তাহাকে রজ্জু ও চর্মনির্মিত পট্টের দ্বারা বাঁধিয়া তুলিবার জন্য সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাকে তুলিতে পারিল না। যখন তাহারা উহাকে তুলিতে পারিল না, তখন তাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিল। ৫-৬

তাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিল যে,—ভগবন্! এক বিশালকায় গিরিশৃঙ্গ কূপে পতিত আছে, সেই কূপের জলপূর্ণ আকারেতে (উপরিভাগে) সে আবৃত করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু তাহাকে কেহই তুলিতে পারিতেছে না। ৬

ইহা শ্রবণ করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই কূপের পার্শ্বে গমন করিলেন। তিনি সেই গিরিশৃঙ্গকে কূপ হইতে বাহিরে তুলিয়া আনিলেন এবং নিজের পাবন বস্তুস্পর্শে রাজা নৃগকে উদ্ধার করিয়া দিলেন। তাহার পর তাঁহাকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রাজা নৃগ তাঁহাকে নিজের পরিচয় এমন করত

তথা ক্রতাংশ্চ তু তথা মাধব:
তত্তং তুষ্টা তথা তস্মৈ তত্তং ন পাপকম্।
কথং ভবান্ দুর্মতিমাসৃজীং গতো
নরেন্দ্র তদ্ ব্রূহি বিমোহনীয়নম্ ॥ ৮
শতা সহস্রাণি পরাং শতং পুন:
পুন: শতাষ্টশতাবৃত্তানি
তথা পুরা বস্তিতীয় তুক্রম
বৃণ দ্বিজেভ্য: ক তু তত্তথেতি তব ॥ ৯
বৃগুত্তমোঽস্রবীৎ কৃষ্ণ ব্রাহ্মণসাহ্বিতোত্রিম:।
প্রোথিতস্য পরিভ্রষ্টা গৌরেকা মম গোধনে ॥ ১০
পরাং সহস্রে সংখ্যাতা তথা সা পশুপৈর্বয়ম
সা ব্রাহ্মণায় মে দত্তা প্রেত্যার্থমভিকাঙ্ক্ষতা ॥ ১১

অপশ্যং পরিধাবন্তং তাং পরং পুরুষং দ্বিজ:
মমেত্যভিচ চোবাচ ব্রাহ্মণো হৃতা সাধ্বতে ॥ ১২
তাবুভৌ সমনুপ্রাপ্তৌ বিবদন্তৌ তুলজ্বরৌ
ভবান্ দাতা ভবান হন্তেত্যথ তৌ মামবোচতাম্ ॥ ১৩
শতেন শতসংখ্যেন পরাং বিনিময়ে বৈ।
যাচে প্রতিগ্রহীতারং স তু মামব্রবীদিদম্ ॥ ১৪
দেশকালোপপন্নায় হোত্রী বাস্তাগ্নিহোত্রিণে
যাদৃক্ষীংপ্রদা বস্তা মম নিত্যং নিবেশনে ॥ ১৫
কৃতজ্ঞ তদ্বতে সা গৌরম পুত্রমপজনম্।
ন সা শক্যা ময়া দাতুমিত্যুক্তা সা ভবাম ব ॥ ১৬
ততস্তমব্রবং বিপ্রং যাচে বিনিময়ে বৈ
পরাং শতসহস্র ত্বি তৎকৃতে পৃথুবামিতি ॥ ১৭

বলিলেন,—প্রভো! পূর্বজন্মে আমি রাজা বৃগু ছিলাম। আমি সেই জন্মে এক রাজার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলাম। ৭

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাজন্! আপনি ত সর্বদাই পুণ্যকর্ম করিয়াছেন, কখনও পাপকর্ম করেন নাই, তবে আপনার এরূপ দুর্গতি কিজন্যে হইল? বলুন, আপনাকে কেন এরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইল?৮

বৃগু! আমরা শুনিয়াছি যে, আপনি পূর্বকালে ব্রাহ্মণদিগকে এক লক্ষ গো দান করিয়াছেন। পুনরায় দ্বিতীয় বারে আপনি এক শত গো দান করিয়াছেন। তৃতীয় বারে আপনি পুনঃ এক শত গো দান করিয়াছেন এবং চতুর্থ বারে পর্য্যায়ক্রমে এরূপ গো দান চালাইয়া যান, যাহাতে আপনি আশী লক্ষ গো দান করেন (এই ভাবে আপনি সর্বসাকুল্যে একাশী লক্ষ দুই শত গো দান করেন।) আপনার এই সব দানের পুণ্যফল কোথায় যাইল?৯

তখন রাজা বৃগু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—প্রভো! এক পরিব্রাজী ব্রাহ্মণ পরদেশে চলিয়া যান। তাঁহার নিকট একটী গাভী ছিল, সে একদিন নিজের স্থান হইতে পলাইয়া গিয়া আমার গোধনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ১০

সেই সময় আমার গোপালকগণ দানের জন্য প্রার্থিত এক হাজার গোর মধ্যে সেই গাভীকেও সংখ্যায় গণনা করে এবং আমি পরলোকে মনোবাঞ্ছিত ফলের বাসনায় সেই গাভীকেও এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করি। ১১

কিছু দিবের পর যখন সেই ব্রাহ্মণ পরদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি নিজের গাভীকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে যখন সেই গাভীকে অন্যের গৃহে তিনি প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি যাহাকে আমি গো-প্রদান করিয়াছিলাম, সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—এই গাভী ত আমার। ১২

যখন তাঁহারা উভয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারা আমার নিকটে আসেন তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন,—মহারাজ! এই গাভী আপনি আমাকে দান করিয়াছেন, (আর এই ব্রাহ্মণ সেই গাভীকে আমার বলিতেছেন) অতএব বলিলেন—মহারাজ এই গাভী আমায় আপনি ইহাকে অপহরণ করিয়াছেন। ১৩

তখন আমি দানগ্রহণকারী ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনাপূর্বক বলিলাম,—আমি এই গাভীর পরিবর্তে আপনাকে শত হাজার গাভী প্রদান করিব (আপনি ইহাকে তাঁহার গাভী ফিরাইয়া দিন) এরূপ শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন,—মহারাজ এই গাভী সেই কালের অনুরূপ, পূর্ণ দুগ্ধ প্রদান করে, শান্ত, অভিজাত বংশজাতা এবং অন্যান্য সুখাদ্য দুগ্ধ প্রদান করে। বস্তু তাহা যে এই গাভী আমার গৃহে আসিয়াছে, অতএব এই গাভী সর্বদা আমার গৃহে থাকুক। ১৪-১৫

নিজের দুগ্ধের দ্বারা এই গাভী আমার যাজ্ঞিক নিত্য প্রতিদিন পালন করে, অতএব ইহাকে আমি কদাপি দিতে পারিব না। এই কথা বলিয়া তিনি সেই গাভীকে লইয়া চলিয়া যাইলেন। ১৬

তখন আমি অন্য ব্রাহ্মণের নিকট প্রার্থনা করিলাম,—তখন

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ন রাজ্যং প্রতিগৃহ্নামি নক্ষত্রেষ্বেহ যদ্য মার্গণে।
সৈব মে ধীরতা নিত্যং মনোস্তু মধুসূদন ॥ ১৮

ক্ষুধয়াবসাদ্য দেহো হ্যতস্যান্নবাংস্তথা
ন ত্রয়াহ্ যদ্যে চাপি তথা স ব্রাহ্মণর্ষভঃ ॥ ১৯

এতস্মিন্নেব কালে তু চোদিতঃ কালধর্মণা।
পিতৃলোকময়ং প্রাপ্য ধর্মরাজমুপাগমম্ ॥ ২০

ধর্মস্তু পূজয়িত্বা মাং ততো বচনমব্রবীৎ।
মাস্তঃ সংখ্যায়তে রাজংস্তব পুণ্যস্য কর্মণঃ ॥ ২১

অস্তি চৈব কৃতং পাপমজ্ঞানাৎ তদপি ত্বয়া
চরন্ত পাপং পশ্চাদ্ বা পূর্বং বা তদ্ ব্রবীহ্যনি ॥ ২২

উক্তবান্মীতি চোক্তঃ তে প্রতিজ্ঞা চানৃতা তব
ব্রাহ্মণস্যা চায়ন্ত ইতি বিবৃতস্তু ব্যতিক্রমঃ ॥ ২৩

ইহার পরিবর্তে আপনি আমার নিকট হইতে এক লক্ষ গাভী গ্রহণ করুন। ১৭

মধুসূদন! তখন সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন—আমি রাজ্যের দান গ্রহণ করি না। আমি নিজের জন্য ধন উপার্জন করিতে সমর্থ। আপনি আমাকে আমার সেই গাভী সদ্য আনাইয়া দিন। ১৮

আমি তখন সেই ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ, রৌপ্য, হয় ও অশ্ব—এই সব কিছুই দান করিতে চাহিলাম, কিন্তু সেই উত্তম ব্রাহ্মণ আমাকে আর কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ নীরবে চলিয়া গেলেন। ১৯

ইহার মধ্যে আমি কালের প্রেরণায় মৃত্যুগ্রস্ত হইলাম এবং পিতৃলোকে যাইয়া ধর্মরাজের নিকটে গমন করিলাম। ২০

ধর্মরাজ আমাকে আদর সংকার করিয়া এই কথা বলিলেন—রাজন্! তোমার পুণ্য-কর্মের কোনও সংখ্যা করা যায় না, কিন্তু না জানিয়া তুমি এক পাপকর্মও করিয়াছ সেই পাপকে তুমি পরে ভোগ করিবে, অথবা অগ্রে ভোগ করিবে? তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। ২১

নিজের প্রশংসার বশবর্তী হইয়া তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের গাভী হারাইয়া যাওয়ায় তোমার সেই প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণের ধন কূটকৌশলে অপহরণ করিয়াছ। এইভাবে তোমার দুই প্রকার পাপ হইয়াছে। ২৩

পূর্বং কৃষ্ণঃ চরিত্বেহ্যং পশ্চাচ্ছুক্লমিতি প্রভো
ধর্মরাজ ব্রুবন্নেবং পতিতোঽস্মি মহীতলে ॥ ২৪

অথোহং পতিতশ্চাহং যমদূতৈশ্চ প্রতাড়িতঃ
বাসুদেবেতি সম্ভ্রান্তো ভবিতা তে জনার্দনঃ ॥ ২৫

পূর্ণে বর্ষসহস্রান্তে ক্ষীণে কর্মণি দুষ্কৃতে।
প্রাপ্যসে শাশ্বতান্ লোকান্ খেনৈব কর্মণা ॥ ২৬

পূর্ণেঽহস্তানময়ঃ ঈর্ষণস্তুং পতিষ্যসি হ
তির্যগ্যোনিমনুপ্রাপ্তঃ ন চ মামবহাস্যসি ॥ ২৭

ত্বয়া তু ভারিতোঽস্যাহং কিমন্যত্ত্বপোবলাৎ।
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ গচ্ছেয়ং দিবমদ্য বৈ ॥ ২৮

অনুজ্ঞাতঃ স কৃষ্ণেন নমস্কৃত্য জনার্দনম্
দিব্যমাস্থায় পদ্মানং যযৌ দিবমরিন্দমঃ ॥ ২৯

ততস্তস্মিন্ দিবং যাতে নৃসে তত্ত্বতত্ত্ববিৎ
বাসুদেবে ইমং শ্লোকং জগাদ কুরুনন্দন ॥ ৩০

তখন আমি ধর্মরাজকে বলিলাম—প্রভো! আমি প্রথমে পাপভোগই করিব। তাহার পর পুণ্য উপভোগ করিব। এই কথা বলিতেই আমি ভূতলে পতিত হইলাম। ২৪

পতিত হইবার সময়ে উচ্চৈঃস্বরে ভয়বশে যমরাজের এই কথা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাহার পর পুণ্য ও পাপকর্মের ভোগ সমাপ্ত হইলে। সেই সময় জনার্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিবেন এবং তুমি নিজের পুণ্য কর্মের প্রভাবে প্রাপ্ত সনাতন লোকে গমন করিবে। ২৫-২৬

কৃমি পতিত হইলে পর আমি বেবিলাম, আমার তির্যগ্-যোনি (সিংহাদির দেহ) লাভ হইয়াছে এবং আমার মস্তক নীচের দিকে রহিয়াছে এই জন্যই আমার পূর্ব জন্মের স্মরণশক্তি আমাকে ত্যাগ করে নাই। ২৭

হে কৃষ্ণ! আজ আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে আপনার তপোবল ব্যতীত আর কি কারণ থাকিতে পারে? এখন আমাকে অনুমতি করুন, আমি স্বর্গলোকে গমন করি॥ ২৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন এবং সেই পরমপুরুষ নরেশ জনার্দনকে প্রণাম করিয়া দিব্য যান অবলম্বন করত স্বর্গে চলিয়া যাইলেন। ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! কুরুনন্দন! রাজা বৃষ স্বর্গলোকে চলিয়া যাইলে পর বাসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোক গান করিয়াছিলেন॥ ৩০

ব্রাহ্মণস্বং ন হর্ত্তব্যং পুরুষেণ বিজানতা।
ব্রাহ্মণস্বং হৃতং হন্তি নৃগং ব্রাহ্মণগৌরিব। ৩১
সভায়াং সমাগম্য সন্নিধৌ ফল্গু পার্থ বিদ্যতে।
বিমুক্তং নরকাৎ পশ্য নৃগং সাধুসমাগমাৎ। ৩২
প্রদানফলবৎ তত্র ভোক্তৃত্বং তথাফলম্।
অপচারাৎ গবাং তস্মাদ্ বর্ত্ততে যুধিষ্ঠির। ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি নৃগোপাখ্যানে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭০

জানবান্ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করা উচিত নয়। অপহৃত ধন অপহরণকারীকে সেইভাবে নাশ করিয়া থাকে, যেরূপ ব্রাহ্মণের গো তাহা নৃগের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। ৩১

যুধিষ্ঠির! গোদান করিলে যেরূপ উত্তম ফল লাভ হয়, সেই রূপই গোহরণের ভোগ করিলে অত্যন্ত দুষ্কর ভোগ করিতে হয়। সেইজন্য গোধনকে কখনও কষ্ট দান করা উচিত নয়। ৩২-৩৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে নৃগের উপাখ্যানবিষয়ক সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥

[পিতৃভক্তিপ্রসঙ্গে নাচিকেতের যমরাজসমীপে গমনম্, যমরাজের নাচিকেতসম্মুখে মোক্ষবিষয়বর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দত্তানাং ফলসম্প্রাপ্তিঃ গবাং ব্রূহি মহেশ্বর।
বিস্তরেণ মহাবাহো ন হি তৃপ্যামি কথ্যতাম্। ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
ঔদ্দালকস্য সংবাদং নাচিকেতস্য চোভয়োঃ। ২
ঔদ্দালকিরিতি খ্যাতো নাচিকেত ইতি শ্রুতঃ।
ত্বং মামুপচরস্বেতি নাচিকেতমভাষত। ৩

সমাপ্তে বিভবে তস্মিন্ মহর্ষিঃ পুত্রমব্রবীৎ।
ঔদ্দালকির্মহাতেজা ব্যাধ্যাভিরতক্ষ চ। ৪
ইষ্ট্বা দত্ত্বা সুবহুসঃ ফলসম্প্রাপ্তিভোজনম্
বিশ্বজিৎ যে তথাযাস্ত নদীতীরাদিবারজ। ৫
গচ্ছানবাপ্য তৎ সর্বং নদীবৈতরসাদ্ভুতম্।
ন পশ্যামি তথিত্যেবং পিতরং সোঽব্রবীদ্ মুনিঃ। ৬
ত্বংপিপাসাত্রয়াবিষ্টো মুনিরুদ্দালকস্তদা।
যথা পশ্যেতি তং পুত্রমব্রবীৎ স মহাতপাঃ। ৭

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[পিতার অভিশাপে নাচিকেতের যমরাজের নিকট গমন এবং যমরাজ কর্ত্তৃক নাচিকেতের সম্মুখে মোক্ষ বর্ণিত হওয়া বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—নিষ্পাপ মহাবাহো! গোদানের দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তাহা আমাকে পরিষ্কারে বলুন। আপনার বহুনামযুক্ত শুনিতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না, সেইজন্য এখন আরও বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এবিষয়ে বিজ্ঞ পুরাবিদ্ উদ্দালক ঋষি ও নাচিকেত এই উভয়ের সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

এক সময় উদ্দালক ঋষি যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করত নিজের পুত্র নাচিকেতকে বলিলেন—তুমি আমার সেবায় নিযুক্ত থাক। ৩

সেই যজ্ঞে নিয়ম পূর্ণ হইয়া যাইলে পর মহর্ষি নিজের পুত্রকে বলিলেন,—পুত্র! আমি সমিধ, ঘৃত, পুষ্প, জলের কলস এবং প্রচুর ভোজনসামগ্রী ফল-মূলাদি—এই সব সংগ্রহ করিয়া নদীর তীরে রাখিয়া দিয়া স্নান ও বেদপাঠ করিতে আসিয়া ছিলাম, তাহার পর সেই সব বস্তু ধূলিসাৎ দিয়া আমি এখানে চলিয়া আসিয়াছি। এখন তুমি নদীর তীরে গিয়া সেই সব বস্তু এখন আনয়ন কর। ৪-৬

নাচিকেত যখন সেখানে যাইলেন, তখন তিনি সেখানে কিছুই পাইলেন না। সমস্ত বস্তুই নদীর জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। নাচিকেত মুনি ফিরিয়া আসিলেন এবং পিতাকে বলিলেন—আমি সেই সব বস্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ৭

মহাতপস্বী উদ্দালক মুনি সেই সময় ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন, অতএব তিনি রুষ্ট হইয়া বলিলেন

তথা ন পিত্রাভিহতো বাগ্‌ভিরেন কৃতাঞ্জলিঃ
প্রসীদেতি ত্রয়স্ত্রয়ের গতসত্ত্বোঽপতদ্ ভুবি ॥ ৮

নাচিকেতা পিতা দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমিমূর্জিতঃ।
কিং ময়া কৃতমিত্যুক্ত্বা বিললাপ সুদীনবৎ ॥ ৯

তত্র দুঃখপরীতস্য স্মৃত্বা পুত্রমুবাচহ।
গাথীতং তত্ত্বয়ৈবেদং সা চোক্তা তত্র দেবতা ॥ ১০

পিত্রোপাত্তপ্রপাপানে নাচিকেতঃ কৃতব্রতঃ।
প্রাপ্তবানক্ষয়ান্ লোকান্ যত্র নাস্তি পুনর্মৃতম্ ॥ ১১

ন পর্য্যপৃচ্ছত্ তং পুত্রং ভীতঃ পর্য্যাগতং পুনঃ।
বিত্তৈর্যোনিঃ সমাহিতো ভীতস্তত্ত্বমিবোদ্বিজন্ ॥ ১২

অতি পুত্র হিতা লোকাঃ শুশ্রূষাতে যেন তর্পণা
ইষ্টা চাপি পুনঃ প্রাপ্তো ন হি তে মানুষং বপুঃ ॥ ১৩

প্রত্যক্ষদর্শী সর্বস্য পিত্রা পৃষ্টো মহাত্মনা
ন তাং বার্ত্তাং পিতুর্মেধে মহর্ষীণাং শুশ্রুবেহ ॥ ১৪

পরে। এই সব ঋষি দেখিতে পাইবে কেন? বাপ, বয়রাজকে দেখ। এই ভাবে তিনি পুত্রকে শাপ দিলেন। ৭

পিতার বাক্যবজ্রে পীড়িত নাচিকেত কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতাকে বলিলেন,—প্রভো! আপনি প্রসন্ন হন। এই কথা বলিতে বলিতেই তিনি প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ৮

নাচিকেতকে ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া তাঁহার পিতাও দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং 'অহো! আমি একি করিলাম' এই কথা বলিয়া তিনিও ভূতলে পতিত হইলেন। ৯

দুঃখবশ এবং বারংবার নিজের পুত্রের জন্য শোক করিতে করিতেই সেই মহর্ষির অবশিষ্ট তিনটান অতিক্রান্ত হইল এবং তাঁহাকে হাতিতে আসিয়া অতিবাহিত হইল। ১০

যুধিষ্ঠির! দুঃখের আগমনে পতিত নাচিকেত পিতার অঙ্গ-বাতাস প্রাপ্তিত হইয়া সেইস্থানে কিছু শান্তিত হইলেন, যেহেতু ঋষির অঙ্গে নিজ হইয়া তাঁর পাতনকল পুনরায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। ১১

মহর্ষির সেই পুত্র নিকট হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, যেন তিনি নিদ্রা ভঙ্গ হইলে জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার দেহ তখন দিব্য সুগন্ধে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই সময় ঊষাদেবি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১২

পুত্র! তুমি কি নিজের কর্মের দ্বারা ভঙ্গ লোকসকল জয় করিয়াছ? আমার সৌভাগ্যেই তুমি পুনরায় এখানে আসিয়াছ। তোমার এই দেহ মানুষের নহে—দিব্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৩

দুর্মদ তত্ত্বজ্ঞানবানাত্ত যাতো
ত্বয়া বিশালা ঋচিরপ্রভাবাম্
বৈবস্বতীং প্রাপ্য সভামসক্তং
সহপ্রশো বোজনহেমভাসম্ ॥ ১৫

দৃষ্ট্বৈব মামভিমুখমাপতন্তং
দেহীতি স ত্রাসনমাদিশেন।
বৈবস্বতোঽথ্যাভিহিতস্ত্বয়েন্দ্র
তবংকৃতে পুজয়ামাস মাং সঃ ॥ ১৬

তত্তত্ত্বয়া তং মনসৈবমোঢ়ং
মৃতঃ সদৌম্যাভিপূজ্যমানঃ।
প্রাপ্তোঽসি তে বিষয়ং বর্ধমান
লোকানর্হো যানয়া তান্ বিষহ্য ॥ ১৭

যদোঽহমগ্রবীত্তাং ন মৃতোঽসি সৌম্য
যমং পশ্যেত্যাহ স ত্বাং তদানীং
পিতা প্রণীতাগ্নিসমানতেজা
ন তদ্ধ্যমৃতং বিপ্র কর্তুম্ ॥ ১৮

নিজের মহাত্মা পিতা এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পর পরলোকের সকল বিষয় প্রত্যক্ষদর্শনকারী নাচিকেত মহর্ষিগণের মধ্যে পিতাকে সেখানের সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ১৪

পিতঃ! আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য এখান হইতে অতি সত্বর প্রস্থিত হইলাম এবং মনোহর কান্তিযুক্ত ও প্রভাবযুক্ত বিমান যম-পুরীতে উপস্থিত হইয়া সেখানের সভা দর্শন করিলাম, যাহা সূর্যকুল্য তুল্য প্রভায় দেদীপ্যমান হইতেছিল তাহার দ্যুতি সহস্র যোজন দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৫

আমাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়াই বিবস্বান্ (সূর্য)-পুত্র যম নিজের সেবকগণকে আজ্ঞা করিলেন—'ইহাকে লইয়া এস'। তিনি আপনার ভক্ত বলিয়াই পূজা সহকারে উপচারসমূহের দ্বারা বরাবর আমার পূজা করিলেন। ১৬

তখন সকল সময়ে পরিতুষ্ট তাঁহার দ্বারা পূজিত হইয়ে আমি বৈবস্বত যমকে ধীরে ধীরে বলিলাম—বরাজ! আমি আপনার রাজ্যে আসিয়াছি, আমি যে লোকে যাইবার যোগ্য, সেই লোকে যাইবার জন্য আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। ১৭

তখন যমরাজ আমাকে বলিলেন,- সৌম্য! তুমি মৃত নও। তোমার জনকী পিতা এই কথাই বলিয়াছেন যে, তুমি যমরাজকে দর্শন কর। বিপ্রবর! সেই তোমার পিতা প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী। তাঁহার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। ১৮

পৃষ্টেঽধ্বং প্রতিগচ্ছন্তু তাত
শোচন্ত্যাসৌ তব দেবসূ কৃত্তা
সদ্যানি কিং ত্বাপি মনঃপ্রতীত-
শ্চিত্তাভিখেদেন ক্ষয়ান বৃদীষ। ১৯
তেনৈবমুক্তস্তনয়ং প্রত্যুবাচঃ
প্রাপ্তোঽস্মি তে বিষয়ং তুনিবর্ত্তাম্।
ইচ্ছাময়ঃ পুণ্যকৃতাঃ সদ্বৃত্তান্
লোকান্ ব্রজৈর যদি তেঽহং বরাহঃ। ২০
যাবাং সমাদোপ্য তু মাং স যেবো
বাবৈর্যুক্তং শুভ্রকং তাদৃশং তং
সম্পর্শয়ামাস তদাত্মলোকান্
সর্বাংস্তথা পুণ্যকৃতাংশ্চ বিপ্রেন্দ্র। ২১
অপশ্যং তত্র বেশ্মানি তৈজসানি মহাত্মনাম্।
নানাসংস্থানরূপাণি সর্বরত্নময়ানি চ। ২২
ব্রহ্মণ্ডলণ্ডলাভানি বিভিন্নীলাদলবন্তি চ।

অনেকশতভৌমানি সাম্ভর্জলবনানি চ। ২৩
বৈদূর্য্যার্কপ্রভাণ্যন্যে রূপাকরময়ানি চ।
তত্রপানিত্যবর্ণানি স্থাবরাণি চরাণি চ। ২৪
উদ্যানোদ্যানসংস্থান্ শৈলান্ বাসাংসি সর্বশঃ।
সর্বকামফলাংশ্চৈব বৃক্ষান্ তত্রবসংস্থিতান্। ২৫
নদ্যো বাপ্যঃ সভা বাপ্যো বীথিকাশ্চৈব সর্বশঃ
ঘোষবন্তি চ যানানি যুক্তানশ্চ সহস্রশঃ। ২৬
কীর্তয়ন্তো বৈ সস্থিতো গিরীংস্ত
সপিণ্ডতা বিমলং চাপি তোয়ম্।
বৈবস্বতস্যানুভবাংস্ত বেশ্মা-
নদৃষ্টপূর্বান্ সুমহন্মনোজ্ঞম্। ২৭
সর্বান্ দৃষ্ট্বা তত্রবং ধর্মরাজ-
মবোচং বৈ প্রভবিষ্ণুং পুরাণম্।
কীর্তয়ন্তো: সপিণ্ডাশ্চৈব নদ্যা
শব্দং-শ্রোতঃ: তস্য তোজ্যাঃ প্রতিষ্টাঃ। ২৮

ভাত! এখন তুমি আমাকে দর্শন করিয়াছ, অতএব ইহার পর ফিরিয়া যাও। তোমার দেবের গর্ভা সেই তোমার পিতা শোকসম হইতেছেন বৎস তুমি আমার প্রিয় অতিথি, অতএব আমি তোমার কোন্ মনোরথ পূর্ণ করিব? তোমার যে যে বস্তুর জন্য বাসনা আছে, সেই সেই বস্তু তুমি প্রার্থনা কর।১৯

তিনি কথা বলিলে পর আমি তাঁহাকে এই উত্তর করিলাম:- ভগবন্! আমি আপনার সেই স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি, যেখান হইতে ফিরিয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। যদি আমি আপনার দৃষ্টিতে বরলাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হই, তবে পুণ্যাত্মা পুরুষদিগের প্রাপ্য সদ্বিদ্যাবী লোকসমূহ আমি দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ২০

দ্বিজেন্দ্র! তখন বর-দেবতা বাহনসমূহে যোজিত উত্তম প্রভাযুক্ত তেজস্বী রথে আমাকে উপবেশন করাইয়া পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্য নিজের স্থানের সমস্ত লোকসমূহ আমাকে দর্শন করাইলেন। ২১

তখন আমি মহাত্মা পুরুষদিগের প্রাপ্য সেস্থানের তেজোময় ভূবনসমূহ দর্শন করিলাম। তাহাদের তল, বর্ণ ও আকার অনেক প্রকারের ছিল। সেই সমস্ত ভবনের সর্বপ্রকার রত্নসমূহের দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছে। ২২

বহু বৃক্ষ ব্রহ্মকমলের সমান উজ্জ্বল ছিল। বহুর মধ্যে কৃষ্ণ বর্ণবিশিষ্ট তাল (তালের) সদৃশোজ্জ্বল ছিল সেই সমস্ত ভবন অনেক শত শত তল ও তল ছিল উহাদের মধ্যে জলাশয় ও বন উপবন শোভা পাইতেছিল বহু বৃক্ষের প্রভাব নীলমণিরা পূর্ণাকৃতা ছিল বহু বৃক্ষ রত্নের ও বাপীর দ্বারা নির্মিত ছিল অনেক বৃক্ষের বর্ণ আমার প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। উহাদের মধ্যে বহু ভবন স্থাবর (একস্থানে স্থিতিশীল) ও বহু ভবন ইচ্ছানুসারে বিচরণশীল ছিল। ২৩-২৪

এই সব ভবনে ভক্ষ্য ও ভোজ্য পরমসুস্বাদু পর্যাপ্তভাবে রাশি বিদ্যমান আছে। বহু ও পর্বতসমূহ, উদ্যান পরিপূর্ণ ছিল এবং সর্ব-বিধ মনোরঞ্জিত ফল প্রদানকারী বহু বৃক্ষ সেই সব বৃক্ষের শোভার মধ্যে রহিয়াছে। ২৫

সেই সব দিব্যালোকে বহু নদী, বীথি (রাজায়) সভাসমূহ বাপী, কূপী এবং সংঘোজিত, প্রস্তুত ও পথাযমান সহস্র সহস্র যান আমি সর্বদিকে বিদ্যমান থাকিতে দেখিলাম।২৬

আমি বৃক্ষপ্রবাহিতকারিণী বহু নদী, পর্বত ও বৃক্ষ এবং বিশ্ব সমস্ত দেখিয়াছি এবং আমি বরদাতাকে সত্যবচিকল্পে পূর্বে আসায় বহু প্রবেশও বর্ণন করিয়াছি।।২৭

সেই সব বর্ণন করিয়া আমি প্রভাবশালী পুরাতন বেদা ধর্মরাজকে বলিলাম, প্রভো! এই যে বৃক্ষ ও বৃক্ষের নদীসমূহ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদের স্রোত ভগবন্ত তব বা না, এই।

অযোগ্যেভ্যশ্চ বিধিজ্ঞো ভোজ্যান্যুপহরেত্তদা
যে দাতারঃ সাধবো যোগ্যসংজ্ঞাঃ।
অন্তে লোকাঃ শাশ্বতা যীতমোহৈঃ
সন্যাকীর্ণা যোগ্যদানে বতানাম্ ॥ ২৯
ন হ্যেতাসাং দানমাত্রং প্রশস্তং
পাত্রং কাল্যো বেদিশেষো বিধিশ্চ
জ্ঞাত্বা দেয়ং বিপ্র সর্বাস্তরং বি
দুঃখং জ্ঞাত্বা পাবকাদিত্যবৃত্তম্ ॥ ৩০
বাধ্যায়বান্ যোগিজাতঃ তপস্বী
বৈতানস্থো ব্রাহ্মণঃ পাত্রমাসাম্
কৃত্স্নোৎপন্নাঃ সোমবাজ্যাগরাজ্ঞ
দ্বারৈরেভির্যোগিবেদাঃ প্রশস্তাঃ ॥৩১
ত্রিভো রাত্র্যাস্ত্রিভিরেবাপ্ত মূলৈ
তৃপ্তা গাবস্তর্পিতেভ্যঃ প্রদেয়াঃ।
বৎসৈঃ শ্রীতাঃ সুপ্রজাঃ সোপচারা-
দ্যাত্বা দত্ত্বা লোকসর্বাস্তিনাম্ ॥ ৩২

দত্ত্বা যেত্বঃ পুত্রবত্যঃ কাংসাদোহাঃ
কল্যাণবৎসোপলাদিনীশ্চ
বাবন্তি রোমাণি ভবন্তি তস্য-
স্তাবদ্ বর্ষাণ্যাপ্লুতে স্বর্গলোকম্ ॥ ৩৩
ভবানড্বাহং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদায়
দান্তং ধূর্যং বলবন্তং যুবানম্।
কুলানুভাব্যং বীর্য্যবন্তং বৃহন্তং
ভুঙ্‌ক্তে লোকান্ সন্মিতান্ যেমুষস্য ॥৩৪
সোমু জাত্বা গোপ্রদানং কৃতজ্ঞং
বৃদ্ধিপ্রাপ্তং তাদৃশং পাত্রমাহুঃ।
যুদ্ধে প্রাণে সংশয়ে বা হোরাত্রে
কৃত্স্নার্থং বা যোগমাহুস্তোঃ প্রশস্ত্যাম্ ॥ ৩৫
অর্ধার্থং বা বালদুষ্টাভিজগ্ধা
গাং বৈ দাত্তা বেদকালোঽবিশিষ্টঃ।
অন্যুর্জাতাঃ সক্তবস্তানলস্তাঃ
প্রাপ্তক্রীতা নির্দিশং যৌতকান্ত ॥ ৩৬

ভাহারা উপভোগ করেন—তাঁহাদের উপভোগের জন্য বিধি রহিয়াছে? ২৮

বরাহ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তুমি এই সব নদীকে সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের উপভোগযোগ্য বলিয়া জানিও, যাঁহারা যোগম (যে দুহাবি) দান করেন। যাঁহারা যোগদান ব্রত রাখেন, সেই পুণ্যাত্মাগণের জন্য অন্য লোকসকল আছে, যে সব স্থান দুগ্ধ-গোরসহিত পুণ্যাত্মগণের দ্বারা পরিপূর্ণ। ২৯

বিপ্রবর! কেবল যোগবলের দানমাত্রই প্রশস্ত নহে, তদুপরি ব্রাহ্মণ, উত্তম সময়, বিধিই যোগ এবং দানের সর্বোত্তম বিধি—এই সব বিষয় জানিয়াই যোগদান করা কর্তব্য। যোগবলের দ্বারা পরলোকের যে জ্ঞাতব্য আছে, তাহা জানা অগ্নিদেব অগ্নির অর্থাৎ এবং অগ্নি ও সূর্য্যকুল্য তেজস্বী পাত্রও জানা সহজসাধ্য নহে। ৩০

যে ব্রাহ্মণ বেদের স্বাধ্যায়ে তৎপর, অগ্নিহোত্র তপস্বী এবং বৈতানস্থানে নিরত, তিনিই যোগদান গ্রহণ করিবার সর্বোত্তম পাত্র। ইহা ব্যতীত যে সব ব্রাহ্মণ দুগ্ধদোহক ও পরিবারবর্গের পুষ্টির জন্য যোগার্থী হইয়া আসিবেন, তাঁহারাও দানের উত্তম পাত্র। এই সব যুগোগ্য পাত্রকে নির্দিষ্ট করিয়া দানে প্রবৃত্ত হইলে যোগফল উত্তম বলিয়া কথিত হয়। ৩১

তিন রাত্রি পর্যন্ত উপবাস করিয়া কেবল জলপান করত থাকিলে পরে করিয়া থাকিতে হয়। তাহার পর যোগফলকে ভোজনাদি দ্বারা তৃপ্ত করাইয়া ব্রাহ্মণদের দান করিতে হয়। সেই সব গাভী বৎসের সহিত প্রশস্ত থাকিবে, সুন্দর বৎস প্রদান করিবে এবং অন্যান্য আবশ্যক সাজসরঞ্জামযুক্ত থাকিবে। এই ভাবে যোগদান করিয়া তিনদিন কেবল যোগদান আহার করিতে হইবে। ৩২

উত্তমবৎস-বিশিষ্টা, শ্রেষ্ঠ বৎসবতী এবং অনেকদোহনা দুগ্ধবতী গাভীকে কাংস্য নির্মিত দুগ্ধ দোহন পাত্রসহ দান করিয়া সেই গাভীর দেহে যত লোম আছে, ততবর্ষকাল দাতা স্বর্গলোকে সুখভোগ করেন। ৩৩

এইরূপ ভাবনাকে নিকট দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে, যে ভাববহনে সমর্থ, বলবান, যুবা, কুলবংশের ভারবহনে ক্ষমতাপন্না যোগ্য, সদ্ভাবসম্পন্ন ও দৃঢ়কায়ত্ব বৃষ (বা বলদ) ব্রাহ্মণদানে যিনি দান করেন, তিনিও দুগ্ধবতী গাভী দানকারীর তুল্যই উত্তম লোকসমূহ উপভোগ করেন। ৩৪

যিনি যোগদানের প্রতি কৃতজ্ঞতাশীল, তাঁহাদের ইচ্ছা করিতে সমর্থ, কৃতজ্ঞ ও ভারবাহকারী, এরূপ ব্রাহ্মণ যোগদানের উত্তম পাত্র বলিয়া জ্ঞানিগণ অভিহিত করিয়া থাকেন। যিনি বৃদ্ধ, যোগী বলিয়া পথ ভোজন করাইয়াছেন, দুর্ভিক্ষাদির জন্য বিপ্লব, কোন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী কিংবা যাহার জন্য ভোজের আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে, যোগের জন্য যাহার দানের ইচ্ছা থাকিবে

নাচিকেত উবাচ

শ্রুত্বা বৈবস্বতবচস্তমহং পুনরব্রুবম্
অভাবে গোপ্রদাতৃণাং কথং লোকান্ বি গচ্ছতি ।৩৭
ততোঽব্রবীদ্ যমো ধীমান্ গোপ্রদানপরাং গতিম্
গোপ্রদানানুকল্পাং তু গাবস্তত্র সন্তি গোপ্রদাঃ ।৩৮
অলাভে যো গবাং দদ্যাদ্ ঘৃতধেনূঃ যতব্রতঃ ।
তসৌতা ঘৃতবাহিন্যঃ কল্পন্তে বৎসলা ইব ।৩৯
ঘৃতলাভে তু যো দদ্যাৎ তিলধেনূঃ যতব্রতঃ ।
স দুর্গাং তারিতো বেদ্যা ক্ষীরনদ্যাঃ প্রমোদতে ।৪০
তিলালাভে তু যো দদ্যাজ্জলধেনূঃ যতব্রতঃ
স কামপ্রবহাঃ শীতাঃ নদীমেতাম্যপাপ্নুতে ।৪১
এবমেতানি যে তত্র ধর্মযাতো সুদর্শনং ।
দৃষ্ট্বা চ পরমং হর্ষমবাপন্নরকচ্যুত ।৪২

নিবেদয়ে চাত্মনিঃ প্রিয়া তে
ঊর্জস্করীনন্তধনপ্রচারঃ
প্রাপ্তো ময়া তাত স যৎপ্রসূতঃ
প্রপৎস্যতে বেদবিধিপ্রবৃত্তঃ ।৪৩
শাপো হ্যয়ং তপতোঽনুগ্রহার্থং
প্রাপ্তো ময়া সত্র দৃষ্টো যমো বৈ
দানব্যুষ্টিং তত্র দৃষ্ট্বা মহান্তং
নিঃসন্দিহান্ দানবরাংশ্চরিষ্যে ।৪৪
ইত্যুক্ত ধামন্তরাদ্ ধর্মরাজঃ
পুনঃ পুনঃ সম্প্রহৃষ্টো নরর্ষে
দানেন যঃ প্রাপ্তবানুক্ত লোকে
বিশেষতো গোপ্রদানেন কুর্যাৎ ৪৫

অথবা পূর্বে ঐ সন্তানসন্ততি থাকিবে বা ওরূপ কন্যা লাভ করিতে হইবে কিংবা বাজনের পুষ্টির জন্য গোদুগ্ধের প্রয়োজন হইবে, এরূপ ব্যক্তিকে এরূপভাবে অবস্থার পোলানের জন্য সাধারণ দেশ-কাল স্থীকৃত হইয়াছে (এরূপ অবস্থার দেশ-কালের বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই)। যে গো-দানকের বিশেষ ভেদ জানা গিয়াছে, যাহাদের ক্রয় করা হইয়াছে অথবা জ্ঞানের পুরস্কারস্বরূপ লাভ হইয়াছে, কিংবা প্রাণিগণের পরিবর্তন করিয়া ক্রয় করা হইয়াছে বা ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে অথবা যৌতুকস্বরূপে প্রাপ্তি হইয়াছে, এরূপ গো-দানকই দানের সঙ্গে উত্তম বলিয়া কথিত হয়। ৩৫-৩৬

নাচিকেত বলিলেন,— পূর্বাপুত্র যমের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ভগবন্! যদি অভাববশতঃ কেহ গো-দান করিতে না পারেন, তবে তিনি গো-প্রদানকারীর গো-দানের ফল কিভাবে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন? ৩৭

ভগবন্ত জ্ঞানবান্ বরদাতা গো-দান-সম্বন্ধী গতি ও গো-দানের তুল্য ফলপ্রদ দানের বর্ণনা করিলেন, যজ্ঞমানের গো-বাতীতও যাহার গো-দানকারী হইতে পারে। ৩৮

যে ব্যক্তি গোর অভাবে সংযত-নিয়মপরায়ণ হইয়া 'ঘৃত ধেনু' দান করিবেন, তাঁহার জন্য এই সকল ঘৃতবাহিনী নদী বৎসবৎসলা গাভীর ন্যায় ঘৃত বহন করে। ৩৯

ঘৃতের অভাবে যে ব্যক্তি সংযতচিত্তে যুক্ত হইয়া 'তিলধেনু' দান করিবেন, তিনিও এই ধেনুর দ্বারা সহজে হইতে উত্তীর্ণ লাভ করত দুর্গ নদীতে আনন্দ উপভোগ করেন। ৪০

তিলের অভাবে যে ব্যক্তি ব্রতনিষ্ঠ ও নিয়মনিষ্ঠ হইয়া 'জলধেনু' দান করিবেন, তিনি অতীব বহুল তিনি এই উত্তম নদীর নিকটে থাকিয়া সুখ ভোগ করেন। ৪১

ধর্ম হইতে অবিচ্যুতি কথা: এইরূপে ধর্মরাজ আমাকে সেখানে এই সব স্থান দর্শন করাইয়াছেন এই সব দেখিয়া আমি অত্যন্ত হর্ষ লাভ করিয়াছি। ৪২

তাত! আমি আপনার জন্য এই স্থির বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছি যে, আমি সেখানে অতি অল্প ধনের দ্বারা বিশাল যোদ্ধা এই গো-দানকে সর্বোত্তম ফল হইয়াছি। তাতা এ জন্যে বেদবিধি অনুসারে আমার নিকট হইতে প্রকাশিত হইয়া সর্বত্র প্রচলিত হইবে। ৪৩

আপনি যে আমাকে শাপ দিয়াছিলেন, তাহাতে আমার উপর আপনার অনুগ্রহই প্রকাশ হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে উহাতে আমি আপনার অনুগ্রহই প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহার দ্বারা আমি যমলোকে গমন করত সেখানে যমরাজকে দর্শন করিতে পারিয়াছি মহাত্মন্! সেখানে দানের ফল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আমি সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দানকর্মসকলের অনুষ্ঠান করিব। ৪৪

ধর্মরাজ বারংবার প্রসন্ন হইয়া আমাকে ইহা বলিয়াছেন যে, যে মানুষ দানের দ্বারা সর্বত্র পবিত্র থাকিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি বিশেষভাবে গো-দান করিবেন। ৪৫

গুরো স্থিতে নাবসত্ত্ব বর্ষান্
পাত্রে দেয়ং দেশকালোপপন্নে।
তস্মাদ্ গাবস্তে নিত্যমেব প্রদেয়া
মা মৃত্যু তে সংসৃজ কল্পিতম্ ॥ ৪৬

এতাঃ পূতা ঋষয়শ্চিত্যমেব
শান্তাত্মানো দানপথে নিবিষ্টাঃ।
তপাংস্যুগ্রাণ্যতিশঙ্কমানা-
স্তে বৈ দানং প্রহরন্তীশ্বর শক্ত্যা ॥ ৪৭

কালে চ শক্ত্যা বৎসরং বর্ত্তয়িত্বা
শুদ্ধাত্মানঃ শ্রদ্ধিনঃ পুণ্যশীলাঃ।
হত্বা বা বৈ লোকমমুং প্রপন্না
দেবীপ্যন্তে পুণ্যশীলাস্তু লোকে ॥ ৪৮

এতদ্ দানং ভারতজ্ঞা বিজেতাঃ
পাত্রে দত্তং প্রাপ্তকালং পরীক্ষ্য।
ভাম্যাষ্টেয়ং ব্রতিভিস্তাঃ প্রদাতঃ
সৈর্দেয়া শক্ত্যা প্রস্থদৈর্বা ॥ ৪৯

ধৃনিকুমার। ধর্ম নির্দেশের নিমিত্ত কৃষি প্রভৃতি কার্যের অবহেলা করিবে না। উত্তম দেশ, ভাল কাল এবং পাত্র উপস্থিত হইলে গো প্রদান করা উচিত। অতএব তোমারও এতাদৃশ গো-দান করা কর্তব্য। এ-বিষয়ে তোমার যেন কোন সংশয় বা কল্পনা উচিত নয়। ৪৬

পুরাকালে যাজ্ঞিক পুরুষগণ স্বর্গলাভার্থে অবস্থান করত নিত্যই গোদান করিতেন। তাঁহারা নিজেদের উগ্র তপস্যা-বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ না রাখিয়া যথাশক্তি দান করিয়া যাইতেন। ৪৭

শুদ্ধ অন্তরিন্দ্রিয়, প্রভাসু ও পুণ্যাত্মা পুরুষগণ ইহা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকাদির যথাশক্তি গোদান করত পরলোকে গমন পূর্বক নিজেদের পুণ্যময় দীপ্ত-স্বরূপবশতঃ স্বর্গলোকে দেদীপ্যমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ৪৮

ভারতশ্রেষ্ঠ বিজয়ী ব্রাহ্মণগণকে দান করা উচিত এবং পাত্রের পরীক্ষা করিয়া কালোচিত দেয় গো তাঁহার গৃহে দিয়া আসিতে হইবে। গোর শুদ্ধ পঞ্চমী তিথিতে আরম্ভ করিয়া একাদশ পর্যন্ত যাজনের গোব্রত, গোরস অথবা গোমূত্র আহার করিয়া থাকা কর্তব্য। ৪৯

দেবব্রতী স্যাদ্ ব্রতজপ্রধানৈ-
র্বেদাধ্যায়িভির্গোযুগন্য প্রদানে।
তীর্থাভিষিক্তৈর্গোপ্রযুক্তপ্রধানে
পাপোৎসর্গঃ কপিলায়াঃ প্রদানে ॥ ৫০

গ্রামণ্যেকা কপিলা সম্প্রদায়
ত্রায়েপেতাৎ কল্মলাদ্ বিপ্রমুচ্যেৎ।
গবাং রসাৎ পরমং নাস্তি কিঞ্চিৎ
গবাং প্রদানাৎ পুরুষং বদন্তি ॥ ৫১

গাবো লোকাস্তারয়ন্তি ভয়ন্ত্যো
গাবশ্চাগ্রং সঞ্জয়ন্তি লোকে
তস্মাৎ দানং গবাং হার্যমেভি
স বৈ গন্তা নিরয়ং পাপচেতাঃ ॥ ৫২

বৈতস্য দত্ত্বা সোমসহস্র শক্ত বা
দশার্ধা বা দর্শ বা সাধুবৃত্তম্
অপোক্ষা বৈ সাধবে ব্রাহ্মণায়
সাম্যায়ুষ্মিন্ পুণ্যতীর্থা নদী বৈ ॥ ৫৩

একটি বৃষ প্রদান করিয়া মানুষ দেবগণের দেবক হইয়া যান। দুইটি বৃষ দান করিলে লাভের বেদবিদ্যা লাভ হয়। বৃষযোজিত গোযান প্রদান করিলে তীর্থসেবার ফলপ্রাপ্তি হয় এবং কপিলা দান করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া যায়। ৫০

মানুষ ত্রায়মাণদাতে প্রদান একটিও কপিলা গাভী দান করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান। গোদান (গোব্রত) হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও ব্রত নাই, সেইজন্য বিদ্বান্‌গণ গোদানকে 'মহাদান' বলেন। ৫১

গোরূপ দুষ্ট প্রদান করিলে সমস্ত মানুষকে দুর্গতি হইতে উদ্ধার করেন। ইঁহারা জগতে সকলের জন্য সত্য উৎপাদন করেন। এই সব বিষয় জানিয়াও যাহারা গোদানের প্রতি দৌর্বল্যভাব বা অশ্রদ্ধা রাখিবে, সেই পাপাত্মা মহাদুঃখ নরকে পতিত হয়। ৫২

যে সব মানুষ কোনও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সহস্র, শত, দশ অথবা পাঁচটি গো উত্তম বৎস সহ দান করেন, কিংবা একটি মানুষ গাভী প্রদান করেন, তাঁহাদের জন্য সেই গাভী পরলোকে পবিত্র তীর্থরূপা নদী হইয়া যান। ৫৩

প্রাপ্ত্যা পুষ্ট্যা লোকলোকক্ষয়েণ
গাবস্তুল্যাঃ সূর্য্যপাদৈঃ পৃথিব্যাম্
শব্দস্তৈকঃ সপ্তভিস্তোপতোগাঃ
তস্মাদ্ গোঃ সূর্য্য ইবাবভাতি ॥৪৪
গুরো শিষ্যে বহুধে গোপ্রদানে
স বৈ গন্তা নিরয়ং ঘর্ঘরেষ।
বিদ্বিজ্ঞানাং সুমহদ্ ধর্ম এষ
বিধিঃ প্রাজ্ঞৈ বিদুষঃ সংবিশন্তি ॥ ৪৫
ইমং বাদং তারলুব্ধাঃ ক্ষিপেত্তাঃ
পাপে বদ্ধা প্রাপ্নুয়ুর্ঘোরমুগ্রাঃ পরীক্ষ্য ।

ত্বষ্যাদদস্তাম্বর মানবাশ্চ
পয়ঃ চাপি প্রস্রুতে পুণ্যশীলে ॥ ৪৬
ইত্যুক্তোঽথ বসুরাজঃ দ্বিজেভ্যো
ধনান্যাদায় শিবমাশাস্যপ্রবৎ।
অনুজ্ঞাতস্তেন বৈণ্যেন
প্রত্যাগমৎ ভগবৎপাদমূলম্ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ঘর্ঘরাখ্যানে নাম
একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

প্রাপ্তি, পুষ্টি ও লোকরক্ষা করার দ্বারা গোধন এ পৃথিবীতে সূর্যের কিরণসমূহের ন্যায় অভিহিত হয়। একটি 'গো' শব্দ মাত্র ও সূর্যকিরণের যোগে গো একটিই সন্তান ও উপভোগ-সমূহের প্রাপ্তি হয়। অতএব গোদানকারী মানুষ সূর্যের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হন। ৪৪

শিষ্য যখন গোদান আরম্ভ করিবেন, তখন তিনি গুরুকে বরণ করিবেন। যদি গুরু সেই গোদান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে শিষ্য নিশ্চয়ই স্বর্গলোকগমন করিয়া থাকেন। বিদ্বিবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে এই গোদান মহাধর্ম স্বরূপ বিদ্বিজ্ঞ এই আদি বিধির অনুরূপ হইয়া থাকে। ৪৫

তুমি ভারদ্বাজকে গোধন দান করিয়া পাপের পরীক্ষা করিবার পর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে উহা দান করিবে এবং তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের মুখে শাস্ত্রাদেশ শ্রবণ করিবে। তুমি পুণ্যাত্মা এবং পুণ্যকার্য্যের প্রভূত আছ, অতএব তোমার মঙ্গল ও কল্যাণ হোমার নিকটে বর্ষের আশা করি। ৪৬

রাজা বসুরাজ এই কথা বলিলে পর আমি সেই বসুরাজ দেবতাকে মঙ্গল-ও কথা বলায় করত তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক আমি আপনার শ্রীচরণমূলে ফিরিয়া আসিয়াছি। ৪৭

শ্রীমহাবি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ঘর্ঘরাখ্যান-নামক একসপ্ততি তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[গবাং লোকান্ গোদানকথাবিকত্থা ঘর্ঘ্র-মুদ্বিদ্বিয়োঃ প্রশ্নঃ]

যুধিষ্ঠির উবাচ

উক্তং ত্বে গোপ্রদানং বৈ বাচিকেতমুষিং প্রতি।
মাহাত্ম্যমপি চৈবোক্তমুদ্দেশেন গবাং প্রভো।
কৃৎস্নে চ মহদ্ধ্যমনুভূতং মহাত্মনা।
একাগ্রাদাদজ্ঞানাৎ পিতামহ মহামতে ॥ ২

ঘর্ঘরবক্ত্যাং যথা চাসৌ নিবিদস্যাং সমুদ্ধতঃ
মোক্ষহেতুস্তথা কৃৎস্নস্তপসাদ্ভুতঃ মহঃ ॥ ৩

কিং ত্বস্তি মম সন্দেহো গবাং লোকং প্রতি প্রভো
তত্ত্বতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি গোদা যত্র বসন্ত্যুত ॥ ৪

যখন ঘর্ঘরকাপুত্রী ঘোষিত হইতেছিল, সেই সময় তাঁর উক্তার হয় এবং তাঁহার সেই উদ্ধারের হেতু হইলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই সমস্ত বিষয়ই আমি একাগ্রচিত্তে শুনিয়াছি বুঝিয়াছি ॥ ৩

প্রভো! কিন্তু আমার গোলোকসম্বন্ধে কিছু সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে অতএব গোদানকারী মানুষ যে লোকে বাস করেন, তাহা আমি যথাযথ বর্ণনা শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ৪

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

[গোলকলোক ও গোদানবিষয়ক উক্ত ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—প্রভো! আপনি বাচিকেত ঋষির প্রতি গোদান-সম্বন্ধে উপদেশের আলোচনা করিলেন এবং গো-গোলকের মহিমাও সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। ১

মহামতে পিতামহ! মহাত্মা ব্রাহ্মণ না জানিয়া একবার অপরাধ করায় তার জন্য মহাত্মন্ তোমা করিয়াছিলেন। ২

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
যথা সূক্ষ্মং পদ্মযোনিস্তেজসেব শতক্রতুঃ। ১

শক্র উবাচ।

স্বর্গৌকসাদিনাঃ সন্তীমজিতং ত্বয়াচিতা।
গোলোকবাসিনঃ পদ্মে ব্রহ্মতঃ সংশয়োঽত্র মে। ২
কীদৃশা ভগবল্লোকা সবাঃ তত্র স্থিতি যেঽনঘ
যানারোহন্তি দাতার এতদিচ্ছামি বেদিতুম্। ৩
কীদৃশাঃ কিংফলাঃ কিংচিৎ পরমন্তত্র কো গুণঃ।
কথং পুরুষাস্তত্র গচ্ছন্তি বিগতজ্বরাঃ। ৪
কিয়ৎকালং প্রধানসা দাতা চ ফলমশ্নুতে
কথং বহুবিধা দানা স্যাদল্পমপি বা ভবেৎ। ৯
বহুনাং কীদৃশঃ স্থানমল্পানাং বাপি কীদৃশম্
অথবা গোপ্রদাঃ সন্তি তেন বা তত্র বাস মে। ১০
কথং বা বহুদাতা স্যাদল্পদাতা সমঃ প্রভো।
অল্পপ্রদাতা বহুদঃ কথংচিৎ স্যাদিতেশ্বর। ১১
কীদৃশী দক্ষিণা চৈব গোপ্রদানে বিধিশ্রুতে।
এতৎ তত্ত্বেন ভগবন্ মম সংশিতুমর্হসি। ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি গোপ্রদানিকে
দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭৫

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে অতিশয় পুরাতন এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। যাহাতে ইন্দ্র কোন এক সময়ে ব্রহ্মাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ১

ইন্দ্র বলিলেন,—ভগবন্ আমি দেখিতেছি যে, গোলোকবাসী পুণ্যবান নিজ তেজে স্বর্গলোকবাসীদিগেরও কান্তিকে অভিভূত করিয়া তাঁহাদের অতিক্রম করত চলিয়া যান, অতএব আমার মনে এ বিষয়ে এই সন্দেহ হইতেছে। ৩

ভগবন্! গোলকলোক কিরূপ? অথবা ইহা আমাকে বলুন। গোদানকারী ব্যক্তিগণ যে লোকে বাস করেন, সে বিষয়ে আমি নিজ কথিত বৃত্তান্ত জানিতে অভিলাষী হইতেছি। ৭

সেই লোক কিরূপ? সেখানে কি ফললাভ হয়? সেখানের শয্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শয্যা কি? গোদানকারী মনুষ্যগণ সমস্ত চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া সেখানে কিভাবে যাপেন? ৮

দাতা গোদানের ফল সেখানে কতকাল ধরিয়া ভোগ করেন? বহুপ্রকারের দান কিরূপে সম্পাদিত হয়? অথবা অল্পদানও কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে? ৯

বহু সংখ্যক গোদান কিরূপে সম্ভব হয়? অথবা অল্পসংখ্যক গোদানও কিভাবে হইতে পারে? গোদান না করিয়াও মানুষ তাহা উহাদের গোদানকারীর সমান হইতে পারে? ঈহা আমাকে বলুন। ১০

প্রভো! বহু দানকারী মানুষ অল্পদানকারীর তুল্য কিভাবে হইয়া যায়? হে ঈশ্বর! অল্পদানকারী পুরুষ বহুদানকারীর তুল্যই বা কি প্রকারে হইয়া যায়? ১১

ভগবন্! গোদানে কিরূপ দক্ষিণা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রুত হয়? এই সব আমাকে যথাযথভাবে কৃপা করিয়া বলুন। ১২

শ্রীবরহর্ষি-বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বাভর্গত দানধর্মপর্বে গোপ্রদানপ্রসঙ্গে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মণা ইন্দ্রসকাশে গোলোকস্য গোপ্রধানস্য চ মহিমকথনম্]

পিতামহ উবাচ।

যোঽয়ং প্রশ্নস্ত্বয়া পৃষ্টো গোপ্রধানাধিকারিতঃ।
নাস্তি প্রষ্টাস্তি লোকেষ্বিন্দ্র-
স্বত্তোঽন্যো হি শতক্রতো॥ ১

সন্তি নানাবিধা লোকা যান্ধ্ব শক্র ন পশ্যসি
পশ্যামি বামহং লোকানেকপত্নাশ্চ যাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ২

কর্মভিস্তাপি পুণ্যৈস্তৈঃ পুত্রত্বা অবয়স্তথা।
সমতীয়া হি তান্ যান্তি ব্রাহ্মণা ভূতবৃত্তয়ঃ॥ ৩

পত্নীয়ত্তাসমোপেত মনসা নিয়মেন চ।
যজন্ত্যুত্তাংশ্চ তাঁল্লোকান্ পশুস্তাংশ্চাপি পুত্রতাঃ॥ ৪

তে তু লোকাঃ সহস্রাক্ষ শৃণু যাদৃগুণান্বিতাঃ।
ন তত্র ক্রমতে কালো ন জরা ন চ পাবক॥ ৫

তথা বাত্যুত্তমা কিঞ্চিৎ ব্যাধিস্তত্র ন ভূয়ঃ
যদ্ যদ্ গাথো মনসা তস্মিন্ বাঞ্ছতি বাসব॥ ৬

তৎ সর্বং প্রাপ্নুবন্তি স্ম মম প্রত্যক্ষকর্মণাং

কামগাঃ কামরূপিণাঃ কামাং কামান্ত্ব ভুঞ্জতে॥ ৭

বাপ্যা সরাংসি সরিতো বিবিধানি বনানি চ
গৃহাণি পর্বতাশ্চৈব যাবদ্ ভব্যস্য কিঞ্চন॥ ৮

মনোজ্ঞং সর্বতস্তেষাং সর্বত্তস্তা প্রযুজ্যতে
ঈদৃশাস্ত বিপুলাল্লোকাস্তান্তি লোকভাবিধঃ॥ ৯

তত্র সর্বসহাঃ ক্ষান্তা বৎসলা গুরুবর্তিনঃ
অহঙ্কারৈর্বিরহিতা যান্তি শক্র নরোত্তমাঃ॥ ১০

যঃ সর্বমাত্মনি ন তত্তীয়ত

পুমান্ সদা ভাবিতো বর্ষযূথঃ
মাতাপিত্রোরহিতা সত্যযুক্তঃ
গুরূণাং তা ব্রাহ্মণানামনিন্দ্যাঃ॥ ১১

অক্রোধনো গোষু তথা দ্বিজেষু
যত্নে রতো গুরুশুশ্রূষকশ্চ
যাবজ্জীবং সত্যবৃত্তে রতশ্চ
স্থানে রতো যঃ কলৌ চাপরাধে॥ ১২

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ব্রহ্মা কর্তৃক ইন্দ্রকে গোলোক ও গোধনের মহিমা কথন]

ব্রহ্মা বলিলেন,— দেবেন্দ্র! গোলোকের সম্বন্ধে তুমি এই যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছ, তুমি ব্যতীত জগতে আর কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে না। ১

ইন্দ্র! এরূপ অনেক প্রকারের লোক আছে, যাহাদের তুমি দেখিতে পাও না। আমি সেই সব লোক দেখিতে পাই এবং পতিব্রতা স্ত্রীগণও সেই লোকসকল দর্শন করিতে সমর্থ হয়। ২

উত্তম ব্রতপালনকারী ঋষিরা ও গুরুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ নিজেদের শুভ কর্মফলের প্রভাবে এস্থানে সমভাবে গমন করেন। ৩

যেই ব্রতাচরণে নিরত যোগী পুরুষগণ সমাধি অবস্থায় অথবা মৃত্যুর সময় যখন শরীরের সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যেন, তখন তাঁহারা নিজেদের কর্মচিত্তের দ্বারা যজ্ঞের ন্যায় দৃশ্যমান সেই লোকসকলকে এস্থান হইতে দর্শন করিয়া থাকেন। ৪

সহস্রলোচন ইন্দ্র! সেই সব লোক যেরূপ গুণসম্পন্ন, তাহাদের মর্যাদা শ্রবণ কর। সেখানে কাল ও বার্দ্ধক্যের আক্রমণ হয় না। অধিকন্তু সে সব স্থানে প্রভাব চলে না। ৫

সেখানে কীটাদির অন্নাদ্যের অবক্ষয় হয় না। সেই লোকে রোগ হয় না এবং শোক আসে না। ইন্দ্র! সেখানে গোধন নিজেদের মনে যাহা বাসনা করেন, তৎসমস্তই তাঁহারা প্রাপ্ত হন ইহা আমি প্রত্যক্ষ দর্শন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি। তাঁহারা যেখানে যাইবার বাসনা করেন, সেই স্থানে গমন করেন, যেখানে গমন করিতে অভিলাষ করেন, সেইভাবে গমন করিয়া থাকে এবং সমস্তমাত্রেই সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়া তাহা উপভোগ করেন। ৬-৭

বাপী(দীর্ঘী), সরোবর, নদী, নানাপ্রকার বন, গৃহ ও পর্ব্বতাদি সমস্ত বস্তুই সেখানে উপলব্ধ হয়। ৮

গোলোক সমস্ত প্রাণীরই মনোরম। সেখানের প্রত্যেক বস্তুর উপর সকলের অধিকার আছে দেখা যায়। এরূপ বিশ্ব লোক আর দ্বিতীয় নাই। ৯

ইন্দ্র! যাঁহারা সব কিছু সহ্য করিতে পারেন, ক্ষমাশীল, সদা গুরুজনগণের আজ্ঞার বশবর্তী এবং অহঙ্কারশূন্য, সেই সে মহাত্মগণই এই লোকে গমন করেন। ১০

যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার ধৈর্যসম্পন্ন ত্যাগ করিয়াছেন, ঈশ্বরচিন্তায় নিরত থাকেন, গুণসম্পন্ন, মাতা-পিতার পূজাকারী সত্যভাষী, ব্রাহ্মণগণের সেবায় আসক্ত, অনিন্দনীয়, ব্রাহ্মণ গোধনের প্রতি কখনও ক্রোধ করেন না, ধর্মে শ্রদ্ধা থাকিয়া গুরুজনগণের সেবা করেন, জীবনব্যাপী সত্যব্রত

মৃদুর্দাতো দেবশস্ত্রায়তশ্চ
সর্বাতিথিশ্চাপি তথা দয়াবান্
ঈদৃগ্‌গুণো মানবস্তা প্রযাতি
লোকা দমাঃ শাশ্বতা ভাবয়ন্ত ॥ ১৩

ন নারহাতী পঙ্‌ক্তিমু লোকবেদঃ
ন বৈ গুরুত্বে ন মৃষা সম্প্রলাপী
সদা প্রযাতী ব্রাহ্মণেষ্বাততৈরো
দোষৈরেতৈর্বৈষ্ণ মৃতো দুরাত্মা ॥ ১৪

ন ত্রিভিরুক্ত নৈকৃতিঃ কৃতঘ্নঃ
শঠোঽনৃজুর্দুর্বিবেষেষকশ্চ
ন ব্রহ্মা মননাপি প্রসন্নেত্
গথাং লোকঃ পুণ্যকৃতাং নিবাসম্ ॥১৫

এতদ্ ত্তে সর্বমাখ্যাতা নিপুনেন সুরেশ্বর
দোষপ্রধানস্তাত্মা তু কলা শৃণু শতক্রতো ॥ ১৬

দাতাভদৈত্তৈর্যৈর্যো যাঃ ক্রীত্বা সম্প্রযচ্ছতি ।

করেন, যাঁহার প্রভুত্ব হইয়া কেহ অপরাধ করিলেও তাঁহাকে ক্ষমা করেন, যাঁহার স্বভাব মৃদু, যিনি জিতেন্দ্রিয়, দেবাহ্বানকারী নমস্কারের অতিথা সৎকারকারী এবং দয়ালু, এরূপ গুণবান্ মানবই সেই সনাতন ও অক্ষিণী লোকে গমন করেন। ১১-১৩

পরস্ত্রীরমী, কুৎসিতভাষী, অনৃতবাদী, সদা প্রলাপকারী, ব্রাহ্মণগণের সহিত শত্রুতাকারী, মিত্রদ্রোহী, প্রবঞ্চক, কৃতঘ্ন, পশু, দুষ্টমতি, ঈর্ষাপরী ও মৎসরস্বভাবী—এই সব দোষযুক্ত দুরাত্মা মানুষ কখনও মনের দ্বারাও গোলোক দর্শন করিতে পারে না, তাহার, যেখানে পুণ্যাত্মাগণের নিবাস। ১৪-১৫

সুরেশ্বর! পঞ্চত্বকারী ইন্দ্র! এই সব আমি তোমাকে বিশেষরূপে গোলোকের দ্বারাদ্বা বলিলাম এখন যোমানকারী ব্যক্তিগণের যে ফল লাভ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৬

যে মানুষ বিদ্বেষ পৈতৃক সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত ধনের দ্বারা গোসকল ক্রয় করত দান করেন, তিনি সেই সব ধনের দ্বারা ক্রীত এবং ধর্মানুসারে উপার্জিত অন্য লোকসকল লাভ করিয়া থাকেন। ১৭

ইন্দ্র! যে ব্যক্তি পাশাখেলার দ্বারা জিত ধনে গোসকল ক্রয় করত দান করেন, তিনি দশ হাজার দিব্য বর্ষ পর্যন্ত তাঁহার পুণ্যফল উপভোগ করিয়া থাকেন। ১৮

দর্যাজিতান্ ধনৈঃ ক্রীতান্
স লোকানাপ্নুতেঽক্ষয়ান্ ॥ ১৭

যো বৈ দৃতে ধনং জিত্বা গাঃ ক্রীত্বা সম্প্রযচ্ছতি ।
স দিব্যমযুতং পক্ষ বর্ষাণাং ফলমশ্নুতে । ১

ব্যাহ্বাতাস্তাঃ স্ত বৈ গাবো ভাস্বপূর্বৈরুপাজিতাঃ
প্রযচ্ছতাং তাঃ প্রদাতৃণাং সম্ভবন্ত্যাশ চ ধ্রুবাঃ । ১৯

প্রতিগৃহ্য তু যো দদ্যাদ্ গাঃ সাগুদ্ধেন চেতসা ।
তস্যাপীহাক্ষয়ান্ লোকান্ ধ্রুবান্ বিদ্ধি শচীপতে ।২০

ভক্তপ্রকৃতি সন্তাক্ত যো ক্রতায়িত্বেন্দ্রিয়ঃ
গুরুষিজসহঃ ক্ষান্তস্তস্য গোতিঃ সদা গতি: ॥২১

ন জাতু ব্রাহ্মণো বাচ্যো যদবাদ্যং শচীপতে
মনসা গোষু ন ক্রুদ্ধেদ্ গোবাত্তির্গোঽনুকল্পক: । ২২

সন্তো বৃষে চ নিরতস্তস্য কক্ষ ফলং শৃণু
গোসহস্রেণ সমিতা তস্য বেদুর্ভবত্যুত ॥ ২৩

ক্ষত্রিয়স্য গুণৈরেতৈরপি তুল্যফলং শৃণু
তস্যাপি দ্বিগুণং তুল্যা গৌর্ভবতীতি বিনিশ্চয়: ॥২৪

যিনি দৈবক্রম সম্পত্তি হইতে ব্রাহ্মণদিগকে প্রাপ্ত গোসকলকে দান করেন, এরূপ দাতার ভক্ত সেই সব গো অক্ষয়ফলদায়িনী হয় । ১৯

শচীপতে! যে ব্রাহ্মণ দানে গো-গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হৃদয়ে পুনরায় তাহা দান করিয়া দেন, তিনিও এখানে অক্ষয় ও অবিনশ্বর লোকসমূহ লাভ করেন—ইহা তুমি নিশ্চিতভাবে জানিও । ২০

যিনি অল্প হইতেই সদা সন্তুষ্ট থাকা বলেন, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখেন, গুরুজনগণ ও ব্রাহ্মণদিগের কঠোর বাক্যও সহ্য করেন এবং ক্ষমাশীল হন, তিনিও গোসকলের তুল্য গতি লাভ করেন অর্থাৎ গোলোকে গমন করেন । ২১

শচীপতে ইন্দ্র! ব্রাহ্মণের প্রতি কখনও দুর্বাক্য বলা উচিত নয় এবং গোগণের প্রতি কখনও মনের দ্বারাও দ্রোহভাব রাখিতে নাই। যে ব্রাহ্মণ গোগণের বৃদ্ধিতে জীবন নির্বাহ করেন এবং গোসকলের অন্ন পান প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন, সেই সদা সন্তুষ্ট ও ধর্মে নিরত থাকেন, তাঁহার প্রাপ্য ফলের কথা শ্রবণ কর। তিনি যদি একটিমাত্রও গো দান করেন, তবে তিনি এক হাজার গোদানের ফল প্রাপ্ত হন । ২২-২৩

যদি ক্ষত্রিয়ও এই সব গুণে গুণবান্ হন, তাঁহারও ব্রাহ্মণের তুল্য (গোদানের) ফল লাভ হয়। ইহা তুমি জানিও।

বৈশ্যাসোমে যদি পূর্বাহুসবঃ পঞ্চদশঃ স্যুরেবং।
পূর্বস্যাপি ত্রিণীতস্য চতুর্ভাগফলং স্মৃতম্ ॥ ১৫
এতচ্ছ্রুত্বা যোঽনুতিষ্ঠেত্ত বুদ্ধঃ
সত্যো ব্রতো গুরুশুশ্রূষকশ্চ।
দক্ষঃ কান্তো বেদবাদী প্রশান্তঃ
শুচির্নিত্যো দমশীলোঽনসূয়ঃ ॥ ১৬
সহস্রং ফলং প্রাপ্নুয়াত্তে স বিদ্বান্
দত্ত্বা ধেনূর্যাঃ বিধিনাদেন বেদুম্।
নিত্যং দদ্যাদ্বেদভক্তং সদা চ
সত্যো স্থিতো গুরুশুশ্রূষিতা চ ॥ ১৭
বেদাধ্যায়ী গোষু যো ভক্তিমাংশ্চ
নিত্যং দত্ত্বা ধেনূস্তিস্রশ্চেত্ত গাশ্চ।
আজাতিত্বো যশ্চ সবাং নমেত্ত
ইষং ফলং শক্র নিবোধ তস্য ॥ ১৮
যৎ সাবিষ্টি রাজসূয়ে ফলং তু
যৎ সাবিষ্টি বহ্বনা তাকনেন।

এতৎ ফলাং ফলমশ্নাত্যয়ত্নাং
সর্বে সন্তুষ্ট যত্নো যে চ নিত্যাঃ ॥ ১৯
যোঽত্রা ভক্তং বিজিতপ্রাণা দদ্যাদ্
গোভ্যো নিত্যং গোব্রতী সত্যবাদী।
শান্তোঽসূয়ো গোসহস্রস্য পুণ্যং
সংবৎসরেণাপ্নুয়াত্ত সত্যশীলঃ ॥ ২০
যদেকভক্তপ্রদানাদ্ দদাতেঃ প্রযাতি যৎ
দশবর্ষাণ্যনানি গোব্রতী দোঽনুকম্পকঃ ॥ ২১
একৈবৈষ চ ভক্তেন যঃ ক্রীত্বা গাং প্রযচ্ছতি
যাবন্তি তস্য রোমাণি সন্তবন্তি শতক্রতো ॥ ২২
তাবৎ প্রধানাৎ স সবাং ফলমাপ্নোতি শাশ্বতম্
ব্রাহ্মণস্য ফলং হীদং ক্ষত্রিয়স্য তু বৈ শৃণু ॥ ২৩
পঞ্চত্বাধিক্যমেবং তু ভক্তিরস্য ফলং স্মৃতং।
ততোঽর্ধে তু বৈশ্যস্য শূদ্রো বৈশ্যাদ্ধতঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪
দত্ত্বাত্মাধিক্যং কৃত্বা গাঃ ক্রীত্বা সম্প্রযচ্ছতি
যাবৎ সন্তর্শয়েৎ গাঃ বৈ স তাবৎ ফলমশ্নুতে ॥ ২৫

তাঁহার প্রদত্ত গো-ও ব্রাহ্মণের গোকুলস্থ ফলপ্রদা হয়। ইহাই দর্শশ্রাদ্ধসম্বন্ধে 'সত্যত্ব'। ১১

যদি বৈশ্যের যজ্ঞে পূর্বোক্ত ৬৭ ধারে, তবে তাঁহারও একটী গোদানে ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অর্দ্ধভাগ পাঁচগুণ গোদানের ফললাভ হয় এবং বিনয়াদি সূত্রের একটী গোদানে ব্রাহ্মণের চতুর্থভাগের একভাগ ফল অর্থাৎ সাড়ে ছিয়াত্তর (১৫··) গোদানের ফলপ্রাপ্তি হয়। ১৫

যে ব্যক্তি সদা সাবধানে থাকিয়া পূর্বোক্ত বধ পালন করেন এবং যিনি সত্যবাদী গুরুসেবাপরায়ণ, নিপুণ, ভগবদ্ভক্ত, বেদভক্ত, শান্তচিত্ত, পবিত্র, জ্ঞানবান্, দয়াবান্ ও অসূয়াশূন্য হন, তিনি যদি পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণবতী ধাত্রী দান করেন, তাহা হইলে তিনি যৎপ্রাপ্ত ফল প্রাপ্ত হন। ১৬-১৯

উক্ত। যিনি সদা একান্তাবী হইয়া নিত্য গোদান করেন, সত্যে নিরত থাকেন, গুরুর সেবা ও বেদের আখ্যান করেন, যাঁহার মনে গোগণের প্রতি ভক্তি আছে, যিনি গো দান করিয়া ক্ষমা হন এবং তদ্য হইতেই গোসকলকে প্রণাম করেন, তাঁহার প্রাপ্য ফলের কথা শুনি শ্রবণ কর। ২০···৮

রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয় এবং বহু সংখ্যক গুরুদের দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিলে যে ফল প্রাপ্তি হয়, পূর্ব্বোক্ত মনুষ্যও ইহারই সমান উত্তম ফলভাগী হন। ইহা

এবং ফলাং ফলমশ্নাত্যয়ত্নাং
সর্বে সন্তুষ্ট যত্নো যে চ নিত্যাঃ ॥ ২৯
যোঽত্রা ভক্তং বিজিতপ্রাণা দদ্যাদ্
গোভ্যো নিত্যং গোব্রতী সত্যবাদী।
শান্তোঽসূয়ো গোসহস্রস্য পুণ্যং
সংবৎসরেণাপ্নুয়াত্ত সত্যশীলঃ ॥ ৩০
যদেকভক্তপ্রদানাদ্ দদাতেঃ প্রযাতি যৎ
দশবর্ষাণ্যনানি গোব্রতী দোঽনুকম্পকঃ ॥ ৩১
একৈবৈষ চ ভক্তেন যঃ ক্রীত্বা গাং প্রযচ্ছতি
যাবন্তি তস্য রোমাণি সন্তবন্তি শতক্রতো ॥ ৩২
তাবৎ প্রধানাৎ স সবাং ফলমাপ্নোতি শাশ্বতম্
ব্রাহ্মণস্য ফলং হীদং ক্ষত্রিয়স্য তু বৈ শৃণু ॥ ৩৩
পঞ্চত্বাধিক্যমেবং তু ভক্তিরস্য ফলং স্মৃতং।
ততোঽর্ধে তু বৈশ্যস্য শূদ্রো বৈশ্যাদ্ধতঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪
দত্ত্বাত্মাধিক্যং কৃত্বা গাঃ ক্রীত্বা সম্প্রযচ্ছতি
যাবৎ সন্তর্শয়েৎ গাঃ বৈ স তাবৎ ফলমশ্নুতে ॥ ৩৫

সহস্র নিশ্চয় মহাপুণ্যফল-ও তাহাদ্য বলেন। ১১

যে ব্যক্তি গোসেব-ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন ভোজনের পূর্ব্বে গোগণকে গোগ্রাস অর্পণ করেন এবং শান্ত ও নির্দোষ হইয়া সদা সত্যপালন করেন, সেই সত্যশীল ব্যক্তি প্রতিবৎসর এক সহস্র গোদানের পুণ্যভাগী হন। ৩০

যিনি গোসেবার ব্রত গ্রহণ করিয়া গোগণের প্রতি দয়া করেন এবং প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করত এক বৎসর নিজের ভোজন গোসকলকে দান করেন, এই ভাবে দশ বৎসর কাল গোসেবায় তৎপর মানুষের অত্যন্ত সুখ প্রাপ্তি হয়। ৩১

শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! যিনি একবার ভোজন করিয়া অন্য সময়ের নিজের অবশিষ্ট ভোজনের দ্বারা গো রূপ ব্রত দান করেন, সেই গোব্রত যত লোম আছে, তিনি তত গো দানের অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হন। ৩২

ইন্দ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে ফল বর্ণিত হইল। এখন ক্ষত্রিয়ের প্রাপ্য ফলের বর্ণনা শ্রবণ কর। যদি ক্ষত্রিয় এইভাবে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত গো-ও দানব্রত করেন, তাহা হইলে তিনি সেই ফলই প্রাপ্ত হন তাহার অর্দ্ধ সবা বৈশ্যের এবং তাহারও অর্দ্ধ সবা শূদ্রের উহা ফলদাতা হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩৩-৩৬

যিনি নিজের নিজের পিতৃব্য করিয়া গো-দান ব্রত করেন, ব্রতান্তে যতকাল পর্য্যন্ত গোগণকে সন্তা রাখিবেন, তিনি

রোদ্রি রোদ্রি মহাভাগ লোকাস্তালায়ংকরাঃ স্মৃতাঃ
সংগ্রামেষ্বপরিত্রাতা তু যৌ বৈ গাঃ সম্প্রযচ্ছতি ॥ ৩৮
আত্মবিক্রয়ভূতাস্তাঃ শাশ্বতা বিদ্ধি কৌশিক ॥ ৩৯
অভাবে যো দদাং দদ্যাং তিলযেনুং যতব্রতঃ।
দুর্গাৎ স তারিতো দেবা ক্ষীরদদ্যাং প্রযোজতে ॥ ৩৭
ন ক্ষেত্রাদ্যং দানযাত্রঃ প্রশস্তঃ
পাত্রঃ কালো গোবিশেষো বিধিশ্চ
কালজ্ঞান বিপ্র দদাস্তরং যি
দুগ্ধং জ্ঞাতুং পাবকাদিত্যভূতম্ ॥ ৩৮
আদ্যায়াজ্যং শুদ্ধযোনিঃ প্রশাস্তঃ
বৈতানস্থঃ পাপভীরুঃ বহুজ্ঞ
গোষু ভাক্তঃ বাহিতীরুঃ শরণ্যঃ
বৃদ্ধিজ্ঞানঃ তাদৃশো পাত্রলাভঃ ॥৩৯
বৃদ্ধিজ্ঞানে সীদতি চাতিমাত্রঃ
কৃচ্ছ্রার্থে বা ক্ষোভাপেক্ষো প্রসূতে:

গুর্বর্থং বা বালনাথকৃত্যে বা
যেনুং দদ্যাদ্ দেশকালোচিতেষ্টিং ॥ ৪০
অন্তর্জাতাঃ সক্রয়জ্ঞানলভ্যঃ
প্রাণৈঃ ক্রীতাস্তেজসা যৌতকাদ্ভ
কৃচ্ছ্রোৎসৃষ্টাঃ গোধনাদ্যাগতাশ্চ
দ্বাবেরেতেগোবিশেষাঃ প্রশস্তাঃ ॥ ৪১
বলান্বিতাঃ শীলবয়োপপন্নাঃ
সর্বাঃ প্রশাসন্তে সুলক্ষণবতাঃ।
যথা হি গঙ্গা সরিতাঃ বরিষ্ঠা
তথার্জুনীনাং কপিলা বরিষ্ঠা ॥ ৪২
ত্রিরো রাত্রাবুদ্ধিরুপোষ্য ভূমৌ
তৃপ্তা দাবস্তর্পিতেতাঃ প্রদেয়াঃ।
বৎসৈঃ পুষ্টৈঃ ক্ষীরপৈঃ পুত্রচায়া—
ন্ত্রাক্ দত্ত্বা গোরনৈবস্থিতব্যম্ ॥ ৪৩

ভক্তকাম বলিয়া সেই গোদানের অন্তর ভক্ত ভোগ করিয়া থাকেন। ৩৪

মহাভাগ ইত্যাদি। গোসকলের লোমে লোমে অক্ষয় লোক সমূহের স্থিতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। যিনি সংগ্রামে গোসকলকে রক্ষা করিয়া দান করেন, তাঁহার ভক্ত সেই সব গো নিজেকে নিজে কিনিয়া করিয়া প্রভূত গোসকলের সমান অক্ষয় ফলপ্রদ হয়—ইহা তুমি জানিও। ৩৬

যে সংযত ও নিয়মপালনকারী পুরুষ গো-র অভাবে তিলধেনু দান করেন, তিনি সেই ধেনুর সহায়তা পাইয়া দুর্গম সঙ্কট হইতে পার হইয়া যান এবং ক্ষীরনদীর তীরে বাস করত আনন্দভোগ করেন। ৩৭

কেবল গোদান করাই প্রশস্ত্যের কথা নয়; তাহার জন্য উত্তম পাত্র, উত্তম সময়, বিশিষ্ট গো, বিধি ও কালের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বিপ্রবর! গোসকলের মধ্যে যে পরস্পর তারতম্য আছে, তাহা জানা এবং অগ্নি ও সূর্য্যকুল ভেদও পাত্রভেদে জানা অতিশয় কঠিন বিষয়। ৩৮

যিনি ক্ষেত্রের আদ্যান্নদাতা, শুদ্ধযোনি, উৎপন্ন, শান্তস্বভাব, বজ্ঞানী, পাপভীরু ও বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ, যিনি গোসকলের প্রতি ভক্তাভাবাপন্ন, যাঁহার স্বভাব অত্যন্ত ভীরু নয়, যিনি গোরক্ষণে দক্ষ পারগ এবং ঔদার্য্যশালী, এরূপ ব্রাহ্মণ গোদানের উত্তম পাত্র বলিয়া মহাত্মাগণ অভিহিত করেন। ৩৯

যাঁহার ঔরসে ক্ষীর হইয়া গিয়াছে এবং যিনি অন্তর্জাত হইয়াছেন, এরূপ ব্রাহ্মণকে সাধারণ দেশ-কালের দুগ্ধবতী গাভী দান করা কর্তব্য। ইহা যাজ্ঞবল্ক ঋষি, প্রভৃতি ঋষি গোদানের অন্য কল্পবিধান করা অথবা বিশেষজ্ঞানের অভাব সাধারণ দেশ কালে দুগ্ধবতী গাভী দান করা উচিত। ৪০

কপিলী, ক্রয় করিয়া আনীতা, জ্ঞান বা বিদ্যার বলে প্রাপ্তা অন্য প্রাণীর পরিবর্তে দত্তা, যৌতুকরূপে প্রাপ্তা, পালনে রক্ষা করিয়া প্রকৃত কর্তৃক পরিত্যক্তা এবং নিজের নিকটে উপস্থিতা গাভীগণও পূর্ব্বোক্ত কারণেই দানের জন্য প্রশংসনীয়া বলিয়া কথিত হয়। ৪১

বৃদ্ধা-পুষ্টা, সরলা যৌবনসম্পন্না এবং উত্তম সন্তানযুক্তা সকল ধেনুই প্রশংসনীয়া বলিয়া অভিহিত হন যেরূপ গঙ্গা সকল নদী হইতেই শ্রেষ্ঠা, সেইরূপ কপিলা গাভী সব গাভী হইতে শ্রেষ্ঠ। ৪২

(গোদানের বিধি এইরূপ—) দাতা তিন রাত্রি উপবাস করিয়া কেবল জলের আহারে থাকিবেন, তৃতলে শয়ন করিবেন এবং গোসকলে ঘাস-তৃণি প্রভৃতি ভোজন করাইয়া তৃপ্ত করিবেন। তারপর ব্রাহ্মণসকলে ভোজনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করাইয়া আপনিও গোদান করিবেন। সেই সব গাভীর সহিত দুগ্ধপানকারী বৎস-বৎসাগণও থাকিবে এবং সেইরূপ কৃশীবৎসা গাভীগণও হইবে। গোদান করিবার পর তিন দিন কেবল গোদুগ্ধ (গো-দুগ্ধ) পান করিয়া থাকিতে হইবে। ৪৩

দত্ত্বা ধেনুঃ সুব্রতাঃ সাধুযোগাং
কল্যাণবৎস্যাপলাক্ষিনীঞ্চ
যাবন্তি রোমাণি ভবন্তি তস্যা-
স্তাবন্তি বর্ষাণি ভবন্ত্যমুষ্য ॥ ৪৪

তথানড্বাহং ব্রাহ্মণায় প্রদায়
দূর্য্যং যুবানং বলিনং বিনীতম্
হলস্য বোঢ়ারমনন্তবীর্য্যং
প্রাপ্নোতি লোকান্ দমবেদুষস্ত ॥ ৪৫

কান্তারে ব্রাহ্মণান্ গাশ্চ যঃ পরিত্রাতি কৌশিক
অনেন বিপ্রমুচ্যেত তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৪৬

অথবেষ্ঠ্বাত্তভল্যঃ ফলং ভবতি শাশ্বতম্

যে গাভী অত্যন্ত শান্ত, দমনে রাখিতে কষ্ট হইবে, যাঁহার বৎসও সুন্দর এবং যজ্ঞকর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে না, এরূপ গাভী দান করিলে তাঁহার দেহে যত লোম থাকে, তত বৎসরকাল দাতা পরলোকে সুখভোগ করেন। ৪৪

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তার বহন করিতে সমর্থ, যুবা, বলিষ্ঠ, বিনীত—দমন-শান্ত, হলবহনকারী ও অধিক শক্তিশালী বৃষ বা বলদ দান করেন, তিনি বলবেহনকারীর লোকে গমন করিয়া থাকেন। ৪৫

হৈ! যে ব্যক্তি দুর্গম বনে প্রবিষ্ট ব্রাহ্মণ ও গোসমূহকে উদ্ধার করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ যাবতীয় সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান এবং তিনি যে পুণ্যফল লাভ করেন, তাহাও শ্রবণ কর। ৪৬

দমবেদুষস্ত ঃ তাঁহার অন্যান্য বলদের সমান অক্ষম বলে বুঝিয়া

বৃদ্ধাকালে দমস্যাপ্ত যাং বৃত্তিমনুকাঙ্ক্ষতে ॥ ৪৭
লোকান্ বহ্বিধান্ দিব্যান্ যজ্ঞাস্তা স্তাদি বর্ত্ততে
তৎসর্বং সমবাপ্নোতি কর্ষণৈতেন মানবঃ ॥ ৪৮
গোভিস্ত সমনুজ্ঞাতঃ সর্বত্র চ মহীয়তে।
যদ্যেতেনৈব কল্পেন গাং বনেষ্বনুমজ্জতি ॥ ৪৯
কৃসগোমপর্ণাশী নিঃস্পৃহো নিয়তঃ শুচিঃ।
অক্রোধ স্তেন বস্তব্যা মুনিস্তেন শতক্রতো ॥ ৫০

ময় লোকে শুভৈঃ সার্ধং লোকে কস্যাপি চেদ্ভবি ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পিতামহেন্দ্র-সংবাদে
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

হয়। তিনি বৃদ্ধাকালে যে অবস্থা লাভ করিতে বাসনা করেন তাহাও প্রাপ্ত হন। ৪৭

নানাপ্রকার দিব্য লোকসমূহ ও তাঁহার দ্বারে যে যে যাগ হয়, সেই সমস্তই দাতৃগণ পূর্বোক্ত সৎকর্ম্ম প্রভাবে প্রাপ্ত হন। ৪৮

কেবল ইহাই নহে, তিনি গোলোকের দ্বারা অনুমোদিত হইয়া সর্বত্র পূজিত হন। অতএব যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে বনে দান করেন গোসকলের অনুমোদন করেন এবং নিঃস্পৃহ, সংযমী ও পবিত্র হইয়া ঘাস-পাতা এবং ক্ষেত্রের ফল পূর্বক জীবন অতিবাহিত করেন, তিনি যদি কোনরূপ বাধা না পাইলে পর আবার লোকে আসিয়া দেবতাগণের অধ তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, সেই লোকেই চলিয়া যান। ৪৯-৫১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে পিতামহ ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের সংবাদ-বিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অপহৃতধায়ঃ পয়সেধা দানে বিক্রয়ে চ দোষকথনম্, গোহত্যায়া ভয়ঙ্করপরিণামবর্ণনম্, গোদানস্য সুবর্ণদক্ষিণা-দানস্য চ মাহাত্ম্যনিরূপণম্]

ইন্দ্র উবাচ

জানন্ যে গামপহরেদ্ বিক্রীয়াদ্বাপ্যকারণাৎ।
এতদ্ ব্রিভ্যাদ্যমিত্যাহি ক তু তস্য গতির্ভবেৎ ॥ ১

পিতামহ উবাচ

ভক্ষার্থং বিক্রয়ার্থং বা যেঽপহরন্তি হি কুর্বতে।
দানার্থং ব্রাহ্মণার্থায় তস্যেহ ত্রায়তে ফলম্ ;
বিক্রয়ার্থং হি যো হিংস্যাদ্ ভক্ষণেহ্থ বা নিরঙ্কুশঃ।
ঘাতয়ন্তি হি পুরুষং যেঽনুমন্যন্তি দুর্মতিঃ ॥ ৩
ঘাতকঃ খাদকো বাপি তথা বন্ধানুমন্যতে।
যাবন্তি তস্য রোমাণি তাবদ্ বর্ষাণি মজ্জতি ॥ ৪
যে দোষা বাদ্যপাস্তৈব দ্বিতীয়স্যোপঘাতকে।
বিক্রয়ে চাপহারে চ তে দোষা বৈ স্মৃতাঃ প্রভো ॥ ৫

অপহৃত্য তু যো গাং বৈ ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছতি।
যাবদ্ দানফলং তস্যাস্তাবদ্ভবতি দুষ্কৃতি ॥ ৬
সুবর্ণং দক্ষিণামাহুর্গোপ্রদানে মহাদ্যুতে
সুবর্ণং পরমিত্যুক্তং দক্ষিণার্থমসাধয়ম্ ॥ ৭
গোপ্রদানাৎ তারয়তে সপ্ত পূর্বাংস্তথা পরান্
সুবর্ণং দক্ষিণাং কৃত্বা তারয়ত্যধিকমুচ্যতে ॥ ৮
সুবর্ণং পরমং দানং সুবর্ণং দক্ষিণা পরা।
সুবর্ণং পাবনং শক্রং পাবনানাং পরং স্মৃতম্ ॥ ৯
কুলানাং পাবনং প্রাহুর্ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
এষা বৈ দক্ষিণা প্রোক্তা সদাসেন মহাদ্যুতে ॥ ১০

ভীষ্ম উবাচ।

এতৎ পিতামহেনোক্তমিন্দ্রায় ভরতর্ষভ।
ইন্দ্রো দশরথায়াহ রামায়াহ পিতা তথা ॥ ১১

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

[অন্যের গরু চুরি করিয়া দান করা বা বিক্রয় করার দোষ কথন, গোহত্যার ভয়ঙ্কর পরিণাম বর্ণন এবং গোদান ও সুবর্ণ দক্ষিণাসহিত দানের মাহাত্ম্য নিরূপণ।]

ইন্দ্র বলিলেন,—পিতামহ! যদি কেহ জানিয়া শুনিয়া অপরের গো অপহরণ করে এবং মনের লোভে তাহাকে বিক্রয় করে, তাহার পরলোকে কোন্ গতি হয়? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ১

ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্র! যে ব্যক্তি ভোজনের জন্য, বিক্রয় বা ব্রাহ্মণকে দান করিবার জন্য অন্যের গো অপহরণ করে, তাহার কি ফল লাভ হয়, উহা শ্রবণ কর। ২

যে উচ্ছৃঙ্খল মানুষ মাংস বিক্রয়ের জন্য গো-হত্যা করে বা গোমাংস ভক্ষণ করে এবং যে ঘাতকগণকে ঘাতক পুরুষকে গো-বধ করিবার পরামর্শ দেয়, তাহারা সকলেই মহাপাপভাগী হয়। ৩

গোহত্যাকারী, গোমাংসভক্ষী এবং গোহত্যার অনুমোদনকারী মানুষ গোর দেহে যত লোম আছে, তত বৎসরকাল নরকে নিমজ্জিত থাকে। ৪

প্রজাপতিগণ বলেন, ব্রাহ্মণের বধসাধনকারী পুরুষের যেরূপ যত পাপ হয়, অপরের গো অপহরণকারী এবং বিক্রয়কারীর সেইরূপ ঐ সমস্ত দোষই হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫

যে ব্যক্তি অন্যের গরু চুরি করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করে, সেই ব্যক্তি গোদানের পুণ্য ভোগ করিবার জন্য যত সময় কথিত হইয়াছে, তত সময় পর্যন্ত নরকভোগ করে। ৬

মহাদ্যুতিমতী ইন্দ্র! গোদানে স্বর্ণ দক্ষিণা দিবার বিধান আছে। দক্ষিণার জন্য সুবর্ণ সর্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৭

মানুষ গোদান করিলে নিজের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ এবং অবরতন সপ্তম পুরুষকে উদ্ধার করেন; কিন্তু যদি তাহার সহিত সুবর্ণ দক্ষিণাও দেওয়া হয়, তবে সেই দানের ফল দ্বিগুণ হইয়া যায়। ৮

ইন্দ্র! কারণ, সুবর্ণ দান সব দান হইতে উত্তম দান। সুবর্ণ দক্ষিণা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্রকারক বস্তুসকলের মধ্যে সুবর্ণ সর্বাপেক্ষা অধিক পাবন বলিয়া কথিত হয়। ৯

মহাদ্যুতিমতী পতিব্রতকারী ইন্দ্র! সুবর্ণ সম্পূর্ণ কুলের পবিত্রকারক বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপ আমি তোমাকে সংক্ষেপে এই দক্ষিণার কথা বলিলাম। ১০

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! এই পূর্বোক্ত উপদেশ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন। ইন্দ্র রাজা দশরথকে এবং পিতা দশরথ নিজের পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে এই উপদেশ করেন॥ ১১

ব্রাহ্মবোঽপি হ্রিয়ব্রাহ্মে লক্ষ্মণায় যথাবিধি।
আখ্যাস্যো লক্ষ্মণেনোক্তমন্বগো বসতা প্রভো ॥ ১১
পারম্পর্য্যাগতঃ চৈষ বৃত্তান্তঃ সংশিতব্রতাঃ
দুর্বাসা বায়ুরাত্মানু রাজানবৈক্ষে ধার্মিকাঃ ॥ ১৩
উপাধ্যায়েন সহিতং মম চেদং যুধিষ্ঠির
য ইদং ব্রাহ্মণো নিত্যং বন্দেদ্ ব্রাহ্মণসংসদি ॥ ১৪

যজ্ঞেষু গোপ্রদানেষু শ্রুতেষ্বপি সভাগমে
তস্য লোকাঃ কিলাক্ষয্যা বৈশ্বদেবে নহ নিত্যদা ॥ ১৫
(ইতি শ্রুত্বা স ভগবান্ উবাচ পরমেশ্বরঃ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে পঞ্চসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির শ্রীমান্‌চন্দ্রের নিজের প্রিয় ও মনস্বী ভ্রাতা লক্ষ্মণকে ইহার উপদেশ করেন তাহার লক্ষ্মণও বনবাসের সময় অগস্ত্যমুনিকে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১২

এইরূপে পরম্পরাক্রমে দুর্বাসা উপদেশকে উত্তম ব্রতপালনকারী তপস্বিগণ এবং ধর্মাত্মা রাজারা ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ১৩

যুধিষ্ঠির! আমাকে আমার উপাধ্যায় পরশুরাম এই বিষয় বলিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ নিজ যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইয়া প্রতিদিন এই উপদেশ বর্ণনা করেন এবং যজ্ঞে, গোদানের সময় ও দুই ব্যক্তির সমাগমে এ বিষয়ে চর্চা করেন, তাঁহার সঙ্গে দেবতাগণের সহিত অক্ষয় লোক লাভ হয়। এই কথা পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ং ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। ১৪-১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পঞ্চসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রত-নিয়ম-যম-সভা-ব্রহ্মচর্য্যাদ্যা মাতাপিত্রোস্তথা গুরুজনানাং সেবায়াঃ মহত্ত্বকথনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পিতৃভ্যাং ভগবন্ যত্নান্ প্রবক্তব্যা বিজো।
প্রবক্ষ্যামি তু সন্দেহং তত্রে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১
ব্রতানাং কিং ফলং প্রোক্তং কীদৃশং বা মহাদ্যুতে।
নিয়মানাং ফলং কিং স্যাদ্যমস্য চ কিং ফলম্ ॥ ২
সভাসেবা ফলং কিং বেদানাং ধারণে চ কিম্
অধ্যাপনে ফলং কিং সর্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৩

অগ্নিপ্রিয়ায়ণে কিং ফলং লোকে পিতামহ
তস্য কিং ফলং দৃষ্টং শ্রুতং যদ্বা প্রবক্ষ্যতি ॥ ৪
যজ্ঞদানব্রতানাং শূরাণাং চাপি কিং ফলম্।
মৌঞ্জস্য চ কিং ফলং প্রোক্তং ব্রহ্মচর্য্যস্য চ কিং ফলম্ ॥
পিতৃশুশ্রূষণে কিং মাতৃশুশ্রূষণে তথা
আচার্য্যগুরুশুশ্রূষাবনুক্রোশানুকম্পনে ॥৬
এতৎ সর্বমশেষেণ পিতামহ যথাতথম্
বেত্তুমিচ্ছামি ধর্মজ্ঞ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৭

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ব্রত, নিয়ম, যম, সভা, ব্রহ্মচর্য্য এবং মাতা-পিতা ও গুরু জনগণের সেবার মহত্ত্বকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন, প্রভো! আপনি ধর্মের উপদেশ করিয়া উহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া দিয়াছেন। পিতামহ! এখন আমি আপনাকে আরও একটি সন্দেহ জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ১

মহাদ্যুতে! ব্রতসমূহের কি এবং কিরূপ ফল কথিত হইয়াছে? নিয়মসমূহের পালন ও যমাচারের কি ফল লাভ হয়?২

দান করিলে, বেদসকল ধারণ করিলে এবং বেদ অধ্যাপন করাইলে কি ফল হয়? এ সমস্ত আমি জানিতে বাসনা করি। ৩

পিতামহ! অগ্নিতে যিনি দান গ্রহণ করেন না, তাঁহার কি ফল লাভ হয়? এবং যিনি বেদের জ্ঞান প্রদান করেন, তাঁহাকে কি ফল লাভ করিতে দেখা যায়। ৪

নিজেদের ক্ষত্রিয় পালনে স্থিত শূরযোদ্ধাদিগের কিরূপ ফল প্রাপ্তি হয়? মৌঞ্জীবন্ধ ও ব্রহ্মচর্য্য পালনে কি ফললাভ হইয়া থাকে? ৫

পিতা ও মাতার সেবার দ্বারা কোন্ ফল লাভ হইয়া থাকে আচার্য্য এবং গুরুসেবা ও প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ এবং দয়া প্রকাশ করিলে কি ফল লাভ হয়? ৬

ধর্মজ্ঞ পিতামহ! এই সব আমি যথাযথভাবে জানিতে বাসনা করি। ইহা জানিবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল রহিয়াছে। ৭

ভীষ্ম উবাচ।

যো ব্রহ্ম বৈ যথোদ্দিষ্টং তথা সম্ভ্রতিপদ্যতে
অথবাং সম্যগায়ত্তা তস্য লোকাঃ সনাতনাঃ। ৮

নিয়তাত্মানং কল্পং রাজন্ প্রত্যক্ষমিহ দৃশ্যতে
নিয়তানাং ক্রতুনাং ফলমাত্মনিবং ফলম্। ৯

যথাঽঽজ্যাপি চ কল্পং দৃশ্যতেঽমুত্র চেহ চ
ইন্দ্রিয়লোকেঽথবা নিত্যং ব্রহ্মলোকে চ তদ্ভবেৎ। ১০

দমস্তু তু ফলং রাজন্ শৃণু যত্র বিধীয়তে যে।
দাতারঃ সর্বত্র সুখিনো দাতারঃ সর্বত্র নির্বৃতাঃ। ১১

ব্রহ্মেজ্যাশ্চাশিষো দাতারঃ সর্বত্রক্লমিষ্ণবঃ।
প্রার্থয়ন্তি চ যদ্ দাস্যা লভন্তে তত্র সংশয়ঃ। ১২

মৃত্যুন্তে সর্বকামৈহি দাতারঃ সর্বত্র পাণ্ডব
স্বর্গে যথা প্রমোদন্তে তদলং বিস্তরেণ চ। ১৩

দানৈর্বৈজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈস্তথা দাতারঃ ক্ষমান্বিতাঃ
দানাদ্ দমো বিশিষ্টো বৈ দমাৎ কিঞ্চিদ্ বিশিষ্যতে। ১৪

দাতা কৃপণাচ্চ যো দাতস্তস্মাদ্ দানাৎ পরং দমঃ
বহু দত্ত্বাঽকৃপণ বৈ তস্য লোকাঃ সনাতনাঃ। ১৫

ক্রোধো হন্তি হি যদ্ দানং তস্মাদ্ দানাৎ পরং দমঃ
অপৃচ্ছতশ্চ মহারাজ স্থানাদ্যমুত্তমো বিধিঃ। ১৬

ত্রয়ীণাং সর্বলোকেষু বাহ্মীতো বাপ্তি দেবতাঃ
দমেন ধ্যান যুক্তশ্চ গচ্ছন্তি পরমর্ষয়ঃ। ১৭

কামযানা মহৎ স্থানং তস্মাদ্ দানাৎ পরং দমঃ।
অব্যাপকঃ পরিক্লেশাদক্ষরং ফলমশ্নুতে। ১৮

বিধিবৎ পাবকা হুত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
অধীত্যাপি হি যো বেদান্ ন্যায়তো ব্রহ্মবদ্ধুঃ প্রযচ্ছতি। ১৯

গুরুকর্মপ্রধানী তু সোঽপি স্বর্গে মহীয়তে।
ক্ষত্রিয়োঽধ্যয়নে যুক্তো যজনে দানকর্মণি। ২০

যুদ্ধে চাপ্য পরিত্রাতা সোঽপি স্বর্গে মহীয়তে। ২০

বৈশ্যঃ পশুগণৈরন্তঃ প্রধানান্নস্তথৈব মহৎ
শূদ্রঃ শুশ্রূষণরতঃ স্বর্গং গচ্ছত্যনুত্তমম্। ২১

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! যে মানুষ বাহ্মণকে বিধি অনুসারে কোন বস্তু আহার করিতে দিয়া তাহা যথাযথরূপে প্রতিপালন করেন, তাঁহার সনাতন লোকসমূহ লাভ হয়। ৮

রাজন্! সংসারে নিয়তসমূহের পালনের ফল ত' প্রত্যক্ষ দেখা যায়। তুমিও এই নিয়তসমূহের এবং যজ্ঞসকলের ফল প্রাপ্ত হইয়াছ। ৯

যেরূপ আজ্যাহুতির ফলও ইহলোক এবং পরলোকে দেখা যায় আজ্যাহুতির ন্যায় দিব ইন্দ্রিয়লোক ও পরলোকে সর্বদা আনন্দ ভোগ করেন। ১০

রাজন্! এখন তুমি আমার নিকট হইতে দমের (ইন্দ্রিয়-সংযমের) ফলের বর্ণনা শ্রবণ কর। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সর্বত্র সুখী ও সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। ১১

জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ যেখানে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, সেখানে গমন করিতে পারেন এবং যে বস্তু লাভ করিতে বাসনা করেন, সেই বস্তু লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সমস্ত শত্রুকে দমন করিতে পারেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১২

পাণ্ডুনন্দন! জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ সর্বত্র মনোবাঞ্ছিত বস্তু-সমূহ প্রাপ্ত হন। তাঁহারা নিজেদের ক্ষমতা, পরাক্রম, দান এবং নানাবিধ যজ্ঞসমূহের দ্বারা স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয় দমনকারী পুরুষগণ ক্ষমাশীল হন। ১৩½

দান হইতে দমের স্থান উচ্চে। দাতা পুরুষ ব্রাহ্মণকে কিছু দান করিবার সময় সম্পূর্ণ ক্রোধ করিতে পারেন; দমনশীল বা জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কখনও ক্রোধপ্রকাশ করেন না। সেইজন্য দম। ইন্দ্রিয়দমন দান হইতে শ্রেষ্ঠ। যে দাতা ক্রোধ না করিয়া দান করেন, তিনি সনাতন (নিত্য) লোকপ্রাপ্ত হন। ১৪-১৫

দান করিবার সময় যদি ক্রোধ উপস্থিত হয়, তবে সেই ক্রোধ দানকে নষ্ট করিয়া দেয়, সেইজন্য এই ক্রোধকে দমনকারী দম নামক গুণ, উহা দান হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। মহারাজ! দমনাখ্য সমস্ত লোকমধ্যে বিধানকারী ঋষিগণের স্বর্গে সমস্ত সনাতন স্থান আছে, সে সব স্থানে দমনকারের দ্বারা মহৎ লোক লাভ করিতে অভিলাষী ঋষি ও দেবতারা গমন করিতে পারেন, অতএব 'দম' দান হইতে শ্রেষ্ঠ। ১৬-১৭½

ন্যায়মিল বেদের অধ্যাপক শ্রেষ্ঠ লাভ করেন বলিয়া অন্য ফলভাগী হন। অধিকন্তু বিধি অনুসারে যোগ করিয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮½

যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়া ন্যায়সঙ্গত শিষ্যগণকে বিদ্যাদান করেন এবং গুরুর কর্মসকলের প্রশংসা করেন, তিনিও স্বর্গ-লোকে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯½

বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দানকর্মে নিরত এবং যুদ্ধে যিনি অপরকে রক্ষা করেন, সেই ক্ষত্রিয়ও স্বর্গলোকে পূজিত হন। ২০-

কর্মকর্মে নিরত বৈশ্য দান করিলে মহৎ পদ লাভ করেন। নিজ কর্মে নিরত শূদ্র সেবার দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। ২১

শূরা বহুবিধাঃ প্রোক্তাস্তেষামর্থাংস্তু মে শৃণু
শূরাণামনাং নিধিষ্টং ফলং শূরস্য চৈব হি ॥ ২২
যজ্ঞশূরা যমে শূরাঃ সত্যশূরাস্তথাপরে।
মৃত্যুশূরাস্তথৈবোক্তা দানশূরাংস্ত মানবাঃ ॥ ২৩
(বৃত্তিশূরাস্তথা চান্যে ক্ষমাশূরাস্তথাপরে)
সাংখ্যশূরাস্ত বরুণো যোগশূরাস্তথাপরে
অরণ্যে গৃহবাসে চ ত্যাগে শূরাস্তথাপরে ॥ ২৪
আর্জবে চ তথা শূরাঃ শমে বর্ততি মানবাঃ।
ত্রৈলোক্যে নিয়মৈঃ শূরা বরুণঃ সন্তি চাপরে
বেদাধ্যয়নশূরাংস্ত শূরাংস্ত্যাগেন বিদ্ধ্যঃ ॥ ২৫
গুরুশুশ্রূষয়া শূরা পিতৃশুশ্রূষয়াপরে
মাতৃশুশ্রূষয়া শূরা ত্রৈলোক্যশূরাস্তথাপরে ॥ ২৬
অরণ্যে গৃহবাসে চ শূরাংস্ত্যাগিষিপুত্তনে
সর্বে যান্তি পরাল্লোকান্ যজ্ঞফলনিভিস্তান্ ॥ ২৭

ধারণং সর্ববেদানাং সর্বতীর্থাবগাহনম্।
সত্যাক্ত ক্রতবো নিত্যা সমং বা স্যাদ্ন বা সমম্ ॥ ২৮
অশ্বমেধসহস্রেণ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ ২৯
সত্যেন সূর্যস্তপতি সত্যেনাগ্নিঃ প্রদীপ্যতে।
সত্যেন মরুতো বান্তি সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩০
সত্যেন দেবাঃ প্রীয়ন্তে পিতরো ব্রাহ্মণাস্তথা।
সত্যমাহুঃ পরো ধর্মস্তস্মাৎ সত্যং ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৩১
মুনয়ঃ সত্যনিরতা মুনয়ঃ সত্যবিক্রমাঃ।
মুনয়ঃ সত্যশপথাস্তস্মাৎ সত্যং বিশিষ্যতে ॥ ৩২
সত্যবন্তঃ স্বর্গলোকে মোদন্তে ভরতর্ষভ।
ঋষয়ঃ সত্যবাগ্বিপ্রাস্তস্মাৎ সত্যাত্মনো বয়ম্ ॥ ৩৩
অসংশয়ং বিনীতাত্মা স বৈ স্বর্গে মহীয়তে
ব্রহ্মচর্যাচ্চ তপসঃ শৃণু ত্বং বসুধাধিপ ॥ ৩৪

বীরগণ বহুপ্রকার বলিয়া কথিত হন। তাঁহাদের সকলের তাৎপর্য আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। সেই বীরগণের যেরূপ ভাত পুরুষদিগের ও বীর পুরুষের যে ফল কথিত আছে, তাহা বলিতেছি ॥ ২২

তাঁহাদের মধ্যে কিছু পুরুষ যজ্ঞশূর (যজ্ঞকার্যে বিষ্ণু) কিছু পুরুষ ইন্দ্রিয়-সংযমে বিষ্ণুর ন্যায় শূর বলিয়া কথিত হন। এইরূপ বহু মানুষ সত্যশূর, মৃত্যুশূর, দানশূর, বৃত্তিশূর ও ক্ষমাশূর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ২৩

বহু মানুষ সাংখ্যশূর, যোগশূর, বনবাসশূর, গৃহবাসশূর এবং ত্যাগশূর হন ॥ ২৪

বহু মানুষ সরলতায় শূর, বহু মানুষ শমে (মনোনিগ্রহে) শূরতা প্রকাশ করেন। অনেকে আবার বিভিন্ন নিয়মসমূহের দ্বারা নিজেদের শৌর্য সৃষ্টি করেন। কত মানুষ বেদাধ্যয়নশূর অধ্যাপনশূর, গুরুশুশ্রূষাশূর, পিতৃসেবাশূর, মাতৃসেবাশূর এবং ভিক্ষাশূর হন ॥ ২৫-২৬

বহু মানুষ বনবাসে, গৃহবাসে এবং অধিষ্ঠিতগণের সেবা-পূজায় শূর হন। ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ কর্মফলের দ্বারা উপার্জিত উত্তম লোকসমূহে গমন করেন ॥ ২৭

সম্পূর্ণ বেদ ধারণ করা ও সমস্ত তীর্থে স্নান করা—এই সব কর্মের পুণ্য নদী সত্যত্যাগী পুরুষের পুণ্যের সমান হইতে পারে

অথবা না হইতেও পারে, ইহাতে সন্দেহ থাকিয়া যায় অর্থাৎ ইহাদের অপেক্ষা সত্য শ্রেষ্ঠ ॥ ২৮

যদি তুলাদণ্ডে একদিকে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্যদিকে কেবল সত্যকে রাখা হয়, তবে এক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা সত্যেরই ভার অধিক হইবে ॥ ২৯

সত্যের প্রভাবে সূর্য তাপ দান করেন, সত্যের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হন এবং সত্যের দ্বারাই বায়ু সর্বত্র সঞ্চালিত হন। কারণ সব কিছুই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩০

দেবতা, পিতৃপুরুষ ও ব্রাহ্মণগণ সত্যের দ্বারা প্রসন্ন হন। সত্যই পরম ধর্ম—এই কথা মহাত্মাগণ বলেন। অতএব সত্যের কখনও উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয় ॥ ৩১

মুনি-ঋষিগণ সত্যপরায়ণ, সত্যপরাক্রমী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হন। সেইজন্য সত্যই সত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৩২

ভরতশ্রেষ্ঠ ! সত্যবাদী বা সত্যত্যাগী মহুষ্যগণ স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করেন কিন্তু হে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযম সেই সত্যের ফলপ্রাপ্তির কারণ হয় এই কথা আমি তোমাকে সত্যের কথনে বলিতেছি ॥ ৩৩

যিনি নিজের মনকে বশীভূত করিয়া বিনম্রভাব ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে সম্মানিত হন। হে রাজন্ যুধিষ্ঠির ! এখন তুমি ব্রহ্মচর্যের গুণ শ্রবণ কর ॥ ৩৪

আজন্মমরণাদ্ যস্তু ব্রহ্মচারী ভবেদিহ।
ন তস্য কিঞ্চিদপ্রাপ্যমিতি বিদ্ধি নরাধিপ। ৩৫
যস্যাঃ কোট্যূর্ধ্বগাঃ তু ব্রহ্মলোকে বসন্ত্যত।
সত্যো রত্নবাহা সত্যস্তা বাস্তাবানুর্ব্বরেতসাম্॥ ৩৬
ব্রহ্মচর্য্যং ভবেদ্ রাজন্ সর্বপাপাপনুত্তিদম্।
ব্রাহ্মণেন বিশেষেণ ব্রাহ্মণো হ্যভিরক্ষ্যতে॥ ৩৭
প্রত্যক্ষমেব হি তথা জ্ঞেয়ং ব্রাহ্মণেষু তপস্বিষু।
বিদ্যেতি হি যথা শক্রো ব্রহ্মচারিব্রতস্থিতঃ॥ ৩৮
তস্য ব্রহ্মচর্য্যস্য ফলমুষীণামিহ দৃশ্যতে।

মাতাপিত্রোঃ পূজনে যো যত্নস্তমপি মে শৃণু॥ ৩৯
শুশ্রূষতে যঃ পিতরৌ ন চানৃতেষু কদাচন।
মাতরং ভ্রাতরং বাপি গুরুবাচার্য্যমেব চ॥ ৪০
তস্য রাজন্ ফলং বিদ্ধি স্বর্গেষ্বে স্থানমক্ষিতম্।
ন চ পশ্যেত নরকং গুরুশুশ্রূষয়ান্বিতঃ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি
পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৫

তপস্বী ব্রাহ্মণদের মধ্যে ইঁহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়; কারণ, ব্রহ্মচারীকে আশ্রয় করিয়া সাক্ষাৎ ইন্দ্রও ভীত হন। ব্রহ্মচর্য্যের এই ফল জগতে ঋষিগণের মধ্যে দেখা যায়। এখন তুমি মাতা-পিতা প্রভৃতির পূজার যে ফল হয়, সেই বিষয়ে শ্রবণ কর।৩৮-৪১

রাজন্! যিনি পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গুরু ও আচার্য্যের সেবা করেন এবং কখনও তাঁহাদের প্রতি দোষদর্শন করেন না, তাঁহার এই ফল প্রাপ্তি হয় বলিয়া জানিও যে, তিনি স্বর্গলোকে নক্ষত্রসমান স্থান প্রাপ্ত হন। ইনি সংযতব্রতচারী সেই পুরুষ গুরু-শুশ্রূষার প্রভাবে কখনও নরকদর্শন করেন না।৩৯-৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥

[গোদানবিধি, গো: সমীপে প্রার্থনা, গোনিষ্ক্রয়কারিণ্যাঃ গোদানকারিণীকে নরপতীনাং নামবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বিধিং ব্রবীষি পরমং স্রোতুমিচ্ছামি যং বিভো।
যেন দানেন গাবস্তু লোকানবিধিনাঃ প্রাপ্নুয়ামিহ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

ন গোদানাৎ পরং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে বসুধাধিপ।

গৌর্হি স্যাদ্যস্তা দত্তা সন্তস্তারয়তে কুলম্॥ ২
সন্তানার্থে সদা যুক্তৈঃ পিতৃভিঃ স:
স চৈব কৃতঃ সন্যগাত্মা প্রজাভাঃ।
তস্মাৎ পূর্বং জাগ্রিতব্যং নরেণ
গোদানার্থং শৃণু রাজন্ বিধিং মে॥ ৩

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

[গোদানের বিধি, গোর নিকট প্রার্থনা, গো-নিষ্ক্রয়কারী এবং গোদানকারী নরপতিগণের নাম বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—নরপালক পিতামহ! এখন আমি গোদানের উত্তম বিধি যথাযথ রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, যাহার দ্বারা গাভী পুণ্যবানদের অক্ষয় সনাতন লোক প্রাপ্তি হয়।১

ভীষ্ম বলিলেন,—বসুধাধিপ যুধিষ্ঠির! গোদান হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। যদি ভাবাভাবের প্রাপ্ত গো দান করা হয়, তবে সেই গোদাতার কুলকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করিয়া দেন।২

রাজন্! ঋষিগণ সংপুরুষদিগের জন্য সর্বতোভাবে যে গোদান বিধি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাই এই প্রজাকুলের পক্ষেও যথাযথভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব তুমি আদিকাল হইতে প্রচলিত গোদানের সেই উত্তম বিধি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।৩

পুরাকালের ঘটনা, যখন ধরাধাম রাজাভাব নিকটে যজ্ঞ সাধক গো দানের জন্য উপনীত হইল, তখন তিনি 'কিরূপে

পূষা গোষুপনীতাসু গোষু সন্তিষ্ঠতামিহ
মাতাতা প্রকৃতঃ প্রশ্নং বৃহস্পতিরতাব্রত । ৪
দ্বিতাত্রিভিসংকৃতা যঃ কালমভিষেদ চ
গোধানার্থে প্রযুঞ্জীত রোহিণীং নিয়তব্রতঃ । ৫
আজ্ঞানঞ্চ প্রযুঞ্জীত সমজে যজতেতি চ
প্রবিশ্য চ গবাং মধ্যমিমাং স্তুতিমুদাহরেৎ । ৬
মৌর্যে মাতা বৃষভঃ পিতা মে
দিবং শর্ম জগতী মে প্রতিষ্ঠা
প্রপত্তৈবঃ শর্করীষূত গোষু
পুনর্যামীমুৎসৃজেয় গোপ্রধানে । ৭
স তামেকঃ নিশাং গোভিঃ সমসখাঃ সমব্রতঃ
ঐকাত্মগমনাৎ পশ্চাৎ কলুষাদ্ বিপ্রমুচ্যতে । ৮
উৎসৃষ্টবৃষবৎসা যি প্রদেয়া সূর্যদর্শনে ।

ত্রিদিবঃ প্রত্যিপত্তব্যমর্থবাদাশিষস্তব । ৯
উর্জস্বিনা উর্জদোদাস্ত যজ্ঞে
গর্ভোঽমৃতস্য জগতোঽসা প্রতিষ্ঠা ।
ক্ষিপ্রে যোঃ প্রবহঃ শর্ধদেব
প্রাজাপত্যাঃ সর্বমিত্রার্থবাদাঃ । ১০
গাবো মযৈঃ প্রণুদন্ত সৌর্যাঃ
ত্বধা সৌম্যাঃ স্বর্ধানায় সন্তু ।
আজ্ঞানং যে মাতৃবজ্ঞাত্রন্ত
ত্বধানুক্তাঃ সন্তু সর্বাশিষো যে । ১১
গোব্রাহ্মণার্থে ক্ষয়ভিঃ ক্ষয়ন্তীঃ
সত্রস্বত্যঃ শ্রেয়সে সম্প্রবৃত্তাঃ ।
সূনৃং নিত্যাং সর্বপুণ্যোপমাস্তাঃ
দিশন্তং যে সন্ততিষ্টাঃ প্রসন্নাঃ । ১২

গোধান করিব?' এই সংকল্পে নিযুক্ত হইয়া বৃহস্পতিকে তোমরই দ্বারা প্রশ্ন করিলেন সেই প্রশ্নের উত্তরে বৃহস্পতি এই কথা বলিলেন। ৪

গোধানকারী মানুষের করণীয় এইরূপ তিনি নিয়মপূর্বক ব্রত পালন করিবেন এবং ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহার সর্বতোভাবে সংকার করত বলিবেন যে, 'আমি আগামী কাল প্রাতে আপনাকে একটি গো দান করিব' তাহার পর গোদানের জন্য তিনি একটি শুভক্ষণের, রোহিণী গাভী আনাইবেন এবং 'সমজে যজেন' এই কথা বলিয়া সেই গাভীকে সমোধিত করিবেন তাহার পর গোসকলের মধ্যে প্রবেশ করত এই নিম্নলিখিত স্তুতি মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন—। ৫-৬

"গাভী আমার মাতা, বৃষভ আমার পিতা। ইঁহারা উভয়েই আমাকে স্বর্গ ও ইহলোক সুখ প্রদান করুন গো-ই আমার আশ্রয়"। এই কথা বলিয়া গোগণের শরণ গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাদেরই সহিত মৌনাবলম্বন করত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে গোগণের সহিত মৌনভঙ্গ করিবেন। ৭

এইভাবে গোগণের সহিত এক রাত্রি যাপন করিয়া তাঁহাদের [illegible] ব্রত পালন করিতে করিতে তাঁহাদেরই সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইলে যাজক তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান। ৮

যাজক! সূর্যোদয়ের সময় বৎস সহ গাভী তোমায় দান করা উচিত। ইহার দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্তি হইবে এবং অর্থবাদ মন্ত্রে যে আশী: (প্রার্থনা) করা হইয়াছে, তাহাও তোমার সফল হইবে। ৯

(সেই প্রার্থনা মন্ত্র এইরূপ, গোদানের পর এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হইবে—) গাভীগণ উৎসাহদাতা, বল ও বৃদ্ধিযুক্ত। যজ্ঞে যাগের প্রয়োজনীয় সমস্তধন করিবার উৎপত্তি স্থান, এই জগতের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়), পৃথিবীতে সুখের দ্বারা যজ্ঞ উৎপাদনকারিণী, সংসারের অন্যান্য প্রকারের প্রবৃত্তি ও পরিচালনকারিণী এবং প্রজাপতির পুত্রী। এই সমস্ত গাভীগণের প্রশংসা করা। ১০

সূর্য ও চন্দ্রের অংশ হইতে উৎপন্না এই গোগণ আমার পাপ নাশ করুন। আমাকে স্বর্গাদি উত্তম লোকসমূহ প্রাপ্তিতে সাহায্য করুন। যাজ্ঞার দ্বারা সফল দান করুন। যে সব ইচ্ছা এই যজ্ঞের দ্বারা উদ্দিষ্ট হয় তাহা এবং সেই সমস্ত গোযাজ্ঞার ফলদাতা আমার পূর্ণ হউক। ১১

গোযাজ্ঞাগণ! যাঁহারা তোমাদের সেবা করিতে করিতে তোমাদেরই আরাধনায় নিরত আছেন, তাঁহাদের সেই সব কর্মে প্রসন্ন হইয়া তোমরা তাঁহাদিগকে অকালমৃত্যু রোগসমূহ হইতে মুক্ত করিয়া রাখ এবং জ্ঞানবান করিয়া তাঁহাদিগকে দেব যজন হইতেও মুক্ত করিয়া রাখ। যে মনুষ্যগণ তোমাদের সেবা করেন, তাঁহাদের কল্যাণের জন্য তোমরা সরস্বতী নদীর ন্যায় সর্বদা বহনশীল থাক। গোযাজ্ঞাগণ!

যা বৈ মৃষ্ণ মোঽমন্তৈব ভাবো
মৃষ্মান্ দত্ত্বা চাহমাত্মপ্রদাতা
মমস্তৃতা মম এষোপপত্নাঃ
সন্তুক্তমা সৌম্যলোকাস্তবন্তু ॥ ১৩
এষ তদ্যাগ্রে পূর্বমর্ঘঃ বরেত
পত্নীঃ দাতা বিধিবৎ পূর্বদৃষ্টঃ।
প্রতিগ্রহীতাপ্যেবমর্ঘং বিজ্ঞাতিঃ
প্রতিগৃহ্নন বৈ মোক্ষবাপে বিধিজ্ঞঃ ॥ ১৪
মোক্ষপ্রদানীতি যজ্ঞমার্গব্যয়ন্তপ্রদঃ
উর্জাস্যা ভবিষ্যন্তা চ বৈক্তমীতি চ চোদয়েৎ ॥১৫
নাম সাংকীর্তয়েৎ তস্য যথাসংখ্যোত্তরং সা বৈ
ফলং যট্‌ত্রিংশদ্গুণো চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ ॥১৬
এবমেতান্ গুণান্ বিদ্বান্ সর্বাপ্নোতি যথাক্রমম্।

মোক্ষপ্রদাতা সর্বান্তোতি সমস্তানষ্টমে ক্রমে ॥ ১৭
মোদঃ শীলী নির্ভয়শ্চার্যদাতা
ন স্যাদ্ দুঃখী বসুদাতা চ কামম্
উর্জস্বোঢ়া ভারতে যজ্ঞ বিদ্বান্
বিধাতাস্তে বৈক্তবাল্লোকলোকাঃ ॥ ১৮
যা বৈ দত্ত্বা গোব্রতী স্যাৎ ত্রিরাত্রং
নিশাং চৈকাং সংবসেত্তেহ ভাক্তিঃ
কামাষ্টম্যাং ভক্তিভব্যা ত্রিরাত্রং
ভসৈবী মোঃ শক্তুতা প্রস্রবৈবী ॥ ১৯
দেবব্রতী স্যাদ্ বৃষভপ্রদানে
বেদব্যাপ্তির্গোবৃষস্য প্রদানে
যথা দত্তা বিধিমাসাদ্য যজ্ঞা
লোকান্ত্রয়ান্ বিন্দতে নাবিধিজ্ঞঃ ॥ ২০

তোমরা আমার প্রতি সদা প্রসন্ন হও এবং আমাকে সমস্ত পুণ্যের দ্বারা প্রাপ্য অক্ষয়ী গতি প্রদান কর ॥ ১২

ঈশান পরে পূর্বদৃষ্ট দাতা প্রথমে বিধি অনুসারে নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণ উচ্চারণ করিবেন—"যা বৈ মৃষ্ণ মোঽহমন্তৈব ভাবো মৃষ্মান্ দত্ত্বা চাহমাত্মপ্রদাতা"—গোদাতাগণ। তোমাদের যে স্বভাব, তাহা আমারও স্বভাব—তোমাদের ন্যায় আমারও যেমন কোনও পার্থিব নাই অতএব আজ তোমাদের দান করিয়া আমি স্বয়ং নিজেকে দান করিলাম। দাতা এই কথা বলিলে পর গ্রহণকারী গোদান বিধি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ শেষ অর্ধ শ্লোক উচ্চারণ করিবেন—"মমস্তৃতা মম এষোপপত্নাঃ সন্তুক্তমা সৌম্যলোকাস্তবন্তু"—গোদান। তোমরা শান্ত ও প্রসন্ন হও গাভীরূপিণী। এখন তোমার উপর দাতার মমত্ব (অধিকার) আর থাকিল না, এখন তোমরা আমার অধিকারে আসিয়াছ; অতএব তোমার অক্ষয়ী ভোগ প্রদান করত আমাকে এবং দাতাকে প্রসন্ন কর ॥ ১৩-১৪

যিনি গ্রহণ নিষ্ক্রয়রূপে দাতার মূল্য, বস্ত্র অথবা স্বর্ণ প্রদান করেন, তাঁহাকেও গোদাতাই বলা হয়। মূল্য, বস্ত্র ও স্বর্ণভেদে এগুলো গাভীর নাম ক্রমশঃ উর্জস্বা, ভবিষ্যন্তী ও বৈক্তমী হয়। গোদানকালে ঈশানের এই সব নামই উচ্চারণ করিতে হইবে অর্থাৎ ঈশান 'উর্জস্যাম্,' 'ঈশান ভবিষ্যন্তীম্' 'ঈশান বৈক্তমীম্' ইত্যাদিরূপ গো প্রদানে—আমি এই উর্জস্বা, ভবিষ্যন্তী বা বৈক্তমী গাভী আপনাকে দান করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন। এই কথা

ঈশানের দানের ফল ক্রমশঃ এইরূপ গোর মূল্যদাতা ত্রিরাত্র ব্রহ্মচর্য পালন করিলে, গোর স্থানে বস্ত্রদাতা আট রাত্রি ব্রহ্মচর্য এবং গোর স্থানে স্বর্ণদাতা পূর্ণ তিন রাত্রি ব্রহ্মচর্য পালনান্তে বৃষ ভোগ করেন। এইভাবে গোদেয় নিষ্ক্রয়দানের ক্রমশঃ ফল বর্ণিত হইল। যে ব্যক্তি গোদান বিধিমতে সম্পন্ন করিয়া যখন ব্রাহ্মণ নিজের গৃহের দিকে গমন করেন, সেই সময় তিনি আট পদ গমন করিলেই দাতার নিজের স্থানের ফল প্রাপ্তি হয় ॥ ১৬-১৭

দাতাকে গোদানকারী গৌরবান্ পুরুষ এবং গোমূল্যদাতা পুরুষও নির্ভয় হইয়া যান এবং গোর স্থানে উচ্চাসনাসীন সুবর্ণ প্রদানকারী মানুষ কখনও দুঃখভাগী হন না। যিনি প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া নৈত্যিক নিয়মসমূহের অনুষ্ঠান করেন যিনি যথাস্থানের বিদ্বান্ এবং যাঁহারা বিধাতা বৈক্তম, ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ১৮

গোদান করিবার পর দাতার তিন রাত্রি গোব্রত পালন করা কর্তব্য এবং এক রাত্রি এখানে গোর সহিত তাঁহার বাস করা উচিত। কামাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া তিন রাত্রি গোদেয়, গোদুগ্ধ অথবা গোদুগ্ধজাত আহার করিতে হয় ॥ ১৯

যে ব্যক্তি একটি বৃষ দান করেন, তিনি দেবব্রতী হন অর্থাৎ সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গমনকারী ব্রহ্মচারী হন। যিনি একটি গাভী ও বৃষ দান করেন, তিনি বেদসকল লাভ করেন এবং

কামান্ সর্বান্ পার্থিবানেকসংস্থান্
যো বৈ দদ্যাৎ কামতস্তাত্ত বেদম্
সমাক্ তাঃ স্যুর্বাক্যবৈঘনত্তা-
ত্তাসাবুক্তাঃ ত্রায়মাণাঃ সপ্তদানম্ ॥ ১১

ন চাশিষ্টাত্তাত্রায়োপকূর্বাঃ
ত্রাহ্মণ্যবানাত্ত ন বক্রমুক্তয়ে।
গুরো হ্রস্তঃ সর্বলোকস্য বর্ত্মো
নেষাং বর্ত্ম ত্বত্ত তত্ত্ব প্রসূতেঃ ॥১২

সন্তি লোকেঽন্ধবানা মনুষ্যাঃ
সন্তি ক্ষুদ্রা রাক্ষস-মানুষেষু।
এষামেতদ্ ঘোরমাত্ত ত্রমিষ্টং
যে নাস্তিক্যাৎ চাত্রয়ন্তেঽন্যপুণ্যাঃ ॥ ১৩

বার্হস্পত্যাঃ বাত্তা মত্তস্তিমন্যা
যে রাজানো ত্রাপ্রদাত্তানি দত্ত্বা।
লোকান্ প্রাপ্তাঃ পুণ্যশীলাঃ প্রবৃত্তা-
ত্তান্ যে রাজন্ কীর্তয়ানান্ নিবোধ ॥ ১৪

ঔশীনরো বিষদগতো নৃসঙ্গ
স্তথীরথো বিজ্রতো যৌবনাশ্বঃ
দাত্তাতা বৈ মৃচুকুন্দশ্চ রাজা
ভূরিদ্যুম্নো নৈষধঃ সোমকশ্চ ॥১৫

পুত্তরবো ভরতশ্চন্দ্রবর্মা
যজ্ঞাধ্যক্ষো ভরতাঃ সর্ব এব
তথা বীরো দাশরথিশ্চ রাজা
যে চাপ্যন্যে বিশ্রুতাঃ কীর্তিমন্তঃ ॥ ১৬

তথা রাজা পৃথুরর্চী দিলীপো
দিবং প্রাপ্তো গোপ্রদানৈর্বিবিক্তঃ
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপসা রাজবর্ষে
র্প্রাপ্তাত্তাত্ত্ব গোপ্রদানৈশ্চ মুক্তঃ ॥১৭

তস্মাৎ ত্বাত্ত ভরতীমাং মহোক্তাং
যাচিষ্যন্তী ভাসকৃৎ বারয়ত্ব
দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ সম্প্রদত্তঞ্চ প্রীতো
মাং পুণ্যা বৈ প্রাপ্তা রাজ্যাং কৃষ্ণাম্ ॥১৮

যিনি যিনি অনুসারে গোদান করেন তাঁহার ঊর্ধ্ব লোক লাভ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি গোদানের বিধি জানে না, তাহার ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্তি হয় না। ১০

যে ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে দুগ্ধদানকারিণী বেগু প্রদান করেন, তিনি সমস্ত পার্থিব ভোগ পদার্থ একত্রে দান করিয়া থাকেন। এবং একটীমাত্র গোদানের মাহাত্ম্য এইরূপ, তখন তথা-কথিত যে গাভী যদি বিধি অনুসারে দান করা হয় তবে তাহা অধিক ফল হইতে পারে? নরসূত্র যে দুগ্ধদানে সেই সব গাভী দান হইতেও অধিক পুণ্য লাভ হয়। ২:

যে মানুষ নিজের শিষ্য নয়, যে ব্রতপালন করে না এবং যাহার বুদ্ধি কুটিল, তাহাকে গোদান-বিষয়ে উপদেশ করিবে না, কারণ, ইহা সর্বাপেক্ষা গোপনীয় বস্তু, অতএব ইহার বক্র-ভাব প্রকাশ করিবে না। ১১

যাহারা বহু অপরাধী (যাহারা এই সব দান বিষয়ে বিশ্বাস করে না) এবং রাক্ষসী প্রকৃতির মনুষ্যগণের মধ্যে এরূপ বহু ক্ষুদ্র মানুষ আছে (যাহাদের এ সব কথা ভাল লাগে না), তত পুণ্যহীন মানুষ নাস্তিকতার অবলম্বন করিয়া থাকে, ইহাদের সকলকে এই গোদানে উপদেশ দেওয়া অতীব ইষ্টের না, বরং ইহাতে বিপরীত অনিষ্টকরও হইতে পারে। ১৩

রাজন্! বৃহস্পতির এই উপদেশ শ্রবণ করত যে সব রাজারা গোদান করিয়া তাহার প্রভাবে উত্তম লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং উক্ত যে সকলের জন্য পুণ্যাত্মা হইয়া সংকর্ম সমূহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৪

ঔশীনর, বিষদগত, নৃসঙ্গ, তথীরথ, ভূরিদ্যুম্ন নৈষধরাজ মান্ধাতা, রাজা মুচুকুন্দ, কুরিরাজ, নিমিবংশীয় নরপতি সোমক, পুত্তরবা, চন্দ্রবর্মা ভরত—ইহাঁর যাগে আত্ত সব রাজাকেই 'ভারত' বলা হয়, স্বয়ম্বরসভায় বীর শিরোমণি অন্যান্য বিখ্যাত কীর্তিমান নরপতিগণ এবং মহৎকর্মকারী রাজা দিলীপ—এই সমস্ত বিভিন্ন নরপতিগণ-গোদান করিয়া স্বর্গস্থ হইয়াছেন। রাজা মান্ধাতা ত' বটে, দান, তপস্যা, রাজধর্ম যোগাদি সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন ছিলেন। ১৫-১৭

কৃষ্ণীনন্দন! অতএব ভূরিদ্যুম্ন আমার কথিত এই বৃহস্পতি উপদেশ বারম্বার শ্রবণ এবং কৌরব-রাজ্যের উপর অধিকার করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে প্রসন্নতা পূর্বক পবিত্র গোদান কর। ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

তথা সর্বং কৃতবান্ ধর্মরাজো
ভীষ্মোক্তো বিধিবদ্ গোপ্রদানে
স মাতামহৈর্দেবরোপেতচিত্তৈঃ
সমাগৃদ্ধয়ঃ রাজবাসাস রাজা ॥ ১৯

ইতি নৃপ সভক্তা সবা প্রদানে
যবশকলান্ সহ গোময়ৈঃ শিবানঃ
ভিত্তিতলশয়নঃ শিখী যজ্ঞা
নৃপ ইব রাজবৃষভো বভূব ॥ ৩০

নরপতিরভবৎ সদৈবতাভ্যঃ
প্রবরতমাশ্চ তিতিক্ষুরুত্তমশ্চ তাঃ গা ।
ন চ ঘৃণি নৃপ গামমুক্ত দূত-
স্তরগবরৈরগচ্ছ যত্র তত্র ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি গোদানকথনে
ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তনয়েরও ভীষ্ম যখন এইভাবে বিধি অনুসারে গোদান করিতে আজ্ঞা করিলেন, তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সব কার্য সেইরূপেই সম্পন্ন করিলেন এবং দেবতা গণেরও দেবতা বৃহস্পতি মাতামহ তত্ত্ব যে উত্তম ধর্মের উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি সর্বতোভাবে পালন (গ্রহণ) করিয়া রাখিলেন। ১৯

যবশকলসহ আহার করিয়া গোময় ও ইষ্টিকাশয়নে

লগত রাখিয়া বৃষভের ন্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকে তখন জটাসমূহ বন্ধিত হইল এবং তিনি সাক্ষাৎ ধর্মের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতে লাগিলেন। ৩০

হে নৃপ! রাজা যুধিষ্ঠির সর্বদাই গোগণের প্রতি বিনীতচিত্ত হইয়া তাঁহাদের স্তুতি করিতে থাকিলেন তিনি কখনও আহার বৃষভকে নিজের যানে ব্যবহার করিতেন না। তিনি উত্তম উত্তম অশ্বগণের দ্বারাই রথ তত্ত্ব গমন করিতেন। ৩১

শ্রীমহাভারত বৈয়াসিকপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে গোদানকথনবিষয়ক ষট্-সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[কপিলাবেধা উৎপত্তের্বিঘ্নশ্চ বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ভূয়ঃ শান্তনবং নৃপম্।
গোদানবিস্তরং ধর্মান্ পপ্রচ্ছ বিনতাবিদঃ ॥ ১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

গোপ্রদানগুণান্ সম্যক্ পুনর্বে ব্রূহি ভারত।
ন হি তৃপ্যামি তে ধীর শৃণ্বানোঽমৃতমীদৃশম্ ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তো ধর্মরাজেন তদা শান্তনবো নৃপঃ।
সমাসাদ্য গুণাংস্তস্যৈ গোপ্রদানস্য কেবলান্ ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

বৎসলাং গুণসম্পন্নাং তরুণীং বহুলাং সুতাম্
যস্তৃপ্তীং গাং বিপ্রায় সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

[কপিলা বেধের উৎপত্তি ও বাধিয়া বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তনয়েরও। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে গোদানের বিস্তৃত বিধি এবং তৎসম্বন্ধী ধর্মবিষয়ে বিনয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত! আপনি গোদানের উত্তম গুণসমূহ সর্বতোভাবে পুনরায় আমার নিকট বর্ণনা করুন। এরূপ অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়াও আমি কৃপ হইতে পারিতেছি না। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ তনয়েরও। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর সেই সময় শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কেবল গোদানসম্বন্ধীয় গুণসকলের বিধি অনুসারে বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—বৎসলাবতী বহুলা, গুণবতী ও যুবতী গাভীকে যজ্ঞবিধি করিয়া দান করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে এইরূপ গাভী দান করিয়া মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৪

অসূর্য্যা নাম তে লোকা গাং দত্ত্বা তান্ ন গচ্ছতি।
নীতোদকাং তৃণতৃণাং নষ্টদোহাং নিরিন্দ্রিয়াম্ ॥ ৫
জরারোগোপসম্পন্নাং জীর্ণাং বাশীমিবাতুরাম্
দত্ত্বা তমঃ প্রবিশতি দ্বিজং ক্লেশেন যোজয়েৎ ॥ ৬
দুষ্টা দুষ্টা ব্যাধিতা দুর্বলা বা
নো দাতব্যা ধান্য ধনৈরমদ্ভিঃ
ক্লেশৈর্যৈরাঢ্য যোঽফলৈঃ সংযুনক্তি
তস্তাবীর্য্যাস্তাফলাস্তস্য লোকাঃ ॥৭
বলান্বিতাঃ শীলবয়োপপন্নাঃ
সর্বে প্রশংসন্তি সুমঙ্গলত্বাঃ।
যথা হি গঙ্গা সরিতাং বরিষ্ঠা
তথার্জুনীনাং কপিলা বরিষ্ঠা ॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কস্মাৎ সমানে বহুলাপ্রদানে
সৃষ্টিঃ প্রভুস্তঃ কপিলাপ্রদানম্।
বিশেষমিচ্ছাম্যহি মহাপ্রভাব
শ্রোতুং সমর্থোঽসি তথান্ প্রবক্তুম্ ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ।

বৃদ্ধানাং শ্রুতবতাং তাত শ্রুতং মে যৎ পুরাতনম্।
বক্ষ্যামি তদশেষেণ শ্রোষ্যসো নিবিদা যথা ॥ ১০
প্রজাঃ সৃজেতি চাদিষ্টঃ পূর্বং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুবা
অসৃজন্ত বৃদ্ধিমেবাগ্রে প্রজানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১১
যথা জরায়ুমাশ্রিত্য বর্ততন্তি হি দেহিনঃ
তথা বৃদ্ধিঃ সমাশ্রিত্য বর্ততন্তি প্রজা বিভো ॥ ১২
আচরেত্যাস্ত কৃত্যেষ্বাদ্যাঃ শ্রোষ্যন্তি সন্ত নবাঃ
বাহ্মণাস্ত্ত্ব তত্ত্ব শ্রেষ্ঠাস্তেষু বক্ষ্যন্তি প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৩
যজ্ঞৈরবাপ্যতে দেবাঃ স চ যজ্ঞেষু প্রতিষ্ঠিতঃ।
ততো দেবাঃ প্রসাদন্তে পুরং বৃত্তস্তুতঃ প্রজাঃ ॥ ১৪
প্রজানাস্ত্বেব কৃৎস্নস্য প্রাক্রোশন্ বৃত্তকাঙ্ক্ষয়া।
বৃদ্ধিদ্ব চাদদ্ভূত ভূমিতাঃ সিসৃক্ষমাত্মবং ॥ ১৫

অসূর্য্য নামক যে অন্ধতামস লোক (নরক), সেখানে গোদানকারী ব্রাহ্মণকে যাইতে হয় না। যাহার ঘাস খাওয়া ও জলপান করা সমাপ্ত হইয়াছে, যাহার দুগ্ধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে যাহার ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইয়া গিয়াছে, যিনি বার্দ্ধক্যগ্রস্তা ও রোগে আক্রান্ত হওয়ায় যাহার শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ গোধন যিনি ব্রাহ্মণকে দান করেন তিনি ঘোর অন্ধকারে পতিত হন এবং তাহাকে ঘোর নরকে পতিত হয় ॥ ৫-৬

যে গাভী দুষ্টা, দুষ্টা, রোগযুক্তা দুর্বলা এবং যাহার ক্রয়মূল্য দেওয়া হয় নাই, এরূপ গাভী দান করা কদাপি উচিত নহে। যে ব্যক্তি এরূপ গাভী দান করিয়া ব্রাহ্মণকে কষ্ট দেয়, তাহার নির্বল ও নিষ্ফল লোকগুলি হয় ॥ ৭

দুষ্ট-পুষ্টা, বলবতী, যুবতী ও উত্তম লক্ষণযুক্তা গাভীকে সকল লোকেই প্রশংসা করে। যেমন নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠা, সেইরূপ গোদানের মধ্যে কপিলা গাভী শ্রেষ্ঠা বলিয়া কথিত হন ॥ ৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যে কোনও বর্ণের গাভী দান করা, সকল গোদান ত' একই ফলদায়ক হয়? তবে কেন সৎপুরুষগণ কপিলা গাভী দানের অধিক প্রশংসা করেন? আমি কপিলা ধেনুর যথাযথভাবে বিশেষরূপে জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ এবং আপনি তাহা বলিতে সমর্থ ॥ ৯

ভীষ্ম বলিলেন, বৎস! উপরোক্ত বৃত্তান্তের বিষয়ে হইতে শ্রোতব্য (কপিলার উৎপত্তির যে প্রাচীন বৃত্তান্ত আমি শুনিয়াছি, তাহা তোমাকে বিশেষরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১০

সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রজাপতি গণকে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে, তুমি প্রজাসৃষ্টি কর। কিন্তু প্রজাপতি গণ প্রজাগণের হিতকামনায় প্রথমেই তাহাদের জীবিকা সৃষ্টি করিলেন ॥ ১১

প্রজাবর্গণ বুদ্ধিকে যেরূপ দেখেন অন্যকে সেরূপ দেখেন না। এই বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করেন, সেইরূপ নবীন প্রজারা জীবিকা আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করেন ॥ ১২

স্থাবর প্রাণিগণ হইতে জঙ্গম প্রাণীরা শ্রেষ্ঠ। তাহাদের মধ্যে মনুষ্যগণ শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যগণ হইতে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ, কারণ ইঁহাদের মধ্যে যজ্ঞসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১৩

যজ্ঞসকলের দ্বারা দেবতাকে লাভ করা যায় এবং সেই সব যজ্ঞের মধ্যে গোযজ্ঞের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, যাহা হইতে দেবতারা আনন্দিত হন। অতএব প্রথমে জীবিকা, তাহার পর প্রজারা ॥ ১৪

সমস্ত প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়াই জীবিকার জন্য কোলাহল করিতে লাগিল। যেমন ক্ষুধিত ও পিপাসিত বালকগণ নিজে

ইতীদং মনসা গত্বা প্রজাসর্গাধ্যবস্যতঃ।
প্রজাপতিস্তু ভগবানমৃতং প্রাপিবৎ তদা ॥ ১৬
স পীতস্তস্য তৃপ্তিস্তু ন বভূব মুহুর্মুহুঃ।
যদপৌদ্গ্লাভসংবৃত্তা সুরভিঃ সুখতাং সুতাম্ ॥ ১৭
সাস্যতশ্চ সৌরভেয়ীস্তু পুরা গৌর্মৈথুনাকৃতাঃ।
সুবর্ণবর্ণাঃ কপিলা প্রজানাং বৃদ্ধিবেধসঃ ॥ ১৮
তাসামমৃতবর্ণানাং জজ্ঞিরে নবতস্ততঃ।
যতুধাবৃতজঃ কেশ প্রবভূবামিতৌজসঃ ॥ ১৯
স বৎসমুধবিভ্রদ্ধৌ ভগবস্ত ভূবি স্থিতঃ।
শিরস্তথাপ তং ক্রুদ্ধঃ স ভগৈস্তস্য চ প্রভুঃ ॥ ২০
ললাটপ্রভবেণাস্য রোহিণীঃ প্রভবন্নিব
তত্তেজস্ত ততো রৌদ্রঃ কালদাতা বিশাম্পতে ॥ ২১

ননাবর্ণস্তনন্ধয়ান্মেঘানিব দিবাকরঃ
যাস্তু তস্যাবপৎক্রব্যং সোমদেবাভিসংশ্রিতাঃ ॥ ২২
তাস্বোৎপন্নাঃ সুবর্ণাস্তাস্তা ক্ষেত্রা নাম্নুবর্ণাঃ।
অথ ক্রুদ্ধো মহাদেবঃ প্রজাপতিরভাষত ॥ ২৩
অমৃতেনাবসিক্তস্ত্বং নোচ্ছিষ্টঃ বিদ্যতে ভবান্।
যথা ত্বমুদ্ভবাদ্যাং সোমো বিদ্যতে পুনঃ ॥ ২৪
তথা ক্ষীরং ভবত্তোতা রোহিণ্যোঽমৃতসম্ভবম্
ন দুষ্যত্যাবিলো বায়ুর্নি সুবর্ণং ন চোদধিঃ ॥ ২৫
নামৃতেনামৃতা শীতা বৎসলীতা ন বৎসলা।
ইত্যুক্ত্বোক্তান্ ভবিষ্যন্তি ধৃত্বা প্রস্রবেণ চ ॥ ২৬
আসামেবংবিধাস্তিস্রস্তু সর্বেঽমৃতময়াঃ স্তনাঃ।
মৃদুতন্ত নদৌ তস্মৈ সহ সোক্তিঃ প্রজাপতিঃ ॥ ২৭

রাজা-পিতার নিকট গমন করে, সেইরূপ সমস্ত ঔষধি ঔষিধা রাজা রসের নিকট গমন করিল ॥ ১৫

প্রজাপতির স্তিতিবিষয়ে মনে মনে বিচার করত ভগবান্ প্রজাপতি প্রজাবর্গের আভীষ্টকার জন্য সেই সময় অমৃত পান করিলেন ॥ ১৬

অমৃত পান করিয়া যখন তিনি পুনঃপুন তৃপ্ত হইলেন, তখন তাহার মুখ হইতে সুরভি (ঘনোদর) নদ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সুরভি নদ নিঃসারণের নালই 'সুরভি' নামে বেণু আখ্যাতা হইলেন। সেজন্য প্রজাপতি নিজের মুখ হইতে প্রকটিত হওয়ায় পুত্রীরূপে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৭

সেই সুরভি যজ্ঞসাধক 'সৌরভেয়ী' নামে বেণু উৎপন্ন করিলেন; যাহারা সম্পূর্ণ জগতেরই মাতৃসমা ছিলেন। তাঁহাদের নবলের অঙ্গকান্তি (বর্ণ) সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। এই সব কপিলা বেণু প্রজাগণের ভবিষ্যকালে দুগ্ধ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

যেরূপ নদীসমূহের উদ্ভবস্থান হইতে ফেনা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ চারিদিকে দুগ্ধদ্বারা প্রধাবিত করিতে করিতে অমৃতফুল্ল (সুবর্ণফুল্ল) বর্ণ বিশিষ্ট সেই সব বেণুর দুগ্ধ হইতে ফেন উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ১৯

একদিন ভগবান্ নন্দন পৃথিবীতে বর্তমান ছিলেন। সেই সময় সুরভির এক বৎসের মুখ হইতে ফেন নির্গত হইয়া তাঁহার মস্তকে পতিত হইল। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ললাটজাত নেত্রের দ্বারা তাঁহাকে সেইভাবে দেখিতে লাগিলেন, যেন তাঁহাকে ভস্মীভূত করিয়া দিবেন ॥ ২০-২১

প্রজানাথ! ভগবানের সেই ভাবের তেজ যে যে কপিলাগণের উপর পতিত হইল, তাঁহাদের সকলের বর্ণ নানাপ্রকার হইয়া গেল। যেরূপ সূর্য যেমনভাবে নিজের কিরণসমূহের দ্বারা অন্ধকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেই মৈত্র তেজ তাঁহাদের সকল যে বহুবর্ণ করিয়া দিল ॥ ২২-২৪

কিন্তু যে সব বেণু সেখান হইতে পলায়ন করিয়া চন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা যেরূপ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই রূপেই থাকিয়া গেলেন। তাঁহাদের বর্ণের কোনও পরিবর্তন হইল না। সেই সময় ক্রুদ্ধ মহাদেবকে লক্ষ প্রজাপতি বলিলেন ॥ ২২-২৩

প্রভো! আপনার উদর অমৃতের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। সোমদেবের দুগ্ধ বৎস পান করিলেও উচ্ছিষ্ট হয় না। যেরূপ চন্দ্র অমৃত সংগ্রহ করিয়া উহাকে পুনরায় যখন করে, সেইরূপ এই রোহিণী বেণুরা অমৃত হইতে উৎপন্ন দুগ্ধ প্রদান করে ॥ ২৪

ও যেরূপ বায়ু, অগ্নি, সুবর্ণ, সমুদ্র ও দেবতাগণের দ্বারা পীত অমৃত—এই সব যত কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না, সেইরূপ বৎস পান করিলেও সেই বৎসের প্রতি স্নেহবতী গাভীও দূষিতা বা উচ্ছিষ্টা হয় না (তাৎপর্য হইল—দুগ্ধদান করিবার সময় বৎসের মুখ হইতে নির্গত দুগ্ধ ফেন অমৃত বলিয়া পীকৃত হয় না) এই সব বেণু নিজেদের দুগ্ধ ও দুগ্ধের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎকে পালন করিবে। সমস্ত লোকেরা বলিয়া করে যে, এই গোগণের গাভী সকলকাই অমৃতময় দুগ্ধের সম্পত্তি স্থির থাকুক ॥ ২৫-২৬

অতএবনন্দন! এই কথা বলিয়া প্রজাপতি লক্ষ বৎসবেণুকে

প্রসাদয়ামাস মনস্তেন কৃত্যেন ভারত
প্রীতস্তাপি মহাদেবস্তদাত্মানং বৃষধ্বজম্ তদা । ১৮
ততো দেবৈর্মহাদেবস্তদা পশুপতিঃ কৃতঃ ।
ঈশ্বরঃ স প্রবাং মধ্যে বৃষভাঙ্কঃ প্রকীর্তিতঃ । ২৯
এষমব্যগ্রবর্ণানাং কপিলানাং মহৌজসাম্
প্রদানে প্রথমঃ কল্পঃ সর্বাসামেষ কীর্তিতঃ । ৩০
লোকজ্যেষ্ঠা লোকসৃষ্টিপ্রবৃত্তা
রুদ্রোপেতাঃ সোমবিষ্ণুপ্রসূতাঃ
সৌম্যাঃ পুণ্যাঃ কামদাঃ প্রাণদাশ্চ
গা বৈ দত্ত্বা সর্বকামপ্রদঃ স্যাৎ । ৩১
ইমং প্রবাং প্রভববিধানমুত্তমং
পঠন্ সদাশুচিরপি মঙ্গলপ্রিয়ঃ
বিমুচ্যতে কলিকলুষৈর্ন মানবঃ
শ্রিয়ং সুতান্ ধনপশুমাপ্নুয়াৎ সদা ।৩২

ধ্বযাঃ কথ্যা তর্পণঃ পার্থিবস্য
দানং দাসো বৃষভশ্চিন্ত ভূপ্তিঃ
এতান্ সর্বান যোগপ্রদানে গুণান্ বৈ
দাতা রাজন্নাপ্নুয়াদ্ বৈ সদৈব । ৩৩
বৈশম্পায়ন উবাচ
শিলাদস্যাথ বিপ্রস্য বাক্যাৎ
রাজা সদ্য ভ্রাতৃভিরাজমীঢ়ঃ
সুবর্ণবর্ণানকুষধ্বযা গাঃ
পার্থো দদৌ ব্রাহ্মণসত্তমেভ্যঃ । ৩৪
তস্যৈব ভেজ্যোঽথি দদৌ দ্বিজেভ্যো
ধ্বযাঃ সহস্রাণি শতানি চৈব
যজ্ঞান্ সমৃদ্ধিশ্চ চ দক্ষিণার্থে
লোকান্ বিজেতুঃ পরমাত্ত কীর্তিম্ ।৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি গোপ্রদানকথনে
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ । ৭৭

বহুদণ্ডাত্মক বেদ ও একটি বৃষ প্রদান করিলেন। এই উপায়ে তিনি মহাদেবের মন প্রসন্ন করিলেন। ২৮

তখন মহাদেব প্রসন্ন হইলেন। তিনি সেই বৃষকে নিজের বাহন করিলেন এবং তাহারই আকৃতির দ্বারা নিজের ধ্বজকে চিহ্নিত করিলেন। সেইজন্য তিনি 'বৃষভধ্বজ' নামে কথিত হন। ২৯।

তদনন্তর দেবগণ মহাদেবকে পশুদিগের অধিপতি করিলেন এবং গোসকলের মধ্যে সেই মহাদেবের নাম 'বৃষভাঙ্ক' রাখিলেন।২৯

এইভাবে কপিলা ধেনুরা অত্যন্ত তেজস্বিনী ও নানা বর্ণবিশিষ্টা হন এইজন্যই দানের মধ্যে তাঁহাদের সকলকেই গোসমূহের প্রথম দান দেওয়া হইয়াছে। ৩০

গো সংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। ইঁহারা জগতের জীবন ধারণকার্যে প্রবৃত্ত আছেন। ভগবান্ শম্ভু সর্বদা ইঁহাদের সহিত বিরাজমান। ইঁহারা চন্দ্রনিঃসৃত অমৃত হইতে উৎপন্ন, শান্ত, পবিত্র, সমস্ত কামনাপূর্ণকারিণী এবং জগতের প্রাণদাত্রী; অতএব গোদানকারী মানব সমস্ত কামনাপ্রদাতা বলিয়া কথিত হন। ৩১

ইঁহাদের উৎপত্তিবিষয়ক এই উত্তম কথা সদা পাঠকারী মানব যদি অপবিত্রও থাকে, তবে সে মঙ্গলপ্রিয় হইয়া যায় এ কলিযুগের সমস্ত দোষ হইতে মুক্তি লাভ করে কেবল ইহ নহে, তাহার পুত্র, লক্ষ্মী, ধন ও পশু প্রভৃতিরও সদা প্রাপ্তি হইয়া থাকে।। ৩২

হে মানব! গোদানকারী মানুষের ধ্বযা, কথ্যা, তর্পণ, দাতিগণের ফল, বাহন, বস্ত্র লাভ হয় এবং দানের ও বৃষগণের সম্ভোষ প্রাপ্ত হয়। এই সব ফলই গোদানের গুণ, দাতা এ সমস্তই প্রাপ্ত হন। ৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! জনমেজয়! শিলাদের ঔরসে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণভূষণ বর্ণবিশিষ্ট বৃষ ও উত্তম গাভীসকল প্রদান করিলেন। ৩৪

এইভাবে যজ্ঞসমূহের দক্ষিণায় অন্ত, পুণ্যলোকসমূহ লাভ করিবার জন্য এবং জগতে নিজেদের উত্তম কীর্তিবিস্তারের জন্য রাজারা সেই ব্রাহ্মণদিগকে শত শত ও সহস্র সহস্র গো-সম্পত্তি দিয়াছিলেন। ৩৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে গোসকলের উৎপত্তিবিষয়ক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বশিষ্ঠের মোদাসসমীপে সোদাসস্ত বিশেষবিবরণ কথনম্।]

ভীষ উবাচ।

এতচ্ছ্রিত্বৈব কালে তু বশিষ্ঠমৃষিসত্তমম্।
ইক্ষ্বাকুবংশজো রাজা সৌদাসো বলবান্ বরঃ॥ ১
সর্বলোকহরঃ সিদ্ধ ব্রহ্মকোপঃ সনাতনম্।
পুরোহিতমভিপ্রেত্য ঋষিমাত্মোপচক্রমে॥ ২

সৌদাস উবাচ।

ত্রৈলোক্যে ভগবন্ কিঞ্চিৎ পবিত্রং কথ্যতেঽনঘ।
যৎ কীর্তয়ন্ সদা মর্ত্যঃ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যমুত্তমম্॥ ৩

ভীষ উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং প্রশস্তায় দ্বিজঃ তদা।
সবাগ্মিনাং বিধিজ্ঞানং বক্তৃণাং প্রবরঃ শুচিঃ॥ ৪
গাবঃ পুরস্তাদ্বিধ্যন্ত্যস্তথা পুষ্টিঃ সনাতনী।
গাবো লক্ষ্মীস্তথা মূলং গোষু যজ্ঞা ন সংশয়ঃ॥ ৫

অন্নং হি পরমং গাবো দেবানাং পরমং হবিঃ।
স্বাহাকার-বষট্কারৌ গোষু নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ॥ ৬
গাবো যজ্ঞস্য হি ফলং গোষু যজ্ঞাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
গাবো ভবিষ্যং ভূতঞ্চ গোষু যজ্ঞাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৮
সায়ং প্রাতশ্চ সততং হোমকালে মহাদ্যুতে।
গাবো বদন্তি বৈ হৌত্রমৃষিভ্যঃ পুরুষর্ষভ॥ ৯
যানি কানি চ দুর্বাণি দুষ্কৃতানি কৃতানি চ।
হরন্তি চৈব পাপ্মানং বেদুং যে বদন্তি প্রভো॥ ১০
একাহ্ন বদগুপ্তাদ্ বৎস দত্তাচ্চ গোশতী।
শতং সহস্রগুণিতাৎ সর্বে তুল্যফলা হি তে॥ ১১

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

[বশিষ্ঠ কর্তৃক সৌদাসের নিকট গোদানের বিধি এবং মহিমা কথন]

ভীষ বলিলেন,—রাজন্! এই কোন এক সময়ে বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সৌদাস নিজের পুরোহিত, সর্বলোকে বিচরণকারী, ব্রহ্মতেজানের ভাণ্ডার, নিত্য সনাতন ঋষি বশিষ্ঠকে প্রণাম করিয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন।

সৌদাস বলিলেন,—ভগবন্! নিষ্পাপ মহর্ষে! তিন লোকে এমন কোন্ বস্তু পবিত্র বলিয়া কথিত হয়, যাহার নাম স্মরণ করা মানুষ মাত্রের পক্ষে উত্তম পুণ্য লাভ করিয়া থাকে? ৩

ভীষ বলিলেন,—রাজন্! ঋষিশ্রেষ্ঠ! নিজ চরণে প্রণত রাজা সৌদাসকে ধর্মোপনিষদে (গোসকলের মহিমার মূল রহস্য প্রকাশকারিণীর বিষয়ে) বিশেষরূপ পবিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ গোধনকে বলবার জন্য এই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪

রাজন্! গোসকল যেরূপ হইতে অনেক প্রকারের ধনোদয় সুলভ বাহির হয় এবং বলসঞ্চয়ের গোরু পরীক্ষা হইতে গুণ-গুলের সমান গুণ প্রকাশিত হয়। গাভীগণ সমস্ত প্রাণীদিগের প্রতিষ্ঠা (আধার) ও গোসকলই তাহাদের সর্বোত্তম বলবার বিধি। ৫

গোসকলই ভূত ও ভবিষ্যৎকাল। গোসকলই চিরস্থায়িনী পুষ্টির কারণ এবং লক্ষ্মীর মূল। গোসকলকে যাগ বিষ্ণু সেবা হয়, তাহাতে পুণ্য কখনও নষ্ট হয় না। ৬

গোসকলই সর্বোত্তম অন্নপ্রাপ্তির কারণ ইহারাই দেবগণের অন্ন উত্তম হবিষ প্রদান করেন। স্বাহাকার (দেব-যজ্ঞ) ও বষট্কার (ইন্দ্রযাগ)—এই উভয় কর্মই সর্বদা গোসকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। ৭

গোসকলই যজ্ঞের ফল প্রদান করেন। গোসকলেই যজ্ঞসমূহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে গোসকলই ভূত ও ভবিষ্যৎকাল। গোসকলেই যজ্ঞসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে অর্থাৎ সর্বপ্রকার যজ্ঞ গোসকলের উপর নির্ভর করিয়া আছে। ৮

মহাতেজস্বী পুরুষপ্রবর! প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সদা হোমের সময় ঋষিগণকে গোসকলই হবনীয় পদার্থ ঘৃতাদি প্রদান করেন। ৯

প্রভো! যে মনুষ্যগণ বলপ্রদাতা গাভী দান করেন, তাঁহাদের যে কোনও দুষ্কৃত সঞ্চিতসমূহ আছও না কেন সেই সব হইতে উদ্ধার হইয়া যান এবং নিজেরা যতপ্রকার দুষ্কৃতও করুন না কেন, সেই সব পাপ হইতেও পার হইয়া যান। ১০

যাহার নিকটে একটি গরু আছে, তিনি একটি গরু দান করিবেন, যাহার নিকট শত গরু আছে, তিনি একটি গরু দান করিবেন এবং যাহার নিকট এক হাজার গরু থাকিবে, তিনি যদি শত গরুও দান করেন, তবে সকলেরই সমান ফললাভ হইবে। ১১

অনাহিতাগ্নিঃ শতগুণসজ্ঞা চ সহস্রগুঃ
সমুদ্রো যস্ত কীনাশো ব্যাধাগ্নীস্তি তে ব্রতঃ ॥ ১১
কপিলা যে প্রযচ্ছন্তি সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাম্
সুবর্ণাঃ বস্ত্রসংবীতাস্তে লোকা ভবন্তি তে ॥ ১০
যুবানমিক্ষিরোপেতং শতেন শতযূথপম্।
গবেন্দ্রং ব্রাহ্মণেন্দ্রায় তৃপ্তিমূলমনন্তকম্ ॥ ১৪
বৃষভং যে প্রযচ্ছন্তি শ্রোত্রিয়ায় পরন্তপ।
ঐশ্বর্য্যং তেঽধিগচ্ছন্তি ভাষমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫
নাকীর্তয়িত্বা গাঃ পুণ্যাঃ স্বাসাং সংস্তুত্য চোৎপতেৎ।
সাম্নঃপ্রাতর্নমস্কৃত্য গাস্তস্ত পুষ্টিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬
গবাং মূত্রপুরীষাভ্যাং নোদ্বিজেত কদাচন।
ন তাসাং মাংসমশ্নীয়াদ্ গবাং পুষ্টি স্তথাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭
গাশ্চ সংকীর্তয়েন্নিত্যং নামভিস্তস্ত তাস্তথা

অনিষ্টং স্বয়মালভ্য গাং নরঃ সম্প্রকীর্তয়েৎ ॥ ১৮
দোহয়েন্ন সদা স্বাবাং করীষে চাপি সংবিশেৎ।
প্রেম্ন-মূত্র পুরীষাণি প্রাতিস্বাত্তস্ত বর্জয়েৎ ॥ ১৯
সার্দ্রে চর্মণি ভূঞ্জীত নিত্যমেষু যতাত্মবান্
বাগ্যতঃ সপিবা ভূমৌ গবাং পুষ্টিং সদাপ্নুতে ॥ ২০
ভুক্তেন ভুক্তমাদিত্যে ভুক্তেন ক্ষপি বাচয়েৎ
ভুক্তং সন্ধ্যাদ্ ঘৃতং প্রাশেদ্ গবাং পুষ্টিং সদাপ্নুতে ॥ ২১
গোবস্ত্রা বিস্তরা যেষু স্তিলানামস্তিমন্ত্রা ভূঃ।
সর্বরত্নময়ী যজ্ঞাস্ত স শ্রোত্রেং কৃতাকৃতে ॥ ২২
গাবো মামুপতিষ্ঠন্তু হেমশৃঙ্গাঃ পয়োমুচঃ।
সুরভ্যাঃ সৌরভেয়াশ্চ সহিতঃ সাগরা যথা ॥ ২৩
গা বৈ পশ্যামহং নিত্যং গাবঃ পশ্যন্তু মাং সদা
গাবোঽস্মাকং বয়ং তাসাং যতো গাবস্ততো বয়ম্ ॥২৪

যাঁহার গৃহ গরু আছে, তিনি যদি অগ্নিহোত্র না করেন, যাঁহার নিকট ছাগল গরু আছে, তিনি যদি যজ্ঞ না করেন এবং যিনি ধনী হইয়াও কৃপণতা পরিত্যাগ না করেন, তবে এই তিন যমদূতই অর্থী (প্রার্থনা) পাইবার অধিকারী হন না। ১১

যাঁহারা উত্তম লক্ষণযুক্তা কপিলাগাভীকে বস্ত্রাবৃতা করিয়া বৎসসহ দান করেন এবং তাঁহার সহিত দুগ্ধ দোহন করিবার জন্য একটী কাংস্যনির্মিত পাত্রও দান করেন, তাঁহারা ইহলোক ও পরলোকে উত্তম লোকই জয় করিয়া থাকেন। ১০

শতলক্ষণান্বিত বৃষভ। যাঁহারা যুবক, সম্পূর্ণ ক্ষীরযুক্ত, শত গাভীর যূথপতি, বড় বড় পৃষ্ঠদেশোন্নত ও গবেন্দ্র বৃষভকে সুলক্ষিত করিয়া শত গাভীর সহিত শ্রোত্রিয় (ঋগ্বেদনিষ্ণাত বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাঁহারা যখন যখন এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন, তখন তখনই ঐশ্বর্য্যবান্ হন। ১৩-১৫

গোগণের নামকীর্ত্তন না করিয়া শয়ন করিবে না। ঊষাকালের স্মরণ করিয়াই শয্যা হইতে উঠিবে এবং সন্ধ্যাকালেও প্রাতঃকালে তাঁহাদের নমস্কার করিবে। ইহাতে মানুষের যশ ও পুষ্টিলাভ হয়। ১৬

গোগণের মূত্র ও গোবর হইতে কোন প্রকার উদ্বিগ্ন হইবে না—এই সব দূরে করিবে না এবং তাঁহাদের মাংস ভক্ষণ করিবে না। ইহাতে মানুষ পুষ্টি লাভ করে। ১৭

প্রতিদিন গোগণের নামকীর্ত্তন করিবে এবং কখনও তাঁহাদের অপমান করিবে না। যদি অনিষ্টকর কিছু দেখে, তবে মানুষ গোমাতার নাম গ্রহণ করিবে। ১৮

প্রতিদিন গোবর লেপন করিয়া স্নান করিবে। শুষ্ক গোবরে উপবেশন করিবে, তাঁহাদের উপর থুথু ও মল-মূত্র নিক্ষেপ করিবে না এবং গোগণকে আঘাত করা পরিত্যাগ করিবে অথবা তাঁহাদের অবমাননা ত্যাগ করিবে। ১৯

আর্দ্র (ভিজা) গো-চর্ম্মে বসিয়া ভোজন করিবে পশ্চিম দিকে পৃষ্ঠদান করিবে এবং কৃষিতে বসিয়া মৌন অবলম্বন করত ঘৃত ভক্ষণ করিবে এইরূপে গোমাংস-ভক্ষণের পুষ্টি লাভ হয়। ২০

অগ্নিতে ঘৃতের দ্বারা হোম করিবে। ঘৃতের দ্বারাই ঘৃতি আচমন করাইবে ঘৃত দান করিবে এবং ঘৃত ভক্ষণ করিবে। ইহার দ্বারা মানুষ সর্ব্বদা গোসকলের পুষ্টি ও বৃদ্ধি অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। ২১

যে মানুষ সর্ব্বপ্রকার রত্নযুক্তা তিলবেষ্টিতে 'গাবো' অর্থে বিবাহ অর্থাৎ উপাদি গোযজ্ঞ যজ্ঞে অভিমন্ত্রিত করিয়া উহা ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি নিজের কৃত ভালমন্দ কর্ম্মের জন্য শোক করেন না। ২২

যেমন নদীসকল সমুদ্রের নিকট গমন করে, সেইরূপ দুগ্ধবতী দুগ্ধবতী সুরভি ও সৌরভেয়ী গোগণ আমার নিকট আগমন করুন। ২৩

আমি সদা গোগণকে দর্শন করিব এবং গোগণও আমাকে প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন গোসকল আমাদের ও আমরা গোগণের যেখানে গোসকল অবস্থান করিবেন, সেখানে আমরাও অবস্থান করিব। ২৪

এবং ব্রাহ্মে দিবা চাপি সন্ধেষু বিষমেষু চ
মহাভদ্রেষু চ নরঃ কীর্তয়ন্ মুচ্যতে ভয়াৎ । ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি গোপ্রদানিকে
অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ । ৭৮

যে মানুষ এইভাবে রাত্রিতে বা দিনে, সব অবস্থায় বা বিষম অবস্থায় এবং মহাভয়ের উপস্থিতি হইলেও গোমাতার গায়ত্রীকীর্তন করেন, তিনি ভয় হইতে মুক্ত হইয়া যান । ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসন পর্বাঙ্গর্গত দানধর্মপর্বে গোপ্রদানবিষয়ক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[গবাং তপসাতীতবর্ণপ্রাপ্তিঃ, গোদানস্য মহিমা, নানাবিধ-গোদানের বিভিন্নলোকেষু গমন-বর্ণনঞ্চ ।]

বশিষ্ঠ উবাচ

শৃণু বর্ষসহস্রাণাং তপস্তপ্তং সুদুষ্করম্
যেন্দ্রি পূর্বং বিশ্বস্রষ্টাভির্দেবৈঃ শ্রেষ্ঠত্বমিতি । ১

লোকেঽস্মিন্ দক্ষিণানাঞ্চ সর্বাসাং বহুমুত্তমাঃ ।
উবেষ চ চ পিণ্যেষ দোষেণেতি পরন্তপ । ২

অন্নমৎপূর্বীয়ত্বেন ভক্ষং পূতেন সর্বদা
কৃত্বা চ পবিত্রার্থং কৃষ্ণবিন্দ্ দেব-মানুষাঃ । ৩

তথা সর্বাণি কৃত্যানি কুর্বাণানি চরাণি চ
প্রদাতারঞ্চ লোকান্ নো গচ্ছেয়ুরিতি মানদ ।৪

তাভ্যো বরং বরো ব্রহ্মা তপসোঽন্তে ভয়া প্রভুঃ ।
এবং ভবিত্রি প্রফুল্লে কাঙ্ক্ষায়ন্তেতি চ । ৫

উক্তাস্তুঃ সিদ্ধকামাস্তা হৃতত্বয়াসা মাতরঃ ।
প্রাক্তর্বসন্যাস্তা গাবস্তুতঃ পুষ্টিমবাপুরাং । ৬

তপসোঽন্তে মহারাজ গাবো লোকপরায়ণাঃ
তস্মাদ্ গাবো মহাভাগাঃ পবিত্রং পরমুচ্যতে । ৭

ত্বষ্টৈব সর্বরূপাণা সমস্তিষ্ঠন্তু মূর্তিষু
সমানবর্ণা রূপিণ্যো বেণুং কৃত্বা পয়স্বিনীম্
সুব্রতা বহ্নিসংকাশা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।৮

লোহিতা তুল্যবর্ণা চ বেণুং কৃত্বা পয়স্বিনীম্
সুব্রতা বহ্নিসংকাশা সূর্যলোকে মহীয়তে ।৯

একোনাশীতিতম অধ্যায় ।

[গোধনের তপস্যা দ্বারা অতীত বর্ণপ্রাপ্তি, গোদানের মহিমা এবং নানাবিধ গোদানে বিভিন্ন লোকে গমন বর্ণন ।]

বশিষ্ঠ বলিলেন,- মানদ পরন্তপ ! প্রাচীন কালে যখন গোধনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন সেই গোধন এত অল্প বর্ণ পর্যন্ত অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন । তাঁহাদের এই তপস্যার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, আমরা যেন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করি এই জগতে যজ্ঞকারীর দক্ষিণারূপে গোদান সর্বশ্রেষ্ঠ আছে, সেই সকের মধ্যে আমরা যেন উত্তম বলিয়া বিবেচিত হই । কোনও দোষে যেন আমরা লিপ্ত না হই । আমাদের দোষরে জন্য হবিষ্যান্ন পক্ক করিয়া সকল প্রাণী যেন পবিত্র হইয়া যায় । দেবতা ও মনুষ্যগণ পবিত্রতার জন্য যেন সব সময়ই আমাদের দোহন ব্যবহার করে । সমস্ত চরাচর প্রাণীও আমাদের দোহনে যেন পবিত্র হইয়া যায় এবং আমাদের দানকারী মনুষ্যগণ আমাদেরই লোকে (গোলোকধামে) যেন আসিয়া থাকে । ১-৪

যখন তাঁহাদের তপস্যা সমাপ্ত হইল, তখন সাক্ষাৎ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বর দিলেন । এরূপই হইবে, তোমাদের মনে যে সব সঙ্কল্প আছে, তাহা সমস্তই পরিপূর্ণ হইবে । তোমরা সম্পূর্ণ মনস্কামনা হইয়াই উত্তর তরিতে থাক । ৫

এইভাবে নিজেদের সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়া যাইলে পর গোধন তপস্যা হইতে উত্থিত হইলেন । তাঁহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—তিন কালেরই জননী, অতএব প্রতিদিন প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া গোধনকে প্রণাম করা কর্তব্য । ইহাতে মনুষ্যগণ পুষ্টি লাভ করে । ৬

মহারাজ ! তপস্যা সমাপ্ত হইলে পর গোধন সম্পূর্ণ জগতের আশ্রয় হইয়া যাইলেন সেই জন্য এই সব মহানৌভাগ্যশালিনী গোধন পরম পবিত্র বলিয়া কথিত হন । ৭

ইহারা সমস্ত প্রাণিগণেরই মস্তকের উপরে স্থিত অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বন্দনীয় । যে মানুষ দুগ্ধবতী তপস্যা করিয়া গাভীকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া বর্ণের মতন সব ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হন । ৮

যে মানুষ দুগ্ধবতী তপস্যা তপ্তবর্ণা গাভী যজ্ঞবিদ্যা তরিয়া

সমানবৎসাং শবলাং ধেনুং দত্ত্বা পয়স্বিনীম্
সুব্রতাঃ বস্ত্রসংবীতাঃ সোমলোকে মহীয়তে ॥ ১০

সমানবৎসাং শ্বেতাং তু ধেনুং দত্ত্বা পয়স্বিনীম্
সুব্রতা বস্ত্রসংবীতাঃ অগ্নিলোকে মহীয়তে ॥ ১১

সমানবৎসাং কৃষ্ণাং তু ধেনুং দত্ত্বা পয়স্বিনীম্
সুব্রতাঃ বস্ত্রসংবীতাঃ ত্রিলোকে মহীয়তে ॥ ১২

সমানবৎসাং ধূম্রাং তু ধেনুং দত্ত্বা পয়স্বিনীম্
সুব্রতাঃ বস্ত্রসংবীতাঃ বায়ুলোকে মহীয়তে ॥ ১৩

অপাং ফেনসবর্ণাং তু সবৎসাং কাংস্যদোহনাম্
প্রদায় বস্ত্রসংবীতাঃ বারুণং লোকমাপ্নুতে ॥ ১৪

বাতরেণুসবর্ণাং তু সবৎসাং কাংস্যদোহনাম্
প্রদায় বস্ত্রসংবীতাঃ বায়ুলোকে মহীয়তে ॥ ১৫

হিরণ্যবর্ণাং পিঙ্গাক্ষীং সবৎসাং কাংস্যদোহনাম্।
প্রদায় বস্ত্রসংবীতাঃ কৌবেরং লোকমশ্নুতে ॥ ১৬

পলাশপুষ্পবর্ণাং তু সবৎসাং কাংস্যদোহনাম্
প্রদায় বস্ত্রসংবীতাঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১৭

সবৎসাং শীঘ্রগাং দত্ত্বা বৃষিকণ্ঠীমলঙ্কৃতাম্
বৈশ্বদেবসমস্থানে স্থানং শ্রেষ্ঠং প্রপদ্যতে ॥ ১৮

সমানবৎসাং সৌম্যাং তু ধেনুং দত্ত্বা পয়স্বিনীম্
সুব্রতা বস্ত্রসংবীতা যমুনাং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯

পাণ্ডুকম্বলবর্ণাভাং সবৎসাং কাংস্যদোহনাম্
প্রদায় বস্ত্রসংবীতা সাধ্বানং লোকমাপ্নুতে ॥ ২০

বৈরাটপৃষ্ঠমুক্তাং সর্বরত্নৈরলঙ্কৃতম্
প্রদদদ্ধরুত্তাং লোকান্ স রাজন্ প্রতিপদ্যতে ॥ ২১

সর্বোপকরণাং লীলাং সর্বরত্নসমন্বিতম্।
গন্ধর্বাপ্সরসাং লোকান্ দত্ত্বা প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২২

বৃষিকণ্ঠীমনড্বাহং সর্বরত্নৈরলঙ্কৃতম্
দত্ত্বা প্রজাপতের্লোকান্ বিশোকঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ২৩

রক্তবর্ণের বৎস সহ ব্রাহ্মণকে দান করেন তিনি সূর্যলোকে গমন করত সেখানে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ৯

যে মানব দুগ্ধবতী সুলক্ষণা শ্যামবর্ণা গাভী বস্ত্রসংযোগে শ্যামবর্ণের বৎস সহ দান করেন, তিনি চন্দ্রলোকে পূজিত হন ॥১০

যে মানব দুগ্ধবতী সুলক্ষণা শ্বেতবর্ণের গাভী বস্ত্রযুক্ত করিয়া শ্বেতবর্ণের বৎস সহ প্রদান করেন তিনি অগ্নিলোকে সম্মানপ্রাপ্ত হন। ১১

যে মানব দুগ্ধবতী সুলক্ষণা কৃষ্ণবর্ণের গাভী বস্ত্রসংযোগে কৃষ্ণবর্ণের বৎস সহ দান করেন, তিনি ত্রিলোকে প্রতিষ্ঠিত হন ॥ ১২

যে মানব দুগ্ধবতী সুলক্ষণা ধূম্রবর্ণের গাভী বস্ত্রযুক্ত করিয়া ধূম্রবর্ণের বৎস সহ প্রদান করেন, সেই মানব বায়ুলোকে সম্মানিত হন ॥ ১৩

যে ব্যক্তি জলের ফেনতুল্য বর্ণবিশিষ্টা গাভী বস্ত্রসংযোগে বৎস ও কাংস্য নির্মিত দোহন-পাত্র সহ দান করেন, তিনি বরুণলোক প্রাপ্ত হন। ১৪

যে ব্যক্তি বায়ু তাড়িত ধূলির ন্যায় বর্ণযুক্তা গাভীকে বস্ত্রাচ্ছাদিতা করিয়া বৎস ও কাংস্যের দোহন পাত্র সহ দান করেন, তিনি বায়ুলোকে পূজিত হন। ১৫

যে ব্যক্তি সুবর্ণতুল্য বর্ণশোভিতা ও পিঙ্গলবর্ণ নেত্রযুক্তা গাভীকে বস্ত্রসংযোগে বৎস ও কাংসের দোহনপাত্র সহ দান করেন, তিনি কুবেরলোকে গমন করেন। ১৬

যিনি পলাশপুষ্পবর্ণা ও সবৎসা কাংস্যদোহনা প্রদান বস্ত্রসংবীতা শিবলোকে মহীয়ত হন। ১৭

সবৎসা শীঘ্রগা দত্তা বৃষিকণ্ঠীমলঙ্কৃতাম্ বৈশ্বদেবসমস্থানে স্থান শ্রেষ্ঠ প্রপদ্যতে ॥ ১৮

সমানবৎসা সৌম্যা ও ধেনু দত্ত্বা পয়স্বিনী সুব্রতা বস্ত্রসংবীতা যমুনা লোকমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯

পাণ্ডুকম্বলসবর্ণাভা সবৎসা কাংস্যদোহনা প্রদায় বস্ত্রসংবীতা সাধ্বানং লোকমাপ্নুতে ॥ ২০

বৈরাটপৃষ্ঠমুক্তাং সর্বরত্নৈরলঙ্কৃতম্ প্রদদদ্ধরুত্তাং লোকান্ স রাজন্ প্রতিপদ্যতে ॥ ২১

সর্বোপকরণা লীলা সর্বরত্নসমন্বিতম্। গন্ধর্বাপ্সরসাং লোকান্ দত্ত্বা প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২২

বৃষিকণ্ঠীমনড্বাহং সর্বরত্নৈরলঙ্কৃতম্ দত্ত্বা প্রজাপতের্লোকান্ বিশোকঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ২৩

করেন, তিনি সূর্যলোকে বাস করেন। ১০

যিনি প্রদানের জন্য ধূম্রবর্ণা বর্ণশোভিতা গাভীকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া তাহার সহিত কাংস্যের দোহনপাত্র সহ দান করেন, তিনি পিতৃলোকে প্রতিষ্ঠিত হন।

যে ব্যক্তি সবৎসা কৃষ্ণবর্ণযুক্তা, সুলক্ষণা ও সবৎসা গাভীকে অলঙ্কৃত করিয়া দান করেন, তিনি অগ্নি বিশ্বদেবগণের স্থানে গমন করিয়া উপভোগ করেন। ১৮

যিনি সৌম্যবর্ণা দুগ্ধবতী সুলক্ষণা গাভী বস্ত্রসংযোগে বৎস সহ দান করেন, তিনি যমলোকে গমন করিয়া থাকেন। ১৯

যিনি শ্বেতকম্বলের ন্যায় বর্ণযুক্ত সবৎসা গাভীকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া কাংস্যের দোহনপাত্র সহ দান করেন, তিনি সাধ্যলোক লাভ করিয়া থাকেন। ২০

রাজন্! যিনি পৃষ্ঠভাগবিশিষ্ট বৃষকে সর্বপ্রকার রত্নে অলঙ্কৃত করিয়া দান করেন, তিনি যজ্ঞসম্পন্ন লোকপ্রাপ্ত হন। ২১

যে মানব সমস্ত উপকরণ ও সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট বৃষকে সর্ব রত্নে বিভূষিত করিয়া দান করেন, তিনি গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণে লোক লাভ করিয়া থাকেন। ২২

যিনি লম্বমান গলকম্বলশোভিত ও যানের ভার বহন করিতে সমর্থ বৃষকে (বলদকে) সমস্ত রত্নে অলঙ্কৃত করিয়া দান করেন তিনি শোকশূন্য প্রজাপতি লোকপ্রাপ্ত হন। ২৩

গোপ্রদানরতো যাতি হিত্বা জনদনকয়ান্।
বিমানেনার্কবর্ণেন দিবি রাজন্ বিরাজতে। ১৪

তা চারুবেষাঃ সুশ্রোণ্যঃ সংপ্র সুরযোষিতঃ
রময়ন্তি নরশ্রেষ্ঠং গোপ্রদানরতং নরম্। ১৫

যাবন্তি রোমাণি ভবন্তি ধেনা-
স্তাবন্তি বর্ষাণি মহীয়তে সঃ।
স্বর্গচ্যুতশ্চাপি ততো লোকে
প্রসূয়তে বৈ বিপুলে গৃহে সঃ। ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি গোপ্রদানিকে
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭৯

রাজন্! গোপ্রদানে [৯]-এত মানুষ পুণ্যের ফল কৌন্তেয়যান বিমানে আরোহণ করত মেঘমণ্ডল ভেদ করিয়া স্বর্গলোকে বিরাজিত হন। ১৪

এই গোপ্রদানপ্রসঙ্গ-প্রসঙ্গে মানুষকে মনোরথ যেন ও সুখদ নিয়ত গুণোদ্ভিতা সংপ্র দেবাঙ্গনাগণ নিজেদের শোভা দ্বারা রময় করান। ১৫

গোদাতা মানুষ গৌরা ও বন্ধ্যাত্ব যুবা পুরুষ, যুবতী-

যাবন্তি রোমাণি ভবন্তি ধেনা-
স্তাবন্তি বর্ষাণি মহীয়তে সঃ।
স্বর্গচ্যুতশ্চাপি ততো লোকে
প্রসূয়তে বৈ বিপুলে গৃহে সঃ। ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি গোপ্রদানিকে
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭৯

বর্ষের মনুষ্যগণনের মনোরথ করার ও দানা পরিমাণের পথে নিত্য হইতে দানাদিত ৪৮। ১৬

গোদানের ফলে যত লোম আছে, ততবর্ষকাল গোদাতা স্বর্গলোকে সম্মানে বাস করেন। তদনন্তর পুণ্য ক্ষয় হইয়া যাইলে পর যখন স্বর্গ হইতে নিম্নে অবতরণ করেন, তখন এই মনুষ্যলোকে আসিয়া সম্পন্ন গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ১৭

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে গোপ্রদানবিষয়ক একোনাশীতি-তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

গধ্যা গোদানস্য চ মহিমকথনম্।

বশিষ্ঠ উবাচ

ঘৃতযোনিপ্রসূতা গাবো ঘৃতনেত্রা ঘৃতোদ্ভবাঃ।
ঘৃতনদ্যো ঘৃতবর্তাস্তা মে সন্তু সদা গৃহে। ১

ঘৃতং মে হৃদয়ে নিত্যং ঘৃতং নাভ্যাং প্রতিষ্ঠিতম্
ঘৃতং সর্বেষু গাত্রেষু ঘৃতং মে মনসি স্থিতম্। ২

গাবো মমাগ্রতো নিত্যং গাবঃ পৃষ্ঠত এব চ
গাবো মে সর্বতশ্চৈব গবাং মধ্যে বসাম্যহম্। ৩

ইত্যাচমা জপেৎ সাত্ত্য প্রাতঃকাল পুরুষঃ সদা।
যদ্যদ্ধা কুরুতে পাপং তস্যাং স পরিমুচ্যতে। ৪

প্রাসাদা যত্র সৌবর্ণা যদ্যেধারা চ যত্র সা
গন্ধর্বাপ্সরসো যত্র তত্র যান্তি নরপ্রভাঃ। ৫

মধুকীলপঙ্কাঃ ক্ষীরোদা ধরিশৈবলসঙ্কুলাঃ
বহন্তি যত্র বৈ নদ্যস্তত্র যান্তি নরপ্রভাঃ। ৬

অশীতিতম অধ্যায়।

[গো এবং গোদানের মহিমাকথন।]

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজন্! মানুষ সদা প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে আচমন করত এইরূপ জপ করিলে ঘৃত ও ঘৃতপ্রসূ, ঘৃতের উৎপত্তি স্থান, ঘৃতের উদ্ভবকারিণী, ঘৃতের নদী ও আবর্ত (ঘূর্ণী) গুলা গাভীগণ সর্বদা আমার গৃহে বাস করুন।

গব্য-ঘৃত আমার হৃদয়ে নিত্য স্থিত থাকুক। ঘৃত আমার নাভিতে প্রতিষ্ঠিত থাকুক। ঘৃত আমার সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করুক এবং ঘৃত আমার মনে অবস্থান করুক। গোগণ আমার অগ্রে থাকুন। গোগণ আমার পশ্চাতে থাকুন। গোগণ আমার চারিদিকে অবস্থান করুন এবং গোসকলের মধ্যে আমি বাস করিব। এই মন্ত্র প্রতিদিন জপকারী মানুষ সর্বদিনে যে পাপ করে, তাহা হইতে সে মুক্ত হইয়া যায়। ১-৪

সকল গোদানকারী মনুষ্যগণ যেখানে স্বর্ণপ্রাসাদ আছে, যেখানে স্বর্ণময়ী প্রবাহিত হইতেছেন এবং যেখানে গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ বাস করেন, সেই স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। ৫

সকল গোদানকারী মনুষ্যগণ যেখানে মধুকল্পপূর্ণা, ঘৃতময় ফেনাদায় পরিব্যাপ্তা এবং বালুকাময় সকল নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেখানে গমন করেন। ৬

গবাং শতসহস্রং তু যঃ প্রযচ্ছেদ্ যথাবিধি
পরাং বুদ্ধিমবাপ্নোতি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৭
দশ চোত্তরতঃ পুত্রো মাতাপিত্রোঃ পিতামহান্।
যযাতি পুরুতান্ লোকান্ পুনাতি চ কুলং নরঃ ॥ ৮
ধেনুঃ প্রমাণেন সমপ্রমাণাঃ
ধেনুং তিলানামপি চ প্রদায়
পানীয়দাতা চ বসন্যু লোকে
ন যাচনাং কাঙ্ক্ষতীতি তত্ত্ব ॥ ৯
পবিত্রমগ্র্যং ভগতঃ প্রতিষ্ঠা
দ্বিযৌকসাং মাতৃয়োঽথাপ্রমেয়াঃ
অযালভেন্ দক্ষিণতো ব্রজেচ্চ
দত্ত্বাচ্চ পাত্রে প্রসবীক্ষ্য কালম্ ॥ ১০
ধেনুং সবৎসাং কপিলাং ভূষিপৃষ্ঠীং
কাংস্যোপদোহাং বসনোত্তরীয়াম্
প্রদায় তাং গাং প্রতি ভূষিগাঙ্গাং
ধারাং সতাং বীক্ষ্য তরেদ্ যমদূতঃ ॥ ১১
সুরূপা বহুরূপাশ্চ বিশ্বরূপাশ্চ মাতরঃ
সাবো মামুপতিষ্ঠন্তামিতি নিত্যা প্রকীর্তয়েৎ ॥ ১২

যিনি যিনি অনুজ্ঞাদেন এক লক্ষ গো প্রদান করেন, তিনি অত্যন্ত অব্যয় প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হন। ৭

সেই মনুষ্য নিজের মাতা পিতা এবং উত্তরের দশ দশ পুরুষকে পবিত্র করত পুণ্যময় লোকে প্রেরণ করেন এবং নিজের কুলকেও পবিত্র করেন। ৮

যে ব্যক্তি দাতা পরিমাণ তিলের দাতা প্রস্তুত করিয়া উহা দান করেন, তিনি যমলোকে গমন করিয়া সেখানের কোনও যাতনা ভোগ করেন না। ৯

গো সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পবিত্র, জগতের আধার এবং দেবতা-গণের মাতা। তাঁহাদের মহিমা অতুলনীয়। তাঁহাদের শরীরে স্পর্শ করিয়েন এবং তাঁহাদের দক্ষিণে রাখিয়া গমন করিবেন। উত্তম কাল দেখিয়া সুন্দর বাছুরকে তাঁহাদের দান করিবেন

যে মানুষ বস্ত্র দ্বারা পৃষ্ঠদেশ কম্পিত দেহকে বস্ত্রাবৃত করিয়া বৎস ও কাংস্যের দোহন পাত্র সহ ব্রাহ্মণকে দান করেন, সেই মনুষ্য যমরাজের দুর্গমস্থান নির্ভয় হইয়া প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥১১

প্রতিদিন এই প্রার্থনা করিবে যে, সুরূপা ও অনেকপ্রকার মূর্তিবিশিষ্টা বিশ্বরূপিণী গোমাতাগণ সর্ব্বদা আমার নিকটে

নাতঃ পুণ্যতরং দানং নাতঃ পুণ্যতরং ফলম্
নাতো বিশিষ্টং লোকেষু কুত্র চিদ্ভূমিরুক্তবতী ॥ ১৩
যত্র দোগ্ধ্যযুতং হৈমী রাসো যত্রৈব যেহসা
যত্রা বসতি সম্ভূয় কিমন্যত্তাধিকং ততঃ ॥ ১৪
ময়া সর্বমিদং ব্যাপ্তং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্
তাং ধেনুং শিরসা বন্দে তৃপ্ততস্যাস্ত মাতরম্ ॥ ১৫
গুণবচনসমুচ্ছ্রৈকদেশো
নৃপর মযেষ সবা প্রকীর্তিতস্তে
ন চ পরমিহ দানমস্তি গোভ্যো
ভবতি ন চাপি পরায়ণং তথাহ্যৎ ॥১৬

ভীষ্ম উবাচ।

বরমিদমিতি বৃদ্ধিমো ব্যাহৃত্য
প্রবরমৃষিবচনং ততো নরাণাম্।
ব্যসৃজত নিরবদ্যবান্ দ্বিজেভ্যঃ
সুখদ চ লোকনমস্কৃতান্ লোকান্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি গোপ্রদানিকে
অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

শুভাগমন করুন। ১২

গোদান হইতে অধিক পুণ্যকর কোনও দান নাই এবং গোদানের ফল হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও ফল নাই এবং গোদানের যে অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট অন্য কোন স্থান নাই।

ধন, রোম, শৃঙ্গ, পুচ্ছলোম, দুগ্ধ ও বলদের সহিত যিনি ধেনু দান করেন, তিনি ও তাঁহার ধেনু অন্য যে কোন্ ফল আছে? ৫

যিনি সমস্ত চরাচর জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, সে ধেনু ও ঋষিকুলের জননী গাভীকে আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করিতেছি। ১৫

নরশ্রেষ্ঠ! এই আমি তোমাকে গোদানের গুণবর্ণনসম্বন্ধে সংক্ষিপ্তের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র বলিলাম—ইহা বর্ণনের অতীতনায়। এ জগতে গোদান হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও দান নাই এবং তাহাদের তুল্য অন্য কোনও আশ্রয়ও নাই। ১৬

ভীষ্ম বলিলেন,—মহর্ষি বশিষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করত ভূ দানকারী সংযতচিত্ত মহারাজা সৌদাস 'ইহা অত্যন্ত উ পুণ্যকর' এরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহু সংখ্যক গো করিলেন। ইহাতে তিনি উত্তম লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। ১৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে গোপ্রদানবিষয়ক
অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[গবাং মাহাত্ম্যম্, ব্যাসদেবেন শুকদেবেনসহিতে গবাং, গোলোকস্য, গোপ্রদানস্য চ মহত্ত্বকথনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পবিত্রাণাং পবিত্রং যদ্ধরিষ্ঠং লোকে চ মহৎ ভবেৎ।
পাবনং পরমং চৈব তদ্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

গাবো মহার্থাঃ পুণ্যাশ্চ তারয়ন্তি চ মানবান্।
ধারয়ন্তি প্রজাশ্চেমা হ্যাবহা পরমা তথা ॥ ২
ন হি পুণ্যতরং কিঞ্চিদ্ গোভ্যো ভরতসত্তম
এতাঃ পূণ্যাঃ পবিত্রাশ্চ ত্রিষু লোকেষু সম্মতাঃ ॥ ৩
দেবানামুপরিষ্টাচ্চ গাবঃ প্রতিবসন্তি বৈ
দত্ত্বা চৈতাস্তারয়ন্তে যান্তি স্বর্গং মনীষিণঃ ॥ ৪
যাস্তাতা যৌবনাশ্বশ্চ যযাতির্নহুষস্তথা
গা বৈ দদন্তঃ সততং সহস্রশতসম্মিতাঃ ॥ ৫
প্রতাঃ পরমকং স্থানং দেবৈরপি সুদুর্লভম্
অপি চাত্র পুরাগীতাং কথয়িষ্যামি তেঽনঘ ॥ ৬

ঋষীণামুত্তমং ধীমান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নং শুকঃ।
অভিবাদ্যাহ্নিককৃতঃ শুচিঃ প্রযতমানসঃ ॥ ৭
পিতরং পরিপপ্রচ্ছ দৃষ্টলোকপরাবরঃ।
কো যজ্ঞঃ সর্ববজ্ঞানাং বরিষ্ঠোঽভ্যুদয়লক্ষণঃ ॥ ৮
কিং কৃত্বা পরমং স্থানং প্রাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ।
কেন দেবাঃ পবিত্রেণ স্বর্গমশ্নন্তি বা দ্বিজাঃ ॥ ৯
কিং তপস্যা বয়ঞ্চ ক চ যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিতঃ
দেবানামুত্তমঃ কিঞ্চ কিঞ্চ সত্রমিতঃ পরম্ ॥ ১০
পবিত্রাণাং পাবনতমং যৎ তদ্ব ব্রূহি পিতামহ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং ব্যাসঃ পরমধর্মবিৎ
পুত্রায়াকথয়ৎ সর্বং তত্ত্বেন ভরতর্ষভ ॥ ১১

ব্যাস উবাচ

গাবঃ প্রতিষ্ঠা ভূতানাং তথা গাবঃ পরায়ণম্
গাবঃ পুণ্যাঃ পবিত্রাশ্চ গোধনং পাবনং তথা ॥ ১২

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! এ-বিষয়ে আমি তোমাকে এক পুরাতন বৃত্তান্ত শুনাইব। কোন এক সময়ের ঘটনা, পরম বুদ্ধিমান্ শুকদেব নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করত পবিত্র ও বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া নিজের পিতা, ভূত ও ভবিষ্যতের প্রভাবজ্ঞানী, ভবিষ্যদ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,

পিতঃ! সমস্ত যজ্ঞসমূহের মধ্যে কোন্ যজ্ঞ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বেদা বাদ? ৩-৮

প্রভো! মনীষী পুরুষগণ কোন্ কর্ম করিয়া উত্তম স্থান প্রাপ্ত হন? এবং কোন্ পবিত্র কার্য্যের দ্বারা দেবতারা স্বর্গলোক উপভোগ করেন? ৯

যজ্ঞের যজ্ঞত্ব কি? যজ্ঞ কাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে? দেবতাগণের পক্ষে কোন্ যজ্ঞ উত্তম? দ্বিজ কাহাকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ কি? ১০

পিতঃ! পবিত্রসমূহের মধ্যে যাহা পবিত্রকারক, তাহা আমাকে বলুন। শুকদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরম ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাসদেব যথাযথভাবে তাহাকে সব কথাই বলিলেন। ১১

ব্যাসদেব বলিলেন,—গোগণ সমস্ত ভূতগণের প্রতিষ্ঠা, গোগণই পরম আশ্রয়। গোগণ পুণ্যময়ী ও পবিত্রা এবং গোগণ সকলের পবিত্রকারক। ১২

একাশীতিতম অধ্যায়।

[গোসকলের যাত্রাদ্বা এবং ব্যাসদেব কর্ত্তৃক শুকদেবের নিকট সো, গোলক ও গোদানের মহত্ত্ব কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! সংসারে যে সকল পবিত্র-সকলেরও পবিত্রকারক এবং জগতে পবিত্র বলিয়া অভিহিত ও পরম পাবন, তাহা আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! গোসকল বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধকারিণী ও পরম পবিত্র। ইঁহারা মনুষ্যগণকে উদ্ধার করেন এবং নিজেদের দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা সকল প্রজার জীবন রক্ষা করেন। ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! গোসকল হইতে পরম পবিত্র অন্য কোনও বস্তু নাই। ইঁহারা পুণ্যদায়িনী, পবিত্রা ও ত্রিলোকে সম্মানিতা। ৩

গোসকল দেবতাদিগেরও উপরিভাগে লোকে বাস করেন। যে মনীষী পুরুষগণ এই গোদান করেন, তাঁহারা নিজেদের উদ্ধার করিয়া থাকেন এবং স্বর্গলোকে গমন করেন। ৪

যুবনাশ্বের পুত্র রাজা মান্ধাতা, (গোধনশালায়) নহুষ ও যযাতি—ইঁহারা সতত লক্ষ লক্ষ গোদান করিতেন। ইঁহাদের তাঁহারা উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহা দেবতাগণের পক্ষেও অত্যন্ত দুর্লভ। ৫।

সূর্যমাসনমূলা যৈ গাবঃ ইত্যনুশুশ্রুম
শুক্লার্থে সমুপাসন্ত তাঃ কিল প্রভুমব্যয়ম্ । ১৩
ততো ব্রহ্মা ভু গ্নঃ প্রায়ুঙ্ক্ত বিষ্টাঃ সমীক্ষ্য হ
ইতি প্রেদৌ তাভ্যো গোভ্যঃ প্রভোকণঃ প্রভুঃ । ১৪
তাসাং শুক্লাণ্যজায়ন্ত বসা বায়ুত্বমৌপতম
নানাবর্ণাঃ শুক্লবর্ণ্যাস্তা ব্যরোহন্ত পুত্রক । ১৫
ব্রাহ্মণা বরদস্তাভ্যো হব্যকব্যপ্রদাঃ শুভাঃ
পুণ্যাঃ পবিত্রাঃ শুভগা দিব্যাঃ স্থানপ্রদর্শনাঃ । ১৬
সাবন্তেভ্যো মহদ্ দিব্যং গবাং ধাম প্রকল্পতে
যে চৈতাঃ সম্প্রযচ্ছন্তি সাধবো বীতমৎসরাঃ । ১৭
তে বৈ সুকৃতিনঃ প্রোক্তাঃ সর্বদানপ্রদাশ্চ তে ।
গবাং লোকাং স্তথা পুণ্যান্ধুবস্তি চ তেঽনঘ । ১৮
যত্র বৃক্ষা মধুফলা দিব্যাপুষ্পফলোপগাঃ ।
পুণ্যানি চ সুগন্ধীনি দিব্যানি দ্বিজসত্তম । ১৯

সর্বা দানিহতী ভূমিঃ সর্বকামদুঘা লুকা
সর্বর্তুসুখসংস্পর্শা নিষ্পঙ্কা নীরজা শুভা । ২০
রক্তোৎপলবনৈশ্চৈব মণিবর্ণৈস্তথৈব চ
কুরুবিন্দসহস্রৈশ্চ তাম্রৈশ্চ জলসংস্থিতা । ২১
মহার্হমণিপত্রৈশ্চ কাঞ্চনপ্রকরৈরপি ।
নীলোৎপলবিচিত্রৈশ্চ সরোভির্বহুলস্তথৈঃ । ২২
তরবীরবর্ণৈঃ কূলৈঃ সহস্রাবর্তসংবৃতৈঃ
সন্তানবনৈঃ কূলৈশ্চ কৈশ্চ সরলকৃতা । ২৩
নিম্নগাশ্চিত্র মুক্তাভির্মণিভিশ্চ মহাপ্রভৈঃ ।
উদ্ভূতপুলিনাস্তত্র তাস্তত্রস্তৈশ্চ নিম্নগাঃ । ২৪

সর্বকুসুমবৈস্তৈস্তৈরবগাঢ়া ক্রমোত্তমৈঃ
তাস্তত্রস্তসমবৈস্তাস্তৈস্তৈস্তানসমপ্রভৈঃ । ২৫
সৌবর্ণা শিবসম্পন্না মণিবজ্রশিলোচ্চয়াঃ
সর্বরত্নময়ৈর্ভাণ্ডৈঃ শুক্লৈস্তাভিরভিষ্টুতৈঃ । ২৬

আমরা শুনিয়াছি—গোগণ পূর্বে দুগ্ধহীনা ছিলেন। তাঁহারা পৃথ্বের তত্ত্ব অবিনাশী ভগবান্ ব্রহ্মার উপাসনা করিয়াছিলেন। ১৩

ভগবান্ ব্রহ্মা গোগণকে প্রায়োপবেশন (আমরণ উপবাস) করিতে দেখিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। ১৪

পূর্বে যখনই গোগণের দুগ্ধসকল উৎপন্ন হইল, তাঁহার মনে যেরূপ দুগ্ধের ইচ্ছা ছিল, তাঁহার সেরূপ দুগ্ধই হইল। তখন নানাপ্রকার রূপ-বর্ণ ও গুণ-যুক্তা সেই গোগণের অতিশয় শোভা হইতে লাগিল। ১৫

ব্রহ্মা কর্তৃক বর প্রদত্ত হইলে পর গোগণ যজ্ঞময়ী, হব্য-কব্যবাহিনী, পুণ্যপ্রদা, পবিত্রা, সৌভাগ্যবতী এবং দিব্য অন্ন ও সকলসমূহে সম্পন্না হইলেন। ১৬

গোগণ দিব্য ও মহৎ তেজঃসম্পন্নি। গোদান সজ্জন প্রশংসিত হয়। যে সৎপুরুষগণ বাৎসল্য পরিত্যাগ করত গোদান করেন, তাঁহারা পুণ্যাত্মা বলিয়া কথিত হন। তাঁহারা সজ্জন প্রদাতা বলিয়াও অভিহিত হন। নিষ্পাপ ভক্ত! তাঁহারা পুণ্য-ময় লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৭-১৮

হিজশ্রেষ্ঠ! গোলোকের সমস্ত বৃক্ষই মধু ও সুস্বাদু ফল প্রদান করে। তাহারা দিব্য ফল-পুষ্পসম্পন্ন। সেই বৃক্ষ সকলের পুষ্পসমূহ দিব্য ও মনোহর গন্ধে পরিপূর্ণ থাকে। ১৯

সেখানের ভূমি পুণ্যময়ী। সেখানের বালুকা সর্বদাই বর্ণের। এই ভূমির স্পর্শ সব ঋতুতে সুখপ্রদ। সেখানে ধূলি ও পাঁক নাই। এই ভূমি সজল সকল সময়ই। ২০

সেখানের জলাশয় সকল রক্তবর্ণের কমলবনে ও প্রান্তভাগে সূর্যতুল্য তেজোময়ী মণিখচিত সুবর্ণময় লোমনাল-বিশিষ্ট কেশরে সুশোভিত। ২১

সেখানের ভূমি বহু সরোবরে শোভিত আছে। সেই সরোবর নীলোৎপল বিমিশ্রিত বহু কমল বিকসিত আছে। সে কমলসকল বহুমূল্য মণিময় পত্রে পরিপূর্ণ এবং তাহাদের কেশর সমূহ নিজের বর্ণময়ী প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। ২২

সেই গোলোকে এরূপ বহু নদী আছে, যাহাদের তীর বিকসিত তরঙ্গিণীর ন্যায়, বিকসিত সন্তানক (কল্পবৃক্ষবিশেষ) আছে এবং অন্যান্য বৃক্ষসকলও তাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে এই সব বৃক্ষ ও বন নিজ নিজ মূলভাগে সমস্ত আবর্তে পরি-বেষ্টিত আছে। ২৩

সেই নদীসকলের তীরে নিম্নগা মুক্তা, অত্যন্ত প্রভাশালী মণিরত্ন ও সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। ২৪

তত্ত্ব যে উত্তম বৃক্ষ নিজেদের মূলভাগের দ্বারা নদীর মধ্যে প্রবিষ্ট আছে দেখা যায়। উহারা বেষ্টিতের সমানরূপ বিচিত্র—সেখানে যত বৃক্ষ সুবর্ণময় এবং অন্য যত বৃক্ষ আছে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হয়। ২৫

সেখানে বর্ণের পর্বত, মণি ও রত্নের শৈলসমূহ বিভু

বিভাপুষ্পফলাস্তত্র নগাঃ পত্ররথাকুলাঃ।
দিব্যগন্ধরসৈঃ পূর্ণাঃ ফলৈশ্চ তরুতর্পণ ২৭
রমন্তে পুণ্যকর্মাণস্তত্র নিত্যা যুধিষ্ঠির।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধার্থা নিঃশোকা গতমন্যবঃ॥ ২৮
বিমানেষু বিচিত্রেষু রমণীয়েষু ভারত।
মোদন্তে পুণ্যকর্মাণো বিহরন্তো যথেচ্ছিন্নঃ। ২৯
উপক্রীড়ন্তি তান্ রাজন্ গুহ্যকাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ।
এতাল্লোকানবাপ্নোতি গাং দত্ত্বা বৈ যুধিষ্ঠির॥ ৩০
যেষামধিপতিঃ পূষা মারুতো বলবান্ বলী
ঐশ্বর্য্যে বরুণো রাজা মামমাত্রা দৃঢ়ব্রতাঃ॥৩১
সুভগা বরুণস্যাপ্সু বিদ্ধরস্যাপ্সু মাতরঃ।
প্রাতাশতাভিষি রাজন্ জলেশ্চিত্রাস্ত যতব্রতঃ॥ ৩২
স্নাস্ত শুক্লাম্বরে যস্ত সমযেতি চ সর্বশঃ।

রূপে দৃষ্টাঃ প্রযচ্ছন্তি বরানপি সুদুর্লভান্॥ ৩৩
ক্রতুনেষ্ট্বা মনসা বাপি গোষু নিত্যা সুখপ্রদাঃ।
অর্চয়েত্ত সদা চৈব নমস্কারৈশ্চ পূজয়েৎ॥ ৩৪
দান্তঃ প্রীতমনা নিত্যা সবাং বৃদ্ধিং তথাশ্নুতে
ত্রাহমুক্তঃ শিবেমুক্তঃ ত্র্যহমুক্তো শিবে পয়ঃ॥ ৩৫
সবাযুক্তা পয়ঃ পীত্বা ত্রাহমুক্তা ঘৃতা শিবে
ত্রাহমুক্তা ঘৃতা পীত্বা বাহুল্যতো ভবেৎ ত্রাহম্॥ ৩৬
যেন দেবাঃ পবিত্রেণ ঘৃতেন লোকমুত্তমম্।
যৎ পাবিত্রং পবিত্রাণাং তদ্ ঘৃতা শিরসা বহেৎ॥ ৩৭
ঘৃতেন জুহুয়াদগ্নিং ঘৃতেন স্বস্তি বাচয়েৎ।
ঘৃতা প্রাশেন ঘৃতেন দত্তাদ্ সবাঃ পুষ্টিং তথাশ্নুতে॥ ৩৮
নিত্যং তৈস্তু দবৈর্গোভিস্তাসং প্রেক্ষিতবাবকঃ।
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং সবেভেন তরাতে॥ ৩৯

আছে। তাহারা নিজেদের মনোরম, উচ্চ ও সবরকমের শিখর সমূহে শোভা পাইতেছে। ২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে বৃক্ষগুলি নিত্যই পুষ্প ও ফল প্রদান করে। সেই সব বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা পরিপূর্ণ থাকে এবং তাহাদের পুষ্প ও ফলসমূহে দিব্য রস এবং দিব্য গন্ধে পূর্ণ। ২৭

যুধিষ্ঠির! সেখানে পুণ্যাত্মা পুরুষগণ সর্ব্বদা বাস করেন। গোলোকবাসীরা শোক ও ক্রোধরহিত, পূর্ণকাম এবং সকল মনোরথ হন॥ ২৮

ভরতসত্তম! সেখানের রমণীয় ও পুণ্যকর্ম্মা পুরুষগণ বিচিত্র এবং রমণীয় বিমানে বসিয়া ইচ্ছামতোলাভে আনন্দানুভব করেন॥ ২৯

রাজন্! তাহাদের সহিত গুহ্যকগণ অপ্সরাগণ ক্রীড়া করেন। যুধিষ্ঠির! গোদান করিয়া মানুষ এই লোকসমূহে গমন করিয়া থাকেন॥ ৩০

নরেন্দ্র! শক্তিশালী পূষা ও বলবান্ বায়ু যে লোকসমূহের অধিপতি এবং রাজা বরুণ যে লোকসমূহের ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, মানুষ গোদান করিয়া এই সব লোকে গমন করেন। গোধন সুভগতা, সুরূপা, বহুলতা, বিবিধতা ও সকলের ধাতা। ভরতশ্রেষ্ঠ! মানুষ সবসময়-নিয়মসমন্বিতে গোধনের এই প্রজাপতি-কথিত নামসমূহ প্রতিদিন জপ করিবে॥ ৩১-৩২

যে মানুষ গোধনের সেবা ও সর্ব্বপ্রকার তাহাদের অনুগমন করেন, তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া এই গোধন তাঁহাকে অত্যন্ত দুর্লভ বর প্রদান করিয়া থাকেন॥ ৩৩

গোধনের সহিত কখনও মনের দ্বারাও দ্রোহ করিবে না, তাঁহাদের সর্ব্বদা সুখদান করিবে। তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিবে এবং নমস্কারাদির দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিবে॥ ৩৪

যে মানুষ জিতেন্দ্রিয় ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া নিত্য গোধনের সেবা করে সেই মানুষ সমৃদ্ধিশালী হয়। মানুষ তিনদিন গরম গোমূত্র পান করিয়া থাকিবে, তারপর তিনদিন গরম দুগ্ধ পান করিয়া অবস্থান করিবে॥ ৩৫

গরম গোদুগ্ধ পান করিবার পর তিন দিন গরম গরম ঘৃত পান করিবে। তৎপরদিন গরম ঘৃত পান করিয়া তিন দিন কেবল বায়ু পান করিয়া থাকিবে॥ ৩৬

যেসকলও যে পবিত্র ঘৃতের প্রভাবে উত্তম লোকের পালন করেন এবং যে ঘৃত পবিত্র বস্তুসকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পবিত্র, সেই ঘৃতকে শিরোধার্য্য করিয়া বহন করিবে॥ ৩৭

ঘৃত ঘৃতের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে। ঘৃতের দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইবে। ঘৃত ভোজন করিবে এবং গোঘৃতই দান করিবে এরূপ করিলে মানুষ গোধনের সমৃদ্ধি ও নিজের পুষ্টি সাধনও করিতে পারিবে॥ ৩৮

গোধনের ভক্ষণের পর গোবর ঘইতে নির্গত হবের পানেও একরাত্র ভক্ষণ করিবে। ইহার দ্বারা মানুষ ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ হইতেও মুক্তি-লাভ করিতে সমর্থ হয়॥ ৩৯

পরাজিতাশ্চ দৈত্যাস্তে দেবৈঃ শৌচমিদং কৃতম্।
তে দেবত্বমপি প্রাপ্তাঃ সংসিদ্ধাস্তে মহাবলাঃ ॥ ৪০
গাবঃ পবিত্রাঃ পুণ্যাশ্চ পাবনং পরমং মহৎ
তাসু দত্ত্বা দ্বিজাতিভ্যো নরঃ স্বর্গমুপাশ্নুতে ॥ ৪১
গবাং মধ্যে শুচির্ভূত্বা গোমতীং মনসা জপেৎ।
পূতাভিরদ্ভিরাচম্য শুচির্ভবতি নির্মলঃ ॥ ৪২
অগ্নিমধ্যে গবাং মধ্যে ব্রাহ্মণানাঞ্চ সংসদি।
বিদ্যাবেদব্রতস্নাতা ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যকর্মিণঃ ॥ ৪৩
অধ্যাপয়েয়ুঃ শিষ্যান্ বৈ গোমতীং যজ্ঞসম্মিতাম্।
শ্রিয়ান্বিতোপবিষ্টো ভূত্বা গোমতীং লভতে বরম্ ॥ ৪৪

পুত্রকামশ্চ লভতে পুত্রং ধনমথাপি বা
পতিকামা চ ভর্তারং সর্বকামাংশ্চ মানবঃ।
গাবশ্চেষ্টাঃ প্রযচ্ছন্তি সেবিতা বৈ ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫
এবমেতা মহাভাগা ভক্তিতঃ সর্বকামদাঃ।
রোহিণ্য ইতি জানীহি দৈবতাস্তো দ্বিজতে পরম্ ॥৪৬
ইত্যুক্তঃ স মহাতেজাঃ শুকঃ পিত্রা মহাত্মনা
পুষ্করামাস গাঃ নিত্যং তস্মাৎ ত্বমপি পূজয় ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি গোপ্রদানবিধৌ
একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১

যখন দৈত্যরা দেবগণকে পরাজিত করিয়াছিল, তখন দেবগণ এই প্রায়শ্চিত্তেরই অনুষ্ঠান করেন। ইহার দ্বারা তাঁহারা পুনরায় সেই দেবত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তখন মহাবলবান্ ও পরম সিদ্ধ হইয়া যান। ৩৯

গোধন অত্যন্ত পরম পাবন পবিত্র ও পুণ্যজনক। এই গোধনকে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া মানব স্বর্গে সুখভোগ করেন। ৪১

পবিত্র জলে আচমন করত পবিত্র হইয়া গোধনের মধ্যে গোমতী মন্ত্রজপ মনে মনেই জপ করিবে। এরূপ করিলে মানব অত্যন্ত শুদ্ধ ও নির্মল (পাপমুক্ত) হইয়া যায়। ৪২

অগ্নি ও গোসমূহের মধ্যে এবং ব্রাহ্মণদিগের সভায় শিষ্যগণকে যজ্ঞসম্মিতা গোমতী-বিদ্যার শিক্ষা দান করিবেন। যে ব্যক্তি তিনরাত্রি উপবাস করিয়া গোমতী মন্ত্র জপ করেন, তিনি গোধনের নিকট হইতে বর লাভ করিয়া থাকেন। ৪৩-৪৪

পুত্রকামী পুত্র এবং ধনকামী ধন লাভ করে। পতির কামনাকারিণী স্ত্রী মনের অনুরূপ পতি প্রাপ্ত হয়। সাধারণ কথা যে, গোধনের আরাধনা করিয়া মানব সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গোধন মনস্তুষ্টির দ্বারা সেবিত ও সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের সব কিছুই দিয়া থাকেন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪৫

এইরূপে সেই মহাসৌভাগ্যশালিনী গোমাতারা যজ্ঞে প্রধান অঙ্গ এবং সমস্ত কামনা প্রদানকারিণী। কৃষি ইহা দিগকে রোহিণী বলিয়া জানিবে। ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ৪৬

যুধিষ্ঠির! নিজের মহাত্মা পিতা ব্যাসদেব এই কথা বলিলে পর মহাতেজস্বী শুকদেব প্রতিদিন গোধনের সেবা-পূজা করিতে লাগিলেন। সেইজন্য তুমিও গোধনের সেবা-পূজা কর। ৪৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে গোপ্রদান-বিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[লক্ষ্মী-সখাং সংবাদঃ, লক্ষ্ম্যাঃ প্রার্থনয়া গোভির্গোমুত্রে গোময়ে চ অসৌ বাসস্থাননম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মহা মহাংশ পৃথীবা বৈ শ্রিয়া জুষ্টমিতি শ্রুতম্
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং সংবাদোঽত্র পিতামহ। ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
গোভির্নৃপেতি সংবাদং শ্রিয়া তত্তত্তসত্তম ২
শ্রীঃ কৃষ্ণে বপুঃ কান্তা গোময়েষু বিশেষতঃ
যাবোঽথ বিশ্বিতাস্তত্র দৃষ্ট্বা রূপমনা সম্পদম্ ৩

গাব উচুঃ

কাসি দেবি কুতো বা ত্বা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি
বিস্মিতাঃ স্ম মহাভাগে তব রূপস্য সম্পদা ॥ ৪
ইচ্ছামো জ্ঞাতুং বরা জ্ঞাতুং কা ত্বা ক্ব গমিষ্যসি।
অদ্যেহ বরবর্ণান্তে সর্বমেতদ্ ব্রবীহি নঃ। ৫

শ্রীরুবাচ

লোকেষ্বাত্মাধি ভদ্রং বঃ শ্রীর্নামাহং পরিশ্রুতা
সদা বৈসামি পরিকাম্যা বিনীতা: শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ৬
মহাভিলাষা দেবাস্ত্ব মোদন্তে শাশ্বতী সমাঃ
ইন্দ্রো বিবস্বান সোমশ্চ বিষ্ণুরাপোঽগ্নিরেব চ ॥ ৭
মহাভিলাষাঃ সিধ্যন্তে তবয়ো দেবতাস্তথা।
যান নাধিগচ্ছাম্যহং পাবস্তে বিনশ্যন্তি সর্বশঃ ৮
বর্ষন্তীর্থেষু কামস্ত সদা তুষ্টাঃ সুখান্বিতাঃ।
এবং প্রভাবা মার পাবো বিভাবীত সুখপ্রদাঃ ॥ ৯
ইচ্ছামি চাপি বৃষ্ণান বস্তু সর্বানু নিত্যদা।
আগন্তু প্রার্থনং বৃষ্ণন শ্রীজুষ্টা ভবতাথ বৈ ॥১০

গাব উচুঃ

অচলা চপলা চ ত্বা সাভাষা বহুভিঃ সহ
ন ত্বামিচ্ছাম ভদ্রং তে গমাতাং যত্র বংসাস্তে। ১১

দ্বাশীতিতম অধ্যায়

[লক্ষ্মী ও গোগণের সংবাদ এবং লক্ষ্মীর প্রার্থনায় গোগণকর্তৃক গোময়ে ও গোমূত্রে তাঁহার বাসস্থান কল্পনা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আমি শুনিয়াছি যে, গো সকলের গোময়ে লক্ষ্মীর নিবাস; কিন্তু এবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, অতএব এসম্বন্ধে যথার্থ বিষয় আমি শুনিতে বাসনা করি। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এবিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষগণ গোগণ ও লক্ষ্মীর সংবাদ রূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

এক সময় লক্ষ্মীদেবী মনোহর রূপ ধারণ করত গোগণের গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সেইরূপ বৈভব দেখিয়া গোগণ বিস্মিত হইলে? ৩

গোগণ বলিলেন,—দেবি! তুমি কে? এবং কোথা হইতে আসিয়াছ? এই ভূতলে তোমার রূপের কোনও তুলনা নাই। মহাভাগে! তোমার এই রূপ-সম্পদে আমরা বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছি। ৪

সেইজন্য আমরা তোমার পরিচয় জানিতে বাসনা করি। তুমি কে এবং কোথায় যাইবে? বরবর্ণিনি! এই সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি আমাদের যথাযথ ভাবে বল। ৫

লক্ষ্মী বলিলেন,—গোগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক। আমি এই জগতে লক্ষ্মী নামে প্রসিদ্ধা। সকল লোকেই আমাকে কামনা করে। আমি বৈভবশালিনে পরিত্যাগ করিয়াছি, সেইজন্য তাহারা চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৬

আমারই আশ্রয়ে ধাতা ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র, বিষ্ণু, জলাধিপতি বরুণ এবং অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ সর্বদা আনন্দ ভোগ করেন। ৭

দেবতা ও ঋষিরা আমারই দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধ হইলে পর সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। গোগণ! যাহাদের শরীরে আমি প্রবেশ করি না, তাহারা সর্বথা নষ্ট হইয়া যায়। ৮

ধর্ম, অর্থ ও কাম আমার সহযোগে প্রাপ্ত হইয়া সুখপ্রদ হয়; অতএব সুখদায়িনী গোগণ! তোমরা আমাকে এরূপ প্রভাবসম্পন্না বলিয়াই জানিবে। ৯

আমি সর্বদা তোমাদের সকলের বরেণ্যা হইতে চাই এবং সেইজন্য বর আনিয়া তোমাদের নিকট তাহা প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা আমার আশ্রয় লাভ করিয়া শ্রীসম্পন্না হইয়া থাক। ১০

গোগণ বলিলেন,—দেবি! তুমি চঞ্চলা। তোমার স্থির ভাবে থাক না। ইহা ব্যতীত তোমার বহু সহিত একই

বসুশ্রেষ্ঠো বরঃ সর্বাঃ কিমস্মাকং বরাঙ্গনে।
যদেষা গমনাত্তস্য যত্র কৃত্তকর্ণো বরঃ স্বয়া ॥ ১১

শ্রীরুবাচ

কিমেতদ্ বঃ ক্ষমঃ শাপো যস্মাং নেক্ষাভিনন্দথ।
ন মাং সম্প্রতি পূর্ণাঙ্গাং রূপযৌবনগর্বিতাম্ ॥১৩
সম্যক্ লোকবাদোদ্ঘুষ্টং লোকে চরতি সুব্রতাঃ।
স্বয়া প্রাপ্তে পরিভবে ভবত্যেতি বিনিন্দিতঃ ॥ ১৪
মমদুঃখং তপঃ কৃত্বা মাং নিন্দেয়ুস্তি মানবাঃ।
দেব-দানব-গন্ধর্বাঃ পিশাচোরগ-রাক্ষসাঃ ॥ ১৫
প্রভাব এষ বো যস্মাৎ প্রতিগৃহ্যেতি সাম্প্রতি।
নাবমন্তব্যা হ্যহং সৌম্যাস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ১৬

গার উচুঃ

নাবমন্তামহে দেবি ন ত্বাং পরিভবামহে।

অক্ষয়ং চলচিত্তাসি ভবত্যাং বর্ত্তামহে ॥ ১৭
বহুনা চ কিমুক্তেন গম্যতাং যত্র বাঞ্ছসি।
বসুশ্রেষ্ঠো বরঃ সর্বাঃ কিমস্মাকং ত্বয়াবধে ॥ ১৮

শ্রীরুবাচ।

অবজ্ঞাতা ভবিষ্যামি সর্বলোকস্য মানদা:
প্রত্যাখ্যানেন মূঢ়াঙ্গা: প্রসাদঃ ক্রিয়তাং ময় ॥ ১৯
মহাভাগা ভবন্ত্যো বৈ শরণ্যাঃ শরণাগতাম্
পরিত্রাতুন্ত মাং নিত্যং ভজমানামনিন্দিতাম্ ॥ ২০
মাননামমহিষ্যাস্তি ভবন্তঃ সন্ততং শিবা:
অশোকাঙ্গেশ্বরা বস্তুমিষ্যামি চ সুরুৎসিতে ॥ ২১
ন বোদ্বিজ্ঞি কুৎসিতং কিঞ্চিদস্মেত্যালপ্স্যতেঽনঘা:
পূণ্যাঃ পবিত্রাঃ সুভগাঃ মমাস্মেতি প্রয়ত্নত ॥ ২২

সন্তত আছে; সেইজন্য আমরা তোমাকে বাসনা করি না। তোমার কল্যাণ হউক তুমি যেখানে আনন্দে থাকিতে পারিবে, সেখানেই গমন কর। ১১

আমাদের সঙ্গীত ও দুই পুষ্ট এবং সুন্দর তোমরা দ্বারা আমাদের কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে? সুতরাং তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই গমন কর তুমি বর্ণন নিরাশ, ইহাতেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। ১২

সন্ধী বলিলেন,—গোপন! একি কথা? তোমাদের ইহা কি উচিত হইতেছে যে, তোমরা আমাকে অভিনন্দিত করিতেছ না? আমি সন্ধী-সাধী ও দুর্লভ তবে কেন তোমরা এসময়ে আমাকে ঘৃণার করিতেছ না? ১৩

উত্তম ব্রতপালনকারিনী গোপন! জগতে যে এই প্রবাদ রটিয়া আসিতেছে, বিনা আহ্বানে স্বয় তোমার যাইবার নিমিত্তে অনাদর লাভ হয়। ইহা এখন যথার্থই প্রতিভাত হইতেছে। ১৪

দেবতা, গন্ধর্ব, পন্নগ, পিশাচ, নাগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণ আমার উগ্র তপস্যা করিয়া আমার সেবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়। ১৫

সৌম্যস্বভাবসম্পন্না গোপন! ইহাই তোমাদের প্রভাব যে, আমি স্বয়ই তোমাদের নিকট আসিয়াছি। অতএব তোমরা এখন আমাকে গ্রহণ কর। চরাচর প্রাণিসমন্বিত সমস্ত ত্রিলোক মধ্যেই তোমার আমি অবমাননা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহি। ১৬

অক্ষয় চলচিত্তাসি ভবত্যাং বর্ত্তামহে। ১৭
বহুনা চ কিমুক্তেন গম্যতাং যত্র বাঞ্ছসি।
বসুশ্রেষ্ঠো বরঃ সর্বাঃ কিমস্মাকং ত্বয়াবধে। ১৮

শ্রীরুবাচ।

অবজ্ঞাতা ভবিষ্যামি সর্বলোকস্য মানদা:
প্রত্যাখ্যানেন মূঢ়াঙ্গা: প্রসাদঃ ক্রিয়তাং ময় ॥ ১৯
মহাভাগা ভবন্ত্যো বৈ শরণ্যাঃ শরণাগতাম্
পরিত্রাতুন্ত মাং নিত্যং ভজমানামনিন্দিতাম্ ॥ ২০
মাননামমহিষ্যাস্তি ভবন্তঃ সন্ততং শিবা:
অশোকাঙ্গেশ্বরা বস্তুমিষ্যামি চ সুরুৎসিতে ॥ ২১
ন বোদ্বিজ্ঞি কুৎসিতং কিঞ্চিদস্মেত্যালপ্স্যতেঽনঘা:
পূণ্যাঃ পবিত্রাঃ সুভগাঃ মমাস্মেতি প্রয়ত্নত ॥ ২২

গোপন সখিদের দেবি আমরা তোমাকে অপমান বা অনাদর করিতেছি না, কেবল তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি তাহার এই কারণের তুমি যে, তোমার চিত্ত চঞ্চল। তুমি তোমার স্থির থাকিতে পার না।

এবিষয়ে বহু কথা বলিয়া আর কি লাভ হইবে। তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে গমন কর। নির্দ্বিধে। আমাদের সকলের সঙ্গীত ও দুই-পুষ্ট ও সুন্দর, সুতরাং তোমার দ্বারা আমাদের কি কার্য্য হইবে? ১৩

সন্ধী বলিলেন,—ধানাবাদিনী গোপন! তোমরা আমাকে ত্যাগ করিয়া দিলে আমি সমস্ত জগতের নিকটই অবহেলিত ও উপেক্ষিতা হইব সেইজন্য আমার উপর তোমার কৃপা কর। ১৪

তোমরা মহাসৌভাগ্যশালিনী তোমরা সর্বদা সকলে পূজনীয়া। আমিও তোমাদের পরাণগতা হইয়াছি। আমি তোমাদের ভক্ত আমার যদি কোনও দোষনাই অতএব তোমরা আমাকে রক্ষা কর। ১৫

আমি তোমাদের নিকট হইতে সম্মাননা করি তোমরা সততই মঙ্গলময়ী। তোমাদের কোনও এক অংশে, তাহা যদি নিতান্তই কোনও কুৎসিত অংশেও হয়, তবে সেই স্থানে আমি বাস করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি। ১১

নিশ্চিন্তে গোপন! প্রকৃতপক্ষে তোমাদের অঙ্গসমূহে কোথা কোনও কুৎসিত স্থান দেখা যায় না। তোমরা সদয় পুণ্যবতী পবিত্র ও সৌভাগ্যশালিনী। অতএব আমাকে আশ্রয় ক

যস্যেহ যত্র বো দেহে তস্মে ব্যাখ্যাতুমর্হথ।
এবমুক্তাস্ততো গাবঃ শুভাঃ কৃকরবৎসলাঃ।
সম্প্রহৃষ্য সহিতাঃ সর্ব্বাঃ শ্রিয়ঃপূর্ব্বমাবিশ ॥ ১৩
অবস্থা মানসা কার্য্যা তবাস্মাভির্শ্বশিনি
শত্রুমুত্রে নিবস ত্বং পুণ্যাবতি নঃ শুভে ॥ ১৪

শ্রীকৃবাচ।

মিষ্ট্বা প্রসাদো বৃষাভিঃ কৃতো মেহনুগ্রহাত্মকঃ
এবা ভবদ্ভু ভদ্রা বঃ পুত্রিভাগ্নি সুখপ্রদা: ॥ ১৫

এবং কৃত্বা তু সময়ং শ্রীর্গোভিঃ সহ ভাবত
পশুস্তীনাং ততস্তাসাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৬

এবং গোশপ্তঃ পুত্র মাহাত্ম্যাং তেঽনুবর্ণিতম
মাহাত্ম্যাচ্চ গবাং কৃষ্ণঃ শ্রুতবাংঃ গবতো মম ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি শ্রী-গোসংবাদো নাম
ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩

বর।' তোমাদের শরীরে যেখানে আমি বাস করিব, তাহার তথা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। ১৩॥

বরাঙ্গিনি! লক্ষ্মীদেবী এই কথা বলিলে পর কপিলা ও বাৎসল্যের মূর্ত্তি তত্ত্বতত্ত্বতা গোগণ একমনে বিশিষ্ট হইয়া পরামর্শ করিলেন। তাহার পরেই লক্ষ্মীকে বলিলেন ॥ ১৩

শুভে। বশস্বিনী! অবশ্যই আমাদের তোমাকে সম্মান করা উচিত। তুমি আমাদের গোবরে ও গোমূত্রে নিবাস কর, কারণ, আমাদের এই দুই বস্তু পরম পবিত্র ॥ ১৪

লক্ষ্মী বলিলেন,—সুখপ্রদা গোগণ! আমার পরম সৌভাগ্য যে, তোমরা আমার প্রতি কৃপাপূর্ণ প্রসাদ প্রকাশিত করিলে। তাহাই হইবে—আমি তোমাদের গোবর ও গোমূত্রে নিবাস করিব। তোমরা আমাকে সম্মানিত করিলে, অতএব তোমাদের কল্যাণ হউক ॥ ১৫

তদনন্তর এইভাবে গোগণের সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়া লক্ষ্মীদেবী তাঁহাদের সাক্ষাতেই সেইস্থানে অন্তর্হিতা হইয়া যাইলেন ॥ ১৬

পুত্র! এইরূপে আমি তোমাকে গোবরের মাহাত্ম্য বলিলাম। এখন আমি পুনরায় গোগণের মাহাত্ম্য বলিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৭

শ্রীবরাহরূপি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে লক্ষ্মী ও গোগণের সংবাদ-নামক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রহ্মণা ঋষেন্দ্রসহিতে গোলোকস্থ গবাঞ্চোৎকর্ষ-বর্ণনম্, গোভ্যো বরদানঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

যে চ গাং সম্প্রযচ্ছন্তি হুতশিষ্টাশিনশ্চ যে।
তেষ্যো সত্রাণি যজ্ঞাশ্চ নিত্যমেব যুধিষ্ঠির ॥ ১
তস্তে যদি কৃতেনেহ ন যজ্ঞঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
তেন যজ্ঞস্য যজ্ঞত্বমতো মূলক কথ্যতে ॥ ২

দানানামপি সর্ব্বেষাং গবাং দানং প্রশস্যতে।
গাবঃ শ্রেষ্ঠাঃ পবিত্রাশ্চ পাবনাঃ হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩
পুষ্ট্যর্থমেতাঃ সেবেত শান্ত্যর্থমপি চৈব হ।
পয়োদধিহুতা চাসাং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্ ॥ ৪

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

[ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ঋষিদের নিকট গোলোক ও গোগণের উৎকর্ষ বর্ণন এবং গোদানকারীর বরদান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যাঁহারা গোদান করেন এবং যাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাদের প্রতিদিন অয়ন ও যজ্ঞ করিবার ফল লাভ হয় ॥ ১

যদি ও ঘৃত ব্যতীত যজ্ঞ হয় না। তথাপিই যাহা যজ্ঞের যজ্ঞত্ব সফল হয়। অতএব গোগণকেই যজ্ঞের মূল বলা হয় ॥ ২

সর্ব্বপ্রকার দানসমূহের মধ্যে গোদানেরই বিশেষ প্রশংসা করা হয়; সেইজন্য গোগণ শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও পরম পাবন বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥ ৩

যজ্ঞসম্পন্ন নিজেদের শরীরের পুষ্টি ও সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নের শান্তির জন্য গোসকলের সেবা করা উচিত। ইহাদের দুগ্ধ দধি ও ঘৃত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৪

গাবস্তেভ্যঃ পরং প্রোক্তমিহ লোকে পবিত্রকম্ ।
ন গোভ্যঃ পরমং কিঞ্চিৎ পবিত্রং ভরতর্ষভ ॥ ৪

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
পিতামহস্য সংবাদমিন্দ্রস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ৬

পরাজিত্যেষু দৈত্যেষু শক্রশ্রিভুবনেশ্বরঃ ।
প্রজাঃ সমুদিতাঃ সর্বাঃ সত্যধর্মপরায়ণাঃ ॥ ৭

অথর্বাঃ সগুরাঃ কিন্নরোরগ-রাক্ষসাঃ ।
দেবাসুর-মনুষ্যাশ্চ প্রজানাং পতয়স্তথা ॥ ৮

পর্যুপাসন্ত কৌন্তেয় কদাচিদ্ বৈ পিতামহম্ ।
নারদঃ পর্বতশ্চৈব বিশ্বাবসুর্হাহাহুহূঃ ॥ ৯

বিশ্বাভানেষু গায়ন্তঃ পর্যুপাসন্ত তং প্রভুম্ ।
তত্র বিশ্বানি পুষ্পাণি প্রাবরৎ পবনস্তদা ॥ ১০

আজহ্রুস্তত্তবশ্চাপি সুগন্ধীনি পৃথক্ পৃথক্ ।
তস্মিন্ দেবসমাবায়ে সর্বঋতুসমাগমে ॥ ১১

বিশ্বব্যাপিনি সঙ্ঘুষ্টে বিশ্বত্রাণচারণাবৃতে

ইন্দ্রঃ পপ্রচ্ছ দেবেশমস্তিবাস্ত প্রশস্য চ ॥ ১২

দেবানাং ভগবন্ কস্মাল্লোকেশানাং পিতামহ
উপরিষ্টাদ্ বয়ং লোকং প্রতিষ্ঠাস্যামি বেশ্মনি ॥ ১৩

কিং ত্বপো ব্রহ্মচর্যং বা যোগিঃ কৃতমিহেশ্বর
দেবানামুপরিষ্টাদ্ যদ্ গন্তাস্মি তপোধন ॥ ১৪

ততঃ প্রোবাচ ব্রহ্মা তং শক্রং বলনিসূদনম্
অবজ্ঞাতাস্ত্বয়া নিত্যং গাবো বলনিসূদন ॥ ১৫

তেন ত্বমাসাং মাহাত্ম্যং ন বেৎসি শৃণু যৎ প্রভোঃ ।
সবাং প্রভাবং পরমং মাহাত্ম্যঞ্চ সুরর্ষভ ॥ ১৬

যজ্ঞাঙ্গং কথিতা গাবো যজ্ঞ এব চ বাসব
এতাস্বিত্থং বিনা যজ্ঞো ন যষ্টেত্ত কথঞ্চন ॥ ১৭

ধারয়ন্তি প্রজাশ্চৈব পয়সা হবিষা তথা
এতাসাং তনয়াশ্চাপি কৃষিযোগমুপাসতে ॥ ১৮

জনয়ন্তি চ বাস্যানি বীজানি বিবিধানি চ
স্তুতো যজ্ঞঃ প্রবর্ততে হবাং কব্যাং চ সর্বদঃ ॥ ১৯

ভরতর্ষভ! গোদান ইহলোক ও পরলোকের পরম তেজ বলিয়া কথিত হন। গোদানের হইতে অধিক পবিত্র বস্তু কিছুই নাই ॥ ৫

যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে বিদ্বানগণ ইন্দ্র ও ব্রহ্মার এই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ৬

পুরাকালে দেবগণের দ্বারা দৈত্যগণ পরাজিত হইলে পর প্রভু ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তখন সমস্ত প্রজারা মিলিত হইয়া অতিশয় প্রসন্নতার সহিত সত্য ও ধর্মে নিরত হইলেন ॥ ৭

কৃতাঞ্জলিতে। তদনন্তর একদিন যখন ঋষি, গন্ধর্ব, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস, দেবতা, অসুর, গরুড় ও প্রজাপতি ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত হইলেন, নারদ, পর্বত বিশ্বাবসু দ্বারা ও হুহু নামক গন্ধর্ব যখন বিশ্বা তানলয়সহকারে গান করিতে করিতে সেখানে সেই ভগবান্ ব্রহ্মার উপাসনা করিতে লাগিলেন, বায়ুদেব দিব্য পুষ্পসমূহের সুরভি বহন করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিলেন, পৃথক্ পৃথক্ ঋতুসমূহও উত্তম সৌরভে পরিপূর্ণ দিব্য পুষ্পসকল উপহার দিতে লাগিলেন, দেবতাগণের সমুদায় যখন একত্রে সমবেত হইলেন, সমস্ত প্রাণিগণেরই যখন একত্রে সমাবেশ হইল, দিব্য বাদ্যসমূহের ধ্বনিতে যখন চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল এবং বিশ্বাবসুগণ ও চারণগণ যখন সেই সমুদায়কে পরিবৃত করিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র দেবেশ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৮-১১।

ভগবন্! পিতামহ! লোকের সমস্ত দেবতাগণের এবং লোকপালদিগেরও উপরে বিমান কেন? আমি ইহা জানিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১২

প্রভো! গোদান ও অগ্নিতে কোন্ তপস্যার অনুষ্ঠান অথবা ব্রহ্মচর্যের পালন করিয়াছেন, যাহার ফলে তাঁহারা তাহাদের রক্ষিত হইয়া দেবতাদিগেরও উপরে স্থিত স্থানে সুখের সহিত বাস করিতেছেন? ১৩

তখন ব্রহ্মা বলসূদন ইন্দ্রকে বলিলেন—বলাসুরবিনাশকারী দেবেন্দ্র! তুমি সর্বজ্ঞ গোগণকে অবজ্ঞা করিয়াছ বজ্রধারী ইন্দ্র! সেইজন্য তুমি ইঁহাদের মাহাত্ম্য জানিতে পার নাই। সুরশ্রেষ্ঠ! গোগণের বিশেষ প্রভাব ও মাহাত্ম্য আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ১৪-১৬

বাসব! যজ্ঞাঙ্গ বলিয়া অগ্ন ও সাক্ষাৎ যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে, কারণ, ইহাদের দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত ব্যতীত যজ্ঞ কোনরূপেই সম্পাদিত হইতে পারে না ॥ ১৭

ইহারা নিজেদের দুগ্ধ ঘৃতের দ্বারা প্রজাবর্গকেও পালনপোষণ করে। ইহাদের পুত্র (বৃষ ও বলদ) গণ কৃষিকার্য করে এবং নানাপ্রকার ধান্যের বীজ উৎপন্ন করে ॥ ১৮-১৯

ইহাদেরই দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয় এবং হব্য-কব্যেরও সমস্ত নির্ভর হইয়া থাকে, সুরেশ্বর! এই গোদান হইতেই দুগ্ধ

পত্নোর্ধবিদ্বিতা চৈব পুণ্যাশ্চৈতাঃ সুরাধিপ
যস্যৈতা বিধিবান্ ভার্যান্ কৃত্বাত্মপরিপীড়িতাঃ ।২০
মুনীন্দ্র বায়ুরন্ত্রীষ প্রভাশ্চৈবাপি কশ্যপ।
বাসবাকুটবাহিন্যঃ কশ্যপা সুরভিস্তথা ।২১
উপরিষ্টাৎ তথোঽঞ্চাক্ বসন্তোতাঃ সদৈব হি।
এষা তে কারণং শক্র নিবাসকৃতমস্তু বৈ ।২২
ময়াপি দেবোপরিষ্টাদ্বি সন্ধ্যাথাং শতক্রতো
এতা হি বরদাস্তাস্ত বরদাস্তাপি বাসব ।২৩
সুরভ্যঃ পুণ্যকর্মিণ্যঃ পাবনাঃ শুভলক্ষণাঃ
যস্যৈতা যাঃ মতাশ্চৈব সুরভ্যঃ সুরসত্তম ।২৪
তচ্চ মে সুমহৎ কার্যমেতান বরতো বলসূদন।
পূজা দেবযুগে তাত দেবেন্দ্রেষু মহাত্মসু ।২৫
শ্রীতোঽহমনুশাসংস্তু বিত্তৌ গর্ভস্থযাগতে
অধিত্যাস্তস্যাধানাগ্রাণ্ডপলো ঘোরং সুতপ্তবান্ ।২৬
পুত্রার্থমগ্নয়স্ত্রেতে পাদেনৈকেন নিত্যদা

তাং তু দৃষ্ট্বা মহাদেবীং তপোযানাং বরাঙ্গনাং ।২৭
শক্তস্তু দুহিতা দেবী সুরভী নাম নামতঃ
অভ্যগাত্ তপো ঘোরং তুষ্টা বর্ষশতায়ুতা ।২৮
কৈলাসশিখরে রম্যে দেবগন্ধর্বসেবিতে
যাস্যিত্বৈকপাদেন পরমং যোগমাস্থিতা ।২৯
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ
সন্তপ্তাস্তপসা তস্যা দেব্যঃ সর্ষিহোত্রাগ্নয়ঃ ।৩০
তস্যা গত্বা মহা সার্ধং পর্যুপাসন্ত তাং শুভাম্।
তপাহমস্ত্রবং তত্র দেবীং তাং তপসান্বিতাম্ ।৩১
কিমর্থং ত্বয়্যসে দেবী তপো ঘোরমবিন্দিতে।
প্রীতস্তেঽহং মহাভাগে তপসানেন শোভনে ।৩২
বরয়স্ব বরং দেবি দাতাস্মীতি পুনস্তব ।৩৩

সুরভ্যুবাচ

যদেবং ভগবন্ মহ্যং কৃতা লোকপিতামহ
এষ এষ বরো দেবস্তু যং প্রীতোঽসি মহাবল ।৩৪

ঋষি ও বৃদ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহারা অতিশয় পবিত্র। বৃষগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়াও নানাবিধ ভার বহন করে ।১৮-১৯

এইভাবে যোগ-নিয়মের কষ্টের ভয়ে তুমি ও প্রজাপতিকে প্রতিপালন করে বাসব ইঁহাদের ব্যবহারে কোনরূপ বাধা নাই। ইঁহারা সর্বদা সংকর্মেই নিরত থাকে ।২১

ইঁহার তাহাই এই যোগ আমাদের সকলের উপর স্থিত স্থানে বাস করে। শক্র! আমি তোমার প্রশ্নানুসারে এই কথা বলিলাম যে, যোগপর দেবতাদিগের উপরিস্থিত স্থানে কেন বাস করেন? শতক্রতু ইন্দ্র! ইঁহা ব্যতীত এই যোগপর বরলাভও প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তুমিও হইয়া অন্যকে বরদান করিতেও ইঁহারা পারে ।২২-২৩

সুরভি যোগপর পুণ্যকর্মকারিণী ও শুভলক্ষণা হয় সুরশ্রেষ্ঠ! বলসূদন! ইঁহারা যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে গিয়াছে, তাহাও আমি পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রবণ কর ।২৪

তাত! পূর্বে সত্যযুগে যখন মহাত্মা দেবেশ্বরগণ তিন লোকের পালন করিতেছিলেন এবং অমরশ্রেষ্ঠ! যখন দেবী অধিতি পুত্রের জন্য একপদে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অত্যন্ত ঘোর ও সূক্ষ্ম তপস্যা করিতেছিলেন এবং তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুই তাঁহার গর্ভে উপস্থিত হন, সেই সময়ের কথা, যজ্ঞদেবী অধিতিকে মহাতপস্যা করিতে দেখিয়া তখন স্বর্গবাসিনী পূজ্যা সুরভিদেবীও অতিশয় আনন্দের সহিত তাহার তপস্যা আরম্ভ করিল ।২৫-২৮

কৈলাস পর্বতের রমণীয় শিখরে দেবতাগণ ও গন্ধর্বগণ সর্বদা বিরাজিত থাকে, সেখানে এই সুরভিদেবী উত্তম যোগ অবলম্বন করত একাগ্র হৃদয়ে বৎসরশতায় একপদে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার সেই তপস্যায় দেবতা, ঋষি ও মহানাগগণও সন্তপ্ত হইয়া উঠিল ।২৯-৩০

তাঁহারা সকলে তখন আমার সহিত সেই শুভলক্ষণা তপস্বিনী সুরভি দেবীর পার্শ্বে যাইয়া সমাগমান হইল। সেই সময় আমি তাঁহাকে বলিলাম ।৩১

সতী সাধ্বী দেবি! তুমি কি জন্য এই ঘোর তপস্যা করিতেছ? শোভনে! মহাভাগে! আমি তোমার এই তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। দেবি! তুমি ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা কর। সুরেশ্বর! এইভাবে আমি সুরভি দেবীকে বর প্রার্থনা করিবার জন্য প্রেরণা দান করিলাম ।৩২-৩৩

সুরভি বলিল,—ভগবন্! নিষ্পাপ লোকপিতামহ! যদি আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমার পক্ষে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ বর যে, আজ আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন ।৩৪

ব্রহ্মোবাচ

তাবেবং ব্রুবতী দেবী সুব্রতা ত্রিদশেশ্বর
প্রত্যুক্তবং বহু দেবেন্দ্র তত্রিবোধ শচীপতে ঃ ৩৪
অলোভতায়াং দেবি তপসা চ শুভাননে।
প্রসন্নোঽহং বরং তস্মাদ্বরয়স্ব যদাপ্সি তে ঃ ৩৫
ব্রহ্মাণমপি লোকানামুপতিষ্ঠোত্তিষংস্তদি
যৎপ্রসাদাচ্চ বিখ্যাতো লোলোকঃ সত্যবিত্তি ঃ ৩৭
মানুষেষু চ দুর্বাণাঃ প্রভাঃ কর্ম শুভাভব।
নিবংস্যন্তি মহাভাগে সর্বা ছত্রিতস্তস্ক তে ঃ ৩৮
মনসা চিন্তিতা ভোগাস্ত্বয়া বৈ দিব্য-মানুষাঃ।
যজ্ঞ স্বর্গে সুখা দেবি তং তে সম্পংস্যতে শুভে ঃ৩৯
তস্মা লোকাঃ সহস্রাশ্চ সর্বকামসমন্বিতাঃ
ন তত্র ক্রুবতে মৃত্যুর্ন জরা ন চ পাবক: ঃ ৪০
ন চৈবা নাশুভা কিঞ্চি বিদ্যতে তত্র মানব
তত্র দিব্যান্তরণ্যানি দিব্যানি ভবনানি চ ঃ ৪১

বিমানানি সুযুক্তানি কামগানি চ মানব
ব্রহ্মচর্যেণ তপসা যজ্ঞেন দমেন চ ঃ ৪২
লোকৈস্ত্বং বিবিধৈঃ পূণ্যৈস্তথা তীর্থানুসেবনাৎ।
তপসা মহতা চৈব সুকৃতেন চ কর্মণা। ৪৩
শকাঃ সনাসাদয়িষ্যু লোলোকঃ পুণ্যকর্মণ
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং তথা শক্রানুশুশ্রুতে ঃ ৪৪
ন তে পরিভবঃ কার্য্যো দানবসুকৃদ্ধন ঃ ৪৫

ভীষ্ম উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ পুজয়ামাস বিভ্যা।
গান্ধর্বে যজ্ঞদানেন তামু নিত্যং বৃধিষ্ঠির ঃ ৪৬
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং পাবনং মহাত্মাতে
পবিত্রং পরমাণি যথা মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ঃ ৪৭
কীর্তিতঃ পুরুষব্যাঘ্র সর্বপাপবিমোচনঃ
য ইদং কথয়েদ্বিদ্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমাহিতঃ ঃ ৪৮
হয়া-কব্যেষু যজ্ঞেষু পিতৃকার্য্যেষু চৈব হ
সার্বকামিকমক্ষয়্যং পিতৃংস্তস্যোপতিষ্ঠতে ঃ৪৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবেশ্বর! দেবেন্দ্র! শচীপতে! যখন সুব্রতা দেবী এই কথা বলিল, তখন আমি তাহাকে যে উত্তর দিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর। ৩৫

আমি বলিলাম—) দেবি! শুভাননে! তুমি লোভ এবং কামনা পরিত্যাগ করিয়া বিয়াছ তোমার এই নিষ্কাম তপস্যায় আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব আমি তোমাকে অবশ্যই বর প্রদান করিতেছি। ৩৬

তুমি আমার কৃপায় তিন লোকের উপরে বাস করিবে এবং তোমার এই বাস 'লোলোক' নামে বিখ্যাত হইবে। ৩৭

মহাভাগে! তোমার সকল শুভ সন্তানগণই—পুত্র ও কন্যারা মানব-লোকে উপযুক্ত কর্ম করিতে করিতে বাস করিবে। ৩৮

দেবি! শুভে! তুমি নিজের মনে যে দিব্য অথবা মানব ভোগসমূহের চিন্তা করিবে এবং যাহা তোমার সুখ, এ সমস্তই তোমার অক্ষয় লাভ হইবে। ৩৯

মহাভাগে! তোমার নিমিত্ত যে লোকে সকলের সমস্ত কামনাই পূর্ণ হয়। সেখানে মৃত্যু ও বার্দ্ধক্যের আক্রমণ হয় না। অধিক কোন প্রভাব চলে না। ৪০

মানব! এখানে কোনও দুর্ভাগ্য ও অশুভ থাকে না। এখানে দিব্য বন, দিব্য ভবন এবং পরম সুন্দর ও উজ্জ্বলভাবে বিচরণকারী বহু বিমান রহিয়াছে। ৪১-৪

তখনদক্ষ ইন্দ্র! এবংবিধ, তপস্যা, যজ্ঞ, ইন্দ্রিয়সংযম নানাপ্রকার দান, পুণ্য, তীর্থসেবন, মহাতপস্যা এবং অন্যান্য শুভ কর্মসমূহের অনুষ্ঠানেই লোলোক লাভ হইয়া থাকে। ৪২-৪৩

অনুশাসন পর্ব এইভাবে তোমার প্রশ্নানুসারে আমি সকল কথাই তোমাকে বলিলাম এখন আর তোমার কোন প্রকার লোকগণকে ভিরস্কার করা উচিত নয়। ৪৪-৪৫

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করা সহস্রলোচন ইন্দ্র প্রীতিসহিত লোকগণের পূজা করিতে লাগিলেন তিনি সেই হইতেই লোকগণকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শনও করিতে থাকিলেন। ৪৬

মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই সব আমি তোমাকে লোলোক পরম পাবন, পরম পবিত্র ও সর্বোত্তম মাহাত্ম্য বলিলাম। ৪৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যদি ইহা কীর্তন করা হয়, তবে সমস্ত পাপ হইতেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রদ্ধা যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধে হবা এবং কব্য অর্পণ করিবার সময় ব্রাহ্মণগণকে এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করাইবে, তাঁহার প্রদত্ত সেই হব্য-কব্য সমস্ত কামনা পূর্ণকারী এবং অক্ষয় হইয়া পিতৃগণকে প্রাপ্ত করাইতে সমর্থ হইবে। ৪৮-৪৯

গোষু ভক্তশ্চ লভতে যদ্ যদিচ্ছতি মানবঃ
ত্রিরোঽপি ভক্তা যা গোষু তাশ্চ কামদুঘাঃ স্মৃতাঃ। ৫০
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং কন্যার্থী কামমাপ্নুয়াৎ
ধনার্থী লভতে বিত্তং যশার্থী যশমাপ্নুয়াৎ। ৫১
বিদ্যার্থী চাপ্নুয়াদ্ বিদ্যাং সুখার্থী প্রাপ্নুয়াৎ সুখম্
ন কিঞ্চিদ্ দুর্লভং চৈব গবাং ভক্তস্য ভারত॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি গোলোকবর্ণনে
ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৮৩

গোভক্তদের প্রতি ভক্তিমান মানুষ যে যে বস্তু লাভ করিতে বাসনা করেন, তিনি সে সমস্তই প্রাপ্ত হন। শ্রীমানের মধ্যে যাঁহারা গোভক্তিযুক্ত, তাঁহারাও যথোচিত কামনানুরূপ লাভ করিয়া থাকেন। ৫০

পুত্র কামনাকারী মানুষ পুত্র ও কন্যাভিলাষী মানুষ কন্যা প্রাপ্ত হন। ধনার্থী ধন লাভ করেন এবং যশস্কামী মানুষ যশ প্রাপ্ত হন। ৫১

বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করেন এবং সুখার্থী মানুষ সুখ প্রাপ্ত হন। ভারত! গো ভক্তগণের নিকট এ জগতে কিছুই দুর্লভ নহে। ৫২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে গোলোকবর্ণনবিষয়ক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভীষ্মের প্রতি যুধিষ্ঠিরঃ পিতৃগণের বিষয়ে কূর্মোপাখ্যান পিতৃগণের, সুবর্ণোৎপত্তেস্তদ্দানমহিম্নো বিষয়ে ঋষিষ্ঠ-পরশুরাময়োঃ সংবাদঃ, পার্থিবা দেবেভ্যঃ শ্রাদ্ধদানম্, তারকাসুরভীত্যাদানাং দেবানাং ব্রহ্মণঃ শরণপ্রবেশঃ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উক্তা পিতামহেনেহ গবাং দানমনুত্তমম্
বিশেষেণ নরেন্দ্রাণামিহ দমমবেক্ষতাম্। ১
রাজ্যং হি সমতঃ দুঃখং দুর্বহং চারুভাষিতঃ
তৃপ্তির্হি নরেন্দ্রাণাং বিদ্যতে ন শুভা গতিঃ। ২
পৃচ্ছতে তত্র নিয়তং প্রব্রূহীত্যেতি বসুন্ধরাম্
সর্বে চ ঋষিতা ধর্মাত্মানো যে কৃচ্ছ্রসাধন॥

এবমেষ ময়াযুক্তঃ প্রশ্নস্তে নৃপতেঃ প্রভো
ঋষিণা নাচিকেতেন পূর্বমেব নিদর্শিতম্। ৪
যেনোপনিষদংশেন সর্বক্রতুষু দক্ষিণাঃ।
সর্বক্রতুষু চোদ্দিষ্টা তৃপ্তির্গাবোঽথ কাঞ্চনম্। ৫
তত্র শ্রুতিস্তু পরমা সুবর্ণং দক্ষিণেতি বৈ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পিতামহ যথাতথম্। ৬

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

[ভীষ্ম কর্তৃক নিজের পিতা শান্তনুর বংশে পিতৃগণের জন্ম করিয়া সূদের উপর প্রশ্ন, সুবর্ণের উৎপত্তি এবং তাহার দানের মহিমা সম্বন্ধে ঋষিষ্ঠ ও পরশুরামের সংবাদ, দেবগণকে পার্থিবগণের শ্রাদ্ধদান ও তারকাসুরের ভয়ে ভীত দেবগণ কর্তৃক ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি সব মহত্তমগণের শ্রেষ্ঠ বিশেষতঃ ধর্মাত্মানিগণের নরপতিগণের শ্রেষ্ঠ এই উত্তম গোদান বর্ণনা করিলেন। ১

রাজা সততই দুঃখবহন। যাহারা নিজেদের মনকে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে রাজা পুরস্কৃতি রাজা অভিশয় কঠিন কার্য। সেইজন্য রাজাদের প্রায়শঃ ভালগতি হয় না। ২

তাঁহাদের মধ্যে ইঁহারাই পবিত্র, যাঁহারা নিয়মানুসারে তৃপ্তিদান করেন কৃচ্ছ্রসাধন। আপনি আমার নিকট সমস্ত বর্ণনাই বর্ণনা করিয়াছেন। ৩

এইভাবে রাজা বৃষ যে যে গোদান করিয়াছিলেন এবং নাচিকেত ঋষি যে গোদান ও গোপূজা করিয়াছিলেন, এসমস্তই আপনি পূর্বে বলিয়াছেন এবং নির্দেশ করিয়াছেন। ৪

বেদ ও উপনিষদ্‌সমূহ প্রত্যেক কর্মেরই দক্ষিণার বিধান করিয়াছেন। সকল যজ্ঞেই তৃপ্তি, গো ও সুবর্ণকে দক্ষিণারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ৫

এ সকলের মধ্যে সুবর্ণই উত্তম দক্ষিণা—ইহাই শ্রুতির বাক্য; পিতামহ! অতএব এবিষয় আমি যথাযথরূপে শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৬

কিং সুবর্ণং কৃতঃ জাতং কস্মিন্ কালে কিমাত্মকম্
কিং বৈষ্ণবং কিং ফলং চৈব কস্মাচ্চ পরমুচ্যতে ॥ ৭
কস্মাদ্ দানং সুবর্ণস্য পুণ্যমিতি মনীষিণঃ
কস্মাচ্চ দক্ষিণার্থং তদ্ যজ্ঞকর্মসু শস্যতে ॥ ৮
কস্মাচ্চ পাবনং শ্রেষ্ঠং কুরুষেবোত্তমং কাঞ্চনম্
পরমং দক্ষিণার্থে চ তদ্ ব্রবীহি পিতামহ ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু রাজন্নবহিতো বহুকারণবিস্তরম্।
জাতরূপসমুৎপত্তিমদ্ভুতঞ্চ তথা ময়া ॥ ১০
পিতা মম মহাতেজাঃ শান্তনুর্নিধনং গতঃ।
তস্য দিৎসুরহং শ্রাদ্ধং গঙ্গাদ্বারমুপাগমম্ ॥ ১১
তত্রাগচ্ছা পিতুঃ পুত্র শ্রাদ্ধকর্ম সমাচরন্
মাতা মে জাহ্নবী চাত্র সাহায্যমকরোৎ তথা ॥ ১২
ততোঽব্রুবন্তদা সিদ্ধাস্তুপবেশ। মহুর্মুহুঃ।
তোয়প্রদানাং প্রভৃতি কার্য্যাণ্যহমথাব্রুবম্ ॥ ১৩

তং সমাপ্য সখোদ্ধিষ্টং পূর্বকর্ম সমাহিতঃ
শান্তঃ নির্বপণং সম্যগ্ যথাবদহমাহরম্ ॥ ১৪
ততস্তং দর্ভবিস্তারে ভিত্ত্বা মুক্তিরাজন্যঃ।
প্রলম্বাভরণো বাহুদক্ষিণস্তিষ্ঠ বিশ্বাস্পতে ॥১৫
তমুত্থিতমহং দৃষ্ট্বা পয়া বিস্ময়মাগমম্।
প্রতিগ্রহীতা সাক্ষাদ্বে পিতেতি ভরতর্ষভ ॥ ১৬
ততো মে পুনরেবাসীৎ সংজ্ঞা সঞ্চিন্ত্য শান্তনুঃ
নায়ং বেদেষু বিহিতো বিধির্বিত্ত ইতি প্রভো ॥ ১৭
পিণ্ডো দেয়ো নরেণেহ ততো ভূমিরভূন্ময়।
সাক্ষান্নেহ মনুষ্যস্য পিণ্ডা হি পিতরঃ ক্বচিৎ ॥ ১৮
পৃচ্ছন্তি বিহিতং চেৎস্য পিণ্ডো দেয়ঃ কুশেষিতি
ততোঽহং তদনাদৃত্য পিতুর্হস্তাদবিগ্রহম্ ॥ ১৯
শাস্ত্রপ্রামাণ্যমুক্তং তু বিধিঃ পিণ্ডস্য সাক্ষয়ন্
ততো দর্ভেষু তং সর্বমদদং ভরতর্ষভ ॥ ২০

সুবর্ণ কি? কখন ও কিভাবে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে? সুবর্ণের ঈশানান কি? ইহার দেবতা কে? ইহার দানের ফল কি? সুবর্ণ কেন উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে? ৭

মনীষী পুরুষগণ সুবর্ণদানের অধিক সমাদর করেন কেন? এবং সকল যজ্ঞকর্মে দক্ষিণার জন্য সুবর্ণের প্রশংসা কেন করা হয়? ৮

পিতামহ! কেন সুবর্ণ পৃথিবী ও গোসকল হইতেও পাবন এবং শ্রেষ্ঠ? দক্ষিণার জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া ইহাকে কেন মানা হয়? এই সব আমাকে বলুন। ৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সাবধানে শ্রবণ কর; সুবর্ণের উৎপত্তির কারণ বহু বিস্তৃত। এ বিষয়ে আমি যে অদ্ভুত ঘটনাটি জানি তাহাও সকল কথা বলিব ॥১০

আমার মহাতেজস্বী পিতা মহারাজ শান্তনুর যখন দেহাবসান হইল, তখন আমি তাঁহার শ্রাদ্ধ করিবার জন্য গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার) তীর্থে গমন করিলাম ॥ ১১

পুত্র! সেখানে উপস্থিত হইয়া আমি পিতার শ্রাদ্ধ কর্ম আরম্ভ করিলাম। এই কার্য্যে সেখানে সেই সময় আমার মাতা গঙ্গাদেবীও সেই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন ॥ ১২

তদনন্তর নিজের সম্মুখে বহুসংখ্যক সিদ্ধ মহর্ষিগণকে উপবেশন করাইয়া আমি তদানীন্তন সমস্ত কার্য্য আরম্ভ করিলাম ॥ ১৩

একাগ্রচিত্ত হইয়া বারোক্ত বিধি অনুসারে পিণ্ডদানের পূর্বে তদবধি সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত করিয়া আমি বিধিবৎ পিণ্ডদান করিতে আরম্ভ করিলাম ॥ ১৪

প্রভাবান্! এই সময় পিণ্ডদানের জন্য যে কুশ বিছান হইয়াছিল, উহা ভেদ করিয়া এক মূর্তিমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিল। সেই বিশাল বাহুতে অঙ্গদাদি আভরণসকল শোভা পাইতেছিল ॥ ১৫

সেই হস্তকে উপরে উত্থিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। ভরতশ্রেষ্ঠ! আমার সাক্ষাৎ পিতাই পিণ্ডদান গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রভো! যখন আমি শাস্ত্রীয় বিধির উপর বিচার করিলাম, তখন আমার মনে সহসা এই জ্ঞান উদিত হইল যে, মনুষ্যের পক্ষে হস্তে পিণ্ডদান করিবার বিধি বেদে বিহিত হয় নাই পিতৃগণ সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলেও কখনও মনুষ্যদিগের হস্ত হইতে পিণ্ড গ্রহণ করেন না। যাহে এই আশঙ্কা আছে যে, কুশেই উহা পিণ্ড দান করিবে ॥১৬-১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি পিতার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হস্তকে সম্মান না করিয়া শাস্ত্রকেই প্রমাণ মনে করত তাঁহার পিণ্ডদানসম্বন্ধীয় সমস্ত বিধি সর্বতোভাবে স্মরণ পূর্বক কুশে উপরেই সকল পিণ্ড প্রদান করিলাম ॥ ১৯-২০

শাস্ত্রমার্গানুসারেণ তত্র বিধিং মনুস্মর্তব্য।
ততঃ সোঽভিহিতো রাজ্ঞা পিতুর্মম জনাধিপ। ১১
ততো মাং মর্ষয়ামাসুঃ পরস্পরমথাব্রুবন্।
শ্রীমদ্ভাগবতং মাসুঃ প্রীতাঃ স্ম ভরতর্ষভ। ১২
বিজ্ঞানেন তবানেন যত্র মুহ্যসি ধর্মতঃ।
তত্রা হি দুর্লভা প্রাপ্তা প্রজাধর্মাঃ পার্থিব। ১৩
আত্মা ধর্মঃ কৃতাঃ বেদাঃ পিতরশ্চর্ষিভিঃ সহ।
সাক্ষাৎ পিতামহো ব্রহ্মা তবাবোঽথ প্রজাপতিঃ। ১৪
প্রজাধর্মপ্রণীতা বৈ স্থিতাস্ত্বং ন বিচালিতাঃ।
তস্মিন্ সত্যস্থিতে ধর্মে ভরতর্ষভ। ১৫
কিং তু কুমের্বয়াঃ চার্থে পুত্রার্থে দীক্ষতামিতি
এবা বয়ঞ্চ ধর্মজ্ঞ সর্বে চাস্মৎপিতামহাঃ। ১৬
পাবিতা বৈ ভবিষ্যন্তি পাবনং হি পরা হি তৎ।
ধর্মপূর্বান্ ধনৌঘাংস্ত্বংস্তথা সন্তারয়ন্তি তে। ১৭

পুত্রার্থং যে প্রযচ্ছন্তি এবং মৎপিতরোঽব্রুবন্।
ততোঽহং বিস্মিতো রাজন্ প্রতিবুদ্ধো বিশাম্পতে। ১৮
পুত্রার্থদানেঽত্বরয়া মতিঞ্চ ভরতর্ষভ।
ইতিহাসমিমং চাপি শৃণু রাজন্ পুরাতনম্। ১৯
জামদগ্ন্যো প্রতি বিতো বভূবাস্মদ্বুলেষু চ
জামদগ্ন্যো রামেণ তীব্ররোষাবিষ্টেন বৈ। ৩০
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী কৃতা নিঃক্ষত্রিয়া পুরা
ততো ভিত্বা মহীং কৃৎস্নাং রামো রাজীবলোচনঃ। ৩১
আজহার ক্রতূ যৌবো ব্রহ্মভক্তেন পূজিতম্
বাজিমেধং মহারাজ সর্বকামসমৃদ্ধিমৎ। ৩২
পাবনো সর্বভূতানাং ভেজোদ্ভাভিবর্ধনম্।
বিলাপ মা চ স তেজস্বী তেন ক্রতুকুলেন চ। ৩৩
নৈবাস্মদ্বংশোঽথ নষ্টুভ্যো জামদগ্ন্যোঽধ্যগচ্ছত।
স তু ক্রতুবরেণেষ্ট্বা মহাত্মা ভক্তিমাবতা। ৩৪

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি ইহা জানিও যে, আমি শাস্ত্রীয় মার্গেরই অনুসরণ করিয়া সব কিছু কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলাম জনমাত্র। তদনন্তর আমার সেই পিতার হস্তত অনুজ হইয়া যাইল। ১১

তদনন্তর পরে পিতৃগণ আমাকে সর্বসমক্ষে করিয়াছিলেন এবং প্রীত হইয়া আমাকে বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার এই পাণ্ডীত জ্ঞানে আমরা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। তাহাও, ইহার জন্য তুমি কর্মবিষয়ে মোহগ্রস্ত হও নাই। ১২-১৩

কুলান! তুমি এক্ষণে শাস্ত্রকে প্রমাণ মানিয়া আত্মা, ধর্ম, পাপ, বেদ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, ওঃ প্রজাপতি ও ব্রহ্মা—ইহাদের সকলেরই মানবর্ধন করিয়াছ। বেদ ধারণা করিয়া ঋষি ও ঋষিদিগকে-ও তুমি নিজের আদর্শ দেখাইয়া বিচলিত হইতে দাও নাই। ১৪-১৫½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সব কারণ তুমি আজ যিনি পরমপ্রাপ্তি সম্পন্ন করিয়াছ। কিন্তু এখন আমাদের জন্যও তুমি কৃমিদান ও পোষণের মূল্যরূপে কিছু দুর্লভ ধনও দাও ১৬½

ধর্মজ্ঞ! এরূপ করিলে পর আমরা পবিত্র হইব এবং আমাদের সকল পিতামহগণও পবিত্র হইয়া যাইবেন। জানও, দুর্লভই সর্বাপেক্ষা অধিক পাবন বস্তু। ১৭½

যিনি দুর্লভ ধন করেন, তিনি নিজের উর্ধ্বতন ও অবরতন সব কয় পুরুষদেরও উদ্ধার করিয়া থাকেন। রাজন্! তখন আমার পিতৃগণ এই কথা বলিলেন, তখন আমার জ্ঞান উদিত হইল এবং সেই সময় হইতে তখ- ধরণ করিয়া আমি অত্যন্ত বিনিত হইলাম প্রভানাথ ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন আমি দুর্লভ্যন করিবার স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম। ১৮-১৮½

রাজন্! (এখন দুর্লভের উৎপত্তি ও তাহার মাহাত্ম্য বিষয়ে) এক প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ কর. যাহা জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। বিত্তো এই উপাখ্যান বল ও আমার বৃদ্ধিমাত্রী। ১৯½

পৃথ্বীকালের কথা, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম তীব্র রোষাবিষ্ট হইলে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া দিয়াছিলেন। ৩০½

মহারাজ! ইহার পর সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জয় করিয়া যাঁর ব্রহ্মভক্তদের পরশুরাম ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিগ্‌গণের দ্বারা সম্পাদিত এবং কামনাপূর্ণকারী অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৩১-৩২

বর্ষিত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমস্ত প্রাণিগণেরই পবিত্রতাকারক এবং তেজ ও ভাস্বর বৃদ্ধিকারী, তথাপি সেই যজ্ঞ কর্তার দ্বারা তেজস্বী পরশুরাম সর্বথা পাপমুক্ত হইতে পারিলেন না। ইহাতে নিজের মনুজ অনুতপ্ত করিলেন। ৩৩½

প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ণ করত মহাত্মা কৃতকৃত্যতাপ্ত পরশুরাম বনে স্নাতার পোষণ করিয়া

পরাঙ্ঙাগমসম্পন্নানবীন্ দেবাংশ্চ ভার্গবঃ।
পাবনং যং পরং নৃণামনুশ্রে কর্তুমি বর্ততাম্। ৩৫
তদুত্তাতাং মহাভাগা ইতি ভাতযুগোঽব্রবীৎ।
ইত্যুক্তা বেদপাদ্রজাতমুচুস্তে মহর্ষয়ঃ। ৩৬
রাম বিপ্রাঃ সংক্রিয়ন্তাং বেদপ্রামাণ্যদর্শনাৎ।
কৃতন্ত বিপ্রবিগণাঃ প্রষ্টব্যাঃ পাবনং প্রতি। ৩৭
তে যদ্ ব্রূয়ুর্যথাপ্রাজ্ঞাস্তচ্ছ্রেয় সমুদাচর।
ততো বশিষ্ঠঃ দেবর্ষিনগস্ত্যশ্চ কাশ্যপঃ। ৩৮
তমেবার্থং মহাত্মেভ্যঃ পপ্রচ্ছ কৃতলক্ষণঃ
তাভ্যা মতিং বিপ্রেন্দ্রাঃ কথং পূয়েমহিত্যুত। ৩৯
কেন বা কর্মযোগেন প্রদানেনেহ কেন বা
যদি বোঽনুগ্রহকৃতা বুদ্ধির্মাং প্রতি সত্তমাঃ।
প্রব্রূত পাবনং কিং মে তমেবমিতি তপোধনাঃ। ৪০

ঋষয় ঊচুঃ

গাল্ভ ভৃগুরিহ বিত্তত সন্তের কৃতলক্ষণ

পাপকৃৎ পূয়তে মর্ত্যা ইতি ভার্গব শুশ্রুম। ৪১
অস্তস্ত্ব দানা তু বিপ্রর্ষে ব্রূহতাং পাবনং মহৎ
দিব্যমন্ত্রাহুতাকারমপত্যা জাতবেদসঃ। ৪২
দত্ত্বা লোকান্ পুরা বীর্যাৎ সম্ভূতমিহ শুশ্রুম
সুবর্ণমিতি বিখ্যাতং তদ্ দদস্ব সিদ্ধিমেত্যসি। ৪৩
ততোঽব্রবীদ্ বশিষ্ঠস্তু ভগবান্ সংশিতব্রতঃ
শৃণু রাম মমোৎপন্নং সুবর্ণমনলপ্রভম্। ৪৪
ফলং প্রাপ্তস্তি তে যং তু দানে পরমিহোচ্যতে
সুবর্ণং যচ্চ যচ্চাচ্ছ সধা চ গুণবত্তমম্। ৪৫
তস্মিন্নোৎ মহাবাহো সর্বং নিগদতো মম
অগ্নিযোনাত্মকমিদং সুবর্ণং বিদ্ধি নিশ্চয়ে। ৪৬
আজ্ঞাহুর্যিবরুদ্ধো মেঃ সূর্যোঽচর্ত তীক্ষ্ণ দর্শনম্
কৃতবান্ মুখা নাগা মহিষাশ্চামুখা ইতি। ৪৭
কৃষ্ণাংশ্চ যবাহান্ রাক্ষসা কৃতলক্ষণ
ইত্যা গাব: পয়: সোমো কৃমিরিত্যেব চ স্মৃতিঃ। ৪৮

যত্র সর্বস্তথা অধিক পাবন। তাহার আকার অত্যন্ত অদ্ভুত এবং সে অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৪১

সেই বস্তুর নাম সুবর্ণ। আমরা শুনিয়াছি যে, পুরাকালে অগ্নিদেব সমস্ত লোক ভস্মীভূত করিয়া নিজের বীর্য হইতে এই সুবর্ণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি এই সুবর্ণদান করিলে পর সিদ্ধি লাভ করিবে। ৪২

তখনতত ঋষিের ব্রতলক্ষণজ্ঞানী ভগবান বশিষ্ঠ বলিলেন পরশুরাম! অগ্নিকুমার প্রভাবসম্পন্ন সুবর্ণ যেভাবে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা শ্রবণ কর। ৪৩

সুবর্ণদান তোমাকে উত্তম ফলপ্রদান করিবে, কারণ, উহা দানের মধ্যে সর্বোত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহাবাহো! সুবর্ণের যাহা স্বরূপ, যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যেভাবে সে বিশেষ গুণসম্পন্ন হয়, সেই সমস্ত আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৪৪৫

এই সুবর্ণ অগ্নি ও সোমস্বরূপ, ইহা তুমি নিশ্চিতরূপে জানিও। ছাগল, অশ্বি, বরুণ, যেষ এবং অন্য পশুের আপেক্ষা এগুলি দুটি রাখা উচিত। ৪৬-৪৭

কৃতলক্ষণ। গাভি ও বৃষ নাগগণের আশ, মহিষ অসুরের আশ এবং কৃষ্ণ (বুনো) ও শূকর রাক্ষসগণের আশ। ইহা—যে দুধ ও সোম এসমস্ত তুমির স্বরূপ- ইহাই স্মৃতিবাক্য। ৪৭-৪৮

জন্মং সর্বঞ্চ নির্মথ্য তেজোরাশিঃ সমুত্থিতঃ।
সুবর্ণমেভ্যো বিপ্রার্থে হন্তুঃ পরমমুত্তমম্। ৪৯
এতস্মাৎ কারণাদ্ দেবা গন্ধর্বৈরগ-রাক্ষসাঃ
মনুষ্যাশ্চ পিশাচাশ্চ প্রেতাঃ যাবন্তি ভূর ভুবং। ৫০
মুকুটৈরঙ্গদৈশ্চৈব রত্নালঙ্কারৈঃ পৃথগ্‌বিধৈঃ
সুবর্ণবিকৃতৈস্তত্র বিরাজন্তে পৃথগ্‌বিধৈঃ। ৫১
তস্মাৎ সর্বসুবিত্তেভ্যঃ পবিত্রা পরমা স্মৃতম্।
কুবেরোত্যোঽথ রত্নেভ্যস্তত্র সিদ্ধি মনুত্তমাং। ৫২
পৃথিব্যা গাব্দ লক্ষেণ যচ্ছ্রাদ্ধমপি বিদ্যতে।
বিনিষ্কৃতে সুবর্ণস্য দানং শতগুণা বিদ্যো। ৫৩
অক্ষয়া পাবনা চৈব সুবর্ণমমৃতাত্তে।
প্রযচ্ছ দ্বিজমুখ্যেভ্যঃ পাবনং ত্রেতকৃত্তমম্। ৫৪
সুবর্ণযেব সর্বাসু ধাতুশাসু বিশীয়তে।
সুবর্ণং যে প্রযচ্ছন্তি সর্বদাত্তে ভবন্তুতে। ৫৫
দেবতাত্তে প্রযচ্ছন্তি যে সুবর্ণং দদত্যথ।

অগ্নিতি দেবতাঃ সর্বাঃ সুবর্ণঞ্চ তদাত্মকম্। ৫৬
তস্মাৎ সুবর্ণং দদতা দাতা সর্বাঃ স্ব দেবতাঃ
ভবন্তি পুরুষব্যাঘ্র ন হ্যতঃ পরমা বিদুঃ। ৫৭
তুর এব চ মাত্রাত্মাঃ সুবর্ণঞ্চ নিবোধ যে
গদতো মম বিপ্রেভ্যঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বর। ৫৮
মহা ভূতাত্মাঃ পূর্বং পুরাণে শুশ্রুবন্ধন।
প্রজাপতেঃ কথয়তো যথাত্মাঃ ভূ তথা বৈ। ৫৯
মূলপাণের্ভগবতো রুদ্রস্য চ মহাত্মনঃ
শিরো যিষবাত্তি স্রোতে তদা তৃপ্তকুলোদ্বহ। ৬০
দেবা বিবাহে নির্বৃত্তে রুদ্রাণ্যা তৃপ্তনন্দন
সমাগমে তদবতো দেবা সহ মহাত্মনঃ। ৬১
তত্ত সর্বে সমুদ্বিগ্না দেবা রুদ্রমুপাগমন্।
তে মহাদেবমাসীনা দেবীঞ্চ হরবাসুমাম্। ৬২
প্রসাদ্য শিরসা সর্বে রুদ্রমুচুর্মুদান্বিতা
অত্রা সমাগমো দেব দেবা সহ তবানঘ। ৬৩

নরত্ত ভবনকে বহন করিয়া যে তেজের রাশি উত্থিত হইয়াছে, তাহাই সুবর্ণ; ভবদেব। অত এব ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণ হইতেই সুবর্ণ উত্তম শ্রেষ্ঠ হয়। ৪৯

সেইজন্য দেবতা, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচগণ—ইহারা সকলে যজ্ঞকালে সুবর্ণ দান করেন। ৫০

তৃণশ্রেষ্ঠ! ইহারা স্বর্ণ-নির্মিত মুকুট, অঙ্গদ ও নানাপ্রকার অলঙ্কারদ্বারে শোভিত থাকেন। ৫১

নরশ্রেষ্ঠ! অত এব তদবধি কুবি, গো, হস্ত্যাদি বস্তু পবিত্র বস্তু থাকে, সুবর্ণকে সেই সব হইতেই পবিত্র বলা হইয়াছে, ইহা তুমি জানিও। ৫৩

দ্বিজো! পৃথিবী, গো ও অশ্ব দ্বারা কিছু দান করা যায়, সেই সব হইতেই সুবর্ণদান শ্রেষ্ঠ। ৫৩

দেবোপম ভোজনী পুরুষগণ সুবর্ণ অক্ষয় পাবন বস্তু; অতএব তুমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে এই শ্রেষ্ঠ এবং পাবন বস্তু দান কর। ৫৪

সমস্ত ভক্ষিতার মধ্যেই সুবর্ণের বিধান আছে, সেইজন্য যিনি সুবর্ণ দান করেন, তিনি সব ধাতুর দান করিয়া থাকেন। ৫৫

যিনি সুবর্ণ দান করেন, তিনি দেবগণকেই দান করিয়া থাকেন; কারণ, অগ্নি সর্বদেবময় এবং সুবর্ণ অগ্নিস্বরূপ। ৫৬

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেইজন্য সুবর্ণদানকারী পুরুষগণ সমস্ত দেবতা-গণকেই দান করেন। অতএব দাতার পুরুষগণ সুবর্ণ হইতে অন্য কোন বস্তুর দান শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না। ৫৭

সমস্ত অনুভাবী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্রবর! আমি পুনরায় তবদের মাহাত্ম্য বলিব, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ৫৮

তৃণনন্দন! আমি পূর্বে পুরাণে প্রজাপতিকথিত এই তাহারোচিত বৃত্তান্ত বলিতেছি ৫৯

তৃণকুলবর্ধন! তৃণনন্দন পরমেশ্বর! এই কথা সেই সময়ের, যে সময় শ্রেষ্ঠ সর্বত্র বিবাহের মূলপাণি ভগবান্ ভবদেবী ভবানীর সহিত বিবাহ-সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছিল এবং মহাত্মা ভগবান্ শিবের উমাদেবীর সহিত সমাগম সুখ লাভ হইয়াছিল। ৬০-৬১

সেই সময় সমস্ত দেবতাগণ উদ্বিগ্ন হইয়া দৈবমানশিবের উপস্থিতি মহাত্মের শিব ও বরলাভিনী দেবী উমার নিকটে গমন করিলেন। ৬২

তৃণশ্রেষ্ঠ! সেখানে তাঁহারা সকলে ইঁহাদের উভয়ের চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত তাঁহাদের প্রসন্নতা বিধান করিয়া ভগবান্ রুদ্রকে বলিলেন—পাপরহিত মহাদেব! এই যে দেবী পার্বতীর সহিত আপনার সমাগম হইয়াছে, উহা এক অপূর্ব উপস্থিতির সহিত এবং এক মহাতেজস্বীর এক তেজস্বিনীর সহিত সংযোগ হইয়াছে। ৬৩

তপশ্চিনস্তপশ্চিত্বা তেজশ্চিন্ত্বাত্তিতেজসঃ
অযোঘত্বেত্তথাত্বং বৈ দেবা দেবী চেত্যুমা তথা ॥ ৬৪
অপত্যং যুবয়োর্যৎ বৈ বলবদ্ ভবিতা বিভো।
তন্নূনং ত্রিষু লোকেষু ন কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ৬৫
তবেত্যঃ প্রণতত্বাত্তা দেবেত্যঃ পৃথুলোচন
বরা প্রবব্রু লোকেশ ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া ॥ ৬৬
অপত্যার্থা নিসৃষ্টাঘ ভেজঃ সমরসঃ বিভো
ত্রৈলোক্যসারো হি যুবয়োঃ লোকং সন্তারিষ্যতঃ ॥ ৬৭
ভবিতব্যং হি যুবয়োর্দেবানামিতি বৈ ধ্রুবম্
ন হি তে পৃথিবী দেবী ন চ দ্যৌর্নিধা বিভো ॥ ৬৮
নেদং ধারয়িতুং শক্তাঃ সমস্তা ইতি মে মতিঃ।
তেজঃপ্রভাবনির্দগ্ধং তস্মাৎ সর্বমিদং জগৎ ॥ ৬৯
তস্মাৎ প্রসাদং ভগবন্ কর্তুমর্হসি নঃ প্রভো।
ন দেব্যাং সন্ততং পুত্রো ভবতঃ সুরসত্তম ॥
ধৈর্য্যাদ্বেব নিসৃষ্টোঘ তেজো জ্বলিতমুত্তমম্ ॥৭০

দেব! প্রভো! আপনার তেজ অযোঘ এই দেবী উমাও অযোঘ তেজস্বিনী। আপনাদের উভয়ের যে সন্তান হইবে, সে অত্যন্ত প্রবল হইবে। নিশ্চয়ই সে ত্রিলোকের মধ্যে কিছুই অসম্ভব রাখিবে না। ৬৪-৬৫

বিশাললোচন! লোকেশ্বর! আমরা সকল দেবতাই আপনার চরণে প্রণত হইলাম আপনি ত্রিলোকের হিতকামনায় আমাদের বরদান করুন। ৬৬

প্রভো। সন্তানের জন্য উদ্ভূত আপনার যে উভয় তেজ, তাহা আপনি নিজের মধ্যেই লয় করিয়া রাখুন। আপনারা উভয়ে ত্রিলোকের সারভূত। অতএব আপনারা নিজেদের সন্তানের দ্বারা সম্পূর্ণ জগৎকে সফল করিবেন। ৬৭

আপনাদের উভয়ের যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সে নিশ্চয়ই দেবগণকে পরাজিত করিবে। প্রভো! আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, আপনার তেজ না পৃথিবী দেবী, না আকাশ এবং না দ্যৌ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়াও আপনার তেজ ধারণ করিতে সমর্থ নন। এই সম্পূর্ণ জগৎই আপনার তেজের প্রভাবে ভস্ম হইয়া যাইবে। ৬৮-৬৯

ভগবন্! অতএব আপনি কৃপা করুন। প্রভো! বৃষভেষ্ট আমরা সকলেই এই বাসনা করি যে, দেবী পার্বতীর গর্ভ হইতে আপনার কোন পুত্র না হউক। আপনি বৈর্য্যের দ্বারা আপনার প্রজ্বলিত উভয় তেজকে অন্তরের মধ্যে লয় করিয়া রাখুন। ৭০

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ
এবমস্ত্বিতি দেবাংস্তান্ বিসৃজ্যে প্রত্যভাষত ॥ ৭১
ইত্যুক্ত্বা চোর্দ্ধমনসং তেজো বৃষভবাহনঃ।
ঊর্দ্ধরেতাঃ সমভবৎ স্তম্ভয়ন্ চাপি সঃ ॥ ৭২
তস্যাগ্নিতি ভগঃ ক্রুদ্ধো প্রজোদ্ভেদে তথা কৃতে
দেবানবাস্রবৎ তত্র ঊর্দ্ধরেতাবং পুরুষঃ বচঃ ॥ ৭৩
তস্যাপলম্ভাত্মানো বৈ ততো মে বিনিবর্তিতঃ
তস্মাৎ সর্বে সুরা বৃষভসখা ভবিষ্যত ॥ ৭৪
প্রজোদ্ভেদে মম কৃতো যস্মাদ্ বৃষাভিরত বৈ
তস্মাৎ প্রভৃতি বৈ লোকাঃ সর্বেষাং ন ভবিষ্যতি ॥ ৭৫
পার্বতস্তু ন তত্রাসীচ্ছাপকালে কৃপুরুষ
দেবা দেব্যাস্তথা শাপানুনয়ন্ত্যাস্তুতোঽভবন্ ॥ ৭৬
রুদ্রস্তু তেজোঽপ্রতমং ধারয়ামাস বৈ তদা
প্রভুত্বং তু ততস্তস্যাং নিক্ষিপ্তত্রাপভয় ভুবি ॥ ৭৭

বিপ্রর্ষে! দেবতাগণ এই কথা বলিলে পর ভগবান্ বৃষভধ্বজ সকল তাঁহাদিগকে এবমস্তু এইরূপ বলিলেন। এই কথা বলিলেন। ৭১

দেবতাগণ এই কথা বলিলে পর বৃষভবাহন ভগবান্ নিজের তেজকে অর্থাৎ বীর্যকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া রাখিলেন। তখন ইঁহাদের তিনি 'ঊর্দ্ধরেতা' নামে বিখ্যাত হন। ৭২

'দেবতারা আমার ভাবী সন্তানকে ঊর্দ্ধে ধরিয়া ফেলিল' এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই সময় দেবী ভগলী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইলেন এবং স্ত্রীস্বভাবানুসারে দেবগণকে এই ভয়ঙ্কর বাক্য বলিলেন। ৭৩

দেবগণ! আমার ভাবী আমার গর্ভ হইতে সন্তান উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তোমরা তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া দিয়াছ; সেইজন্য তোমরা সকল দেবতাই নিষ্ফল হইয়া যাইবে। ৭৪

আকাশচারী দেবতাগণ! আজ তোমরা সকলে মিলিত হইয়া আমার সন্তান নষ্ট করিয়াছ, সেইহেতু তোমাদের সকলেরও কোন সন্তান হইবে না। ৭৫

বৃষভেষ্ট! এই শাপের সময় সেই স্থানে পার্বতীদেব ছিলেন না, সেইজন্য এই শাপ তাঁহাকে লাগিল না। অতএব সকল দেবতাই দেবী পার্বতীর শাপে সন্তানহীন হইয়া যাইলেন ৭৬

রুদ্রদেব যাবত সেই সময় নিজের অপ্রতম তেজকে লয় করিয়া

উৎপপাত তদা বহ্নৌ বসবে চারুতোপমম্।
তেজস্তেজসি সংযুক্তমাদ্যমোনিত্বমাগতম্ ॥ ৭৬
এতস্মিন্নেব কালে তু দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
অসুরস্তারকো নাম তেন সন্তাপিতা ভৃশম্ ॥ ৭৯
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতোঽশ্বিনাবপি।
সাধ্যাশ্চ সর্বে সংত্রস্তা দৈতেয়ৈশ্চ পরাক্রমাৎ ॥ ৮০
স্থানানি দেবতানাং হি বিমানানি পুরাণি চ

অদীনাং চাক্রমাণ্ডেয় বভূবুরসুরৈর্হৃতাঃ ॥ ৮১
তে হীনমনসঃ সর্বে দেবতা ভয়ভস্ত যে
প্রজেশুঃ শরণং দেবং ব্রহ্মাণমজয়ং বিভুম্ ॥ ৮২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পূর্বগোৎপত্তিনাম
চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

আদিত্য, বসু, রুদ্র, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং সাধ্যগণ —এই সব দেবতারাই সেই দৈত্যের পরাক্রমে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। ৮০

অসুরগণ এই সব দেবতাদিগের স্থান, বিমান, নগর ও অদি সকলের আধিপত্যও কাড়িয়া লইল। ৮১

সেই সব দেবতা ও তাঁহাদের গোত্রীয়েরা একান্ত ভয়ে এবং সন্ত্রস্তাশী দেবতা ভগবান্ ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিলেন। ৮২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে পূর্ববৃত্তের উৎপত্তিবিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রহ্মণা দেবেভ্যো আত্মসদৃশম্, অগ্নেরেবেশম্, অগ্নিনা স্থাপিতেন শিবতেজসা সম্ভূতস্য সজাদেব্যা তস্য মেরুপর্বতে পরিত্যাগঃ, কার্তিকেয়স্য সুবর্ণস্য চোৎপত্তিঃ, বরুণপত্নীপরিণেতা মহাদেবসা যজ্ঞে বহ্নিতঃ প্রজাপতীনাং সুবর্ণস্য চোদ্ভবঃ, কার্তিকেয়েন তারকাসুরস্য বধশ্চ।]

দেবা ঊচুঃ

অসুরস্তারকো নাম ত্বয়া দত্তবরঃ প্রভো।
সুরান্ববীদ্ভি ক্লিশ্নাতি বরতস্ত বিবীহতাম্ ॥ ১
তস্মাদ্ ভয়ং সমুৎপন্নমস্মাকং বৈ পিতামহ।
পরিত্রায়স্ব নো দেব ন হ্যন্যা গতিরস্তি নঃ। ২

ব্রহ্মোবাচ।

সমোঽহং সর্বভূতানামবরো নেব চোত্তমঃ।
ঋতস্তাং তারকং ক্ষিপ্রং সুরবিঘ্নপরাবিতা ॥ ৩
বেদা যজ্ঞাশ্চ নোদ্ভেদাঃ সঙ্ঘেষু সুরসত্তমাঃ
বিহিতং পূর্বমেবাত্র ময়া বৈ যোদ্ধু বো ভয়ম্ ॥ ৪

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

[ব্রহ্মাকর্তৃক দেবগণকে আশ্বাসদান, অগ্নির অবেশন, অগ্নির দ্বারা স্থাপিত শিবের তেজে সম্ভূত হইয়া সজাদেবীকর্তৃক তাঁহাকে মেরুপর্বতে পরিত্যাগ, কার্তিকেয় ও সুবর্ণের উৎপত্তি, বরুণপত্নীর মহাদেবের যজ্ঞে অগ্নি হইতেই প্রজাপতিগণের ও সুবর্ণের উদ্ভব এবং কার্তিকেয় কর্তৃক তারকাসুর বধ।]

দেবগণ বলিলেন,—প্রভো! আপনি যাহাকে বরদান করিয়াছেন, সেই তারক নামধারী অসুর দেবগণ এবং ঋষিগণকে অত্যন্ত কষ্ট দিতেছে। অতএব তাহার বধের জন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করুন। ১

পিতামহ! সেই অসুর হইতে আমাদের অত্যন্ত ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি আমাদের তাহার নিকট হইতে রক্ষা করুন, কারণ, আমাদের আর অন্য কোনও গতি নাই।২

ব্রহ্মা বলিলেন—আমার ত' সকল প্রাণিগণের প্রতিই সমান ভাব আছে, তথাপি অবশ্য আমার লক্ষিত নহে, অতএব দেবতা ও ঋষিগণের কষ্টদায়ক তারকাসুরকে শীঘ্রই বিনাশ কর। ৩

দেবশ্রেষ্ঠগণ! যেসকল যজ্ঞে উদ্ভেদ না হইত, ইহার উপায় আমি পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছি। অতএব তোমাদের মানসিক চিন্তা দূর হউক। ৪

দেবা ঊচুঃ

বরপ্রদানাদ্ ভগবতো দৈত্যেভ্যো বলগর্বিতাঃ।
দেবৈর্ন শক্যতে হন্তুং স ত্বং প্রসময় প্রভো ॥ ৪

স হি নৈব স্ত্রিয়ং দেবানাং ন দানুষ্বাণাং ন রক্ষসাম্
যথা স্যাদিতি জগ্রাহ বরং ঘস্মাৎ পিতামহ ॥ ৬

দেবান্ স পুত্রা রুদ্রাণ্যা প্রজোদ্বেগে পুরাকৃতে।
ন ভবিষ্যতি বোঽপত্যমিতি সখে ভগবংস্তদা ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ।

ব্রহ্মণস্তু ন তত্রাসীদ্ভাবকালে সুরোত্তমাঃ।
স উৎপাদয়িতাপত্যং যথায় ত্রিদশধিষ্ণ্য ॥ ৮

তদ্ বৈ সর্বানতিক্রম্য দেব দানব-রাক্ষসান্
মানুষানথ সর্পর্ষীন্ নাগানথ চ পক্ষিণ ॥ ৯

অন্যেষামেবপাত্তেন লক্ষ্যা তং যাতয়িষ্যতি।
যতো বো ভয়মুৎপন্নং যে চাত্তে সুরসত্তমাঃ ॥ ১০

সনাতনো হি সম্ভূতঃ কাম ইত্যভিধীয়তে।

রুদ্রস্য ক্ষেত্রঃ প্রস্কন্নমগ্নৌ নিপতিতঞ্চ যৎ ॥ ১১

তত্তেজোঽগ্নিগতং ভূত্বা স্থিতীয়ামিতি পার্থিবম্
যথার্থা দেবসত্রাণাং গঙ্গায়াং তদনিষ্টুতি ॥ ১২

স তু নাবাপ তং কালং নষ্টঃ স হতভূক্ তদা।
তস্মাদ্ বো ভয়মুদ্ভূতং দেবাঃ সম্বৎসংক্ষতি পার্থিবি ॥ ১৩

অধিষ্ঠাতা বৈ খলুক্ষত্রং চাত্ত নিযুক্তাত্মা।
তাবকানা যথোপায়ঃ কথিতো বৈ ময়ানঘাঃ ॥ ১৪

ন হি তেজস্বিনাং শাপাস্তেজসন্তু প্রভবন্তি বৈ।
বলাদাত্তবলং প্রাপ্য দুর্বলানি ভবন্তি বৈ ॥ ১৫

তস্মাদ্যত্নবান্ ভবদ্ভাপি তৈব ভবিষ্যসি।
সম্ভাত্তিকৃতিঃ কাম সনাতনভমোদ্ভবং ॥ ১৬

ভবংপত্তিরিবৈশ্বঃ সর্বঃ সর্বতাবনঃ
ক্ষুব্ধঃ সর্বভূতানাং ভোক্তা রুদ্রাপি প্রভূঃ ॥ ১৭

অধিষ্ঠাতা স তু ক্ষিপ্রং তেজোরাশিস্তু তাপনঃ
স বো মনোরথা কাম্যা দেবঃ সম্পাদয়িষ্যতি ॥১৮

দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্! সে আপনার নিকট হইতে এই বর লাভ করিয়াছে যে, আমি বা দেবতা, বা অসুর ও বা রাক্ষসগণের মধ্যে কাহার দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইব না ॥ ৫-৬

ভবংপত্তে! পূর্বে আমরা যখন রুদ্রাণীর সন্তানোদ্বেগ করিয়াছিলাম, তখন তিনি সকল দেবতাকে এই শাপ দিয়া ছিলেন যে, তোমাদের কোনও সন্তান হইবে না ॥ ৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠগণ! সেই শাপের সময় অগ্নিদেব সেখানে ছিল না। অতএব দেবদ্রোহীদিগকে বধ করিবার জন্য সে-ই সন্তান উৎপাদন করিবে ॥ ৮

সেই সন্তানই দেবতা, দানব, রাক্ষস, যক্ষগণ, গন্ধর্ব, নাগ ও পক্ষিগণকে অভিক্রম করিয়া নিজের অবোধ্য শক্তি-শক্তির দ্বারাই সেই অসুরকে বধ করিবে, যাহা হইতে তোমাদের ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব যে সব দেবশত্রু থাকিবে, তাহাদিগকেও সে সংহার করিবে ॥ ৯-১০

সনাতন সত্যস্বরূপ কাম বলে সেই কাম হইতেই রুদ্রের যে তেজ স্খলিত হইয়া অগ্নিতে পতিত হইয়াছিল, তাহাকে অগ্নি ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় সেই যজ্ঞ-তেজকে সে গঙ্গার মধ্যে স্থাপিত করিয়া বালরূপে উৎপন্ন করিবে সেই বালকই দেবসত্রগণের যজ্ঞের কার্য হইবে ॥ ১১-১২

অগ্নিদেব সেই সময় অযুক্ত ছিল, সেইজন্য পাত্রতীর অভিযাগে সে পায় নাই। দেবগণ! অতএব অগ্নি যে পুত্র হইবে, সে তোমাদের সমস্ত ভয় অপনয়ন করিবে ॥ ১৩

তোমরা সকলে অগ্নিকে অন্বেষণ কর এবং তাহাকে আন এই কার্যে নিযুক্ত কর। বিশ্বাস দেবতাগণ! তাহাকাজ্ঞা যজ্ঞের এই উপায় আমি তোমাদের বলিয়া দিলাম ॥ ১৪

তেজস্বী পুরুষগণের শাপ তেজস্বীদিগের উপর বিস্তার প্রভাব দেখাইতে পারে না। সাধারণ বলী পুরুষগণ অত বলশালী পুরুষদিগকে প্রাপ্ত হইয়া দুর্বল হইয়া যায় ॥ ১৫

তপস্বী পুরুষের যে কাম, তাহা সত্য ও অভিলষিত বা প্রসিদ্ধ। তাহা সনাতন বা চিরস্থায়ী হয়। সে যজ্ঞমান বা পুরুষগণকে বধ করিতে পারে ॥ ১৬

অগ্নিদেব এই জগতের পালক, অনিবারণীয়, সর্বব্যাপী সকলের উৎপাদক, সমস্ত প্রাণিবর্গের ভবের পরিবর্তনী, সন্তান ও ক্ষয় হইতেও ভোক্তা ॥ ১৭

তেজের স্থাপিতৃত অগ্নিদেবকে তোমরা সকলে শীঘ্র আন কর। সে-ই তোমাদের মনোবাঞ্ছিত কামনা পূর্ণ করিবে ॥ ১

এবমু বাচ্যমুপশ্রুত্য ততো দেবা মহাত্মনঃ
জগ্মুঃ সংসিদ্ধসঙ্কল্পাঃ পার্শ্বমন্ত্রো বিভাবসুম্ ।১৯
ততস্তৈলোক্যমখিলং বাহিতস্তু সুরৈঃ সহ
তাভ্যন্তরে দর্শনা যস্তে সর্বে তমমন্যমানসাঃ ।২০
পঞ্চেন তপসা যুক্তাঃ শ্রীমন্তো লোকবিশ্রুতাঃ
লোকানন্তচরা নিত্যাঃ সর্ব এব তৃণুত্তম ।২১
শঙ্খাস্যনি সলীলং বাদিতযুক্তমাশনম্
ততঃ সন্তাতসন্ত্রাসানর্ষিদর্শনলালসান্ । ২২
জলেনন্ত্র ছাত্রবাস্তেজসাগ্নে: প্রদীপিতঃ
উবাচ দেবান্ মন্ত্রো ধনাতলতলোত্থিতঃ । ২৩
ধনাতলতলে দেবা বসন্তাগ্নিরিতি প্রভো
সন্তাপাদিহ সন্ত্রাস্তঃ পাবকস্তত্যবাদয় ২৪
স সানুনো জলে দেবা ভগবান্ হব্যবাহনঃ
অপঃ সংস্তভ্য তেজোভিস্তেন সন্তাপিতা যয়ুঃ । ২৫

ততো দর্শনমিষ্টং বো যদি দেবা বিভাবসোঃ
তত্রৈবমবিগচ্ছন্তো কার্য্যং বো যদি যাচ্ঞনা ২৬
সন্তাত্যা সাধয়িষ্যামো বয়ং ভূয়িষ্ঠতাং সুরাঃ ।
ধনাবহুক্ত মন্ত্রস্তত্রাবিতো জলমাবিশৎ । ২৭
হুতাশনস্তু বুধ্যেহ মন্ত্রস্য চ সৈন্তবম্
শশাপ স তথাসাস্তু ন রসান্ বেৎস্যসীতি বৈ ২৮
তং বৈ সংস্তুত্য শাপেন মন্ত্রং তৃপ্তিতো যযৌ
অন্তরং যাচমাং বিদ্বান্ চাস্তানমবর্ণয়ং । ২৯
দেবাস্তমুচুরেবং চক্রুমন্ত্রং কামাং তৃণুত্তম
বয়ন্তনু মহাবাহো যদতো ন ন সর্বশঃ । ৩০

দেবা উচুঃ

অগ্নিত্যাগাদভিজ্ঞাপি রসজ্ঞানবহিষ্কৃতাঃ
নরস্তত্তাঃ বহুবিধা বৃথামুচ্চারয়িষ্যথ । ৩১
বিলবাসাঃ প্রভাহীনশ্চ নিস্তাহাহানচেতসঃ
প্রভাপুনপি সংস্তুত্য ভূমিঃ সন্ত্রাস্যিষ্যতি ৩২

ব্যাস্তা ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করত সকল মনোরথ হইয়া দেবতাগণ অগ্নিকে অগ্রেতন করিয়া তপ্ত স্থান হইতে চলিয়া যাইলেন । ১৯

তখন দেবতাগণের সহিত অগ্নিও তিন লোকের মধ্যে অগ্নির অগ্রেতন আসত হইলেন এবং তাঁহারা সকলে অগ্নিদেবকে দর্শন করিতে অভিলাষী ছিলেন । ২০

তৃণুত্তম ! উত্তম তপস্যাযুক্ত, শ্রেষ্ঠশী এবং লোকবিখ্যাত সকল সিদ্ধ দেবতারা সকলে লোকমধ্যে অগ্নিদেবকে অগ্রেতন করিতে লাগিলেন । ২১

অগ্নিদেব এই সময় নিজের মধ্যেই লীন হইয়া ছিলেন, সুতরাং দেবতারা তাঁহার নিকটে যাইতে পারিলেন না । তখন অগ্নিদেবকে দর্শন করিবার জন্য উৎসুক ও সন্তাপিত দেবগণকে অগ্নি ত্যেজে লক্ষ এবং ত্রাসচিত্ত হইয়া ধনাতল হইতে উত্থিত হইয়া আগিয়া এই অসঙ্গতী মন্ত্র (ব্যাস্ত) বলিল । ২২-২৩

দেবতাগণ ! অগ্নি ধনাতলে বাস করিতেছেন । প্রভো ! আমি পরিশ্রমিত সন্তাপে বড়প্রায় হইয়া এখানে আসিয়াছি । ২৪

দেবগণ ! ভগবান্ অগ্নিদেব নিজের ত্যেজের সহিত জলকে সংযুক্ত করিয়া জলমধ্যেই শয়ন করিয়া আছেন । আমরা সন্তাপ তাঁহার ত্যেজে সন্তপ্ত হইতেছি । ২৫

দেবতাগণ ! যদি তাঁহার দর্শন লাভ করা আপনাদের অভীষ্ট হয় এবং যদি তাঁহার সহিত আলাপের কোনও কার্য্য থাকে, তবে সেখানে যাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ বিধিমত করুন ।২৬

দেবগণ ! আপনারা যান । আমরাও অগ্নির তবে অগ্রসর চলিয়া যাইব এই কথা বলিয়া সেই ত্যেজ শীঘ্র জলে প্রবেশ করিল । ২৭

অগ্নিদেব তখন জানিতে পারিলেন যে, ত্যেজ তাঁহার সূচনা দিয়াছে, সেইজন্য তিনি ত্যেজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে এই অভিশাপ দিলেন—তোমাদের রসের অনুভব হইবে না । ২৮

ত্যেজ শাপলাভ করিয়া তিনি অন্য স্থানে বাস করিবার জন্য চলিয়া যাইলেন । সর্বব্যাপী অগ্নিদেব তখন নিজেকে দর্শনযোগ্য করিলেন না । ২৯

তৃণুত্তম ! ধনাবাহো ! সেই সময় দেবতাগণ ত্যেজের প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৩০

দেবগণ বলিলেন, -অগ্নিদেবের অভিশাপে তোমাদের জিহ্বা হইবে না, সুতরাং তোমরা রসসকলের জ্ঞানশূন্য হইবে, তথাপি আমাদের কৃপায় তোমরা নানা প্রকারের বাণী উচ্চারণ করিতে পারিবে । ৩১

বিদে (গন্ধে বাস করিবার সময় তোমরা আহার না পাওয়ায় অত্যন্ত দুর্বল ও নিস্তাণ হইয়া উপবাসী যাইবে, তথাপি ভূমি তোমাদের ধারণ করিয়া রাখিবে- ধনার জন্য পাইয়া তোমরা

তমোঘনাবৃতাপি বৈ নিশাতা বিচরিষ্যথ
ইত্যুক্ত্বা তাংস্ততো দেবাঃ পুনরেব মহীমিমাম্ ॥৩৩
পত্নীমুজ্জীবনার্থং ন চাবিন্দন্ত তাশনম্
অথ তান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ সুরেন্দ্রদ্বিষমেপরঃ ॥ ৩৪
অথর্বাঙ্গিরসিতোবমার দেবান্ ভৃগূদ্বহ
শশাপ জলনং সর্বান্ দ্বিজান্ ক্রোধবশীকৃতঃ ॥ ৩৫
প্রতীপা ভবতাং জিহ্বা ভবিত্রীতি কৃশূদ্বহ।
ইত্যুক্ত্বা নিঃসৃতোঽথাগ্নির্গার্হপত্যপুরঃসৃতঃ
প্রবিবেশ শমীগর্ভমথ বাক্ষঃ সুদুঃসহা ॥ ৩৬
অনুগ্রহং তু নাগানাং যং চক্রুঃ শৃণু তং প্রভো
দেবা ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ প্রীতা সন্তাপতাড়িতাঃ ॥ ৩৭

দেবা ঊচুঃ

প্রতীপা জিহ্বয়াগ্নে সর্বাস্তাঃ ভরিষ্যথ
যাবৎ চোচ্চারয়িষ্যন্তমুচ্চৈরব্যক্তিতাক্ষরান ॥ ৩৮

ইত্যুক্ত্বা পুনরেবাগ্নিমুদ্দীপ্তশিখবৈভবম্
অথর্বাঙ্গিঃসুতশ্চাগ্নিঃ শমীগর্ভমুপাবিশৎ ॥ ৩৯
ততেন ব্যাপিতো বিপ্র তাঃ দেবাঃ সমুপাদ্রবন্।
শশাপ তমসন্নিদ্ধ বাগ্মিহোত্রো ভবিষ্যসি ॥ ৪০
জিহ্বাবাবর্তয়ামাস তস্তাগ্নিং হুতভুক্ তথা।
দৃষ্ট্বা তু জ্বলনং দেবাঃ ততমুচুর্ব্যথান্বিতাঃ ॥ ৪১
ভবিতা ন হুতস্তাত্মা তুকতে নষ্টবাগিতি
আবৃত্তজিহ্বস্য ততো বাক্যং তাস্তা ভবিষ্যতি ॥ ৪২
বালস্যেব প্রবৃত্তস্য কলমব্যক্তমুদ্ভবম্
ইত্যুক্ত্বা তং শমীগর্ভে বহ্নিমালক্ষ্য দেবতাঃ ॥ ৪৩
ততেবাস্তবন চক্রুঃ পুণ্যাং সর্বক্রিয়াপি।
ততঃ প্রভৃতি চাপ্যগ্নিঃ শমীগর্ভেষু দৃশ্যতে ॥ ৪৪
উৎপাদনে তথোপাস্তবত্তিগুণ্ড মানবাঃ।
আপো রসাতলে যাস্তু সংস্পৃষ্টাশ্চিত্তভানুনা ॥ ৪৫

পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিবে। যদি অন্ধকারপূর্ণ রাত্রিতেও তোমরা বিচরণ করিতে পারিবে। ৩১।

ভৃগুবংশীয় এই কথা বলিলে পর দেবতারা পুনরায় অগ্নির অন্বেষণ করিতে করিতে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা অগ্নিদেবকে কোথাও পাইলেন না। ৩৩।

ভৃগুবংশী। তদনন্তর দেবতারা ইন্দ্রের প্রীতার্থের ন্যায় বিশাল মেঘ এক মহারাত্রে দেবগণকে বলিল—অন্ধকার যখন অগ্নি আছেন। ৩৪।

ভৃগুবংশধর। ইহা শুনিয়া অঙ্গিরার ক্রোধে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন এবং তিনি সমস্ত দেবগণকে শাপ দান করিতে করিতে বলিলেন—তোমাদের জিহ্বা উল্টাইয়া যাইবে। ৩৫।

এই কথা বলিয়া হতাশ দ্বারা সৃষ্টিত অগ্নিদেব অথর্ব হইতে বাহির হইয়া নদীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেখানে নিদ্রা যাইতে মনস্থ করিলেন। ৩৬।

প্রভো। ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ। তখন সন্তাপতাড়িতা দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া নাগগণের উপর যেভাবে নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ৩৭।

দেবগণ বলিলেন,—তোমাদের জিহ্বা উল্টাইয়া যাইবেও সেই জিহ্বার দ্বারা সর্বপ্রকার আহার গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উচ্চৈঃস্বরে যাহা উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহার দ্বারা কোনও অক্ষরের অভিব্যক্তি হইবে না। ৩৮

এই কথা বলিয়া দেবতাগণ পুনরায় অগ্নির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর অগ্নিদেব অথর্ব হইতে বাহির হইয়া শমীর মধ্যে যাইয়া উপবেশন করিলেন। ৩৯

দ্বিজবর। তদনন্তর শুক্রনন্দী অগ্নির কথা নিবেদন করিলে তখন দেবগণ নদী-তটের দিকে ধাবিত হইলেন। ইহা দেখিয়া অগ্নিদেব ভৃগুবংশীকে অভিশাপ দিলেন—তুমি বাক্যহীন হইয়া যাইবে। ৪০

অগ্নিদেব উচ্চারণ জিহ্বা উল্টাইয়া দিলেন এই সময় অগ্নিকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া দেবতারা সরল হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—তুমি হুতভোজনিতে থাকিয়া অত্যন্ত বাগ্বিহীন হইবে না—তিনি কিছু বলিতে পারিবে 'তাহা উল্টাইয়া যাইলেও তোমার বাগ্ শক্তিসম্পন্ন মধুর ও কমনীয় হইবে। ৪০, ৪১

যেরূপ অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট বালকের অস্পষ্ট ও অস্ফুট বাক্য অভিনব মধুর লাগে, সেইরূপ তোমার বাক্যও সকলে প্রিয় লাগিবে এই কথা বলিয়া নদীর গর্ভে অগ্নিদেবকে দর্শ করত দেবগণ সকল কর্মের পক্ষেই নদীকেই অগ্নির পত্নিস্থান বলিয়া নির্দিষ্ট করিলেন। তদবধি অগ্নিদেব নদীর মধ্যে দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিলেন। ৪২-৪৪

ভার্গব। মহাত্মগণ অগ্নিকে প্রকাশিত করিবার জন্য নদী মন্থনকেই উপায়রূপে জানিতে পারিলেন অগ্নিদেব রসাতলে যে জলকে স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং সেখানে অবস্থানকারী অগ্নি

তাঃ পর্বতপ্রস্রবৈরেত্যথা মৃত্তাঃ ভার্গব।
পাবকোঽধিগতস্তত্র সত্তপ্তাস্তসা তেজসা। ৪৬
অথাগ্নির্দেবতা দৃষ্টা বভূব ব্যথিতস্তদা।
হিমাগমনমিত্তোঽয় তাপযুক্তশ্চ পাবকঃ। ৪৭
ত্বমুচুর্ষিষুবাঃ সর্বে তে চৈব পরমর্ষয়ঃ
ত্বাং নিবোঢ়্যাম্যহং ভার্যে তব ভবান কর্তুমর্হতি। ৪৮
কৃতে চ তস্মিন ভবিতা ভবাপি সুমহান গুণঃ। ৪৯

অগ্নিরুবাচ।

ব্রূত যদ্ ভবতাং ভার্যা কর্তব্যশ্চি তবতঃ সুতাঃ।
তবতাং তু নিবোঢ়্যোঽহমি সা বোঢ়ব্যাস্তু বিচারণা। ৫১
ইত্যুক্ত দেবগণাস্তাত প্রজাপতিগণাস্তথা
ঋষীণ্ডাপি মহাভাগ পত্নিব্রাত্যং পাবক। ৫১
অপত্যং তেজসা যুক্তং প্রবীরং জনয় প্রভো।
যদ্ তদ্ধ নোঽনুমতং তস্মাদ্যাশ্রেত্তদ্ব্যবাহন। ৫৩

শল্যানাং নো মহাদেবা নাস্তস্তি পরায়ণম্
অস্ত্র ভবতো বীর্যাং তস্মাৎ ত্রাহ্য নঃ প্রভো। ৫৪
ইত্যুক্তঃ স তথেত্যুক্ত্বা ভগবান্ হব্যবাহনঃ
জগাম তুরাধর্ষো গঙ্গা ভাগীরথী প্রতি। ৫৫
তত্র চাপাস্তবর্ষিণ্যো গর্ভং চাক্ষ্যধবে তদা
বনে স তত্র গর্ভঃ ক্ষেত্রে কৃত্তগর্ভিণ্যা। ৫৬
তেজসা তস্য সেবস্ত গঙ্গা বিহ্বলচেতনা
সন্ত্রাসমগমৎ তীব্রং সোঢ়ুং সা ন শশাক হ। ৫৭
আহিতে জলনেনাথ গর্ভে তেজঃসমন্বিতে।
গঙ্গায়ামসুরঃ ক্ষিপ্তং তৈজসং নাম মানদ। ৫৮
অবুদ্ধিপূর্বতিজেনাথ নাদেন বিপুলেন সা।
বিত্রস্তেবাভবদ্ গঙ্গা বিস্তরোলোচনা। ৫৯
বিনদন্তা নাশকদ্ গর্ভং বোঢ়ুমাত্মসমেব চ।
সা তু তেজঃপরীতাঙ্গী কম্পয়ন্তীব ভাস্করীং। ৬০

দেবের তেজে যে তল সন্তপ্ত হইয়া গিয়াছিল সেই তল পর্বতের তরণাতলে নিম্নের উপরে নিঃসারণ করিয়া থাকে। ৪৫-৪৬

সেই সময় দেবতাগণকে দেখিয়া অগ্নি ব্যথিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্ উদ্দেশে আপনারা শুভাগমন হইয়াছে। ৪৭

তখন সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ উত্তরে বলিলেন—আমরা তোমাকে এক কার্যে নিযুক্ত করিব। সেই কার্য তোমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। সেই কার্য সম্পূর্ণ করিলে পর তোমার অভিলাষ লাভ হইবে। ৪৮-৪৯

অগ্নি বলিলেন,—দেবগণ! আপনাদের যে কার্য, তাহা অবশ্যই আমি পূর্ণ করিব, অতএব আমাকে তাহা বলুন। আমি আপনাদের আজ্ঞাধীনস্থ, এ বিষয়ে আপনাদের অন্য কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। ৫০

দেবগণ বলিলেন,—অগ্নিদেব! তাতকর্মার্থে এক অদ্ভুত ভার গ্রহণ করিয়াছে, সে প্রভাব বলবানে উদ্যত হইয়া নিজের পরাক্রমে আমাদের সমস্তকে ভর্ৎসনা করিতেছে। অতএব তুমি তাহার বলের কোন উপায় স্থির কর। ৫১

বৎস! প্রভাতার পাবক! তুমি এই দেবতা, প্রজাপতি এবং ঋষিগণকের হিতা কর। ৫২

প্রভো! হব্যবহনকারী অগ্নিদেব! তুমি এক এরূপ তেজস্বী ও মহাবীর্য পুত্র উৎপন্ন কর, যে সেই অদ্ভুত হইতে প্রাণ আমাদের ভয় করিতে সমর্থ হইবে। ৫৩

প্রভো! মহাদেবী পার্বতী আমাদের সমস্তকে সন্তানহীন হইবার অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন অতএব তোমার বল-বীর্য বাতীত আমাদের আর কোনও আশ্রয় নাই সেইজন্য তুমি আমাদের রক্ষা কর। ৫৪

দেবতাগণ এই কথা বলিলে পর 'তথাস্তু' এই কথা বলিয়া হুতাশ ভগবান্ হব্যবাহন অগ্নি ভাগীরথী গঙ্গার তীরে গমন করিলেন। ৫৫

তিনি সেখানে গঙ্গার সহিত মিলিত হইলেন। গঙ্গাদেবী সেই সময় ভগবান্ পাবকের সেই তেজকে গর্ভরূপে ধারণ করিলেন। বেরূপ শুক্ল তৃণ বা কাষ্ঠ রাশির উপর স্থাপিত অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সেই তেজস্বী গর্ভও গঙ্গার মধ্যে বর্ধিত হইতে লাগিল। ৫৬

অগ্নিদেব কর্তৃক প্রদত্ত সেই তেজে গঙ্গার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ৫৭

অগ্নি কর্তৃক গঙ্গায় স্থাপিত সেই তেজস্বী গর্ভ যখন বর্ধিত হইতে লাগিল, সেই সময় কোন এক অদ্ভুত আসিয়া সহসা ভয়ানক গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। ৫৮

সেই আকস্মিক প্রচণ্ড নিনাদে ভীতা হইয়া গঙ্গাদেবী নয়নদ্বয় বুদ্ধিতে লাগিল এবং তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু নির্গত হইতে থাকিল। ৫৯

তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। অতএব সেই গর্ভকে এবং

উবাচ অনলঃ বিপ্র তদা গর্ভবলে হৃতা
তে ন শক্তাস্মি ভগবংস্তেজসোঽস্য বিধারণে ॥ ৬১
বিমুঞ্চামি কৃতানেন ন মে স্বাস্থ্যং যথা পুরা
বিহ্বলা চাস্মি ভগবংস্তেজো নষ্টক দেহজম্ ॥ ৬২
ধারণে নাস্ত শক্তাহং গর্ভস্য তপতাং বর।
উৎপ্রক্ষোঽয়মিতি ভ্রাত্রা হৃ কামাৎ কৃতঞ্চন ॥ ৬৩
ন তেজসোঽস্তি সাম্যার্থো মম দেব বিভাবসো।
আপদর্থে হি সম্ভৃতঃ সুদুষ্প্রোঽপি মহাত্মতে ॥৬৪
যদ্যয়ং গুণসম্পন্নমিত্যেতদ্ বা হুতাশন।
অবোধ তদহং মন্যে ধর্মাধর্মৌ চ কেবলৌ ॥ ৬৫
তমুবাচ ততো বহ্নির্বাঢ়মাহ মহাদ্যুতিঃ।
গর্ভো মন্তেজসা যুক্তো মহাগুণফলোদয়ঃ ॥ ৬৭

শক্তা হ্যসি নহী ধর্তুং তেজসা বোঢ়ুং বরবর্ণিনি তথা
ন হি বৈ ক্ষিতিপ্রাপ্যমস্ততো ধারয়াদ্যভূতে ॥ ৬৭
সা বহ্নিনা সমাদিষ্টা দেবৈরপি সহিতৈঃ
সমুৎসসর্জ তং গর্ভং মেরৌ গিরিবরে তদা ॥ ৬৮
সমর্থা ধারণে চাপি ক্রতুশ্রেষ্ঠঃপ্রবর্ধিতা
নাশকৎ তং তদা গর্ভং সাধারয়িতুমোজসা ॥ ৬৯
সা সমুৎসৃজ্য তং গর্ভং দীপ্যমানং স্বতেজসা
সর্বাভাসং ব্যরোচিষ্ট যথা গঙ্গাম্ভসি দ্যুতিঃ ॥ ৭০
পপ্রচ্ছ চকিতঃ কশ্চিদ্ গর্ভঃ সুখোদয়ঃ
কীদৃগ্‌বর্ণোঽপি বা দেবি কীদৃগ্‌রূপশ্চ দৃশ্যতে ॥ ৭১

গঙ্গোবাচ

জাম্বূনদাভঃ স গর্ভঃ বৈ তেজসা দ্যুতিমানয়ম্
সুবর্ণো বিমলঃ বাগ্মী পশ্যত্ত্বাত্মানমাত্মনা ॥ ৭২

এবং নিজেকে নিজে ধারণ করিতে হাবিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ তেজে ম্লান হইয়া যাইল বিপ্রবর! সেই সময় ভাগীরথীদেবী সেই গর্ভের শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—ভগবন্! আমি আপনার এই তেজকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছি না। ৬০-৬১

হিমালয় কহিলেন। ইহার দ্বারা আমি যেন মূর্ছিতা হইয়া পড়িতেছি। আমার কান্তি এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই ভগবন্! আমি অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি আমার চেতনা যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ৬২

তাপসানকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাবক! এখন আমার মধ্যে আর এই গর্ভকে ধারণ করিয়া রাখিবার শক্তি নাই। আমি অনল হইলেও ইহাকে ত্যাগ করিব, স্বেচ্ছাবশতঃ কোন প্রকারেই নহে। ৬৩

দেব! বিভাবসো! মহাদ্যুতে! এই তেজের সহিত আমার স্বৈরভাব সম্পর্ক নাই। এই সময় যে অত্যন্ত দুঃখ সমস্ত উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও দেবতাগণের উপর পতিত বিপদকে দূর করিবার উদ্দেশে। ৬৪

হুতাশন! এই তাবৎ যদি তোমার জন্য দেবগণের পরিত্রাণ দেবা যেন অথবা কেবল ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম হইবে, সেই সবেরই উত্তর দায়িত্ব আপনারই উপর বর্ত্তাইবে, ইহাই আমি মনে করি। ৬৫

তখন অগ্নি মহাদেবীকে বলিলেন—দেবি! এই গর্ভ আমার তেজে যুক্ত, ইহার দ্বারা মহৎ গুণযুক্ত ফলের উদয় হইবে তুমি ইহাকে ধারণ কর, ধারণ কর। ৬৬

দেবি! তুমি সম্পূর্ণ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিতে সক্ষম সুতরাং এই গর্ভকে ধারণ করিয়া রাখা তোমার পক্ষে কিছু অসাধ্য নহে। ৬৭

হেতুবাদ ও অগ্নি নিজের কথিত গর্ভ মহাদেবীর মধ্যে প্রেরণ করা দেবী সেই গর্ভকে বিনিয়োগ করেন এক শিখরে পরি ত্যাগ করিয়া দিলেন। ৬৮

যদিও মহাদেবী সেই গর্ভকে ধারণ করিতে সমর্থ ছিলেন তথাপি তাহার তেজে পরাকৃত হইয়া মহাসুরক তাহাকে ধা করিয়া রাখিতে পারিলেন না। ৬৯

তৎপ্রেরিত মহাদেবী অগ্নিসহ দুঃখের সহিত অগ্নিযু তেজস্বী সেই গর্ভকে পরিত্যাগ করিলেন তাহাতে অগ্নি তাহাকে গর্ভ করিলেন এবং মহীমণ্ডলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সেই মহ দেবীকে বিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী! তোমার গর্ভ সুখের পরি উৎপন্ন হইয়াছে তা তাহার কান্তি কিরূপ এবং তাহার রূ যা দেখিতে কিরূপ? সে কিরূপ তেজোযুক্ত? এই সম দূরীভূত আমাকে বল। ৭০-৭১

গঙ্গা বলিলেন,—দেব! সেই গর্ভ কিরূপ? দেখিতে ে বর্ণ। অনন্ত সে তেজে অধিকন আপনারই সমান। সুবর্ণ মে বীর্য নিশ্চল কান্তিতে দেদীপ্যমান হয়, সেইরূপ সে নিজ কান্তি দেদীপ্যমান হইয়া সম্পূর্ণ গর্ভস্থতে উদ্ভাসিত করিতেছে। ৭২

পদ্মোৎপলবিচিত্রাণাং দুরুদ্ধানি শীতলঃ
গন্ধোহস্যা স মনস্বিন্যা ছুলো বৈ তপত্যা বর ॥ ৭৩
তেজসা তস্য গর্ভস্য জাজ্বল্যস্য রশ্মিভিঃ
যদ্ যত্রায় পরিত্যক্তং পৃথিব্যাং পর্বতেষু চ ॥ ৭৪
তৎ সর্বং কাঞ্চনীভূতং সমন্তাৎ প্রত্যদৃশ্যত ।
পর্বতাবাস বৈশালে নদীঃ সপ্তরশ্মি চ ॥ ৭৫
ব্যাপাসংস্তেজসা চ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্
এবাস্তরে স তপবান্ পুত্রস্তে ভবাবর্ধন
সূর্যো-বৈবস্বতঃ শ্রীমান্ ভাস্করো লোক ঈশ্বরঃ ॥ ৭৬
এবমুক্ত্বা তু সা দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
পাবকশ্চাপি তেজস্বী কৃত্বা কার্যং দিবৌকসাম্ ॥ ৭৭
তস্যামেষ্টা তদা দেব্যা তত্র তাপবনান্তরে ।
এতৈঃ কর্মগুণৈর্দেবৈঃ নামাগ্রৈঃ পরিকীর্তিতে ॥ ৭৮
হিরণ্যরেতা ইতি বৈ অগ্নিস্তিষ্ঠত্যুবৈস্তথা
পৃথিবী চ তদা দেবী খ্যাতা বসুমতীতি বৈ ॥ ৭৯
স তু গর্ভো মহাতেজা গাঙ্গেয়ঃ পাবকোদ্ভবঃ ।

দিবা পরবশং প্রাপ্তা বসুর্বেষ্টমুদ্ভবমনি: । ৮০
বসুভঃ কৃত্তিকাভ্যস্তু বালার্কসদৃশপ্রভাম্
পুত্রং বৈ ভাস্কর তা বালা পুলবুঃ শুভ্রবিগ্রহৈঃ । ৮১
ততঃ স কার্তিকেয়স্ত্বং বাপ পরমদ্যুতিঃ
তস্মাত্ত্বং তপসা তা হি তুষারাদ্রিং গুহাহভবম্ ॥ ৮২
এবং পুরন্দরুৎপন্নস্তপস্যা ভাস্করোপমঃ
তত্র জাতুনদা খ্যাতঃ দেবানামপি ভূষণম্ । ৮৩
ততঃ প্রভৃতি চাপ্যেতজ্জাতরূপমনুত্তমম্
রত্নানাং ভূষণং রত্নং ভূষণানাং তথৈব চ । ৮৪
পবিত্রঞ্চ পবিত্রাণাং মঙ্গলানাং মঙ্গলম্
যৎ পূর্বং স ভগবান্নিত্যঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৮৫
পবিত্রাণাং পবিত্রং হি কনকং দ্বিজসত্তমাঃ ।
অগ্নীষোমাত্মকো চৈষ ভাস্তত্ত্বমনুত্তমম্ । ৮৬

ঋষিরুবাচ ।

অপি চেমং পুরা রাম ধ্রুতা যে ব্রহ্মবাদিনম্
পিতামহস্য বয় বৃত্তং ব্রূহি পরমাধন: । ৮৭

এবং তাহাকে তখন অত্যন্ত দেখাইতেছিল । ৭৩

প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় অতি দীপ্তিবিশিষ্ট সেই তেজস্বী বালকের কৃত্তিকাগণ দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে নিজেদের পুত্র বলিয়া মনে করত অনন্তর দুগ্ধ পান করাইয়া তাহার পালন-পোষণ করিতে লাগিলেন । ৮০

সেইজন্য এই পরম তেজস্বী কুমার 'কার্ত্তিকেয়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন 'শিবের ঔরসে' জন্মিয়া 'উমা' হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহার নাম 'স্কন্দ' হইল এবং পর্ব্বতের ওপর নিবাস করায় 'গুহ' নামও তাঁহার হইল । ৮

এই ভাবে অগ্নি হইতে পুত্ররূপে সূর্য্যের উৎপত্তি হইয়াছিল । তাহার মধ্যে জাম্বুনদনামক সূর্য্য শ্রেষ্ঠ, তিনি দেবগণেরও ভূষণ । ৮৩

তখনই সুবর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে । ইহা রত্নসমূহের মধ্যে উত্তম রত্ন এবং আভরণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আভরণ । ৮৪

ইহা পবিত্র বস্তুসমূহের মধ্যে অতি পবিত্র এবং মঙ্গলসমূহেরও মঙ্গলময় যাহা সূর্য্য, তাহাই ভগবান্ অগ্নি, ঈশ্বর ও প্রজাপতি । ৮৫

দ্বিজসত্তমগণ ! সুবর্ণ সমস্ত পবিত্রবস্তুসমূহের মধ্যে অতিশয় পবিত্র । ইহাতেই অগ্নি ও সোমতত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করা হয় । ৮৬

ঋষিগণ বলিলেন,—পরমজ্ঞান ! পরমাত্মা পিতামহ ব্রহ্মার

তাপসানাং গৃহীতানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মবান্ । এখন ও উৎপন্নে সমুদ্রে সন্নিবেশের জন্য তাহার অঙ্গ দীপ্তিমান এবং তাহার পুণ্যসমূহের জন্য তাহাদের দেহ হইতে সুগন্ধ বাহির হইতেছে । ৭০

সূর্য্যের তিরস্কারজনিত সন্তাপ দেহ অর্থাৎ তাহা দেখিবামাত্র ভূমি ও পর্ব্বতের উপরে স্থিত যে কোন দ্রব্যের স্বর্ণ হইয়াছিল, সেই সমস্ত চারিদিক্ দিয়া সুবর্ণময় বলিয়া দৃশ্য হইতে লাগিল । ৭৪।

সেই বজ্রের নিজ তেজঃ চরাচরাদিসহিতে প্রকাশিত করিতে পর্ব্বত, নদী ও বহুসংখ্যক হ্রদ দৃশ্যমান হইতে লাগিল । ৭৫।

বরাহবান্ ! আপনার ঐশ্বর্য্যশালী পুত্র এতাদৃশ তেজঃসম্পন্ন হইয়া সূর্য্য ও আপনার নূতন তেজস্বী এবং দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় শোভিবান্ । ৭৬

অনন্তর তিনি এই কথা বলিয়া দেবী তথা সেস্থানে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন এবং তেজস্বী অগ্নিদেব দেবগণের কার্য্য সিদ্ধ করিয়া সেই স্থান হইতেই দেখা দান করিলেন । ৭৭।

এই সময় তথা ও তপনসূত্রের তত্ত্ব দেবতা ও অগ্নিরূপ তপনের অধিষ্ঠিতরূপে হিরণ্যরেতা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । সেই সময় অগ্নিতনয়ি হিরণ্য (বসু) রূপে তথায় পৃথিবী দেবী 'বসুমতী' নামে বিখ্যাত হইলেন । ৮-৭৯

অগ্নির অংশে তাঁহার তপনদেবীর এই মহাতেজস্বী গর্ভ সহস্রাক্ষময়ে ক্রিয়া মনে উদ্ভিত্ত হইয়া অগ্নিজ হইতে আগিল

দেবসত্রে তথাত্মানং যাজয়িষ্যে ভবন্তমম্
ঐশ্বর্য্যে যাজনে রাম রুদ্রসাবর্ণয়া বৈ প্রভো ৮৮
আগচ্ছন্তু মুনয়ঃ সর্বে দেবাশ্চাগ্নিপুরোগমাঃ
যজ্ঞভাগাংশ্চ সর্বাংশ্চ যথাকালং মূর্তিমান্ । ৮৯
মূর্তিমন্তি চ সামানি বজূংষি চ সহস্রশঃ
অথর্বাঙ্গিরসৈশ্চৈব তত্র পঞ্চমবিভূষিতঃ । ৯০
লক্ষণানি স্বরাঃ স্তোত্রা নিরুক্তং পুরুষস্তথা
ওঙ্কারশ্চাথসংহেতে নিগ্রহ-প্রগ্রহৌ তথা ৯১
যেবাংশ্চ সোপনিষদো বিদ্যা সাবিত্র্যাপি চ
তুষ্টা ভব্যা ভবিষ্যন্তু সর্বান্ ভবতি ভবান্ শিবঃ । ৯২
সন্ধ্যাবাহনমাংস্থানং বয়মেব তথা প্রভো
যজ্ঞং শ্রোতুমাগতা মহত্রহ্মণি শিলাতলে । ৯৩
ভৌমঃ পৃথিবী বক্ষ তথা চৈত্যৈশ্চ রুদ্রতিঃ
সর্বমিত্যেবমুক্তঃ শ্রীমানেব চাপি বিভাবসুঃ । ৯৪
এবং ব্রহ্মা শিবঃ চক্রে সকলোদ্ভূতিঃ প্রজাপতিঃ

যে ব্রহ্মবর্চসবান্ হওয়া, আমি পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলাম, তাই তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৮৭

প্রজাপতি তাত পরমেষ্ঠীর। এদিন সকলের ঈশ্বর ন্যায়ের ভগবান্ রুদ্র বরুণের স্থলে থাকায় তাহার বরুণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময় তাঁহার যজ্ঞে অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবতাগণ ও ঋষিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন সম্পূর্ণ যজ্ঞাঙ্গ সমূহ, মূর্তিমান্ বষট্‌কার, সাকার সাম, সমস্ত বজুর্বেদ এবং পঞ্চম বেদ অথর্ববেদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন । ৮৮-৯০

বেদের লক্ষণসমূহ, উদাত্তাদি স্বরসকল, স্তোত্রসমূহ, নিরুক্ত, পুরুষসূক্তি, ওঙ্কার এবং যজ্ঞের নেত্রস্বরূপ প্রগ্রহ ও নিগ্রহও সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন । ৯১

বেদ, উপনিষদ, বিদ্যা ও সাবিত্রীমন্ত্রও সেখানে আসিয়াছিলেন । ভগবান্ শিব তুষ্ট, ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালকে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন । ৯২

প্রভো! পিতামহাদী ব্রহ্মাদের অবেক্ষ ঋষিশ্রেষ্ঠ সেই যজ্ঞের শোভাবর্দন করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ংই নিজের আত্মা নিজেকে আহুতি প্রদান করিলেন । ৯৩

এই ভগবান্ শিব স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী, সমস্ত পুণ্য প্রদেশ, ব্রাহ্মণ, সম্পূর্ণ বিদ্যার অধীশ্বর এবং ভৈরবী শক্তিধর । ৯৪

এই ভগবান্ সকলপ্রভূতি ব্রহ্মাদের ব্রহ্মা, শিব, রুদ্র, বরুণ,

অগ্নি, প্রজাপতি এবং ঋষিগণের মধ্যে প্রভৃতি নামসমূহের দ্বারা কীর্তিত হন । ৯৫

কৃতকৃত্যকল্প এই ভাবে ভগবান্ পশুপতির সেই যজ্ঞ চলিতে থাকিল ব্রাহ্মণে সন্নিহিত ঈশ্বরের রুদ্র তপ, রুদ্র প্রভৃতি ব্রহ্মবর্চসী লোক দেবী, ঋক্সামসংহিতার সহিত ঋক্ সমূহ, দেবসত্রীগণ, যবক্রীত ও এবং ভবাদিসত্ত্ব একসঙ্গে আসিয়াছিলেন ৯৬-৯৭

মহাত্মা বরুণকর্তৃ পশুপতির যজ্ঞে আসিয়া সেই লোকসমাগম অত্যন্ত প্রশস্ত হইয়াছিলেন । সেই সময় তাঁহাদের সমবেত বহু ব্রহ্মার দীপ্তি অগ্নির তুল্য তুতলে দণ্ডিত হইল । ৯৮

তখন ব্রহ্মার দীপ্তি সমস্ত ধূমসমূহ দূর হইবার জন্য সূর্য হইতে তুলিয়া পূর্ব সন্ধিতে নিক্ষেপ করিলেন । ৯৯

তদনন্তর প্রজাপতি অগ্নিমুক্ত সেই যজ্ঞ চলিতে থাকিলে সেখানে ব্রহ্মার দীপ্তি পুনরায় অগ্নির হইল ।...

তুতকল্পে। অগ্নির হওয়া মাত্রই সেই দীপ্তিকে ক্রুদ্ধ দ্বারা গ্রহণ করত তিনি যখন যজ্ঞনাশ করিতে উদ্যত করিলেন ব্যাপ্ত অগ্নিতে হোম করিলেন । ১০১

শক্তিশালী ব্রহ্মা সেই ত্রিগুণাত্মক দীপ্তি হইতে চারিপ্রকার প্রাণিবর্গের ভগবান করিলেন সেই দীপ্তির যে অংশ রজো গুণ ছিল, তাহার দ্বারা জগতে ভৈরব প্রভৃতি প্রধান (রজোগুণ প্রধান) ভূত প্রাণিবর্গের উৎপত্তি হইল ।...

তমসস্তামসা ভাবা ব্যাপি সত্ত্ব' তথোত্তমম্
স তুপত্তেজসো নিত্যস্তস্য চাস্যাগমেষ ১ ৷ ১০৩
সর্বকুতেষু চ তথা সত্ত্ব' তেজস্তথোত্তমম্
তস্মে ব্রহ্মেহয়ো তস্মিন্তু প্রাদুরাসংস্ত্রয়ঃ প্রভো ৷১০৪
পুরুষা বসুধা যুক্তাঃ স্বৈঃ স্বৈঃ প্রসবজৈগুণৈঃ ।
তৃপ্তিভোব তৃপ্তঃ পুর্যমজাদেভ্যোঽজিরাভবৎ ৷১০৫
অজাদসংজ্ঞয়াচ্চৈব কাবিরভূপরেণ্ডবৎ ।
সহ জ্বালাভিরুৎপন্নো তৃপ্তস্তস্মাদ্ তৃপ্তঃ স্মৃতঃ । ১০৬
মরীচিভ্যো মরীচিত্ব মাত্রীচঃ কশ্যপোঽভবৎ
অজাবেভ্যোঽজিরাভ্যাস্ত বালখিল্যাঃ কৃশোচ্ছ্রয়াৎ ৷১০৭
অত্রেবর্গাত্রেভ্য চ বিন্দো জাতমত্রি' বরদ্যাপি
তথা তস্যবালোদ্ভেভ্যো ব্রহ্মর্ষিগণসম্মতাঃ . ১০৮
বৈখানসাঃ সমুৎপন্নাস্তপ-স্রুতপ্তেভ্যস্তবঃ ।

অক্রুতোঽসা সমুৎপন্নাবখিলৌ ক্রপসম্মতৌ ৷ ১০৯
শেষাঃ প্রজাবাঃ পত্তঃ স্রোতোভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে
অবয়ো রোমকূপেভ্যঃ খেবাজ্যেভ্যো বলাবয়ঃ ৷ ১১০
এতস্মাৎ কারণাদ্বাহুরয়িঃ সর্বাস্ত দেবতাঃ ।
অবয়ঃ ক্রুতসম্পন্ন বেদপ্রামাণ্যদর্শনাৎ ৷ ১১১
যানি দাহ্যানি নির্বাণাস্তে মাসাঃ পক্ষসাজ্ঞিতাঃ
অহোরাত্রা মুহূর্তাশ্চ পিত্তাঃ জ্যোতিস্ক দারুণম্ ৷ ১১২
রৌদ্রঃ লোহিতমিত্যাহুর্গৌহিতাৎ কনকং স্মৃতম্
তস্মৈরুদ্রমিতি বিদ্বাংস্তে মুহ্যন্তি কবয়ঃ স্মৃতাঃ ৷ ১১৩
অগ্নিস্তো যান্ত তে রুদ্রাস্তস্যাহ্যস্ত্রিতা মহাপ্রভাঃ ।
উদ্দিষ্টাস্তে তথাজ্ঞারা যে বিদ্বোমু দিবি স্থিতাঃ ৷ ১১৪
আদিত্যতা চ লোকস্য তেপনঃ ব্রহ্ম তবধ্রুবম্
সর্বকামদিবিত্যাহুস্তস্তস্যাস্যুবাচ হ ৷ ১১৫

তমোময় অংশ হইতে তামস পদার্থ স্থাবর-বৃক্ষাদি সঞ্জাত হইল এবং তাহা সাত্ত্বিক অংশ ছিল, তাহা চাক্ষুস ও তামস এই উভয়ের অন্তর্ভূত হইয়া যাইল। এই সত্ত্বগুণ অর্থাৎ প্রকাশ-বহুলা বুদ্ধির নিত্যস্বরূপ এবং আকাশাদি সম্পূর্ণ বিশ্বের এই বুদ্ধির কার্য হওয়ায় তাহারই বলন।

অতএব সমস্ত কৃতগণের মধ্যে যে সত্ত্বগুণ ও উত্তম তেজ, তাহা প্রজাপতির সেই বীর্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। প্রভো! ব্রহ্মার বীর্যকে যখন অগ্নিতে হোমা হয়, তখন তাহা হইতে তিন দেবতারা পুরুষ উদ্ভূত হইল যাহারা নিজ নিজ স্বাভাবিক গুণসমূহে সম্পন্ন ছিল। ৯৯-১০৪

তৃপ্ত, অর্থাৎ অগ্নির জ্বাল হইতে উৎপন্ন হওয়ায় এক পুরুষের নাম হইল 'তৃপ্ত'। অজাহোমসূত্র হইতে আবির্ভূত দ্বিতীয় পুরুষের নাম 'অজিরা' এবং অজাহোমসূত্রের অবশিষ্ট যে পদার্থ জ্বালা বা তৃপ্ত, তাহা হইতে 'রুচি' নামক তৃতীয় পুরুষের প্রাদুর্ভাব হইল। তৃপ্ত জ্বালাসমূহের সহিতই উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে 'তৃপ্ত' বলা হয়। ১০০-১০৬

সেই অগ্নির মরীচিসমূহ হইতে মরীচি উৎপন্ন হন, যাঁহার পুত্র মারীচ—কশ্যপ নামে বিখ্যাত। তাত! অজাহোমসূত্র হইতে অত্রির এবং কৃশরাশি হইতে বালখিল্য ঋষিগণ উৎপন্ন হন। ১০৭

বিন্দো! 'অত্রের'- এই কৃশসমূহ হইতেই অত্র এবং অত্রির উদ্ভূত হয়, যাঁহাকে 'আত্রি' বলা হইয়া থাকে। ভস্মরাশি হইতে ব্রহ্মর্ষিগণের দ্বারা সম্মানিত বৈখানসগণের উৎপত্তি হয়, যাঁহারা তপস্যা, বাহ্মজ্ঞান ও সত্ত্বগুণসমূহের আশ্রয়ভূমি ছিলেন অগ্নির অঙ্গ হইতে দুই অশ্বিনীকুমার আবির্ভূত হন, যাঁহারা নিজেদের রূপ সম্পদের দ্বারা সকলের সম্মানিত হইয়া থাকেন। ১০৮-১০৯

শেষ প্রজাপতিগণ তাঁহার শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সকল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। রোমকূপ হইতে অবিগণ, খল হইতে ছাগ এবং বীর্য হইতে মানের উৎপত্তি হইয়াছে। ১১০

এই কারণেই বাহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিগণ বেদের প্রামাণিকতার উপর দৃষ্টি রাখিয়া আপনাকে সত্ত্বসেবক বলিয়া থাকেন। ১১১

সেই রক্তে যে সব কাঠ ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং সেই সব হইতে যে রস নির্গত হইয়াছিল, তাহারাই মাস, পক্ষ, দিন, রাত্রি, এবং মুহূর্ত রূপ ধারণ করিল। অগ্নির যে পিত্ত ছিল, তাহারই উগ্র তেজরূপে উদ্ভূত হয়। ১১২

অগ্নির তেজকে লোহিত বলা হয়, সেই লোহিত হইতেই কনক উৎপন্ন হইয়াছে সেই কনককেই বৈজ্ঞ বলিয়া জানিবে এবং অগ্নির মুখ হইতে যজ্ঞগণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। ১১৩

অগ্নির যে সব শিখা ছিল, তাহারাই এত্যন্ত তপ্ত এবং অত্যন্ত তেজস্বী রাজন আদিত্যগণ তাহা হইতে উৎপন্ন হন। সেই রক্তে যে অঙ্গার অবয়ব ছিল, তাহারাই আকাশস্থিত নক্ষত্রমণ্ডলে জ্যোতিঃপুঞ্জরূপে স্থিত। ১১৪

এই শ্লোকের যিনি আদি ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মার বাক্য—অগ্নি পরব্রহ্মস্বরূপ। ইনিই অগ্নিবাসী পরব্রহ্ম পরমাত্মা এবং ইনিই সকলপ্রকার কামনা প্রদান করেন। ইহা সোমনীয় ব্রহ্ম জানী পুরুষগণ বলেন। ১১৫

ততোঽব্রবীন্মহাদেবো বরুণঃ পবনাত্মকঃ
মম সন্ত্রাময়ঃ দিব্যময়ঃ পৃথগপত্তিস্তু ৫ ১১৬
ত্রীণি পূর্বাণ্যপত্যানি মম তানি ন সংশয়ঃ।
ইতি জানীত যশসা মম যজ্ঞফলং হি তৎ। ১১৭

অগ্নিরুবাচ

মদ্জেভ্যঃ প্রসূতানি যশাব্রহ্মকৃতানি চ
মমৈব ভাজপত্যানি বরুণো তবশাত্মক। ১১৮

অথাব্রবীল্লোকগুরুর্ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ
মমৈব ভাজপত্যানি মম শুক্রং হুতং হি তৎ ৫১১৯
অহং কর্তা সত্রস্য হোতা শুক্রস্য চৈব হ
যস্য বীজং ফলং তস্য শুক্রং চেহ কারণম্ মতম্ ৫ ১২০

ততোঽব্রুবন্ মহর্ষয়ঃ পিতামহমুপেত্য বৈ
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্বে শিরোভিরবনম্য চ ৫ ১২১

যজ্ঞঃ ভগবন্ সর্বে ভগস্তে সচরাচরম্

ততৈব প্রসবাঃ সর্বে ৫স্মাদৃষিবিতাবসুঃ ৫ ১২২
বরুণশ্চেশ্বরো দেবো লভতাং কামমীপ্সিতম্।
নিমর্গাদ্ ব্রহ্মণশ্চাপি বরুণো বাধসাম্পতিঃ ৫ ১২৩
ভগ্রাত্র বৈ দৃষ্টা পূর্বমপত্যা সূর্যবর্চসঃ
ঈশ্বরোঽভিজিতঃ ত্যাত্রেয়পত্যার্থমকল্পয়ৎ ৫ ১২৪
পিতামহস্তু পত্যার্থ বৈ কবিঃ ভগ্রাত্র তদ্ভবিৎ
তদা স বারুণঃ খ্যাতো দৃষ্টঃ প্রসবকর্ষবিৎ ৫১২৫
আত্রেয়স্তু জিতঃ শ্রীমান্ কবির্যো মহাযশাঃ
ভার্গবাগ্নিরসৌ লোকে লোকসন্তানলক্ষণঃ ৫ ১২৬
এতে হি প্রসবাঃ সর্বে প্রজানাং পতয়স্তথা
সর্বা সন্তানসংতত্যাম্নিমিত্তাপবারয়ঃ ৫ ১২৭
ভৃগোস্তু পুত্রাঃ সপ্তাসন্ সর্বে তুল্যা ভৃগোস্তু বৈঃ।
চ্যবনো বজ্রশীর্ষশ্চ শুচিরৌর্বস্তথৈব চ ৫ ১২৮
শুক্রো ধন্যস্তথা বিষ্ণুঃ সবনশ্চেতি সপ্ত তে
ভার্গবা বারুণাঃ সর্বে যেষাং বংশে ভবাপ্নি ৫ ১২৯

ভগবন্ যজ্ঞ ও বায়ুরূপী মহাদেব বলিলেন—দেবগণ! ইহাঁরা আমার দিব্য যজ্ঞ। আমি এই যজ্ঞের পুরুষ স্বরূপ। ১১৬

আকাশচারী দেবগণ পূর্বে যে ত্রিবর্গ পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছে, সেই ভৃগু, অঙ্গিরা ও ঋষি আমার পুত্র, ইহাতে কোনও সংশয় নাই তোমরা ইহা জানিও যে, এই যজ্ঞের যে ফল, উহাতে আমারই অধিকার। ১১৭

অগ্নি বলিলেন,—এই তিন সন্তান আমার অঙ্গ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমারই আত্মাতে বিধাতা ঈশ্বরগিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব এই তিনজন আমারই পুত্র বরুণস্বরূপী মহাদেবের ঈশ্বরের সকলের উপর কোনও অধিকার নাই। ১১৮

তদনন্তর লোকপিতামহ লোকগুরু ব্রহ্মা বলিলেন,—ঈহারা সকলে আমারই সন্তান, কারণ, আমারই বীর্য আহুতি দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহা হইতেই ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ১১৯

আমি যজ্ঞের কর্তা এবং নিজের বীর্য আহুতি প্রদান করিয়াছি। যাহার বীজ, তাহারই বীজজাত ফল লাভ হয়। যদি ইহাদের উৎপত্তিতে বীর্যাকেই কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে নিশ্চয়ই ইহারা আমার পুত্র। ১২০

এইরূপে বিবাদ উপস্থিত হইলে সব সমস্ত দেবতারা ব্রহ্মার পার্শ্বে গমন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া যজ্ঞ অবনত ঋষিরা প্রণাম পূর্বক বলিলেন। ১২১

ভগবন্! আমরা সকলে এবং চরাচর সহ সম্পূর্ণ জগৎই আপনার সন্তান অতএব এখন এই প্রজাপালন অগ্নি ও বরুণস্বরূপী ঈশ্বর মহাদেবের নিজ নিজ মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ করুন। ১২২-২৩

তখন ব্রহ্মার আজ্ঞায় জলজন্তুগণের পতি বরুণস্বরূপী ভগবান্ দিব সকলের পূর্বকালে সূর্যতুল্য তেজস্বী ভৃগুকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি আত্রেয়কে অগ্নির সন্তানরূপে নির্দিষ্ট করিলেন। ১২৪-১২৫

তদনন্তর ভগবানী ব্রহ্মা কবিকে নিজের সন্তানরূপে গ্রহণ করিলেন সেই সময় সন্তানের কর্তব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ভৃগু বারুণ নামে বিখ্যাত হইলেন। তেজস্বী অঙ্গিরা আত্রেয় ও মহাতপস্বী কবি ব্রহ্ম নামে বিখ্যাত হইলেন। ভৃগু ও অঙ্গির —এই উভয়ে জগতের সৃষ্টির বিস্তারকারী বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিলেন। ১২৬-১২৯

এইভাবে এই তিন প্রজাপতি ও অবশিষ্ট লোক ইহা সন্তান। এই সম্পূর্ণ জগৎ ইহাদেরই সন্তান, ইহা তুমি জানিও। ১৩০

ভৃগুর সাত পুত্র ছিলেন, ইহাঁরা সকলেই ভৃগুর তুল্য গুণবান্। সেই সাত পুত্রের নাম চ্যবন—চ্যবন, বজ্রশীর্ষ, শুচি ঔর্ব, শুক্র, ধন্যেশ্ব ও সবন। ইহাঁরা সকলেই বরুণস্বরূপ এ

অষ্টৌ চাক্ষুষস্য পুত্রা বারুণ্যান্তেঽপ্যনাত্মজাঃ।
বৃহদ্গর্ভক্ষমঃ পরঃ শান্তিরেব চ। ১৩০
ছোতো বিভুশ্চ সপ্তমঃ সপ্তমঃ পুরুষঃ চাষ্টমঃ স্মৃতঃ
এতেঽষ্টৌ বভ্রিজাঃ সর্বে জ্ঞানবিজ্ঞানিবাসিনঃ। ১৩১
ব্রহ্মণস্তু বরেঃ পূজ্যা বারুণ্যান্তেঽপ্যনাত্মজাঃ
অষ্টৌ প্রসবভৈষজ্যা ওষধৈর ভবিষ্যতঃ স্মৃতাঃ। ১৩২
ঋষিঃ ঘাবাপৃথ্বী বৃহদ্ভূত বৃদ্ধিমানুরুনা তথা
বৃহদ্ভক্ত বিরজাশ্চৈব কাশী চোরুদ্ধ এবচ। ১৩৩
অষ্টৌ ঋষিসুতা হ্যেতে সর্বমেতদ্ভিসংবৃতম্
প্রজাপতয় এতে হি প্রজাভাস্যৈব সৃজ্যতাঃ। ১৩৪
এষবজিসসৈশ্চৈব ঋষেরুক্ত প্রসবাবয়ৈঃ।
কৃৎস্নোক্ত কৃৎস্নমাপূর্ণ বাদৈতৈঃ সততং জগৎ। ১৩৫
বারুণাস্ত্বাদিতো বিপ্র ঔজ্যায় প্রভুরীশ্বরঃ
ঋষির্ভাত কৃষ্ণ চাপি তস্যাৎ তো বারুণৌ স্মৃতৌ। ১৩৬

ঔজ্যায়াত্মজিতম্ ক্ষেত্র, সিধী তস্যাত্মজাঃ সুতাঃ।
তস্যাদাত্মজিতা জ্ঞেয়াঃ সর্বে এব ভবস্যয়াঃ। ১৩৭
ব্রহ্মা পিতামহ, পূর্বং দেবভাক্তিঃ প্রসাদিতঃ
ইতি নঃ সন্ততিস্তস্তি প্রজাভির্গতবীরাঃ। ১৩৮
সর্বে প্রজানাং পতয়ঃ সর্বে চাত্মিতপক্ষিনঃ।
কৃপ্রসাদাধিমঃ লোকা ভাবিষ্যন্তি সাম্প্রতম্। ১৩৯
ওষৈব বংশকর্তারস্তব ভেজোবিবর্ধনাঃ
ভবেষুর্বেদবিদ্বিদ্বাঃ সর্বে চ কৃতিনস্তথা। ১৪০
দেবপক্ষচরাঃ সৌম্যাঃ প্রজাপত্যা মহর্ষয়ঃ
আপ্যুর্যন্তি তপস্তৈব ব্রহ্মচর্য্যং পরং তথা। ১৪১
সর্বে হি বরমেতে চ ওষৈব প্রসবঃ প্রভো।
দেবানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ত্বং হি কর্তা পিতামহ। ১৪২
নারীচলাস্তিতঃ কৃষ্ণা সর্বে চৈবাং ভার্যাবঃ।
অপত্যানীতি সম্প্রেক্ষ্য জগন্মায় পিতামহ। ১৪৩

সাধারণভাবে ইহাদের বারুণ্য ... ইহাদের মধ্যে কৃষিত উৎপন্ন হইয়াছে। ১১৮ ১১৯

অজিতায় আট পুত্র, ইহারাও বারুণ বলিয়া কথিত হন (ওজসের বংশে উৎপন্ন বলিয়া ইহাদের বারুণ সংজ্ঞা হইয়াছে।) তাঁহাদের নাম হইল—বৃহদ্গর্ভ, ঔজ্যা, পরম, শান্ত, ছোত, বিভূ, সপ্তম ও আটম পুরুষ। এই আটজন অজিত বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন, অতএব ইহাদিগকে আজের বলা হয় ইহারা সকলেই জ্ঞানবিজ্ঞান ও নিত্যময় অর্থাৎ রোগ-শোক রহিত। ১৩০-৩১

ব্রহ্মার পুত্র যে ঋষি, তাঁহার পুত্রগণকেও বারুণ বলা হয় ইহারা ঋগ্যার আট এবং সকলেই পূজোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন। ইহারা ওজসম্পন্ন ও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। ১১২

তাঁহাদের নাম হইল—ঋষি, ঘাবা, বৃহ, বৃদ্ধিমান্ উরুনাথ, কৃষ্ণ, বিরজা, কাশী ও ঔরুদ্ধ উক্ত। ৩৩

এই আটজন ঋষির পুত্র। ইহাদের সকলের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্যাপ্ত এই আটজন প্রজাপতি এবং প্রজার কল্যাণময়ে বৃদ্ধ ব্যাপার প্রজা বলিয়াও কথিত হন। ১৩৪

কৃৎস্নোক্ত ঐতজনে অজিতা, ঋষি ও কৃষ্ণ বংশসম্ভূত এবং তাঁহাদের সন্তান পরম্পরায় এই সম্পূর্ণ জগৎ পরিব্যাপ্ত। ১৩৫

পিতামহ! ভাত! প্রজাবংশবৃদ্ধি জন্যের ব্রহ্মনন্দন শিব প্রথমে ঋষি ও কৃষ্ণকে পুত্রত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইহারা বারুণ বলিয়া কথিত হন। ১৩৬

শিবাদেশে প্রযোগিত অজিতের ব্রহ্মনন্দন শিব হইতে অজিতাকে পুত্রত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য অজিতায় বংশে উৎপন্ন সপ্তম পুরুষ অজিতবংশ বারুণ নামেও অভিহিত হইয়া। ৩৭

পুরাকালে দেবতাগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া বলিয়াছিলেন,—প্রভো! আমরা এরূপ কৃপা করুন, যাহাতে এই কৃত প্রভৃতিতে বাধাপ্রাপ্ত এই পৃথিবী পালন করিতে করিতে নিজেদের সন্তানদলের দ্বারা আমাদের সকল হইতে উদ্ধার লাভ করে। ইহারা সকলে প্রজাপতি হউক এবং সকলে তপস্বী হউক। ইহারা আপনার কৃপাপ্রসাদে এই সময়ে এই সম্পূর্ণ লোককে সকল হইতে উদ্ধার করিবে। ১৩৮-১৩৯

আপনার কৃপায় ইহাদ্ব সকলে বংশবর্ধক, বেদজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী এবং বেদজ্ঞ পুণ্যাত্মা হউক। ১৪০

ইহাদের সকলের স্বভাব সৌম্য হউক প্রজাপতিগণের বংশে উৎপন্ন এই মহর্ষিগণ সর্বদা দেবতাদিগের পক্ষেই থাকিবে এবং তপ ও উত্তম ব্রহ্মচর্য্যের বল লাভ করুক। ১৪১

প্রভো! পিতামহ! ইহারা সকলে এক আমরা আপনারই সন্তান, কারণ, দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সৃষ্টিকারী আপনিই। ১৪২

পিতামহ! তখন হইতে আজ অজিতা সমস্ত কৃতযুগীয়ের পত্নীরা আমরা সকলে আপনারই সন্তান—এরূপ চিন্তা করিয়া আপনার নিকট হইতে কুলোদ্ধের জন্য জন্য প্রার্থনা করিয়াছি। ১৪৩

যে ঘৃতেনৈব রূপেণ প্রজনিষ্যন্তি বৈ প্রজাঃ।
স্বাপরিষ্যন্তি চাত্মানং বৃদ্ধাদিনিধনং তথা ॥ ১৪৪
ইত্যুক্তঃ স তদা তৈস্তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
তথেত্যেবাব্রবীৎ প্রীতস্তেভ্যশ্চ ভগবান্ বরান্ ॥ ১৪৫
এবমেতৎ পুরা বৃত্তং তত্র যজ্ঞে মহাত্মনঃ
দেবযাজ্ঞস্য লোকাদৌ বারুণীবিপ্রতস্তদা ॥ ১৪৬
অগ্নির্ভগো পশুপতিঃ সূর্যো রুদ্রঃ প্রজাপতিঃ।
অগ্নেরপত্যমেতদ্ বৈ সূর্যমিতি ধারণা ॥ ১৪৭
আত্মভাবে চ রুদ্রত্বে সঙ্কিল্পেনেষু জাতবান্।
তামসা প্রথমাস্তে বৈ রুদ্রাঙ্গনিঃসৃতাস্তনাৎ ॥ ১৪৮
তুল্যত্বে তুল্যতোঽগ্নিং সূর্যে তত্র চ স্থিতে।
তল্লোকস্য বলাচ্চাপি সূর্যে বাস্তস্য দক্ষিণে ১৪৯
অক্ষতৌর্যাঃ পরস্যাত্মা ব্রাহ্মণস্য ক্ষয়ে তথা
ক্ষতে প্রীতিকরী মূর্তিঃ তস্মাৎ তত্র মতস্তে ১৫০

ব্রহ্মণাধিষ্ঠিতাঃ সর্বে দেবতা ইতি শুশ্রুম
ব্রহ্মণশ্চ হি প্রভুত্বাদ্ ঋত্বেদেন চ কারণম্ ॥ ১৫১
তস্মাদ্ যে বৈ প্রযজন্তি সূর্যং ঘর্মদিনে
যেবন্তস্তে প্রযজন্তি সমস্তা ইতি যঃ শ্রুতম্ ॥ ১৫২
তস্য চাতসো লোকা গম্ভস্তঃ পরমা গতিম্
ঘর্মোক্তে রাজরাজ্যেন লোঃ ত্রিবিচোত্ত ভার্গব ॥ ১৫৩
আদিত্যোদয়সম্প্রাপ্তে বিবিমন্ত্রপুরস্কৃতম্।
দদাতি ব্রাহ্মণে যো বৈ ঘৃতপাত্রং প্রতিগ্রহে সঃ ॥ ১৫৪
যথাত্মাদিত্যমাত্রে বস্তস্য পাপ্মা বিধূয়তে।
মধ্যাহ্নে দদতো চন্দ্রঃ হন্তি পাপমনাগতম্ ॥ ১৫৫
যদাতি পশ্চিমায়াং সন্ধ্যায়াং যঃ সুবর্ণং যতব্রতঃ।
ব্রহ্মযাত্মুপ্রিয়োযানাং সালোক্যমুপযাতি সঃ ॥১৫৬
সেন্দ্রেষু চৈব লোকেষু প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে শুভাম্
ইহ লোকে যশঃ প্রাপ্য শান্তপাপ্মা চ মোদতে ॥১৫৭

ঐ প্রজাপতিগণ এইভাবে প্রজাসৃষ্টিতে উৎসুক হইবে এবং সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে প্রলয় পর্যন্ত নিজেদেরকে যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া বিভমান থাকিবে। ১৪১

দেবতাগণ এই কথা বলিলে সব লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রলয় হইতে বলিলেন—'তথাস্তু'—তাহাই হউক তাহার পর দেবতারা নিজেদের স্থানে চলিয়া যাইলেন। ১৪২

এইভাবে পূর্বাকল্পে যখন সৃষ্টির প্রারম্ভের সময় ছিল, তখন ব্রহ্মলোকবাসী দেবতারা মহাযজ্ঞ করার যজ্ঞে পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত সংঘটিত হইয়াছিল। ১৪৩

অগ্নি ভগ, পশুপতি, সূর্য, রুদ্র ও প্রজাপতিগণ এই সূর্যে অগ্নির সন্তান। এরূপ সকলের ধারণা। ১৪৪

অগ্নিসন্নিবেশ পরস্তাৎ। বেদের প্রথমে বিশেষজ্ঞ পুরুষ বৈদিক শ্রুতির দৃষ্টান্তদ্বারা অগ্নির অন্তাবে তাহার স্থানে সূর্যদেবের ব্যবহার করেন। ১৪৫

কুলসমূহের উপর, তাহার উপরে স্থিত সূর্যদেবের উপর, ঋত্বীকের ছিদ্রে, ছাগলের দক্ষিণ কর্ণে, যে পথে যোগীরা যাতায়াত করেন, সেই ভূমিতে, অপরের জলাশয়ে এবং ব্রাহ্মণের হাতে বৈদিক প্রমাণ স্বীকারকারী পুরুষ আচমন করিয়া যোগাগ্নি দগ্ধ করেন এবং এই যোগকার্যে সম্পন্ন হইলে পর ভগবান্ অগ্নিদেব আনন্দদায়িনী মূর্তি অবলম্বন করেন। ১৪৬-১৫০

অতএব সকল দেবতার মধ্যে আদিই শ্রেষ্ঠ, ইহা আমরা শুনিয়াছি। ব্রহ্মা হইতেই আদির উৎপত্তি এবং অগ্নি হইতেই সূর্যদেবের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৫১

সেইজন্য যে সব সূর্যপূজা পুরুষ সূর্যদেব যান করেন, তাঁহারা সমস্ত দেবতাদেরই যান করিয়া থাকেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। ১৫২

সূর্যদেবতা যে সময় অস্তি প্রাপ্ত হন, তাহার দ্বারা তিনি অন্ধকারবর্জিত জ্যোতির্ময় লোকসমূহ লাভ করেন। কৃতুসময় সূর্যদেবতা তিনি রাজাধিরাজ (কুবের) পদে অভিষিক্ত হন। ১৫৩

যিনি সূর্যোদয়কালে বিধি অনুসারে মন্ত্রপাঠপূর্বক সূর্যদেব করেন, তিনি নিজের পাপ ও দুষ্কৃতকে নষ্ট করিয়া থাকেন। ১৫৪

সূর্যোদয়ের সময় যিনি সূর্যদেব দান করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া যায় এবং যিনি মধ্যাহ্নকালে সূর্য দান করেন, তিনি নিজের অনাগত (ভবিষ্য) পাপকে নাশ করিয়া থাকেন। ১৫৫

যিনি সায়ংসন্ধ্যার সময় রক্তচন্দন ঘষিতে ঘষিতে সূর্যদেবকে দান করেন, তিনি ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্রলোকে সম্মান করিয়া থাকেন। ১৫৬

ইন্দ্রসহ সমস্ত লোকসমূহের লোকসমূহে তাঁহার শুভ সম্মান লাভ হয়, সেইসঙ্গে তিনি ইহলোকে যশস্বী ও পাপরহিত হইয়া আনন্দ ভোগ করেন। ১৫৭

ততঃ সম্পূজ্যতে'ভূত্ব লোকেষপ্রতিমঃ সদা।
অনাবৃতগতিশ্চৈব কামচারো ভবত্যুত। ১৫৮
ন চ ভূয়স্তি তেভ্যশ্চ ভয়মৈশ্বর্য্যতে মহৎ
সুবর্ণদক্ষয়া দত্ত্বা লোকাংস্তারয়তে পুরুদান। ১৫৯
যস্ত সপ্তসরিদ্যাত্রামিচ্ছেদাপ্তুমনুত্তমাং প্রীতি'
সপ্তাহ বৈ ব্রতমুদ্বিভ্র্ সর্বকামান সমশ্নুতে ১৬০
অগ্নিরিত্যেব তং প্রাহুঃ প্রদানে সুখাবহম
যথেষ্টগুণসংযুক্তঃ প্রবর্ততমিতি শ্রুতম। ১৬১
এষা সুবর্ণস্যোৎপত্তিঃ কথিতা তে মহামনঃ।
কার্ত্তিকেয়স্য চ'বিত্তো তস্য বিধি স্তুগুনন্দন। ১৬২
কার্ত্তিকেয়স্তু সংস্তুতঃ কালেন মহতা তদা
দেবৈঃ সেনাপতিত্বেন বৃতঃ সেনৈর্ভৃশং বৃতঃ। ১৬৩
জ্বলনো ভাস্করঃ চাপি বৈশ্যমন্ত্রাংস্তথাপ্যুত্তমান

ত্রিদশেন্দ্রাজয়া ব্রহ্ম লোকানাং হিতকাম্যয়া। ১৬৪
সুবর্ণদানে চ মহা কথিতাস্তে শুভা বিত্তো।
তস্মাৎ সুবর্ণং বিপ্রেভ্যঃ প্রযচ্ছ দদতাং বর। ১৬৫

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স বশিষ্ঠেন জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান।
দদৌ সুবর্ণং বিপ্রেভ্যো বায়ুশ্চাস্ত চ কিথিবাং। ১৬৬
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং সুবর্ণস্য মহীপতে।
প্রদানস্য ফলং চৈব তস্য চাস্য বৃধিষ্ঠির। ১৬৭
তস্মাৎ ত্বমপি বিপ্রেভ্যঃ প্রযচ্ছ কনকং বহু।
এবং সুবর্ণং বৃণতে কিল্বিষাদ্ বিপ্রমোক্ষাসি। ১৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি সুবর্ণোৎপত্তির্নাম
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৮৫

শুশ্রূষেত। কার্ত্তিকেয় যখন সৈন্যাধ্যক্ষের পদে বৃত হইলেন, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহাকে নিজেদের সেনাপতি-পদে বরণ করিলেন। ১৬৩

ব্রহ্মন্। তিনি লোকসকলের হিত কামনায় এবং দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞায় প্রেরিত হইয়া ভাস্করাগ্নি ও অন্যান্য বৈশ্যাগ্নিকে লাভ করিলেন। ১৬৪

প্রভো। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এইজন্যে আমি তোমাকে সুবর্ণদানের মহিমা বলিলাম। সেইজন্য এখন তুমি ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান কর। ১৬৫

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির। বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে এই প্রতাপশালী পরশুরাম ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দান করিলেন। তাঁহার দ্বারা তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইলেন। ১৬৬

মহীপতে যুধিষ্ঠির। এইরূপে আমি তোমাকে সুবর্ণের উৎপত্তি ও তাহার দানের ফল—এই সব কিছুই বলিলাম। ১৬৭

নৃপতে। অতএব এখন তুমিও ব্রাহ্মণগণকে বহু স্বর্ণ প্রদান কর। সুবর্ণদান করিয়া তুমিও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। ১৬৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে সুবর্ণের উৎপত্তিনামক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

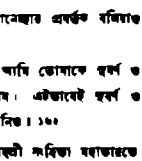

অর্থাৎ আমি সব জেনে কাউকে অতিক্রম ক'রে কিছু বলেন না; তিনি আত্মক্রীড় আপনাতেই ক্রীড়ারত। আত্মরতি ও ক্রিয়াবান লীলাচিত্তানিপুণ তন, তিনি ভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, মহাভাগবত। ঔৎসুক্যে শুদ্ধচিত্ত মতিগণ যে আমাকে দেখেন, সেই জ্যোতির্ময় শুদ্ধ আমাকে নিরন্তর সত্য, তপস্যা, ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতা, সমাগ্‌জ্ঞান, উত্তমরূপ, আত্মজ্ঞান ও অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা অন্তরের অন্তঃস্থলে লাভ করেন। সত্যেরই জয় হয়, কখনও মিথ্যার জয় হ'তে পারেনা। যেখানে সত্যস্বরূপজ্ঞানের দ্বারা যাঁকে লাভ করা যায়, সেই পরম অনুত্তম প্রেমপারাবার আমি যেখানে থাকি, ঋষিগণ যে পথে গমন ক'রে আমার প্রাপ্ত হন, সেই দেবযান পথও সত্যের দ্বারা বিস্তৃত। আমি মহতো মহীয়ান্ দ্বারা প্রকাশ অচিন্ত্যস্বরূপ ও সূক্ষ্ম হ'তে অতিসূক্ষ্মতর, আমি অজ্ঞানীর নিকট দূর হ'তে অতিদূরে এবং জ্ঞানীর কাছে অতিসমীপে এই—শরীরেই প্রকাশিত হ'য়ে থাকি। আমি প্রাণিগণের হৃদয় গুহাতেই অবস্থান করি। আমাকে কেহ চক্ষুর দ্বারা গ্রহণ ক'রতে পারে না, বাক্যের দ্বারাও গ্রহণে সমর্থ হয় না, অন্যান্য ইন্দ্রিয়বৃন্দের সহায়েও নিতে পারে না। তপস্যা বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের দ্বারাও আমি গ্রাহ্য হই না। জ্ঞানপ্রসাদে অর্থাৎ বুদ্ধির বিশুদ্ধতায় বিশুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত, অনুক্ষণ আমাকে ধ্যান করত নিষ্কল আমাকে দর্শন করেন। চিত্ত বিশুদ্ধ হ'লে আমি বিশেষরূপে আপনাকে প্রকাশ করি, যে দেহে প্রাণ, প্রাণ-অপান-সমান-ব্যান-উদান এই পাঁচ প্রকারে প্রবিষ্ট হ'য়ে দেহকে ধরে আছে, যাতে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সমস্ত চিত্ত, ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত, সেই শরীররূপ আমার পুরে বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা অণু হ'তে অণীয়ান্ আমাকে জানতে হয়। আমাতে সম্পূর্ণ জগৎ নিহিত

Regd. No. WB/NC-57

AGRAHAYAN
1381 B.S.

Aryashastra

Mahabharata- 78
Nov.—Decem 1974

—সুস্থ রয়েছে, আমি আমার সুবিমল জ্যোতিতে প্রকাশ পেয়ে থাকি। যে আত্মজ্ঞানী পুরুষ পরম ও চরম আত্মার আমাতে জানেন, নিষ্কাম ধীমান্ পুরুষসকল পরমকাণ্ডবত আমার ভক্তগণের সেবা করুক আর দেহ ধারণ করেন না। আমি সেই ভক্তসেবা ও আমার সেবাধর্ম শিক্ষাদান ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

—•—

12 JUN 1975

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭৯।১-পি, তন্ত্রিউ, ডি, রোড; কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তিকানন প্রেস, মহাবিদ্যন মুদ্র, পি, তন্ত্রিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

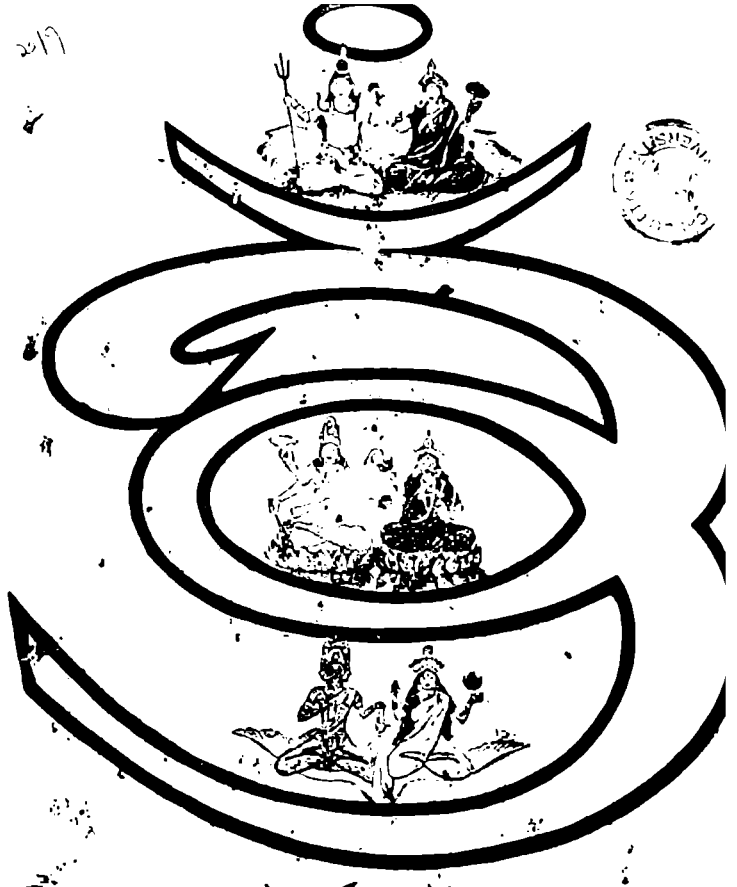

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

৩রা মাঘ

১১।৪।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের বিরতিশয় বৃদ্ধি হয়, তখন আমি আমাকে সৃজন করি।

অনেক শাস্ত্রের অভ্যাসের দ্বারা কেহ আমাকে লাভ ক'রতে পারে না, মেধা প্রভৃতি শক্তি ধারণের দ্বারাও পায় না, বহু শ্রবণের দ্বারাও পেতে পারে না, যাঁর প্রতি আমি অনুগ্রহ করি, তিনিই আমাকে লাভ করেন, তাঁর কাছেই আমার রূপ প্রকাশিত করি। আমি মিথ্যাজ্ঞানে অভিভূত ব্যক্তির লভ্য নই, আমি আত্মনিষ্ঠায় অমনোযোগী সন্ন্যাসরহিত জ্ঞানীরও প্রাপ্তব্য নই; যিনি বল অপ্রমাদ সন্ন্যাস ও জ্ঞানসহায়ে যত্ন করেন, তাঁর আত্মা আমাতে প্রবিষ্ট হয়। আমাকে উত্তমরূপে বিদিত হ'য়ে সত্য সাক্ষাৎকারী ঋষিগণ জ্ঞান মাত্রে তৃপ্ত ও পরমাত্মপদে প্রতিষ্ঠিত অনুরাগবিহীন প্রশান্ত হয়ে সেই

১৩শ বর্ষ, পৌষমাস, ১৩৮১ [সপ্তদশসংখ্যা —পূর্ণাভিষেকযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আর্থিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

• • •

মূল-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ভত্ত্বাধিকারী ঃ—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(ভারতীয় সঙ্ঘরাষ্ট্র)

মূল-ভাষ্যকিতর ঃ—

ডা: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বে, এম-বি, ডি, ও, এম্, এস্, ডি,পি,এইচ্, ডি,টি,এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)। এফ,আর,এস্,টি,এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন) কিতর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—

৬৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা ৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্যাধাম ধর্মগ্রন্থমূলক মাসিক পত্র। প্রতিমাসে উহার ১লি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'৫০ টাকা মাত্র গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সকালক-'আর্যাধাত্রী', ৬৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মহাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাশীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র যথাযথাবিধভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সকালক আর্যাধাত্রী, ৬৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-২৪০৮ মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-সম্বর স্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্যাধাত্রী, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, তট্টিই, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নিশ্চই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মতে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন

৫। আর্যাধাত্রীর পূর্বাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগে যাবতীয় কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পূজক—আর্যাধাত্রী
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, তট্টিই, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মহাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২৭'০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৪০'০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯'০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত—	৬০'০০

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কার্ত্তিকেয়স্যোৎপত্তিঃ, পালনম্, পোষণম্, তস্য দেবসেনাপতিপদে অভিষেকঃ, তেন তারকাসুরস্য বধবর্ণনঞ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উক্তাঃ পিতামহেনেহ সুবর্ণস্য বিধানতঃ।
বিস্তরেণ প্রদানস্য যে গুণাঃ ক্রতুলক্ষণাঃ॥ ১
যদ্ভূ কারণমুৎপত্তেঃ সুবর্ণস্য প্রকীর্ত্তিতম্।
স কথং তারকঃ প্রাহো নিধনং তব দ্রবীষি যে॥ ২
উক্তং স দেবতানাঞ্চ হি অবধ্য ইতি পার্থিব।
কথং তস্যাভবদ্ভূয়স্ত্বয়িতয়েন প্রকীর্ত্তিত॥ ৩
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্ত্বঃ কুরুকুলোদ্বহ।
কার্ত্তিকেয়স্য তারকবধে পরং কৌতূহলং হি মে॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ।

বিপ্রকৃত্যা রাজেন্দ্র দেবতা অবরত্বথা।
কৃত্তিকাস্বোষধ্যামানুপপত্তাভবণায় বৈ॥ ৫
ন দেবতানাং কাচিদ্ধি সমর্থা ভাক্তবেরসঃ।
এতা হি শক্তাস্তা গর্ভং সন্ধায়িতুমোজসা॥ ৬
যস্মাং তাসাং ততঃ শ্রীতঃ পাবকো গর্ভধারণাৎ
যেন তেজোবিসর্গেণ বীর্য্যেণ পরবেন চ॥ ৭
তাস্ত ষট্ কৃত্তিকা গর্ভং পুণ্যমুদ্ভাবয়ন্তঃ
ষট্সু বক্ত্রেষু তেজোঽংশৈঃ সকলং নিহিতং শ্রুতো॥ ৮
ততস্তা বর্দ্ধমানস্য কুমারস্য মহাত্মনঃ
তেজসাভিপরীতাঙ্গ্যো ন শেকুস্তম লেভিরে॥ ৯
ততস্তেজঃ পরীতাঙ্গ্যঃ সর্বাঃ কাল উপস্থিতে
সমং গর্ভং সুষুবিরে কৃত্তিকাস্তা নরর্ষভ॥ ১০
ততস্তং বরুধিতারং গর্ভমেকত্বমাগতম্
পৃথিবী প্রতিজগ্রাহ কার্ত্তিকেয়সমাগতম্॥ ১১
স গর্ভো দিব্যসংস্কারো বালিষ্ঠ্যান্ পাবকপ্রভঃ
দিব্যং শরবণং প্রাপ্য ববৃধে প্রিয়দর্শনঃ॥ ১২

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

[কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি, পালন-পোষণ ও তাঁহার দেবসেনাপতি পদে অভিষেক এবং তাহার দ্বারা তারকাসুরের বধ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! বিধিপূর্ব্বকে সুবর্ণদান করিলে যে যেরূপ ফল লাভ হয়, এবিষয়ে আপনি তাহা সবিস্তরে বর্ণনা করিলেন। ১

সুবর্ণের উৎপত্তির যে কারণ, তাহাও আপনি বলিয়াছেন। এখন আপনি এই কথা বলুন যে, তারকাসুর কিরূপে নিধন প্রাপ্ত হইলেন? ২

ভূপাল! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, তিনি দেবগণের পক্ষে অবধ্য, তবে তাঁহার কি ভাবে মৃত্যু হইল? ইহা আপনি সবিস্তরে বলুন। ৩

কুরুবংশের ভারবহনকারী পিতামহ! আমি আপনার নিকট হইতে এই তারকাসুরের বধবৃত্তান্ত শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি এবং শুনিবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র! যখন প্রজাদেবী অগ্নি গর্ভস্থ স্থাপিত সেই গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া দিলেন, তখন দেবতা ও ঋষিগণের কার্য্যে বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। এই অবস্থায় তাঁহারা সেই গর্ভকে ভরণ-পোষণ করিবার জন্য কৃত্তিকাগণকে প্রেরণ করিলেন। ৫

উহাতে এই কারণ ছিল যে, দেবতাদিগের মধ্যে অন্য কোনও স্ত্রী অগ্নি এবং রেতের সেই তেজের ভরণ-পোষণ করিতে সমর্থ ছিলেন না। এই কৃত্তিকাগণ কিন্তু নিজেদের শক্তিবলে সেই গর্ভকে ভালভাবে ধারণ-পোষণ করিতে সমর্থ হইলেন। ৬

নিজ তেজঃ স্থাপন এবং উত্তম বীর্য্যের প্রভাবের দ্বারা গর্ভ ধারণ করায় অগ্নিদেব সেই ছয় কৃত্তিকার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ৭

শ্রুতো! সেই ছয় কৃত্তিকা অগ্নির সেই গর্ভকে পোষণ করিলেন। অগ্নির সেই সম্পূর্ণ তেজ ছয় ভাগে তাঁহাদের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। ৮

গর্ভে বর্দ্ধমান সেই মহাত্মা কুমার বর্দ্ধিত হইতে আসিলেন, তখন তাঁহার তেজে ইঁহাদের সকলের অঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া যাওয়ায় এই কৃত্তিকাগণ কোথাও আর লাভ করিতে পারিলেন না। ৯

নরশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর তেজে ব্যাপ্ত সর্ব্বাঙ্গ সেই সময় কৃত্তিকাগণ প্রসবকাল উপস্থিত হইলে পর একই সঙ্গে সেই গর্ভকে প্রসব করিলেন। ১০

ছয় অগ্নিষ্ঠানে স্থাপিত সেই গর্ভ যখন উৎপন্ন হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইল, তখন সুবর্ণের নিকটে স্থিত সেই বালককে পৃথিবী দেবী গ্রহণ করিলেন। ১১

সেই কান্তিমান্ শিশু অগ্নির কুমার প্রকাশিত হইতেছিলেন

দদৃতঃ কৃত্তিকাভ্যঃ তু বালমর্কসমদ্যুতিম্
জাতমেবাঞ্জ মৌহার্দাৎ পপুসুঃ স্তন্যবিপ্রুষঃ ॥ ১৩
অভবৎ কার্তিকেয়ঃ স তৈলোক্যে সচরাচরে।
তস্মাৎ তপস্তপ্যতাং প্রাজ্ঞো গুহাবাসাদ্ গুহোঽভবৎ ॥ ৪
ততো দেবাস্তুরস্ত্রিশদ্ বিশস্ত সপ্তর্ষীশ্বরাঃ।
রুদ্রো ধাতা চ বিষ্ণুশ্চ যমঃ পূষার্যমা ভগঃ ॥ ১৫
অংশো মিত্রশ্চ সাধ্যাশ্চ বসবো বাসবোঽশ্বিনৌ
আপো বায়ুর্নভশ্চন্দ্রো নক্ষত্রাণি প্রভা রবিঃ ॥ ১৬
পৃথগ্ভূতানি চাস্যানি যানি দেবার্পণানি বৈ।
আজগ্মুস্তেঽদ্ভুতা দ্রষ্টুং কুমারং জলনাত্মজম্ ॥ ১৭
অবরুহ্যাথ বৈ স্কন্ধাদ্ ভগবান্ ভগুভর্তা
যত্রানলা কুমারং তু বিবৃদ্ধক্ষং দ্বিজপ্রিয়ম্ ১৮
শীনাসং বাহুসম্ভুক্তং পাবকাদিত্যবর্চসম্।
পরানং পরগুহস্তং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সহর্ষিভিঃ ॥ ১৯

দেভিরে পরমং হর্ষং মেনিরে চাসুরং হতম্।
ততো দেবাঃ প্রিয়াণ্যাসা সর্ব এব সমাহরন্ ॥ ২০
ক্রৌঞ্চঃ ক্রৌঞ্চীয়ানি বদ্ধঃ পক্ষিণশ্চাস্ত্র যে
নৃপর্ষেইস্য দদৌ সূত্রং মযূরং চিত্রবর্হিণম্ ॥ ২১
রাক্ষসাংশ্চ দুরুক্তস্য বরাহ-মহিষাবুভৌ।
কুক্কুটং চাগ্নিজাতাশ্চ প্রদদৌ বরুণঃ স্বয়ম্ ॥ ২২
চন্দ্রমা প্রদদৌ যেষমাদিত্যো রুচিরাং প্রভাম্
পবাং মাতা চ গা দেবী দদৌ শস্তমহাত্মনঃ ॥ ২৩
ছাগমগ্নিশ্চ পোষেণ মিথুনা পুষ্পফলা বহ্নি।
সুধা শকটং চৈব তথা চামিত্রমুবরম্ ॥ ২৪
বরুণো বারুণান্ বিদ্যান্ সগজান্ প্রদদৌ শুভান্।
সিংহান্ সুরেন্দ্রো ব্যাঘ্রাংশ্চ দ্বিপানন্যাংশ্চ পক্ষিণঃ ॥২৫
শ্বাপদাংশ্চ বহূন্ ঘোরাংশ্চক্রাণি বিবিধানি চ।
রাক্ষসানুরসশ্চাস্য অনুজগ্মুর্জলীবরম্ ॥২৬

তাঁহার দেহের আকৃতি দিব্য ছিল। তিনি দেখিতেও নবজাত শিশু ছিলেন। তিনি নবরবি অপেক্ষাও অধিক তেজস্বী ছিলেন। তিনি নবরবির ন্যায় দিনে দিনে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। ১২

কৃত্তিকাগণ দেখিলেন,—এই বালক স্বীয় কান্তিতে সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে স্নেহ উৎপন্ন হইল এবং তাঁহারা স্নেহাতিশয়তঃ নিজেদের স্তনজাত দুগ্ধ পান করাইয়া তাঁহাকে পোষণ করিতে লাগিলেন। ১৩

ইহার দ্বারা চরাচর প্রাণিগণের সহিত ত্রিলোকবাসী এই বালক কার্তিকেয় নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তখন (অনল)-বলতঃ তিনি 'তপ' নামে অভিহিত হন এবং গুহায় বাস করায় 'গুহ' নামেও তিনি বিখ্যাত হন। ১৪

তদনন্তর ত্রয়োত্রিংশ দেবতা, লব্ধ দিক্, দিক্‌পালগণ, রুদ্র, ধাতা, বিষ্ণু, যম, পূষা, অর্যমা, ভগ, অংশ, মিত্র, সাধ্য, বসু, বাসব (ইন্দ্র), অশ্বিনীকুমার, জল (বরুণ), বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, নক্ষত্র, প্রভাগণ, রবি এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রাণিগণ, ধাতারা দেবতাদিগের আজ্ঞায়, ইঁহারা সকলেই সেই অদ্ভুত অগ্নিপুত্র কুমারকে দেখিবার জন্য দেহস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৫-১৭

ভগবান ভৃগু তাঁহার স্তব করিলেন এবং স্কন্ধদেশ হইতে অবতরণ করিলেন। ব্রাহ্মণপ্রিয় এই কুমারের ছয়টি মুখ, বারটি নেত্র, বারটি বাহু, দুন (মোটা) স্কন্ধ এবং অগ্নি ও সূর্যতুল্য তেজস্বী কান্তি ছিল। তিনি নবযৌবনের মধ্যে গমন করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভৃগুগণ ও দেবতাগণের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তখন তাঁহাদের এই বিশ্বাস হইল যে, এখন তারকাসুর নিহত হইয়াছে। তদনন্তর সকল দেবতা তাঁহাকে তাঁহার প্রিয় বস্তু-সমূহ উপহার দিলেন। ১৮-২০

পক্ষিগণ ক্রৌঞ্চরাজ কুমারকে ক্রৌঞ্চ প্রধানাধীনস্থ স্থান করিল। প্রকৃষ্ট বিচিত্র বহুবর্ণযুক্তপুচ্ছে সুশোভিত নিজের পুত্র ময়ূরকে উপহারস্বরূপে প্রদান করিলেন। ২১

রাক্ষসগণ দুরুক্ত ও মহিষ -এই দুই পশুকে উপহারস্বরূপে দান করিল। প্রকৃষ্টের ভ্রাতা অনল অগ্নিসম্ভূত শুক্লবর্ণের এক কুক্কুট (যোরগ) সমর্পণ করিলেন। ২২

চন্দ্র যে দিলেন, সূর্য যাহাকে কান্তি প্রদান করিলেন, গোমাতা সুরভিদেবী একসহস্র গরু প্রদান করিলেন। ২৩

অগ্নি ভগবান্ ছাগল, ইলা বহু পুষ্প, ও ফল সুধা শকট (গাড়ী) এবং বিশাল কুসুমযুক্ত রথ দান করিলেন। ২৪

বরুণ বরুণলোকের অভিমত সুন্দর ও দিব্য হস্তী প্রদান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, অন্যান্য পক্ষী, বহুসংখ্যক ভয়ানক হিংস্র জীব এবং নানা প্রকার যুদ্ধ দান করিলেন। ২৫

রাক্ষস ও অসুরগণ সেই পক্ষিশালী কুমারের অনুগামী হইল। তাঁহাকে বর্ধিত হইতে দেখিয়া তারকাসুর যুদ্ধ প্রার্থনা করিল,

বর্ধমানা তু তং দৃষ্ট্বা প্রার্থয়ামাস তারকঃ
উপায়ৈর্বহুভির্হন্তুং নাশকচ্চাপি তং বিভুম্ । ২৭
সৈনাপত্যেন তং দেবাঃ পূজয়িত্বা গুহালয়ম্
শরাগ্নিপ্রভবায় তং তস্মৈ তারকঘাতিনম্ । ২৮
স বিভুর্মহাবীর্যো দেবসেনাপতিঃ প্রভুঃ ।
জ্বালানামাযুতা শক্ত্যা দানবং তারকং গুহঃ । ২৯
তেন তস্মিন্ মুহূর্তেন ক্রীড়তা নিহতেঽসুরে ।
সুরেন্দ্রঃ স্থাপিতো রাজ্যে দেবানাং পুনরীশ্বরঃ । ৩০
স সেনাপতিরেষাথ যজ্ঞো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ ।
ঈশো গোপ্তা চ দেবানাং প্রিয়কৃদ্ভূতয়শ্চ ৮ । ৩১
বিহরণায়ুর্ভির্ভগবানেষ এব চ পাবকিঃ ।
সদা মুদাবো দেবানাং সৈনাপত্যায়বাপ্তবান্ । ৩২
তস্মাৎ সুবর্ণং মঙ্গল্যং রত্নমক্ষয্যমুত্তমম্
সবজ্রং ক্রান্তিকেয়স্য বহ্নেস্তেজঃ পরং মতম্ । ৩৩
এবং রাজ্ঞায় কৌরব্য বশিষ্ঠোঽকথয়ৎ পুরা ।
তস্মাৎ সুবর্ণদানায় প্রযতস্ব নরাধিপ । ৩৪
রামঃ সুবর্ণং দত্ত্বা হি বিমুক্তঃ সর্বকিল্বিষৈঃ ।
ত্রিবিষ্টপে মহৎ স্থানমবাপানুত্তমা নরৈঃ । ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি তারকবধোপাখ্যানে নাম
ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ । ৮৬

কিন্তু যহ প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াও সেই অসুর এই প্রভাবশালী কুমারকে বধ করিতে সক্ষম হইল না । ২৬-২৭

দেবতারা ওজস্বী কুমারকে পূজা করিয়া তাঁহাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তারকাসুর দেবগণের উপর যে সব অত্যাচার করিয়াছে, তাহা বলিলেন ।। ২৮

মহাপরাক্রমশালী দেবসেনাপতি প্রভু গুহ অতিসর দৃষ্টিপ্রাপ্ত হইয়া নিজের অযোঘ শক্তিদ্বারা তারকাসুরকে বধ করিলেন ।। ২৯

ক্রীড়া করিতে করিতেই সেই অমিতবিক্রমের দ্বারা তারকাসুর যখন নিহত হইল, তখন ঐশ্বর্যশালী দেবেন্দ্র পুনরায় দেবতাগণের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।। ৩০

প্রজাপতিশালী তখন সেনাপতির পদেই থাকিয়া অভিনব যোজা পাইতে লাগিলেন । তিনি দেবতাগণের ঈশ্বর ও সংরক্ষক ছিলেন এবং ভগবান্ পাবকের সন্তানই প্রিয়কার্য করিতে লাগিলেন ।। ৩১

এই অমিতবল ভগবান্ তখন সুবর্ণময় বিরহ বাহন করিয়াছিলেন । তিনি নিত্য কুমারাবস্থায় বর্তমানই দেবতাগণে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন ।। ৩২

সুবর্ণ কান্তিকেয়ের সহিতই উৎপন্ন হইয়াছিল এবং অগ্নি উৎকৃষ্ট তেজ বলিয়া বীকৃত হইয়াছে । সেইজন্য এই দ্রব্য মঙ্গলময়, অক্ষয় ও উত্তম হয় ।। ৩৩

কুরুনন্দন ! নরনাথ ! এইভাবে পুরাকালে বশিষ্ঠদেব পরশুরামকে এই সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ এবং সুবর্ণের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বলিয়াছিলেন । অতএব তুমি সুবর্ণদানের জন্য এস হও ।। ৩৪

পরশুরাম সুবর্ণদান করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং স্বর্গে সেই পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহা মনুষ্যগণের পক্ষে দুর্লভ ।। ৩৫

শ্রীবেদব্যাস দেবস্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে তারকাসুরের বধের উপাখ্যান নামক ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ৪

[বিভিন্নতিথিষু শ্রাদ্ধকরণ-ফলবর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ

চাতুর্বর্ণ্যস্য বর্ষাস্থন্ বর্ষাঃ প্রোক্তা যথা ত্বয়া।
তথৈব মে শ্রাদ্ধবিধিং কৃৎস্নং প্রব্রূহি পার্থিব ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ

যুধিষ্ঠিরেণৈবমুক্তো ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা।
ইমং শ্রাদ্ধবিধিং কৃৎস্নং বভূষুঃ সমুপচক্রমে ॥২

ভীষ্ম উবাচ

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ শ্রাদ্ধকর্মবিধিং শুভম্।
যচ্ছ্রুত্বা মনসা পুত্রাস্তরি পিতৃবচঃ পরন্তপ ॥৩

দেবাসুর-মনুষ্যাণাং গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্।
পিশাচ-কিন্নরাণাঞ্চ পূজ্যা বৈ পিতরঃ সদা ॥৪

পিতৄন্ পূজ্যান্বিতঃ পশ্চাদ্দেবতাস্তর্পয়ন্তি বৈ।
তস্মাৎ তান্ সর্বযত্নেন পূজয়েৎ পূজয়েৎ সদা ॥৫

অথাষ্টাবার্য মহারাজ পিতৄণাং শ্রাদ্ধমুচ্যতে।
তস্মাদ্ বিশেষবিধিনা বিধিঃ প্রথমকল্পিতঃ ॥৬

সর্বৈরেবানু প্রীয়ন্তে কৃতে শ্রাদ্ধে পিতামহাঃ।
প্রবক্ষ্যামি তু তে সর্বানতিথ্যাতিথিগুণাগুণান্ ॥৭

যেষাংনু কৃতৈঃ শ্রাদ্ধৈর্ব ফলং প্রাপ্যতেঽনঘ
তৎ সর্বং কীর্তয়িষ্যামি যথাবৎ ভরিষোর মে ॥৮

স্নিগ্ধমূর্ধা প্রতিপদি প্রাণ্মুখাং শুনৃষে স্ত্রিয়ঃ
অভিরূপপ্রজাস্ত্রিস্তো দর্শনীয়া বহুপ্রজাঃ ॥৯

দ্বিয়ো দ্বিতীয়া তায়ন্তে তৃতীয়ায়াং তু বাজিনঃ
চতুর্থ্যাং ক্ষুদ্রপশবো ভবন্তি বহবো নৃপে ॥১০

পঞ্চম্যাং বহবঃ পুত্রা জায়ন্তে কুর্বতাং নৃপ
কৃষিমন্তো নরাঃ ষষ্ঠ্যাং তথৈব স্যাদ্বিভূতিতা ॥১১

কৃষিতাশী ভবেচ্ছ্রাদ্ধঃ কৃষীবঃ সপ্তমীং নৃপ।
অষ্টম্যাং তু প্রকুর্বাণো বাণিজ্যে লাভমাপ্নুয়াৎ ॥১২

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

[বিধি তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবার ফল বর্ণন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—'বর্ণাশ্রম' পূর্বাশ্রম' আপনি যেরূপ চাতুর্বর্ণের বর্ষ বলিলেন, সেইরূপ আমার নিকট এখন শ্রাদ্ধ বিধি বর্ণনা করুন ॥১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(জনমেজয়!) রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ অনুরোধ করিলে পর সেই সময় শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সেই সম্পূর্ণ শ্রাদ্ধবিধি এইভাবে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২

ভীষ্ম বলিলেন,—শত্রুতাপন রাজন্! তুমি শ্রাদ্ধকর্মের শুভ বিধি সাবধানে শ্রবণ কর। ইহা শুন, মন ও পুত্রপ্রাপ্তিকারক। ইহাকে পিতৃযজ্ঞ বলা হয় ॥৩

দেবতা, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস, পিশাচ ও কিন্নরগণ —ইহাদের সকলের পক্ষেই পিতৃগণ সর্বদাই পূজনীয় ॥৪

মনীষী পুরুষগণ প্রথমে পিতৃবর্গের পূজা করিয়া পরে দেবতাদিগের পূজা করেন। সেইজন্য পূজকের কর্তব্য হইল—তিনি সদা সর্বদা যত্নসহকারে দ্বারা পিতৃগণের পূজা করিবেন ॥৫

অথাষ্টকা! পিতৃগণের শ্রাদ্ধকে 'অষ্টাবার্য' বলা হয়। অতএব বিশেষ বিধির দ্বারা তাহারই প্রথমে অনুষ্ঠান করা উচিত ॥৬

সকলদিনেই শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ প্রসন্ন থাকেন। এখন আমি তিথি ও অতিথির সমস্ত গুণাগুণ বর্ণনা করিব ॥৭

নিষ্পাপ নরেন! যে সব দিনে শ্রাদ্ধ করিলে যে ফললাভ হয়, তৎসমস্তই আমি যথাযথভাবে বর্ণনা করিব, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥৮

প্রতিপদ্ তিথিতে পিতৃগণের পূজা করিলে যাহার স্নিগ্ধ উত্তম মূর্ধে মনোহর সুন্দর ও বহুসন্তানযুক্ত সন্তানের জন্মদায়িনী ভার্যা প্রাপ্ত হন ॥৯

দ্বিতীয়ার শ্রাদ্ধ করিলে কন্যাগণের জন্ম হয়। তৃতীয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বপ্রাপ্তি হয়, চতুর্থীতে যদি পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করা হয়, তবে গৃহে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশুগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥১০

হে নৃপ! পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধকারী পুরুষগণের বহুসংখ্যক পুত্র হয়। ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তিরা ঐশ্বর্যশালী হন ॥১১

রাজন্! সপ্তমীতে শ্রাদ্ধকারী পুরুষ কৃষিকর্মে লাভবান্ হন এবং অষ্টমীতে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি বাণিজ্যে লাভ করিয়া থাকেন ॥১২

নবম্যাং পূর্বতঃ শ্রাদ্ধং তবত্যেকপত্নঃ যহু
বিবর্ধতে তু দশমীং প্রাবঃ শ্রাদ্ধান্ বিপূর্বতঃ। ১৩
দৃশ্যন্তাদী ভবেদ্বর্তাঃ পূর্বেদ্যেকাদশীং নৃপ
শ্রাদ্ধবর্ধিনঃ পূজা লাভন্তে তত্র বেশ্মনি। ১৪
দ্বাদশ্যামীহমানস্তু নিত্যমেব প্রপূজ্যতে।
রজতং যহবিত্তঞ্চ সুবর্ণঞ্চ মনোহরম্। ১৫
জ্ঞাতীনাং তু ভবেচ্ছ্রেষ্ঠঃ কুর্বন্ শ্রাদ্ধং ত্রয়োদশীম্
অবস্থাং তু যুবানোঽস্য প্রমীয়ন্তে নরা গৃহে। ১৬

মৃতভার্যী ভবেদ্বর্তাঃ কুর্বন্ শ্রাদ্ধং চতুর্দশীম্।
অমাবস্যাং তু নির্বাপাং সর্বকামানবাপ্নুয়াৎ। ১৭
কৃষ্ণপক্ষে দশম্যাদৌ বর্তয়িত্বা চতুর্দশীম্।
শ্রাদ্ধবর্ধিনি ত্রিপ্যন্ত প্রেতাস্তা ন ভবেত্তরাঃ। ১৮
যথা চৈবাপরঃ পক্ষঃ পূর্বপক্ষাদ্ বিশিষ্যতে
তথা শ্রাদ্ধস্য পূর্বাদ্ধাদপরাদ্ধো বিশিষ্যতে। ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শ্রাদ্ধকল্পে
সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৮৭

নবমীতে শ্রাদ্ধকারী পূর্বদের এ লোকের একমাত্র যজমান হয় এবং দশমীতে শ্রাদ্ধকারী বান্ধবের বৃদ্ধি হয়। ১৩

বর্তয়িত্বা। একাদশীতে শ্রাদ্ধকারী বান্ধব ধর্ম-রতত্ব হেতু মৃত সর্বপ্রকার ধনভাগী হয়। তাঁহার গৃহে রত্নভেতন্দ্রাদি পূজাগণ জন্মগ্রহণ করেন। ১৪

দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিতে যজমানরূপ বান্ধবের সর্বজাতি অনোহর ধন, রজত ও অন্যান্য বহু ধনের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১৫

ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধকারী পুত্রগণ নিজের জ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়; কিন্তু চতুর্দশীতে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে, তাহার গৃহে নব-যুবকের মৃত্যু অবশ্যই হয় এবং শ্রাদ্ধকারী বান্ধব পরম্পর যুদ্ধকারী হয়, সেইজন্য চতুর্দশীতে কোন বান্ধব শ্রাদ্ধ করিবে না অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ করিলে বান্ধব নিজের সমস্ত কামনা লাভ করে। ১৬-১৭

কৃষ্ণপক্ষে যেমন চতুর্দশী তিথি ধরিয়া দশমী হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত সব তিথিতে শ্রাদ্ধ করে যেমন প্রেতগণ, তাহা প্রতিগৃহ হইতে নবমী পর্যন্ত নহে। ১৮

যেমন পূর্ব (শুক্ল) পক্ষ অপেক্ষা অপর (কৃষ্ণ) পক্ষ শ্রাদ্ধে অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ পূর্বাহ্ণ অপেক্ষা অপরাহ্ণ উত্তম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ১৯

শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে শ্রাদ্ধকল্পবিষয়ক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রাদ্ধে পিতৃপাংক্তিবর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিংবিদ্ দত্ত্বা পিতৃভ্যো বৈ ভবত্যক্ষয়িণীযব ।
কিং বা বিশিষ্যতেঽন্নাদ্য কিমানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

যবীরপি শ্রাদ্ধকরে ন্নু যানি শ্রাদ্ধবিদো বিদুঃ
তানি যে শৃণু কামানি ফলতৈষ যুধিষ্ঠির ॥ ২

তিলৈর্ব্রীহি-যবৈর্মাষৈরদ্ভির্মূলফলৈস্তথা
দত্তেন মাসঃ প্রীয়ন্তে শ্রাদ্ধেন পিতরো নৃণ ॥ ৩

বর্ষানন্তিলৈঃ শ্রাদ্ধকরঃ মনুরব্রবীৎ
সর্বেষেব ন্নু ভোজ্যেষু তিলাঃ প্রাধান্যতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪

গবেন দত্তা শ্রাদ্ধে ন্নু সাংবৎসরিকোচিতে
যথা প্রথা তথা যুক্তঃ পায়সং সর্পিষা সহ ॥ ৫

গাথাশ্চাপ্যত্র গায়ন্তি পিতৃগীতা যুধিষ্ঠির

সনৎকুমারো ভগবান্ পুরা মধ্যাহ্নভাবে ॥ ৬

অপি নঃ কুলে ভায়াদ্ যো নো দত্তাত্রয়োদশীম্ ।
মঘাসু সর্পিঃসংযুক্তা পায়সা দক্ষিণায়নে ॥ ৭

আজেন বাপি লৌহেন মঘাযোগে যতব্রতঃ ।
হস্তিচ্ছায়ানু বিধিবৎ কর্ণব্যজনবীজিতম্ ॥ ৮

এষ্টব্যা বতবঃ পুত্রা যজ্ঞেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ ।
যত্রাসৌ প্রথিতো লোকেষক্ষয়করণো বটঃ ॥ ৯

আপো মূলং ফলং মাংসমন্নং বাপি পিতৃকৃতে ।
যৎ কিঞ্চিন্মধুসর্পিশ্চ তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্

অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শ্রাদ্ধকল্পে

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

[শ্রাদ্ধে পিতৃগণের তৃপ্তি বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ ! পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত কোন্ বস্তু অক্ষয় হয় ? কোন বস্তুর দানে পিতৃগণের অধিক ফল পর্য্যন্ত এবং কোন বস্তুর দানে তাঁহাদের অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তৃপ্তি হয় ? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! শ্রাদ্ধসময়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ শ্রাদ্ধকরে যে সব বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসমস্তই তোমায় বলিতেছি, আমি সেই সবের ও তাহাদের ফলের বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর । ২

যে মূল ! তিল, ব্রীহি, যব, মাষ, জল এবং ফল-মূলের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একমাস তৃপ্ত থাকেন । ৩

মনু বলিয়াছেন—যে শ্রাদ্ধে তিলের মাত্রা অধিক থাকে, সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয় । শ্রাদ্ধসময়ে সমস্ত ভোজ্যপদার্থ মধ্যে তিলকেই প্রধান রূপে ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে । ৪

যদি শ্রাদ্ধে গোদুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধি দান করা হয়, তবে উহাতে পিতৃগণের একবর্ষ পর্য্যন্ত তৃপ্তি হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে । গব্য দধির যেরূপ ফল, সেরূপ ফলই ঘৃতবিজ্ঞিত পায়স দানেও জানিতে হইবে । ৫

যুধিষ্ঠির ! এবিষয়ে পিতৃগণ কর্ত্তৃক গীত এক গাথাও বিজ্ঞ পুরুষগণ গান করেন । পূর্ব্বকালে ভগবান্ সনৎকুমার আমাকে এই গাথা বলিয়াছিলেন । ৬

পিতৃগণ বলেন আমাদের কুলে এমন কোন পুরুষ উৎপন্ন হইবে কি, যে রবিসংক্রান্তি বিহীন মাঘের কৃষ্ণপক্ষে মঘা এবং ত্রয়োদশী তিথির যোগ হইলে পর আমাদিগকে ঘৃতবিজ্ঞিত পায়স দান করিবে ? ৭

অথবা সে নিয়ত সহকারে ব্রত পালন করিতে করিতে যখা নক্ষত্রেই হস্তীর দেহচ্ছায়ার উপবেশন করত তাহার বর্ণরূপী ব্যজনের বায়ুর সহকারে বিশেষ শুভফলের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পায়স কিংবা ছাগ মাংস বা তাহপুষ্পের দ্বারা আমাদের শ্রাদ্ধ করিবে ? ৮

যদ্ব পুত্র লাভের বাসনা করা উচিত, তবে যদি তাহাদের মধ্যে কোনও একজন গয়াতীর্থে গমন করে, যেখানে লোক-বিখ্যাত অক্ষয় বট বিস্তার করিয়া আছে, সে শ্রাদ্ধের ফলকে অক্ষয় করিয়া দেয় । ৯

পিতৃগণের মৃত্তিকাবিধিতে যদি জল, মূল, ফল, মাংস ও অন্নাদি দ্বারা কিম্বা ভোজ্যপদার্থ মধু মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে এই সব পদার্থের দান তাঁহাদের অনন্তকাল পর্য্যন্ত তৃপ্তি দিয়া থাকে । ১০

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে শ্রাদ্ধকল্পবিষয়ক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিভিন্ন-নক্ষত্রেষু শ্রাদ্ধস্য ফলবর্ণনম্]

ভীষ্ম উবাচ

যস্য যানি প্রশস্তানি প্রোবাচ ভগবান্ বিধিঃ।
তানি মে শৃণু কাব্যানি নক্ষত্রেষু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১

শ্রাদ্ধং যঃ কৃত্তিকাযোগে কুর্যাৎ সন্ততং নরঃ।
অগ্নীনাধায় সাপত্যো যজেত বিগতজ্বরঃ ॥ ২

অপত্যকামো রোহিণ্যাং ভেষজকামো মৃগোত্তমে।
ক্রূরকর্মা দষ্টদ্রাদ্ধমার্দ্রায়াং মানবো ভবেৎ ॥ ৩

ধনকামো ভবেদ্ধর্তা কূর্বন্ শ্রাদ্ধং পুনর্বসৌ।
পুষ্টিকামোঽথ পুষ্যেণ শ্রাদ্ধকৃদ্বৈ ভবেন্নরঃ ॥ ৪

আশ্লেষায়াং দষ্টশ্রাদ্ধঃ ধীমান্ পুত্রান্ প্রজায়তে।
জ্ঞাতীনাং তু ভবেচ্ছ্রেষ্ঠো মঘাসু শ্রাদ্ধমাবপন্ ॥৫

ফল্গুনীষু দষ্টশ্রাদ্ধঃ সুতঃ শ্রাদ্ধো ভবেৎ।
অপত্যভাগুত্তরাসু যজ্ঞেন ফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৬

চিত্রায়াং তু দষ্টশ্রাদ্ধঃ লভেদ্ রূপবতঃ সুতান্।
স্বাতিযোগে পিতৃবর্চা বাণিজ্যযুপজীবতি ॥ ৭

বহুপুত্রো বিশাখাসু পুত্রমীহন্ ভবেন্নরঃ।
অনুরাধাসু কূর্বাণো রাজচক্রং প্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ৮

আবিলত্যা ব্রজেদ্বর্গো জ্যেষ্ঠায়ামপবর্জয়ন্।
নরঃ কৃতফলশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধো দশপুরঃসরঃ ॥ ৯

মূলে ত্বারোগ্যমাপ্নোতি বশ্যোঽষাঢ়াসু চোত্তমম্।
উত্তরাসু ত্বষাঢ়াসু ধীমতোঽক্ষয়লোকতাম্ ॥ ১০

শ্রাদ্ধং শ্রবিষ্ঠিতা কূর্বন্ ত্রিযবৃদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
শ্রবণেন দষ্টশ্রাদ্ধঃ প্রেত্য গচ্ছেৎ স সদ্গতিম্ ॥ ১১

রাজ্যকামী ধনিষ্ঠাসু কুর্বন্ নিয়তং নরঃ।
নক্ষত্রে বারুণে কূর্বন্ ত্রিযবৃদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥১২

পূর্বপ্রোষ্ঠপদাঃ কূর্বন্ বসূন বিদ্যাত্তাধিকান্
উত্তরাসু প্রকুর্বাণো বিদ্যতে গাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৩

একোননবতিতম অধ্যায়।

[বিভিন্ন নক্ষত্রে শ্রাদ্ধের ফল বর্ণনা।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যম শ্রাদ্ধ ভগবান্ বিষ্ণুকে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে কৃত যে কাম্য শ্রাদ্ধ বলিয়াছিলেন, তুমি তাহাও শ্রবণ কর। ১

যে মানব সর্ব্বদা কৃত্তিকানক্ষত্রের যোগে অগ্নি স্থাপনা করত পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদানের যজ্ঞ করেন, তিনি রোগ ও চিন্তাহীন হইয়া থাকেন। ২

সন্তানকামী মানব রোহিণী নক্ষত্রে এবং তেজকামী মানব মৃগশিরা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিবেন। আর্দ্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধে দানের দ্বারা মানব ক্রূরকর্ম্মা হয় (সেইজন্য আর্দ্রানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা উচিত নয়)। ৩

ধনকামী মানব পুনর্বসু নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিবেন এবং পুষ্টিকামী মানব পুষ্য নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিবেন। ৪

আশ্লেষানক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী পুরুষ ধীর পুত্রগণের জন্মদান করেন। মঘা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানকারী মানব জ্ঞাতিগণের শ্রেষ্ঠ হন। ৫

পূর্ব্বা ফাল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধদানকারী মানব সৌভাগ্যশালী হন। উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী মানব সন্তানবান্ এবং হস্তা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী মানব অতীব ফলভাগী হন। ৬

চিত্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ দানকারী পুরুষ বহু ধনবান্ পুত্র লাভ করেন। স্বাতীনক্ষত্রের যোগে পিতৃগণের পূজা করিলে মানব বাণিজ্যের দ্বারা জীবনির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ৭

বিশাখানক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী মানব যদি পুত্র কামনা করেন, তবে তিনি বহু পুত্র লাভ করিয়া থাকেন। অনুরাধানক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী মানব নক্ষত্রে রাজচক্রের দান হন। ৮

কৃতফলশ্রেষ্ঠ! জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ঔত্তরাসব্যয় পূর্ব্বক পিণ্ডদানকারী মানব সদ্গতিশালী হন এবং প্রকৃত শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ৯

মূল নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আরোগ্যপ্রাপ্তি হয় এবং পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে উত্তম যশ লাভ হয়। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে পিতৃদেবতাকারী মানব শ্রেষ্ঠপুত্র হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন। ১০

শ্রবিষ্ঠিনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে মানব বৈষ্ণবিযবক সিদ্ধিলাভ করেন। শ্রবণানক্ষত্রে শ্রাদ্ধে দানকারী মানব মৃত্যুর পর সদ্গতি প্রাপ্ত হন। ১১

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী মানব নিয়তভাবে রাজ্যকামী হন। বারুণ-নক্ষত্রে—শতভিষার শ্রাদ্ধ করিলে পুরুষ বৈষ্ণবিযবক সিদ্ধি লাভ করেন। ১২

পূর্ব্বভাদ্রপদায় শ্রাদ্ধকারী মানব বহু ধনের অধিপতি হন এবং উত্তরাভাদ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে মানব সহস্র সহস্র গো লাভ করেন। ১৩

বহুদুগ্ধকৃতা বিত্তং বিদ্যতে রেবতীঃ স্ত্রিতঃ
অধিনীহ্বান বিদ্যেত তত্তরীয়াদুকুত্তমম্ ॥ ১৪
ইমং শ্রাদ্ধবিধিং শ্রুত্বা নরশ্চিরমৃতব্রতোরো।
ভক্তেনেনাভয়চ্চাপি মহীং সোঽনুশশাস হ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি শ্রাদ্ধকল্পে
একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯

শ্রাদ্ধে রেবতীকে আহরণকারী (অর্থাৎ রেবতীতে শ্রাদ্ধকারী) পুরুষ সর্ব্বদোষা গাভীর অন্ত নরকপ্রাপ্ত হন। অশ্বিনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহু অন্ন এবং তরণীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে উত্তম ধান্য লাভ হয় ॥ ১৪

এই শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করিয়া রাজা নরশ্রেষ্ঠ দেউভাবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বিনা ক্লেশে পৃথিবীকে জয় করেন এবং তাহার শাসন করেন ॥ ১৫

নীলকণ্ঠী বৈয়াসিকপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে শ্রাদ্ধকল্পবিষয়ক একোননবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণানাং পরীক্ষা, পঙ্‌ক্তিদূষকানাং পঙ্‌ক্তিপাবনানাঞ্চ বিপ্রাণাং বর্ণনম্, শ্রাদ্ধে লক্ষ-মূর্খ-ব্রাহ্মণেভ্যো ভোজনদানাৎ কৃৎস্নে বেদজ্ঞায় ব্রাহ্মণায় ভোজনদানস্য শ্রেষ্ঠপ্রতিপাদনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কীদৃশেভ্যঃ প্রদাতব্যা ভবেচ্ছ্রাদ্ধং পিতামহ
দ্বিজেভ্যঃ কুরুশার্দূল তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥১

ভীষ্ম উবাচ

ব্রাহ্মণান্ স পরীক্ষেত ক্ষত্রিয়ো দানধর্ম্মবিৎ।
দৈবে কর্ম্মণি পিত্র্যে তু তদাহুঃ পরীক্ষণম্ ॥ ২
দেবতাঃ পূজয়ন্ত্যগ্নৌ হৈবৈনেবেহ তেজসা
উপেক্ষা তত্রাদ্ধ তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো দাতুরেব হি ॥ ৩

শ্রাদ্ধে তথ মহারাজ পরীক্ষেত্ত ব্রাহ্মণান্ বুধঃ
কুল-শীল-বয়োরূপৈর্বিদ্যয়াভিজনেন চ ॥ ৪
তেষামন্তে পঙ্‌ক্তিদূষাস্তথান্তে পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ
অপাঙ্‌ক্তেয়াস্তু যে রাজন্ কীর্ত্তয়িষ্যামি তান্ শৃণু ॥৫
কিতবো জ্ঞানহা যক্ষ্মী পশুপালো নিরাকৃতিঃ।
গ্রামপ্রেষ্যো বার্দুষিকো গায়নঃ সর্ব্ববিক্রয়ী ॥ ৬
অগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সামুদ্রিকো রাজভৃত্যস্তৈলিকঃ কূটকারকঃ ॥ ৭

নবতিতম অধ্যায়।

[শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা, পঙ্‌ক্তিদূষক ও পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণের বর্ণনা, শ্রাদ্ধে লক্ষ মূর্খ ব্রাহ্মণ হোজন দান অপেক্ষা এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন দানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধের দান (অর্থাৎ নিমন্ত্রণ) দেওয়া উচিত? কৃপাপূর্ব্বক ইহা আপনি আমার নিকট স্পষ্ট করিয়া বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! দান-ধর্ম্মবিদ্‌ ক্ষত্রিয়ের দৈবকর্ম্মে (যাগ-যজ্ঞাদিতে) ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করা উচিত নয়, কিন্তু পিতৃকর্ম্মে (শ্রাদ্ধে) তাঁহার পরীক্ষা করা বলিয়া মহাজনগণ বলেন ॥ ২

দেবতাগণ নিজেদের তেজদ্বারাই এই জগতে ব্রাহ্মণগণের পূজা (সম্মান) করেন অতএব দেবতাগণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগের নিকট যাইয়া যাহারা তাঁহাদিগকে দানাদি দান করিবেন ॥৩

যজ্ঞরাজ! কিন্তু শ্রাদ্ধের সময় বিদ্বান্ পুরুষ কুল, শীল (উত্তম আচরণ), বয়স, রূপ, বিদ্যা ও পূর্ব্বপুরুষের বিদ্যাসম্বন্ধীয় দ্বারা ব্রাহ্মণের পরীক্ষা অবশ্য করিবেন ॥ ৪

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কিছু ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিদূষক এবং কিছু পঙ্‌ক্তিপাবন হন। রাজন্! আমি প্রথমে পঙ্‌ক্তিদূষক ব্রাহ্মণদিগের বর্ণনা করিব, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৫

কিতব (দ্যূত, পাশাক্রীড়াকারী), গর্ভস্রাবকারী, রাজযক্ষ্মারোগে আক্রান্ত, পশুপালনকারী, নিরাকৃতি (বেদাধ্যয়নপরিত্যাগী), গ্রামের সকল ব্যাপারেই কার্য্যকারী (গ্রামপ্রেষ্য), সুদগ্রহীতা, গানোপজীবি, নর্ত্তকপ্রভৃতি বস্তুবিক্রয়কারী, অগ্নিতে ঘৃতে বিক্রয়কারী, বিষদাতা, ধাতুবিকৃত পত্তিতে অন্ত পত্তির দ্বারা উৎপাদিত সুবর্ণের দ্বারে ভোজনকারী, সোমরসবিক্রয়ী, সামুদ্রিক বিদ্যার (হস্ত রেখা) দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী, রাজার ভৃত্য,

পিত্রা বিবদমানস্তু যস্য চোপপতির্গৃহে
অতিপত্যস্য তেন: শিল্পং যচ্চোপজীবতি । ৮
পর্বকারস্তু সূচী চ মিত্রদ্রুক্ পারদারিক: ।
অন্নদাবানূপাধ্যায়: কাণ্ডপৃষ্ঠস্তথৈব চ । ৯
বক্তিশ্চ যঃ পরিক্রামেদ্ যঃ শুনা দষ্ট এব চ ।
পরিবিত্তিশ্চ বন্ধ্ শ্যাদ্ ভ্রাতৃব্যা গুরুতল্পগঃ । ১০
কুশীলবো দেবলকো নক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি
ঈদৃশৈরপি যাচৈর্দুষ্কৃতপাঙ্ক্তেয়মুচ্যতে । ১১
রক্ষাংসি গচ্ছন্তে হব্যামিত্যাহুর্ব্রহ্মবাদিন:
শ্রাদ্ধং ভুঙ্ক্ত্বা হরীতঞ্চ বৃষলীত্বমশ্নুতে ধ্রুবং । ১২
পুত্রীয়ে তস্য তে মাংসং পিতরস্তস্য লেরতে ।
সোমবিক্রয়িণে বিদ্বা ভিষজে পূয়শোণিতম্ । ১৩
নষ্টীর দেবলকে দত্তমপ্রতিষ্ঠিতং বার্ধুষে
বস্তু বাণিজকে দত্তং নেহ নামুত্র তদ্ ভবেৎ । ১৪

তন্তুবায় ইতি যথা তথা পৌল্কস এব চ
যে চ বৃষলযাজেষু চাত্রিত্রাপগতেষু চ ।
যথা কথা প্রবদন্তি তেষাং তৎ প্রেত্যানন্ততি । ১৫
জ্ঞানপূর্বা তু যে তেষাং প্রবক্ষ্যন্ত্যনুবৃত্তয়:
পূতীষা ভুঞ্জতে তেষাং পিতর: প্রেত্য কিল্বিষং । ১৬
এতান্নিত্যান্ বিজানীয়াদশ্নতঃ ক্ষেত্রান বিজাধমান্ ।
যূতাধ্যায়ূপদেশেন যে কুর্বন্ত্যাত্মভেষজং । ১৭
যদ্ধি কাংশ্চন সন্তঃ যদ্ধ: পিত্রো যাবৎ প্রসন্নাস্তে
পঙ্ক্ত্যাং সমুপবিষ্টায়াং তাবদ্ দুষয়তে নৃণ । ১৮
যস্য দেষ্টি পিতা ভুঙ্ক্তে যস্য ভুঙ্ক্তে মাতামহ:
সোপানৎকস্তু যস্য ভুঙ্ক্তে সর্ব বিদ্যাৎ তদাসুরম্ । ১৯
অসূয়তা চ যদ্ দত্তং যচ্চ শ্রদ্ধাবিবর্জিতম্
সর্বং তদসুরেন্দ্রায় প্রভা ভাগমকল্পয়ৎ । ১০

ভৈষবিক্রয়কারী, কুটকারক (মিথ্যা ঔষধোপকারী), পিতার সহিত বিবাদকারী,ধাত্রীর গৃহে উপপতি উপস্থিত আছে, তদ্রূপ ব্যক্তির ভোজ্য, শিল্পজীবী, বহুজনযাজী, পশু, বিদ্রূপকারী, পরস্ত্রীলম্পট, ব্রতহীন বহুজনগণের অধ্যাপক, অন্নদানকারী অথচ জীবিকা অর্জনকারী, কুসুম্ভের সহিত পরিবর্তনকারী, কুকুরকর্তৃক দষ্ট, যাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এরূপ অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, চর্মরোগী, গুরুতল্পগামী, নটের কার্যকারী, দেবমন্দিরে পূজা করিয়া জীবিকা অর্জনকারী এবং নক্ষত্রসকলের ফল বলিয়া জীবনযাপনকারী—এই সব ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তির বাহিরে রাখিবার যোগ্য। দুর্ভিক্ষে এতাদৃশ পঙ্‌ক্তিদূষক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কৃত দরিদ্র ব্রাহ্মণেরা প্রাপ্ত হয়, ইহা ব্রহ্মবাদী পুরুষগণ বলেন। ৩-১১½

যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া সেইদিনই বেদ পাঠ করেন এবং যে ব্রাহ্মণ শূদ্রা স্ত্রীর সহিত সহাবস্থান করেন, তাঁহার পিতৃগণ সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস পর্যন্ত বিষ্ঠার ন্যায় ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ১২½

সোমরস বিক্রয়কারীকে যে শ্রাদ্ধের অন্ন দেওয়া হয়, তাহা পিতৃগণের পক্ষে বিষ্ঠাতুল্য হইয়া যায়। শ্রাদ্ধে বৈদ্যকে প্রদত্ত অন্ন পূয় ও শোণিতসদৃশ পিতৃগণের পক্ষে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। দেবমন্দিরে পূজা করিয়া জীবিকা অর্জনকারীকে প্রদত্ত শ্রাদ্ধের দান নষ্ট হইয়া যায়—তাহার কোনও ফল হয় না। সুদখোরকে প্রদত্ত অন্ন অধিক হইয়া থাকে। বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বনকারীকে

শ্রাদ্ধে প্রদত্ত অন্নের দান না ইহলোকে না পরলোকে। ১৩-১৪

এক পঙ্‌ক্তিতে ত্যাগ করিয়া অন্য পঙ্‌ক্তিবদলকারীর ইষ্ট পূর্তকে প্রদত্ত শ্রাদ্ধের অন্ন তন্তুবায়কে বপনকারক ক্ষুরের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যায় যে বাহ্মণ বর্ষাকীল ও চরিত্রহীন দ্বিজকে হব্য-কব্য দান করে তাহার সেই দান পরলোকে নষ্ট হইয়া যায়। ১৫

যে মূর্খ ব্রাহ্মণ জানিয়া শুনিয়া এরূপ পঙ্‌ক্তিদূষক ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধের অন্নদান করে, তাহার পিতৃগণ পরলোকে নিশ্চয় তাহার বিষ্ঠা ভোজন করেন। ১৬

এই সব ব্রাহ্মণগণকে পঙ্‌ক্তির বাহিরে রাখিবার কথা বলিয়া জানিতে হইবে। যে মূঢ় ব্রাহ্মণগণ শূদ্রশিষ্যকে বেদের উপদেশ করে, তাহারাও অপাঙ্‌ক্তেয়। ১৭

রাজন্! কাণ অর্থাৎ অন্ধ পুরুষ পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া যাই ব্রাহ্মণকে দূষিত করে যে নপুংসক, যে এক পক্ষ ব্রাহ্মণকে অপদস্থ করে এবং যে শ্বেতরোগাক্রান্ত, সেই ব্যক্তি পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া যা লোককে দেখিবে, তাহাতে সকলকেই দূষিত করিয়া দেয়।

যে মনুষ্য পাগড়ী বাঁধিয়া বা টুপী রাখিয়া ভোজন করে, যে দক্ষিণ দিকে মুখ রাখিয়া ভোজন করে এবং যে জুতা পরিয়া ভোজন করে, ইহাদিগকে এই সব ভোজনকেই আসুর ভোজন বলিয়া জানিবে। ১৯

যে ব্যক্তি ঈর্ষাবশতই রাখিয়া দান করে এবং শ্রদ্ধাহীন হইয়া

স্নানন্ত পঙ্‌ক্তিদূষান্ত নাবেক্ষেরন্ কথঞ্চন
তস্মাৎ পরিস্তৃতে স্থানে বিলাস্তাবেক্ষণীয়তে ॥ ২১

ভিন্নৈবিস্রবিহীনো শ্রাদ্ধং কৃত্বা ক্রোধবশেন চ
যাদুধানাঃ পিশাচাশ্চ বিঘ্নলুপ্তন্তি তদ্বিধিঃ ॥ ২২

অপাঙ্‌ক্তেয়া যাবতঃ পাঙ্‌ক্তান্ দৃষ্ট্বানানুপস্তুতি
তাবৎফলান্ প্রলভতি দাতারং তস্য বান্ধবান্ ॥ ২৩

ইমে তু ভারতশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞেয়া পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
যে দৃষ্টমাত্রান্ প্রবক্ষ্যামি পরীক্ষ্যেহ তান্ নিবোধ ॥ ২৪

বিদ্যাবেদব্রতস্নাতা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব এব হি।
সদাচারপরাস্তেষ বিজ্ঞেয়াঃ সর্বপাবনাঃ ॥ ২৫

পাঙ্‌ক্তেয়াংস্তু প্রবক্ষ্যামি জ্ঞেয়াস্তে পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
ত্রিষাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ ॥ ২৬

ব্রহ্মদেয়ানুসন্তানজ্যেষ্ঠসাম্নো জ্যৌষসগঃ।
মাতাপিত্রোর্যস্তু বশ্যঃ শ্রোত্রিয়ো দশপূরুষঃ ॥ ২৭

অনূচানাদিগামী চ ধর্মপত্নীষু যঃ সদা।
বেদবিস্ত্রিব্রতস্নাতো বিপ্রঃ পঙ্‌ক্তিঃ পুনাত্যুত ॥ ২৮

অথর্বশিরসোঽধ্যেতা ব্রহ্মচারী যতব্রতঃ
সত্যবাদী ধর্মশীলঃ ঋতধর্মনিবদ্ধকঃ সঃ ॥ ২৯

যে চ পূণ্যেষু তীর্থেষু অভিষেকপ্লবাঃ।
মখেষু চ সমাপ্তেষু ভবন্ত্যবভৃথপ্লুতাঃ ॥ ৩০

অক্রোধনা জ্ঞপলাঃ ক্ষান্তা দান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
সর্বভূতহিতা যে চ ব্রাহ্মণ্যে তান্ নিবোধত ॥ ৩১

এতেষু যদ্ভবেদন্নমমৃতত্বায় তদ্ভবেৎ
ইমে পরে মহাভাগা বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥ ৩২

যে দান করে, তাহার সমস্ত দানই ব্রহ্মা অনুমোদন করিয়া তাহা বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ২০

কৃষ্ণ ও পঙ্‌ক্তিদূষক ব্রাহ্মণগণ যাহাতে কোনরূপেও দেখিতে না পায়, সেইজন্য চারিদিক আবৃত স্থানে শ্রাদ্ধের দান করিবে এবং সর্বত্র ছিন্ন কুশ রাখিয়া দিবে। ২১

যে শ্রাদ্ধ ভিন্নহীন হইয়া অসম্পূর্ণ হয় অথবা যে শ্রাদ্ধ ক্রোধবশতঃ সম্পন্ন হয়, সেই শ্রাদ্ধের হবিষ্যকে যাদুধান (রাক্ষস) ও পিশাচেরা লুপ্ত করিয়া দেয়। ২২

পঙ্‌ক্তিদূষক পুরুষ পঙ্‌ক্তিতে ভোজনকারী যত ব্রাহ্মণকে দেখিবে, সেই দুর্বৃদ্ধি লোককে তত ব্রাহ্মণকে দানজনিত ফল হইতে বঞ্চিত করিবে। ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! এখন আমি যাহাদের বর্ণনা করিব, তাহাদের সকলকে পঙ্‌ক্তিপাবন বলিয়া জানিবে। ইহাদের বর্ণনা আমি ঐক্যমত করিব যে, তুমি শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিতে পারিবে। ২৪

বিদ্যা ও বেদব্রতে স্নাতক (যাঁহারা মুখে প্রত্যাবৃত) সমস্ত ব্রাহ্মণই যদি সাধারণে বিদ্বান থাকেন, তবে তাঁহাদিগকে সর্বপাবন বলিয়া জানিতে হইবে। ২৫

এখন আমি পাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণগণের বর্ণনা করিব। ইহাদিগকেই পঙ্‌ক্তিপাবন বলিয়া জানিবে। যিনি ত্রিণাচিকেত নামক যজ্ঞসকল সম্পন্ন করেন, পার্শ্বস্থাগ্নি পঞ্চ অগ্নির উপাসনাকারী, ত্রিসুপর্ণনামক (ত্রিসুপর্ণবিদ্যাতি) মন্ত্রসমূহ পাঠ করেন এবং ষড়ঙ্গবেদ মাত্র ইত্যাদি বৈদিকীয় প্রসিদ্ধ শিক্ষাদি বড়ঙ্গে অভিজ্ঞ, ইঁহারা সকলেই পঙ্‌ক্তিপাবন। ২৬

যিনি পরম্পরাক্রমে ব্রাহ্মণ বেদ ও সত্য বিদ্যার জ্ঞাতা অথবা উপদেষ্টা, যিনি বেদের ছান্দোগ শাখার বিদ্বান্, যিনি জ্যেষ্ঠ সামমন্ত্রের গায়ক, যিনি মাতা পিতার বশীভূত এবং যিনি দশ পুরুষ হইতে শ্রোত্রিয় (বেদপাঠী), ইঁহারাও পঙ্‌ক্তিপাবন। ২৭

যিনি নিজের ধর্মপত্নীর সহিত সদা ঋতুকালেই সহবাস করেন, বেদ ও বিদ্যার স্নাতক হইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিকে পবিত্র করেন। ২৮

যিনি অথর্ব বেদের জ্ঞাতা, ব্রহ্মচারী, নিয়মপূর্বক ব্রতপালনকারী, সত্যবাদী, ধর্মপরায়ণ এবং নিজের কর্তব্য কর্মে তৎপর, এরূপ ব্রাহ্মণও পঙ্‌ক্তিপাবন। ২৯

যাঁহারা পুণ্য তীর্থসমূহে স্নান করিবার জন্য পরিক্রমা করিয়াছেন, বেদযজ্ঞসমূহের উচ্চারণ পূর্বক অনেক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত যাঁহারা অবভৃথ স্নান করিয়াছেন, যাঁহারা ক্রোধহীন, চপলতারহিত, ক্ষমাশীল, মনকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ, জিতেন্দ্রিয় ও সমস্ত প্রাণিগণের হিতৈষী, এই সব ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে। ৩০-৩১

কারণ, ইঁহারা সকলেই পঙ্‌ক্তিপাবন; সুতরাং ইঁহাদিগকে প্রদত্ত দান অক্ষয় হয়। ইঁহারা ব্যতীত আরও মহাসৌভাগ্যশালী যত পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগকে এইভাবে জানিতে হইবে— ॥ ৩২

যজ্ঞরো যোক্তবরজ্ঞা যোগ্যাঃ শুচিব্রতত্বাঃ।
(পঞ্চরাত্রবিদো বুধ্যাস্তথা ভাগবতাঃ পরে।
বৈখানসাঃ কুলজ্যেষ্ঠা বৈদিকাচারচারিণঃ।)

যে চেতিহাসং শ্রবতাঃ শ্রাবয়ন্তি দ্বিজোত্তমান্। ৩৩
যে চ ভাষ্যবিদঃ কেচিদ্ যে চ ব্যাকরণে রতাঃ
অধীয়তে পুরাণং যে ধর্মশাস্ত্রাণ্যথাপি চ। ৩৪
অধীত্য চ যথান্যায়ং বিধিবৎ তত্ত্ব কারিণঃ।
উপপন্নো গুরুকুলে সত্যবাদী সমহিতঃ। ৩৫
অগ্র্যাঃ সর্বেষু বেদেষু সর্বপ্রবচনেষু চ
যাবদেতে প্রপদ্যন্তি পঙ্‌ক্ত্যাস্তাবৎ পুনস্ত্বয়া। ৩৬
ততো যে পাবনাঃ পঙ্‌ক্ত্যাঃ পঙ্‌ক্তিপাবন উচ্যতে।
শ্রোত্রিয়ার্থকৃতীয়াচ্চ পাবয়েদেক এব যি। ৩৭
ব্রহ্মদেয়ানুসন্তান ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ
অনুদ্বিগ্নমুপাধ্যায়ঃ স বৈ গচ্ছতি ব্রহ্মতাং। ৩৮
ঋদ্ধিগৃদ্ধিতমুদ্ধাত্তঃ পঙ্‌ক্ত্যা হরতি দুষ্কৃতম্
অথ চেদ্ বেদবিৎ সর্বৈঃ পঙ্‌ক্তিদোষৈর্বিবর্জিতঃ। ৩৯

যাঁহারা যোক্তব্যে অভিজ্ঞ সংযমী এবং উত্তমব্রতে ব্রতচরণকারী যোগী, পাঞ্চরাত্র আগমে বিশেষজ্ঞ জ্ঞেষ্ঠ পুরুষ, পরম ভাগবত, যাজনাদি কর্মপালনকারী, বংশে জ্ঞেষ্ঠ এবং বৈদিক আচারসম্পন্নের অনুষ্ঠানকারী, যাঁহারা মনকে সংযত রাখিয়া জ্ঞেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ইতিহাস শ্রবণ করান, যাঁহারা মহাভাষ্য ও ব্যাকরণে বিদ্বান্, যাঁহারা পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র ভালরূপে অধ্যয়ন করিয়া তাহাদের আজ্ঞানুসারে স্থিরবৎ আচরণ করেন, যাঁহারা বিধিমত সময় পর্যন্ত গুরুকুলে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করেন, যাঁহারা সত্যবাদী সংযত পরীক্ষায় সত্যবাদী বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন এবং যাঁহারা চারিবেদের পঠন-পাঠনে অগ্রগণ্য, এরূপ ব্রাহ্মণগণ পঙ্‌ক্তির যতদূর পর্যন্ত বেষ্টিত পান, ততদূর পর্যন্ত পঙ্‌ক্তিতে উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগকে পবিত্র করিয়া দেন। ৩৩-৩৯

পঙ্‌ক্তিকে পবিত্র করেন বলিয়া ইঁহাদিগকে পঙ্‌ক্তিপাবন বলা হয়। বেদজ্ঞ পুরুষগণ ইহা মনে করেন যে, বেদের বিদ্যালাভ ও ব্রতজ্ঞানী পুরুষদের মধ্যে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ একাকীই সাত কি কোন পঙ্‌ক্তি স্থান পবিত্র করিয়া থাকেন। ৩৭½

যিনি ঋত্বিক্ বা অধ্যাপক নন, তিনিও যদি ঋত্বিক্‌গণের অনুমতি লইয়া শ্রাদ্ধে অগ্র্যাসন গ্রহণ করেন, তবে তিনিও পঙ্‌ক্তির দোষ হরণ করিয়া থাকেন। ৩৮½

ন চ স্যাৎ পণ্ডিতো রাজন্ পঙ্‌ক্তিপাবন এব সঃ
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন পরীক্ষ্যাশ্রয়েদ্ দ্বিজান্। ৪০
বহ্বৃচনিরতানন্তান্ কুলে জাতান্ বহুশ্রুতান্
তস্য মিত্রপ্রধানানি শ্রাদ্ধানি হ হবীংষি চ। ৪১
ন প্রীণন্তি পিতৃন্ দেবান্ ঋষীংশ্চ ন স গচ্ছতি
যস্য শ্রাদ্ধে কৃতে সঙ্গতানি
ন দেববাদেন পথা স যাতি
স বৈ মূঢ়ঃ পিতৃণাং যদ্ধনায় বা
ঋগ্যাজ্ঞোক্ত্যবতে শ্রাদ্ধমিত্রঃ। ৪২
তস্মাদ্বিত্রং শ্রাদ্ধকৃদ্ভ্রাত্রিয়েত
দত্তাত্রিত্রেভ্যঃ সংপ্রদাতা বনানি
বসন্তস্তে বৈব শত্রুং ন মিত্রং
তং যযাত্যাদ্য ভোজয়েদ্ধব্য-কব্যো। ৪৩
যথোদরে বীজমূপ্তং ন রোহে—
ন চাবপ্তা প্রাপ্নুয়াদ্ বীজতাগম
এবং শ্রাদ্ধে ভুক্তমনর্হমাপৈ—
র্ন চেহ নামুত্র ফলং লভতে। ৪৪

রাজন্! যদি কোনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সর্বপ্রকার পঙ্‌ক্তিদোষ রহিত হন এবং পণ্ডিত না হন, তবে তিনিও পঙ্‌ক্তিপাবন (৩৮½ শ্লোকোক্ত) হইতে পারেন। অতএব সকল দিক বিবেচনা করিয়া শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে। যাঁহারা ঋক্ (ব্রাহ্মণোচিত কর্ম) নিরত, ঋণী ও বহুশ্রুত বিদ্বান হইবেন। ৪০½

যাহার শ্রাদ্ধের ভোজনে মিত্রগণের প্রাধান্য থাকে, তাহার সেই শ্রাদ্ধ ও হবিষ্য পিতৃগণ ও দেবতাগণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না এবং শ্রাদ্ধকর্তা পুরুষও স্বর্গে গমন করে না। ৪১½

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ভোজন দান করত নিজের তাহা জ্ঞাপন করে সেই ব্যক্তির বৃদ্ধির পর দেবতার্থে গমন করিতে পারে না যেরূপ অধঃবৃক্ষের ফল বৃন্ত হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয়, সেইরূপ শ্রাদ্ধে নিজের তাহা জ্ঞাপনকারী ব্যক্তি স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়। ৪২

সেইজন্য শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি শ্রাদ্ধে নিজকে নিমন্ত্রণ করিবে না। নিমন্ত্রণের সময়ের পর তাঁহাদিগকে স্মরণ করিবে যাহাকে শত্রু বলিয়া মনে না হইবে এবং মিত্র বলিয়াও মনে হইবে, এরূপ যথার্থ ব্যক্তিকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। ৪৩

যেরূপ উষর ভূমিতে (তার মৃত্তিকায়) রোপিত বী

ব্রাহ্মণো জনয়ীরানড়ুবাগ্রিরিব পাদ্যতি
তস্মৈ শ্রাদ্ধানি দাতব্যা নহি তস্যাস্তি দুষ্কৃতম্ । ৪৫
সন্তোজনী নাম পিশাচ-দক্ষিণা
সা বৈ দেবান্ ন পিতৃন্নপৈতি
ইহৈব সা প্রয়াতি হীনপুণ্যা
পাপাত্মানং গৌরিব নষ্টবৎসা ।৪৬
যথাহো শাকে ঘৃতমাদ্রবোতি
তস্মৈ দেবান্ ন পিতৃন্নপৈতি ।
তথা দত্তা নডুনে গায়নে চ
যাং চাদ্রবে দক্ষিণামাদ্রবোতি । ৪৭
উতো দিবস্তি ন দুষ্কৃতং তৈষা
যা চাদ্রবে দক্ষিণা দীয়তে বৈ ।
আষাড়িনী গর্হিতৈষা পতন্তী
তস্যাং প্রেতান্ পাতয়েদ্ দেবযানাংশ্চ ৪৮
অবীরাঃ সন্যচে নিত্যা যে চরন্তি মূর্ধিতিং
নিশ্চিতাঃ সর্বধর্মজ্ঞাস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ । ৪৯
অধ্যায়নিষ্ঠা অবরো জ্ঞাননিষ্ঠাস্তথৈব চ
তপোনিষ্ঠাশ্চ বোদ্ধব্যাঃ কর্মনিষ্ঠাস্তথা ভরত । ৫০
কথ্যানি জ্ঞাননিষ্ঠেভ্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্যানি ভারত ।
তস্মৈ যে ব্রাহ্মণান্ কেচিদ্ নিমন্ত্রন্তি যি তে নরাঃ । ৫১
যে তু নিমন্ত্রিতা ভক্ষেষু ন তান্ শ্রাদ্ধেষু ভোজয়েৎ ।
ব্রাহ্মণা নিন্দিতা রাজন্ রক্ষাংস্যেতানুকূলতা কুলম্ । ৫২
বৈখানসানামাং যচনমুষীণাং শ্রূয়তে নৃপ
মুরারেশ্চ পরীক্ষেত ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্ । ৫৩
প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যস্তেষাং তু শ্রাদ্ধমাবপেৎ
যঃ সহস্রং সহস্রাণাং ভোজয়েদ্বৃত্তবান্ নরঃ ।
একস্তান্মুবিং প্রীত: সর্বানর্হতি ভারত । ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শ্রাদ্ধকল্পে
নবত্রিতমোঽধ্যায়: । ৯০

উদ্দেশ করা এবং রোপণকালীন উদ্দেশে কোন ফল লাভও হয় না, সেইরূপ অযোগ্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কৃত শ্রাদ্ধের অন্ন না ইহলোকে কোনও লাভদায়ক হয় ও পরলোকেও উহা কোন ফলদান করিতে পারে না । ৪৪

যেরূপ স্থলে প্রজ্বলিত অগ্নি নিজেই নিভিয়া যায়, সেইরূপ স্বাধ্যায়হীন ব্রাহ্মণ ভোজনোদ্দেশে গমন করিলে, অতএব তাহাকে শ্রাদ্ধের দান দেওয়া উচিত নয়, কারণ, কেহ তাহার মধ্যে আহুতি দেয় না । ৪৫

যে যাজ্ঞিক পরস্পরের গৃহে শ্রাদ্ধে ভোজন করত পরস্পর দক্ষিণা গ্রহণ করে ও দান করে, তাহাদের সেই দান দক্ষিণা পিশাচ-দক্ষিণা বলিয়া কথিত হয় । তাহা দেবতাগণ পান না এবং পিতৃগণও পান না । যাহার বৎস নিহত হইয়াছে, এরূপ পুত্রহীনা গাভী যেরূপ দুঃখিতা হইয়া গোশালায় গমন করে, সেইরূপ পরস্পর পরস্পরকে প্রদত্ত এবং গৃহীত দক্ষিণা এই লোকেই বাধিয়া যায়, উহা পিতৃলোকে যায় না । ৪৬

আর নিন্দিতা যাহাকে পর যে মৃতের জোষ করা হয়, তাহা যেরূপ দেবতাগণ পান না এবং পিতৃগণও পান না, সেইরূপ নৃত্যকারী, গায়ক ও বিদ্যাহীন অপাত্র ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত দানও নিষ্ফল হইয়া যায় । অপাত্র ব্যক্তিকে দত্ত দক্ষিণা তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে না এবং গ্রহীতাকেও তৃপ্ত করে না ; বরং উভয়কেই নাশ করিয়া দেয় । ইহাই নহে, সেই বিদ্যাশূন্যগর্হিতা নিন্দিতা দক্ষিণা দাতার পিতৃগণকে দেবযান মার্গ হইতে পাতিত করে । ৪৭-৪৮

মূর্ধিতিং । যাঁহারা সন্যচে অর্থাৎ অধিগন্তব্য বস্তুপথে বিচরণ করেন, যাঁহাদের বুদ্ধি এক নিশ্চয়ে স্থির হইয়াছে এবং সমস্ত ধর্ম জানেন, তাঁহারিগকেই দেবতাগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন । ৪৯

ভারত ! অধি-মুনিগণের মধ্যে তাঁহারিগকে স্বাধ্যায়নিষ্ঠ, তাঁহারিগকে জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহারিগকে তপোনিষ্ঠ এবং তাঁহারিগকে কর্মনিষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে । ৫০

ভরতসত্তম ! তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠ মহর্ষিগণকেই শ্রাদ্ধের অন্ন প্রতিষ্ঠাপিত করা উচিত । যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন না, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ । ৫১

রাজন ! যাহারা কথাবার্তা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করে, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান উচিত নয় । হে নৃপ ! বানপ্রস্থ ঋষিগণের এই বাক্য শুনা যায় যে, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিলে পর তাঁহারা নিন্দাকারীর তিন পুরুষকে নাশ করিয়া থাকেন । যেরূপ ব্রাহ্মণগণকে পূর্ব হইতেই পরীক্ষা করিতে হয় । ৫১-৫৩

ভারত ! যেরূপ ব্রাহ্মণ নিজের প্রিয় হউন বা অপ্রিয় হউন —তাহার কোন বিচার না করিয়াই তাঁহাকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে । যে ব্যক্তি বহু লক্ষ অপাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করান, তাহার পুত্রে সেই সব ব্রাহ্মণের পরিবর্তে একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজন করিবার অধিকারী হন অর্থাৎ লক্ষ মূর্খকে ভোজন করান অপেক্ষা একজন সৎপাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করান উত্তম । ৫৪

শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে শ্রাদ্ধকল্পবিষয়ক নবত্রিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শোকাতুরস্য নিমেঃ পুত্রার্থং পিণ্ডদানম্, নিমের্দেহোৎপত্তেরুপলক্ষণেনম্, বিদেহেষ্বনাথা আত্মা, শ্রাদ্ধে ত্যাজ্যবস্তুনাং বর্জনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ

কেন সন্তস্থিরে শ্রাদ্ধং কস্মিন্ কালে ভিষাত্তমম্
ভৃগুস্থিরসিকে কালে মুনিনা তত্তদেব বা ॥ ১
কানি শ্রাদ্ধানি বর্জ্যানি কানি মূল-ফলানি চ
যাস্তত্যাস্ত্ব কা বর্জ্যাস্তদ্বে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ

যথা শ্রাদ্ধং সম্প্রবৃত্তং যস্মিন্ কালে যথাত্মকম্।
যেন সন্তস্থিরে তত্র তত্মে শৃণু জনাধিপ ॥ ৩
আত্মভূবোঽত্রিঃ কৌরব্য পরমর্ষিঃ প্রজাপতিঃ।
তস্য বংশে মহারাজ দত্তাত্রেয় ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪
দত্তাত্রেয়স্য পুত্রোঽভূন্নিমিরিত্যেব তপোধনঃ।
নিমেস্ত্বপাভবৎ পুত্রঃ শ্রীমান্ শ্রীবান্ ইতি শ্রুতঃ ॥ ৫
পূর্ণে বর্ষসহস্রান্তে স কৃত্বা ভুবনত্রয়ম্।
কালধর্মপরীতাত্মা নিধনং সমুপাগতঃ ॥ ৬
নিমিস্তু কৃত্বা শৌচানি পিতৃবৃত্তেন কর্মণা।
সন্তাপসমহং তীব্রং পুত্রশোকসমুদ্ভবম্ ॥ ৭
অথ কুত্তোপহার্যাণি চতুর্দশ্যাং মহামতিঃ
তমেব গণয়ন্ শোকং বিবাহে প্রত্যবুধ্যত ॥ ৮
তস্যাসীৎ প্রতিবুদ্ধস্য শোকেন ব্যথিতাত্মনঃ।
মনঃ সংহৃত্য বিষয়ে বুদ্ধির্বিস্তারসাদিনী ॥ ৯
ততঃ সঙ্কিল্পয়ামাস শ্রাদ্ধকল্পং সমাহিতঃ।
যানি তস্যৈব তোজ্যানি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ১০
ঔক্ষাণি যানি চাত্রাণি যানি ক্ষৌদ্রেণ তস্য চ।
তানি সর্বাণি মনসা বিনিশ্চিত্য তপোধনঃ ॥ ১১
অমাবস্যাং মহাপ্রাজ্ঞো বিপ্রানানায্য পূজিতান্
দক্ষিণাবদ্ভিরাঃ সর্বা দূর্বা বহুগুণাকরোৎ ॥ ১২

একনবতিতম অধ্যায়।

[শোকাতুর নিমিকর্তৃক পুত্রের জন্য পিণ্ডদান এবং শ্রাদ্ধ বিষয়ে নিমিকে মহর্ষি অত্রির উপদেশ দান, বিদেহেশ্বরগণের নাম ও শ্রাদ্ধে ত্যাজ্য বস্তুসমূহের বর্ণন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! শ্রাদ্ধ কোন্ সময়ে প্রচলিত হইয়াছে? সর্ব্বপ্রথমে কোন্ মহর্ষি ইহার সন্ধান অর্থাৎ প্রচার করেন? শ্রাদ্ধের স্বরূপ কি? যদি কৃত ও অধিষ্ঠাতৃদেব সময়ে ইহার আরম্ভ হইয়া থাক, তবে কোন্ মুনি ইহার প্রচার করেন? শ্রাদ্ধে কোন্ কোন্ কর্ম, কোন্ কোন্ ফল-মূল এবং কোন্ কোন্ অন্ন ত্যাগ করিবার যোগ্য? ইহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যে সময়ে ও যে ভাবে শ্রাদ্ধের প্রচলন হইয়াছে, যাহা এই শ্রাদ্ধের স্বরূপ এবং সর্ব্বপ্রথমে যিনি ইহার সন্ধান অর্থাৎ প্রচার করেন, এই সমস্ত আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৩

কুরুনন্দন! মহারাজ! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা হইতে মহর্ষি অত্রির উৎপত্তি হয়। ইনি অত্রিবংশ প্রজাপালনী মহর্ষি ছিলেন। ইহার বংশে দত্তাত্রেয়ের আবির্ভাব হয় ॥ ৪

দত্তাত্রেয়ের পুত্র হইলেন—নিমি। ইনি অত্রিবংশ তপস্বী ছিলেন। নিমিরও এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম ছিল শ্রীমান্। ইনি অত্যন্ত ভাগ্যবান্ ছিলেন ॥ ৫

তিনি পূর্ণ এক হাজার বৎসর অতিবাহন করিয়া দেহে কালবশের অধীন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন ॥ ৬

তখন নিমি শাস্ত্রোক্ত কর্মের দ্বারা অশৌচ নিবারণ করত পুত্রশোকে নিমগ্ন হইয়া অত্যন্ত সন্তাপ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭

তদনন্তর মহামতি নিমি চতুর্দ্দশীর দিনে শ্রাদ্ধে লইবার যজ্ঞসমূহ সংগ্রহ করিয়া পুত্রশোকে তাঁহারই চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর। অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিবার জন্য শ্রাদ্ধঃকালে জাগরিত হইলেন ॥ ৮

শ্রাদ্ধঃকালে জাগরিত হইলে পর তাঁহার মন পুত্রশোকে ব্যথিত হইয়াই রহিল, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় বিস্তৃত ছিল তাহার দ্বারা তিনি মনকে শোক হইতে নিবৃত্ত করিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রাদ্ধের বিধিবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৯

তারপর শাস্ত্রে শ্রাদ্ধের জন্য যে সব মূল-ফলাদি ভোজ্য পদার্থ বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই সবের মধ্যে যে সব বস্তু তাঁহার পুত্রের প্রিয় ছিল, সেই সমস্ত মনে মনে স্থির করিয়া তপোধন নিমি সংগ্রহ করিলেন ॥ ১০-১১

তদনন্তর সেই মহামতি মুনি অমাবস্যায় দিন সাত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের পূজা করিলেন এবং তাঁহাদের জন্য পরমই প্রযত্নসহকারে দূর্ব্বিকা বৃক্ষের আসন নির্মাণ করত তাহার উপর সেই ব্রাহ্মণগণকে বসাইলেন ॥ ১২

সপ্ত বিপ্রাংস্ততো ভোজ্যৈ র্যূপপাৎ সমুপাচরৎ
অন্তে চ লবণং ভোজ্যং ভ্যামাকান্নং দধো প্রভুঃ ॥ ১৩
দক্ষিণাশ্চাস্ততো দত্তা বিপ্রেষ্বেষু নিবেশিতাঃ
পাদয়োস্তেন বিপ্রাণাং যে তুষমুপকল্পিতে ॥ ১৪
কৃত্বা চ দক্ষিণাগ্রান্ বৈ দর্ভান্ স প্রথমঃ শুচিঃ।
প্রদদৌ শ্রীমতঃ পিতৃন্ নামসোত্রমুদাহরন্ ॥ ১৫
তং কৃত্বা স মুনিশ্রেষ্ঠো যথাসত্রমবাপ্তবান্।
পশ্চাত্তাপেন মহতা তপাসানোঽভ্যচিন্তয়ৎ ॥ ১৬
অকৃত্বা মুনিভিঃ পূর্বং কিং মন্যেমমুদ্ভিতম্
কথং নু খাপেন ন মাং দহেদুর্ব্রাহ্মণা ইতি ॥ ১৭
ততঃ সঞ্চিন্তয়ামাস যৎকর্তব্যমাত্মনঃ
ব্যাভগ্নমাত্মনা চাত্রিরজগাম তপোবনং ॥ ১৮
অথাত্রিস্তং তথা দৃষ্ট্বা পুত্রশোকেন কর্ষিতম্
তৃণমাত্রাবশেষাম যঃপৃচ্ছিষ্টাভিরব্যয়ঃ ॥ ১৯
নিমে সঞ্চিন্তিতেঽয়ং পিতৃবজ্জগতপোবন

যা তে তনূ র্ভীঃ পূর্বমূর্ধ্বং যয়োঽয়ং ব্রহ্মণা বরম্ ॥২০
সোঽয়ং বরভৃথিবিদিতো বয়ং সত্রিভিস্তথা
অন্তে বরভৃথঃ কোঽন্যঃ ত্রাতেয়ঃ বিধিবান্নরেৎ ॥ ২১
অথাধ্যাস্যামি তে পুত্র ত্রাতেয়ং বিধিমুত্তমম্
বরভৃথিবিদা পুত্র তং কুরুষ নিবোধ মে ॥ ২২
কৃত্বাঽঽচমনং পূর্বং মন্ত্রপূর্বং তপোধন
ততোঽগ্নেরেব সোমায় বরুণায় চ নিত্যশঃ ॥ ২৩
বিশ্বেষেবাঙ্ক যে নিত্যা পিতৃভিঃ সহ গোচরাঃ।
তেভ্যঃ সত্রিভ্যো ভাগাঃ স্যুরেষ বরভৃথা ॥ ২৪
তেভ্যশ্চ দেব পৃথিবী নিবাপস্তেভ্য বায়িনী
বৈষ্ণবী কাশ্যপী চেতি তথৈবেতরতেতি চ ॥ ২৫
ঊর্জানন্নমে চৈব তেভ্যশ্চেয়ো বরুণো বিভুঃ
ততোঽগ্নিস্তৈশ্চ সোমশ্চ আপ্যায়্যাবিহ তেঽনঘ ॥ ২৬
দেবাস্তু পিতরো নাম নিমিক্তা যে বরভৃথা।
ঊর্জস্বা যে মহাভাগাস্তেভ্যাঃ ভাগঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ২৭

তপোধন নিমে! তুমি যে এই পিতৃকল্প কার্য্যটি, ইহাতে তীত হইও না। সর্বপ্রথমে স্বয়ং ব্রহ্মা এই কর্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। ১০

অতএব তুমি ব্রহ্মাকৃত প্রবর্তিত কর্মেরই এই অনুষ্ঠান করিয়াছ। ব্রহ্মা ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ এই শ্রাদ্ধবিধির উপদেশ করিতে পারেন? ২১

পুত্র! এখন আমি তোমার নিকট স্বয়ং ব্রহ্মাকৃত কথিত শ্রাদ্ধের উত্তম বিধি বর্ণনা করিব, ইহা তুমি শ্রবণ কর এবং শ্রবণ করিয়া সেই বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান কর। ২২

তপোধন! প্রথমে দেবতার উদ্দেশে পূর্বক আচমনক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া আর, সোম, বরুণ ও পিতৃদেবের সহিত নিত্য বিদ্যমান বিশ্বে দেবগণকে তাঁহাদের ভাগ অর্পণ কর। সাক্ষাৎ ব্রহ্মা ইঁহাদের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। ২৩-২৪

তদনন্তর শ্রাদ্ধের আধারভূতা পৃথিবীদেবীকে বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও অন্যান্য প্রভৃতি নামদ্বারা স্তুতি করিবে। ২৫

অনন্ত। শ্রাদ্ধের অন্ন জল আনিবার সময় ভগবান্ বরুণের ভাগ করিবে। ইহার পর তুমি অগ্নি ও সোমের তৃপ্তিসাধন করিবে। ২৬

ব্রহ্মাকৃত উৎপন্ন বিশ্বু দেবতা পিতৃগণ নামে প্রসিদ্ধ। সেই মহাভাগ পিতৃগণকে উপনাও বলা হয়। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বয়ং শ্রাদ্ধে ইঁহাদের ভাগ নিরূপ করিয়া দিয়াছেন। ২৭

তে ব্রাহ্মণাশ্চামানা বৈ বিমুচ্যন্তে চ দ্বিষিধাৎ
সলক্ষঃ পিতৃযজ্ঞশ্চ পূর্বদৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ১৮
বিশ্বে চাগ্নিমুখা দেবাঃ সাধ্যাস্তা পূর্বমেব তে
তেষাং নামানি বক্ষ্যামি ভাষ্যাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৯
বলা বৃদ্ধির্বিপাপ্মা চ পুণ্যকৃৎ পাবনস্তথা।
পাঙ্ক্তিস্তেজা সমুদ্রশ্চ দিবাসাদ্ভুতৈব চ ॥ ৫০
বিষধান্ ধীর্যবান্ ক্রীমান্ কীর্তিমান্ কৃত এব চ।
ভিত্তাত্মা মুনিধীরাশ্চ লীলুপোমঃ তথৈব চ ॥ ৫১
অনুকর্তা প্রতীতশ্চ প্রধাতাপাংশুমাংস্তথা
শৈলাভঃ পরমক্রোধী ধীরাত্মা কৃপতিস্তথা ॥ ৫২
প্রকৃতা বহ্নী বরী চৈব বিশ্বেদেবাঃ সনাতনাঃ।
বিদ্যাধর্তাঃ সোমবর্তাঃ পূর্বা শ্রীশ্চোত্ত নামতঃ ॥ ৫৩
সোমপঃ পূর্বসাধিত্রী দত্তাত্মা পুণ্ডরীকঃ
উশীনাভো নভোনশ্চ দিবাপূর্বীলিয়েব চ ॥ ৫৪
চমূভরঃ সুবেশশ্চ সোমাদিঃ শতরুষা তথঃ
ঋৈঃ ভর্তা কৃতির্দক্ষো ভুবনো দিবাকর্মকৃৎ ॥ ৫৫

গর্ষিতঃ পক্ষবীর্যাশ্চ আদিত্যো বসুধা বসুধা
সহস্রকৃৎ সোমবর্চাশ্চ বিশ্বকৃৎ কবিরেব চ ॥ ৫৬
অনুগোপ্তা সুগোপ্তা চ নপ্তা চৈব তথ চ
কীর্তিভাজে মহাত্মানঃ কালস্য গতিগোচরাঃ ॥ ৫৭
অজ্ঞাতেরানি যাতানি জোতয়ঃ পুলকাস্তথা।
হিংকুত্রবোমু শাস্তেষু পলাতৃ লঙ্ঘন তথা ॥ ৫৮
সৌভাগ্যঃ কোবিদাস্তথা গৃহমন্ত্রাস্তথা।
কৃষ্ণাওভাস্যাবৃত কৃষ্ণ লবণেষ চ ॥ ৫৯
গ্রামযাযাস্তথা সঙ্ঘ যচ্ছেতাপ্রোক্তিতঃ তথৈব
কৃতাভাজী বিভক্তৈব শীতপাকী তথৈব চ।
অনুযাত্রাস্তথা বর্ত্তা ঈর মৃত্যুস্তিথি চ ॥ ৬০
বর্ত্তয়েন্নিধনা সর্গ তথা অনুকূলানি চ
অবকৃতাবকৃতিঃ তথা ব্রাহ্মে চ বর্ত্তয়েৎ ॥ ৬১
নিবাপে তথাকল্পো যা গতিরূপ পুরুষম্
পিতৃতন্ত্র হি যেষাম্ যাস্তিনস্তি তত্তথা ॥ ৬২
কণ্ডাল-খলকে যাত্রী নিবাপে সমুপস্থিতে
কাযাবাযাঃ কৃষ্ণ যা পত্নিতো ব্রহ্মরাশি যা ॥ ৬৩

ব্রাহ্মে দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিলে পর ব্রাহ্মকর্তার পিতৃগণ পাপ হইতে উদ্ধার হইয়া যান পূজাকালে দ্বারা যে অধিষ্ঠাতাদি পিতৃগণকে ব্রাহ্মে অধিষ্ঠাতা করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা হইল সাত ॥ ১৮

বিশ্বেদেবগণের আলোচনা আমি পূর্বে করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্য হইতেছেন অগ্নি যজ্ঞে তাঁদ পাইবার অধিষ্ঠাতা সেই মহাত্মা গণের নাম বলিতেছি ॥ ১৯

বলা, বৃদ্ধি, বিপাপ্মা, পুণ্যকৃৎ, পাবন, পাঙ্ক্তিস্তেজা, সমুদ্র, দিব্যসাদ্ভুত, বিশ্বকৃৎ, ধীর্যবান্, ক্রীমান্, কীর্তিমান্, কৃত, ভিত্তাত্মা, মুনিধীরা, লীলুপোমা, তথৈব, অনুকর্তা, প্রতীত, প্রধাতা, অংশুবান্, শৈলাভ, পরমক্রোধী, ধীরাত্মা, কৃপতি, প্রকৃত, বহ্নী, বরী, বিশ্বেদেব, বিদ্যাধর্তা, সোমবর্তা, পূর্বাশ্রী, সোমপ, পূর্বা, সাধিত্রী, দত্তাত্মা, পুণ্ডরীকঃ, উশীনাভ, নভোনশ, বিবাপূ, সৌমি, চমূভরঃ, সুবেশ, যোগাদি, শতরুষ, তথ, ঋৈঃ, ভর্তা.কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্যকর্মকৃৎ, গর্ষিত, পক্ষবীর্য, আদিত্য, বসুধান্, সহস্রকৃৎ, সোমবর্চা, বিশ্বকৃৎ, কবি, অনুগোপ্তা, সুগোপ্তা, নপ্তা ও ঈশ্বর এইভাবে দেবাত্মক বিশ্বেদেবগণের নাম কথিত হইয়াছে। এই মহা-

ভারতম্ কালের সমর্থনীয় বিষয়ীভূত বর্ষিতা অভিহিত হয় ॥৩০-৩৭

এখন ব্রাহ্মে নিহিত অন্যান্য বস্তুসমূহের বর্ণনা করিতেছি। ভোজ্যদ্রব্য (অন্নের মধ্যে) যাহা ক্ষেত্রবর্ধক ও পুষ্টিকর—অন্নব্যঞ্জন বিদ্বজ্জনের ভোজন নিমিত্ত অন্যোন্যপ্রণালী দেবার্থসমূহের মধ্যে নিহিত প্রকৃতি এবং ব্রাহ্মসমূহের মধ্যে দেবাত্ম পৈতৃক), লক্ষ্ম, দক্ষিণা, কোবিদার (অর্জুন বা রক্তকাঞ্চন পুষ্প), গাত্রজ, কৃষ্ণাণ্ড (কৃষ্ণা) ও ভাস্যাবৃত লাউ), কাল লবণ, গ্রামযাত্র বরাহারণ্য, অপ্রোক্ষিত (সাধারণতঃ), কালজীরা, ধীর (চিটলবণ), শীতপাকী (খাওয়িদেব) যাত্রার অনুরূপ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ মূল এবং পুষ্পাদিকে ব্রাহ্ম—এই সব দ্রব্য ব্রাহ্মে বর্জনীয় ॥ ৩৮-৪০

সর্বপ্রকার লবণ, অনুকূল, কৃষ্ণ (হরিদ্রা) বা অন্যান্য দূষিত পদার্থসকলও ব্রাহ্মে বর্জন করিতে হয় ॥ ৪১

ব্রাহ্মবিষয়ক দ্বারা-করা মূলবর্ণ লেখনীতে নিহিত। এই সব ব্যক্তিকে বিশ্বেদেব ও পিতৃগণ আদর করেন না ॥ ৪২

পিতৃগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে পর সেই স্থান হইতে চাতাল ও খলসমূহকে অপসারিত করিতে হইবে দেহত্যা বহুধা

সন্তানী, কুলরোগী, পতিত, ব্রহ্মহত্যাকারী, বর্ণসঙ্কর ব্রাহ্মণ এবং বর্ণজ্ঞ কোন সন্তানী শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত হইলে পর পিতৃগণ তাহাদিগকে দেইস্থান হইতে সরাইয়া দিবেন ॥ ৪৩-৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শ্রাদ্ধতত্ত্বে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১

পুরাকালে নিজের শ্রাদ্ধকাল নিকটবর্তী জানিতে পারিয়া এই উপদেশ দিয়া তপোধন ভগবান্ অত্রি প্রজার নিকট সত্বর গমন করিলেন ॥ ৪৫

ঋষিবর বেদব্যাসপ্রণীত সত্যসারভূতা সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বাধ্যায়ের দানধর্মপর্বে শ্রাদ্ধফলবিষয়ক একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রাদ্ধান্নের অংশীদারী পিতৃগণ দেবতাদের ব্রহ্মণ: সমীপে গমনম্, অত্রির তাঁহাদের নিকটগমন, শ্রাদ্ধে তৃপ্তানাং পিতৃণামাশীর্বাদবর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ

তথা নিমেঃ প্রবৃত্তে তু সর্ব এব মহর্ষয়ঃ
পিতৃবজ্ঞং তু কুর্বন্তি বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১
তত্রস্থো বর্ষমাত্রান্তু কৃত্বা নিবাপনান্যুত
তর্পণং চাপ্যকুর্বন্ত তীর্থান্তোভির্যতব্রতাঃ ॥ ২
নিবাপৈর্বীরুধানৈশ্চ চাতুর্থর্পণেন চ তাবত্ত।
তর্পিতাঃ পিতরো দেবাস্তত্রাঃ তত্রস্থন্তি বৈ ॥ ৩
অজীর্ণৈস্তদ্ভিরভস্তে দেবাঃ পিতৃভিঃ সহ।
সোমদেবাস্ত্যপন্তত্র তদা ব্রহ্মাভিপীড়িতাঃ ॥ ৪

তেঽব্রুবন্ সোমমাসাদ্য পিতরোঽতীব পীড়িতাঃ।
নিবাপান্নেন পীত্যাম: শ্রোত্রো নোঽত্র বিধীয়তাম্ ॥ ৫
তান্ সোমঃ প্রত্যুবাচাথ শ্রদ্ধেয়ীভিরতা সুতাঃ
স্বয়ম্ভুসদনং যাত স বঃ শ্রেয়োঽভিধাস্যতি ॥ ৬
তে সোমবচনাদ্ দেবাঃ পিতৃভিঃ সহ তাবত্ত
ব্রহ্মলোকং সমাসীনং পিতামহমুপাগমন্ ॥ ৭

পিতর ঊচুঃ

নিবাপান্নেন ভগবন্ কৃতা: পীত্যাম্বহে বয়ম্।
প্রসাদাৎ কুরু নো দেব শ্রেয়ো নঃ সাধিধীয়তাম্ ॥ ৮

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

[শ্রাদ্ধান্নে অজীর্ণ হইয়া পিতৃগণ ও দেবতাগণের ব্রহ্মার নিকট গমন, অত্রি কর্তৃক অজীর্ণ নিবারণ এবং শ্রাদ্ধে তৃপ্ত হইয়া পিতৃগণের আশীর্বাদ দান]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এইভাবে যখন মহর্ষি নিমি প্রথমে শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহার পর সকল মহর্ষিগণও শাস্ত্রবিধি অনুসারে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ১

সেই বর্ষে তখনও এবং নিয়মপূর্বক ব্রতধারণকারী মহর্ষিগণ পিণ্ড দান করিবার পর তীর্থে জলে পিতৃগণের তর্পণও করিলেন। ২

তারপর ধীরে ধীরে চারিবর্ষের সমস্ত সোমই তাঁহারা দেবতা ও পিতৃগণকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে করিতে সেই দেবতা ও পিতৃগণ পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিলেন। ইহার পর তাঁহারা সেই সব অন্ন পাক (হজম) করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কারণ, অজীর্ণে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল তখন তাঁহারা সোমদেবতার নিকট গমন করিলেন। ৩-৪

সোমের নিকট গমন করত তাঁহারা অজীর্ণ পীড়িত হইয়া এইরূপ বলিলেন—দেব! শ্রাদ্ধান্নে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। এখন আপনি আমাদের কল্যাণবিধান করুন। ৫

তখন সোম তাঁহাদিগকে বলিলেন,—দেবগণ! যদি আপনারা আত্মকল্যাণ লাভ করিতে বাসনা করেন, তবে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হউন। তিনিই আপনাদের কল্যাণবিধান করিবেন। ৬

তখনসোম! সোমের কথায় সেই পিতৃগণসহ দেবতারা বেদগর্ভজেতে নিবাসে বিরাজমান ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ৭

পিতৃগণ বলিলেন,—ভগবন্! নিবন্ধন শ্রাদ্ধান্ন ভোজনে করায় অজীর্ণব্যাধিতে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। দেব! আমাদের প্রতি আপনি কৃপা করুন এবং আমাদের কল্যাণবিধান করুন। ৮

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা স্বয়ম্ভূরিদমব্রবীৎ
এষ বো পার্শ্বতো বহ্নির্মূর্তিমান্ হ্যুপবেক্ষতে ॥ ৯

অগ্নিরুবাচ

সন্নিধাস্যাম্ভ ভোজ্যায়ো নিবাপে সমুপস্থিতে।
ভবদ্ভিস্তত্র ভোক্তব্যং ময়া সার্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ১০
এবমুক্ত্বা তু পিতরস্তত্রৈব বিষ্ণুরাহভবন্।
এতস্মাৎ কারণাচ্ছ্রাদ্ধে প্রাক্ তাবদ্ যাচতে নৃপ ॥ ১১
নিবপ্তে চাগ্নিপূর্বং বৈ নিবাপে পুরুষর্ষভ।
ন ব্রহ্মরাক্ষসাস্তত্র বৈ নিবাপং ধর্ষয়ন্ত্যুত ॥ ১২
রক্ষাংসি চাপবর্তন্তে স্থিতে দেবে হুতাশনে।
পূর্বং পিণ্ডে পিতুর্দদ্যাৎ ততো দদ্যাৎ পিতামহে ॥ ১৩
প্রপিতামহায় চ ততঃ এষ ন্যায্যঃ স্মৃতঃ।
ত্রয়াণামুদকে চ সান্বাহ্যঃ পিণ্ডে পিণ্ডে সমাহিতঃ ॥ ১৪
সোমায়েতি চ বক্তব্যং তথা পিতৃমতেতি চ।

বস্তুখলা চ যা নারী যাচিতা তর্পণায় বা।
নিবাপে নোপবিষ্টেষু সংগ্রাহ্যা নাত্রসংশয়ঃ ॥ ১৫
তলং প্রস্তরমাণস্তু কীর্তয়েত পিতামহান্
নদীনাসাদ্য কুর্বীত পিতৃণাং পিণ্ডতর্পণম্ ॥ ১৬
পূর্বং ত্ববাদভানাং তু কৃত্বাদ্ভিস্তর্পণং পুনঃ
সুস্রুৎ-সম্মার্জিবর্হাণাং ততো দদ্যাজ্জলাঞ্জলিম্ ॥ ১৭
কন্যাসংযুক্তসোমায় যুক্তেন ভবতো জলম্
পিতরোঽভিলষন্তে বৈ নাবং চাপ্যবিরোধিতাঃ ॥ ১৮
সদা নাবি জলং তত্তু প্রযচ্ছন্তি সমাহিতাঃ।
মাসার্ধে কৃষ্ণপক্ষস্য সূর্যাগ্নির্বৈশ্বদেবিকম্ ॥ ১৯
পুষ্টিরায়ুস্তথা বাহ্যং শ্রীশ্চৈব পিতৃভক্তিতঃ
পিতামহঃ পুলস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠঃ পুলহস্তথা ॥ ২০
অঙ্গিরাশ্চ ক্রতুশ্চৈব তত্তৎপক্ষে মহাঋষিঃ।
এতে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহাযোগেশ্বরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২১

পিতৃগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁহা বলিলেন,—হে দেবগণ! আমার পার্শ্বে এই অগ্নিদেব বিরাজমান আছেন, ইনিই তোমাদের কব্যাদানের কথা বলিবেন। ৯

অগ্নি বলিলেন,—হে দেবতা ও পিতৃগণ! এখন হইতে শ্রাদ্ধের সময় পর্যায় উপস্থিত হইলে পর আমরা সকলে একসঙ্গে ভোজন করিব। আমার সহিত থাকিলে আপনারা সেই শ্রাদ্ধান্নকে পরিপাক করিতে সমর্থ হইবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।১০

হে নৃপ যুধিষ্ঠির! অগ্নির এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই পিতৃগণ নিশ্চিন্ত হইলেন; সেইজন্য শ্রাদ্ধে প্রথমে অগ্নিকেই তাহা সমর্পণ করিতে হয়। ১১

পুরুষপ্রবর! অগ্নিতে হবন করিবার পর পিতৃগণের নিমিত্ত যে পিণ্ড দান করা হয়, তাহাকে ব্রহ্মরাক্ষসেরা দূষিত করিতে পারে না। ১২

অগ্নিদেব বিদ্যমান থাকিলে রাক্ষসেরা সে স্থান হইতে পলাইয়া যায়। সর্বপ্রথমে পিতাকে পিণ্ড দান করিতে হয়, তাহার পর পিতামহকে দিতে হয়। ১৩

তদনন্তর প্রপিতামহকে পিণ্ড দান করা উচিত। ইহাই ন্যায়বিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধে একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রত্যেক পিণ্ড দানের সময় গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করা কর্তব্য। ১৪

পিণ্ডদানের আরম্ভে প্রথমে অগ্নি ও সোমের অন্ন যে দুই ভাগ প্রদান করা হয়, তাহার মন্ত্র যথা:—এইরূপ—'ওঁ অগ্নয়ে

কব্যবাহনায় স্বাহা, ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা।' যে স্ত্রী রজস্বলা অথবা যাহার দুই কর্ণ বধির, শ্রাদ্ধের সময় তাহার অবস্থান করা উচিত নহে। অন্ত যজমান শ্রাদ্ধের সময় আনা কর্তব্য নহে। ১৫

তলে নবদান করিবার সময় পিতামহগণের নাম কীর্তন করিবে কোনও নদীর তীরে যাইবার পর সেখানে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান ও তর্পণ করা উচিত। ১৬

প্রথমে নিজের বংশে উৎপন্ন পিতৃগণের জলের দ্বারা তর্পণ করিবার পর অন্যান্য সুহৃদ্ ও সম্বন্ধিবর্গের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিবে। ১৭

যে ব্যক্তি বিচিত্রমর্বের শোভাযোজিত যানে বসিয়া নদীর জল পার হয়, তাহার পিতৃগণ সেই সময় নৌকায় উপবেশন করত তাহার নিকট হইতে জলাঞ্জলি পাইবার অভিলাষ করেন। ১৮

অতএব যিনি এই বিষয় জানেন, তিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া নৌকায় উপবেশন করত সর্বদা পিতৃগণের জন্য জলাঞ্জলি দান করিবেন। যাহাতে অর্ধ সময় অতিবাহিত হইলে পর কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যা তিথিতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পিতৃগণের তুষ্টিতে মানুষ পুষ্টি, আয়ু, বীর্য ও লক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে।১৯-২১

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! অত্রি, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরা, ক্রতু এবং মহর্ষি কশ্যপ—এই সপ্ত ঋষি মহাযোগেশ্বর ও পিতৃগণ

এতে চ পিতরো রাজন্নেষ শ্রাদ্ধবিধিঃ পরঃ। প্রেতস্য পিণ্ডসম্বন্ধমুচ্যতে তেন কর্হণা। ১২
ইত্যেষা পুত্রবপ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধোৎপত্তিরুদাহৃতা। যথাখ্যাতা পূর্ববিদ্ভির্দান ধর্ম্যমিহ পরম্। ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শ্রাদ্ধকল্পে
ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৯২

বলিয়া কথিত হয়। রাজন্! এইভাবে এই শ্রাদ্ধের উত্তম বিধি উদ্ভাবিত হইয়াছে। ১০—১১।

প্রেত (মৃত পিতা প্রভৃতির)-পিণ্ডের সম্বন্ধবশতঃ প্রেতগণ প্রেতত্বহেতু যেরূপ অসহনীয় পতনাদি সংঘটিত যমালয়ে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে শ্রাদ্ধকল্পবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

প্রেতত্বের কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া যান। পুত্রশ্রেষ্ঠ! এই আমি শাস্ত্রানুসারে তোমাকে পুরাকথিত শ্রাদ্ধের উৎপত্তির প্রসঙ্গ সবিস্তরে বলিলাম। এখন দানের বিষয় বলিব। ১২-১৩

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[পূরণ-ব্রত রহস্যম্, প্রাতিস্রোতোঽহ বর্ণাশ্রমী মৃষাদণ্ডঃ সপ্তধীগাঃ কথা, ভিক্ষুরূপধারিণা মহেন্দ্রেণ কৃত্যাং হত্যা সপ্তধীনাং রক্ষা, কমলচৌর্যবিষয়ে শপথগ্রহণায় বন্ধুপালনস্য সত্তেজবর্ধনক]

যুধিষ্ঠির উবাচ

ত্বিজাতয়ো ব্রতোপেতা ধর্মিষ্ঠে যান্ত্যুতে। অন্ধং ব্রাহ্মণকাম্যায় কথমেতৎ পিতামহ। ১

ভীষ্ম উবাচ

অবেদোক্তব্রতাশ্চৈব ভুঞ্জানাঃ কামকারণে বেদোক্তেষু তু ভুঞ্জানা ব্রতভুগ্ভা যুধিষ্ঠির। ২

যুধিষ্ঠির উবাচ

যদিদং তপ ইত্যাহুরুপবাসং পৃথগ্জনাঃ।

তপঃ স্যাদেতদেবেহ তপোঽন্যদ্ বাপি কিং ভবেৎ। ৩

ভীষ্ম উবাচ

মাসার্ধমাসোপবাসাদ্ যৎ তপো মন্যতে জনঃ। আত্মতন্ত্রোপঘাতো যো ন তপস্বী স বর্ষতি। ৪
ত্যাগস্য চাপি সম্পত্তিঃ বিদ্ধ্যে তপ উত্তমম্। সদোপবাসী চ ভবেদ্ ব্রহ্মচারী ভবেচ্চ চ। ৫
মুনিশ্চ স্যাৎ সদা বিপ্রো বেদানামেব সর্বদা জপেৎ কুটুম্বিকো বয়স্যানাং সদাঽঽত্মস্থশ্চ মানবঃ। ৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! সাধারণ মনুষ্যগণ যে উপবাসকেই তপস্যা বলেন, তাহার সহিত আপনার কি বাক্যের আমি ইহা জানিতে ইচ্ছুক যে, কোন উপবাসই তপস্যা অথবা তাহার অন্য কোনও রূপ আছে? ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যে মানুষ পনের দিন বা এক মাস উপবাস করিয়া তাহাকেই তপস্যা বলিয়া মনে করেন, তিনি বৃথা নিজের শরীরকে কষ্ট দিয়া থাকেন। বাস্তবে কিন্তু কেবল উপবাস করিলেই তপস্বী হওয়া যায় না এবং বর্ষণও হওয়া যায় না। ৪

ত্যাগসম্পন্নই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম তপস্যা। ব্রাহ্মণ সদা উপবাসী (ব্রতধারণ), ব্রহ্মচারী, মুনি (মৌন ব্রতধারণ) এবং বেদের আবৃত্তিকারী হইবেন। ৫।

কথনোনের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া স্ত্রী-প্রভৃতি কুটুম্বাদি লইয়া গৃহে অবস্থিতি (বিষয় ভোগের জন্য নহে)। ব্রাহ্মণের কর্তব্য হইল তিনি সর্বদা আর্দ্রচিত্ত থাকিবেন, কখনও যাচ্ঞা করিবেন না,

অমাংসাশী সদা চ স্যাৎ পবিত্রশ্চ সদা নরঃ
সত্যবাদী সদা চ স্যান্নিত্যঞ্চ সদা ভবেৎ ॥ ৭
বিষসাশী ক্ষপক স্যাৎ সদা চৈবাভিষিক্তঃ
অমৃতাশী সদা চ স্যাৎ পবিত্রী চ সদা ভবেৎ ॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং সদোপবাসী স্যাদ্ ব্রহ্মচারী চ পার্থিব।
বিষসাশী ক্ষপক স্যাৎ কথং চৈবাভিষিক্তঃ ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ

অমৃতং সায়মাশক প্রাতরাশক যো নরঃ
সদোপবাসী ভবতি যো ন ভুঙ্‌ক্তেঽপরাং পুনঃ ॥১০
ভার্য্যাং সঙ্কল্প ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি চৈব হ।
সত্যবাদী সদা চ স্যাদ্ দানশীলশ্চ মানবঃ ॥ ১১
অভুঞ্জন্ বৃথাবাংসমাংসাশী ভবত্যুত।
দানং বদৎ পবিত্রী স্যাদ্বিষসাশী ভবন্নিহ ॥ ১২
ভুক্ত্যাভিষিক্ত যো ভুঙ্‌ক্তে ভুক্তবৎস নরঃ সদা।
অমৃতং কেবলা ভুক্তে ইতি বিদ্ধি যুধিষ্ঠির ॥ ১৩
অভুক্তবৎসু নাশ্নাতি ব্রাহ্মণেষু চ যো নরঃ
অভোজনেন তেনাস্য ভিত্তঃ স্বর্গো ভবত্যুত ॥১৪
দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ সাগ্নিভ্যস্তাত্বৈব চ।
অবশিষ্টানি যো ভুঙ্‌ক্তে তদাহুর্বিঘসাশিনম্ ॥ ১৫
তেষাং লোকা গুণবন্তস্তাত্ত্বা সদনে ব্রহ্মণঃ স্থিতাঃ।
উপস্থিতা ভজন্তস্তে সন্তশ্চৈব তদাশিন ॥ ১৬
দেবভাভিথিভিঃ সার্ধং পিতৃভ্যশ্চোপভুঞ্জতে
রমন্তে পুত্র-পৌত্রেণ তেষাং গতিরনুত্তমা ॥ ১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ

ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি দানানি বিবিধানি চ
দাতৃ-প্রতিগ্রহীত্রোর্যে কো বিশেষঃ পিতামহ ॥ ১৮

ভীষ্ম উবাচ।

সাধোঃ প্রতিগ্রহাদ্যাবান্ ভবেদ্যাবাসাধুতো দ্বিজঃ
ভবত্যুভয়তোঽপ্যেষঃ স্যাদ্যাংস্তু যে বৈ নিরঙ্কুশঃ ॥ ১৯

না, পবিত্রভাবে সদা বেদপাঠ করিবেন, সদা সত্যকথা বলিবেন এবং সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিবেন। তিনি সদা অমৃতাশী, বিষনাশী ও অভিষিক্ত হইবেন (অমৃতাশী প্রভৃতির ব্যাখ্যা পরে করিতেছেন) এবং সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকিবেন ॥ ৬-৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পৃথ্বীনাথ! ব্রাহ্মণ কিরূপে সর্ব্বদা উপবাসী ও ব্রহ্মচারী হইবেন? এবং কিরূপেই বা তিনি বিষনাশী এবং অভিষিক্ত হইয়া হইবেন? ৯

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি কেবল প্রাতঃকাল (দিনের বেলায়) ও সায়ংকাল (রাত্রিবেলায়)—এই দুইবার ভোজন করেন, যদ্যপি আর কিছু ভোজন করেন না, তিনি সদা উপবাসী হন ॥ ১০

যিনি কেবল ভুক্তশেষই (ভুক্তাবশেষ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া) ব্রহ্মচর্য্যের সহিত সহবাস করেন, তিনি ব্রহ্মচারী হন। সদা দানকারী পুরুষ সত্যবাদী হইয়া থাকেন ॥ ১১

যিনি বৃথা মাংস ভক্ষণ করেন না, তিনি অমাংসাশী হন এবং যিনি সদা দান করেন, তিনি পবিত্রী হন। যিনি দিনের বেলায় নিদ্রা যান না, তিনি সদা জাগরিত থাকিয়া অভিষিক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২

যুধিষ্ঠির! যিনি সদা ভুক্তা—পোষ্যবর্গের ও আশ্রিতগণের ভোজনের পর স্বয়ং ভোজন করেন, তিনি কেবল অমৃত ভোজন করিয়া থাকেন অর্থাৎ অমৃতাশী বলিয়া তাঁহাকে জানিবে ॥ ১৩

যতক্ষণ ব্রাহ্মণগণ ভোজন না করেন, ততক্ষণ যে ব্যক্তি ভোজন করেন না, সেই ব্যক্তি নিজের সেই ব্রতের দ্বারা স্বর্গলোক জয় করিয়া থাকেন ॥ ১৪

অনাশিনঃ যে ব্যক্তি দেবতা, পিতৃপুরুষ ও আশ্রিত ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইবার পর অবশিষ্ট অন্ন স্বয়ং ভোজন করেন, তাঁহাকে বিঘসাশী বলা যায় সেই মহাত্মগণের প্রভাবে অক্ষয় লোকসকল প্রাপ্ত হন এবং দেবতা ও অন্যান্যগণ তাঁহাদের দেবার উপস্থিত হন ॥ ১৫-১৬

যাহারা দেবতা ও অতিথিগণের সহিত পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে অন্নভাগ প্রদান করত স্বয়ং ভোজন করেন, তাঁহারা এ জগতে পুত্র-পৌত্রাদির সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন এবং মৃত্যুর পর তাঁহাদের উত্তম গতি লাভ হয় ॥ ১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যাহারা ব্রাহ্মণগণকে নানা প্রকার বস্তু দান করে, কিন্তু দানকারী ও দান গ্রহণকারী এই উভয় পুরুষের মধ্যে কোন্ পুরুষ বিশেষ অর্থাৎ ইহাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? ১৮

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যে ব্রাহ্মণ সাধু অর্থাৎ উত্তম-আচরণ সম্পন্ন পুরুষের নিকট হইতে এবং যিনি অসাধু অর্থা

অত্রাপ্যাহারয়ন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
বৃষাদর্ভেশ্চ সংবাদং সপ্তর্ষীণাং চ ভারত ।
কক্ষসেনোঽত্রিবর্ষিষ্ঠঃ ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ ।
বিশ্বামিত্রো জমদগ্নিঃ সাঙ্কী চৈবাপ্যকৃতব্রণী ॥ ২১
সর্বেষামথ তেষাং তু গতাঃ কর্মফলাক্রিয়া ।
মৃতঃ পশুসখস্তেষু তত্রা চাস্যা বভূব হ ॥ ২২
তে চ সর্বে তপস্তপ্ত্বা পুত্রা ভেজস্বিনস্তদা ।
সমাধিনোপশিক্ষন্তো ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥ ২৩
অথাভবন্মহাবৃষ্টির্মহতী কুরুনন্দন
কৃচ্ছ্রপ্রাণোঽভবদ্ যত্র লোকোঽয়ং বৈ ক্ষুধার্দিতঃ ॥ ২৪
কক্ষিণস্তিক্ত পুত্রা যজ্ঞে শৈব্যেন ধিষিণূনুনা ।
দক্ষিণার্থেষু ঋত্বিগ্ভ্যো দত্তঃ পুত্রঃ পুরা কিল ॥২৫
অস্মিন্ কালেঽথ মোহাদ্বৃষ্টিরাত্তমসং প্রভুঃ
তে তং ক্ষুধার্দিতং সপ্তা পরিবার্যোপতস্থিরে ॥ ২৬

বৃষাদর্ভিরুবাচ
(প্রতিগ্রহো ব্রাহ্মণানাং শ্রেষ্ঠো বৃত্তিরনিন্দিতা)
প্রতিগ্রহস্তাহরতি পুরুষৈর্ব প্রতিগৃহ্যতাম্ ।
যদি বঃ বিদ্যতে বিত্তং তত্র বৃণুধ্বং তপোধনাঃ ॥ ২৭
শ্রিয়ো যি যে ব্রাহ্মণো যাচমানা
দত্তাময়ং যোঽযতত্তীসহস্রম্
একৈকশঃ সমৃদ্ধাঃ সন্তুমৃতাঃ
সর্বেষাং বৈ শীঘ্রগাঃ শ্বেতবোধাঃ ॥ ২৮
কুলস্তরানবুঃ শতং শতান্
পূর্বান্ যেভ্যান্ সর্বশোঽহং দদামি ।
প্রষ্টৌহীনাঃ শীঘ্রযাণাশ্চ তাব-
দ্রথা যুষ্টো বেনয়ঃ সুব্রতাশ্চ ॥ ২৯
বয়ান্ গ্রামান্ ত্রীহিযবাংশ্চ
রত্নং চাদ্য দুর্লভং কিং দদামি
নাস্মিন্নক্ষে ভাবমেবং কুরুধ্বং
পৃচ্ছধ্বং বঃ কিং প্রযচ্ছাম্যহং বৈ ॥৩০

বৃত্ত বাদকতে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহারা স্তবগান করিলেন ॥ ২৬

তখন বৃষাদর্ভি বলিলেন,—প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উত্তম বৃত্তিরূপ নিন্দিত হইয়াছে তপোধন। প্রতিগ্রহ দুষিত ও দুষ্কার্য তাই হইতে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করে পুরীষ উত্তম সাধন। অতএব আমার নিকট যে ধন আছে, তাহা আপনারা স্বীকার করুন ও গ্রহণ করুন ॥ ২৭

কারণ, যে ব্রাহ্মণ আমার নিকট যাচ্ঞা করেন, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমি আপনাদের প্রত্যেককে এক হাজার করিয়া পঙ্গুনী প্রদান করিতেছি এবং সকলকে শ্বেতবর্ণ রোধাবাহিনীযুক্ত, শীঘ্রগামিনী ও একপ্রসূতা বহু গাভীও বৃষের সহিত দান করিতেছি উৎসুক আছি ॥ ২৮

এই সঙ্গে এক কুলের ভারবহনক্ষমা দশ হাজার ভারবাহক শ্বেতবর্ণ মদমত্ত আপনাদের সকলকে দান করিতেছি। তেমন ইঁহারে নয়, আমি আপনাদের সকলকেই যুবতী, শীঘ্রগা (ঘোটকীগোটা), একবার প্রসূতা, উত্তম স্তবাবিনিষ্টা, শ্রেষ্ঠ ও দুগ্ধবতী গাভীও প্রদান করিতেছি ॥ ২৯

ইহা ব্যতীত উত্তম উত্তম বহু গ্রাম, ধান, তিল, যব, রত্ন ও আরও দুর্লভ বস্তুসমূহ আপনাদের দান করিতে সমর্থ। বলুন আমি আপনাদের কি প্রদান করিব? আপনারা এই অক্ষয়

অন্বয় উচুঃ।

রাজন্ প্রতিগ্রহে রাজ্ঞাং মজ্জাবাদো বিধোপমঃ।
তজ্জানমানঃ কস্মাৎ ত্বং মুহ্যসে নঃ প্রলোভনাৎ ॥ ৩১

ক্ষেমং হি দৈবতৈর্মিত্রং ব্রাহ্মণান্ সমুপাশ্রিতম্।
অমলো জ্ঞেষ তপসা প্রীতঃ প্রীণাতি দেবতাঃ। ৩২

অক্ষাপহি তপো ভাতু ব্রাহ্মণস্যোপজায়তে।
তদ্ দাব ইব নির্দগ্ধঃ প্রাপ্তো রাজপ্রতিগ্রহঃ ॥ ৩৩

কুণ্ডলে সহ বাসেন রাজত্বঞ্চ সহ ত্বয়া।
অর্থিভ্যো দীয়তাং সর্বমিত্যুক্তাজ্ঞেন তে যযুঃ। ৩৪

ততঃ প্রচোদিতা রাজ্ঞা সহ গত্বাস্ত মন্ত্রিণঃ।
প্রতীচ্যোদ্যুস্বরাণি স্ম দাতুং তেষাং প্রচক্রিরে ॥৩৫

উদুম্বরাণ্যবাজানি হেমগর্ভাণ্যপাহরন্।
কৃত্যান্তেষাং ততস্তানি প্রগ্রাহিষুরুপাত্রবন্ ॥ ৩৬

গুরুনীতি বিদিত্বাথ ন প্রাগৃহ্ণন্নিরন্বয়ান্।
ন স্মরে মন্দবিজ্ঞানা ন স্মরে মন্দবুদ্ধয়ঃ। ৩৭

হৈরণীনীমানি ভাণ্ডানি প্রতিগৃহ্য ত্বং ভাগুরি
ইত জেতুস্তপাদত্ত প্রেত্য স্যাং কটুকোদয়ঃ

অপ্রতিগ্রাহ্যমেবৈতৎ প্রেত্যেহ চ সুখেপ্সুনা। ৩৮

বলিষ্ঠ উবাচ।

শতেন নিরুপদ্বিতঃ সহস্রেণ চ সম্মিতম্।
তথা বহু প্রতীচ্ছন্ বৈ পাপিষ্ঠাং পততে গতিম্ ॥৩৯

কশ্যপ উবাচ।

যং পৃথিব্যাং ব্রীহিযবাঃ হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
সর্বং তদ্লাভমেকস্য তস্মাদ্ বিদ্বাংস্তরেৎ ন ইতি ॥ ৪০

ভরদ্বাজ উবাচ।

উৎপন্নস্য ক্ষয়ো মৃত্যুঃ বর্ধমানস্য বর্ধতে।
প্রার্থনা পুরুষস্যেহ তস্য মাত্রা ন বিদ্যতে। ৪১

যজ্ঞ করণে মনঃসংযোগ করিবেন না। বলুন, আপনাদের সন্তোষে পুষ্টির জন্য কি প্রদান করিব? ৩০

ভগিরথ বলিলেন,—ভাতঃ! ভাতার প্রদত্ত দান উপর হইতে মধুর ন্যায় মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া যায়। এই কথা জানিয়াও আপনি কেন আমাদের প্রলোভন দেখাইতেছেন? ৩১

ব্রাহ্মণগণের সহায় দেবতাদিগের নিবাসস্থান, উহাতে সকল দেবতাই বিদ্যমান থাকেন। যদি ব্রাহ্মণ তপস্যার দ্বারা তুষ্ট হন, তবে তিনি সমস্ত দেবগণকেই প্রসন্ন করিতে পারেন। ৩২

ব্রাহ্মণ সাধু হইলে যত তপ সঞ্চয় করেন, তাহাতে রাজার প্রদত্ত দান বনদগ্ধকারী দাবানলের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে॥ ৩৩

রাজন্! এই ধনের সহিত আপনি সহ মূলসহ থাকুন এবং এই সমস্ত ধন আপনি তাহাদের প্রদান করুন, যাহারা আপনার নিকটে এই সব বস্তু প্রার্থনা করিবেন। এই কথা বলিয়া তাঁহারা সত্ত্ব সব দিয়া চলিয়া যাইলেন। ৩৪

তখন রাজার প্রেরণায় তাঁহার মন্ত্রীরা ধনে গমন করিলেন এবং যজ্ঞভূমিতে কলসকল ভূমিয়া তাঁহাদের বিধার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন॥ ৩৫

মন্ত্রীগণ যজ্ঞভূমি ও সভাস্থ কলসসমূহের চতুর্দিক আবরণ করিয়া উহার মধ্যে পূর্ণ পূজা পূর্ণ করিয়া দিলেন। তাহারা সেই সব ধন লইয়া রাজার সেবকগণ যথাবিধিপূর্বক তাহা সমস্ত গ্রহণ করাইয়া ছিল। ৩৬

সেই সব ধন তাঁহারা পশ্চাদ্ভাগে করিতে লাগিলেন। ৩৭

সেই সব ধন তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, এই বৃত্তান্ত যখন অগ্নি জানিতে পারিল, তখন বলিলেন, এই সব ধন আমাদের গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে। আমাদের বৃদ্ধি হীন হইয়া যায় নাই এবং আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধিও লুপ্ত হয় নাই আমরা বিস্মিত নহি, ভাগরিত আছি। আমরা ভালরূপেই জ্ঞাত আছি যে, ইহাদের মধ্যে সূর্য পুষিয়া দেবতা হইয়াছে। যদি আজ আমরা এই সব গ্রহণ করি, তবে পরলোকে আমাদের ইহার জন্য কটু পরিণাম ভোগ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে সুখ কামনা করে, তাহার পক্ষে এই সব ধন গ্রহণ করা উচিত নহে। ৩৭-৩৮

বলিষ্ঠ বলিলেন,—এক নিত্য সূর্য পূজা দান গ্রহণ করিলে শত হাজার নিরুপায়-গ্রহণের দোষ হয় এরূপ অবস্থায় যিনি বহুসংখ্যক নিত্য গ্রহণ করিবেন, তাহাতে তা' অত্যন্ত পাপময়ী গতিতে পতিত হইতে হইবে। ৩৯

কশ্যপ বলিলেন,—এই পৃথিবীতে যত ধান, যব, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, সেই সবই যদি একজন পুরুষের লাভ হয়, তাহা হইলেও উহার দ্বারা তাহার সন্তোষপ্রাপ্তি হইবে না। ইহা চিন্তা করিয়া বিদ্বান্ মানুষ নিজের মনের তৃষ্ণাকে শান্ত করিবেন। ৪০

ভরদ্বাজ বলিলেন,—যেরূপ উৎপন্ন মূলের নাশ তাহার বর্ধনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ মানুষের তৃষ্ণা সর্বদা বর্ধিত হইতেই থাকে, তাহার কোনও সীমা নাই। ৪১

সৌভর উবাচ

ন জল্পাকে ত্রব্যমস্তি যল্লোকা প্রতিপূরয়েৎ।
সমুদ্রকল্পঃ পুরুষো ন কদাচন পূর্যতে ॥ ৪১

বিশ্বামিত্র উবাচ।

কামং কামময়মনসা যদা কাম: সমুদ্যতে।
অথৈনমপর: কামস্তত্রা বিশ্যতি বাবরে ॥ ৪৩

(অগ্নিরুবাচ

ন জাতু কাম: কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥)

ভগবন্নিরুবাচ

প্রতিগ্রহে সাধমো বৈ তপো যাজনতো ক্ষয়ম্
তস্ত ধন: ব্রাহ্মণস্যোহ লুপ্যমানস্য বিদ্যতে ॥ ৪৪

অক্ষয়ত্বাবাচ।

যথার্থং সন্তরো যো বৈ ত্রব্যাণাং পঞ্চসম্ভব:
তপসশ্চক্ষয়ে বিপ্রাস্তত্রা ত্রব্যাক্ষয়াং ॥ ৪৫

গণ্ডোবাচ

উদ্গ্রাহিতো ভয়াদ্ বন্ধাদ্ বিত্তাতীয়ে মহেশ্বরা: ।
বলীয়াংসো দুর্বলবদ্ বিভেমাত্মনত: পরম্ ॥ ৪৬

পঙ্গুরুবাচ।

যদ্ বৈ ধর্মে পরা নাস্তি ব্রাহ্মণাস্তত্রনা বিদু:
বিনিন্দার্থং মুনিরা: সম্প্রলাপেরা যথাতথম্ ॥ ৪৭

অন্ধ উচু:

কৃপণং সহ দানেন তত্রৈব বসা প্রভা ইমা:
কল্যাণ্যপি যুক্তানি য এব: ন প্রযচ্ছতি ॥ ৪৮

ভীম উবাচ।

ইত্যুক্তা হেমগর্ভানি হিত্বা তানি কলানি বৈ।
অন্বয়ো ভগ্নমনস্কা সর্ব এব মৃগব্রতাত: ॥ ৪৯

মন্থিন উচু:।

উপনীয় অন্নমানান্তে হিত্বা তানি কলানি বৈ।
অন্তোঽন্তেনৈব গচ্ছন্তি বিদিত: তেঽস্তু পাথিব ॥ ৫০

সৌভর বলিলেন,—সংসারে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা মানুষের আশাকে পরিপূর্ণ করিতে পারে। মানুষের আশা সমুদ্রের সমান, তাহা কখনও পূর্ণ হয় না। ৪১

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—কোন বস্তুর কামনাকারী মানুষের যখন সেই কামনা পূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহার আবার এক নূতন কামনার উদয় হয়। এইভাবে ঘৃতা যেমন অগ্নির ন্যায় মানুষের মনকে আরও বর্ধিত করিয়াই যায়। ৪৩

(অগ্নি বলিলেন,- ভোগসমূহের কামনা তাহার উপভোগের দ্বারা কখনই শান্ত হয় না। যজ্ঞ স্থলের আহুতি দিলে যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি আরও বর্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভোগকামনা উপভোগের দ্বারা আরও বর্ধিতই হয়।)

ভগবতি বলিলেন,—দান গ্রহণ না করিলেই ব্রাহ্মণ নিজের তপস্যাকে রক্ষা করিতে পারেন। তপস্যাই ব্রাহ্মণের ধন। যে ব্রাহ্মণ লৌকিক ধনের জন্য লোভ করেন, তখন তাঁহার তপস্যারূপী ধন নষ্ট হইয়া যায়। ৪৪

অক্ষয়ত্বী বলিলেন,—তপস্যার একমাত্র মূল কারণ—ধর্মের জন্য ধন সংগ্রহ করা উচিত, কিন্তু আমার মতে ধন-সংগ্রহ অপেক্ষা তপস্যা সকল করাই শ্রেষ্ঠ। ৪৫

গণ্ডা বলিল,—আমার এই যে প্রকৃষ্ণ অত্যন্ত শক্তিশালী ভাইরা যখন এই ভয়ের প্রতিরোধের জন্য এমন ভীত, তখন আমার আর কি সামর্থ্য আছে? আমার ত' দুর্বল প্রাণিসমূহের ন্যায় ইহাদের অতিশয় ভয় হইতেছে। ৪৬

পঙ্গুরুবাচ বলিল,—ধর্মাচরণ করিলে পর যে ধন লাভ হয়, উহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও ধন নাই। সেই ধনকে ব্রাহ্মণগণই জানেন; অতএব অন্যান্য সেই ধর্মময় ধন প্রাপ্তির উপায় নিন্দা করিবার জন্য বিভ্রান্ত ব্রাহ্মণগণের নিন্দাই করিয়া থাকে। ৪৭

ঋষিগণ বলিলেন,—যাঁহারা এই প্রভাময় তপস্তেজপূর্ণ কমনীয় দিব্যা ভূমি আলিঙ্গন করিয়াছিল এবং যিনি এইভাবে ভূমিদানের ফলে আমাদের পূজা করিতেছেন, সেই তাঁহা নিজের দানের সহিত কৃপণকে ধারুন। ৪৮

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া সেই স্বর্ণখচিত কমনীয় পরিত্যাগ করিয়া সেই সমস্ত ব্রতধারী ঋষিগণ সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইলেন। ৪৯

তখন মন্থিন বৈশ্যের নিকট যখন ফিরিয়া বলিলেন,—মহারাজ! আপনি জানুন যে, সেই সব ফল দেখিতেই ভূমিতে পড়ে এই সংবাদ হইল যে, আমাদের সঞ্চিত ফলমূল ফল হইতেছে। সেইজন্য তাঁহারা ফলসকল ত্যাগ করিয়া অন্যপথে চলিয়া গিয়াছেন। ৫০

ইত্যুক্তঃ স তু তৃতোঽত্যৈর্বাগভিস্তুকোপ হ।
তেভ্যো বৈ প্রতিজগ্রাহ সর্বেষামমমন্যু মৃদম্ ॥ ৪১
স গত্বা ত্বরমাণেন্দ্রো তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ।
জুহাব সংকৃতৈর্মন্ত্রৈরেকৈকস্যামাহুতিং নৃপঃ ॥ ৪২
তস্মাদগ্নেঃ সমুত্তস্থৌ কৃত্যা লোকভয়ঙ্করী।
তস্যা নাম বৃষাদর্ভিরিতি বাহুবানীত্যথাকরোৎ ॥ ৪৩
সা কৃত্যা কালরাত্রীব কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতা
বৃষাদর্ভিং নরপতিং কিং করোমীতি চাব্রবীৎ ॥ ৪৪

বৃষাদর্ভিরুবাচ।

অর্ঘীণাং গন্ধ সন্তানমকৃতত্বাত্তথৈব চ।
দাসীভর্তৃন্ত দাস্যাস্ত মনসা নাম ধারয় ॥ ৪৫
জ্ঞাত্বা নামানি চৈতেষাং সর্বানেতান্ বিনাশয়।
বিনষ্টেষু তথা ষৈরং গন্ধ মদ্যেষ্বিতং তব ॥ ৪৬
সা তথেতি প্রতিজ্ঞায় বাহুবানী মহাপিশী

জগাম তত্র যত্রাং ঋষিসঙ্ঘঃ সমাহিতঃ ॥ ৪৭

ভীষ্ম উবাচ।

অথাত্রিপ্রমুখো রাজন্ বনে তস্মিন্ মহর্ষয়ঃ
বাচয়ন্ত স্বকর্তব্যা বৈ বলানি চ ফলানি চ ॥ ৪৮
অথাপশ্যন্ মুনীনাং সপাণি-পাদ-মুখোদরম্।
পরিব্রজন্তং মুদিতাং পরিব্রাজং তদা সতম্ ॥ ৪৯
অকৃতজ্ঞা তু তং দৃষ্ট্বা সর্বাঙ্গোপচিতং শুভম্
ভবিতারো ভবন্তো বৈ নৈবমিত্যব্রবীদৃষীন্ ॥ ৫০

বশিষ্ঠ উবাচ

নৈতদ্রোচয়তে যস্মাদ্ধর্মনিত্যোঽয়মিত্যুত
সাধু প্রাপ্তশ্চ ভোক্তব্যং তেন সীধ্বান্ পিবাম তদা সত ॥ ৫১

অত্রিরুবাচ।

নৈতদ্রোচয়তে যস্মাদ্ধর্মনিত্যোঽয়মিত্যুত
কৃচ্ছ্রাপ্তীতঃ প্রনষ্টশ্চ তেন সীধ্বান্ পিবাম তদা সত ॥ ৫২

সেবকগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা বৃষাদর্ভি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি সেই সপ্তর্ষিগণের দ্বারা কৃত নিজের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার বিচার করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৪১

সেখানে গমন করত অত্যন্ত কঠোর নিয়মসমূহ পালন করিতে করিতে তিনি আহবনীয় অগ্নিতে আভিচারিক যজ্ঞ-সকল পাঠ করত এক একটি আহুতি দিতে লাগিলেন ॥ ৪২

আহুতি প্রদান হইলে পর সেই অগ্নি হইতে এক লোক-ভয়ঙ্করী কৃত্যা উত্থিতা হইল রাজা বৃষাদর্ভি তাহার নাম রাখিলেন বাহুবানী ॥ ৪৩

কালরাত্রির সমান বিকরাল রূপধারিণী সেই কৃত্যা কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজার পার্শ্বে উপস্থিত হইল এবং বলিল—মহারাজ! আমি আপনার কোন্ আজ্ঞা পালন করিব? ৪৪

বৃষাদর্ভি বলিলেন, বাহুবানী! তুমি এখান হইতে বনে গমন কর এবং সেখানে অকৃতজ্ঞতার সত্ত্ব রহিবে, তাঁহাদের ঘ্রাণীকে এবং সেই ঘ্রাণীর পতিদেবের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের সকল নামের তাৎপর্য্য মনে ধারণ করিয়া রাখ। তাহাদের আমাদের নামসকল জানিয়া সকলকেই বিনাশ কর। তাহার পর যেখানে ইচ্ছা, সেখানে চলিয়া যাইও ॥

রাজার এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বাহুবানী 'তথাস্তু' বলিয়া তাহা স্বীকার করিল এবং যেখানে সেই মহর্ষিগণ বিচরণ করিতেছেন, সেই বনে গমন করিল ॥ ৪৫-৪৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সেই দিনে সেই অত্রি প্রভৃতি মহর্ষিগণ বনের মধ্যে ফল মূল আহার করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিলেন ॥ ৪৮

এমন সময় সেই মহর্ষিগণ দেখিলেন যে, এক সন্ন্যাসী কুকুরের সহিত একত্র ভ্রমিতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার শরীর অতিশয় সুন্দর (মোটা) ছিল তাঁহার মুখ অত্যন্ত সুন্দর এবং হস্ত, পদ, মুখ ও উদরাদি সকল অঙ্গই সুন্দর ছিল ॥ ৪৯

অকৃতজ্ঞতা সর্ব্বাঙ্গ হৃষ্ট-পুষ্ট সেই সুন্দর সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ঋষিগণকে বলিলেন, আপনারা কি এইরূপ হইতে পারেন না? ৫০

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমাদের ত্যায় ইহার এরূপ কোন চিন্তা নাই যে, আজ আমাদের অগ্নিহোত্র-কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই এবং প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে অগ্নিহোত্র করিতে হয়, সেইজন্য এই ব্যক্তি কুকুরের সহিত এতাদৃশ মুদ (মোটাসোটা) হইয়াছে ॥ ৫১

অত্রি বলিলেন,- আমাদের ত্যায় ক্ষুধার দ্বারা ইহার দেহ ক্ষীণ হইয়া যায় নাই এবং অতিশয় কষ্টসহকারে যে ভোজন আহরণ করা হইয়াছে, তাহাও আমাদের সমান ইহার নষ্ট হয় নাই, সেইজন্য কুকুরের সহিত এই ব্যক্তি এরূপ মুদ হইয়াছে ॥ ৫২

বিশ্বামিত্র উবাচ

নৈতস্যোহ যথাস্মাকং সখ্যস্যাস্য ভরদ্বয়ঃ।
অলসঃ ক্ষুৎপরো মূর্খস্তেন সীবান্ ভুনা সহ ॥ ৬৩

ভরদ্বাজ উবাচ

নৈতস্যোহ যথাস্মাকং ভক্তমিঙ্গনমেব চ।
সাচিন্ত্যো বার্ষিকং চিন্তে তেন সীবান্ ভুনা সহ ॥ ৬৪

কণ্ডূল উবাচ।

নৈতস্যোহ যথাস্মাকং চত্বারশ্চ সহোদরাঃ।
দেয়ি দেহীতি ভিক্ষন্তি তেন সীবান্ ভুনা সহ ॥ ৬৫

ভরদ্বাজ উবাচ

নৈতস্যোহ যথাস্মাকং ব্রহ্মবন্ধোরহেতনঃ।
শ্লোকো ভার্য্যাপরাধেন তেন সীবান্ ভুনা সহ ॥৬৬

গৌতম উবাচ।

নৈতস্যোহ যথাস্মাকং ত্রিকৌপেয়স্য রাত্রয়ম্
একৈকং বৈ ত্রিবর্ষীয়ং তেন সীবান্ ভুনা সহ ॥ ৬৭

ভীষ্ম উবাচ।

অথ দৃষ্ট্বা পরিব্রাট্ স তান্ মহর্ষীন্ ভুনা সহ
অভিগম্য যথান্যায়ং পাদ্যৈস্তর্পয়বাচরৎ ॥ ৬৮

পরিচর্য্যাং বনে তাং তু ক্ষুৎপ্রতীঘাতকারিকাম্।
অন্যোন্যেন নিবেদ্যাথ প্রীতিচিত্তা সহৈব তে ॥ ৬৯

একনিশ্চয়কার্য্যাশ্চ ব্যচরন্ত বনানি তে।
আয়যাযাঃ সমুদ্বৃত্তা মূলানি চ ফলানি চ ॥ ৭০

কদাচিদ্ বিচরন্তস্তে মৃগৈরবিরলৈর্বৃতাম্।
শুচিবারিপ্রসরোদ্যাং নদ্যুত্তঃ পল্বিনীং শুভাম্ ॥ ৭১

বালাদিত্যাবপুঃপ্রখ্যৈঃ পুষ্করৈরুপশোভিতাম্।
বৈদূর্য্যবর্ণসদৃশৈঃ পদ্মপত্রৈরবাবৃতাম্ ॥৭২

নানাবিহঙ্গৈ বিরুতৈর্গন্ধপ্রকরসেবিতাম্।
একস্যামনদেহাং পুণ্যতীর্থামকর্দমাম্ ॥ ৭৩

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—ভরদ্বাজ আমাদের সনাতন বেদ বিস্মরণ হইয়াছে এবং শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম আমাদের ক্ষীণ হইতে চলিয়াছে। এরূপ অবস্থা কিন্তু ইঁহার হয় নাই এবং এই ব্যক্তি অলস, কেবল ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পূর্ব্ব করিতেই আলস্য ও দুর্ব্ব। সেইজন্য ক্ষুদ্রের সহিত এরূপ স্থূল হইয়াছে। ৬৩

ভরদ্বাজ বলিলেন,—আমাদের ন্যায় ইঁহার সাত্ত্বা বৎসরের অন্ত ভোজন ও আহার্য্য করিবার চিন্তা নাই, সেইজন্য এই ব্যক্তি ক্ষুদ্রের সহিত এতাদৃশ স্থূল হইয়া গিয়াছে। ৬৪

কণ্ডূল বলিলেন,—আমাদের চারি ভ্রাতা আমাদের নিকট হইতে প্রতিদিন 'ভোজন দাও, ভোজন দাও' বলিয়া অন্ন প্রার্থনা করে, অর্থাৎ আমাদের এত বিশাল কুটুম্বজনগণের অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা করিতে হয়। এই সন্ন্যাসীর সেই চিন্তা নাই, অতএব ক্ষুদ্রের সহিত সে এরূপ স্থূল হইয়াছে। ৬৫

ভরদ্বাজ বলিলেন,—এই বিবেকহীন ব্রাহ্মণবন্ধুকে আমাদের ন্যায় নিজের স্ত্রীর কলঙ্কিতা হইবার শোক করিতে হয় না। সেইজন্য ক্ষুদ্রের সহিত এই ব্যক্তি এরূপ স্থূল হইতে পারিয়াছে। ৬৬

গৌতম বলিলেন,—আমাদের ন্যায় ইঁহাকে তিন তিন বর্ষ পর্য্যন্ত ক্ষুধার ক্লেশের নিমিত্ত তিন তিনখানি যবলা ও বৃথাকর্ম্ম ধারণ করিয়া থাকিতে হয় নাই। সেইজন্য সে ক্ষুদ্রের সহিত এরূপ স্থূল হইয়া গিয়াছে। ৬৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ক্ষুদ্রের সহিত উপবিষ্ট সেই সন্ন্যাসী যখন সেই মহর্ষিগণকে দেখিলেন, তখন তাঁহাদের নিকটে গিয়া সন্ন্যাসীর যথানিয়মানুসারে তাঁহাদের হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিলেন। ৬৮

তাঁহার পর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের কুশল সমাচার নিবেদন করিয়া বলিলেন,—'আমরা আমাদের ক্ষুধার উপশমের জন্য ফলাদি অন্বেষণ করিতে করিতে বনে ভ্রমণ করিতেছি'। এই কথা বলিয়া তাঁহারা একসঙ্গে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ৬৯

তাঁহাদের সকলের নিশ্চয় ও কার্য্য এক ছিল। তাঁহারা কন্দ-মূল ও ফল লইয়া সেই সব সঙ্গে লইয়া সেই বনে বিচরণ করিতেছিলেন। ৭০

একদিন বিচরণ করিতে করিতে সেই মহর্ষিগণ এক সুন্দর সরোবর দেখিতে পাইলেন; তাহার জল অতিশয় স্বচ্ছ ও পবিত্র ছিল এবং তাহার চারি তীর তরুশ্রেণীতে আবৃত ছিল। ৭১

প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণের পদ্মফুলসমূহ সেই সরোবরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল এবং বৈদূর্য্যমণির ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট পদ্মপত্র সমূহের দ্বারা উহা পরিবৃত ছিল। ৭২

নানাপ্রকার জলচর পক্ষিগণ কলরব করিতে করিতে তাহার জলরাশি সেবন করিতেছিল। এই সরোবরে প্রবেশ করিবার একটি মাত্র পথ ছিল। তাহার কোনও স্থল কর্দ্দমাক্ত হইয়া যাইবার

কৃষ্ণাজিনপ্রযুক্তা তু কৃত্বা বিকৃতদর্শনা।
বায়ুধানীতি বিখ্যাতা পত্নিনী তামরক্ষত ॥ ৭৪
পঞ্চসপ্তসরাস্তত্র বিসার্থং তে মহর্ষয়ঃ।
পত্নিনীমভিগম্যৈতে সর্বে কৃত্যাভিরক্ষিতাম্ ॥ ৭৫
ততস্তে বায়ুধানীং তাং দৃষ্ট্বা বিকৃতদর্শনাম্
দ্বিতীয়াং কমলিনীতীরে কৃত্যামূচুর্মহর্ষয়ঃ ॥ ৭৬
একা তিষ্ঠসি কা চ ত্বং কস্যার্থে কিং প্রয়োজনম্।
পত্নিনীতীরমাশ্রিত্য ব্রূহি ত্বং কিং চিকীর্ষসি ॥ ৭৭

বায়ুবায়ুবাচ।

বাঢ়মিত্যব্রুবংস্তে মে নঃ কর্তব্যঃ কথঞ্চন।
আয়ত্তিনী মাং পত্নিত্বা বিত্ত সর্বে তপোধনাঃ ॥ ৭৮

অথর উচুঃ

সর্ব এব ভূবর্তাঃ স্ম ন চাস্মত্তঃ কিঞ্চিদস্তি নঃ।
ভবত্যাঃ সম্মতে সর্বে সৃষ্টাস্মাম বিসার্থতঃ ॥ ৭৯

বায়ুবায়ুবাচ।

সময়েন বিসার্থীতে সৃষ্টাস্মঃ কামকারতঃ।
একৈকো নাম মে প্রোক্তো ভতো সৃষ্টাস্ম মাচিরম্ ॥ ৮০

ভীষ্ম উবাচ।

বিজ্ঞায় বায়ুধানী তাঃ কৃত্যামৃষিবরৈর্বিসীম্
অত্রিঃ কুথাপরীতাত্মা ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ৮১

অত্রিরুবাচ।

অরাত্রিরত্রিঃ সা রাত্রির্যাং নারীমে ত্রিরুচ্য বৈ
অরাত্রিরত্রিরিত্যেব নাম মে বিদ্ধি শোভনে ॥ ৮২

বায়ুবায়ুবাচ।

যথোদাহৃতমেতত্তে মম নাম মহাভাগে
দুর্ধর্ষমেতন্মনসা গচ্ছাবহত্ত পত্নিনীম্ ॥ ৮৩

উপায় ছিল না। উহাতে নামিবার জন্য অতিসূক্ষ্ম সোপানাবলি (সিঁড়ি) নির্মিত ছিল। এই সরোবরের কোথাও কর্দম ছিল না। ৭৩

রাজা বৃষাদর্ভিপুত্র প্রেরিতা ভয়ানক আকৃতিবিশিষ্টা বায়ুধানী কৃত্যা সেই পুষ্করিণীকে রক্ষা করিতেছিল। ৭৪

পঞ্চসপ্তসরে সেই সব মহর্ষিগণ স্নানের জন্য সেই কৃত্যা কর্তৃক সুরক্ষিত সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। ৭৫

সরোবরের তীরে অবস্থানান্ত ও দেখিতে বিকরাল সেই কৃত্যাকে দর্শন করিয়া সেই সব মহর্ষিগণ বলিলেন। ৭৬

অয়ে! তুমি কে? এবং কি জন্য এখানে একাকিনী দাঁড়াইয়া আছ? এখানে আসিবার তোমার কি প্রয়োজন? এই সরোবরের তীরে থাকিয়া তুমি কোন্ কার্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? ৭৭

বায়ুধানী বলিল,—তপস্বিগণ! আমি যাই হই না কেন, আমার বিষয়ে তোমাদের এরূপ জিজ্ঞাসা করিবার কোন অধিকার নাই। তোমরা ইহাই জান যে, আমি এই সরোবরের রক্ষাকারিণী। ৭৮

ঋষিগণ বলিলেন,—ভদ্রে! এই সময় আমরা ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি এবং আমাদের নিকট ভোজনের জন্য অন্য কোনও বস্তু নাই। অতএব যদি তুমি অনুমতি দাও, তবে আমরা এই সরোবরের কিছু মৃণাল সংগ্রহ করিয়া লইব। ৭৯

বায়ুধানী বলিল,—ঋষিগণ এক সর্তে তোমরা ইচ্ছানুসারে এই সরোবরের মৃণাল লইতে পারিবে। তোমরা এক এক জন করিয়া এস এবং নিজ নিজ নাম ও নামের তাৎপর্য বলিয়া মৃণাল গ্রহণ কর। ইহাতে আর বিলম্ব করিও না। ৮০

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অত্রি বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ এক রাক্ষসী কৃত্যা এবং ঋষিগণ আমাদের সকলকে বধ করিবার উদ্দেশ্য এখানে আসিয়াছে। তথাপি ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া তিনি তাহাকে এই কথা বলিলেন। ৮১

অত্রি বলিলেন,—কল্যাণি! তোমাকে একজন হইতে রক্ষা করাতেই 'অরাত্রি' বলে এবং বহু হইতে রক্ষা করাকে অত্রি বলে। এইভাবে আমিই অরাত্রি বলিয়া অত্রি। যতক্ষণ না জীবের একমাত্র সংসারাত্মার জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অবস্থাকে রাত্রি বলে। সেই অজ্ঞানরূপ রাত্রির বক্তার আমি অরাত্রি ও অত্রি বলিয়া কথিত হই। সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে অজ্ঞাত বস্তুর যাহা রাত্রির সমান, সেই পরব্রহ্মতত্ত্বে আমি সদা জাগরিত থাকি অতএব উহা আমার পক্ষে অরাত্রির তুল্য, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও আমি অরাত্রি ও অত্রি (জ্ঞানী) নাম ধারণ করি। ইহাই আমার নামের তাৎপর্য বলিয়া জানিও। ৮২

বায়ুধানী বলিল,—তাহাই হউক। আপনি যেভাবে নিজের নামের তাৎপর্য বলিলেন, তাহা আমার ধারণ করিয়া রাখা উচিত; আচ্ছা, এখন আপনি স্নান ও পুষ্করিণীতে প্রবেশ করুন। ৮৩

বসিষ্ঠ উবাচ

বসিষ্ঠোঽস্মি বরিষ্ঠোঽস্মি বসে বাসগৃহেষপি।
বসিষ্ঠস্ত্বাং বাসাচ্চ বসিষ্ঠ ইতি বিদ্ধি মাম্ ॥ ৮৪

ধাতুধান্যুবাচ।

নামনৈরুক্তমেতৎ তে দুঃখব্যাপ্তাধিতাক্ষরম্।
নৈতদ্ বারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবস্তত্র পণ্ডিতৌ ॥ ৮৫

কশ্যপ উবাচ।

কূলং কুলক কুষ্মং কুষ্মং কশ্যপো দ্বিজঃ।
কাশ্যঃ কাশনিকাশস্ত্বাদেতন্মে নাম ধারয় ॥ ৮৬

ধাতুধান্যুবাচ।

যদ্যেতাদ্রূপমেতৎ তে ময়ি নাম মহামুনে
দুর্ধার্যমেতন্মনসা গচ্ছাবস্তত্র পণ্ডিতৌ ॥ ৮৭

ভরদ্বাজ উবাচ

ভরেঽসুতান্ ভরেঽশিষ্যান্ ভরে দেবান্ ভরে দ্বিজান্।
ভরে ভার্য্যাং ভরে ধাতঃ ভরদ্বাজোঽস্মি শোভনে ॥ ৮৮

ধাতুধান্যুবাচ

নামনৈরুক্তমেতৎ তে দুঃখব্যাপ্তাধিতাক্ষরম্।
নৈতদ্ বারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবস্তত্র পণ্ডিতৌ ॥ ৮৯

গৌতম উবাচ।

গোদমো গমতো ঽধুমো ঽগমস্তে সমদর্শনাৎ
বিদ্ধি মাং গৌতমং কৃত্বা ধাতুধানি নিবোধ মাম্ ॥ ৯০

ধাতুধান্যুবাচ।

যদ্যেতাদ্রূপমেতৎ তে ময়ি নাম মহামুনে
নৈতদ্ বারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবস্তত্র পণ্ডিতৌ ॥ ৯১

বিশ্বামিত্র উবাচ

বিশ্বে দেবাস্ত্ব মে মিত্রা মিত্রমপি গবাং তথা।
বিশ্বামিত্রমিতি খ্যাতং ধাতুধানি নিবোধ মাম্ ॥ ৯২

ভরদ্বাজ বলিলেন,—কল্যাণি! যাহারা আমার পুত্র বা মিত্র নয়, তাহাদিগকেও আমি পালন করি এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ, নিজের বর্ষণশীল ও যাত (বর্ষণশীল) বহুলোকদিগকেও আমি ভরণ-পোষণ করি, সেইজন্য আমি ভরদ্বাজ নামে প্রসিদ্ধ। ৮৮

ধাতুধানী বলিল, মুনিবর! আপনার নামাক্ষর উচ্চারণ করিতেও আমার ক্লেশবোধ হইতেছে; সেইজন্য আমি ইহাকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিব না। যান, আপনিও এই সরোবরে প্রবেশ করুন। ৮৯

গৌতম বলিলেন,—কৃত্তে! আমি গো—নামক ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখি, সেইজন্য আমি 'গোদম' নাম ধারণ করি। আমি ধূমহীন অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি বলিয়া তোমার ধাতা বা অন্য কাহারও দ্বারা দমন করিবার যোগ্য নহি। আমার শরীরে কান্তি (গো) অত্যন্তরূপে ধৃত করিয়া থাকে বলিয়া (আমি অতম,) তুমি আমাকে 'গৌতম' বলিয়া জানিও। ৯০

ধাতুধানী বলিল,—মহামুনে! আপনার নামের ব্যাখ্যাও আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যান, পুষ্করিণীতে অবতরণ করুন। ৯১

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—ধাতুধানি, তুমি আমার কথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। বিশ্বেদেবগণ আমার মিত্র এবং গোসমূহের ও সম্পূর্ণ বিশ্বের আমি মিত্র, সেইজন্য আমি জগতে বিশ্বামিত্র নামে খ্যাত। ৯২

বসিষ্ঠ বলিলেন,—আমি বসিষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াও আমাকে সকলে বসিষ্ঠও বলে। আমি বৃহত্তমরূপে বাস করি, অতএব বসিষ্ঠতা (শ্রৈষ্ঠ্য-সম্পত্তি) এবং বাসের জন্যও তুমি আমাকে বসিষ্ঠ বলিয়া জানিও। ৮৪

ধাতুধানী বলিলেন,—মুনে! আপনি যে নিজের নামের ব্যাখ্যা করিলেন, তাহার অক্ষরসমূহের উচ্চারণ করাও ত' কঠিন ব্যাপার। আমি এই নামকে ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ নই। আপনি যান এবং পুষ্করিণীতে প্রবেশ করুন। ৮৫

কশ্যপ বলিলেন,—ধাতুধানী! পৃথিবীর নাম কূল, যিনি উহাকে পালন করেন, তিনি কুলক নামে অভিহিত হন। আমি প্রত্যেক মূলে (পর্বতে) অত্যন্তাসিক্তে প্রবেশ করত তাহাকে দৃঢ় করি, সেইজন্য আমি কশ্যপ। যে অর্থাৎ পৃথিবীতে যব জন্মবর্দ্ধনকারী সূর্য্যও আমারই স্বরূপ, সেইজন্য আমাকে 'কুষ্মং' বলা হয়। আমার বর্ণ কাশপুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল, অতএব আমি কাশ-নামেও প্রসিদ্ধ। ঐগুলি আমার নাম। তুমি ইহাকে ধারণ করিয়া রাখ। ৮৬

ধাতুধানী বলিলেন, মহাতেজস্বী মহর্ষে! আপনি যেভাবে নিজের নামের তাৎপর্য্য বলিলেন, তাহা ধারণ করিয়া রাখা আমার পক্ষে কঠিন ব্যাপার। অতএব আপনিও পক্ষে পরিপূর্ণ এই সরোবরে প্রবেশ করুন। ৮৭

বাচ্যবাচ্যুবাচ

নামনৈরুক্তমেতত্তে দুঃখব্যাপ্তাধিষ্ঠাতৃকম্।
নৈতদ্ ধারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবস্তত্র পত্নিকাম্ ॥ ৯৩

ভরদ্বসুরিত্যুবাচ

জাতমন্ত্রজ্ঞানেঽহং জিজ্ঞাসিষ জিজ্ঞাসিষি।
ভরদ্বসুরিতি খ্যাতস্ততো মাং বিদ্ধি শোভনে ॥ ৯৪

বাচ্যবাচ্যুবাচ

যথোদাহৃতমেতত্তে অগ্নি নাম মহামুনে।
নৈতদ্ ধারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবস্তত্র পত্নিকাম্ ॥ ৯৫

অরুন্ধত্যুবাচ

ধরান্ ধরিত্রীং ধনুষাং ভর্তৃত্বিষ্ঠামনন্তরম্।
মনোঽনুকল্পতো ভর্তৃমিতি মাং বিদ্ধ্যকল্পতীম্ ॥ ৯৬

বাচ্যবাচ্যুবাচ

নামনৈরুক্তমেতত্তে দুঃখব্যাপ্তাধিষ্ঠাতৃকম্।
নৈতদ্ ধারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবস্তত্র পত্নিকাম্ ॥ ৯৭

গণ্ডোবাচ

বক্ষ্যে কথেদং গণ্ডেতি বাচ্যমেতদ্ধ্যুচ্যতে।
তেনোদ্ভবেন গণ্ডেতি বিদ্ধি মামনসূয়বে ॥ ৯৮

বাচ্যবাচ্যুবাচ

নামনৈরুক্তমেতত্তে দুঃখব্যাপ্তাধিষ্ঠাতৃকম্।
নৈতদ্ ধারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবস্তত্র পত্নিকাম্ ॥ ৯৯

পণ্ডসখ উবাচ

পণ্ডূন্ রজাংসি দৃষ্টাংস্ত্বং পণ্ডূনাক্ত সদা সখা।
গৌরঃ পণ্ডসখেত্যেবং বিদ্ধি মামগ্নিসম্ভবে ॥ ১০০

বাচ্যবাচ্যুবাচ

নামনৈরুক্তমেতত্তে দুঃখব্যাপ্তাধিষ্ঠাতৃকম্।
নৈতদ্ ধারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবস্তত্র পত্নিকাম্ ॥ ১০১

শুনঃসখ উবাচ

প্রতিচক্ষ্যং যথা নাম নাড়ং বক্ষ্যমিতোঽনঘে।
শুনঃসখমথাদ্রাং মাং বাচ্যবাচ্যুপধারয় ॥ ১০২

বাচ্যবাচী বলিল,—ঋষিবর! আপনার নামের ব্যাখ্যায় এই অক্ষরেরও উচ্চারণ করা আমার পক্ষে কঠিন। ইহাকে ধারণ করিয়া রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব আপনি যান, পুণ্যস্থিতিতে প্রবেশ করুন। ৯৩

ভরদ্বসু বলিলেন,—কল্যাণি! আমি যে জগতে যজ্ঞাধিষ্ঠাতে পুনঃ পুনঃ হবির্ভক্ষণকারী দেবতাগণের আহবনীয় অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, সেইজন্য তুমি আমাকে ভরদ্বসু নামে বিখ্যাত বলিয়া জানিও। ৯৪

বাচ্যবাচী বলিল,—মহামুনে! আপনি যেভাবে নিজের নামের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা বুদ্ধিতে ধারণ করিয়া রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। অতএব আপনি যান, পুণ্যস্থিতিতে অবতরণ করুন। ৯৫

অরুন্ধতী বলিলেন, বাচ্যবাচি! আমি অক্ষ অর্থাৎ পর্ব্বত পৃথিবী ও দ্যুলোকে নিজ শক্তিবলে ধারণ করি। নিজের পতি হইতে কখনও দূরে থাকি না এবং তাঁহার মনের অনুসারে আচরণ করি, সেইজন্য আমার নাম অরুন্ধতী—ইহা তুমি জানিও। ৯৬

বাচ্যবাচী বলিল, দেবি! আপনি নিজের নামের যে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহার এক অক্ষরেরও উচ্চারণ করা আমার পক্ষে কঠিন কার্য্য, অতএব ইহাকেও আমি ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ নই। আপনি যান এবং এই পুণ্যস্থিতিতে অবতরণ করুন। ৯৭

গণ্ড বলিলে,—অগ্নি হইতে উৎপন্না হওয়ায় গণ্ড হইতে গণ্ড পদের উৎপত্তি হয়, ইহা যুবের এককেরের অর্থাৎ কপোলের বাচক। আমার কপোল (গণ্ড) উদ্ভব (উচ্চ সেইজন্য তুমি আমাকে গণ্ডা বলিয়া জানিও। ৯৮

বাচ্যবাচী বলিল, তোমার নামের ব্যাখ্যায় ও অক্ষরের উচ্চারণ করা আমার পক্ষে কঠিন কার্য্য, সেইজন্য ইহাকে ধারণ করিয়া রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব তুমিও যাও এবং এই পুণ্যস্থিতিতে অবতরণ কর। ৯৯

পণ্ডসখ বলিল,—অগ্নি হইতে উৎপন্না হওয়ায় আমি পণ্ডসখকে প্রসন্ন রাখি এবং তাহাদের প্রিয় সখা, এই কারণেই আমার নাম পণ্ডসখ হইয়াছে। ১০০

বাচ্যবাচী বলিল,—তুমি নিজের নামের যে ব্যাখ্যা করিলে তাহার অক্ষরের উচ্চারণ করা আমার পক্ষে কঠিনতর। সেইজন্য ইহাকে ধারণ করিয়া রাখিতে আমি সমর্থ নই, অতএব তুমি যাও এবং পুণ্যস্থিতিতে প্রবেশ কর। ১০১

শুনঃসখ (সরমাপতি) বলিলেন,—বাচ্যবাচি! এই অগ্নিসম দেবতা নিজেদের নামসমূহের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন, সেইজন্য আমি নিজের নামের তাৎপর্য্য বলিতে পারিব না। তুমি আমার যথের সখা মুনিগণের বন্ধু শুনঃসখ বলিয়া জানিও। ১০২

বাসুদেব উবাচ

নামমৈরুদ্রমেতত্তে যাজ্ঞা সম্ভিত্তা সিরা।
তস্মাৎ পুনর্দ্বিজাতীং ত্বা ত্রয়ী বক্ষ্যতি তে দ্বিজ। ১০৩

শুন:সখ উবাচ।

সকৃদুক্তং ময়া নাম ন গৃহীতং ত্বয়া যদি।
তস্মাৎ ত্রিগুণিতং গচ্ছ জন্মেতি মা চিরম্। ১০৪

সা ব্রহ্মণ্ডত্তরেণ তেন মূর্দ্ধিত্তা তদা
কৃত্যা পপাত যেদিস্তাং তস্য সা চ জগাম হ। ১০৫

শুন:সখা চ হত্বা তাং যাজুষানীং মহাবলাম্।
ত্রিধি ত্রিগুণা বিহিতা পাবলে সমুপাবিশৎ। ১০৬

ততস্তে মুনয়: সর্বে পুরুহূতাদি বিসানি চ।
যথাকামমুপাদায় সমুত্তমুর্দ্বাধিতা:। ১০৭

স্নানেন মহতা কৃত্বা তে বিসানি জলাপণ:।
তীরে নিক্ষিপ্য পদ্মিন্যাস্তর্পণং চক্রুরুত্তমা। ১০৮

অথোত্থায় জলাৎ তস্মাৎ সর্বে তে সমুপাগমন্।

নাপশ্যংস্তাপি তে তানি বিসানি পুরুষর্ষভা:। ১০৯

অথ: উচু:

কেন ভূথাপরীতানামস্মাকং পাপকর্মণাম্
মুণালেনাপনীতানি বিসান্যাহারকাঙ্ক্ষিণাম্। ১১০

তে মন্যমানাস্তেনেতি পপ্রচ্ছু দ্বিজসত্তমা:
ত উচু: সহসা সর্বে ভূয় ইত্যবিকর্ণন। ১১১

ত উচু: বাড়মিত্যেবং সর্ব এব তদা সমম্
ভূথার্তা: সুপরিশ্রান্তা: শপথায়োপচক্রমু:। ১১২

অত্রিরুবাচ।

স যাং স্পৃশতু পাদেন সূর্যাক প্রতিরেহতু।
অনধ্যায়েষ্বধীতীত বিসভৈক্তা করোতি য:। ১১৩

বসিষ্ঠ উবাচ

অনধ্যায়ে পঠেল্লোকে শুন: স পরিকর্ষতু
পরিব্রাট্ কামবৃত্তস্ত বিসভৈক্তা করোতি য:। ১১৪

শরণাগত হন্তু স যৈ বক্ষুত্তা চোপজীবতু
অর্থান্ কাঙ্ক্ষতু কীনাশান্ বিসভৈক্তা করোতি য:। ১১৫

বাসুদেব বলিল,—দ্বিজবর! আপনি সম্ভিত্ত যাজ্ঞা নিজের নাম বলিলেন। অতএব এখন পুনরায় স্পষ্টভাবে নিজের নামের ব্যাখ্যা করুন। ১০৩

শুন:সখ বলিলেন,—আমি একবার নিজের নাম বলিয়াছি। উহাতেও যদি তুমি আমার নাম গ্রহণ করিতে না পার, তবে এই প্রমাদবশতঃ আমার এই ত্রিগুণের প্রাপ্তি হউক এখনই তাহা হইয়া যাউক—ইহাতে বিলম্ব না হউক। ১০৪

এই কথা বলিয়া সেই সন্ন্যাসী ব্রহ্মতেজের দ্বারা নিজের ত্রিগুণের দ্বারা তাহার মস্তকে এরূপ আঘাত করিলেন যে, সেই যাজুষানী কৃত্যা পতিত হইল এবং ভস্মীভূত হইয়া যাইল। ১০৫

এইভাবে শুন:সখ সেই যজ্ঞবলবতী ব্রাহ্মণীকে বধ করিয়া ত্রিগুণকে কূপজলে রাখিয়া দিলেন এবং স্নানও সেখানে করিয়া কৃপাবস্থাদির দ্বারিকে উপবিষ্ট হইলেন। ১০৬

তদনন্তর সেই সব মহর্ষিগণ ইচ্ছানুসারে পদ্ম পুষ্পসমূহ ও মৃণালসকল গ্রহণ করিয়া আনন্দসহকারে সরোবর হইতে উঠিয়া আসিলেন। ১০৭

তাহারা অভিশয় পরিশ্রম করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে (বোঝা) বন্ধন করিলেন এবং তীরে সেই সব রাখিয়া দিয়া সরোবরের জলের দ্বারা তর্পণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০৮

অনন্তর দ্বিতীয়বার পরে যখন সেই সব পুরুষপ্রবরগণ জল

তখন তাঁহারা পরস্পরকে বলা করিয়া বলিলেন,—আরে, আমরা সকলে ক্ষুধায় ব্যাকুল সেইজন্য এখন ভোজন করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলাম। এরূপ অবস্থায় কোন্ নির্দয়ী পুরুষ পাশী আমাদের মৃণালসকল চুরি করিল? ১১০

শরণাগত বৃত্তিজীবী সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ তখন পরস্পরকে সন্দেহ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং শেষে বলিলেন—আমরা সকলে মিলিত হইয়া শপথ করিব। ১১১

শপথের কথা শুনিয়াই তাঁহারা সকলেই বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা, তাহাই হউক। তারপর সেই ক্ষুধাপীড়িত ও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণগণ এক সঙ্গে শপথ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১১২

অত্রি বলিলেন,—যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার পদকে পদাঘাত করা, সূর্যের দিকে মুখ করিয়া প্রস্রাব করা এবং অনধ্যায়ের সময় অধ্যয়ন করার পাপ হইবে। ১১৩

বসিষ্ঠ বলিলেন,—যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার বিধির সময়ে বেদ পাঠ করা, কুকুর লইয়া শিকার খেলা, সন্ন্যাসী হইয়া যথেচ্ছ আচরণ করা, শরণাগতকে বধ করা, নিজের জন্যে রান্না করিয়া জীবিকা অর্জন করা এবং কৃষকের ধন অপহরণ করার পাপ লাগিবে। ১১৪-১১৫

কণ্ডূপ উবাচ।
সর্বত্র সর্বং লপতু স্যাসলোপো করোতু চ
কূটসাক্ষ্যমতোত্তু বিসৈত্তেভ্যঃ করোতি যঃ ॥১১৬
বৃথাধ্যয়নসান্নত্যাত্তু বৃথাদানং করোতু চ
যাত্তু স্ত্রিয়ং দিবা চৈব বিসৈত্তেভ্যঃ করোতি যঃ ॥ ১১৭
ভরদ্বাজ উবাচ
বৃথাসম্ভাষবর্ণাত্তু স্ত্রীষু জাতিষু স্নেমু চ।
ব্রাহ্মণ চাপি ভরতাং বিসৈত্তেভ্যঃ করোতি যঃ ॥ ১১৮
উপাধ্যায়মথঃ কৃত্বা অচোঽধ্যেতু যত্নাদি চ
জুহোতু চ স কল্মাষো বিসৈত্তেভ্যঃ করোতি যঃ ॥ ১১৯
ভরদ্বাজ উবাচ
পুরীষমূৎসৃজেদ্যস্তু রস্তু গ্যাং চৈব ভক্ষয়েত্তু।
অনৃতো মৈথুনা যাত্তু বিসৈত্তেভ্যঃ করোতি যঃ ॥ ১২০
ধেনো ভার্যোপজীবী স্যাদ্ বৃষবক্ষ বৈরবান্

অন্যোভস্তাভিবিশ্চাত্তু বিসৈত্তেভ্যঃ করোতি যঃ ॥ ১২১
গৌতম উবাচ
অধীত্য বেদানন্যাত্তু স্ত্রীনদীনপবিধাত্তু।
বিক্রীণাত্তু তথা সোমং বিসৈত্তেভ্যঃ করোতি যঃ ॥ ১২২
উদপানপ্রবে গ্রামে ব্রাহ্মণো বৃষলীপতিঃ
তস্য সালোক্যতাং যাত্তু বিসৈত্তেভ্যঃ করোতি যঃ ॥ ১২৩
বিশ্বামিত্র উবাচ।
জীবতো বৈ গুরূন্ কৃত্যান্ তবধূক্ত পরে তথা:
অগতির্হ্যপুত্রঃ স্যাদ্ বিসৈত্তেভ্যঃ করোতি যঃ ॥ ১২৪
অশুচির্ঋকুটোঽন্ত্য স্যাত্ চৈবাপায়কৃতঃ।
বর্ষকো বৎসরী চাত্ত বিসৈত্তেভ্যঃ করোতি যঃ ॥ ১২৫
বর্ষাচরোঽন্ত্য কৃতকো রাজন্যাস্তু পুরোধিতঃ
অযাজ্যস্তু ভবেদ্বিপ্র বিসৈত্তেভ্যঃ করোতি যঃ ॥ ১২৬

কণ্ডূপ বলিলেন,—যে মৃগাল চুরি করিয়াছে, তাহার সকল স্থানে সর্বপ্রকার কথা বলার, অপরের সঞ্চিত (যজ্ঞ রূপে প্রদত্ত) বস্তু অপহরণ করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার পাপ হইবে ॥ ১১৬

যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার মাংস-ভক্ষণের পাপ হইবে, তাহার দান নিষ্ফল হইয়া যাইবে ও তাহার নিজের বেদাধ্যয়ন করার পাপ লাগিবে ॥ ১১৭

ভরদ্বাজ বলিলেন,—যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, সেই নির্বোধ পুরুষের বর্ণত্যাগের পাপ হইবে। সে স্ত্রী, জাতি ও গোগণের সহিত পাপপূর্ণ আচরণ করার দোষে দোষী হইবে এবং ব্রাহ্মণকে বাদ-বিবাদে পরাজিত করার পাপে পাপী হইবে ॥ ১১৮

যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার উপাধ্যায়কে (অধ্যাপক বা গুরুকে) নীচে বসাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বলপূর্বক ও বহুপূর্বক অধ্যয়ন করার এবং তুলায়িতে আহুতি দেওয়ার পাপ হইবে ॥ ১১৯

অত্রবসি বলিলেন,—যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার অন্নে মলত্যাগের পাপ হইবে, গরুকে প্রহার করার ও উহার সহিত দ্রোহ করার এবং ঋতুকাল না হইলেও স্ত্রীর সহিত সহবাস করার পাপ হইবে ॥ ১১০

যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার সকলের সহিত দ্বেষ করার, স্ত্রীর উপার্জনে জীবিকা চালাইবার, ব্রাহ্মণকে বহু হইতে দূরে থাকিবার, সকলের সহিত শত্রুতা পরিহার করিবার এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত অতিথি হইবার পাপ হইবে ॥ ১১১

গৌতম বলিলেন,—যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার বেদ পাঠ করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করার, ভিন অগ্নিকে ত্যাগ করার এবং সোমরস বিক্রয় করার পাপ হইবে ॥ ১১২

যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার সেইলোক লাভ হইবে, যাহা একই কূপে জল গ্রহণকারী, গ্রামে বসবাসকারী এবং পুত্রসহীন সকলেরই লাভ হইয়া থাকে ॥ ১১৩

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—যে এই মৃণাল চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার যে পুরুষের জীবিত অবস্থায় তাহার গুরু, মাতা ও পিতাকে অন্য পুরুষে দোষণ করে, সেই পুরুষের যে পাপ হয়, যাহার ফলস্বরূপ হইয়াছে, তাহার যে পাপ এবং যাহার বহু পুত্র হইয়াছে, তাহার যে পাপ হয়, সেই পাপ হয় ॥ ১১৪

যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার অপবিত্র থাকিবার, বেদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার, বনের অগ্নি করার, ব্রাহ্মণ হইয়া কৃষিকার্য করার এবং অপরের প্রতি মাৎসর্য করার যে পাপ হয় সেই পাপ হইবে ॥ ১১৫

যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার বর্ষাকালে পরদেশে যাত্রা করার, ব্রাহ্মণ হইয়া বেতন গ্রহণ পূর্বক কার্য করার, রাজার পুরোহিতের এবং যজ্ঞে অনধিকারীকেও যজ্ঞ করাইবার পাপ হইবে ॥ ১১৬

অরুন্ধত্যুবাচ

মিত্যা পরিজ্ঞবন্ধুভ্যঃ তদূর্দ্ধংতি দুর্মনাঃ।
একা খাদ্য সমাপ্নোতু বিসর্জ্জেতঃ করোতি যা। ১২৭

জ্ঞাতীনাং গৃহমধ্যস্থা সক্তুনন্তু দিনক্ষয়ে
অভোপ্যা বীরপুরুষং বিসর্জ্জেতঃ করোতি যা। ১২৮

খণ্ডোবাচ

অন্নতং ভাবদু সদা বহুভিশ্চ বিরুধ্যতু
দদাতু কন্যাং গুণ্ডেন বিসর্জ্জেতঃ করোতি যাঃ। ১২৯

সাবহিত্থা স্বয়ং প্রোপ্তে দানে ভীর্থাতু চৈব হ
বিকর্ষণা প্রমীয়েত বিসর্জ্জেতঃ করোতি যা। ১৩০

পশুসখ উবাচ।

দাস এব প্রভাবেত্তামপ্রযুক্তিরিক্তনঃ
দৈবতেত্তনমস্কারো বিসর্জ্জেতঃ করোতি যঃ। ১৩১

শুনঃসখ উবাচ

অথর্ববেদে দুহিতরং যা দদাতু

অরুন্ধতী বলিলেন,—যে স্ত্রী কৃপাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার প্রতিদিন পাত্রকীকে ভিক্ষাদান করায়, যাঁর পতির মনে দুঃখ দানের এবং একাকিনীই খাদ্যে বন্ধুবর্গ ভোজন করিবার পাপ হইবে। ১২৭

যে কৃপাল চুরি করিয়াছে, সেই স্ত্রীর জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে অপমান করিয়া দূরে বাস করিবার, যিনি অতিথাকিত হইলে পর ভাত্ত খাইবার, ননদিনী শ্বশুর পতির উপরোধে না আসিবার এবং ব্রাহ্মণ হইয়াও কল্পিত পক্ষীর ন্যায় উগ্র স্বভাববিশিষ্ট বীর পুত্রের জননী হইবার পাপ হইবে। ১২৮

পশু বলিল,- যে স্ত্রী কৃপাল চুরি করিয়াছে, তাহার শঙ্কিলা বিদ্যা কথা বলায়, ব্রাহ্মণাদি বন্ধুগণের সহিত বিরোধ করিবার এবং শুদ্ধ (পশু) লইয়া কন্যাদানের পাপ হইবে। ১২৯

যে স্ত্রী কৃপাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার রন্ধন করিয়া নিজেই ভোজন করিবার, অপরের দানস্থ করিতে করিতে দুঃখ হইবার এবং পাপকর্ম করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পাপ হইবে। ১৩০

পশুসখ বলিল,— যে কৃপাল চুরি করিয়াছে, সে পরদত্তের দানের দূরে অন্নগ্রহণ করিবার, সন্তানহীন ও নির্ধন হইবার এবং দেবতাগণকে নমস্কার না করিবার পাপ হইবে। ১৩১

শুনঃসখ বলিলেন,—যিনি কৃপাল চুরি করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত পূর্ণ করিয়া আশ্রম বহুবেদী অথবা সাঙ্গবেদী বিদ্বান্‌কে কন্যাদান করিবেন কিংবা সেই ব্রাহ্মণ অথর্ববেদের

শুন্দোপাগে বা চরিত্রলক্ষণে

আথর্বণ বেদমধীত্য বিপ্রঃ
স্নাস্নীত বা যো দ্বয়তে বিসাদি। ১৩২

ঋষয় ঊচুঃ

ইষ্টেষ্বেতদ্ দ্বিজাতীনাং যোহয়ং তে প্রণয়ঃ কৃতঃ
ত্বয়া কৃতা বিসর্জ্জেতা সর্বেষাং নঃ শুনঃ সখ। ১৩৩

শুনঃসখ উবাচ।

ভগবন্তো ন পশ্যন্তি দুর্বৃত্তস্য কৃতক্রিয়াঃ।
সত্যমেতদ্ মিথ্যাতদ্ বিসর্জ্জেতা কৃতঃ ময়া। ৩৪
ময়া হ্যস্তহিতানীহ বিসানীমানি পশ্যত।
পরীক্ষার্থং ভগবন্তো কৃতমেব ময়ানঘাঃ। ১৩৫

রক্ষণার্থং সর্বেষাং ভবতামহমাগতঃ
যাতুধানী ভূতিকৃতা কৃত্যোয়া বো বধৈষিণী। ১২৬

বৃথাদত্তিপ্রযুক্তেয়া নিহতা মে তপোধনাঃ।
দুষ্টা বিংস্যাদিয়ং পাপা যুষ্মান্ প্রত্যগ্নিসত্তমা। ১৩৩

অথর্ববেদ পূর্ণ করত নীরত পাত্রক হইবেন। ১৩২

ঋষিগণ বলিলেন,- শুনঃসখ! তুমি যে প্রণয় করিলে, তাহা ত' ব্রাহ্মণের পক্ষেই অতএব মনে হইতেছে, আমাদের কৃপাল-সখ তুমিই চুরি করিয়াছ। ১৩৩

শুনঃসখ বলিলেন,—ঋষিগণ! আপনাদের কথা ঠিক। বাস্তবে আপনাদের ভোজন আমিই অন্তরে রাখিয়া দিয়াছি। আপনারা যখন তর্পণ করিতেছিলেন, তখন আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে ছিল না, সেই সময়েই আমি এই সব লইয়া অন্তরে রাখিয়া দিয়াছি। অতএব আপনাদের কথা ঠিক যে, আমি কৃপাল চুরি করিয়াছি। উহা মিথ্যা নহে। প্রকৃতপক্ষে আমিই সেই সব কৃপাল চুরি করিয়াছি। ১৩৪

আমি সেই কৃপালসকলকে এখানে লুকাইয়া রাখিয়াছি। দেখুন, এই সব আপনাদের কৃপাল রহিয়াছে। নিষ্পাপ মুনিগণ! আমি আপনাদের পরীক্ষা করিবার জন্যই এরূপ করিয়াছি। ১৩৫

আমি আপনাদের সকলকে রক্ষা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলাম। এই যাতুধানী অত্যন্ত ক্রূরস্বভাবা এক কৃত্যা ছিল এবং সে আপনাদিগকে বধ করিতে আসিয়া ছিল। ১৩৬

তপোধনগণ! ব্রাহ্মণ বৃথাদত্তি ইহাকে পাঠাইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ! আমি চিন্তা করিলাম যে, অগ্নি হইতে উৎপন্না এই দুষ্টা পাপিনী কৃত্যা কোথাও যেন আপনাদিগকে হিংসা করিতে

তস্মাদস্যাগতেঃ বিপ্রা বাসবং মাং নিবোধত
অলোভাদক্ষয়া লোকাঃ প্রাপ্তা বৈ সার্বকামিকাঃ। ৮৩
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ক্ষিপ্রং ত্বমাসাদ্য বৈ দ্বিজাঃ। ১৩৮

ভীষ্ম উবাচ।

ততো মহর্ষয়ঃ শ্রীমাংস্তমেবোচুঃ পুরন্দরম্।
সর্বৈব ত্রিদশেন্দ্রেণ সর্বে তুষ্টুবিরে বলম্। ১৪০
এবমেতে মহাত্মানো দ্যোষৈর্বহুবিধৈরপি।
ক্ষুধা পরময়া যুক্তাস্তুষ্ণয়া চানুমোদিতাঃ। ১৪১
নৈব লোভং তদা চক্রুস্তে স্বর্গমবাপ্নুবন্। ১৪২

তস্মাৎ সর্বাত্মনা নরো লোভং বিবর্জয়েৎ
এষ বধঃ পরো রাজংস্তস্মাল্লোভং বিবর্জয়েৎ। ১৪৩
তদং নরঃ সুসমিদ্ধো নমস্কারেণ কীর্তনম্
অর্থভাগী চ ভবতি ন চ দুর্গাণ্যবাপ্নুতে। ১৪৪
শ্রীমন্তে পিতরস্তাসা যযয়ো যেনতাস্তথা
যশোবর্ধাভাগী চ ভবতি প্রেত্য মানবঃ। ১৪৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ত্রিসপ্ততিতমোপাখ্যানে
ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৯৩

না পারে; সেইজন্য আমি এখানে আসিয়াছি। আপনারা আমাকে ইন্দ্র বলিয়া জানিবেন। আপনারা যে লোভকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার ফলে আপনারা সেই অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইবেন, যাহা সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ! অতএব এখন আপনারা এখান হইতে উঠুন এবং সত্বর সেই লোক প্রাপ্ত হউন। ১৩৭-১৩৯

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহারা দেবরাজকে 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইলেন। তারপর তাঁহারা সকলেই দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিলেন। ১৪০-

এইভাবে সেই মহাত্মাগণ অত্যন্ত তুষ্টিত হইলেন এবং মহাপুরুষগণের দ্বারা নানাপ্রকার ভোগসমূহে প্রলোভিত হইতে

ধার্মিকেরা সেই সময় লোভ করেন নাই। ইহার ফলে তাঁহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলেন। ১৪১-১৪২

রাজন্! সেইজন্য মানুষ সকল অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করিবে, কারণ, ইহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বধ। অতএব লোভকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। ১৪৩

যে মানুষ জনসমূহের মধ্যে এই পবিত্র চরিত্র কীর্তন করিবেন, তিনি ধন ও মনোবাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত হইবেন এবং তখনও দুর্গম সঙ্কট প্রাপ্ত হইবেন না। ১৪৪

তাঁহার উপর দেবতা ঋষি ও পিতৃগণ সকলেই প্রসন্ন হন। সেই মানুষ ইহলোকে যশ, ধর্ম ও ধনভাগী হইয়া থাকেন এবং মৃত্যুর পর তাঁহারা স্বর্গলোক লাভ করেন।

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বাধ্যায় দানধর্মপর্বে মুনাক্তুচরিত উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রহ্মসরোবরতীর্থে অগস্ত্যের পদ্মপুষ্পসমূহানামপহরণে সতি ব্রহ্মর্ষীণাং রাজর্ষীণাঞ্চ বর্ষোপলক্ষেণপূর্বপদ্মগ্রহণম্, বর্ষাভ্যানমৃদ্ধিস্যাপহৃতানাং পদ্মপুষ্পাণাং প্রার্থনপদ্ম]

ভীষ্ম উবাচ।

ঔত্রেবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
যং শ্রুত্বা তীর্থযাত্রায়াং মনঃ প্রতি তদপ্রু। ১

পুষ্করার্থং কৃতং তৈস্তৈ পূজা তত্রতত্রতম
রাজর্ষিভির্মহারাজ তথৈব চ দ্বিজর্ষিভিঃ। ২

দ্বিজ পুষ্পসমূহ উপাহরণ দ্বিজ থাকেন। তীর্থযাত্রার প্রসঙ্গে এইভাবে পদ্ম গ্রহণ করিয়া যে বৃত্তান্ত সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১

তত্রতত্রতের স্থানে পুষ্করারণ্যে মধ্যে প্রধান মহারাজ যুধিষ্ঠির পূজাকালে কিছু রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি এইভাবে পদ্মের জন্য চুরি করিয়াছিলেন। ২

অন্বয়: সমেতাঃ পশ্চিমে বৈ প্রভাসে
সমাগতা ব্রহ্মসমব্রতস্থ
চক্রুঃ সর্বাঃ পৃথিবী: পুণ্যতীর্থাঃ
তত্র কামং তন্তু গচ্ছাম সর্বে ' ১৩
শুক্রোঽঙ্গিরাশ্চৈব কবিশ্চ বিদ্বা-
স্তথা ভৃগবো নারদ-পর্বতৌ চ।
তৃণবিন্দুঃ কন্যুপো গৌতমশ্চ
বিশ্বামিত্রো জমদগ্নিশ্চ রাজন্ ॥ ৪
তথিতথা গালবোঽথাঽঽকৃতশ্চ
তরন্তাতোঽতন্তবী বালখিল্যাঃ।
শিবিবিলীশো নহুষোঽম্বরীষো
রাজা যযাতির্নুমায়োঽথ পুরুঃ ॥ ৫
তন্তুঃ পুরুকুত্যা রঞ্জয়ন্তা নরেন্দ্রা:
শতক্রতুং রঞ্জয়ন্তা নরেন্দ্রা:
তীর্থানি সর্বাণি পরিভ্রমন্তো
মান্ধাতা যযুঃ কৌশিকীং পুণ্যতীর্থাম্ ॥ ৬
সর্বেষু তীর্থেষবপুতপাপা
তন্তু তুতো ব্রহ্মসরঃ সুপুণ্যম্।

দেবস্য তীর্থে তদনন্তরিক্তা
বিগাহ্য তে তুতবিসপ্রসূনাঃ ॥ ৭
কেচিদ্ বিসান্তথনাত্তত্র রাজ-
স্তুতে মৃণালানাথনাত্তত্র বিপ্রাঃ।
অথাপশ্যন্ পুষ্করং তে স্থিতন্তং
তুলাদন্তেন সমুতন্তা তদং ॥ ৮
তানাহ সর্বানমিতৌজসন্তাঃ
কেনাসতন্তং পুষ্করং মে সুতাতম্।
মৃণান্ শতে পুষ্করং যৌয়তাং যে
ন বৈ তবন্তো তর্তুমর্হন্তি পন্থম্ ॥ ৯
শুশ্রোমি কালো হিংসতে বর্ষীয়াং
সোঽয়ং গ্রাসো বর্ততে বর্ষীয়া
পুরাধর্মো বর্ততে নেহ যাবৎ
তাবদ্ গচ্ছাম: সুতলোকা চিরায় ॥ ১০
পুরা যেনান্ ব্রাহ্মণা গ্রামমধ্যে
যুষ্টবা মৃষলান্ ব্রাবয়ন্তি।
পুরা তাতা ব্যবহারেণ বর্ধান
পন্থত্যহ্বা পরলোকং ব্রজামি ॥ ১১

পশ্চিম সমুদ্রের তীরে প্রভাসতীর্থে বহু ঋষি একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। সেই সমাগত ঋষিগণ পরস্পর এই পরামর্শ করিলেন যে, আমরা অনেক পুণ্যতীর্থে পূর্ব এই সম্পূর্ণ পৃথিবীতে বিচরণ করিব। ইহাই আমাদের সকলের অভিপ্রায়। অতএব আমরা সকলে একসঙ্গে পৃথিবীভ্রমণে যাত্রা করিব। ৩

রাজন্! এরূপ নিশ্চয় করত ভৃগু, অঙ্গিরা, বিদ্বান্ ঋষি, অগস্ত্য, নারদ, পর্বত, তৃণ, বসিষ্ঠ, কণ্ডপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালবমুনি, অষ্টক, তরন্তাত, অবন্তবী, বালখিল্যগণ, শিবি, বিলীশ, নহুষ, অম্বরীষ, রাজা যযাতি, নৃমায় ও পুরু—এই সব রাজর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষিগণ যজ্ঞযাজী যযাতিরাজার যজ্ঞকর্তা ঋত্বিক্‌কে অগ্রে করত যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সকল তীর্থে ভ্রমণ করিতে করিতে মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যসলিলা কৌশিকী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪-৬

এইভাবে সেখানের সমস্ত তীর্থে স্নানের দ্বারা পাপক্ষালন করত ঋষিগণ সেই স্থান হইতে পরম পবিত্র ব্রহ্মসরতীর্থে গমন করিলেন। সেই অতিকৃতা তেজস্বী ঋষিগণ সেখানের জলে স্নান করত মৃণাল আহার করিলেন। ৭

রাজন্! কিন্তু ঋষি সেখানে গমন করিয়া জলমধ্যে মৃণাল উত্তোলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ গমন করিয়া পদ্মের মৃণাল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে অগস্ত্য সেই পুষ্করিণী হইতে এক পদ্ম তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই পদ্ম সহসা অদৃশ্য হইল। ইহা তখন সকলেই দেখিলেন। ৮

তখন অগস্ত্য সেই সমস্ত ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে আমার সম্মুখ পদ্ম পুষ্প লইয়াছেন? আমি আপনাদের সকলের উপর সন্দেহ করিতেছি। আমার পদ্ম প্রদান করুন। আপনাদের ন্যায় সাধু পুরুষগণের পক্ষে পদ্মপুষ্প চুরি করা উচিত নয়। ৯

তদনিতেছি যে, কাল বর্ষের শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়। সেই কালই এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্যই বর্ষের বাণি হইয়াছে অর্থাৎ অন্যের এক লোপ পাইতেছে। অতএব এখনকে অধর্মের বিস্তার না হউক, তাহার পূর্বেই আমরা চিরকালের জন্য স্বর্গলোকে চলিয়া যাইব। ১০

আগামী কালে ব্রাহ্মণগণ গ্রামের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ করত মুষলদিগকে তাড়াইতে থাকিবেন এবং রাজা ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে বর্ষকে দেখিবেন, অতএব ইহার পূর্বেই আমি পরলোকে গমন করিব। ১১

পুত্রা যস্মান্ প্রত্যবরান্ পরীয়সো
যাবন্তো যাবন্মাত্রাশ্চ সর্বে।
তথোত্তরং যাবদিহা ন বর্ততে
তাবদ্ ব্রজামি পরলোকং চিরায় ॥ ১২

পুত্রা প্রপদ্যামি পরেণ মর্ত্যান্
বলীয়সা দুর্বলান্ ভুজ্যমানান্।
তস্মাদ্ যাস্যামি পরলোকং চিরায়
ন হ্যুৎসহে ত্রাতুমিহ জীবলোকম্ ॥ ১৩

তথাহুরার্তা যবরো মহর্ষিং
ন তে বয়ং পুত্করা হোরয়ামঃ
মিথ্যাভিষক্তো ভবতা নঃ কার্যাঃ
শপাম তীক্ষ্ণৈঃ শপথৈরথর্বে ॥ ১৪

তে লিপ্সিতাস্তত্র মহর্ষিবস্তু
সম্পশ্যন্তো বর্ষয়েতঃ নক্ষত্রাঃ
ততোঽশপন্ত শপথান্ পর্যায়েণ
সহৈব তে পাখিব পুত্রপৌত্রৈঃ ॥ ১৫

যতক্ষণ নবম শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ মহাপুরুষশিষ্যকে নীচ পুরুষসমূহের ভার অবহেলা না করিবেন এবং যতক্ষণ এ সংসারে অজ্ঞানজনিত তমোগুণের বাহুল্য না হইবে, তাঁহার পূর্ব্বেই আমি চিরকালের জন্য পরলোকে গমন করিব। ১২

পরবর্ত্তী কালে বলবান্ ব্যক্তি দুর্বল বন্ধুবর্গদিগকে নিজের উদরসাৎ করিবে, এই বিষয় আমি এখন হইতেই দেখিতে পাইতেছি। সেইজন্য আমি চিরকালের জন্য পরলোকে গমন করিব। এ সংসারে থাকিয়া আমি এই জীবসমূহের এইরূপ দুরবস্থা দেখিতে পারিব না। ১৩

ইহা শুনিয়া ভৃগুগণ ঊর্দ্ধে হইয়া উঠিলেন এবং সত্বরভাবে বলিলেন,—মহর্ষে! আমরা আপনার পক্ষ চুরি করি নাই। আপনি আমাদের উপর বিদ্যা তস্করতার দোষ আরোপন করিবেন না। আমরা আমাদের সত্যতার প্রমাণের জন্য কঠোর কঠোর শপথ করিতে পারি। ১৪

ঋষীবাচ। তদনন্তর সেই সব মহর্ষি এবং নক্ষত্রাভিমানী দেবতাগণ কিছু পরামর্শ করিয়া এই বর্ষের উপর দৃষ্টি স্থাপন করত পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত পর্য্যায়ক্রমে শপথ করিতে লাগিলেন। ১৫

ভৃগু বলিলেন,—বৃদ্ধে! যে আপনার পক্ষ চুরি করিয়াছে, সে কর্কশ বাক্য শুনিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কর্কশ বাক্য বলুক, প্রহারপ্রাপ্ত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে যেন সে প্রহার করুক এবং অপরের পূর্ব্বপুরুষ ভক্ষণ করুক অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পাপভাগী হউক। ১৬

বসিষ্ঠ বলিলেন,—যে আপনার পক্ষ চুরি করিয়াছে, সে যাহার হইতে বিমুখ হইয়া থাকুক। কুকুরের সহিত মিত্রতা করুক এবং গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিতে থাকুক। ১৭

কশ্যপ বলিলেন,—যে আপনার পক্ষ চুরি করিয়াছে, সে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বপ্রকার বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করুক। সে অপরের অদত্ত বস্তু গ্রহণ করিবার লোভ করুক এবং বিদ্যা লাভ্যালাভ করুক অর্থাৎ এই সব পাপে পাপভাগী হউক। ১৮

গৌতম বলিলেন,—যে আপনার পক্ষ চুরি করিয়াছে, সে অজ্ঞান বিষয় (চৌর্য্যাদি) ও অন্যায়ের সঙ্গ করুক, কৃষিকার্য্যকারী এবং ঈর্ষ্যাযুক্ত হইয়া জীবন অতিবাহিত করুক। ১৯

অত্রিরা বলিলেন,—যে আপনার কমল অপহরণ করিয়াছে, অপবিত্র, বেদকে বিদ্যা প্রতিগ্রহকারী এবং ব্রতবহ্যাকারী হউক ও নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করুক। কেবল ইহাই নহে, নিজের কুকুরের সহিত বিবাদ করিতে করিতে সর্ব্বত্র পতিত হউক অর্থাৎ এই সব পাপের অধিকারী হউক। ২০

* পূর্ব্বাধ্যায়ের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। মহাভারতে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, পৃষ্ঠের ভারা ভারবহনকারী অশ্ব, বৃষভ ও উষ্ট্রাদির যান।

বৃহস্পতি উবাচ

অকৃতজ্ঞস্য মিত্রাণাং ঘৃণাহীনস্য প্রভাবতু।
একঃ সম্পন্নমশ্নাতু যস্তে হরতি পুস্তকম্ ॥ ১১

পুলস্ত্য উবাচ

চিকিৎসায়াং প্রচরতু ভার্যায়া চৈব পুত্রতু
যস্তস্যাস্তু বৃত্তিঃ স্যাদ্ যস্তে হরতি পুস্তকম্ । ১২

দিলীপ উবাচ।

উৎপানপ্রবে গ্রামে ব্রাহ্মণো বৃষলীপতিঃ
তস্য লোকান্ স গচ্ছতু যস্তে হরতি পুস্তকম্ ॥ ১৩

শুক্র উবাচ।

বৃথামাংসং সমশ্নাতু বিধা সঙ্কটে মৈথুনম
প্রেত্যো ভবতু রাজেন্দ্র যস্তে হরতি পুস্তকম্ ॥ ১৪

ভরদ্বাজ উবাচ।

অনধ্যায়েষ্বধীয়ীত নিত্যং শ্রাদ্ধে চ ভোজনে।
শ্রাদ্ধে পূরস্য চান্ত্রীয়াদ্ যস্তে হরতি পুস্তকম্ ॥ ১৫

শিবিরুবাচ

অনাহিতাগ্নিস্ত্রিরতাং যজ্ঞে বিঘ্না ভবোতু চ।
তপস্বিতিবিরুধ্যেচ্চ যস্তে হরতি পুস্তকম্ ॥ ১৬

দধীচিরুবাচ।

অনৃতৌ চ ব্রতী চৈব ভার্য্যায়াং স প্রজায়তু।
নিত্যাক্রোশু বেদাংশ্চ যস্তে হরতি পুস্তকম্ ॥ ১৭

নহুষ উবাচ।

অতিথির্গুরুসংস্থোঽস্তু কামবৃত্তশ্চ লৌকিতঃ।
বিধবা প্রবসন্তু ভূতো যস্তে হরতি পুস্তকম্ ॥১৮

অম্বরীষ উবাচ

বৃথামন্তাক্ষরৌঽস্তু স্ত্রীষু জাতিষু মোঘু চ।
নিত্যং ব্রাহ্মণং চাপি যস্তে হরতি পুস্তকম্ ॥ ১৯

নারদ উবাচ।

পৃথজ্ঞানী বহিঃশায়ী পঠতাং বিঘ্নকৃৎ সদা
গভীরসোঽবজানাতু যস্তে হরতি পুস্তকম্ ॥ ২০

মান্ধাতৃ উবাচ

অনৃতং ভাষতু সদা সন্ধিস্তৈশ্চ বিরুধ্যতু
তুষ্কেন তু দমং কন্যাং যস্তে হরতি পুস্তকম্ ॥ ২১

বৃহস্পতি বলিলেন,—যে আপনার পত্র চুরি করিয়াছে, সে নিজের মিত্রের উপকার স্বীকার না করুক পুত্র জাতির স্ত্রী হইতে সন্তান উৎপন্ন করুক এবং একাকীই ঘাতিষ্ট অন্ন ভোজন করুক। অর্থাৎ এই সব পাপের ফলভাগী হউক। ১১

পুলস্ত্য বলিলেন,—যে আপনার পত্র চুরি করিয়াছে, সে চিকিৎসার দ্বারা কষ্ট করুক অর্থাৎ বৈদ্য না ডাক্তার হউক। স্ত্রী উপার্জিত অন্নে পালিত হউক এবং গন্ডগ্রামের বনে জীবনযাপন করুক। ১২

দিলীপ বলিলেন,—যে আপনার কমল অপহরণ করিয়াছে, সে এক কূপে নরকের সহিত তুল্য প্রবলকারী গ্রামে থাকিয়া শূদ্র-জাতির স্ত্রী সহিত সহবাসকারী ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর যে কূপবাসক লোকে গতি হয়, সেই লোকে গমন করুক। ১৩

শুক্র বলিলেন,—যে আপনার পত্র চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার যাদৃশ ভোজনের, দিনের বেলায় স্ত্রীসঙ্গ করার এবং রাজার মৃত অন্নের পাপ হউক। ১৪

ভরদ্বাজ বলিলেন,—যে ব্যক্তি আপনার পত্র অপহরণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি নিষিদ্ধকালে অধ্যয়ন করুক, শ্রাদ্ধে ভোজন করুক এবং পরান্ন পূরের শ্রাদ্ধে ভোজন করুক। ১৫

শিবি বলিলেন,—যে আপনার কমল চুরি করিয়াছে, সে অগ্নিহোত্র না করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হউক, যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করুক এবং তপস্বী জনগণের সহিত বিরোধ করুক অর্থাৎ এইসব পাপের সে ফলভাগী হউক। ১৬

দধীচি বলিলেন,—যে আপনার পত্র চুরি করিয়াছে, সে ব্রতধারী হইয়াও ঋতুকালের অতিরিক্ত সময়েও ঔরসগমন করুক এবং বেদসমূহকে বর্জন করুক অর্থাৎ এই সব পাপের ফলভাগী হউক। ১৭

নহুষ বলিলেন,—যে আপনার পত্র চুরি করিয়াছে, সে সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহে বাস করুক, যজ্ঞের দীক্ষাগ্রহণ করিয়াও স্বেচ্ছাচারী হউক এবং বেতন লইয়া বিদ্যাদান করুক। ১৮

অম্বরীষ বলিলেন,—যে আপনার কমল অপহরণ করিয়াছে, সে কূপকূপের হইয়া যাউক। স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব ও গোগণের প্রতি নিজের কর্তব্যপালন না করুক এবং ব্রাহ্মণহত্যার পাপভাগী হউক।১৯

নারদ বলিলেন,—যে আপনার পত্র চুরি করিয়াছে, সে মেধাবিনী গৃহস্থকে আত্মা বলিয়া মনে করুক, মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া শাস্ত্র পাঠ করুক, অবহীন পশু উচ্চারণ করুক এবং গুরুজনগণের অপমান করিতে থাকুক। ২০

মান্ধাতা বলিলেন,—যে আপনার কমল অপহরণ করিয়াছে, তাহার সর্ব্বদা মিথ্যা বলিবার, সৎপুরুষগণের সহিত বিরোধ

কবিরুবাচ

পদ্ভ্যাং স পা ভাড়াচ্ছতু সূর্যাঃ প্রতিমেধতু।
শরণাগতা সন্ত্যাভু যস্তে হরতি পুষ্করং ॥৩১

বিশ্বামিত্র উবাচ।

করোতু কৃতকোঽবর্ষাং রাজন্যান্তু পুরোহিতঃ।
অক্ষিণস্তু ক্ষয়ান্তাস্তু যস্তে হরতি পুষ্করং ॥ ৩৩

পর্বত উবাচ।

গ্রামে চাবিকৃতঃ সোঽস্তু বরযানেন গচ্ছতু।
তনঃ কর্ষতু বৃত্ত্যর্থে যস্তে হরতি পুষ্করং ॥ ৩৪

ভরদ্বাজ উবাচ।

সর্বপাপসমাদানাং নৃণাংসে চাবৃতে চ যং
তং তস্যাস্তু সদা পাপং যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৩৫

অষ্টক উবাচ।

স রাজাস্তৃতপ্রজ্ঞঃ কামবৃত্তশ্চ পাপকৃৎ।
অবমেধাতিস্নাতৃ যীং যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৩৬

গালব উবাচ।

পাপিষ্ঠেভ্যো জ্বরগ্রাহিঃ স নরোঽস্তু অপাপকৃৎ
যস্তা দানং কীর্তয়তু যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৩৭

অরুন্ধত্যুবাচ

বন্ধ্যাপত্যাঃ বলভূ তত্ত্বং ভবতু দুঃখনাঃ
একা বাহু সমস্যাভু যা তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৩৮

বালখিল্যা ঊচুঃ

একপাদেন বৃত্ত্যর্থং গ্রামদ্বারে স তিষ্ঠতু
ধর্মজ্ঞতাকৃতধর্মাস্তু যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥৩৯

তনঃসখ উবাচ।

অগ্নিহোত্রবনাদৃত্তা স সুখং অপতু দ্বিজঃ
পরিব্রাট্ কামবৃত্তোঽস্তু যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৪০

সুরভ্যুবাচ।

বালভেন নিদানেন কাংস্যং তস্যাস্তু দোহনম্
দুহেতে পয়বৎসেন যা তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৪১

ভীম উবাচ

ততস্তু তৈঃ সপ্তৈঃ অপ্তাত্রৈঃ—
নানাবিধৈর্বসুভিঃ কৌরবেন্দ্র
সহস্রাক্ষো দেবরাট্ সম্প্রহৃষ্টঃ
সমীক্ষ্য তং কোপন দ্বিজমুখ্যম্ ॥ ৪২

করিবার এবং তক্ত (পন) লইয়া তক্তা বিক্রয় করিবার পাপ হউক। ৩১

ঋষি বলিলেন,—যে ব্যক্তি আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, তাহার লোকে পলায়ন করিবার, সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া প্রস্রাব করিবার এবং শরণাগতকে ত্যাগ করিবার পাপ হউক। ৩২

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—যে আপনার কমল অপহরণ করিয়াছে, সে বৈদ্যের কৃত্যা হইয়া তাহার ক্ষেত্রে বন্ধ্যা হইবার বাধাযান করুক। সে রাজার পুরোহিত হউক। ৩৩

পর্ব্বত বলিলেন,—যে আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, সে গ্রামের মুখ্য হউক, গাধাযোজিত যানে যাতায়াত করুক এবং ভীখিকার জন্য কৃষকের সহিত বিবাদ করুক। ৩৪

ভরদ্বাজ বলিলেন,—যে ব্যক্তি আপনার পদ্ম অপহরণ করিয়াছে, সেই পাপীর নিত্যই ও অসত্যবাদী মনুষ্যগণের মধ্যে স্থিত সমস্ত পাপই সদা হউক। ৩৫

অষ্টক বলিলেন,—যে আপনার কমল হরণ করিয়াছে, সেই পাপিষ্ঠ মূর্খবুদ্ধি, স্বেচ্ছাচারী ও পাপাত্মা রাজা হইয়া অধর্ম্মপূর্ব্বক এই পৃথিবী শাসন করুক। ৩৬

গালব বলিলেন,—যে আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, সে মহাপাপীদিগের মধ্যেও অধিক মহাপাপী হইয়া অনাময়ীর হউক। সে যজমানগণের অপকার করুক এবং তাহা করিয়া নিজেই তাহার প্রশংসা করুক। ৩৭

অরুন্ধতী বলিলেন,—যে ঐ আপনার কমল হরণ করিয়াছে, সে নিজের পাতিব্রত্য নিষ্ফল করুক, পতির প্রতি নিজের মনে দুর্ভাবনা রাখুক এবং একাকিনীই থাকিয়া অল্প ভোজন করুক। ৩৮

বালখিল্যগণ বলিলেন,—যে আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, সে নিজের ভীখিকার জন্য গ্রামদ্বারে একপদে দাঁড়াইয়া থাকুক এবং ধর্ম জানিয়াও তাহাকে পাতিত্যাগ করুক। ৩৯

তনঃসখ বলিলেন,—যে আপনার কমল হরণ করিয়াছে, সে দ্বিজ হইয়াও প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে অগ্নিহোত্রকে অবহেলা করিয়া সুখের সহিত শয়ন করুক এবং সন্ন্যাসী হইয়াও স্বেচ্ছাচারী হউক। ৪০

সুরভি বলিলেন,—যে ব্যক্তি আপনার পদ্ম হরণ করিয়াছে তাহার পয়ঃপানে পুষ্টজাত লোকের দুগ্ধে বাধা হউক, তাহা দুগ্ধদোহন করিবার জন্য তাম্রনির্ম্মিত দোহনপাত্র হউক এবং সে বেনুর বৎসের দ্বারা দুগ্ধ দোহন করুক। ৪১

ভীষ্ম বলিলেন,—কৌরবেন্দ্র যুধিষ্ঠির! এইভাবে যখ সকলেই নানাপ্রকার শপথবাক্যের দ্বারা বহুভাবে শপথ করিলে তখন সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং সে

তথাত্রবীন্মধবা প্রত্যয়ং যঃ
সমাভাস্তু ভবুধিঃ ভাতরোযম্।
ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-রূপস্থিমধ্যে
যঃ তং নিবোধেহ মমাস্ত রাজন্ ॥ ৩০

শক্র উবাচ

অজর্ষয়ে দুহিতরা মঘাস্তু
হস্তোগ্রে বা চরিতব্রহ্মচর্যে।
অথর্বণং বেদমধীত্য বিপ্রঃ
স্বাধীত যঃ পুত্রতরাদদাতি ॥৩৪

সর্বান্ বেদানধীত্য পুণ্যশ্লোকস্তু বাগ্মিকঃ
ব্রহ্মন্ মঘবা বাস্তু যন্তে হরতি পুত্রকম্ ॥ ৩৫

অনন্তা উবাচ

আশীর্বাদস্বরূপা প্রোক্তঃ শপথো বলসূদন
দীয়তাং পুত্রকঃ মহ্যমেষ বঃ সনাতনঃ ॥ ৩৬

বিপ্রগণ অনন্তাকে কুপিত হইতে দেখিয়া উহার সম্মুখে প্রকটিত হইলেন ॥ ৩৭

রাজন্! ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের মধ্যে কুপিত মহর্ষি অনন্তাকে সন্তোষ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নিজের যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ৩৮

ইন্দ্র বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যিনি আপনার কমল গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি প্রথমে ব্রত পূর্ণ করিয়া সমাগত যজ্ঞবেদী অথবা লাঙ্গলী বিদ্বান্ ব্যক্তিকে তত্ত্বজ্ঞান করুন অথবা সেই ব্রাহ্মণ অথর্ববেদের অধ্যয়ন পূর্ণ করিয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ হইবে ॥ ৩৯

তিনি আপনার পত্র অপহরণ করিয়াছেন, তিনি সম্পূর্ণ বেদসকল অধ্যয়ন করুন। পুণ্যাত্মা ও ধার্মিক হইয়া মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে গমন করুন ॥ ৪০

অনন্তা বলিলেন,—বলসূদন ইন্দ্র! আপনি যে শপথ করিলেন, তাহা ও আশীর্বাদস্বরূপ। অতএব আপনিই আমার পত্র অপহরণ করিয়াছেন, সুতরাং সেই পত্র আমাকে প্রদান করুন। ইহাই সনাতন ধর্ম ॥ ৪১

ইন্দ্র বলিলেন,—ভগবন্! আমি লোভবশতঃ আপনার কমল গ্রহণ করি নাই। আপনাদের নিকট হইতে ধর্মের কথা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সেইহেতু এই পত্র অপহরণ করিয়াছি। অতএব আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না ॥ ৪২

ইন্দ্র উবাচ।

ন ত্বয়া ভগবন্নীড়াদ্ভুতং পুত্রকমস্ত বৈ।
ধর্মান্তু শ্রোতুকামেন তুভ্যং ন ক্রোদ্ধুমর্হসি ॥ ৪৩
ধর্মঃ শ্রুতিসমুৎকর্ষো ধর্মসেতুস্তবাময়ঃ
আর্ষো বৈ শাশ্বতো নিত্যমব্যয়োঽব্যয় ত্বয়া শ্রুতঃ ॥৪৪
তদ্বিদং পৃচ্ছতাত্তাং বিদ্বন্ পুত্রং বিজন্তব।
অতিক্রমং যে ভগবন্ ক্ষন্তুমর্হস্যনিন্দিত ॥ ৪৫
ইত্যুক্তঃ স মহেন্দ্রেণ তপস্বী কোপনো ভৃশম্।
জগ্রাহ পুত্রং বীর্যবান্ প্রসন্নশ্চাভবন্মুনিঃ ॥ ৪৬
প্রবর্ষতে স্ম তত্রো ভৃত্তস্তীর্থানি যত্নচোদয়াঃ।
পুণ্যেষু তীর্থেষু তথা গাত্রাণ্যাপ্লাবয়ত্ত তে ॥ ৪৭
আখ্যানং য ইদং বুদ্ধ্যঃ পঠেৎ পর্বণি পর্বণি।
ন মূর্খ জনয়েৎ পুত্রং ন ভবেচ্চ নিরাকৃতিঃ ॥ ৪৮
ন তস্যাপদ স্পৃশেৎ কাচিদ্ বিজয়ো ন জয়াবহঃ।
বিবক্ষাঃ শ্রোতুমা বুদ্ধ্যঃ প্রেত্য স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯

আজ আমি আপনাদের নিকট হইতে সেই আর্ষ সনাতন ধর্ম শ্রবণ করিয়াছি, যাহা নিত্য অবিকারী, অনাময় ও সংসার সাগর পার হইবার ভক্ত সেতু স্বরূপ ইহার দ্বারা বার্ষিক প্রতিজ্ঞাসমূহের উৎকর্ষ সিদ্ধ হয় ॥ ৪৮

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বিদ্বন্! এখন আপনি আপনার এই কমল গ্রহণ করুন ভগবন্! অনিন্দনীয় মহর্ষে! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৪৯

মহেন্দ্র এই কথা বলিলে পর সেই ক্রোধী তপস্বী জ্ঞানী অনন্তামুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে নিজের সেই পত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ৫০

তদনন্তর সেই সব ব্যক্তিগণ মনের সব ক্রিয়া পুনরায় তীর্থযাত্রা আরম্ভ করিলেন এবং পুণ্য তীর্থসমূহে গমন করত দেহ নির্মলিত করিয়া স্নান করিতে লাগিলেন ॥ ৫১

যে ব্যক্তি প্রত্যেক পর্বের সময় এতদ্গ্রন্থিত হইয়া এই পবিত্র উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি কখনও মূর্খ পুত্রের জন্মদান করেন না এবং স্বয়ংও কোনও অবস্থান বা অনর্থ মনোরথ হন না ॥

তাহার উপর কখনও বিপদপাত হয় না। তিনি চিন্তাহীন হন এবং রাগশূন্য হইয়া ক্ষমাপরায়ণ হন ও মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ৫৩

যস্ত শাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যতিভিঃ পরিপালিতম্
স গচ্ছেৎ ব্রাহ্মণো লোকমন্যথা শূদ্রতাং ব্রজেৎ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি দশমোঽধিকারিকঃ
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৫

নহুষ! যিনি ঋষিগণ কর্তৃক প্রবর্তিত এই শাস্ত্র অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করান, তিনি অবিনাশী ব্রহ্মধামে গমন করিয়া থাকেন। ৪৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত মহাভারতী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বাধ্যায় দানধর্মপর্বে দশমপর্বাধিকার পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ছত্রোপানহদ্বয়োৎপত্তিঃ, দানবিষয়ে যুধিষ্ঠিরস্য প্রশ্নঃ, সূর্য্যস্য প্রচণ্ডকিরণতাপেন বেণুকায়া মস্তক-পদত্রয়েষু সন্তপ্তেষু সূর্য্যস্যোপরি ভগবদ্রোষঃ ক্রোধঃ, বিষ্ণুসপত্নীরিতা সূর্য্যেণ সহ বার্ত্তালাপশ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ঋষিভিঃ শ্রাদ্ধকৃদ্ভিস্তু দীয়তে ভরতর্ষভ
ছত্রঞ্চ চোপানহৌ চৈব কেনৈতৎ সম্প্রবর্ত্তিতম্ ॥ ১

কথং চৈতৎ সমুৎপন্নং কিমর্থং চৈব দীয়তে
ন কেবলং শ্রাদ্ধকৃতো পুণ্যাহেষ্বপি দীয়তে ॥ ২

যদ্বপ্যপি নিমিত্তেন পুণ্যমাসাদ্য দীয়তে
এতন্ম বিস্তরশো ব্রাহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ

শৃণু রাজন্যথিতঃ কুরূণোপানহবিস্তরম্।
যথৈতৎ প্রথিতং লোকে যথা চৈতৎ প্রবর্ত্তিতম্ ॥ ৪

যথা চাস্যথাতাঃ প্রাপ্তং পুণ্যত্বাত্ত যথাপ্রভম্
সর্বমেতদশেষেণ প্রবক্ষ্যামি নরাধিপ ॥ ৫

ভগবন্তং সবিতারং সূর্য্যমাহুর্মহর্ষয়ঃ
পুত্রা স ভগবান্ সাক্ষাদ্বুধাক্রীড়ত্বং প্রাপ্তবান্ ॥ ৬

সন্ত্বায় সন্ত্বায় পত্নী নিক্ষেপে কিল ভার্গবঃ
তস্য ক্ষিপ্তান্ বেণুকাঃ সর্বাংস্তেজস্বিনঃ সুতান্ ॥ ৭

আনীয় সা তদা তস্মৈ প্রাদাদ্গর্ভসমুদ্ভবান্
অথ তেন স তচ্ছেন জ্ঞাত্বাস্তৈব পরস্য চ ॥ ৮

প্রশ্নৈঃ সম্প্রক্ষিপেণ সা চ প্রত্যুত্তরং তান্
ততো মধ্যাহ্নমাসাদ্য ক্রোধামূর্ত্তিরিবাবভৌ ॥ ৯

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

[ছত্র ও উপানহের উৎপত্তি, দানবিষয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন, সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণতাপে বেণুকার মস্তক ও পদত্রয় সন্তপ্ত হইলে তাঁর সূর্য্যের উপর ভগবদ্বিষয়ক ক্রোধ এবং বিষ্ণুসপত্নীর সূর্য্যের সহিত তাহার বার্ত্তালাপ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! শ্রাদ্ধ কর্ত্তা ঋষিগণের দান করা হয়, সেই ছত্র ও উপানহের (জুতার) দানের প্রথা কোন্ ব্যক্তি প্রচলিত করেন? ১

ইহাদের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে এবং কিজন্য ইহাদের দান করা হয়? কেবল শ্রাদ্ধেই নহে, অনেক পুণ্যজনক কর্ম্মেও ইহাদের দান করা হয়। ২

যদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে পর পুণ্যের উদ্দেশে এই বস্তুর দানের প্রথা দেখা যায়। অতএব আমি এই বিষয় বিস্তারের সহিত যথাযথভাবে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ছাতা ও জুতার উৎপত্তির বার্ত্তা আমি সবিস্তারে বলিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। জগতে কিরূপে ইহাদের দান আরম্ভ হইয়াছে এবং কেন এই দানের প্রচার হইয়াছে, সেই সব শ্রবণ কর। ৪

নরনাথ! এই উত্তম বস্তুর দান কিরূপে অক্ষয় হয় এবং ইহারা কিরূপে পুণ্যজনক বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই সব কথাই আমি পূর্ব্বরূপে বর্ণনা করিব। ৫

প্রজাপতিগণী যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে মহর্ষি ভগবদ্ভক্ত ও মহাত্মা ভগবান্ সূর্য্যের সংবাদ বর্ণনা করা হয়। পুরাকালের ঘটনা, একদিন ভৃগুনন্দন ভগবান্ ভার্গবমুনি বহুসন্তানের ক্রীড়া করিতেছেন। তখ হইতে অধিকৃত যুধিষ্ঠির! তিনি বহুর উপর দান রাখিয়া পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং সেই সব নিক্ষিপ্ত তেজস্বী বালকগুলি তাঁহার পত্নী বেণুকাদেবী আনিয়া আনিয়া তাঁহাকে দিতেছিলেন। ৬৭

বহুর উপর ঐভাবে এবং বালনিক্ষেপের পরে ভার্গবমুনি অন্যান্য স্ত্রী ছিলেন। সেইজন্য তিনি বারংবার বাল নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং বেণুকাদেবী সেই সব দূর হইতে উঠাইয়া আনিতেছিলেন। ৮৯

অনন্তর এইভাবে বালনিক্ষেপের ক্রীড়া করিতে করিতে জ্যৈষ্ঠমাসের সূর্য্য দিনের মধ্যভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স সায়কান্ দ্বিজো মুক্ত্বা রেণুকাশিরসস্ত্বরঃ
পশ্চাদ্দহন বিপাপ্মানি শরসংস্থান্ বসুন্ধরান্ । ১০
বাধমেতান্ পুনঃ মুঞ্চ ক্ষিপাশীতি জনাধিপ
সা পঞ্চত্বাত্তরা ছায়া বৃক্ষমাশ্রিত্য তামিনী । ১১
তস্যৌ তস্যা হি সন্তপ্তঃ শিরঃ পাদৌ তথৈব চ
ছিন্না সা চ মুহূর্তং বৈ তস্থৌ সাপতরাঙ্গুজা । ১২
যথাযাবদ্বিমুঞ্চ তৃণঃ সায়কানসিসংজ্ঞকান্
প্রত্যাজঘান চ শরান্ত্রাণায় বসুধিপী । ১৩
সা বৈ ছিন্না সুচার্বঙ্গী পতন্ত্যাং দুঃখ নিষ্কৃতী
উপাজগাম ভর্তারং ভয়াদ্ ভর্তুঃ প্রবেপতী । ৪
স তামৃষিস্তদা ক্রুদ্ধো বাক্যমাহ শুচাস্মিতাম্
রেণুকে কিং চিরেণ ত্বমাগতেতি পুনঃ পুনঃ । ১৫

রেণুকোবাচ

শিরস্ত্রাণং প্রদীপ্তং যে পাদৌ চৈব তপোধন

সূর্যাতেজোনিকৃত্তাঙ্গ বৃক্ষচ্ছায়াং সমাশ্রিতা । ১৬
এতত্তাং কারণাদ্ ব্রহ্মংশ্চিরায়েতং কৃতং ময়া ।
এবমুক্ত্বা মম দ্বিজো যা ক্রুদ্ধঃ তপোধন । ১৭
জমদগ্নিরুবাচ ।
অহ্নৈব হীপ্তকিরণো রেণুকে তব দুঃখদম্
পরৈরিপাতয়িষ্যামি সূর্যাস্ত্রাগ্নিতেজসা । ১৮

ভীষ্ম উবাচ

স বিদ্ধার্থা ধনুর্দিব্যং গৃহীত্বা চ শরান্ বহূন্ ।
অভিষ্ঠং সূর্যমভিতো যতো যাতি ততো মুখঃ । ১৯
অথ তং প্রেক্ষ্য সংরব্ধঃ সূর্যোঽহত্যোত্তথাব্রবীৎ
দ্বিজরূপেণ কৌন্তেয় কিং তে সূর্যোঽপরাধ্যতে । ২০
আদত্তে রশ্মিভিঃ সূর্যো দিবি নিত্যং ততস্ততঃ
বর্ষং সৃজতি বৈ বর্ষাসু প্রবর্ষতি দিবাকরঃ । ২১
তত্তোঽহঃ ভাবহে বিপ্র মনুষ্যাণাং সুখাবহম্
অস্য প্রাণা ইতি যথা বেদেষু পরিপঠ্যতে । ২২

বিপ্রর্ষে জমদগ্নি পুনরায় বাণ নিক্ষেপ করিয়া রেণুকাকে বলিলেন, মুক্ত। বিলাসলোচনে! যাও, আমার বজ্র হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ লইয়া এস, যাহাতে আমি পুনরায় এই সব বাণকে বন্ধনে রাখিয়া নিক্ষেপ করিতে পারি। ৯-১০।

তখন যামিনী রেণুকাদেবী বৃক্ষতলে যথাস্থান ছিন্ন তাহাদের ছায়া আশ্রয় করিয়া আসিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলেন, কারণ, তাঁহার মস্তক ও পদদ্বয় সেই সময় সূর্যের প্রখর কিরণস্পর্শে তপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ১১।

কজ্জলনয়না সেই কল্যাণময়ী দেবী একস্থানে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করিয়া পতির অভিপ্রায়মতে পুনরায় সেই সব বাণ আনিতে গমন করিলেন। ১২।

সেই সব বাণ লইয়া সর্বাঙ্গসুন্দরী বসুধিপী রেণুকাদেবী যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িয়াছেন। পাদতলের জ্বালায় তাঁহার যে দুঃখ হইতেছিল, তাহা কোনরূপে সহ্য করিয়া এবং পতির ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার পাশে আসিলেন। ১৩-১৪

সেই সময় মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া রুষ্টমুখী নিজের পত্নীকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন রেণুকে। তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? ১৫

রেণুকা বলিলেন,- তপোধন! আমার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া গিয়াছে, পদদ্বয় জ্বলিতেছে এবং সূর্যের প্রচণ্ড তেজ আমার আশ্রয়ে আমা নষ্ট করিতেছে সেইজন্য মুহূর্তকাল বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলাম। ১৬

ব্রহ্মন্! এই কারণে আপনার আজ্ঞা আমি বিলম্বে নিবেদন করিয়াছি। তপোধন! প্রভো! আমার এই কথা শুনিয়া আপনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না। ১৭

জমদগ্নি বলিলেন, রেণুকে! যে তোমাকে দুঃখদান করিয়াছে, সেই প্রচণ্ডকিরণ সূর্যকে আমি আজ নিজের বাণসমূহের দ্বারা তীব্র অস্ত্রাগ্নির তেজে পাতিত করিব। ১৮

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া মহর্ষি জমদগ্নি নিজের দিব্য বজ্র বিস্ফারিত করিয়া বহুসংখ্যক বাণ গ্রহণ করত সূর্যের দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যে দিকে সূর্য ছিলেন, তিনিও তখন সেই দিকে মুখ করিলেন। ১৯

তখন তাঁহাকে যুদ্ধে প্রস্তুত হইতে দেখিয়া সূর্যদেব ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করত তাঁহার পার্শ্বে আসিলেন এবং বলিলেন—ব্রহ্মন্! সূর্য আপনার কি অপরাধ করিয়াছে? ২০

সূর্যদেব ত আকাশে থাকিয়া নিজের কিরণসমূহের দ্বারা পৃথিবীর রস আকর্ষণ করে এবং বর্ষাকালে তাহা পুনরায় বর্ষণ করে। ২১

বিপ্রবর! সেই বর্ষা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, যাহা মনুষ্যগণের পক্ষে সুখদায়ক অমৃত প্রাণ, এই কথা বেদেও বলা হইয়াছে। ২২

অথাস্ত্রেষু নিসৃষ্টেষু ঋষিভিঃ পরিবারিতঃ
সপ্তযৌপানিষান্ ব্রহ্মন্ ঋগ্বেদাদিপ্রবর্ত্তয়ি ॥ ১৩
ততস্তদৌষধীর্বালাঞ্চ গৌরবাঃ পুষ্প-সম্ভবম্।
সর্বং তদ্বর্ষাভির্নিবৃত্তময়ং সম্ভবতি প্রভো ॥ ১৪
জাতকর্মাণি সর্বাণি ব্রতোপনয়নানি চ
গোদানানি বিবাহাংশ্চ তথা যজ্ঞসমুদ্ভবঃ ॥ ১৫
শান্ত্রাণি যানানি তথা সংযোগা বিত্তসঞ্চয়াঃ।
অন্নঃ সম্প্রবর্ত্ততে তথা ত্বং বেদ তার্থব ॥ ১৬
ঋমনীয়ানি যাবন্তি যাবদ্ধান্যাদ্যজাতি চ
সর্বমন্নাৎ প্রভবতি বিধিস্তং কীর্ত্তয়ামি তে ॥ ১৭
সর্বং হি বেত্থ বিপ্র ত্বা যদ্বেদজ্ঞ কৌর্ত্তিতং ময়া।
প্রসাদয়ে ত্বাং বিপ্রর্ষে কিং তে সূর্য্যঃ নিপাত্যা বৈ ॥১৮

ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতে পঞ্চসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অনুষঙ্গপাদে পূর্বভাগে দানধর্মপর্বণি ঋষিসংবাদে ঔষধ্যুৎপত্তির্নাম পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৫

ব্রহ্মন্! নিত্যের বিধানমূলে আবৃত অবস্থায় সূর্য্য বর্ষাকালে মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সপ্ত যৌগুক্য পৃথিবীতে বর্ষার জলে আপ্লাবিত করেন। ১৩

তাহার দ্বারা নানাপ্রকার ওষধি, লতা পুষ্প, ফলাদি উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক গ্রাম প্রতিবর্ষে অন্ন বর্ষার জলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৪

জাতকর্ম, ব্রত, উপনয়ন, বিবাহ, গোদান, যজ্ঞসম্ভূতি, শাস্ত্রীয় যান, স্ত্রী পুরুষ সংযোগ ও ধন-সিদ্ধিসমূহ সমস্ত তাহাই অন্নের দ্বারা সম্পাদিত হয়। ভৃগুনন্দন! এই তথ্য আপনিও জানেন। ১৫-১৬

অন্ন হইতে যত সুখের পদার্থ আছে অথবা যাহা কিছু উৎপাদক পদার্থ আছে, সে সমস্তই অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়। এই সব তথ্য আপনার জানা আছে, তথাপি আজ আমি আপনার নিকট বর্ণনা করিলাম। ১৭

বিপ্রবর! ব্রহ্মর্ষে! আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, সে সমস্ত আপনি জানেন। আমার সূর্য্যকে পাতিত করিয়া আপনার কি লাভ হইবে? অতএব আমি প্রার্থনাপূর্বক আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। কেন করিয়া সূর্য্যকে এই করিবার সত্বর পরিত্যাগ করুন। ১৮

শ্রীব্রহ্মর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পঞ্চসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুষঙ্গপাদান্তর্গত দানধর্মপর্বে ভৃগু ও উশনসের উৎপত্তিবিষয়ক পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষন্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভৃগোপানহাদুৎপত্তিঃ, তেষাং দানপ্রশংসা চ]

ঋষিরুবাচ

এবং প্রযাচিতে তস্মা ভাস্করে মুনিসত্তমঃ
ভয়বহ্নির্জ্বলাত্তেজাঃ কিং কার্য্যা প্রত্যাপদ্যত ॥১

ঔর্ব উবাচ

স তথা যাচমানস্য মুনিরগ্নিসমপ্রভঃ
ভয়বহ্নিঃ শমং নৈব ভগবান কৃতবন্মন ॥ ২
ততঃ সূর্য্যো মহুত্তস্থা বাচা তমিদমব্রবীৎ।

কৃতাঞ্জলিরিদংপ্রহ্বী প্রণতোমান বিশাম্পতে ॥ ৩
কথং চন্দ্র মেবোসি ত্বং কস্য বাস্তু দিবাকরম্ ॥ ৪

ভয়বহ্নিরুবাচ

স্থির ভাগি চন্দ্র ভাগি জানে ত্বা জ্ঞানচক্ষুষা
অবশ্যং নিবহাদ্যং কার্য্যমস্ত্র ময়া ত্বয় ॥ ৫

ব্রহ্মন্! তাহার পর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সূর্য্য কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করত মধুরভাষে সেই ভয়বহ্নিমুনিকে এই কথা বলিলেন। ৩

ব্রহ্মর্ষে! সূর্য্যদেব সর্ব্বদা গমন করেন, সেইজন্য আপনি কাহা সূর্য্যের পরিবর্তে গমনশীল সূর্য্যরূপে সর্ব্বদা গমনশীল সূর্য্যকে আপনি কি প্রকারে ভেদ করিবেন? ৪

ভয়বহ্নি বলিলেন স্থির হইয়া যাহা গমনশীল হইল, তুমি সূর্য্য, ইহা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জানিতে পারিয়াছি। সেইজন্য আমি তোমাকে অবশ্যই শিক্ষাদান করিব। ৫

মধ্যাহ্নে বৈ নিমেষার্ধং তিষ্ঠসি ত্বং দিবাকর
ততস্ত্বেতস্যহি সূর্য ত্বয়া ন মেঽস্ত্রাস্তি বিচারণা। ৬

সূর্য উবাচ

অসংশয়ং মাং বিদ্ধ্যেবং তেজসাসে বধিষ্যসি যত
অপস্তারিণং মাং বিদ্ধি ভগবন্ শরণাগতম্। ৭

ভীষ্ম উবাচ

ততঃ প্রহস্য ভগবান্ ভাস্করস্ত্রিরবাচ তম্।
ন ভীঃ সূর্য ত্বয়া কার্যা প্রপিতাসগতো ভসি।৮
ব্রাহ্মণেষ্বার্জবং যচ্চ স্বৈর্যঞ্চ ধরণীতলে
সৌম্যভাবং চৈব সোমস্য গাঙ্গেয়ী যচ্চ বর্ততে। ৯
দীপ্তিমত্ত্বং প্রভা মেঘাঃ প্রভাপং তপনস্য চ।
এতানাদিত্যতেজো যো বৈ স ত্বমাত্মরশ্মিগতম্। ১০
ত্বত্তেজ স গুরুত্বঞ্চ যো বৈ ত্বমাত্মরশ্মিগতম্। ১১
এতস্য তপনীতস্য সমাধিং তাত চিন্তয়
যথা সুখতমঃ পন্থা ভবেৎ তদ্ভিস্তিতাবিতঃ। ১২

ভীষ্ম উবাচ

এতাবদুক্ত্বা স তদা কুন্তীসূনুঃ কুরূত্তমঃ
অথ সূর্যোঽহরৎ তেজ স্তত্রৈবাপ্যন্তরাত্মনি বৈ। ১৩

সূর্য উবাচ

মন্ত্রর্ষে শিবসন্ত্রাণ ভদ্রং মন্ত্রস্থিরাত্মনম্।
প্রতিগৃহ্যৈষ পদ্মাক্ষ ত্রাণার্থং চর্মপাদুকে। ১৪
অদ্য প্রভৃতি চৈবেহ লোকে সপ্তচরিষ্যতি।
পুণ্যাকেষু চ সর্বেষু পরমরক্ষ্যমেব চ। ১৫

ভীষ্ম উবাচ।

হ্রত্রোপানহমেতৎ তু সূর্যৈরুক্তং প্রযত্নতঃ।
পুণ্যদেবর্ষিভিশ্চাপ্যুক্তং ত্রিষু লোকেষু ভারত। ১৬
তস্মাৎ প্রযত্ন বিপ্রেষু হ্রত্রোপানহমুত্তমম্।
বর্ষেষু মহান্ ভাবী ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা। ১৭
হ্রতঃ হি ভরতশ্রেষ্ঠ যঃ প্রদত্তাং দ্বিজাতয়ে
শুভ্রং শতপলাক্ষং বৈ স প্রেত্য সুখমেধতে। ৮

দিবাকর! তুমি দিপ্রহরে সময় বর্ষ মেঘের ভয় স্থির থাক। সূর্য! সেই সময় আমি তোমাকে স্থির পাইয়া তীব্র বাণসমূহের দ্বারা তোমার তেজ হরণ করিব। এ বিষয়ে আমার আর অন্য কোন বিচার নাই। ৬

সূর্য বলিলেন,—ধনুর্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতৃদেব! নিঃসন্দেহে আপনি আমার তেজকে হরণ করিতে পারিবেন। ভগবন্! বস্তুতঃ আমি আপনার নিকট শরণার্থী, তথাপি আপনি আমাকে আপনার শরণাগত বলিয়াই জানুন। ৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সূর্যদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ জমদগ্নি হাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন—সূর্যদেব! এখন আর তোমার ভয় করা উচিত নয়; কারণ, তুমি প্রাণপণে সহকারে আমার শরণাগত হইয়াছ। ৮

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে সরলতা, পৃথিবীতে যে স্থিরতা, চন্দ্রের যে শীতলতা, নাগরের যে পরাক্রান্ততা, অগ্নির যে দীপ্তি, বৃক্ষের যে প্রভা এবং সূর্যের যে প্রতাপ—এই সমস্তে যেই পুরুষ উদ্রেজন করিতে পারে, অর্থাৎ এই সমস্ত মর্যাদার উল্লঙ্ঘনকারী বলিয়া পরিচিত যে ব্যক্তি, সেই পুরুষই শরণাগতকে বধ করে। ৯-১০

যে শরণাগতকে হত্যা করে, সে গুরুপত্নীগমন, ব্রহ্মহত্যা ও শরণাগতের পাপভাগী হয়। ১১

তাত! তোমার দ্বারা এই সমস্ত যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার কোন সমাধান—উপায় চিন্তা কর যাহাতে তোমার নিরপেক্ষ দ্বারা স্থাপিত পথ সহজে চলিবার যোগ্য হইতে পারে। ১২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ এই কথা বলিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ মুনি নীরব হইলেন। তখন ভগবান্ সূর্য তাঁহাকে অতি সহজ হস্ত ও উপানহ (চর্মপাদুকা)—এই দুই বস্তু প্রদান করিলেন। ১৩

সূর্য বলিলেন,—মহর্ষে! এই হস্ত আমার কিরণসমূহকে নিবারণ করিয়া মস্তককে রক্ষা করিবে এবং চর্মনির্মিত এই দুই পাদুকা পরমধর্মের জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। আপনি এই সব বস্তু গ্রহণ করুন। ১৪

আজ হইতে জগতে এই দুই বস্তুর প্রচার হইবে এবং সমস্ত পুণ্যজনক কার্যেই ইহাদের দান উত্তম ও অক্ষয় ফলজনক হইবে। ১৫

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! ছাতা ও চর্মপাদুকা—এই দুই বস্তুর প্রবর্তন অর্থাৎ ছাতা ও চর্মপাদুকা ধারণ করিবার প্রথা সূর্যদেবই প্রচলন করেন। এই দুই বস্তুর দান তিন লোকেই পবিত্র বলিয়া কথিত হয়। ১৬

সেইজন্য তুমি ব্রাহ্মণগণকে উত্তম ছাতা ও জুতা দান কর। ইহাদের দানে মহাফল পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ নাই। ১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে শত পলান্বিত শুভ্র ছাতা দান করেন, তিনি পরলোকে সুখী হন। ১৮

স লক্ষলোকে বসতি পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ।
অপ্রমেয়ঃ শুভো দেবৈশ্চ তত্রস্থৈশ্চ ॥১৯
যস্ত্বাবাস্যং বিপ্রায় দঃ প্রযচ্ছত্যুপানহৌ।
স্নাতকায় মহাবাহো সংশিতায় দ্বিজাত্তমে ॥ ২০
সোঽপি লোকানবাপ্নোতি বৈবস্বতেভিপূজিতান্।
গোলোকে স মুদা যুক্তো বসতি প্রেত্য ভারত ॥ ২১
এতৎ তে ভরতশ্রেষ্ঠ ময়া কার্ৎস্ন্যেন কীর্তিতম্।
ব্রহ্মোপানহদানস্য ফলং ভরতসত্তম ॥ ২২

(যুধিষ্ঠির উবাচ

শূদ্রাণামপি শুশ্রূষা নিত্যমেবানুবর্ণিতা।
কৈঃ গুণৈঃ কতিবিধা শুশ্রূষা সমুদাহৃতা ॥ ১
কে চ শুশ্রূষয়া লোকা বিহিতা ভরতর্ষভ।
শূদ্রাণাং ভরতশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছামি যদ্ ফলম্ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
শূদ্রাণামনুকম্পার্থং বহুশ্রুতং ব্রহ্মযাদিনা ॥ ৩
বৃদ্ধঃ পরাশরঃ প্রাহ বয়ঃ শুশ্রূষমাণয়ম্।
অনুগ্রহার্থং বর্ণানাং সৌচাচারসমন্বিতম্ ॥ ৪
বয়োপদেশসমিলঃ যথাবদনুপূর্বশঃ।
শিষ্যানধ্যাপয়ামাস শাস্ত্রমর্থবদর্থবিৎ ॥ ৫

পরাশর উবাচ।

কাংশ্চেন্দ্রিয়েণ যান্নেন শুচিনাচারপালনে বৈ
অনুবর্তনে বীরেণ নোত্তরোত্তরবাদিনা ॥ ৬
অলুব্ধেনানুশংসেন শ্রদ্দধানা বাদিনা
চারিত্রতৎপরেণৈব সদাকৃতহিতাত্মনা ॥ ৭
অন্যঃ যদ্ বিদ্যেত্তরাং নিত্যং খং দেহমাশ্রিতাঃ।
কাম-ক্রোধৌ চ লোভশ্চ মান-মোহৌ মদস্তথা ॥ ৮
বিধিনা ধৃতিমাস্থায় শুশ্রূষুরনহংকৃতঃ
বর্ণত্রয়স্যানুমতো যথাশক্তি যথাবলম্ ॥ ৯
কর্মণা মনসা বাচা চক্ষুষা চ চতুর্বিধম্
আত্মায় নিয়তঃ ধীমান্ শান্তো দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১০
নিত্যং যজ্ঞনিবাহেষু শেষান্নকৃতভোজনঃ।
বর্ণত্রয়স্যাপ্যথ যথা ভ্রমরো বর্ষমাচরন্ ॥ ১১

ভরতর্ষভ। তিনি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্যগণের দ্বারা সম্মানিত হইতে হইতে ইন্দ্রলোকে নিবাস করেন। ১৯

মহাবাহো। ভরতসত্তম। যাহার পদত্রয় সুখাভাবে জীবনযাপন করিতেছে, এরূপ কঠোরব্রতধারী স্নাতক দ্বিজকে যিনি জুতা দান করেন, তিনি দেবতাগণের পূজ্য দেবগণের লোকে পমন করেন এবং আনন্দ সহকারে গোলোকে নিবাস করেন। ২০-২১

ভরতশ্রেষ্ঠ। ভরতসত্তম। এই আমি তোমাকে ছাতা ও জুতাদানের সম্পূর্ণ ফল বলিলাম। ২২

[দেবতা দ্বারা শূদ্রগণের পরম গতি, সৌচাচার, সদাচার ও বর্ণবর্ণনা এবং সন্ন্যাসীদিগের বস্ত্র বর্ণন ও উহার দ্বারা উহাদিগের পরম গতি নিরূপণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ। এ গ্রন্থতে শূদ্রগণের পক্ষে সর্বদা দ্বিজাতিদিগের সেবাই পরম ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই সেবা কোন্ কোন্ কারণসমূহের দ্বারা কত প্রকার অতিরিক্ত হয়? ভরতকুলশ্রেষ্ঠ। ভরতশ্রেষ্ঠ। শূদ্রগণের দ্বিজাতিদিগের সেবার দ্বারা কোন্ লোকসমূহের প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে? আমাকে বলের লক্ষণ বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্। এ বিষয়ে ব্রহ্মবাদী পরাশর শূদ্রগণের উপর কৃপা করিবার জন্য যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ মহাত্মাগণ দিয়া থাকেন। ৩

বৃদ্ধ পরাশর ঋষি সমস্ত বর্ণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য সৌচাচারসম্পন্ন শিষ্যকে সমানার্থ বস্ত্র প্রদানপূর্বক অধ্যাপন করিয়াছেন। ৪-৫

ভরতশ্রেষ্ঠ পরাশর মুনি নিজের সম্পূর্ণ বয়োপদেশে যথাযথভাবে আনুপূর্বিক নিজের শিষ্যগণকে পড়াইয়া ছিলেন। তাহা এক সার্থক বর্ষব্যাপী ছিল। ৬

পরাশর বলিলেন,—মানুষের কর্তব্য হইল যে ইন্দ্রিয়জয়ী, মনোনিগ্রহী, পবিত্র, চারুসদাচারী, বৈধাবেশ, উত্তরোত্তর বাদ-বিবাদ পরিত্যাগী, লোভহীন, দয়ালু, সরল, শ্রদ্ধাবান্, সদাচার-পরায়ণ ও সঙ্কল্পকৃতাহুতিহোমী হইয়া সর্বদা নিজের দেহে স্থিত কাম, ক্রোধ, লোভ, মান, মোহ এবং মদ—এই ছয় শত্রুকে অবশ্যই জয় করিবে। ৬-৮

বুদ্ধিমান্ মানুষ বিধি অনুসারে ধৈর্য অবলম্বন করিয়া শুশ্রূষণের সেবায় তৎপর, অহংকারশূন্য এবং তিন বর্ণের অন্নভোক্তা হইয়া নিজের শক্তি ও বলানুসারে কর্ম, মন, বাক্য ও নেত্র—এই চারিটির দ্বারা চারিপ্রকার সংযম অবলম্বন পূর্বক শান্তচিত্ত দম-শীল ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন। ৯-১০

যজ্ঞ জানী জনগণের নিত্য অন্বেষণকারী হইয়া যজ্ঞে অমৃতরূপ অন্ন ভোজন করিবেন। যেরূপ ভ্রমরেরা পুষ্পসমূহ

স্বাধ্যায়ধ্বনিনো বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়াণাং বলা ধ্বনম্।
বণিক্‌কৃষিস্ত বৈশ্যানাং শূদ্রাণাং পরিচারিকা। ১২
ব্রাহ্মণেষ্বথ তপো দমস্য নিয়তায়োপপদ্যতে।
তত্তো ব্রেহ্মা তত্তস্তাতে নিযুক্তা ব্রহ্মবাদিতা: ॥ ১৩
পুনস্ত নিয়তং তেষাং তিষ্ঠত্যগ্র্যোনিষু শাশ্বতী।
যে তু সত্তাপথমাস্থায় বর্তন্তেব্রহ্মকৃত্বং পুরা ॥ ১৪
সর্বান্ বিদ্যাশ্রুতোপন্নান্ ব্রহ্মসম্পদমাশ্রিতা:।
সর্বকৃত্তয়তাস্তেষাং দৈবত-দ্বিজপূজকা: ॥ ১৫
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা শ্রদ্ধয়া জিতমন্যব:
তেষাং বিধিং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্বশ: ॥ ১৬
উপাদানবিধিং কৃৎস্নং শুচয়শ্চাবিসমং তথা
শৌচকৃত্যা শৌচাধ্যান্ সর্বানেব বিশেষত: ॥১৭
মহাশৌচপ্রভূতেষু দৃষ্টান্তাধ্যবিধিতি:
তত্রাপি শূদ্রে ত্রিগুণা মৃদ: শ্রেষ্ঠাঃ কল্পয়েৎ ॥১৮

ত্রিকৃতি: শুক্লপ্রজ্ঞ: কেবলা বর্ণমাশ্রিতে:।
সমাগ্র দর্শনসম্পন্নৈর্বর্ণজ্ঞানি হিতাবিতি: ॥১৯
অবকাশমিদং মেধ্যং নির্মিতা কামবীক্ষয়া।
নির্জনং সংবৃতং বৃদ্ধ্যা নিয়তাত্মা জিতেন্দ্রিয়: ॥২০
সজলং ভাজনং স্থাপ্যং মৃত্তিকাশ্চ পরীক্ষিতাঃ
পরীক্ষ্য কৃষ্ণং মৃত্মাংশ্চ তত আনীত বাগ্যত: ॥ ২১
উদক্ত মুখো দিবা কৃষ্ণাংশ্চ রাত্রৌ চেষ্ট দক্ষিণামুখ:
অন্তর্হিতায়াং কৃষ্ণো তু অন্তর্হিতশিরাস্তথা ॥ ২২
অসম্প্রাপ্তে তথা শৌচে ন বাচা কিঞ্চিদীরয়েৎ।
কৃতকৃত্যস্তথাচম্য গন্ধমাল্যোদকেন বৈ ॥ ২৩
শৌচধর্মমুপবিশ্যেচ্ছ মৃত্তাজনপুরস্কৃত:
স্থাপ্যং কৃত্বাগ্র পৃত পার্শ্বোক্তমাহরেত্তাস্তরে ॥ ২৪
শৌচং কুর্যাচ্চনৈর্যেণ বুদ্ধপূর্বমসত্বরম্
আদিনা শুদ্ধমুদ্ধৃত্য সংযুক্ত বিধিপূর্বকম্ ॥ ২৫

ত্রিকৃতি: শুক্লপ্রজ্ঞ: কেবলা বর্ণমাশ্রিতে:।
সমাগ্র দর্শনসম্পন্নৈর্বর্ণজ্ঞানি হিতাবিতি: ॥১৯
অবকাশমিদং মেধ্যং নির্মিতা কামবীক্ষয়া।
নির্জনং সংবৃতং বৃদ্ধ্যা নিয়তাত্মা জিতেন্দ্রিয়: ॥২০
সজলং ভাজনং স্থাপ্যং মৃত্তিকাশ্চ পরীক্ষিতাঃ
পরীক্ষ্য কৃষ্ণং মৃত্মাংশ্চ তত আনীত বাগ্যত: ॥ ২১
উদক্ত মুখো দিবা কৃষ্ণাংশ্চ রাত্রৌ চেষ্ট দক্ষিণামুখ:
অন্তর্হিতায়াং কৃষ্ণো তু অন্তর্হিতশিরাস্তথা ॥ ২২
অসম্প্রাপ্তে তথা শৌচে ন বাচা কিঞ্চিদীরয়েৎ।
কৃতকৃত্যস্তথাচম্য গন্ধমাল্যোদকেন বৈ ॥ ২৩
শৌচধর্মমুপবিশ্যেচ্ছ মৃত্তাজনপুরস্কৃত:
স্থাপ্যং কৃত্বাগ্র পৃত পার্শ্বোক্তমাহরেত্তাস্তরে ॥ ২৪
শৌচং কুর্যাচ্চনৈর্যেণ বুদ্ধপূর্বমসত্বরম্
আদিনা শুদ্ধমুদ্ধৃত্য সংযুক্ত বিধিপূর্বকম্ ॥ ২৫

ব্রাহ্মণদের ধন হইল বেদশাস্ত্র সমূহের স্বাধ্যায়, ক্ষত্রিয়দিগের ধন হইল শ্রেষ্ঠ বাহুবল, বৈশ্যগণের ধন হইল বাণিজ্য এবং শূদ্রদিগের ধন হইল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের সেবা। এই বর্ণত্রয়ী ধনের উচ্ছেদ করিলে চার মানুষ নরকে পতিত হয়। ১৪

নরক হইতে নিষ্কান্ত হইয়া এই বর্ণত্রয়ীর নিম্ন যজ্ঞসমূহ ক্রমে ক্ষয় এবং ধ্বংস হইয়া পুনরায় পালনের করিলে চিরস্থায়ীর জন্য ভাগ্যদোষে নরক ও পতনশীল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন যোনি লাভ হইয়া থাকে। ১৩৯

যাঁহারা প্রাচীন বর্ণাশ্রমোচিত সংযম আজও করত সমস্ত বিপরীত কৃত্য পরিত্যাগ করেন, সমস্ত প্রাণিসমূহে প্রতি দয়া করেন এবং ক্রোধকে জয় করিয়া থাকেন—তাঁহারা ব্রহ্মা-পূর্বক যেমন্ত ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করেন, তাঁহাদের পক্ষে যথাযথভাবে ক্রমশ: সম্পূর্ণ যজ্ঞসমূহের গ্রহণ বিধি এবং সেবাভাব প্রাপ্তি প্রভৃতির বর্ণনা আমি করিতেছি। ১৪-১৬৯

যাঁহারা বিশেষরূপে শৌচ সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক হন, তাঁহাদের জন্য সমস্ত শৌচবিষয়ক প্রয়োজনের বর্ণনা করিতেছি। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ শাস্ত্রে যথাশৌচাদি বিধানসমূহ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। ১৭৯

এখানে শূদ্রের ত্রিগুণকপণের জন্য মৃত্তিকা এবং অন্য আবশ্যক বস্তুসমূহের ব্যবস্থা করিয়া রাখিবে। ১৮

যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, কেবল বর্ণত্রয়ীর আশ্রিত এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানবান্, সেই সজ্জনহিতৈষী সন্ন্যাসিগণের কর্তব্য হইল—তাঁহারা সজ্জনহিতার্থে থাকিয়া এই পবিত্র কামনাভাজন স্থানের (বলভ্যাগের যোগ্য ক্ষেত্রাদির) বিস্তার করিবেন। ১৯৯

মনঃসংযমী ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নির্জন এবং আবৃত স্থান জানিয়া সেই স্থানে সজল পাত্র ও পরীক্ষা করিয়া আনীত মৃত্তিকা রাখিবেন। তারপর সেখানে কৃষ্ণিতে ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া মৌন অবলম্বন করত মুখ তাগের জন্য বসিবেন। ২০-২১

যদি দিন হয়, তবে উত্তর মুখ করিয়া এবং রাত্রি হইলে দক্ষিণ মুখ করিয়া বল মূত্র ত্যাগ করিবেন। বল ত্যাগ করিবার পূর্বে সেই সময় কৃষ্ণিকে কৃষ্ণাভির দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিবেন এবং নিজের মস্তককে বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিবেন। ২২

বস্তুতঃ না শৌচকর্ম শেষ হয়, ততক্ষণ কিছুই বলিবেন না অর্থাৎ মৌন রহিবেন। শৌচকার্য শেষ করত মুখপ্রক্ষালনাদি করিয়া গাইবার সময়ও কোন কথা বলিবেন না। ২৩

শৌচের জন্য উপবিষ্ট মানুষ নিজের সম্মুখে জলপাত্র ও মৃত্তিকা রাখিবে। তাঁর পূজন বস্তে কয়েকটু লইয়া দক্ষিণ পার্শ্ব ও উরু যথা ভাগে রাখিবেন এবং সাবধানতার সহিত ধীরে ধীরে মূত্র ত্যাগ করিবেন, যাহাতে নিজের কোন অঙ্গে তাহার ছিটা না লাগে। ২৪৯

তাহার পর হাতে বিধি অনুসারে শুদ্ধ জল লইয়া মূত্রস্থানকে (লিঙ্গকে) এমন সাবধানে শৌচ করিবেন, যাহাতে উহার মধ্যে

বিপ্রযন্ত যথা ন স্যাদ্বিণ্ মূত্রং চ সংস্পৃশেৎ
অপানে মৃত্তিকাভিস্তু প্রদেয়ঃ ত্রিঃপুনঃপুনঃ। ২৬
যথা যাতো হি ন ভবেৎ ক্লেদঃ পরিবানকে
সবো দাদশ দেয়াঃ স্যাদ্ভিস্তাভিস্তুপ্রঃ পুনঃ পুনঃ।
মলোপহতচৈলস্য বিশুদ্ধ্যৈ তু বিধীয়তে। ২৭
সহপাদমথোৎকৃষ্যাঃ হস্তশৌচমনন্তরম্
অবধীরয়মাণস্তু সন্দেহ উপজায়তে। ২৮
যথা যথা বিশুধ্যেত তৎ তথা তদুপকল্পয়েৎ।
কারোষ্ণবত্যাং বহ্ন্যস্য কুর্যাচ্ছৌচং মৃদা সহ ২৯
লেপগন্ধাপনয়নমমেধ্যস্য বিধীয়তে।
দেয়াশ্চতস্রস্তিস্রো বা দ্বে বাপ্যেকাঃ তথাপি চ। ৩০
তালমাত্রাস্তু বেণবঃ শৌচার্থা শুক্ল-সাধবম্
বিধিবানেন শৌচং তু নিত্যং কুর্যাদতন্দ্রিতঃ। ৩১

কোন প্রকারে মূত্রের বিন্দু না থাকিয়া যায় এবং অশুচ হস্তে দুই আচমনের সেই সময় স্পর্শ করিবেন না। ২৬।

যদি মল ত্যাগ করা হয়, তবে মলদ্বার শৌচ করিবার সময় ক্রমশঃ তিনবার মৃত্তিকা লেপন করিবেন মলদ্বার শুদ্ধ হইবার জন্য বারম্বার সেই ভাবে শৌচ করিবেন, যাহাতে অল্পের আর্দ্রতা বলে না লাগে। ২৭।

তাহার পর বাম হস্তে বারণ করা এবং দক্ষিণ হস্তে পুনঃ পুনঃ তিন তিন বার মৃত্তিকা লেপন করিবেন যাহার বস্ত্র মলে দূষিত হইয়া গিয়াছে, এরূপ পুরুষের পক্ষে দ্বিগুণ শৌচের বিধান আছে। তাহার দুই পদ, দুই জঙ্ঘা ও দুই হস্তের বিশেষ শুদ্ধি অবশ্যই করিতে হইবে। ২৯।

শৌচের পালন না করিলে পরীক্ষা শুদ্ধিবিষয়ে সন্দেহ থাকিয়া যায়। অতএব যে যে ভাবে পরীক্ষা শুদ্ধি হইবে, সেই সেই কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে হয়। ২৮।

মৃত্তিকায় সহিত পায় ও উভয় মৃত্তিকা বিভিন্ন করিয়া উহার দ্বারা বস্ত্রের শুদ্ধি করিতে হয়। তাহারও মধ্যে কোনও অপবিত্র বস্তু যদি লাগিয়া যায়, তবে সেই বস্তু হইতে সেই বস্তুর লেপ যাহাতে উঠিয়া যায় এবং তাহার দুর্গন্ধ দূর হইয়া যায়, এরূপ শুদ্ধি করা আবশ্যক। ২৯।

আপৎকালে (রোগাদির সময়ে) চার, তিন, দুই অথবা একবার মৃত্তিকা লেপন করিলেই হইবে দেশ ও কালের অনুসারে শৌচাচারে দৌর্বল্য এবং লাঘব করা যাইতে পারে। ৩০।

অগ্নিপ্রেক্ষণসন্ধ্যাস্তু পাদৌ প্রক্ষাল্য তৎপরঃ
নৃপ্রক্ষালিতপাদস্তু পাণিমামন্ত্রিতবদ্ধনাৎ। ৩২
অবস্তাদুপরিষ্টাচ্চ ততঃ পাণিমুপস্পৃশেৎ
মনোগতান্ত নিঃসঙ্গো ত্রিরদ্ধ্যাৎ ত্রিরপঃ পিবেৎ ৩৩
দ্বির্মুখঃ পরিমৃজ্যাচ্চ খানি চোপস্পৃশেদ্ বুধঃ।
অন্বেন তেন প্রীণাতি প্রথমা যা পিবেদপঃ। ৩৪
দ্বিতীয়েন যজুর্বেদং তৃতীয়ং সাম এব চ
মৃজ্যাতে প্রথমা যেন অথর্বা প্রীতিমাবৃণোৎ। ৩৫
দ্বিতীয়েনেতিহাসাংশ্চ পুরাণ-স্মৃতিদেবতাঃ।
যজ্ঞমৃষি সমাবৃত্তে তেনাপিত্বা তু প্রীণয়েৎ। ৩৬
প্রীণাতি বায়ুঃ ঘ্রাণেন দিবাস্কাশাশ্চ শ্রোত্রতঃ
প্রজ্ঞাবঃ তেন প্রীণাতি যস্থূর্বনি সমাসতে৷ ৩৭

অগ্নি বিধি অনুসারে প্রতিদিন আলস্য ত্যাগ করত শৌচ সম্পাদন করিবে এবং যজ্ঞসম্পাদনকারী ব্রাহ্মণ দুই পদ শৌচ করিয়া একটি তীর্থে দুই-তিন বা করিয়াই অনন্তর স্থির চলিয়া যাইবে। ৩১।

প্রথমে পরমহংসে আলস্যবে প্রক্ষালিত করিয়া তবেই ধরিবে আচমন করত হস্তের উপরিভাগ ও নিম্নভাগ শৌচ করিবে ইহার পর হস্তে জল লইয়া আচমন করিবে।৩২।

আচমনের সময় শৌচ হইয়া তিনবার জল পান করিবে সেই জল পানে কোনরূপ শব্দ হইবে না এবং আচমনের পর শৌ জল দ্বার পরাস্ত যাইবে। বিদ্বান্ পুরুষ অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগ দি দুইবার মুখ মুছিবেন। ইহার পর ইন্দ্রিয় বারণকল্প স্প করিবেন। ৩৩।

তিনি যে প্রথম বার জল পান করিবেন, তাহার দ্বারা ঋ বেদকে তৃপ্ত করেন, দ্বিতীয় বার জলপানে যজুর্বেদকে এবং তৃতী জলপানে সামবেদকে তৃপ্ত করেন। ৩৪।

প্রথমবারে যে মুখমার্জন করেন, উহাতে অথর্ববেদ তৃ হন এবং দ্বিতীয়বার মার্জনে ইতিহাস পুরাণ ও স্মৃতিসমূহে অধিষ্ঠাতা দেবতা সন্তুষ্ট হন। ৩৫।

মুখমার্জনের পর তিন অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা যে নেত্রদ্বয় স্প করেন, তাহার দ্বারা তিনি সূর্য্যদেবকে তৃপ্ত করেন। নাসি স্পর্শের দ্বারা বায়ুকে এবং দুই কর্ণের স্পর্শের দ্বারা তিনি দি সমূহকে সন্তুষ্ট করেন। ৩৬।

আচমনকারী ব্রাহ্মণ নিজের মস্তকে যে হস্ত রাখেন, উহ

সমুৎক্ষিপতি চাপোর্জ্জমাত্মানং তেন চৈবহি
প্রীয়তি বিষ্ণুঃ পদ্মাঃ তু সলিলং বৈ সমাবহং । ৩৮
প্রাঙ্‌মুখোবাঽপ্যুদঙ্‌মুখো বাপি অন্তর্জানুকলম্পৃশেৎ ।
সর্ব্বত্র বিধিরিত্যেষ ভোজনাদিষু নিত্যশঃ । ৩৯
অন্নেষু দন্তলগ্নেষু উচ্ছিষ্টঃ পুনরাচরেৎ ।
বিধিরেষ সমুদ্দিষ্টঃ পৌচে চাচম্যুচ্যতে পুনঃ । ৪০
শূদ্রস্যৈষ বিধির্দৃষ্টো গৃহাভিরক্ষিতস্য তু ।
নিত্যং চানুমতশৌচেন বর্ত্তিতব্যং কৃতাত্মনা । ৪১
যজমানেন ভিক্ষুণাং শূদ্রেণাস্তিকবাসিনা । ৪২
অন্ত্যা আরম্ভযজ্ঞাস্তু হবির্বজ্ঞা বিনঃ স্মৃতাঃ ।
শূদ্রাঃ পরিচারযজ্ঞা ঋণযজ্ঞাস্তু ব্রাহ্মণাঃ । ৪৩
শুশ্রূষাজীবিনঃ শূদ্রা বৈশ্যা বিশ্বস্তজীবিনঃ ।
অনিষ্টনিগ্রহাঃ ক্ষত্রা বিপ্রাঃ স্বাধ্যায়জীবিনঃ । ৪৪
তপসা শোষয়ন্তে বিপ্রো রাজন্যঃ পালনাদিভিঃ ।

আতিথ্যেন তথা বৈশ্যঃ শূদ্রো দাসোন শোষয়তে । ৪৫
যজ্ঞাস্তানু তু শূদ্রেণ শুশ্রূষা নিত্যমেব তু
কর্ত্তব্যা ত্রিষু বর্ণেষু প্রাহুর্যোগাশ্রমবাসিষু । ৪৬
অন্নক্রেণ ত্রয়বর্ণস্য সেবা জ্ঞাত্রবাসিনঃ
যথাশক্তি যথাপ্রজ্ঞং যথাবয়ং যথাক্রমম্ । ৪৭
বিশেষেণৈব কর্ত্তব্যা শুশ্রূষা ভিক্ষুকাশ্রমম্ ।
আশ্রমাণাং তু সর্বেষাং চতুর্থং ভিক্ষুকাশ্রমম্ ।
প্রধানমিতি মন্যন্তে শিষ্টাঃ শাস্ত্রবিনিশ্চয়ে । ৪৮
যজ্ঞোপনিষদে শিষ্টৈঃ শ্রুতি-স্মৃতিবিধানতঃ
তথাঽঽত্মেতয়মপ্যক্তং স বৈ ইতি নিশ্চিতঃ । ৪৯
অতোঽন্যথা তু কুর্বাণঃ শ্রেয়ো নাপ্নোতি মানবঃ ।
তস্মাদ্ ভিক্ষুষু শূদ্রেণ কার্য্যমাত্মহিতং সদা । ৫০
ইহ বং কুরুতে শ্রেয়স্তং প্রেত্য সমুপাশ্নুতে
অজ্ঞানপূর্ব্বতা কার্য্যা কর্ত্তব্যং যদি মন্যতে । ৫১

দ্বারা তিনি ব্রহ্মকে তৃপ্ত করেন এবং উপরের দিকে যে জলফেলন করেন, তাহার দ্বারা তিনি আকাশের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। ৩৭

তিনি নিজের পরিধেয় যে বস্ত্র দিয়া থাকেন, তাহাতে ওপরান্ত বিষ্ণু প্রসন্ন হন। আচমনকারী পুরুষ পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে মুখ করিয়া নিজের হস্তকে জানুদ্বয়ের মধ্যভাগে রাখিয়া জল স্পর্শ করিবেন। ভোজনাদি সকল সময়েই এই আচমন করিবার এই বিধি কথিত আছে। ৩৮-৩৯

যদি দন্তে অন্নাদি লাগিয়া থাকে, তবে নিজেকে উচ্ছিষ্ট মনে করিয়া পুনরায় আচমন করিবে। ইহাই শৌচের বিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। কোনও বস্তুর স্পর্শে তক্ত তাহার উপর জল সেচনকরা (অপ্রক্ষণ করা) কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত আছে। ৪০-

(মনুসেবার উদ্দেশে) মৃৎ হইতে নির্ম্মিত হইবার সময় শূদ্রের পক্ষেও এই শৌচাচার বিধিই সেবা করা যায়। যিনি মনকে বশীভূত করিয়াছেন এবং যিনি নিজের কল্যাণ কামনা করেন, এরূপ গৃহরক্ষাকারী শূদ্রও এইরূপ শৌচাচারসম্পন্ন হইবেন, সন্ন্যাসীদিগের নিকটে গমন করিবেন এবং তাঁহাদের সেবাদি কার্য্যসকল করিবেন। ৪১-৪২

ক্ষত্রিয়গণ আরম্ভযজ্ঞ (উৎসবাদি) করিবেন, বৈশ্যদিগের যজ্ঞে হবির্দ্রব্যের (ঘৃতাদির) প্রয়োজন থাকে, শূদ্রগণের যজ্ঞ সেবা এবং ব্রাহ্মণগণ ঋণরূপ যজ্ঞকারী হন। ৪৩

শুশ্রূষা সেবার দ্বারাই জীবিকা অর্জ্জন করেন, বৈশ্যগণ ব্যবসায়ীবৃত্তি দ্বারা, দুষ্টজনদের দমন করা ক্ষত্রিয়দিগের জীবিকাবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণের বেদের স্বাধ্যায়ের দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করেন। ৪৪

রাজন্, ব্রাহ্মণ তপস্যার দ্বারা, ক্ষত্রিয় পালনাদির দ্বারা, বৈশ্য অতিথিসৎকারের দ্বারা এবং শূদ্র সেবাবৃত্তি দ্বারা শোভাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪৫

নিজের মনকে বশীভূতকারী শূদ্রের সকলেই তিন বর্ণের বিশেষতঃ আশ্রমবাসীদিগের সেবা করা উচিত। ৪৬

তিন বর্ণের সেবার অপেক্ষা শূদ্রের নিজের শক্তি, বুদ্ধি, বয় এবং শাস্ত্রজ্ঞানানুসারে আশ্রমবাসীদিগের সেবা করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ সন্ন্যাসাশ্রমে স্থিত ভিক্ষুকের সেবা করা তাঁহার পরম কর্ত্তব্য। ৪৭-

গার্হস্থ্যে নিযুক্তস্থানে নিযুক্ত শিষ্ট পুরুষগণ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসাশ্রমকেই প্রধান বলিয়া মনে করেন। ৪৮

শিষ্ট পুরুষগণ বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানানুসারে যে উপদেশ করিবেন, তাঁহার পক্ষে ইহাই বধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

ইহার বিপরীত আচরণকারী ব্যক্তির কল্যাণভাগী হয় না, অনর্থক পুরুষের পক্ষে তাহারই অনুষ্ঠান করা উচিত, অতএব শূদ্রের সর্ব্বদা সন্ন্যাসীদিগের সেবা করিয়া নিজের কল্যাণ করা কর্ত্তব্য। ৪৯-৫০

অমুষ্ঠিতা কুতস্নেহ ভল্ল দুঃখাদনাপ্নুয়াৎ। ৫১
প্রিয়বাদী ভিক্ষুকোঽয়ো দীক্ষতস্ত্রিয়সংযমঃ
ক্ষমাবান্ শীলসম্পন্নঃ সত্যবাদ্যপরায়ণঃ। ৫৩
আপন্তাবেন কুর্য্যাদ্ধি শুভ্রূষা ভিক্ষুকাশ্রমে ৫৪
অয়ং যে পরমো ধর্ম্মস্তবেনেহ সুদুস্তরম্
সংসারসাগরং ঘোরং তরিষ্যামি ন সংশয়ঃ। ৫৫
নির্ভয়ো দেবমুৎসৃজ্য বাসায়ামি পরমাং গতিম্
নাতঃ পরং সমাস্থায় এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। ৫৬
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা শুভ্রো বুদ্ধিসমন্বিতা।
কুর্য্যাদবিমনা নিত্যং শুভ্রূষাধর্ম্মমুত্তমম্ ৫৭
শুভ্রূষানিরতেনেহ ভার্য্যা শিষ্টাশিনা সদা
পত্যাদিষ্টেন কার্য্যেণ কার্য্যাকার্য্যবিদা সদা। ৫৮
সর্ব্বকার্য্যেষু কুত্যানি কৃতাকৃতে চ দর্শয়েৎ

যদি স্ত্রীতো ভবেদ্ ভিক্ষোর্গৃ কার্য্যং সমাচরেৎ
যদকল্পং ভবেদ্ ভিক্ষোর্গৃ কার্য্যং সমাচরেৎ
যদাত্মনস্ত্যাবিরুদ্ধং ধর্ম্মমাত্রাভিসংহিতম্। ৬০
তৎ কার্য্যমবিচারেণ নিত্যমেব শুভ্রূষিণা
মনসা কর্ম্মণা বাচা নিত্যমেব প্রসাদয়েৎ। ৬১
স্নাতয়া ভিক্ষমাণায়ৈ গচ্ছমানায়ন্নুব্রজেৎ
আসীনেষাসিতব্যঞ্চ নিত্যমেবানুযাতিনা। ৬২
নৈমনস্যাদ্যপি কৃতা তু নিত্যা চৈবানুচোদিতঃ।
যথাবিধিপরিস্পৃষ্ট সংস্কৃতা ভলভাজনম্। ৬৩
ভিক্ষুণা বিনয়ং গত্বা প্রণম্য। বিধিপূর্ব্বকম্।
ব্রহ্মপূর্ব্বান্ গুরূংস্তত্র প্রণম্য নিঃসৃজেত্ততঃ। ৬৪
তথাঽঽচার্য্যপুরোগাংস্তানমস্কৃত্য প্রযত্নতঃ
অবর্ষচারিণা চাপি সুখং পৃষ্টাভিবাদ্য চ। ৬৫

যাহার ইহলোকে যে অন্যায়কারী কার্য্য করে, তাহার ফল সে মৃত্যুর পর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাকে যাহার নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবে, সেই কার্য্যকে সেই ব্যক্তি কোনরূপ দোষ দৃষ্টি না রাখিয়াই নিষ্পন্ন করিবে। দোষদৃষ্টি রাখিয়া যে কার্য্য সাধন করে, তাহার ফল সে ইহ জন্মেই অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫১-৫২

পুত্রের কর্ত্তব্য ইহাই - তিনি শ্রিতভাবী হইবেন, ক্রোধকে জয় করিবেন, আলস্যকে পরিহার করিবেন, ইন্দ্রিয়সেবিত হইবেন, ক্ষমাবান্, শুদ্ধচিত্ত সত্যধর্ম্মে নিরত থাকিবেন আপৎকালে তিনি সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমে গমন করত তাঁহাদের সেবা করিবেন। ৫৩-৫৪

'ইহা আমার পরম ধর্ম্ম, ইহার দ্বারা আমি এই অত্যন্ত দুস্তর ঘোর সংসারসাগর পার হইয়া যাইব। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আমি নির্ভয় হইয়া এই দেহ পরিত্যাগ করত পরম গতি প্রাপ্ত হইব। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোনও কর্ত্তব্য আমার নাই। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।' মনে মনে এরূপ বিচার পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্ত হইয়া পুত্র বুদ্ধিকে একাগ্র করত সর্ব্বদা উত্তম সেবা-ধর্ম্ম পালন করিবেন। ৫৫-৫৭

পুত্রের কর্ত্তব্য ইহাও তিনি নিয়মপূর্ব্বক সেবা করিয়া যাইবেন, সর্ব্বদা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজন করিবেন, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখিবেন এবং সতত কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের জ্ঞান লাভের করিবেন। ৫৮

সমস্ত কার্য্যের মধ্যে যাহা অবশ্য করণীয়, তাহা সম্পন্ন করিয়া দেখাইবেন। দেখাবে দেখাবে সন্ন্যাসী শ্রীত হইবেন, সেই ভাবে সেইভাবেই তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিবেন। যে কার্য্য সন্ন্যাসীর হিতকর হইবে না, সেই কার্য্য কখনও করিবেন না। ৫৯।

যে কার্য্য সন্ন্যাসাশ্রমের বিরুদ্ধ হইবে না এবং যাহা ধর্ম্মের অনুকূল হইবে, শুভাকাঙ্ক্ষী পুত্র সেই কার্য্য বিনা বিচারে সদা করিয়া যাইবেন। ৬০-৬১

মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা সর্ব্বদাই তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন যখন সেই সন্ন্যাসী স্নানযুক্ত হইবেন, তখন সেবাকারী পুত্রও স্নান করিয়া থাকিবেন। তিনি যদি ভোজনে গমন করেন, তবে তিনিও তখন তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইবেন। যদি তিনি কোনও আসনে বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে পুত্র স্বয়ং কৃষিতে উপবেশন করিবেন। ইহার অন্যথা হইল এই যে তিনি সর্ব্বদা সন্ন্যাসীর অনুগমন করিয়া চলিবেন। ৬২-৬৩

রাত্রির কার্য্য শেষ করিয়া প্রতিদিন তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করত বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া তাঁহার জন্য ভলপূর্ণ ভাজন আনিয়া রাখিবেন। তারপর সন্ন্যাসীর স্থানে গমন করত তাঁহাকে বিধি অনুসারে প্রণাম করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি গুরুজনগণকে প্রণাম করিবেন এইভাবে যথাযথ অনুষ্ঠানকারী আচার্য্য প্রভৃতিকেও নমস্কার ও অভিবাদন করিবেন তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন। পূর্ব্বে যে পুত্র আজ্ঞাদের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারও যথা অনুসরণ করিবেন এবং

যো ভবেৎ পূর্বসংসিদ্ধস্তদ্ভাবাবস্থা ভবেৎ সদা
তস্যৈ প্রণামঃ কর্তব্যো নেতরেষাং কদাচন । ৬৮
অনুক্তা তেষু চোত্থায় নিত্যমেব যতব্রতঃ
সম্মার্জনমথো কৃত্বা কৃত্বা চাপ্যুপলেপনম্ । ৬৭
ততঃ পুষ্পবলিং দত্ত্বাৎ পূজামাত্মায় বর্ত্মতঃ ।
নিষ্ক্রম্যাবসথাৎ তূর্ণমন্যত্র কর্ম সমাচরেৎ । ৬৮
যথোপঘাতো ন ভবেৎ স্বাধ্যায়েষ্বধ্বরিষ্বথ তথা ।
উপঘাতং তু কুর্বাণ এনসা সম্প্রযুজ্যতে । ৬৯
তস্মাদ্বৈষ্ণা প্রাবিধাতব্যো যথা তে প্রীতিমাপ্নুয়ুঃ
পরিচারিকোঽহং বর্ধানাং ত্রয়াণাং বর্ত্মতঃ স্মৃতঃ । ৭০
কিমুতাত্মসমুত্থানাং যথাদ্রোপজীবিনাম্ । ৭১
ভিক্ষূণাং গতত্রাণানাং কেবলং জ্ঞানদর্শিনাম্
বিশেষেণ মতা কার্যা শুশ্রূষা নিয়তাত্মনা । ৭২
তেষাং প্রসাদাদ্ধ্যয়নং প্রাপ্যমাহুঃ শ্রুতাঃ গতিম্ ৭৩
এবমেতদ্ বিনির্দিষ্টা যদি সেবেত ভিক্ষুকান্ ।

বিধিনা যথোপদিষ্টে প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ । ৭৪
ন তথা সম্প্রদানেন নোপধাসাদিভিস্তথা ।
ইষ্টা গতিমবাপ্নোতি যথা শুশ্রূষকর্মণা । ৭৫
বাদৃশেন তু ভোগেন তৃপ্তিং প্রকুরুতে নরঃ ।
তাদৃগ্ ভবতি তদ্ভোগমুপকর্তা যতাবতঃ । ৭৬
শূদ্রোঽপ্যেতেন মার্গেণ যাদৃশং সেবতে জনম্
তাদৃশং ভবতি সাদর্শাদারেণ ন সংশয়ঃ ।৭৭
তস্মাৎ প্রযত্নতঃ সেব্যা ভিক্ষবো নিয়তাত্মনা
অন্যেষু কর্মিষ্ঠানাঞ্চ ব্যাখিতানাং ভবেৎ চ । ৭৮
শুশ্রূষাং নিয়তঃ কুর্যাৎ ভেষামাপদি বর্ত্মতঃ
বর্ধাজ্ঞানাবাবেক্ষেত ভৈক্ষভাজনমেব চ । ৭৯
যথাকামন্তু কার্যাণি সর্বাণ্যেবোপসাধয়েৎ ।
প্রায়শ্চিত্তং যথা ন স্যাৎ তথা সর্বং সমাচরেৎ । ৮০
ব্যাখিতানাং তু পুরুষঃ শৈলপ্রক্ষালনাদিভিঃ
প্রতিকর্মক্রিয়া ও যা ভেষজানহনৈষুধা । ৮১

ওষধ্যো কার্যাসাধ্যং হইবেন। নিজের সমান বর্ষাবরণী মুনিকে প্রণাম করিবেন, অন্য মুনিগণিকে তথাপি প্রণাম করিবেন না। ৬৬-৬৯

সন্ন্যাসী যা আশ্রমের অন্য ব্যক্তিগণ না থাকিলেও প্রতিদিন নিয়ম পূর্বক উঠিবেন এবং সম্মার্জন করিয়া (ঝাড়ু দিয়া) আশ্রমের ভূমি গোময়াদির দ্বারা লেপন করিবেন। ৬৭

তাহার পর যথাক্রমানে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া পূজনীয় দেবতাদিগের সেই সব পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবেন। ইহার পর আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া অন্য কার্যে নিরত হইবেন। ৬৮

আশ্রমবাসিগণের স্বাধ্যায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, তাহার জন্য সদা সচেষ্ট থাকিবেন। কারণ, যে স্বাধ্যায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সে পাপভাগী হয়। ৬৯

নিজেকে নিজে এইভাবে অতিসন্ধ সাবধানতার সহিত সেবার নিযুক্ত রাখিবেন, যাহাতে সেই সাধু পুরুষগণ প্রসন্ন হন। মুনিরা সর্বদা এইরূপ বিচার করা কর্তব্য যে, আমি ত' পাপে কর্মানুসারে ভিন্ন বর্ণের সেবক হইয়া জন্মিত হইয়াছি। যাঁহারা সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া যারা কিছু বিদিবে, তাহারই দ্বারা জীবননির্বাহকারী যে সব বৃত্ত সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহাদের সেবার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? (তাঁহাদের সেবা করা ত' আমার পরম ধর্ম।) ৭০-৭১

যাহারা কেবল জ্ঞানবন্তী, বীতরাগ সন্ন্যাসী, তাহাদের সেবা বিশেষভাবে মনকে সংযত করিয়া আমাকে করিতে হইবে। ৭২

তাঁহাদের কৃপা ও তপস্যার দ্বারা আমি মনোবাঞ্ছিত গতি প্রাপ্ত হইব এরূপ নিশ্চয় করিয়া যদি শূদ্র পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে সন্ন্যাসীদিগের সেবা করে, তবে পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৭৩-৭৪

শূদ্র সেবা কর্মের দ্বারা যে মনোবাঞ্ছিত ভোগ গতি লাভ করেন, সেরূপ গতি তিনি লাভ ও উপবাসাদির দ্বারাও প্রাপ্ত হন না। ৭৫

মানুষ যেরূপ ভোগের দ্বারা তৃপ্ত হয়, সেরূপ ভোগের যজমান অনুসারেই তাহার অন্য হইয়া থাকে। ৭৬

শূদ্রও এই পথে চলিয়া যেরূপ পুরুষের সেবা করেন, নিঃসন্দেহরূপে তিনি সেই ভোগ হইয়া যান, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।৭৭

অতএব শূদ্রের কর্তব্য হইল—তিনি নিজের মনকে সংযমযুক্ত করিয়া যত্নসহকারে সন্ন্যাসিগণের সেবা করিবেন। যাঁহারা পথ চলিয়া পরিশ্রমে ক্লান্ত পাকিতেছেন এবং যাঁহারা রোগে পীড়িত, সেই সন্ন্যাসিগণের এইরূপ আপদকালে বস্ত্র ও নিবাসের দণ্ডিত বিশেষভাবে সেবা করিবেন। ৭৮।

তাঁহাদের কৃপাসন, মৃগচর্ম ও ভিক্ষাপাত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিবেন এবং তাঁহাদের রুচি অনুসারে সকল কার্যই সম্পন্ন করিবেন। ৭৯।

তাঁহাদের সকল কার্য এরূপ সাবধানে করিবেন, যাহাতে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত না হয়। সন্ন্যাসীরা যদি রোগগ্রস্ত হন,

ভিক্ষাটনোঽভিগন্তেষ্ট ভিষক্তস্য বিপশ্চিতঃ।
ততো বিনিষ্ক্রিয়াণ্যানি ত্রয়াণি সমুপার্জয়েৎ ॥৮১
যস্য প্রীতমনা দত্তাদন্নাদ্যং ভেষজং নরঃ
অজ্ঞয়া হি দত্তানি তানুভয়ানি ভিষক্কৃতিঃ ॥ ৮৩
শ্রদ্ধয়া বহুপাদত্ত শ্রদ্ধয়া চোপপাদিতম্।
তস্যোপভোগাদ্ বর্ষং স্যাদ্ ব্যাধিভিস্ত নিবর্ত্ততে ॥৮৪
আদেহপতনাদেবং শুশ্রূষেদ্ বিধিপূর্বকম্।
ন ত্বেব ধর্মযুক্তেষু মূর্খ্যাৎ তেষাং প্রতিক্রিয়াম্ ॥৮৫
দত্তাদত্তো হি যে দ্রব্যানি বিপ্রেষ্টাদ্যপবাদ্ভি চ।
দত্তাবতঃ সর্বতাবা ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥৮৬
সাগরস্যোপমেয়শ্চ বিজ্ঞাতব্য গুণাত্মকঃ।
বিদ্বাংসো হি যে লোকাস্তেষ্বিহ্ তত্ত্বদর্শনঃ ॥ ৮৭
ন স লিপ্যেত পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।
এবং প্রবর্ত্তিতব্যং হি গুশ্রূষার্থমতন্দ্রিতৈঃ ॥৮৮

সর্বাভিরূপসেবাভিস্তদ্বাভি যত্নতো যথা
নাপরাধ্যেত্ত ভিক্ষোস্তু ন চৈবমবমন্যেত ॥ ৮৯
উত্তরঞ্চ ন সন্দদ্যাৎ ক্রুদ্ধঃ চৈব প্রসাদয়েৎ
শ্রেয় এবাভিবাঞ্ছন্ কর্তব্যাঃ প্রস্তুতৈরিহ ॥ ৯০
তূষ্ণীম্ভাবেন বৈ তত্র ন ক্রুদ্ধমভি সাধয়েৎ
লজ্জালক্ষেন ভীমেন তস্যৈব পরিপোষয়েৎ।
কোপিনঃ তু ন যাচেত জ্ঞানবিঘ্নেষকারিতঃ ॥ ৯১
স্থাবরেষু দয়াঃ কুর্য্যাজ্জঙ্গমেষু চ প্রাণিষু
যথাত্মনি তথাত্মেষু সদা দৃষ্টিঃ বিশাস্তবেৎ ॥ ৯২
পুণ্যতীর্থানুসেবী চ নদীনাং পুলিনাশ্রয়ঃ
শূন্যাগারনিকেতশ্চ বনবৃক্ষফলাশনঃ ॥ ৯৩
অবধ্যানুচরো নিত্যং বেলাবননিকেতনঃ
একরাত্রং দ্বিরাত্রং বা ন কচিৎ সজ্জতে ভিক্ষুঃ ॥ ৯৪

যে বুদ্ধিমান্ ও ভত্তজ্ঞ পুরুষ রোগ জানেন, তিনি তার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার স্থান পাবে নিশ্চয় হন ॥ ৮৭

এইভাবে ধর্মপ্রবৃত্তে আজও শূদ্র হইয়া সন্ন্যাসীদিগের সেবার জন্য প্রযত্নশীল হওয়া উচিত। তাঁহারা সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ সেবাসমূহের দ্বারা সেবা চেষ্টা করিবে, যাহাতে সন্ন্যাসিগণ সদা সন্তুষ্ট থাকেন ॥ ৮৮

কিন্তু সন্ন্যাসীর তখনও অপরাধ করিবে না। তাঁহাকে অবজ্ঞাও করিবে না, তাঁহাকে কটুবাক্য উত্তর দিবে না এবং যদি তিনি কুপিত হন, তবে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিবে ॥ ৮৯

মঙ্গল কল্যাণকারী কথাই বলিবে এবং অতিশয় স্থির চিত্তে কল্যাণকারী কথাই করিবে সন্ন্যাসী যদি ক্রুদ্ধ হন, তবে তাঁহার সম্মুখে নীরবে থাকিবে, কোন কথা বলিবে না ॥ ৯০

সন্ন্যাসীর কর্তব্য হইল—তাঁহাকে প্রসাদে যদি কোন বস্তু লাভ হয় বা লাভ না হয়, যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবে, তাহাদ্বারা যাত্রা তিনি জীবন নির্বাহ ও পথের শোধন করিবেন। যে ব্যক্তি রোগী, তাহার নিকট হইতে কোনও বস্তু যাচ্ঞা করিবেন না। যে ব্যক্তি জ্ঞানের প্রতি দ্বেষভাবাপন্ন, তাহার নিকট হইতেও কোন বস্তু যাচ্ঞা করিবেন না স্থাবর ও জঙ্গম সকল প্রাণীর প্রতিই সদা তাঁহাদের যেরূপ নিজের উপর সেইরূপ অপরের প্রতিও সমান দৃষ্টি রাখিবেন ॥ ৯১-৯২

তবে সর্বদা ঔদাসীন হইয়া তাঁহাদের বস্তু ভোগ করিবে। তাঁহাদের ভক্ত ঔষধ খাইবে এবং তাঁহাদের চিকিৎসার ভক্ত ভক্ত সর্বপ্রকার বস্তু করিবে ॥ ৮৫-৮৬

ভিক্ষুক রোগী হইলেও ভিক্ষার ভক্ত পরম করিবেন। বিদ্বান্ চিকিৎসকগণের নিকট যাইবেন এবং রোগ নিবারণের জন্য ঔসমূহ বিভক্ত ঔষধ দানের করিবেন ॥ ৯২

যে চিকিৎসক যত্নসহকারে ঔষধ দিবেন, তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাসীরা ঔষধ খাইবেন। অজ্ঞতা পূর্বক প্রদত্ত ঔষধ সন্ন্যাসীরা নিজেদের ব্যবহারে লাগাইবেন না ॥ ৮৩

যাহা শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত হয় এবং যাহা শ্রদ্ধা সহকারেই গ্রহণ করা হয়, সেই ঔষধ সেবনে বর্ষ হয় এবং রোগসকল হইতেও মুক্তি লাভ হয় ॥ ৮৪

মূলের কর্তব্য হইল—যতক্ষণ না তাহার দেহত্যাগ হয়, ততক্ষণ এইরূপ বিধি অনুসারেই সে সেবাকার্য করিয়া যাইবে কিন্তু ধর্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই সাধু-সন্ন্যাসিগণের প্রতি বিপরীত আচরণ করিবে না ॥ ৮৫

ভিক্ষাকালি সময় যত্ন ভক্তাবাহনাদেই আসিয়া থাকে ও চলিয়া যায়, সময় পদার্থ ভক্তাবতই উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হইয়া যায়, বাবতীয় ত্রিগুণময় পদার্থ সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় উৎপন্ন হয় ও বিলীন হইয়া যায় ॥ ৮৬

শ্মশানপর্বপুটে বাপি যত্রে চত্বরি ভিক্ষুকঃ
ন তোয়ার্থমনুপ্রেত্য যাত্রামাত্র সমশ্নুতে । ১৫
বর্ষলক্ষং সমগ্রাণি ন ক্রামন্ বিজিতশ্নুতে
যুগমাত্রদৃগন্যায়ী ক্রোশমাত্রং ন গচ্ছতি । ১৬
সর্বো মানাপমানাভ্যাং সহনোদ্বোগুকাঙ্ক্ষয়ঃ
সর্বভূতাভয়করস্তথৈবাভয়দক্ষিণঃ । ১৭
নির্দ্বন্দ্বো নির্নমস্কারো নিরানন্দনমিত্রবঃ ।
নির্নয়ো নিরহঙ্কারঃ সর্বভূতনিরাশ্রয়ঃ । ১৮
পরিসংখ্যানতত্ত্বজ্ঞস্তথা সত্যরতিঃ সদা ।
ঊর্দ্ধং নাধো ন তির্যক্ চ ন ক্ষিতিস্তিক্তমাদরেৎ । ১৯
এষ সজ্জনমানস্ত যাতিধর্মঃ তথাবিধি ।
কালস্য পরিমাণায় ন্যূ যথা পক্ষকলা তথা । ১০০
স বিসৃজ্য স্বকং দেহং প্রবিশেদ্ ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ।

নিয়ামরয়মাত্তস্তু গুণসৌম্যমচেতনম্ । ১০১
নিরুক্তমমনীলক নিরিন্দ্রিয়মতা তথা
অক্ষয্যমক্ষরং যৎ তদ্বেত্তব্যং পুরুষেণ চ । ১০২
নির্ত্তক প্রকৃতিমন্নিবিকারক সর্বদা
ক্ষুত্তৃড়-ভয়-ক্লমিমুক্তা কালস্য পরমেশ্বরম্ । ১০৩
অব্যক্তা পুরুষা ক্ষেত্রমনন্তায় প্রপদ্যতে
এবং স ভিক্ষুর্নির্বাণং প্রাপ্নুয়াদ্ দ্বন্দ্বর্জিতঃ । ১০৪
ইহস্থো দেহমুৎসৃজ্য নৌড়ঃ শকুনিরণ্ড যথা
যং করোতি যদশ্নাতি শুভং বা যদি বাশুভম্ । ১০৫
নাকৃতং ভুজ্যতে কর্ম ন কৃতং নশ্যতে ক্বচন্
শুভকর্মসমাচারো শুভমেবাপ্নুতে ফলম্ । ১০৬
তথাশুভসমাচারো অশুভং সমবাপ্নুতে
তথাশুভসমাচারো অশুভানি বিবর্জয়েৎ । ১০৭

সন্ন্যাসী পুণ্যতীর্থসমূহের বিষয় দেখা করিবেন, নদীর তীরে কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিবেন। অথবা বৃক্ষ মূলে অবস্থান করিবেন। সমস্যা বৃক্ষের তলায় অথবা পর্ণকুটীরমূলে রাত্রিযাপন করিবেন। সদা সর্বদা বিচরণ করিবেন। যেখানেই যান যাত্রার করিয়া থাকিবেন, কোনও স্থানে এক রাত্রি বা দুই রাত্রির অধিক থাকিবেন না। কোথাও আসক্ত হইবেন না। ১৪-১৪

সন্ন্যাসী বনজাত ফলমূল ও শুষ্ক পত্র আহার করিবেন। তিনি ভোগের জন্য নহে। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যই আহার করিবেন। ১৫

তিনি দশাগ্রামে প্রাণ রক্ষা ভোজন করিবেন। কাহারও নিকট কোন কিছুই যাচ্ঞা করিবেন না। পথে চলিবার সময় দুই হাত অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখিবেন এবং একদিনে একক্রোশের অধিক পথ চলিবেন না। ১৬

মান বা অপমান—এই উভয় অবস্থাতেই সমানভাবে থাকিবেন। তৃষ্ণিকার ভিক্ষা, প্রভূত বা সুস্বাদ—এই সবের প্রতিই সমানভাবে রাখিবেন। সমস্ত প্রাণীকেই অভয়দান করিবেন এবং সকলকেই অভয় দক্ষিণা দিবেন। ১৭

দ্বন্দ্ব-উদ্ধৃতি ব্যবহারে নির্ব্বিকার থাকিবেন, কাহাকেও নমস্কার করিবেন না। সাংসারিক সুখ ও পরিগ্রহ হইতে দূরে থাকিবেন। মমতা ও অহংতা পরিত্যাগ করিয়া দিবেন। সমস্ত প্রাণিগণের জন্যে তাহারও আশ্রিত হইয়া থাকিবেন। ১৮

বস্তুসমূহের পরিমাণের বিষয়ের বিচার করত তাহাদের তত্ত্ব জানিবেন। সদা সত্যে অনুরক্ত থাকিবেন। উর্দ্ধ, অধঃ কিংবা পার্শ্ববর্ত্তী কোথাও কোনও বস্তুর কামনা করিবেন না। ১৯

এইভাবে বিধিব্যবস্থায় মতিমৎ পালনকারী সন্ন্যাসী কালের পরিমাণস্বরূপঃ নিজের দেহকে পক্ক ফলের ন্যায় ত্যাগ করিয়া সনাতন ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া যান। ১০০½

এই ব্রহ্ম নিরাময়, অনাদি, অনন্ত, সৌম্য, শ্রীযুক্ত, চেতনারহিত উপরে স্থিত, অনির্বচনীয়, ইন্দ্রিয়হীন, ইন্দ্রিয়াতীত, অক্ষয়, অক্ষর, অবিনাশী, অক্ষেত্র, পুরুষ, নির্ত্তক, সর্ব্বশক্তিমান্, নির্বিকার, ক্ষুধা, বর্দ্ধমান ও ভয়িষ্ণুকালের অধিপতি এবং পরমেশ্বর ইনি অব্যক্ত, অন্তর্যামী পুরুষ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ইনিই। যিনি ইঁহাকে জানিতে পারেন, তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হন। ১০১-১০৪½

এইভাবে সেই ভিক্ষু নীড় (বাসা) ত্যাগ করিয়া উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় এ জগতে এই শরীর ত্যাগ করিয়া সমস্ত পাশকে জানীরীতি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিয়া নির্ব্বাণ—মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। ১০৪½

মানুষ যে শুভ বা অশুভ কর্ম করে, তাহার সে সেরূপই ফল ভোগ করিয়া থাকে। অকৃত কর্ম্মের ফল কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না এবং কৃত কর্ম্মের ফলভোগ না করিলে নষ্ট হয় না। ১০৫½

যিনি শুভ কর্ম্মের আচরণ করেন, তাঁহার শুভফলই লাভ হয়। যে অশুভ কর্ম করে, সে অশুভ ফলের ভাগী হইয়া থাকে। ১০৬½

শুভাভ্যস সমাসভ্যাদ্ব যদ্ব ইচ্ছেদ্ধ বৃদ্ধিমান্বনঃ
তস্মাদাগমসম্পন্নো ভবেৎ মুনিরতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১০৮
শক্যতে হ্যাগমাদেব গতির্জ্ঞাতুমনাময়াম্।
পরা চৈবা গতির্দৃষ্টা যামেবেচ্ছতি সাধবঃ ॥ ১০৯
যদ্যাবৃত্তং লভতে ত্যক্ত্বা দুঃখমনন্তকম্।
ইদং হি বর্ষমাত্মায় যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ॥ ১১০
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তে প্রাপ্নুবুঃ পরমাং গতিম্
কিং পুনর্ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ঋষিরো বা মহব্রতঃ ॥১১১
ন চাপ্যজ্ঞানপর্যন্তং জ্ঞানং ভবতি দেহিনঃ।
জ্ঞানোপলব্ধির্ভবতি কৃতকৃত্যো যদা ভবেৎ ॥ ১১২
উপলভ্য তু বিজ্ঞানং জ্ঞানং ব্যাপ্যানসূয়কঃ।
তথৈব বর্তেত্ গুরুষু কৃতাসো বা সমাহিতঃ ॥ ১১৩
যথাযথমসৌ গুরুঃ তথা তেষু প্রবর্ত্ততে
বার্ষিকস্য ক্রতঃ ভবতি জ্ঞানমজ্ঞানতাঃ ব্রজেৎ ॥১১৪

গতিং চাপ্যন্ততাঃ গচ্ছেদ্বিরাত্র ন সংশয়ঃ
প্রক্ষীয়ন্তে তস্য পুণ্যা জ্ঞানস্য বিদ্ধতে ॥ ১১৫
অদৃষ্টপূর্বকল্পাংশ্চ যথাদৃষ্টবিধির্নরঃ ॥ ১১৬
উৎসেকাদ্মোহমাপন্ন তত্ত্বজ্ঞানং ন চাপ্নুতাৎ
এবমেষ হি নোৎসেকঃ কর্ত্তব্যো জ্ঞানসন্তয়ঃ ॥ ১১৭
ফলং জ্ঞানস্য হি শমঃ প্রশমস্য মৃদ্বে দমঃ।
উপশান্তেন দান্তেন ক্ষমাযুক্তেন সর্বদা ॥ ১৮
শুশ্রূষা প্রতিপত্তব্যা নিত্যমেবাত্মবত্তয়া
বৃত্ত্যা শিশ্নোদরে তৃপ্তে পাণিপাদক চক্ষুষা ॥ ১১৯
ইন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মনসা মনো বুদ্ধ্যা সমাদধেৎ
বৃত্ত্যাসীত ততো পশ্চা গুরুদেশং সুসংযমম ॥ ১২০
লব্ধ্বাসনং যথাদৃষ্টং বিধিপূর্বং সমাহিতেঃ
জ্ঞানমুক্তস্তথা দেবা শ্রুতিমুপলক্ষয়েৎ ॥ ১২১
আহীপাসানং যথা বিদ্বন্মনসা দণ্ড
যস্মিন্বস্তুনিধাস্তিষ্ঠ বৈদ্যঃ ত্রাস্থিমিবাম্বরে ॥ ১২২

শুভকর্ম যিনি আত্মজ্ঞানার্থ কামনা করিবেন, তিনি শুভ কর্মসকলেরই আচরণ করিয়া যাইবেন। অশুভ কর্মসমূহ পরিত্যাগ করিবেন। এরূপ করিলে শুভ ফল প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১০৮½

যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক উক্ত—তিনি নিজের ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন। শাস্ত্রের জ্ঞানের দ্বারাই মানুষের অনাময় গতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ১০৯½

সাধুপুরুষগণ যাহার অন্বেষণ করেন, সেই পরম গতি আমি শাস্ত্রে দর্শন করিয়াছি। যেখানে উপস্থিত হইয়া মানুষ অনন্ত দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে পারেন ॥ ১১০½

এই বর্ষ আশ্রয় করিয়া পাপযোনিতে উৎপন্ন পুরুষ ও স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রগণও পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ॥১১১½

যিনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও মহদ্ব্রত করিয় তাঁহার সদ্গতির বিষয়ে পুনরায় আর কি বলিবার আছে? যে দেহধারী মানুষের পাপ ক্ষীণ হইয়া যায় নাই, তাহার জ্ঞান লাভ হয় না। যখন মানুষের জ্ঞান লাভ হইয়া যায়, তখন তিনি কৃতকৃত্য হইয়া যান ॥ ১১১-১১২

জ্ঞান বা বিজ্ঞান লাভ করিলেও দোষদৃষ্টিরহিত হইয়া গুরুজনগণের প্রতি পূর্ব হইতেও অধিক শ্রদ্ধাভাব রাখিবেন ॥ ১১৩

শিষ্য যেভাবে গুরুকে অবলম্বন করে, সেইরূপ গুরুও শিষ্যগণের প্রতি আচরণ করেন। অর্থাৎ শিষ্য নিজের কর্মানুসারেই কর্মফলাদি করে গুরুকে অপরাধকারী শিষ্যের কৃত বেদপাঠের অধ্যয়ন বার্ষ হইয়া যায় তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান অজ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ১১৪

সেই শিষ্য নরকে যাইবার ও অশুভ পথ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তাহার পুণ্য নষ্ট হইয়া যায় এবং জ্ঞান অজ্ঞানে পরিণত হইয়া যায় ॥ ১১৫

যে পুরুষ কখনও কল্যাণ দর্শন করে নাই, এরূপ মানুষ শাস্ত্রোক্ত বিধি না দেখিতে পাওয়ায় অজ্ঞানবশতঃ যোৎসুক হইয়া পড়ে, সেরূপ ব্যক্তিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না ॥ ১১৬½

অতএব কাহারও জ্ঞানের অভিমান করা উচিত নয়। জ্ঞানের ফল শান্তি, সেইহেতু মনকে শান্তির অন্তর প্রস্তুত করিবে ॥ ১১৭½

মনের নিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়গণের সংযম করিয়া সর্বদা ক্ষমাশীল এবং অহোরাত্রবর্তী হইয়া গুরুজনগণের সেবা করিবে ॥ ১১৮½

ধৈর্যের দ্বারা উপস্থ (লিঙ্গ) ও উদরকে রক্ষা করিবে। নেত্রদ্বয়ের দ্বারা হস্ত ও পদসমূহকে রক্ষা করিবে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বুদ্ধির দ্বারা মনকে বিষয়সমূহ হইতে রক্ষা করিয়া যাইবে এবং মনকে বুদ্ধিতে স্থাপিত করিবে ॥ ১১৯½

প্রথমে গুরু ও পরিচিত স্থানে যাইয়া আসন স্থাপন করিবে। তারপর তাহার উপরে বৈর্যসহকারে উপবেশন করিবে এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে যানের জন্য প্রস্তুত হইবে ॥ ১২০½

সাত্ত্বিতা হৃদয়ে পঞ্চেন্দ্রীণ্যাণি যতব্যবন্ধয়ম্
স চামুক্তেন শক্যোঽহয়ং ক্রটুঃ দেহে মহেশ্বরঃ ॥ ১২৩
যুক্তস্ত পশ্যতে বুদ্ধ্যা সান্নিবেশ্য মনো হৃদি।
অথ ঘোরং ন শক্যোতি কর্তুং হৃদয়ধারণম্ ॥ ১২৪
যথাসাংখ্যযুপাসীত যথাবচ্চ যোগমান্বিতঃ
পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণীহ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যপি ॥ ১২৫
পঞ্চ ভূতবিশেষাংশ্চ মনশ্চৈব তু ষোড়শ
তত্ত্বান্যাত্মাপি পঞ্চৈব মনোঽহঙ্কার এব চ ॥ ১২৬
অষ্টৌ চাপ্যথাবাক্তমেতাঃ প্রকৃতিসংজ্ঞিতাঃ
এতাঃ প্রকৃতয়শ্চাষ্টৌ বিকারাশ্চাপি ষোড়শ ॥ ১২৭
এবমেতদবিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞেয়ঃ তত্ত্ববুদ্ধিনা
এবং বস্তু সমুদ্ভাষ্য ভোগী ভবতি নাস্তথা ॥ ১২৮
পরিসংখ্যানমেবৈতত্ত্বত্ত্বানাং জ্ঞানবৃদ্ধিনা।

জ্ঞানবান্ সাধক নিজের হৃদয়ে বিদ্যমান পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করিবেন। যেরূপ আকাশে বিদ্যুতের প্রকাশ দেখা যায় এবং দেখাযে রশ্মিবান্ সূর্য্যদেব প্রকাশিত হন, সেইরূপ এই পরমাত্মাস্বরূপকে বুদ্ধিহীন অগ্নির ন্যায় তেজস্বী রূপে প্রকাশিত হইতে দর্শন করিবেন। হৃদয় হইতে বিদ্যমান এই অবিনাশী সনাতন পরমেশ্বরকে বুদ্ধিরূপী নেত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবেন। ১২১-১২২½

যে পুরুষ যোগযুক্ত নয়, সেই পুরুষই মনকে হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া বুদ্ধির দ্বারা সেই অক্ষয়ধামী পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ১২৩½

যদি এইভাবে হৃদয় হইতে ধ্যান ধারণা করিতে না পারেন, তাহা হইলে যথাযথভাবে যোগ অবলম্বন করিয়া সাংখ্যযোগানুসারে উপাসনা করিবেন। ১২৪½

এই দেহে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা—এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পায়, পাদ ও উপস্থ—এই পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচ ভূত এবং মন—এই ষোড়শ বিকার আছে। ১২৫½

পঞ্চ ভন্মাত্র, মন, অহঙ্কার ও অব্যক্ত—এই আট প্রকৃতি আছে। ১২৬½

এই আট প্রকৃতি ও পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ বিকার—এই চব্বিশটি তত্ত্বকে এস্থানে স্থিত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের জানা উচিত। এইরূপে-প্রকৃতি পুরুষের বিবেক হইয়া যাইলে মানুষ দেহবন্ধন হইতে উপরে উঠিয়া ভবসাগর পার হইয়া যান, অন্যথা নহে। ১২৭-১২৮

জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষের এই সাংখ্যযোগ জানিয়া লওয়া উচিত। প্রতিদিন শান্তচিত্ত হইয়া নিজের অন্তঃকরণকে পবিত্র করিবার জন্য এবং নিজের হিতসাধনের জন্য এইরূপ পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বসমূহের বিচার করিলে মানুষের যথার্থ তত্ত্ব বোধ হইয়া যায় এবং তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়া যান। তত্ত্ব তাৎপর্য্যকে তত্ত্বের দ্বারা জানিয়া মানুষ অবয়ব-রহিত অক্ষয়ধাম প্রাপ্ত হইয়া যান। ১২৯-১৩০½

মানুষের সর্ব্বদা সৎপুরুষগণের সমীপে থাকা উচিত। বিদ্বান্গণের জ্ঞানী পুরুষদিগের সেবা করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি যাহার নিকটে থাকে, সে তাহার সমান বর্ণ হইয়া যায়। যেরূপ নীল পক্ষী যেরূপবর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করত স্ববর্ণের ন্যায় বর্ণ লাভ করে। ১৩১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! মানুষমাত্রের তাৎপর্য্যে অভিজ্ঞ মহামুনি পরাশর এইভাবে চারি বর্ণের জন্য কর্ত্তব্যের বিধান বলিয়া এবং সেবা ও সমাধির দ্বারা প্রাপ্য গতির নিরূপণ করিয়া একাগ্রচিত্তে নিজের আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। ১৩২)

অধিক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির উবাচ

কেষাং দেবা মহাভাগাঃ সদনমন্তে মহাত্মনাম্।
লোকেঽস্মিংস্তানৃষীন্ সর্বান্ শ্রোতুমিচ্ছামি ভারত: ৫১

ভীষ্ম উবাচ

ইতিহাসমিমং বিপ্রাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ
অস্মিন্নর্থে মহাপ্রাজ্ঞাস্তং নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ১
বৃত্রং হত্বাপ্যপাবৃত্তং ত্রিদশানাং পুরন্দরম্।
মন্যেন্দ্রমনুসম্প্রাপ্তং ভূয়মানং মহর্ষিভিঃ ॥ ৩
ত্রিদিবং পরমস্তুষ্টং দৃষ্ট্বা হরিহয়ানুগম্
মাতলিঃ প্রাঞ্জলিভূত্বা দেবমিন্দ্রমুবাচ হ ॥ ৪

মাতলিরুবাচ

নমস্কৃতানাং সর্বেষাং ভগবংস্ত্বং পুরস্কৃতঃ
যেষাং লোকে নমস্কুর্যাং তান্ ব্রবীতু ভবান্ মম ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

ততস্তু তদ্ বচনং শ্রুত্বা দেবরাজঃ শচীপতিঃ
বভাষে পরিপৃচ্ছন্তং মাতলিং প্রত্যুবাচ হ ॥ ৬

ইন্দ্র উবাচ

যশঃ চার্থঞ্চ কামঞ্চ যেষাং চিন্তয়তাং মতিঃ।
নাধর্মে বর্ততে নিত্যং তান্ নমস্যামি মাতলে ॥ ৭
যে রূপগুণসম্পন্নাঃ প্রমদা মুদিতজ্বরাঃ
নিযুক্তাঃ কামভোগেষু তান্ নমস্যামি মাতলে ॥ ৮
যেষু ভোগেষু সক্তাঃ স্যুরাত্মো বচনক্ষমাঃ
অমানকারাদ্ভাষ্যাংস্তান্ নমস্যামি মাতলে ॥৯
যেষাং বিদ্যাতপোযোগৈর্যাং যেষাং ন চলেন্মতিঃ
চলিতাং যে নিগৃহ্ণন্তি তান্ নিত্যং পূজয়াম্যহম্ ॥ ১০
ইন্দ্রৈর্যাবৈরুপেতানাং গুরূণামগ্নিহোত্রিণাম্
চরণ্যানুচরন্তানাং মাতলে প্রণমাম্যহম্ ॥ ১১
যেষামর্থশ্চথা কামো ধর্মমূলবিবর্ধিতঃ
যশাংসি চ সতাং নিত্যং তান্ নমস্যামি মাতলে ॥ ১২

অধিক দ্বিতীয় অধ্যায়।

[সকলের যজনীয় ও পূজনীয় কোন্ পুরুষ—এবিষয় ইন্দ্র ও মাতলির সংবাদ বর্ণন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! এইলোকে মহাভাগ্যশালী দেবতাগণ কোন্ মহাত্মাদিগকে প্রণাম করেন? আমি সেই সব ঋষির যথার্থ পরিচয় জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এই ইতিহাস বর্ণনা করেন। তুমি সেই ইতিহাস শ্রবণ কর। ২

যখন ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন সমস্ত দেবতারা তাঁহাকে অগ্রে করিয়া স্বস্বস্থানে যাইলেন। এই সময় মহর্ষিগণ দেবেন্দ্রের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ত্রিদিবধামে পরমসন্তুষ্ট দেবরাজ ইন্দ্র হরিৎ উপবেশন করত তখন অশ্বগণ পোষা পাইতে লাগিলেন। এই সময় মাতলি কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন। ৩-৪

মাতলি বলিলেন,—ভগবন্! যাঁহারা সকলেরই দ্বারা পূজিত, সেই সমস্ত দেবতাগণের আপনি অগ্রগামী নেতা, কিন্তু আপনিও এই জগতে যাঁহাদের প্রণাম করেন, সেই মহাত্মাদিগের পরিচয় আপনি আমাকে প্রদান করুন। ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মাতলির এই কথা শ্রবণ করিয়া শচীপতি দেবরাজ ইন্দ্র পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নকারী নিজের সারথিকে এইরূপ বলিলেন। ৬

ইন্দ্র বলিলেন,—মাতলে! যশ, অর্থ ও কামের চিন্তা করিতে করিতেও যাঁহাদের বুদ্ধি কখনও অধর্মে আসক্ত হয় না আমি প্রতিদিন তাঁহাদের প্রণাম করি। ৭

মাতলে! যাঁহারা রূপ ও গুণসম্পন্ন এবং যুবতীগণের মনঃসন্তোষে রহিয়া প্রযত্ন করিয়াও কেন, অথচ সমস্ত কামভোগ হইতে যাঁহারা নিবৃত্ত আছেন, আমি তাঁহাদের প্রণাম করি। ৮

মাতলে! যাঁহারা নিজেদের প্রাপ্ত ভোগেই সন্তুষ্ট থাকেন—অন্যদের হইতে অধিক ভোগের বাসনা করেন না, যাঁহারা মুখ ভাষায় তথা বলেন ও ভাবন চিত্তে সর্বদা, যাঁহাদের দ্বারা অবজ্ঞা ও তাড়নার সম্ভাবনা অত্যন্ত আছে এবং যাঁহারা সকলের নিজ হইতেই অর্থী পাইবার যোগ্য, আমি তাঁহাদের নমস্কার করি। ৯

ধন, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য যাঁহাদের বুদ্ধিকে বিচলিত করিতে পারে না এবং যাঁহারা চঞ্চল বুদ্ধিকেও বিবেকবলে সংযত করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকেই আমি নিত্য পূজা করি। ১০

মাতলে! যাঁহারা প্রিয় পত্নীযুক্ত, পবিত্র আচার-বিচারপরায়ণ নিত্য অগ্নিহোত্র করেন এবং যাঁহাদের কুটুম্বগণ চক্ষুষ্মান যে প্রভৃতি গণদ্বারা প্রতিপালিত হয়, তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করি। ১১

মাতলে! যাঁহাদের অর্থ ও কাম ধর্মমূলক হইয়া বৃদ্ধিপ্রা

ধর্মমূলার্থকামানাং স্নাতকানাং মহাত্মনি ।
পতিব্রতানাং নারীণাং প্রণামং প্রকরোম্যহম্ ॥ ১৩
যে ভুক্ত্বা মানুষান্ ভোগান্ পূর্বে বয়সি মাতুলে ।
তপসা স্বর্গমায়ান্তি সদৃশং তান্ পূজয়াম্যহম্ ॥ ১৪
অসন্তোষাদ্ চাসক্তান্ ধর্মনিত্যান্ জিতেন্দ্রিয়ান্ ।
সংস্তুতাদনপ্রখ্যান্ মনসা পূজয়ামি তান্ ॥ ১৫
জ্ঞানপ্রসন্নবিদ্যানাং নিত্যং ধর্মজিজ্ঞাসাম্ ।
পৌরৈঃ কীর্তিতপৌতানাং মাতুলে তান্ নমাম্যহম্ ॥ ১৬

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সংস্তুতানাং ওটাকানাং যৎ ফলং কুরুপুঙ্গব
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ততো২স্ত তত্রতবত ॥১

ভীষ্ম উবাচ ।

নুপ্রধর্শো বনপতিশ্চিত্রধাতুবিভূষিতঃ ।
ত্রিষু লোকেষু সর্বত্র পূজিতো যত্তটাকবান্ ॥ ২
ইহ চামুত্র সদনং পুত্রৈঃ বিস্তরধর্মনম্
কীর্তিসঞ্জননং শ্রেষ্ঠং ওটাকানাং নিবেশনম্ ॥ ৩
ধর্মস্যার্থস্য কামস্য ফলমাহুর্মনীষিণঃ
ওটাকং পুরুতা দেশে ক্ষেত্রে দেশসমাত্মনঃ ॥ ৪
চতুর্বিধানাং ভূতানাং ওটাকস্যুপলক্ষয়ে
ওটাকানি চ সর্বাণি সিদ্ধন্তি ত্রিয়ুতমাম্ ॥ ৫
দেবা মনুষ্যা মরুতঃ পিতরোরগ-রাক্ষসাঃ ।
স্থাবরানি চ ভূতানি সাশ্রয়ন্তি ফলাশনম্ ॥ ৬
তস্মাদ্যান্তে প্রবক্ষ্যামি ওটাকে যে গুণাঃ স্মৃতাঃ ।
যা চ তত্র ফলপ্রাপ্তী ঋষিভিঃ সমুদাহৃতা ॥ ৭
ধর্মযাত্রাঃ ওটাকে তু সলিলং যত্র তিষ্ঠতি
অগ্নিহোত্রফলং তস্য ফলমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৮

হয় এবং যাঁহার ধর্ম ও অর্থ নিহত, আমি তাঁহাদের প্রণাম করি ॥ ১২

ধর্মমূলক মনের কামনাকারী স্নাতকগণকে এবং যোগ ও পতিব্রতা নারীদিগকে আমি নিত্য প্রণাম করি ॥ ১৩

যাহারা জীবনের প্রথম বয়সে মানব-ভোগসমূহ উপভোগ করিয়া তপস্যার দ্বারা স্বর্গে আগমন করেন, তাঁহাদের আমি সর্বদাই পূজা করি ॥ ১৪

যাঁহারা ভোগ হইতে দূরে থাকেন, যাঁহাদের ভোগাশক্তি নাই, যাঁহারা সজ্জন বর্গে গণিত থাকেন, ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া রাখেন, যাঁহারা প্রভূত সম্পদশালী এবং পর্বত-সমূহের ন্যায় কখনও বিচলিত হন না, আমি সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে মনের দ্বারা পূজা করি ॥ ১৫

যাহাদের বিদ্যা জ্ঞানের তার স্বচ্ছ, যাঁহারা ধর্মবিষয়ে জিজ্ঞাসু, পৌরগণ যাঁহাদের মাতুল বলিয়া বরণ করি, আমি তাঁহাদের নমস্কার করি ॥ ১৬

অতিরিক্ত দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

অতিরিক্ত তৃতীয় অধ্যায় ।

[সরোবর খনন ও বৃক্ষরোপণের মাহাত্ম্যকথন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কুরুপ্রধান ! ভরতশ্রেষ্ঠ ! সরোবর-খননের যে ফল হয়, আমি আজ তাহা আপনার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! যে ব্যক্তি তড়াগ খনন করেন, তিনি বিচিত্র ধাতুসমূহে বিভূষিত বনাধ্যক্ষ কুবেরের ন্যায় সর্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ২

তড়াগখননের সাধারণ শ্রেষ্ঠ ও কীর্তিজনক ফল । তাহা ইহলোক ও পরলোকের উত্তম নিবাসস্থান । তাহা পুত্রের পুণ্য ও মনের তৃপ্তিকারী ॥ ৩

মনীষী পুরুষগণ সরোবরকে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের ফলদাতা বলিয়া অভিহিত করেন । সরোবর দেশে বৃষ্টিদান পুণ্যবর্ধন এবং ক্ষেত্রে দেশের প্রকৃত আশ্রয়স্থল ॥ ৪

আমি সরোবরকে ক্ষেত্র, অন্তর, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ—এই চতুর্বিধ প্রাণিদেহের পক্ষেই উপযোগী বলিয়া বলে করি । জগতে যত সরোবর আছে, তাহারা সকলেই উত্তম সম্পত্তি প্রদান করে ॥ ৫

দেবতা, মনুষ্য, মরুদ্গণ, পিতৃপুরুষ, নাগ, রাক্ষস এবং স্থাবর ও জঙ্গমগণ—ইঁহারা সকলেই জলাশয়কে আশ্রয় করেন ॥ ৬

অতএব সরোবর খননে যে সব গুণ হয়, আমি তৎসমস্তই তোমার নিকটে বর্ণনা করিব এবং ঋষিগণ সরোবরখননে যে সব ফলপ্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাদেরও পরিচয় আমি প্রদান করিতেছি ॥ ৭

যে সরোবরে এক বৎসরকাল পর্যন্ত জল থাকে, তাহার ফল মনীষী পুরুষগণ অগ্নিহোত্র বলিয়াছেন অর্থাৎ সেই সরোবর খনন-কারীর প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিবার পুণ্যপ্রাপ্তি হয় ॥৮

নিদাঘকালে সলিলং তটাকে যস্য তিষ্ঠতি।
যাজপেয়ফলং তস্য ফলং বৈ ত্বয়োচ্যতম্ ॥ ৯
সফুলং তারয়েদ্ বংশং যস্য খাদ্যে জলাশয়ে
গাবঃ পিবন্তি পানীয়ং সাধবশ্চ নরাঃ সদা ॥ ১০
তটাকে যস্য গাবশ্চ পিবন্তি তৃষিতা জলম্।
মৃগ-পক্ষি-মনুষ্যাশ্চ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ১১
যং পিবন্তি জলং তত্র স্নায়ন্তে বিপ্রমণ্ডি চ।
তটাককর্ত্তুস্তং সর্বং প্রেত্যানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ১২
দুর্গতঃ সলিলং তাত বিশেষেণ পরন্তপ
পানীয়স্য প্রদানেন সিদ্ধির্ভবতি শাশ্বতী ॥ ১৩
তিলান্ দদত্ত পানীয়ং দীপঞ্চাপ্রতিমত্বিষম্।
বাজপেয়ৈঃ সহঃ মোদন্তেঽত্র প্রেত্যেহ দুর্গতম্ ॥ ১৪
সর্বদানৈর্ক্তস্তস্য সর্বযজ্ঞৈরিষ্টিস্তে।
পানীয়ং নরশার্দূল তস্মাদ্ দাতব্যমেব হি ॥ ১৫
এবমেতত্ তটাকেষু কীর্তিতং ফলমুত্তমম্।

যে সরোবরে শীতকালে জল থাকে, তাহার ফল অগ্নিষ্টোম যাজপেয়-যজ্ঞের ফলরূপে অভিহিত হইয়াছে। ৯

যাহার যাত জলাশয়ে সদা সাধুগণ ও গোগণ জলপান করেন, তিনি নিজের কুলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ১০

যাহার জলাশয়ে পশুপক্ষিগণ গোগণ জলপান করেন এবং কৃষিত কৃশ, পক্ষী ও মনুষ্যগণ নিজেদের পিপাসা শান্ত করে, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। ১১

মনুষ্যগণ যে সরোবরে জলপান করে, স্নান করে এবং তীরে বিশ্রাম করে, এ সমস্ত পুণ্যই সরোবরখননকারীর পরলোকে অক্ষয় হইয়া লাভ হয়। ১২

দুরুত্তাপন বংশ বৃদ্ধিরই জল বিশেষরূপে দুর্লভ বলে, অতএব জলদান করিলে শাশ্বত সিদ্ধি লাভ হয়। ১৩

তিল, জল, দীপ, অন্ন ও বাসের মত পৃথ দান অন্য এবং যজ্ঞ-যাজকগণের সহিত আনন্দে বাস করে; কারণ, এ সমস্ত দান ব্যক্তিগণের পক্ষে দুর্লভ। ১৪

নরশ্রেষ্ঠ। জলদান সমস্ত দান হইতেই অভিনব শ্রেষ্ঠ। তাহা সকল দান হইতেই বিশিষ্ট দান. অতএব জলদান করা অবশ্য কর্তব্য। ১৫

এইরূপে সরোবরসমূহ খননের ফল কথিত হইয়াছে। ইহার

অন্ত ঊর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি বৃক্ষারামাপি রোপণে। ১৬
স্থাবরাণাং তু দৃষ্টানাং ভাততঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ
বৃক্ষ-গুল্ম-লতা বল্ল্যস্ত্বক্সার-তৃণবিরুধঃ। ১৭
এতা ভাতাস্তু বৃক্ষারামেষ্বাঃ রোপণ্ডবাস্থিমে
পনসাম্রাম্বয়ো বৃক্ষা গুল্মা মন্দারপূর্বকাঃ। ১৮
নাগিকামালিকাদ্যাশ্চ মালতীত্যাদিকা লতাঃ
বেণুক্রমুকবৃক্ষাদ্যাঃ বল্ল্যাদি তৃণজাতয়ঃ। ১৯
কীর্তিস্ত মানুষে লোকে প্রেত্য চৈব শুভঃ ফলম্
লভতে নাকপৃষ্ঠে চ পিতৃভিশ্চ মহীয়তে। ২০
দেবলোকগতস্যাপি নাম তস্য ন নশ্যতি।
অতীতানাগতাংশ্চৈব পিতৃবাংশ্চাত্ম ভারত। ২১
তারয়েদ্ বৃক্ষরোপী তু তস্মাদ্ বৃক্ষান্ প্ররোপয়েৎ।
তস্য পুত্রা ভবন্ত্যেব পাদপা নাত্র সংশয়ঃ। ২২
পরলোকগতঃ স্বর্গে লোকান্তারোতি সোঽধ্যায়ান্।
পুষ্পৈঃ সুরগণান্ বৃক্ষাঃ ফলৈশ্চাপি তথা পিতৃন্ ॥

শত বৃক্ষরোপণেরও ফল আমি ঘোষণা করিব। ১৬

স্থাবর বৃক্ষগণের ছয় প্রকার জাতি কথিত হইয়াছে—বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, ত্বকসার ও তৃণ-বীরুধ এই সব হইল বৃক্ষের জাতি। ইহাদের রোপণে এই সব ফল উক্ত হইয়াছে। ১৭

তাঁহার ও আম্রাদি বৃক্ষ জাতির অন্তর্গত। নাগিকা, মালতীপ্রভৃতি বল্লী বলা হয়। মালতী প্রভৃতিকে লতা বলে বাঁশ ও তৃণজাতী প্রভৃতিকে তৃণসার বলা হয়। ক্ষেত্রের (জমীর) মধ্যে যে ঘাস ও লতা উৎপন্ন হয়, এ সবই তৃণজাতির অন্তর্গত। ১৮-১৯

ভরতনন্দন। বৃক্ষরোপণ করিলে মনুষ্যলোকে কীর্তিলাভ হয় এবং মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে শুভফল লাভ হয়। বৃক্ষরোপণকারী মানুষ পিতৃগণের দ্বারাও সম্মানিত হন। দেবলোকে গমন করিলেও তাঁহার নাম নষ্ট হয় না। তিনি নিজের অতীত পূর্ব পুরুষগণ ও অনাগত সন্তানগণকেও উদ্ধার করিয়া থাকেন সেইজন্য বৃক্ষরোপণ অবশ্যই রোপণ করিবে। ২০-২১½

যাহার কোন পুত্র নাই, তাহার বৃক্ষলতা পুত্র হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই বৃক্ষরোপণকারী মানুষ পরলোকে গমন করিলে পর স্বর্গে অক্ষয় লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। ২২½

ভাত। বৃক্ষগণ নিজেদের পুষ্পসমূহে দেবগণকে, ফলসমূহে পিতৃগণকে এবং ছায়ার দ্বারা অতিথিদিগকে সদা পূজা করে। ২৩

ধারয়ন্তি চাতিযৌক্তাস্ত পূজয়ন্তি মহীকৃতঃ।
ক্ষিয়ন্তোরপ-রক্ষাংসি দেব গন্ধর্ব-মানবাঃ ॥ ১৪

তথা অগ্নিগবাস্তৈব সংশ্রয়ন্তে মহীরুহান্।
পূজিতাঃ ফলবন্তশ্চ তর্পয়ন্তীহ মানবান্ ॥ ১৫

বৃক্ষবান্ পুরুষবৎ বৃক্ষাঃ তারয়ন্তি পরত্র চ
তস্মাৎ তটাকে বৃক্ষা বৈ রোপ্যাঃ
শ্রেয়োঽর্থিনা সদা ॥ ১৬

পুরুষবৎ পরিত্যাজ্যাঃ পূজ্যন্তে বর্ষতঃ সুতাঃ

তটাকস্থা বৃক্ষরোপী ইষ্টযজ্ঞশ্চ যো দ্বিজঃ ॥
এতে স্বর্গে মহীয়ন্তে যে চান্যে সত্যবাদিনঃ ১৭

তস্মাৎ তটাকঃ কর্তব্যঃ আত্মানাংশ্চাপি যোজয়েৎ ॥
যজ্ঞেভ্য বিধিবৈর্যজ্ঞৈঃ সত্যাত্ত বিধিবদ্ বরেৎ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ভৃত্তোপাখ্যানদানপ্রশংসা
নাম দ্বাদশত্রিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬

স্থির, রাশ, রাক্ষস, দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং ঋষিগণও বৃক্ষফলকে আশ্রয় করেন। ১৪।

ফল ও পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ বৃক্ষসকল এ জগতে মনুষ্যগণকে তৃপ্ত করে। যাহারা বৃক্ষফলে দান করেন, তাঁহাদের সেই সব বৃক্ষ পরলোকে পুত্রের ন্যায় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করে অতএব কল্যাণকামী পুরুষের সর্বদাই সরোবরের তীরে বৃক্ষ রোপণ করা উচিত ॥ ১৫-১৬

বৃক্ষরোপণ করিয়া তাহাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করা কর্তব্য। কারণ, তাহারা ধর্মাচরণে পুত্র বলিয়াই কথিত হয়। যাঁহারা পুষ্করিণী খনন করেন, যাঁহারা তাহার তীরে বৃক্ষরোপণ করেন, যে দ্বিজ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং অন্যে যাঁহারা সত্যবাদী হন—ইঁহারা সকলেই স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ১৭

সেইজন্য সরোবর খনন করিবে এবং তাহার তীরে বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া উহাদিগকে প্রস্তুত করিবে। সর্বদা নানাপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে ও বিধি অনুসারে সদা সত্য কথা বলিবে ॥ ১৮

অতিরিক্ত তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সপ্তসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ভৃগু ও উশনসের দানপ্রশংসা-নামক দ্বাদশত্রিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[পৃথুর্বৈণ্যধর্মবর্ণনম্, পঞ্চযজ্ঞকর্মবিধয়ে পৃথিব্যাদেব্যা ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চ সংবাদকথনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ

গার্হস্থ্যং ধর্মমিচ্ছামি শ্রোতুমিহ ভরতর্ষভ
অতিথ্যাজ্ঞাভি কিং কৃত্বা মনুষ্য ইহ পার্থিব ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি পৃথাবৃত্তং তনাশিপ
বাসুদেবস্য সংবাদং পৃথিব্যাশ্চৈব ভারত ॥ ২

সান্ত্বত্য পৃথিবীং দেবীং বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।

পপ্রচ্ছ ভরতশ্রেষ্ঠ মাং বা যৎ পৃচ্ছসেঽনঘ বৈ ॥ ৩

বাসুদেব উবাচ।

গার্হস্থ্যং ধর্মমাশ্রিত্য কথং বা মহিষেন বা
কিমবাপ্তং ধরে কার্যং কিং বা কৃত্বা সুখং ভবেৎ ॥৪

পৃথিব্যুবাচ

ভবঃ শিবশ্চো দেবা মনুষ্যাশ্চৈব মাধব।
ইজ্যাশ্চৈবার্চনীয়াশ্চ যথা চৈব নিবোধ মে ॥৫

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

[পৃথুর ধর্মবর্ণন, পঞ্চযজ্ঞ কর্ম-বিষয়ে পৃথিবীদেবী ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভরতশ্রেষ্ঠ! কৃপাল পিতামহ! এখন আপনি আমাকে গৃহস্থ আশ্রমের সম্পূর্ণ ধর্মের উপদেশ করুন। রাজন্ কোন্ কর্ম করিয়া ইহলোকে সুখিতাপী হয়? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—অনন্তর যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও পৃথিবী দেবীর সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস তোমাকে বলিব। ২

পৃথিবী বলিলেন,—মাধব! গৃহস্থ মনুষ্যের সর্বদাই দেবতা, পিতৃগণ, ঋষি ও অতিথিদিগের পূজা ও সৎকার করা উচিত। সেই সব কিভাবে করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩

সদা যজেন দেবান্ত সদাঽঽতিথ্যেন মানুষান্।
হুতশেষং যথা নিত্যমহ্নীয়াৎ ভুক্তশেষং নিশাসু ॥ ৬
তেন স্ত্র্যধীনগণঃ প্রীতা ভবন্তি মনুসূদন
নিত্যমগ্নিং পরিচরেদ্ভুক্ত্বা বলিকর্ম চ ॥ ৭
কুর্যাৎ তথৈব দেবা বৈ প্রীয়ন্তে মনুসূদন।
কুর্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন চ ॥ ৮
পয়োমূলফলৈর্বাপি পিতৃণাং প্রীতিমাহরন্।
সিদ্ধান্নাম্ বৈশ্বদেবং বৈ কুর্যাদন্নস্য বা বিধিঃ ॥ ৯
অগ্নীষোমাং বৈশ্বদেবং বাস্তুনষ্পতনন্তরম্
প্রজানাং পতয়ে চৈব পৃথগ্ভাগো বিধীয়তে ॥ ১০
তথৈব চানুপূর্বেণ বলিকর্ম প্রযোজয়েৎ।
দক্ষিণায়াং যমায়েতি প্রতীচ্যাং বরুণায় চ ॥ ১১
সোমায় চাপ্যুদীচ্যাং বৈ বাস্তবে প্রাগথাপি চ।
বয়স্তুভ্যঃ প্রাগুদীচ্যাং প্রাচ্যাং শক্রায় মাধব ॥ ১২
মনুষ্যেভ্য ইতি প্রাচ্যর্বলিঃ দ্বারি পৃথস্ত বৈ

মরুদ্ভ্যো বৈশ্রবণেভ্যশ্চ বলিমন্তর্গৃহে হরেৎ ॥ ১৩
তথৈব বিশ্বেদেবেভ্যো বলিমাকাশতো হরেৎ।
নিশাচরেভ্যো ভূতেভ্যো বলিং নক্তং তথা হরেৎ ॥ ১৪
এবং কৃত্বা বলিং সম্যগ্ দদ্যাদ্ ভিক্ষাং দ্বিজায় বৈ।
অলাভে ব্রাহ্মণস্যাদ্যপ্রস্তুতা নিক্ষিপেৎ ॥ ১৫
যদা শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যোঽপি কাম্যমিচ্ছেত মানবঃ।
তদা পশ্চাৎ প্রকুর্বীত নিবৃত্তে শ্রাদ্ধকর্মণি ॥ ১৬
পিতৃন্ সন্তর্পয়িত্বা তু বলিং কুর্যাদ্ বিধানতঃ।
বৈশ্বদেবো মতঃ কুর্যাৎ পশ্চাদ্ ব্রাহ্মণবাচনম্ ॥ ১৭
অতোঽন্যেন বিশেষেণ ভোজ্যদেবতিথীনপি
অর্চ্যান্পূর্বং মহারাজ ততঃ প্রীণাতি মানবান্ ॥ ১৮
অনিত্যা হি স্ত্রিয়ো যস্মাৎ তস্মাদ্ভক্তিবিচক্ষণঃ।
আচার্যান্ পিতৃদৈবেষু স্থণ্ডিলেষ্বপ্যথো ভাগুষে ॥ ১৯
ইতশ্চাস্তি গুহে মন্ত্রমিতি নিত্যং নিবেদয়েৎ।
তে যদ্ মন্ত্রেষ্বনুক্তং কুর্যাদিতি হ্যেতা বিধীয়তে ॥ ২০

প্রতিদিন যজ্ঞ—হোমের দ্বারা দেবগণকে, অতিথি সৎকারের দ্বারা মনুষ্যদিগকে (শ্রাদ্ধ তর্পণের দ্বারা পিতৃগণকে) এবং বেদের স্বাধ্যায় করত পুত্রাদি ঔর্ধ্বদৈহিকক্রিয়া যথাবিধি পূর্বা ও সংকার করিতে হয়। ইহার পর নিত্য ভোজন করা উচিত। ৬

মনুসূদন! স্বাধ্যায়ের দ্বারা ঋষিগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হন প্রতিদিন ভোজনের পূর্বেই অগ্নিহোত্র ও বলিবৈশ্বদেব কর্ম করিতে হয়। ইহার দ্বারা দেবতারা সন্তুষ্ট হন পিতৃগণের প্রসন্নতার জন্য প্রতিদিন অন্ন, জল, দুগ্ধ ও অথবা ফল-মূলের দ্বারা শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। ৭-৮।

সিদ্ধ অন্ন (রান্না করা অন্ন) হইতে অন্ন লইয়া তাহার দ্বারা বিধি অনুসারে বলিবৈশ্বদেব কর্ম করা উচিত। ৯

প্রথমে অগ্নি ও সোমকে, তারপর বিশ্বেদেবগণকে, তদনন্তর বসুগণকে, তাহার পর প্রজাপতিকে পৃথক্ পৃথক্ হোম করিবার বিধান আছে। ১০

এইভাবে ক্রমশঃ বলিকর্মের প্রয়োগ করিতে হয়। মাধব! দক্ষিণ দিকে যমকে, পশ্চিমদিকে বরুণকে, উত্তরদিকে সোমকে, পূর্বের দ্বারভাগে প্রজাপতিকে, ঈশান কোনে বসুগণকে এবং পূর্বদিকে ইন্দ্রকে বলি সমর্পিত করা কর্তব্য। ১১-১২

দ্বারের বাহে সনকাদি বসুগণের জন্য বলি দিবার বিধান আছে, এই কথা যাহারা বলেন। মরুদ্গণ ও বৈশ্রবণদিগকে গৃহের মধ্যে বলি সমর্পণ করিতে হয়। ১৩

বিশ্বেদেবগণের উদ্দেশে আকাশের বলি সমর্পিত করা কর্তব্য। নিশাচর ও ভূতসকলের জন্য রাত্রিতে বলি সমর্পণ করিতে হয়। ১৪

এইভাবে বলি সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বিধিমতন ভিক্ষা দান করিবে বলি ব্রাহ্মণ ভোজন - পাওয়া যায়, তবে অন্নসকল হইতে অল্প অল্প অন্নভাগ লইয়া তাহা অগ্নিতে হোম করিবে। ১৫

যে দিনে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইবে, সেইদিনে প্রথমে শ্রাদ্ধ কর্মই সম্পন্ন করিবে। তাহার পর পিতৃগণের তর্পণ করিয়া বিধিপূর্বক বলিবৈশ্বদেব কর্ম করিবে। তাহার পর ব্রাহ্মণদিগকে সন্তোষ করিয়া ভোজন করাইবে। ১৬-১৭

মহারাজ! ইহার পর বিশেষ অন্নের দ্বারা অতিথিগণকে সনম্মানে ভোজন করাইবে। এরূপ বলির পর গৃহস্থ পুরা সমস্ত মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয়। ১৮

যে নিত্য নিত্যের গৃহে থাকে না, তাহাতে অতিথি বলা হয় আচার্য পিতা, নিমন্ত্রণকর্তা মিত্র ও অতিথিকে সর্বদা এই নিবেদন করিবে যে, 'অমুক বস্তু আমার গৃহে আছে, তার আপনি গ্রহণ করুন'। তারপর তাহারা যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিবে এরূপ করিলে পর ধর্মলাভ করা হয়। ১৯-২০

বৃহদ্ভঃ পুরুষঃ কৃষ্ণ শিতিপৃষ্ঠী চ সদা ভবেৎ।
রাজর্ষিভিঃ স্নাতকৈশ্চ গুরুঃ যত্নবতশ্চ যঃ ॥ ১১
অর্চয়েদ্বৃষপর্বেণ পরিসংবৎসরোদ্যিতান্
যজ্ঞাংশ্চ যশ্চরেচ্ছান্ত যজ্ঞোজ্ঞাস্তাবপেদ্ভূবি।
বৈশ্বদেবো হি নামৈতৎ সাঃ প্রাজাবিবীয়তে ॥ ১২
এতা'ন্ত যজ্ঞান্ সার্দ্ধ্যান্ যঃ কুর্য্যাদনসূয়কঃ।
স ইষ্টবিত্তান্ প্রাপ্য প্রেত্য লোকে মহীয়তে ॥ ১৩

ভীষ্ম উবাচ।
ইতি ভৃগুর্ষেঃ শ্রুত্বা বাসুদেবঃ প্রজাপতান্।
তথা চকার সততঃ স্বলোকং সমাচরন্ ॥ ১৪
এতদ্ বৃহদ্বৃষং যঃ বা চেষ্টয়ানো জনাধিপ
ইহলোকে যশঃ প্রাপ্য প্রেত্য স্বর্গময়াপ্নুয়াৎ ॥ ১৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বসিষ্ঠদানবিধিবর্ণনম্
সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭

হে কৃষ্ণ! বৃহদ্ব পুরুষ সর্ব্বদা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নই ভোজন করিবে। রাজা ঋষিক্, স্নাতক, গুরু ও যজ্ঞবান্—ইহারা যদি এক বর্ষের পর পুনঃ আসেন, তবে ঐন্দ্রাগ্নিকে বৃষপর্ব্বের দ্বারা পূজা করিতে হয়। ১১½

বৃহদ্ব কৃষ্ণবর্ণ ও পৃষ্ঠদেশের লোম কৃষ্ণবর্ণ বলদ দান করিবে। ইহা বৈশ্বদেব নামক কর্ম্ম এই কার্য্য সায়ংকাল ও প্রাতঃকালেই সম্পাদন করিতে হয়। ১২

যে মানব হোমসহ পরিত্যাগ করিয়া এই বৃহদ্বোচিত কর্ম্ম পালন করে, সেই মানব ইহলোকে ভূমি-যজ্ঞবিদগণের নিকট হইতে বরপ্রাপ্ত হয় এবং এবং মৃত্যুর পর সে পুণ্যলোকে সম্মানিত হইয়া থাকে। ১৩

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! পৃথিবীদেবীর এই যাত্রা শ্রবণ করিয়া প্রজাপতিগণ তদনন্তর নিজ নিজ সন্তানসন্ততিগণকে বৃহদ্বর্ষসম্ভব বিধিপূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন ভূমিও সদা এই সব কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন। ১৪

তদনন্তর এই বৃহদ্ব-কর্ম্ম পালন করিবার চেষ্টা করিতে থাকিলে ভূমি ইহলোকে সুযশ লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে। ১৫

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে বসিষ্ঠদানবিধিবর্ণনামক সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভৃগুবংশি সুবর্চসা মনোক্ষ সংবাদঃ—পুষ্প-ধূপ-দীপোপহারদানমাহাত্ম্যকথনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
আলোকদানং নামৈতৎ কীদৃশং ভরতর্ষভ
কথমেতৎ সমুৎপন্নং ফলং বা তস্য ব্রবীহি মে ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ।
অত্রাপ্যাহারয়ন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
মনোঃ প্রজাপতের্বাদং সুবর্চস্যা চ ভারত ॥ ২

ওপবী ভদ্রিলভবং সুবর্চো নাম ভারত।
বর্চস্তো হেমবর্ণঃ স সুবর্চ ইতি পপ্রথে ॥ ৩
ফল-শীল-গুণোপেতঃ স্বাধ্যায়ে চ পরন্তপ
বহুন্ সুবাপ্রভাবান্ সমতীত্য স্বকৈর্গুণৈঃ ॥ ৪
স কদাচিদ্মুনিঃ বিপ্রো দদর্শোপসমর্পণ চ
ফুল্লপদ্মায়তোদ্ভাস্তৌ চোতৌ তত্র চক্ষুষী ॥ ৫

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

[ভৃগুবংশি সুবর্চসা ও মনুর সংবাদ—পুষ্প, ধূপ, দীপ ও উপহার দানের মাহাত্ম্য কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ এই যে দীপদান নামক কর্ম্ম, ইহা কিভাবে করিতে হয়? ইহার উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে? অথবা ইহার ফল কি? ইহা আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! এ বিষয়ে প্রজাপতি মনু ও সুবর্চার সংবাদরূপ প্রাচীন ইতিহাস বিজ্ঞপুরুষগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

ওপবী ভদ্রিলভবে সুবর্চো নাম ভারত।
বর্চস্তো হেমবর্ণঃ স সুবর্চ ইতি পপ্রথে ॥ ৩
ফল-শীল-গুণোপেতঃ স্বাধ্যায়ে চ পরন্তপ
বহুন্ সুবাপ্রভাবান্ সমতীত্য স্বকৈর্গুণৈঃ ॥ ৪
স কদাচিদ্মুনিঃ বিপ্রো দদর্শোপসমর্পণ চ
ফুল্লপদ্মায়তোদ্ভাস্তৌ চোতৌ তত্র চক্ষুষী ॥ ৫

ভরতনন্দন! সুবর্চনামে প্রসিদ্ধ এক ওপবী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার শরীরের কান্তি সুবর্ণের ন্যায় ছিল। সেইজন্য তিনি সুবর্চনামে বিখ্যাত হন। ৩

তিনি উত্তম ফল, শীল ও গুণসম্পন্ন ছিলেন। স্বাধ্যায়েও তাঁহার অতিশয় খ্যাতি ছিল। তিনি নিজের শ্রেষ্ঠ গুণসমূহের দ্বারা উত্তম ফলে উৎপন্ন বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। ৪

একদিন সেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রজাপতি মনুকে দর্শন করিলেন।

ততস্তৌ সত্যসন্ধৌ তে মেরৌ কাঞ্চনপর্বতে
রম্যেষু শিলাপৃষ্ঠে সংবিশ্যৈ সংস্তবীদতাম্ ॥ ৬
তত্র তৌ কথয়ন্তৌ তাং কথা নানাবিধাঃ শুভাঃ।
ব্রহ্মর্ষি-দেব-দৈত্যানাং পুরাণানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৭
সুবর্ণষ্ঠীবিনং বাক্যং মনুং স্বায়ম্ভুবং প্রতি।
হিতার্থং সর্বভূতানাং প্রশ্নং মে বক্তুমর্হসি ॥ ৮
সুমনোর্ভির্বিজয়ে বৈবস্বতানি প্রজেশ্বর।
কিমেতৎ কথমুৎপন্নং ফলং যোগস্য মে ॥ ৯
অত্যাপ্যুষাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
শুক্রস্য চ বলেশ্চৈব সংবাদং বৈ মহাত্মনোঃ ॥ ১০
বলের্বৈরোচনস্যেহ ত্রৈলোক্যমনুশাসতঃ
সমীপমাজগামাথ শুক্রো ভৃগুকুলোদ্বহঃ ॥ ১১
তমর্ঘ্যাদিভিরভ্যর্চ্য ভার্গবং সোঽসুরাধিপঃ।
নিষসাদাসনে পশ্চাদ্ বিধিবদ্ ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ১২

তাঁহাকে বর্ণন করিয়াই তিনি তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। তাহার পর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের কুশলবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫

তাহার পর সেই দুই সত্যসন্ধ মহাত্মা সুবর্ণময় পরম রমণীয় এক রমণীয় শিলাপৃষ্ঠের উপর একসঙ্গে উপবিষ্ট হইলেন। ৬

সেখানে তাঁহারা উভয়ে ব্রহ্মর্ষি, দেবতা দৈত্য এবং প্রাচীন-মহাত্মাগণের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা-বার্তা বলিতে লাগিলেন। ৭

সেই সময় সুবর্ণ ষ্ঠীবিন্ মনুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—প্রজাপতে! আমি এক প্রশ্ন করিতেছি, আপনি সমস্ত প্রাণিগণের হিতের জন্য আমাকে তাহার উত্তর প্রদান করুন। পুনর্জন্মসমূহের দ্বারা যে বৈবস্বতাদিদের পূজা করা হয়, তাহা কি? ইহার প্রকরণ কি ভাবে হইল? ইহার ফল কি? এবং ইহার ব্যবহার কিরূপে করিতে হয়? এই সব আপনি আমাকে বলুন। ৮-৯

মনু বলিলেন,—মুনে! এবিষয়ে বিজ্ঞ পুরাতন শুক্রাচার্য ও বলি—এই দুই মহাত্মার সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া থাকেন। ১০

পূর্বে বিরোচনপুত্র বলি স্থির লোক শাসন করিতেছিলেন। তখন ভৃগুবংশভূষণ শুক্র অতি সত্বর তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ১১

পশ্চাৎ বহুদক্ষিণাপ্রদানকারী অসুররাজ বলি ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্যকে অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন এবং

কথেয়মভবৎ পূর্বং যা পরিকীর্তিতা।
সুমনোধূপসীতানাং সম্প্রদানে ফলং প্রতি ॥ ১৩
ততঃ পপ্রচ্ছ দৈত্যেন্দ্রঃ কবীন্দ্রং প্রশ্নমুত্তমম্ ॥ ১৪

বলিরুবাচ।

সুমনোধূপসীতানাং কিং ফলং ব্রহ্মবিত্তম।
প্রব্রূহি দ্বিজশ্রেষ্ঠ তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ১৫

শুক্র উবাচ

তপঃ সূর্যঃ সমুৎপন্নঃ ধরস্তস্যাদনন্তরম্
এতস্মিন্নন্তরে চৈব বীরুদ্বোষধয়ঃ এব চ ॥ ১৬
সোমস্যাত্মা চ বহ্বয়ঃ সমৃতঃ স্যাদ্বীরুধাং
অমৃতঞ্চ বিষং চৈব সে চান্তে ভূতভাবতঃ ॥ ১৭
অমৃতং মনসঃ প্রীতিঃ সন্তুষ্টিঃ স্যাদ্ধি চ
মনো গ্লপয়তে তীব্রং বিষং গন্ধেন সর্বদা ॥ ১৮
অমৃতং মঙ্গলং বিদ্ধি মরণং বিষমঙ্গলম্।
ওষধ্যো ভূমৃতং সর্বা বিষং ভেষোঽগ্নিসম্ভবম্ ॥ ১৯

যখন তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন বলির নিকের আসনে উপবেশন করিলেন। ১২

সেখানে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যেই কথাবার্তা হইল, যাহা পূর্বে এখন বলিলে সেবতাগণকে পুষ্প, ধূপ ও নৈবেদ্য প্রদান করিলে কি ফল লাভ হয়, ইহাই ছিল তাঁহাদের আলোচনার বিষয়। সেই সময় দৈত্যরাজ বলি কবিবর শুক্রাচার্যের সমক্ষে এই উত্তম প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন। ১৩-১৫

বলি বলিলেন, ব্রহ্মজনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজোত্তম! পুষ্প ধূপ ও দীপ দানের কি ফল হয়? উহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন। ১৫

শুক্রাচার্য বলিলেন,—রাজন! প্রথমে তপস্যার উৎপত্তি হয়, তাহার পর ধরণীর। ইহার মধ্যে লতা ও ওষধিসমূহের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ১৬

এই ভূতলে বহুবিধ সোমলতা উৎপন্ন হইয়াছে। অমৃত বিষ ও অন্যান্য ভূতভাবনযুক্ত উদ্ভূত হয়। ১৭

অমৃত তাহাই যাহাকে দেখিয়া মন প্রসন্ন হইয়া যায় এবং সঙ্গেই যাহা তৃপ্তি প্রদান করে। বিষ তাহাই যাহা নিজের গন্ধে চিত্তকে সর্বথা তীব্র গ্লানি উৎপন্ন করে। ১৮

অমৃতকে মঙ্গলকারী বলিয়া জানিবে এবং বিষ তাহার অমঙ্গলকারী। যত ওষধি আছে, তাহাদের সকলকে অমৃত বলিয়া জানিও এবং বিষ হইল অগ্নিসম্ভূত তেজ। ১৯

মনো হ্লাদয়তে যস্মাচ্ছ্রিয়ং চাপি প্রযচ্ছতি চ।
তস্মাৎ সুমনসঃ প্রোক্তা নরৈঃ সুকৃতকর্মভিঃ। ২০
দেবতাভ্যঃ সুমনসো যো দদাতি নরঃ স্তুতিঃ
তস্য তুষ্যন্তি বৈ দেবাস্তুষ্টাঃ পুষ্টিং প্রযচ্ছতি। ২১
যা যযুর্দ্বিজ সংহৈন্দ্রং দেবং সুমনসঃ প্রভো।
মল্লার্থং স তেভ্যস্তু প্রীতো ভবতি বৈ ভৃশম্। ২২
জ্যোতিষ্মন্তশ্চ সৌম্যাশ্চ তেজস্বিন্যশ্চ তাঃ পৃথক্।
ওষধ্যো বহুধীর্যা হি বহুরূপাস্তথৈব চ। ২৩
যজ্ঞিয়ানাঞ্চ বৃক্ষাণামহমীয়ান্ নিবোধ মে।
আসুরাণি চ মাল্যানি দৈবতেভ্যো হিতানি চ। ২৪
রক্ষসামুরগাণাঞ্চ যক্ষাণাঞ্চ তথা প্রিয়াঃ।
মনুষ্যাণাং পিতৃণাঞ্চ কান্তারাণ্যনুপূর্বশঃ। ২৫
বন্যা গ্রাম্যাশ্চেহ তথা কুষ্টেষ্যাঃ পর্বতাশ্রয়াঃ।
অকণ্টকাঃ কণ্টকিনো গন্ধরূপরসান্বিতাঃ। ২৬

ধিষিষো হি স্মৃতো গন্ধ ইষ্টোদ্ভবনিষ্ক পুষ্পতঃ
ইষ্টসন্ধানি দেবানাং পুষ্পাণীতি বিনির্দিশেৎ। ২৭
অকণ্টকানাং বৃক্ষাণাং বেতপ্রায়াশ্চ বর্ণতঃ
তেষাং পুষ্পাণি দেবানামিষ্টানি সততং প্রভো। ২৮
(পদ্মক তুলসী জাতিরপি সর্বেষু পূজিতা)
তলজানি চ মাল্যানি পদ্মানীব চ যানি বৈ।
গন্ধর্ব-নাগ-যক্ষেন্দ্রাণাং তানি দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ। ২৯
ওষধ্যো রক্তপুষ্পাশ্চ কটুকাঃ কণ্টকাদ্বিতাঃ।
শত্রূণামভিচারার্থমাথর্বেষু নিদর্শিতাঃ। ৩০
তীক্ষ্ণবীর্য্যাস্তু তৃণানাং দুরাসদ্যাঃ সকণ্টকাঃ।
রক্তকৃষ্ণিবর্ণাশ্চ কৃরূণাং রক্ষোগণোপহারয়েৎ। ৩১
মনোহ্লাদকরাশ্চিত্তো বিজেয়মধুরাশ্চ যাঃ
চারুরূপাঃ সুমনসো মানুষাণাং স্মৃতা হিতো। ৩২

পুষ্প মনকে আহ্লাদিত করে এবং শোভা ও সম্পত্তি আনয়ন করে। সেইজন্য পুণ্যাত্মা মনুষ্যগণ তাহাকে 'সুমনঃ' বলিয়া অভিহিত করেন। ২০

যে মানুষ পবিত্র হইয়া দেবতাগণকে পুষ্পসকল প্রদান করে, তাহার উপর সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে পুষ্টি প্রদান করেন। ২১

প্রভাবশালী দৈত্যরাজ! যে যে দেবতার উদ্দেশে পুষ্প-সকল প্রদান করা হয়, তাঁহারা সকলে সেই পুষ্পদানে লাভার উপর প্রসন্ন হন এবং তাহার মঙ্গল সাধিত হয়। ২২

উগ্রা, সৌম্যা, তেজস্বিনী, বহুবীর্য্যা ও বহুরূপা- এই সমেত প্রকারের ওষধি আছে। ইহাদের সকলকেই জানিতে হয়॥ ২৩

এখন যজ্ঞসম্বন্ধী ও অযজ্ঞোপযোগী বৃক্ষসকলের বর্ণনা শ্রবণ কর। অসুরদিগের পক্ষে হিতকর এবং দেবতাগণের প্রিয় যে সব পুষ্পমালা, তাহাদের পরিচয় প্রদান করি॥ ২৪

রাক্ষস, নাগ, যক্ষ, মনুষ্য ও পিতৃগণের প্রিয় ও মনোরম যে সব ওষধি আছে, আমি তাহাদেরও ক্রমশঃ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর॥ ২৫

পুষ্পসমূহের বহু বৃক্ষ গ্রামে হয় ও বহু বৃক্ষ বনে হয়। বহু বৃক্ষ ওষধিতে গণিত করিয়া রোপণ করিতে হয় এবং বহু বৃক্ষ পর্ব্বতাদিতে স্বতঃই উৎপন্ন হয়। এই সব বৃক্ষের মধ্যে কিছু বৃক্ষে কণ্টক থাকে এবং কিছু বৃক্ষে কণ্টক থাকে না। ইহাদের সকলের মধ্যেই রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান আছে। ২৬

পুষ্পসমূহের গন্ধ দুই প্রকার হয় প্রিয় ও অপ্রিয়। প্রথম গন্ধ পুষ্প দেবগণের প্রিয়, ইহা তুমি চিত্তা করিয়া রাখিবে। ২৭

প্রভো! যে সব বৃক্ষে কণ্টক হয় না, ঈহাদের মধ্যে যাহারা অধিকাংশ বেতবর্ণবিশিষ্ট, তাহাদের পুষ্প দেবগণের সর্ব্বদাই প্রিয় পদ্ম, তুলসী ও জাতি (চামেলী)—এই সব পুষ্প অধিক প্রশংসিত। ২৮

জল হইতে উৎপন্ন যে কমল ও উৎপল আদি পুষ্প, তাহাদিগকে বিদ্বান্ পুরুষ গন্ধর্ব, নাগ ও যক্ষগণের উদ্দেশে প্রদান করিবেন॥ ২৯

অথর্ববেদে কথিত হইয়াছে যে, শত্রুদের অনিষ্টসাধনের জন্য অনুষ্ঠিত অভিচার কর্মে রক্ত পুষ্প, কটু ও কণ্টকাকীর্ণ ওষধিসকলের ব্যবহার করিতে হয়। ৩০

যে সব পুষ্পে অধিক কণ্টক আছে, তাহাদিগকে হস্তে স্পর্শ করা কঠিন মনে হয়, তাহাদের বর্ণ অতিশয় রক্ত বা কৃষ্ণ এবং তাহাদের গন্ধের প্রভাব তীব্র, এরূপ পুষ্পসমূহ ভূত-প্রেতগণের ব্যবহারে লাগে, অতএব তাহাদেরই উদ্দেশে এই সব পুষ্প উপহার প্রদান করিবে। ৩১

প্রভো! যে সকল পুষ্পের গন্ধ অতি প্রিয়, তাহাদের রূপ-বর্ণ সুন্দর, রস বিশেষ মধুর এবং দেখিলে হৃদয়ের আনন্দদায়ক বলিয়া মনে হয়। ৩২

ন তু স্নপনসম্ভূতা দেবতাস্তর্পয়েদ্বুধঃ।
সংস্কারৈঃ পুষ্পিতেষু বিবাহেষু বরঃসু চ ॥ ৩৩
গিরিসানুভবাঃ সৌম্যা দেবানামুপপাদয়েৎ।
প্রোক্ষিতাহুত্যুক্ষিতাঃ সৌম্যা যথাযোগ্যং যথাস্মৃতি ॥৩৪
গন্ধেন দেবাস্তৃপ্যন্তি দর্শনাদ্ যক্ষ-রাক্ষসাঃ।
নাগাঃ সম্ভক্ষণোগেন ত্রিভিরেতৈস্তু মানুষাঃ ॥ ৩৫
সদ্যঃ প্রীণাতি দেবান্ বৈ তে প্রীতা ভাবয়ন্ত্যত।
সন্তর্পিতা মর্ত্যানামীপ্সিতৈস্তু মনোরথৈঃ ॥ ৩৬
প্রীতাঃ প্রীণন্তি সততং মানিতা মানয়ন্তি চ।
অবজ্ঞাতাবমন্যন্তে নির্দহন্ত্যবমান্ নরান্ ॥ ৩৭
অত ঊর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি ধূপস্নানবিধেঃ ফলম্
ধূপাংশ্চ বিবিধান্ সাধুসাধূংশ্চ নিবোধ মে ॥ ৩৮

স্নপন ও জীর্ণ-কীর্ণ দেবালয়ে উৎপন্ন পুষ্পসম্বন্ধে লৌকিক কর্ম, বিবাহ ও নিত্য বিবাহে ব্যবহার করিবে না ॥ ৩৩

পর্ব্বতের শিখরে উৎপন্ন বৃক্ষ ও গুল্মযুক্ত পুষ্পসমূহ লৌক করিয়া অথবা তাহাদের উপর জলকে করিয়া বস্ত্রবাস্তের বিবাহানুষ্ঠানে সেই সব পুষ্প যথাযোগ্য দেবতাদিগকে সমর্পণ করিবে ॥ ৩৪

দেবগণ পুষ্পসমূহের গন্ধে, যক্ষ ও রাক্ষসেরা তাহাদের দর্শনে, নাগগণ তাহাদের সঞ্জপ্রকারে উপভোগে এবং মানুষেরা তাহাদের দর্শন, গন্ধ ও উপভোগ—এই তিনের দ্বারা সন্তুষ্ট হন ॥ ৩৫

পুষ্প প্রদান করিয়া দেবগণকে যাহারা উৎফুল্ল করে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে। সন্তুষ্ট হইয়া সেই সিদ্ধসঙ্ঘ দেবতাগণ মনুষ্যদিগকে মনোবাঞ্ছিত ও মনোরম ভোগ প্রদান করিয়া তাহাদের রক্ষণ করেন ॥ ৩৬

দেবগণকে যদি সম্মান সন্তুষ্ট ও সম্মানিত করা হয়, তবে তাঁহারাও মনুষ্যদিগকে সত্যের ও সম্মান প্রদান করেন এবং যদি তাঁহাদের অবজ্ঞা ও অবহেলা করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা অবজ্ঞাকারী অথবা মনুষ্যগণকে নিজেদের ক্রোধাগ্নির দ্বারা ভস্ম করিয়া দেন ॥ ৩৭

ইহার পর আমি ধূপস্নানের বিধির ফল বর্ণনা করিব। ধূপও উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট—এই দুই প্রকারের হয়। তাহার বর্ণনা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ৩৮

ধূপের দ্রব্যাদি তিন প্রকার ভেদ আছে,—নির্য্যাস, সারী ও কৃত্রিম। এই ধূপেরও স্নিগ্ধ এবং অস্নিগ্ধ দুই প্রকার ভেদ দেখা যায়। সেই সব তুমি আমার নিকট হইতে সবিস্তরে শ্রবণ কর ॥ ৩৯

বৃক্ষসকলের রসকে নির্য্যাস বলে। সল্লকীব্যতীত বৃক্ষ ব্যতীত অন্য সকল প্রকার বৃক্ষ হইতে নিঃসৃত নির্য্যাসময় ধূপ দেবতাগণের অত্যন্ত প্রিয়। তাহাদের মধ্যে গুগ্‌গুলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহাই বলীয়ী পুরুষগণের অভিমত ॥ ৪০

যে সব কাষ্ঠকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে পর সুগন্ধ বাহির হয়, তাহাকে সারী ধূপ বলে। তাহাদের মধ্যে অগুরুর প্রাধান্য অধিক। সারী ধূপ বিশেষ ভাবে যক্ষ, রাক্ষস ও নাগগণের প্রিয় হয়। বৈতোড়া সল্লকী ও দেবদারু অন্য বৃক্ষসকলের রস হইতে উৎপন্ন ধূপ তালবাসে ॥ ৪১

ধূপাদ। সর্জ্জরসযুক্ত চূর্ণ ও সুগন্ধপূর্ণ কালেয়কাদি সমূহের চূর্ণকে ঘৃত এবং শর্করাদি মিশ্রিত করিয়া যে অষ্টবিধ প্রকৃতি ধূপ প্রস্তুত করা হয়, তাহা কৃত্রিম। এই ধূপ বিশেষতঃ মনুষ্যগণের ব্যবহারে লাগে ॥ ৪২

এইরূপ ধূপ দেবতা, দানব ও গুহ্যকগণকে উৎফুল্ল সন্তুষ্ট প্রদান করে বলিয়া কথিত হয়। ইহা ব্যতীত বিবাহে (ভোগবিলাসের) উপযোগী আরও অনেক প্রকার ধূপ আছে সেই সব ধূপ কেবল মনুষ্যগণের ব্যবহারে লাগে ॥ ৪৩

দেবগণকে পুষ্পস্নান করিলে পর যে গুণ বা লাভ হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাই ধূপ দান করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় এরূপই জানিবে। ধূপও দেবগণের প্রসন্নতা বর্দ্ধন করে ॥ ৪৪

দীপদানে প্রবক্ষ্যামি ফলযোগমনুত্তমম্
যথা যেন যদা চৈব প্রদেয়া বাসুশান্ত তে ॥ ৪৫

জ্যোতিষ্টেজঃ প্রকাশং বাপ্যুর্দ্ধগং চাপি বর্ধতে
প্রদাতা তেজসাং তস্মাৎ তেজো বর্ধয়তে নৃণাম্ ॥৪৬

অন্তকস্তমিস্রিত্রঞ্চ দক্ষিণায়নেন চ
উত্তরায়ণযেতস্মাজ্জ্যোতির্দিনাং প্রশস্যতে ॥ ৪৭

তস্মাদূর্দ্ধগমেতত্তু তমসশ্চৈব তেজসম্
তস্মাদূর্দ্ধগতির্দাতা তমবেদ্যেতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪৮

যেষাংজ্যোতিষিনো জন্তাং প্রভাবন্তঃ প্রকাশকাঃ।
তাদৃশা রাক্ষসাশ্চৈব তস্মাদ্ দীপঃ প্রদীয়তে ॥ ৪৯

আলোকদাবাচ্ছক্ষুষ্মান্ প্রভাবুক্তো ভবেন্নরঃ।
তান্ দত্ত্বা নোপহিংসেত্ত ন হরেন্নোপনাশয়েৎ ॥ ৫০

দীপবর্ত্তী ভবেদ্দত্তমোগত্তিরনুপ্রভঃ।
দীপপ্রভঃ স্বর্গলোকে দীপদানেন রাজতে ॥ ৫১

ত্রিবিধা প্রথমঃ কল্পো দ্বিতীয়স্ত্রৈগুণৈস্তৈঃ
বসাঘৃতেতরৈস্তিস্রির্নিবর্তনৈর্ন কার্যঃ পুষ্টি মদ্ভক্তা ॥ ৫২

গিরিপ্রপাতে যমনে চৈত্যতোয়ানে চতুষ্পথে।
(গো-ব্রাহ্মণাগারে দুর্গে দীপো ভূতিপ্রদঃ শুচিঃ)
দীপদানং ভবেদ্দত্তং য ইচ্ছেন্ ভূতিমাত্মনঃ ॥ ৫৩

স্থূলোদ্ভাতো বিশুদ্ধাত্মা প্রকাশগুরু গন্ধবান্।
জ্যোতিষ্মাং চৈব সালোক্যং দীপদাতা নরঃ সদা ॥৫৪

বলিকর্মস্থ যজ্ঞেষু পুণ্যাং কার্তিকলোদয়ান
দেব-যক্ষোরগ-নৃণাং তৃপ্তানাময় রক্ষসাম্ ॥ ৫৫

যেষাং নাস্ত্যুত্তো বিপ্রা দেবতাতিথিবান্ধবাঃ।
রাক্ষসানেব তান বিদ্ধি নিষিদ্ধান্নানমঙ্গলান্ ॥ ৫৬

তস্মাদগ্রঃ প্রযচ্ছেত্ত দেবেভ্যঃ প্রতিপূজিতম্।
শিরসা প্রণতশ্চাপি হরেদ্ বলিমতন্দ্রিতঃ ॥ ৫৭

এখন আমি দীপদানে সর্ব্বোত্তম ফল বলিব। কিভাবে কাহার দ্বারা তাহাকে দীপ দেওয়া উচিত, এ সবই আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৪

দীপ উর্দ্ধগামী তেজ, উহা কান্তি ও দীপ্তিবিস্তারকারী বলিয়া কথিত হয়। অতএব এই দীপ বা তেজ দান করিলে তেজ বৃদ্ধি করে। ৪৬

অন্তকার অন্ধতামিস্রনামক নরক। দক্ষিণায়নও অন্ধকারেই আচ্ছন্ন থাকে। ইহার বিপরীত উত্তরায়ণ প্রকাশময়, সেই-জন্য উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। অতএব অন্ধকারময় নরকের নিবৃত্তির জন্য দীপদানের প্রশংসা করা হইয়াছে। ৪৭

দীপের শিখা উর্দ্ধগামিনী, উহা অন্ধকারজন্য রোগ নিবারণের উপায়। সেইজন্য যে দীপদান করে, তাহার নিশ্চিত উর্দ্ধগতি লাভ হয়। ৪৮

যেসকল তেজস্বী, কান্তিমান্ ও প্রকাশ বিস্তারকারী এবং রাক্ষসগণ অন্ধকারপ্রিয়, সেইহেতু দেবতাদিগের প্রসন্নতার জন্য দীপ দান করা হয়। ৪৯

দীপ দান করিলে পর মানুষের চক্ষুর তেজ বর্দ্ধিত হয় এবং পরও তেজস্বী হয়। দান করিবার পর দীপকে নির্ব্বাপিত করিবে না, উঠাইয়া অন্যত্র লইয়া যাইবে না এবং নষ্টও করিবে না। ৫০

দীপ অপহরণকারী মানুষ অন্ধ ও শ্রীহীন হইয়া যায় এবং মৃত্যুর পর নরকে পতিত হয়। কিন্তু যে দীপ দান করে, সে স্বর্গলোকে দীপমালার ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকে। ৫১

ত্রিবিধ প্রথম: কল্পো দ্বিতীয়স্ত্রৈগুণৈস্তৈঃ
বসাঘৃতেতরৈস্তিস্রির্নিবর্তনৈর্ন কার্যঃ পুষ্টি মদ্ভক্তা ॥ ৫২

গিরিপ্রপাতে যমনে চৈত্যতোয়ানে চতুষ্পথে।
(গো-ব্রাহ্মণাগারে দুর্গে দীপো ভূতিপ্রদঃ শুচিঃ)
দীপদানং ভবেদ্দত্তং য ইচ্ছেন্ ভূতিমাত্মনঃ ॥ ৫৩

স্থূলোদ্ভাতো বিশুদ্ধাত্মা প্রকাশগুরু গন্ধবান্।
জ্যোতিষ্মাং চৈব সালোক্যং দীপদাতা নরঃ সদা ॥৫৪

বলিকর্মস্থ যজ্ঞেষু পুণ্যাং কার্তিকলোদয়ান
দেব-যক্ষোরগ-নৃণাং তৃপ্তানাময় রক্ষসাম্ ॥ ৫৫

যেষাং নাস্ত্যুত্তো বিপ্রা দেবতাতিথিবান্ধবাঃ।
রাক্ষসানেব তান বিদ্ধি নিষিদ্ধান্নানমঙ্গলান্ ॥ ৫৬

তস্মাদগ্রঃ প্রযচ্ছেত্ত দেবেভ্যঃ প্রতিপূজিতম্।
শিরসা প্রণতশ্চাপি হরেদ্ বলিমতন্দ্রিতঃ ॥ ৫৭

ঘৃতের দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দান করাকে প্রথম শ্রেণীর দীপ দান বলা হয়। তবর্ধির দল অর্থাৎ তিল পরিষা হইতে উৎপন্ন তৈলের দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া দীপদান দ্বিতীয় শ্রেণীর। যে ব্যক্তি নিজের শরীরের পুষ্টি কামনা করে, তাহার চর্ব্বী, মেদ, ও অন্য হইতে নির্গত তৈলের দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া কদাপি দীপ দান করা উচিত নয়। ৫২

যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামনা করে, তাহার প্রতিদিন পঞ্চতীর্থের পার্শ্বে, বনে, দেবমন্দিরে, গোচালায়, ব্রাহ্মণের গৃহে এবং দুর্গম স্থানে দীপ দান করা কর্ত্তব্য। এই সকল স্থানে প্রদত্ত পবিত্র দীপ ঐশ্বর্য্য প্রদানকারী বলিয়া কথিত হয়। ৫৩

দীপদানকারী মানুষ নিজের কুলের ঊর্দ্ধগতিকারী, শুদ্ধচিত্ত ও শ্রীসম্পন্ন হয় এবং অন্তে প্রকাশময় লোকে গমন করে। ৫৪

এখন আমি দেবতা, যক্ষ, নাগ, মনুষ্য, ভূত ও রাক্ষসগণকে বলি সমর্পণ করিলে যে লাভ হয়, যে ফলের উদয় হয়, সেই সব বর্ণনা করিব। ৫৫

যে সব মানুষ নিজেদের জ্ঞাতিবর্গের পূজা দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি এবং বান্ধবগণকে ভোজন করায় না, তাহাদিগকে নিশ্চিত অমঙ্গলকারী রাক্ষস বলিয়াই জানিবে। ৫৬

অতএব মনুষ্য মানুষের কর্ত্তব্য হইল—সে আলস্য ত্যাগ করিয়া দেবগণের পূজা করিয়া উহাদিগকে মস্তক নত করত

পৃথুস্তি দেবতা নিত্যমাপ্যায়ন্তি সদা গৃহান্।
যাজ্যাস্তাগস্তবো যেষাং যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগা: ॥ ৫৮
ইজ্যো যজ্ঞেন জীবন্তি দেবতা: পিতরস্তথা।
তে প্রীতা: প্রীণয়ন্ত্যেনামায়ুষা যশসা ধনৈ: ॥ ৫৯
বলয়: সন্তপুষ্পেন্ত দেবানামুপলাবয়েৎ
ঋষি-যুক্তময়া: পুণ্যা: সুমন্ত্রা: প্রিয়দর্শনা: ॥ ৬০
কার্য্যা রুধিরমাংসাঢ্যা বলয়ো যক্ষ-রক্ষসাম্
সুরাসবপুরস্কারা লাজাপায়সকৃষিতা: ॥ ৬১
নাগানাং দধিতা মিশ্রাঃ পল্লোৎপলবিমিশ্রিতা:
তিলান্ গুড়ানুদম্পন্নান্ কৃতান্নানুপহারয়েৎ ॥ ৬২
অগ্রদাতাগ্রভোগী স্যাদ্ বলর্বীর্যসমন্বিত:।
তস্মাদগ্র: প্রযক্তেত দেবেভ্য: প্রতিপূজিতম্ ॥ ৬৩
অলঙ্কারহরো বেশ্ম বাস্তোস্য গৃহদেবতা:।
তা: পূজ্যা কৃত্তিকাযোগে প্রস্তরাগ্রপ্রদায়িনা ॥ ৬৪
ইত্যেতদনুরোদ্রায় কাব্যায় প্রোবাচ ভার্গব:।
সুবর্ণায় মনু: প্রাহ সুবর্ণো নারদায় চ ॥৬৫
নাষ্টদোষাপি ঋষি প্রাহ গুণানেতান্ মহাদ্যুতে।
ত্বমপ্যেতদ্ বিধিদৃষ্টে সর্বযাচ্ছ পুত্রক ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি সুবর্ণধনুসংবাদো
নামাষ্টনবতিতমোঽধ্যায়: ॥ ৯৮

ক্রয়নাথ করিবে এবং শুচিচিত্ত হইয়া সর্ব প্রথম ইন্দ্রাদিদেবতাকে নৈবেদ্যের সহিত অন্নের ভাগ অর্পণ করিবে। ৫৭

কারণ, যেসকল সর্বদা গৃহস্থ যাজ্ঞদলকের প্রতি বলি গ্রহণ করেন এবং তাহাদিগকে আশীর্বাদ দিয়া থাকেন। দেবতা, পিতৃপুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প ও ঋষিগণও অত্যন্ত অতিথিসেবন গৃহস্থের প্রবল অন্নের দ্বারাই জীবিকানির্বাহ করেন এবং প্রসন্ন হইয়া গৃহস্থকে আয়ু, যশ ও ধনের দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। ৫৮-৫৯

দেবগণকে যে বলি প্রদান করা হয়, তাহা ঋষি-যুক্ত নির্দিষ্ট, পরম পবিত্র, সুগন্ধযুক্ত, দর্শনীয় এবং পুষ্পসমূহে সুশোভিত হইবে। ৬০

আসুর পক্ষ্যদের মাংস যক্ষ ও রাক্ষসগণকে দেয়। ও মাংস-যুক্ত বলি অর্পিত করিবে ইহাঁর সহিত সুরা ও আসবও দিবে এবং উপরে খৈ ও উষ্ণীকা (পিষ্টক) দিয়া সেই বলিকে ভূষিত করিতে হইবে। ৬১

নাগগণের পক্ষ ও উৎপলযুক্ত বলি সতত প্রিয়। উক্ত মিশ্রিত তিল গুড়সকলকে সমর্পণ করিতে হয়। ৬২

যে যাহার দেবতা প্রভৃতিকে প্রথমে বলি প্রদান করিয়া ভোজন করে, সে উত্তম ভোগসম্পন্ন, বলবান্ ও বীর্যবান হয়। সেইজন্য দেবগণকে পূজা করিয়া অগ্রে অন্ন প্রদান করিবে। ৬৩

গৃহদেবতা গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ তাঁহার গৃহকে সজ্জিত প্রকাশিত করিয়া রাখেন, অতএব কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য ইষ্টদেবতাদের অগ্রভাগ প্রদান করিয়া সতত তাঁহাদের পূজা করা। ৬৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এইভাবে শুক্রাচার্য অসুররাজ বলিকে এই প্রসঙ্গ বলিয়াছিলেন এবং যত তপস্বী সুবর্ণকে ইহার উপদেশ করেন তাহারও তপস্বী সুবর্ণ নারদকে এবং নারদ আবার যুধিষ্ঠির নামের শুভ বলিয়াছিলেন। মহাতেজস্বী পুত্র যুধিষ্ঠির! তুমিও এই বিধিকে জানিয়া শুভসম্ভারে সকল কার্য সম্পন্ন কর। ৬৫-৬৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে সুবর্ণ ও বসুর সংবাদনামক
অষ্টনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ঋষিভিঃ নহুষস্তাত্তাচার্যঃ, তৎপ্রতীকারায় তৃণ্ডা সহাগস্ত্যস্যালাপশ্চ।]

ঋষিভিঃ উবাচ।

শ্রুতা যে ভবতো ধূপ-দীপপ্রদায়িনাম্।
ফলং বলিবিধানে চ তন্ন তুষ্টো বভূবিথ ॥ ১
ধূপপ্রদানস্য ফলং প্রদীপস্য তথৈব চ।
বলেশ্চ কিমর্থং বৈ দিশ্যতে বৃহতেমিতি ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
নহুষস্য চ সংবাদমগস্ত্যস্য চ ভূপোত্তম ॥ ৩
নহুষো বৈ মহারাজ রাজর্ষিঃ পুরুষাগ্রণীঃ।
দেবরাজ্যমনুপ্রাপ্তঃ পুরুত্বেনেহ কর্মণা ॥ ৪
তত্রাপি প্রবভৌ রাজন্ নহুষস্ত্রিদিবে বসন্
মানুষীশ্চৈব দিব্যাশ্চ কৃর্বাণো বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৫
মানুষত্বঞ্চ সর্বাঃ স্ম ক্রিয়াস্তস্য মহাত্মনঃ।
প্রবৃত্তাস্ত্রিদিবে রাজন্ দিব্যাশ্চৈব সনাতনাঃ ॥ ৬

অস্তিক্যাদ্যাণি সর্বাণি কৃত্বা পুণ্যফলস্তথা।
বলস্তস্যালভাভিধূপনং দীপকর্ম চ ॥ ৭
সর্বাং তস্য গৃহে রাজ্ঞঃ প্রাবর্ততত মহাত্মনঃ।
তপসাজ্ঞানযোগাচ্চ ত্রিদিবেঽপি চকার সঃ ॥ ৮
দেবানভ্যর্চয়চ্চাপি বিধিবৎ স সুরেশ্বরঃ
সর্বানেব যথান্যায়ং যথাপূর্বমরিন্দম ॥ ৯
অথেন্দ্রোঽব্রবীদ্ রাজা অহন্যহনি সমাবিশৎ
সর্বাংশ্চৈব ক্রিয়াস্তস্য পর্যায়ৈরুপতিষ্ঠতে ॥১০
স যদীন্ বাহয়ামাস বহনানমবাধিতঃ।
পতিতানক্রিয়ংশ্চৈব দুর্বলত্বমুপেয়িবান্ ॥ ১১
তস্য বাহয়তঃ কালো মুনিমুখ্যাঞ্জগোধনান্
অহন্যহনি তৃপ্তস্য সুমহানত্যবর্তত ॥ ১২
অথ পর্যাংশ সর্বান্ বাহনায়োপচক্রমে।
পর্যায়স্থাপাগস্ত্যাস্য সমস্তস্য ভারত ॥ ১৩

নবনবতিতম অধ্যায়।

[ঋষিগণের উপর নহুষের অত্যাচার এবং তাহার প্রতিকারের জন্য তৃণ্ডর সহিত অগস্ত্যের আলোচনা]

মুনিভিঃ বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! পুষ্প ও ধূপ প্রদানকারীর যে ফল লাভ হয়, তাহা আমি শ্রবণ করিলাম। এখন বলি সমর্পণের যে ফল হয়, তাহা পুনরায় আমাকে বলুন।

ধূপদান ও দীপদানের ফল ত' জানিয়াছি। এখন এই কথা বলুন যে, বৃহদ্ব বাসুদেবা বলি কিভাবে সমর্পণ করেন?।

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ রাজা নহুষ ও অগস্ত্য এবং তৃণ্ডর সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া থাকেন। ০

মহারাজ! রাজর্ষি নহুষ অতিশয় মহাভাগশালী ছিলেন। তিনি নিজের পুণ্য কর্মের প্রভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ৪

রাজন্! সেই স্বর্গে বাস করিয়াও তিনি উচিত রাজা নহুষ নানাপ্রকার দিব্য ও মানুষ কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ৫

হে রাজন্! স্বর্গেও মহাত্মা রাজা নহুষের সমস্ত মানুষী ক্রিয়াসমূহ ও দিব্য সনাতন ক্রিয়াসমূহও সর্বদাই অনুষ্ঠিত হইতেছিল ॥ ৬

ঋষিরোজ, সবিষ, কৃশ, পুষ্প, অঘ ও বৈখের বলি, ধূপদান এবং দীপদান কর্ম—এই সমস্ত কার্যই মহাত্মা রাজা নহুষের গৃহে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি স্বর্গে থাকিয়াও জপ-যজ্ঞ ও মনোযজ্ঞ (ধ্যান) করিয়া যাইতে লাগিলেন। ৭-৮

শত্রুদমন যুধিষ্ঠির! এই দেবেশ্বর নহুষ বিধি অনুসারে সকল দেবতাদেরই পূজার্হ যথোচিতরূপে পূজা করিতেছিলেন। ৯

কিন্তু কিছু কাল পর 'আমি ইন্দ্র' এরূপ জানিয়া তিনি অন্তঃপুরের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে সেই ভূপালের সমস্ত ক্রিয়া নষ্টপ্রায় হইয়া যাইল। ১০

তিনি বলবানের বলে দ্যোতিত হইয়া ঋষিগণকে নিজের যান বহন করাইতে লাগিলেন। তাহার বলবত্ত তখন নষ্ট হইয়া যাইল। অতএব তিনি দুর্বল হইয়া পড়িলেন—তাহার বলবত্তের অভাব হইল। ১১

তিনি অন্তঃপুরে বশীভূত হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত তপোধন শ্রেষ্ঠ ঋষিগণকে নিজের রথের বাহন করিলেন। এরূপ করিতে করিতে তাহার দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়া যাইল। ১২

নহুষ পর্যায়ক্রমে সমস্ত ঋষিগণকে নিজের বাহন করিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর এক দিন মহর্ষি অগস্ত্যের পর্যায় (পালা) আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৩

অথাগস্ত্য মহাতেজা দৃষ্ট্বৈত্য অবিদ্যা বরঃ
অগস্ত্যাশ্রমমন্বগ্র বৈ সমৃপেত্যেদমব্রবীৎ। ১৪
এবং বচনসংকারঃ দেবেন্দ্রস্যাস্য দুর্মতেঃ।
মন্বস্য কিমর্থং বৈ মর্ষয়াম মহামুনে। ১৫

অগস্ত্য উবাচ।

কথমেষ ময়া শক্যঃ পরাজেতুং বলাদ্ বলী
বরদানে বরো দত্তো ভবতো বিদিতস্য সঃ। ১৬
যো যে দৃষ্টিপথং গচ্ছেৎ স মে বশ্যো ভবেদিতি।
ইত্যনেন বরা দেবো যাচিতো গচ্ছতা দিবম্। ১৭
এষা ন দৃষ্টঃ স ময়া ভবতা চ ন সংশয়ঃ।
অস্মৎপ্যায়িষ্যতে যাবন্ন দৃষ্টো ন চ পাপ্তিতঃ। ১৮
অমৃতা হৈব পানায় ভবদ্ভিস্তু পূজা বিভো।
মহাবলা ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাভিবিপাশ্রিতে। ১৯
প্রাপ্তবন্তঃ বরা দেবঃ প্রজানাং দুঃখকারণম্।

দিতেরপ্যর্থযুক্তানি ন করোতি বরাণ্যঃ। ২০
উক্ত যৎপ্রাপ্তকালং নস্তদ্ ব্রূহি যদ্যত্তার যুক্ত
ভবাংশ্চাপি যথা ব্রূয়াৎ তৎকর্তাস্মি ন সংশয়ঃ। ২১

দৃষ্টুরুবাচ।

পিত্র্যমহনিয়োগেন ভবন্তং সোঽহমাগতঃ
প্রতিভক্তুং বলবতি নহুষে বৈবমোহিতে। ২২
অদ্য তি ত্বা পুরস্কৃত্য যে যোক্ষ্যন্তি দেবরাট্
অন্যেনমহদ্ধনুস্তত্র করিষ্যেঽনিন্দ্রমোজসা। ২৩
অস্ত্রেণ ত্বাপহিষ্যামি পশুত্বন্তে শতক্রতুম্
সংকল্পা পাপকর্মাণমৈন্দ্রাৎ স্থানাৎ পুরুর্মতিম্। ২৪
অদ্য চাসৌ কুদেবেন্দ্রস্ত্বা পদা মর্দিষ্যতি।
দৈবোপহতবিত্তস্ত্বাপাশ্রমান্নাশয়ন্ত্বী। ২৫
বৃথাক্রান্তস্ত্বয়া ক্রমঃ মর্দনামর্ষিতো ভৃশম্
অতির্ভবত্বেতি কৃতা শাপো। পাপং দ্বিজস্তব। ২৬

পদের দুঃখের কারণ হইয়া রহিয়াছে। এই বরাবম ব্রাহ্মণগণের সহিত অবশ্যমুক্ত ব্যবহার করিয়াছে। ২০

বক্তব্যের কথা শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর। এই সময়ে আমাদের পক্ষে যাহা কর্তব্য হইবে, তাহা বলুন। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২১

বৃত্র বলিলেন, —মুনে! ব্রহ্মার আজ্ঞায় আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। বলবান্ নহুষ দৈববশে মোহিত হইয়া রহিয়াছে। আজ তাহার বাহু কত অপরাধের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে হইবে। ২২

আজ এই মহাবীর্য দেবরাজ নহুষ আপনাকে রথে সংযোজিত করিবে। অতএব আজই আমি এই উৎকৃষ্ট নহুষকে নিজের তেজে ইন্দ্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দিব। ২৩

আজ এই পাপাচারী দুর্মতি নহুষকে ইন্দ্রত্ব হইতে চ্যুত করিয়া আমি আপনার সাক্ষাতেই পুনরায় শতক্রতুকে ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত করিব। ২৪

দৈব উহার বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অতএব এই দেবরাজ মন্দমতি নীচ নহুষ নিজেরই বিনাশের জন্য আজ আপনাকে পদাঘাত করিবে। ২৫

আপনার প্রতি কৃত এই অত্যাচারে অত্যন্ত অমর্ষপূর্ণ হইয়া আমি দৃপ্ত ইন্দ্রত্বলাভে দ্বিজদ্রোহী পাপীকে রোষ সহকারে এই শাপদান করিব যে, তুমি সর্প হইয়া যাও। ২৬

তত এনং পুনর্মূর্খি বিক্রমজ্ঞাতিতত্ত্বিদম্
বয়স্যাং পাতয়িষ্যামি পশুত্বে মহামুনে। ২৭
নহুষং পাপকর্মাণমৈশ্বর্যবলমোহিতম্
যথা চ রোচতে তুভ্যং তথা কর্তাস্মাহং মুনে। ২৮

এবমুক্ত তৃপ্তো সৌত্রাবকনিধয়ঃ।
অগস্ত্যঃ পরমপ্রীতো বভূব বিগতজ্বরঃ। ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি অগস্ত্যতৃপ্তসংবাদো
নাম নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৯৯

মহামুনে! তদনন্তর চাতুরিক হইতে বিকৃতার পদ প্রবল করিয়া এই দুর্মতি দেবেন্দ্র নহুষ শ্রীহীন হইয়া যাইবে এবং আমি ঐশ্বর্যমদে মোহিত এই পাপাত্মা নহুষকে আপনার সাক্ষাতেই তৎক্ষণে পাতিত করিব। মুনে! অথবা আপনি যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবেন, আমি তাহাই করিব। ২৭-২৮

তৃপ্ত এই কথা বলিলে পর অমিতবীর্য বিজ্ঞ-বরদায়ক অগস্ত্য অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং নিশ্চিন্ত হইয়া যাইলেন। ২৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত মহাভারতী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বের অগস্ত্য ও তৃপ্তের সংবাদনামক একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শততমোঽধ্যায়ঃ।

[নহুষস্য পতনম্, শক্রকৃতোবিন্দ্রপদে পুনরভিষেকঃ, দীপদানস্য মহিমকথনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

কথা বৈ স বিপন্নশ্চ কথা বৈ পাতিতো ভুবি
কথা চানিন্দ্রতাং প্রাপ্তস্তন্মে ব্রহ্মন্ বদস্বহি।

ভীষ্ম উবাচ

এষা তেঽহং সমাখ্যাতা ক্রিয়াতন্ত্রস্য সংক্ষয়ঃ
সর্বা এব প্রবর্ততে যা ত্বিহা ব্রাহ্ম মানুষীঃ। ১
তবৈষ দীপদানানি সর্বোপকরণানি চ।
বলিকর্ম চ যজ্ঞাঙ্গমুৎসেকান্ পৃথিবীঃ। ৩
সর্বে তত্র সমুৎপন্না দেবেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
দেবলোকে নৃলোকে চ সদাচারা যুধৈঃ স্মৃতাঃ। ৪
তে চেহ ভবন্তি রাজেন্দ্র ভক্তাস্তে গৃহমেধিনঃ
ধূপপ্রধানৈর্দীপৈশ্চ নমস্কারৈশ্চ ষট্ ৫
যথা সিদ্ধস্য চান্নস্য প্রথমাগ্রং প্রদীয়তে
বলিকর্ম গৃহেষ্বেবং তথা প্রীয়ন্তি দেবতাঃ। ৬
যথা চ পুরিষক্তোয়ো ভবেদ্ বৈ বলিকর্মণি
তথা শক্রমুখা প্রীয়ন্তি দেবতাঃ প্রকীর্তিতাঃ। ৭
এবং ধূপপ্রধানৈশ্চ দীপদানৈশ্চ সাধবঃ।
প্রযচ্ছন্তি নমস্কারৈর্ভক্ত্যা শুশ্রূষয়া সহ। ৮

শততম অধ্যায়

[নহুষের পতন, শক্রকৃত ইন্দ্রপদে পুনরায় অভিষেক এবং দীপদানের মহিমাকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! রাজা নহুষের উপর কি-ভাবে বিপত্তি আসিল? তিনি কিরূপে কৃতলে পাতিত হইলেন এবং কিভাবেই বা তিনি ইন্দ্রত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন? ইহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন।

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যখন মহর্ষি ভৃগু ও অগস্ত্য উপরোক্ত রাজাদান করিতেছিলেন, তখন মহাত্মা নহুষের গৃহে দৈবী ও মানুষী ক্রিয়াকলাপ অন্তর্হিত হইতেছিল। ১

দীপদান, সমস্ত উপকরণ সহ অন্নদান, বলিকর্ম এবং নানাপ্রকার জ্ঞান-অভিবেকাদিকার্য পূর্ববৎ চলিতেছিল। দেবলোক ও মনুষ্যলোকে যিনি পুরুষগণ যে সব সদাচার বলিয়াছেন, সে সমস্তই দেবরাজ নহুষের ভবনে পালিত হইতেছিল। ৩-৪

রাজেন্দ্র! গৃহস্থের গৃহে যদি এই সব সদাচার পালিত হইতে থাকে, তবে সেই গৃহস্থ সর্বদা উন্নতি লাভ করেন। ধূপদান, দীপদান এবং নমস্কারাদিকে কৃত নমস্কারাদি দ্বারাও গৃহস্থের সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ৫

যেরূপ রন্ধনের অগ্রের মধ্যে প্রথমে অগ্নিদিকে ভোজন দেওয়া হয়, সেইরূপ গৃহে দেবতাগণের জন্যও অগ্রের যদি প্রদান করিতে হয়, তাহাতে দেবতারা প্রসন্ন হন। ৬

বলিকর্ম করিলে পর গৃহস্থের যেরূপ সন্তোষ হয়, তাহা হইলে শক্রমুখ প্রীতি দেবতাগণের হইয়া থাকে। ৭

এইরূপ সজ্জন পুরুষগণ নিজেদের পক্ষে লাভজনক মনে করিয়া দেবতাগণকে নমস্কারের সহিত ধূপদান ও দীপদান করিয়া থাকেন। ৮

স্নানেনাহ্নিক এবং কৃত্বা ক্রিয়তে যৈ বিশঙ্কিতা।
নমস্কারপ্রযুক্তেন তেন প্রীয়ন্তি দেবতাঃ। ৯
পিতরশ্চ মহাভাগা যত্নবন্ত উপাসনাঃ।
পূজ্যন্তে দেবতাঃ সর্বাঃ প্রীয়ন্তে বিধিনার্চিতাঃ। ১০
ইত্যেতাঃ বুদ্ধিমাস্থায় নহুষঃ স নরেশ্বরঃ।
সুরেন্দ্রত্বং মহৎ প্রাপ্য কৃতবানেতদদ্ভুতম্। ১১
কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য তাদৃগ্রূপ উপস্থিতে
সর্বমেতদবজ্ঞায় কৃতবানিদমীশ্বরম্। ১২
ততঃ স পরিহীণোঽভূৎ সুরেন্দ্রো বলদর্পতঃ।
ধূমদীপোদ্গমবিধিং ন যথাবচ্চকার হ। ১৩
ততোঽস্য বজ্রবিষয়ে রন্ধ্রান্বেষিঃ পরাব্রবীৎ।
অথাগস্ত্যমৃষিশ্রেষ্ঠং বাগ্মায়াজুহাব হ। ১৪
ক্রতুং সরস্বতীকূলাৎ স্বয়ংবর মহাবলঃ।
ততো ভৃগুমহাভেজা মৈত্রাবরুণিরব্রবীৎ। ১৫
নিমীলয় ঘনয়নে ঔটাঃ যাবদ্ বিধামি তে।

স্থাপয়িত্বস্য তস্যাথ ঔটং প্রাণবলাচ্চাতঃ। ১৬
ভৃগুঃ স সুমহাতেজাঃ পাতয়ামাস বৃত্রস্য চ
ততঃ স দেবরাট্ প্রাপ্তস্তমৃষিং বাগ্মনায় বৈ। ১৭
অন্তোঽন্তস্তঃ সুরপতিঃ বাক্যমাহ বিশাম্পতে।
যোজয়স্বেতি মাং ক্ষিপ্রং কস্য হেতোর্ময়ি তে। ১৮
ব্রহ্ম যজ্ঞানি তন্ত্রং ত্বাং নয়িষ্যন্তি সুরাধিপ
ইত্যুক্তো নহুষস্তেন যোজয়ামাস তং মুনিম্। ১৯
ভৃগুস্তস্য ঔটাসুংক্ত্বা মন্ত্রবৎ হুতবিদ্ভৃগুম্
ন চাপি দর্পনং তস্য চকার স ভৃগুস্তদা। ২০
বরদানপ্রভাবজ্ঞো নহুষস্য মহাত্মনঃ
ন চুকোপ উদারাত্মা ভৃগুরোঽপি নহুষেব বৈ। ২১
ত্বং তু রাজা প্রযাদেশ চোদয়ামাস তারত
ন চুকোপ স ধর্মাত্মা ততঃ পাদেন দেবরাট্। ২২
অসন্তাপং তথা কৃত্বা বাগ্মনাভাবমাস্থিতঃ
ঋষিস্তু পরিবৃত্তিজ্ঞে স ঔটাসুর্পতো ভৃগুঃ। ২৩

বিদ্যাবৃদ্ধ পুরুষ তাদের দ্বারা স্নান করিয়া দেবতা প্রভৃতির উদ্দেশে নমস্কার পূর্বক যে তর্পণাদি কর্ম করেন, তাহার দ্বারা দেবতা, মহাভাগ পিতৃপুরুষ ও ঋষিগণ সন্তুষ্ট হন এবং বিধিপূর্বক পূজিত হইয়া পূজ্য সমস্ত দেবতারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ৯-১০

এইরূপ বিদ্যার দ্বারা অবলম্বন করত রাজা নহুষ বহুৎ যেরেন্দ্র পদ প্রাপ্ত হইয়া এই অদ্ভুত পূজা কর্ম সদা অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ১১

কিন্তু কিছুকালের পর যখন তাহার সৌভাগ্যনাশের সময় উপস্থিত হইল, তখন তিনি এই সব পূজাকর্ম আচারকে অবহেলা করিয়া এইরূপ পাপকর্ম আচরণ করিয়া দিলেন। ১২

ঐশ্বর্য দর্পবশতঃ দেবরাজ নহুষ সেই সব সৎকর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গেলেন। তিনি ধূপদান, দীপদান এবং অন্নদানের বিধি যথাযথরূপে পালন করা পরিত্যাগ করিলেন। ১৩

ইহাতে তাঁহার এই ফল হইল যে, তাঁহার বজ্রস্থলে রাক্ষসগণ আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মহাবল নহুষ ইন্দ্র সহকারে মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে সহবর্তী নরীর তাঁহার হইতে সমস্ত বিদ্বেষ ঘৃণা বহন করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তখন মহাতেজস্বী ভৃগু মিত্রাবরুণনন্দন অগস্ত্যকে বলিলেন। ১৪-১৫

মুনে! আপনি আপনার চক্ষু মুদ্রিত করুন, আমি আপনার ঔটাদ্বয়ে প্রবেশ করিতেছি। তখন মহর্ষি অগস্ত্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাষ্ঠের ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন। তাঁর মধ্যদিয়া হইতে অবিচ্যুত মহাতেজস্বী ভৃগু রাজা নহুষকে তর্ক হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অগস্ত্যের ঔটাদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে দেবরাজ নহুষ ঋষি অগস্ত্যকে বহন করিবার জন্য তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। ১৬-১৭

প্রস্তাবঃ তখন অগস্ত্য দেবরাজ নহুষকে বলিলেন,—রাজন্! আমাকে সত্বর হবে যোজিত করুন এবং বলুন, আমি আপনাকে কোন স্থানে লইয়া যাইব। তিনি এই কথা বলিলে পর নহুষ মুনিকে রথে যোজিত করিলেন। ১৮-১৯

ইহা দেখিয়া তাঁহার ঔটাদ্বয়ে অবস্থিত ভৃগু অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। সেই সময় ভৃগু নহুষকে দর্শন করিলেন না। ২০

অগস্ত্য মুনি মহাত্মা নহুষের বরপ্রাপ্তির প্রভাব জানিতেন, সেইজন্য তাঁহার দ্বারা রথে যোজিত হইলেও তিনি রুষিত হইলেন না। ২১

ভারত! যখন রাজা নহুষ বেগ প্রদান করিয়া রথ চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনও মহাত্মা মুনি অগস্ত্য রুষিত হইলেন না। তাহাতে রুষ্ট দেবরাজ নহুষ মহাত্মা অগস্ত্যের মস্তকে বাম পদের দ্বারা প্রহার করিলেন। ২২

তাঁহার মস্তকে আঘাত লাগিতেই ঔদার মধ্যে অবস্থিত ঋষি ভৃগু অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং তিনি শাপাস্ত্র নহুষকে এইরূপ শাপদান করিলেন। ওরে দুর্মতে! তুমি এই

শশাপ বলবৎক্রুদ্ধো নহুষং পাপচেতসম্
যস্মাৎ পদাহ্বহস্তঃ ক্রোধাদ্ভিক্তসীমং মহামুনিম্ । ১৪
তস্মাদ্ভূ মহীং গচ্ছ সর্পো ভূত্বা সুদুর্মতে
ইত্যুক্তঃ স তদা তেন সর্পো ভূত্বা পপাত হ । ১৫
অমুষ্টেনাথ ভূত্বা তু ভূতলে ভরতর্ষভ ।
ভূত্বা হি যদি সোঽক্রুদ্ধো নহুষঃ পৃথিবীপতে । ১৬
ন চ শক্তোঽভবিদ্ভূয় বৈ পাপেন তস্য তেজসা
স তু তৈস্তৈঃ প্রযাচৈনং তপোভিনিয়মৈস্তথা । ১৭
পণ্ডিতোঽপি মহারাজ ভূতলে স্মৃতিমানভূৎ
প্রসাদয়ামাস ভৃগুং শাপান্তো মে ভবেদিতি । ১৮
ততোঽব্রবীত্তং কৃপাবিষ্টঃ প্রসাদয়ত ভো ভৃগুম্
শাপান্তার্থং মহারাজ স চ প্রাহাব কৃপান্বিতঃ । ১৯

ভৃগুরুবাচ

রাজা যুধিষ্ঠিরো নাম ভবিষ্যতি কুলোদ্বহঃ
স ত্বাং মোক্ষয়িতা শাপাদ্ভিত্ত্বা ক্রুদ্ধস্য বৈ বপুঃ । ২০

অগস্ত্যোঽপি মহাতেজাঃ কৃত্বা কার্যং পতত্রিভোঃ
স্বমাশ্রমপদং প্রাপ্য পূজামানো দ্বিজাতিভিঃ । ৩১
নহুষোঽপি তদা রাজন্তস্মাচ্ছাপাদ্ বিমুচ্যতে ।
জগাম ব্রহ্মভবনং পশ্যতস্তে জনাধিপ । ৩২
তদা স পাতয়িত্বা তং নহুষং ভূতলে ভৃগুঃ ।
জগাম ব্রহ্মভবনং ব্রহ্মণশ্চ সুরেশ্বরঃ । ৩৩
ততঃ শক্রং সমানায্য দেবানাং পিতামহঃ ।
বরদানাদ্ধ সুরা নহুষো রাজ্যমাপ্তবান্ । ৩৪
স চাগস্ত্যেন ক্রুদ্ধেন ব্রাহ্মণৈঃ ভূতলং গতঃ ।
ন চ শক্যা বিনা রাজা সুরা বর্তয়িতুং ক্বচিৎ । ৩৫
তস্মাদ্বঃ পুনঃ শক্রো দেবরাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্ ।
এবং সম্ভাষমাণাঃ তু দেবাঃ পার্থ পিতামহম্ । ৩৬
এবমস্ত্বিতি সাহূয়ঃ প্রত্যুচুস্তং নরাধিপ ।
সোঽভিষিক্তো ভগবতা দেবরাজো চ বাসবঃ । ৩৭

মহামুনির বক্ষে ক্রোধবশতঃ পদাঘাত করিয়াছ, সেইজন্য তুমি সহস্র বর্ষ হইয়া পৃথিবীতে পতন কর ।১৩-১৪।

তখনতেজঃ ভৃগু নহুষকে দর্শনদান করেন নাই। সেই অবস্থায় তিনি এইভাবে শাপ দান করিলে পর নহুষ সর্প হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন । ১৫।

পৃথিবীপতে! যদি নহুষ ভৃগুকে তোষণে পারিতেন, তবে তাঁহার তেজে প্রতিহত হইয়া তিনি নহুষকে এইভাবে সর্প হইতে পাতিত করিতে সমর্থ হইতেন না । ১৬।

মহারাজ! নহুষ যে তিনি ভিন্ন প্রকারে দান কার্য করিয়াছিলেন, তপ ও নিয়মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে তিনি পৃথিবীতে পতিত হইয়াও পূর্বজন্মের স্মৃতি হইতে বঞ্চিত হইলেন না তিনি ভৃগুকে প্রসন্ন করিতে করিতে বলিলেন—প্রভো! আমার এই প্রাপ্ত শাপের যেন অন্ত হয় । ১৭-১৮

মহারাজ! তখন অগস্ত্য মহাশয়তখন হইয়া তাঁহার শাপান্তের জন্য ভৃগুকে প্রসন্ন করিলেন। ইঁহাকে কৃপান্বিত হইয়া ভৃগু তাঁহার শাপের অন্ত এইভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । ১৯

ভৃগু বলিলেন,—রাজন্! তোমার কুলে মহারাজ যুধিষ্ঠির নামে এক রাজা হইবে, সে তোমাকে এই শাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিবে। এই কথা বলিয়া ভৃগুমুনি অন্তর্হিত হইলেন । ২০

মহাতেজস্বী অগস্ত্যও পতত্রিভূ ইঁহার কার্য সিদ্ধি হওত দ্বিজাতিগণের দ্বারা পূজিত হইয়া নিজ আশ্রমে গমন করিলেন । ৩১

রাজন্! তুমিও নহুষকে সেই শাপ হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছ। ওহনাথ! তিনি তোমার সাক্ষাতেই ব্রহ্মলোকে চলিয়া গিয়াছেন । ৩২

ভৃগু সেই সময় নহুষকে পৃথিবীতে পাতিত করিয়া ব্রহ্মার ধামে গমন করিলেন এবং তাঁহাকেও এই সব বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । ৩৩

তখন পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকে আহ্বান করিয়া উহাঁদিগকে এই কথা বলিলেন—দেবগণ! আমার বরলাভের প্রভাবে নহুষ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু দূষিত হইয়া অগস্ত্য তাহাকে স্বর্গ হইতে পাতিত করিয়াছে। এখন সে পৃথিবীতে চলিয়া গিয়াছে । ৩৪।

দেবগণ! রাজা ব্যতীত তোমাদের থাকা সম্ভব নয়। অতএব তোমরা পুনঃ ইন্দ্রকে পুনরায় দেবরাজের পদে অভিষিক্ত কর । ৩৫।

মৃত্যুনন্দন! নরনাথ! পিতামহ ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবতাগণ হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—ভগবন্! তাহাই হইবে । ৩৬।

রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ভগবান্ ব্রহ্মার দ্বারা দেবরাজের পদে

ব্রহ্মন্ রাজন্যাদূঁল যথাপূর্বং বাক্যোচত।
এবমেতদ্ ধ্রুবাবৃত্তং নহুষস্য ব্যতিক্রমাৎ ॥ ৩৮
স চ ত্বৈরেব সংসিদ্ধো নহুষঃ কর্মভিঃ পুনঃ।
তস্মাদ্ দীপাঃ প্রদাতব্যাঃ সাম্নঃ বৈ মৃদুমেধিভিঃ। ৩৯
দিব্যাং চক্ষুরবাপ্নোতি প্রেত্য দীপস্য দায়কঃ
পূর্ণচন্দ্রপ্রতীকাশা দীপদাস্ত ভবন্ত্যত ॥ ৪০

যাবদস্থিনিমেষাণি জ্বলন্তে ভাবতী: সমাঃ
রূপবান্ বলবাংশ্চাপি নরো ভবতি দীপদঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি অন্তর্ভূতসংবাদো
নাম শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০

অতিরিক্ত হইয়া শতক্রতু ইন্দ্র পুনরায় পূর্ববৎ গোত্ব পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৭॥

এইভাবে পুরাকালে নহুষের অপরাধে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সেই নহুষ বারংবার দীপদানাদি পুণ্য কর্মফলের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮॥

সেইজন্য পুরুষগণের সায়ংকালে অবশ্যই দীপদান করা উচিত। দীপদানকারী মানুষ পরলোকে দিব্য নেত্র লাভ করেন ॥৩৯॥

দীপদানকারী মানুষ নিশ্চয়ই পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ হন। প্রদত্ত দীপ চতুর্দশ মন্বন্তর অতিক্রান্ত হইতে থাকে, তত বর্ষকাল দীপদানকারী মানুষ রূপবান্ ও বলবান্ হন ॥ ৪০-৪১

ঔষন্মথর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে অপরা ও কৃষ্ণ সংবাদনামক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ব্রাহ্মণধনাপহরণজন্যপ্রায়শ্চিত্তবিষয়ে ক্ষত্রিয়স্য যুধিষ্ঠিরস্য চ সংবাদকথনম্, ব্রহ্মস্বরক্ষায়াঃ প্রাধান্যপ্রদর্শনেন চাণ্ডালস্য মোক্ষপ্রাপ্তিবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

ব্রাহ্মণস্বানি যে মন্দা হরন্তি ভরতর্ষভ।
নৃশংসেকাবিবো মূঢ়াঃ ক তে গচ্ছন্তি মানবাঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

(পাণ্ডবানাং পরং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মস্বহরণং বলাৎ।
সাধবস্তে বিনশ্যন্তি চণ্ডালাঃ প্রেত্য তে চ ॥)
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
চাণ্ডালস্য চ সংবাদং ক্ষত্রবন্ধোশ্চ ভারত ॥ ২

রাজন্য উবাচ।

বৃষলত্বমোঽসি চাণ্ডাল বালশ্চ বিচেষ্টসে
পথরাণাং বলাৎসেবী কস্মাদ্বুধিষসে পরাম্ ॥ ৩
সাধুভির্গর্হিতঃ কর্ম চাণ্ডালস্য বিবীয়তে।
কস্মাদ্ ঘোরতমং অস্মাদপাং কৃত্বে নিষিঞ্চসি ॥ ৪

চাণ্ডাল উবাচ

ব্রাহ্মণস্য পরাং রাজন্ ভিক্ষামীনাং রজঃ পুরা।
সোমমুজ্জহ্রুসোমাস তা সোমঃ যেঽপিবন্ দ্বিজাঃ ॥৫

একাধিকশততম অধ্যায়

[ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিলে প্রাণ দোষ বিষয়ে ক্ষত্রিয় ও চণ্ডালের সংবাদ কথন এবং ব্রহ্ম হরণে প্রায়শ্চিত্তের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়া চাণ্ডালের মোক্ষপ্রাপ্তি বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! যে মূর্খ ও মন্দবুদ্ধি মানুষেরা ক্রূরতাপূর্ণ কর্মে লাগিয়া থাকিয়া ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, তাহারা কোন্ লোকে গমন করে? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—(ব্রাহ্মণগণের ধন বলপূর্বক হরণ সর্বাপেক্ষা অধিক পাপ হয়। ব্রাহ্মণগণের ধন অপহরণকারী চাণ্ডাল-স্বভাবযুক্ত মানুষেরা নিজেদের সহিতে ধ্বংস হইয়া যায়।) ভারত! এবিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ এক চণ্ডাল ও ক্ষত্রিয়বন্ধুর সংবাদরূপ প্রাচীন ঐতিহ্যের উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ২

ক্ষত্রিয় বলিলেন,—চাণ্ডাল! তুমি বৃষ হইয়া বিরাজ, তথাপি বালকের ন্যায় আচরণ করিতেছ কেন? বৃদ্ধের ও সাধারণ বুদ্ধি সেবনকারী হইয়াও তুমি এই গোসদনে বুদ্ধিতে কেন এত উক্তি হইতেছ? ৩

চাণ্ডালের পক্ষে বিহিত কর্মকে সাধু পুরুষগণ নিন্দা করেন তুমি গোবুদ্ধিতে জন্য নিজের শরীরকে কেন জলের ঘৃতে বাধিয়া দৌত করিতেছ? ৪

চাণ্ডাল বলিল,—রাজন্! পুরাকালের ঘটনা, এক ব্রাহ্মণে কিছু সময়ে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল। সে সময় সেই গোসদনের দুগ্ধবতী বিভিন্ন ভয়ঙ্করী গোবৎসদের উপ

দীক্ষিতস্ত স রাজাপি ভিপ্রঃ নরকমাবিশৎ
সর্ব বৈশ্যজাতৈঃ সর্বৈর্ব্রহ্মযুপজীবা তং । ৬
যেঽপি তস্মাদিদং ক্ষীরং ঘৃতং বাপি মানবাঃ
ব্রাহ্মণাঃ সহরাজানঃ সর্বে নরকমাবিশন্ । ৭
তমুদ্ভাঃ পশবো পুত্রাস্তথা গোত্রান্ বিযুযুতীঃ ।
পশুনেবমযাপাস্ত সাধুবৃত্তেন কর্মণা । ৮
অহং তত্রাবসং রাজন্ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ
তাসাং যে রক্ষসা জগ্মুস্তৈস্তদাসীন্মহাদিদম । ৯
চাণ্ডালোঽহং তদা রাজন্ ভূক্ত্বা তদ্ধবং বৃথা ।
ব্রহ্মঘ্নস্তারী চ বৃষঃ সোঽস্মিন্নিষ্ঠাং গতো বধৌ । ১০
তস্মাদ্ভয়ের বিপ্রেভ্য কদাচিদপি কিঞ্চন ।
ব্রহ্মঘ্নং রক্ষসা জগ্মুর্ভূক্ত্বা যাং পশু যাদৃশম্ । ১১

তস্মাৎ সোমোঽপ্যবিক্রেয়ঃ পূরুষেণ বিপশ্চিতা ।
বিক্রয়ং হ্যিহ সোমস্য গর্হয়ন্তি মনীষিণঃ । ১২
যে চৈনং ক্রীণতে তাত যে চ বিক্রীণতে জনাঃ ।
তে তু বৈশ্যত্বতাং প্রাপ্য শৌদ্রত্বং যান্তি সর্বশঃ । ১৩
সোমঃ তু রক্ষসা জগ্ধঃ বিক্রীণন বিধিপূর্বকম্
শ্রোত্রিয়ো বার্ধুষী ভূত্বা ন চিরং স বিনশ্যতি । ১৪
নরকং ত্রিগতং প্রাপ্য ঋষিষ্ঠাবুপজীবতি
ধর্মধ্বজমভিখ্যাতঃ সর্বযাজে চ বিশ্রুতম্ । ১৫
তুলয়া ধারয়ন্ যস্তমভিন্নস্তাভিরিষ্যতে ।
ধ্যানং বৈ পালিনা পক্ষ বিবর্ণা হরিণা কৃশম্ । ১৬
অভিমানেন কৃত্যানামিমাঃ গাত্তমুপাগতম্
অহং বৈ বিপুলে তাত কূলে বনসমন্বিতে । ১৭

পতিত হইয়া তাহাকে দূষিত করিয়া দেয়। সেই সোমরস যে সব ব্রহ্মবন্ধু পান করেন, তাঁহারা এবং সেই যজ্ঞের দীক্ষা-গ্রহণকারী রাজারাও সদ্য সদ্যই পতিত হইলেন সেই যজ্ঞের যাজক সমস্ত ব্রহ্মবন্ধুগণের সহিত রাজা ব্রাহ্মণের অপহৃত ধন উপভোগ করিয়া নরকগামী হন। ৫-৬

যেখানে সেই সব গো অপহৃত হইয়া গিয়াছিল, সেখানে যে সকল মানুষ তাহাদের দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত উপভোগ করিয়াছিল, সেই সব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদিও নরকে পতিত হন। ৭

সেই অপহৃত গোধন যখন সত্য পশুগণকে দেখিতে পাইতেছিল না, তখন পীড়া অনুভব করিয়া শরীরকে কম্পিত করিতে লাগিল। সেই সময় তাহারা সদ্যঃসদ্যই দুগ্ধ প্রদান করিয়া সেই অপহরণকারী পতি-পত্নী এবং তাহাদের পুত্র ও গোত্রগণকেও নষ্ট করিয়া দিল। ৮

রাজন্! আমিও সেই রাত্রে ব্রহ্মচর্যপালন পূর্বক জিতেন্দ্রিয়ভাবে বিনাস করিতেছিলাম। নরকে। এমনি সেই সব গাভীর দুগ্ধ ও ঘৃতপানে আমার ভিক্ষাও দূষিত হইয়া যাইল। ৯

মহারাজ! সেই ভিক্ষায় তখন করিয়া আমি চাণ্ডাল হইয়া যাইলাম এবং ব্রাহ্মণের ধন অপহরণকারী সেই রাজাও নরকগামী হইলেন। ১০

সেইজন্য কখনও অজ্ঞানতঃও ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিবে না। ব্রাহ্মণের ধূলিধূসরিত দুগ্ধরূপে ধন ভোগ করিয়া আমার যে দশা হইয়াছে, তাহা আপনি প্রত্যক্ষ দর্শন করুন। ১১

সেইহেতু বিদ্বান্ পুরুষের সোমরসের বিক্রয় করা উচিত নয়; কারণ, মনীষী পুরুষগণ এজন্যই সোমরসের বিক্রয়কে নিন্দা করেন। ১২

তাত! যাহারা সোমরস ক্রয় করে এবং যে সব ব্যক্তি উহা বিক্রয় করে, তাহারা সকলেই ইহলোকে গমন করত শৌদ্র-নরকে পতিত হয়। ১৩

যেসব ব্রাহ্মণ যদি সোমরসের চমসের ধূলি ও ঘৃতে পূর্ণ সোমরসকে বিধিপূর্বক বিক্রয় করেন অথবা বন্ধক রাখিয়া অর্থ-অর্জনকারী হন, তবে তিনিও সত্বর নষ্ট হইয়া যান। ১৪

তিনি তিন পশু নরক প্রাপ্ত হইয়া সেখে নিজেরই বিদ্যার ঋষিগণকারী কীট হন। কৃত্রিম পালন করা, অভিমান ও বিদ্বেষের স্ত্রীর সহিত বাস্তিত্যাগ—এই তিন পাপকে যদি তুলাদণ্ডে রাখিয়া ধর্মানুসারে তোলন (ওজন) করা হয়, তবে অভিমানই অধিক ভারী হইবে। ১৫।

আপনি আমার এই পাপী দুগ্ধরূপে দর্শন করুন, যে কান্তিহীন, বেতবর্ণ ও দুর্বল হইয়া গিয়াছে। সেই পূর্বে বহুল ছিল, কিন্তু সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি অভিমান প্রকাশ করিতে থাকায় এই দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৬।

'তাত! প্রভো! আমি পূর্বজন্মে বনসম্পদ উচ্চ বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলাম, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলাম। এই সব দোষের আমি জানিতাম, তথাপি অভিমানবশতঃ সজ্ঞান

অস্তস্মিন্ জন্মনি বিত্তো জ্ঞানবিজ্ঞানপারগঃ
অতস্ত্বা তত্র জানামো জ্ঞেতান্ দোষান্ মহাংশ্চ সদা ॥১৮
সংরম্ভ এব কৃতানাং পৃচ্ছামঃসমতক্রমম্।
সোঽহং তেন চ বৃত্তেন তোজনেন চ তেন চৈ ॥ ১৯
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তঃ শপ্ত কালসা পর্য্যয়ম্
আলীঢ়মিব চৈলাক্তং ভ্রমরৈরিব চাদ্রিতম্ ॥ ২০
ধাবমানঃ সুসংরব্ধ পশ্য মাং রজসাবৃতম্
আধ্যায়েন্ত মহৎপাপং বরন্নি পৃথগেবিনঃ ॥ ২১
ধানৈঃ পৃথিবৈশ্চাপি যথা গ্রাহ্যমনীষিণঃ।
তথা পাপকৃতঃ বিপ্রমাত্রমন্তঃ মহীপতে ॥ ২২
সর্বসজবিনির্মুক্তং হন্যা স্ত্যাত্তরত্তাত
অহং হি পাপযোন্যাং বৈ প্রসূতঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছামি কথা মুচ্যেয়মিত্যুত ॥ ২৩
জাতিস্মরত্বক্ত মম কেনাঽহং পূর্বরূপিণা
তেন যেন যোক্ষ্যে তৈ প্রাপ্তুমিচ্ছামাহং নৃপ ॥ ২৪

তমিম সম্প্রেপ্সমাং সংপরা ব্রূহি পৃচ্ছতে
চাণ্ডালত্বাং কথমহং মুচ্যেয়মিতি সত্তম ॥ ২৫

রাজন্ত উবাচ।

চাণ্ডাল প্রতিজানীহি যেন মোক্ষমবাপ্সসি
ব্রাহ্মণার্থে ত্যজন্ প্রাণান্ গতিমিষ্টামবাপ্সসি ॥ ২৬
হত্বা পক্ষীন্ ক্রব্যাদান্ বনগোন্ বিজমেহুকম্।
হত্বা প্রাণান্ ক্রমোক্তেন নাস্তথা মোক্ষমর্হসি ॥ ২৭

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তথা তেন ব্রহ্মণার্থে পরন্তপ।
হত্বা বনমৃগে প্রাণান্ গতিমিষ্টামবাপ্ত ॥ ২৮
তস্মাদ্ রক্ষ্যা ত্বয়া পুত্র ব্রহ্মণঃ ভরতর্ষভ
যদীচ্ছসি মহাভাগো আত্মনী গতিমাত্মন ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ব্রাহ্মণ-চাণ্ডালসংবাদে
নামৈকোত্তরশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

সকল প্রাণীর প্রতি তোমার কৃপিতার এবং পশুদিগের পূর্বজন্মে তক্ষন করিবার সেই দুরাচার ও অসৎ তক্ষণের দ্বারা আমি দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি কালের এই বৈপরীত্যকে আপনি দর্শন করুন ॥ ১৭ ১৯½

আমার এখন এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, যেন আমার বন্ধের প্রান্তভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে অথবা শত্রুগণ যেন আমাকে লক্ষন করিয়া উদ্যত হইতেছে। আমি রজোগুণে বৃক্ত হইয়া অত্যন্ত রোষ ও আবেগে চারিদিকে ধাবিত হইতেছি। আমার এই অবস্থা আপনি প্রত্যক্ষ করুন ॥ ২০½

মুনিগণ মন্ত্রজপণ যেসমস্তের দ্বারায়ের দ্বারা এবং নানাবিধ দানের দ্বারা নিজেদের পাপসমূহ নাশ করিয়া থাকেন। সেরূপ এবিষয়ে মনীষী পুরুষগণ বলেন ॥ ২১½

মহীপতে! আপনে যদি করত সর্বপ্রকার পাপক্তি হইতে মুক্ত হইয়া যেসমস্তকারী ব্রাহ্মণ যদি পাপকারীও হন, তবে তাঁহার দ্বারা পতিত বেদ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া থেন ॥ ২২½

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! আমি পাপযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি এখন কোন নিশ্চয় পাইতেছি না যে, আমি কোন্ উপায়ে মুক্ত হইতে পারিব ? ২৩

যে নৃপ! পূর্বে কৃত কোন শুভ কর্মের প্রভাবে আমার শ্রীমন্মহর্ষি যেসমস্তপ্রবীণ শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ক্ষত্রিয় ও চাণ্ডালের সংবাদ-রূপক একাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পূর্বজন্মের কথা স্মরণ হইতেছে, যাহার জন্য আমি মোক্ষলাভ করিবার বাসনা করিতেছি ॥ ২৪

সংপুরুষগণের যাহা শ্রেষ্ঠ আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিয়া নিজের এই সংশয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি আমাকে উহার সমাধান বলুন। আমি চণ্ডালযোনি হইতে কিভাবে মুক্ত হইতে পারিব ? ২৫

ক্ষত্রিয় বলিলেন,—চাণ্ডাল! তুমি সেই উপায়ের অবলম্বন কর, যাহাতে তুমি মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। যদি ব্রাহ্মণের রক্ষা করিবার জন্য নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার অতীষ্ট গতি লাভ হইবে ॥ ২৬

যদি ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের এই শরীরে সমর্পণ করিতে রোষ করত যাগসম্বন্ধকারী তীক্ষ্ণ-অস্ত্রসমূহ প্রধান করিয়া প্রাণকে আহুতি দান করিতে পার, তবে তোমা মুক্তিলাভ হইবে, অন্যথা তোমার মোক্ষলাভ হইবে না ॥ ২৭

ভীষ্ম বলিলেন,—পরন্তপ যুধিষ্ঠির! ক্ষত্রিয় এই কথা বলিবার পর সেই চাণ্ডাল ব্রাহ্মণের ধন রক্ষার জন্য যুদ্ধের সম্মুখভাগে নিজের প্রাণকে আহুতি দান করত অতীষ্ট গতি প্রাপ্ত হইল ॥ ২৮

পুত্র! ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাবাহো! যদি তুমি সনাতন গতি লাভ করিতে বাসনা কর, তবে তোমার ব্রাহ্মণের ধনকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত ॥ ২৯

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[বিভিন্নকর্মানুসারেণ বিভিন্নলোকপ্রাপ্তিঃ যুধিষ্ঠিরস্য ধৃতরাষ্ট্রসমীপগমনায় ইন্দ্রস্য গৌতমব্রাহ্মণস্য চ সংবাদবর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

একে লোকাঃ পুরুষ্টুতিঃ সর্বে তাতো পিতামহ
তত্র তত্রাপি ভিন্নাস্তে তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

কর্মভিঃ পার্থ নানাস্থঃ লোকানাং বান্তি মানবাঃ ।
পুণ্যান্ পুণ্যকৃতো যান্তি পাপান্ পাপকৃতো নরাঃ ॥ ২

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
গৌতমস্য মুনেস্তাত সংবাদং বাসবস্য চ ॥ ৩

ব্রাহ্মণো গৌতমঃ কশ্চিদ্ বভূবোগ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ
মহাবনে হস্তিশিশুঃ পরিষ্বজ্যনমাকৃতম্ ॥ ৪

তং দৃষ্ট্বা জীবয়ন্নাস সানুক্রোশো দৃঢ়ব্রতঃ
স চু দীর্ঘেণ কালেন বভূবাভিবলো মহান্ ॥ ৫

তং প্রজ্ঞিঃ মহানাগঃ প্রলম্বঃ পর্বতোপমম্
ধৃতরাষ্ট্রস্য রূপেণ শক্রো জগ্রাহ হস্তিনম্ ॥ ৬

ছিদ্যমানঃ তু তং দৃষ্ট্বা গৌতমঃ সাশিতব্রতঃ
অভ্যভাষত রাজানং ধৃতরাষ্ট্রং মহাতপাঃ ॥ ৭

মা মেঽহ্যার্যহাস্তিনঃ পুত্রমেনং
দুঃখাৎ পুত্রং ধৃতরাষ্ট্রাকৃতজ্ঞ ।
মৈত্রঃ সত্যঃ সপ্তপদ যদস্তি
মিত্রদ্রোহো মৈষ রাজন্ স্পৃশেৎ ত্বাম্ ॥ ৮

ইত্যোদকপ্রদাতারং শূদ্রপালং মহাশ্রমে ।
বিনীতমাচার্যকুলে সুযুক্তং গুরুকর্মণি ॥ ৯

শিষ্টং দান্তং কৃতজ্ঞঞ্চ প্রিয়কৃৎ সততং নর
ন মে দ্বিক্রোশতো রাজন্ হর্তুমর্হসি কুঞ্জরম্ ॥ ১০

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়

[ভিন্ন ভিন্ন কর্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকসমূহের প্রাপ্তি বলিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রসমীপবর্তী ইন্দ্র ও গৌতমব্রাহ্মণের সংবাদ বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! মৃত্যুর পর সমস্ত পুণ্যাত্মাগণ একই লোকে গমন করেন কিংবা তাঁহাদের প্রাপ্ত লোকসমূহে কোন ভিন্নতা আছে ? পিতামহ ! তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! মনুষ্যগণ নিজেদের কর্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করেন । পুণ্য কর্মকারী ব্যক্তিগণ পুণ্যলোকে গমন করেন এবং পাপকর্মকারী ব্যক্তিরা পাপময় লোকে গমন করে ॥ ২

তাত ! এ বিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষগণ ইন্দ্র ও গৌতম-মুনির সংবাদ রূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ৩

পূর্বকালে গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার স্বভাব অতিশয় কোপন ছিল । তিনি মনঃসংযমী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন । সেই ব্রতধারী মুনি এক হস্তী শিশুকে নিজের মাতা হইতেও অত্যন্ত কষ্ট পাইতে দেখিয়া তাহাকে কৃপাপূর্বক লালনপালন করিয়াছিলেন । দীর্ঘকাল পরে সেই হস্তী বড় হইয়া অতিশয় বলবান্ হইল ॥ ৪-৫

সেই বিশালকায় হস্তীর বৃহত্ত্ব দেখ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের রূপধারী ইন্দ্র ঐরাবত হস্তী হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এক ভিন্ন ইন্দ্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রূপ ধারণ করত সেখানে আসিয়া সেই হস্তীকে নিজের অধিকারে আনয়ন করিলেন ॥ ৬

তখন সেই ব্রতপালনকারী মহাতেজস্বী গৌতম সেই হস্তীর অপহরণ হইতে দেখিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন ॥ ৭

কৃতজ্ঞতা জানশূন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র ! তুমি আমার এই হস্তীকে লইয়া যাইও না । এই হস্তী আমার পুত্র । আমি অতিশয় দুঃখের সহিত ইহাকে পালন-পোষণ করিয়াছি । সৎপুরুষগণের সহিত সাতপদ গমন করিলেই মিত্রতা স্থাপিত হয় । এই সুবাদে আমি ও তুমি উভয়ে উভয়ের মিত্র । আমার এই হস্তীকে লইয়া যাইলে তোমার মিত্রদ্রোহের পাপ হইবে । যাহাতে তোমাকে এই পাপ স্পর্শ করিতে না পারে, তাহার শুভ চেষ্টা কর ॥ ৮

রাজন্ ! এই রাজা আমাকে সমিধ ও জল আনিয়া দেয় । আমার আশ্রমে যখন কেহ থাকে না, তখন এই হস্তীই এই আশ্রমকে রক্ষা করে । আচার্যকুলে থাকিয়া সে বিনয়শিক্ষা করিয়াছে । গুরুসেবা কার্যে সে পূর্ণরূপে নিযুক্ত আছে । হস্তী শিষ্ট, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ এবং আমার সর্বদাই প্রিয় । আমি উচ্চৈঃস্বরে তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি আমার এই হস্তীকে লইয়া যাইও না ॥ ৯-১০

যুধিষ্ঠির উবাচ

গবাং সহস্রং ভবতে দদানি
দাসীশতং নিষ্কশতানি পঞ্চ।
অজস্রং বিত্তং বিবিধং মহর্ষে
কিং ব্রাহ্মণেষু গচ্ছেন কৃত্যম্ ॥১১

গৌতম উবাচ

ভবৈব গাবো হি ভবন্তু রাজন্
দাস্যঃ সনিষ্কা বিবিধঞ্চ বিত্তম্
অজস্রং বিত্তং বিবিধং মহর্ষে
কিং ব্রাহ্মণেষ্বেব ধনেন কৃত্যম্ ॥ ১২

যুধিষ্ঠির উবাচ

ব্রাহ্মণানাং হস্তিভির্নীত কৃত্যং
রাজন্যানাং নাগকুলানি বিপ্র।
বা বাহনং নরতো বাজ্যধর্মো
নাগশ্রেষ্ঠঃ গৌতমাস্মাদ্বিবর্ত্ত ॥ ১৩

গৌতম উবাচ।

যত্র প্রেতো নশ্যতি পুণ্যকর্মা
যত্র প্রেতঃ পাপতে পাপকর্মা।

বৈবস্বতস্য সদনে মহাত্মা
তত্র তাহং হস্তিনং যাচয়িষ্যে ॥ ১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যে নিক্রিয়া নাস্তিকাশ্চণ্ডবাদাঃ
পাপাত্মানো ইন্দ্রিয়ার্থে নিবিষ্টাঃ।
যমসা তে যাজনাঃ প্রাপ্নুবন্তি
পন্থা গন্তা যুধিষ্ঠিরো ন ত্বম্ ॥ ১৫

গৌতম উবাচ

বৈবস্বতী সংযমনী জনানাং
যত্রাবৃতং নোচাতে যত্র সত্যম্।
যত্রাবলা বলিনং যাতয়ন্তি
তত্র তাহং হস্তিনং যাচয়িষ্যে ॥ ১৬

যুধিষ্ঠির উবাচ

জ্যেষ্ঠাং স্বসারং পিতরং মাতরঞ্চ
যথা শত্রুং মন্যমানাশ্চরন্তি
তথাবিধানামেষ লোকো মহর্ষে
পন্থা গন্তা যুধিষ্ঠিরো ন ত্বম্ ॥ ১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহর্ষে! আমি আপনাকে এক হাজার গো প্রদান করিব। এতদ্ব্যতীত দাসী ও পাঁচ শত সুবর্ণমুদ্রা দান করিব এবং অন্য নানাপ্রকার ধনও প্রদান করিব। ব্রাহ্মণের গৃহে হস্তীর দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে? ১১

গৌতম বলিলেন,—রাজন্! এই সব গো, দাসী, স্বর্ণমুদ্রা, নানাপ্রকার ধন এবং বিবিধ ধন তোমার নিকটেই থাকুক। মহেন্দ্র! ব্রাহ্মণের গৃহে ধনের দ্বারা কোন্ কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে? ১২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বিপ্রবর গৌতম! ব্রাহ্মণগণের হস্তীর দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না। ক্ষত্রিয়কুল রাজাদেরই প্রয়োজন হয়। হস্তী আমার বাহন, অতএব এই শ্রেষ্ঠ হস্তীকে দিয়া ফেলিলে আমার কোনও অর্থ হইবে না। আপনি এই হস্তীর আশা হইতে নিবৃত্ত হউন। ১৩

গৌতম বলিলেন,—রাজন্! মৃত্যুর পর যেখানে যাইয়া পুণ্যকর্ম্মা মানুষ আনন্দিত হন এবং যেখানে যাইয়া পাপকর্ম্মা মানুষ শোক করে, সেই যমরাজের লোকে আমি তোমার নিকট হইতে ঐ শ্রেষ্ঠ হস্তী ফিরাইয়া লইব। ১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যাহারা নাস্তিক, নাস্তিক, ক্রিয়াহীন, পাপাত্মা ও ইন্দ্রিয়গণের বশবর্ত্তিতে আসক্ত, তাহারাই যমরাজ্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির সেখানে যাইবে না। ১৫

গৌতম বলিলেন, যেখানে কেহ মিথ্যা কথা বলেন না, যেখানে সত্যের সত্যত্বটাই সকলে বলেন এবং যেখানে নির্জ্জন মানুষও বলবান্‌গণের দ্বারা কৃত অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে, মনুষ্যদিগকে সংযমের মধ্যে স্থাপনা করিতে সমর্থ যমরাজের সেই পুরী 'সংযমী' নামে প্রসিদ্ধ। সেখানে আমি তোমার নিকট হইতে নিজের হস্তী ফিরাইয়া লইব। ১৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহর্ষে! যে মনুষ্যগণ জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মাতা ও পিতার সহিত শত্রুর ন্যায় আচরণ করে, তাহাদের জন্যই এই যমরাজের লোক কিন্তু যুধিষ্ঠির সেই লোকে যাইবে না। ১৭

গৌতম উবাচ

মন্দাকিনী হৈমবতস্য রাজ্ঞো
মহারাজা ভোগিভুজপ্রযুক্তা।
গন্ধর্ব-যক্ষৈরভিরক্ষ্যমাণা
তত্র তাত তন্নিগমং যাতয়িত্বা ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অভিপ্রয়াতা: সুব্রতা যে ভবন্তো
প্রতিগ্রহং নাদদতি ব্রাহ্মণেভ্যঃ।
শিষ্টাশিনঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাংশ্চ
মন্দাকিনীং তেঽপি বিভূষয়ন্তি ॥ ১৯

গৌতম উবাচ

মেরোরন্তে যত্র বনং ভাতি রম্যং
পুষ্পান্বিতং কিন্নরগীতজুষ্টম্।
সুদর্শনা যত্র ভবন্তি বিদ্বাংসো
তত্র তাত তন্নিগমং যাতয়িত্বা ॥ ২০

যুধিষ্ঠির উবাচ

যে ব্রাহ্মণা মৃদবঃ সত্যশীলা
বহুশ্রুতাঃ পর্যভূতাভিরামাঃ।
বেদ্যাং যজ্ঞে সেতিহাসাং পুরাণং
মন্ত্রাহুত্যা জুহ্বতি বৈ দ্বিজেভ্যঃ ॥ ২১

তথাবিধানামেষ লোকো মহর্ষে
পরং গন্তা নৃপতাং যাতয়িত্বা ন তত্র।

যদ্ নিস্তরে বিদিতং স্থানমদ্য
তদ্ ব্রূহি ত্বং ধারয়তো জ্ঞেষ যামি ॥ ২২

গৌতম উবাচ।

সুপুষ্পিতং কিন্নরগীতজুষ্টং
প্রিয়ং বনং ব্রহ্মবনং নরাণাম্।
সপ্তর্ষীণামপ্সরসাঞ্চ শশ্বৎ
তত্র তাত তন্নিগমং যাতয়িত্বা ॥ ২৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যে নৃত্তগীতে কুশলা ভবন্তঃ সদা
হ্লাদয়ন্তশ্চরন্তি।
তথাবিধানামেষ লোকো মহর্ষে
পরং গন্তা নৃপতাং যাতয়িত্বা ন তত্র ॥ ২৪

গৌতম উবাচ

যত্রোত্তরাঃ কুরবো ভান্তি রম্যা
দেবৈঃ সার্ধং মোদমানা নরেন্দ্র।
তত্রাগ্নিহোত্রান্ত বসন্তি লোকা
অবৈ বোদ্বঃ পর্বতযোনয়স্তু ॥ ২৫

গৌতম বলিলেন,—মহারাজ! মহাদেবভাবাপন্নশীলা মন্দাকিনী নদী রাজা হৈমবতের নগরে বিরাজ করিতেছে, সেখানে রাজপুরুষগণ পক্ষেই যাওয়া সম্ভব, সুতরাং, যজ্ঞ ও অন্যান্য গুণসম্পন্ন সেই মন্দাকিনী নদীর সেবা করেন, সেখানে যাইবে আমি তোমার নিকট হইতে নিজের ভাগ গ্রহণ করিব। ১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন—যাঁহারা সর্বদা অতিথিগণের সেবায় তৎপর থাকিয়া উত্তম ব্রতপালন করেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে আহার দান করেন এবং যাঁহারা আশ্রিত জনদলকে অন্নসমূহ বিভাগ করিয়া প্রদান করিবার পর অবশেষ অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারাই সেই মন্দাকিনীর শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকেন (কিন্তু যুধিষ্ঠির তা' এখানেও যাইবে না)। ১৯

গৌতম বলিলেন,—মেরুপর্বতের শেষভাগে যে রমণীয় বন শোভিত আছে, সেখানে উত্তম পুষ্পসমূহ বিকশিত রহিয়াছে, কিন্নরগণের মধুর গীত শ্রুতিগত হয় এবং সেখানে বেদিতে অগ্নিদগ্ধ ঘৃতাক্ত হবিষ্যান্ন ভক্ষণের শোভা পরিলক্ষিত হইতেছে, সেখানে যাইবার আমি নিজের ভাগ গ্রহণ করিব। ২০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যাঁহারা মৃদু ও শীলে নিপুণ, সর্বদা সকলের প্রিয়, যাঁহারা ইতিহাস ও পুরাণসকল অধ্যয়ন করেন, ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন প্রদান করেন, এরূপ ব্যক্তিগণের অন্তই পূর্ণলোক লাভ; রাজা যুধিষ্ঠির সেখানেও যাইবে না। আপনার যে যে স্থান জানা আছে, সে সমস্ত এখন বর্ণনা করুন। আমি যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এই দেখুন, আমি যাইতেছি। ২১-২২

গৌতম বলিলেন,—উত্তম উত্তম পুষ্পসমূহে সুশোভিত, কিন্নরগণগণের দ্বারা সেবিত এবং নারদ, বসুগণ ও অপ্সরাগণের লীলা প্রিয় যে নন্দন নামক বন, সেখানে যাইবার আমি রাজী ফিরাইয়া আনিব। ২৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহর্ষে! যাঁহারা নৃত্য ও গীতে নিপুণ, সর্বদা তাহার নিরত হইয়া যাজ্ঞা করেন না এবং সর্বদা সজ্জনগণের সহিত বিচরণ করেন, এরূপ ব্যক্তিগণের অন্তই এই নন্দনবনের লোক; কিন্তু যুধিষ্ঠির এখানেও যাইবে না। ২৪

গৌতম বলিলেন,—নরেন্দ্র! যেখানে রমণীয় আকৃতিবিশিষ্ট

যত্র শক্রো বর্ষতি সর্বকামান্
যত্র স্ত্রিয়ঃ কামচারা ভবন্তি
যত্র চেষ্ট্যা বান্তি নারী-নরাশ্বাঃ
তত্র তাহং বসতিং রোচয়িষ্যে ॥ ২৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যে সর্বভূতেষু নিবৃত্তকামা
অথাংসাদ্য শুভমতাশ্নুবন্তি
ন হিংসন্তি স্থাবরা জঙ্গমাশ্চ
ভূতানাং যে সর্বভূতাত্মভূতাঃ ॥ ২৭
নিরাশিষো নির্মমা বীতরাগা
লাভালাভে তুল্যনিন্দাপ্রশংসাঃ।
তথাবিধানামেষ লোকো মহর্ষে
পরং গন্তা ধৃতরাষ্ট্রো ন তত্র ॥ ২৮

সৌতম উবাচ।

ততোঽপরে ভান্তি লোকাঃ সনাতনাঃ
সুপুণ্যগন্ধা বিরজা বীতশোকাঃ।
সোমস্য রাজ্ঞঃ সদনে মহাত্মন-
স্তত্র তাহং বসতিং রোচয়িষ্যে ॥ ২৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যে দানশীলা ন প্রতিগৃহ্নন্তে সন্তঃ
ন চান্যধান্যাচ্ছাদনমেতে পরেভ্যঃ
যেষামদেয়ং ন ভবতি কিঞ্চি-
ন্মধ্যাত্মিষ্যাঃ সুপ্রদাঃ প্রিয়াশ্চ ॥ ৩০
যে অন্নদাস্তো নরাস্তত্র লোকা
সন্তীষ্টাঃ সন্তঃ পুণ্যশীলাঃ
তথাবিধানামেষ লোকো মহর্ষে
পরং গন্তা ধৃতরাষ্ট্রো ন তত্র ॥ ৩১

সৌতম উবাচ।

ততোঽপরে ভান্তি লোকাঃ সনাতনা
বিরজসঃ শিষ্টমন্তো বিশোকাঃ
আদিত্যবর্ণা পরং মহাত্মন-
স্তত্র তাহং বসতিং রোচয়িষ্যে ॥ ৩২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

স্বাধ্যায়শীলা গুরুশুশ্রূষবো বা
গুরুস্থিতাঃ পুণ্যকৃতাঃ সত্যসন্ধাঃ
আচার্যাধ্যায়প্রতিকূলভাষিণো
নিত্যোত্থিতা গুরুকর্মস্বচোদ্যাঃ ॥ ৩৩

উত্তরকুরুবাসীরা অপূর্ব শোভা প্রাপ্ত হন, যেখানকার সকল ব্যক্তিরা আনন্দ ভোগ করেন, আর, জল, ও পঞ্চত্ত হইতে উৎপন্ন দিব্য মানবগণ যে দেশে বাস করেন, যেখানে ইচ্ছা মাত্রেই সকল কামনা পূর্ণ হয়েন, যেখানে ইচ্ছা অনুসারে বিচরণ করেন এবং যেখানে স্ত্রী ও পুরুষদকলের মধ্যে ঈর্ষাভাব নাই, সেখানে যাইবার আমি তোমার নিকট হইতে নিজের হাতী ফিরাইয়া আনিব ॥ ২৫-২৬

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—যাঁহারা সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে নিজায়, যাঁহারা মাংস ভক্ষণ করেন না, কোনও প্রাণীকে বঞ্চনা করেন না, স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিগণের হিংসা করেন না, যাঁহাদের নিকট সকল প্রাণীই নিজের আত্মার তুল্য, যাঁহারা কামনা, মমতা ও আসক্তিরহিত, লাভ-ক্ষতি ও নিন্দা-প্রশংসায় যাঁহারা সমভাবাপন্ন, এরূপ ব্যক্তিগণের তথাই এই উত্তরকুরু নামক লোক; ধৃতরাষ্ট্র এই লোকেও যাইবে না ॥ ২৭-২৮

সৌতম বলিলেন,—রাজন্ ইহা হইতে ভিন্ন আরও বহু সনাতন লোক আছে, যে সব লোকে পবিত্র গন্ধযুক্ত বিদ্যমান আছে। সেই সব লোক চন্দ্রতুল্য এবং শোকরহিত মহাত্মা রাজা সোমের লোকে যাঁহাদের সমাগম আছে। এ স্থানে যাইবার আমি তোমার নিকট হইতে হস্তী ফিরাইয়া আনিব ॥ ২৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—যাঁহারা দাতা দান করেন, অথচ দান গ্রহণ করেন না, যাঁহারা সকলকে যাঁহাদের অন্ন বলিতে কিছুই নাই, যাঁহারা সকলের আত্মসদৃশ্য করেন, সকলের প্রতি ব্যবহার করেন, যাঁহারা অমায়াশীল, অথচ ব্যক্তিগণকে কখনও কিছু বলেন না এবং যে পুণ্যশীল মহাত্মাগণ সর্বদা সকলের মঙ্গল অনুসন্ধান করেন, এরূপ ব্যক্তিদিগের তথাই এই লোকলোক কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এই লোকেও যাইবে না ॥ ৩০-৩১

সৌতম বলিলেন,—রাজন্! সোমলোক হইতেও উপরে অন্য বহু সনাতন লোক শোভা পাইতেছে। এই সব লোক শুক্লোপম, তমোগুণ ও শোকরহিত এই সকল হইল মহাত্মা সূর্যদেবের স্থান সেখানে যাইবার আমি তাঁর হস্তী ফিরাইয়া আনিব ॥ ৩২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহর্ষে! যাঁহারা স্বাধ্যায়শীল, গুরুসেবা-পরায়ণ, গুণবতী উত্তম ব্রতধারী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, আচার্যগণের প্রতিকূলভাষী নন, সদা উত্থানশীল, বিনা প্রেরণায় গুরু-

ঊর্ধ্বাবিধানাদ্যেষু লোকেষু মহর্ষে
বিশুদ্ধানাং ক্ষাবিতো যান্তি যত্রানাম্
সন্তো স্থিতানাং বেদাবন্ধ্যা মহাত্মনাং
পরং গন্তা বৃহদ্রাষ্ট্রো ন তত্র ॥ ৫৪

সৌতম উবাচ

তত্তোঽপরে ভান্তি লোকাঃ সনাতনাঃ
সুপুণ্যগন্ধা বিরজা বিশোকাঃ।
যত্রপত্না রাজঃ সদনে মহাত্মন-
স্তত্র ত্বাং হস্তিনঃ বাহয়ন্তি ॥ ৩৫

বৃহদ্রাষ্ট্র উবাচ

চাক্ষুষীসোমে যজন্তে ভবা সদা
ঋগ্বেষ্টনাঃ দশগতা প্রাপ্নুবন্তি
যে চাগ্নিহোত্রা জুহ্বতি শ্রদ্ধবানা
যথান্যায়ং ত্রীণি বর্ষাণি বিপ্রাঃ ॥ ৩৬

সুধারিণ্যা বর্ষমুষে মহাত্মনাং
যথোদিতে যজ্ঞ ইহ সুস্থিতানাম্
যথাসনাযুষ্মতাং গতিস্তা
পরং গন্তা বৃহদ্রাষ্ট্রো ন তত্র ॥ ৩৭

সৌতম উবাচ

ইন্দ্রস্য লোকা বিরজা বিশোকা
দৃঢ়ব্রতাঃ কাঙ্ক্ষিতা মানবানাম্
তত্রাহং তে ভবনে ভূরিতেজসো
রাজন্নিমং বক্ষ্যামি যাতয়িত্নো ॥ ৩৮ ॥

বৃহদ্রাষ্ট্র উবাচ।

শতবর্ষজীবী বল্গু পুত্রো মনুষ্যো
বেলাধ্যায়ী সন্ত যজ্ঞাগ্রভন্তঃ
এতে সর্বে শক্রলোকাং ব্রজন্তি
পরং গন্তা বৃহদ্রাষ্ট্রো ন তত্র ॥ ৩৯

সৌতম উবাচ

প্রাজাপত্যাঃ সন্তি লোকা মহান্তো
নাকস্য পৃষ্ঠে পুণ্যা বীতশোকাঃ।
মনীষিতাঃ সর্বলোকেষ্বনানাঃ
তত্র ত্বাং হস্তিনঃ বাহয়ন্তি ॥ ৪০

বৃহদ্রাষ্ট্র উবাচ

যে রাজানো বাজপুয়াভিষিক্তা
ধর্মাত্মানো বৃত্তিভাঃ প্রজানাম্
যে চাপ্যেষাং বক্ষ্যতে পুত্রজা-
স্তেষাং লোকা বৃহদ্রাষ্ট্রো ন তত্র ॥ ৪১

কার্যাবতী, যাঁহাদের ভার বিভূত, যাঁহারা সৌমরক্তাবলম্বী, সত্যনিষ্ঠ এবং বেদজ্ঞ মহাত্মা, তাঁহাদের লক্ষ্যই এই সুখালোক; কিন্তু বৃহদ্রাষ্ট্র এই লোকেও গমন করিবে না। ৩৩-৩৪

সৌতম বলিলেন,—ইহা ব্যতীতও আরও বহু সনাতন লোক শোভিত আছে যে সব লোকে সতত পবিত্র গন্ধ বিদ্যমান আছে। এই সব লোক রজোগুণ ও শোকশূন্য। মহাত্মা রাজা যজ্ঞসেন লোকে এই স্থান বিদ্যমান। আমি সেখানে যাইবার নিমিত্ত তোমার হস্তী লইয়া আসিব। ৩৫

বৃহদ্রাষ্ট্র বলিলেন,—যাঁহারা সর্বদা চাক্ষুষযাগ করেন, রাজার ইষ্টির অনুষ্ঠান করেন, যে সব ব্রাহ্মণ তিন বৎসর কাল পর্যন্ত বৈদিক বিধি অনুসারে প্রতিদিন প্রজাপতিকে অগ্নিহোত্র করেন, স্বর্গের ভার উত্তরণে যত্ন করেন এবং বেদোক্ত মার্গে সর্বতোভাবে অবস্থান করেন, সেই ঋষ্যাত্মা মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই যজ্ঞসেনের গমন করিয়া থাকেন, বৃহদ্রাষ্ট্র এই লোকেও যাইবে না। সে ইহা হইতেও উত্তম লোকে গমন করিবে। ৩৬-৩৭

সৌতম বলিলেন,—রাজন্! ইন্দ্রের লোক রজোগুণ ও শোকরহিত। এই লোক প্রাপ্ত হওয়া অতিশয় কঠিন। মনুষ্য মাত্রই এই লোকে যাইতে বাসনা করেন। সেই মহাতেজস্বী ইন্দ্রের ভবনে গমন করিতে আমি তোমার নিকট হইতে নিজের হস্তী ফিরাইয়া আনিব। ৩৮

বৃহদ্রাষ্ট্র বলিলেন,—যে শতবর্ষজীবী বীর পুত্র বেদের স্বাধ্যায় করেন, যজ্ঞে নিরত থাকেন এবং কখনও অধ্যয়ন বন্ধ করেন এমন মানুষই ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন। বৃহদ্রাষ্ট্র ইহা হইতেও উত্তম লোকে যাইবে। সে এই লোকে যাইবে না। ৩৯

সৌতম বলিলেন,—রাজন্! স্বর্গের শিখর দেশে প্রজাপতির মহৎ লোকসমূহ আছে। এই সব লোক পুণ্যময় এবং শোকরহিত। সমস্ত প্রাণীরাই এই লোকে যাইতে বাসনা করেন। আমি এই লোকে যাইবা তোমার নিকট হইতে হস্তী ফিরাইয়া আনিব। ৪০

বৃহদ্রাষ্ট্র বলিলেন,—মুনে! যে সব ধর্মাত্মা রাজা রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত হন, প্রজাগণকে রক্ষা করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথ-স্নানে যাঁহাদের সকলের আপ্লুত হইয়াছে, তাঁহাদের লক্ষ্যই এই প্রজাপতি লোক। বৃহদ্রাষ্ট্র এই লোকেও যাইবে না। ৪১

গৌতম উবাচ।

ততঃ পন্থা ভ্রাজতি লোকাঃ সনাতনাঃ।
পুণ্যগন্ধা বিরজা বীতশোকাঃ।
তস্মিন্নহং দুর্গতে চাপ্নুয়ন্তে
সর্বাং লোকে রন্তিনঃ যাতয়িত্বে ॥ ৪২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

যো গোসহস্রী শতভঃ সমাং সমাং
সর্বাং শতী দশ দত্তাচ্চ শক্ত্যা।
তথা দশভ্যো যদ্ধ দত্তাদিরেকাং
পঞ্চভ্যো বা দানশীলস্তথৈকাম্ ॥ ৪৩

যে চীর্ণান্তে ব্রহ্মচর্য্যেণ বিপ্রা
ব্রাহ্মণ্যং বাচং পরিরক্ষন্তি চৈব
অনধিবতীর্থযাত্রাপরায়ণা-
স্তে তত্র মোদন্তি সর্বাং নিবাসে ॥ ৪৪

প্রভাসং যানসং তীর্থং পুষ্করাণি মহৎসরঃ
পুণ্যাঞ্চ নৈমিষং তীর্থং বাহুদাং করতোয়িনীম্ ॥ ৪৫

সর্বাং সরস্বতীঞ্চৈব বিপাশাং পূতবালুকাম্
কৃষ্ণাং গঙ্গাং পঞ্চনদং মহানুসরমথাপি চ ॥ ৪৬

গোমতীং কৌশিকীং পুণ্যাং মহাস্রাবো বৃত্তব্রতাঃ।
সরস্বতীং বৃষবতীং যমুনাং যে তু যান্তি চ ॥ ৪৭

তত্র তে দিব্যসংস্থানা দিব্যমালাধরাঃ শিবাঃ।
প্রযান্তি পুণ্যগন্ধাঢ্যা ধৃতরাষ্ট্রো ন তত্র বৈ ॥ ৪৮

গৌতম উবাচ

যত্র শীতভয়ং নাস্তি ন চোষ্ণভয়মপি।
ন ক্ষুৎপিপাসে ন গ্লানির্ন দুঃখং ন সুখং তথা ॥ ৪৯

ন দ্বেষ্যো ন প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন বন্ধুর্ন রিপুস্তথা।
ন জরা-মরণে তত্র ন পুণ্যা ন চ পাতকম্ ॥ ৫০

তস্মিন্ বিবস্বসি স্ফীতে প্রজাসংক্ষয়কর্ষিতে
ধরণ্যুত্তরণে পুণ্যো হ্রদিনঃ যে প্রযান্তসি ॥ ৫১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

নির্মুক্তাঃ সর্বসঙ্গৈর্যে কৃতাত্মানো বহুশ্রুতাঃ
অধ্যাত্মযোগসংজ্ঞানৈর্মুক্তাঃ স্বর্গগতিং গতাঃ ॥ ৫২

গৌতম বলিলেন—তাহার উপরে পবিত্র গন্ধে পরিপূর্ণ, ছঃখোদ্বেগরহিত ও শোকশূন্য যে সনাতন লোকসকল শোভিত আছে, তাহাকে গোলোক বলা হয়। এই দুর্গম ও দুর্গম গোলোকে যাইবা আমি তোমার নিকট হইতে নিজের স্তুতি করিয়া আসিব ॥ ৪০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—যিনি সহস্র গোসকলের স্বামী হইয়া প্রতিবর্ষ একশত গো দান করেন, শত গোসকলের স্বামী হইয়া যথাশক্তি দশটি গো দান করেন, যাহার নিকট দশটি গো আছে, তিনি যদি তাহাদের মধ্যে একটি গো দান করেন, অথবা যে দানশীল পুরুষ পাঁচটি গোর মধ্যে একটি গো দান করেন, তিনি গোলোকে গমন করিয়া থাকেন। যে সব ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়া যান, যাঁহারা বেদব্যাখ্যাকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন এবং যে সকল মনস্বী ব্রাহ্মণ সদা তীর্থযাত্রাতেই নিরত থাকেন, তাঁহারাই গোলোকের নিবাসস্থান গোলোকে আনন্দ ভোগ করেন ॥ ৪১-৪৪

প্রভাস, যানস সরোবর তীর্থ, নিষ্পুষ্কর নামক বহৎ সরোবর, পবিত্র নৈমিষতীর্থ, বাহুদা নদী, করতোয়া নদী, সরস্বতী, বৃষবতী ও যমুনা এই সব তীর্থে যে সকল মহাত্মা গমন করেন তাঁহারাই দিব্যরূপ ধারণ করত দিব্য মাল্যসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া গোলোকে গমন করিয়া থাকেন এবং কল্যাণময় স্বরূপ ও পবিত্র সুগন্ধে ব্যাপ্ত হইয়া সেখানে নিবাস করেন। ধৃতরাষ্ট্র সেই লোকেও যাইবে না ॥ ৪৫-৪৮

গৌতম বলিলেন,—যেখানে শীতের ভয় নাই, যেখানে গরমেরও উষ্ণতা (গরমভাব) নাই, যেখানে ক্ষুধা লাগে না পিপাসা হয় না, কোনরূপ গ্লানি লাভ হয় না, বা দুঃখ ও বা সুখ লাভ হয়, যেখানে কোনও দ্বেষের পাত্র নাই, প্রেমেরও পাত্র নাই কোনও বন্ধু নাই ও শত্রুও নাই, যেখানে জরা-মৃত্যু, পুণ্য এবং পাপ কিছুই নাই, সেই লোকসমূহ সমৃদ্ধিশালী, বৃদ্ধি ও সন্তুষ্টসম্পন্ন এবং পুণ্যময় ব্রহ্মলোকে যাইবা আমাকে তুমি আমা এই স্তুতি প্রদান করিবে ॥ ৪৯-৫১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহাত্মন্! যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার আসক্তি মুক্ত ও যাঁহারা নিজেদের মনকে বশীভূত করিয়াছেন, যাঁহারা নিয়মপূর্ব্বক বহু দান করেন, যাঁহারা অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন যোগসম্বন্ধী আসনযুক্ত এবং যাঁহারা স্বর্গলোকের অধিকারী

তে ব্রহ্মভবনং পুণ্যা প্রাপ্নুবন্ত্যৌ সাত্ত্বিকাঃ।
ন তত্র বৃত্তরাষ্ট্রেণ শক্যো দ্রষ্টুং মহাত্মনে ॥ ৫৩

সৌতম উবাচ

যত্রস্থরং বজ্র বৃহচ্ছ শীয়তে
যত্র বেদী পুণ্যকীর্তেস্ত্রিলোকি
যত্রোপযাতি হরিতিঃ সোমপাণী
তত্র দ্বারং রক্ষিনং যাতয়িত্বে ॥ ৫৪

বৃণ্যামি ত্বা বৃত্রহণং শতক্রতুং
যাচিষ্যমন্ত্র ভুবনানি বিশ্বা।
কস্মিন্ বাচা বৃত্রিম কদাচি—
দকার্যাং তে মনসোঽভিবক্ষ্যে ॥ ৫৫

শতক্রতুরুবাচ

মদ্ববাহং লোকপথং প্রজানা-
মদ্যাগমং পরিবাদে গুরুস্ত্ব।
তস্মাদ্ ভবান্ প্রণতঃ মানুপাস্ত
ব্রবীহি যৎ তৎ করবাণি সর্বম্ ॥ ৫৬

সৌতম উবাচ

যেতং করেণুং মম পুত্র হি নাগং
যং দেবহার্যাশ্বতরীণি বালম্।
যো মে বনে বসতোঽভূদ্ বিত্তীয়-
স্তমেব মে দেহি সুরেন্দ্র নাগম্ ॥ ৫৭

শতক্রতুরুবাচ

অহং পুত্তস্তে দ্বিজমুখ্য নাগ
মাগচ্ছন্তি তামভিরীতভাবঃ
পাদৌ চ তে নাসিকয়োপজিঘ্রতে
শ্রেয়ো মদ্যাপ্নি নমস্ত তেঽস্তু ॥ ৫৮

সৌতম উবাচ

শিবং সদৈবেষ সুরেন্দ্র তুভ্যং
ব্যাহারামি পূজাক সদা প্রযুক্তে।
মদাপি ত্বা শক্র শিবং বদন্ত
ত্বয়া দত্তা প্রতিগৃহ্নামি নাগম্ ॥ ৫৯

শতক্রতুরুবাচ।

যেষাং বেদা নিহিতা বৈ গুহায়াং
মনীষিণাং সত্যবতাং মহাত্মনাম্।
তেষাং ঋষেরেন মহাত্মনাপি
বৃত্তস্তস্যাং প্রীতিমাত্তেঽস্মদন্ত ॥ ৬০

হইয়াছেন, এরূপ সাত্ত্বিক পুরুষগণই পুণ্যময় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। সেখানেও আপনি বৃত্তরাষ্ট্রকে দেখিতে পাইবেন না ॥ ৫২-৫৩

সৌতম বলিলেন,—যেখানে দেবরাজ ও বৃহৎসাম স্থিত হইয়া থাকে, যেখানে ব্রাহ্মণ পুরুষ বেদীকে পরমপুণ্যময়ী আখ্যায়িকা করেন এবং যেখানে সোমপানকারী পুরুষ দিব্য অশ্বগণের দ্বারা যাত্রা করেন, সেখানে ইন্দ্রও আমি তোমার নিকট হইতে নিজের হস্তীকে ফিরাইয়া আনিব ॥ ৫৪

আমি জানি, আপনি রাজা বৃত্তরাই বল, বৃত্রাসুরবধকারী শতক্রতু ইন্দ্র এবং সম্পূর্ণ জগৎকে নিরীক্ষণ করিবার জন্য সর্বদিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। আমি মানসিক আবেগবশতঃ বাক্যের দ্বারা কোনও সময়ে আপনার প্রতি কোন অপরাধ করিয়া ফেলি নাই ত' ? ৫৫

শতক্রতু ইন্দ্র বলিলেন,—আমি ইন্দ্র এবং আপনার এই হস্তী অপহরণ করার দানব প্রজাগণের দৃষ্টিতে নিন্দিত হইয়া গিয়াছি। এখন আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। আপনি আমাকে কর্তব্যের উপদেশ করুন। আপনি যাহা যাহা বলিবেন ; আমি তৎ সমস্তই পালন করিব ॥ ৫৬

সৌতম বলিলেন,—দেবেন্দ্র! এই শ্বেত গজরাজকুমার যে বর্তমানে নবযুবক হস্তীর রূপে পরিণত হইয়াছে, আমার পুত্র এবং সে এখন দশ বৎসরের বালক। সে এই বনে থাকিয়া আমার সহচর ও সর্ববেদী হইয়াছে। ইহাকে আপনি অপহরণ করিয়াছেন। আমার প্রার্থনা, আপনি আমার এই হাতীকে ফিরাইয়া দিন ॥ ৫৭

শতক্রতু বলিলেন,—বিপ্রবর! আপনার পুত্রস্বরূপ এই হস্তী আপনার দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আসিতেছে এবং আসিয়া আপনার চরণে নিজ নাসিকার দ্বারা আঘ্রাণ করিতেছে। এখন আপনি আমার কল্যাণ চিন্তা করুন, আপনাকে নমস্কার ॥ ৫৮

সৌতম বলিলেন,—সুরেন্দ্র! আমি সর্বদাই এখানে আপনার কল্যাণ চিন্তা করিতেছি এবং সদা আপনার জন্য নিজের এই পূজা অর্পণ করিতেছি। ইন্দ্র! আপনিও আমাকে কল্যাণ প্রদান করুন। আমি আপনার প্রদত্ত এই হস্তী গ্রহণ করিলাম ॥ ৫৯

শতক্রতু বলিলেন,—যে সব সত্যবাদী মনীষী মহাত্মাদের হৃদয়-গুহায় সম্পূর্ণ বেদ নিহিত আছে, আপনি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান মহাত্মা। কেবল আপনার কল্যাণচিন্তাতেই আমি সন্তুষ্টিলাভ করিয়া গিয়াছি। সেইজন্য আজ আমি আপনার

ইত্যেতৈ ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্রং সহ পুত্রেণ ভক্ষিনা
ত্বং হি প্রাপ্তুং শুভাঁল্লোকান্নলায় চ ত্রিয়ং চ। ৬১
স গৌতমো পুত্রকৃতা সহ পুত্রেণ ভক্ষিনা
শিবমাচক্রমে যত্রো সাদ্ধং সহ চুড়য়সদম্। ৬২

ইদং যঃ শৃণুয়াদ্বিদ্যাং যঃ পঠেদ্বা ভিক্ষেদ্রিয়ঃ
স যাতি ব্রহ্মণো লোকং ব্রাহ্মণো গৌতমো যথা॥৭৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি ভক্ষিকুটো নাম
ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১০২

উনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি ব্রাহ্মণ! আমি অতিথির ধর্মের সহিত বলিতেছি যে, আপনি আপনার এই পুত্রকৃত কন্যার সহিত সত্বর গমন করুন আপনি এখন চিরকালের জন্য কল্যাণময় লোকসমূহের প্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছেন। ৬০-৬১

পুত্রবধূ কন্যার সহিত গৌতমকে অগ্রে করিয়া বন্ধুবাহী উক্ত

শ্রেষ্ঠ পুত্রগণসহকারে দুর্লভ দেবলোকে গমন করিলেন। ৬২

যে পুরুষ ভিক্ষেদ্রিয় হইয়া প্রতিদিন এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করিবেন অথবা উঁহা পাঠ করিবেন, তিনি গৌতম ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। ৬৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা ভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ভক্ষিকুটোপাখ্যান অধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্ম-ভগীরথয়োঃ সংবাদঃ, যজ্ঞ-দান-তপঃপ্রভৃতিভ্যোঽনশনব্রতস্য বিশেষমভিধায় কথনঞ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ

দানং বহুবিধং প্রোক্তং ত্বয়া শান্তিঃ সত্যমহিংসিতম্।
ত্বদ্বারভূতিভিশ্চোক্তা তে ফলা দানস্য চৈব যৎ। ১
পিতামহস্য বিদিতঃ ক্ষমস্তব তপসো বলাৎ
তপসো যৎপরা ভেদ্বত্ত তত্ত্বো ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥

ভীষ্ম উবাচ

তপঃ প্রচক্ষতে যাবৎ তাবল্লোকা যুধিষ্ঠির
মতঃ মমাত্র কৌন্তেয় তপো নানশনাৎ পরম্॥ ৩

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
ভগীরথস্য সংবাদং ব্রহ্মণশ্চ মহাত্মনঃ। ৪
অতীত্য পুরুলোকান্ গবাং লোকঞ্চ ভারত
ঋষিলোকঞ্চ সোঽগচ্ছদ্ ভগীরথ ইতি শ্রুতম্। ৫
তং দৃষ্ট্বা ৬৫ প্রাহ ব্রহ্মা রাজন্ ভগীরথম্।
কথং ভগীরথাস্যাস্মিন্ লোকে দুরাসদম্। ৬
ন হি দেবা ন গন্ধর্বা ন মনুষ্যা ভগীরথ।
আয়াস্যন্তপসস্তব কথং ত্বৈ ত্বমিহাগতঃ॥ ৭

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

[ব্রহ্মা ও ভগীরথসংবাদে ধর্ম এবং যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি হইতেও অনশন-ব্রতের বিশেষ মহিমা কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি অনেক প্রকারের দান, শান্তি, সত্য ও অহিংসা প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। নিজেই দীর্ঘে সন্তুষ্ট থাকিবার কথা বলিয়াছেন এবং দানের ফলও নির্দেশ করিয়াছেন। আপনার বিবিধ বিষয়ে তপোবল হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও বল আছে? যদি আপনার মতে তপস্যা হইতেও উৎকৃষ্ট কোনও সাধন থাকে, তবে আমার নিকটে তাহার ব্যাখ্যা করুন। ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! মানুষ যেরূপ তপস্যা করে, তদনুসারে সে উত্তম লোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অনশনের! আমার মতে অনশন হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও তপস্যা নাই। ৩

এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ রাজা ভগীরথ ও মহাত্মা ব্রহ্মা সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৪

ভারত! শুনা যায়, রাজা ভগীরথ দেবলোক, গোলোক ঋষিলোকও অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। ৫

রাজন্! রাজা ভগীরথকে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখি ব্রহ্মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগীরথ! এই লোকে আসা অত্যন্ত কঠিন, তুমি কিরূপে আসিয়া উপস্থিত হইলে? ৬

ভগীরথ! দেবতা, গন্ধর্ব ও মনুষ্যগণ তপস্যা না করিলে এখানে আসিতে পারে না। সুতরাং তুমি কিরূপে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে? ৭

ভগীরথ উবাচ

নিত্যাগাঃ বৈ ক্রতবঃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ
শতং সহস্রাণি সহৈব দানম্
ব্রাহ্মং ব্রতং নিত্যমাস্থায় বিদ্বন্
ন ত্বেবাহং তস্য ফলান্বিতাগাম্ ॥ ৮

দর্শৈকরাত্রাম্ দশপঞ্চরাত্রা-
নেকাদশৈকাদশকান্ ক্রতূংশ্চ
জ্যোতিষ্টোমানাপ্ত শতং যদীয়ং
ফলেন তেনাপি চ নাগতোঽহম্ ॥ ৯

যজ্ঞাবসং জাহ্নবীতীরনিত্যাঃ
শতং সমাস্তপ্যমানস্তপোঽহম্
অদাক ভক্ষাথতসীসহস্রং
নারীপুরঃ ন চ তেনাহমাগাম্ ॥ ১০

দশার্বুদানি চাশ্বানাং গোঽর্বুদানি চ বিংশতিম্
পুষ্করেষু দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদাং শতসহস্রশঃ ॥ ১১

ভগীরথ বলিলেন,—বিদ্বন্! আমি ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিয়া প্রতিদিন এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছি, কিন্তু আমি সেই দানের ফলে এই লোকে আসি নাই। ৮

এক রাত্রে নিষ্পাদনযোগ্য একাদশ যজ্ঞ এবং জ্যোতিষ্টোম নামক একশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছি কিন্তু এই সব যজ্ঞের ফলেও আমি এখানে আসি নাই। ৯

আমি যে ঘোর তপস্যা করিতে করিতে ক্রমশঃ শতবর্ষকাল প্রতিদিন প্রয়াগ তীরে বাস করিয়াছি এবং সহস্র ধেনু ও বহু কন্যা দান করিয়াছি, সেই পুণ্যের প্রভাবেও আমি এখানে আসি নাই। ১০

পুষ্করতীর্থে যে শত হাজার বার আমি ব্রাহ্মণগণকে একলক্ষ অশ্ব ও দুই লক্ষ গো দান করিয়াছি এবং স্বর্ণের উত্তম চন্দ্রহার-ধারণকারিণী জাম্বুনদের আভরণে বিভূষিতা বহু হাজার সুন্দরী কন্যাকে যে সহস্রবার দান করিয়াছি, সেই পুণ্যের দ্বারাও আমি এ স্থানে আসি নাই। ১১-১২

লোকনাথ! গোসবনামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আমি সেই যজ্ঞে দুগ্ধবতী শতকোটি গো দান করিয়াছি। সেই সময় সুবর্ণচন্দ্রোজ্জ্বলধারিণীনাং
কন্যোত্তমানামযুতং সহস্রম্।
ষষ্টিঃ সহস্রাণি বিভূষিতানাং
জাম্বূনদৈরোজ্জ্বলবৈর্ণ তেন ॥ ১২

দশার্বুদান্যশ্বদয়ং গোসবেজ্যা-
ষ্টেকৈকশো দদ্ম গা লোকনাথ
সমানবৎসাঃ পয়সা সমন্বিতাঃ
সুবর্ণকাংস্যোপদুহা ন তেন ॥ ১৩

আপ্লোর্বারাসু নিরুত্তমেকৈকস্মিন্ দশাযদম্
পৃথ্বীনাং ক্ষীরদাত্রীণাং রোহিণীনাং শতানি চ ॥ ১৪
ষোড়শৈব তু বর্ষাণি চাপি প্রযুতানি হ বৈ ব।
প্রাদাং দক্ষিণং ব্রহ্মন্ ন তেনাহমিহাগতঃ ॥ ১৫
ধান্যিনাং বহ্নিজাতানামযুতান্যুত দশ
কর্ষাণাং হেমমালানাং ন চ তেনাহমাগতঃ ॥ ১৬
কোটীশ্চ কাঞ্চনস্যাষ্টৌ প্রাদাং ব্রহ্মন্ দশাধ্বরম্।
একৈকস্মিন্ ক্রতৌ তেন ফলেনাহং ন চাগতঃ ॥ ১৭

এক এক ব্রাহ্মণ দশ দশটি করিয়া গো প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক গাভীর সহিত তাহাদের ছাব বর্ষশিশুই বৎস এবং সুবর্ণময়-দুগ্ধপাত্র ছিলাম, কিন্তু সেই যজ্ঞের পুণ্যেও আমি এস্থানে আসি নাই। ১৩

অনেক বার গোসবযজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করত সেই সব যজ্ঞে আমি প্রত্যেক যজ্ঞেতে একবার প্রসূতা দুগ্ধবতী দশটী গো করিয়া রোহিণীবর্ণাভার শত গো দান করিয়াছি। ১৪

ব্রহ্মন্! এই সবের অতিরিক্ত আমি দশ বার দশ দশ লক্ষ দুগ্ধবতী গাভী দান করিয়াছি; কিন্তু সেই পুণ্যেও আমি এই লোকে আসি নাই। ১৫

যজ্ঞোপলক্ষে উৎসর্গ যেতবর্ণের এক লক্ষ অশ্বকে স্বর্ণের মালো সজ্জিত করিয়া আমি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছি, কিন্তু সেই পুণ্যেও আমি এই লোকে আসি নাই। ১৬

ব্রহ্মন্! আমি এক এক যজ্ঞে প্রতিদিন আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছি কিন্তু সেই পুণ্যেও আমি এস্থানে আসি নাই। ১৭

বাজিনাং শ্যামকর্ণানাং হরিতানাং পিতামহ
প্রাদাং হেমস্রজাং ব্রহ্মন্ কোটীর্দশ চ সপ্ত চ ॥ ১৮
ঈষাদন্তান্ মহাকায়ান্ কাঞ্চনপ্রতিকূবিতান্।
পঞ্চিনো বৈ সহস্রাণি প্রাদাং দশ চ সপ্ত চ ॥ ১৯
অলঙ্কৃতানাং দেবেশ দ্বিপৈঃ কনকভূষণৈঃ
রথানাং কাঞ্চনাঙ্গানাং সহস্রাণাদদং দশ ॥ ২০
সপ্ত চাঙ্গানি যুক্তানি বাজিভিঃ সমলঙ্কৃতৈঃ।
দক্ষিণাবয়বাঃ কেচিদ্ বেদেষ্বে সম্প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২১
বাজপেয়েষু দশসু প্রাদাং ত্বেষ্বপি চাপরান্।
শক্রতুল্যপ্রভাবাণামিজ্যা বিত্তক্ষয়েণ ত ॥ ২২
সপ্তসঃ নিষ্ককণ্ঠানামদদং দক্ষিণাময়ম্
বিজিত্য কৃৎস্নাং ত্বং সর্বানর্যৈরিহ পিতামহ ॥ ২৩
অষ্টাভ্যো রাজপুত্রেভ্যো ন চ ত্বেষামগাস্তত্র
শ্রোতব্যং যাবদসাদ্যাঃ ক্ষুদ্রসাংসাদসংপতে ॥ ২৪

দক্ষিণাতিঃ প্রযুক্তাভির্যম নাগাশ্চ তৎকৃতে
বাজিনাশ্চ সহস্রে দ্বে সুবর্ণশতকৃষিতে ॥ ২৫
সবঃ গ্রামশতং চারুসৌকক্ষ্যা স্ত্রিয়ানদম্
তপস্বী নিয়তাহারঃ সমমাত্মার সাগৃহত ॥ ২৬
দীর্ঘকালং বিষয়তি গজাশ্চাত্র কুরুসত্তম।
বৃদ্ধা যাবাং মহাদেব শিবমা যাবয়ারয়ং ॥
ন ত্বেবালাহমাগচ্ছে ফলনেহ পিতামহ ॥ ২৭
শর্যাক্ষৈশ্বরজ্ঞ যজ্ঞ দেবান্
সাঙ্গতানাময়ুতৈস্তোষাণি যজ্ঞে।
ত্রয়োদশ-দ্বাদশাহৈস্ত দেব
সপৌত্তরীকাণ্ড চ ত্বেষ্যা ফলেন ॥ ২৮
অষ্টৌ সহস্রাণি কুরুদ্বিজানাম্
গুরুর্ধনাণামদদং দ্বিজেভ্যঃ।
একৈক বৈ তাক্ষ্যং লক্ষমেত্যঃ
পঞ্চাশ্চৈত্যামদদং নিষ্কতীঃ ॥ ২৯

ব্রহ্মন্! দেবেশ! পিতামহ! তাদের স্বর্গতে বিকৃষিত হস্তিবর্ণ সত্তের কোটি স্বামবর্ণ অশ্ব, ইষাদন্তযুক্ত হস্তযুক্ত, স্বর্ণালাবভূষিত এবং বিশালদেহ পঞ্চবিংশযুক্ত সত্তের হাজার হাতী এবং স্বর্ণখচিত মিত্র আভরণে বিকৃষিত স্বর্ণময় উপকরণযুক্ত ও সুসজ্জিত অশ্বযোজিত সত্তের হাজার রথ দান করিয়াছি ॥ ১৮-২০½

ইহার অতিরিক্ত আরও যে সব যজ্ঞে দক্ষিণার অবয়বরূপে কথিত হইয়াছে, সেই সব আমি দশ বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দান করিয়াছি ॥ ২১½

পিতামহ! যজ্ঞ ও পরাক্রমে ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী, ঐশ্বর্যের কণ্ঠে সুবর্ণের হার শোভা পাইতেছে, এইরূপ হাজার হাজার যুদ্ধে জয় করত প্রচুর ধনের দ্বারা আটটি রাজসূয়-যজ্ঞ করত আমি সেই সব যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌দিগকে ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণা রূপে দান করিয়াছি, কিন্তু এই সব পুণ্যের আমি এই লোকে আসি নাই ॥ ২২-২৪½

ভগবৎপতে! আমার প্রদত্ত দক্ষিণাসমূহে গঙ্গানদী আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেজন্যও আমি এই লোকে আসি নাই ॥ ২৫½

সেই যজ্ঞে আমি প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে তিন তিন বার বর্ণের শত শত আভরণে বিকৃষিত দুই দুই হাজার অশ্ব এবং এক এক শত সদ্যঃ প্রাপ্ত প্রধান করিয়াছি ॥ ২৬½

পিতামহ! তিনি তপস্যায় আত্মনিয়ন্ত্রণে থাকিয়া আমি বিশালদেহ পঞ্চবিংশ হস্তি স্বর্ণখচিত করিয়া দান করিয়াছি। তাহাদের দন্ত দুইটা তপস্যান সময় গন্ধমাদনের দুর্গম-রাস্তাকে নিজে মস্তকে বহন করিয়াছিলেন কিন্তু সেই তপস্যার ফলেও আমি এই লোকে আসি নাই ॥ ২৭

দেব! আমি অনেকবার 'শর্যাক্ষেণ'-যাগ করিয়াছি এবং দুইবার 'সাঙ্গত' যাগের অনুষ্ঠান করিয়াছি। যদ্বারা ত্রয়োদশ ও দ্বাদশ দিন সম্পাদনযোগ্য যাগ এবং 'পুণ্ডরীক' নামক যাগ সম্পন্ন করিয়াছি কিন্তু এই সব যজ্ঞের ফলেও আমি এই লোকে আসি নাই ॥ ২৮

কেবল ইহাই নহে, আমি বেতবর্ণের কুরুকুলে আট হাজার ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছি। এই সব যুদ্ধের এক এক গাভীর সঙ্গেও আমি দান করিয়াছি ॥ ২৯

---

* যজ্ঞকর্তা রাজার 'শর্মা' নামক এক কাষ্ঠের অতি বেগসহকারে নিক্ষেপ করিলে পর যে যত দূরে গিয়া পতিত হয় ততদূরে যজ্ঞের যেটা নির্দিষ্ট করিতে হয় সেই বেদীকে যে করা হয়, তাহাকে 'শর্যাক্ষেপ' কিংবা 'শর্যাগ্রাম' বলা হয়।

হিরণ্যরত্ননিষ্কানাং রত্নপর্বতান্।
বসনাতসবৃক্ষাংশ্চ গ্রামান্ঘোষান্ সহস্রশঃ ॥ ৩০
শয্যা ভগবান্ পৃথ্বীনাং সপ্তদ্বীপবতীর্ভুজঃ।
ইষ্ট্বানেকৈঃ ক্রতুভিরাব্রহ্মণেভ্যো দ্য তেন হ ॥ ৩১
একসপ্তত্যা হৈহয়ান্ সপ্তভির্বৈ-
র্দ্বিষ্বাংশ্চাষ্টাভিরেবমেধৈর্জহে দেব
আর্কায়ণৈঃ ষোড়শভিশ্চ ব্রহ্মং-
স্ত্রেষাং ফলেনেহ ন চাগতোঽস্মি ॥ ৩২
নিষ্কৈকরূপঃ সদয়ঃ ষোড়শাদ্যা
দ্বাত্রিংশদার্ষভকাঞ্চনস্য।
বনং বৃতাবাং ধনুষাভিযাতানাং
ন চৈব তেষাং ফলমাপ্তবোঽন্যঃ ফলেন ॥ ৩৩
ত্রিরাত্রপঃ ষি ব্রতমপ্লুতস্য-
মক্লেদনোঽকরবং ত্রিঃশতোঽন্যান্।
শতা ভগবান্ শতধৃতিশ্চ তেন
দিনে দিনে ভ্রদয় ব্রাহ্মণেভ্যঃ ॥ ৩৪

পঞ্চাগ্নিবিদ্যাশ্চরিতা ময়ৈতা
ত্বয়ৈবাভ্যাননভূতো লোকনাথ।
প্রাদাং নিত্যং ব্রাহ্মণেভ্যো ধনেন
নেহাগতস্তেন ফলেন চাহম্ ॥ ৩৫
ত্রিঃসপ্তসপ্তীর্নৃহরাশ্বযজ্ঞ
আহূতাঃ সর্বমেধেন্দ্র নয়মেধৈন্দ্র সপ্তভিঃ ॥ ৩৬
দশাতিবিধ্যতিরিক্ত শতৈরষ্টাদশোত্তরৈঃ।
ন চৈব তেষাং দেবেশ ফলেনাহমিহাগমম্ ॥ ৩৭
সরযূং বাহুদায়াঞ্চ গঙ্গাং প্রয়াগমেব চ।
পুষ্করং শতধানাখ্যমুত্তমং চ তেন বৈ ॥ ৩৮
ইন্দ্রেণ গুপ্তং বাহিতং বৈ গুহায়াং
যত্রাগ্নিরুদ্ভসেহাভ্যস্মিন্ন।
জাজ্বল্যমানমুদ্ধসন্তেজসাহং
তৎসংস্থয়াসাসদং বরেণ্য ॥ ৩৯
তত্তো যে ব্রাহ্মণাস্তুষ্টাস্তস্মিন্ কর্মণি সাধিতে।
সহস্রমুদ্বহন্ত্যাসন্ যে বৈ তত্র সমাগতাঃ ॥ ৪০

আমি আজন্মরহিত হইয়া অনেক মন্বন্তরেরও অন্তরালে সেই সব যজ্ঞে স্বর্ণ ও রত্নের রাশি, রত্নময় পর্বত, বসনাদিসম্পন্ন বাজার বাজার গ্রাম এবং একবার প্রসূত সহস্র গাভীও ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছি, কিন্তু সেই পুণ্যের ফলেও আমি এস্থানে আসি নাই ॥ ৩০-৩১

হেব! ব্রহ্মন্! আমি একত্রিশ সিন্ধুদেশীয় এবং চতুর্বিংশতি কিম্পুরুষদেশীয় যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছি। যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ যজ্ঞের অনুষ্ঠানেও আমি করিয়াছি; কিন্তু এই সব যজ্ঞের ফলেও আমি এই লোকে আসি নাই ॥ ৩২

চারি ক্রোশ আয়ত ও বিস্তৃত এক চম্পাবৃক্ষসকলের বন ছিল আমার প্রত্যেক বৃক্ষই রত্ন-ভূষিত, সুবর্ণাবৃত ও স্বর্ণমেখলে পরিবেষ্টিত, বৃত ছিল। সেই বনকে আমি দান করিয়াছি, কিন্তু এই দানের প্রভাবেও আমি এই লোকে আসি নাই ॥ ৩৩

আমি তিন বৎসর ক্রোধ-রহিত হইয়া ভূরিদক্ষিণাময় বহুতর ব্রতপালন করিয়াছি এই সময় আমি প্রতিদিন নবশত যোব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছি ॥৩৪

লোকনাথ! ভূরিযশঃ! ইহার অতিরিক্ত রোহিণী (কপিলা) জাতির বহু সংখ্যক দুগ্ধবতী গাভী এবং বহু সংখ্যক

বৃষভ ব্রাহ্মণগণকে দিয়াছি, কিন্তু এই সব দানের ফলেও আমি এই লোকে আসি নাই ॥ ৩৫

ব্রহ্মন্! আমি প্রতিদিন এক এক করিয়া তিন বার অগ্নিচয়ন এবং যজন করিয়াছি। আট বার সর্বমেধ, সাতবার নরমেধ এবং একশত আঠাশ বার বিষ্ণুসহিত যজ্ঞ করিয়াছি; কিন্তু হেবেশ্বর! এই সব যজ্ঞের ফলেও আমি এস্থানে আসি নাই ॥৩৬-৩৭

সরযূ, বাহুদা, গঙ্গা ও নৈমিষারণ্যতীর্থে যাইয়া আমি দশ দশ গোদান করিয়াছি, কিন্তু এই সবের ফলেও আমি এস্থানে আসি নাই। কেবল (অনশনব্রতের প্রভাবেই আমার এই দুর্লভ লোক লাভ হইয়াছে।) ॥ ৩৮

প্রথমে ইন্দ্র যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইহাকে গুহা রাখিয়াছিলেন। তাহার পর শুক্রাচার্য্য তপস্যার দ্বারা উহার জ্ঞান প্রাপ্ত হন। অনন্তর তাঁহারই তেজে উহার যাহাত্ম্য সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিতামহ! আমিও সেবে সেই অশনব্রতের সাধন আরম্ভ করি ॥ ৩৯

যখন সেই যজ্ঞের পূর্ত্তি হইল, সেই সময় আমার নিকট যাহারা ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রভো! তাঁহারা সকলে একত্র

উক্তস্ত্বয়ি গচ্ছ ত্বং ব্রহ্মলোকমিতি প্রভো।
প্রীতেনোক্তমরণ্যেন ব্রাহ্মণা-ন্নিঃসৃতং প্রভো
ইহ লোকমনুপ্রাপ্তো মা ভূৎ কোঽত্র বিচারণা। ৪১
কামং যথাবদ্বিহিতা বিধাত্রা
পৃষ্টেন বাচা তু মযা যথাবৎ
তথাপি হি নাস্তচ্ছমনাবমন্তব্যং মে
নরোঽস্ত তে দেববর প্রসাদঃ। ৪২

ভীষ্ম উবাচ

ইত্যুক্তবন্তং ব্রহ্মা তু রাজানং স তপোধনম্।

পুত্রতোমাস পুত্রাণাং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা। ৪৩
তস্মাদনবরৈর্যুক্তো বিপ্রান্ পুত্রত নিত্যদা
বিপ্রাণাং বচনং সর্বং সত্যং ভবতি ভারত। ৪৪
বালোক্তিরত্নৈর্ঘাঁতিঃ শুভৈর্বেদাংশকৈরপি
শুভৈঃ সুভাষিতৈশ্চাপি শ্লোকা এব বিজানতা।
ব্রহ্মদেয় পরং গুহ্যলোকেন সমাহিত। ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ব্রহ্ম-ভীষ্মসংবাদে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১০৩

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্ ব্রাহ্মণ ভগবান্ যখন এই কথা বলিলেন, তখন ব্রহ্মা সাক্ষাৎ বিধি অনুসারে আমাদিগের সম্বন্ধে যে পদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাও আমি সংকীর্তন করিলাম। ১০

অতএব তুমিও অনন্যমনে মুক্ত হইয়া সকল ব্রাহ্মণগণের পূজা কর; কারণ, ব্রাহ্মণদিগের আশীর্বাদে ঐহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১১

অয়ি, যদি লোকে ঐহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকর দেবতাগণের আরাধনা করিয়াও ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করা উচিত তুমি সেজন্য মনে কিছু এই পরম লোকনীয় বাক্যের আচরণ কর। ১২

শ্রীমদ্ভারতী বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ব্রহ্মা ও ভীষ্মদেবের সংবাদবিষয়ক ত্র্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[আয়ুর্বো বৃদ্ধি-ক্ষয়কারিণাং শুভাশুভকর্মণাং বর্ণনপ্রসঙ্গেন গৃহস্থধর্মব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাং সবিস্তরঃ নিরূপণম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শতায়ুরুক্তঃ পুরুষঃ শতবীর্যশ্চ ভারতে।
কস্মান্ম্রিয়তে পুরুষা বালা অপি পিতামহ। ১

আয়ুষ্মান্ কেন ভবতি অল্পায়ুর্বাপি মানবঃ
কেন বা লভতে কীর্তিং কেন বা লভতে শ্রিয়ম্। ২
তপসা ব্রহ্মচর্যেণ জপ-হোমৈস্তথৌষধৈঃ।
কথয়া মনসা বাচা তন্মে ব্রূহি পিতামহ। ৩

চতুরধিক শততম অধ্যায়।

[আয়ুর বৃদ্ধি ও ক্ষয়কারক শুভাশুভ কর্মসকলের বর্ণনাপ্রসঙ্গে গৃহস্থাশ্রমের কর্তব্য সবিস্তরে নিরূপণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শাস্ত্রে কথিত আছে, মানুষের আয়ু শত বৎসর। সে শতপ্রকার শক্তি লইয়া অবতরণ করে। কিন্তু দেখা যায়, কত মানুষ বাল্যকালেই মৃত্যুবরণ করে। এরূপ কেন হয়? ১

মানুষ কোন্ উপায়ে দীর্ঘায়ু হয় অথবা কাহার কাহার তাহা ঘটিয়া থাকে? কোন্ কর্মের দ্বারা সে কীর্তি লাভ করে অথবা কি করিলে তাহার সম্পদ প্রাপ্তি হয়? ২

পিতামহ! মানুষ মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা এবং তপস্যা, জপ, হোম ও ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা এই সব প্রশ্নের যাহা আমাকে বলুন। ৩

ভীষ্ম উবাচ

অত্র তেঽহং প্রবক্ষ্যামি যথা ধর্ম্মমনুপৃচ্ছসি
অল্পায়ুর্বেন ভবতি লৌল্যাদ্বাপি মানবঃ। ১
যেন বা লভতে কীর্ত্তিং যেন বা লভতে শ্রিয়ম্।
যথা বর্ত্তমান পুরুষঃ শ্রেয়সা সম্প্রযুজ্যতে। ২
আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাল্লভতে শ্রিয়ম্
আচারাৎ কীর্ত্তিমাপ্নোতি পুরুষঃ প্রেত্য চেহ চ। ৩
দুরাচারো হি পুরুষো নেহায়ুর্বিন্দতে মহৎ
ত্রসন্তি যস্মাদ্ ভূতানি তথা পরিভবন্তি চ। ৪
তস্মাৎ কুর্য্যাদিহাচারং যদীচ্ছেদ্ ভূতিমাত্মনঃ।
অপি পাপশরীরস্য আচারো হন্ত্যলক্ষণম্। ৫
আচারলক্ষণো ধর্ম্মঃ সন্তশ্চারিত্রলক্ষণাঃ।
সাধূনাং যদ্যবৃত্তমেতদাচারলক্ষণম্। ৬
অলমপ্যুষ্টু শ্রেয়ায়েব পুরুষং ধর্ম্মচারিণম্
কৃত্তিকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণ ন তু ভূতানি দুষ্যতে ত্রিষ্টুভ। ১০

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিতেছি। মানব যে আচরণে অল্পায়ু হয়, যে আচরণে লৌল্য হয়, যাহাতে যাহা সে কীর্ত্তি লাভ করে, সম্পত্তিশালী হয় এবং যে আচরণে মানুষের শ্রেয়ের সহিত সংযোগ হয়, এ সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১-২

সদাচারের দ্বারাই মানুষের আয়ু লাভ হয়, সদাচারেই সে সম্পত্তি লাভ করে এবং সদাচারের দ্বারাই তাহার ইহলোক ও পরলোকে কীর্ত্তি প্রাপ্তি হয়। ৩

দুরাচারী পুরুষ, যাহা হইতে সমস্ত প্রাণী ভীত হয় ও পরাভূত হয়, এ সংসারে সে লৌল্য লাভ করিতে পারে না। ৪

অতএব মানুষ যদি নিজের কল্যাণ করিতে বাসনা করে, তবে তাহার এ জগতে সদাচার পালন করা উচিত। যাহার সম্পূর্ণ শরীরই পাপময়, সে ও যদি সদাচার পালন করে, তাহা হইলে সেই সদাচার তাহার শরীর ও মনের সব অলক্ষণকে নষ্ট করিয়া দেয়। ৫

সদাচারই ধর্ম্মের লক্ষণ সজ্জনচরিত্রই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের পরিচায়ক। সৎপুরুষগণ যেরূপ আচরণ করেন, তাহাই সদাচারের লক্ষণ অথবা লক্ষণ। ৬

যে মানুষ ধর্ম্মের আচরণ করে এবং লোককল্যাণের কার্য্যে নিরত থাকে, তাহাকে লক্ষণ না দেখিলেও তাহার নাম শুনিয়াই লক্ষণ মানুষ তাহাকে ভালবাসে। ১০

যে নাস্তিক বিচ্ছিন্নসেতু গুরুশাস্ত্রাভিলঙ্ঘিনঃ।
অবধ্যজ্ঞা দুরাচারাস্তে ভবন্তি গতায়ুষঃ। ১১
বিশীলা ভিন্নমর্য্যাদা বিদ্যাঃ সংকীর্ণবেশ্মবাঃ।
অল্পায়ুষো ভবন্ত্যেতে নরা নিরয়গামিনঃ। ১২
সর্বলক্ষণহীনোঽপি সমুদাচারবান্ নরঃ
শ্রদ্দধানোঽনসূয়ুশ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি। ১৩
অক্রোধনঃ সত্যবাদী ভূতানামবিহিংসকঃ
অনসূয়ুরজিহ্মশ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি। ১৪
লোষ্টমর্দী তৃণচ্ছেদী নখখাদী চ যো নরঃ।
নিত্যোচ্ছিষ্টঃ সংকুসুকো নেহায়ুর্বিন্দতে মহৎ। ১৫
ব্রাহ্মে মুহূর্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ
উত্থায়াচম্য তিষ্ঠেৎ পূর্বাং সন্ধ্যাং কৃতাঞ্জলিঃ। ১৬
এবমেবাপরাং সন্ধ্যাং সমুপাসীত বাগ্যতঃ।
নক্ষত্রেষ্বাদিতে মুক্তঃ নাস্তং যাস্তং কদাচন। ১৭

যাহারা নাস্তিক, ক্রিয়াহীন, গুরু ও শাস্ত্রের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনকারী, বধকে স্থানে না এবং দুরাচারী, সেই সব মানুষের আয়ু ক্ষীণ হইয়া যায়। ১১

যে সব মানুষ বিনয়হীন, নষ্ট ধর্ম্মের মর্য্যাদা ভঙ্গকারী এবং অন্তের স্ত্রীর সহিত সম্পর্ককুক্ত, তাহারা এজগতে অল্পায়ু হয় ও মৃত্যুর পর নরকে গমন করে। ১২

সর্ব্বপ্রকার শুভ লক্ষণযুক্ত হইতে হীন হইলেও যে মানুষ সদাচারী, শ্রদ্ধালু এবং দোষদৃষ্টি-রহিত হয়, সে শত বৎসর কাল জীবিত থাকে। ১৩

যে ক্রোধহীন, সত্যবাদী, কোনও প্রাণীর হিংসা করে না, অন্যের দোষী এবং কপটতাশূন্য, সেই মানুষ শতবর্ষ জীবিত থাকে। ১৪

যে মানুষ চলনধারা লোষ্টমর্দ্দন করে তৃণচ্ছেদন করে, নখ চর্ব্বণ করে এবং সর্ব্বদা উচ্ছিষ্ট। অশুচি ও চঞ্চল থাকে, এরূপ কুলক্ষণযুক্ত মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে না। ১৫

প্রাতঃদিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে (সূর্য্যোদয়ের পৌনে দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে) জাগরিত হইবে এবং ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে বিচার করিবে। তারপর শয্যা হইতে উঠিয়া শৌচ স্নানের পর আচমন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রাতঃকালের সন্ধ্যা করিবে। ১৬

ঐভাবে সায়ংকালেও মৌন হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিবে। উদয় ও অস্তের সময়ে সূর্য্যের দিকে কদাপি দৃষ্টিপাত করিবে না। ১৭

নোপস্পৃশেৎ ন বাধিক্ষ্যে ন মধ্যং প্রস্তরে গতম্
অযত্নো নিত্যসন্ধ্যাত্বাদ্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮
তস্মাৎ দ্বিজৈঃ সদা পূর্বা পশ্চিমাঃ চৈব বাগ্যতঃ
যে ন পূর্বামুপাসন্তে দ্বিজাঃ সন্ধ্যাং ন পশ্চিমাম্ ॥ ১৯
সর্বাংস্তান্ ধার্মিকো রাজা সূত্রকর্মাণি কারয়েৎ
পরদারা ন গন্তব্যা সর্ববর্ণেষু কর্হিচিৎ ॥২০
ন হীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারোপসেবনম্ ॥ ২১
যাবন্তো রোমকূপাঃ স্যুঃ স্ত্রীণাং গাত্রেষু নির্দিষ্টাঃ।
তাবন্ বর্ষসহস্রাণি নরকে পর্য্যুপাসতে ॥২২
প্রসাধনকং কেশানামঞ্জনং দন্তধাবনম্
পূর্বাহ্ণে এব কার্যাণি দেবতা নাক পৃষ্ঠজম্ ২৩
পুরীষ মূত্রে নোদীক্ষেন্নাধিতিষ্ঠেৎ কদাচন
নাস্তিকন্যাং নাভিসারং ন চ মধ্যন্দিনে স্থিতে ॥ ২৪
নাস্নাতো সহ গচ্ছেত নৈকো ন বৃষলৈঃ সহ।

পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণায় গোভ্যো রাজ্ঞস্তথা এব চ ॥ ২৫
বৃদ্ধায় ভারবাহায় গর্ভিণ্যৈ দুর্বলায় চ
প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্বীত পারজ্ঞাতান্ বনস্পতীন্ ॥ ২৬
চতুষ্পথান্ প্রকুর্বীত সর্বানেব প্রদক্ষিণান্।
মধ্যন্দিনে নিশাকালে অর্ধরাত্রে চ সর্বদা ॥ ২৭
চতুষ্পথং ন সেবেত উদ্যতে সতি চোদিতে চ।
উপানদ্বৌ চ বস্ত্রঞ্চ ধৃতমন্যৈস্তু ধারয়েৎ ॥ ২৮
ব্রহ্মচারী চ নিত্যং স্যাৎ পাদৌ পাদেন নাক্রমেৎ।
অমাবাস্যাং পৌর্ণমাস্যাং চতুর্দশ্যাং চ পর্বসু ॥ ২৯
অরিষ্যাং সর্বপক্ষাণাং ব্রহ্মচারী সদা ভবেৎ।
আক্রোশং পরিবাদঞ্চ পৈশুন্যঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ৩০
নাক্রুদ্ধঃ স্যান্ন বৃথা সর্বাং
ন তীব্রং বদেদ্ ধ্রুবমতীব পাপলোক্যাম্ ॥ ৩১

গ্রহণ ও মধ্যাহ্নের সময়েও সূর্যকে দেখবে না। জলে স্থিত সূর্যের প্রতিবিম্ব দর্শন করিবে না। অধিগণ প্রতিদিন সন্ধ্যোপাসনা করিয়াই দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছেন। সেইজন্য সদা যৌন থাকিয়াই দ্বিজমাত্রেরই প্রাতঃকাল ও সায়ংকালের সন্ধ্যা অবশ্য করা উচিত। ১৮½

যে দ্বিজগণ প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে না এবং সায়ংসন্ধ্যাও করিবে ধার্মিক রাজা তাঁহাদিগে দিয়া সূত্রোচিত কর্মসকল করাইবেন। ১৯½

কোনও বর্ণের পুরুষেরই কখনও পরস্ত্রীর সহিত সংসর্গ করা উচিত নয়। পরস্ত্রী-সেবনে যাহাদের আয়ু সম্বন্ধে ভয় হইয়া যায়। অথচ পরস্ত্রীসংসর্গের তুল্য পুরুষের আয়ুহরণকারী অন্য কোন কার্য নাই। ২০-২১

স্ত্রীদেহে যতগুলি রোমকূপ আছে, তত হাজার বৎসর পর্যন্ত ব্যভিচারী পুরুষ নরকে পতিত থাকে। ২২

কেশসমূহের প্রসাধন, চক্ষুতে অঞ্জনলেপন, দন্তধাবন ও দেবতাগণের পূজা—এই সব কার্য দিনের প্রথম প্রহরেই করা কর্তব্য। ২৩

মল-মূত্র দেখিবে না, উহাদের উপর দাঁড়াইবে না। বা অভিমুখ প্রাতঃকালে, বা অধিক সন্ধ্যায় এবং না মধ্যাহ্নকালে কোথাও যাইবে যাইবে। অপরিচিত পুরুষগণের সহিতও কোথাও যাত্রা করিবে না। পুরুষগণের সহিত এবং একাকীও কোথাও যাইবে না। ২৪½

ব্রাহ্মণ, গো, রাজা, বৃদ্ধ পুরুষ, গর্ভিণী স্ত্রী, দুর্বল ও ভারবাহী মানুষ যদি সম্মুখে আসে, তবে তাহা সরিয়া যাইয়া তাঁহাদের পথে যাইবার পথ প্রদান করিবে। ২৫½

পথে যাইবার সময় অবশ্যই পরিচিত বৃক্ষসকল এবং সমস্ত চতুষ্পথ (চৌরাস্তা)-কে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইবে। ২৬½

মধ্যাহ্নকালে, রাত্রিতে, বিশেষতঃ অর্ধরাত্রের সময় এবং উভয় সন্ধ্যার (প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে) সময়ে কখনও চতুষ্পথে থাকিবে না। ২৭½

অপরের পরিধিত বস্ত্র ও জুতা ধারণ করিবে না। সর্বদা ব্রহ্মচর্য পালন করিবে। পদের দ্বারা পদকে ঘষাইবে না। সকল পক্ষের অষ্টমী, পূর্ণিমা, চতুর্দশী ও অমাবস্যা তিথিতে সদা ব্রহ্মচারী থাকিবে—স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না। কাহারও প্রতি আক্রোশ, নিন্দা ও পরুষতা করিবে না। ২৮-৩০

কাহারও সঙ্গে আঘাত করিবে না। ক্রুরতাপূর্ণ বাক্য বলিবে না। নিষ্ঠুর কথা বলিবে না। যে বাক্যের দ্বারা অপরে উদ্বেগ পায়, সেরূপ কঠোর বাক্য প্রাণীদিগের লোকে লইয়া যায় বলিয়া এরূপ অমঙ্গলকর বাক্য কখনও বলিবে না। ৩১

বাক্‌দায়কা বধবাহিংসন্তি
বৈরাবতঃ শোচতি রাত্র্যহানি
পরস্তু যা মর্মসু যে পতন্তি
তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেৎ পরেষু ॥ ৩২

রোষতে সাধুকৈর্বিদ্ধা যদা পরুষতা ভবেৎ।
যাচা দুরুক্তং বীভৎসং ন সংরোহতি বাক্‌ক্ষতম্ ॥ ৩৩

কণিরালীক-নারাচান্ নির্হরন্তি শরীরতঃ।
বাক্‌পরুষাস্তু ন নির্হর্তুং শক্যা হৃদিশয়ো হি সঃ ॥ ৩৪

হীনাজ্ঞানবিহিংসাজ্ঞান্ বিদ্যাহীনান্ বিসর্হিতান্
রূপ-ক্রিয়াহীনবাংশ্চ সন্ত্বহীনাংশ্চ নাক্ষিপেৎ ॥ ৩৫

নাস্তিক্যা বেদনিন্দায়াঃ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্
দ্বেষতস্তোহভিমানস্য তৈক্ষ্ণ্যস্য পরিবর্জনে ॥ ৩৬

পরস্তু দণ্ডঃ সোঢ়ব্যশ্চেৎ ক্রুদ্ধো নৈনং নিপাতয়েৎ
অল্পত্র পুত্রাচ্ছিষ্যাচ্চ শিক্ষার্থং তাড়না স্মৃতম্ ॥ ৩৭

ন ব্রাহ্মণান পরিবদেন্নক্ষত্রাণি ন নির্দিশেৎ।
নিধিং পঙ্কং ন ব্রজেৎ তথাঙ্গাদূর্ধ্বং বিসৃজেত ॥ ৩৮

(অদ্যাবাসায়মুতে নিত্যং দন্তধাবনমাচরেৎ
ইতিহাস-পুরাণানি দ্যাৎ বেদঞ্চ নিত্যশঃ ॥
গায়ত্রীমবনং নিত্যং কুর্যাৎ সন্ধ্যাং সমাহিতঃ ॥)

কৃত্বা মূত্রপুরীষন্তু তথাচামক্রিয়া বা পুনঃ
পাদপ্রক্ষালনং কুর্যাৎ আচামেত্তো ভোজনে তথা ॥৩৯

ত্রীণি দেবাঃ পবিত্রাণি ব্রাহ্মণানামকল্পয়ন্।
অদৃশ্যাস্তিহিতৈর্বিদ্বান্ যজ্ঞ বাচা প্রসাধনে ॥ ৪০

সংবাদং কৃসরং মাংসং শষ্কুলীং পায়সং তথা।
আত্মার্থং ন প্রকুর্বীত দেবার্থং তু প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪১

নিত্যমগ্নিং পরিচরেদ্ দ্বিজঃ সন্ধ্যাস্ত নিত্যদা।
বাগ্‌যতো দণ্ডকাষ্ঠঞ্চ নিত্যমেব সমাচরেৎ ॥ ৪২

(ন সংঘাতাং খলেক্ষিতাং পাদাক্রুষ্টঞ্চ সদা ভবেৎ)
ন চাক্ষুণ্ডিতমাস্যো স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তী তথা ভবেৎ
মাত্রাদিভবমুখাং পূর্ববেদাভিবাদয়েৎ ॥ ৪৩

ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করিবে না, মৃদু মৃদু ঘুরিয়া কথা ও কোনও পক্ষের ভিত্তি বলিবে না এরূপ করিলে মানুষের আয়ু অবশিষ্ট থাকে না। ৩৮

(অদ্যাবাসায়মুতে নিত্যং দন্তধাবনমাচরেৎ ইতিহাস, পুরাণপাঠ, বেদের স্বাধ্যায়, জ্ঞান, এগুলি নিত্য করা কর্তব্য) জল-মূত্র ত্যাগের পর এক পদ চলিবার পর ও স্বাধ্যায় এবং ভোজন করিবার পূর্বে পাদ ধৌত করা উচিত। ৩৯

ব্রাহ্মণ উপর ব্রাহ্মণের দৃষ্টি পড়িত হয় নাই, যাহা জলের দ্বারা ধৌত করা হইয়াছে এবং যাহাকে ব্রাহ্মণগণ বাক্যের দ্বারা প্রশংসা করেন এই তিনটি বস্তু দেবতারা ব্রাহ্মণদিগকে উপভোগের যোগ্য ও পবিত্র বলিয়া অভিহিত করেন।৪০

দধের পায়েস, খিচুড়ী, মাংস, শষ্কুলী (তৃতপক্ক পরমূর্ণ-পিষ্টক) ও পায়স—এই সব বস্তু নিজের জন্য প্রস্তুত করিবে না। দেবতাগণকে অর্পণ করিবার জন্যই ইহাদের প্রস্তুত করিবে। ৪১

প্রতিদিন অগ্নির সেবা করিবে, নিত্য প্রতি দ্বিজগণকে ভিক্ষা দিবে এবং মৌন হইয়া প্রতিদিন দন্তধাবন করিবে। ৪২

সায়ংকালে শয়ন করিবে না, নিত্য স্নান করিবে এবং পবিত্র হইয়া থাকিবে। সূর্যোদয় হইবার সময় শুইয়া থাকিবে না। যদি কোনদিন এরূপ হইয়া যায়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয়ন হইতে উঠিবার পর প্রথমে মাতা-

---

বাক্‌তাড়নী বাণ মুখ হইতে নির্গত হয়, যাহার দ্বারা আহত হইয়া মানুষ দিবারাত্র শোকে পতিত হয়। অতএব যে বাক্য অন্যের মর্মস্থানে আঘাত করে, এরূপ বাক্য বিদ্বান্ পুরুষ অন্য ব্যক্তিগণের প্রতি কখনও বলিবেন না। ৩২

বাগ্‌দগ্ধ ব্যক্তি বিদ্ধ ও কুঠারের দ্বারা ছিন্নিত বৃক্ষ পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু দুর্বাক্যরূপী অস্ত্রের দ্বারা উৎপন্ন ভয়ের ক্ষত কখনও পূর্ণ হয় না। ৩৩

কর্ণি, অনালীক ও নারাচ—ইহারা যদি দেহে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তবে চিকিৎসক মানুষ তাহাদিগকে দেহ হইতে নিঃসারিত করিয়া থাকে, কিন্তু বাক্যরূপী বাণকে নিঃসারণ করা অসম্ভব, কারণ, সে হৃদয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ৩৪

হীনাজ্ঞ (অল্প-জ্ঞান প্রভৃতি), অধিকাঙ্গ (অঙ্গুলি প্রভৃতি), বিদ্যাহীন, নিন্দিত, কৃপণ, নির্ধন ও দুর্জন ব্যক্তিগণকে আক্ষেপ (নিন্দা) করা উচিত নয়।৩৫

নাস্তিকতা, বেদের নিন্দা, দেবতাগণের কুৎসা করা, দ্বেষ, উগ্রতা, অভিমান ও কঠোরতা—এই সব দুষ্কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত। ৩৬

ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্র বা শিষ্য যাহাতে অল্প কারণের উপর দণ্ড দ্বারা আঘাত করিবে না এবং ক্রুদ্ধদেহে পাতিত করিবে না। কিন্তু শিক্ষার জন্য পুত্র বা শিষ্যকে তাড়না করা উচিত বলা হইয়াছে। ৩৭

আচার্যান্নমস্কারান্তঃ তথাঽর্ঘ্যমভিদত্তে মন্ত্রং ।
মন্ত্রবেদ্ দন্তকাষ্ঠানি বর্জনীয়ানি বিদ্যাৎ: । ৪৪
ভক্ষয়েদ্মাংস্যমৃগাণি পর্বণ্যপি বিবর্জয়েৎ
উদক্ মুখঃ সদা ভুক্ত্বা সৌচং কুর্যাৎ সমাহিতঃ। ৪৫
অক্ষতা দেবপূজাশ্চ নাচরেদ্ দন্তধাবনম্ ।
অক্ষতা দেবপূজাশ্চ নাস্তিকস্পর্শে কদাচন
অক্ষত্রং তু গুরুং বৃদ্ধং ধার্মিকং বা বিচক্ষণম্ । ৪৬
অবলোক্যো ন চাদর্শো মলিনো বৃদ্ধিবস্তুবৈঃ
ন চাভ্যস্তাং স্ত্রিয়ং গচ্ছেদ্ গচ্ছন্তীং বা কদাচন । ৪৭
(দারসংগ্রহণাৎ পূর্বং নাচরেদ্যৈথুনং বুধঃ ।
অন্যথা ব্রহ্মকীর্তঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ।
নোদীক্ষেৎ পরদারাংশ্চ রহসোকাসনো ভবেৎ ।
ইন্দ্রিয়াণি সদা যচ্ছেৎ যত্নে শুদ্ধমনা ভবেৎ ।)
উদকৃশিরা ন স্বপেৎ তথা প্রত্যক্শিরা ন চ
প্রাক্শিরাস্তু স্বপেৎ বিদ্বানথবা দক্ষিণাশিরাঃ । ৪৮

ন ভস্মে নাবশীর্ষে চ শয়নে প্রত্যশীত চ
নাস্থানে ন সংভুক্তে ন চ তির্যক্ কদাচন । ৪৯
ন চাপি গচ্ছেৎ কাব্যেন সংস্থাং বাপি নাস্তিকৈঃ
আসনং তু পদাক্রম্য ন প্রসজ্যেত তথা নরঃ । ৫০
ন নগ্নঃ ক্বচিদ্ স্নায়াৎ বিনায়াং কদাচন
স্নাত্বা চ নাবমৃজ্যেত গাত্রাণি সুবিচক্ষণঃ । ৫১
ন চাঙ্গুলিস্পন্দয়ন্ স্নাত্বা স্নাত্বা বাসো ন নির্ধুনেৎ ।
ন চৈবার্দ্রাণি বাসাংসি বিদ্বান্ সেবেত মানবঃ । ৫২
প্রজন্ নাবক্ষুভেত্ত ন বহির্বায়ুং হরীত চ
উদ্ধরেদ্ চ মলাদ্বারং ন কৃমীন্ কদাচন । ৫৩
নোৎসৃজেত পুরীষং ক্ষেত্রে গ্রামস্য চাস্তিকে
ন্যস্তে মূত্রপুরীষে তু নাঙ্গং কুর্যাৎ কদাচন । ৫৪
(দেবালয়েঽথ গোবৃন্দে দ্বৈত্যে পক্ষেষু দ্বিজাগ্রে
তপ্তান্ ভুক্ত্বা ক্ষুতেঽজ্ঞান: পত্যা মূত্রপুরীষয়োঃ ।

শিক্ষাদে প্রণাম করিবে তাহাদের আচার্য ও অন্যান্য গুরু-জনদিগকে প্রণাম করিবে। ইহাতে দীর্ঘায়ু লাভ হয়। ৪৩½

যাহে যে সব কাষ্ঠকে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে, সেই সব কাষ্ঠকে সর্বদাই পরিত্যাগ করিবে। শাস্ত্রবিহিত কাষ্ঠের দ্বারাই দন্তধাবন করিবে কিন্তু পঞ্চমীতে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া দিবে। ৪৪½

উষা এবাগ্রহিত হইয়া দিনের বেলায় উত্তর মুখেই মল-মূত্র ত্যাগ করিবে। দন্তধাবন না করিয়া দেবতাগণের পূজা করিবে না। ৪৫½

দেবপূজা না করিয়া গুরু, বৃদ্ধ, ধার্মিক ও বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট যাইবে না। ৪৬½

অভিনব বৃদ্ধিবস্তু পুরুষগণের মলিন দর্পণে কখনও নিজেদের মুখ দেখা উচিত নয়। অপরিচিতা ও পরিণী স্ত্রীর নিকটেও যাইবে না। ৪৭

(বিদ্বান্ পুরুষ বিবাহের পূর্বে কখনও মৈথুন করিবেন না, অন্যথা তিনি ব্রহ্মহত্যা ব্রতভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইবেন। সেজন্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। তিনি পরের স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং নির্জনে তাহার সহিত একাসনে উপবেশনও করিবেন না। ইন্দ্রিয়গণকে সর্বদা নিজের বশীভূত করিয়া রাখিবেন। যত্নের সহ মন হইয়া থাকিবেন।) উত্তর

ও পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে না। বিদ্বান্ পুরুষ পূর্বে অথবা দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিয়াই শয়ন করিবেন। ৪৮

যা তার খাটে এবং যা জীর্ণ শীর্ণ (ভগ্নদেহ) খাটে শয়ন করিবে। অন্যস্থানে স্থিত শয্যায় সহসা আসিয়া শয়ন করিবে না। (আলো জ্বালিয়া তাহা ভালরূপে দেখিয়াই শয়ন করিতে হয়।) অন্য কাহারও শয়িত এক খাটে শয়ন করা উচিত নয়। এইরূপ শয়নের উপরেও স্থিতিকরণে নয়, সহজভাবেই শয়ন করা কর্তব্য। ৪৯

নাস্তিকগণের সহিত কোনও কার্য করিবার সময় আসিলেও তথায় যাইবে না। তাহার সহিত কোথাও যাত্রা করিবে না। আসনকে পদের দ্বারা টানিয়া আনিয়া তাহার উপর বসিবে না। ৫০

বিদ্বান্ পুরুষ কখনও নগ্ন হইয়া স্নান করিবেন না। রাত্রিতে কখনও স্নান করিবেন না। স্নানের পর নিজের গাত্রে তৈলাদি মর্দন করাইবেন না। ৫১

স্নান না করিয়া নিজের অঙ্গে চন্দন বা অন্য কোনও অঙ্গরাগ লেপন করিবে না স্নান করিয়ার পর পরিহিত বস্ত্রকে ঝাড়াইবে না। আর্দ্রবস্ত্র মাত্রই সর্বদা পরিধান করিবে না। ৫২

কণ্ঠে বস্ত্র ধারণ করে কখনও টানিবে না। উত্তরীয় বস্ত্রের উপরে মালা ধারণ করিবে না। ওজস্বী স্ত্রীর সহিত কখনও বার্তালাপ করিবে না। ৫৩

ধিরাচামেদ্ যথান্যায়ং ক্ষুদ্রসক্তঃ তু নিষ্পবঃ ।)
অন্যঃ মৃদুক্তমানন্তু ত্রিমুখেন স্পৃশেদ্ততঃ ।
ভূক্ত্বা চ সায়ং তদ্বৈব ত্রিধিঃ পুনঃ পরিমার্জয়েৎ ॥ ৫৫
প্রাঙ্মুখো নিত্যমশ্নীয়াদ্ দাস মন্ত্রোঽন্নমকুৎসয়ন্
প্রত্যঙ্মুখোঽন্ত যশস্যা ভুক্ত্বা চাপ্লুত্যুপস্পৃশেৎ ॥ ৫৬
আয়ুষ্যা প্রাঙ্মুখে ভুক্তে যশস্যা দক্ষিণামুখঃ
শ্রিয়া পশ্চান্মুখো ভুক্ত্বে ঋতু ভুক্ত্বে উদঙ্মুখঃ ॥ ৫৭
অগ্নিমালভ্য তোয়েন সর্বান্ প্রাণানুপস্পৃশেৎ
গাত্রাণি চৈব সর্বাণি নাভিং পাণিতলেন তথা ॥ ৫৮
নাবিধিষ্টেন তুষ্যন্তি দেবতাস্তর্পণাদিকাঃ ।
অতস্য চাপ্যবশ্যন্তু দুষ্টতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৫৯
শান্তিহোমাংস্তু কুর্বীত সাবিত্র্যাদি চ বাগ্যতঃ

(নখলগ্নানি খাদেত্ত ন তু গচ্ছন্ কদাচন ॥ ৬০
যুক্তঃ নোচ্ছিষ্টতা ক্বাপ্যাং ন ভস্মনি চ রোপিতে ।
আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত নার্দ্রপাদস্তু সাবিশেৎ ॥ ৬১
আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জানো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ
শ্রীণি বেশ্মাংসি নোচ্ছিষ্টো জানুতে কদাচন ॥ ৬২
অগ্নি গাং ব্রাহ্মণং চৈব তথা জানুনি সংস্পৃশেৎ
শ্রীণি বেশ্মাংসি নোচ্ছিষ্টো ঊর্ধ্বমুক্তে কদাচন ॥ ৬৩
সূর্যাচন্দ্রমসৌ চৈব নক্ষত্রাণি চ সর্বশঃ
ঊর্ধ্বং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যুনঃ স্থবির আগতি ॥ ৬৪
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে ।
অভিবাদয়ীত বৃদ্ধাংশ্চ দদ্যাচ্চৈবাসনং স্বকম্ ॥ ৬৫

সমাপন করে ও প্রাণের নিকটে মনস্তাপ করিবে না এবং অন্নের উপর কখন মন্দ ও মুখ—এই উভয়ই ত্যাগ করিবে না ॥ ৫৫

(দেবরক্ষিত, সোমসূত্রায়, দেবসখায় বৃক্ষ ও বিদ্যার স্থানের নিকটে এবং শস্যপুঞ্জেরও মল মূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। ভোজন করিলে পর, হাঁচি আসিলে পর, পথ চলিলে পর এবং মল-মূত্র ত্যাগের পর যথোচিত শুচি সম্পাদন করিয়া মুখ বার আচমন করিবে। আচমনকালে এরূপ জলপান করিবে, যাহা মুখ পর্যন্ত যাইবে।)

ভোজন করিতে ইচ্ছুক পুরুষ প্রথমে ত্রিবারের মুখের দ্বারা জলের স্পর্শ (আচমন) করিবে। অনন্তর ভোজনের পরেও ত্রিবার আচমন করিবে। তাহার অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগের দ্বারা দুইবার মুখ মার্জন করিবে ॥ ৫৫

যাহার প্রতিদিন পূর্বমুখে মৌন হইয়া ভোজন করিবে। ভোজন করিবার পর পরিবেষিত অন্নের নিন্দা করিবে না। কিন্তিৎমাত্র অন্ন পাত্রেতে রাখিয়া দিবে এবং ভোজন করত মনে মনেই অভিবেষণে ধ্যান করিবে ॥ ৫৬

যে যাহার পূর্বদিকে মুখ করিয়া ভোজন করে, তাহার দীর্ঘায়ু, যে দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া ভোজন করে, তাহার যশ, যে পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া ভোজন করে, তাহার শ্রী, যে উত্তরদিকে মুখ করিয়া ভোজন করে, তাহার সত্য লাভ হয় ॥ ৫৭

(মনের দ্বারা) অগ্নিকে স্পর্শ করত জলের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়-গণকে, নয়ন যুগলকে, নাভিকে এবং দুই হস্ততলকে স্পর্শ করিবে ॥ ৫৮

দুষ্ট (দুষি), ভস্ম, কেশ ও মৃতের মস্তকের খুলির (বা তার

ঘটপ্রকৃতির) উপরে কখনও বসিবে না। অন্যের স্থান করা জলকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে ॥ ৫৯

শান্তিহোম করিবে, সাবিত্র-সংজ্ঞক মন্ত্রসমূহ জপ করিবে এবং আচমন করিবে। বসিয়াই ভোজন করিবে, চলিতে চলিতে কখনও ভোজন করিবে না ॥ ৬০

উচ্ছিষ্টাবস্থায় কিছু রাখিবে না। না ভস্মের উপর এবং না রোপণকারী মল-মূত্র ত্যাগ করিবে। আর্দ্রপদে ভোজন করিবে, কিন্তু আর্দ্রপদে কখনও শয়ন করিবে না ॥ ৬১

আর্দ্রপদে ভোজনকারী মানব শতবৎসর জীবনধারণ করে। ভোজন করিয়া হস্ত পদ ধৌত না করিলে মানব উচ্ছিষ্ট (অপবিত্র) থাকে। এরূপ অবস্থায় তাহার অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণ—এই তিন তেজস্বীকে স্পর্শ করা উচিত নয়। এরূপ আচরণ করিলে আয়ু নাশ হইয়া যায় ॥ ৬২-৬৩

উচ্ছিষ্ট মানবের সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডল এই ত্রিবিধ তেজের দিকে কখনও দৃষ্টিপাত করা উচিত নয় ॥ ৬৪

বৃদ্ধ মানুষ আসিলে পর তরুণ মানুষের প্রাণ উৎক্রান্ত হইতে (উদয়ের দিকে উঠিতে) থাকে। এরূপ অবস্থায় সে যখন দণ্ডায়মান হইয়া বৃদ্ধ পুরুষগণকে আসন-সংকার ও প্রণাম করে, তখন সেই প্রাণ পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে ॥ ৬৫

সেইজন্য যখন কোনও বৃদ্ধ পুরুষ নিজের নিকটে আসিবেন, তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিবার আসন দিবে এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সেবায় উপস্থিত থাকিবে। যখন তিনি গমন করিবেন, তখন তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে কিছুদূর গমন করিবে ॥ ৬৫

কৃতাঞ্জলিরুপাসীত গচ্ছন্তং পৃষ্ঠতোঽন্বয়াৎ
ন চাসীতাসনে স্থিত্বা স্থিতশ্চাসীত নর্ত্বিজে ॥ ৬৬
নৈকযত্নেন ভোক্তব্যং ন নগ্নঃ স্নাতুমুদ্ধসেৎ।
ন শস্ত্রব্যং নৈব নখৈর্ন চোচ্ছিষ্টোঽপি সংবিশেৎ ॥ ৬৭
উচ্ছিষ্টো ন স্পৃশেদ্ধোর্ধঃ সন্ধে প্রাণাস্তথাত্মনঃ।
কেশগ্রহং প্রহারাংশ্চ শিরসোঽত্যন্ত বিবর্জয়েৎ ॥ ৬৮
ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডূয়েদাত্মনঃ শিরঃ
ন চাসীত শিরঃ স্নাতো তথাস্যায়ুর্ন রিষ্যতে ॥ ৬৯
শিরঃস্নাতস্য তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ
তিলপিণ্ডাং ন চাসীরাং তথাস্যায়ুর্ন রিষ্যতে ॥ ৭০
নাব্যাপন্নেন তথোচ্ছিষ্টো নাশীতং কদাচন
যাতে চ পুত্তিগন্ধে চ মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥ ৭১
অত্র গাথা যমোদ্গীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ
আসুরস্য নিকৃত্যাদি প্রজাস্তস্যাদদে তথা ॥ ৭২
উচ্ছিষ্টো যঃ প্রাজয়তি স্বাধ্যায়ং চাধিগচ্ছতি।
সন্ধ্যানধ্যায়কালেঽপি যোগাস্তস্যাস্তি ন ত্বিহ ॥ ৭৩
তস্য বেদঃ প্রণষ্টশ্চ আয়ুশ্চ পরিহীয়তে।
তস্মাদ্ যুক্তো জনব্যাঘ্র নাধীয়ীত কদাচন ॥ ৭৪
প্রত্যাখ্যিতা প্রত্যবরা প্রতি গ্রাম্য প্রতি দ্বিজান্
যে স্নেহন্তি ন পশ্যন্তি তে নরাস্তি নরাধমাঃ ॥ ৭৫
উত্তে মূত্র-পুরীষে তু দিবা কুর্যাদুদঙ্মুখঃ।
দক্ষিণাভিমুখো রাত্র্যাং তথা সন্ধ্যার্দ্বয়ে স্থিতঃ ॥ ৭৬
স্ত্রীন্ কৃশান্ শ্রাবণানীহাদ্ দীর্ঘমায়ুর্বিজীবিষুঃ
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং সর্পং সর্বে জাতীর্বিবাসয়েৎ ॥ ৭৭
ব্রহ্মত্রাণীর্বিষঃ ক্রুদ্ধো যাবং পশ্যতি চক্ষুষা
ক্ষত্রিয়োঽপি দহেৎ ক্রুদ্ধ যাবৎ স্পৃশতি তেজসা ॥ ৭৮
ব্রাহ্মণস্তু মৃদুঃ ব্রহ্মাদ্য ধ্যানেনাবেক্ষিতেন চ
তস্মাদেতত্ত্রয়ং রক্ষ্যমুদ্বেজয়তি পণ্ডিতঃ ॥ ৭৯
গুরুণা চৈব নির্বন্ধো ন কর্তব্যঃ কদাচন
অনুজ্ঞাতঃ প্রবৃত্তশ্চ গুরুঃ কুর্যাদ্ বৃথাক্রিয়াম্ ॥ ৮০

ভিন্ন (ভগ্ন বা ছিন্ন) আসনে বসিবে না। ভগ্ন কাংস্যপাত্রকে পরিত্যাগ করিবে। এরূপ ভগ্ন পরিধেয় করিয়া ভোজন করিবে না (সঙ্গে সঙ্গে সাবধানও থাকিবে)। ভগ্ন দর্পণ স্পর্শ করিবে না। ৬৬½

উচ্ছিষ্ট অবস্থাতেও শয়ন করিবে না। ভগ্ন দর্পণ শয়ন করিবে না। উচ্ছিষ্ট হস্তে মস্তক স্পর্শ করিবে না, কারণ, সমস্ত প্রাণ মস্তক আশ্রয় করিয়াই থাকে। ৬৭½

মস্তকের কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করা এবং মস্তকের উপর আঘাত করা পরিত্যাগ করিবে। দুই হস্তকে একত্রে ঘষিয়া নিজের মস্তক চুলকাইবে না, তাহাদ্বারা মস্তকে জল দিয়া স্নান করিবে না। এরূপ আচরণ করিলে আয়ু নষ্ট হয় না। ৬৮-৬৯

মস্তকে তৈল মাখিবার পর সেই হস্তে অন্য অঙ্গসমূহে স্পর্শ করিবে না এবং তিলের দ্বারা নির্মিত পদার্থ ভক্ষণ করিবে না। এরূপ করিলে মানুষের আয়ু ক্ষীণ হইয়া যায় না। ৭০

উচ্ছিষ্ট মুখে পড়াইবে না এবং উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্নানও কখনও আচার্য করিবে না। যদি দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসারিত হইতে থাকে, তবে মনের দ্বারাও আচার্যের চিন্তা করিবে না। ৭১

প্রাচীন ইতিহাসবিদ্‌গণ অভিজ্ঞ পুরুষগণ এ বিষয়ে যমরাজ কর্তৃক গীত গাথাসমূহ কীর্তন করেন—যমরাজ বলেন যে, যে ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট মুখে উঠিয়া দৌড়াইতে থাকে এবং আচার্য করে, আমি তাহার আয়ু নষ্ট করিয়া দিই ও তাহার সন্তানদিগকেও আমি নষ্ট করিয়া আসি। যে দ্বিজ বেদাধ্যয়নের সময়েও অধ্যয়ন করে, তাহার বৈদিক জ্ঞান ও আয়ুও নষ্ট হইয়া যায়। অতএব সাবধানী পুরুষ নিষিদ্ধ সময়ে কখনও বেদাধ্যয়ন করিবে না। ৭২-৭৪

যাহারা পূর্বা, অপরা ও ব্রাহ্মণগণের দিকে মুখ করিয়া প্রস্রাব করে এবং যাহারা সন্ধের মধ্যে প্রস্রাব করে, তাহারা পশুতুল্য হইয়া যায়। ৭৫

দিন ও মূত্র এই উভয়ই দিনের বেলায় উত্তর মুখে এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখে ত্যাগ করিবে। এরূপ করিলে আয়ুর ক্ষয় হয় না। ৭৬

যাহার দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবার বাসনা আছে, সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও সর্প—এই তিন জনকে দুর্বল হইলেও অবজ্ঞা করিবে না, কারণ, ইহাদের সকলেরই বিষ অতিশয় তীক্ষ্ণ। ৭৭

ক্রুদ্ধ সর্প যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যাইবে, ততদূর পর্যন্ত বিষ ত্যাগ করে। ক্ষত্রিয়ও কুপিত হইলে পর নিজের শক্তিবলে শত্রুকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন ক্রুদ্ধ হন, তখন তিনি নিজের দৃষ্টি ও মন্ত্রদ্বারা অপমানকারী পুরুষের সম্পূর্ণ কুলকে দগ্ধ করিয়া থাকেন; সেইজন্য ধীর ব্যক্তির এই সকলকে এই তিন জনের সেবা করিয়া যাইবেন। ৭৮-৭৯

গুরুর সহিত কখনও হঠতা করা উচিত নয়। যদি গুরু

সমাক্ মিথ্যাপ্রবৃত্তেষ্বপি বর্ত্তিতব্যং গুরাবিহ।
গুরুনিন্দা হতস্যাযুর্মনুষ্যাণাং ন সংশয়ঃ। ৮১

বৃক্ষাদাবস্থপাদ্ভূত্বা বৃথায় পাদাবসেচনম্।
উচ্ছিষ্টোৎসর্জনং চৈব ভূয়ে কর্ত্তব্য ইষ্টিষিণা। ৮২

রক্তমাল্যানি ন ধার্য্যাঃ কাঞ্চনং ন ধার্য্যং তু পাণ্ডুরে। ৮৩

বর্জয়িত্বা তু কমলং তথা কুসুমং প্রভো। ৮৩

রক্তং শিরসি ধার্য্যং তু তথা বাসোঽমিত্যপি।
কাঞ্চনীরপি মালা বা ন সা দুষ্যতি কর্হিচিৎ। ৮৪

স্নাতস্য বর্জয়েৎ নিত্যমাত্মনঃ স্নাত্বা বিলাপনে।

বিপর্য্যয়ং ন কুর্বীত বাসসো বুদ্ধিমান্ নরঃ। ৮৫

তথা নানাবৃতং ধার্য্যং ন চাপমলমেব চ।

অন্যত্রেব ভবেদ্ বাসঃ পরনীয়ে নরোত্তম। ৮৬

অন্যদ্ বৃথাসু সেবানর্চ্চাস্বন্যদন্যত্রেব চ।

শ্রিয়ভূ-চন্দনাভ্যাঞ্চ [ইত্যেব তত্রেব চ। ৮৭

পৃথগেবাঙ্গুলিস্পৃষ্টং কেসরেণ চ বুদ্ধিমান্।

উপবাসক কুর্বীত স্নাত্বা শুচিরকল্মষঃ। ৮৮

পর্ব্বকালেষু সর্বেষু ব্রহ্মচারী সদা ভবেৎ।

সমানমেকপাত্রে তু ভুঞ্জোয়াতাং জনেশ্বর। ৮৯

নাপীড়ান্ন পরিস্রুতং ভক্ষয়ীত কদাচন।

তথা নোদ্বর্তনাদ্যানি প্রেক্ষতে নাপ্রথাং চ যঃ। ৯০

ন সান্নিকৃষ্টে মেধাবী নাতুষ্টে ন চ সংস্থ চ।

প্রতিষিদ্ধান্ ন ধর্ম্মেষু ভক্ষান্ ভুঞ্জীত পৃষ্টবঃ। ৯১

পিপ্পলক ঘটং চৈব শয়নাসনং ভবেৎ চ।

উদ্ধরেৎ ন খাদেচ্চ তলার্থী পুরুষোত্তম। ৯২

ন শাণৌ ভবনং বিদ্বান্ প্রাপ্নুয়াচ্চ কদাচন।

ক্ষপিতক্ষুন্ ন ভুঞ্জীত বৃথা স্নাস্যক বর্জয়েৎ। ৯৩

সায়ংপ্রাতশ্চ ভুঞ্জীত নান্তরালে সমাহিতঃ।

বালেন তু ন ভুঞ্জীত পরব্রাহ্মণ তাবৎ চ। ৯৪

অপ্রসন্ন হন, তবে নর্দমা যার তার ওপর তাহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে। ৮০

গুরু যদি প্রতিকূল আচরণও করেন তবে তাঁহার সম্বন্ধে উত্তম আচরণই করিয়া যাইবে; কারণ, গুরুনিন্দা মানুষের আয়ুকে হত করিয়া দেয়,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৮১

নিজের বিভুতাবী মানুষ গুরু হইতে দূরে যাইয়া প্রস্রাব করিবে, দূরেই পাদধৌত করিবে এবং দূরেই উচ্ছিষ্ট পরিত্যাগ করিবে। ৮২

প্রভো! বিদ্বান্ পুরুষগণ রক্ত পুষ্পের মালা ধারণ করিবে না, শ্বেতপুষ্পের মালাই ধারণ করিবেন কিন্তু যে নিজে লালপদ্ম, কুমুদ(উৎপল) আদি করিয়া মালিতে হইবে অর্থাৎ পদ্ম ও কুমুদের মালা ধারণ করা চলিবে। ৮৩

রক্তবর্ণের পুষ্প ও রক্তজাত পুষ্প মস্তকে ধারণ করিতে হইবে। অর্থের মালা পরিধান করিলেও কখনও অশুভ হয় না। ৮৪

প্রজানাথ! স্নানের পর মানুষের নিজের ললাটে তিলকচন্দন লেপন করা উচিত। বুদ্ধিমান মানুষ কখনও নিজের বস্ত্রের বৈপরীত্য করিবেন না অর্থাৎ উত্তরীয় বস্ত্রকে অধোবস্ত্রের স্থানে এবং অধোবস্ত্রকে উত্তরীয়ের স্থানে পরিধান করিবেন না। ৮৫

নরশ্রেষ্ঠ! অপরের পরিহিত বস্ত্র পরিধান করিবে না। যাহার পরে নাই হইয়া গিয়াছে, এরূপ বস্ত্রও পরিধান করিবে না। পরন্তু করিবার জন্য পৃথক বস্ত্র থাকা আবশ্যক। স্নানপথে পরিধান করিবার সময় এক বস্ত্র এবং দেবতাগণের পূজা করিবার সময় শুদ্ধ বস্ত্র রাখিতে হইবে। ৮৬-৮৭

বৃদ্ধিমান্ মানুষ শ্রিয়ঃ, চন্দন, শিব, তণ্ডুল ও কেসরের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ নিজের দেহে অঙ্গরেখন করিবেন। ৮৭-৮৮

মানুষ সমস্ত পর্ব্বকালেই স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া বস্ত্র ও আভরণে বিভূষিত হইয়া উপবাস করিবে এবং পর্ব্বকালে সর্বদা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। ৮৮-৮৯

জনেশ্বর! তাহারই সহিত একপাত্রে ভোজন করিবে না। যে অন্নকে হস্তদ্বারা টিপিয়া পেষণের দ্বারা দূষিত করিয়া দিয়াছে, সেরূপ অন্ন কখনও ভোজন করিবে না এবং যাহা হইতে সার পদার্থ নিঃসারণ করিয়া লওয়া হইয়াছে, এরূপ খাদ্যও ভোজন করিবে না। যে অন্নকে অন্য ব্যক্তি দোলুপ দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, সেই অন্ন তাহাকে না দিয়া ভক্ষণ করিবে না। ৮৯-৯০

বুদ্ধিমান্ মানুষ কোনও অপরিচ্ছন্ন মানুষের নিকট অথবা সংপুরুষগণের সম্মুখে বসিয়া ভোজন করিবেন না। ধর্মকার্য্যে যাহার নিষেধ করা হইয়াছে, এরূপ খাদ্য হত খাইবে না এবং সকালের পরেও খাইবে না। ৯

নিজের কল্যাণকামী শ্রেষ্ঠ পুরুষ অম্বষ্ঠ, ঘট ও উদুম্বর (ডুমুর) বৃক্ষ এবং শণখাদ্য ভোজন করিবেন না। ৯১

বিদ্বান্ মানুষ হাতে লইয়া খাইবেন না। রাত্রিতে দধি ও ছাতু খাইবেন না। বৃথা (অনিয়মিত) স্নান অথবা বস্ত্র, তাহাকে বর্জন করিবেন। ৯৩

প্রতিদিন প্রাতঃকালে (দিনের বেলায়) ও সায়ংকালে (রাত্রিতে) একাগ্রচিত্ত হইয়া ভোজন করিবে। মধ্যে আর

যাগ্‌যজ্ঞো নৈকবর্ণস্তু নাসীদ্বিপ্রঃ কদাচন
ভূমৌ সর্বেষু বাস্তীর্য়াস্তাসীনো ন পঙ্‌ক্তয়ং ॥ ৯৪
ভোজয়েদ্বর প্রধান্যায়ত্তা ধিষ্ণ্যা বিধীয়তে
পশ্চাদ্ ভূতেভ্য মেবাদৌ ন চাপাত্মনমা নরঃ ॥ ৯৬
সমানমেকপঙ্‌ক্ত্যাং তু ভোক্তব্যমমৃত নারুধম্।
বিষমা হ্যাত্মনঃ ভুক্তে যোঽন্নমগ্রায় মুদ্ধজনে ॥ ৯৭
পানীয়ং পায়সং সক্তূন্ দধি-পিণ্ডমথাপি বা
নিয়তং শেষমত্তব্যা ন প্রদেয়ঃ তু কস্যচিৎ ॥ ৯৮
ভূঞ্জানো মনুজব্যাঘ্র নৈব পশ্যা সরাচরেৎ।
দধি চাপ্যনুপানার্থং নৈব কর্তব্যা ভবার্থিনা ॥ ৯৯
আচম্য নৈত্যভোজ্যেন পরিস্রাব্য তথোদকম্।
অমূর্তঃ চরণস্যাথ দক্ষিণস্যাবসেচয়েৎ ॥ ১০০
পাণিং মূর্ধি সমাধায় স্পৃষ্ট্বা চাক্ষি সমাহিতঃ।

জাতিশ্রৈষ্ঠ্যমবাপ্নোতি প্রাণোপক্রমণাদ্ নরঃ ॥ ১০১
অস্থি, প্রাণান্ সমাশ্রিত্য নাস্তি পানিষ্বলে তথা।
স্পৃষ্টশ্চৈব প্রতিষ্ঠেত ন চাপ্যাত্মেন পাণিনা ॥ ১০২
অমূর্তভাস্তরালে চ ব্রাহ্মং তীর্থমুদাহৃতম্
কনিষ্ঠিকাং পশ্চাৎ তু দেবতীর্থমুদোচ্যতে ॥ ১০৩
অমূর্তশ্চ দ্বয়ো প্রদেশিন্যাশ্চ তলয়ো
স্তেন পিত্র্যাণি কর্মাণি স্পৃষ্টান্যেন যাবতঃ সদা ॥ ১০৪
পরাপবায়ং ন ব্রুয়াদ্বাপ্যপ্রিয়ং সমাচরেৎ।
ন মন্যুঃ কস্যচিদ্‌গাত্রঃ পুরুষেণ ভবার্থিনা ॥ ১০৫
পতিতৈস্তু কথাং নৈব্রেদ্ দর্শনঞ্চ বিবর্জয়েৎ
সাসর্পঞ্চ ন গচ্ছেত্ত ন্যগ্‌ভূমৌ বর্জয়েত্ত সদা ॥ ১০৬
ন দিবা মৈথুনং গচ্ছেন্ন কন্যাং ন চ যন্ত্রকাম্
ন চাপ্যাত্মানং স্থিরং গচ্ছেত্ত ন্যগ্‌ভূমিং বর্জয়েত্ত সদা ॥ ১০৭

কোনও কিছু ভোজন করিবে না। যে ঘরে কেহ পতিত হইয়াছে, তাহা থাকিবে না এবং পঙ্‌ক্তির মাঝে কখনও আর গ্রহণ করিবে না। ৯৪

ভোজনের সময় মৌন হইয়া থাকিবে। একটি বস্ত্র বাহন করিয়া অথবা পথন করিয়া কখনও ভোজন করিবে না। ভোজ্য বস্তুকে ভূমিতে রাখিয়া কদাপি ভোজন করিবে না। ভক্ষ্যদানে থাকিয়া বা কথাবার্তা বলিতে বলিতে কখনও ভোজন করিবে না। ৯৫

প্রজানাথ! বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রথমে অগ্নিদিকে অন্ন ও জল দিয়া পরে স্বয়ং একাগ্রচিত্ত হইয়া ভোজন করিবেন। ৯৬

নরেশ্বর! এজন্যই বলিয়া মনুষ্যের এক সমান ভোজন করাই উচিত। যে ব্যক্তি নিজের সুস্বাদু অন্নকে না দিয়া স্বয়ং একাকীই ভোজন করে, সেই ব্যক্তি ঘৃণাহত বিষই ভোজন করিয়া থাকে। ৯৭

জল, পায়স, ছাতু, দধি, ঘৃত ও মধু—এই সব ত্যাগ করিয়া অন্য কোন পদার্থসমূহের অবশিষ্ট ভাগ অন্য কাহাকেও দিবে না। ৯৮

মানুষশ্রেষ্ঠ! ভোজন করিবার সময় ভোজনবিষয়ে কোনরূপ চেষ্টা করিবে না এবং নিজের হিতকামী পুরুষের ভোজনের দেখে দধি ভোজন করা উচিত নয়। ৯৯

ভোজন করিবার পর আচমন করিয়া একবারে জল অলোড়ন করিবে। (কিংবা ধুয়া করিয়া মুখ ধৌত করিবে।) এক হস্তের দ্বারা দক্ষিণ পায়ের অঙ্গুষ্ঠের উপর দিয়া জল সেক করিবে।

তারপর প্রাণোপক্রমণ দ্বারা একাগ্রচিত্ত হইয়া নিজের হস্তকে মস্তকে রাখিবে, অনন্তর অঙ্গুলিসমূহের মধ্যে দ্বারা স্পর্শ করিবে। এরূপ করিলে পর সেই ব্রাহ্মণ জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়।

ঈশ্বর পর জলের দ্বারা চক্ষু, নাসিকাদি ইন্দ্রিয়গণ এবং নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া দুই হস্তের অগ্রভাগে ধৌত করিবে। ধৌত করিবার পর আর্দ্র হস্তেই থাকিবে না অর্থাৎ গামছা প্রভৃতি দ্বারা মুছিয়া হস্তকে শুষ্ক করিয়া দিবে।

অঙ্গুষ্ঠের অন্তরাল মূলস্থান হইতে ব্রাহ্মতীর্থ বলে, কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলিসমূহের পশ্চাদ্ভাগ (অগ্রভাগ হইতে দেবতীর্থ বলে। ১০৩

ভারত! অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যভাগকে পিতৃতীর্থ বলা হয়। ঈহার দ্বারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে জল লইয়া সদা পিতৃকার্য করিবে। ১০৪

নিজের পিতামাতাকে মরণ অপরের নিন্দা ও অপ্রিয় বাক্য বলিবে না এবং কাহারও ক্রোধ দেখান উচিত নয়। ১০৫

পতিত মনুষ্যগণের সহিত বার্তালাপের চেষ্টা করিবে না। তাহাদের দর্শনও ত্যাগ করিবে এবং তাহাদের সম্পর্কে কখনও যাইবে না। এরূপ করিলে মানুষ দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। ১০৬

দিনের বেলায় কখনও মৈথুন করিবে না। কুমারী কন্যা ও যুবতী স্ত্রীর সহিতও সম্ভোগ করিবে না। নিজের পত্নীর সহিতও

যে যে তীর্থে সমাচমা ব্রাহ্মো মন্ত্রানুকল্পিতে।
ত্রিঃ পীত্বাঽঽপো দ্বিঃ প্রমৃজ্য কৃতশৌচো ভবেন্নরঃ ॥১০৮
ইন্দ্রিয়াণি সকৃৎস্পৃশ্য দ্বিরভ্যুক্ষ্য চ মানবঃ।
মূর্ধানং শিরসা বৈষ্ণব বেদমূর্ধেন কর্ষণা ॥ ১০৯
ব্রাহ্মণার্থে চ যচ্ছৌচং তচ্ছ যে শৃণু কৌরব
পবিত্রকং হিতং চৈব তোক্তানুত্তরোত্তরা ॥ ১১০
সর্বশৌচেষু ব্রাহ্মণে তীর্থেন সমুপস্পৃশেৎ।
নিষ্ঠীব্য বা তথা কৃত্বা স্পৃষ্ট্বাপো বি ত্বরিতঃ ভবেৎ ॥ ১১১
বৃদ্ধো জ্ঞাতিস্তথা মিত্রং দরিদ্রো যো ভবেদপি।
(কুলীনঃ পণ্ডিত ঋত্বি রক্ষ্যা নিত্যাঃ স্বশক্তিতঃ।)
গৃহে বাসয়িতব্যাস্তে যজমানানুমেন চ ॥ ১১২
গৃহে পাত্রাণ্যতা বস্ত্রাঃ শুক্লাস্ত্ব সপরিচ্ছদাঃ।
গৃহেষেতে ন পাপানা তথা বৈ তৈলপায়িকাঃ ॥ ১১৩
(দেবতা প্রতিমাঃ৯দর্শাস্তথা পুষ্পবল্লিকাঃ।

শুক্লাশ্চ জলং সুবর্ণঞ্চ রত্নং গৃহমঙ্গলম্ ॥)
উদ্দীপকাস্তু গৃহ্যাশ্চ কপোতা ভ্রমরাস্তথা
নিবিশেয়ুর্গৃহং যত্র শান্তিস্তত্র তথাঽঽঢ্যতে ॥
অমঙ্গল্যানি চৈতানি তথাক্রোশো মহাত্মনাম্ ॥ ১১৪
মহাত্মনোঽপ্যপক্রান্তান্ন তত্রস্থানি কর্হিচিৎ।
অগম্যাংশ্চ ন গচ্ছেত্তু রাজঃ পন্থাঃ সনীতয়ঃ ॥ ১১৫
বৈদ্যানাং বালবৃদ্ধানাং ভৃত্যানাঞ্চ যুধিষ্ঠির।
বন্ধূনাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ তথা পার্থিবকস্য চ ॥ ১১৬
সম্বন্ধিনাঞ্চ রাজেন্দ্র তথাঽঽঢ্যমুপদিশ্যতে মহৎ।
ব্রাহ্মণ-ক্ষপণিতাংশ্চ নিমিত্তা যান্নিবেশনম্ ॥ ১১৭
তত্রাবসেৎ সদা রাজ্ঞো তথার্থী মনুজেশ্বর
সন্ধ্যায়াং ন স্বপেন্ন রাজন্ বিদ্বান্ ন চ সমাচরেৎ ॥ ১১৮
ন ভুঞ্জীত চ মেধাবী তথাঽঽঢ্যে সন্তি মহৎ।
নক্তং ন কুর্যাৎ পিত্র্যাণি ভুক্ত্বা চৈব প্রসাধনম্ ॥ ১১৯

করণীয়তা না হওয়া পর্যন্ত সমাচমন করিবে না। ইহার দ্বারা বাহ্যশুদ্ধি লাভ করে। ১০৭

তার্য উপবিষ্ট হইলে পর নিজ মনে তীর্থে (ব্রাহ্মতীর্থে) আচমন করত তিন বার জল পান করিবে এবং দুইবার ওষ্ঠকে মার্জন করিবে—এরূপ করিলে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইয়া যায়। ১০৮

প্রথমে বেদোক্ত গায়ত্রীমন্ত্রকে একবার স্পর্শ করত তিনবার নিজের উপর জল অভ্যুক্ষণ করিয়া বেদোক্ত বিধি অনুসারে বেদমন্ত্র ও শিরঃকর্ম করিবে। ১০৯

কুরুনন্দন! এখন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ তোজনাধিরত অন্যে যে পবিত্র এবং হিতকারক শৌচের বিধান আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১১০

সর্বপ্রকার শৌচকর্ম কালে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মতীর্থে আচমন করিতে হইবে। থুথু ফেলা ও হাঁচিবার পর জলের স্পর্শ (আচমন) করিলে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইবেন। ১১১

বৃদ্ধ জ্ঞাতি, দরিদ্র মিত্র ও কুলীন পণ্ডিত যাহ নির্ধন হন, তবে তাঁহাকে যথাশক্তি রক্ষা করিতে হইবে। ইহাদিগকে গৃহে বাস করাইবে। তাহাতে ধন ও আয়ুর বৃদ্ধি হইবে। ১১২

পরাবসথ (পাত্রাদি), শুক্ল ও নবীন প্রচ্ছাদ বস্ত্রদ্বয় গৃহে বাস অভ্যুদয়কারী ও মঙ্গলময়। ইহারা তৈলপায়িক পাত্রগণের ন্যায় অমঙ্গলকারী হয় না। দেবপ্রতিমা, দর্পণ, চন্দন, পুষ্পলতা, শুক্ল জল, স্বর্ণ ও রৌপ্য—এই সব বস্তু গৃহে রাখা মঙ্গলকারক। ১১৩

উদ্দীপক (যন্ত্র বিশেষ) পক্ষিনি, কপোত (বড় পায়রা) ও ভ্রমরাদি পক্ষীরা যদি কখনও গৃহে আসে, তবে তাহার শুভ শান্তি করাইতে হইবে। মহাত্মা পুরুষগণের নিকট হইতে মানুষের অকল্যাণকারিতা হয়। ১১৪

মহাত্মা পুরুষগণের গুণ কথা কোথাও কোনরূপে প্রকাশ করিবে না। পক্ষীদের সঙ্গে অগম্যা, তাহাদের সহিত কখনও সমাগম করিবে না। রাজার পন্থা ও সচিবগণের নিকটেও কখনও যাইবে না। ১১৫

রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির! বৈদ্য, বালক, বৃদ্ধ, ভৃত্য, বন্ধু, ব্রাহ্মণ, ধনশালী ও সম্বন্ধিগণের স্ত্রীর পার্শ্বেও কখনও যাইবে না। এরূপ করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয়। ১১৬½

নরনাথ! নিজের হিতাভিলাষী বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণের দ্বারা বাস্তুপূজাপূর্বক আরম্ভ করাইয়া স্বগৃহে (উত্তম গৃহনির্মাণকারী শিল্পীর) দ্বারা নির্মিত গৃহে সন্ধ্যা বাস করিবেন। ১১৭½

রাজন্! বুদ্ধিমান্ পুরুষ সায়ংকালে গোধূলিবেলায় শয়ন করিবেন না, বিদ্বান্ হইয়া কখনও না এবং কোনও কিছু ভোজন করিবেন না। এরূপ করিলে দীর্ঘ আয়ু লাভ হয়। ১১৮½

নিজের কল্যাণকামী পুরুষ রাত্রিতে স্নান করিবে না। ভোজন করিয়া কেশসমূহের সংস্কার (কৌরকর্ম)-ও করিবে না এবং রাত্রিতে জলের দ্বারা স্নান করিবে না। ১১৯½

পানীয়সা ক্রিয়া নক্তং ন কার্য্যা কৃতিমিচ্ছতা।
বর্জনীয়াস্ত্বেব নিত্যং সক্তবো নিশি ভারত ॥ ১০
যেষাদি চৈব পানানি পায়ীয়ঃ চাপি ভেজনে।
মৌহিত্যং ন চ কর্ত্তব্যং রাত্রৌ ন চ সমাচরেৎ ॥১২১
দ্বিজশ্রেষ্ঠ ন কুর্বীত ক্ষুদ্রং ন চ সমাচরেৎ।
মহাকুলে প্রসূতাঞ্চ প্রশস্তাং লক্ষণৈস্তথা ॥ ১২২
বয়ঃস্থাঞ্চ মহাপ্রাজ্ঞ কন্যামাবোঢুমর্হতি
অপত্যমুৎপাদ্য ততঃ প্রতিষ্ঠাপ্য কুলে তথা ॥ ১২৩
পুত্রাঃ প্রেত্য হ্যানেন্ধু কুলধর্ম্মেষু ভারত।
কন্যা চোৎপাদ্য ধাতব্যা কুলপুত্রায় ধীমতে ॥ ১২৪
পুত্রা নিবেদ্যাশ্চ কুলায় কন্যা দত্ত্বা প্রজাশ্চ ভারত
পিতৃণামৃতেঽথ কুর্বীত দৈবং পিত্র্যমথাপি চ ॥ ১২৫
নক্ষত্রে ন চ কুর্বীত যস্মিন জাতো ভবেন্নরঃ।
ন প্রোষ্ঠপদয়োঃ কার্য্যং তথারেবতে চ ভারত ॥ ১২৬

যে ভারত! রাত্রিতে চণক খাওয়া সর্ব্বতোভাবে বর্জন করিবে। অন্নভোজনের পর যে পানযোগ্য পদার্থ ও জল অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও পরিত্যাগ করিবে। ১০-১

রাত্রিতে দধি আর্দ্রভোজন করিবে না এবং অন্নভক্ষেও আর্দ্র ভোজন করাইবে না। পক্ষিদধি করিবে না, পক্ষির মাংস ভোজন করিলেও নিজে পক্ষিদধি করিবে না। ১২১

যে শ্রেষ্ঠ কুলে উৎপন্ন হইয়াছে, উত্তম লক্ষণসমূহে প্রশংসিত বিবাহযোগ্যা বয়সপ্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ কুলজা কন্যাকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিবাহ করিবে। ১২২-১২৩

ভারত! তাহার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া নিজের বংশপরম্পরাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং জ্ঞান ও কুলধর্ম্মের শিক্ষা পাইবার জন্য পুত্রগণকে ওরূপ মাতার নিকটে পাঠাইয়া দিবে। ১২৩-১২৪

ভারত! যদি কন্যা উৎপাদন করে, তবে বুদ্ধিমান্ ও কুলীন বরের সহিত তাহার বিবাহ দিবে। পুত্রের বিবাহের উত্তম কুলের কন্যার সহিতই দিবে এবং কন্যাও উত্তমকুলের বরকেই করিবে। ১২৪-১২৫

ভরতবংশের যুধিষ্ঠির! যত্নের সহিত জ্ঞান করিয়া দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য করিবে। যে নক্ষত্রে নিজের জন্ম হইয়াছে, ঐখানে এবং পূর্ব্বা ও উত্তরা এই দুই ভাদ্রপদা নক্ষত্রে তথা কৃত্তিকা নক্ষত্রেও জ্ঞান করিবে না। ১২৫-১২৬

(অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ও মূলানি। সমস্ত রাক্ষস নক্ষত্রে এবং

ধারুণেষু চ সর্বেষু প্রত্যারিক বিবর্জয়েৎ।
জ্যোতিষে যানি চোক্তানি তানি সর্বাণি বর্জয়েৎ ॥১২৭
প্রাজ্ঞঃ বুধঃ শুক্লকর্ম্মাণি কারয়েৎ সুসমাহিতঃ
উত্তরে বুধো বা রাজেন্দ্র তথারুর্দ্ধস্তে মহৎ ॥ ১২৮
(সন্ধ্যা গুরুণা বৃদ্ধারা কুলস্ত্রীণাং বিশেষতঃ।)
পারিবাদ্যং ন চ ব্রূয়াদ্ ন্যায়েনাপ্যনলঙ্কৃতঃ।
পরিবাদো হ্যবর্ষীয়ান্ প্রোচ্যতে ভরতর্ষভ ॥ ১২৯
বর্জয়েদ্ ব্যাধিতাং নারীং তথা কন্যাং নরোত্তম।
সমার্ষাং ব্যাধিতাং চৈব মাতুঃ স্বকুলজাং তথা ॥ ১৩০
বৃদ্ধাং প্রব্রজিতাং চৈব ভৈষিং চ পতিব্রতাম্।
তথা বিকৃষ্টবর্ণাঞ্চ বর্ণোৎকৃষ্টাঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ১৩১
অযোনিং বিযোনিঞ্চ * সঙ্কেত্য বিচক্ষণঃ
পিতৃণাং কৃত্তিনীং নাড়ীং ন দুষ্যেচ্চ মহীপতি ॥ ১৩২

প্রত্যারিতারাকেও† ত্যাগ বর্জন করিবে। সারাংশ এই যে, জ্যোতিষশাস্ত্রে যে যে নক্ষত্রে ত্যাগ করা নিষিদ্ধ আছে, সেই সব নক্ষত্রে দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য করিবে না। ১২৭

রাজেন্দ্র! মানুষ একাগ্রচিত্ত হইয়া পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে মুখ করিয়া শুভকার্য্য (বাড়ি নির্ম্মাণ) করাইবে। এরূপ করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয়। ১২৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! সংপুরুষ, গুরুজন, বৃদ্ধ ও বিশেষতঃ কুলাঙ্গনাগণের, অন্ধ লোকদিগের ও নিজের নিন্দা করিবে না, কারণ, নিন্দা করা অবশ্যই হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১২৯

নরোত্তম! যে কন্যা কোনও অঙ্গহীনা অথবা যে অধিকাঙ্গবিশিষ্টা, যাহার গোত্র ও প্রবর নিজেরই সমান এবং যে মাতার কুলে (মাতামহবংশে) উৎপন্না হইয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিবে না। ১৩০

যে স্ত্রী বৃদ্ধা, সন্ন্যাসিনী, পতিব্রতা, নীচবর্ণজাতা ও উচ্চবর্ণসম্ভূতা, তাহাদের সম্পর্ক বর্জন করিবে। ১৩১

যাহার যোনি অর্থাৎ কুলের কোনও পরিচয় পাওয়া যাইবে না এবং যে নীচকুলে উৎপন্না, তাহার সহিত বিদ্বান্ পুরুষ সমাগম

* নিজের জন্মনক্ষত্র হইতে বর্ত্তমান নক্ষত্র পর্য্যন্ত গণনা করিবে। গণনায় পর পর যত সংখ্যা হইবে, তাহাকে নয় দিয়া ভাগ করিবে, যদি ঐখানে পাঁচ অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই দিনের নক্ষত্রকে 'প্রত্যরি তারা' বলিয়া জানিবে।

অপাত্রারিকুলে ভার্যা নিত্যোনাঃ চাপি বর্জয়েৎ।
দ্বিরিণাক কুলে ভার্যা অধিবা যদুজেশ্বর ॥১৩৩
লক্ষণৈরন্বিতা বা চ প্রশস্তা যা চ লক্ষণৈঃ।
মনোজ্ঞা বর্ণনীয়াশ্চ তাং ভবান বোদ্ধুমর্হতি ॥ ১৩৪
মহাকুলে বিবেষ্টব্যা মহাংশ বা যুধিষ্ঠির।
অবরা পতিতা চৈব ন গ্রাহ্যা কৃতিমিচ্ছতা ॥ ১৩৫
অস্ত্রীসংপ্রয়ে যত্নঃ ক্রিয়া সুবিহিতাশ্চ যাঃ।
যেষে চ ব্রাহ্মণৈঃ প্রোক্তাস্তাশ্চ সর্বাঃ সমাচরেৎ ॥১৩৬
ন চৈবাং স্ত্রীষু কর্তব্যা রক্ষা দারাশ্চ সর্বশঃ।
অনাবৃত্তা ভবেদ্যোষা তস্মাদেবাং বিশেষতঃ ॥ ১৩৭
অনাবৃত্তা দিবা যত্নঃ রথ্যাস্বাসিতশায়িতা।
গ্রামে নিশায়াশ্চ তথা নৈবোচ্ছিষ্টাঃ কথঞ্চি চৈব ॥ ১৩৮
পায়সাদ্যৈরনাবৃত্তঃ ব্রাহ্মিতোক্ষিতো তথা।
ভবতো বৈ ন কর্তব্যমন্যাসৈশ্চৈব ভারত ॥ ১৩৯

সন্ধ্যায়াঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন স্বাধ্যে তথা পথে
প্রবতন্ত ভবেৎ তস্যাঃ ন চ কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ ॥ ১৪০
ব্রাহ্মণান্ পূজয়েচ্চাপি তথা গাঙ্কা নরাধিপ
দেবাংশ্চ পূর্বমেবং স্যাতো গুরূংশ্চাপ্যভিবাদয়েৎ ॥ ১৪১
অনিমন্ত্রিতো ন গচ্ছেত যজ্ঞা গচ্ছেত্ত সর্বশঃ
অনর্চিতে জ্বলাবৃত্তা গমনং তত্র বর্জয়েৎ ॥ ৪১
ন চৈকেন পরিব্রজ্যাং ন গন্তব্যা তথা নিশি
অনাগতায়াং সন্ধ্যায়াং পশ্চিমায়াং পূর্বে বয়সে ॥ ১৪৩
বাতুঃ পিতুর্গুরূণাঞ্চ কার্যমেষামনুশাসনম্
হিতঞ্চাপ্যহিতঞ্চাপি ন বিচার্যং নরর্ষভ ॥১৪৪
বয়সেবে চ যেষে চ বয়ঃ কার্যো নরাধিপ।
হস্তিপৃষ্ঠেঽশ্বপৃষ্ঠে চ রথ্যাস্বাযুশ্চ চৈব চ ॥ ৪৫
বয়স্যান্ ভব রাজেন্দ্র বয়স্যান্ সুখমেধতে।
অপ্রবৃত্তঞ্চ শত্রবো ভক্তানো ভজনস্য চ ॥ ১৪৬

করিবেন না। যুধিষ্ঠির! যাহার দেহের ঘর্ম শীত এবং যে কুষ্ঠ রোগগ্রস্তা, তাহার সহিত তুমি বিবাহ করিবে না ॥ ১৩২

নরনাথ! যে দুষ্টরোগে দূষিত কুলে জন্মিয়াছে, যে নীচবর্ণ জাতা, যাহার দেহে রোম অধিকতর এবং যে ব্রাহ্মণদিগের রোষে আক্রান্ত হইয়াছে কুলে তাহাকেও গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকেও বর্জন করিবে ॥ ১৩৩

যে উভয় লক্ষণসম্পন্না, শ্রেষ্ঠ আচরণসম্পন্নের দ্বারা প্রশংসিতা, মনোহারিণী ও বর্ণনীয়া, তাহাকে তুমি বিবাহ করিবে ॥ ১৩৪

যুধিষ্ঠির! নিজের কন্যাদানকারী পুরুষের নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সমানকুলে জাত কন্যার সহিত বিবাহ করা উচিত। নীচকুলজাতা ও পতিতা কন্যার পাণিগ্রহণ করা কদাপি উচিত নয় ॥ ১৩৫

(অগ্নী-স্থাপনের দ্বারা) অগ্নির উৎপাদন এবং স্থাপন করত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা অধিক সম্পূর্ণ বেদবিহিত ক্রিয়াসমূহের যজ্ঞসম্ভারের আহরণ করা কর্তব্য ॥ ১৩৬

ক্ষত্রিয়ের উপর ঈর্ষা করা উচিত নয়। সর্বতোভাবে নিজের ক্ষীতে তুষ্ট করা কর্তব্য। ঈর্ষা করিলে আয়ু ক্ষীণ হয়। সেইজন্য ঈর্ষাকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৩৭

দিবসে এবং সূর্যোদয়ের সময় নিদ্রা (শয়ন) আয়ুকে ক্ষীণ করে। প্রাতঃকালে এবং রাত্রির আরম্ভে শয়ন করা উচিত নয়। উভয় সন্ধ্যাকালে অপবিত্র হইয়া শয়ন করিবে না ॥ ১৩৮

পায়সাদির সহিত ব্রাহ্মিতায় করা এবং অপবিত্র হইয়া ভোজনকরা

করিবে না ॥ ১৩৯

সন্ধ্যাকালে ন ভুঞ্জীত ন স্বাধ্যায়ে তথা পথে
প্রবতন্ত ভবেৎ তস্যাঃ ন চ কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ ॥ ১৪০

ব্রাহ্মণান্ পূজয়েচ্চাপি তথা গাঙ্কা নরাধিপ
দেবাংশ্চ পূর্বমেবং স্যাতো গুরূংশ্চাপ্যভিবাদয়েৎ ॥ ১৪১

অনিমন্ত্রিতো ন গচ্ছেত যজ্ঞা গচ্ছেত্ত সর্বশঃ
অনর্চিতে জ্বলাবৃত্তা গমনং তত্র বর্জয়েৎ ॥ ৪১

ন চৈকেন পরিব্রজ্যাং ন গন্তব্যা তথা নিশি
অনাগতায়াং সন্ধ্যায়াং পশ্চিমায়াং পূর্বে বয়সে ॥ ১৪৩

বাতুঃ পিতুর্গুরূণাঞ্চ কার্যমেষামনুশাসনম্
হিতঞ্চাপ্যহিতঞ্চাপি ন বিচার্যং নরর্ষভ ॥১৪৪

বয়সেবে চ যেষে চ বয়ঃ কার্যো নরাধিপ।
হস্তিপৃষ্ঠেঽশ্বপৃষ্ঠে চ রথ্যাস্বাযুশ্চ চৈব চ ॥ ৪৫

বয়স্যান্ ভব রাজেন্দ্র বয়স্যান্ সুখমেধতে।
অপ্রবৃত্তঞ্চ শত্রবো ভক্তানো ভজনস্য চ ॥ ১৪৬

করানও আবশ্যক হয় ॥ আহুত। অপবিত্র অবস্থায় বেদাধ্যয়ন যজ্ঞসম্ভারে ভাগ গ্রহণ কর্তব্য ॥ ১৩৯

সন্ধ্যাকালে স্নান, ভোজন ও স্বাধ্যায় করিবে না এই সময় শুচিতর হইয়া ধ্যান ও উপাসনা করা উচিত অন্য কোন কার্য করাও এই সময় উচিত নয় ॥ ১৪০

নরাধিপ! ব্রাহ্মণগণের পূজা, দেবতাদিগের নমস্কার এবং গুরুজনবর্গের প্রণাম স্নানের পরই করা কর্তব্য ॥ ১৪১

নিমন্ত্রিত না হইয়া কোথাও যাইবে না কিন্তু যজ্ঞস্থলে অন্য কিনা নিমন্ত্রণেও গমন করিবে। তাহাতে বেস্থানে নিজের সম্মান হইবে না, সেস্থানে যাইলে নিজের আয়ু ক্ষীণ হয় ॥ ১৪২

একাকী প্রবাসে যাওয়া এবং রাত্রিতে যাত্রা করা নিষিদ্ধ। যদি কোনও কার্যের জন্য বাহিরে যাইতে হয়, তবে সন্ধ্যা হইবার পূর্বেই পুরে ফিরিয়া আসা কর্তব্য ॥ ১৪৩

নরশ্রেষ্ঠ! মাতা-পিতা ও গুরুজনদের আজ্ঞা অবিলম্বে পালন করা কর্তব্য। ইঁহাদের আজ্ঞা হিতকর বা অহিতকর ইহার বিচার করা উচিত নয় ॥ ১৪৪

নরনাথ! ক্ষত্রিয়ের বয়সের ও বেগধারণের জন্য বয় করা কর্তব্য। রাজেন্দ্র! তুমি হস্তী অশ্বপৃষ্ঠে যান ও রথ পরিচালনা বিষয়ে নিপুণতা লাভ করিবার জন্য প্রযত্নশীল হও; কারণ, যুদ্ধপরায়ণ যাদব বৃষ্ণির সহিত তোমাকে বিরোধী হইতে হইবে। সেই ব্যক্তি শত্রু, ভজন ও ভৃত্যগণের পক্ষেও দুর্ধর্ষ হইয়া যায় ॥ ১৪৫-১৪৬

প্রজাপালনযুক্তস্য ন ক্ষতিঃ লভতে ক্বচিৎ
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তে জ্ঞেয়ঃ লক্ষণশ্রাদ্ধং তাবত্ত ॥ ১৪৭
গার্হস্থ্যশ্রাদ্ধং কথা: পত্নিজ্ঞেয়া নরাধিপ
পুরাণমিতিহাসাশ্চ তথাধ্যায়ানি যানি চ ॥ ১৪৮
দৈহাত্মনাশ্চ চরিতং শ্রোতব্যং নিত্যমেব তে।
(মাতাবাঃ মানবঃ কুর্যাদ্গ্রিশ্যাবাঃ নিক্ষনঃ তথা
গোব্রাহ্মণার্থে যুধ্যেত প্রাণাংশ্চি পরিত্যজেৎ :)
পত্নী রজস্বলা যা চ নাভিগচ্ছেন্ত চাহ্বয়েৎ ॥ ১৪৯
স্নাতা চতুর্থে দিবসে রাত্রৌ সঙ্গচ্ছেত্ বিচক্ষণঃ।
পঞ্চমে দিবসে নারী যজ্ঞেঽপি পুমান্ ভবেৎ ॥ ১৫০
এতেন বিধিনা পত্নীমুপগচ্ছেত্ত পণ্ডিতঃ।
জাতিসম্বন্ধিমিত্রাণি পূজনীয়ানি সর্বদা ॥ ১৫১
যষ্টব্যাশ্চ যথাশক্তি যজ্ঞৈর্বিধিবদক্ষিণৈঃ।
অত ঊর্ধ্বমতশ্চাপি সেবিতব্যা নরাধিপ ॥ ১৫২

এষ তে লক্ষণোদ্দেশ আনুপূর্ব্যেণ কীর্তিতঃ
শেষমৈহিত্রিকং বৃত্তং প্রত্যাহারো যুধিষ্ঠির ॥ ১৫৩
আচারো বৃত্তিজনন আচারঃ কীর্তিবর্ধনঃ
আচারাদ্ বর্ধতে জ্ঞানমাচারো ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ১৫৪
আগমানাং হি সর্বেষামাচারঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
আচারপ্রভবো ধর্মো ধর্মাদায়ুর্বিবর্ধতে ॥ ১৫৫
এতদ্ যঃ সদসুষ্ঠাতুঃ ধর্মাঃ সত্যস্যনা মহৎ।
অনুকম্প্যা সর্ববর্ণান্ ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্ ॥ ১৫৬
য ইমা শৃণুয়াদ্বিদ্বান্ যশ্চাপি পরিকীর্তয়েৎ।
স তত্তান্ প্রাপ্নুতে লোকান্ সদাচারব্রতাত্মপ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি আনুশাসনিকে
চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪

যে রাজা সর্বদা প্রজাপালনে তৎপর থাকেন, তিনি কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হন না। হে ভারত! তাঁহার বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও লক্ষণশ্রাদ্ধ এই উভয় শ্রাদ্ধের জ্ঞানলাভ করা উচিত ॥ ১৪৭

নরনাথ! গার্হস্থ্যশ্রাদ্ধ (সম্বন্ধে আর ও সমস্ত কথাসমূহের জানলাভ করাও তোমার উচিত। তোমার প্রতিদিন পুরাণ, ইতিহাস, উপাখ্যান ও মহাত্মাগণের চরিত্র শ্রবণ করা কর্তব্য ॥ ১৪৮

(রাজা মানবীয় পুত্রগণের সন্তান ও নিক্ষনীয় মনুষ্যগণের নিধন করিবেন। তিনি গো ও ব্রাহ্মণদিগের জন্য যুদ্ধ করিবেন। তাঁহাদের রক্ষার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে তিনি প্রাণও পরিত্যাগ করিবেন।)

নিজের পত্নীও যদি রজস্বলা হন, তাহা হইলে তাঁহার পার্শ্বে যাইবে না এবং তাঁহাকেও নিজের নিকট আহ্বান করিবে না। যখন চতুর্থ দিনে তিনি স্নান করিবেন, তখন রাত্রিতে বুদ্ধিমান্ মানুষ তাঁহার নিকটে যাইবেন। পঞ্চম দিনে গর্ভধান করিলে কন্যার উৎপত্তি হয় এবং ষষ্ঠ দিনে গর্ভধান করিলে পুত্রের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ নম রাত্রিতে গর্ভধানে পুত্র এবং বিষম রাত্রিতে গর্ভধানে কন্যার জন্ম হয় ॥ ১৪৯-১৫০

এই বিধি অনুসারে বিদ্বান্ পুরুষ পত্নীর সহিত সহবাস করিবেন। জাতি, সম্বন্ধী ও মিত্র—ইঁহাদের সকলকে সর্বপ্রকারে আদর-সৎকার করিবে ॥ ১৫১

নিজের শক্তি অনুসারে যথাবিধি দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিবে নরাধিপ। তৎপরে গার্হস্থ্য অবধি বন পর্যন্ত শেষ হইলে পর বানপ্রস্থের নিয়মসমূহ পালন করিতে করিতে বনে বাস করা কর্তব্য ॥ ১৫২

যুধিষ্ঠির! এইভাবে আমি তোমার নিকটে আনুবৃদ্ধিকারী নিয়মসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। যে সব বিষয় জানিতে অবশিষ্ট রহিল, তৎসমস্ত তুমি ভিন্ন বেদের জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবে ॥ ১৫৩

সদাচারই কল্যাণের জনক এবং সদাচারই কীর্তির বর্ধক। সদাচার হইতে আনু বৃদ্ধি হয় এবং সদাচার দুর্লক্ষণসমূহকে এই করিয়া দেয় ॥ ১৫৪

সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে সদাচারই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সদাচার হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হয় এবং ধর্ম হইতে আনু বর্ধিত হয় ॥ ১৫৫

পুরাকালে সমস্ত ঋষির লোকসমূহের প্রতি দয়া করিয়া ব্রহ্মা এই সদাচারের উপদেশ করিয়াছেন। এই সদাচার যশ, আনু ও ধর্ম প্রাপ্তিকারক এবং কল্যাণের পরম আধার ॥ ১৫৬

(হে নৃপ যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন ও বর্ণন করেন, তিনি সদাচার-ব্রতের প্রভাবে শুভ লোকসমূহে গমন করেন।)

শ্রীমদ্ব্যাসমুনি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে আনুশাসনিকের শ্রবণবর্ণন বিষয়ক চতুরধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[অজ্যেষ্ঠানুজবৃত্তান্তবর্ণনম্, ভ্রাতৃ-পিত্রাচার্য্যাদিগুরুজনানাং সৌহৃদবর্তনঞ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যথা জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠেষু বর্ত্তেত ভরতর্ষভ
কনিষ্ঠাশ্চ যথা জ্যেষ্ঠে বর্ত্তেরংস্তন্মে ব্রূহি যে। ১

ভীষ্ম উবাচ :

জ্যেষ্ঠবৎ ভাত বর্ত্তস্ব জ্যেষ্ঠোঽসি সততং ভবান্।
গুরোর্গরীয়সী বৃত্তির্মা ৮ পিত্র্যান্ত ভারত। ২

ন গুরাবকৃতপ্রজ্ঞে শক্যঃ শিষ্যেণ বর্ত্তিতুম্।
গুরোর্হি দৌর্বলিত্যং যৎ তদ্ধিতুস্তু ভারত। ৩

অতঃ স্যাদন্তরেলাতা অতঃ স্যাদপি বা যুবঃ।
পরিহারেণ তন্ন ব্রূয়াদ্ যন্তব্যাং স্যাদ্ বাভিক্রমঃ ৪৪

প্রত্যক্ষং ভিন্নদৃষ্টয়া ভেদয়েদ্ ধৃতং নরাঃ।
ক্রিয়াভিগুপ্তাঃ কৌন্তেয় ভেদকামাস্তথাযুধঃ। ৫

জ্যেষ্ঠঃ কুলং বর্দ্ধয়তি বিনাশয়তি বা পুনঃ
ধত্তে সর্বমপি জ্যেষ্ঠঃ কুলং যত্রাবজায়তে। ৬

অথ বো বিনিকুর্বীত জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা বরীয়সঃ
অজ্যেষ্ঠঃ স্যাদভাগশ্চ নিয়ম্যো রাজভিশ্চ সঃ। ৭

নিকৃতী হি নরো লোকান্ পাপান্ গচ্ছত্যসাধয়ন্।
বিদুলা সাধ তৎপুত্রা যোষা জনয়িতুঃ সুতম্। ৮

সর্বানর্থঃ কুলে যত্র জায়তে পাপপূরুষঃ
অকীর্তিঃ জনয়ত্যেব কীর্তির্যত্নবতীব চ। ৯

সর্বে চাপি বিকর্মস্থা ত্যাগং নার্হন্তি সোদরাঃ।
নাপ্রদাহ কনিষ্ঠেভ্যো জ্যেষ্ঠঃ কুর্যাত্ত যৌতকম্। ১০

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়

[জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পরস্পরের আচরণ বর্ণন এবং ভ্রাতা-পিতা, আচার্য্যাদি গুরুজনগণের সৌহৃদ বর্তন

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতর্ষভ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত কিরূপে আচরণ করিবেন? এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে? ইহা আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত ভরতসত্তম! তুমি নিজের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, অতএব তুমি সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় আচরণ করিবে। গুরু যেরূপ নিজের শিষ্যের প্রতি সৌহৃদযুক্ত ব্যবহার করেন, সেইরূপ ব্যবহারই জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিজের ভ্রাতৃগণের সহিত করা কর্ত্তব্য। ২

যদি গুরু অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকার অর্থাৎ অপরাধ না হয়, তবে শিষ্য বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাদের আজ্ঞার অধীন ব্যক্তিত্ব পারে না। ভারত! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি দীর্ঘসূত্রী হন, তবে কনিষ্ঠ ভ্রাতার দীর্ঘসূত্রী হইয়া থাকে। ৩

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সময়াচারে অজ্ঞ, ক্ষুদ্র ও বিষাদ হইবেন অর্থাৎ যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোনও অপরাধ করে, তবে তাহা দেখিয়াও দেখিবেন না, তাহা জানিয়াও না জানার ভাণ করিয়া থাকিবেন এবং তাহার সহিত এরূপ বিজ্ঞোচিত ব্যবহার করিবেন, যাহাতে কনিষ্ঠ ভ্রাতার অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়। ৪

যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রত্যক্ষরূপে অপরাধের লক্ষণ দেখেন, তবে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। আর যদি তিনি তাহাদের দুর্ব্যবহার লোকসমক্ষের মধ্যে প্রচার করিয়া দেন, তবে তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যাকারী শত্রু সমস্তেরা তাহাদের মধ্যে মতভেদ জন্মাইবার চেষ্টা করে। ৫

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজের ঔচিত্য নীতির দ্বারা বংশের উন্নতি-সাধন করিবেন কিন্তু যদি তিনি দুর্নীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি নিজেই হইয়া যান। যেমনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিচার দোষযুক্ত হইবে, সেমনে তিনি যে কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, নিজের সেই কুলকে কলঙ্কিত করিয়া থাকেন। ৬

যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত কুটিলতা পূর্ণ ব্যবহার করিবে, তাহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলা যায় না এবং সে জ্যেষ্ঠাংশ পাইবার অধিকারীও হইবে না। রাজগণের দ্বারা এরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দণ্ডযোগ্য হইয়া থাকে। ৭

কপটতাচারী মানব নিশ্চয়ই পাপময় লোকসমূহে (নরকে) গমন করে। তাহার জন্ম পিতার পক্ষে ঘোর পুণ্যের ভার নিষ্ফল বলিয়া কথিত হয়। ৮

যে কুলে পাপী পুরুষ জন্মগ্রহণ করে, সেই পাপী পুরুষ নিজের কুলের পক্ষে অনর্থের কারণ হইয়া থাকে। পাপাত্মা মানব কুলকে কলঙ্কিত করে এবং তাহার সুযশ নষ্ট করিয়া দেয়। ৯

যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও পাপকর্ম্মে লিপ্ত থাকে, তবে তাহারা পৈতৃক ধনের ভাগ পাইবার অধিকারী হয় না। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে তাহাদের ঔচিত্য ভাগ না দিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ গ্রহণ করিবে না। ১০

7 AU 1975

ধীর নিত্য সমাহিত ভাগবতগণ উচ্চলোকে সর্ব্বগত বাসুদেব আমাকে সকল স্থানে পেয়ে শরীর ত্যাগের সময় সর্ব্বস্বরূপ আমাকেই প্রবিষ্ট হন। যেমন প্রবহমানা নদীসমূহ নামরূপ পরিত্যাগ ক'রে সমুদ্রের সহিত একীভূত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও নামরূপ হ'তে বিমুক্ত হ'য়ে পরাৎপর স্বপ্রকাশ পুরুষোত্তম আমাকে প্রাপ্ত হয়। যে কোন ব্যক্তি পরমব্রহ্ম আমাকে বিদিত হন—তিনি ব্রহ্মই হন; তাঁর কুলে অব্রহ্মবিৎ কেহ হয় না, তিনি শোক হ'তে উত্তীর্ণ হন, তিনি পাপ অতিক্রম করেন, হৃদয়গ্রন্থি অবিদ্যা-প্রসূত সকল হ'তে বিশেষরূপে মুক্ত হ'য়ে অমৃত হন। মানুষ দেহ ধারণ করে আমাকে পাবার জন্য, যতদিন না আমাকে প্রাপ্ত হয়, ততদিন তার যাতায়াত নিবৃত্তি হয় না, আমিই সকল সাজে সেজে লীলা ক'রছি, আমি ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় বস্তু আর কিছু নাই। আমি সাগর, আমাতে জগদ্রূপ তরঙ্গ সকল উঠে খেলা করে, আবার বিলীন হয়। আদি অন্তে ও মধ্যে একমাত্র আমিই আছি। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ আমার অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পারে, ততদিন যে পরমপুরুষ আমাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। আমাকে পাবার উপায় তপস্যা, তপস্যা দ্বারা পাপ সকল দূরীভূত হ'লে সত্ত্বগুণ লাভ হয়, সত্ত্বগুণ লাভ হ'লে সঙ্কল্প-বিকল্পকারী চঞ্চল মনকে স্থির-শান্ত-মনরূপে প্রাপ্ত হয়, সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা আমাকে পায়, আমাকে পাবার পর আর কিছু পাবার থাকে না। যে ব্যক্তি শাস্ত্রে আমাকে পাবার উপায় যা ব'লেছি সেরূপ অবলম্বন করে, আমি তার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে তাকে দর্শন দান করি, তার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করত বাসনাবিহীন ক'রে থাকি, তার বাসনাশূন্য অন্তঃকরণ আমার চিরনিবাসের স্থান হয়। যিনি আমার ভজনশীল সেবাপরায়ণ সমস্ত লৌকিক পদার্থে আসক্তি-বিরহিত,

*Regd. No. W-B/NC-57

POUS
1381 B.S.

Aryashastra

Mahabharata—79

Date Jan 1975

যিনি আমাকে আত্ম দন। আমাকে, আমার উপায় সম্বন্ধে কিছু
সমস্ত ব্যাখ্যান। এবং আমাকে, প্রকৃতভাবে অন্যান্য আত্মকে
উদ্ধার করা; সকলকার [illegible] সর্বদাকে শক্তিবর্ধন—এই পবিত্র
স্বাধীনের ভক্ত যুগে যুগে আকিলের যাবৎ ক'রে থাকিব।

—।—

UNIVERSITY
7 AUG 1975

রামকমল ভট্টাচার্য্য-মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ঐশীআরাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১, পি. ভরিষ্ট, ডি. রোড কলিকাতা—৩৫
হইতে প্রকাশিত ও শান্তজনবান প্রেস, মহাবিদ্যন মঠ, পি. ভরিষ্ট, ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রিত।

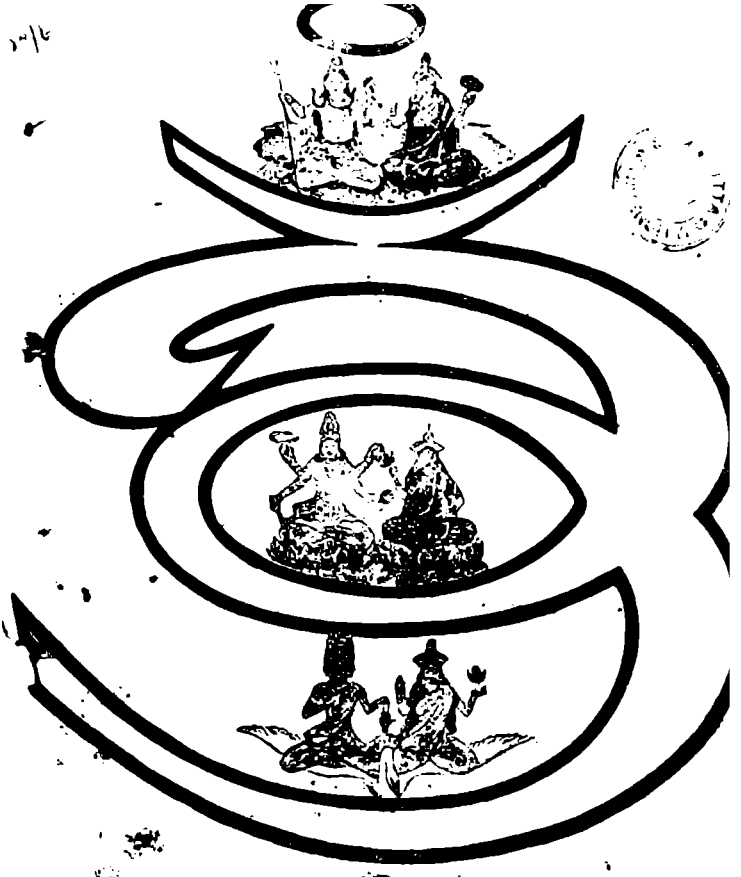

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঙ্কার মঠ
১১।৭।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

হে ভারত! যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের নিরতিশয় বৃদ্ধি হয়, তখন তখন আমি আমার শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে আত্মমায়ায় আমাকে সৃজন করি।

আমি এই সমস্ত, আমার নাম ওঙ্কার, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সব ওঙ্কার, ত্রিকালের অতীত অন্য যা কিছু সব ওঙ্কার। যা কিছু সব ব্রহ্ম, ব্রহ্ম আমি, আত্মা আমি। আমি নিখিল বেদের প্রধান ওঙ্কার। শব্দব্রহ্ম ওঙ্কার আমি সমস্ত শব্দে ব্যাপ্ত, আমি অমৃত স্বরূপ, আমি বেদের সারস্বরূপে প্রাদুর্ভূত হ'য়েছি। আমি ওঙ্কারস্বরূপ পুরুষোত্তম, আমি প্রজ্ঞাদ্বারা সকলকে তৃপ্তি করি আমি ভক্তকে অমরত্বের হেতু ব্রহ্মজ্ঞানের আধার করি আমি সেবকের শরীর আমাকে ধারণ করবার উপযুক্ত করি। রসনাকে মধুর ভাষিণী ক'রে দিই, শ্রবণ-যুগলে আমি আমার যত পাবনী কথা শোনাই, আমি অপরব্রহ্ম

১৩শ বর্ষ, মাঘমাস ১৩৮১] [অষ্টমসংখ্যা —শল্যোদনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

UNIVERSITY

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমন্বিতকল্পে মহারাষ্ট্র সরকারসহযোগিতায় অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

মূল-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক মণ্ডল

শ্রীশ্যামাপদ বিদ্যাভূষণ — শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশিকা ঃ—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(অনুভক্ত সঙ্ঘারাম)

মুদ্রক-কর্ম্মাধ্যক্ষ ঃ—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বে, এম্-বি, ডি, ও, এম্, এস্, ডি.পি.এইচ, ডি.টি.এম্, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা ৬ (ফোন নং ৩৪-৪৯০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·· টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৬৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে স্মার্ত্ত বিশেষসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু লুপ্ত স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩ সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৬৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। কোন নং ৩৪-৭৪০৮ মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, তরিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪ গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নিশ্চই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা ডাকটী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, তরিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। যমাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৭'০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০'০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯'০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০'০০

অনুপশ্যন্ পিতুর্বৃত্তং জ্যেষ্ঠাশ্রমকলোঽধমঃ।
অরমীহিতলব্ধং তু ন্যস্যাত্মো দাতুমর্হতি ॥ ১১
ভ্রাতৃণামবিভক্তানামুত্থানমপি চেৎ সহ।
ন পুত্রভাগং বিষমং পিতা দদ্যাৎ কথঞ্চন ॥ ১২
ন জ্যেষ্ঠো ব্যবসেত্তেষু কৃতঃ সুকৃতোঽপি বা।
যদি স্ত্রী বহুবরঃ শ্রেয়স্কৃৎ তৎ তদাচরেৎ ॥ ১৩
বর্ষং বি শ্রেয় ইত্যাহুরিতি ধর্মবিদো জনাঃ।
দশাচার্য্যানুপাধ্যায় উপাধ্যায়ান্ পিতা দশ ॥১৪
দশ চৈব পিতৄন্ মাতা সর্বাং বা পৃথিবীমপি।
গৌরবেণাতিরিচ্যতি নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ ॥ ১৫
মাতা পরীয়সী বৃদ্ধে ত্যেনৈত্যাং মন্যতে জনঃ।

জ্যেষ্ঠে ভ্রাতা পিতৃসমো মৃতে পিতরি ভারত ॥ ১৬
স জ্যেষ্ঠা বৃত্তিদাতা স্যাৎ স চৈতান্ প্রতিপালয়েৎ
কনিষ্ঠাস্তা নমস্যেরন্ সর্বে হ্যস্যানুবর্ত্তিনঃ ॥ ১৭
তথৈব চোপজীবেরন্ যথৈব পিতরং তথা
পরীয়সীমেতে সর্বে পিতা মাতা চ ভারত ॥ ১৮
আচার্য্যাণাঞ্চ যা জাতিঃ সা সত্যা সাত্ত্বতাবহা
জ্যেষ্ঠা মাতৃসমা চাপি ভগিনী ভরতর্ষভ ॥ ১৯
ভ্রাতৃর্ভার্য্যা চ তদ্বৎ স্যাদ্ যস্যা বালো ন জীর্যতে ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠবৃত্তির্নাম
পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৫ ॥

যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দৈবক্রমে ধনের অতি সাধন না করিয়া কেবল অন্যত্র পরিশ্রমে প্রবাসে গমন করত ধন উপার্জন করে, তবে উহা তাহার পারিশ্রমিক বলিয়া কথিত হয়। অতএব তাহার যদি ইচ্ছা না হয়, তবে সেই ধন ভ্রাতৃগণকে না দিতেও পারে ॥১১

যদি ভ্রাতৃগণের মধ্যে ধনের বিভাগ না হয় এবং সকলে এক সঙ্গে থাকিয়া বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা ধনের উন্নতি সাধন করে, তবে এই অবস্থায় যদি পিতা জীবিত থাকিতেই তাহারা পৃথক্ হইবার বাসনা করে, তাহা হইলে পিতা সকল পুত্রকে ধন সমভাগে ভাগ করিয়া দিবেন, কোনরূপে তাহাকেও অধিক বা তাহাদের অল্প এরূপ অন্যায় ভাগ করিবেন না। ১২

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃতপুণ্যকারী হউক বা কৃতপুণ্যকারীই হউক, কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে অপমান করিবে না। এইরূপ যদি স্ত্রী বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা কখনও গমন করে, তবে জ্যেষ্ঠ পুরুষের দ্বারাতে তাহাদের রক্ষণ হয়, সেরূপ উপায় স্থির করা উচিত। ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ বলেন যে, বর্ষই কন্যাদানের সর্বজ্যেষ্ঠ সাধন। ১৩।

দৌরবে দশ আচার্য্য হইতে উপাধ্যায় জ্যেষ্ঠ, দশ উপাধ্যায় হইতে পিতা জ্যেষ্ঠ এবং দশ পিতা হইতে মাতা জ্যেষ্ঠ। মাতা নিজগৌরবে সম্পূর্ণ পৃথিবীকেও অতিক্রম করেন। অতএব মাতার সমান গুরু কেহ নাই। ১৪।১৫

ভরতনন্দন! মাতার গৌরব সর্বাপেক্ষা অধিক, সেইজন্য মানুষ তাঁহাকেই বিশেষ সম্মান করে থাকে। পিতার মৃত্যু হইলে বড় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেই পিতার সমান বলিয়া মান্য করিতে হইবে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বৃত্তিদাতা হইল, তিনি নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে জীবিকা প্রদান করিবেন এবং তাহাদের পালন পোষণ করিবেন কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সকলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নমস্কার করিবে এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে চলিবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও পিতা মনে করিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করিবে। ১৭।

ভারত! পিতা ও মাতা যেরূপ স্নেহের দৃষ্টি করেন, ভিন্ন আচার্যের উপদেশের দ্বারা যে জ্ঞানরূপ নবজীবন লাভ হয়, তাহা সত্য, অজর ও অমর। ১৮।

ভরতশ্রেষ্ঠ! জ্যেষ্ঠা ভগিনী মাতার তুল্যা। এইরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী ও শিশুকাল হইতে যাঁহার দুগ্ধ পান করা হইয়াছে, সেই ধাত্রীও মাতারই তুল্যা। ১৯।২০

শ্রীব্যাসমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাগ্রন্থের অনুশাসনপর্ব্যন্তর্গত দানধর্মপর্বে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের পারস্পরিক আচরণবিষয়ক পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[মাস-পক্ষ-তিথিসম্বন্ধিবিভিন্ন-ব্রতোপবাসানাং ফলবর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সর্বেষামেব বর্ণানাং ব্রহ্মণানাঞ্চ পিতামহ।
উপবাসে মতিস্তিষ্ঠঃ কায়শ্চক্ত ন বিদ্যতে ॥ ১
ব্রহ্মক্ষত্রেণ নিয়মাশ্চরিতব্যা ইতি শ্রুতম্।
উপবাসে কথং তেষাং কৃত্যমস্তি পিতামহ ॥ ২
নিয়মাশ্চোপবাসাশ্চ সর্বেষাং ব্রূহি পার্থিব।
আয়োতি ত্বাং গতিঃ তাত উপবাসপরায়ণঃ ॥ ৩
উপবাসঃ পরা পুণ্যমুপবাসঃ পরায়ণম্।
উপোষ্যেহ নরশ্রেষ্ঠ কিং ফলং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪
অথবাপ্নুয়তে কেন বয়মায়োতি বা কথম্।
স্বর্গং পুণ্যাশ্চ লভতে কথং ভবতি সন্তম ॥ ৫
উপোষ্য চাপি কিং তেন প্রযেয়ঃ স্যাদ্রাধিপ
ধর্মেণ চ সুখানর্থাংশ্চাপ্নুয়ে যেন ভারত ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং ব্রুবাণঃ কৌন্তেয়ো ধর্মজ্ঞঃ ধর্মতত্ত্ববিৎ
ধর্মপুত্রমিদং বাক্যং ভীষ্মঃ শান্তনবোঽব্রবীৎ ॥ ৭

ভীষ্ম উবাচ।

ইদং বলু ময়া রাজন্ শ্রুতমাসীৎ পুরাতনম্।
উপবাসবিধৌ শ্রেষ্ঠা গুণা যে ভরতর্ষভ ॥ ৮
ঋষিমত্রিসমং পূর্বং পৃষ্টবানস্মি ভারত।
যথা মাং ত্বং তথৈবাহং পৃষ্টবাংস্তং তপোধনম্ ॥ ৯
প্রশ্নমেতং ময়া পৃষ্টো ভগবানত্রিসত্তমঃ।
উপবাসবিধিং পুণ্যমাচষ্ট ভরতর্ষভ ॥ ১০

অত্রিরুবাচ।

ব্রহ্ম-ক্ষত্রে ত্রিরাত্রং তু বিহিতং মূরুনন্দন।
বিপ্রস্ত্রিরাত্রমেবাহুঃ নিদিষ্টং পূরুষর্ষভ ॥ ১১
বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ যজ্ঞোহাদুপবাসং প্রচক্ষিরে।
ত্রিরাত্রং বা দ্বিরাত্রং বা তত্তদ্বর্ণাস্ত্রির্বিতম্ভে ॥ ১২

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

[মাস, পক্ষ ও তিথি সম্বন্ধী বিভিন্ন ব্রতোপবাসের ফল বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! সমস্ত বর্ণের মানুষেরা ও ব্রহ্মজাতির মানুষেরাও উপবাসে মনঃসংযোগ করিয়া থাকে, কিন্তু ইহার কারণ কি? আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। ১

পিতামহ! শুনা যায়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের নিয়মসমূহ পালন করা উচিত; কিন্তু উপবাস করিলে তাহাদের কিভাবে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা জানিতে পারা যায় না। ২

কৃপাল! আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সমস্ত নিয়ম ও উপবাসের বিধি বলুন। তাত! উপবাসকারী মানুষ কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়? ৩

নরশ্রেষ্ঠ! শুনা যায়, উপবাস অত্যন্ত পুণ্যকর কর্ম এবং উপবাস সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, কিন্তু উপবাস করিলে মানুষ এ সংসারে কোন্ ফল প্রাপ্ত হয়? ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! মানুষ কোন্ কর্মের দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং কোন্ উপায়ে তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়? সে পুণ্য ও স্বর্গ কিরূপে লাভ করিতে পারে? ৫

নরনাথ! উপবাস করিয়া মানুষের কোন্ বস্তু দান করা উচিত? যে কর্মের দ্বারা মানুষ সুখ ও ধন লাভ করিতে পারে, তাহা আমাকে বলুন। ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! ধর্মজ্ঞ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত শান্তনুকুমার ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন। ৭

ভীষ্ম বলিলেন—রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! উপবাসে যে সব শ্রেষ্ঠ গুণ আছে, তদ্বিষয়ে আমি প্রাচীন কালে এইরূপ শুনিয়াছি। ৮

ভারত! আজ তুমি আমাকে যে ভাবে প্রশ্ন করিলে এইরূপে আমিও পূর্বে তপোধন অত্রিমুনিকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! যখন আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন অত্রিনন্দন ভগবান্ অত্রিমুনি আমাকে উপবাসের পবিত্র বিধি এইভাবে বলিলেন। ১০

অত্রিমুনি বলিলেন,—কুরুনন্দন! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তিন রাত্রি উপবাস করিবার বিধান আছে। পুরুশ্রেষ্ঠ! কোন কোন স্থলে দুই রাত্রি, তিন রাত্রি ও একদিন নক্তব্রতকূলে ছয়রাত্রি উপবাস করিবার বিধি নির্দিষ্ট আছে। ১১

বৈশ্যগণ ও শূদ্রগণ যে যোড়শপক্ষ: তিন রাত্রি অথবা দুই রাত্রি উপবাস করে, উহাতে তাহাদের কোনও ফল লাভ হয় না। ১২

চতুর্থভক্তকল্পনা বৈশ্যে শূদ্রে বিধীয়তে।
ক্ষত্রিয়াঃ ন তু বর্ষাস্বৈবিহিতং বর্ষদ্বয়ং ভিষঃ ॥ ১৩
পঞ্চম্যাং বাপি ষষ্ঠ্যাং চ পৌর্ণমাস্যাং তথৈব চ
উপোষ্য একভক্তেন নিয়তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৪
ক্ষমাবান্ রূপসম্পন্নঃ ক্রতুবাংশ্চৈব জায়তে।
নানপত্যো ভবেৎ প্রাজ্ঞো দরিদ্রো বা কদাচন ॥ ১৫
যষ্ঠিভূঃ পঞ্চমীং ষষ্ঠীং ফলে ভোক্ষ্যতে দ্বিজান্
অষ্টামীমথ কৌরব্য কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীম্ ॥ ১৬
উপোষ্য ব্যাধিরহিতো বীর্যবানভিজায়তে।
মার্গশীর্ষং তু যো মাসমেকভক্তেন সংক্ষিপেৎ ॥ ১৭
ভোজয়েচ্চ দ্বিজান্ শক্ত্যা স মুচ্যেদ্ ব্যাধিবিধিষৈঃ।
সর্বকল্যাণসম্পূর্ণ সর্বৌষধিসমন্বিতঃ ॥ ১৮
উপোষ্য ব্যাধিরহিতো বীর্যবানভিজায়তে
কৃষিভাগী বহুধনো বহুধান্যশ্চ জায়তে ॥ ১৯
পৌষমাসং তু কৌন্তেয় ভক্তেনৈকেন যঃ ক্ষিপেৎ।
সুতপো দর্শনীয়শ্চ যশোভাগী চ জায়তে ॥ ২০
মাঘং তু নিয়তো মাসমেকভক্তেন যঃ ক্ষিপেৎ।
ঈষৎকুলে জাতিমধ্যে স মহত্ত্বং প্রপদ্যতে ॥ ২১
তস্যৈবৈকভক্তাস্তু একভক্তেন যঃ ক্ষিপেৎ।
স্ত্রীষু বল্লভতাং যাতি বস্ত্রাঢ্যশ্চ ভবতি ভাঃ ॥ ২২
চৈত্রং তু নিয়তো মাসমেকভক্তেন যঃ ক্ষিপেৎ।
সুবর্ণবিমুক্তাঢ্যে কুলে জন্ম প্রপদ্যতে ॥ ২৩
নিত্যমেবৈকভক্তেন বৈশাখং যো জিতেন্দ্রিয়ঃ
নরো বা যদি বা নারী জাতীনাং শ্রেষ্ঠতাং ব্রজেৎ ॥ ২৪
জ্যৈষ্ঠামূলং তু যো মাসমেকভক্তেন সংক্ষিপেৎ
ঐশ্বর্যমতুলং ভোক্তে পুমান্ স্ত্রী বা প্রপদ্যতে ॥ ২৫
আষাঢ়মেকভক্তেন ক্ষিপ্ত্বা মাসমতন্দ্রিতঃ।
বহুধান্যো বহুধনো বহুপুত্রশ্চ জায়তে ॥ ২৬
শ্রাবণং নিয়তো মাসমেকভক্তেন যঃ ক্ষিপেৎ
যত্র তত্রাভিজাতেন মুক্তাতে জাতিবন্ধনঃ ॥ ২৭

বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে চতুর্থ দিবসব্যাপী ভোজনত্যাগের বিধান আছে অর্থাৎ তাহারা কেবল দুই দিন ও দুই রাত্রি উপবাস করিবে; কারণ, বর্ষারম্ভে ও বর্ষশেষে বিধানদ্বয়ের তাহাদের জন্য তিন রাত্রি পর্যন্ত উপবাস করিবার বিধান নির্দিষ্ট করেন নাই ॥১৩

তাহাড়া। যদি মানুষ পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও পূর্ণিমায় দিন নিজের মন এবং ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া একবার মাত্র ভক্ত (অন্ন—ভাত) ভোজন করত উপবাস করে, তবে সে রূপবান্ গুণবান্ ও বিদ্বান্ হয়। সেই বুদ্ধিমান্ মানুষ কখনও সন্তানহীন বা দরিদ্র হয় না ॥ ১৪-১৫

কৃষ্ণনন্দন! যে মানুষ ভগবানের আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া পঞ্চমী, ষষ্ঠী, অষ্টমী ও কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে নিজের গৃহে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায় এবং স্বয়ং উপবাস করে, সে রোগহীন ও বলবান্ হয় ॥ ১৬-১৮

যে ব্যক্তি অগ্রহায়ণ মাসে এক সময় ভোজন করিয়া মাস অতিবাহিত করে এবং নিজের শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়, সে রোগ ও পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ১৭-১৮

সে সর্বপ্রকার কল্যাণময় সাধনসম্পন্ন এবং সর্ববিধ ওষধি-সমূহে (অন্ন-কলাদিতে) পরিপূর্ণ থাকে। অগ্রহায়ণমাসে উপবাস করিলে মানুষ পরজন্মেও রোগহীন ও বলবান্ হয়। সে কৃষিযোগ্য ক্ষেত্র (জমী)-জাত হয় এবং বহু ধন ও বহু ধান্য প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯-২০

যুধিষ্ঠিরনন্দন! যে পৌষমাসে একবার মাত্র ভক্ত (ভাত) ভোজন করিয়া অতিবাহিত করে, সে সৌভাগ্যশালী, দর্শনীয় এবং যশোভাগী হয় ॥ ২০

যে ব্যক্তি মাঘমাসে এক সময় ভোজন করত বিনয়পূর্বক অতিবাহিত করে, সে ধনবান্ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজের জাতিগণের মধ্যে মহত্ত্ব লাভ করে ॥ ২১

যে ফাল্গুনমাসে এক সময় ভোজন করিয়া মাস যাপন করে সে স্ত্রীগণের প্রিয় হয় এবং তাহারা তাহার অধীনে থাকে ॥ ২২

যে নিয়মপূর্বক অবধান করত চৈত্রমাসে একবার ভোজ করিয়া মাসযাপন করে, সে সুবর্ণ, মণি ও মুক্তাসমূহে সমৃদ্ধ উচ্চ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ২৩

যে স্ত্রী বা পুরুষ ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক এক সময়ে ভোজন করত বৈশাখ মাস অতিবাহিত করে, সে সজাতীয় বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪

যে জ্যৈষ্ঠ মাসে এক সময় ভোজন করিয়া মাসযাপন করে সে স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, অতুলনীয় ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয় ॥ ২৫

যে ব্যক্তি আষাঢ় মাসে এক সময় ভোজন করিয়া খাদ্য ত্যাগ করে, সে বহু ধন ধান্যসম্পন্ন এবং বহু পুত্রবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ২৬

যে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া এক সময় ভোজন করিতে করিতে শ্রাবণ মাস অতিবাহিত করে, সে যেকোন উচ্চ

শ্রেষ্ঠপদং তু যো মাসমেকাহারো ভবেন্নরঃ। ।
গবাহ্যস্য স্ফীতস্যৈতন্মৈধর্য্যঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৮
ভবৈবাদ্বয়ুজং মাসমেকভক্তেন যঃ ক্ষিপেৎ
মুক্তাবান্ বাহনাঢ্যশ্চ যজ্ঞপুত্রশ্চ জায়তে ॥ ১৯
কার্ত্তিকং তু নরো মাসং যঃ কুর্য্যাদেকভোজনম্
পূয়ন্তু বহুভার্য্যশ্চ কীর্ত্তিমাংশ্চৈব জায়তে ॥ ২০
ইতি মাসা নরব্যাঘ্র ক্ষিপতাঃ পরকীর্ত্তিতাঃ।
দ্বিতীয়াং নিয়তা যে তু শৃণু তানপি পার্থিব ॥ ২১
পক্ষে পক্ষে গতে যস্তু ভক্তমশ্নাতি ভারত।
গবাঢ্যো বহুপুত্রশ্চ বহুভার্য্যঃ স জায়তে ॥ ২২
মাসি মাসি ত্রিরাত্রাণি কৃত্বা বর্ষাণি ষোড়শ।
গণাধিপত্যং প্রাপ্নোতি নিঃসপত্নমনাবিলম্ ॥ ২৩
এতে তু নিয়মাঃ সর্বে কর্ত্তব্যাঃ নরদো নর।
যে চাত্তে ভরতশ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তিমনুবর্ত্ততা ॥ ২৪

যস্তু প্রাশ্নাত্যথা মাসং ভুঞ্জানো নাশ্নুয়া দিবে
অধিংসানিরতো নিত্যং জুহ্বানো জাতবেদসম্ ॥ ২৫
ষড়ূর্ত্তিঃ স পর্বৈর্বৃ পতে সিধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ
আপ্নুয়াদ্বৈষ্ণবং যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৬
অধিবাসে সোৎপলস্য বৃত্তাস্তীতবিনাশিতে
রমতে স্ত্রীসংঘাত্যে পুরুষো বিরজো নরঃ ॥ ২৭
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভঃ বিমানমধিরোহতি।
পূর্ণা বর্ষসহস্রেণ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২৮
তৎকন্যাদ্বিজ চাগম্য-মাহাত্ম্যং প্রতিপদ্যতে
যস্তু সাংবৎসরং পূর্ণমেকাহারো ভবেন্নরঃ ॥ ২৯
অভিত্রাস্যন্ যজন্তু স ফলং সমুপাশ্নুতে।
দশবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে চ স মহীয়তে ॥ ৪০
তৎকন্যাদ্বিজ চাগম্য মাহাত্ম্যং প্রতিপদ্যতে।
যস্তু সাংবৎসরং পূর্ণং চতুর্থং ভক্তমশ্নুতে ॥ ৪১

স্নান করিবার পুণ্যফলে মুক্ত হয় এবং নিজের জ্ঞাতিগণের মুক্তি-দাতা হয়। ২৭

যে মানুষ ভাদ্র মাসে এক সন্ধ্যা ভোজন করিয়া কালাতিপাত করে, সে যৌবনসম্পন্ন, সদ্বংশজাত ও অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী হয়। ২৮

যে আশ্বিন মাসে একবার ভোজন করত মাসযাপন করে, সে পক্ষিরাজ, নানাপ্রকার বাহনের সমৃদ্ধ ও অনেক পুত্রের পিতা হয়। ২৯

যে মানুষ কার্ত্তিক মাসে একবার ভোজন করত এই মাস অতিবাহিত করে, সে সৌখ্যশালী বীর, বহু ভার্য্যাযুক্ত ও কীর্ত্তিমান্ হয়। ৩০

নরশ্রেষ্ঠ! এইভাবে আমি একমাস পর্য্যন্ত একাহারী হইয়া ব্রতপালনকারী বহুলোকের ভক্ত বিভিন্ন মাসের ফল বলিলাম। ভূপাল! এখন দ্বিতীয়তলের যে নিয়ম আছে সেই সমস্ত শ্রবণ কর। ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি পক্ষে পক্ষে অর্থাৎ পনের দিন পনের দিন পর ভোজন করে, সে জন্মগ্রহণ করিয়া গোধনে সমৃদ্ধ হয় এবং বহু পুত্র ও বহু ভার্য্যা লাভ করে। ৩২

যে ব্যক্তি বার বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসে এই ত্রিরাত্রি ব্রত পালন করে, সে ভগবান্ শিবের গণসমূহের নিকটস্থ ও নির্মল আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। ৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রবৃত্তিমার্গের অনুসরণকারী মানুষের এই সব নিয়ম যার বৎসর পর্য্যন্ত পালন করা কর্ত্তব্য। ৩৪

যে মানুষ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভোজন করে, যজ্ঞে অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত করে না এবং সন্ধ্যা অগ্নি-সাপেক্ষরূপ হইয়া নিত্য অগ্নিহোত্র করে, সেই মানুষ ছয় বৎসরে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। নৃপতে! সেই মানুষ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে। ৩৫-৩৬

এই পুণ্যাত্মা ও রজোগুণ-রহিত মানুষ সহস্র দিব্য রমণীগণে পরিপূর্ণ এবং সূর্য্য ও শশী জানিতে পারা যায় না এমন আলোকে রমণ করে। ৩৭

কেবল ইহাই নহে, সে শুভ সূর্যবর্ণযুক্ত জাতিস্মর বিমানে আরোহণ করে এবং পূর্ণ এক হাজার বৎসর ব্রহ্মলোকে সসম্মানে বাস করে। পুণ্য ক্ষীণ হইলে পর এই ভূলোকে আসিয়া মনুষ্য-পূর্ণ স্থান প্রাপ্ত হয়। ৩৮-৪

যে মানুষ পূর্ণ এক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া অবস্থান করে, সে অভিত্রাস যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়॥ ৩৯॥

সেই মানুষ দশ হাজার বৎসর কাল স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারপর পুণ্য ক্ষীণ হইয়া যাইলে এই জগতে আসিয়া মনুষ্যপূর্ণ স্থান প্রাপ্ত হয়॥ ৪০-৪

যে ব্যক্তি পূর্ণ এক বৎসর ধরিয়া দুই দিন উপবাস করিয়া তৃতীয় দিনের রাত্রিতে ভোজন করে এবং অহিংসা, সত্য ও

অহিংসানিরতো নিত্যং সত্যবাক্যং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ
বাজপেয়স্য যজ্ঞস্য স ফলং সমুপাশ্নুতে ॥ ৪১
দশবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে
ষষ্ঠে কালে তু ভোক্তব্যং নরঃ সংবৎসরং ক্ষিপন্ ॥ ৪০
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ
চক্রবাকপ্রযুক্তেন বিমানেন স গচ্ছতি ॥ ৪৪
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি বর্ষাণাং দিবি মোদতে।
অষ্টমেন তু ভক্তেন জীবন্ সংবৎসরং নৃপ ॥ ৪৫
গবাময়স্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
হংসসারসযুক্তেন বিমানেন স গচ্ছতি ॥ ৪৬
পঞ্চাশত্তু সহস্রাণি বর্ষাণাং দিবি মোদতে।
পক্ষে পক্ষে গতে রাজন্ যোঽশ্নীয়াদ্ বর্ষমেব তু ॥ ৪৭
মাসানশনতা তস্য ভগবানভিধাস্যতে
ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি দিবমাবসতে চ সঃ ॥ ৪৮

বীণাবাদ্য বল্গুকীনাঞ্চ বেণূনাঞ্চ বিশাম্পতে
সুখোষৈরধ্যুষৈঃ শব্দৈঃ সুপ্তঃ স প্রতিবোধ্যতে ॥ ৪৯
সংবৎসরমিহৈকং তু মাসি মাসি নিষেবণঃ
ফলং বিধিবিভক্তাত্মা প্রাপ্নোতি স নরো নৃপ ॥ ৫০
সিংহ-ব্যাঘ্রপ্রযুক্তেন বিমানেন স গচ্ছতি
সপ্তর্ষিক সহস্রাণি বর্ষাণাং দিবি মোদতে ॥ ৫১
মাসানূর্ধ্বং নরব্যাঘ্র নোপবাসো বিধীয়তে।
বিধিং তমনসাদ্যুঃ পার্থ ঋষয়ো জনাঃ ॥ ৫২
অনার্তো ব্যাধিরহিতো গচ্ছেদ্যদনমনা তু যঃ
পদে পদে যজ্ঞফলং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩
দিবং হংসপ্রযুক্তেন বিমানেন স গচ্ছতি।
শতং বর্ষসহস্রাণাং মোদতে স দিবি প্রভো ॥ ৫৪
শতং চাপ্সরসঃ কন্যা রময়ন্ত্যাপি তং নরম্।
আর্তো বা ব্যাধিতো বাপি গচ্ছেদ্যদনমনা তু যঃ ॥ ৫৫

ইন্দ্রিয়সংযমশালন করে, সে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং দশ হাজার বৎসর স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকে ॥ ৩১-৩৯॥

কৃতীয়ভক্ত। যে ব্যক্তি এক বর্ষকাল ষষ্ঠ সময়ে অর্থাৎ দুই দিন ও দুই রাত্রি কৃতীয় দিনে দিবাভাগ ত্যাগ করিয়া রাত্রিতে ভোজন করে, সেই ব্যক্তি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৪০॥

সে চক্রবাকগণের দ্বারা বাহিত বিমানে করিয়া স্বর্গলোকে গমন করে এবং সেখানে চল্লিশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত সানন্দে ভোগ করে ॥ ৪৪॥

নৃপ মুষ্টিক। যে মানুষ তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিনে রাত্রিতে ভোজন করত এক বৎসর জীবন ধারণ করে, সেই মানুষ গবাময়-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ৪৫॥

সে হংস ও সারসগণ-যোজিত বিমানের দ্বারা গমন করে এবং পঞ্চাশ হাজার বৎসর ধরিয়া স্বর্গলোকে সুখভোগ করিতে থাকে ॥ ৪৬॥

যে ব্যক্তি এক এক পক্ষ অন্তিকাল হইলে পক্ষ ভোজন করে এবং এইভাবে এক বৎসর পূর্ণ করে, তাহার ছয় ষাট পর্য্যন্ত বৎসর স্বর্গলোকে বসবাস করিয়া ফললাভ হয়। ইহাই ভগবান্ অত্রিমুনি বলিয়াছেন ॥ ৪৭॥

প্রজানাথ! সে ষাট হাজার বৎসর ধরিয়া স্বর্গলোকে নিবাস করে এবং সেখানে বীণা, বল্গকী, বেণুপ্রভৃতি বাদ্যসমূহের মনোহর ধ্বনি ও সুমধুর শব্দের দ্বারা নিদ্রা হইতে জাগরিত হয় ॥ ৪৮-৪৯

ত্যক্ত। সংবৎসর। যে মানুষ একবর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একবার মাত্র ভক্ষণ করিয়া অবস্থান করে, সে বিধিবিহিত-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৫০

সে সিংহ ও ব্যাঘ্র যোজিত বিমানে গমন করে এবং সপ্তর্ষি হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে সুখভোগ করে ॥ ৫১

নরশ্রেষ্ঠ। এক মাসের অধিক সময় পর্য্যন্ত উপবাস করিবার বিধান নাই। কৃতীয়ভক্ত। ঋষিরা পুরুষগণ অন্যদিনের এই বিধি বলিয়াছেন ॥ ৫২

যে ব্যক্তি রোগ ও ব্যাধিহীন হইয়া অনশনব্রত করে, (যেমন দুঃখে পীড়িত হইয়া এবং ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ভোজন না করাকে অনশন-ব্রত বলে না), তাহার পদে পদে যজ্ঞফল লাভ হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫৩

প্রভাকশালী মুষ্টিক! এরূপ মানুষ হংসযোজিত দিব্যবিমানে গমন করে এবং এক লক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত দেবলোকে আনন্দভোগ করে। সেখানে শত কুমারী অপ্সরা সেই মানুষের মনোরঞ্জন করে ॥ ৫৪॥

প্রভো। রোগী অথবা পীড়িত মানুষও যদি উপবাস করে, তবে সে এক শত বর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে সুখের সহিত বাস করিয়া থাকে ॥ ৫৫॥

শতং বর্ষসহস্রাণাং মোদতে স দিবি প্রভো।
কাঞ্চীমুপুরনাদেন নূপুরস্তৈব প্রবোধতে ॥ ৫৬
সহস্রবাহসযুক্তেন বিমানেন তু গচ্ছতি
স গত্বা স্ত্রীশতাকীর্ণে রমতে তত্রবর্ষত ॥ ৫৭
কাঞ্চনস্যাপ্সরাঃ দৃষ্টা কন্যকা ভক্তসা ভক্তবাহিনম
ব্যাত্তিকসোষবক্ত্রাস্যঃ ক্রুকসা চ প্রসাধনম্ ॥ ৫৮
দুঃখিতস্যার্তবানাস্যাঃ দুঃখার্তাং প্রতিবেষনম্।
ন চৈতে বর্ষকাময়া রোচন্তে সুখমেবসঃ ॥ ৫৯
অতঃ স কামসংযুক্তে বিমানে হেমসজ্ঞিতে।
রমতে স্ত্রীশতাকীর্ণে পুরুষোঽলঙ্কৃতঃ শুচিঃ ॥ ৬০
স্বস্থঃ সকলসন্তুষ্টঃ সুখী বিগতমন্যুঃ।
অনশ্নন্ দেহযুক্তস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৬১
বালসূর্যপ্রতীকাশে বিমানে হেমবর্চসি
বৈদূর্যমুক্তাখচিতে বীণামুরজনাদিতে ॥ ৬২
পতাকাবালিকাকীর্ণে দিব্যঘণ্টানিনাদিতে।

স্ত্রীসহস্রানুচরিতে স নরঃ সুখমেধতে ॥৬৩
যাবন্তি রোমকূপাণি তস্য গাত্রেষু পাণ্ডব।
তাবন্তোব সহস্রাণি বর্ষাণাং দিবি মোদতে ॥ ৬৪
নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ
ন ধর্মাৎ পরমো লাভস্তপো নানশনাৎ পরম্ ॥ ৬৫
ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরা নাস্তি পাবনা দিবি চেহ চ।
উপবাসৈস্তথা তুল্যাঃ তপঃকর্ম ন বিদ্যতে ॥ ৬৬
উপোষ্য দিবিবদ্ দেবাস্ত্রিদিবং প্রতিপেদিরে
ঋষয়শ্চ পরাং সিদ্ধিমুপবাসৈরবাপ্নুবন্ ॥ ৬৭
দিব্যানবর্ষসহস্রাণি বিধামিত্রেণ ধীমতা
শাস্ত্রমেকেন ভক্তেন তেন বিপ্রত্বমাপ্তবান্ ॥ ৬৮
চ্যবনো জমদগ্নিশ্চ বসিষ্ঠো গৌতমো ভৃগুঃ
সর্ব এব দিবং প্রাপ্তাঃ কথাবন্তো মহর্ষয়ঃ ॥ ৬৯
ইত্যমজিবসা পূর্বং মহর্ষিভাঃ প্রদর্শিতম্
যঃ প্রবর্তয়তে নিত্যং ন স দুঃখমবাপ্নুতে ॥ ৭০

সে স্থানে সে নিত্যিত হইলে পর দিব্য রমণীগণের কাঞ্চী ও নূপুরনিঃসৃত ধ্বনির দ্বারা তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং একশ বিমানে গমন করে, যাহাতে এক হাজার ঘোড়া যোজিত আছে। ৫৬-৫৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! সে স্বর্গলোকে গমন করত শত রমণীগণে পূর্ণ সুবর্ণময় সানেতে বাস করে। এ জগতে দুর্বল মানুষকেও দুষ্ট-পুষ্ট হইতে দেখা যায়। তাহার কত হইতেছে, সেই ক্ষতও পূর্ণ হইয়া যাইতে দেখা যায়। রোগীর নিজের রোগ নিবৃত্তির পর ঔষধসমূহ লাভ হয়। কৃত মানুষকে প্রেম করিবার উপায়ও দেখা যায়। অর্থ ও মানের দ্বারা দুঃখিত মানুষের দুঃখনিবারণও দেখা যায়; কিন্তু স্বর্গবাসী ও দিব্য সুখভিলাষী মানুষের এই সব অর্থাৎ এই জগতের সুখের কথা ভাল লাগে না। ৫৭-৫৯

অতএব সেই পবিত্র পুরুষ যজ্ঞানন্তরে অনশন হইয়া শত স্ত্রীগণে পূর্ণ এবং ইচ্ছানুসারে গমনকারী সূর্যবর্ণময় বিমানে উপবেশন করত ভ্রমণ করে। সে স্বস্থ, সকলমনোরথ, সুখী ও নিষ্পাপ হয়। ৬০-৬১

যে মানুষ অনশনব্রত করিয়া দেহত্যাগ করে, সে নিম্নলিখিত ফল লাভ করিয়া থাকে প্রাতঃকালের সূর্যতুল্য প্রভাশালী, স্বর্ণময় কাঞ্চিযান্, বৈদূর্যমণি ও মুক্তাবিভূষিত, বীণা ও মৃদঙ্গের ধ্বনিতে নিনাদিত, পতাকা এবং বীণধ্বনিতে আলোড়িত এবং দিব্য ঘণ্টানাদে ঝঙ্কৃত, সহস্র অশ্বযুক্তরথে যুক্ত বিমানে উপবেশন করত দিব্য সুখভোগ করে। ৬১-৬৩

যত লোমকূপ আছে, তত সহস্র বৎসর কাল সে স্বর্গলোকে সুখের সহিত বিহার করে। ৬৪

যেদ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও শাস্ত্র নাই, মাতার সমান গুরু নাই, ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কোন লাভ নাই এবং উপবাস হইতে উৎকৃষ্ট কোনও তপস্যা নাই। ৬৫

যেরূপ ইহলোক ও পরলোকে ব্রহ্মণ ব্রাহ্মণগণ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও পাবন নাই, সেইরূপ উপবাসের সমান কোন তপস্যা নাই। ৬৬

দেবতাগণ বিধি অনুসারে উপবাস করিয়াই স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ঋষিরাও উপবাসের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ৬৭

পরম বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্র একহাজার দিব্য বর্ষ পর্যন্ত প্রতিদিন এক সময় ভোজন করত ঘুরায় ঘুরিতে ঘুরিতে তপস্যায় নিরত ছিলেন। ইহার দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ৬৮

চ্যবন, জমদগ্নি, বসিষ্ঠ, গৌতম ও ভৃগু—এই সব কথাবান্ মহর্ষিগণ উপবাস করিয়াই দিব্য লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬৯

পূর্বকালে অত্রিমুনি মহর্ষিগণকে এই অনশন-ব্রতের বিষয় বর্ণন করাইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি সদা এই অনশনব্রত লোকসমাজের মধ্যে প্রচার করে, সে কখনও দুঃখ প্রাপ্ত হয় না॥ ৭০

ইমং তু কৌন্তেয় যথাক্রমং বিধিং
প্রবর্ত্তিতং জহ্নুসুতা মহর্ষিণা।
পঠেচ্চ যো বৈ শৃণুয়াচ্চ নিত্যদা
ন বিদ্যতে তস্য নরস্য কিল্বিষম্ ॥ ৭১

বিদ্যুচ্যতে চাপি স সর্বসঙ্করৈ-
র্ন চাস্য দোষৈরভিভূয়তে মনঃ।
বিদ্যোনিত্যানাঞ্চ বিজানতে ফলং
প্রযাত কীর্ত্তিং লভতে নরোত্তমঃ ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি উপবাসবিধৌ
ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬

ভূতীবচন। যদিনি অভিন্ন কথিত এই উপবাস-ব্রতের বিধি যে প্রতিদিন ক্রমশঃ পাঠ করে ও শ্রবণ করে, তাহার আর কোনও পাপ থাকে না। ৭১

সে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং তাহার মন কখনও দোষসমূহে অভিভূত হয় না। কেবল ইহাই নহে, সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণকারী সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারে এবং অক্ষয় কীর্তিভাগী হয়। ৭২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে উপবাসের বিধিবিষয়ক ষড়ধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দরিদ্রাবাং যজ্ঞভূলাফলদায়কোপবাসব্রতস্য তৎফলস্য চ সবিস্তরং বর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ

পিতামহেন বিধিবদ্ যজ্ঞাঃ প্রোক্তা মহাধনা
ওপান্তেষাং যথাতথ্যাঃ প্রেত্য চেহ চ সর্বশঃ ॥ ১
ন তে শক্যা দরিদ্রেণ যজ্ঞাঃ প্রাপ্তুং পিতামহ।
বহুপকরণা যজ্ঞা নানাসম্ভারবিস্তরাঃ ॥ ২
পার্থিবৈ র্ভাজপূর্বৈর্বা শক্যাঃ প্রাপ্তুং পিতামহ।
নার্থব্যৈর্নৈবগুণৈরেকান্তস্থিতসাধুভিঃ ॥ ৩
যো দরিদ্রৈরপি বিধিঃ শক্যাঃ প্রাপ্তুং সদা ভবেৎ
অর্থব্যয়ৈরকষ্টৈশ্চ তন্মে ব্রূহি পিতামহ।
তুল্যো যজ্ঞফলৈরেতৈস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ।

ভীষ্ম উবাচ

ইতমস্মিন্নসৌ প্রোক্তমুপবাসফলাগমম্ ॥ ৫
বিধিঃ যজ্ঞফলপ্রাপ্তা তমিবোধ যুধিষ্ঠির।
যস্য কস্যাঃ তথা মাসং ভূজানো নাস্তরা পিবেৎ ॥ ৬
অহিংসানিরতো নিত্যঃ ক্ষুধানো জাতবেদসম্।
ষড়ভিরেব স বর্ষৈস্তু সিদ্ধিং প্রাপ্নোত্য সংশয়ঃ ॥ ৭

একাকী এবং অনবায়, তাহারা কোনপ্রকারেই যজ্ঞ করিতে পারে না। ৩

পিতামহ! শ্রেষ্ঠজন যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, ওপবীন, একাকী ও অনবায় ব্যক্তিগণের পক্ষেও সহজ ও মহাফলকরের মূল ফলদায়ক হয়, তাহা আমার আমার নিকট বর্ণন করুন। ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! আমরা মুনি-কথিত এই যে উপবাস বিধি, ইহা যজ্ঞের তুল্য ফলদায়ক। উহা পুনরায় বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৫

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভোজন করেন, যবে আর কিছু পর্যন্ত পান করেন না এবং অহিংসাপরায়ণ হইয়া নিত্য অগ্নিহোত্র করেন, তিনি ছয় মাসের মধ্যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬-৭

ওজস্বাজস্বমর্থক বিমানং লভতে নরঃ।
দেবস্ত্রীগীতমধুরৈর্বাদিত্রনিনাদিতে ॥ ৮
প্রাজাপত্যে বসেৎ পক্ষং যর্বাণামগ্নিসন্নিভে
ত্রীণি যর্বাণি বঃ প্রাশেৎ সততং হ্যেকভোজনম্ ॥ ৯
যর্বপত্নীব্রতো নিত্যমগ্নিহোত্রপরশ্চ যঃ
বজেৎ যজমুবর্ণং বা যাসযজ্ঞৈরমাচরেৎ ॥ ১০
সত্যবান্ দানশীলশ্চ ব্রহ্মণ্যশ্চানসূয়কঃ
শান্তো দান্তো ভিতক্রোধঃ স গচ্ছত্যুত্তমাং গতিম্ ॥ ১১
পাণ্ডুরাভ্রপ্রতীকাশে বিমানে হংসলক্ষণে।
যে সপ্তাগ্নে ততঃ পক্ষে সোঽপ্সরোভির্বসেৎ সহ ॥ ১২
দ্বিতীয়ে দিবসে যস্তু প্রাশ্নীয়াদেকভোজনম্।
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু জুহ্বানো জাতবেদসম্ ॥ ১৩
অগ্নিকার্যপরো নিত্যং নিত্যং কল্যপ্রবোধনঃ।
অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৪
হংসসারসযুক্তং বিমানং লভতে নরঃ।
ইন্দ্রলোকে চ বসতে সপ্তর্ষীণাং সমাবৃতঃ ॥ ১৫

সেই মানুষ তত্র সপ্ত কল্প কাল বিমান লাভ করেন এবং অগ্নি-সদৃশ তেজস্বী প্রজাপতিলোকে বৃদ্ধ ও ঈশ্বরপরিবৃত দেবাঙ্গনাগণের অন্তঃপুরে এক পক্ষ বর্ষ পর্যন্ত নিবাস করিয়া থাকেন ॥৮-৯॥

যিনি নিজের ধর্মপত্নীর উপরেই অনুরাগী হইয়া নিয়ত তিন বর্ষ পর্যন্ত প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করেন, তিনি অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন ॥১০॥

যে ব্যক্তি বহু দক্ষিণাযুক্ত ইষ্টিপ্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং সত্যবাদী, দানশীল, ব্রাহ্মণভক্ত, অসূয়াবর্জী, ক্ষমাবান্, জিতেন্দ্রিয় ও ক্রোধজয়ী হন, তিনি উত্তম গতি প্রাপ্ত হন ॥ ১১-১১

তিনি শুভ্র মেঘসদৃশ উজ্জ্বল রাজোপলক্ষিত বিমানে উপস্থিত হইয়া সাত পক্ষ বর্ষের সপ্তর্ষি পর্যন্ত অপ্সরাগণের সহিত নিবাস করেন ॥ ১২

যে মানুষ দ্বিতীয় দিবসে যজ্ঞ করিতে করিতে এক বৎসর পর্যন্ত প্রতি দ্বিতীয় দিবসে একবার ভোজন করেন এবং প্রতিদিন অগ্নি উপাসনায় নিরত থাকিয়া নিত্য প্রাতঃকালে আগ্নিহোত্র হন, তিনি অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ১৩-১৪

সেই মানুষ তত্র ও সাতশত যোজিত বিমান লাভ করেন

তৃতীয়ে দিবসে যস্তু প্রাশ্নীয়াদেকভোজনম্।
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু জুহ্বানো জাতবেদসম্ ॥ ১৬
অগ্নিকার্যপরো নিত্যং নিত্যং কল্যপ্রবোধনঃ।
অতিরাত্রস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ১৭
মযূরহংসযুক্তং বিমানং লভতে নরঃ।
সপ্তর্ষীণাং সদা লোকে সোঽপ্সরোভির্বসেৎ সহ ॥ ১৮
নিবর্ত্তনক তত্রাস্য ত্রীণি পল্যানি বৈ ত
দিবসে ষষ্ঠভুক্তে তু যঃ প্রাশ্নীয়াদেকভোজনম্ ॥ ১৯
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু জুহ্বানো জাতবেদসম্
বাজপেয়স্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ২০
ইন্দ্রকন্যাভিরুচ্চং বিমানং লভতে নরঃ
সাগরস্য চ পর্যান্তে বসেৎ লোকসাবসে ॥ ২১
দেবরাজস্য চ ক্রীড়াং নিত্যকালমবেক্ষতে।
দিবসে পঞ্চমে যস্তু প্রাশ্নীয়াদেকভোজনম্ ॥ ২২
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু জুহ্বানো জাতবেদসম্
অলুব্ধঃ সত্যবাদী চ ব্রহ্মণ্যশ্চাবিহিংসকঃ ॥ ২৩

এবং ইন্দ্রলোকে সপ্তর্ষী ঈশ্বরে পরিবৃত হইয়া বাস করেন ॥ ১৫

যিনি বার বার পর্যায় ক্রমে তিন তিন অন্তর একবার ভোজন করেন, নিত্য প্রাতঃকালে জাগরিত হন এবং অগ্নির পরিচর্য্যায় তৎপর থাকিয়া নিত্য অগ্নিতে আহুতি দান করেন, তিনি অতিরাত্র-যাগের সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হন ॥ ১৬-১৭

সেই মানুষ মযূর ও হংস যোজিত বিমান লাভ করেন এবং তিনি সদা সপ্তর্ষিগণের লোকে অপ্সরাগণের সহিত নিবাস করেন। তিনি সেখানে তিন পক্ষ বর্ষ পর্যন্ত বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৮-১

যিনি প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিতে করিতে যার যার পর্যন্ত প্রতি ষষ্ঠ দিবসে একবার ভোজন করেন, তিনি বাজপেয়-যজ্ঞের সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হন ॥ ১১-২০

সেই মানুষ দেবকন্যাগণের দ্বারা আবৃত বিমান লাভ করেন এবং পূর্ব্বসাগরের তীরে ইন্দ্রলোকে নিবাস করেন। তিনি সেখানে বাস করিয়া প্রতিদিন দেবরাজের ক্রীড়াদর্শন করিতে থাকেন ॥ ২১

যে ব্যক্তি যার যার পর্যন্ত প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিতে করিতে প্রতি পঞ্চম দিবসে একবার ভোজন করেন এবং নির্লোভ, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণভক্ত, অহিংসক ও অসূয়াবর্জী হইয়া সদা পাপকর্ম

অনশ্নুয়ুরপাপত্বো দ্বাদশাব্দফলং লভেৎ
জাম্বুনদময়ং দিব্যং বিমানং হংসলক্ষণম্ ॥ ১৪
সূর্য্যজ্বালাসমাভাসমারোহেৎ পাণ্ডুরং বৃষম্
আবর্তনানি চত্বারি তথা পঞ্চাশি দ্বাদশ ॥ ১৫
শয়্যাপরিমাণক্ত তত্রাস্তো বসতে সুখম্ ।
দিবসে যস্তু যজ্ঞে বৈ মুনিঃ প্রাশেত্ত ভোজনম্ ॥ ১৬
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ জুহ্বানো জাতবেদসম্
সদা ত্রিষবণস্নায়ী ব্রহ্মচার্য্যনসূয়কঃ ॥ ১৭
গবাং মেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ।
অগ্নিজ্বালাসমাভাসং হংসযুক্তং বিমানমুত্তম ॥ ১৮
শাতকুম্ভময়ৈর্যুক্তং সাধনৈশ্চ যথানুত্তমম
ঔষেয়াশ্চাপ্সরাস্তত্র প্রতিগৃহ্ণন্তি প্রবোধান্তে ॥ ১৯
নূপূরাণাং নিনাদেন মেখলানাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ।
কোটীসহস্রং বর্ষাণাং ত্রীণি কোটিশতানি চ ॥ ২০
পঞ্চাশচ্চাপরে তথা পঞ্চাশ্চ যে তথৈব চ ।
অযুতানি চ পঞ্চাশদ্বৃক্ষমূলস্য চ ॥ ২১
লোভাৎ প্রমাদেন সদা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।

দিবসে সপ্তমে যস্তু প্রাপ্নোত্যন্নকোভনম্ ॥ ৩১
সদা দ্বাদশবর্ষাণি বৈ জুহ্বানো জাতবেদসম্
সত্যবাদী ক্ষোমধারো ব্রহ্মচার্য্যথ সমাহিতঃ ॥ ৩২
পুনর্নবেষ্টিঞ্চ বৈ মধু-বাসশ্চ যজ্ঞিয়ম্
পুরুষো মরুতাং লোকমিন্দ্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৩৩
তত্র তৎ ভি নিষেবাথো দেবকন্যাভিরর্চিতে
ফলং বহুসুবর্ণস্য যজ্ঞস্য লভতে নরঃ ॥ ৩৪
সংখ্যামতিগুণাঃ চাপি কেতু লোকেষু ভোগতে ।
যস্তু সংবৎসরং কাম্যো ভুঙ্‌ক্তে হবিষ্যমুত্তমম্ নরঃ ॥ ৩৫
দেবকাণ্যাপ্সরো নিত্যং জুহ্বানো জাতবেদসম্ ।
পৌণ্ডরীকস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৩৭
পঞ্চবর্ণনিভৈঃ চৈব বিমানমধিরোহতি
কৃষ্ণাঃ কনকগৌরাশ্চ নার্য্যঃ কাম্যাস্তথাপরাঃ
যত্রোপবিলাসিন্যো লভতে নাত্র সংশয়ঃ
যস্তু সংবৎসরং ভুঙ্‌ক্তে নীবারং নবমেহনি ॥ ৩৮
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ জুহ্বানো জাতবেদসম্
অবদেবসমপ্রখ্যো ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৪০

বইতে দুধে থাকে৷, তিনি দ্বাদশ বৎসর ফল প্রাপ্ত হন ॥২২-২৭॥

তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান এবং জাম্বু নদ-নামক সুবর্ণনির্ম্মিত শ্বেতকান্তিবিশিষ্ট হংসলক্ষিত বিমানে আরোহণ করেন ও চার, ষাঁড় এবং পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ সপ্তসাকুল্যে একান্ন গণ্ড বর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে সুখের সহিত বাস করেন ॥ ২৪-২৫॥

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত সদা অগ্নিহোত্র করেন, তিনি সন্ধ্যায় স্নান করেন, ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করেন, অসূয়ার লোকর্দ্দন করেন না এবং মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রতি ষষ্ঠ দিবসে একবার ভোজন করেন, তিনি গোমেধ-যজ্ঞের সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হন ॥ ২৬-২৭॥

তিনি অগ্নির শিখাসদৃশ প্রকাশমান, হংস ও বহুল-লেখিত, সুবর্ণখচিত উত্তম বিমান লাভ করেন এবং তিনি অপ্সরাগণের লোভে শয়ন করিয়া তাঁহাদের কাকলীকলাপ ও নূপুরসমূহের ধ্বনিতে আপ্যায়িত হন ॥ ২৮-২৯॥

সেই সময় দুই পতাকা (যথাসম্ভ), আঠার পদ্ম, এবং বাহান্ন তিন শত কোটি ও পঞ্চাশ অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত এবং শত সহস্রের মধ্যে যত লোম আছে, তত বর্ষকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হন ॥ ৩০-৩১॥

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তম দিবসে একবার ভোজন করেন, প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি দেন, বাকাকে সংযত রাখেন ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করেন এবং পুষ্পমালা, চন্দন, বস্ত্র ও ঘাস ছিঁড়িবার অস্ত্র পরিত্যাগ করেন, সেই ব্যক্তি যজ্ঞসম্বন্ধে এই উত্তম লোকে সম্মান পাইয়া থাকেন ॥ ৩১-৩৯॥

সেই সম্ভ স্থানে তিনি সকলমনোহর হইয়া দেবকন্যাগণের দ্বারা পূজিত হন এবং যে যজ্ঞে সহস্র স্বর্ণের দক্ষিণা দেওয়া হয় সেই যজ্ঞের ফললাভ করেন। তিনি অনন্ত বর্ষ পর্য্যন্ত সেই সব লোকে আনন্দভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯॥

যে ব্যক্তি এক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি আট দিনে একবার ভোজন করেন, ক্ষমাবান্ হন, দেবকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং নিত্য অগ্নিহোত্র করেন, তিনি পৌণ্ডরীক-যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৩৬-৩৭

তিনি পদ্মতুল্য বর্ণবিশিষ্ট বিমানে আরোহণ করেন এবং সেখানে তিনি শ্যামবর্ণা, সুবর্ণতুল্যা গৌরবর্ণা, লোলনয়নীয়া, নব যৌবনা ও মনোহর রূপবিলাসে সুশোভিতা দেবকন্যাগণকে প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৮॥

যে ব্যক্তি এক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি নবম দিনে একবার ভোজন করেন এবং বার মাস প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি দেন, তিনি এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৩৯-৪০॥

পুণ্যকৃৎপ্রকাশক বিমানং লভতে নরঃ
দীপ্তসূর্য্যাগ্নিতেজোভিস্তিষ্ঠন্নাভাতি যেন চ ৮ ৪১
নীয়তে কৃতকৃত্যাভিঃ সোঽপ্সরোভিঃ সনাতনম্
অষ্টাদশসহস্রাণি বর্ষাণাং কল্পমেব চ ৯ ৪২
কোটীশতসহস্রক ভোগু লোকেষু মোদতে
যত্ত সংবৎসরং ভুঙ্‌ক্তে তদ্দশাহে বৈ গতে পুনঃ ৯ ৪৩
সদা যাবন্নমস্যান্ বৈ জুহ্বানো জাতবেদসম্
ব্রহ্মকল্পানিবাসে চ সর্বকৃতমনোহরে ৯ ৪৪
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ৯
রূপবন্তশ্চ তং কন্যা বরয়ন্তি সনাতনম্ ৯ ৪৫
নীলোৎপলনিভৈর্বর্ণৈ রক্তোৎপলনিভৈস্তথা
বিমানং রত্নসাবর্তমাবর্তগ্রহনাকুলম্ ৯ ৪৬
সাগরোর্দ্মিপ্রতীকাশং লভতে যানমুত্তমম্
বিচিত্রমণিমালাভিরাবিষ্টং শঙ্খনিঃস্বনৈঃ ৯ ৪৭
স্ফটিকৈরুত্তমাকারৈশ্চিত্তং শুকৃতবেদিকম্
আরোহতি মহদ্ যানং হংস-সারসনাদিতম্ ৯ ৪৮

একাদশে তু দিবসে যঃ প্রাপ্তে প্রাশতে হবিঃ।
তদা যাবন্নমস্যাংস্তু জুহ্বানো ভতবেদসম্ ৯ ৪৯
পরস্ত্রিয়ং নাভিলষেদ্ বাচাথ মনসাপি বা
অনুত্তমং ন তাবেত মাত্তাপিত্রোঃ কৃতেঽপি বা ৯ ৫০
অভিসঙ্কেতয়ন্ত্যাদেবা বিমানস্থা মহাবলম্
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ৯ ৫১
ধ্বায়ন্তুষ্ক পল্যেত বিমানং সমুপস্থিতম্
কুমার্যঃ কাঞ্চনাভাসা রূপবত্যো নয়ন্তি তম্ ৯ ৫২
রুক্মাণাং ত্তমধীবাসা দিবি দিব্যং মনোহরম্
বর্ষাণ্যপরিমেয়ানি যুগান্তায়িসমপ্রভঃ ৯ ৫৩
কোটীশতসহস্রক ফলকোটীশতানি চ
রুদ্রং নিত্যং প্রপদ্যতে দেব-দানবসম্মতম্ ৯ ৫৪
স তত্রৈশ্ব দর্শনং প্রাপ্তো দিবসে দিবসে ভবেৎ।
দিবসে তাদলে যত্ত প্রাপ্তে বৈ প্রাশতে হবিঃ ৯ ৫৫
সদা যাবন্নমস্যান্ বৈ সর্বমেধফলং লভেৎ।
আদিত্যস্যাদলা তত্ত বিমানং সংবিরাজতে ৯ ৫৬

তিনি পুণ্যকৃৎ (যেজমান)-তুল্য তেজবর্ণের বিমান লাভ করেন। দীপ্তিমান্ সূর্য ও অগ্নিসমূহ তেজঃশক্তি এবং দিব্যাভাস-বাহিনী অপ্সরোগণ তাঁহাকে সনাতন অক্ষয়কিঙ্করোকে লইয়া যান। সেখানে তিনি এক কল্প, লক্ষ কোটি এবং আঠার হাজার বর্ষ পর্যন্ত সুখভোগ করেন। ৪১-৪২½

যে ব্যক্তি এক বর্ষ পর্যন্ত দশ-দশ দিন গত হইলে পর একবার ভোজন করেন এবং যাঁর মাস প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি দেন, তিনি সর্বত্র ভূতগণের মনোহর ব্রহ্মকল্পাগণের নিবাসস্থানে গমন করত একহাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের সমান ফল লাভ করেন ও সেই সনাতন পুরুষকে সেখানের রূপবতী কন্যাগণ মনোরঞ্জন করেন। ৪৩-৪৫

তিনি নীল ও রক্ত পদ্মের তুল্য অনেক বর্ণে সুশোভিত, মণিমালাদ্বারে ব্যাপ্তথাকা, সাগরের তরঙ্গের ন্যায় গমন পূর্বগামিনী, সাগরের তরঙ্গমালার তুল্য উচ্চে নিম্নে উত্থানযান, বিচিত্র মণিমালাসমূহে অলঙ্কৃত এবং শঙ্খ ধ্বনিতে পরিপূর্ণ সর্বোত্তম বিমান প্রাপ্ত হন। ৪৬-৪৭

এই বিমানে স্ফটিক ও মহামূল্য মণির উত্তমসমূহ বিভমান থাকে। ইহার উপর সুন্দর বীতিতে নির্মিত বেদী শোভা পাইতেছে এবং হংস ও সারস পক্ষীরা কলরব করিতেছে। এমন বিশাল বিমানে তিনি আরোহণ করেন এবং স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করেন। ৪৮

যে ব্যক্তি বার মাস পর্যন্ত প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিতে করিতে প্রতি এগার দিনে একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, মন ও বাক্যের দ্বারা কখনও পরস্ত্রীকে অভিলাষ করেন না এবং মাতা-পিতার জন্যও কখনও মিথ্যা কথা বলেন না, তিনি বিমানে বিরাজমান পরম শক্তিশালী মহাদেবের নিকটে গমন করেন ও এক হাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। ৪৯-৫১

তিনি নিজের নিকটে ব্রহ্মকর্তৃক প্রেরিত বিমানকে স্বচ্ছই উপস্থিত হইতে দেখেন। সুবর্ণতুল্য বর্ণবিশিষ্টা রূপবতী কুমারীগণ তাঁহাকে সেই বিমানে করিয়া দ্যুলোকে দিব্য মনোহর রুদ্রলোকে লইয়া যান। ৫২½

সেখানে তিনি প্রলয়কালীন অগ্নিতুল্য তেজস্বী শরীর ধারণ করত অনন্ত বর্ষ পর্যন্ত এক লক্ষ এক হাজার কোটি বর্ষকাল নিবাস করিতে করিতে প্রতিদিন দেব-দানব সম্মানিত ভগবান্ রুদ্রকে প্রণাম করেন। এই ভগবান্ রুদ্র তাঁহাকে প্রতিদিন দর্শন দান করেন। ৫৩-৫৪½

যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল প্রতি বার দিনে কেবল হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, তিনি সর্বমেধ-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হন। ৫৫½

তাঁহার জন্য প্রাতঃ সূর্যতুল্য তেজস্বী বিমান প্রস্তুত থাকে।

মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ মহার্হৈরুপশোভিতম্
হংসমালাপরিক্ষিপ্তং নারীবীথিসমাকুলম্ ॥ ৫৭
মযূরৈশ্চক্রবাকৈশ্চ কৃতৈরুপশোভিতম্
অষ্টৌশতানি ষট্ত্রিংশৎ সংযুক্তং ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫৮
নিত্যমাবসথং রাজন্ নর-নারীসমাবৃতম্
তস্মিন্নেবং মহাভাগপুত্রিকা প্রাহ ধর্মবিৎ ॥৫৯
ত্রয়োদশে তু দিবসে প্রাপ্তে যঃ প্রাপ্যতে হবিঃ
সদা বাদশবাসাংস্তু বৈ দেবসত্রফলং লভেৎ ॥ ৬০
রক্তপদ্মোদয়ং নাম বিমানং সাধুরেরঃ ।
তাতরূপপ্রযুক্তং রত্নজালসমাবৃতম্ ॥ ৬১
দেবকন্যাভিরাকীর্ণং দিব্যাভরণভূষিতম্
পুণ্যগন্ধোদয়ং দিব্যং বায়ুবৈরুপশোভিতম্ ॥ ৬২
তত্র শঙ্খপতাকে দ্বে মৃণালস্তঃ কলহ্লারে চ
অমৃতাবৃতং তথা পদ্মঃ সমুদ্রক তথা নলেৎ ॥ ৬৩
গীতগন্ধর্ববোষৈশ্চ ভেরীপণবনাদৈঃ

সদা প্রহ্লাদিতস্তাভির্দেবকন্যাভিরিষ্যতে ॥ ৬৪
চতুর্দশে তু দিবসে যঃ পূর্বে প্রাপ্যতে হবিঃ ।
সদা ষাদশবাসাংস্তু মহাদেবফলং লভেৎ ॥ ৬৫
অনির্দেশ্যবয়োরূপা দেবকন্যাঃ সুকৃতাঃ
মৃষ্টতপ্তাঙ্গদধরা বিমানৈকপবাস্তি তম্ ॥ ৬৬
ফলহংসবিনির্ঘোষৈর্নূপুরাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ
কাঞ্চীনাঞ্চ সমুৎক্ষৈতত্র তত্র নিবোধ্যতে ॥ ৬৭
দেবকন্যানিবাসে চ তস্মিন্ বসতি মানবঃ
ভাস্করীবালুকাকীর্ণং পূর্ণং সংবৎসরং নরঃ ॥ ৬৮
বস্ত্র পক্ষে গতে ক্ষুদ্র একভক্তা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সদা ষাদশবাসাংস্তু জুহ্বানো ভাজবেদসম্ ॥ ৬৯
রাজসূয়সহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ।
যানমারোহতে দিব্যং হংসযুক্তিসংবিতম্ ॥ ৭০
মণিস্বর্ণবিচিত্রং ভাতরূপসমাবৃতম্ ।
দিব্যাস্তরণশোভাভির্বরস্ত্রীভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ৭১

বহুমূল্য মণি, মুক্তা ও প্রবাল সেই বিমানের শোভাবর্দ্ধন করে। হংসশ্রেণীপরিবেষ্টিত ও নাগরাজীতে পরিব্যাপ্ত সেই বিমান ভ্রমণ করিতে করিতে মযূর এবং চক্রবাকে সুশোভিত হইয়া ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাহার মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত আছে। রাজন্! এই বিমান নিত্য নিবাসস্থান অনেক নর-নারীতে পূর্ণ থাকে। এই কথা মহাভাগ ধর্ম্মজ্ঞ অধিবাসীরা বলিয়াছেন। ৫৬-৫৯

যে ব্যক্তি বার বার পক্ষান্ত দিনে একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, তিনি দেবসত্রের ফল প্রাপ্ত হন। ৬০

সেই মানুষ রক্তপদ্মোদয়নামক বিমান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই বিমান সুবর্ণখচিত ও রত্নসমূহে বিভূষিত। উহাতে দেবকন্যাগণ পূর্ণ থাকেন। দিব্য আস্তরণে বিভূষিত হইয়া এই বিমানের অভিনয় শোভা হয়। উহা হইতে পবিত্র সুগন্ধ বাহির হয় এবং এই দিব্য বিমান বায়ুযোগে শোভিত থাকে। ৬১-৬২

সেই ব্রতধারী মানুষ দুই শঙ্খ, দুই পতাকা (মহাপদ্ম), এক মৃণাল, এক চতুর্দ্দল এবং দশ কোটি ও চার পদ্ম বৎসর কাল ব্রহ্মলোকে নিবাস করেন। ৬৩

সেখানে দেবকন্যাগণ গীত ও বাদ্যসমূহের শব্দ এবং ভেরী ও পণবের মধুর ধ্বনির দ্বারা সেই মানুষকে আনন্দমগ্ন করিতে সদা তাঁহার পূজা করেন। ৬৪

যে ব্যক্তি বার বার পক্ষান্ত প্রতি চৌদ্দ দিবসে এক বার হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, তিনি মহাদেব যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। ৬৫

তাঁহাদের যৌবন ও রূপ বর্ণনা করা যায় না, এরূপ দেবকন্যাগণ উত্তপ্ত সুবর্ণের অঙ্গদ ও অন্যান্য অলঙ্কার ধারণ করত বিমানসমূহের দ্বারা সেই পুরুষের সেবার উপস্থিত হন। ৬৬

তিনি নিদ্রিত হইলে পর ফলহংসগণের কলরব, নূপুরের মধুর ঝঙ্কারধ্বনি এবং কাঞ্চীর মনোহর ঝঙ্কার দ্বারা তাঁহাকে জাগরিত করা হয়। ৬৭

সেই মানুষ দেব-কন্যাগণের সেই নিবাসস্থানে উক্ত বর্ষকাল বাস করেন, বস্ত্র সংখ্যক বালুকার কণা গণনাশক্তি আছে। ৬৮

যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বার বার পক্ষান্ত প্রতি পক্ষের দিনে একবার ভোজন করেন এবং প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করেন, তিনি এক হাজার রাজসূয়-যজ্ঞের উত্তম ফল প্রাপ্ত হন। তিনি হংস ও বহুগণ সেবিত দিব্য বিমানে আরোহণ করেন। ৬৯-৭০

এই বিমান সুবর্ণ পত্রখচিত ও মণিময় বস্ত্রজালের চিহ্নসমূহে বিচিত্র শোভাসম্পন্ন। দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিতা সুন্দরী রমণীগণে এই বিমান আবৃত। ৭১

একস্তম্ভং চতুর্দ্বারং সপ্ততোমং সুমঙ্গলম্ ।
বৈজয়ন্তীসহস্রৈশ্চ শোভিতং শীতনিঃস্বনৈঃ ॥ ৭২
দিব্যং দিব্যগুণোপেতং বিমানমধিরোহতি
মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ কৃষিতঃ বৈদূর্য্যভূষিতম্ ॥৭৩
বসেদ্ বর্ষসহস্রঞ্চ পদ্মবর্ণ-কৃতধ্বজঃ ।
যোজনে দিবসে প্রাপ্তে যঃ কৃর্য্যাদেকভোজনম্ ॥ ৭৪
সদা যাবশ্যযাসান্ বৈ সেবমানো জাতবেদসম্
সোমলক্ষ্যাধিবাসেষু সোঽধ্যাবসতি বিত্তদঃ ॥ ৭৫
সৌম্যগন্ধাসুলিপ্তশ্চ কামকারগতির্ভবেৎ
সুবর্ণরাজ্ঞিসংবীতদিব্যমুরাজিতস্তথৈব চ ॥ ৭৬
অর্চ্যতে বৈ বিমানস্থঃ কামভোগৈশ্চ সেব্যতে ।
ফলং পঞ্চগুণপ্রখ্যং মহাকল্পং প্রপদ্যতে ॥ ৭৭
আবর্ত্তনানি ষষ্ট্যাস্তু সাধবেচ্ছাপ্যসৌ নরঃ
দিবসে সপ্তমে যঃ প্রাপ্তে প্রাশনীয়ে হবিঃ ॥ ৭৮

সদা যাবশ্যযাসান্ বৈ জুহ্বানো জাতবেদসম্
স্থানং বারুণমৈন্দ্রঞ্চ রৌদ্রং বাপ্যধিগচ্ছতি ॥ ৭৯
যাম্যকৌবেরনলনে চৈব ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি
তত্র বৈবস্বতস্যাভিরাসনেনোপচর্য্যতে ॥ ৮০
কৃষ্ণৈঃ চাপি দেবর্ষিঃ বিবৃতৈপসর্পতে
তত্র দেবাধিদেবস্য কৃপায়োগা ভবন্তি তম ॥৮১
যাত্রিংশদ্ ক্ষপরাত্রিণো মধুরাঃ সরলকৃতাঃ ।
চন্দ্রাদিত্যাবৃতো যাবদ্ গগনে চরতঃ প্রভো ! ॥ ৮২
তাবচ্চরত্যসৌ ধীরঃ সুবাবৃতরসাশনঃ ।
অষ্টাদশে যো দিবসে প্রাপ্তীয়াদেকভোজনম্ ॥ ৮৩
সদা যাবশ্যযাসান্ বৈ সপ্তলোকান্ স পশ্যতি
রথৈঃ সর্বদিগ্যৈশ্চ পূর্ণতঃ সোঽনুগম্যতে ॥ ৮৪
দেবকন্যাশিরঃস্থৈশ্চ ছত্রজালৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ
ব্যাঘ্রসিংহপ্রযুক্তৈশ্চ যেষবর্ণবিনাদিতম্ ॥ ৮৫

সেই বিমানে একটিই স্তম্ভ আছে। উহাতে চারিটি দ্বার আছে। উহা সপ্ততলবিশিষ্ট। পরম রমণীয় এই বিমান সহস্র বৈজয়ন্তী পতাকাতে সুশোভিত এবং শীতের মৃদু ধ্বনিতে পরিপূর্ণ। ৭২

মণি, মুক্তা ও প্রবালে বিভূষিত এই দিব্য বিমান বিদ্যুৎ প্রভায় উদ্ভাসিত এবং দিব্য গুণসমূহে সম্পন্ন। এই ব্রতধারী পুরুষ সেই বিমানে আরূঢ় হন। উহাতে পদ্মের ও ধ্বজা যোজিত আছে এবং এই বিমানে তিনি এক সহস্র যুগ পর্য্যন্ত নিবাস করেন। ৭৩½

যে ব্যক্তি ষাট বার মাস পর্য্যন্ত প্রতি ষোল দিনে একবার ভোজন করেন, তিনি সোমযাগের ফলে লাভ করিয়া থাকেন। ৭৪½

তিনি সোমকন্যাগণের বিমানস্থানে নিত্য বাস করেন। তাঁহার অঙ্গসমূহে সৌম্য গন্ধযুক্ত অনুলেপন লেপন করা হয় এবং তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকেন। ৭৫½

তিনি বিমানে অবস্থান করেন। সুবর্ণের ও মৃদুস্বভাবিনী বিশুদ্ধ চরিত্রশীল তাঁহার পরিচর্য্যা করেন এবং তাঁহাকে কামসম্ভোগ দ্বারা সেবা করিয়া থাকেন। ৭৬½

সেই যাজ্ঞের পঞ্চ গুণ ফল প্রাপ্ত হন মহাকল্প এবং চার চতুর্যুগের আবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত নিজের পুণ্য ফল ভোগ করিয়া থাকেন। ৭৭½

যে যাজ্ঞ প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিতে করিতে ষোল দিন উপবাস করত সপ্তম দিনে কেবল হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, তিনি যজ্ঞ, ঔত্র, ব্রহ্ম, যম, শুক্রাচার্য্য ও ব্রহ্মার লোকে গমন করিয়া থাকেন। সেই সব লোকে দেবকন্যাগণ আসন প্রদান করত তাঁহার পূজা করেন। ৭৮-৮০

সেই যাজ্ঞ কৃষ্ণলোক, কৃষ্ণলোক এবং বিবরণধারী দেবর্ষিকে দেখিতে দর্শন করেন। দেবাধিদেবের কৃপারীগণ তাঁহার মনোরঞ্জন করেন। তাঁহাদের সংখ্যা হইল বত্রিশ তাঁহারা মনোরম রূপধারিণী, মধুরভাষিণী এবং দিব্য অনুরাগসমূহে অনুরক্তা। ৮১½

প্রভো ! যতকাল আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্য বিচরণ করেন, ততকাল সেই ধীর পুণ্য সুরা ও অমৃত রস ভোজন করিতে করিতে ব্রহ্মলোকে বিহার করেন। ৮২½

যে ব্যক্তি ষাট বার মাস পর্য্যন্ত প্রতি আঠার দিনে একবার যাজ্ঞ ভোজন করেন, তিনি ক্ষুধ, বৃষ্ণ, ঋ, মরুৎ, ভব, ভগঃ ও সত্য—এই সব লোক দর্শন করিয়া থাকেন। ৮৩½

তাঁহার পশ্চাতে আনন্দ সহকারে জয়ধ্বনি করিতে করিতে বহুসংখ্যক ভেরীধ্বনি ও ফলঞ্জিত রথ চলিতে থাকে। এই সব রথে দেবকন্যাগণ উপবিষ্ট থাকেন। ৮৪½

তাঁহার সম্মুখে ব্যাঘ্র ও সিংহযোজিত এবং দেবকন্যা পতাকার গর্জ্জনকারী দিব্য ও উত্তম বিমান প্রস্তুত থাকে। ইহার উপর তিনি অত্যন্ত হর্ষের সহিত আরোহণ করেন। ৮৫½

বিমানমুত্তমং দিব্যং সুমুখী ভবিষ্যতি।
তত্র কল্পসমগ্রা সা ভক্তাভিঃ সহ মোদতে ॥ ৮৬
সুধায়াসক্ত ভুক্তে অমৃতোপমমুত্তমম্
একোনবিংশতিদিনে যো ভুঙ্‌ক্তে একভোজনম্ ॥ ৮৭
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ সপ্তলোকান্ স পশ্যতি।
উত্তমা লভতে স্থানমপ্সরোগণসেবিতম্ ॥ ৮৮
গন্ধর্বৈরুপগীতঞ্চ বিমানং সূর্যবর্চসম্
তত্রাপ্সরঃসহস্রাভির্মোদতে বিগতজ্বরঃ ॥ ৮৯
দিব্যাস্তরঃসহস্রং শ্রীমানমৃতানাং শতা শতম্।
পূর্ণেঽথ বিংশে দিবসে যো ভুঙ্‌ক্তে ভোজনম্ ॥ ৯০
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ
অমাংসাশী ব্রহ্মচারী সর্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৯১
স লোকান্ বিপুলান্ রম্যানাদিত্যানামুপাশ্নুতে।
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ দিব্যমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ৯২
বিমানৈঃ কাঞ্চনৈস্তৈস্তৈঃ পৃষ্টস্তস্যানুগমাতে।

একবিংশে তু দিবসে যো ভুঙ্‌ক্তে ভোজনম্ ॥ ৯৩
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ জুহ্বানো জাতবেদসম্।
লোকমৌশনসং দিব্যং শক্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৯৪
অপ্সরোগণকন্যাভিশ্চৈব সুখেষ্বভিরতঃ সদা।
অনভিজ্ঞশ্চ দুঃখানাং বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ৯৫
সেব্যমানো বরস্ত্রীভিঃ ক্রীড়তে সমমেব প্রভুঃ।
দ্বাবিংশে দিবসে প্রাপ্তে যো ভুঙ্‌ক্তে ভোজনম্ ॥ ৯৬
সদা দ্বাদশ মাসান্ বৈ জুহ্বানো জাতবেদসম্।
অহিংসানিরতো ধীমান্ সত্যবাসনমূহকঃ ॥ ৯৭
লোকান্ বসুনামাপ্নোতি দিবাকরসমপ্রভঃ।
ক্ষমাচারী ক্ষুধাহারো বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ৯৮
রমতে দেবকন্যাভির্দিব্যাভরণভূষিতঃ।
ত্রয়োবিংশে তু দিবসে প্রাপ্তে যস্ত্বেকভোজনম্ ॥ ৯৯
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু মিতাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ
সাধ্যৈরুপসমশ্নৈস্তু ক্রতুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১০০

সেই দিব্যলোকে তিনি একহাজার বছরকাল পর্যন্ত দেবকন্যাগণের সহিত আনন্দ ভোগ করেন এবং অমৃততুল্য মধুর সুধারস পান করিতে থাকেন। ৮৬-৯৪

যে ব্যক্তি বারমাস পর্যন্ত প্রতি উনিশ দিনে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি পুণ্যলোক (৮৩-শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি সপ্ত লোক দর্শন করেন। ৮৭

তিনি অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত উত্তম যান এবং গন্ধর্বগণের দ্বারা বন্দিত ও সূর্যতুল্য তেজস্বী বিমান প্রাপ্ত হন। ৮৮-৯

সেই বিমানে তিনি সুমুখী দেবকন্যাগণের সহিত আনন্দ ভোগ করেন। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া যান, তাঁহার কোনও ব্যাধিজনিত তাপ হয় না। দিব্য বস্ত্র ধারণ করিয়া ও শ্রীসম্পন্ন রূপ ধারণ করিয়া তিনি দশকোটি বৎসরকাল পর্যন্ত সেস্থানে নিবাস করেন। ৮৯-৯

যে ব্যক্তি বার মাস পর্যন্ত পূর্ণ বিশ দিনে একবার ভোজন করেন, সদা সত্য বলেন, ব্রত পালন করেন, মাংস ভক্ষণ করেন না, ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন এবং সমস্ত প্রাণীর হিতে নিরত থাকেন, তিনি সূর্য্যলোকের বিশাল ও রমণীয় লোকে গমন করিয়া থাকেন। ৯০-৯১

তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে দিব্য মালা ও অনুলেপন ধারণকারী গন্ধর্বগণ এবং অপ্সরাগণ তাঁহা দ্বারা সেবিত অর্থাৎ বিমানসমূহ চলিতে থাকে। ৯২

যে ব্যক্তি বার মাস পর্যন্ত প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিতে করিতে প্রতি একুশ দিনে একবার ভোজন করে, তিনি ব্রহ্মচার্য্য ও ঔশনস দিব্য লোকে গমন করিয়া থাকেন। কেবল ইহাই নহে, তাঁহার অগ্নিদেব কৃপাবশতঃ ও বহুপুণ্যের লোভে লাভ হয়। এই সব লোকে তিনি সর্বদা সুখ ভোগেই নিরত থাকেন। কোনও দুঃখই তিনি অনুভব করেন না। শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিয়া তিনি সুমুখী স্ত্রীগণের দ্বারা সেবিত হইতে হইতে শক্তিশালী দেবতার ন্যায় ক্রীড়া করেন। ৯৩-৯৫

যে ব্যক্তি বারমাস পর্যন্ত প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিতে করিতে বারো দিন পরে পর একবার ভোজন করেন এবং অহিংসাপরায়ণ বুদ্ধিমান ও সত্যবাদী ও দোষদৃষ্টিরহিত হন, তাঁহার সূর্য্যতুল্য তেজস্বী রূপ ধারণ করত শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিয়া বসুলোকে গমন করিয়া থাকেন। সেস্থানে তিনি ইচ্ছানুসারে বিচরণ করেন, অমৃত ভোজন করেন এবং দিব্য আভরণে বিভূষিত হইয়া দেবকন্যাগণের সহিত রমণ করেন॥ ৯৬-৯৮

যে ব্যক্তি বার মাস পর্যন্ত মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তেইশ দিনে একবার ভোজন করেন, তিনি বায়ু, ভক্তাচার্য্য ও রুদ্রের লোকে গমন করিয়া থাকেন। ৯৯-১০০

কামচারী কামগমঃ পূজ্যমানোঽপরোগণৈঃ।
অনেকগুণপর্য্যাপ্তং বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ১০১
রমতে দেবকন্যাভির্দিব্যাভরণভূষিতঃ।
চতুর্বিংশে তু দিবসে যঃ প্রাপ্তে প্রাশতে হবিঃ ॥ ১০২
সদা দ্বাদশমাসান্তে জুহ্বানো জাতবেদসম্।
আদিত্যানামধীবাসে মোদমানে বসেচ্চিরম্ ॥ ১০৩
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ
বিমানে কাঞ্চনে দিব্যে হংসযুক্তে মনোরমে ॥ ১০৪
রমতে দেবকন্যাভিঃ সহস্রৈরপ্সরোভিঃ।
পঞ্চবিংশে তু দিবসে যঃ প্রাশেদেকভোজনম্ ॥ ১০৫
সদা দ্বাদশমাসান্তে পুরুষো যানমাস্থিতঃ
সিংহব্যাঘ্রপ্রযুক্তেন বেগনিঃপতনাদিতঃ ॥ ১০৬
স ঋষেরঙ্গিরোবৈশ্চ পৃষ্ঠতো নুনুযমাণতে।
দেবকন্যাসমাকীর্ণৈঃ কাঞ্চনৈর্বিমলৈঃ শুভৈঃ ॥ ১০৭
বিমানমুত্তমং দিব্যমাস্থায় সুমনোহরম্।
তত্র কল্পসহস্রং বৈ বসতে শ্রীমতাবৃতে ॥ ১০৮
সুবারসং চোপজীবন্নমৃতোপমমুত্তমম্।
ষড়্বিংশে দিবসে যস্তু প্রভূর্যাবেকভোজনম্ ॥ ১০৯
সদা দ্বাদশমাসান্তে নিয়তো নিয়তাশনঃ
জিতেন্দ্রিয়ো বীতরাগো জুহ্বানো জাতবেদসম্ ॥ ১১০
স প্রাপ্নোতি মহাভাগঃ পূজ্যমানোঽপরোগণৈঃ।
সপ্তানাং মরুতাং লোকান্ বসূনাং চাপি সোঽশ্নুতে ॥ ১১১
বিমানৈঃ স্ফাটিকৈর্দিব্যৈঃ সর্বরত্নৈরলঙ্কৃতৈঃ।
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ পূজ্যমানঃ প্রমোদতে ॥ ১১২
যে মুনীনাং সহস্রে তু দিব্যে দিবোন ভেজসা
সপ্তবিংশেঽথ দিবসে যঃ কৃৎস্নাদেকভোজনম্ ॥ ১১৩
সদা দ্বাদশমাসান্তে জুহ্বানো জাতবেদসম্
ফলং প্রাপ্নোতি বিপুলং দেবলোকে চ পূজ্যতে ॥ ১১৪
অমৃতাশী বসাংস্তত্র স বিভুঙ্‌ক্তে প্রমোদতে।
দেববিচরিতং রাজন্ রাজর্ষিভিরনুষ্ঠিতম্ ॥ ১১৫

সেই সব লোকে অনেক গুণযুক্ত শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিয়া ইচ্ছানুসারে বিচরণ করেন। যেখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, সেখানে গমন করেন এবং অপ্সরাগণের দ্বারা পূজিত হন। সেই সব লোকে তিনি দিব্য আভরণসমূহে বিভূষিত হইয়া দেবকন্যাগণের সহিত রমণ করেন। ১০১।

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র করিতে করিতে চব্বিশ দিনে একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, তিনি দিব্য মাল্য, দিব্য বস্ত্র, দিব্য গন্ধ ও দিব্য অনুলেপন ধারণ করত সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আদিত্যলোকে সানন্দে বাস করিয়া থাকেন। ১০২-১০৩।

সেখানে হংসযুক্ত মনোরম ও দিব্য সুবর্ণময় বিমানে তিনি সুরম্য এবং অযুত দেবকন্যাগণের সহিত রমণ করেন। ১০৪।

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত প্রতি পঁচিশ দিনে একবার ভোজন করেন, তিনি আরোহণের জন্য বর বিমান ও বাহন প্রাপ্ত হন। ১০৫।

তাঁহার পরিচালক সিংহ ও ব্যাঘ্র-যোজিত এবং বেগসমূহ গভীর গর্জনে দিঙ্‌মণ্ডলকারী বহুসংখ্যক রথ সানন্দে তাঁহার সেবা করিতে করিতে চলিতে থাকে। সেই সুবর্ণময়, নির্ম্মল এবং রত্নসকাশী রথসমূহের উপর দেবতাগণ আরূঢ় থাকেন। ১০৬-১০৭

তিনি দিব্য, উত্তম ও মনোরম বিমানে অবস্থান করত শত কল্পকাল পূর্ণ অপ্সরাগণের সহিত রমণ করেন। সেখানে দেবতাগণের ভোগ্য অমৃততুল্য উত্তম সুধারস পান করত জীবন ধারণ করেন। ১০৮।

যে ব্যক্তি সদা বারমাস পর্য্যন্ত মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া নিয়তাহারী হইয়া প্রতি ছাব্বিশ দিনে একবার ভোজন করেন, এবং বীতরাগ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি করেন, সেই মহাভাগ বসুগণ অপ্সরাগণের দ্বারা পূজিত হইয়া সপ্ত মরুৎ ও অষ্ট বসুর লোকে গমন করিয়া থাকেন। ১০৯-১১১

সমস্ত রত্নময়ে অলঙ্কৃত স্ফটিক-নির্ম্মিত দিব্য বিমানসকল লাভ করত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের দ্বারা পূজিত হইতে হইতে দিব্য তেজস্বী হইয়া দেবতাগণের দুই হাজার দিব্য যুগ পর্য্যন্ত তিনি সেই সব লোকে আনন্দ ভোগ করেন। ১১২-১১৩

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিতে করিতে প্রতি সাতাশ দিনে একবার ভোজন করেন, তিনি প্রভূত পুণ্যফলভাগী হন এবং দেবলোকে সম্মান লাভ করেন। ১১৩-১১৪

সেখানে তিনি অমৃত আহার করেন এবং কৃতকৃত্যতা হইয়া সেখানে অবস্থান করত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। রাজন্! এই দিব্য রসপায়ী পুরুষ রাজর্ষিগণের দ্বারা যাহা

অধ্যাস্যতি দিব্যাত্মা বিমানবরমাস্থিতঃ
স্ত্রীভির্মনোঽভিরামাভী রমমাণো মনোঽনুগৈঃ ॥ ১১৬

দুরন্তরসংপ্রাপ্তি র্যোদ্ধ্যাস্যতি বৈ পুনঃ
যোদ্ধৃণামধিপে ভূ দিবসে প্রাপ্তাত্মাদেকভোজনম্ ॥ ১১৭

সদা দ্বাদশমাসাংস্তু ত্রিভাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ফলা দেবর্ষিচরিতঃ বিপুলঃ সমুপাশ্নুতে ॥ ১১৮

ভোগবাংস্তেজসা ত্রাতি সহস্রাংশুরিবামলঃ।
সুকুমার্যান্ত নার্যাস্তা রমমাণঃ সুবর্চসঃ ॥ ১১৯

পীনস্তনোরুজঘনা দিব্যাভরণভূষিতাঃ।
রমযন্তি মনঃকান্তে বিমানে সূর্যসন্নিভে ॥ ১২০

সর্বকামগমে দিব্যে কল্পায়ুষ্মন্তঃ সমাঃ
একোনত্রিংশে দিবসে সঃ প্রাপ্নোদেকভোজনম্ ॥ ১২১

সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ সত্যাব্রতপরায়ণঃ।
উক্ত লোকাঃ শুভা দিব্যা দেবরাজর্ষিপূজিতাঃ ॥ ১২২

বিমানং সূর্য-চন্দ্রাভং দিব্যং সর্বগুণান্বিতম্।
আরুরুক্ষেদমং যুক্তং সর্বযত্নসমন্বিতম্ ॥ ১২৩

অপ্সরোগণসম্পূর্ণং গন্ধর্বৈরভিনাদিতম্।
তত্র চৈনং শুভা নার্যো দিব্যাভরণভূষিতাঃ ॥ ১২৪

মনোঽভিরামা মধুরা রময়ন্তি মনোঽনুগাঃ
ভোগবাংস্তেজসা যুক্তো বৈশ্বানরসমপ্রভঃ ॥ ১২৫

দিব্যো দিব্যেন বপুষা ভ্রাজমান ইবাম্বরঃ
বসূনাং মরুতাং চৈব সাধ্যানামথবিশ্বেষাম্ ॥ ১২৬

রুদ্রাণাঞ্চ তথা লোকাং ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি
যস্ত মাসে গতে ভুঙ্‌ক্তে একভক্তং সমাহিতঃ ॥ ১২৭

সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ।
সুধারসকৃতাহারঃ শ্রীমান্ সর্বমনোহরঃ ॥ ১২৮

তেজসা বপুষা লক্ষ্ম্যা দ্রাজতে রশ্মিবানিব।
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ ॥ ১২৯

সুখেষ্বভিরতো নিত্যং দুঃখানামবিজানকঃ
স্বয়ংপ্রভাভির্নারীভির্বিমানস্থো মহীয়তে ॥ ১৩০

রুদ্রদেবর্ষিকন্যাভিঃ সততং চাভিপূজ্যতে।
নানারূপধরাপ্যাভির্নানারূপাবিভূষিতঃ ॥ ১৩১

দেবর্ষিদিগের চরিত্র শ্রবণ ও মনন করেন এবং শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করত মনোরম সুবর্ণভূষণের সহিত মনোরমভাবে রমণ করিতে করিতে তিন হাজার যুগ ও কল্পকাল পর্যন্ত সেখানে সুখ-সম্ভোগে নিবাস করেন। ১১৫-১১৬½

যে ব্যক্তি যার যার পর্যন্ত সদা নিজের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া আটাশ দিনে একবার ভোজন করেন, তিনি দেবর্ষিগণের প্রাপ্য বহুৎ ফল উপভোগ করিয়া থাকেন। ১১৭-১১৮

তিনি ভোগসম্পন্ন হইয়া নিজের তেজে নির্মল সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হন এবং সুন্দর কান্তিযুক্ত, সুন্দর বস্ত্র, অলঙ্কার ও অনুলেপনযুক্ত দিব্য মহাদেহধারে অলঙ্কৃত ও সুকুমারী রমণীগণ সূর্য-সদৃশ প্রকাশমান এবং সমস্ত কাম-নাপ্রাপ্তিকারক মনোরম দিব্য বিমানে উপবেশন করত সেই পুণ্যাত্মা পুরুষের বশ সহ কল্পকাল স্বর্গ পর্যন্ত মনোরঞ্জন করেন ১১৯-১২০½

যে ব্যক্তি যার যার সদা সত্যব্রত পালন করিতে করিতে উনত্রিংশ দিনে একবার ভোজন করেন, তিনি দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের দ্বারা পূজিত দিব্য মঙ্গলময় লোক প্রাপ্ত হন। ১২১-১২২

তিনি সূর্য ও চন্দ্রতুল্য প্রকাশিত, সমস্ত গুণসমূহে বিভূষিত এবং আবশ্যক সামগ্রীসমূহে যুক্ত সর্বময় দিব্য বিমান প্রাপ্ত হন। ১২৩

এই বিমান অপ্সরাগণে পূর্ণ এবং গন্ধর্বগণের মধুর ধ্বনিতে উহা মুখরিত। এই বিমানে দিব্য আভরণে বিভূষিতা, শুভলক্ষণসম্পন্না, মনোরমা, মধুরা ও মনুরক্তাদিগী রমণীগণ সেই পুরুষের মনোরঞ্জন করেন। ১২৪½

সেই পুরুষ ভোগসম্পন্ন, তেজস্বী, অগ্নিসদৃশ দীপ্তিমান্ বীর দিব্য মহীয়ে দেবতাতুল্য প্রকাশমান এবং দিব্য ভাবযুক্ত হইয়া বসু, মরুৎ, সাধ্য, অশ্বিনীকুমার এবং রুদ্রগণের ও ব্রহ্মার লোকেও গমন করিয়া থাকেন। ১২৫-১২৬½

যে ব্যক্তি যার যার পর্যন্ত প্রত্যেক মাস অতিক্রান্ত হইলে পর ত্রিশ দিনে একবার ভোজন করেন এবং সদা শান্ত ভাবে অবস্থান করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ১২৭½

তিনি সেখানে সুধারস ভোজন করেন এবং সকলের মনোহরণকারী কান্তিমান্ রূপ ধারণ করেন। তিনি নিজের তেজে সুন্দর শরীর ও অলঙ্কারিতে সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হন। ১২৮।

দিব্য মাল্য, দিব্য বস্ত্র, দিব্য গন্ধ ও দিব্য অনুলেপন ধারণ করত তিনি ভোগের শক্তি এবং সাধনসম্পন্ন হইয়া সুখ-ভোগে রত থাকেন। তাঁহার কখনও দুঃখ অজ্ঞতা হয় না। ১২৯½

তিনি বিমানে আরোহণ করত নিজেই প্রভায় প্রকাশিত দিব্য রমণীগণের দ্বারা সম্মানিত হন। রুদ্র ও দেবর্ষিকন্যারা সদা তাঁহার পূজা করেন। এই সব কন্যা নানাপ্রকার রমণীয় রূপ, বিভিন্ন প্রকারের রূপ, নানাবিধ মধুর ভাষণকলা এবং অনেকপ্রকার রতিক্রীড়ায় সুশোভিতা।। ১৩০-১৩১½

নানামধুরভাষাভির্নানারূপিভিরেব চ
বিমানে প্রমদাকারে পূর্বা বৈদূর্যসন্নিভে। ১৩১
পূর্বতঃ সোমস্থানে উদকে চান্দ্রবর্চসি।
দক্ষিণাদ্বারি তু রক্তাভে অবস্থানীলতোরণে। ১৩২
ঊর্ধ্বং বিচিত্রস্থানে নৈকো বসতি পূজিতঃ।
যাবৎ বর্ষসহস্রাণি বৈ ভূমৌপালে প্রবর্ততি। ১৩৩
তাবৎ সাধৎসরাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মলোকেষু বৈ নৃতঃ।
বিপ্রেন্দ্রৈশ্চ যাবন্ত্যো বিপত্তন্তি নভস্তলাৎ। ১৩৪
বর্ষাসু বর্ষতুল্যাভির্বিমলস্যাম্বরপ্রভঃ।
মাসোপবাসী বর্ষৈস্তু দদাতি ধর্মমুত্তমম্। ১৩৫
মহর্ষিত্বমবাপ্নোতি সপ্তবীরমভির্ভবেৎ।
মুনির্নাম্নো ভিক্ষতেক্ষো ভিক্ষুশিরোধরঃ সদা। ১৩৭
জুহ্বানাংশ্চ নিয়তঃ সন্ধ্যোপাসনসেবিতা
যজ্ঞভিন্নিয়মৈরেবং শুচিরস্তাতি যো নরঃ। ১৩৮
অভ্যাবকাশশীলশ্চ তস্য তানোদিব ক্ষিপঃ

দিবঃ গত্বা শতৈরেব যেন যাতঃ যথাময়ঃ। ১৩৯
ঘর্ষে পুণ্যা যথাকামমুপভুঙ্ক্তে তথাবিধঃ
এষ তে ভরতশ্রেষ্ঠ যজ্ঞানাং বিধিরুত্তমঃ। ১৪০
ব্যাখ্যাতো জ্ঞানপূর্বেণ উপবাসফলাত্মকঃ।
দদিত্বৈবমুভৌ: পার্থ প্রাপ্তং যজ্ঞফলং যথা। ১৪১
উপবাসানিমান্ কৃত্বা গচ্ছেত্তু পরমাং গতিম্
দেবর্ষিভাভিপূজ্যায়াঃ ব্রতো ভরতসত্তম। ১৪২
উপবাসবিধিষ্বেষ বিস্তরেণ প্রকীর্তিতঃ।
নিয়তৈরেব্রহ্মচর্যেষু শৌচবৎসু মহাত্মসু। ১৪৩
দত্তত্রোহনিন্দুভেষু কৃতবুদ্ধিষু ভারত
অচলেষ্বপ্রকম্পেষু মা তে ভূদত্র সংশয়ঃ। ১৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বি অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি উপবাসবিধিনাম স্ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১০৭

অনেকপ্রকার মনঃসমূহ পালনপূর্বক ভোজন করেন, তিনি আকাশের ন্যায় নির্মল হইয়া যান ও তাঁহার কান্তি সূর্যের প্রভার ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৩৭-১৩৮।

রাজন্! এইরূপ গুণযুক্ত পুরুষ দেবতার ন্যায় নিজের শরীরের সহিতই দেবলোকে গমন করত সেখানে ইচ্ছানুসারে স্বর্গের পুণ্যফল উপভোগ করেন। ১৩৯।

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই আমি তোমার নিকট যজ্ঞসমূহের উত্তম বিধান ক্রমশঃ সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। কৃতনিশ্চয়। ইহাতে উপবাসের ফল প্রকাশিত হইয়াছে। পরিত্র মনুষ্যগণ এই উপবাসাত্মক ব্রতসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞফল প্রাপ্ত হন। ১৪০-১৪১।

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজায় নিরত থাকিয়া এই সব উপবাস পালন করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৪২।

ভারত! নিয়মশীল, সাবধান, শৌচাচারসম্পন্ন, ধৈর্যশালী, দম্ভ ও দ্বেষরহিত, বিদ্বান্ বুদ্ধিযুক্ত, অচল ও স্থির ব্রতাবধিবিশিষ্ট মনুষ্যগণের জন্য আমি এই উপবাস বিধি সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। এ বিষয়ে তুমি কোনরূপ সংশয় করিবে না। ১৪৩-১৪৪।

শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে উপবাসবিধিনামক সপ্তাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

যে বিমানে তিনি আরোহণ করেন, সেই বিমান আকাশতুল্য বিশাল এবং সূর্য ও বৈদূর্যমণি সদৃশ তেজস্বী। তাহার পশ্চাদ্ভাগ চন্দ্রসদৃশ, দক্ষিণভাগ নীলবর্ণ বেষ্টনযুক্ত, নিম্নভাগ নীলমণিতুল্য এবং উপরিভাগ বহু বর্ণের সংমিশ্রণে বিচিত্রিত। এই বিমানে তিনি বহু নর-নারীর দ্বারা সম্মানিত হইয়া অবস্থান করেন। ১৩১-১৩৩।

যেন জম্বুদ্বীপে যত জলবিন্দু বর্ষণ করে, তত হাজার বৎসর পর্যন্ত সেই বৃদ্ধিমান্ পুরুষ ব্রহ্মলোকে বাস করেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৩৪।

বর্ষাকালে আকাশ হইতে যতগুলি যত বারি-বিন্দু ঘনিত হয়, তত বর্ষকাল পর্যন্ত সেই দেবোপম তেজস্বী পুরুষ ব্রহ্মলোকে নিবাস করেন। ১৩৫।

এক বর্ষ পর্যন্ত এক মাস উপবাস করত একত্রিশ দিনে ভোজনকারী ব্যক্তি উত্তম স্বর্গলোকে গমন করেন। তিনি মহর্ষিপদ প্রাপ্ত হইয়া সপ্তবীরে দিব্য লোকে যাত্রা করিয়া থাকেন। ১৩৬।

যে ব্যক্তি সদা মুনি, ভিক্ষোপজীবি, ক্রোধজয়ী, শিশ্ন (লিঙ্গ) ও উদরের বেগসংবরণকারী, নিয়মপূর্বক ভিক্ষা অগ্নিতে আহুতি প্রদানকারী, সন্ধ্যোপাসনায় নিরত এবং যিনি পবিত্র হইয়া পূর্বোক্ত

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(মানসানাং পার্থিবানাঞ্চ তীর্থানাং মহত্ত্বকথনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ

যদ্ যদ্ বরং সর্বতীর্থানাং তন্মে ব্রূহি পিতামহ
যত্র চৈব পরং শৌচং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

সর্বাণি খলু তীর্থানি গুণবন্তি মনীষিণঃ
যদ্ তু তীর্থং শৌচকরং তন্মে শৃণু সমাহিতঃ ॥ ২

অগাধে বিমলে শুদ্ধে সত্যতোয়ে ধৃতিহ্রদে
স্নাতব্যং মানসে তীর্থে সদ্ভাবালম্বনায় বৈ ॥ ৩

তীর্থশৌচমনর্থিভ্যো দাতব্যং সত্যমার্জবম্।
অহিংসা সর্বভূতানামানৃশংস্যং দমঃ শমঃ ॥ ৪

নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ।
শুচয়স্তীর্থভূতাত্মে যে বৈ কামানুপভুঞ্জতে ॥ ৫

তত্ত্ববিদ্ভিরৃষিভিস্তীর্থপ্রবরমুচ্যতে
(নারায়ণেহপ্রকৃতে যা ভক্তিস্তীর্থং পরা মতা)
শৌচলক্ষণমেতৎ তে সর্বত্রৈবাবেক্ষতঃ ॥ ৬
রজস্তমঃ সত্ত্বমথো যেষাং নির্ধৌতমাত্মনঃ
শৌচাশৌচসমাযুক্তা স্বকার্যাপরিমার্গিণঃ ॥ ৭
সর্বত্যাগেষ্বভিরতাঃ সর্বজ্ঞাঃ সমদর্শিনঃ।
শৌচেন বৃত্তশৌচাশ্চ তে তীর্থাঃ শুচয়শ্চ যে ॥ ৮
নোদকক্লিন্নগাত্রস্য স্নাত ইত্যভিধীয়তে
স স্নাতো যো দমস্নাতঃ স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ৯
অতীতেষ্বনপেক্ষো যে প্রাপ্তেষ্বর্থেষু নিস্পৃহাঃ
শৌচমেব পরং যেষাং যেষাং নোৎপদ্যতে স্পৃহা ॥
প্রজ্ঞানং শৌচমেবেহ শরীরস্য বিশেষতঃ
তথা নিষ্কিঞ্চনত্বঞ্চ মনসশ্চ প্রসন্নতা ॥ ১১

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

[মানস ও পার্থিব তীর্থসমূহের মহত্ত্ব কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! সমস্ত তীর্থের মধ্যে যে তীর্থ শ্রেষ্ঠ এবং যেখানে যাইলে পরম শুচি লাভ হয়, সেই তীর্থ আমাকে সবিস্তারে বলুন।

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, সেই সমস্ত মনীষী পুরুষগণের সঙ্গে তুলনায়; কিন্তু এই সবের মধ্যে যে তীর্থ পরম পবিত্র ও প্রধান, তাহার বর্ণনা আমি করিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ২

যাহার মধ্যে সত্যরূপ জলে পূর্ণ ধৈর্যরূপ হ্রদ আছে, যাহা অগাধ, নির্মল ও অত্যন্ত শুদ্ধ, সেই মানস তীর্থে সদা স্নানদ্বারাকে আত্মার কলুষ ধৌত করা কর্তব্য। ৩

কামনা ও বাসনার অভাব, সরলতা, সত্য, মৃদুতা, অহিংসা, সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি কৃপাভাব অর্থাৎ—দয়া, ইন্দ্রিয়সংযম এবং মনোনিগ্রহ—এই সব এই মানস তীর্থের দেবনে প্রাপ্য পবিত্রতার লক্ষণ। ৪

যাঁহারা মমতা, অহঙ্কার, রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব ও পরিগ্রহ-রহিত হইয়া ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্বাহ করেন, সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট সাধু পুরুষগণ তীর্থস্বরূপ। ৫

কিন্তু যাঁহার বুদ্ধিতে অহঙ্কারের লেশ মাত্র নাই, সেই শুদ্ধজ্ঞানী পুরুষ শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া কথিত হন। ভগবান্ নারায়ণ অথবা ভগবান্ শিবে যে ভক্তি, তাহাও উত্তম তীর্থ বলিয়া অভিহিত হয়। পবিত্রতার এই লক্ষণ তুমি বিচার করিলে সর্বত্র দেখিতে পাইবে। ৬

যাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ ধৌত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা ত্রিগুণাতীত, যাঁহারা বাহ্য পবিত্রতা ও অপবিত্রতার মূল খুঁজিবার নিজেদের কর্তব্যরূপে তত্ত্ববিচার, ধ্যান ও উপাসনাদিতে অনুসন্ধান করেন, যাঁহারা সর্বত্র ত্যাগ করিতেই অভিলাষী, সর্বজ্ঞ ও সমদর্শী হইয়া শৌচাচার পালনের দ্বারা আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করেন, সেই সংপুরুষগণ পরম পবিত্র তীর্থস্বরূপ। ৭-৮

শরীরকে কেবল জলের দ্বারা আপ্লাবিত করাকেই স্নান করা বলে না। প্রকৃত স্নান তা' তিনিই করেন, যিনি মন ইন্দ্রিয়গণের সংযমরূপ জলে অবগাহন করিতে পারেন। তিনি বাহিরে ও অন্তরে পবিত্র হইয়া যান। ৯

যাঁহারা অতীত বা নষ্ট বিষয়ের অপেক্ষা করেন না, কাল পদার্থসমূহে মমতাশূন্য থাকেন এবং যাঁহাদের মনে কোনও বাসনা উৎপন্ন হয় না, তাঁহারাই পরম পবিত্র হইয়া যান। ১০

এই জগতে প্রজ্ঞান-ই শরীর শুদ্ধির বিশেষ সাধন। এইরূপ অকিঞ্চনতা ও মনের প্রসন্নতাও শরীর-শুদ্ধিকারক। ১১

বৃত্তশৌচং মনঃশৌচং তীর্থশৌচমতঃ পরম্
জ্ঞানোৎপন্নক যচ্ছৌচং তচ্ছৌচং পরমং স্মৃতম্ । ১২
মনসা চ প্রদীপ্তেন ব্রহ্মজ্ঞানজলেন চ
স্নাতি যো মানসে তীর্থে তৎস্নানং তত্ত্বদর্শিনঃ । ১৩
সদ্ভাবোপস্কৃতশৌচস্য নিত্যং ভাবসমাহিতঃ ।
কেবলং গুণসম্পন্নঃ শুচিরেব নরঃ সদা । ১৪
শরীরস্থানি তীর্থানি প্রোক্তান্যেতানি ভারত
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যানি শৃণু তান্যপি । ১৫
শরীরস্য যথোদ্দেশাঃ শুচয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
তথা পৃথিব্যা ভাগাশ্চ পুণ্যানি সলিলানি চ ।১৬
কীর্ত্যমানেষু তীর্থেষু যানাচ্চ পিতৃতর্পণাৎ
দূষন্তি পাপাঃ তীর্থেষু তে প্রয়ান্তি সুখং দিবম্ । ১৭

পরিগ্রহাচ্চ সাধূনাং পৃথিব্যাস্তৈজসেন চ ।
অম্ভসাং পুণ্যভাগাত্তে সলিলস্য চ তেজসা । ১৮
মনসশ্চ পৃথিব্যাশ্চ পুণ্যাস্তীর্থাভিষাপরে ।
উত্তরোত্তরে যঃ স্নায়াৎ স সিদ্ধিং শ্রীমবাপ্নুয়াৎ । ১৯
যথা বলং ক্রিয়াহীনং ক্রিয়া বা বলবর্জিতা
নেহ সাধয়তে কার্য্যং সমাযুক্তা তু সিধ্যতি । ২০
এবং শরীরশৌচেন তীর্থশৌচেন চান্বিতঃ ।
শুচিঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি দ্বিবিধং শৌচমুত্তমম্ ।২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শৌচানুপৃচ্ছা
নাম্নাষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ । ১০৮

শুদ্ধি চারিপ্রকার কথিত হয়—আচারশুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি, তীর্থশুদ্ধি ও জ্ঞানশুদ্ধি, ইঁহাদের মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত শুদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় ।

যে ব্যক্তি প্রদীপ্ত ও উত্তম ব্রহ্মজ্ঞানরূপ জলের দ্বারা মানস-তীর্থে স্নান করেন তাঁহার সেই স্নানই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর স্নান বলিয়া মান্য করা হয় ।। ১৩

যে সদা শৌচাচারসম্পন্ন, বিশুদ্ধভাবযুক্ত এবং কেবল সদ্গুণ-সমূহে বিভূষিত, সেই মানব সদাই শুদ্ধ বলিয়া জানিবে । ১৪

ভারত ! এই আমি শরীরে স্থিত তীর্থসমূহের কথা বর্ণনা করিলাম । এখন পৃথিবীতে যে সব পুণ্যতীর্থ আছে, তাহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর । ১৫

যেরূপ শরীরের বিভিন্ন স্থানকে পবিত্র বলা হইয়াছে, সেইরূপ পৃথিবীরও ভিন্ন ভিন্ন ভাগও পবিত্র তীর্থ এবং সেই সব স্থানের জল পুণ্যদায়ক হয় । ১৬

যাহারা তীর্থের নাম কীর্ত্তন করিয়া সেই তীর্থে স্নান করত পিতৃতর্পণের তর্পণ করিয়া নিবেদের পাপস্নান করেন, তাঁহারা সুখের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন । ১৭

পৃথিবীর কোন কোন ভাগ সাধু পুরুষগণের নিবাসে এবং যজ্ঞ-পৃথিবীর জলের তেজে অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।১৮

এইরূপ পৃথিবী ও মনের মধ্যে অনেক পুণ্যময় তীর্থ আছে । যে ব্যক্তি এই উভয় প্রকার তীর্থেই স্নান করেন, তিনি সর্ব্বত্র পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ।।১৯

যেরূপ ক্রিয়াহীন বল অথবা বলহীন ক্রিয়া এ জগতে কার্য্য সাধন করিতে পারে না, পরন্তু বল ও ক্রিয়া এই উভয়ে সংযুক্ত হইলে পরই কার্য্য সিদ্ধ হয়, সেইরূপ শরীর-শুদ্ধি ও তীর্থশুদ্ধিযুক্ত পুরুষই পবিত্র হইয়া পরমাত্মাপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করেন । অতএব উক্ত প্রকার সিদ্ধিই উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে । ২০-২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে শুদ্ধিজিজ্ঞাসাবাদ অষ্টাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(প্রতিমাসং দ্বাদশ্যাং তিথাবুপবাসস্য তদ্ব্রতস্য বিধেঃ পূজায়াশ্চ বিশেষমাহাত্ম্যকথনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ

সর্বেষামুপবাসানাং যদ্ভেদ্যঃ সুমহৎফলম্ ।
যচ্চাপ্যসংশয়ং লোকে তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

শৃণু রাজন্ যথা সীতা স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ।
যং কৃত্বা নির্ব্বৃতো কৃত্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ ॥২

দ্বাদশ্যাং মার্গশীর্ষে তু অহোরাত্রেণ কেশবম্ ।
অর্চ্যাথমেধং প্রাপ্নোতি দুষ্কৃতং চাপি নশ্যতি ॥ ৩

তথৈব পৌষমাসে তু পূজ্যো নারায়ণেতি চ ।
রাজসূয়মবাপ্নোতি সিদ্ধিঞ্চ পরমাং ব্রজেৎ ॥ ৪

অহোরাত্রেণ দ্বাদশ্যাং মাঘমাসে তু মাধবম্ ।
রাজসূয়মবাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥ ৫

তথৈব ফাল্গুনে মাসি গোবিন্দেতি চ পূজয়ন্

অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি সোমলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৬

অহোরাত্রেণ দ্বাদশ্যাং চৈত্রে বিষ্ণুরিতি স্মরন্
পৌণ্ডরীকমবাপ্নোতি দেবলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭

বৈশাখমাসে দ্বাদশ্যাং পূজয়ন্ মধুসূদনম্ ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি সোমলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮

অহোরাত্রেণ দ্বাদশ্যাং জ্যৈষ্ঠে মাসি ত্রিবিক্রমম্ ।
সর্বান্ মেধমবাপ্নোতি অপ্সরোভিশ্চ মোদতে ॥ ৯

আষাঢ়ে মাসি দ্বাদশ্যাং বামনেতি চ পূজয়ন্ ।
নরমেধমবাপ্নোতি পুণ্যাঞ্চ লভতে মহৎ ॥ ১০

অহোরাত্রেণ দ্বাদশ্যাং শ্রাবণে মাসি শ্রীধরম্
পঞ্চযজ্ঞানবাপ্নোতি বিমানস্থশ্চ মোদতে ॥ ১১

তথা ভাদ্রপদে মাসি হৃষীকেশেতি পূজয়ন্
সৌত্রামণিমবাপ্নোতি পূতাত্মা তদ্ব্রতে চ যি ॥ ১২

ভগবান্ গোবিন্দের পূজা করিলে পর মানুষ অতিরাত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন এবং মৃত্যুর পর সোমলোকে গমন করিয়া থাকেন । ৬

চৈত্র মাসের দ্বাদশী তিথিতে দিন রাত্রি উপবাস করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর চিন্তা পূর্ব্বক পূজা অর্চ্চনা করিলে পর মানুষ পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন এবং তিনি দেবলোকে গমন করেন । ৭

বৈশাখ মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস পূর্ব্বক ভগবান্ মধুসূদনের পূজাকারী মানুষ অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং তিনি সোমলোকে গমন করিয়া থাকেন । ৮

জ্যৈষ্ঠমাসের দ্বাদশী তিথিতে দিন-রাত্রি উপবাস করিয়া যিনি ভগবান্ ত্রিবিক্রমের পূজা করেন, তিনি মেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন এবং অপ্সরাগণের সহিত আনন্দ ভোগ করেন । ৯

আষাঢ় মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস পূর্ব্বক বামন-নামে প্রসিদ্ধ ভগবানের পূজাকারী মানুষ নরমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং মহা পুণ্যবান্ হন ।১০

শ্রাবণমাসের দ্বাদশী তিথিতে দিবারাত্র উপবাস করিয়া যিনি ভগবান্ শ্রীধরের আরাধনা করেন, তিনি পঞ্চযজ্ঞযজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হন এবং বিমানে উপবিষ্ট থাকিয়া সুখভোগ করেন । ১১

ভাদ্রমাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করত ভগবান্ হৃষীকেশের পূজাকারী মানুষ সৌত্রামণি-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হন এবং তিনি পবিত্রাত্মা হইয়া যান । ১২

নবাধিকশততম অধ্যায়

[প্রত্যেক মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস ও ভগবান্ বিষ্ণুর পূজার বিশেষ মাহাত্ম্য কথন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! সমস্ত উপবাসের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অত্যন্ত মহাফলদায়ক এবং যাহার বিষয়ে মনুষ্যলোকে কোনও সংশয় নাই, তাহা আপনি আমাকে বলুন । ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! স্বয়ম্ভু ভগবান্ বিষ্ণু এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । তাহার অনুষ্ঠানকারী মানুষ পরম সুখী হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ২

মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাসে দ্বাদশী তিথিতে দিবারাত্র উপবাস করিয়া ভগবান্ কেশবের পূজা অর্চ্চনা করিলে মানুষ অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং তাঁহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায় । ৩

এইরূপ পৌষ মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া ভগবান্ নারায়ণের পূজা করা উচিত । এরূপ করিলে মানুষ রাজসূয়-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন এবং তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন । ৪

মাঘ মাসের দ্বাদশী তিথিতে দিবারাত্র উপবাস করিয়া ভগবান্ মাধবের পূজা করিলে মানুষ রাজসূয়-যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং তিনি নিজের সম্পূর্ণ কুলকে উদ্ধার করেন । ৫

এই ভাবে ফাল্গুন মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া

ষাদশ্যামাশ্বিনে মাসি পল্গুনাংতেষু চার্চয়ন্
দোষদ্বয়ক্ষয়ঃ পুণ্যং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥১৩
ষাদশ্যাং কার্ত্তিকে মাসি পূজা দামোদরেতি চ
নরাঃ স্ত্রিয়শ্চ যাবন্ত্যোক্তি পুমান্ স্ত্রী বা ন সংশয়ঃ ॥১৪
অর্চয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষমেবং সাধংসরাদ্ ভুবঃ।
জাতিস্মরত্বং প্রাপ্নোতি বিন্দ্যাদ্ বহু সুবর্ণকম্ ॥ ১৫
অন্তস্তনিং তদ্ভাবয়ুপেন্দ্র যোদ্বিগচ্ছতি।

সমাপ্তে ভোজয়েদ্ বিপ্রানথবা প্রাপয়েদ্ গৃহম্ ॥ ১৬
অতঃ পরং নোপবাসো ভবতীতি বিনিশ্চয়ঃ
ইত্যাহ ভগবান্ বিষ্ণুঃ স্বয়মেব পুরাতনম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিষ্ণোর্দ্বাদশকল্প নাম
নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৯

আশ্বিনমাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে দিবারাত্রি উপবাস করিয়া ভগবান্ পদ্মনাভের পূজা করিলে পর মানুষ সহস্র গো-দানের পুণ্যফল প্রাপ্ত হন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১২

কার্ত্তিক-মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে দিবারাত্রি উপবাস করত ভগবান্ দামোদরের পূজা করিলে ঐ যা পুণ্য উক্তরেই গো-দানের ফল প্রাপ্ত হন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ।১৩

এই ভাবে যিনি একবর্ষ পর্যন্ত কমলনেত্র ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি জাতিস্মর হইয়া যান এবং বহু সুবর্ণরাশি লাভ করেন। ১৫

যিনি প্রতিদিন এইভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুভাব প্রাপ্ত হন। এই ব্রত সমাপ্ত হইলে পর ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন অথবা গৃহদান করিবেন। ১৬

এই উপবাস হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন উপবাস নাই, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুই এই পুরাতন ব্রতের বিষয় বলিয়াছেন। ১৭

শ্রীমহাভারত বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বাদশী ব্রত নামক নবাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(রূপ-সৌন্দর্য্যাদি লোকপ্রিয়তাদ্যাপ্ত্যুদ্দেশে মার্গশীর্ষ-মাসি চন্দ্রব্রতকরণবিধিবর্ণনম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শরতল্পগতঃ ভীষ্মঃ বৃদ্ধঃ কুরুপিতামহম্
উপগম্য মহাপ্রাজ্ঞঃ পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১

যুধিষ্ঠির উবাচ

অজানাং রূপসৌভাগ্যং স্ত্রিয়ং চৈব কথং ভবেৎ
বর্ণারোগ্যসমাযুক্তঃ সুভগাসী কথং ভবেৎ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ

মার্গশীর্ষস্য মাসস্য চন্দ্রে মূলেন সংযুতে।
পাদৌ মূলেন রাজেন্দ্র জঙ্ঘায়াস্তথ রোহিণীম্ ॥ ৩
অশ্বিভ্যাং সবৃধিনী চৈব ঊরূ চাষাঢ়য়োস্তথা।
গুহ্যং তু ফাল্গুনী বিদ্যাৎ কৃত্তিকা কটিকাস্তথা ॥ ৪

দশাধিকশততম অধ্যায়

[রূপ-সৌন্দর্য্য ও লোকপ্রিয়তা প্রাপ্তির জন্য মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ)-মাসে চন্দ্রব্রত করিবার বিধি বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠির বাণশয্যায় শায়িত বৃদ্ধকুলের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ১।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! মানুষের অঙ্গসকলের সুন্দর-রূপসৌভাগ্য কিভাবে লাভ হয়? তাহার লোকপ্রিয়তাই বা কিরূপে প্রাপ্তি হয়? ধর্ম, অর্থ ও কামযুক্ত মানুষ কি প্রকারে সুভগাসী হয়? ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র! মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ তিথিতে মূলনক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইলে পর চান্দ্র-ব্রত আরম্ভ করিতে হয়। সেই সময় চন্দ্রের চরণ এইভাবে চিন্তা করা কর্তব্য। দেবতাদের মূলনক্ষত্রের দ্বারা তাহার দুই চরণ ভাবনা করিবে এবং জঙ্ঘাযোগে রোহিণী নক্ষত্রকে স্থাপিত করিবে। ৩

এইরূপ দুইবারে অশ্বিনী নক্ষত্র, উরুতে পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র, গুহ্যভাগে পূর্ব ফাল্গুনী এবং কোটিভাগে কৃত্তিকা নক্ষত্রের স্থিতি জানিবে। ৪

নাভিং তাত্রপদে বিদ্যাদ্ রেবত্যাসক্থিমণ্ডলম্।
পৃষ্ঠমেষ্য ধনিষ্ঠাসু অনুরাধোত্তরাস্তথা। ৫
বাহুত্যাং তু বিশাখাসু হস্তৌ হস্তেন নির্দিশেৎ।
পুনর্বসুস্তথা রাজন্নেবাসু নখাস্তথা। ৬
গ্রীবাং জ্যেষ্ঠা চ রাজেন্দ্র শ্রবণেন তু কর্ণয়োঃ
মুখং পুষ্যেণ জানীয়াদ্ দন্তৌষ্ঠৌ স্বাতিরুচ্যতে। ৭
হাসং শতভিষাং চৈব মঘাং চৈবাথ নাসিকাম্
নেত্রে মৃগশিরো বিদ্যাল্ললাটে মিত্রমেব তু। ৮

ভরণ্যাং তু শিরো বিদ্যাৎ কৃত্তিকাসূর্যাং নয়াবিপ
সমাপ্তে তু দৃতং প্রাহ্যাদ্ ব্রাহ্মণে বেদপারগে। ৯
সুভগো দর্শনীয়শ্চ জ্ঞানবাগ্মী ভবেত্তে
ভবতে পরিপূর্ণাঙ্গঃ পৌর্ণমাস্যাং চন্দ্রমাঃ। ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি দশাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ। ১১০।

নাভিতে পূর্বভাদ্রপদা এবং উত্তর ভাদ্রপদাকে জানিবে। রেবতী, পৃষ্ঠভাগে ধনিষ্ঠা, অনুরাধা ও উত্তরাকে স্থাপিত করিবে। ৪

রাজন্! দুই বাহুতে বিশাখা, দুই হস্তে হস্তা, অঙ্গুলিসকলে পুনর্বসু এবং নখসমূহে অশ্বিনীকে স্থাপিত করিবে। ৬

রাজেন্দ্র! জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের দ্বারা গ্রীবাকে, শ্রবণের দ্বারা দুই কর্ণকে, পুষ্যা নক্ষত্রের স্থাপনার দ্বারা মুখকে এবং স্বাতী নক্ষত্রের দ্বারা দন্তসমূহকে ও ওষ্ঠদ্বয়কে ভাবনা করিবে। ৭

শতভিষা নক্ষত্রকে হাস্যে, মঘাকে নাসিকায়, মৃগশিরাকে নেত্রদ্বয়ে এবং মিত্রকে (অনুরাধাকে) ললাটে স্থাপন করিতে হয় বলিয়া জানিবে। ৮

ভরণীতে মস্তকে ও আর্দ্রাকে কেশসমূহে স্থাপিত বলিয়া জানিবে (এইরূপ বিভিন্ন অঙ্গসকলে নক্ষত্রসমূহের স্থাপনা করত তৎসমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলের দ্বারা সেই সেই অঙ্গের পূজা-রূপ ও ধ্যেয়রূপে প্রতিপন্ন করিবে।) এইভাবে ব্রাহ্মণের সমীপে গমন করত যখন পরমজ্ঞানী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে মৃতদান করিবে। ৯

এইরূপ করিলে পর মানব পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় পরিপূর্ণাঙ্গ, সৌভাগ্যশালী, দর্শনীয় ও জ্ঞানবাগ্মী হয়। ১০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে দশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

(বৃহস্পতিনা যুধিষ্ঠিরসমীপে প্রাণিনাং জন্মজ্ঞেয়ম্, নানাবিধ পাপেন ফলস্বরূপনরকাদিপ্রাপ্তেঃ তির্য্যগ্‌যোনৌ জন্মপ্রকারশ্চ বিষয়বর্ণনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ
শ্রোতুমিচ্ছামি মর্ত্যানাং সংসারবিধিমুত্তমম্। ১
কেন বৃত্তেন রাজেন্দ্র বর্তমানা নরা ভুবি
প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তমং স্বর্গং কথং নরকং বৃথা। ২

মৃতা শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং জনাঃ
প্রয়ান্ত্যমুং লোকমিতঃ কো বৈ তাননুগচ্ছতি। ৩

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রমাত্তি ভগবান্ বৃহস্পতিরুদারধীঃ
পৃষ্টেনং সুমহাভাগস্তেন্দ্রং তত্ত্বং সনাতনম্। ৪

একাদশাধিকশততম অধ্যায়

[বৃহস্পতি কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রাণিগণের জন্মের প্রকার, নানাবিধ পাপের ফলস্বরূপ নরকাদি প্রাপ্তি এবং তির্যগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণের বিষয় বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞানে নিপুণ মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! এখন আমি মনুষ্যগণের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের উত্তম বিধি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি। ১

রাজেন্দ্র! পৃথিবীতে স্থিত মনুষ্যগণ কোন্ আচরণের দ্বারা উত্তম স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়? নৃপ! কিরূপ আচরণে তাহারা নরকে পতিত হয়? ২

মনুষ্যগণ নিজেদের দেহকে কাষ্ঠ ও মৃত্তিকাখণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া যখন এখান হইতে পরলোকে গমন করে, তখন তাহাদের পশ্চাতে কে গমন করে? ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—বৎস! এই উদারবুদ্ধি ভগবান্ বৃহস্পতি এখানে শুভাগমন করিয়াছেন। এই মহাভাগের নিকটে এই সনাতন গুহ্য বিষয় জিজ্ঞাসা কর। ৪

নৈবদ্ভতেন শক্যা হি বক্তুং কেনচিদন্ত বৈ
বক্তা বৃহস্পতিসমো ন ভূতো বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তয়োঃ সংবাদমেতেষাং পার্থ-গান্ধারয়োস্তদা
আজগাম বিভুরাত্মা নারদপূর্বাং বৃহস্পতিঃ ॥ ৬

ততো রাজা সমুত্থায় বৃতত্রাষ্ট্রপুরোগমঃ
পূজামনুপমাং চক্রে সর্বে যে চ সভাসদঃ ॥ ৭

ততো ধর্মসুতো রাজা জগবন্তং বৃহস্পতিম্।
উপগম্য যথান্যায়ং প্রশ্নং পপ্রচ্ছ তত্ত্বতঃ ॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
মর্ত্যানাং কঃ সহায়ো বৈ পিতা মাতা সুতো গুরুঃ ॥ ৯

জ্ঞাতি-সম্বন্ধিবর্গশ্চ মিত্রবর্গস্তথৈব চ।
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং জনাঃ ॥ ১০

গচ্ছন্ত্যমুত্র লোকং বৈ ক এনমনুগচ্ছতি।

বৃহস্পতিরুবাচ।

একঃ প্রসূয়তে রাজন্নেক এব বিনশ্যতি ॥ ১১
একস্তরতি দুর্গাণি গচ্ছত্যেকশ্চ দুর্গতিম্।
অসহায়ঃ পিতা মাতা তথা ভ্রাতা সুতো গুরুঃ ॥ ১২
জ্ঞাতি-সম্বন্ধিবর্গশ্চ মিত্রবর্গস্তথৈব চ
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং জনাঃ ॥ ১৩
মুহূর্তমিব রোদিত্বা ততো যান্তি পরাঙ্মুখাঃ।
তৈরুৎসৃষ্টমমুৎসৃষ্টং ধর্ম একোঽনুগচ্ছতি ॥ ১৪
তস্মাদ্ ধর্মঃ সহায়শ্চ সেবিতব্যঃ সদা বুধৈঃ
প্রাণী ধর্মসমাযুক্তো গচ্ছেৎ স্বর্গগতিং পরাম্ ॥ ১৫
তথৈবাধর্মসংযুক্তো নরকং চোপপদ্যতে
তস্মাদ্ধর্মসহায়ঃ স্যৈর্ধর্মঃ সেব্যো বিপশ্চিতা ॥ ১৬
ধর্ম একো মনুষ্যাণাং সহায়ঃ পারলৌকিকঃ।
লোকান্তরাভিরামস্তু ক্রোশমাত্রং ব্রজত্যুত ॥ ১৭

যায় এবং একাকীই দুর্গতি ভোগ করে। ১১ ½

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, গুরু জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও বন্ধুবর্গ—ইহাদের কেহই তাহার সহায়ক হয় না। ১২½

বন্ধুগণ মৃত শরীরকে কাষ্ঠ ও লোষ্টের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্তকাল রোদন করে এবং পরে তাহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। ১৩½

তাহার আত্মীয় স্বজনগণও তাহার সেই দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করে। কিন্তু একমাত্র ধর্মই সেই জীবাত্মাকে অনুসরণ করিয়া থাকেন। অতএব বন্ধুজনগণের কর্তব্য হইল—সর্বদা তাহারা ধর্মের উপাসনা করিবে। ১৪½

ধর্মযুক্ত প্রাণী উত্তম স্বর্গলোকে গমন করে এবং অধর্মপরায়ণ জীব নরকে পতিত হয়। ১৫½

সেইজন্য বিদ্বান্ পুরুষ তাহারসাধ্যে প্রাণ থাকিতে ধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন। একমাত্র ধর্মই পরলোকে মনুষ্যগণের সহায়ক হন। ১৬½

যে মনুষ্যের বিদ্বান্ নয়, সেই মানুষ লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া পরের অন্ন লোভ, মোহ, ভয় অথবা অন্য কোন অন্যায় পাপকার্য করিয়া থাকে। ১৭½

থাক অন্য কেহ এই বিষয় বলিতে সমর্থ হইবে না। আর বৃহস্পতিতুল্য (স্বর্গে ও মর্ত্যে) তোমার দ্বিতীয় কোন বক্তা নাই। ৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কুরুপুত্র যুধিষ্ঠির ও গান্ধারনন্দন ভীষ্ম এই ভাবে উভয়ে কথাবার্তা বলিতেছেন, এই সময় বিভুস্বরূপ ভগবান বিশিষ্ট বৃহস্পতি স্বর্গলোকে হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৬

তাহার পর তাঁহাকে দর্শন করিয়াই রাজা যুধিষ্ঠির বৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করত প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে ও সভাসদগণও বৃহস্পতির অতুলনীয় পূজা করিলেন। ৭

অনন্তর ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ বৃহস্পতির নিকটে গমন করত যথোচিতরীতিতে এই সাঙ্কেতিক প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলেন। ৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! আপনি সমস্ত ধর্ম জানেন এবং সর্বশাস্ত্রে বিদ্বান্, অতএব বলুন—পিতা, মাতা, পুত্র, গুরু, সজাতীয় সম্বন্ধী এবং মিত্র প্রভৃতির মধ্যে বাস্তবিক প্রকৃত সহায়ক কে? যখন মরণ মানুষ নিজেদের মৃত দেহকে কাষ্ঠ ও লোষ্টের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেই সময় তাহার কে অনুগমন করে? ১০½

বৃহস্পতি বলিলেন,—রাজন্! প্রাণী একাকীই জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়, একাকীই দুঃখসমূহ হইতে পার হইয়া

নরঃ করোত্যকার্যাণি পরার্থে লোভমোহিতঃ।
ধর্মস্ত্বর্থশ্চ কামশ্চ ত্রিতয়ং জীবিতে ফলম্ ॥ ১৮
এতৎ ত্রয়মবাপ্নুবন্যমধর্মপরিবর্জিতম্

যুধিষ্ঠির উবাচ

শ্রুতং ভগবতো বাক্যং ধর্মযুক্তং পরং হিতম্ ॥ ১৯
শরীরনিচয়ং জাত্বা বৃদ্ধিঞ্চ মম জায়তে।
মৃতঃ শরীরং হি নৃণাং পূর্বমবাকৃতম্" গতম্ ॥ ২০
অচক্ষুর্বিষয়ঃ প্রাণ্যৈঃ কথং ধর্মোঽনুগম্যতে

বৃহস্পতিরুবাচ

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতির্মনোঽন্বিতাঃ ॥ ২১
বুদ্ধিরাত্মা চ সহিতা ধর্মং পশ্যন্তি নিত্যদা
প্রাণিনামিহ সর্বেষাং সাক্ষিভূতা নিরাশিষঃ ॥ ২২
এতৈস্তু সহ ধর্মোঽপি তং জীবমনুগচ্ছতি
ত্বগস্থিমাংসং শুক্রঞ্চ শোণিতঞ্চ মহাদ্যুতে ॥ ২৩
শরীরং বর্জয়ন্ত্যেতে জীবিতেন বিবর্জিতম্।

ধর্ম, অর্থ, ও কাম—এই তিনটি জীবনের ফল অতএব মানুষের অবশ্য পরিত্যাগ করিয়া এই তিনটিকে লাভ করা কর্তব্য। ১৮½

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! আপনার নিকট হইতে আমি ধর্মযুক্ত পরম হিতকর বাক্য শুনিলাম। এখন শরীরের স্থিতি জানিবার জন্য আমার মতি উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯½

মানুষের স্থূল দেহ ও মৃত হইয়া একলোকে পতিত থাকে এবং তাহার সূক্ষ্ম দেহ অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়—যাহা চক্ষুর গোচরীভূত নহে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় ধর্ম কিভাবে তাহার অনুসরণ করেন? ২০½

বৃহস্পতি বলিলেন,—ধর্মরাজ! পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, যম, বুদ্ধি ও আত্মা—ইহারা সকলেই একসঙ্গে মানুষের কর্মের উপর দৃষ্টি রাখেন। ২১½

দিন ও রাত্রি একলোকের সমস্ত প্রাণিগণের কর্মফলের সাক্ষী। এই সকলের সহিত ধর্মও জীবের অনুসরণ করেন। ২২½

মহাদ্যুতে! ত্বক্ (চর্ম), অস্থি, মাংস, শুক্র ও শোণিত—এই সব ধাতু নিষ্প্রাণ দেহকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে অর্থাৎ ইহারা সেই দেহধারী জীবাত্মার সঙ্গ পরিত্যাগ করে, একমাত্র ধর্মই তাহার সঙ্গে যান। ২৩½

তস্মাদ্ ধর্মসমাযুক্তঃ প্রাপ্তুয়ে জীব এব হি ॥ ২৪
ততোঽস্য কর্ম পশ্যন্তি শুভং বা যদি বাশুভম্
দেবতাঃ পঞ্চভূতস্থাঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৫
ততো ধর্মসমাযুক্তঃ স জীবঃ সুখমেধতে।
ইহলোকে পরে চৈব কিং ভূয়ঃ কথয়ামি তে ॥ ২৬

যুধিষ্ঠির উবাচ

যদা স্পর্শিত্বমাপন্নো যথা ধর্মোঽনুগচ্ছতি
এতন্ত্বে জাতুমিচ্ছামি ভগবন্ ব্রুবতঃ প্রভো ॥ ২৭

বৃহস্পতিরুবাচ

অন্নমগ্নিশ্চ সত্ত্বঞ্চ যথা শরীরসম্ভবে
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতির্মনস্তথা ॥ ২৮
তত্তত্ত্বেষু ভাবেষু তমু ভূতেষু পঞ্চসু
যদাস্থাস্যেষু শুদ্ধাত্মা দেহং সম্পদ্যতে নরঃ ॥ ২৯
ততো গর্ভঃ সম্ভবতি স্নেহাৎ স্ত্রী-পুংসযোর্নৃপ
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং কুতঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥০

সেইজন্য ধর্মযুক্ত জীবই পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়। তাহাদের পরলোকে নিজের কর্মফলের ভোগ শেষ করিয়া প্রাণী যখন অন্য দেহ ধারণ করে, সেই সময় তাহার শরীরের পঞ্চভূতে স্থিত অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ সেই জীবের শুভ ও অশুভ কর্ম নিরীক্ষণ করেন। এখন তুমি আর কি শুনিতে বাসনা কর? ২৪-২৫

ভগবানের ধর্মযুক্ত সেই জীব ইহলোক ও পরলোকে সুখ অনুভব করে। এখন তোমাকে আর কি বলিব? ২৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! ধর্ম যেভাবে জীবের অনুসরণ করেন, তাহা ত' আপনি দেখাইলেন। এখন আমি ইহা জানিতে অভিলাষী হইয়াছি যে, এই শরীরে ধর্মের উৎপত্তি কিভাবে হয়? ২৭

বৃহস্পতি বলিলেন, তাতাধুন্! নরেশ্বর! রাজেন্দ্র! এই শরীরে স্থিত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও মনের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ যে সব শুভ কর্ম করেন এবং সেই অন্নের দ্বারা মনসহ পঞ্চভূত যখন পূর্ণ হয়, তখন মহান্ দেহের (বীর্যের) উৎপত্তি হইয়া থাকে। ২৮-২৯

রাজন্! ভাগবত স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ হইলে পর সেই বীর্য মর্তের রূপ ধারণ করে। এই সব বিষয় আমি তোমাকে বলিলাম। পুনরায় কি শুনিতে বাসনা কর? ৩০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আখ্যাতং মে ভবন্তস্তা গর্ভঃ সংজায়তে যথা
যথা জাতস্তু পুরুষঃ প্রলভতি তদুচ্যতাম্। ৩১

বৃহস্পতিরুবাচ।

আসন্নমাত্রঃ পুরুষস্তৈভূতৈরভিরক্ষ্যতে।
বিপ্রযুক্তস্তু তৈর্ভূতৈঃ পুনর্যাত্যপরাং গতিম্। ৩২
সর্বভূতসমাযুক্তঃ প্রাপ্নুতে জীব এব হি।
ততোঽস্য কর্ম পশ্যন্তি শুভং বা যদি বাশুভম্।
দেবতাঃ পঞ্চভূতস্থাঃ ক্ষিতিঃ কৃত্স্নঃ শ্রোতুমিচ্ছসি। ৩৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভূতশ্চিন্তাসমুৎপন্না তৈস্তু ভূতৈর্বিবর্জিতঃ
জীবঃ স ভগবান্ কস্মাৎ সুখদুঃখে সমশ্নুতে। ৩৪

বৃহস্পতিরুবাচ।

জীবঃ কর্মসমাযুক্তঃ শীঘ্রং বেগসমাগতঃ।
স্ত্রীণাং পুংসঃ সমাসাদ্য সূতে কালেন ভারত। ৩৫

যমস্য পুরুষৈঃ ক্লেশং যমস্য পুরুষৈর্বধম্।
দুঃখা সংসারচক্রেষু নরঃ ক্লেশং স বিন্দতি। ৩৬
ইহলোকে চ স প্রাণী তস্মাৎপ্রভৃতি পার্থিব।
পূর্বকৃতং কর্ম বৈ ভুঙ্‌ক্তে বর্ষাসা ফলমাশ্রিতঃ। ৩৭
যদি বর্ষং যথাশক্তি তস্মাৎপ্রভৃতি সেবতে।
ততঃ স পুরুষো ভূত্বা সেবতে নিত্যদা সুখম্। ৩৮
অথান্তরা তু বর্ষাস্যাপাবর্ষমুপসেবতে।
সুখস্যানন্তরং দুঃখং জীবোঽপ্যধিগচ্ছতি। ৩৯
অবর্ষেণ সমাযুক্তো যমস্য বিষয়ং গতঃ।
মহদ্ দুঃখং সমাসাদ্য তির্যগ্‌যোনৌ প্রজায়তে। ৪০
কর্মণা যেন যেনেহ যস্যাং যোনৌ প্রজায়তে।
জীবো মোহসমাযুক্তস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু। ৪১
যদেতদুচ্যতে শাস্ত্রে ক্ষিতিরেতাসু চ জন্তুসু।
যস্মাৎ বিষয়ং ঘোরা মর্ত্যো লোকঃ প্রদৃশ্যতে। ৪২
ইহ স্থানানি পুণ্যানি দেবভূম্যানি ভূপতে।
তির্যগ্‌যোন্যভিরিক্তানি গতিমন্তি চ সর্বশঃ। ৪৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! গর্ভ যেভাবে উৎপন্ন হয়, তাহা আপনি বলিলেন। এখন এই কথা বলুন যে, উৎপন্ন মানব পুনরায় কিভাবে বর্ধনে পরিণত হয়? ৩১

বৃহস্পতি বলিলেন,—রাজন্! জীব সেই বীর্যে প্রবিষ্ট হইয়া যখন গর্ভে সঞ্চারিত হয়, তখন পঞ্চভূত শরীরাকারে পরিণত হইয়া ভাবাকারে বর্ধ করে, পুনরায় এই পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ হইয়া সে অন্য গর্ভ লাভ করে। ৩২

শরীরে সমস্ত ভূতসংযুক্ত এই জীবই সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হয়। সেই পঞ্চভূতে স্থিত তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ জীবের শুভ বা অশুভ কর্ম অবলোকন করেন। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ৩৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভগবন্! জীব ভূত, অস্থি ও মাংসময় দেহ ত্যাগ করিয়া যখন পঞ্চভূতের সমস্ত হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, তখন সে কোথায় থাকিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে? ৩৪

বৃহস্পতি বলিলেন,—ভারত! জীব নিজের কর্মফলের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সত্বর বীর্যভাব প্রাপ্ত হয় এবং স্ত্রীর ঋতুসময়ে প্রবিষ্ট হইয়া সময়ান্তরে জন্মগ্রহণ করে। ৩৫

(গর্ভে আসিবার পূর্বে সুক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করত নিজের দুষ্কর্মের ভোগ) সে যমদূতগণের দ্বারা নানাপ্রকার ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের প্রহার সহ্য করে এবং দুঃখময় সংসারচক্রে বারম্বার নানাবিধ কষ্ট ভোগ করে। ৩৬

পৃথীনাথ! যদি প্রাণী ঐ হইতেই এই লোকে পুণ্যকর্মে রত থাকে, তবে সে বর্ষের ফল আশ্রয় করিয়া তদনন্তরে সুখ ভোগ করিতে থাকে। ৩৭-৩৮

কিন্তু বর্ষের মধ্যে যদি কখনও কখনও সে অবর্ষোচিত আচরণ করে, তবে তাহাকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। ৩৯

অবর্ষপরায়ণ মানুষ যমলোকে গমন করে এবং সেখানে মহাদুঃখ লাভ করিয়া এই লোকে পশু-পক্ষীর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ৪০

জীব যোনিতে ঘনীভূত হইয়া যে যে কর্মের অনুষ্ঠানে যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪১

শাস্ত্র, ইতিহাস ও বেদে এই কথা বলা হইয়াছে যে, মানুষ এ-জগতে পাপ কর্ম করিলে মৃত্যুর পর যমরাজের ভয়ঙ্কর লোকে গমন করিয়া থাকে, ইহা সত্যই। ৪২

ভূপতে! ঐ যমলোকে দেবলোকের সমান পুণ্যময় স্থানও আছে, সেখানে তির্যক্ (ও কীট-পতঙ্গাদি) যোনির প্রাণিগণ ব্যতীত সমস্ত পুণ্যাত্মা জনগণ গমন করিয়া থাকে। ৪৩

যমস্য ভবনে দিব্যে ব্রহ্মলোকসমে শুভে।
ভর্ৎসিতির্নিরয়ৈর্ঘোরৈ ভুঙ্‌ক্তে দুঃখান্যনেকশঃ ॥ ৪৪
যেন যেন তু ভাবেন কর্মণা পূরুষো গতিম্।
প্রয়াতি পরমাং ঘোরাং তত্তে বক্ষ্যামহং পরম্ ॥ ৪৫
অধীত্য চতুরো বেদান্ দ্বিজো যোঽসমন্বিতঃ।
পতিত্বাং প্রতিগৃহ্যাথ ঘরযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৪৬
খরো জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভারত।
খরো মৃতো বলীবর্দঃ সপ্ত বর্ষাণি জীবতি ॥ ৪৭
বলীবর্দো মৃতশ্চাপি জায়তে ব্রহ্মরাক্ষসঃ।
ব্রহ্মরক্ষশ্চ মাসান্‌স্ত্রীংস্তত্তো জায়তি ব্রাহ্মণঃ ॥ ৪৮
পতিত্বা যাজয়িত্বা তু কৃমিযোনৌ প্রজায়তে।
তত্র জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভারত ॥৪৯
কৃমিভাবাদ্ বিমুক্তস্তু ততো জায়তি গর্দভঃ।
গর্দভঃ পঞ্চ বর্ষাণি পঞ্চ বর্ষাণি শূকরঃ ॥৫০
কৃকুটঃ পঞ্চ বর্ষাণি পঞ্চ বর্ষাণি জম্বুকঃ।

যমরাজের ভবন সৌদামিনী তুল্যসুন্দর অন্য ব্রহ্মলোকের ন্যায় দিব্য। কিন্তু নিজের নিষ্ঠুর পাপকর্মবশতঃ যম জীব এখানে ও নরকে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করে ॥ ৪৪

রাজন্ যে যে ভাব ও যে যে কর্মের দ্বারা নিকৃষ্টতাপূর্ণ ভয়ের গতি প্রাপ্ত হয়, অতঃপর আমি তাহা বর্ণনা করিব ॥ ৪৫

যে দ্বিজ চার বেদ অধ্যয়ন করিয়াও যোগ্যতাশূন্য পতিত যজমানদের দান গ্রহণ করে, তাহারা গর্দভের যোনিতে জন্মলাভ করে ॥ ৪৬

ভারত! গর্দভের যোনিতে সে পনের বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে। তারপর মৃত হইয়া বলীবর্দ (বলদ গরু) হয়। এই যোনিতে সে সাত বৎসর পর্যন্ত থাকে ॥ ৪৭

বলদ বলীবর্দের মৃত্যু এই হইয়া যায়, তখন সে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মায়। তিন মাস ব্রহ্মরাক্ষস থাকিবার পর পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪৮

ভারত! যে ব্রাহ্মণ পতিত পুরুষকে যজ্ঞ করায়, সে মৃত্যুর পর কৃমি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং এই যোনিতে পনের বৎসর জীবিত থাকে ॥৪৯

কৃমিযোনি হইতে মুক্তি পাইবার পর সে গর্দভ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পাঁচ বৎসর গর্দভ থাকিয়া পাঁচ বৎসর শূকর,

বা বর্ষমেকং ভবতি ততো জায়তি মানবঃ ॥ ৫১
উপাধ্যায়স্য যঃ পাপঃ শিষ্যঃ কুর্যাদবুদ্ধিমান্
স জীব ইহ সংসারান্নীলাগ্রোতে ন সংশয়ঃ ॥ ৫২
প্রাক্ বা ভবতি রাজেন্দ্র ততঃ ক্রব্যাত্ততঃ খরঃ।
ততঃ প্রেতঃ পরিষ্টিষ্টঃ পশ্চাজ্জায়তি ব্রাহ্মণঃ ॥ ৫৩
মনসাপি গুরোর্ভার্যাং যঃ শিষ্যো যাতি পাপকৃৎ
স উগ্রান্ দ্বৈতি সংসারানন্ধমেবেহ চেতসা ॥ ৫৪
যবযোনৌ তু স ভবতি ত্রীণি বর্ষাণি জীবতি
তত্রাপি নিধনং প্রাপ্তঃ কৃমিযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৫৫
কৃমিভাবমনুপ্রাপ্তো বর্ষমেকং তু জীবতি
ততস্তু নিধনং প্রাপ্তো ব্রহ্মযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৫৬
যদি পুত্রসমং শিষ্যং গুরুরিত্যবধারণে
আত্মনঃ কারকারেণ সোঽপি তিরশ্চঃ প্রজায়তে ॥ ৫৭
পিতরং মাতরঞ্চৈব যস্তু পুত্রোঽবমন্যতে
সোঽপি রাজন্ মৃতো ভূত্বা পূর্বং ক্রামতে গর্দভঃ ॥ ৫৮

পাঁচ বৎসর ঘোড়া, পাঁচ বৎসর গুবাল এবং এক বৎসর কুক্কুর হয়। তারপর সে মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৫০-৫১

যে মূর্খ শিষ্য নিজের অধ্যাপকের অপরাধ করে, সে এক জন্মে নিম্নকথিত তিনটি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। রাজেন্দ্র! প্রথমে সে কৃমুর হয়, তারপর রাক্ষস ও গর্দভ হইয়া জন্মায়। তারপর মৃত হইয়া প্রেতাত্মারূপে অনেক কষ্টভোগ করিবার পর ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভ করে ॥ ৫২-৫৩

যে পাপকারী শিষ্য গুরুপত্নীর সহিত সম্ভোগের চিন্তা মনে মনেও করে, সে নিজের এই মানসিক পাপের জন্য ভয়ঙ্কর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৫৪

প্রথমে সে কৃকুরের যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তিন বৎসর পর্যন্ত জীবনধারণ করে। এই যোনিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া কৃমি-যোনিতে উৎপন্ন হয়। কৃমি-যোনিতে জন্মিয়া সে এক বৎসর জীবিত থাকে। তারপর মৃত্যুবরণ করিয়া সে ব্রাহ্মণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৫৫-৫৬

যদি গুরু নিজের পুত্রতুল্য শিষ্যকে বিনা কারণেই প্রহার করেন, তবে তিনি নিজের এই স্বেচ্ছাচারিতার জন্য তির্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥৫৭

রাজন্! যে পুত্র নিজের পিতা-মাতাকে অবজ্ঞা করে, সে-ও মৃত্যুর পর প্রথমে গর্দভ নামক প্রাণী হয় ॥৫৮

সর্পত্বঞ্চ তু সম্প্রাপ্য দশ বর্ষাণি জীবতি।
সংবৎসরঞ্চ তু কৃত্বাঽন্ততো ভাবেন মানবঃ। ৫৯
পুত্রস্য মাতাপিতরৌ যদা কটাবুভাবপি
ঔর্ধ্বপাদানত: সোঽপি মৃতো ভাবতি গর্দভঃ। ৬০
ষষ্ঠো জীবতি মাসাংস্তু দশ বা চ চতুর্দশ
বিড়ালঃ সপ্তমাসাংস্তু ততো ভাবতি মানবঃ। ৬১
মাতাপিতৃবধাক্রুদ্ধ নারিকঃ সম্প্রজায়তে।
তাড়য়িত্বা তু তাবেব ভাবতে কঙ্কপো নৃপ। ৬২
কঙ্কপো দশ বর্ষাণি ত্রীণি বর্ষাণি শলাকঃ
ব্যাঘো ভূত্বা চ ষণ্মাসাংস্ততো ভাবতি মানুষঃ। ৬৩
তর্জয়িত্বাঽথুলাশ্রুন্ বো রাজদ্বিষ্যানি সেবতে।
সোঽপি ঘোরসমাপন্নো মৃতো ভাবতি বানরঃ। ৬৪
বানরো দশ বর্ষাণি পঞ্চ বর্ষাণি মূষিকঃ
খাদ ভূত্বা তু ষণ্মাসাংস্ততো ভাবতি মানুষঃ। ৬৫
ভাসাপহর্তা তু নরো বসনা বিষয়ং গতঃ
মাংসাহারাণ্ড শকুনঃ সপ্ত কৃমিযোনৌ প্রজায়তে। ৬৬

ভত্র জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভারত।
হৃতস্বস্য ভয়া কৃত্বা ততো ভাবতি মানুষঃ। ৬৭
অপুত্রকো নরশ্চাপি মৃতো ভাবতি গার্ধ্রকঃ।
বিত্তাপহর্তা তু নরো মীনো ভাবতি দুর্মতিঃ। ৬৮
কৃত্বা মীনোঽষ্ট বর্ষাণি মৃতো ভাবতি ভারত।
কৃমস্তু ত্বচুরো মাসাংস্তত্রস্থাগঃ প্রজায়তে। ৬৯
ছাসস্তু নিধনং প্রাপ্য পূর্বে সাবৎসরে ততঃ।
কীটঃ সঞ্জায়তে তস্ততো ভাবতি মানুষঃ। ৭০
বান্ধান্ যবাংস্তিলান্ মাষান্ কুলত্থান্ সর্বশাংস্তথান্।
কলাপানব মূলশাংস্ত গোঘুমানভসীস্তথা। ৭১
শস্যসাধস্য হর্তা ১ যোষাজন্তরতেজন:
স জায়তে মহারাজ মূষিকো নিয়তপ্রভঃ। ৭২
ততঃ প্রেত্য মহারাজ মৃতো ভাবতি শূকরঃ
শূকরো জাতমাত্রস্তু রোগেণ ম্রিয়তে নৃপ। ৭৩
যা ততো ভাবতে মূঢ়ঃ কৃমণা তেন পাখিব।
কৃত্বা বা পঞ্চ বর্ষাণি ততো ভাবতি মানবঃ। ৭৪

সর্প-দেহ প্রাপ্ত হইয়া সে দশবর্ষ জীবিত থাকে। তাহার এক বৎসর কুক্কুর হইবার পর মানব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।৫৯

যে পুত্রের উপর মাতা ও পিতা উভয়েই পদ্ধ হয়, সে এই অবস্থানবশতে অন্তিম চিন্তার ফলে মৃত্যুর পর গাধা হইয়া জন্মায়।৬০

গাধা-যোনিতে সে দশ মাস জীবিত থাকে। তাহার পর সে চৌদ্দ মাস কুক্কুর এবং সাত মাস বিড়াল হইয়া শেষে মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৬১

মাতা-পিতার নিন্দা করিয়া অথবা গালি দিয়া মানুষ পরজন্মে নারিকপদী হয়। নৃপ! যে মাতা-পিতাকে প্রহার করে (পাতাকে) সে কঙ্কপ হয়।৬২

দশ বৎসর কঙ্কপ থাকিবার পর তিন বৎসর শলাক ও ছয় মাস বাঘ হয়। তাহার পর সে মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।৬৩

যে মানুষ রাজার নিন্দা করিয়া পাপিষ্ঠ হইয়াছে মোহবশতঃ রাজার শত্রুদলের সেবা করে, সে মৃত্যুর পর বানর হইয়া জন্মায়। ৬৪

দশ বৎসর বানর, পাঁচ বৎসর ইঁদুর এবং ছয় মাস কুক্কুর হইয়া পরে সে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৬৫

অপরের সঞ্চিত বস্ত্র অপহরণকারী মানুষ যমলোকে গমন করে এবং ক্রমশঃ সাত যোনিতে ভ্রমণ করিয়া শেষে কৃমি-যোনিতে জন্মপ্রাপ্ত হয়। ৬৬

ভারত! কৃমি যোনিতে সে পনের বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে এবং নিজের পাপ ক্ষয় করিয়া অন্তে সে মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৬৭

অপরের ধেনু অপহরণকারী মানুষ মৃত হইয়া হরিণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে নিজের নীচ বৃত্তির জন্য কাহারও সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে, সেই মানুষ মৎস্য হইয়া জন্মায়। ৬৮

ভারত! আট বৎসর মৎস্য থাকিবার পর মৃত্যু লাভ করিয়া চার মাস মৃগ হয়। তাহার পর সে ছাগল হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৬৯

ছাগল হইয়া পূর্ণ এক বৎসরের পর মৃত্যু লাভ করত কীট হইয়া জন্মায়। তাহার পর সেই জীব মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৭০

যবরাজ! যে মানুষ লজ্জা পরিত্যাগ করত অজ্ঞানতা ও মোহের বশীভূত হইয়া ধান, যব, তিল, মাষ, মুলখ, সরিষা, হুলা, মটর, মুগ, গম, তিসি এবং অন্যান্য শস্য চুরি করে, সে মৃত্যুর পর প্রথমে ইঁদুর হয়। ৭১-৭২

রাজন্! তাহার পর সেই ইঁদুর মৃত্যুলাভ করিয়া শূকর হইয়া জন্মায়। নৃপ! সে শূকর জন্ম পাইয়াই রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করে। ৭৩

নৃপমণি! তাহার পর সেই কর্মের দ্বারা সেই মূর্খ জীব কৃমি জন্মায় এবং পাঁচ বৎসর কৃমি থাকিবার পর শেষে মনুষ্য-যোনি প্রাপ্ত হয়। ৭৪

পঞ্চরাত্রাভিষর্শং তু কৃত্ব. ভারত বৈ নৃক:
যা নুন্নালক্তকো মূঢ়ো বাল. কণ্ঠো বকস্তথা । ৭৫
ভ্রাতৃভার্য্যাং তু পাপাত্মা যো ধর্ষয়তি মোহিত: ।
পুংস্কোকিলত্বমাপ্নোতি সোঽপি সংবৎসরং নৃপ । ৭৬
সখিভার্য্যাং গুরোর্ভার্য্যাং রাজভার্য্যাং তথৈব চ
প্রধর্ষয়িত্বা কামাত্মা মৃতো জায়তি শূকর: । ৭৭
শূকর: পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি বায়সঃ ।
বিড়াল: পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি কুক্কুট: । ৭৮
পিশীলিকস্তু মাসার্দ্ধং কীট: স্যান্মাসমেব তু
এতানাসাদ্য সংসারান্ কৃমিযোনৌ প্রজায়তে । ৭৯
তত্র জীবতি মাসাংস্তু কৃমিযোনৌ চতুর্দশ
ততোঽধ্বমক্ষয়: কৃত্বা পুনর্জায়তি মানব: । ৮০
উপস্থিতে বিবাহে তু যজ্ঞে বানেঽপি বা বিত্তো ।
মোহাৎ করোতি যো বিঘ্নং স মৃতো জায়তে কৃমি: ।৮১
কৃমির্জীবতি বর্ষাণি দশ ।৯ ৮ ভারত

অথবাঽপ্য ক্ষয়: কৃত্বা ততো জায়তি মানব: । ৮২
পূর্বং যত্ত্বা তু মং কন্যা দ্বিতীয়ে দাতুমিচ্ছতি
সোঽপি রাজন্ মৃতো জন্তু: কৃমিযোনৌ প্রজায়তে ।৮৩
তত্র জীবতি বর্ষাণি ত্রয়োদশ যুধিষ্ঠির
অথবাঽক্ষয়ে মৃতস্ততো জায়তি মানব: । ৮৪
দেবকার্য্যমকৃত্বা তু পিতৃকার্য্যমথাপি বা
অনির্বাপ্য সমগ্নন্ বৈ মৃতো জায়তি বায়স: । ৮৫
বায়স: সপ্তবর্ষাণি ততো জায়তি কুক্কুট:
জায়তে বালকস্তাপি মাস: ঊর্ধ্বং তু মানুষ: । ৮৬
জ্যেষ্ঠ: পিতৃসম: চাপি ভ্রাতরং যোঽবমন্যতে ।
সোঽপি মৃত্যুমুপাগম্য ক্রৌঞ্চযোনৌ প্রজায়তে । ৮৭
ক্রৌঞ্চো জীবতি বর্ষ তু ততো জায়তি চাষক:
ততো নিধনমাপন্নো মানুষত্বমুপাশ্নুতে । ৮৮
বৃষলো ব্রাহ্মণী ভক্ত্বা কৃমিযোনৌ প্রজায়তে
ততঃ সপ্তাপা নিধনং জায়তে শূকরঃ পুনঃ । ৮৯

পরস্ত্রী গমনের পাপ করলে মানব ক্রমশঃ বৃক (নেকড়ে বাঘ) কুরুর, শৃগাল, গৃধ্র, শর্প, কৌরব ও বক হয় । ৭৫

বৃক : যে পাপাত্মা মোহবশতঃ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত বলাৎকার করে, সে এক বৎসর কোকিল যোনি প্রাপ্ত হয় । ৭৬

যে ব্যক্তি কামনাপূর্তির জন্য বিশ্বস্ত, গুরু ও রাজার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করে, সে মৃত্যুর পর শূকর হয় । ৭৭

পাঁচ বৎসর শূকর থাকিয়া দশ বৎসর বায়স (শকুনি), পাঁচ বৎসর বিড়াল, পাঁচ বৎসর কুক্কুর, তিন মাস পিপীলিকা ও এক মাস কীট হইয়া থাকে । এই যোনিতে ভ্রমণ করিবার পর সে পুনরায় কৃমি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । ৭৮-৭৯

এই কৃমিযোনিতে সে চৌদ্দ মাস জীবিত থাকে । তদনন্তর পাপক্ষয়ের পর সে পুনরায় মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ।৮০

প্রভো ! বিবাহ, যজ্ঞ অথবা দানের সময় উপস্থিত হইলে পর যে ব্যক্তি মোহবশতঃ উহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সেই ব্যক্তিও মৃত্যুর পর কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে । ৮১

ভারত ! এই কৃমি দশের বৎসর জীবিত থাকে । তদনন্তর পাপক্ষয়ের পর মানব হইয়া জন্মায় । ৮২

রাজন্ ! যে ব্যক্তি প্রথমে কোন পুরুষকে কন্যাদান করিয়া পরে অন্য পুরুষকে সেই কন্যা দান করিবার বাসনা করে, সেই ব্যক্তিও মৃত্যুর পর কৃমি-যোনি প্রাপ্ত হয় । ৮৩

যুধিষ্ঠির ! এই যোনিতে সে তের বৎসর জীবনধারণ করে অনন্তর পাপক্ষয়ের পর সে পুনরায় মানুষ হইয়া জন্মলাভ করে ।৮৪

যে ব্যক্তি দেবকার্য্য অথবা পিতৃকার্য্য না করিয়া এবং বলিবৈশ্বদেব কার্য্য না করিয়াই অগ্নিগ্রহণ করে, সে মৃত্যুর পর কাক হইয়া জন্মায় । ৮৫

পাঁচ বৎসর কাক থাকিয়া সে বোড়শ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তাহার পর সে এক মাস সর্প হয়। তদনন্তর মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে । ৮৬

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য আদরণীয়, যে ব্যক্তি তাঁহার অপমান করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর ক্রৌঞ্চ পক্ষীর যোনিতে জন্ম প্রাপ্ত হয় । ৮৭

সে এক বৎসর ক্রৌঞ্চ হইয়া জীবিত থাকে। তাহার পর সে চাষ জাতির পক্ষী (চন্দুষ পাখী) হয় এবং এই পক্ষি-যোনি হইতে মৃত্যুর পর সে বহুত কষ্টে জন্মগ্রহণ করে । ৮৮

শূদ্র-জাতির পুরুষ ব্রাহ্মণ-জাতির স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়া দেহত্যাগের পর প্রথমে কৃমি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তদনন্তর মৃত্যুর পর শূকর হয় । ৮৯

শূকরো জাতমাত্রস্তু রোগেণ ম্রিয়তে নৃপ।
যা তত্তো জায়তে মৃঢ়ঃ করণা তেন পার্থিব ॥ ৯০
যা তৃতা কৃতকরাণো জায়তে মানুষস্ততঃ
তত্রাপত্যাং সমুৎপাদ্য মৃতো জায়তি মূষিকঃ ॥ ৯১
কৃতঘ্নস্তু মৃতো রাজন্ নরকং বিষয়ং গতঃ।
যমস্য পুরুষৈঃ ক্রূরৈর্যমঃ প্রাযোজিতো দারুণম্ ॥৯২
ততঃ সমুদ্গরঃ শূলময়িস্তুতঃ দারুণম্
অসিপত্রবনং ঘোরযাতনাশ্চ সুদারুণাঃ ॥ ৯৩
এতাশ্চান্যাশ্চ বহ্বীস্তু যমস্য বিষয়ং গতঃ
যাতনা: প্রাপ্য তত্রোগ্রাস্ততো যাতি তীরত ॥ ৯৪
ততো ভতঃ কৃতঘ্নঃ স তত্রোগ্রৈর্দ্রুতরৈর্ভত
সংসারচক্রমাসাদ্য কৃমিযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৯৫
কৃমির্ভবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভারত
ততো গর্ভঃ সমাসাদ্য তত্রৈব ম্রিয়তে শিশুঃ ॥ ৯৬
ততো গর্ভনৈর্ভর্ত্বরুতিঃ সম্প্রপদ্যতে।

সংসারাংশ্চ বহূন্ গত্বা ততস্তির্য্যক্ষু জায়তে ॥ ৯৭
ততো দুঃখসমুপ্রাপ্য বহু বর্ষগণানিহ
অপুনর্ভবসমাযুক্তস্তু কৃমঃ প্রজায়তে ॥ ৯৮
যদি ত্বিহ বকস্যাপি প্রবো মন্ত্রানসাকৃতান্
চোরয়িত্বা তু দুর্বুদ্ধিরমু দংশঃ প্রজায়তে ॥৯৯
ফলং বা মূলকং দ্রুত্বা অপূপং বা পিপীলিকাঃ
চোরয়িত্বা চ নিষ্পাবং জায়তে হলগোলকঃ ॥ ১০০
পায়সং চোরয়িত্বা তু তিত্তিরিত্বমবাপ্নুতে
দ্রুত্বা পিষ্টময়ং পূপং কুক্কুটত্বং প্রজায়তে ॥ ১০১
অন্নো দ্রুত্বা তু দুর্বুদ্ধির্ঘীরসো জায়তে নরঃ
কাংস্যং দ্রুত্বা তু দুর্বুদ্ধির্ঘিংতো জায়তে নরঃ ॥১০২
রাজতং ভাজনং দ্রুত্বা কপোতঃ সম্প্রজায়তে।
দ্রুত্বা তু কাঞ্চনং ভাণ্ডং কৃমিযোনৌ প্রজায়তে ॥ ১০৩
পত্রোর্ণং চোরয়িত্বা তু কৃকলাসঃ প্রজায়তি
কৌশিকং তু ততো দ্রুত্বা নরো জায়তি বর্তক ॥১০৪

নৃপ! শূকর হইয়া অগ্নিবাধাদ্বারা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু বরণ করে। পৃথীনাথ! তাহার পর সেই দুষ্ট জীব সেই পাপকর্মের ভগ্ন মৃকর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৯০

মূকর হইয়া পাপকর্ম ভোগের সমাপ্তির পর সে মানুষ হইয়া জন্মায়। মনুষ্য-যোনিতেও সে একটিমাত্র সন্তান জন্মাইয়া মৃত্যু লাভ করে এবং শেষে পাপ ভোগের জন্য ইঁদুর হয় ৯১

রাজন্! কৃতঘ্ন মানুষ মৃত্যুর পর যমরাজের লোকে গমন করে। সেখানে ক্রুদ্ধ যমদূতগণ তাহার উপর অতিশয় নিদারুণের সহিত প্রহার করিতে থাকে। ৯২

তাহার পর গদা, মুদ্গর ও শূলের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অগ্নিদগ্ধ (দুঃখার্ত , অসিপত্রবন, তপ্ত তৈলের বালুকা, শরীরপূর্ণ বাদলী প্রভৃতি নরকসমূহে কষ্ট ভোগ করে। যমলোকে যাইয়া পূর্বোক্ত এবং অন্যান্য আরও বহু নরকসমূহের ভয়ঙ্কর যাতনা ভোগ করত সে সেখানে যমদূতগণের দ্বারা প্রভূত হইতে থাকে। ৯৩-৯৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইভাবে নিদয় যমদূতগণের দ্বারা পীড়িত হইয়া পুনরায় সংসারচক্রে আসে এবং কৃমি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৯৫

ভারত! দশের বৎসর পর্যন্ত সে কৃমি হইয়া থাকে। তাহার পর্যে আসিয়া সেখানে গর্ভস্থ শিশু অবস্থাতেই মারা যায়। ৯৬

এইভাবে তাহার পর সে জীব গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করে। তদনন্তর বহুবার জন্মগ্রহণের পর সে তির্য্যগ্‌যোনিতে উৎপন্ন হয়। ৯৭

এই তির্য্যগ্‌যোনিতে বহু বর্ষ পর্যন্ত দুঃখভোগ করিবার পর সে পুনরায় মনুষ্য-যোনিতে না আসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া কষ্টপ্রদ হইয়া থাকে ৯৮

দুর্বুদ্ধি মানুষ যদি চুরি করিয়া বক বধ করে অথবা বকের মন্ত্রগুলি চুরি করিয়া তাহাদের নাশক ঔষধগুলি হরণ করে, তবে সে দংশ (ডাঁস) হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৯৯

ফল, মূল অথবা অপূপ (পিঠক) চুরি করিয়া মানুষ পিপীলিকা হইয়া জন্মায় নিষ্পাব (মটর বা রাজমাষ কলায়) চুরি করিলে মানুষ হলগোলক (দীর্ঘপুচ্ছ গোসাপের কীট) নামক কীট হইয়া থাকে। ১০০

পায়স চুরি করিয়া মানুষ তিত্তিরি পক্ষি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। গমজাত যবাগু বা পিষ্টনির পিষ্টক চুরি করিলে মানুষ মৃত্যুর পর কুক্কুট (পেচক) হইয়া জন্মায়। ১০১

ঘৌত চুরি করিয়া মূর্খ মানুষ কাক হয়। কাঁসা অপহরণকারী দুর্বুদ্ধি মানুষ বাতীত পক্ষী হইয়া জন্মায়। ১০২

রূপার পাত্র চুরি করিয়া মানুষ পায়রা হইয়া জন্মায় এবং স্বর্ণের পাত্র চুরি করিলে কৃমিযোনি লাভ হয়। ১০৩

লুপ্তময় বস্ত্র চুরি করিলে মানুষ গিরগিটি-যোনিতে জন্মগ্রহণ

আশুকা চোরয়িত্বা তু শুকো জায়তি মানবঃ।
চোরয়িত্বা চকোরং তু মৃতো হংসঃ প্রজায়তে ॥ ১০৫
ক্রৌঞ্চঃ কার্পাসিকা হত্বা মৃতো জায়তি মানবঃ।
চোরয়িত্বা নরঃ পট্টং ত্বার্ষিকং চৈব ভারত ॥ ১০৬
ক্রৌঞ্চক বস্ত্রমাদায় শ্যেনো ভবতি ভারত।
বর্বাণি হত্বা তু পুরুষো মৃতো জায়তি বর্হিণঃ ॥ ১০৭
হত্বা রক্তানি বস্ত্রাণি জায়তে জীবজীবকঃ।
বর্ষকালীংস্তথা গত্বা কোশ্চোরয়িত্বেহ মানবঃ ॥ ১০৮
ক্ষুদ্রপরিচ্ছদব্যাপ্তো রাজন্নৌতপরায়ণঃ।
ঊর্ণা জীবতি বর্ষাণি ততো বল চ পক্ষ চ ॥ ১০৯
অবর্ষসা ক্ষয় গত্বা ততো জায়তি মানুষঃ।
চোরয়িত্বা পরস্ত্রাপি বলাকা সম্প্রজায়তে ॥ ১১০
বস্ত্র চোরয়তে তৈলং নরো মোহসমন্বিতঃ
সোঽপি রাজন্ মৃতো জন্তুস্তৈলপায়ী প্রজায়তে ॥১১১

অশ্রুঃ পুরুষং হত্বা সলভ্র পুরুষাদঃ
অর্থার্থী যদি বা বৈরী স মৃতো জায়তে খরঃ ॥ ১১২
খরো জীবতি বর্ষে যে ততঃ শত্রুত্ব ব্রজতে।
স মৃতো মৃগযোনৌ তু নিত্যোদ্বিগ্নোঽভিজায়তে ॥১১৩
মৃগো বধ্যতি শত্রুত্ব গতে সংবৎসরে তু সঃ।
হতো মৃগত্বতো মোক্ষঃ সোঽপি জালেন বধ্যতে ॥ ১১৪
মাসে চতুর্থে সম্প্রাপ্তে খাপঃ সম্প্রজায়তে।
খাপো দশ বর্ষাণি ঘোরো বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ১১৫
ততস্তু নিধন প্রাপ্য কালপর্য্যায়চোদিতঃ
অবর্ষসা ক্ষয় কৃত্বা ততো জায়তি মানুষঃ ॥ ১১৬
স্ত্রিয় হত্বা তু দুর্বুদ্ধির্বর্ষসা বিংশত গতঃ।
বহূন ক্লেশান সমাসাদ্য সংসারাল্লৈব মুচ্যতে ॥ ১১৭
ততঃ পশ্চাদ্বরাহ্য কৃমিযোনৌ প্রজায়তে
কৃমিনির্বাপ্তবর্ষাণি কৃত্বা জায়তি মানুষঃ ॥ ১১৮

করে। কৃষ্ণবর্ণ আসন কিংবা চৌদোর। যে নারী। বস্ত্র চুরি করিয়া মানুষ বর্তক পক্ষী হয়। ১০৪

আশুক (শণসূত্রনির্মিত বস্ত্র) চুরি করিলে মানুষ শুকপক্ষী হয় এবং চকুল (উত্তরীয় বস্ত্র) চুরি করিয়া মৃত্যুর পর হাঁস হইয়া জন্মায়। ১০৫

কার্পাস সূতার বস্ত্র চুরি করিয়া মৃত মানুষ ক্রৌঞ্চ পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ভারত! পট্টবস্ত্র, ভেড়ার লোমজাত বস্ত্র ও ঔষ্ট্রিক (রেশমী) বস্ত্র চুরি করিলে মানুষ বহির্গোপনামক বন্য অথবা বর্হিণ হয়। ১০৬।

হরিতাল প্রভৃতি বর্ণ চুরি করিয়া মৃত্যুর পর মানুষ বহুল পক্ষী হয়। রক্ত বস্ত্রসকল চুরি করিলে মানুষ চক্রবাকপক্ষী-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ১০৭।

রাজন্! যে মানুষ লোভের বশীভূত হইয়া বর্ষক (গরুলেপন) আদি এবং চন্দন চুরি করে, সে ছুছুন্দর (ছুঁচো) যোনিতে জন্ম লাভ করে। এই যোনিতে সে পনের বৎসর জীবিত থাকে। ১০৮-১০৯

তদনন্তর পাপক্ষয়ের পর সে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। সে চুরি করিয়া স্ত্রী-বলাকা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ১১০

রাজন্! যে মানুষ মোহমুগ্ধ হইয়া তেল চুরি করে, সে মৃত্যুর পর তৈলপায়ী নামক কীট হইয়া জন্মায়। ১১১

যে নীচ পুরুষ ধনের লোভে অথবা শত্রুতাবশতঃ অন্ন খাইয়া মৃতের পর গর্দভ হইয়া ভার বহন করিয়া থাকে। ১১২

গর্দভ হইয়া সে দুই বৎসর জীবিত থাকে। তাহারপর সে অন্যের দ্বারা নিহত হয়। এইরূপে মৃত্যুর পর সে মৃগ-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং ভিন্ন পশুসঙ্ঘের ভয়ে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে। ১১৩

মৃগ হইয়া সে একবৎসরের পর অন্যের দ্বারা হত হয়। মৃত্যুর পর সে মৎস্য হইয়া জন্মায়। তখন সে জলের দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে। ১১৪

তাহারপর সে জলের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চতুর্থ মাস আসিলে পর মৃত্যু বরণ করে এবং তখন সে খাপস (ভিন্ন জন্তু) হইয়া জন্মায়। খাপস হইয়া দশ বৎসর থাকিবার পর সে পাঁচ বৎসরের জন্য ঘোরযোনিতে যায়। ১১৫

তদনন্তর পাপ ক্ষয় হইলে পর কালের প্রেরণায় মৃত্যুলাভ করিয়া সে পুনরায় মনুষ্য হইয়া জন্মায়। ১১৬

যে দুর্বুদ্ধি মানুষ স্ত্রীকে হত্যা করিয়া থাকে, সে যমলোকে গমন করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিবার পর বিশ বৎসর দুঃখদায়ক যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ১১৭

মহারাজ! তদনন্তর সে কৃমি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত কৃমি-যোনিতে থাকিয়া শেষে মানুষ হইয়া জন্মায়। ১১৮

তোজনং চোরয়িত্বা তু মক্ষিকা জায়তে নরঃ।
মক্ষিকাসহস্রবশগো যাবান্ মাসান্ তথাশ্নুতে ॥ ১১৯

ততঃ পাপক্ষয়ং কৃত্বা মানুষত্বমবাপ্নুতে
বান্তং হৃত্বা তু পুরুষো লোমশঃ সম্প্রজায়তে ॥ ১২০

তথা পিণ্যাকসন্ধিগ্রসনঃ চোরয়েন্নরঃ।
স জায়তে মক্ষসমো ধারুণো মূষিকো নরঃ ॥ ১২১

দশন্ বৈ মানুষান্ জন্তূন্ পাপাত্মা স বিশাম্পতে।
মৃতং হৃত্বা তু দুর্বুদ্ধিঃ কাকমদ্গুঃ প্রজায়তে ॥ ১২২

মৎস্যমাংসেষণো হৃত্বা কাকো জায়তি দুর্মতিঃ।
লবণং চোরয়িত্বা তু চিরিকাকঃ প্রজায়তে ॥ ১২৩

বিশ্বাসেন তু নিক্ষিপ্তং যো বিনিহ্নোতি মানবঃ।
স গত্বাসুর্নরস্তাত মৎস্যযোনৌ প্রজায়তে ॥ ১২৪

মৎস্যযোনিমনুপ্রাপ্য মৃতো জায়তি মানুষঃ
মানুষত্বমনুপ্রাপ্য ক্লীবাস্তুকৃপমশ্নুতে ॥ ১২৫

পাপানি তু নরাঃ কৃত্বা তির্যগ্ জায়ন্তি ভারত।
ন চাত্মনঃ প্রমাণং তে বর্ষং জানন্তি কিঞ্চন ॥ ১২৬

যে পাপানি নরাঃ কৃত্বা নিরয়ান্তি শতৈঃ সহ।
মুখরুগ্ধসমাবৃত্তা ব্যথিতাস্তে ভবন্ত্যত ॥ ১২৭

অসংবাসাঃ প্রজায়ন্তে ম্লেচ্ছজাত্যাং ন সংশয়ঃ।
নরাঃ পাপসমাচারা লোকমোহসমন্বিতাঃ ॥ ১২৮

বর্জয়ন্তি চ পাপানি ভক্তপ্রকৃতি যে নরাঃ।
অরোগা রূপবন্তস্তে ধনিনশ্চ ভবন্ত্যত ॥ ১২৯

স্ত্রিয়োঽপোহ্যেন ভাবেন কৃত্বা পাপমবাপ্নুয়ুঃ
এতেষামেব জন্তূনাং ভার্যাত্বমুপযান্তি তাঃ ॥ ১৩০

পরস্বহরণে দোষাঃ সর্ব এষ প্রকীর্তিতাঃ
এতান্ হি দেশয়ামেহ কথিতং যে মহাজনৈঃ ॥ ১৩১

অপরস্মিন্ কথাযোগে কৃতা শ্রোষ্যসি ভারত
এতদ্ধরা হরাজ্জন্তুঃ কথং পূতা ভবেন্নরঃ ॥ ১৩২

ভোজন চুরি করিয়া মানুষ যদি হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং বহু মাস বাঁচিয়া সে মাছির দলের অধীনে থাকে তদনন্তর পাপ ক্ষয় হইলে পর সে পুনরায় মানুষ-যোনিতে আসে। ১১৯

বান্ত চুরি করিলে মানুষের দেহে পর জন্মে বহু লোম হয়। প্রজানাথ! যে মানুষ ঝিনুকের বিশ্রিত ভোজন চুরি করে, সে বহুমূল্য আকারবিশিষ্ট জন্মর ইন্দুর হয় এবং সেই পাপী ইন্দুর বহুজনকে দংশন করিতে থাকে। ১২০-১২১

যে দুর্বুদ্ধি মানুষ মৃত চুরি করে, সে কাক মদ্গু। পূর্বজন্মে পাপাত্মা হইয়া জন্মায়। যে দুর্মতি মানুষ মৎস্য ও মাংস চুরি করে, সে পরজন্মে কাক হইয়া যায়। লবণ চুরি করিলে মানুষকে চিরিকাক-যোনিতে (ক্ষুদ্র কাক) জন্মগ্রহণ করিতে হয়।১২২-১২৩

বৎস! যে মানুষ বিশ্বাস সহকারে রাখিতে অন্যের গচ্ছিত বস্তু অপহরণ করে, সে মৃত্যুর পর বৎস-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ১২৪

বৎস-যোনিতে জন্মগ্রহণের পর যখন সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন সে পুনরায় মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হয়। মানুষ-যোনিতে পাইয়া তাহার আয়ু কমিয়া যায়। ১২৫

পাপকর্মমগ্ন করিয়া মানুষেরা পশু-পক্ষি-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। এই সব জন্মে তাহারা নিজেদের ইহজন্মের বৃত্তান্ত বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে না।১২৬

যে সব মানুষ লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া পাপ কর্ম-সকল করিয়া উহা ব্রতাদি পালনের দ্বারা নষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তাহারা সর্বদা দুঃখ-দুঃখ ভোগ করিতে করিতে ব্যথিত থাকে। তাহারা কোথাও যাইয়া করিবার স্থান পায় না এবং ক্লেশ হইয়া চারিদিকে ঘুরিতে থাকে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ।১২৭-১২৮

যে সব মানুষ জন্ম হইতেই পাপকে পরিত্যাগ করে, তাহারা নীরোগ, রূপবান ও ধনী হয়। ১২৯

স্ত্রীলোক যদি পূর্বোক্ত পাপকর্মসকল করে, তবে তাহারাও পাপভাগিনী হয় এবং সেই পাপভোগকারী প্রাণীদিগের পত্নী হইয়া থাকে। ১৩০

নিষ্পাপ রাজন্! পর ধন অপহরণ করিলে যে সব দোষ হয়, তৎসমস্তই আমি বলিলাম। এক্ষণে আমি সংক্ষেপে দেবযাজ্ঞার এই বিষয় বর্ণনা করিলাম। ১৩১

জন্তুগণকে! এখন অন্যপ্রকার কথাবার্তা প্রসঙ্গে পুনরায় এই বিষয় শ্রবণ করিবে। মহারাজ! পূর্বকালে ব্রহ্মা মহর্ষিগণের মধ্যে এই প্রসঙ্গ বলিয়াছিলেন। সেখানে আমি তাঁহারই নিকট হইতে এই বৃত্তান্ত পূর্বরূপে শ্রবণ করিয়াছি। এখন তুমি জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই সব কথা আমি যথাযথ

সুরর্ষীণাং শ্রুতঃ মধ্যে পৃষ্টশ্চাপি যথাতথম্
যথাপি চ তচ্চ কার্ৎস্ন্যেন যথাবদনুবর্ণিতম্।
এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ ধর্মে কুরু মনঃ সদা ॥১৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি সংসারচক্র নাম
একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়: ॥১১১

ভাবে বর্ণনা করিলাম। ব্রাহ্মণ! ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি সর্ব্বদা ধর্ম্মে মনকে নিযুক্ত করিয়া রাখ। ১৩১-১৩৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে সংসারচক্রনামক একাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[পাপহতে মুক্তিলাভের উপায়কথন, অন্নদানের বিশেষমাহাত্ম্যবর্ণন]

যুধিষ্ঠির উবাচ

অধর্মস্য গতির্ব্রহ্মন্ কথিতা যে ত্বয়ানঘ
ধর্মস্য তু গতিং শ্রোতুমিচ্ছামি সদতাং বর ॥ ১

কৃত্বা কর্মাণি পাপানি কথং যান্তি শুভাং গতিম্।
কথং বা চ কৃতেনেহ কেন যান্তি শুভাং গতিম্ ॥ ২

বৃহস্পতিরুবাচ

কৃত্বা পাপানি কর্মাণি অধর্মবশমাগতঃ
মনসা নিপরীতেন নিরয়ং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩

মোহাদধর্মং যঃ কৃত্বা পুনঃ সমনুতপ্যতে।
মনঃসমাধিসংযুক্তো ন স লেহেত দুষ্কৃতম্ ॥ ৪

যথা যথা মনস্তস্য দুষ্কৃতং কর্ম গর্হতে।
তথা তথা শরীরং তু তেনাধর্মেণ মুচ্যতে ॥ ৫

যদি ব্যাহরতে ব্রাহ্মণ বিপ্রাণাং ধর্মবাধিনাম্।
ততোঽধর্মকৃতাৎ ক্ষিপ্রমপধ্যায়াৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৬

যথা যথা নরঃ সম্যগধর্মমনুতপ্যতে
সমাধিযুক্তেন মনসা বিমুচ্যতে তথা তথা
ভূরুক ইব নির্মোকাৎ পূর্বমুক্তাজ্জরাদিবাৎ ॥ ৭

দত্ত্বা বিপ্রেভ্য দানানি বিবিধানি সমাহিতঃ
মনঃসমাধিসংযুক্তঃ সুগতিং প্রতিপদ্যতে ॥ ৮

প্রদানানি তু সর্ব্বাণি যানি দত্ত্বা যুধিষ্ঠির
নরঃ কৃত্বাপ্যকার্য্যাণি তেভ্যো ধর্মেণ মুচ্যতে ॥ ৯

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[পাপ হইতে মুক্তিলাভের উপায় কথন এবং অন্নদানের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি অধর্ম্মের গতি বলিলেন। নিষ্পাপ! বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! এখন আমি ধর্ম্মের গতি শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ১

মানুষ পাপ কর্ম্মসকল করিয়াও কিভাবে শুভ গতি লাভ করিতে পারে? এবং কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহারা উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়? ২

বৃহস্পতি বলিলেন,—মানুষ পাপ কর্ম্মসকল করিয়া অধর্ম্মের বশীভূত হইয়া যায়, তাহার মন অধর্ম্মে বিপরীত মার্গে গমন করে; সেই জন্য সে নরকে পতিত হয়। ৩

কিন্তু যে ব্যক্তি মোহবশতঃ অধর্ম্ম করিয়াও পুনরায় তাহার জন্য অনুতাপ করে, তাহার কর্ত্তব্য হইল—সে মনকে বশীভূত করিয়া কখনও আর পাপ কর্ম্মের সেবা করিবে না। ৪

মানুষের মন যেরূপ যেরূপ পাপ কর্ম্মের নিন্দা করিবে, তাহার শরীর সেইরূপ সেইরূপ অধর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। ৫

ব্রাহ্মণ! যদি পাপী পুরুষ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকটে নিজের পাপ বলিয়া দেয়, তবে সে সেই পাপের শুদ্ধ নিন্দা হইতে নিশ্চয় মুক্তি পায়। ৬

মানুষ নিজের মনকে স্থির করিয়া যেরূপ যেরূপ নিজের পাপ প্রকাশ করে, সেইরূপ সেইরূপই সে সেইভাবে মুক্ত হইয়া যায় যেরূপ সর্প পুরাতন ত্বকাকীর্ণ খোলোস হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৭

মানুষ একাগ্রচিত্ত হইয়া সাবধানে যদি ব্রাহ্মণকে নানাবিধ দান করে, তবে সে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। ৮

এখন আমি সেই সব উৎকৃষ্ট দানের কথা বর্ণনা করিব, সব রকম দান করিয়া সে অকার্য্য করিয়াও ধর্ম্মফলের দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে। ৯

সর্বেষামেব দানানামগ্রং জ্ঞেয়মুদাহৃতম্।
পূর্বমন্নং প্রদাতব্যমৃষিভ্যো ধর্মমিচ্ছতা। ১০
প্রাণা হ্যন্নং মনুষ্যাণাং তস্মাদন্নস্তু তাদৃশে।
অন্নে প্রতিষ্ঠিতো লোকস্তস্মাদন্নং প্রশস্যতে। ১১
অন্নমেব প্রশংসন্তি বেদবিদ্-পিতৃ-মানবাঃ।
অন্নসা হি প্রদানেন তৃপ্তিমেতো দিবং গতঃ। ১২
তারয়ন্তং প্রদাতব্যং বিজ্ঞাতিভ্যোঽন্নমুত্তমম্।
যাচ্যায়ঃ সমুপেতেভ্যঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। ১৩
যস্য জন্তুপশান্তস্য ব্রাহ্মণানাং শতং দদে।
ন্যূনৈর্ন বসনা দত্তং ন স তির্যগ্গতির্ভবেৎ। ১৪
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি দদ্য ভোজা নরস্তথা।
নরোঽন্নবর্জনাৎ প্রমুচ্যেত যোগেষ্বভিরতঃ সদা। ১৫
ত্রৈক্যোপাত্তাঃ সমাহৃতা বিপ্রো বেদপুরঃকৃতঃ
স্বাধ্যায়নিরতে বিপ্রে দত্তং ভবতি শুশ্রুমে। ১৬
(ত্রৈক্যোপাত্তি সমাহৃতা যস্যান্নং দ্বিজেষ্বৈ

সুবর্ণদানাং পাপানি মন্তন্তি সুমহন্তপি।
দত্ত্বা বৃত্তিকরীং ভূমিং পাতকেভ্যোপি মুচ্যতে।
পাপায়ৈঃ পুরুষাদানাং মুচ্যতে পাতকৈর্দ্বিজঃ।
গাহত্র্যাস্তৈব লক্ষেন সোমস্রস্তা তথৈবাং
বেদার্থং জ্ঞাপয়িত্বা চ শুভান্ বিপ্রান্ যথার্থতঃ।
সর্বাত্যাগাদিভিশ্চাপি মুচ্যতে পাতকৈর্দ্বিজঃ।
সর্বাভিধ্যাং পরং জ্ঞেয়ং তস্মাদন্নং পরং স্মৃতম্।)
অহিংসন্ ব্রাহ্মণস্থানি ভাজনে পরিপাল্য চ।
ক্ষত্রিয়স্তরসা প্রাপ্তমঃ যো বৈ প্রযচ্ছতি। ১৭
দ্বিজেভ্যো বেদবৃত্তেভ্যঃ প্রযতঃ সুসমাহিতঃ।
তেনাপোহতি বর্ষাণ্যন্ন দুষ্কৃতং কর্ম পাণ্ডব। ১৮
যড়ঙ্গাগমপরিশুদ্ধং কৃষের্ভগ্নপাত্তিতম্।
সৈক্ষ্যো দদদ্ দ্বিজাতিভ্যঃ পাপেভ্যঃ পরিমুচ্যতে। ১৯
অযাপ্য প্রাণসন্ধেয়ং কার্ষ্ণেন সমাহৃতম্।
অন্নং দত্ত্বা দ্বিজাতিভ্যঃ সূত্রঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। ২০

সর্বপ্রকার দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব ধর্মকামী ব্যক্তিদের প্রথম সযত্নভাবে অন্নদান করা কর্তব্য। ১০

অন্ন মনুষ্যগণের প্রাণ, অন্ন হইতেই প্রজাদের উৎপত্তি হয় এবং অন্নেরই আধারে সারা জগৎ সংসার স্থিত আছে। সেইজন্য অন্নই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। ১১

দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ ও মনুষ্যগণ সকলেই অন্নের প্রশংসা করেন। অন্নেরই দানে রাজা রন্তিদেব স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১২

অতএব যাচ্যায়ে নিরত ব্রাহ্মণগণকে প্রসন্নচিত্তে ভাবোপাত্তিত উত্তম অন্ন দান করা উচিত। ১৩

যে পুরুষের প্রসন্নচিত্তে প্রদত্ত অন্ন এক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করেন, সে কখনও পশু-পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে না। ১৪

নরশ্রেষ্ঠ! যে মানুষ সদা যোগসাধনে নিরত থাকিয়া দশ হাজার ব্রাহ্মণকে অন্ন ভোজন করায়, সে পাপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৫

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি ভিক্ষা করিয়া আনীত অন্ন স্বাধ্যায়পরায়ণ বিপ্রকে প্রদান করেন, তবে তিনি এ জগতে সুখী হন। ১৬

(যদি কেহ ভিক্ষা করিয়াও অন্ন সংগ্রহ করত ব্রাহ্মণগণকে দান করে এবং সূর্যের ন্যায় করে,' তবে তাহার বহুবিধ পাপসমূহ নষ্ট হইয়া যায়। জীবিকাদায়িনী কৃষি দান করিয়াও মানুষ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। পুরাণসমূহের পাঠের ব্রাহ্মণ পাপসমূহ হইতে মুক্তি লাভ করেন। এক লক্ষ গায়ত্রী জপ করিলে, এক হাজার গরুকে তৃপ্ত করিলে, বেদার্থ জ্ঞাপন করিলে এবং সর্বত্যাগাদির দ্বারাও দ্বিজ সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান। এই সব কর্মের সকলকে অন্নের দ্বারা আহুতি সংকার করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে। সেইজন্য অন্নকে সর্বাপেক্ষা উত্তম বলা হয়।)

বর্ষাঋতু পাণ্ডুনন্দন! যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ না করিয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করিতে করিতে নিজের বাহুবলে প্রাপ্ত অন্ন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে শুদ্ধ ও সমাহিত চিত্তে দান করে, সেই ক্ষত্রিয় নিজের এই অন্নদানের প্রভাবে তাঁর পূর্বকৃত পাপকে নাশ করিয়া থাকে। ১৭-১৮

যে বৈশ্য কৃষি হইতে অন্ন উৎপাদন করত তাহার ছয় ভাগের এক ভাগ করগ্রহণ রাজাকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অন্ন হইতে শুদ্ধ অন্ন ব্রাহ্মণগণকে দান করে, সে পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৯

শূদ্রও যদি প্রাণের দ্বারা না করিয়া কঠোর পরিশ্রমে উপার্জিত অন্ন ব্রাহ্মণগণকে দান করে, তবে সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ২০

ঔরসেন মনোনাম্নর্দ্ধিত্বাবিরসেন্তঃ
যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রেভ্যো ন স দুর্গাণি পশ্যতি ॥ ২০
ন্যায়েনৈবাপ্তমন্ন হি নরো দর্ষমবাপ্নুয়াৎ।
দ্বিজেভ্যো বেদবৃদ্ধেভ্যো দত্ত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ২২
অন্নমূর্জকরং লোকে দত্ত্বোর্জস্বী ভবেন্নরঃ।
সদ্ভাং পন্থানমাবৃত্তা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৩
দানবদ্ভিঃ কৃতঃ পন্থা যেন যান্তি মনীষিণঃ
তে হি প্রাণস্য দাতারস্তেভ্যো বয়ঃ সনাতনম্ ॥ ২৪
সর্বাবস্থং মনুষ্যেণ ন্যায়েনাপ্তমুপার্জিতম্
কার্যং পাত্রগতং বিত্তমন্নং হি পরমা গতিঃ ॥ ২৫
অন্নদা হি প্রজানেন নরো রৌদ্রং ন সেবতে
তস্মাদন্নং প্রযত্নেন দাতব্যমভয়ার্থিনা ॥ ২৬
যত্তেন ব্রাহ্মণপূর্বং হি ভোক্তুমন্নং গৃহী সদা
অবস্থ্যং দিবসং কুর্যাদন্নদানেন মানবঃ ॥ ২৭
ভোজয়িত্বা দশশতা নরো বেদবিদো বৃত্ত
ন্যায়বিদ্ধর্মবিদুষাম্বিহাসবিদ্যাং তথা ॥ ২৮
ন যাতি নরকং ঘোরং সংসারাংশ্চ ন সেবতে
সর্বকামসমাযুক্তঃ প্রেত্য চাপ্নোতি সুখম্ ॥ ২৯
এবং খলু সমাযুক্তো রমতে দিগুতত্রঃ
রূপবান্ কীর্তিমাংশ্চৈব ধনবাংশ্চোপপদ্যতে ॥ ৩০
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতমন্নদানফলং মহৎ।
মূলমেতত্তু ধর্মস্য প্রধানানাঞ্চ ভারত ॥ ৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি সংসারচক্রে
দানপ্রাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

যে ব্যক্তি কোন প্রাণীকে হিংসা না করিয়া নিজের যত্নসহকারে দ্বারা উৎপাদিত অন্ন ব্রাহ্মণগণকে দান করে, সে কখনও দুর্গতি অনুভব করে না। ২১

দানধর্মে অন্ন প্রধান হইয়া তাহা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতে প্রধান ব্যক্তি নিজের পাপসমূহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥২২

লোকে অন্নই মনের বৃদ্ধিকারী, অতএব অন্নদান করিয়া মনুষ্য বলবান্ হয় এবং সৎপুরুষগণের পথ আশ্রয় করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ২৩

যাহা পুরুষগণ যে পথ প্রবর্তন করিয়াছেন, সেই পথেই মনীষী পুরুষেরা গমন করেন। অন্নদাতা পুরুষগণই যথার্থ প্রাণদাতা। তাঁহাদের নিকট হইতে সনাতন বংশের বৃদ্ধি হয়। ২৪

ব্রাহ্মণের প্রত্যেক অবস্থাতেই ন্যায়লাভে উপার্জিত অন্ন সংপাত্রে অর্পণ করা উচিত, কারণ, অন্নই সংসার প্রাণীর আধার ॥ ২৫

যে ব্যক্তি অন্নদান করেন তাঁহাকে কখনও রৌদ্রের ভয়ঙ্কর যাতনা ভোগ করিতে হয় না। সেইজন্য অন্যান্যপথ ত্যাগ করিয়া ন্যায়োপার্জিত অন্নই সকলে দান করা উচিত। ২৬

প্রত্যেক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের উচিত হইল - প্রথমে সে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে এবং অন্নদানে যার প্রত্যেক দিনকে সফল করিবে। ২৭

বৃদ্ধ মুমুক্ষুর : যে মানুষ বেদ, ভাষ্য, ধর্ম ও ইতিহাসে অভিজ্ঞ এক হাজার ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, সে ঘোর নরক ও সংসার চক্রে পতিত হয় না। ইহ লোকে তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় এবং মৃত্যুর পর সে পরলোকে সুখ ভোগ করে। ২৮-২৯

এইভাবে অন্নদানে নিরত মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়া সুখ অনুভব করে এবং রূপবান্, কীর্তিমান্ ও ধনবান্ হয়। ৩০

ভারত! অন্নদান সম্বন্ধে তোমার যাবতীয় মহৎ জ্ঞান বর্ণনা করিলাম। ৩১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে সংসারচক্রপ্রসঙ্গে দানপ্রাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুধিষ্ঠিরসমীপে অহিংসায়া ধর্ম্মস্য চ মহিমানং বর্ণয়িত্বা বৃহস্পতেঃ স্বর্গলোকে প্রস্থানম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অহিংসা বৈষয়িকং কর্ম ধ্যানমিন্দ্রিয়সংযমঃ
তপোঽথ গুরুশুশ্রূষা কিং শ্রেয়ঃ পুরুষং প্রতি ॥ ১

বৃহস্পতিরুবাচ

সর্বাণ্যেতানি ধর্ম্মাণি পৃথগ্দ্বারাণি সংবিদঃ ।
নৃপ সন্ত্যাজ্যমানানি সর্বভূতাভয়ঙ্করঃ ॥ ২
হন্ত নিঃশ্রেয়সং ভূয়োঽবহে বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ।
অহিংসাপ্যাত্মবান্ ধর্মো যঃ সাধয়তি বৈ নরঃ ॥ ৩
ত্রীন্ দোষান্ সর্বভূতেষু নিবার্য পুরুষঃ সদা ।
কাম-ক্রোধৌ চ সংযম্য ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নুতে ॥ ৪
অহিংসকানি ভূতানি দণ্ডেন বিনিহন্তি যঃ ।
আত্মনঃ সুখমন্বিচ্ছন্ ন প্রেত্য লভতে সুখম্ ॥ ৫
আত্মোপমস্তু ভূতেষু যো বৈ ভবতি পূরুষঃ
তস্মাদ্ভয়ং ন ভূতানাং ক্ষেমং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৬
সর্বভূতাভয়ং তস্য সর্বভূতানি পশ্যতঃ ।
দেবাঽপি মার্গে মুহ্যন্তি অপদস্য পদৈষিণঃ ॥ ৭
ন তৎ পরস্য সংদধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ
এষ সাঙ্ক্ষেপতো ধর্মঃ কামাদন্যঃ প্রবর্ততে ॥ ৮
প্রস্তাবানেষু চ স্থানে চ সুখ-দুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে ।
আত্মৌপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছতি ॥ ৯
যথা পরঃ প্রক্রমতে পরেষু
তথাপরে প্রক্রমন্তে পরস্মিন্ ।
তথৈব তেঽপ্যনু জীবলোকে
যথা বর্ষে নৈপুণেনোপদিষ্টঃ ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তু সুরগুরুর্ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্
দিবমাচক্রমে যৌমান্ পশ্যতাংস্তান্ নরর্ষভান্ ॥ ১১

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি সংসারচক্রসমাপ্তৌ
ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়

[যুধিষ্ঠিরের নিকট অহিংসা ও ধর্মের মহিমা বর্ণনা করিয়া বৃহস্পতির স্বর্গলোকে প্রস্থান ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! অহিংসা, বৈষয়িক কর্ম, ধ্যান, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই ছয় প্রকার কর্মের মধ্যে কোন্ কর্ম মানুষের বিশেষ কল্যাণকারী হয় ? ১

বৃহস্পতি বলিলেন,—তাত যুধিষ্ঠির ! এই ছয় প্রকার কর্মই ধর্ম-অনুসারে এবং এ সমস্তই 'ভয় হইতে ত্রাণ' হইতে প্রকটিত হইয়াছে । আমি এই ছয়টি ধর্ম বর্ণনা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২

আমি এখন যতপ্রকারে তোমার কল্যাণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিব । যে মানুষ অহিংসাযুক্ত ধর্ম পালন করে, সে যোগ, যম ও সংযমতা-গুণ তিনটি দোষকে অন্ত সমস্ত প্রাণীর মধ্যে স্থাপিত করিয়া এবং সদা কাম-ক্রোধকে সংযত করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩-৪

যে মানুষ নিজের সুখের ইচ্ছা রাখিয়া অহিংসক প্রাণিগণকে দণ্ডের দ্বারা পীড়া করে, সে পরলোকে সুখী হইতে পারে না ॥ ৫

যে মানুষ সমস্ত প্রাণিগণকে নিজের সমান বলিয়া মনে করে, দণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছে (তাহাদের উপর দণ্ডপ্রয়োগের বাসনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়াছে) এবং ক্রোধকে জয় করিয়াছে, সে-ই মৃত্যুর পর সুখ ভোগ করে ॥ ৬

যিনি সমস্ত ভূতের আত্মা অর্থাৎ সকলের আত্মাকে নিজেরই আত্মা বলিয়া মনে করেন এবং সকল প্রাণীকে যিনি সমানভাবে দেখেন, সেই গমনাগমনরহিত জ্ঞানী ব্যক্তির গতি জানিবার সময় দেবতারাও মোহিত হইয়া যান ॥ ৭

যে কথা নিজের প্রতিকূল বলিয়া মনে হয়, সেরূপ কথা অন্যের প্রতিও প্রয়োগ করিবে না । ইহাই ধর্মের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ । ইহা ব্যতীত যে ব্যবহার হয়, তাহা কামমূলক ॥ ৮

প্রার্থনা করিলে পর দান করিলে বা প্রত্যাখ্যান করিলে, সুখ-দুঃখ প্রদানে এবং প্রিয় অপ্রিয়কার্য করিলে মানুষের পক্ষে যেরূপ ব্যবহারের অনুভব হয়, তাহা অপরের পক্ষেও বুঝিতে হইবে ॥ ৯

যেরূপ এক মানুষ অপর মানুষের উপর আক্রমণ করে, সেই-রূপ সুযোগ আসিলেই অপর মানুষেরাও তাহার উপর আক্রমণ করে । ইহাকে তুমি জগতে নিজের পক্ষের দৃষ্টান্ত বলিয়া জানিবে, অতএব কাহারও উপর আক্রমণ করা উচিত নয় । এইরূপে জগতে সৌশীলতার সহিত ধর্মের উপদেশ করা হইয়াছে ॥ ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পরম জ্ঞানী দেবগুরু বৃহস্পতি সেই সময় আমাদের সাক্ষাতেই দেবলোকে চলিয়া যাইলেন ॥ ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে সংসারচক্র সমাপ্তিবিষয়ক ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

॥ চতুর্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(হিংসায়া মাংসভক্ষণস্য চ নিন্দা

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা শরতল্পে পিতামহম্
পুনরেব মহাভাগঃ পপ্রচ্ছ বরতাং বরঃ। ১

যুধিষ্ঠির উবাচ

ভবন্তো ব্রাহ্মণা দেবাঃ প্রশংসন্তি মহামতে।
অহিংসালক্ষণং ধর্ম্মং বেদপ্রামাণ্যদর্শনাৎ। ২

কর্ম্মণা মনুজঃ কুর্ব্বন্ হিংসাং পাপিষ্ঠসম্ভব
বাচা চ মনসা চৈব কথং দুঃখাৎ প্রমুচ্যতে। ৩

ভীষ্ম উবাচ।

চতুর্বিধেষু নির্দ্দিষ্টা হ্যহিংসা ব্রহ্মবাদিভিঃ।
একৈকতোঽপি বিদ্বন্ত্রী ন ত্বত্যাদিশুদন। ৪

যথা সর্ব্বচতুষ্পাদ্ বৈ ত্রিভিঃ পাদৈর্ন তিষ্ঠতি
হবৈরেবং মহীপাল ত্রায়ৈঃ প্রোচ্যতে ত্রিভিঃ। ৫

যথা মাংসপদেহ্যানি পদানি পদগামিনাম্।
সর্ব্বাণ্যেবাপিধীয়ন্তে পদজাতানি কৌঞ্জরে। ৬

এবং লোকেষহিংসা তু নির্দ্দিষ্টা ধর্ম্মতঃ পুরা।
কর্ম্মণা লিপ্যতে জন্তুর্বাচা চ মনসাপি চ। ৭

পুরা তু মনসা ত্যক্ত্বা তথা বাচাথ কর্ম্মণা
ন ভক্ষয়ন্তি যো মাংসং ত্রিবিধং স বিমুচ্যতে। ৮

ত্রিপ্রকারং তু নির্দ্দিষ্টং ত্রয়ং তত্র ব্রহ্মবাদিভিঃ।
মনো বাচি তথাঽঽদধ্যাদ্ যো দোষা জ্ঞেষু প্রতিষ্ঠিতা। ৯

ন ভক্ষয়ন্তাতো মাংসং তপোযুক্তা মনীষিণঃ।
দোষাংস্তু ভক্ষণে রাজন্ মাংসস্যেহ নিবোধ মে। ১০

পুত্রমাংসোপমং জ্ঞানং খাদতে যোঽবিচক্ষণঃ
মাংসং মোহসমাযুক্তং পুরুষঃ সোঽধমঃ স্মৃতঃ। ১১

চতুর্দশাধিক শততম অধ্যায়।

(হিংসা ও মাংসভক্ষণের নিন্দা।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তদনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন। ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন, মহাত্মন্! দেবতা, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ বৈদিক প্রমাণানুসারে সর্ব্বদা অহিংসা ধর্ম্মের প্রশংসা করেন। নৃপশ্রেষ্ঠ! অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা হিংসারত মানব কিরূপে দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে? ২-৩

ভীষ্ম বলিলেন,—পরন্তপ! ব্রহ্মবাদীপুরুষগণ মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা হিংসা না করা এবং মাংস ভক্ষণ না করা—এই চারি উপায়ে অহিংসা ধর্ম্মপালনের কথা বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কোনও এক অংশ যদি অবশিষ্ট থাকে, তবে অহিংসা ধর্ম্ম পূর্ণভাবে পালন করা হয় না। ৪

মহীপাল! যেরূপ চারিপদযুক্ত পশু তিনটি পদের দ্বারা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ কেবল তিনটি উপায়ে পালিত অহিংসা ধর্ম্মকে পূর্ণভাবে অহিংসা ধর্ম্ম বলা যায় না। ৫

যেরূপ হস্তীর পদচিহ্নে পদগামী সকল প্রাণীর পদচিহ্ন প্রায়ই হইয়া যায়, সেইরূপ পুরাকালে জগতের মধ্যে ধর্ম্মতঃ অহিংসারই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ অহিংসাধর্ম্মে সকল ধর্ম্মের সমাবেশ হইয়া যায়—এরূপ মানা হইয়াছে। ৬-৭

জীব মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা হিংসার দোষে লিপ্ত হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি কখনও প্রথমে মনের দ্বারা, পরে বাক্যের দ্বারা এবং পরে ক্রিয়ার দ্বারা হিংসা ত্যাগ করিয়া কখনও মাংস ভক্ষণ না করে, সেই ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার হিংসার দোষ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৮-৯

ব্রহ্মবাদী মহাত্মাগণ হিংসাদোষের প্রধান তিনটি কারণ বলিয়াছেন—মন (মাংস ভক্ষণের ইচ্ছা), বাক্য (মাংস ভক্ষণের উপদেশ) এবং আত্মা (প্রত্যক্ষভাবে মাংসের আস্বাদগ্রহণ)। এই তিনটির হিংসাদোষের আধার। ১০

সেইজন্য তপস্যারত মনীষী পুরুষগণ কখনও মাংস ভক্ষণ করেন না। রাজন্! এখন আমি মাংস ভক্ষণের যে সব দোষ, তৎসমস্তই বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১০

যে মূর্খ মানুষ (ইহা জানিয়াও যে পুত্রের মাংস এবং অন্য সাধারণ মাংসমধ্যে কোনও পার্থক্য নাই,) মোহবশতঃ পুত্রের মাংসতুল্য অন্য প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে, সেই মানুষ নরাধম। ১১

পিতৃমাতৃসমাযোগে পুত্রত্ব জায়তে যথা
হিংসায়াং কৃত্যায়াং পাপো ভূমিং জায়তে তথা। ১২
রসস্য প্রতিসিদ্ধ্যর্থং জ্ঞানং প্রজায়তে যথা।
তথা শাস্ত্রেষু নিয়তং রাগো জায়তি তত্ত্বতঃ। ১৩
সংস্কৃতাসংস্কৃতাঃ পক্বা লবণালবণাস্তথা।
প্রজায়ন্তে যথা ভাবাস্তথা চিত্তং বিভজ্যতে। ১৪
ভেরীমৃদঙ্গবন্ধ্যাংশ্চ তন্ত্রীশব্দাংশ্চ পুষ্কলান্।
নিষেবিষ্যন্তি বৈ মদ্যা মাংসেষ্বক্তাঃ কথং নরাঃ। ১৫
(পরেষাং ধন-বাজানাং হিংসকাস্তাবকাস্তথা।
প্রশংসকাশ্চ মাংসস্য নিত্যং স্বর্গে বাহৃতাঃ।)
অচিন্তিতমনির্দিষ্টমসন্দিগ্ধমতো মম। ১৬

রসপুষ্ট্যভিভূতা যে প্রশংসন্তি কলাধিনঃ। ১৬
(তস্য বিষ্ঠা কৃমির্ঘ্যাপি নিষ্ঠা বজ্রেণ্বপী ধ্রুবা।
স কায়ঃ পরশীর্ণাভিঃ কথং ধার্য্যো বিপশ্চিতা।)
প্রশংসা যেষু মাংসস্য দোষকর্ম কলাধিতা। ১৭
জীবিতং হি পরিত্যজ্য যথাঃ সাধবো জনাঃ।
স্বমাংসৈঃ পরমাংসানি পরিপাল্য দিবং গতাঃ। ১৮
এবমেষা মহারাজ চতুষ্পাৎ কাঙ্ক্ষিতৈর্গুণৈ।
অহিংসা তব নির্দিষ্টা সর্বধর্মানুসংহিতা। ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি মাংসবর্জনকথনে
চতুর্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১১৪

যেরূপ পিতা ও মাতার সংযোগে পুত্রের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ হিংসা করিলে পর পাপী ব্যক্তিকে অবশ্য ইহা পাপ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ১২

যেরূপ জিহ্বার দ্বারা যখন রসের জ্ঞান হয়, তখন তাহার প্রতি সে আকৃষ্ট হইতে থাকে, সেইরূপ মাংসের আস্বাদন করিলে পর তাহার আসক্তি বর্দ্ধিত হয়। সকল শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে যে, বিষয়সমূহের আস্বাদনেই তাহার প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হয়। ১৩

সংস্কৃত (যমনা প্রভৃতি দ্বিয়া যাহার সংস্কার করা হইয়াছে) অসংস্কৃত (যমনা প্রভৃতির দ্বারা সংস্কারশূন্য), পক্ব, কেবল লবণমিশ্রিত ও লবণহীন—এইভাবে মাংসের যে যে অবস্থা হয়, সেই সেই অবস্থায় রুচিভেদে মাংসাহারী ব্যক্তিদের চিত্ত আসক্ত হয়। ১৪

মাংসভক্ষণকারী মূর্খ ব্যক্তিগণ স্বর্গে পূর্বভাবে মৃদঙ্গ ভেরী, মৃদঙ্গ ও বীণার দ্বিয়া মধুর শব্দসমূহের নেতা (শ্রবণ-উপভোগ) কিভাবে করিতে পারে? তাহারা স্বর্গে যাইতে পারে না। ১৫

(অপরের ধন-রাজ্য নষ্টকারী এবং মাংসভক্ষণের স্তুতি-প্রশংসাকারী ব্যক্তিরা সর্বদাই স্বর্গ হইতে বঞ্চিত হয়।)

যাহারা লোভবশতঃ মাংসের রসের আস্বাদিতে অভিভূত হইয়া তাহার অভীষ্ট রস মাংসের অভিলাষ করে এবং তাহাই বারংবার গুণগান করে, তাহাদের এরূপ মূর্খতি লাভ হয়, যাহা কখনও চিন্তা করাও যায় না, যাহা বাক্যের দ্বারা নির্দেশ করা যায় না এবং যাহা মনের দ্বারা কখনও কল্পনা করাও যায় না। ১৬

যাহা দৃষ্টান্ত পর চিন্তার আলোকে দ্বিলে তদ্ভক্ষিত হইয়া যায় অথবা কোনও হিংসক প্রাণীর খাদ্য হইয়া তাহাতে বিভক্তরূপে পরিণত হয় কিংবা ফেলিয়া দিলে যাহার মধ্যে কৃমি জন্মাইয়া থাকে—এই তিনটির মধ্যে যাহার একটি না একটি পরিণাম সুনিশ্চিত, সেই শরীরকে বিদ্বান্ পুরুষ অপরকে পীড়া দিয়া তাহার মাংসে কিভাবে নিজের পোষণ করিতে পারেন? মাংসের প্রশংসাও পাপময় কর্মফলের সহিত নরক স্থাপিত করিয়া দেয়। ১৭

উশীনর শিবি প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ অপরকে রক্ষা করিবার জন্য নিজেদের প্রাণ দান করত নিজেদের মাংসের দ্বারা অপরের মাংস রক্ষা করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। ১৮

মহারাজ! এইভাবে চারিপ্রকার উপায়ে যাহার পালন হয়, সেই অহিংসা-ধর্ম তোমার জন্য প্রতিপাদন করিলাম। ইহা সর্বধর্মের ওতপ্রোত রহিয়াছে। ১৯

শ্রীমদ্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে মাংসবর্জনবর্ণনবিষয়ক চতুর্দশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[সুরায়া মাংসস্য চ ভক্ষণে মহাদোষকথনম্, অনবদ্যাত্যাগমহিমবর্ণনম্, ত্যাগে পরমলাভস্য প্রতিপাদনঞ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অহিংসা পরমো ধর্ম ইত্যুক্তং বহুশস্ত্বয়া।
ভাষতে চ সদা সাধুর্ধর্মে মাংসস্য পরিবর্জনে।
দোষো ভক্ষয়তঃ কঃ স্যাৎ কস্যাভক্ষয়তো গুণঃ। ১
হত্বা ভক্ষয়তো বাপি পরযোপস্থতস্য বা।
ক্রীত্বা বা যঃ পরস্যার্থে ক্রীত্বা বা ভক্ষয়েন্নরঃ। ২
এতদিচ্ছামি তত্ত্বেন কথ্যমানং ত্বয়ানঘ।
বিস্তরেণ চিকীর্ষামি ধর্মমেতং সনাতনম্। ৩
কথমাহুরযোগ্যোতি কথং ভবতি সত্ত্ববান্।
কথমব্যক্তমাপ্নোতি কথং ভবতি কথ্যম্। ৪

ভীষ্ম উবাচ।

মাংসস্যাভক্ষণায় রাজন্ যো ধর্মঃ কুরুনন্দন।
তত্রে শৃণু যথাতত্ত্বং যথাসা বিধিরুত্তমঃ। ৫

ব্রূপণব্যাজমাহুর্বৃদ্ধাঃ সন্তো বনং স্মৃতম্
প্রাণভৃতামৈশ্বরোঽহিংসা বর্ত্তিতা বৈ মহাত্মভিঃ। ৬
ত্বদীয়মত্র সংবাদো বক্তব্যঃ কুরুনন্দন।
বক্তুমর্হ তেষাং ভূ মতং যৎ তচ্ছৃণু যুধিষ্ঠির। ৭
যো যজেতাশ্বমেধেন মাসি মাসি শতং সমাঃ।
বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ সমমেতদ্ যুধিষ্ঠির। ৮
সপ্তর্ষয়ো বালখিল্যাস্তথৈব চ মরীচিপাঃ।
অমাংসভক্ষণং রাজন্ প্রশংসন্তি মনীষিণঃ। ৯
ন ভক্ষয়তি যো মাংসং ন চ হন্যান্ন ঘাতয়েৎ
তমিত্রঃ সর্বভূতানাং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ। ১০
অবৃত্তঃ সর্বভূতানাং বিশ্বাসাঃ সর্বজন্তুষু।
সাধুনাং সম্মতো নিত্যং ভবেন্মাংসং বিবর্জয়ন্। ১১

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

[মদ্য ও মাংস ভক্ষণে মহাদোষ কথন, ইহাদের ত্যাগের মহিমা এবং ত্যাগে পরম লাভের প্রতিপাদন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি বহু বার এই কথা বলিয়াছেন যে, অহিংসা পরম ধর্ম অতএব মাংস পরিত্যাগ-রূপ ধর্মবিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে সেইজন্য আমি জানিতে অভিলাষী হইয়াছি যে, মাংস ভক্ষণকারীর কি দোষ হয় এবং যে মাংস ভক্ষণ করে না, তাহার কি লাভ হয়? ১

যে ব্যক্তি পশু বধ করিয়া তাহার মাংসভক্ষণ করে কিংবা অপর কর্তৃক প্রদত্ত মাংস ভক্ষণ করে, যে অন্যের ভক্ষণের জন্য পশু ক্রয় করে অথবা যে ক্রয় করিয়া মাংস ভক্ষণ করে, তাহাদের কি দণ্ড প্রাপ্য হয়? ২

পিতামহ! আমার ইচ্ছা যে, আপনি এই বিষয় যথাযথভাবে বিচার করিয়া আমাকে বলুন আমি নিশ্চিত রূপে এই সনাতন ধর্ম পালনের বাসনা করিয়াছি। ৩

রাজন্! কিভাবে লোক লাভ করে, কিরূপে বলবান্ হয়, কি প্রকারে তাহার পূর্ণায়ুঃ প্রাপ্তি হয় এবং কিভাবে সে শুভ লক্ষণসমূহে সমৃদ্ধ হইতে পারে? ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! কুরুনন্দন! মাংস ভক্ষণ না করিলে যে ধর্ম হয়, আমার নিকট হইতে তাহার যথাযথভাবে বর্ণনা শ্রবণ কর এবং সেই বর্ণনার যে উত্তম বিধি, তাহাও শ্রবণ কর। ৫

ইহাকে কুশল বলে, পূর্ণায়ুতা, পূর্ণ আয়ু, উত্তম বুদ্ধি, বল, বল এবং স্মরণশক্তি লাভ করিতে বাসনা করেন, সেই মহাত্মা পুরুষগণের সর্বতোভাবে হিংসা পরিত্যাগ করা উচিত। ৬

কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির! এই বিষয় লইয়া ঋষিগণের মধ্যেও বহুবার প্রশ্নোত্তর হইয়া গিয়াছে। শেষে তাঁহাদের সকলের মতানুসারে যে সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হইয়াছে, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৭

যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি নিয়মানুসারে ব্রতপালন করিতে করিতে প্রতিমাসে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং যে কেবল মদ্য ও মাংস পরিত্যাগ করেন, ইঁহাদের উভয়েরই ফললাভ সমান হয়। ৮

রাজন্! সপ্তর্ষি, বালখিল্য ও সূর্যাভিমুখগামী অন্যান্য মনীষী মহর্ষিগণ মাংস ভক্ষণ না করারই প্রশংসা করিয়াছেন। ৯

স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি মাংসভক্ষণ করে না ও পশুবধও করে না (এবং অপরের দ্বারা করে না,) সেই ব্যক্তি সর্ব প্রাণীর বন্ধু। ১০

যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া দেয়, তাহাকে কোনও প্রাণী বিশ্বাস করিতে পারে না, সে সকল প্রাণী

অথবা সেবা পরমাংসেন যো বর্ধয়িতুমিচ্ছতি
নারদঃ প্রাহ ধর্মাত্মা নিয়তং সোঽধমাং গতিম্ ॥ ১২
দদাতি যজতে চাপি তপস্বী চ ভবত্যপি
মধুমাংসনিবৃত্তোতি প্রাহ চৈবং বৃহস্পতিঃ ॥ ১৩
বালি মাসাদ্যমেবেন বো যজেত শতং সমাঃ ।
ন খাদতি চ যো মাংসং সমমেতন্মতং মম ॥ ১৪
সদা যজতি সত্রেণ সদা দানং প্রযচ্ছতি ।
সদা তপস্বী ভবতি মধুমাংসবিবর্জনাৎ ॥ ১৫
সর্বে বেদা ন তৎ কুর্যুঃ সর্বে যজ্ঞাশ্চ ভারত ।
যো ভক্ষয়িত্বা মাংসানি পশ্চাদপি নিবর্ততে ॥ ১৬
দুষ্করং রসজ্ঞানে মাংসস্য পরিবর্জনম্ ।
চতুর্ণাং ব্রতমিদং শ্রেষ্ঠং সর্বপ্রাণভৃতাং প্রভম্ ॥ ১৭
সর্বভূতেষু যো বিদ্বান্ দদাত্যভয়দক্ষিণাম্ ।
দাতা ভবতি লোকে স প্রাণানাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮

এষা বৈ পরমা ধর্মা প্রশংসন্তি মনীষিণঃ ।
প্রাণা যথাঽঽত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি বৈ তথা ॥ ১৯
আত্মৌপম্যেন মন্তব্যং বুদ্ধিমদ্ভিঃ কৃতাত্মভিঃ ।
মৃত্যুতো ভয়মস্তীতি বিদুষাং কৃপিমিচ্ছতাম্ ॥ ২০
কিং পুনর্হন্যমানানাং তপসা জীবিতার্থিনাম্
অন্যোন্যাদ্যমপাপানাং পাপৈর্মাংসোপজীবিভিঃ ॥ ২১
তস্মাদ্ বিদ্বি মহারাজ মাংসস্য পরিবর্জনম্ ।
ধর্মস্তারতমঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বর্গস্য চ সুখস্য চ ॥ ২২
অহিংসা পরমো ধর্মস্তথাহিংসা পরং তপঃ ।
অহিংসা পরমং সত্যং যতো ধর্মঃ প্রবর্ততে ॥ ২৩
ন হি মাংসং তৃণাৎ কাষ্ঠাদুপলাদ্বা কথঞ্চন ।
হত্বা ভক্ত্বা ততো মাংসং তস্মাদ্ দোষস্তু ভক্ষণে ॥ ২৪
যাজ্ঞাবাষামৃতভুজো দেবাঃ সত্যার্জবপ্রিয়াঃ ।
ক্রব্যাদান্ রাক্ষসান্ বিদ্ধি জিহ্মানৃতপরায়ণান্ ॥ ২৫

বিদ্যাদের পাত্র হইয়া যায়, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সর্বদা তাহাতে সম্মান করেন ॥ ১১

ধর্মাত্মা নারদ বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি অপরের মাংসের দ্বারা নিজের মাংস বৃদ্ধি করিতে বাসনা করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১২

বৃহস্পতি বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি যজ্ঞ ও মাংস পরিত্যাগ করে, সে দান করে, যজ্ঞ করে ও তপস্যা করে অর্থাৎ তাহার দান, যজ্ঞ ও তপস্যার ফল লাভ হয় ॥ ১৩

যে ব্যক্তি শতবর্ষ পর্যন্ত প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে এবং যে কখন মাংস ভক্ষণ করে না,—এই উভয়েরই সমান ফললাভ হয় ॥ ১৪

যজ্ঞ ও মাংস পরিত্যাগ করিলে মানুষ সদা যজ্ঞকারী, সদা দানকারী এবং সদা তপস্বী হইয়া যায় ॥ ১৫

ভারত! যে পূর্বে মাংস ভক্ষণ করিত এবং পরে তাহা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে, তাহারে যে পুণ্য প্রাপ্তি হয়, তাহা সমস্ত বেদ ও সমস্ত প্রকার যজ্ঞ করিতে পারেন না ॥ ১৬

মাংসের রসের আস্বাদন ও সহজে করিলে পর তাহা ত্যাগ করা এবং সমস্ত প্রাণিগণের অভয়প্রদ এই সর্বশ্রেষ্ঠ অহিংসা ব্রত ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া যায় ॥ ১৭

যে বিদ্বান্ পুরুষ সর্ব প্রাণীকে অভয় দান করেন, তিনি এই সংসারে নিশ্চয়রূপে 'প্রাণদাতা' বলিয়া কথিত হন ॥ ১৮

এইভাবে মনীষী পুরুষগণ অহিংসারূপ পরম ধর্মের প্রশংসা করেন। যেরূপ মানুষের নিজের প্রাণ প্রিয়, সেইরূপ সমস্ত প্রাণীরই নিজ নিজ প্রাণ অতিশয় প্রিয় ॥ ১৯

অতএব যাহারা বুদ্ধিমান্ ও পুণ্যাত্মা, তাঁহারা সমস্ত প্রাণীকেই আত্মতুল্য বলিয়া মনে করিবেন। যখন নিজেদের জন্যপরায়ণ বিদ্বান্ পুরুষগণেরও মৃত্যু ভয় থাকে, তখন জীবিত থাকিবার বাসনাসম্পন্নকারী নীরোগ ও নিরপরাধ প্রাণিগণ, যাহারা মাংসের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, সেই পাপী পুরুষগণ কর্তৃক নিহত হইতে থাকিলে কেন ভীত হইবে না ॥ ২০-২১

মহারাজ! সেইজন্য তুমি ইহা জানিয়া যে, মাংসের পরিত্যাগই ধর্ম, স্বর্গ ও সুখের সর্বোত্তম আধার ॥ ২২

অহিংসা পরম ধর্ম, অহিংসা পরম তপস্যা এবং অহিংসা পরম সত্য। কারণ, তাহা হইতেই ধর্ম প্রবর্তিত হন ॥ ২৩

তৃণ হইতে, কাষ্ঠ হইতে অথবা প্রস্তর হইতে মাংস উৎপন্ন হয় না, তাহা জীব হত্যা করিলেই লাভ হয়; অতএব মাংস ভক্ষণ করিলে দোষ হয় ॥ ২৪

যাঁহারা যাজ্ঞা (দেব যজ্ঞ) ও যবা (পিতৃযজ্ঞ)—এই দুই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতভোজনকারী এবং সত্য ও সরলতাপ্রিয়, তাঁহারা দেবতা। কিন্তু যে সব ব্যক্তি কুটিলতা ও অনৃত-ভাষণে প্রবৃত্ত হইয়া মাংস ভক্ষণ করে, তাহাদের সকলকে তুমি রাক্ষস বলিয়া জানিও ॥ ২৫

কান্তারেষ্বথ ঘোরেষু দুর্গেষু গহনেষু চ
রাত্রাবহনি সন্ধ্যাসু হন্তব্যেষু সতাসু চ ॥ ১৬
উদ্যতেষু চ শস্ত্রেষু ক্রূরব্যালভয়েষু চ
অমাংসভক্ষণে রাজন্ গুণমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১৭
শরণ্যঃ সর্বভূতানাং বিশ্বাস্যঃ সর্বজন্তুষু
অনুদ্বেজয়তো লোকে ন ভয়ং বিদ্যতে সদা ॥ ১৮
যদি চেৎ খাদকো ন স্যান্ন হন্যা হন্তা কথঞ্চন।
খাদকার্থায় হন্তব্যা হন্তারস্তু নিবর্তয়েৎ ॥ ১৯
অন্তক্যামেতদিতি বৈ ইতি হিংসা নিবর্ততে
খাদকার্থমতো হিংসা মৃগাণীনাং প্রবর্ততে ॥ ২০
যস্মাদ্ প্রসক্তি চৈবাত্মদুষ্টিসঙ্কানাং মহাত্মভিঃ।
তস্মাদ্ বিবর্জয়েন্মাংসং য ইচ্ছেদ্ ভূতিমাত্মনঃ ॥ ২১
ত্রাতারঃ নাবিগচ্ছন্তি রৌদ্রাঃ প্রাণিবিহিংসকাঃ।

উদ্বেজনীয়া ভূতানাং যথা ব্যালমৃগাস্তথা ॥ ২২
লোভাদ্ বা বুদ্ধিমোহাদ্ বা বলবীর্যাদথাপি চ।
সংসর্গাচ্চ পাপানামধর্মকুচিতা নৃণাম্ ॥ ২৩
অমাংসং পরমাংসেন যো বর্ধয়িতুমিচ্ছতি।
উদ্বিগ্নবাসো বসতি বনে বনচরাভিষ্ট্রতে ॥ ২৪
বক্ত যজন্তমাহুস্তু স্বর্গ্যং যজ্ঞফলং মহৎ
মাংসস্যাভক্ষণে প্রাহুর্নিয়তাঃ পরমর্ষয়ঃ ॥ ২৫
ইদং তু খলু কৌন্তেয় শ্রুতমাসীৎ পুরা ময়া।
মার্কণ্ডেয়স্য বদতো যে দোষা মাংসভক্ষণে ॥ ২৬
যো হি খাদতি মাংসানি প্রাণিনাং জীবিতৈষিণাম্।
হন্তানাং বা মৃতানাং বা যথা হন্তা তথৈব সঃ ॥ ২৭
ধনেন ক্রীণকো হন্তি খাদকস্তন্নিষেবণাৎ।
ঘাতকো বধ-বন্ধাভ্যামিত্যেষ ত্রিবিধো বধঃ ॥ ২৮

রাজন্! যে মানুষ মাংস ভক্ষণ করে না, তাহার সর্বপূর্ণ স্থানসমূহ, তীর্থের দুর্গম, গহন বন, দিন-রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা, অজন এবং সত্যাশ্রয় সমূহেও কখন ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ভয় থাকে না। যদি নিজের বিরুদ্ধ ব্যক্তিরা অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া থাকে অথবা হিংস্র পশু ও সর্পসমূহের ভয় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তথাপি যে অস্ত্র মানুষগণের দ্বারা ভীত হয় না। ১৬-১৭

কেবল ইহাই নহে, যে সমস্ত প্রাণিগণের শরণদাতা ও তাহাদের সকলের বিশ্বাসপাত্র হইয়া যায়। সংসারে যে কাহাকেও উদ্বিগ্ন করে না এবং যাহাকে কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হয় না। ১৮

যদি কেহই মাংসখাদক না হয়, তবে ত' পশুগণের হিংসাকারী ঘাতক কে-ও থাকে না; কারণ, ঘাতক মানুষ মাংসখাদকের জন্যই পশুহত্যা করে। ১৯

যদি মাংস 'অন্তক্যা' জানিয়া সকল মানুষ ইহার ভক্ষণ পরিত্যাগ করে, তবে পশুগণের হত্যা অতই বন্ধ হইয়া যাইবে, কারণ, মাংসখাদকদের জন্যই মৃগ প্রভৃতি পশুগণের হত্যা হইয়া থাকে। ২০

মহাত্মাগণ বলেন। হিংসকগণের আয়ু তাহাদের পাপ গ্রাস করিয়া থাকে। সেই হেতু যদি কেহ নিজের কল্যাণকামনা করে, তবে সেই মানুষের মাংস সর্বথা পরিত্যাগ করা উচিত। ২১

যেহেতু এ জগতে প্রাণিহিংসক ব্যক্তিরা পশুগণকে হত্যা করে এবং সেই পশুরা নিজেদের জন্য কোনও রক্ষক পায় না, সেইজন্য প্রাণিহিংসাকারী ভয়ের মূলস্বরূপ পশু একেও সকল প্রাণীর উদ্বেগের পাত্র হয় এবং হিংসকের জন্য কোনও রক্ষক তাহারা পায় না। ২২

লোভবশতঃ, বুদ্ধির মোহের, বলবীর্য প্রাপ্তির জন্য অথবা পাপী ব্যক্তিদের সংসর্গে আসিলে পর মনুষ্যগণের অধর্মে রুচি হইয়া থাকে। ২৩

যে ব্যক্তি অপরের মাংসের দ্বারা নিজের মাংসবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি যে কোন স্থানেই অবস্থান করুক না কেন সে নিরুদ্বেগে থাকিতে পারে না। ২৪

নিয়তব্রতধারী মহর্ষিগণ মাংসভক্ষণ ত্যাগকেই যজ্ঞ, ফল, আয়ু ও স্বর্গ প্রাপ্তির প্রধান উপায় এবং পরমমহত্ত্বের সাধন বলিয়াছেন। ২৫

যুধিষ্ঠির! মাংসভক্ষণে যে সব দোষ হয়, তাহার বর্ণনাকারী মার্কণ্ডেয়ের নিকট হইতে আমি পূর্বে শুনিয়াছিলাম। ২৬

যে ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তিদের প্রাণিগণকে বধ করিয়া অথবা বধ মৃত হইলে পর তাহাদের মাংস ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি তাহাদের বধ না করিলেও তাহাকে হত্যাকারী বলিয়াই জানিবে। ২৭

ক্রয়কারী ব্যক্তি ধনের দ্বারা, খাদক ব্যক্তি উপভোগের দ্বারা এবং ঘাতক বধ ও বন্ধনের দ্বারা পশুগণের হিংসা করে। এই ভাবে এই তিন প্রকারে প্রাণিগণের বধ হয়। ২৮

অথাদদ্বসুমোহেন্দ্র তাবদ্যোহয়ন মানবঃ।
যোঽদ্বসুমোহতি দনাত্মা সোঽশুচি র্যোহয়ন লিপ্যতে ।৩৯
অনৃতঃ সর্বভূতানামনুধ্যান নীচতঃ সদা।
অবধ্যাভক্ষণং মাংসং মহাবান্ প্রাণিনামিহ ॥ ৪০
হিরণ্যাদৈর্নৈগমৈর্লৈঙ্গিলৈশ্চ সর্বশঃ।
মাংসস্যাভক্ষণে ধর্মো বিশিষ্ট ইতি নঃ শ্রুতিঃ ॥ ৪১
খাদকস্য কৃতে ভক্ষ্যং যো হন্যাৎ পুরুষাধমঃ
সম্ভবোঽস্যতদন্তস্য যাতয়ামো ন তু খাদকঃ। ৪২
ইজ্যাযজ্ঞশ্রুতিকৃতৈর্যো নার্হৈরবুধোঽধমঃ
হন্যাজ্জন্তুন মাংসগৃধ্নুঃ স বৈ নরকভাঙ্ নরঃ। ৪৩
তস্মাদ্বিদ্বান্ যো মাংসং পরিত্যজতি সর্বশঃ
তস্যাপি পুরুষান্ ধর্মো যঃ পাদাদ্ বিনিবর্ততে ॥ ৪৪
আহর্তা চানুমন্তা চ বিশসিতা ক্রয়বিক্রয়ী
সংস্কর্তা চোপভোক্তা চ খাদকাঃ সর্ব এব তে ॥ ৪৫
ইদমন্যত্তু বক্ষ্যামি প্রমাণং বিধিনির্মিতম্।
পুরাণমৃষিভির্দৃষ্টং বেদেষু পরিনিষ্ঠিতম্ ॥ ৪৬
প্রবৃত্তিলক্ষণে ধর্মঃ প্রজাবিধিকৃতাবৃতঃ
যথোক্তং রাজশার্দূল ন তু তন্মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥ ৪৭
য ইজ্যে পুরুষোঽত্যন্তমাত্মানং নিয়তব্রতম্।
স বর্জয়েত মাংসানি প্রাণিনামিহ সর্বশঃ ॥ ৪৮
শ্রূয়তে হি পুরা কল্পে নৃণাং ব্রীহিময়ঃ পশুঃ
যেনাযজন্ত যজ্ঞানঃ পুণ্যলোকং রায়ণাঃ ॥ ৪৯
ঋষিভিঃ সংসৃতং পূর্বৈ র্বসুভিশ্চেদিপতিঃ পুরা।
অভক্ষ্যমপি মাংসং যঃ প্রাহ তস্যাগমিতি প্রভো ॥ ৫০
আকাশাদবনিং প্রাপ্তস্তঃ স পৃথিবীপতিঃ
ব্রহ্মদেব পুনস্তোষ্যন্ বিবেশ বরণীতলম্ ॥ ৫১

যে ব্যক্তি যজ্ঞ যাগে ভোজন না করিলেও মাংসখাদককে যদি অনুমোদন করে, তবে সেই মানুষও তাহাদের ন্যায় মাংসভক্ষণ পাপের ভাগী হইয়া থাকে। এইরূপে যে খাদককে অনুমোদন করে, সেও হিংসাদোষে লিপ্ত হয়। ৩৯

যে মানুষ যজ্ঞ যাগ ভক্ষণ করে না এবং যে জগতে সকল প্রাণীর প্রতিই দয়া করে, তাহাকে কোনও প্রাণীই হিংসা করে না এবং সে সর্বদা দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হয়। ৪০

মুনিগণ, খোলাস, ও ঋষিগণ কহিলেন যে যজ্ঞে লাভ হয়, মাংস ভক্ষণ না করিলে তাহা অপেক্ষাও বিশিষ্ট ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে—ইহা আমরা অবগত আছি। ৪১

যে ব্যক্তি মাংসখাদকের জন্য পশুহিংসা করিয়া থাকে, সে মহাপাপীদের মধ্যে অধম। কারণ খাদকের মহাপাপ হয়, কিন্তু খাদকের ঐ দোষ হয় না। ৪২

যে মাংসলোভী মূর্খ ও অধম মানুষ যাগ-যজ্ঞাদি বৈদিক কার্যের নামে প্রাণিগণের হিংসা করে, সেই মানুষ নরকভাগী হয়। ৪৩

যে ব্যক্তি প্রথমে মাংস ভোজন করিয়াও পরে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহারও অধিকার মহৎ ধর্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে; কারণ, সে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। ৪৪

যে মানুষ হত্যার জন্য পশুকে আনে, যে তাহাকে হত্যা করিবার অনুমতি দেয় যে তাহাকে হত্যা করে, যে তাহাকে ক্রয় বিক্রয় করে, যে তাহার মাংস পাক করে এবং যে মাংস খায়, ইহারা সকলেই খাদক বলিয়াই স্বীকৃত হয় অর্থাৎ ইহারা সকলেই মাংসভক্ষণকারীর সমানপাপে পাপভাগী হয়। ৪৫

এখন আমি এ বিষয়ে অন্য প্রমাণ বলিতেছি, যাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মা কর্তৃক প্রতিপাদিত, পুরাতন ঋষিগণ কর্তৃক দেখিত এবং বেদসমূহে প্রতিষ্ঠিত আছে। ৪৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! প্রজাকামী পুরুষগণ প্রবৃত্তিরূপ ধর্মের প্রতিপালন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা মোক্ষাভিলাষী বিরক্ত পুরুষদিগের পক্ষে অনীষ্ট নহে। ৪৭

যে মানুষ নিজেকে নিত্য অত্যন্ত উপব্রতধারী করিয়া রাখিতে বাসনা করেন, তিনি এ জগতে প্রাণিগণের মাংস-ভোজন সর্বথা পরিত্যাগ করিয়া দিবেন। ৪৮

শুনা যায়, পূর্ব কল্পে মনুষ্যগণের যজ্ঞে পুরোডাশাদিরূপে অনুবর পশুর উপযোগ (নামধারণ হইয়াছিল। পুণ্যলোক-প্রাপ্তির বাসনায় নিরত যাজিক পুরুষগণ সেই অনুরূপই দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছেন। ৪৯

প্রভো! প্রাচীন কালে ঋষিগণ চেদিরাজ বসুকে নিজেদের সঙ্গের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই সময় বসু অভক্ষ্য মাংসকেও ভক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ৫০

সেই সময় আকাশচারী রাজা বসু অনৃতের নিমিত্ত ঋষিদের অভিশাপ হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। তদনন্তর পৃথিবীতেও তিনি পুনরায় এই মিথ্যার দেওয়ায় পাতালে প্রবিষ্ট হন। ৫১

ইদং তু শৃণু রাজেন্দ্র কীর্ত্যমানং নরেষু চ
অভক্ষণে সর্বসুখং মাংসস্য মনুজাধিপ ॥ ৫০
যস্তু বর্ষশতং পূর্ণং ত্যক্ত্বোৎসৃজ্য সুদারুণম্।
যশ্চৈব বর্জয়েন্মাংসং সমমেতদ্ব্রতং নৃপ ॥ ৫১
কৌমুদে তু নিশেমেষে শুক্লপক্ষে নরাধিপ
বর্জয়েন্মধুমাংসানি বর্ষাং স্তস্য বিধীয়তে ॥ ৫২
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ যো মাংসং পরিবর্জয়েৎ
চত্বারি তস্যাপ্যরোগ্যাণি কীর্তিমায়ুর্বলং তথা ॥ ৫৩
অথবা মাসমেকং বৈ সর্বমাংসানি বর্জয়ন্।
অভীষ্টা সর্বতঃ খানি সুখং জীবেদ্রিয়াণ্যয়ং ॥ ৫৪
বর্জয়ন্তি হি মাংসানি মাসেষু পঞ্চসোঽপি বা।
তেষাং হিংসানিবৃত্তানাং ব্রহ্মলোকে বিধীয়তে ॥ ৫৫
মাংসং তু কৌমুদে পক্ষে বর্জয়িত্বা পার্থ রাজভিঃ।
সর্বভূতাত্মভূতৈর্হি দিগন্তাশ্রয়পরায়ণৈঃ ॥ ৫৮
ন্যায়তো নেষ্টযজ্ঞেন ন মহাধনা
আনুপাখ্যানরূপেণ ত্রিলোকবসুপুত্রকৈঃ ॥ ৫৯
কার্তবীর্যাদিভিস্তাত্যাঃ নহুষেণ যযাতিনা।

নৃগেণ বিষণেনৈব ঔষধ্যা ধনবিদ্ধুনা ॥ ৬০
যুবনাশ্বেন চ তথা শিবিনৌশীনরেণ চ
মৃচুকুন্দেন মান্ধাত্রা হরিশ্চন্দ্রেণ বা বিভো ॥ ৬১
সত্যং যজন্ত মাংসেন সত্যং বর্ষাঃ সনাতনঃ
হরিশ্চন্দ্রস্তথা বৈ দিবি সত্যেন চন্দ্রবৎ ॥ ৬২
শ্যেনচিত্রেণ রাজেন্দ্র সোমকেন বৃকেণ চ
রৈবতেন রন্তিদেবেন বসুনা সৃঞ্জয়েন চ ॥ ৬৩
এতৈশ্চান্যৈশ্চ রাজেন্দ্র বৃকেণ হরতেন চ।
চতুষ্টয়েন করতেন রামকৈনরেণ তথা ॥ ৬৪
বিরূপাখ্যেন নিমিনা জনকেন চ বীর্যতা
ঐলেন পুরুণা চৈব বীরসেনেন চৈব হ ॥ ৬৫
রুক্মাঙ্গদেন সত্যেন চ বেণেন সগরেণ চ।
অজেন যুধুনা চৈব তথৈব চ সুদাসনা ॥ ৬৬
এষাখ্যেন চ রাজেন্দ্র কৃষ্ণেন তরতেন চ
এতৈশ্চান্যৈশ্চ রাজেন্দ্র পুরা মাংসং ন ভক্ষিতম্ ॥ ৬৭
ব্রহ্মলোকে চ তিষ্ঠন্তি ফলমাত্রা হ্যহিংসিতাঃ
উপাসতাশ্চ ঋষিভিঃ সিদ্ধৈশ্চ পরমর্ষিভিঃ ॥ ৬৮

নিষ্পাপ রাজেন্দ্র! এখন আমার কথিত এই যাবতীয় পুণ্যময় ধর্ম শ্রবণ কর—যাবৎ জীবন মাংস ভক্ষণ না করিলে যেরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। ৫১

যে মানব অতিশয় কঠোর তপস্যা করেন এবং যিনি কেবল মাংসভক্ষণ পরিত্যাগ করেন—ইহাঁরা উভয়ে আমার দৃষ্টিতে সমান। ৫০

নরাধিপ! বিশেষতঃ পক্ষদ্বয় এবং শুক্লপক্ষে ব্রত ও মাংস বর্জন পরিত্যাগ করিবে; তাহাতে এইরূপ করিলে বর্ষ পালিত হয়। ৫১

যে মানব বর্ষার চারি মাস মাংস পরিত্যাগ করেন, তিনি চারিটি কল্যাণময় বস্তু—কীর্তি, আয়ু, বল ও বল প্রাপ্ত হন। ৫২

অথবা একমাস সর্বপ্রকার মাংস ভক্ষণ না করিলে পর মানব সমস্ত ভূতকের অভিলক্ষিত ফলত সুখী ও নীরোগ হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন। ৫৩

যাঁহারা এক এক মাস অথবা এক এক পক্ষ মাংসভক্ষণ পরিত্যাগ করেন; হিংসা হইতে নিবৃত্ত হওয়ায় তাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন (সুতরাং যাঁহারা মাংস ভক্ষণ করেন না, তাঁহাদের কথা আর কি বলিবার আছে?)। ৫৭

মাংস ভক্ষণ করা কর্তব্য এই কথা বলিয়া ভীষ্ম যে শ্লোক পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত কৃতঘ্নদের আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছেন এবং পরাবর-তত্ত্বের জ্ঞানলাভও করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম হইল—আত্মাদ, অপত্যাদ, বরাহাদ পশু, আয়ু, অনঘদ্য বিলোম, বসু, পুরু, কাঞ্চীবান্, অনিত্য, যযাতি নৃগ, বিষদগু, পশ্যবন্ধু, বৃষদর্ভ, ঔশীনরপুত্র শিবি, মুচুকুন্দ, মান্ধাতা কিংবা ত্রৈলক্ষ্য। ৫৮-৬১

সত্য কথা বলিবে, অসত্য কথা বলিবে না, সত্যই সনাতন ধর্ম। রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্যের প্রভাবেই আকাশে চন্দ্রের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। ৬২

রাজেন্দ্র! শ্যেনচিত্র, সোমক, বৃক, রৈবত, রন্তিদেব, বসু, সৃঞ্জয়, অন্যান্য নরপতি, বৃক, হরত, করত, রাম, অমূর্ত, নর, বিরূপাখ্য, নিমি, বুদ্ধিমান্ জনক, পুরূরবা, পুরু, বীরসেন, ইক্ষ্বাকু, নহুষ, বেণ সগর, অজ, যুধুনু, সুবাহু, ঋষভ, সুদাস, তরত—ইঁহারা সকলে এবং অন্যান্য রাজারাও কখনও মাংস ভক্ষণ করেন নাই। ৬৩-৬৭

এই সব নরপতিগণ বিবেকের কান্তিতে দেদীপ্যমান হইয়া ব্রহ্মলোকে বিরাজ করিতেছেন। মহর্ষিগণ তাঁহাদের উপাসনা

অহেরুদ্ধরণং ধর্ম্যমহিংসাধর্মলক্ষণম্।
যে চরন্তি মহাত্মানো নাকপৃষ্ঠে বসন্তি তে ॥ ৬৯
মধু মাংসঞ্চ যে নিত্যং বর্জয়ন্তীহ মানিকাঃ।
তস্য-প্রভৃতি মদ্যঞ্চ সর্বে তে মুনয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭০
ইমং ধর্মমাসোদ্যং ধনুরেক্ষ্বাকবে দদৌ
অপি চেৎ সুদুরাচারো ন ভক্ত্যা নিয়তং ভজেৎ ॥ ৭১
পঠেদ্ বা য ইমং রাজন্ শৃণুয়াদ্ বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
অমাংসভক্ষণবিধিং পবিত্রমৃষিপূজিতম্ ॥ ৭২
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ সর্বকামৈর্মহীয়তে।
বিশিষ্টতাং জাতিষু চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৩

আপন্নস্তাপদো মুচ্যেদ্ মুক্তো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
মুচ্যেতাহংকৃতো রোগাদ্ দুঃখান্মুচ্যেত দুঃখিতঃ ॥ ৭৪
দ্বিজাস্ত্রযোনিং ন গচ্ছেত রূপবান্ ভবেন্নরঃ।
ভাক্তবান্ বৈ কুরুশ্রেষ্ঠ প্রাণ্ডুরাজ্ঞ মহদ্ যশঃ ॥ ৭৫
এতত্তে কথিতং রাজন্ মাংসস্য পরিবর্জনে।
প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ বিধানমৃষিনিন্দিতম্ ॥ ৭৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি মাংসভক্ষণনিষেধে
পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫

করিতেছেন এবং সহস্র দেবাদিগণ তাঁহাদের পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। ৬৮

অতএব এই অহিংসারূপ ধর্ম সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার। যে মহাত্মাগণ ইহার আচরণ করেন, তাঁহারা স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকেন। ৬৯

যে মানিক মহাত্মগণ অদ্য হইতেই মধু, মাংস ও মদ্য সর্বথা পরিত্যাগ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুনি বলিয়া কথিত হন। ৭০

যে ব্যক্তি মাংসভক্ষণ পরিত্যাগরূপ এই ধর্মের আচরণ করেন অথবা এই প্রসঙ্গ পঠনে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি বড়ই দুরাচার হইলে না কেন নরকে পতিত হন না। ৭১

রাজন্! যে ব্যক্তি ঋষিগণের দ্বারা সম্মানিত ও পবিত্র এই মাংসভক্ষণ ত্যাগ-প্রকরণ পাঠ করেন অথবা বারংবার শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্বপ্রকার মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহের দ্বারা সম্মানিত হন এবং নিজের সজাতীয় বন্ধুগণের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৭২-৭৩

কেবল ইহাই নহে, ইহার শ্রবণ বা পঠনে আপদে পতিত ব্যক্তি আপদ হইতে, বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে, রোগী রোগ হইতে এবং দুঃখী ব্যক্তি দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়। ৭৪

কুরুশ্রেষ্ঠ! ইহার প্রভাবে মানুষ তির্যগ্‌যোনিতে পতিত হয় না এবং তাহার মুখের শ্রী, সম্পত্তি এবং মহৎ যশ প্রাপ্তি হয়। ৭৫

রাজন্! এই আমি তোমাকে ঋষিগণ কর্তৃক সম্মানিত নিবৃত্তিমূলক মাংসত্যাগের বিধান এবং প্রবৃত্তিবিষয়ক বন্ধের বিধান বলিলাম। ৭৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে মাংসভক্ষণ নিষেধবিষয়ক পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(মাংসাভক্ষণে লাভঃ, অহিংসাধর্মস্য প্রশংসা চ)

যুধিষ্ঠির উবাচ

ইমে বৈ মানবা লোকে নৃশংসাঃ মাংসগৃদ্ধিনঃ
বিসৃজ্য বিবিধান্ ভক্ষ্যান্ মহারক্ষোগণা ইব ॥ ১
অপূপান্ বিবিধাকারান্ শাকানি বিবিধানি চ।
খাণ্ডবান্ রসযোগাংশ্চ তথেচ্ছন্তি যথাঽঽমিষম্ ॥ ২
তন্নিবোধামি গুণান্ শ্রোতুঃ মাংসস্যাভক্ষণে প্রভো।
ভক্ষণে চৈব যে দোষাস্তান্নৈব পুরুষর্ষভ ॥ ৩
সর্বং অক্ষেণ যদ্ভক্ষ্যং যথাবদিহ বর্ণয়।
কিং ভক্ষ্যমভক্ষ্যং বা সর্বমেতদ্ বদস্ব মে ॥ ৪
যদ্বৈতদ্ বাদুলা চৈব গুণা যে চাস্য বর্জনে
দোষা ভক্ষয়তো যেঽপি তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত
বিবর্জিতে তু বহবো গুণাঃ কৌরবনন্দন
যে তন্মিন্ মনুজব্যাঘ্র তান্ মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৬
স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্ধয়িতুমিচ্ছতি।
নাস্তি ক্ষুদ্রতরস্তস্মাৎ স নৃশংসতরো নরঃ ॥ ৭
ন হি প্রাণাৎ প্রিয়তরং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে
তস্মাদ্ দয়াং নরঃ কুর্যাদ্ যথাঽঽত্মনি তথাপরে ॥ ৮
তুষ্যন্তি ভক্ষ্য সন্তুষ্টা মাংসেষ্বে ন সংশয়ঃ।
ভক্ষণে তু মহান্ দোষো নিবৃত্ত্যা পুণ্যমুচ্যতে ॥ ৯
ন হ্যতঃ সদৃশং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ।
যৎ সর্বেষিহ ভূতেষু দয়া কৌরবনন্দন ॥ ১০
ন ভয়ং বিদ্যতে জাতু নরস্যেহ দয়াবতঃ
দয়াবতামিমে লোকাঃ পরে চাপি তপাক্ষিনাম্ ॥ ১১

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

[মাংসভক্ষণ না করিলে লাভ এবং অহিংসা-ধর্মের প্রশংসা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! অতিশয় ঘোরের বিষয় এই যে, সংসারে এই নিষ্ঠুর মনুষ্যগণ নানাবিধ উত্তম খাদ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া মহারাক্ষসগণের ন্যায় মাংস ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে। ১

তাহারা বিবিধ অপূপ (পিষ্টক), নানাবিধ শাক এবং রসাল মিষ্টান্নের ইচ্ছাও সেরূপ করে না, যেরূপ রুচি তাহাদের মাংসের জন্য হয়। ২

প্রভো! পুরুষপ্রবর! অতএব মাংস ভক্ষণ না করিলে যে সব দোষ হয় তাহা আমি পুনরায় শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৩

বর্ষভ পিতামহ! এই সমস্ত যথাযথভাবে এই সব তত্ত্ব-কথা আপনি আমাকে বলুন। আর ইহাও বলুন যে, কোন্ কোন্ বস্তু ভোজন করিবার যোগ্য এবং কোন্ কোন্ বস্তু ভোজন করা উচিত নয়। ৪

পিতামহ! মাংসের যে গুণ, উহা ত্যাগ করিলে যে লাভ হয় এবং মাংসখাদকের যে সব দোষ—এ সমস্তই আপনি আমাকে বলুন। ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাবাহো! ভরতনন্দন! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্যই কুরুবংশের আনন্দবর্ধক যুধিষ্ঠির! মাংস ভক্ষণ না করিলে মনুষ্যগণের যে বহু লাভ হয়, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬

যে ব্যক্তি অন্যের মাংসের দ্বারা নিজের মাংস বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইতে অধিক নীচ ও নিষ্ঠুর মানুষ আর দ্বিতীয় নাই। ৭

জগতে নিজের প্রাণ হইতে অধিক প্রিয় বস্তু আর কিছুই নাই। সেইজন্য মানুষ যেরূপ নিজের উপর দয়া (আকাঙ্ক্ষা) করে, সেইরূপ অন্যের উপরও দয়া করিবে। ৮

অতএব মাংস-ভক্ষণ করিলে যেমনদোষ হয়, কারণ, মাংসের উৎপত্তি যেখান হইতে হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। অতএব উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াতেই পুণ্য বলা হইয়াছে। ৯

কৌরবনন্দন! ইহলোকে ও পরলোকে ইহার তুল্য দ্বিতীয় আর কিছু পুণ্যপ্রদ নাই যে, এ জগতে সমস্ত প্রাণীর প্রতিই দয়া করিবে। ১০

এ জগতে দয়ালু মানুষের কখনও কোনও কিছু ভয় থাকে না। দয়ালু ও তপস্বী মনুষ্যগণের ইহলোক ও পরলোক সকল লোকই সুখকর হয়। ১১

অহিংসালক্ষণো ধর্ম ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ।
যদহিংস্যাত্মকং কর্ম তৎ কুর্যাদাত্মবান্ নরঃ ॥ ১২
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো যো দদাতি কদাচন।
অভয়ং তস্য ভূতানি দদত্যাত্মা তথাত্মনঃ ॥ ১৩
ক্ষতক্ষ্বলিতঃ ক্লৈব্যে পতিতো ক্লেশমোহিতঃ
সর্বভূতানি রক্ষন্তি সর্বেষু বিবসেষু চ ॥ ১৪
নৈনং বালবৃদ্ধা ঘ্নন্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ
মুচ্যতে ভয়কালেষু মোক্ষয়েচ্চ যো ভয়ে পরান্ ॥ ৫
প্রাণদাতাৎ পরা দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
ন হ্যাত্মনঃ প্রিয়তরং কিঞ্চিদস্তীহ নিশ্চিতম্ ॥ ১৬
অনিষ্টং সর্বভূতানাং মরণং নাম ভারত।
মৃত্যুকালে হি ভূতানাং সদ্যো ভবতি বেপথুঃ ॥ ১৭
জাতি-জন্ম-জরাদুঃখৈর্নিত্যং সংসারসাগরে

জন্তবঃ পরিবর্তন্তে মরণং দুঃখমেব চ ॥ ১৮
গর্ভবাসেষু পচ্যন্তে ক্ষারমূত্রকটুকৈ রসৈঃ।
যূত্র-শ্লেষ-পূয়ীভাবাঃ পক্কৈরুল্বণকারকৈঃ ॥ ১৯
ভাজ্যন্তাপ্যবশাস্তত্র ক্ষিপ্তমাত্রা পুনঃ পুনঃ
পাচ্যমানাস্ত্ব কৃচ্ছ্রেণ বিবশা মাংসগৃদ্ধিনঃ ॥ ২০
কৃতঘ্নীপাকে চ পচ্যন্তে তাং তাং যোনিমুপাগতাঃ।
আক্রম্য মাথ্যমাণাস্তু শ্বভ্যশ্চৈব পুনঃ পুনঃ ॥ ২১
নাত্মানোঽস্তি প্রিয়তরঃ পৃথিবীমনুসৃত্য হ
তস্মাৎ প্রাণিষু সর্বেষু দয়াবানাত্মবান্ ভবেৎ ॥ ২২
সর্বমাংসানি যো রাজন্ ত্যজতীহ নরঃ সদা
স্বর্গে স বিপুলং স্থানং প্রাপ্নুয়াদ্ভরতর্ষভ সংশয়ঃ ॥ ২৩
যে ভক্ষয়ন্তি মাংসানি ভূতানাং জীবিতৈষিণাম্
ভক্ষ্যন্তে তেঽপি ভূতৈস্তৈরিতি যে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ২৪

ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ ইহা জানেন যে, অহিংসাই ধর্মের লক্ষণ। অতএব যদ্দ্বারা পুরুষ যাহা অহিংসাত্মক কর্ম, তাহাই সাধন করিবেন ॥ ১২

যে দয়াপরায়ণ মানব সমস্ত জীবকে অভয়দান করেন, তাঁহাকেও সকল প্রাণী অভয় দিয়া থাকে—ইহা আমরা অবিসাদি ॥ ১৩

যে ব্যক্তি ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, স্খলিত হইয়াছে, পতিত হইয়াছে, ক্লেশের প্রহারে তাড়িত হইতেছে, আবদ্ধ হইয়াছে অথবা কোনও সম-বিষম অবস্থায় পতিত হইয়াছে, সকল প্রাণী তাহাকে রক্ষা করে ॥ ১৪

যে ব্যক্তি অন্য প্রাণিগণকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করে, তাহাকে হিংস্র পশুরা বধ করে না, পিশাচগণ তাহাকে আঘাত করে না এবং রাক্ষসেরাও তাহাকে প্রহার করে না। সে ভয়ের সময়েও ভয় হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ১৫

প্রাণদান হইতে শ্রেষ্ঠ দান আর কিছু হয় নাই এবং হইবেও না। নিজের আত্মা হইতে প্রিয় বস্তু অন্য কিছুই নাই, ইহা নিশ্চিত বিষয় ॥ ১৬

ভরতসত্তম! কোনও প্রাণীর মৃত্যু অভীষ্ট নয়; কারণ, মৃত্যুকালে সকল প্রাণীরই শরীর থরথরাৎ কম্পিত হইয়া উঠে ॥ ১৭

এই সংসার-সাগরে সমস্ত প্রাণী সদা গর্ভবাস, জন্ম ও বার্দ্ধক্যাদি দুঃখসমূহে দুঃখিত হইয়া চারিদিকে ঘুরিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মৃত্যুর ভয়ে সর্বদা ভীত থাকে ॥ ১৮

গর্ভে স্থিত প্রাণীরা মল-মূত্র ও বমের মধ্যে থাকিয়া অত্যন্ত কঠোর স্পর্শযুক্ত ও দুঃখদায়ক ক্ষার, অম্ল ও কটু প্রভৃতি রস-সমূহের দ্বারা পক্ক হইতে থাকে, ইহাতেও তাহাদের অভিনব কষ্টভোগ করিতে হয় ॥ ১৯

ইহা দেখা যায় যে, জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রাণিগণ নিজেদের কামনা-পূরণাদি বিষয়ে স্বাধীন থাকিতে পারে না। তাহারা স্বয়ংজাত হইতে কখনোবে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধিত হইয়া যায়, দুঃখে পাক হইতে থাকে, এই দুঃখ প্রতীকার করিতে অসমর্থ হয় এবং বারংবারেপুন হয় ॥ ২০

তাহারা নিজেদের পাপের ভক্ত কৃতঘ্নীপাক নরকে পক্ক হইতে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করত আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করে। এইভাবে তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে ঘুরিতে থাকে ॥ ২১

এই পৃথিবীতে সন্ধান করিয়া দেখা যায় যে, নিজের আত্মা হইতে অধিক প্রিয় আর কিছুই নাই। সেইজন্য সকল প্রাণীকে দয়া করিবে এবং সকলকে নিজের আত্মা বলিয়াই মনে করিবে ॥ ২২

রাজন্! যে ব্যক্তি জীবনভর কোনও প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করেন না, তিনি স্বর্গে শ্রেষ্ঠ ও বিশাল স্থান লাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৩

যাহারা জীবিত থাকিতে ইচ্ছুক প্রাণিগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা পর জন্মে সেই প্রাণিগণের দ্বারা ভক্ষিত হয়, ইহাতে আমার কোনও সংশয় নাই ॥ ২৪

যাং স ভক্ষয়তে যস্মাদ্ ভক্ষয়িষ্যে তমপ্যহম্ ।
এতস্মাৎসর্গ মাংসস্যমনুব্রূষ্যাম ভারত ॥ ১৫

যাবন্তো রোমাণি নিত্যং তথা বধ্যন্তি জন্তিতা ।
তাবন্তো দুঃখমাপ্নোতি রাজংস্তথা যোঽবমন্যতে ॥ ১৬

যেন যেন শরীরেণ যদ্ যৎ কর্ম করোতি যঃ ।
তেন তেন শরীরেণ তত্তৎ ফলমুপাশ্নুতে ॥ ১৭

অহিংসা পরমো ধর্মস্তথাহিংসা পরো দমঃ ।
অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরং তপঃ ॥ ১৮

অহিংসা পরমো যজ্ঞস্তথাহিংসা পরং ফলম্ ।
অহিংসা পরমং মিত্রমহিংসা পরমং সুখম্ ॥ ১৯

সর্বযজ্ঞেষু বা দানাৎ সর্বতীর্থেষু বাঽঽপ্লুতম্ ।
সর্বদানফলং বাপি নৈতত্তুল্যমহিংসয়া ॥ ২০

অহিংস্রেভ্যো হ্যপো দদ্যাদহিংস্রা ভুঞ্জতে সদা ।
অহিংস্রঃ সর্বভূতানাং যথা মাতা যথা পিতা ॥ ২১

এতৎ ফলমহিংসায়া ভূয়শ্চ কুরুসত্তম ।
ন হি শক্যা গুণা বক্তুমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি অহিংসাফলকথনে
ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

যে জীবন্ত। যাহাকে বধ করা হয়, সেই প্রাণী বলে—) এই ব্যক্তি যেহেতু আজ আমাকে ভক্ষণ করিতেছে, সেইহেতু আমিও তোমাকে ভবিষ্যতে এক সময়ে ভক্ষণ করিব। ইহাই মাংসের মাংসত্ব ইহাকেই মাংস-শব্দের তাৎপর্য্য বলিয়া জানিও ॥ ১৫

রাজন্! এই জন্যে যে জীবের হিংসা করা হয়, সেই জীব পর জন্মে নিজের বধকর্ত্তাকে সর্ব্বদা বধ করে। পরে ভক্ষণকর্ত্তাকেও সে বধ করে। যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদিগের নিন্দা করে, সে নিজেও অপরের ক্রোধ ও দ্বেষের পাত্র হয় ॥ ১৬

যে ব্যক্তি যে যে শরীরে যে যে কর্ম করে, সেই ব্যক্তি সেই সেই শরীরেই তত্তৎ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৭

অহিংসা পরম ধর্ম, অহিংসা পরম দমন, অহিংসা পরম দান এবং অহিংসা পরম তপস্যা ॥ ১৮

অহিংসা পরম যজ্ঞ, অহিংসা পরম ফল, অহিংসা পরম মিত্র ও অহিংসা পরম সুখ ॥ ১৯

সমস্ত যজ্ঞে যে দান করা হয়, সমস্ত তীর্থে যে স্নান করা হয় এবং সমস্ত দানের যে ফল, এই সব মিলিত হইলেও অহিংসার তুল্য হইতে পারে না ॥ ২০

যে হিংসা করে না, তাহার তপস্যা অক্ষয় হইয়া যায়। সে সর্ব্বযজ্ঞ করিবার ফল লাভ করে। অহিংসাপরায়ণ ব্যক্তির সমস্ত প্রাণীর মাতা-পিতার সমান ॥ ২১

কুরুশ্রেষ্ঠ! ইহাই অহিংসার ফল কেবল ইহাই নহে, ইহা হইতেও অধিক ফল অহিংসার দ্বারা লাভ হয়। অহিংসার দ্বারা প্রাপ্য ফলসমূহের বর্ণনা শতবর্ষেও করা যায় না ॥ ২২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে অহিংসার ফলবর্ণন বিষয়ক ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[শুভকর্ম্মপ্রভাবেণ কস্যচিৎ কীটস্য পূর্ব্বজন্মস্মৃতিলাভঃ, কীটজন্মনি মৃত্যুজন্যা দুঃখাদ্যনুভূতিঃ তোপবর্ণনা চ
কল্যাণোপায়জিজ্ঞাসা চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অকামাদ্ সকামাদ্ বে ভক্তাঃ স্থ মহামুনে ।
ত্বাং গতিং প্রতিপদ্যন্তে তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

দুঃখং প্রাণপরিত্যাগঃ পুরুষাণাং মহামুনে ।
জানাসি ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ প্রাণত্যাগং সুদুষ্করম্ ॥ ২

সমৃদ্ধো বাসমৃদ্ধো বা শুচৌ বা যদি বাশুচৌ ।
কারণং তত্র মে ব্রূহি সর্বজ্ঞো হ্যসি মে মতঃ ॥ ৩

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়

[শুভকর্ম্মের প্রভাবে কোনও এক কীটের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লাভ, কীটজন্মের মৃত্যুর পর যে সুখের অনুভূতি বলিয়া কীট কর্ত্তৃক নিজের কল্যাণের উপায় জিজ্ঞাসা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন। পিতামহ! যে যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিধন হন, তাঁহারা কিরূপ গতি লাভ করেন? তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ১

মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি ত' জানেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা প্রাণপরিত্যাগ করা কিরূপ দুঃখদায়ক হয়, তাহাও প্রাণত্যাগ করা অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য ॥ ২

প্রাণী ঐশ্বর্য্য বা অধনতা, শুচি বা অশুচি কোনও অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে ইচ্ছুক হয় না। ইহার কারণ আপনি আমাকে বলুন। যেহেতু আমার মতে আপনি সর্বজ্ঞ পুরুষ ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

সম্বুদ্ধো বাসমুদ্ধো বা তত্তে বা যদি বাঽতত্তে।
সংসারেঽস্মিন্ সদাত্মাতাঃ প্রাণিনঃ পৃথিবীপতে ॥ ৪

নিয়তা যেন ভাবেন তত্র মে শৃণু কারণম্।
সম্যক্ চাহমনুপ্রশ্নমুদ্যতোক্ত যুধিষ্ঠির ॥ ৫

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি পুরাবৃত্তমিমং নৃপ
দ্বৈপায়নস্য সংবাদং কীটস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ৬

ব্রহ্মভূতস্তপন্ বিপ্রঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ পুরা।
দদর্শ কীটং বাবদ্ধা শীঘ্রং শকটবর্ত্মনি ॥ ৭

গচ্ছন্তিঃ সর্বতোভাবাঃ তাঁবাচ্ছন্ শরীরিণাম্।
সর্বজ্ঞঃ স তদা দৃষ্ট্বা কীটং বচনমব্রবীৎ ॥ ৮

ব্যাস উবাচ।

কীট সত্ত্বস্বরূপোঽসি ভ্রমিতশ্চৈব লক্ষ্যসে।
ক্ব বাবসি তদাচক্ষ্ব কুতস্তে ভয়মাগতম্ ॥ ৯

কীট উবাচ

শকটস্যাস্য মহতো ঘোষঃ শ্রুতো ভয়ং মম।
আসন্নশ্চ বৈ মহাবৃদ্ধে ধন এষ হি দারুণঃ ॥ ১০

ত্রস্তস্য ন চ মাং হন্যাদিতি জন্মাদপক্রমে
ধ্বস্তাস্ত্র শৃণোম্যেনং গোপুত্রাণাং প্রতোদতাম্ ॥ ১১

বহতাং সুমহাভারং সন্নিকর্ষে ধ্বনং প্রতো
নৃপাশ্চ সংবাহয়তাং ত্রস্তস্য বিবিধং ধ্বনং ॥ ১২

শ্রোতুশ্চন্মধিষেনৈষ ন শক্যঃ কীটযোনিনা।
তস্মাদতিক্রমাম্যেষ ভয়াদস্মাৎ সুদারুণাৎ ॥ ১৩

দুঃখং হি মৃত্যুর্ভূতানাং জীবিতঞ্চ সুদুর্লভম্।
অতো ভীতঃ পলায়ামি গচ্ছেয়ং নানুখং সুখাৎ ॥ ১৪

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তু তং প্রাহ কৃতঃ কীট সুখং তব।
মরণং তে সুখং মন্যে নির্যাস যোনৌ তু বর্ততে ॥ ১৫

শব্দং স্পর্শং রসং গন্ধং তোয়াংশ্চোচ্চাবচান্ বহূন্।
নাস্তিজ্ঞানাসি কীট ত্বং শ্রেয়ো মরণমেব তে ॥ ১৬

ভীষ্ম বলিলেন,—পৃথিবীপতে! এই সংসারে আগত প্রাণীরা উন্নতি বা অবনতিতে এবং তত্ত্ব বা অতত্ত্ব নানা অবস্থাতেই সুখ মনে করে। তাহারা মৃত্যুবরণ করিতে বাসনা করে না। ইহার কারণ কি? তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যুধিষ্ঠির! তুমি এখন উত্তম প্রশ্ন উপস্থাপিত করিয়াছ। ৪-৫

নৃপ! যুধিষ্ঠির! এই বিষয়ে দ্বৈপায়ন ব্যাস ও এক কীটের সংবাদরূপ যে প্রাচীন প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত আছে, তাহা আমি তোমাকে বলিব। ৬

পূর্বকালের বৃত্তান্ত, ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিপ্রবর ব্যাসদেব কোথাও যাইতেছেন। এমন সময় তিনি দেখিলেন,—একটি কীট শকট (গাড়ী) যাওয়ার পথ দিয়া অতি দ্রুতভাবে সহিত পলায়ন করিতেছে। ৭

সর্বজ্ঞ ব্যাসদেব সমস্ত প্রাণিগণের গতি জানেন এবং সকল বেদজ্ঞানী জীবের ভাষা বুঝিতে পারেন। তিনি সেই কীটকে দেখিয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন। ৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—কীট! আজ তুমি অত্যন্ত ভীত এবং ত্রস্ত দেখিতেছি। বল, তুমি আজ কোথায় ব্যথিত হইয়া যাইতেছ এবং কোথা হইতে তুমি এত ত্রাস পাইয়াছ? ৯

কীট বলিল,—মহামতে! এই যে বিশাল শকট (গরুর গাড়ী) আসিতেছে, ইহার ঘর্ঘর শব্দ শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে; কারণ, তাহার এই শব্দ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ১০

এই শব্দ যখন আমার কর্ণগোচর হয়, তখনই আমি পলাইয়া যাই, যাহাতে এই গাড়ী আসিয়া আমাকে না বিনষ্ট করিতে পারে। এই দেখুন, ভূবণগণ বেত্রের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় বিষাদ ভার বহন করিতে করিতে এদিকে আসিতেছে। প্রভো! ইহার শব্দ অত্যন্ত নিকটে শুনা যাইতেছে। শকটের উপরে উপবিষ্ট মনুষ্যগণেরও নানাপ্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে ॥ ১১-১২

আমার ভার কীটের পক্ষে এই ভয়ের শব্দ ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করা অসম্ভব। অতএব এই অতিশয় দারুণ ভয় হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য আমি এখান হইতে পলায়ন করিতেছি। ১৩

প্রাণিগণের পক্ষে মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখদায়ক হয়। নিজের জীবন সকলেরই অতিশয় দুর্লভ। অতএব আমি ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছি, যাহাতে আমি সুখ হইতে দুঃখে পতিত না হই। ১৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! কীট এই কথা বলিলে পর ব্যাসদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কীট! তোমার সুখ কোথায়? আমি ত' মনে করি যে, তোমার মৃত্যুই তোমার পক্ষে সুখের বিষয়, কারণ তুমি তির্যগ্ যোনিতে কীট হইয়া রহিয়াছ। ১৫

কীট উবাচ

সর্বত্র নিয়তো জীব উত্তমাসু সুখং মম।
চিন্তয়ামি মহাপ্রাজ্ঞ তস্মাদিচ্ছামি জীবিতুম্ ॥ ১৭
ইহাপি বিষয়ঃ সর্বো মমাদেহং প্রমন্থিতঃ।
মানুষাঃ বৈষ্যাজাতৈব সুখমুত্তোগা বিশেষতঃ ॥ ১৮
অহমাসং মনুষ্যো বৈ পূর্বে ব্রহ্মণো বহুধনঃ প্রভো।
অবজ্ঞেয়ো নৃশংসশ্চ কদর্যো বৃদ্ধিজীবিনঃ ॥ ১৯
বাক্‌কীক্ষো নিষ্ঠুরপ্রজ্ঞো দ্বেষ্টা বিশ্বস্য সর্বশঃ।
মিথ্যাকৃতোঽপি বিধিনা পরদারপরো নৃপ ॥ ২০
ভৃত্যাতিথিজনস্যাপি গৃহে পর্যাগতস্য মহা।
মাৎসর্য্যাৎ স্বাদুকামেন নৃশংসেন বুভুক্ষতা ॥ ২১
দেবার্থং পিতৃকার্যার্থং শ্রদ্ধাচ্ছ্রদ্ধতা ময়া।
ন দত্তমর্থকামেন দেহমন্ন পুরা ক্ষিল ॥ ২২
গুপ্তঃ শরণমাশ্রিত্য ভয়েষু শরণাগতাঃ।
অকস্মাৎ তে ময়া ত্যক্তা ন ত্রাতা অন্যতৈষিণঃ ॥ ২৩
ধনং দারাঃ প্রিয়ান্ দারান্ যানং বাসস্তথাভূতম্।
স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা মনুষ্যাণামসূয়াদি নিরর্থকম্ ॥ ২৪
ঈর্ষ্যুঃ পরসুখং দৃষ্ট্বা অসূয়া ন বৃথৃথকঃ।
স্ত্রিয়র্থদস্তা চাক্তেষামাত্মকামানুবর্তকঃ ॥ ২৫
নৃশংসগুণকুহিতং পুরা কর্ম কৃতং ময়া।
মৃত্বা তদনুরূপোঽহং হিত্বা প্রিয়বিবাসজম্ ॥ ২৬
গুপ্তাবাং নাস্তিকানামি কৃতাত্মা কর্মবাং ফলম্।
মাতা চ পূজিতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণশ্চাচিতো ময়া ॥ ২৭
সকৃজ্জাতিগুণোপেতঃ সজ্জতা পুরুমাগতঃ।
অতিথিঃ পূজিতো ব্রহ্মংস্তেন মাং নাজহাৎ স্মৃতিঃ ॥ ২৮

কীট। তোমার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও বহু সুহৃদ্-বর্গ—ভোগের অনুভব হয় না। অতএব তোমার মৃত্যুই তোমার পক্ষে কল্যাণকর ॥ ১৬

কীট বলিল,—মহাপ্রাজ্ঞ! জীব সকল যোনিতেই সুখ অনুভব করে। আমারও এই যোনিতে সুখ লাভ হইতেছে এবং এই চিন্তা করিয়াই আমি জীবিত থাকিবার বাসনা করিতেছি। ১৭

এ জগতের এই ব্যবহারানুসারে সকল বিষয় উপলব্ধ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মনুষ্যগণ ও স্থাবর প্রাণীরা পৃথক্ পৃথক্ ভোগ লাভ করে ॥ ১৮

প্রভো! আমি পূর্ব জন্মে এক মনুষ্য ছিলাম, অতিশয় ধনশালী শূদ্র হইয়া জন্মিয়া ছিলাম। ব্রাহ্মণগণের প্রতি আমার মনে দয়াভাবের ভাব ছিল না। আমি নৃশংস, কদর্য (কৃপণ) ও দুর্বচোবাদী ছিলাম ॥ ১৯

সকলকে কর্কশ বাক্য বলা, বুদ্ধিবলে প্রতারণা করা এবং সংসারের সমস্ত মানুষের প্রতি দ্বেষ করা—ইহাই আমার স্বভাব ছিল। মিথ্যা কথা বলিলে ঠকনা হয়' এবং অপরের ধন চুরি করা—ইহাই আমার কার্য ছিল ॥ ২০

আমি এরূপ নিষ্ঠুর ছিলাম যে, কেবল স্বাদগ্রহণের বাসনায় একাকীই ভোজন করিবার ইচ্ছা করিতাম এবং দুঃখে অতিথি ও আশ্রিত জনগণকে ভোজন না করাইবারই ঈর্ষাবশতঃ আমি নিজেই ভোজন করিতাম ॥ ২১

পূর্বজন্মে আমি দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের যজ্ঞের জন্য শ্রদ্ধাসহকারে অন্ন সংগ্রহ করিতাম; কিন্তু ধনলাভের বাসনায় সেই দেহ অন্নও আমি দান করিতাম না ॥ ২২

ভয়ের সময় অন্যান্য লোকের ইচ্ছার ন্যায় পরমার্থ আমার নিকট আসিত, কিন্তু তাহাদিগকে পরস্পরগ্রহণের যোগ্য প্রযুক্তি স্থানে লইয়া যাইবার আমি অকস্মাৎ তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়াম, তাহাদের রক্ষা করিতাম না ॥ ২৩

অপর মনুষ্যগণের নিকটে ধনরাজ, সুন্দরী স্ত্রী, উত্তম যান, অশ্ব রথ ও অতিথির সম্পত্তি দেখিয়া আমি অকারণ তাহাদের দোষ আবিষ্কার করিতাম ॥ ২৪

অপরের সুখ দেখিয়া আমার ঈর্ষা হইত, অন্য কাহারও ঈর্ষান্বিত হইত, ইহা আমি ইচ্ছা করিতাম না। অপরের ধর্ম, অর্থ ও কামে যারা সক্ত করিতাম এবং সর্বদা নিজের ইচ্ছারই অনুসরণ করিয়া যাইতাম ॥ ২৫

পূর্বজন্মে প্রাণন: আমি এই কার্যাই করিতাম, যাহাতে নৃশংসতারই প্রাচুর্য থাকিত। এখন সেই সব অশুভ কর্মের ফলে আমার সেইভাবে অনুতাপ হইতেছে, যেমন কেহ নিজের প্রিয় পুত্রকে ত্যাগ করিয়া অনুতাপ করিতে থাকে ॥ ২৬

আমার পূর্বকৃত শুভ কর্মসমূহের ফল এখন পর্যন্ত অনুভব হয় নাই। পূর্বজন্মে আমি কেবল আমার বৃদ্ধ মাতাকে সেবা করিয়াছি এবং কাহারও লক্ষ্যগতঃ আমার গৃহে আগত নিজ জাতীয় গুণসম্পন্ন কোন এক ব্রাহ্মণ অতিথির আমি একবার সেবা করিয়াছিলাম। ব্রহ্মন্! সেই পুণ্যের প্রভাবে আজ পর্যন্ত পূর্বজন্মের স্মৃতি আমাকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই ॥ ২৭-২৮

কর্মণা পুনরেবাহং সুখমাপ্নুয়াম্ অনঘে।
তন্মে ব্রূহ্যনঘমিত্যুক্তঃ স্ত্রুষ্টঃ স্তুপোধন। ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি কীটোপাখ্যানে
সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১১৭।

তপোধন! এখন আমি পুনরায় কোন্ শুভকর্মের দ্বারা ভবিষ্যতে সুখ পাইবার আশা পোষণ করিতেছি। আমার সেই কল্যাণকারী কর্ম কি? ইহা আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে কীটের উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টানবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

[কীটত্ব ক্রমেন ক্ষত্রিয়যোনৌ জন্ম গৃহীত্বা ব্যাসদেবস্য দর্শনলাভঃ, ব্যাসদেবেন তস্মৈ ব্রাহ্মণত্বস্য স্বর্গসুখলাভস্য সুখস্য চ প্রাপ্তের্বরদানম্]

ব্যাস উবাচ।

শুভেন কর্মণা বত্স বৈ তির্যগ্‌যোনৌ ন জায়সে।
মত্তেব কীট তৎ কর্ম যেন ত্বং ন প্রমুহ্যসে। ১

অহং ত্বাং দর্শনাদেব তারয়ামি তপোবলাৎ
তপোবলাদ্ধি বলবদ্ বলমন্যন্ন বিদ্যতে। ২

জানামি পাপৈঃ কর্মভির্গতস্ত্বং কীট কীটতাম্
অবাপ্যসি পুনর্ধর্মং যথা ত্বং যদি মন্যসে। ৩

কর্ম ভূমিকৃতং দেবা ভুঞ্জতে তির্যগাদ্ভি যে।
মর্ত্যেঽপি হি মনুষ্যেষু কাম্যাধ্যন্ত তথা গুণাঃ। ৪

বাগ্বুদ্ধিপাণিপাদৈশ্চ ব্যপেতস্য বিপশ্চিতঃ।
কিং জাতিমনুষ্যস্য মন্যন্তামপি হি জীবতঃ। ৫

কীদৃশং হি কৃতং পূর্বং বিপ্রাপ্রাঃ শশিসূর্যয়োঃ।
ক্রমেণাপি কথাং পুণ্যাং তত্র কীটো ব্যমোদসি। ৬

গুণভূতানি ভূতানি তত্র তত্রোপভোক্ষ্যসে।
তত্র তেঽহং বিনেষ্যামি ব্রহ্ম ত্বং কর্ম বৈষ্ণবি। ৭

স তথেতি প্রতিশ্রুত্য কীটো বর্ত্মন্যতিষ্ঠত।
শকটো ব্রজংশ্চ সুমহানাগতশ্চ যদৃচ্ছয়া। ৮

অষ্টানবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[কীটের ক্রমশঃ ক্ষত্রিয় যোনিতে জন্ম লইয়া ব্যাসদেবের দর্শন লাভ এবং ব্যাসদেব কর্তৃক তাহাকে ব্রাহ্মণ হইবার ও স্বর্গসুখ এবং অক্ষয় সুখ প্রাপ্তির বরদান।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—কীট! তুমি যে শুভকর্মের প্রভাবে তির্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও মোহিত হও নাই, তাহা আমারই কর্ম। আমার দর্শনপ্রভাবেই তুমি মোহগ্রস্ত হও নাই। ১

আমি নিজের তপোবলে কেবল দর্শনদান করিয়াই তোমাকে উত্তার করিয়া দিব, তাহার তপোবল হইতে শ্রেষ্ঠ বল অন্য আর কিছুই নাই। ২

কীট! আমি জানি, নিজের পূর্বকৃত পাপসমূহের জন্যই তোমাকে কীটযোনিতে আসিতে হইয়াছে। যদি এই সময় তোমার ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তবে অবশ্যই তোমার ধর্মপ্রাপ্তি হইবে। ৩

দেবতা, মনুষ্য ও তির্যক্‌যোনিতে জাত প্রাণীরা সকলেই এই কর্মভূমিতে কৃত কর্মসমূহেরই ফল ভোগ করে। অজ্ঞান ব্যক্তিরও কামনার জন্যই হইয়া থাকে এবং সে কামনাদিরও অন্তই নানা গুণসমন্বিত আশ্রয় করে। ৪

মানুষ মূর্খ হউক বা বিদ্বান্ হউক, যদি সে বাক্, বুদ্ধি, হস্ত ও পদরহিত হইয়া জীবিত থাকে, তবে সে কোন্ বস্তু ত্যাগ করিবে, সে ত' সকল পুরুষার্থ হইতে ঘোরই পরিত্যক্ত। ৫

কীট! কোন এক স্থানে এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করেন। তিনি জীবনে সদা সূর্য ও চন্দ্রেরই পূজা করিতেন এবং লোকসকলকে পবিত্র কথাসমূহ শ্রবণ করাইতেন। তাঁহার গৃহে তুমি (ক্রমশঃ) পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবে। ৬

সেখানে তুমি বিদ্যাসমূহকে সকল গুণের নিধান বলিয়া অনাসক্তভাবে উপভোগ করিবে। সেই সময় আমি তোমার নিকট আসিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিব এবং তুমি যে লোকে যাইতে বাসনা করিবে, সেই লোকে তোমাকে পাঠাইয়া দিব। ৭

ব্যাসদেব এই কথা বলিলে পর সেই কীট 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা শীকার করিয়া লইল এবং পথের মধ্যে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। এই সময়ে এক বিশাল

চক্রাক্রমেণ ভিন্নশ্চ কীটঃ প্রাণান্ মুমোচ চ
সম্ভূতঃ ক্ষত্রিয়কুলে প্রসাদাদৃষিসত্তমস্য। ৯
তস্যামি ব্রহ্মবন্ধবং সর্বাগন্ধাসু যোনিষু।
যাবিদেশাবাবহাবাং তথৈব মৃগ পক্ষিষাম্। ১০
শূদ্রাক-শূদ্র-বৈশ্যাবাং ক্ষত্রিয়াণাং যোনিষু
স কীট এবমাত্মানং ঋষিণা সত্যবাদিনা
প্রতিমুক্ত্যাথ তপ্রাত্র পাদৌ মূর্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ। ১১

কীট উবাচ।

ইদং তদ্ভুলস্থানমৌলিতং দর্শনং দৈবৈঃ।
যদহং প্রাপ্য কীটত্বমাগতো রাজপুত্রতাম্। ১২
যদন্তি মামতিবলাঃ কৃজন্তা হেমমালিনঃ
স্পন্দনেষু চ কাম্বোজা যুক্তাঃ পরমবাজিনঃ। ১৩
উষ্ট্রাঃ খচ্চতরযুক্তাশ্চ যানানি চ বহন্তি মাম্।
সবাস্তবঃ সহামাত্যাস্তাংশ্চামি পিশিতৌদনম্। ১৪

পূর্বেষু ধনিবাসেষু বুধ্যেষু শয়নেষু চ।
বরার্হেষু মহাভাগ আসামি সুপূজিতঃ। ১৫
সর্বৈষপররাত্রেষু সূত-মাগধ-বন্দিনঃ।
স্তবন্তি মাং যথা দেবা মহেন্দ্রং প্রিয়বাদিনঃ। ১৬
প্রসাদাদ্যস্য সত্যস্য তত্তোঽমিততেজসঃ।
যদহং কীটতাং প্রাপ্য সম্প্রাপ্তো রাজপুত্রতাম্। ১৭
নমস্তেঽস্তু মহাপ্রাজ্ঞ কিং করোমি প্রশাধি মাম্।
তত্তপোবলনির্দিষ্টমিদং জ্ঞাপিতমুত্তমম্। ১৮

ব্যাস উবাচ

অর্চিতোঽহং ত্বয়া রাজন্ যাগ্ভিরদ্য যদৃচ্ছয়া
অদ্য তে কীটতাং প্রাপ্য স্মৃতির্জাতা জুগুপ্সিতা। ১৯
ন হু নাশোঽস্তি পাপস্য বহ্বগ্রোপচিতঃ পুরা
শূদ্রেণার্থপ্রধানেন নৃশংসেনাসতাত্মিনা। ২০
মম তে দর্শনং প্রাপ্তং তস্য বৈ সুকৃতং ত্বয়া।
তির্যগ্যোনৌ ন জানীষে মম চাত্যর্চনাং তথা। ২১

যান অর্থাৎ বেশ্মনে আসিল এবং তাহার চক্রের চাপে ছিন্নভিন্ন হইয়া সেই কীট প্রাণত্যাগ করিল। ৮-৯

তাহার পর সে ক্রমশঃ বাধিং (সরাজ), গোধা, শূকর, কুক্কুর, পক্ষী, চাণ্ডাল, শূদ্র ও বৈশ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে ক্ষত্রিয় জাতিতে উৎপন্ন হইয়া সে মহর্ষিকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করিল। ৯-১০½

সে কীটযোনিতে সেই সত্যবাদী মহর্ষি ব্যাসদেবের সহিত কথাবার্তা বলিয়া যে এইভাবে উদ্ধারলাভ করিয়াছে, তাহা স্মরণ করত সেই ক্ষত্রিয় কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার চরণযুগে নিজের মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। ১১

কীট (ক্ষত্রিয়) বলিল,—ভগবন্! আজ আমার এই স্থানে লাভ হইয়াছে, যাহার কোনও তুলনা নাই। ইহা আমি কল্পে লাভ করিয়াছি বলিয়া বাসনা করিতাম। ইহা আপনারই কৃপা যে, আমি নিজের দোষে কীট হইয়াও আজ রাজপুত্র হইয়াছি। ১২

এখন অশ্বারোহী বিকৃতিমুখ অত্যন্ত বলবান্ গন্ধর্বগণ আমাকে বহন করিয়া থাকে। উত্তম জাতির কাম্বোজদেশ জাত অশ্বগণ আমার রথে যোজিত আছে। ১৩

উষ্ট্র ও খচ্চরগণে যোজিত যানসকল আমাকে বহন করিয়া লইয়া যায়। আমি বন্ধু-বান্ধব ও মন্ত্রিগণের সহিত মাংসসহ অন্ন ভোজন করি। ১৪

মহাভাগ! শ্রেষ্ঠপুরুষগণের থাকিবার যোগ্য নিজের নিবাসকৃত সুখদ অন্তঃপুরের মধ্যে সুখদ শয্যায় আমি অতিশয় সম্মানের সহিত নিদ্রা সুখ অনুভব করি। ১৫

প্রতিদিন রাত্রির প্রথম প্রহরে সূত, মাগধ ও বন্দী অনবরত সেইভাবে আমার স্তুতি করে, যেরূপ দেবতারা প্রিয় বাক্য বলিয়া মহেন্দ্রের গুণ-গান করে। ১৬

আপনি সত্যবাদিন্, অমিত তেজস্বী, আপনার কৃপা-প্রসাদেই আজ আমি কীট হইতে রাজপুত্র হইতে পারিয়াছি। ১৭

মহাপ্রাজ্ঞ! আপনাকে নমস্কার, আমাকে অনুমতি করুন, আমি আপনার কি সেবা করিব? আপনার তপোবলেই আমার এই রাজপদ লাভ হইয়াছে। ১৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্! আজ তুমি নিজের বাক্যের দ্বারা আমার ভালভাবে স্তব করিয়াছ। আজ পর্যন্ত তোমার কীট কীটযোনির ঘৃণিত বৃত্তি অর্থাৎ মাংস খাইবার প্রবৃত্তি রহিয়াছে। ১৯

তুমি পূর্বজন্মে শূদ্রত্ব অর্থাৎ, বৃষল ও অসত্যবাদী শূদ্র হইয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলে, তাহার নাশ হয় নাই। ২০

কীট যোনিতে অবস্থান করিয়াও যে তুমি আমার দর্শন লাভ করিয়াছ, তাহার পুণ্যের এই ফল যে, তুমি রাজপুত্র হইয়াছ এবং আজ যে তুমি আমার পূজা করিলে, ইহার ফলস্বরূপ তুমি এই ক্ষত্রিয়-জন্মের পর ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। ২১½

ইত্যুক্তা রাজপুত্রস্ত্বাং ব্রাহ্মণ্যাং সমবাপ্যসি।
গোব্রাহ্মণকৃতে প্রাণান্ হুত্বাঽঽত্মানং ত্রপাজিহে। ২২
রাজপুত্র সুখী প্রাপ্য ক্রতূংস্তৈরাপ্তদক্ষিণান্।
অথ যোগিকুলে স্বর্গে ব্রহ্মকূতোঽব্যয়ঃ সুখী। ২৩
তির্য্যগ্‌যোনাঃ শূদ্রতামপ্যেতি
শূদ্রো বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়শ্চক বৈশ্যঃ।

বৃত্তপ্লাষী ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণত্বং
স্বর্গং পুণ্যা ব্রাহ্মণঃ সাধুবৃত্তঃ। ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি কীটোপাখ্যানে
অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১১৮

রাজপুত্র! তুমি নানাপ্রকার সুখ ভোগ করিয়া শেষে সোম ও ব্রাহ্মণগণের হুতার ও দানদানে নিজের প্রাণ আহুতি দান করিবে। তাহাতে ব্রাহ্মণগণে পরাগত শক্তিসম্পন্নি হও সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিবে। তদনন্তর পবিত্রযোনি প্রাপ্ত হও। ২২-২৩

তির্য্যগ্‌যোনিতে পতিত জীব যখন ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে, তখন সে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হয়। শূদ্র বৈশ্যযোনি, বৈশ্য ক্ষত্রিয়যোনি এবং সদাচারে সুপ্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণযোনি প্রাপ্ত হয়। তাহার সদাচারসহায়ে ব্রাহ্মণ পুণ্যময় স্বর্গলোকে গমন করেন। ২৪

শ্রীবরযদি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বাধ্যায়ে দানধর্মপর্বে কীটের উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রাহ্মণযোনিজাতস্য কীটস্য ব্রহ্মলোকং গত্বা সনাতনব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ]

ভীষ্ম উবাচ।
ক্ষত্রধর্মমনুপ্রাপ্তঃ স্বয়ম্ভুব চ বীর্যবান্।
ত্যক্ত্বা স কীটতাং রাজংশ্চচার বিপুলং তপঃ। ১
তস্য ধর্মার্থবিদুষো দৃষ্ট্বা তদ্ বিপুলং তপঃ।
আজগাম দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা। ২

ব্যাস উবাচ
ত্বয়া দেবব্রতা কীট কৃতানাং পরিপালনম্।
ত্বয়া দেবব্রতা ব্যাপ্তস্তেজো বিপ্রত্বমেষ্যসি। ৩

পাহি সর্বাঃ প্রজাঃ সম্যক্ শুভাশুভবিদাত্মবান্।
তুষ্টৈঃ সাধিতজন্ কাম্যৈরশুভানাক্ষ পাবনৈঃ। ৪
আত্মবান্ ভব সুপ্রীতঃ স্বধর্মাচরণে রতঃ।
ত্বাত্রী তনুং সমুৎসৃজ্য ততো বিপ্রত্বমেষ্যসি। ৫

ভীষ্ম উবাচ।
সোঽপ্যরণ্যমনুপ্রাপ্য পুনরেব যুধিষ্ঠির।
মহর্ষের্বচনং শ্রুত্বা প্রজা ধর্মেণ পাল্য চ। ৬
অচিরেণৈব কালেন কীটঃ পাবিষতম।
প্রজাপালনযত্নেন প্রেত্য বিপ্রত্বমাগতঃ। ৭

একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[কীটের ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করত সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্তি।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এইভাবে কীট-জন্ম ত্যাগ করিয়া (নিজের পূর্বজন্মের কৃতাকর্মফলে) সেই জীব ক্ষত্রিয় কুলজাত হওত বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল। ১

ধর্ম ও অর্থ তত্ত্বজ্ঞসম্পন্ন এই রাজপুত্রের সেই কঠোর তপস্যা দেখিয়া বিপ্রবর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সেই সময় তাঁহার নিকটে আসিলেন। ২

ব্যাসদেব বলিলেন,—পূর্বজন্মের কীট! প্রাণিসমূহের রক্ষা করাই হইল দেবতাদিগের ব্রত এবং ইহাই ক্ষাত্র ধর্ম। ইহার চিন্তা ও পালন করিয়া তুমি পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। ৩

তুমি শুভ ও অশুভের জ্ঞান লাভ করিয়াছ, অতএব নিজের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া প্রজা পালন কর। উত্তম ভোগসমূহ দান করিতে করিতে অশুভ ভোগসমূহকে ক্ষালিত করিয়া প্রজাদিগকে পবিত্র করত আত্মজ্ঞানী ও সুপ্রসন্ন হও এবং সদা স্বধর্মের আচরণে নিরত থাক। তদনন্তর ক্ষত্রিয়-দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৪-৫

ভীষ্ম বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! তাহার অরণ্যে গমন করত সেই পূর্বজন্মের কীট মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া যথানুসারে প্রজাপালনরূপ যত্নের প্রভাবে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিল। ৬-৭

ততস্তং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা পুনরেব মহাযশাঃ।
আজগাম মহাপ্রাজ্ঞঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা ॥ ৮

ব্যাস উবাচ।

ব্রূহি ব্রূহি ব্রহ্মবন্ধো শ্রীমন্ মা ব্যথিষ্ঠাঃ কথঞ্চন।
ততস্ত্বমুগ্রযোনীষু পাপকৃৎ পাপযোনিষু ॥ ৯
উপপদ্যতি যদ্যজ্ঞ যথাপাপকৃতোপগম্।
তস্মাদ্ব্রূহ্যুত্তরং কীট মা ব্যথিষ্ঠাঃ কথঞ্চন ॥ ১০
যথোপপন্নতঃ তে স্যাৎ তস্মাদ্ ধর্মং ব্রবীতমম্।

কীট উবাচ।

সুখাৎ সুখতরং প্রাপ্তো ভগবংস্ত্বৎকৃতে দ্বিজ ॥ ১১
ধর্মমূলাৎ শ্রিয়ং প্রাপ্য পাপ্যা নষ্টা ইতস্ত্বয়ি।

তাঁহাকে ব্রাহ্মণ হইতে দেখিয়া মহাযশস্বী মহাজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পুনরায় তাঁহার নিকটে আসিলেন ॥ ৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—শ্রীমন্! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! এখন তুমি কোনরূপেই ব্যথিত হইওনা। উগ্র কর্মকারী উগ্র যোনিতে এবং পাপ কর্মকারী পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৯

ব্রহ্মন্! যাহার যেরূপ পাপকর্ম করে, সে তদনুসারেই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। কৃতপুণ্য কীট! অতএব এখন তুমি মৃত্যুর ভয়ে কোনরূপ ব্যথিত হইও না। কিন্তু তোমার যখনোপের ভয় অবশ্যই হওয়া উচিত, সেইজন্য উত্তর ধর্মের আচরণ করিতে থাক ॥ ১০

কৃতপুণ্য কীট বলিল,—ভগবন্! আপনাহইতে কল্যাণ আমি সুখ হইতে অধিক সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন এই জন্মে ধর্মমূলক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া আমার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ১১

কীট উবাচ।

ভগবদ্বচনাৎ কীটো ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্ ॥ ১২
অকরোৎ পৃথিবীং রাজন্ বজ্রপূলনগাতিতাম্।
ততঃ সালোক্যমগমদ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ১৩
অথাপ চ পদং কীটঃ পার্থ ব্রহ্ম সনাতনম্।
স্বকর্মফলনির্দ্দগ্ধস্তং ব্যাসস্য বচনাৎ তদা ॥ ১৪
তেঽপি যস্মাৎ প্রভাবেণ হতাঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ।
সম্প্রাপ্তাস্তে গতিং পুণ্যাং তস্মান্মা শোচ পুত্রক ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি কীটোপাখ্যানে
একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯

তাঁহার বাক্যানুসারে তিনি স্বর্গ পাইয়াছিলেন। তাহারই এই ফল হইল যে, সেই কৃতপুণ্য কীট সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইল ॥ ১৪

পার্থ! ব্যাসদেবের বাক্যানুসারে তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। তাহারই এই ফল হইল যে, সেই কৃতপুণ্য কীট সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইল ॥ ১৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ ব্যাসদেবের কথানুসারে সেই কৃতপুণ্য কীট দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া পৃথিবীকে শতযজ্ঞ যূপের চিহ্নে অঙ্কিত করিয়া দিল। তদনন্তর ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া তিনি ব্রহ্মলোকে প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করত সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিলেন ॥ ১২-১৩

পার্থ! ব্যাসদেবের বাক্যানুসারে তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। তাহারই এই ফল হইল যে, সেই কৃতপুণ্য কীট সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইল ॥ ১৪

পুত্র! (ক্ষত্রিয় ভয়ে সেই কীট মৃত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল, সেইজন্য সে উত্তম গতি লাভ করে।) এইভাবে যে সব প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় নিজের শক্তির পরিচয় দান করিতে করিতে এই রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারাও পুণ্যময় গতি লাভ করিয়াছেন। অতএব তুমি তাঁহাদের জন্য শোক করিও না ॥ ১৫

শ্রীমহাভারত বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বাভর্গত দানধর্মপর্বে কীটের উপাখ্যানবিষয়ক একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্যাসদেব-মৈত্রেয়সংবাদঃ— দানস্য প্রশংসা, কর্ম্মণাং রহস্যকথনঞ্চ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

বিদ্যা তপশ্চ দানঞ্চ কিমেতেষাং বিশিষ্যতে ।
পৃচ্ছামি ত্বাং সতাং শ্রেষ্ঠ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
মৈত্রেয়স্য চ সংবাদং কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য চ ॥ ২

কৃষ্ণদ্বৈপায়নো রাজন্নাজগ্মেঽন্তর্হিতং চরন্ ।
বারাণস্যামুপস্পৃষ্টমৈত্রেয়ঃ বৈরিণীকুলে ॥ ৩

তমুপস্থিতমাসীনং জ্ঞাত্বা স মুনিসত্তম ।
অর্চ্চিত্বা ভোজয়ামাস মৈত্রেয়োঽশনমুত্তমম্ ॥ ৪

তদন্নমৃত্তমং ভুক্ত্বা শুশ্রূষং সার্ব্বকামিকম্
প্রতিষ্ঠানোঽন্বয়ত্তং প্রীতঃ কৃষ্ণা মহামনাঃ ॥ ৫

তমুৎসৃষ্টময়ং সম্প্রেক্ষ্য মৈত্রেয়ঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ ।
কারণং ব্রূহি বর্ষ্মাংস্ত্বং যাস্যসিষ্ঠাঃ কুতস্তে ॥ ৬

তপশ্চিনো বৃত্তিমতঃ প্রমোদঃ সমুপাগতঃ
এতৎ পৃচ্ছামি তে বিদ্বন্নভিবাদ্য প্রণম্য চ ॥ ৭

আত্মনশ্চ তপোযোগ্যাং মহাভাগ্যাং তবেহ চ ।
পৃথগাচারতস্তাত পৃথগাত্মনুখাত্মনাঃ ॥

অন্যোন্তরময়ং মন্যে বিশিষ্টমপি চাত্মতঃ ॥ ৮

ব্যাস উবাচ

অভিক্রান্তাভিবাদ্যোঽয়ং ত্বয়োঽহ্যা সমুপাগতঃ ।
অসক্তা বেদবচনং কস্মাদ্ বেদোঽনৃতং বদেৎ ॥ ৯

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

[ব্যাসদেব ও মৈত্রেয়ের সংবাদ—দানের প্রশংসা ও কর্ম্মের রহস্য কথন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! বিদ্যা, তপ ও দান—ইহাদের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? ইহা আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে বাসনা করি, আপনি আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে মহাত্মা পুরুষবর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ও মৈত্রেয়ের সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ২

রাজন্! তোমার এক সময়ের কথা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতে করিতে বারাণসী পুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মুনিগণের বশবর্ত্তীবর্ষে (বা ক্ষুদ্রে) ঔশনসি মুনিবর মৈত্রেয়ের নিকট গমন করিলেন ॥ ৩

পথে আসিয়া উপস্থিত মুনিবর ব্যাসদেবকে জানিতে পারিয়া মৈত্রেয়মুনি তাঁহার পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে উত্তম অন্ন ভোজন করাইলেন ॥ ৪

সেই উত্তম গুণযুক্ত ও সরলতা প্রভৃতি অনুকূল অন্ন ভোজন করিয়া মহাত্মা ব্যাসদেব প্রীত হইলেন। তাহার পর সেখান হইতে গমন করিবার সময় তিনি বিস্মিত হইলেন ॥ ৫

তাঁহাকে বিদায়প্রদান করিতে দেখিয়া মৈত্রেয়মুনি ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কৃষ্ণাত্মন্! বিদ্বন্! আমি আপনাকে অভিবাদন ও প্রণাম করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি যে বিদায়প্রকাশ করিলেন, তাহার কারণ কি? আপনার এই বিদ্যা কোথা হইতে আসিল? আপনি তপস্বী ও বৈধ্যবান্। আপনার কিরূপে সহসা উল্লাস আসিয়া উপস্থিত হইল? ইহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ৬-৭

তাত! আমি আপনার মধ্যে তপস্যাজনিত সৌভাগ্য দেখিতে পাইতেছি এবং আপনার মধ্যে (সহজাত) মহাভাগ্য প্রতিষ্ঠিত আছে (কারণ, আপনি আমার গুরুপুত্র) জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে আমি অত্যন্ত অল্প পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করি। পরমাত্মার সকল পদার্থের সহিত সম্বন্ধ আছে, কারণ, তিনি সর্ব্বব্যাপী। সেই জন্য আমি তাঁহাকে জীবাত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। কিন্তু আপনি ত' জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন বলিয়া জানেন, অথচ আপনার আচরণ এই জ্ঞান হইতে ভিন্ন প্রতিভাত হইতেছে; কারণ, আপনার কিছু বিস্ময় হইয়াছে এবং আমার হয় নাই ॥ ৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—ব্রহ্মন্! অতিথিকে অত্যন্ত গৌরব প্রদান করিতে করিতে তাঁহার ইঙ্গিতানুসারে সৎকার করাকে

পূজনীয় পুরুষের চরণধূলি লইয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহাকে 'অভিবাদন' বলে এবং দুই হস্ত অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া উহাকে নিজের ললাটে স্পর্শ করত দণ্ডবৎ নত করিয়া বন্দনীয় পুরুষকে যে নমস্কার করা হয়, তাহাকে 'প্রণাম' বলা হইয়া থাকে।

ত্রীণ্যেব তু পদান্যাহুঃ পুরুষস্যোত্তমং ব্রতম্।
ন ত্বজ্ঞেভ্যৈব যদ্যাচ্ঞ সত্যং চৈব পরং বদেৎ ॥ ১০
ইতি যো বেদোক্তবিধিঃ পুরস্তাৎ পরিকল্পিতম্।
ইদানীং চৈব নঃ কৃত্যং পুরস্তাচ্চ পরিক্রমম্ ॥ ১১
অন্নোঽপি তাবুশো দাতো ভবত্যত্র মহাফলঃ।
তৃপ্তিতাচ্চ তে তস্য ভবন্নেনানুমোদতা ॥ ১২
তৃপ্তিমত্তৃপ্তিতায়ং তু দদ্যেত্তস্য দর্শনম্ মম।
অজৈর্যজ্ঞবতো লোকান্ মহাযজ্ঞৈরিব প্রভো ॥ ১৩
ততো দানপরিবেশে প্রীতোঽস্মি তপসৈব চ
পুণ্যাসৌম্য হি তে সত্ত্বাঃ পুণ্যাসৌম্য চ দর্শনম্ ॥ ১৪
পুণ্যাসৌম্যাভিগচ্ছন্তে মন্যে কর্মবিধানজম্।
অধিকঃ মার্জনাৎ তাত তথা চৈবানুলেপনাৎ ॥ ১৫

ততঃ সর্বপবিত্রেভ্যো দানমেব পরং দ্বিজ।
নো চেৎ সর্বপবিত্রেভ্যো দানমেব পরং ভবেৎ ॥ ১৬
যানীমানি তু দানানীহ বেদোক্তানি প্রবাদসি।
তেষাং শ্রেষ্ঠতরা দানমিতি যে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭
দানবুদ্ধিঃ কৃতঃ পশ্য যেন যান্তি মনীষিণঃ।
তে হি প্রণম্য দাতারস্তেষু ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৮
যথা বেদাঃ পবীতাশ্চ যথা চেন্দ্রিয়সংযমঃ।
সর্বত্যাগো যথা চেহ তথা দানমনুত্তমম্ ॥ ১৯
ত্বং হি তাত মহাবুদ্ধে সুখমেষ্যসি শোভনম্।
সুখাৎ সুখতরপ্রাপ্তিমাপ্নুতে মতিমান্নরঃ ॥ ২০
ততঃ প্রত্যক্ষমেবেদমুপলভ্যামসংশয়ম্।
শ্রীমন্তঃ প্রাপ্নুবন্ত্যর্থান্ দদানা যজ্ঞা তথা সুখম্ ॥ ২১

'অতিজন্ধ' বলে এস্থ বাক্যের দ্বারা অতিথির যে হৌহব প্রকাশ করা হয়, তাহাকে 'অতিহার' বলে। আমি এস্থানে অতিজন্ধ ও অতিহার উভয়ই প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইজন্য আমার এই বিষয় ও হর্ষোল্লাস প্রকাশিত হইয়াছে। (দান ও আতিথ্যাদির মহত্ত্ব বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে) বেদবাক্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। কেননা যা বেদ মিথ্যা বলিবেন ?

যে যজ্ঞের শুদ্ধ তিনটি বাক্যে উত্তম ব্রতের কথা বলিয়াছেন— ১। কাহারও প্রতি দ্রোহ করিবে না। ২। দান করিবে। ৩। এবং অপরকে সত্য কথা বলিবে ॥ ১০

বেদের এই বাক্য সর্বপ্রথমে ঋষিগণ পালন করিয়াছেন। আমরাও বহু পূর্ব হইতেই ইহা শ্রবণ করিয়াছি এবং এই সমস্তের বেদের এই আজ্ঞা পালন করা আমাদের কর্তব্য। ১১

শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রথম অন্নও দান করাকে প্রধান করে। তৃপ্তির ঈর্ষান্বিত হইয়া তৃপ্তির অতিথিকে অন্ন-জলদান করিয়াছ ॥ ১২

প্রভো! আমি তৃপ্তির ও তৃপ্তির ছিলাম। তুমি যুবা ও তৃপ্তার অন্ন এবং জল আমাকে প্রদান করিয়া ভাল করিয়াছ। এই পুণ্যের প্রভাবে মহাযজ্ঞসমূহের দ্বারা প্রাপ্য উত্তম লোকসমূহ তুমি জয় করিয়াছ—ইহা আমার প্রত্যক্ষ দর্শন হইতেছে ॥ ১৩

এই দানের দ্বারা পবিত্র তোমার তপস্যায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার বল পুণ্যেই বল এবং তোমার দর্শনও পুণ্যেরই দর্শন ॥ ১৪

তোমার দেহ হইতে যে সদা পুণ্যের গন্ধ বাহির হইতেছে, ইহাকে আমি দানরূপ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানেরই ফল বলিয়া মনে করি। তাত! দান করা তীর্থস্নান এবং বৈদিক ব্রত পূরণ করা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫

ব্রহ্মন্! যত পবিত্র কর্ম আছে, সেই সবের মধ্যে দানই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পবিত্র ও মহাপাবনী কর্ম। যদি দান-ই সমস্ত পবিত্র বস্তুসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ না হইত, তাহা হইলে যেসমস্ত এইভাবে তাহার প্রশংসা করা হইত না ॥ ১৬

তুমি যে যে বেদোক্ত উত্তম কর্মকে এ জগতে প্রশংসা কর, সেই সব হইতে দান শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে আমার কোনও সংশয় নাই ॥ ১৭

শাস্ত্রগণ যে পথ দেখাইয়াছেন, সেই পথেই মনীষী পুরুষেরা গমন করেন। শাস্ত্রগণ প্রাণস্বরূপ বলিয়াই অতিথিত হন। তাঁহাদের মধ্যেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৮

যেরূপ বেদের স্বাধ্যায়, ইন্দ্রিয়গণের সংযম ও সর্বত্যাগ উত্তম, সেইরূপ এ সংসারে দানও সর্বোত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৯

তাত! মহাবুদ্ধে! এই দানের জন্য তুমি উত্তম সুখ লাভ করিবে। বুদ্ধিমান্ মানুষ দান করিয়া উত্তরোত্তর সুখ লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০

এ বিষয় আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। আমাদের নিঃসংশয়ে ইহাই বুঝিতে হইবে। তোমার ন্যায় গুণসম্পন্ন পুরুষগণ যখন ধনপ্রাপ্ত হন, তখন উহার দ্বারা তাঁহারা দান, যজ্ঞ ও সুখভোগ করেন ॥ ২১

সুখাদেব পরং দুঃখং দুঃখাদ্দুঃখং পরং সুখম্।
দৃশ্যতে হি মহাপ্রাজ্ঞ নিত্যং বৈ ভস্মবত্তঃ ॥ ১২
ত্রিবিধানীহ ভূতানি নরস্যাহুর্মনীষিণঃ।
পুণ্যমন্যৎ পাপমজ্ঞং পুণ্যং ন চ পাপকম্ ॥ ১৩
ন মৃত্যু মন্যতে ভদ্র মন্যতে ন চ পাতকম্।
অথ কর্মমিমিত্তং ন পুণ্যং ন চ পাপকম্ ॥ ১৪
যজ্ঞ-দান-তপঃশীলা নরা বৈ পুণ্যকর্মিণঃ।
যেঽভিক্রুদ্ধন্তি ভূতানি তে বৈ পাপকৃতো জনাঃ ॥ ১৫

অব্যাপ্যমাদদতে চৈব দুঃখং যান্তি পততি চ।
ততোঽন্যৎ কর্ম যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যং ন চ পাতকম্ ॥১৬
রমন্তেঽত্র যোগস্থ দেহি চৈব রজস্ক চ।
ন তামস্তিতবিদ্বন্তি বৈত্তা ন চ তপস্বিনঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি মৈত্রেয়ভিক্ষায়াং
ত্রিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩০

মহাপ্রাজ্ঞ! কিন্তু যাহারা বিষয় সুখে আসক্ত থাকে, তাহারা সুখ হইতে মহাদুঃখ পতিত হয়। যাহারা তপস্যাদির দ্বারা দুঃখ ভোগ করেন, তাঁহারা দুঃখ হইতেই সুখ লাভ করিয়া থাকেন। সুখ ও দুঃখ মানুষের অবস্থাভেদমাত্রে নিহিত আছে ॥১১
এখানে মনীষী পুরুষগণ মানুষের তিন প্রকার আচরণের কথা বলেন—পুণ্যময়, পাপময় ও পুণ্য পাপ এই উভয় রহিত।
তন্মধ্যে পুণ্য কর্মের অভিমানরহিত হন। অতএব তাঁহার কৃত কর্মকে না পুণ্য ও না পাপ বলা যায়। তাঁহার নিজের কর্মজনিত পুণ্য ও পাপ লাভ হয় না ॥ ১৫

যাহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যায় নিরত থাকেন, সেই সকলকেই পুণ্যকর্মকারী বলা হয়। যাহারা প্রাণীদিগের সহিত দ্রোহ করে, সেই সব মানুষই পাপকর্মকারী হয় ॥ ১৫
যে মানুষেরা অপরের ধন চুরি করে, তাহারা দুঃখ পায় এবং নরকে পতিত হয়। এই পৃথিবীতে শুভাশুভ কর্ম হইতে ভিন্ন যে সাধারণ চেষ্টা, তাহা পুণ্যও নহে ও পাপও নহে ॥ ১৬
মহর্ষে! তুমি আনন্দ সহকারে স্বকর্মপালনে নিরত থাক, তোমার নিরন্তর উন্নতি হউক, তুমি প্রেম্ন থাক, দান কর এবং যজ্ঞ কর। তাহা হইলে বিদ্বান্ এবং তপস্বিগণও তোমাকে পরাকৃত করিতে পারিবেন না ॥ ১৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে মৈত্রেয়ের ভিক্ষাবিষয়ক ত্রিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্যাস-মৈত্রেয়সংবাদে—বিদ্বান্ ও সদাচারী ব্রাহ্মণের মহিমা এবং তাঁহার নিকট অন্নদানের প্রশংসা।]

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ মৈত্রেয়ঃ কর্মপূজকঃ
অত্যন্তশ্রীরতি মূলে জাতঃ প্রাজ্ঞো বহুশ্রুতঃ ॥ ১

মৈত্রেয় উবাচ।

অনাশয়া মহাপ্রাজ্ঞ যদ্বৈতদ্ব্যাপ যদ্বৈব তৎ।
অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া কিঞ্চিদ্ ব্রুয়ামহং বিভো ॥ ২

ব্যাস উবাচ।

যদ্ যদ্বিবক্ষসি মৈত্রেয় যাবদ্ যাবদ্ যথা যথা।
ব্রূহি তত্ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ শুশ্রূষে বচনং তব ॥ ৩

একত্রিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ব্যাস-মৈত্রেয়-সংবাদে—বিদ্বান্ ও সদাচারী ব্রাহ্মণের নিকট অন্নদানের প্রশংসা।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ব্যাসদেব এই কথা বলিলে পর অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন কুলে উৎপন্ন, বহুশ্রুত বিদ্বান্ এবং কর্মপূজক মৈত্রেয় তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১

মৈত্রেয় বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি যেরূপ বলিলেন, তাহা যথার্থই—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। প্রভো! যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি কিছু বলিব ॥ ২
ব্যাসদেব বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ মৈত্রেয়! তুমি যাহা যাহা যত যত এবং যেরূপ যেরূপ কথা বলিতে ইচ্ছা কর, বল। তোমার কথা শ্রবণ করিতেও ইচ্ছা করি ॥ ৩

মৈত্রেয় উবাচ

নির্দোষো নির্মলঃ শৈবঃ বচনং ধ্যানসংহিতম্।
বিদ্যা-তপোভ্যাং যি স্তব্যং ভাবিতাত্মা ন সংশয়ঃ। ৪
ভবতো ভাবিতাত্মত্বাল্লাভতেঽয়ং সুমহান্ ক্রম
ক্রুতো বুদ্ধ্যানুপশ্যামি সুসমৃদ্ধতপা ইব। ৫
অপি নো দর্শনাদেব ভবতোঽক্লাদয়ো ভবেৎ
মনো ভবৎপ্রসাদোঽয়ং তর্কি কর্ম স্বভাবতঃ। ৬
তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চাপ্যেতদ্ ব্রাহ্মণকারণম্।
ত্রিভির্গুণৈঃ সমুদিতস্ততো ভবতি বৈ দ্বিজঃ। ৭
অস্মিংস্ত্রয়ে চ তৃপ্যন্তে পিতরো দৈবতানি চ।
ন হি শ্রুতবতা কিঞ্চিদধিকং ব্রাহ্মণাদৃতে। ৮
অন্ধঃ স্যাৎ তম এবেহ ন প্রজ্ঞায়েত কিঞ্চন।
চাতুর্বর্ণ্যং ন বর্তেত ধর্মাধর্মাবৃতাবৃতে। ৯
যথা হি পুরুতে ক্ষেত্রে ফলং বিন্দতি মানবঃ।
এবং দত্তা শ্রুতবতি ফলং দাতা সমশ্নুতে। ১০
ব্রাহ্মণেষ্বেব বিদ্বৎসু শ্রুতবৃত্তোপসংহিতঃ।
প্রতিগ্রহীতা দানস্য যোগং স্যাদ্ বহিনার্য বৈ। ১১
অন্নমবিদ্বান্ ভক্ত্বাত্মমজানন্ হন্তি তন্তু।
তা চাত্তুঃ পাপ্তি যজ্ঞাগ্নঃ স দত্তা ভজতেঽবৃথঃ। ১২
প্রভুর্হ্যন্নমদন্ বিদ্বান্ পুনর্জনয়তীশ্বরঃ।
স চাগ্নাজ্ঞাহরতে তস্মাৎ ক্ষুদ্র এষ ব্যতিক্রমঃ। ১৩
যদেব দদতঃ পুণ্যং তদেব প্রতিগৃহ্নতঃ।
ন হ্যেকচক্রো বর্তেত ইত্যেবমৃষয়ো বিদুঃ। ১৪

মৈত্রেয় বলিলেন,—ঘৃতে! আপনি দানের সম্বন্ধে যে কথা বলিলেন, তাহা নির্দোষ ও নির্মল। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, আপনি বিদ্যা ও তপস্যার দ্বারা নিজের অন্তঃকরণকে পরম পবিত্র করিয়াছেন। ৪

আপনি ভগবান, সেইজন্য আপনার আশ্রমে আমার এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লাভ হইয়াছে। এই বিষয় আমি সমৃদ্ধিশালী তপস্বী মহর্ষিগণের তার বুদ্ধির দ্বারা বারংবার বিচার করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। ৫

আপনার দর্শনেই আমাদের মহৎ অভ্যুদয় হইতে পারে। আপনি যে আজ দর্শন দিলেন, তাহা আপনার করুণা বলিয়াই আমি মনে করি। এই কর্ম্ম আপনার কৃপায় স্বভাবতঃ হইয়াছে। ৬

ব্রাহ্মণত্বের তিনটি কারণ নীরত হইয়াছে—তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম। যিনি এই ত্রিবিধ গুণসম্পন্ন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ৭

এরূপ ব্রাহ্মণ তৃপ্ত হইলে পর দেবতা ও পিতৃগণও তৃপ্ত হন। বিদ্বান্‌গণের পক্ষে ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও দান পুরুষ নাই। ৮

যদি ব্রাহ্মণ না থাকেন, তবে এই সম্পূর্ণ জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কাহারও কোনও কিছু বোধ থাকে না এবং চারি বর্ণের স্থিতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সত্যাসত্য কিছুই থাকে না। ৯

যেরূপ যত্নের উত্তমরূপে বপন করিয়া প্রকৃত ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে পর তাহার ফল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দাতা নিশ্চয়ই তাহার ফলভাগী হইয়া থাকে। ১০

যদি দানগ্রহণের প্রধান অধিকারী বিদ্বান ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ধন না পান, তবে ধনিগণের ধন বিফল হইয়া যায়। ১১

মূর্খ ব্রাহ্মণ যদি কাহারও অন্ন ভোজন করে, তবে সেই অন্নকে নষ্ট করিয়া দেয় অর্থাৎ অন্নদাতা সেই অন্নের কিছু ফল পান না। এইভাবে অন্ন ভোজন করিলে সেই ভুক্ত অন্নও মূর্খ ভোক্তাকে নষ্ট করিয়া দেয়। যে ব্যক্তি ইহা বুঝিয়া অন্ন ও শাকাদিকে রক্ষা করেন, তাঁহাকে সেই অন্নও রক্ষা করিয়া থাকে। যে মূর্খ দানের ফলকে নষ্ট করে, সে স্বয়ংও নষ্ট হইয়া যায়। ১২

প্রভাব ও শক্তিশালী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যদি অন্নভোজন করেন তবে তিনি পুনরায় অন্নের উৎপাদন করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং অন্ন হইতে উৎপন্ন হন, সেইজন্য এই ব্যতিক্রম দূষ্য (দুর্বিজ্ঞেয়) অর্থাৎ বহ্নি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রজাগণের উৎপত্তি হয়; কিন্তু এই প্রথা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ হইতে অন্নের উৎপত্তির বিষয় দুর্বিজ্ঞেয়। ১৩

দানকারীর যে পুণ্য হয়, তাহা দান গ্রহণকারীরও হইয়া থাকে (যদি তিনি যোগ্য অধিকারী হন)। (কারণ,) ইহারা উভয় উভয়ের উপকারকারী হন। এক চক্রে যান চলে না—প্রতিগ্রহীতা ব্যতীত দাতার দানও সফল হয় না। ইহাই ঋষিগণ বলেন। ১৪

যত্র বৈ ব্রাহ্মণাঃ সন্তি শ্রুতবৃত্তোপসংহিতাঃ।
তত্র দানফলং পুণ্যমিহ চামুত্র চাক্ষয়ম্ ॥ ১৫

যে যোনিভূতাঃ সততং তপসন্বিতয়া তনুম্
দানাধ্যায়বসম্পন্নাস্তে বৈ পূজ্যতমাঃ সদা ॥ ১৬

তৈর্হি সদ্ভিঃ কৃতঃ পন্থাস্তেন যান্তো ন মুহ্যতে।
তে হি স্বর্গস্য নেতারো যজ্ঞযাজ্যাঃ সনাতনাঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ণি মৈত্রেয়-
ভিক্ষাচারসংবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

যেখানে বিদ্বান্ ও সদাচারী ব্রাহ্মণগণ থাকেন, সেখানে প্রদত্ত দানের ফল মানুষ ইহলোকে এবং পরলোকেও ভোগ করে ॥ ১৫

যে সব ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ-বংশে উৎপন্ন, নিয়ত তপস্যার রত, প্রকৃত দানপরায়ণ ও স্বাধ্যায়সম্পন্ন, তাঁহারাই সদা পূজ্যতম

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বাঙ্গর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে মৈত্রেয়ের ভিক্ষাবিষয়ক একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্যাস-মৈত্রেয়সংবাদে—তপস্যায়াঃ প্রশংসা, গৃহস্থানাং মুখ্যকর্ত্তব্যনির্দ্দেশশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তঃ স ভগবান্ মৈত্রেয় প্রত্যভাষত।
দিষ্ট্যৈবং ত্বং বিজানাসি দিষ্ট্যা তে বুদ্ধিরীদৃশী ॥ ১

লোকো হ্যাধ্যাত্মজ্ঞানেন তৃপ্তিং তু প্রশস্যতি।
ব্রূহমান-যাচমান-শ্রীমানাপ্যায়সংক্ষয়ম্ ॥ ২

দিষ্ট্যা নাভিভবস্তাং দ্বাং দৈবতেজোঽমমুগ্রহঃ।
যং তে তপস্তং দানাদ্ বর্দ্ধয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৩

যানীতাগমনাদ্যানি যান্তি কাশ্চিৎ প্রবৃত্তয়ঃ।
তানি বেদঃ পুরস্কৃত্য প্রবৃত্তানি যথাক্রমম্ ॥ ৪

অহং দানং প্রশংসামি তথানি তপঃ শ্রুতে।
তপঃ পবিত্রং বেদস্য তপঃ স্বর্গস্য সাধনম্ ॥ ৫

তপসা মহদাপ্নোতি বিদ্যয়া চেতি নঃ শ্রুতম্।
তপশ্চৈব চাপত্যদেব যচ্চাক্ষয়মপি ধ্রুবম্ ॥ ৬

যদ্ যদ্ধি কিঞ্চিৎ সদ্ব্যায় পুরুষস্তপ্যতে তপঃ।
সর্বমেতদবাপ্নোতি বিদ্যয়া চেতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৭

যদিদং অতিথিত্ব ॥ ৩

এরূপ সংপুরুষগণ যে পথ (আচারপদ্ধতি) নির্ণয় করিয়াছেন, সেই পথ দিয়া গমনকারী মানুষ কখনও মোহগ্রস্ত হন না; কারণ, তাঁহারা যজ্ঞগণকে স্বর্গলোকে লইয়া যান এবং চিরকাল যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করেন ॥ ১৭

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ব্যাস-মৈত্রেয় সংবাদে—তপস্যার প্রশংসা এবং গৃহস্থের উত্তম কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ।]

ভীষ্ম বলিলেন,- যুধিষ্ঠির! মৈত্রেয় এই কথা বলিলে পর ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহাকে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন শ্রবণ। তুমি সৌভাগ্যবশতঃ এই বিষয় জানিতে পারিয়াছ এবং ভাগ্যবলেই তোমার এরূপ বুদ্ধি লাভ হইয়াছে ॥ ১

জগতের সকল মানুষ উত্তম গুণবিশিষ্ট মহত্তেরই সদা প্রশংসা করে। সৌভাগ্যের কথা যে, তপ, দমন ও সম্পত্তির অভিমান তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহা তোমার উপর দেবতাগণের অনুগ্রহ—এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই ॥ ২

আচ্ছা, এখন আমি যাহা হইতেও উত্তম বস্তুর কথা তোমায় নিশ্চই বর্ণনা করিব, শ্রবণ কর। এজগতে যত বর্ণাশ্রম ও যে সমস্ত প্রবৃত্তি (আচার) আছে, সে সমস্তই বেদকে সম্মুখে রাখিয়া কথিত (প্রথমে বর্ণাশ্রমে তাহাদের আচার এই ক্রমে) প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥৩-৪

আমি দানের প্রশংসা করি, তুমিও তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছ; কারণকে তপস্যা পবিত্র এবং বেদাধ্যয়ন ও স্বর্গের উত্তম সাধন ॥ ৫

আমরা শুনিয়াছি, তপস্যা ও বিদ্যা উভয়েরই দ্বারা মানুষ মহৎ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য যে সব পাপ আছে, সেই সমস্ত তপস্যার দ্বারা নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৬

যে কোনও উদ্দেশ্য লইয়া মানুষ যদি তপস্যা আরম্ভ করে, তবে সে সেই সমস্ত তপস্যা ও বিদ্যার দ্বারা লাভ করিয়া থাকে। ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৭

দুরন্বয়ঃ দুষ্প্রধর্ষঃ দুরাপঃ দুরতিক্রমম্
সর্বং বৈ তপসস্তোতি তপো হি বলবত্তরম্ ॥ ৮
সুরাপোঽসম্মতাদ্যাস্তু ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ
তপসা তরতে সর্বমেনসস্তু প্রমুচ্যতে ॥ ৯
সর্ববিদ্ যস্তু চক্ষুষ্মানপি বাধির-জাদৃশম্।
তপস্বিনা তপৈষোঽস্তাত্যাজ্যঃ কার্য্য সদা নরঃ ॥১০
সর্বে পূজ্যাঃ ক্রতবোঽস্তথৈব চ তপস্বিনঃ
দানপ্রধাঃ সুখং প্রেত্য প্রাপ্নুবন্তীহ চ ত্রিদম্ ॥১১
ইমঞ্চ ব্রহ্মলোকঞ্চ লোকঞ্চ বলবত্তরম্
অন্নদানৈঃ সুকৃতিন প্রতিপদ্যন্তি লৌকিকাঃ ॥ ১২
পূজিতাঃ পূজয়ন্ত্যেতে মানিতা মানয়ন্তি চ।
স দাতা যত্র যত্রৈতি সর্বতঃ সম্প্রসূয়তে ॥ ১৩
অকর্তা চৈব কর্তা চ লভতে যদ্যদাত্মনঃ

যদি চোদ্ধরতে যজ্ঞো বা যাঁল্লোকানভিযাচতি ॥ ১৪
প্রাপ্নোতি তত্তদাত্মানং যানি বাঞ্ছতি কানিচিৎ।
মেধাবিনং কুলে জাতং শ্রুতবানবুদংসবান্ ॥ ১৫
কৌমারচারী ব্রহ্মচারী তস্মাৎ বৈত্তেয় নিয়তো ভব।
একস্ত পূজাং প্রথমং প্রেপ্সুঃ পূর্ববেদিনাম্ ॥ ১৭
যো ভর্তা বাসিতাভূতৌ তর্তৃ ভ্রাতা চ বাসিতা।
সম্ভিরেব কুলে সর্বং কল্যাণং তত্র বর্ততে ॥ ১৭
আর্দ্রপাত্রাস্থলশিখ তমেঽগ্নিপ্রভবা যথা।
দানেন তপসা চৈব সর্বপাপমপোহতি ॥ ১৮
(দানেন তপসা চৈব বিদ্যোরভ্যর্চনেন চ।
ব্রাহ্মণঃ স মহাভাগ ভবেৎ সংসারসাগরাৎ ॥
যকর্মশুদ্ধসত্ত্বানাং তপোভির্নির্মলাত্মনাম্।
বিষ্ণুরা গচ্ছমোহানাং তারণায় হরিঃ স্মৃতঃ ॥

দাতার সহিত সমস্ত প্রাণিই তত্ত্বা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য, যাহা দুর্ধর্ষ, দুর্লভ ও দুরন্বয়, সে সমস্ত তপস্যার দ্বারা সুলভ হইয়া যায়, কারণ, তপস্যার বল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥৮

ভ্রূণহানকারী, অসৎগ্রহকারী, ভ্রূণহত্যাকারী ও গুরু পত্নীর শয্যায় শয়নকারী বা গুরু-পত্নীগামী পাপীও তপস্যার দ্বারা নরকার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ৯

যিনি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় নিপুণ, তিনি চক্ষুষ্মান্ ও তপস্বী, তিনি যেরূপ সেরূপই হউন না কেন, তাঁহাকে অবজ্ঞাপূর্ণ তপস্বী বলিবেন। এই উভয় ব্যক্তিকেই (চক্ষুষ্মান্ ও তপস্বীকে) সর্ব্বদা নমস্কার করা উচিত ॥

যাহারা বিদ্বান্ ধনী (দাতৃজ) ও তপস্বী, তাঁহারা সকলেই পূজনীয় এবং দান প্রদানকারী ব্যক্তিগণও ইহলোকে যশ সম্পত্তি লাভ করেন এবং পরলোকে সুখ ভোগ করেন ॥ ১১

লোকসমূহে পূণ্যাত্মা পুরুষগণ অন্নদান করিয়া ইহলোকেও সুখী হন এবং মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক ও অন্যান্য শক্তিশালী লোকে গমন করেন ॥ ১২

এই দাতা ব্যক্তিগণ স্বয়ং পূজিত ও সম্মানিত হইয়া অন্যকে পূজা ও সম্মান করেন। দাতা যে যে স্থানে গমন করেন, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকে ॥ ১৩

মানুষ যাহা করুক আর না করুক, সে উর্দ্ধলোকে গমন করুক বা অধোলোকে পতিত হউক, যাহার যেরূপ কর্ম, সেই কর্মানুসারেই সে সেই লোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৪

যৈত্রেয়! তুমি যাহা কিছু কামনা করিবে, তপস্যার তোমাকে তাহা প্রদান করিবে। তুমি বুদ্ধিমান্, কুলীন, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধনাঢ্য, তুমি বয়সে তরুণ তুমি ব্রহ্মচারী, অতএব সকলে যখন দানে রত থাক এবং পুরুষগণের পক্ষে যাহা শ্রেষ্ঠাপেক্ষা উত্তম ও পূজ্য কর্ত্তব্য, তাহা গ্রহণ কর—একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১৫-১৬

যে কুলে শান্ত নিজের পত্নীর ব্যবহারের দ্বারা সন্তুষ্ট থাকেন এবং পত্নী নিজের শান্তর আচরণের দ্বারা সন্তোষলাভ করেন, সেই কুলে সকলা কল্যাণ হইতে থাকে ॥ ১৭

যেরূপ জলের দ্বারা পত্নীতের মল ধৌত হইয়া যায়, অগ্নির প্রভায় অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ দান ও তপস্যার দ্বারা মানুষের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮

(যজ্ঞভাগ! ব্রাহ্মণ দান, তপস্যা ও ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনার দ্বারা সংসারসাগর হইতে পার হইয়া যান। যাঁহারা স্বধর্ম্ম উপযোগিত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করিয়াছেন, তপস্যার দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে এবং বিদ্যার প্রভাবে যাঁহাদের মোহ দূরীভূত হইয়াছে, এরূপ মহাত্মগণের উদ্ধারের জন্য ভগবান্ শ্রীহরি আছেন অর্থাৎ যাঁহারা স্মরণ করিলেই শ্রীহরি তাঁহাদের উদ্ধার করিয়া থাকেন। অতএব তুমি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় নিরত থাকিয়া তাঁহার ভক্ত হও এবং নিরন্তর তাঁহাকে নমস্কার কর। অষ্টাক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমো নারায়ণায়) জপে নিরত ভগবদ্ভক্ত কখনও নষ্ট হন না।

তপর্ষিপরো নিত্যং তদ্ভক্তস্তং নমস্কুরু।
তদ্ভক্তা ন বিনশ্যন্তি ব্রহ্মাক্ষরপরায়ণাঃ॥
প্রণবোপাসনপরাঃ পরমার্থপরায়ণাঃ
এতৈঃ পাবয় চাত্মানং সর্বপাপমপোহ চ॥)
ক্ষন্তি প্রাপ্নুহি মৈত্রেয় সুহৃদ্ সাধু ব্রতাস্যবম্
এতদ্বনসি কর্ত্তব্যং ত্রেয় এষা ভবিষ্যতি॥ ১৯

তং প্রণম্যাথ মৈত্রেয় কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
ক্ষন্তি প্রাপ্নোহ্যু ভবানিত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি মৈত্রেয়ভিক্ষায়াং
দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১২৩

যাহারা এখনকে প্রণবোপাসনার সঙ্গে ও পরমার্থ সাধনায় তৎপর আছেন, এরূপ ব্রেই পুরুষগণের সংসর্গে সমস্ত পাপ নষ্ট করিয়া নিজেকে নিজে পবিত্র কর।)

মৈত্রেয়! তোমার কল্যাণ হউক এখন আমি সাবধানতার সহিত নিজ আশ্রমে গমন করিতেছি। আমি যাহা কিছু বলিলাম, তৎ সমস্ত স্মরণ রাখিবে, ইহার দ্বারা তোমার কল্যাণ হইবে॥ ১৯

তখন মৈত্রেয় ঋষিবরকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—ভগবন্! আপনি কল্যাণ লাভ করুন॥ ২০

শ্রীমহাভারত বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে মৈত্রেয়ভিক্ষাবিষয়ক দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

[শাণ্ডিলী-সুমনয়োঃ সংবাদে—পতিব্রতা-স্ত্রীণাং কর্ত্তব্যবর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সর্ব্বজ্ঞাপ্য সমুদাচারো সর্বধর্মবিদাং বর।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ভূয়ঃ তত্ত্বমেবং ব্রবি পিতামহ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

সর্বজ্ঞাং সর্বতত্ত্বজ্ঞাং দেবলোকে মনস্বিনীম্।
কৈকেয়ী সুমনা নাম শাণ্ডিলী পর্য্যপৃচ্ছত॥ ২
কেন বৃত্তেন কল্যাণি সমাচারেণ কেন বা।
বিন্দুস সর্বপাপানি দেবলোকং ভয়াগতা॥ ৩

হুতাশনশিখেব ত্বং জ্বলমানা শুভেক্ষণা।
সুতা তারাধিপস্যেব প্রভয়া দিবমাগতা॥ ৪
অন্তর্জ্বালানি চ বস্ত্রাণি ধারয়ন্তী পতব্রতা।
বিমানস্থা তথা ভাসি সংপ্রশ্নপ্রশ্নোক্ষসা॥ ৫
ন ত্বমন্যেন তপসা দানেন নিয়মেন বা।
ঈদৃশং লোকমুপ্রাপ্তা যং হি তত্ত্বং বদস্ব মে॥ ৬
ইতি পৃষ্টা সুমনয়া মধুরং চারুহাসিনী।
শাণ্ডিলী নিভৃতং বাক্যং সুমনামিদমব্রবীৎ॥ ৭

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়

[[শাণ্ডিলী ও সুমনার সংবাদে—পতিব্রতা স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সমস্ত ধর্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! সাধ্বী স্ত্রীগণের সদাচার আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে বাসনা করি। আপনি আমাকে তাহা বলুন॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ইহা দেবলোকের কথা, একদিন সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্না, সর্বজ্ঞা ও মনস্বিনী শাণ্ডিলী দেবীকে কৈকেয়রাজতনয়া সুমনা এইরূপ প্রশ্ন করিলেন॥ ২

কল্যাণি! আপনি কোন্ ব্যবহার বা কোন্ সদাচারের প্রভাবে সমস্ত পাপ নাশ করিয়া এই দেবলোকে আসিয়াছেন?॥ ৩

আপনি স্থীর তেজে অগ্নির বিকার তার প্রজ্বলিতা হইতেছেন এবং চন্দ্রকান্তার তুল্য নিজের উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত হইতে হইতে স্বর্গলোকে আসিয়াছেন॥ ৪

নিখিল বস্ত্রসকল ভাবং করত পরিশ্রমরহিত হইয়া আপনি বিমানে অবস্থান করিতেছেন। আপনার আকৃতি মনোময়ী এবং আপনি নিজ তেজে সমস্ত গুণ শোভা পাইতেছেন॥ ৫

আপনি অন্য তপস্যা, দান বা নিয়ম পালন করিয়া এই লোকে আগমন করেন নাই। অতএব নিজের সাধনা-সম্বন্ধে যথার্থ বিষয় আমাকে বলুন॥ ৬

সুমনা মধুর বাক্যে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর মনোহর হাস্যশোভিতা শাণ্ডিলী তাঁহাকে নম্রতাপূর্ণ বাক্যে এই কথা বলিলেন॥ ৭

নাহং কাষায়বসনা নাপি বল্কলধারিণী।
ন চ মুণ্ডা চ জটিলা কৃতা দেবব্রতাশ্রিতা ॥ ৮
অহিতানি চ বাক্যানি সর্বাণি পরুষাণি চ।
অপ্রমত্তা চ ভর্তারং কদাচিন্নাহমব্রুবম্ ॥ ৯
দেবতানাং পিতৃণাং চ ব্রাহ্মণানাং পুরুষে।
অপ্রমত্তা সদা যুক্তা যজ্ঞপুণ্যপরায়ণা ॥ ১০
পৈশুন্যে ন প্রবর্তামি ন মমৈতন্মনোগতম্।
অযাচি ন চ তিষ্ঠামি চিরং ন কথয়ামি চ ॥ ১১
অসদ্ বা বসিতং কিঞ্চিদ্দিতঃ বাপি কর্হিচিৎ।
রহস্যমহস্যং বা ন প্রবর্তামি সর্বথা ॥ ১২
কার্য্যার্থে নির্গতে চাপি ভর্তারে গৃহমাগতম্।
আসনেনোপসংযোজ্য পৃচ্ছামি সমাহিতা ॥ ১৩
যদন্নং ভাবিতাদাতি যদ্ ভোজ্যং ভাবিনস্যতি।
ভক্ষ্যং বা যদি বা লেহ্যং তৎসর্বং বর্জয়াম্যহম্ ॥ ১৪

দেবি! আমি কাষায় (গেরুয়া) বস্ত্র ধারণ করি নাই, বল্কল-বস্ত্রও পরিধান করি নাই, মস্তক মুণ্ডন করি নাই এবং জটাধারণও করি নাই। আর আমি এই সব করিয়া এই দেবলোকে আসি নাই। ৮

আমি সদা সাবধানে থাকিয়া নিজের পতিদেবের প্রতি কখনও অহিতকর ও অপ্রিয় বাক্য বলি নাই। ৯

আমি সর্বদা পরম যত্নসহকারে থাকিয়া সদা সাবধানে দেবতা, পিতৃপুরুষ ও ব্রাহ্মণগণের পূজায় নিযুক্তা ছিলাম। ১০

আমি কাহারও সহিত পরুষতা করি নাই। কাহারও প্রতি পরুষতা করা আমার মনোভাবও ছিল না। আমি গৃহের দ্বার ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া অবস্থান করিতাম না এবং বহুক্ষণ ধরিয়া কাহারও সহিত কথাবার্তাও বলিতাম না। ১১

আমি কখনও নির্জনে বা প্রকাশ্যে কাহারও সহিত অশ্লীল পরিহাস করিতাম না এবং আমার কোনও কার্যের দ্বারা কাহারও অহিতও হয় নাই। আমি এরূপ কার্যে কখনও প্রবৃত্তও হইতাম না। ১২

যদি আমার পতিদেব কোনও কার্যের জন্য বাহিরে যাইয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিতেন, তাহা হইলে আমি তখন উঠিয়া তাঁহাকে বসিবার আসন দিতাম এবং একাগ্রচিত্তা হইয়া তাঁহার পূজা করিতাম। ১৩

আমার স্বামী যে অন্নকে গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া মনে করিতেন এবং যে দ্রব্য, ভোজ্য ও লেহ্য পদার্থকে তিনি ভাল বাসিতেন না, আমি সেই সব পরিত্যাগ করিতাম। ১৪

কুটুম্বার্থে সদা যুক্তা যৎকিঞ্চিৎ কার্যমেব তু।
প্রাতরুত্থায় তৎ সর্বং করয়ামি করোমি চ ॥ ১৫
(অগ্নিসংরক্ষণপরা গৃহগুপ্তিষু কারয়ে।
কুমারান্ পালয়ে নিত্যং কুমারীঃ পরিশিক্ষয়ে ॥
আত্মপ্রিয়াণি হিত্বাপি গর্ভসংরক্ষণে রতা।
বালানাং বর্জয়ে নিত্যং শ্বাপং কোপং প্রজাপনম্।
অযিজ্ঞপ্তানি যাতানি নাম্নাধিক্ষেপণং গৃহে।
রত্নবৎ স্পৃহয়ে গেহে সাধঃ সর্ববসোদকাঃ ॥
সমুদ্দস্য চ শুদ্ধাত্মঃ ভিক্ষাং দত্ত্বা ভিক্ষাভিমু।)
প্রবাসং যদি মে যাতি ভর্তা কার্যেণ কেনচিৎ
মঙ্গলৈর্বৃত্তিমুক্তা তদামি নিয়তা তদা ॥ ১৬
অঞ্জনং রোচনা চৈব স্নানং মাল্যানুলেপনম্।
প্রসাধনঞ্চ নিষ্ক্রান্তে নাভিমন্যামি ভর্তরি ॥ ১৭

সমস্ত আত্মীয়-স্বজনগণের জন্য যে সব ব্রত-শ্রাদ্ধাদি আমিতে হইত এবং যে সকল কার্য ক'রতে হইত, সেই সমস্তই আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া করাইতাম ও নিজেও করিতাম। ১৫

(আমি অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে রক্ষা করিতাম এবং গৃহকে যাজ্ঞবাদির দ্বারা শুদ্ধ করিয়া রাখিতাম। বালকগণকে প্রতিদিন পালন করিতাম ও কন্যাগণকে নারীধর্মের শিক্ষা দিতাম। নিজের প্রিয় বস্তু যত্নসকল ত্যাগ করিয়া গর্ভকে সযত্নে রক্ষা করিতাম। বালকদিগকে শাপ (গালি) দান, তাহাদের প্রতি ক্রোধ করা এবং তাহাদিগকে উৎসন্ন করাও আমি ত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার গৃহে কখনও রাজাদেশ লঙ্ঘন করা থাকিত না। অজানা রহস্য এদিক্ ওদিক্ বিক্ষিপ্ত থাকিত না। আমি নিজ গৃহে দোষলক্ষকে বাস ও জল পান করাইবার তুল্য রাখিতাম এবং রত্নের ন্যায় তাঁহাদের পূজাভিত্ত করিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিতাম। আমি শুদ্ধ অবস্থায় অন্নদান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষা দিতাম।)

যদি আমার পতিদেব কোনও আবশ্যক কার্যবশতঃ প্রবাসে যাইতেন, তাহা হইলে নিয়ম পালন করিতে করিতে তাঁহার কল্যাণের জন্য নানাপ্রকার মাঙ্গলিক কার্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতাম। ১৬

স্বামী প্রবাসে গমন করিলে পর আমি নেত্রে কজ্জলদান ললাটে গোরোচনার দ্বারা তিলক করা, তৈল মাখিয়া স্নান করা পুষ্পমাল্যধারণ, অঙ্গে অঙ্গরাগলেপন ও প্রসাধন করাকে আদর করিতাম (ভালবাসিতাম) না। ১৭

যোষাপরাণি ভর্ত্তারং সুখমুত্তমমেধসা
আন্তরেষ্বপি কার্য্যেষু তেন তুষ্যতি যে মনঃ ॥ ১৮
নাস্যাসন্নাপি ভর্ত্তারং কটূক্ত্যার্থেঽপি সর্ব্বদা
ওগুওত্তা সদা চাপি সুসম্মৃষ্টনিবেশনা ॥ ১৯
ইমং ধর্ম্মপথং নারী পালয়ন্তী সমাহিতা।
অরুন্ধতীব নারীণাং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২০

ভীষ্ম উবাচ।
এতদাখ্যাতং সা দেবী সুমনাস্তে তপস্বিনী।
পতিব্রতানাং মহাভাগা ভগবান্নারদশ্চ তদা। ২১
যশ্চেদং শাণ্ডযাখ্যানং পঠেৎ পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
স ত্রৈলোক্যং সমাপ্নোতি নন্দনে স সুখী বসেৎ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি শাণ্ডিলী-সুমনসংবাদে
ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১২৩

যখন স্বামী সুখের সহিত নিদ্রা যাইতেন, সেই সময় তিনি কোন আবশ্যক কার্য্য আসিলেও তাঁহাকে কখনও জাগাইতাম না। ইহাতে আমার মন বিশেষ সন্তোষ লাভ করিত ॥ ১৮

পতিব্রতার দৃষ্টিগোচরে শয়ন সেবনের সময় আমি তাঁহাকে কখনও কটূক্তি কার্য্য করিতে দিতাম না। সুখের সেবন করা সর্ব্বদা ত্যাগ করিতাম এবং গৃহকে মার্জ্জনাদির দ্বারা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতাম ॥ ১৯

যে নারী সদা সাবধানে থাকিয়া এই ধর্ম্মপথ পালন করেন, তিনি নারীগণের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় আদরণীয়া হন এবং স্বর্গলোকেও তিনি সম্মানিতা হন ॥ ২০

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! সুমনাকে এইভাবে পতিব্রতা ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া তপস্বিনী মহাভাগা শাণ্ডিলীদেবী তৎক্ষণাৎ সেখানে অদৃশ্যা হইয়া গেলেন ॥ ২১

পাণ্ডুনন্দন! যে ব্যক্তি প্রত্যেক পর্ব্বে এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি দেবলোকে পরম সুখে নন্দনবনে সুখের সহিত বাস করিয়া থাকেন ॥ ২২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে শাণ্ডিলী ও সুমনার সংবাদ-বিষয়ক ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদের পুণ্ডরীকাশ্রম ভ্রমণকালে নারায়ণস্থানদর্শন উপদেশ; তাহার ঔর্দ্ধদৈহিক প্রাপ্তি; অন্নপ্রদান প্রশংসা, ব্রাহ্মণের রাক্ষসসমীপে তমা ধেনুবর্ণহরণ দুর্বচনতা চ কারণবর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
যজ্ঞেন পরমং কৃষ্ণমুপৈতি মহাদ্যুতিঃ।
সাক্ষাৎ যে সর্ব্বযজ্ঞানাং যজ্ঞমূর্ত্তমুপস্থিতাঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।
শ্রূয়তামিদমত্যুগ্রং পুরা সংসারযোচনম্
শ্রোতব্যঞ্চ তথা সম্যগ্ জ্ঞাতব্যঞ্চ বিশাম্পতে ॥ ১

পুণ্ডরীকঃ পুরা বিপ্রঃ পুণ্যতীর্থে তপাপিতঃ
নারদং পরিপপ্রচ্ছ শ্রেয়ো যোগপরং মুনিম্। ৩
নারদস্তমুবাচেদং ব্রহ্মলোকাৎ মহামুনে। ৪

নারদ উবাচ
শৃণুষ্বাবহিতস্তাত জ্ঞানযোগমনুত্তমম্
অপ্রবৃত্তা প্রবৃত্তার্থং বেদশাস্ত্রার্থসারকম্ ॥৫

চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[নারদকর্ত্তৃক পুণ্ডরীককে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনার উপদেশ এবং তাঁহার ঊর্দ্ধগতিপ্রাপ্তি, পরলোকের প্রশংসা, ব্রাহ্মণের দ্বারা রাক্ষসের ধেনুবর্ণ ও দুর্বল হইবার কারণ বর্ণন।]

(যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যাহা সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্যরূপে জানিবার যোগ্য, মহাত্মাগণ যাহার অনুষ্ঠানকে নিজের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন এবং যাহা সমস্ত পাপের নাশ, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—প্রভানাথ! যাহা অত্যন্ত গূঢ়, সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিকারী, তোমার দ্বারা শ্রবণ করিবার যোগ্য এবং যাহা তোমার সম্যক্‌রূপে জানা আবশ্যক, সেই পরম শ্রেয়স্কথা শ্রবণ কর ॥ ২

পুরাকালের কথা, পুণ্ডরীক নামে প্রসিদ্ধ কোনও এক ব্রাহ্মণ কোনও পুণ্যতীর্থে সস্ত্রীক তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি যোগসম্বন্ধে মুনিবর নারদকে শ্রেয়ের (কল্যাণকারী সাধনের) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন নারদ মহাত্মা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত শ্রেয়ের উপদেশ তাঁহাকে দিয়াছিলেন ॥ ৩-৪

নারদ বলিলেন,—তাত! তুমি সাবধান হইয়া সর্ব্বোত্তম

যঃ পরঃ প্রকৃতেঃ প্রোক্তঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ।
স এষ সর্বভূতাত্মা নর ইত্যভিধীয়তে ॥ ৬

নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি ততো বিদুঃ।
তাস্যেব চায়নং তত্ত্ব তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৭

নারায়ণাজ্জগৎ সর্বং সর্বকালে প্রজায়তে
তস্মিন্নেব পুনস্তচ্চ প্রলয়ে সম্প্রলীয়তে ॥ ৮

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণ পরজ্যোতির্ আত্মা নারায়ণঃ পরঃ ॥ ৯

বাসুদেবো তথা বিষ্ণুঃ সঙ্কর্ষণ তথা বিভুঃ।
সংজ্ঞাভেদৈঃ স এবৈকঃ সর্বশাস্ত্রাভিসংস্তুতঃ ॥ ১০

আলোড্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগো নারায়ণঃ সদা ॥ ১১

তস্মাদ্ধ্যানেন সর্বাংস্ত্যক্ত্বা শাস্ত্রার্থবিস্তরান্।
অনন্যচেতা ধ্যায়স্ব নারায়ণমজং বিভুম্ ॥ ১২

মুহূর্তমপি যো ধ্যায়েন্নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।

জ্ঞান-যোগের বর্ণনা শ্রবণ কর। ইহা কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে প্রকাশিত হয় নাই—অনাদি, প্রকৃত অর্থের নায়ক এবং বেদ ও শাস্ত্রসমূহের অর্থের নায়কও। ৫

যিনি চতুর্বিংশতি তত্ত্বময়ী প্রকৃতি হইতে তাঁহার সাক্ষিরূপ পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী পুরুষ রূপে কথিত হইয়াছেন এবং যিনি সমস্ত ভূতগণের আত্মা, তাঁহাকেই 'নর' বলা হয়। ৬

সেই নর হইতে তত্ত্বসকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেইজন্য সেই তত্ত্বকে 'নার' বলা হয়। নার ও তত্ত্বসমূহ অয়ন—নিবাসস্থান, সেইহেতু তিনি নারায়ণ বলিয়া কথিত হন। ৭

সৃষ্টিকালে এই নারায়ণ হইতেই সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রলয়কালে তাঁহাতেই পুনরায় উহার লয় হইয়া যায়। ৮

নারায়ণ পরব্রহ্ম, নারায়ণই সমস্ত তত্ত্ব, তিনিই পর হইতেও পর। তাঁহা হইতে অন্য কিছু শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই। ৯

তাঁহাকেই বাসুদেব, বিষ্ণু ও আত্মা বলা হয়। সংজ্ঞাভেদে একমাত্র নারায়ণই সকলশাস্ত্রের দ্বারা বর্ণিত হন। ১০

সমস্ত শাস্ত্রকে আলোড়িত (মন্থন) করিয়া বারংবার বিচার করিলে পর এই সিদ্ধান্তই স্থির হয় যে, যদা ভগবান্ নারায়ণেরই ধ্যান করা উচিত। ১১

অতএব তুমি শাস্ত্রার্থের সম্পূর্ণ প্রপঞ্চ বিস্তারকে ত্যাগ করিয়া অনন্যচিত্তে সর্বব্যাপী অজন্মা ভগবান্ নারায়ণের ধ্যান কর। ১২

সোঽপি সমস্তমিয়াদ্যোতি কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ ॥ ১৩

নমো নারায়ণায়েতি যো বেদ ব্রহ্ম শাশ্বতম্
অন্তকালে জপেত্তেতি তস্যিকো পরমং পদম্ ॥ ১৪

শ্রবণাদ্ধ্যাননাচ্চৈব স্তুতিভক্ত্যাদিভিঃ।
আরাধ্যো সর্বদা ব্রহ্ম পুরুষেণ হিতৈষিণা ॥ ১৫

লিপ্যতে ন স পাপেন নারায়ণপরায়ণঃ।
পূজাতি সকলা লোকা সভ্যাশ্চাস্তুরিষোদিতঃ ॥ ১৬

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
কেশবারাধনং হিত্বা নৈব যাতি পরাং গতিম্ ॥ ১৭

তস্মান্নরসহস্রেষু দুর্লভা তদ্গতা মতিঃ
তদ্ভক্তবৎসলঃ দেবঃ সদারাধ্য মুক্তিদ ॥ ১৮

ভীষ্ম উবাচ।

নারদেনৈবমুক্তস্য স বিপ্রোঽভ্যর্চয়দ্ধরিম্।
অথেঽপি পুণ্ডরীকাক্ষঃ পঞ্চরাত্রসমাবয়ম্ ॥ ১৯

কিরীটকুণ্ডলধরো লসচ্ছ্রীবৎসকৌস্তুভম্
তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশমঃ প্রণম্য সমুত্থিতঃ ॥ ২০

যে ব্যক্তি অন্তত ত্যাগ করিয়া মুহূর্তকাল নারায়ণের ধ্যান করেন, তিনিও উত্তম গতি প্রাপ্ত হন। আর যিনি নিয়ত তাঁহারই স্তবনসাধনে নিরত থাকেন, তাঁহার কথা আর কি বলিবার আছে। ১০

যিনি 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রকে সনাতন ব্রহ্মরূপে জানেন এবং অন্তকালে ইহার জপ করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন। ১৪

যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামনা করেন, তিনি সর্বদা শ্রবণ, মনন, ধ্যান, স্তুতি ও পূজা প্রভৃতির দ্বারা সনাতন নারায়ণের আরাধনা করিবেন। ১৫

নারায়ণের স্তবন-সাধনে নিরত ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হন না। তিনি ঔচিত্য সংপ্রতিপত্তিবিশিষ্ট সূর্যের ন্যায় সমস্ত লোককে পবিত্র করিয়া থাকেন। ১৬

ব্রহ্মচারী হউন বা গৃহস্থ হউন, বানপ্রস্থী হউন বা ভিক্ষু সন্ন্যাসী হউন, ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা ত্যাগ করিয়া দিলে কেহই পরম গতি প্রাপ্ত হন না। ১৭

উত্তম ব্রতপালনকারী পুণ্ডরীক! সহস্র নরের মধ্যে বিরল হইলে পরম ভগবান্ বিষ্ণুতে মন ও বুদ্ধি নিবিষ্ট করা অত্যন্ত দুর্লভ। অতএব তুমি সেই ভক্তবৎসল নারায়ণদেবের সন্তোষভাবে আরাধনা কর। ১৮

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! নারদ এইভাবে উপদেশ

অথ কালেন মহতা তথা প্রত্যক্ষতাং গতঃ।
সংস্তুতঃ স্তুতিভির্বেদৈর্দেব-গন্ধর্ব-সিদ্ধৈঃ ॥ ২১
অথ তৈরেব ভগবান্নারায়ণোঽক্ষতঃ।
গতঃ সম্পূজিতঃ সর্বৈঃ স যোগনিলয়ো হরিঃ ॥ ২২
তস্মাৎ ত্বমপি রাজেন্দ্র তদ্ভক্তস্তৎপরায়ণঃ।
অর্চয়িত্বা যথাযোগং ভজস্ব পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৩
অজরমমরমেকং যোগমাত্মস্বরূপং
সগুণমগুণমাদ্যং সূক্ষ্মমত্যন্তসূক্ষ্মম্।
নিরুপমরূপদেয়ং যোগবিজ্ঞানগম্যং
ত্রিভুবনগুরুলীনং সংপ্রপদ্যস্ব বিষ্ণুম্ ॥২৪)

যুধিষ্ঠির উবাচ

মাত্রি চাপি প্রবাদে চ ভ্যাসঃ কিং তপতো মতম্।
প্রব্রজিং ভগবন্শ্রেষ্ঠ যদ্বত্র ব্যাহিরিষ্যতে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

সাম্না প্রশাম্যতে ভক্ষিত্ দানেন চ তথা পরঃ।
পুরুষপ্রকৃতিঃ জ্ঞাত্বা তয়োরেবমুদাহৃতম্ ॥ ২
গুণাংস্তু শৃণু মে রাজন সাম্নস্তা ভরতর্ষভ।
দারুণানাপি ভূতানি সান্ত্বেনারাধয়েদ্ যথা ॥ ৩
অন্নাদ্যাদাহরত্তীমিতিহাসং পুরাতনম্।
গৃহীত্বা রক্ষসা মুক্তো বিভাতি কাননে যথা ॥ ৪
কস্মিংশ্চিদ্ বনদুর্দ্দেশে ব্রাহ্মণো বিজনে বনে।
গৃহীতঃ কৃচ্ছ্রমাপন্নো রক্ষসা তমসিস্থিতা ॥ ৫
স বুদ্ধিরুক্তিসম্পন্নস্তা দৃষ্ট্বৈব ভীষণম্।
সান্ত্বেবাস্মিন্ প্রযুযুজে ন মুমোহ ন বিব্যথে ॥ ৬
রক্ষস্তা যাচ্ঞা সম্পূজ্য প্রশ্নং পপ্রচ্ছ তং দ্বিজম্।
মোক্ষাসে ক্রূরি মে প্রশ্নং কেনাস্মি হরিতঃ কৃশঃ ॥ ৭

করিলেন পর বিপ্রবর পুরুষোত্তম শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি যথেষ্ট শঙ্খ-চক্র গদাধারী, কিরীট-কুণ্ডল-সুশোভিত, বৃক্ষস্থ শ্রীবৎসচিহ্নভূষিত ও কৌস্তুভ মণিধারী ভগবল্লোচন নারায়ণদেবের দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি দেবদেবেশ্বর ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াই ভীত বেগে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ১২-১৮

তদনন্তর দীর্ঘকালপরে ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাকে সেইরূপে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিলেন। সেই সময় সম্পূর্ণ বেদ এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ নানাপ্রকার স্তোত্রের দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিতেছিলেন।২১

যোগই যাঁহার নিবাসস্থান, সেই ভগবান্ অযোক্ষজ শ্রীহরি সকলের দ্বারা পূজিত হইয়া সেই স্তব পুরুষীকে সঙ্গে লইয়াই পুনরায় বীয় ধামে গমন করিলেন।২২

রাজেন্দ্র! সেইজন্য তুমি ভগবান্ শ্রীহরির ভক্ত ও শরণাগত হইয়া তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করত সেই পুরুষোত্তমের ভজন-সাধনে নিরত থাক।২৩

যিনি অজর, অমর, এক (অদ্বিতীয়), যোগ, অনাদি, অনন্ত, সগুণ, নির্গুণ, সকলের আদি কারণ, সূক্ষ্ম, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, উপমারহিত, উপযোগ্য এবং যোগিগণের অনুভবগম্য, সেই ত্রিভুবনগুরু ভগবান্ বিষ্ণুর শরণগ্রহণ কর।২৪)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার মতে দান ও মানের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? ইহাদের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা আমাকে বলুন।১

ভীষ্ম বলিলেন,—কোনও মানুষ দানের দ্বারা প্রসন্ন হয় এবং অন্যে আবার মানের দ্বারা প্রসন্ন হয়। অতএব মানুষের স্বভাব জানিয়া দুইয়ের মধ্যে একটি গ্রহণ করিবে।২

রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! এখন তুমি সামের গুণসমূহ শ্রবণ কর। যেভাবে সামের দ্বারা ভয়ঙ্কর প্রাণিগণকেও বশীভূত করিতে পারে।৩

এবিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষগণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। বনমধ্যে এক ব্রাহ্মণ কোন এক বনে রাক্ষসের দ্বারা গৃহীত হইয়াও সামনীতির দ্বারা তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।৪

এক বুদ্ধিমান্ ও বাচাল ব্রাহ্মণ কোনও এক নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময় এক রাক্ষস আসিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার ইচ্ছায় গ্রহণ করিল। তখন সেই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিপন্নাবস্থ হইলেন।৫

ব্রাহ্মণের বুদ্ধি উত্তম ছিল এবং তিনি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্নও ছিলেন। সেইজন্য সেই অত্যন্ত ভয়ানক রাক্ষসকে দেখিয়াও বিষাদ্য হইলেন না এবং ব্যথিতও হইলেন না। তবে তাঁহার প্রতি তিনি সামনীতির প্রয়োগ করিলেন।৬

রাক্ষস ব্রাহ্মণের শাস্ত্রিয় বাক্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে নিজের কয়টি জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল—যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব। বল, আমি কোন্ কারণে অত্যন্ত দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছি?৭

মুহূর্তমথ সাঞ্চিন্ত্য ব্রাহ্মণস্তস্য রক্ষসঃ
আত্তির্গাথাভিরগ্র্যাভিঃ প্রশ্নং প্রতিজগাদ হ ॥ ৮

ব্রাহ্মণ উবাচ

বিদেশস্থো বিলোক্যস্থো বিনা নূনং সুহৃজ্জনৈঃ।
বিদ্বদ্ভানতুলান্ ভুঙ্‌ক্ষে তেনাসি দুর্বলঃ কৃশঃ ॥ ৯

নূনং মিত্রাণি তে রক্ষঃ সাধুপচরিতান্যপি।
অদোষাদপরজ্যন্তে তেনাসি দুর্বলঃ কৃশঃ ॥ ১০

বনৈশ্বর্য্যাধিকা: স্তব্ধাস্তমুদ্যুক্তৈঃ পরাশ্রয়াঃ।
অবজানন্তি নূনং ত্বাং তেনাসি দুর্বলঃ কৃশঃ ॥ ১১

গুণবান্ বিগুণানজ্ঞান্ নূনং পশ্যসি সংকৃতান্।
প্রাজ্ঞোঽপ্রাজ্ঞান্ বিনীতস্ত্বং তেনাসি দুর্বলঃ কৃশঃ ॥ ১২

অমৃত্যো ক্লিশ্যমানোঽপি বৃত্তমুপায়ান্ বিগর্হয়ন্।
মাহাত্ম্যাদ্ যাবসে নূনং তেনাসি দুর্বলঃ কৃশঃ ॥ ১৩

সম্পীড্যাত্মানমার্যাভ্যাং ত্বয়া কিঞ্চিদুপকৃতম্।
জিতঃ ত্বাং মন্যতে সাধো তেনাসি দুর্বলঃ কৃশঃ ॥ ১৪

ক্লিশ্যমানান্ বিমার্গেষু কাম-ক্রোধানুবর্তিনঃ।
মন্যতে ত্বাং ব্যাধিনি জনাংস্তেনাসি দুর্বলঃ কৃশঃ ॥ ১৫

প্রজ্ঞানস্ত্বাবিদ্বো নূনমপ্রজ্ঞৈরুপসংহিতৈঃ।
হীয়মানোঽসি তদ্‌ভৈস্তেনাসি দুর্বলঃ কৃশঃ ॥ ১৬

নূনং মিত্রমুখঃ শত্রুঃ কশ্চিদার্য্যব্যবাচয়ন্
বঞ্চয়িত্বা গতস্ত্বাং বৈ তেনাসি দুর্বলঃ কৃশঃ ॥ ১৭

প্রকাশার্থগতির্নূনং রক্ষস্তুকুশলঃ কৃতী।
ত্বজ্জৈর্ন পূজ্যসে নূনং তেনাসি দুর্বলঃ কৃশঃ ॥ ১৮

অসংস্থাপি নিবিষ্টেষু ক্রবতো মুক্তসংশয়ম্।
গুণান্তে ন বিরাজন্তে তেনাসি দুর্বলঃ কৃশঃ ॥ ১৯

ইতা শ্রবণ তত্ত্ব ব্রাহ্মণ মুহূর্তকাল বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া শান্তভাবে নিম্নকথিত গাথার দ্বারা (যাতনাসূত্রের দ্বারা) সেই রাক্ষসের প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। ৮

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাক্ষস! নিশ্চয়ই তুমি সুহৃজ্জনগণ হইতে পৃথক্ হইয়া বিদেশে অবস্থান করত অতুল লোকসমূহের সহিত বাস করিতেছ এবং অসদৃশ বিষয়সমূহ উপভোগ করিতেছ সেইজন্য চিন্তার কারণে তুমি দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইতেছ। ৯

নিশ্চয়ই তোমার মিত্রগণ তোমার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সম্মানিত হইলে পরও নিজের স্বভাব-দোষবশতঃ তোমার প্রতি তাহারা অনুরাগী হইতেছে না; সেইজন্য চিন্তাবশতঃ তুমি দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ১০

যাহারা ধনে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট, সেই অল্প সম্পত্তিশালী ধন ও ঐশ্বর্য্যে অধিক ধনবান নিশ্চয়ই সদা তোমাকে অবহেলা করিতেছে, সেইজন্য তুমি দুর্বল এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ১১

তুমি গুণবান্, বিদ্বান্ ও বিনীত হইলেও সম্মান পাইতেছ না এবং গুণহীন ও মূঢ় ব্যক্তিগণকে তুমি সম্মানিত হইতে দেখিতেছ; সেইজন্য তোমার শরীরের বর্ণ পাণ্ডু হইয়া যাইতেছে এবং তুমি দুর্বল হইতেছ। ১২

জীবিকার কোন উপায় না থাকায় তুমি ক্লেশ ভোগ করিতেছ, কিন্তু নিজের দোষের জন্য জীবিকার প্রতিগ্রহাদি উপায়সমূহকে নিন্দা করিতে করিতে সেই সব গ্রহণ করিতেছ না, সেইজন্য তুমি কৃশ ও বিবর্ণবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ১৩

সাধো! সজ্জনতার জন্য তুমি নিজের শরীরকে অতি পীড়ন করিয়াও উপকার কর, তখন সে তোমাকে নিজের শক্তির দ্বারা পরাজিত বলিয়া মনে করে, সেইজন্য তুমি কৃশ ও বিবর্ণবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ১৪

রাজাদের চিত্ত সদা ক্রোধে থাকায়, অতএব যাহারা কৃষিতে লাগিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছে সম্ভবতঃ সেই সব ব্যক্তিদের জন্য তুমি সদা চিন্তিত থাক সেইজন্য তুমি দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ১৫

বর্ষিত তুমি নিজের উত্তম বুদ্ধির দ্বারা সম্মানের যোগ্য, তথাপি অজ্ঞান ব্যক্তিরা তোমাকে উপহাস করে এবং দুরাচারী পুরুষেরা তোমাকে ভয় জন্য করে, এই চিন্তায় তোমার শরীর শুষ্ক হইয়া কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে। ১৬

নিশ্চয়ই কোন শত্রু মুখে মিত্রতার কথা বলিয়া এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষের ন্যায় আচরণ করিয়া তোমাকে প্রতারিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে সেইজন্য তুমি দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছ। ১৭

তোমার অর্থগতি—কার্য্যনৈপুণ্য সজ্জনের বিদিত, তুমি বহুশ্রুত তথা বুদ্ধিতে নিপুণ এবং বিদ্বান্, তথাপি গুণজ্ঞ পুরুষেরা তোমার সম্মান করিতেছে না; সেইজন্য তুমি চিন্তায় দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ১৮

তুমি দুরাগ্রহী দুষ্ট পুরুষগণের মধ্যেই সংশয়-রহিত উত্তম কথা বলিয়া থাক, তথাপি তোমার গুণ সেখানে প্রকাশিত হয় না; সেইজন্য তুমি দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ১৯

ধনবুদ্ধিক্ষতৈর্হীনঃ কেবলং ভেত্তসাধিতঃ।
যদ্বৎ প্রার্থয়সে নূনং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥ ১০

তপঃপ্রবিপ্রিতাত্মানং মত্বা ত্বাময্যকাঙ্ক্ষিণম্।
বান্ধবা নাভিনন্দন্তি তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥ ১১

(সুহৃদ্বিনীতঃ পূতো বা জামাতা বা প্রমার্জকঃ।
দারা বা প্রতিকূলস্তে তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥

ভ্রাতরোঽভীব বিষমাঃ পিতা বা দুঃখতো মৃতঃ।
মাতা জ্যেষ্ঠো গুরুর্বাপি তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥

ব্রাহ্মণো বা গুরো গৌর্বা ব্রহ্মস্বং বা হৃতং পুরা।
দেবস্বং বাধিকং কালে তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥

হৃতদারোঽথ বৃদ্ধো বা লোকে দ্বিষ্টোঽথ বা নরৈঃ।
অবিজ্ঞানেন বা বৃদ্ধস্তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥

দার্ঢ্যার্থং বলং দৃষ্ট্বা বা স্ত্রীবাপি পরেদ্যুর্ভা।
বৃদ্ধির্বা দুর্বলাপেক্ষা তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥)

ইষ্টাদ্যর্থস্ত তে নূনং প্রাণিবেত্তো মহাধনঃ।
যুবা পলিতঃ কামী তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥ ২২

নূনমর্থবতাং মধ্যে ঊষ বাক্যমনুত্তমম্।
ন ভাতি কালেঽতিথিত্ব তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥ ২৩

নৃচক্ষুর্দেবতা সূর্যঃ কৃণিতা দ্যুতয়প্রিয়ম্।
অনুবেত্তুং ন শক্নোষি তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥ ২৪

নূনমাসন্তরিষ্যা ত্বাঃ কৃত্তো কাশ্চিদ্দীপিভিঃ।
কল্পিতর্ষয়তে নিত্যাঃ তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥ ২৫

অথবা ঈহাও হইতে পারে যে, তুমি ধন, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে হীন হইয়াও কেবল পাণ্ডিত্য শক্তিসম্পন্ন হইয়া উচ্চপদ আকাঙ্ক্ষা করিতেছ এবং ইহাতে তুমি সফলতা লাভ করিতে পার নাই, সেইজন্য তুমি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ ও তোমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ২০

আমি ঈহাও মনে করি যে, তোমার ধন তপস্যায় আছই এবং সেই কারণে তুমি বনে থাকিবার বাসনা করিতেছ, কিন্তু তোমার বন্ধু-বান্ধবগণ তাহাকে অভিনন্দিত অর্থাৎ বনে যাইবার বিষয় অনুমোদন করিতেছে না সেইজন্য তুমি চিন্তায় পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছ। ২১

(অথবা ঈহাও হইতে পারে যে, তোমার পুত্র অত্যন্ত দুর্বিনীত কিংবা তোমার জামাতা তোমার গৃহের সম্পূর্ণ ধন-সম্পত্তি নিঃশেষে লইয়া যাইতেছে এবং তোমার পত্নী প্রতিকূল-স্বভাবযুক্তা সেইজন্য তোমার শরীর পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছে।

তোমার ভ্রাতারা অত্যন্ত বিষম প্রকৃতির (বেইমান), অথবা তোমার পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও গুরুজনগণ দুঃখে মৃত্যুবরণ করিয়াছে, এই সব চিন্তা করিয়া তুমি দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ।

অথবা ঈহাও হইতে পারে যে, তুমি পূর্বে কোনও ব্রাহ্মণ বা গো-কে বধ্যা করিয়াছ, কিংবা কোনও ব্রাহ্মণ বা দেবতার কোনও সময়ে প্রচুর ধন চুরি করিয়াছ, সেইজন্য তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছ।

অথবা ঈহাও হইতে পারে যে, তোমার স্ত্রীকে কেহ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। অথবা তুমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছ বা জগতের সকল মানুষ তোমাকে ঘৃণা করে, কিংবা অজ্ঞানের দ্বারাই তুমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছ, এই সব চিন্তার জন্য তোমার দেহ দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে।

বাহুল্যের জন্য তোমার নিকট ধন দেখিয়া অপর ব্যক্তিরা তোমার সেই নিজস্ব সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লইয়াছে অথবা জীবিকার জন্য তোমাকে কোনও দুই পুরুষের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, সেই চিন্তায় তোমার দেহ দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে।)

আমার ঈহাও হইতে পারে যে, তোমার স্ত্রী পরমা সুন্দরী বলিয়া তোমার অত্যন্ত প্রিয় এবং তোমার প্রতিবেশী কোনও ব্যক্তি অতিশয় ধনবান, মহাবলশালী ও কামী নবযুবক বাস করে, এই চিন্তায় তুমি দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ২২

নিশ্চয়ই তুমি ধনমানুষগণের মধ্যে পরম উত্তম ও সদ্বোচিত বাক্য বলিয়া থাক, কিন্তু সেই বাক্য তাহাদের অভিপ্রেত হয় না বলিয়া তোমার মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ হইতেছে না, সেইজন্য তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছ। ২৩

তোমার কোন পূর্বোক্ত দৃষ্টিশক্তি প্রিয়ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তিবলঃ তোমার উপর কুপিত হইয়াছে এবং তুমি তাহাকে কোনরূপেই বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারিতেছ না, সেইজন্য তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া পড়িতেছ। ২৪

নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি তোমাকে নিজের ইচ্ছানুসারে কোন অভীষ্ট কার্যে নিযুক্ত করিয়া দক্ষিণা স্বার্থসিদ্ধি করিতে বাধ্য করিতেছে; সেইজন্য তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছ। ২৫

নূনং ত্বাং সুহৃদৈর্মুক্তং পুত্রযানং সুদুস্তরম্
মমার্থ ইতি জানীতে তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ২৬

অন্তর্গতমভিপ্রায়ং নূনং নেচ্ছসি লজ্জয়া
বিবেক্তুং প্রাপ্তিবৈশেষ্যাৎ তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ২৭

নানাবুদ্ধিরুচো লোকে মনুষ্যান্ নূনমিচ্ছসি।
গ্রহীতুং খণ্ডশৈঃ সর্বাংস্তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ২৮

অধিষ্ঠানং ভীরুরক্ষার্থং বিত্তাবিক্রমণানজম্
যশঃ প্রার্থয়সে নূনং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ২৯

চিন্তাভিরধিকং কিঞ্চিৎ ফলমপ্রাপ্তমেব তে
কৃতমন্যৈরপশ্যন্ত স্তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩০

নূনমাত্মকৃতং দোষমপশ্যন্ কিঞ্চিদাত্মনঃ।
অকারণেঽভিশপ্তোঽসি তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩১

সাধূন্ সুহৃত্সু দৃষ্ট্বা চ তথা সাধূন্ বনেচরান্।
মুক্তাংস্তাবনে সক্তাংস্তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩২

সুহৃদাং দুঃখমাত্মানং ন প্রমোক্ষসি চাত্মিকম্।
অলমর্থগুণৈর্হীনঃ তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩৩

ধর্মমর্থাংশ্চ কামাংশ্চ কালে ত্যক্তিহিতং বচঃ।
ন প্রতীয়তি তে নূনং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩৪

ধনান্যকুশলৈরর্থান্ মনীষী সংত্যজীবযুঃ।
প্রাপ্য বর্ষত্রয়ং নূনং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩৫

পাপান্ প্রবর্ধতো দৃষ্ট্বা কল্যাণানাবসীদতঃ।
ক্রুরং দৃষ্টঞ্চ সে নিত্যং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩৬

পরস্পরবিরুদ্ধানাং প্রিয়ং নূনং চিকীর্ষসি
সুহৃদামুপরোধেন তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩৭

তুমি সহৃদ্গণদ্বারে মুক্ত থাকায় নিশ্চয় অন্য ব্যক্তিগণের দ্বারা পূজিত হইতেছ, কিন্তু তোমার মিত্র মনে করিতেছে, এ আমার প্রতাবেই সমাদর পাইতেছে, সেইজন্য তুমি চিন্তায় দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ২৬

নিশ্চয়ই তুমি লজ্জাবশতঃ তাহাদের নিকট নিজের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নও, কারণ তোমার অভীষ্ট বিষয়-প্রাপ্তিতে সন্দেহ আছে, সেইজন্য চিন্তায় শুষ্ক হইয়া যাইতেছ ও পাণ্ডুবর্ণ হইতেছ। ২৭

নিশ্চয়ই সংসারে নানা প্রকার বুদ্ধিযুক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন রুচি-বিশিষ্ট বহু মানুষ আছে। তাহাদের সকলকে তুমি নিজ গুণে বশীভূত করিতে বাসনা করিতেছ। সেইজন্য তুমি ক্ষীণকায় ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ২৮

অথবা ইহাও হইতে পারে যে, তুমি বিদ্বান্ না হইয়াও বিদ্যার দ্বারা প্রাপ্য ধন লাভ করিতে বাসনা করিতেছ, তাই হইয়াও পরাক্রমজনিত কীর্তি পাইতে ইচ্ছুক হইয়াছ এবং নিজের নিকটে অত্যন্ত অল্প ধন থাকিলেও ধনবান্ হইবার ধন লাভে উৎসুক হইয়াছ, সেইজন্য দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ২৯

তুমি কোন কার্য করিয়াছ, যাহার দ্বারা চিরকাল হইতে অভিলষিত কোন ধন তুমি লাভ করিতে বাসনা করিয়াছিলে, কিন্তু তুমি তাহা লাভ কর নাই এবং অন্য ব্যক্তিগণ তাহা অনায়াসে করিয়া লইয়াছে। সেইজন্য তোমার দেহের বর্ণ পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে এবং তোমার দেহ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ৩০

নিশ্চয়ই তুমি নিজের কোনও দোষ দেখিতে পাইতেছ না, অথচ অকারণে অন্য ব্যক্তি তোমাকে অভিশাপ করিয়া থাকে, সেইজন্যও তুমি ভাগ্যহীন ও দুর্বল হইয়া যাইতেছ। ৩১

তুমি বিবেক সম্পূর্ণরূপে সুস্থ, দুর্জনদিগকে বর্জনকারী এবং সজ্জনদিগকে বন্ধু মধ্যে আনিতে দেখিতেছ, সেইজন্য তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছ। ৩২

অথবা তোমার বন্ধু বান্ধবগণ তোমাকেই পীড়িত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং তুমি তাহাদিগকে সেই পীড়াজনিত কষ্ট হইতে মুক্ত করিতে পারিতেছ না ও নিজেকে তুমি অর্থলাভ হইতে বঞ্চিত দেখিতেছ, সেইজন্যই তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছ। ৩৩

তোমার বাক্য ধর্ম, অর্থ ও কামের অনুকূল এবং সারযুক্ত, অথচ অন্য ব্যক্তিগণ তাহা বিশ্বাস করিতেছে না, সেইজন্য তুমি ভাগ্যহীন ও ক্ষীণদেহ হইয়া যাইতেছ। ৩৪

মনীষী ব্যক্তিগণ তুমি জীবন-নির্বাহের ইচ্ছাতেই অজ্ঞান পুরুষগণের প্রদত্ত ধন লইয়া তাহার দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতেছ; সেইজন্য তোমার দেহ ভাগ্যহীন ও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। ৩৫

পাপী পুরুষদিগকে উন্নতিলাভ করিতে এবং কল্যাণকর কার্যে নিরত পুণ্যাত্মা পুরুষদিগকে কষ্টভোগ করিতে দেখিয়া তুমি অবশ্যই সর্বদা এই পরিস্থিতির নিন্দা করিতেছ; সেইজন্য তুমি দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ৩৬

পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিরোধে রত নিজের সুহৃদ্গণকে তুমি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের প্রিয় করিতে বাসনা করিতেছ, সেইজন্য চিন্তার কারণে তুমি শ্রীহীন ও দুর্বল হইয়া যাইতেছ। ৩৭

শ্রোত্রিয়াংশ্চ বিকর্মস্থান্ প্রাজ্ঞাংশ্চাপাজিতেন্দ্রিয়ান্।
অন্যেঽনুষ্যায়সি জনাংস্তেনাসি হরিতঃ কৃশঃ। ৩৮
এবং সম্পূজিতঃ রক্ষো বিপ্রঃ ত্বং প্রত্যপদ্যত।
সখায়মকরোচ্চৈনং সাবোজ্যার্থৈর্মুহোঢ় হ। ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি হরিবলশকাখ্যানে
চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১২৪

যেসব ব্রাহ্মণগণকে বেদবিরুদ্ধ কর্মে আলস্য ও বিদ্যান্ ব্যক্তি বিষয়ে ইন্দ্রিয়বর্গের অধীনতা দেখিয়া তুমি নিয়ত চিন্তিত থাক, ইহা আমি জানি। সেইজন্য সম্প্রতি তোমার দেহ কান্তিহীন ও দুর্বল হইয়া যাইতেছে। ৩৮

এই কথা বলিয়া যখন সেই ব্রাহ্মণ রাক্ষসকে সখায় করিলেন, তখন রাক্ষস ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত সম্মানিত করিল এবং ব্রাহ্মণকে নিজের মিত্র করিল। তারপর তাঁহাকে প্রচুর ধন দিয়া মুক্ত করিয়া দিল। ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে পাতুধর্ম কথন রাক্ষসের উপাখ্যান-বিষয়ক চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রাদ্ধবিষয়ে দেবসূত্ত-পিতৃ নাম, পাপেভ্যো মুক্তিলাভ-বিষয়ে ইন্দ্র-বিদ্যুৎপ্রভয়োঃ, ধর্মবিষয়ে, ইন্দ্র-বৃহস্পত্যোঃ, বৃত্রোৎসর্গাদিবিষয়ে দেবর্ষি-পিতৃগণ সংবাদবর্ণন।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

কস্য মানুষকং প্রাপ্য কর্মণ্যেষু পুরুর্ষভম্
শ্রেয়োঽধিকং দরিদ্রেণ কিং কর্তব্যং পিতামহ। ১

দানানামুত্তমং যচ্চ যেন যচ্চ যথা যথা।
মান্যান্ পূজ্যাংশ্চ গাঙ্গেয় বক্তুমর্হসি। ২

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং পৃষ্টো নরেন্দ্রেণ পাণ্ডবেন যশস্বিনা
ধর্মাণাং পরমং গুহ্যং ভীষ্মঃ প্রোবাচ পার্থিবম্। ৩

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণুষাবহিতো রাজন্ ধর্মগুহ্যান্ ভারত।
যথা হি ভগবান্ ব্যাসঃ পুরা কথিতবান্ মহি। ৪
দেবগুহ্যমিদং রাজন্ যজ্ঞনাক্ষিকর্ণণা।
নিয়মেনৈব যুক্তেন শ্রুতমস্মাভিঃ ফলম্। ৫
যেন যঃ প্রীয়তে দেবঃ প্রীয়ন্তে পিতরস্তথা।
ঋষয়ঃ প্রপিতাঃ শ্রীমন্ চিত্রগুপ্তো দিশাং পতিঃ। ৬
ঋষিসঙ্ঘাঃ স্মৃতো যত্র সত্রযজ্ঞো মহাফলঃ।
মহাদানফলা চৈব সর্বযজ্ঞফলা তথা। ৭

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[শ্রাদ্ধের বিষয়ে দেবসূত্ত ও পিতৃগণের, পাপসমূহ হইতে মুক্তিলাভ বিষয়ে যমদি ইন্দ্র ও বিদ্যুৎপ্রভের, ধর্মবিষয়ে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির এবং বৃত্রোৎসর্গাদি বিষয়ে দেবর্ষি ও পিতৃগণের সংবাদ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! মনুষ্যলোকে জন্ম ও পরম দুর্লভ কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া নিজের কন্যা পর্যন্ত বিক্রয় করিয়াও দরিদ্র ব্যক্তির কি করা কর্তব্য? ১

গঙ্গানন্দন! সকল দান হইতে যাহা উত্তম দান, যে দানযোগ্য ব্যক্তি যে ভাবে দান করা উচিত এবং যাঁহাদের মাননীয় ও পূজনীয় —এই সমের রহস্য (গোপনীয়) বিষয় আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ধর্মজ্ঞ পাণ্ডুপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পর ভীষ্ম তাঁহাকে ধর্মের পরম গুহ্য রহস্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! অতএবনন্দন পুরাকালে ভগবান্ বেদব্যাস আমাকে ধর্মের যে গূঢ় রহস্য বলিয়াছিলেন, উহা বলিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ৪

রাজন্! অনায়াসেই মহৎকর্মকারী যজ্ঞ নিয়মপরায়ণ ও যোগযুক্ত হইয়া মহাতপস্যার ফলস্বরূপ এই দেবগুহ্য রহস্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫

যাহার দ্বারা দেবতা, পিতৃপুরুষ, ঋষি ও প্রপিতৃগণ এবং লক্ষ্মী, চিত্রগুপ্ত ও দিগ্ পতিগণ প্রসন্ন হন। ৬

যাহার মধ্যে মহাফলদায়ক ঋষিসঙ্ঘের যজ্ঞে সন্নিবিষ্ট আছে এবং যাহার অনুষ্ঠানে মহাদানসমূহ ও সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ৭

সংশ্লেষদেহং জানীয়াদ্ জ্ঞাত্বা বা মুক্তদেহবন্ধ।
সদোষোঽদোষবাংশ্চৈব তৈশ্চ সহ মুজ্যতে ॥ ৮

দশপূর্বানদশ চক্রং দশচক্রসমো রাজা।
দশরাজসমা বেশ্যা দশবেশ্যাসমো নৃপঃ ॥ ৯

অর্থৈতানি সর্বাণি নৃপতিঃ কথ্যতেঽধিকঃ।
ত্রিষর্গনিহিতং শাস্ত্রং পবিত্রং পুণ্যলক্ষণম্ ॥ ১০

ধর্মব্যাকরণং পুণ্যং মহদ্ভিশ্রবণং মহৎ।
শ্রোতব্যং ধর্মসংযুক্তং বিহিতং ত্রিদশৈঃ স্বয়ম্ ॥ ১১

পিতৃণাং যত্র গুহ্যানি প্রোচ্যন্তে শ্রাদ্ধকর্মণি।
দেবতানাঞ্চ সর্বেষাং রহস্যং কথ্যতেঽধিকম্ ॥ ১২

ঋষিধর্মঃ স্মৃতো যত্র সরহস্যো মহাফলঃ
মহাযজ্ঞফলঃ চৈব সর্বদানফলা তথা ॥ ১৩

যে পঠন্তি সদা মর্ত্যা যেষাং চৈবোপস্তিষ্ঠতি।

শ্রুত্বা চ ফলমাপ্নোতি যৎ নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ১৪

গবাং ফলং তীর্থফলং যজ্ঞানাং চৈব যৎ ফলম্।
এতৎ ফলমবাপ্নোতি যো নরোঽভিপূজকঃ ॥ ১৫

শ্রোতারঃ শ্রদ্ধধানাশ্চ যেষাং শুশ্রূষ মানসম্।
তেষাং যাস্যন্তি ভিত্তা লোকাঃ শ্রদ্ধধানেন সাধুনা ॥ ১৬

মুচ্যতে কিল্বিষাচ্চৈব ন স পাপেন লিপ্যতে।
যৎকঞ্চ লভতে নিত্যং প্রেত্য লোকগতো নরঃ ॥ ১৭

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য দেবদূতো যদৃচ্ছয়া
স্থিতো দ্বারস্থিতো কৃত্বা পর্যায়েণাবসদ্ বাসম্ ॥ ১৮

যো তো কামগুণোপেতাববিনৌ ত্রিদশাবরৌ।
আজগ্মাহ্বাহ ততঃ প্রাপ্তঃ সনয়ান্ পিতৃদেবতান্ ॥১৯

কস্মাদ্ভি মৈথুনা শ্রাদ্ধে ভুক্তোভুক্তং বর্জিতম্।
ভিন্নার্থক ত্রয়ঃ পিণ্ডাঃ প্রবিভক্তাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২০

নিষ্পাপ হয়েন। যে ব্যক্তি সেই গ্রন্থকে এইভাবে জানেন এবং জানিয়া তদনুসারে অনুষ্ঠান করেন, তিনি সদোষ (পাপী) হইলেও সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হন ও সদ্গুণসমূহে যুক্ত হন ॥ ৮

দশ পত্তনরক্ষাকারী জাতিভুক্ত। (কলাইভুলা) এক জেলী, দশ জেলিভুক্ত এক দুর্গরক্ষী, দশ দুর্গরক্ষীভুক্ত এক বেশ্যা এবং দশ বেশ্যার সমান এক রাজা ॥ ৯

রাজা ইহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক দোষযুক্ত বলিয়া কথিত হয়, কারণ, ইহাদের পাপ রাজার পাপের অর্দ্ধ হইতেও কম। (সেইজন্য রাজার দান গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।) ধর্ম, অর্থ ও কামের প্রতিপাদনকারী যে শাস্ত্র, তাহা পবিত্র ও পুণ্যের পরিচয়প্রদানকারী ॥ ১০

উহার মধ্যে ধর্ম ও যজ্ঞের রহস্যের ব্যাখ্যা আছে। এই শাস্ত্র পরম পবিত্র, মহৎ রহস্যময় তত্ত্বের প্রকাশকারক, ধর্মপূর্ণ এবং সাক্ষাৎ দেবতাগণের দ্বারা বিহিত। অতএব এই শাস্ত্র শ্রবণ করা উচিত ॥ ১১

উহার মধ্যে পিতৃগণের শ্রাদ্ধের বিষয়ে গূঢ় কথা বর্ণিত আছে, উহার মধ্যে দেবতাদিগের রহস্য পূর্ণভাবে উল্লিখিত আছে, উহার মধ্যে রহস্যসহ মহাফলপ্রদ ঋষি ধর্মের, মহাযজ্ঞফলদের এবং সকল দানের ফল প্রতিপাদন করা হইয়াছে ॥ ১২-১৩

---

* এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিত ভাবেও দেওয়া হয়,—
দশ পত্তনরক্ষাকারী জাতির তুল্য এক কৃত রাজা, সেইরূপ দশটি ক্ষুদ্র রাজ্যের তুল্য একটি ক্ষত্র, সেইরূপ দশটি ক্ষত্রের তুল্য একটি বেশ্যা এবং সেইরূপ বেশ্যার তুল্য এক নৃপ ॥ ৯

যে সব মানুষ এই শাস্ত্র পাঠ করেন, যাঁহাদের কাছেই ইহা বসবেদ হইয়া যায় এবং যাঁহারা ইহা শ্রবণ করিয়া যিনি অন্য ব্যক্তিদিগের সম্মুখে ব্যাখ্যা করেন, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ হইয়া যান ॥ ১৪

যে মানুষ অতিথিগণের পূজা করেন, তিনি গোদান, তীর্থ স্নান ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৫

যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ করেন এবং যাঁহাদের হৃদয় শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা শ্রদ্ধালু ও শ্রেষ্ঠ মনের দ্বারা অবশ্যই পুণ্যলোকসমূহ জয় করিয়া থাকেন ॥ ১৬

শুদ্ধচিত্ত মানুষ শ্রদ্ধাসহকারে শাস্ত্র শ্রবণ করিলে পূর্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান এবং ভবিষ্যতে কোনও পাপে লিপ্ত হন না। তিনি নিত্য কথাকথন করেন ও মৃত্যুর পর উত্তম লোক প্রাপ্ত হন ॥ ১৭

কোনও এক সময়ের কথা, এক দেবদূত অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া আকাশে অবস্থিত হইয়া অবস্থিতি ইচ্ছাকে বলিলেন ॥ ১৮

এই যে তমনীয় গুণসম্পন্ন বৈশ্বদেবয় অগ্নিবীজুবারয়, আমি তাঁহাদের অনুরক্তিকরে দেবতা, পিতৃপুরুষ ও মনুষ্যগণের নিকট আসিয়াছি ॥ ১৯

আমার মনে এই জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইয়াছে যে, শ্রাদ্ধের দি শ্রাদ্ধকর্তা ও শ্রাদ্ধান্ন ভোজনকারী ব্রাহ্মণের পক্ষে যে মৈথুনে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার কারণ কি? এবং শ্রাদ্ধে পৃথক্ তিনটি পিণ্ড কি জন্য দেওয়া হয়? ॥ ২০

প্রথমঃ কস্য দাতব্যো মধ্যমঃ ক চ গচ্ছতি
উত্তমস্তু সুতঃ কস্য এতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ১১
ব্রহ্মবাদিনের্ বৃত্তেন ভাষিতঃ বসসংহিতম্
পূর্বস্মাদ্বিপ্রশাঃ সর্বে পিতরঃ পূজা যেচরম্ ॥ ১২

পিতর উচুঃ

যাবতঃ স্নেহযুক্ত জন্তুঃ তে শ্রদ্ধতাং খেচরোত্তম।
মূলার্থঃ পরমঃ প্রোক্তো তবতা সমুদীরিতঃ ॥ ১৩
শ্রাদ্ধাং দত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চ পুরুষো যঃ স্ত্রিয় ব্রজেৎ।
পিতরস্তস্য তাং যানং তস্মিন্ রেতসি শেরতে ॥ ১৪
প্রবিভাগং তু পিণ্ডানাং প্রবক্ষ্যামাম্যনুপূর্বশঃ।
পিণ্ডো হ্যবয়বৈঃ পঞ্চভিঃ অপ আবিশ্য তাবয়েৎ ॥ ১৫
পিণ্ডং তু মধ্যমং ভক্ত পত্নী যেত্তা সমশ্নুতে।
পিণ্ডভুক্তীয়ো যত্নেযাং তং দদ্যাদ্ভাগবেদিনি ॥ ১৬
এষ শ্রাদ্ধবিধিঃ প্রোক্তো যথা যত্নো ন লুপ্যতে।
পিতরস্তস্য তুষ্যন্তি প্রস্রষ্টারশ্চ সদা ॥ ১৭

প্রজা বিবর্ধতে চাস্য অক্ষয়ং চোপতিষ্ঠতি।

দেবঋত উবাচ।

আনুপূর্বোণ পিণ্ডানাং প্রবিভাগং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮
পিতৃণাং ত্রিষু সর্বেষাং নিরুক্তং কবিভিঃ স্মৃতা
এতঃ সমুদ্ভবঃ পিণ্ডো জ্ঞাতব্যঃ কস্য গচ্ছতি ॥ ১৯
ক্ব বা প্রীণয়তে দেবঃ কথং তারয়তে পিতৃন্
মধ্যমা তু তথা পত্নী ভুক্ত স্নেহানুজ্ঞাকরেব হি ॥ ২০
ত্রিষর্থং পিতরস্তস্য কথ্যন্তে চ ভূভুবে।
অয়ং বসুস্তিঃ পিণ্ডো গচ্ছতে ভাজবেদনম্ ॥ ২১
ভবতে তা গতিস্তস্য ক বা সমনুগচ্ছতি।
এতদিচ্ছামাহং শ্রোতুং পিতৃষু ত্রিষু বা গতিঃ ॥ ২২
কস্য বৃত্তিক মার্গক যজ্ঞেনা প্রতিপদ্যতে।

পিতর উচুঃ

সুমহানেষ প্রশ্নো বৈ যত্বয়া সমুদীরিতঃ ॥ ২৩
বহুশাস্ত্রকৃতা চাপি পৃষ্টাঃ স্ম গণনেরয়।
একদেব প্রবক্ষ্যন্তি দেবাস্তু মুনয়স্তথা ॥ ২৪

এবং কথনও ক্ষীণ হয় না। ১৭½

দেবঋত বলিলেন,—পিতৃগণ! আপনারা ক্রমশঃ পিণ্ড-সমূহের বিভাগ বলিলেন এবং ত্রিলোকে যে সকল পিতৃগণ আছেন, তাঁহাদের পিণ্ডদান কবিরাও আপনারা সংক্ষেপে বিধানও আপনারা বলিলেন। ১৮½

কিন্তু প্রথমে পিণ্ডকে উদ্দেশিত করিয়া জলের নীচেই যে প্রদান করিবার কথা বলিলেন, তদ্দ্বারায় যদি সেই পিণ্ড জলে দেওয়া হয়, তবে তাহা কে প্রাপ্ত হন? সেই পিণ্ড কোন্ দেবতাকে তৃপ্ত করে? এবং কিভাবে পিতৃগণকে উদ্ধার করে? ১৯½

এইভাবে যদি গুরুজনগণের অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় পিণ্ড পত্নী ভক্ষণ করে, তাহা হইলে পিতৃগণ সেই পিণ্ড কিভাবে উপভোগ করেন। ২০½

এবং অন্যান্য পিণ্ড যদি অগ্নিতে দেওয়া হয়, তবে তাহার গতি কি হইবে? সেই পিণ্ড কোন্ দেবতা প্রাপ্ত হন? ২১½

এই সব আমি প্রশ্ন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তিন পিণ্ডের যে গতি হয়, তাহার যে ফল, বৃত্তি এবং মার্গ ও যে দেবতা সেই সব পিণ্ড প্রাপ্ত হন, এ সমস্তই প্রকাশিত করুন। ২২½

পিতৃগণ বলিলেন,—আকাশচারী দেবঋত! তুমি এই অত্যন্ত উত্তম প্রশ্ন উপস্থাপিত করিয়াছ এবং আমাদের নিকট

তেষ্বপ্যেষাং ন বিজ্ঞায়ন্তি পিতৃকার্য্যবিনিশ্চয়ম্
বর্জয়িত্বা মহাত্মানং চিরজীবিনমুত্তমম্ ॥ ৩৫
পিতৃভক্তস্তু যো বিপ্রো বয়সস্তো মহাবলাঃ
ব্রহ্মণাপি পিতামাং শ্রুত্বা ভবতো গতিম্ ॥ ৩৬
দেবদূতেন বঃ পৃষ্টঃ শ্রাদ্ধস্য বিধিনিশ্চয়ঃ।
গদিতং ব্রহ্মণা পিতামঃ শৃণুধ্বমবিচেতসা মম ॥ ৩৭
অপো গচ্ছতি যো ভক্ত্যা শশিনং জ্যেষ্ঠ শ্রীবণে
শশী শ্রীবণতে দেবান্ পিতৃংশ্চৈব মহামতে ॥ ৩৮
ভুঙ্‌ক্তে তু পক্ষী যং চৈবামনুজ্ঞাতা তু মন্ত্রবম্।
পুত্রকামায় পুত্রঃ তু প্রযচ্ছন্তি পিতামহাঃ ॥ ৩৯
হব্যবাহে তু যঃ পিণ্ডে দীয়তে ত্রিবিধে নরে।
পিতরস্তেন তৃপ্যন্তি শ্রীতাঃ কামান্ দিশন্তি চ ॥ ৪০
এতৎ তে কথিতং সর্বং ত্রিষু পিণ্ডেষু যা গতিঃ।

কথিতং যো যজমানস্য পিতৃভক্তমুদাহৃতি ॥ ৪১
তস্মিন্নপি মনুষ্যে পরিহার্য্যং হি মৈথুনম্।
শুচিনা তু সদা শ্রাদ্ধং ভোক্তব্যং খেচরোত্তম ॥ ৪২
যে মন্ত্রা কথিতা দোষাস্তে তথা সূর্য চাপরে।
তস্মাৎ স্নাতঃ শুচিঃ শান্তঃ শ্রাদ্ধং ভুঞ্জীত বৈ দ্বিজঃ ॥ ৪৩
প্রজা বিবর্ধতে চাস্য যজ্ঞৈশ্চৈব সমশ্নুতে।
ততো বিদ্যুৎপ্রভো নাম তরিষ্যতি মহাবলাঃ ॥ ৪৪
আদিত্যভেজসা তস্য তুল্যঃ রূপং প্রকাশতে।
স চ দর্শয়িষ্যসীতি শ্রুত্বা শক্রমথাব্রবীৎ ॥ ৪৫
তির্যগ্‌যোনিসতান্ সত্ত্বান্ মর্ত্যা হিংসন্তি যোনিতাঃ
কীটান্ পিপীলিকান্ সর্পান্ যেষান্ সমুপপদ্যিনঃ ॥ ৪৬
কিন্বিষং সুমহৎ প্রাপ্তাঃ কিংবিধেষাং প্রতিক্রিয়া।
ততো দেবগণাঃ সর্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৪৭

তৃপ্তি অনুভব করলেন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। দেবতা ও মুনিগণও এই পিতৃকার্য্যের প্রশংসা করেন। ৩৫-৩৬

কিন্তু তাঁহারা এইরূপ পিতৃকার্য্যের রহস্যকে নিশ্চিতরূপে জানেন না। যিনি পিতৃভক্ত এবং যে মহাবলবান্ পুরুষ ব্রাহ্মণের বর লাভ করিয়াছেন, সেই শ্রেষ্ঠ চিরজীবী মহাত্মা মার্কণ্ডেয় ব্যতীত আর কেহই ইহার পরিচয় জানেন না। ৩৭-৪১

তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট হইতে তিন পিণ্ডের গতি শ্রবণ করিয়া শ্রাদ্ধের রহস্য জানিতে পারিয়াছেন। দেবদূত! তুমি যে শ্রাদ্ধ বিধির নির্ণয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তদুত্তরে তিন পিণ্ডের গতি বলিতেছি, সাবধান হইয়া তুমি শ্রবণ কর ॥ ৩৮-৪৭

মহাত্মন্! এই শ্রাদ্ধে যে প্রথম পিণ্ড জলের মধ্যে যায়, সেই পিণ্ড চন্দ্রকে তৃপ্ত করে এবং চন্দ্র স্বয়ং দেবতা ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করেন। ৩৮

এইরূপ শ্রাদ্ধকর্ত্তার পত্নী গুরুজনগণের অনুমতিক্রমে যে দ্বিতীয় পিণ্ড ভক্ষণ করে, তাহার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া পিতামহ পুত্রকামী পুরুষকে পুত্র প্রদান করেন। ৩৯

অগ্নিতে যে তৃতীয় পিণ্ড দেওয়া হয়, তাহাতেও তত্ত্ব আমার নিকটে শ্রবণ কর। তাহার দ্বারা পিতৃগণ তুষ্ট হন এবং তুষ্ট হইয়া তাঁহারা সেই মানবের সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন। ৪০

এইভাবে তোমাকে সব বিষয়ই বলা হইল। তিন পিণ্ডের যে গতি হয়, তাহাও প্রতিপাদিত হইল। শ্রাদ্ধে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ সেই দিনের জন্য যজমানের পিতৃভাব প্রাপ্ত হন, সেইজন্য তাঁহাদের পক্ষে মৈথুনের বৈধতা থাকা বলিয়া মনে করা হয়। আকাশচারিগণের মধ্যে যেই দেবদূত! ব্রাহ্মণ স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হইয়া সদা শ্রাদ্ধে ভোজন করিবেন। ৪১-৪২

আমি যে সব দোষের কথা বলিয়াছি, তাহারা সে সমস্তই প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোনরূপ অন্যথা হয় না। অতএব ব্রাহ্মণ স্নান করত পবিত্র ও ভস্মাসীন হইয়া শ্রাদ্ধে ভোজন করিবেন। ৪৩

যে এইভাবে শ্রাদ্ধে দান করে, তাহার সন্তান বর্দ্ধিত হয় পিতৃগণ এই কথা বলিলে পর বিদ্যুৎপ্রভ নামক এক মহাতপস্বী ঋষি বলিলেন। ৪৪

তাঁহার তপ তখন সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া প্রকাশিত হইতেছিল। তিনি বর্ষের রহস্যসকল শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪৪

দেবরাজ! মনুষ্যগণ যে দোষবশতঃ তির্যগ্‌যোনিতে পতিত প্রাণী, মৃগ, পক্ষী ও মেষাদি এবং কীট, পিপীলিকা সর্পাদিতনের হিংসা করে, ইহার দ্বারা তাহারা বহু পাপ করিয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে এই সব পাপ হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি? ৪৫-৪৭

তাঁহার এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবতা, তপোধন ও মহাত্মাগণ পিতৃগণ বিদ্যুৎপ্রভমুনিকে তৃপ্তি তৃপ্তি প্রদান করিলেন ॥ ৪৭

পিতরস্ত মহাভাগাঃ পূজয়ন্তি স্ম তং মুনিম্ ।

শক্র উবাচ

কুরুক্ষেত্রং গয়াং গঙ্গাং প্রভাসং পুষ্করাণি চ । ৪৮

এতানি সরসা যাস্তা অবগাহেৎ ততো জলম্

তথা মুচ্যতি পাপেন রাহুণা চন্দ্রমা যথা । ৪৯

স্নাত্বা স্নাতঃ স ভবতি নিরাহারস্তু বর্ত্ততে

স্পৃশতে যো গবাং পৃষ্ঠং বালধিঞ্চ নরস্তাত । ৫০

ততো বিদ্যুৎপ্রভো বাক্যমভ্যভাষত বাসবম্

অত্র পূর্ব্বতরো বৃত্তস্তন্নিবোধ শতক্রতো । ৫১

মৃষ্টো ঘটকযাবেণ অনুলিপ্তঃ প্রিয়ঙ্গুণা ।

ক্ষীরেণ যষ্টিকান্ ভুক্ত্বা সর্পিষাঽঽপ্লুতঃ প্রভুচ্যতে । ৫২

শ্রুতস্তাং চাপরঃ শুভ্রঃ রত্নগুহ্যবিচিন্তিতম্ ।

শ্রুতঃ যে ভাষমাণস্য স্থানে স্থানে বৃহস্পতেঃ । ৫৩

ক্রতোন সহ যেবেশ ভাত্রযোষ শচীপতে ।

পর্বতায়োহবগা কৃত্বা একপাদো বিভাবসুম্ । ৫৪

নিরীক্ষেত নিরাহার ঊর্দ্ধবাহুঃ কৃতাঞ্জলিঃ

তপসা মহতা যুক্ত ঈপবাসকৃশঃ লভেৎ । ৫৫

রশ্মিভিস্তাপিতোঽর্কস্য সর্বপাপমপোহতি

গ্রীষ্মকালেঽথ বা শীতে এষ পাপমপোহতি । ৫৬

ততঃ পাপাৎ প্রমুক্তস্য ছাত্রিকর্ষতি পাবকী ।

তেজসা সূর্য্যবর্চস্বী তাতো ভ্রাজতে সেবয়ং পুনঃ । ৫৭

মধ্যে ত্রিদশবর্গস্য সেবরাজঃ শতক্রতুঃ

উবাচ মধুরং বাক্যং বৃহস্পতিমুপস্থিতম্ । ৫৮

ধর্মজ্ঞঃ ত্বং ভগবন্ মানুষাণাং সুখাবহম্ ।

সরহস্যান্ত যে দোষাস্তান যথাবদ্ভবীহয় । ৫৯

বৃহস্পতিরুবাচ ।

প্রতিগ্রহন্তি যে সূর্য্যমনিলং দ্বিষতে চ যে

যথাবাহে প্রশস্তেষু চ সমিধং যে ন জুহ্বতি । ৬০

ইন্দ্র বলিলেন,—মুনে! মানুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি—কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্করক্ষেত্রকে মনে মনেই চিন্তা করিয়া সে জলে স্নান করিবে এরূপ করিলে পর সেই মানুষ পাপ হইতে সেইভাবে মুক্ত হইয়া যায়, যেরূপ চন্দ্র রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ৪৮ ৪৯

যে মানুষ গোপণের পৃষ্ঠ স্পর্শ করে এবং তাহাদের পুচ্ছকে নমস্কার করে, সেই মানুষ পুণ্যোক্ত কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থে তিনদিন উপবাস পূর্ব্বক স্নান করিয়া থাকে অর্থাৎ তিনদিন উপবাস পূর্ব্বক এই সব তীর্থ স্থানের ফল লাভ করে । ৫০

তদনন্তর বিদ্যুৎপ্রভ ইন্দ্রকে এই কথা বলিলেন—শতক্রতো! এই পূর্ব্বতর কর্ম্ম আমি বলিতেছি, আপনি ইহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন । ৫১

ঘটযুক্ত ওটার দ্বারা নিজের দেহকে যদি পর্যন করা হয়, প্রিয়ঙ্গু চূর্ণের দ্বারা যদি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করা হয় এবং দুগ্ধের সহিত ষষ্টিক ধান্যের তণ্ডুলের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া যদি ভোজন করা হয়, তবে মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় । ৫২

ত্রিদিবপ অন্তর্গত চিত্রিত অন্য এক গুহ্য রহস্যের কথা শ্রবণ করুন। ইহা আমি ভগবান্ শতক্রতুর স্থানে স্থানে ভাষণদানকারী বৃহস্পতির মুখ হইতে ভগবান্ শতক্রতুর সহিত শ্রবণ করিয়াছি। হে দেবেশ! শচীপতে! তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন । ৫৩।

যে মানুষ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া তোরণের পূর্ব্বে একপদে দাঁড়াইয়া দুই বাহু ঊর্দ্ধোত্তোলিত করত কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্নিদেবকে নিরীক্ষণ করে, সেই মানুষ মহাতপস্যাযুক্ত হইয়া উপবাস করিবার ফল প্রাপ্ত হয় । ৫৪ ৫৫

যে মানুষ গ্রীষ্ম অথবা শীতকালে সূর্য্যের কিরণে তাপিত হয়, সে নিজের সমস্ত পাপকে নাশ করিয়া থাকে। এইভাবে মানুষ পাপমুক্ত হইয়া যায়। পাপমুক্ত মানুষ সমাজের কান্তি লাভ করে। সে নিজের তেজে সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান এবং চন্দ্রের তুল্য প্রকাশিত হইতে থাকে । ৫৬ ৫৭

তাহার পর সত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণীর মধ্যে নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু বৃহস্পতিকে মধুর বাক্যে বলিলেন । ৫৮

ভগবন্! যজ্ঞকর্ম্মণের সুখদায়ক গুহ্য ধর্ম্ম ও কর্ম্মের গূঢ় রহস্য সহ যে সমস্ত দোষ আছে, এই সবই আপনি যথাযথরূপে বর্ণনা করুন । ৫৯

বৃহস্পতি বলিলেন,—শচীপতে! যে সূর্য্যদেবের দিকে থুথু করিয়া প্রত্যাখ্যান করে, বায়ুদেবের সহিত দ্বেষ করে অর্থাৎ বায়ুর সম্মুখে প্রত্যাখ্যান করে, যে প্রজ্বলিত অগ্নিতে সমিধের আহুতি দেয় না এবং যে দুগ্ধের দোহে অত্যন্ত দুগ্ধবৎসকে দেহকে

বালবৎসাশ্চ যে যেষুঃ দুহন্তি ক্ষীরকারণাৎ।
তেষাং যোষান্ প্রবক্ষ্যামি তান্ নিবোধ শচীপতে ॥৬১
তানুষানিলসৌম্যেষু হব্যবাহস্য বাসস।
লোকানাং মাতরস্তৈষু গাবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৬২
লোকাস্তারয়িতুং শক্তা মর্ত্যেষ্বেতেষু দেবতাঃ
সর্বে ভবন্তঃ শৃণ্বন্তু একৈকং বর্ণয়িষ্যতম্ ॥ ৬৩
বর্ষাণি ষড়শীতিঃ তু দুহ্যন্তে কুলপাংসনাঃ
ধ্রিয়ঃ সর্বান্ দুহন্তীতাঃ প্রতিষেধন্তি যা ভৃশম্ ॥ ৬৪
অনিলদ্বেষিণঃ শক্র গর্ভস্থা চাপতে প্রজা।
হব্যবাহস্য দীপ্তস্য সমিধং যে ন জুহ্বতি ॥ ৬৫
অগ্নিকার্যেষু যৈ দ্বেষ্যাঃ হব্যাং নাপ্নাতি পাবকঃ।
ক্ষীরং তু বালবৎসানাং যে পিবন্ত্যীহ মানবাঃ ॥ ৬৬
ন তেষাং ক্ষীরপাঃ কেচিজ্জায়ন্তে কুলবর্ধনাঃ
প্রজাক্ষয়েণ মৃজ্যন্তে কুলসংক্ষয়কারণে ॥ ৬৭

এবমেতং পুরা সৃষ্টঃ কুলবৃত্তৈর্দ্বিজাতিভিঃ
তস্মাদ্ বর্জ্যানি বর্জ্যানি কার্যঃ কার্যাগ্র নিত্যদা ॥ ৬৮
তৃতিকামেন মর্ত্যেন সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে
উক্তঃ সর্বা মহাভাগা দেবতাঃ সহকন্যকাঃ ॥ ৬৯
ভবন্তশ্চ মহাভাগাঃ শৃণ্বন্তি চ পিতৃস্ততঃ
পিতরঃ কেন তৃপ্যন্তি মর্ত্যানামুচ্যতেসাধ ॥ ৭০
তদ্ভক্ষঞ্চ কথং দানং তদ্বৈচ্যেবোর্জ্জতেজিতম্।
আনুপূর্ব্যা বা কথং মর্ত্যা গচ্ছেষুঃ কেন কর্মণা ॥ ৭১
এতদিচ্ছামহে শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি নঃ
শ্রুত্বাস্তো বৈ মহাভাগাঃ সাধবঃ সমুদাহৃতম্ ॥ ৭২

পিতর উচুঃ

শ্রূয়তাং যেন তৃপ্যন্তে মর্ত্যানাং সাধুসম্মতম্
যৌনসম্বন্ধসম্বোগে অনবাপ্তাস্তু কিল্বিষৈঃ ॥ ৭৩

শাস্ত্রে যে সব তাদের বলিয়া কথিত হইয়াছে, সে সকল পরিত্যাগ করিবে এবং যারা কন্যা বা বালক নিহত হইয়াছে তাদের অবশ্যই পালন করিবে। এই সত্য কথা আমি আপনাদের বলিলাম ॥ ৬৮॥

তখন ঋষিগণের সহিত সমস্ত মহাভাগা দেবতারা ও সমস্ত যৌগাধ্যায়ীরা তাঁহারা পিতৃগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৬৯॥

মনুষ্যদিগের বৃদ্ধি আছেন অল্প, অতএব তাহারা কোন কার্য্য করিবে, তাহার দ্বারা সমস্ত পিতৃগণ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন? প্রাদ্ধে প্রদত্ত দ্রব্য কিভাবে ভক্ষ্য হয়? অথবা কোন কর্ম্মের দ্বারা পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে? আমরা ইহা শুনিতে বাসনা করি। এই সব প্রশ্ন করিবার জন্য আমাদের মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে ॥ ৭০-৭২॥

পিতৃগণ বলিলেন,—মহাভাগ দেবগুরু! আপনার নামানুসারে আপনাদের সঙ্গেই উপস্থাপিত করিলেন উহা কর্ম্মকারী মনুষ্যগণের যে কার্য্যের দ্বারা আমরা সন্তুষ্ট হই, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৭৩॥

যৌনসম্বন্ধে মৃষ উৎপন্ন করিয়া মুক্ত করিলে, অন্যাবস্থায় ঘি মিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ করিলে এবং যথাযথভাবে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলে মানুষ পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৭৪॥

বর্ষাসু দীপকৈস্তৈব পিতৃণামনৃণো ভবেৎ।
অক্ষয়া নির্বাপণীয়ো দানযজ্ঞস্তথাক্ষয়ম্ ॥ ৭৪
অস্মাকং পরিবারেষু অক্ষয়ঃ পরিকীর্ত্যতে।
শ্রদ্ধযানাঢ্য যে মর্ত্যা আহরিষ্যন্তি সন্ততিম্ ॥ ৭৫
দুর্গাং তে তারয়িষ্যন্তি নরকাৎ প্রপিতামহান্।
পিতৃপ্যা তাবিতং শ্রুত্বা হৃষ্টরোমা তপোধনঃ ॥ ৭৬
বৃদ্ধগার্গ্যো মহাতেজাস্তানেবং বাক্যমব্রবীৎ
কে গুণা নীলবৃষস্য প্রমুক্তস্য তপোধনাঃ ॥ ৭৭
বর্ষাসু দীপদানেন ভবেম ঽ ত্রিলোচনৈঃ।

পিতর উচুঃ।

নীলবৃষস্য লাঙ্গুলা তোয়মধ্যাদ্ভবেদ্ যদি। ৭৮
যষ্টির্বর্ষসহস্রাণি পিতরস্তেন তর্পিতাঃ
বস্তু শৃঙ্গমতা পঙ্কঃ কুলান্যুদ্ধরতা তিষ্ঠতি ॥ ৭৯

পিতরস্তেন গচ্ছন্তি সোমলোকমসংশয়ম্
বর্ষাসু দীপদানেন শশিবচ্ছোভতে নরঃ ॥ ৮০
ঊষোরূপং ন তস্যান্তি দীপকৃৎ যঃ প্রযচ্ছতি।
অমাবাস্যাং তু যে মর্ত্যাঃ প্রযচ্ছন্তি তিলোদকম্ ॥ ৮১
পাত্রমৌদুম্বরং গৃহ্য মধুমিশ্রং তপোধন
কৃত্বা তথতি তৈঃ শ্রাদ্ধং সরহস্যং যথাবিধ ॥ ৮২
তৃপ্তিমুষ্টমনাস্তেষাং প্রজা ভবতি নিত্যদা।
কুলবংশস্য বৃদ্ধিস্তু পিতৃণাং কলা ভবেৎ ॥
শ্রদ্ধযানস্তু যঃ কুর্যাৎ পিতৃণামনৃণো ভবেৎ ॥ ৮৩
এষবৈ সমৃদ্ধিঃ শ্রাদ্ধকালক্রমস্তথা
বিধিঃ পাত্রং ফলং চৈব যথাবদনুকীর্তিতম্ ॥ ৮৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পিতৃস্তবস্য নাম
পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৫

এইরূপে নিয়মপূর্বক শ্রদ্ধের দান করিলে ও যথাকালপূরক হয় এবং ইহার দ্বারা আমাদেরও অক্ষয় সন্তোষ লাভ হয়—ইহা পাপে কীর্তিত হইয়াছে। ৭৪।

যে সব মানুষ পিতৃগণের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া সন্তান উৎপন্ন করিবে, তাহারা নিজেদের প্রপিতামহগণকে দুর্গম নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। ৭৫।

পিতৃগণের এই স্তবন শ্রবণ করিয়া তপোধন মহাতেজস্বী বৃদ্ধ গার্গ্যের শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তিনি তখন সেই পিতৃগণকে এই কথা বলিলেন। ৭৬।

তপোধনগণ! নীলবর্ণের বৃষ মোচন, বর্ষাকালে দীপদান এবং অমাবস্যায় তিলমিশ্রিত জল দ্বারা তর্পণ করিলে কি লাভ হয়? ৭৭।

পিতৃগণ বলিলেন,—মুনে! বৃষ নীলবর্ণের বৃষের পুচ্ছ নদী প্রভৃতির জলে সিক্ত হইয়া সেই জলকে যদি উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত করে, তবে যে ব্যক্তি সেই বৃষমোচন করিয়াছে, তাহার পিতৃগণ যাই হাজার বর্ষ পর্যন্ত সেই জলের দ্বারা তৃপ্ত থাকেন। ৭৮।

যে বৃষ নদী বা পুষ্করিণীর তীর হইতে পুচ্ছের দ্বারা পঙ্ক উত্তোলিত করিয়া অবস্থান করে, তাহার দ্বারা মুমোচনকর্তা শ্রাদ্ধকারী মানুষের পিতৃগণ নিজেদের চন্দ্রলোকে গমন করেন। ৭৯।

বর্ষাকালে পিতৃগণের উদ্দেশে দীপ দান করিলে মানুষ চন্দ্রের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি দীপদান করে, তাহার পক্ষে নরকের অন্ধকারই থাকে না। ৮০।

তপোধন! যে সব মানুষ অমাবস্যার দিন তাহার পাত্রে মধু ও তিল মিশ্রিত জল লইয়া তাহার দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করে, তাহাদের দ্বারা রহস্যসহ শ্রাদ্ধ কার্য যথাবিধিরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ৮১-৮২।

তাহাদের সন্তানগণ সদা তুষ্টপুষ্টমনা হয়। কুল ও বংশ পরম্পরায় বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের ফল। শ্রদ্ধাসহকারীর এই ফল ফলিত হয়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৮৩।

এইভাবে এই শ্রাদ্ধের কাল, ক্রম, বিধি, পাত্র ও ফলের বর্ণনা যথাযথরূপে এখানে প্রদর্শিত হইল। ৮৪।

অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে পিতৃস্তবের মহিমাময়
পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিষ্ণু-বলদেব-দেবগণ-বহ্নি-বিশ্বামিত্র-গোগণ-ব্রহ্মর্ষি-সংবাদ পূর্বজন্মকথা প্রতিপাদনম্]

ভীষ্ম উবাচ

কেন তে চ ভবেৎ প্রীতিঃ কথং তুষ্টিং গমিষ্যসি
ইতি পৃষ্টঃ সুরেন্দ্রেণ প্রোবাচ ধরিণীধরঃ। ১

বিষ্ণুরুবাচ।

ব্রাহ্মণানাং পরীবাদো মম বিদ্বেষণাৎ ভবেৎ
ব্রাহ্মণৈঃ পূজিতৈর্নিত্যং পূজিতোঽহং ন সংশয়ঃ। ২
নিত্যাভিযাচ্যো বিপ্রেন্দ্রা ভূভৃৎ পাদো ভবাত্মজঃ।
তেষাং ভুক্তামি মর্ত্যানাং বলক্তে- ৮ বলি ভবেৎ। ৩
বামনং ব্রাহ্মণং সৃষ্ট্বা বরাহঞ্চ ভলোত্থিতম্।
উদ্ধৃতা ধরণী চৈব মৃৎ বারভতে তু সঃ। ৪

ন তেষামশুভং কিঞ্চিৎ কল্পয়ং চোপলভতে।
অর্থবৎ রোচনাং যাক পূজয়েদ্ যো নরঃ সদা। ৫

পূজিতশ্চ জগৎ তেন সদেবাসুর-মানুষম্।
তেজ রূপেণ তেষাঞ্চ পূজ্যো সৃষ্টামি তত্ত্বতঃ। ৬
পূজা মমৈষা নাস্ত্যন্যা যাবল্লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
অন্যথা হি বৃথা মর্ত্যাঃ পূজয়ন্তান্নরূত্তমঃ। ৭
নাহং তৎ প্রতিগৃহ্যামি ন সা তুষ্টিকরী মম। ৮

ইন্দ্র উবাচ।

ঔক্ষং পাদো বরাহঞ্চ ব্রাহ্মণং চাপি বামনম্।
উদ্ধৃতা ধরণী চৈব কিমর্থং ত্বং প্রপদ্যসে। ৯
ভবান্ সর্বভূতানি ভবান্ সাধ্বতি প্রজাঃ।
প্রকৃতিঃ সর্বভূতানাং সমত্মানাং সনাতনী। ১০

ভীষ্ম উবাচ।

সম্প্রহস্য ততো বিষ্ণুরিদং বচনমব্রবীৎ
চক্রেণ বিহতা দৈত্যাঃ পদ্ভ্যাং ক্রান্তা বসুন্ধরা। ১১

ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[বিষ্ণু, বলদেব, দেবগণ, বহ্নি, ঋষি, বিশ্বামিত্র, গোসকল ও ব্রহ্মা কর্তৃক যজ্ঞের গুহ্য রহস্য বর্ণন]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! পূর্বকালের ঘটনা, একবার দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান্ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করেন, —ভগবন্! আপনি কোন্ কর্মের দ্বারা প্রসন্ন হন? কিভাবে আপনি তুষ্টি-লাভ করেন? সুরেন্দ্র কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবীধর শ্রীহরি বলিলেন। ১

বিষ্ণু বলিলেন,—ইন্দ্র! ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করিলে আমার সহিত অত্যন্ত বিদ্বেষ করা হয়। ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে পর সর্বদা আমার পূজা করা হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে প্রতিদিন প্রণাম করা কর্তব্য। ভোজনের পর নিজের দুই পদের সেবা করিবে অর্থাৎ পদদ্বয়কে ভালভাবে ধৌত জলের দ্বারা ধৌত করিবে এবং তীর্থের মৃত্তিকার দ্বারা সুবর্ণন চক্র নির্মাণ করত তাহার উপরে আমার পূজা করিবে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিবে। যাহারা এরূপ করে, আমি সেই মনুষ্যগণের উপর সন্তুষ্ট হই। ৩

যে মানুষ যখন ব্রাহ্মণ ও জল হইতে উত্থিত বরাহকে দেখিয়া নমস্কার করে এবং তাহার উত্থিত মৃত্তিকা মস্তকে লেপন করে, এরূপ মনুষ্যগণের কখনও কোনও অশুভ এবং পাপ হয় না। ৪-৫

যে মানুষ অর্থযুক্ত বৃত্ত, রোচনা ও গো-তে সদা পূজা করে, তাহার দ্বারা দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যগণের সহিত সম্পূর্ণ জগতের পূজা হইয়া থাকে। ৬-৭

সেইজন্যে তাহার দ্বারা কৃত পূজাকে আমি যথার্থরূপে নিজের পূজা মনে করিয়া গ্রহণ করি। যে পর্যন্ত এই লোকসকল প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই পর্যন্ত এই পূজাই আমার পূজা। ইহা হইতে ভিন্ন অন্য প্রকারের পূজা আমার নয়। ৮

অল্পবুদ্ধি মানুষেরা অন্যপ্রকারে আমার বৃথা পূজা করিয়া থাকে আমি তাহা গ্রহণ করি না, কারণ, সেই পূজা আমাকে তুষ্টি প্রদান করিতে পারে না। ৭-৮

ইন্দ্র বলিলেন,—ভগবন্! আপনি চন্দ্র, দুই পদ, বামন ব্রাহ্মণ, বরাহ ও তাহার দ্বারা উত্থিত মৃত্তিকার প্রার্থনা কেন করেন? ৯

আপনিই প্রাণিগণকে সৃজন করেন, আপনিই সমস্ত প্রজাকে সংহার করেন এবং আপনিই মনুষ্যগণের সহিত সকল প্রাণীর সনাতন প্রকৃতি (মূল কারণ)। ১০

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তখন ভগবান্ বিষ্ণু হাস্য করিয়া এই কথা বলিলেন—দেবরাজ! আমি চক্রের দ্বারা দৈত্যগণকে বধ করিয়াছি। দুইপদের দ্বারা পৃথিবীকে আক্রান্ত (ব্যাপ্ত

যাবান্ রূপবান্ধাত্র হিরণ্যাক্ষো নিপাতিতঃ।
বামনং রূপমাস্থায় জিতো রাজা বলিঃ পুরা। ১২
পরিভূতো তবাত্মোহং মানুষাণাং মহাত্মনাম্।
তস্মাৎ যে পূজয়ন্তি ত্বাং তেষাং পরাভবঃ। ১৩
অপি বা ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মচারিণমাগতম্।
ব্রাহ্মণাগ্র্যাণ্যভিহৃত্য অমৃতং তত্ত ভোজনম্। ১৪
ঐন্দ্রীং সন্ধ্যামুপাসিত্বা আদিত্যাভিমুখঃ স্থিতঃ।
সর্বতীর্থেষু স স্নাতো মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ। ১৫
এতদ্ বঃ কথিতং গুহ্যমখিলেন তপোধনাঃ।
সংশয়ং পৃচ্ছমানানাং কিং ভূয়ঃ কথয়ামহম্। ১৬

বলদেব উবাচ।

শ্রুত্বৈতৎ পরমং গুহ্যং মানুষাণাং সুখাবহম্।
অজানন্তো বদন্ত্যেবং ক্লিশ্যন্তে ভূতপীড়িতাঃ। ১৭
কল্য উত্থায় যো মর্ত্যঃ স্পৃশেদ্ গাং বৈ সুব্রত ঋষি।
করিষ্যামি। বরাহরূপ ধারণ করত হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে কৃপাতিত করিয়াছি এবং বামন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করত আমি রাজা বলিকে জয় করিয়াছি। ১১-১৩

এইভাবে এই সবের পূজা করিলে আমি মহাত্মা মনুষ্যগণের উপর সন্তুষ্ট হই। যে সকল মানুষ আমার পূজা করিবে, তাহারা কখনও পরাভব প্রাপ্ত হয় না। ১৩

ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে দূরে আসিতে দেখিয়া দূরস্থ মানুষ সেই ব্রাহ্মণকে প্রথমে ভোজন করাইবে, তাহার পর যদি স্বয় অবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করে, তবে তাহার সেই ভোজন অমৃতের তুল্য বলিয়া পীঠিত হইয়াছে। ১৪

যে মানুষ প্রাতঃকালের সন্ধ্যা করিয়া সূর্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, তাহার সমস্ত তীর্থ স্নানের ফললাভ হয়। এবং সে সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৫

তপোধনগণ! তোমরা যে সংশয়ের বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহার সমাধানের জন্য আমি এই সমস্ত গুহ্য রহস্য তোমাদের নিকট বলিলাম। বল, আর কি বলিব? ১৬

বলদেব বলিলেন,—যাহা রহস্যপূর্ণ সুখদায়ক এবং মূর্খ মানুষেরা যাহাকে না জানার ভূতগণকর্তৃক যাহা পীড়িত হইয়া নানাপ্রকার কষ্টভোগ করে, সেই পরম গোপনীয় বিষয় আমি বলিলাম, শ্রবণ কর। ১৭

যে মানুষ প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া গো, বৃষ, অগ্নি, সর্বপ ও শ্রিয়ঙ্গু স্পর্শ করে, সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৮

সর্ষপঞ্চ প্রিয়ঙ্গুঞ্চ তস্মাদ্যৎ প্রতিমুচ্যতে। ১৮
ভূতাশ্চৈব সমাদিশ্য অগ্রতঃ পৃষ্ঠতোঽপি বা।
উচ্ছিষ্টং বাপি ভিক্ষেরন্ বজন্তি তপোধনাঃ। ১৯

দেবা ঊচুঃ।

প্রসূতৌ চৈত্রযাত্রা চ পাত্রে ভোজ্যপূর্ণমুদক্ মুখঃ।
উপবাসং তু গৃহ্নীয়াদ্ যদ্ বা সঙ্কল্পয়েদ্ ব্রতম্। ২০
দেবতাস্তস্য তুষ্যন্তি ক্ষামিকা চাপি সিধ্যতি।
অন্যথা হি বৃথা মর্ত্যঃ কৃর্যতে ফলবর্জিতঃ। ২১
উপবাসে বলৌ চাপি তাম্রপাত্রং বিশিষ্যতে।
বলিভিক্ষা তথাঢ্যাক পিণ্ডপাক ভিলৌদকম্। ২২
তাম্রপাত্রেণ দাতব্যমন্যথাল্পফলা ভবেৎ
গুরুমেতৎ সমুদ্দিষ্টং যথা তুষ্যন্তি দেবতাঃ। ২৩

যম উবাচ।

ব্রাহ্মণৌকস্কিকে বিপ্রে বার্ত্তিকে পরিচারিকে।
গোরক্ষকে বাণিজকে তথা কারুকুশীলবে। ২৪

ও স্ত্রিয়ঙ্গু স্পর্শ করে, সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৮

হেতু তপস্বী পুরুষগণ অগ্রে ও পশ্চাতে আগমনকারী সকল জিব জন্তুকে পরিত্যাগ করে—তাহাদের ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যায়, সেইরূপ সদ্য-সদ্য আসিলেও তাহারা উচ্ছিষ্ট বস্তুকে সর্বদা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ১৯

দেবগণ বলিলেন,—মানুষ জলে পূর্ণ তাম্রপাত্র গ্রহণ করত উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবাসের নিয়ম গ্রহণ করিবে অথবা কোনও ব্রতের সঙ্কল্প গ্রহণ করিবে। ২০

যে মানুষ এরূপ করে, তাহার উপর সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন এবং তাহার সকল মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইয়া যায়; কিন্তু মূর্খবুদ্ধি মানবেরা এরূপ না করিয়া বৃথা ভিন্ন ভিন্ন কার্য করিয়া থাকে। ২১

উপবাসের সঙ্কল্প গ্রহণে এবং পূজার উপচার সামগ্রী সমর্পণ করিতে তাম্রপাত্রকেই উত্তম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। পূজাসামগ্রী, তিলা, অর্ঘ ও পিণ্ডদানের জন্য ভিন্নভিন্নরূপ জল তাম্রপাত্রের দ্বারা দান করা কর্তব্য, অন্যথা তাহার ফল অল্প হইয়া যায়। এই অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় বলিলাম, ইহার দ্বারা সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন। ২২-২৩

যম বলিলেন,—ব্রাহ্মণ যদি রাজার কর্ম করে, বেতন লইয়া কর্ম করে, অপরের সেবক হয়, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি ব্যবসায় করে, শিল্পী হয়, নট হয়, বিদ্যোপজীবী হয়, বেদাধ্যয়ন না করে, অথবা শূদ্র জাতির স্ত্রীর পতি হয়, এরূপ

যিত্রদ্রুহমনাধৃষ্যমন্নে ত্বন্ত্যাদ্ বৃহদ্গৌপতিঃ
এতেষু বৈষা দিব্যেষু বা ন দেয়ং স্যাৎ কথঞ্চন ॥ ২৫
পিতৃদাস্তস্য হীয়ন্তে ন চ প্রীণাতি বৈ পিতৃন্।
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে ॥ ২৬
পিতরস্তস্য দেবাশ্চ অয়ন্ত্য উপৈব হি।
নিরাশাঃ প্রতিগচ্ছন্তি অতিথেরপ্রতিশ্রবাৎ ॥ ২৭
ত্রীন্মৈগোঁয়ৈঃ কৃতয়েশ্চ ত্রয়ঃ স্যুর্ভক্তয়ঃ সমৈঃ।
ভূলাদোষো ভবত্যেষামতিথিনাভিবিনর্দ্দিতঃ ॥ ২৮

অগ্নিরুবাচ।

পাদমূলস্য যো মর্ত্ত্যঃ স্পৃশেদ্ গাঙ্গং সুদুর্মতিঃ।
ব্রাহ্মণং বা মহাভাগং দীপ্যমানং তথানলম্ ॥ ২৯
তস্য দোষান্ প্রবক্ষ্যামি তন্মে পুলঃ সমাহিতাঃ।
যিবং স্পৃশত্যপদ্ধোহস্য ত্রয়স্তস্য পিতরশ্চ বৈ ॥ ৩০
বৈষ্ণবশ্চ দেবানাং কৃতা তথৈব পুত্রলম্।
পাবকশ্চ মহাতেজা হব্যং ন প্রতিপদ্যতি ॥ ৩১
আজন্মনাং শতং চৈব নরকে পচ্যতে তু সঃ।

বিকৃতিঞ্চ ন তস্যাপি অনুগচ্ছন্তি কহিচিৎ ॥ ৩২
তস্মাদ্ গাবো ন পাদেন স্প্রষ্টব্যা বৈ কদাচন
ব্রাহ্মণশ্চ মহাতেজা দীপ্যমানস্তথানলঃ ॥ ৩৩
ব্রহ্মদানেন মন্ত্রেণ আত্মনো বিত্তমিচ্ছতা।
এতে দোষা ময়া প্রোক্তাস্ত্রিষু যঃ পাদমুৎসৃজেৎ ॥ ৩৪

বিশ্বামিত্র উবাচ।

শ্রুতস্তাং পরমং গুহ্যং রহস্যং বিদ্ধি পাবকাৎ
পবমানেন যো মন্ত্রাৎ পিতৃপাত্রোপহারিতম্ ॥ ৩৫
গভস্ত্যোরাদায় পূর্ব্বস্যাং কৃত্বপে দক্ষিণামুখঃ
যদা ভাদ্রপদে মাসি তথতে বহুলে নখাঃ ॥ ৩৬
শ্রুতস্তাং তস্য দানস্য বাদৃশো গুণবিস্তরঃ
কৃতং তেন মহচ্ছ্রাদ্ধং যবাগীশ ত্রয়োদশ ॥ ৩৭

গাধ উবাচ।

বহুলে সমস্তে শুক্লতোঽহতরে চ
ক্ষেত্রে চ সংযোষ হি ভূয়সী চ।
যদা পুরা ব্রহ্মপুরে সবৎসা
শতক্রতোর্যজ্ঞবরস্য যজ্ঞে ॥ ৩৮

ব্রাহ্মণগণকে কোন প্রকারেই দেবকার্য্য (যজ্ঞ) ও পিতৃকার্য্যের (শ্রাদ্ধের) অগ্রাহি দান করা উচিত নয়। যাহারা ইহাদের পিণ্ড বা অন্ন দান করে, তাহাদের অধঃগতি হয় এবং তাহাদের পিতৃগণেরও তৃপ্তি হয় না। ২৪-২৫½

যাহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহার গৃহে দানের দ্বারা অতিথির সংকার না হওয়ায় দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অগ্নিসকলও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। ২৬-২৭

যাহার গৃহে অতিথির সংকার হয় না, সেই ব্যক্তিরও ঈদৃশ্যাকারী, দোষাভক্ত, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মহত্যাকারী ও গুরুপত্নীগামী পুরুষগণের সমান পাপ হয়। ২৮

অগ্নি বলিলেন,—যে দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি পা তুলিয়া তাহার দ্বারা গোকে আঘাত করে, ব্রহ্মভাগ ব্রাহ্মণকে অথবা প্রজ্বলিত অগ্নিকে স্পর্শ করে, তাহার দোষ বলিতেছি, সকল ব্যক্তির একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ২৯½

এরূপ ব্যক্তিরা অশতকোটি বর্ষ পর্য্যন্ত বিকৃত হয়। তাহাদের পিতৃগণ ভীত হন। দেবতারা তাহার প্রতি বিমনা হইয়া উঠেন এবং মহাতেজস্বী পাবক তাহার প্রদত্ত হবিষ গ্রহণ করেন না। ৩০-৩১

যে শতজন্ম পর্য্যন্ত নরকে পাক হইতে থাকে তদ্বিষয় কখনও তাহার উদ্ধারের অনুমোদন করেন না। ৩২

সেইজন্য নিজের হিতকামী প্রভাবান্ ব্যক্তির গোসকলকে, মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণকে এবং প্রজ্বলিত অগ্নিকে কখনও পদের দ্বারা স্পর্শ করিবে না। যে ব্যক্তি ইঁহাদের দিকে পাদ উত্তোলন করে, তাহার যে সমস্ত দোষ হয়, তাহা বর্ণন করিলাম। ৩৩-৩৪

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—হেমদন! রহস্যযুক্ত এই পরম গোপনীয় গুহ্য শ্রবণ কর। যখন ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথির সহিত মঘানক্ষত্রের যোগ হইবে, সেই সময় যে ব্যক্তি দক্ষিণাভিমুখে কুতপকালে (মধ্যাহ্নের পর অষ্টম মুহূর্ত্তে) যখন রজতের ঢাকা পূর্ব্বদিকে পতিত হয়, সেই ছায়ায় অবস্থিত হইয়া পিতৃগণের নিমিত্ত উপহার রূপে উষ্ণ অন্ন দান করে, সেই দানে যেরূপ বিস্তৃত ফল কথিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। সেইরূপ অন্নদাতা ব্যক্তি এরূপভাবে ত্রয়োদশ বর্ষের জন্য পিতৃগণের সন্তোষের আশ্বাসদাতা সম্পন্ন করিয়া থাকে, ইহা জানিবে। ৩৫-৩৭

গোগণ বলিলেন,—পূর্ব্বকালে ব্রহ্মলোকের মধ্যে মহাযজ্ঞী ইন্দ্রের যজ্ঞে 'বহুলে! সমস্তে! শুক্লতোঽহতরে! ক্ষেত্রে! সতী, বৃহতী' এই সব নাম উচ্চারণ করিয়া বৎসসহ গোগণের যে স্তুতি

ভূতস্থ বা বিভূপদে স্থিতা বা
বিভাবসোশ্চাপি পথে স্থিতা বা
যেষাঞ্চ সর্বে সহ বায়বেন
প্রকুর্বতে সর্বসবেতি নাম ॥ ৩৯

মন্ত্রেণৈতেনাভিষন্তস্য যো বৈ
বিমুচ্যতে পাপকৃতেন কর্মণা।
লোকাশ্বযাযোতি পুরন্দরস্য
গবাং ফলং চন্দ্রসমো দ্যুতিশ্চ ॥ ৪০

এতা হি মন্ত্রং ত্রিরধীয়তেহহ:
পঠেত য: পর্বসু সোঽধ্বরো।
ন তস্য পাপা ন তরা ন শোক:
সহস্রনেত্রস্য চ যাতি লোকম্ ॥ ৪১

ভীষ্ম উবাচ।

অথ সপ্ত মহাভাগা ঋষয়ো লোকবিশ্রুতা:।
বসিষ্ঠপ্রমুখা: সর্বে ব্রহ্মাণ পদ্মজন্মনম্ ॥ ৪২
প্রদক্ষিণমবিক্রিয়া সর্বে প্রাঞ্জলয়: স্থিতা:
ঊচুশ্চ বচনং তেষা: বসিষ্ঠো ব্রহ্মবিত্তম:। ॥ ৪৩
সর্বপ্রাণিহিতং প্রশ্নং ব্রহ্মক্ষেত্রে বিশেষত:।

ভবাহীনা: কথং মর্ত্যা ভবিষ্যা: সাধুসম্মিত:। ॥ ৪৪
প্রাপ্নুযুস্তাহ বজ্ঞস্য ফলং কেন চ কর্মণা
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তেষাং ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ। ॥ ৪৫

ব্রহ্মোবাচ।

অহো প্রশ্নো মহাভাগা গূঢ়ার্থ: পরম: শুভ:।
সূক্ষ্ম: ক্ষেত্রাস্ত মর্ত্যানাং ভবহৃদি: সমুদাহৃত: ॥ ৪৬
ভ্রষ্টভার সর্বমাধ্যাসো নিধিলেন তপোধনা:
যথা বজ্ঞফলা মর্ত্যো লভতে নাত্র সংশয়: ॥ ৪৭
পৌষমাসস্য শুক্লে বৈ সদা যুক্তোত্ত রোহিণী
তেন নক্ষত্রযোগেন আজ্ঞাশ্বযুজো ভবেৎ ॥ ৪৮
একবস্ত্র: শুচি: স্নাত: শ্রদ্ধধান: সমাহিত:।
সোমস্য রশ্ময়: পীত্বা মহাসত্ত্বফলা লভেৎ ॥ ৪৯
এতদ্ য: পরমং গুহ্যং কথিতং দ্বিজসত্তমা:।
ব্যাহাদ্ ভবন্ত: পৃচ্ছন্তি পৃচ্ছতশ্চার্থদর্শিন: ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি দেবব্রতস্তুতে
ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়: ॥ ১২৬

ভরা হইয়াছি, পুনরায় যে সমস্ত যে আকাশে অবস্থিত ছিলেন এবং যে যো পূর্বার্ধে বিদ্যমান ছিলেন, নামসহ সমস্ত বেহতারা তাঁহাদের 'নক্ষত্রসংঘ' নাম রাখিয়াছিলেন। ৩৮-৩৯

এই উত্তর শ্লোক বিদিত হইয়া একটি যজ্ঞ। এই যজ্ঞের দ্বারা যে ব্যক্তি দোষসমূহের বর্জনা করে, সেই ব্যক্তি পাপকৃত হইতে মুক্ত হইয়া যায়। গোসেবার ফলস্বরূপ তাহার ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয় এবং সে চন্দ্রের ন্যায় কান্তি লাভ করে। ৪০

যে ব্যক্তি সমস্ত পর্বদিনে রোগাদা-মন্ত্রে এই বেদসংহিত যজ্ঞ পাঠ করে, তাহার কোনও পাপ হয় না, শুধু হয় না এবং শোকও হয় না। সে সহস্রলোচন ইন্দ্রের লোকে গমন করে। ৪১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! অনন্তর বংশোভাগ্যশালী বিখ্যাত বসিষ্ঠাদি সপ্তর্ষি সপ্তবিংশ পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ৪২-৪৩

তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠমুনি সমস্ত প্রাণীর পক্ষে হিতকর ও বিশেষত: ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে লাভজনক এই প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলেন। ৪৪-৪৫

ভগবন্! এ সংসারে সদাচারী মনুষ্যগণ শ্রাদ্ধাদি করিয়া ও ভবাহীন হয়। তাহারা কোন্ কর্মের দ্বারা কিভাবে যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে? তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন। ৪৪-৪৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাভাগ সপ্তর্ষিগণ! তোমরা পরম শুভ ভাবক, গূঢ় অর্থপূর্ণ, সূক্ষ্ম ও মনুষ্যগণের পক্ষে কল্যাণকারী প্রশ্ন করিয়াছ। ৪৬

তপোধনগণ! মানুষ যেভাবে বিনা সংশয়ে যজ্ঞফল লাভ করিতে পারে, সেই সব আমি পূর্ণরূপে বর্ণনা, শ্রবণ কর। ৪৭

পৌষমাসের শুক্লপক্ষে যেদিনে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইবে, সেইদিনের রাত্রিতে মানুষ আমাদির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া এক বস্ত্র ধারণ করত শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সহিত অনাচ্ছাদিত আকাশের নিম্নে শয়ন করিবে এবং চন্দ্রের কিরণই পান করিবে। এরূপ করিলে সে এক মহাযজ্ঞফল লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ৪৮-৪৯

বিপ্রবরগণ! তোমরা সূক্ষ্মতত্ত্ব ও অর্থের পারদর্শক বিধান তোমরা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তদনুসারে তোমাদের নিকট এই সমস্ত শুভ বিষয় বলিলাম। ৫০

শ্রীবেদব্যাস প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে দেবব্রতগণের রহস্যবিষয়ক ষড়্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(অগ্নি-লক্ষ্মীজিহ্বো-পার্থা-জমদগ্নিভির্বর্ষস্য রহস্যবর্ণনম্)

বিতানবসুরুবাচ।

সলিলস্তাঙ্গলিঃ পূর্বমস্তাস্তে মৃত্তোত্তরাঃ।
সোমস্তোক্তিস্তনানস্য তস্যলাঃ চাস্তাংস্তান্ ॥ ১
স্থিতো ভূক্তিমুখো মর্ত্যঃ পৌর্বশাস্যাং বলিং হরেৎ।
অগ্নিকার্য্যং কৃতস্তেন হুতাস্তাস্যায়রস্রুচঃ ॥ ২
যন্সম্ভিক্ত যো হস্তাদধাবস্ত্রাম্রবৃদ্ধিমান্।
অপি ক্রোক্তেন পত্রেণ লিপাতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৩
দন্তকাষ্ঠং তু যঃ খাদেদমাবস্ত্যাম্রবৃদ্ধিমান্।
হিংসিতস্তস্রয়াস্তেন পিতরস্তোষিতন্তি চ ॥ ৪
হব্যং ন তস্য দেবাস্ত প্রতিগৃহ্নন্তি পর্বসু
কৃণান্তে পিতরস্তস্য ফলে বাংশোঽসা লীয়তে ॥ ৫

শ্রীরুবাচ।

প্রকীর্ণং তাজনং যত্র ভিন্নভাণ্ডমথাসনম্।
যোষিত্তস্তৈব তন্তুস্তে কন্মলোপহতে গৃহে ॥ ৬
দেবতাঃ পিতরস্তৈব উৎসবে পর্বণীষু বা
নিরাশাঃ প্রতিগচ্ছন্তি কন্মলোপহতাদ্ গৃহাৎ ॥ ৭

অঙ্গিরা উবাচ

যস্তু সংবৎসরং পূর্বং দদ্যাদ্ লীপং হরক্ষকে।
পুনর্ঢলায়মলস্তস্য প্রভা তস্য বিবর্ধতে ॥ ৮

পার্থা উবাচ

আত্তিথ্যং সন্ততং কুর্যাদ্ লীপং দদ্যাৎ প্রতিশ্রয়ে
বর্তয়ানো দিবা রাত্রং ন চ মাংসানি ভক্ষয়েৎ ॥ ৯
গো-ব্রাহ্মণং ন হিংস্যাচ্চ পুষ্করাণি চ তীর্থয়েৎ
এষ শ্রেষ্ঠতমো ধর্মঃ সরহস্যো মহাফলঃ ॥ ১০
অপি ক্রতুশতৈরিষ্টা ক্ষয়ং গচ্ছন্তি তদ্ধবিঃ
ন তু ক্ষীয়ন্তি তে ধর্মাঃ ব্রহ্মবদ্ভিঃ প্রযোজিতাঃ ॥ ১১

ঈশ্বর উবাচ

পঞ্চমঃ পঞ্চমাঃ গুহ্যঃ সরহস্যাঃ নিবোধত
ব্রাহ্মকল্পে চ বৈখে চ তৈথিকে পর্বণীষু চ ॥ ১২

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[অগ্নি, লক্ষ্মী, অঙ্গিরা, পার্থা ও জমদগ্নিকৃত বর্ষের রহস্য বর্ণন।]

অগ্নিদেব বলিলেন,—যে মানব পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রোদয়ের সময় চন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া তাঁহাকে পূর্ণ এক অঞ্জলি জল মুক্ত অক্ষত (আতপতণ্ডুল) সহ উপহার প্রদান করে, ইহার দ্বারা তাহার অগ্নিহোত্র কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। ইহার দ্বারা পাঁচপাত্র আহবনীয় ও দক্ষিণ—এই তিন অগ্নিরও আহুতি কার্য্য হইয়া যায় ॥ ১-২

যে মূর্খ মানব অবাবস্থায় তিন কোন বনস্পতির একটির পাতা যদি ছিন্ন করে, তবে সে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয় ॥ ৩

যে বুদ্ধিহীন মানব অবাবস্থায় তিথিতে দন্তধাবনের কাষ্ঠ চর্বণ করে, তাহার দ্বারা চন্দ্রের হিংসা করা হয় এবং পিতৃগণও তাহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন ॥ ৪

পর্বসমূহে তাহার প্রদত্ত হবিষ দেবতাগণ গ্রহণ করেন না। তাহার পিতৃগণও ক্ষুব্ধ হন এবং তাহার বংশ হানি হয় ॥ ৫

লক্ষ্মী বলিলেন,—যাহার গৃহে পাত্রসকল এদিক্ ওদিকে পতিত থাকে, বাসন-পত্র ভগ্ন থাকে, আসন ছিন্ন হইয়া পতিত থাকে এবং যে গৃহে ঈদৃশ প্রকৃত হয়, সেই গৃহ পাপের জন্য বৃদ্ধিত হইয়া যায়। পাপে দৃষিত সেই গৃহ হইতে উৎসব ও পর্বের সময়ে দেবতা এবং পিতৃগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান—সেই গৃহের পূজা তাঁহারা গ্রহণ করেন না ॥ ৬-৭

অঙ্গিরা বলিলেন,—যে ব্যক্তি পূর্ব এক বর্ষ পর্যন্ত কৃষ্ণ পক্ষের নিত্য লীপদান করে এবং ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা যজ্ঞ করিয়া রাখে, তাহার সন্তান বর্ধিত হয় ॥ ৮

পার্থা বলিলেন,—সর্বদা অতিথিগণের সৎকার করিবে, গৃহে লীপ প্রজ্বলিত রাখিবে, দিবারাত্রি পরিত্যাগ করিবে। মাংস ভক্ষণ করিবে না। গো ও ব্রহ্মহত্যা করিবে না। তিন পুষ্কর তীর্থে স্নান প্রদান করিবে। এই সব পালন করিলে এই ব্রতসমূহ শ্রেষ্ঠতম ধর্ম তাহাকে মহাফল প্রদান করেন ॥ ৯-১০

সততায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞে ফলত ক্ষীণ হইয়া যায়; কিন্তু প্রভাবান্ পুরুষগণের দ্বারা পূর্বোক্ত ধর্ম যদি পালিত হয়, তবে তাহা কখনও ক্ষীণ হয় না ॥ ১১

এই পঞ্চম গোপনীয় রহস্যের কথা শ্রবণ কর। ব্রাহ্মে, যজ্ঞে, তীর্থে ও পর্বসমূহে দেবতাদিগের জন্য যে হবিষ প্রদত্ত করা হয়, তাহা যদি রজস্বলা স্ত্রী, যেজযোযাজকাদ্যা ব্রহ্মণী ও বন্ধ্যা স্ত্রী স্পর্শ করে, তবে তাহাদের নেত্রের দ্বারা দুই হবিষ দেবতারা গ্রহণ

রজস্বলা চ যা নারী বিত্রিতাপুত্রিকা চ যা।
এতাভিস্তস্কুষা দৃষ্টং হবির্নাশ্নন্তি দেবতাঃ ॥ ১৩
শিষ্টয়ন্ত ন দুষ্যন্তি বর্ষাণ্যপি ত্রয়োদশ।
শুক্লবাসাঃ শুচির্ভূত্বা ব্রাহ্মণান্ বাচয়েত্ততঃ ॥
কার্ত্তয়েদ্ ভারতং চৈব তথা সাম্বতকং বিধিঃ ॥ ১৪

দৌম্য উবাচ।

ত্রিতন্তাংক পঠ্যতে কূপে তুনকং তথা।
অপ্রশস্তানি সর্বাণি যজ্ঞে বৃক্ষে বৃণেরুতঃ ॥ ১৫
ত্রিতন্তাংস্তে কূপঃ প্রাহুঃ পঠ্যতায়াং তু তুনকঃ ॥
কুকুটে তুনকে চৈব হবির্নাশ্নন্তি দেবতাঃ ॥
বৃক্ষমূলে ধ্রুবং সদ্যঃ তস্মাদ্ বৃক্ষং ন রোপয়েৎ ॥ ১৬

ভগবন্নিরুবাচ।

যো যজ্ঞেদর্ভযজ্ঞেন যাজুপেয়শতেন চ।
অবাকৃশিরা বা লভেত্ত সত্রং বা ক্ষৌতমায়নেং ॥ ১৭
ন যস্য দুষ্যতা তুল্যং নরকং স ধ্রুবং ব্রজেৎ।
তুল্যং যজ্ঞস্য সত্যস্য দুষ্যস্য চ তুল্যতা ॥ ১৮
তুনকেন মনসা দত্তা সক্তুপ্রস্থং দ্বিজাতয়ে।
ব্রহ্মলোকমনুপ্রাপ্তঃ পর্য্যাপ্তং তদ্বিদর্শনম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি দেবব্রতসংবাদে
সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৭

করেন না এবং শিষ্টগণও তেমন কর্ম্ম করিলে যাবৎ অমঙ্গল থাকেন ॥ ১২-১৩॥

শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞের দিনে যাহার স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হইয়া শুভ বস্ত্র ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণগণকে দিয়া ঋষিবাচন করাইবে এবং যথাবিধি (দীক্ষাপ্রভৃতি) পাঠ করিবে। এরূপ করিলে তাহার হবঃ ও ক্রতু অক্ষয় হইয়া যায় ॥ ১৪

দৌম্য বলিলেন,—বৃক্ষে ত্রিতন্ত্রক বা তার বাসস্থান, তার ঘাট, মূলদ এবং কূপের ধারা ও অথবাদি বৃক্ষ প্রভৃতি প্রশস্ত নয় ॥ ১৫

ত্রিতন্ত্রক বা তার পাত্রে কলিযুগের বাস বলিয়া কথিত আছে। তার ঘাট থাকিলে বনস্পতি নষ্ট। মূলদ ও কূপের থাকিলে দেবতাগণ সেই বৃক্ষে হবির গ্রহণ করেন না এবং বৃক্ষের মধ্যে কোনও মৃত বৃক্ষ হইলে পর তাহার মূলের মধ্যে সর্প, বিড়াল প্রভৃতি অন্তরণের বাস অবশ্যই হইয়া থাকে, সেইজন্য বৃক্ষরোপণ করিবে না ॥ ১৬

ভগবান্ নিরু বলিলেন,—কেহ যদি অথর্ব্বের যজ্ঞ বা সত্র যাগের যজ্ঞ করে, নিত্য ঘৃতক্ত করিয়া বৃক্ষে ফেলিতে থাকে অথবা সহস্রদক্ষিণাশালী কোনও সত্রের প্রবর্ত্তন করে, কিন্তু যাহার ক্রতু ও যজ্ঞ নষ্ট, সেই পাপী নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকে। কারণ, যজ্ঞ, সত্র ও ক্রতুর তুষ্টি—এই তিনটি সমান (ঘৃতঃ ক্রতুর তুষ্টি সম্পাদক) ॥ ১৭-১৮

(প্রাচীনকালে এক ব্রাহ্মণ। শুদ্ধ ক্রতুর ব্রাহ্মণকে এক প্রস্থ (সের) সক্তু (ছাতু) দান করিয়াই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রতুর শুদ্ধির মহত্ত্ব বলিবার জন্য এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তই যথেষ্ট ॥ ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে দেবব্রতগণের রহস্যবিষয়ক সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(বায়ুনা ধর্মাধর্ময়োঃ রহস্যাবর্ণনম্)

বায়ুরুবাচ

ত্রিভিস্তু বর্ষৈঃ প্রবক্ষ্যামি মানুষাণাং সুখাবহম্
সরহস্যান্তু যে বোধাস্তান্ শৃণুধ্বং সমাহিতাঃ ॥ ১

অগ্নিকার্য্যন্তু কর্ত্তব্যং পরমান্নেন ভোজনম্ ।
পীতশেষাপি কর্ত্তব্যং পিতৃভ্যঃ সত্রিলোদকম্ ॥ ২

এতেন বিধিনা মর্ত্ত্যাঃ শ্রদ্ধয়া সমাহিতঃ ।
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ যো দদাতি ত্রিলোদকম্ ॥ ৩

ভোজনঞ্চ যথাশক্ত্যা ব্রাহ্মণে বেদপারগে
পশুবন্ধশতস্যেহ ফলং প্রাপ্নোতি পুষ্কলম্ ॥ ৪

ইদং তৈষাপরং গুহ্যমপ্রকাশ্যং নিবোধত
অন্নেন বৃষলো নেতা হবির্দুষ্টাস্ত্র যোষিতঃ ॥ ৫

মন্যতে যস্তু যেনেতি স তথা তেন লিপ্যতে ।
অন্নমন্তস্য কৃপ্যন্তি সূত্রযোনিঃ স গচ্ছতি ॥ ৬

পিতরস্তং ন তৃপ্যন্তি সত্র দেবৈর্বিশেষতঃ
প্রাদক্ষিণ্যং তু যৎ তত্র ক্রমতস্তদ্বিযোধ মে ॥ ৭

যৎ কৃত্বা তু নরঃ সম্যক্ সুখী তৃপ্তি বিন্দতি ।
পথাং যুক্ত-পুরীষেণ পয়সা চ ঘৃতেন চ ॥ ৮

অগ্নিকার্য্যং ত্রিরাকৃত্য কৃত্বাগ্নিত্রয়মাত্মনঃ সমাহিতঃ
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে প্রাঙ্মুখস্তৃপ্তি দেবতাঃ ॥ ৯

সন্তৃপ্তি পিতরস্তস্য ব্রাহ্মকাল উপস্থিতে
এষ ক্রমো ধর্ম্ম সরহস্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০

মর্ত্ত্যানাং স্বর্গকামানাং প্রেত্য স্বর্গসুখাবহঃ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি
অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৮

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

(বায়ু কর্ত্তৃক ধর্ম্মাধর্ম্ম ও রহস্য বর্ণন

বায়ু বলিলেন,—আমি রহস্যগণের সহিত সুখসাধক ধর্ম্মের ত্রিবিধ বর্ণনা করিব এবং রহস্যসহ যে সমস্ত বোধ আছে, সেই সমস্ত বলিব। তোমরা সকলে একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ১

প্রতিদিন অগ্নিহোত্র কার্য্য করা কর্ত্তব্য। প্রাতের দিনে উত্তম অন্নের দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করান উচিত। পিতৃগণের জন্য দীপদান ও তিলমিশ্রিত জলে তর্পণ করা বিধেয়। ২

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা সহকারে যথাকালের চারমাস পিতৃগণকে তিলমিশ্রিত জলদান করে এবং বেদ-শাস্ত্রের পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি ভোজন করায়, সেই ব্যক্তি শত যজ্ঞের পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়। ৩-৪

এখন অন্য এক গোপনীয় কথা শ্রবণ কর, যাহা উত্তম নহে অর্থাৎ নিন্দনীয়। যদি শূদ্র কোনও ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায় এবং দুর্বা ইন্ধন

যজ্ঞের হবিষ্যকে অন্নত্ব লাভ করে। এই কারণে যে কর্ম্ম বলিয়াই মনে করে, সে অবশ্যই লিপ্ত হয়। তাহার প্রতি পিতৃগণ ক্রুদ্ধ হন ও সে শূদ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৫-৬

তাহার উপর বিশেষতঃ দেবতা ও পিতৃগণও সন্তুষ্ট হন না। এক্ষণে তুমি যে প্রাদক্ষিণ্যের বিধান আছে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৭

তাহা ভালভাবে অনুষ্ঠান করিয়া মানুষ সুখী ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা করিলে সে বিদ্বান্ ও একাগ্রচিত্ত হইয়া তিন দিন ঘৃতযুক্ত, ঘোরুষ, ঘোরুষ ও ঘাণ্ডুকের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দান করিবে। তাহার পর একবৎসর পূর্ণ হইলে দেবতাগণ তাহার পূজা গ্রহণ করেন এবং পিতৃগণও তাহার পূজা গ্রহণ করিয়া প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলে প্রসন্ন হন। ৮-৯)

এইরূপে আমি রহস্যসহ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বর্ণনা করিলাম। ইহা স্বর্গকামী মনুষ্যগণের সহিত মৃত্যুর পর স্বর্গীয় সুখ প্রাপ্তিকারক হয়। ১০-১১

অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে দেবতাগণের রহস্যবিষয়ক অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(লোমশমুনিনা বর্ষস্য রহস্যাকথনম্ ।)

লোমশ উবাচ ।

পরদারেষু যে সক্তা অকৃত্বা দারসংগ্রহম্ ।
নিরাশাঃ পিতরস্তেষাং শ্রাদ্ধকালে ভবন্তি বৈ ॥ ১

পরদারৈরতির্দগ্ধং যদ্ধ বহ্ন্যাধুপাসতে ।
ব্রহ্মঘ্নং হরতে যদ্ধ সমযোধা ভবন্তি তে ॥ ২

অসন্তুষ্টা ভবন্ত্যেতে পিতৃণাং নাত্র সংশয়ঃ ।
দেবতাঃ পিতরশ্চৈষাং নাভিনন্দন্তি তদ্ভবিঃ ॥ ৩

তস্মাৎ পরস্য বৈ দারাংস্ত্যক্ত্বা বহ্ন্যাংশ্চ যোষিতম্ ।
ব্রহ্মস্বং হি ন ভুঞ্জীয়াদ্বনে বিত্তমিচ্ছতা ॥ ৪

শ্রদ্ধয়া চাপরং শুদ্ধং রহস্যং কর্মসংহিতম্ ।
শ্রদ্ধধানেন কর্তব্যং শুশ্রূষা বচনং সদা ॥ ৫

যাবন্ত্যাং পৌর্ণমাস্যাং মাসি মাসি ঘৃতাক্তয়ম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছেত তস্য পুণ্যং নিবোধত ॥ ৬

সোমশ্চ বর্ষতে তেন সমুদ্রশ্চ মহোদধিঃ ।
অশ্বমেধচতুর্ভাগং ফলং সৃজতি যাসবঃ ॥ ৭

দানেনৈতেন তেজস্বী বীর্যবাংশ্চ ভবেন্নরঃ ।
প্রীতশ্চ ভগবান্ সোম ইষ্টান্ কামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ৮

শ্রদ্ধয়া চাপরো ধর্মঃ সরহস্যো মহাফলঃ ।
ইদং কলিযুগে প্রাপ্য মনুষ্যাণাং সুখাবহঃ ॥ ৯

কর্তা সুখায় যো মর্ত্যঃ স্নাতঃ শুক্লেন বাসসা ।
তিলপাত্রং প্রযচ্ছেত ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমাহিতঃ ॥ ১০

তিলোদকক্ষ যো দদ্যাৎ পিতৃণাং মধুনা সহ ।
দীপকং কৃসরং চৈব শ্রদ্ধয়া তস্য যৎ ফলম্ ॥ ১১

তিলপাত্রে ফলং প্রাহ ভগবান্ পাকশাসনঃ ।
গোপ্রদানঞ্চ যঃ কুর্যাদ্ ভূমিদানঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ১২

আয়ুষ্টোমঞ্চ যো যজ্ঞা যজেত বহুদক্ষিণম্ ।
তিলপাত্রং সহৈতেন সমং মন্যন্তি দেবতাঃ ॥ ১৩

একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[লোমশমুনি কর্তৃক বর্ষের রহস্য কথন।]

লোমশমুনি বলিলেন,—যাহারা স্বয়ং বিবাহ না করিয়া পরস্ত্রীগণের উপর আসক্ত হয়, তাহাদের পৃথে শ্রাদ্ধকাল আসিলে পর পিতৃগণ নিরাশ হইয়া যান। ১

যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে আসক্ত, যে যজ্ঞ ইহা সেবা করে এবং যে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে,—এই তিন ব্যক্তিই সমান দোষভাগী হয়। ২

ইহারা পিতৃগণের দৃষ্টিতে আলাপ করিবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত থাকিয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই এবং দেবতা ও পিতৃগণ তাহার হবিষের সম্ভাষণ করেন না। ৩

অতএব নিজের হিতকামী ব্যক্তিদের পরস্ত্রী ও যজ্ঞ-স্ত্রী পরিত্যাগ করা উচিত এবং ব্রাহ্মণের ধন কখনও অপহরণ করা কর্তব্য নহে। ৪

এখন অতি এক বর্ষযুক্ত গোপনীয় রহস্যের কথা শ্রবণ কর। শ্রদ্ধা সহকারে গুরুজনগণের আজ্ঞা পালন করা উচিত। ৫

প্রত্যেক মাসের যাবনী ও পূর্ণিমায় তিনি ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত সহ তণ্ডুল দান করিবে। ইহার যে পুণ্য, তাহা শ্রবণ কর। ৬

ইহার দ্বারা চন্দ্র ও মহোদধি সমুদ্রের বৃদ্ধি হয় এবং এই দানকে দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের চারিভাগের একভাগ ফল প্রদান করেন। ৭

ইহার দানে যাজক তেজস্বী ও বলবান্ হয় এবং ভগবান্ সোম প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অভীষ্ট কামনাসমূহ প্রদান করেন। ৮

এখন অন্য মহাফলপ্রদ রহস্যযুক্ত ধর্মের বর্ণনা শ্রবণ কর, যাহা এই কলিযুগ প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যগণের পক্ষে সুখ-প্রাপ্তিকারক হইয়া থাকে। ৯

যে যাজক প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া স্নান করত মনকে একাগ্র করিয়া ব্রাহ্মণগণকে শুক্লবর্ণের বস্ত্রের সহিত তিলপাত্র দান করে এবং পিতৃগণের উদ্দেশে মধুযুক্ত তিলোদক, দীপ ও কৃসরান্ন (খিচুড়ী) প্রদান করে, তাহার যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। ১০-১১

ভগবান্ ইন্দ্র তিল পাত্র দানের ফল এইরূপ বলিয়াছেন—যে সর্ব্বদা গো দান ও পূজন করে এবং যে বহু দক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের এই পুণ্য-ফলের সহিত তিলপাত্র দানকেও সমান বলিয়াই দেবতারা মনে করেন। ১২-১৩

ভিলোদকং সদা শ্রাদ্ধে মন্তন্তে পিতরোঽক্ষয়ম্
দীপে চ কৃসরে চৈব তুমাংস্তেষাং পিতামহাঃ ॥ ১৪
স্বর্গে চ পিতৃলোকে চ পিতৃদেবাভিপূজিতম্
এষমেতন্ময়োদ্দিষ্টমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ১৫

ভিলযুক্ত সদা শ্রাদ্ধে তিল সহ জলদান করাকে অক্ষয় মনে করেন। দীপদান ও কৃসরান্নদানে তাঁহার পিতামহগণ সন্তুষ্ট হন ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি দোমশর্মহস্যে
একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৯

এই পুরাতন ঋষি রহস্য ঋষিগণের দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে। স্বর্গলোক এবং পিতৃলোকেও দেবতা ও পিতৃগণ ইহার সমাদর করেন। এইভাবে আমি এই ঋষির বর্ণনা করিলাম ॥ ১৫

শ্রীমহাভারতে দেবব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে দোমশর্মসংবাদে ঋষির রহস্য বিষয়ক একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(অরুন্ধতী-ধর্মরাজ-চিত্রগুপ্তকর্তৃকং ধর্মরহস্যবর্ণনম্।)

ভীষ্ম উবাচ।

ততস্তু বিগতাঃ সর্বে পিতরশ্চ সদেবতাঃ
অরুন্ধতীং তপোবৃদ্ধামপৃচ্ছন্ত সমাহিতাঃ ॥ ১
সমানশীলা যৌষোগ বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ
ত্বত্তো ধর্মরহস্যানি শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্
যত্তে গুহ্যতমং তত্তে তৎ প্রভাষিতুমর্হসি ॥ ২

অরুন্ধত্যুবাচ।

তপোবৃদ্ধির্ময়া প্রাপ্তা ভর্তুঃ স্মরণেন বৈ
ভবতাঞ্চ প্রসাদেন ধর্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্ ॥ ৩

সর্বজ্ঞান্ সত্যবচসস্তান্ পূর্বজনশংসতঃ।
শ্রদ্দধানে প্রযোক্তব্যা যস্য শুদ্ধা তথা মনঃ ॥ ৪
অশ্রদ্দধানো মানী চ শ্রদ্ধত্তে গুরুতল্পগঃ
অসন্তাষ্যস্তু যো ভবারো নৈষাং দর্শঃ প্রকাশয়েৎ ॥ ৫
অহন্যহনি যো দদ্যাৎ কপিলাং ভাস্বতীং সবাঃ।
মাসি মাসি চ সত্রেণ যো যজেত সদা নরঃ ॥ ৬
গবাং শতসহস্রেণ যো দদ্যাচ্ছ্রোত্রিয়ে পুনঃ
ন তদ্ধর্মফলং তুল্যমতিথির্যস্য তুষ্যতি ॥ ৭
ক্রোধাত্ত্যাগপরো যস্তু মনুষ্যাণাং সুখাবহঃ।
শ্রদ্দধানেন কর্তব্যঃ সত্যবক্তা মহাফলঃ ॥ ৮

যাহার মন শুদ্ধ, সেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকেই ধর্মের উপদেশ করা উচিত ॥ ৩-৪

প্রত্যহীন, অভিমানী, ব্রহ্মহত্যাকারী ও গুরুপত্নীগামী, এই চারিপ্রকার ব্যক্তিকে দর্শিত ব্যাখ্যানাদি করাও উচিত নহে। ইহাদের নিকট ধর্মের রহস্য প্রকাশ করিবে না ॥ ৫

যে ব্যক্তি যাবৎ বৎসরকাল প্রতিদিন এক একটি কপিলা ধেনু দান করে, প্রতি মাসে নিরন্তর সত্রযাগ চালাইয়া যায় এবং শ্রোত্রিয় পুরুষ তীর্থে গমন করিয়া এক লক্ষ গো দান করে, ইহাদের ধর্মের ফল সেই ব্যক্তির তুল্য হইতে পারে না, যে ব্যক্তির দ্বারা অতিথি সন্তুষ্ট হয় ॥ ৬-৭

এখন মনুষ্যগণের পক্ষে সুখদায়ক ও মহাফলপ্রদ শুভ ধর্মের রহস্যের কথা শ্রবণ করুন। শ্রদ্ধাসহকারে ইহা পালন করা কর্তব্য ॥ ৮

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[অরুন্ধতী, ধর্মরাজ এবং চিত্রগুপ্ত কর্তৃক ধর্মরহস্য বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর সমস্ত ঋষি, পিতৃপুরুষ ও দেবতাগণ তপোবৃদ্ধা এবং বসিষ্ঠতুল্য শীল ও শক্তিসম্পন্না অরুন্ধতী দেবীকে একাগ্রচিত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,- ভদ্রে! আমরা আপনার নিকট হইতে ধর্মের রহস্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনার কৃপাতে যাহা গুহ্যতম ধর্ম, তাহা কৃপা করিয়া বলুন ॥ ১-২

অরুন্ধতী বলিলেন,- দেবগণ! আপনারা যে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহাতেই আমার তপস্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন আমি আপনাদেরই করুণায় গোপনীয় রহস্য সহ সমস্ত সনাতন ধর্ম বর্ণনা করিব, আপনারা সেই সব শ্রবণ করুন।

কন্যাসুধা সোমযোগ পুত্র বর্ষাণ সংযোজয়ন্।
নিষিক্তে সবাং শূদ্রে মন্ত্রজ্ঞেন চ তজ্জলম্। ১৯
প্রজাস্তেন বিরাহারক্ষমা বয়ফলা শৃণু
স্রোতস্তে যানি তীর্থানি ত্রিষু লোকেষু কানিচিৎ। ১০
সিদ্ধ-চারণজুষ্টানি সেবিতানি মহর্ষিভিঃ।
অভিষেকঃ সমস্তেষাং সবাং শূদ্রোদকস্য চ। ১১
সাধু সাধ্বিতি চোক্তিস্তৈ বৈবতৈঃ পিতৃভিস্তথা।
ভূতৈস্তৈশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠৈঃ পূজিতা সাগরস্তথা। ১২

পিতামহ উবাচ

অহো ধর্মো মহারাজে সত্যস্য চ উদাহৃতঃ
বরং দদ্যামি তে বৎস তপস্তে বর্ধতাং সদা। ১৩

যম উবাচ।

রমণীয়া কথা দিব্যা, মুখতো বা ময়া শ্রুতা
শ্রুতাস্তাঃ চিত্রগুপ্তস্য তা যত্র চ প্রেষয়ন্ত। ১৪
রহস্যাং যমসংযুক্তঃ শক্যা শ্রোতুং মহর্ষিভিঃ।

প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া তৃণ ও জল গ্রহণ করিয়া গো সকলের গমন করিবে। সেখানে গোদলের শৃঙ্গে জলের সিঞ্চন করিবে এবং শৃঙ্গ হইতে পতিত জল নিজের মস্তকে ধারণ করিবে। এই সঙ্গে সেইদিন নিরাহার হইয়া থাকিবে। এরূপ করিলে মানুষের যে ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। ৯।

তিন লোকের মধ্যে সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিগণ সেবিত যে সমস্ত তীর্থের কথা শুনা যায়, সেই সব তীর্থে স্নান করিলে যে ফললাভ হয়, তাহা গোদলের শৃঙ্গ হইতে পতিত ও নিজ মস্তকে সিঞ্চনে লাভ হইয়া থাকে। ১০-১১

ইহা শ্রবণ করিয়া দেবতা, পিতৃপুরুষ ও সমস্ত প্রাণিগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং বসুন্ধরা দেবীও তুষ্ট হইয়া প্রশংসা করিলেন। ১২

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহারাজে! তুমি ধন্য, তুমি মহান্ সত্যযুগের কথা বর্ণনা করিলে। আমি তোমাকে বরদান করিতেছি, তোমার তপস্যা সদা বর্দ্ধিত হউক। ১৩

যমরাজ বলিলেন,—আমি আপনাদের নিকট হইতে দিব্য ও মনোরম কথা শুনিয়াছি। এখন আপনারা চিত্রগুপ্তের ও আমার প্রিয় কথা শ্রবণ করুন। ১৪

এই রহস্যযুক্ত মহান্ মহর্ষিগণও শুনিতে পারেন। বিশেষ শ্রদ্ধাবানের নিকটেই আপনারা ইহা বলিয়াছেন। ১৫

ন হি শ্রদ্ধা তথা পাপং কৃতং কিঞ্চিদ্ বিনশ্যতি।
পর্বকালে চ যৎ কিঞ্চিদ্দাস্যতি চাধিতিষ্ঠতি। ১৬
প্রেতলোকং গতে মর্ত্যে তৎ তৎ সর্বং বিভাবসুঃ।
প্রতিজানাতি পুণ্যাত্মা তচ্চ তত্রোপভুঞ্জতে। ১৭
কিঞ্চিদ্ দদ্যাৎ প্রবক্ষ্যামি চিত্রগুপ্তমতং শুভম্
পানীয়ং চৈব দীপক দাতব্যং সততং তথা। ১৮
উপানহৌ চ ছত্রঞ্চ কপিলা চ যথাক্রমম্।
পুত্রস্তে কপিলা দেয়া ব্রাহ্মণে বেদপারগে। ১৯
আয়ুষোত্তম যত্নেন সর্বশঃ প্রতিপালয়েৎ।
অয়ং চৈবাপরো বরান্তিক্তমেন্তাবতঃ। ২০
ফলমস্য পৃথক্‌ত্বেন শ্রোতুমর্হসি সত্তমাঃ
প্রলয়ঃ সর্বভূতেষু গন্তব্যঃ কালপর্যয়াৎ। ২১
তত্র দুর্গমনুপ্রাপ্তাঃ কৃতঘ্নাপারদীক্ষিতাঃ।
যজ্ঞমানা বিপচ্যন্তে ন তত্রাস্তি পলায়নম্। ২২

হিতকারী শ্রদ্ধাবান্ মানুষেরও ইহা শ্রবণ করা উচিত। ১৫

মানুষের কৃত কোনও পুণ্য এবং পাপ ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না। পুণ্যকালে যাহা কিছু দান করা হয়, সে সবই সূর্য দেবের নিকট উপস্থিত হয়। ১৬

যখন মানুষ প্রেতলোকে গমন করে, সেই সময় সূর্যদেব তাহার প্রদত্ত সমস্ত বস্তু তাহাকে সমর্পণ করেন। আর সেই পুণ্যাত্মা মানুষ পরলোকে সেই সব বস্তু উপভোগ করে। ১৭

এখন আমি চিত্রগুপ্তের মতানুসারে কিছু কল্যাণকারী বাক্যের কথা বলিব। মানুষের সতত জলদান ও দীপদান করা কর্তব্য। ১৮

উপানৎ (জুতা), ছত্র ও কপিলা গাভী যথোচিত রীতিতে দান করা উচিত। পুত্রের তীর্থে বেদজ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কপিলা গাভী দান করিতে হয়। অহিংসারূপ নিয়ম সর্বপ্রকার যত্নের সহিত পালন করা কর্তব্য। ১৯½

ইহা ব্যতীত অন্য এক বংশের কথাও চিত্রগুপ্ত বলিয়াছেন। তাহার পৃথক্ পৃথক্ ফলের বর্ণনা সাধুপুরুষগণ শ্রবণ করিবেন। সমস্ত প্রাণীই কালক্রমে প্রলয়প্রাপ্ত হয়। ২০-২১

পাপের কারণে দুর্গম নরকে পতিত প্রাণী ঘৃত-পিপাসার্ত পীড়িত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে পাক হইতে থাকে। সেখানে সেই যন্ত্রণা হইতে পলায়ন করিবার কোনও উপায় সেই প্রাণীর থাকে না। ২২

অন্তরাত্মা তমো ঘোরঃ প্রবিশন্ত্যাত্মদূষকাঃ।
তত্র বর্ষং প্রবক্ষ্যামি যেন দুঃখানি সন্তরেৎ ॥ ১৩
অন্নদ্যাত্মা মহার্ঘশ্চ প্রেত্য চৈহ সুখোদয়ম্
পানীয়স্য গুণা দিব্যাঃ প্রেত্যলোকে বিশেষতঃ ॥১৪
তত্র পুণ্যোদকা নাম নদী ত্রেতাঃ বিধীয়তে।
অক্ষয়াঃ সলিলা তত্র শীতলঃ সুমনোপমম্ ॥ ১৫
ন তত্র ভোক্তাঃ শিবতি পানীয়ং যঃ প্রযচ্ছতি
প্রদীপস্য প্রদানেন প্রভাতা গুণবিস্তরঃ ॥ ১৬
তমোঽন্ধকারাং নিয়তা দীপদো ন প্রপদ্যতি।
প্রভাং চাস্য প্রযচ্ছন্তি সোমভাস্করপাবকাঃ ॥ ১৭
দেবতাস্তমুদস্তন্তে বিমলাঃ সর্বতো দিশঃ।
ভোক্তত্বে চ যথাঽন্নস্য দিত্যাঃ প্রেত্যলোকগতো নরঃ ॥ ১৮
তস্মাদ্ দীপ প্রদাতব্যঃ পানীয়ে বিশেষতঃ।
কপিলাং যে প্রযচ্ছন্তি ব্রাহ্মণে বেদপারগে ॥ ১৯
পুত্রত্বে চ বিশেষেণ শ্রদ্ধয়া তস্য যৎ ফলম্।

গোপতা সমুদং তেন দত্তঃ ভবতি শাশ্বতম্ ॥ ৩০
পাপং কর্ম চ যৎ কিঞ্চিৎ তস্মিন্নহন্যহনি ভবেৎ।
গোদানে কপিলা হেকা প্রদত্তা গোপতং যথা ॥ ৩১
তস্মাত্ কপিলা দেয়া কৌমুদ্যাং জ্যেষ্ঠপুষ্করে।
ন তেষাং বিষয়ঃ কিঞ্চিৎ দুঃখং ন চ কৃচ্ছ্রাঃ ॥ ৩২
উপানহৌ চ যো দত্তাং পাত্রভূতে দ্বিজোত্তমে
হস্তত্রাণেন সুখাং দ্বারাং লঙ্ঘতে পরলোকগঃ ॥ ৫৩
ন হি দত্তস্য দানস্য নাশোঽস্তীহ কথাচন।
চিত্রগুপ্তমতা শ্রুত্বা শুষ্টরোমা বিভাবসুঃ ॥ ৩৪
উবাচ দেবতাঃ সর্বাঃ পিতৄংশ্চৈব মহাদ্যুতিঃ।
শ্রুতং হি চিত্রগুপ্তস্য বচনং মহাত্মনঃ ॥ ৩৫
শ্রদ্দধানাস্ত যে মর্ত্যা ব্রাহ্মণেষু মহাত্মসু।
দানমেতৎ প্রযচ্ছন্তি ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ম্ ॥ ৩৬
বয়োঘাত্বিধে পক্ষ যেষাং নাস্তীহ নিষ্কৃতিঃ
অসদ্ব্যাত্মা অনাচারা বর্জনীয়া নরাধমাঃ ॥ ৩৭

যমযাতনা মানুষকে নরকের ঘোর দুঃখময় অন্ধকারে প্রবেশ করে। সেই সময়ের কথা আমি বৎসের উল্লেখ করিতেছি, যাহাতে মানুষ দুর্গম নরক হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে ॥ ১৩

এই দেহে ব্যয় অন্ন কিন্তু লাভ হয় প্রভূত। তাহার মৃত্যুর পরও উত্তম ফল লাভ হইয়া থাকে। জলের গুণ দিব্য। প্রেতলোকে এই গুণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় ॥ ১৪

সেখানে পুণ্যোদকা নামে প্রসিদ্ধ এক নদী আছে, যাহা মৃত লোকবাসিগণের জন্যই নির্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহাতে অমৃততুল্য মধুর, শীতল ও অক্ষয় জল পূর্ণ থাকে ॥ ১৫

যে ব্যক্তি এ সংসারে জল দান করে, সেই ব্যক্তিই পরলোকে যাইয়া সেই নদীর জল পান করিতে পায়। এখন দীপদানে যে অত্যধিক লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১৬

দীপদানকারী মানুষ নরকের নিয়ত অন্ধকার দর্শন করে না। তাহাকে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি প্রভা (আলোক) দান করেন ॥ ১৭

দেবতারাও দীপদানকারী মানুষকে সহায়তা করেন। তাহার নিকট নরক বিনষ্ট হইয়া যায় এবং প্রেতলোকে যাইয়া সেই মানুষ সূর্যের ন্যায় একাশিত হইতে থাকে ॥ ১৮

সেইজন্য বিশেষ যত্নের সহিত দীপ ও জল দান করা উচিত। বিশেষতঃ পুত্রভাবে যে ব্যক্তি বেদপারগামী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কপিলা গাভী দান করে, ইহাতে সেই দানের যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। বৃষসহ শত ধেনু দানের অক্ষয় ফল লাভ তাহার হইয়া থাকে ॥ ১৯-৩০

রক্তবর্ণাকুলা যাহা কিছু পাপ হয়, তাহা একমাত্র কপিলা ধেনু দানের দ্বারাই শুদ্ধ হয়। পুষ্কর তীর্থে একটি গোদানই শত গোদানের তুল্য হইয়া যায়। সেইজন্য জ্যেষ্ঠ পুষ্কর তীর্থে কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অবশ্যই কপিলা ধেনু দান করা কর্তব্য ॥ ৩১।

যে ব্যক্তি প্রেত ও সুধাভুক ব্রাহ্মণকে উপানহ (জুতা) দান করে, তাহার পক্ষে কোনও বিষম স্থান থাকে না। তাহাকে কোনও দুঃখ ভোগ করিতে হয় না এবং কষ্টকলকরের সম্মুখীন হইতে হয় না। ছত্রদান করিলে পরলোকে গমন করিয়া তাহার সুখদায়িনী ছায়া লাভ হয় ॥ ৩২-৩৩

এ জগতে প্রদত্ত দানের কখনও নাশ হয় না। চিত্রগুপ্তের এই মত শ্রবণ করিয়া ভগবান্ সূর্যদেব রোমাঞ্চিত হইলেন। সেই মহাতেজস্বী সূর্য সমস্ত দেবতা ও পিতৃগণকে বলিলেন,—আপনারা মহাত্মা চিত্রগুপ্তের বর্ষবিষয়ক ওই বচনটি শ্রবণ করিলেন ॥ ৩৪-৩৫

যে সব মানুষ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধা সহকারে উক্ত দান করেন, তাহাদের কোনও ভয় থাকে না ॥ ৩৬

নিম্নে কথিত পাঁচপ্রকার বর্ষবিষয়ক দোষ যাহাদের মধ্যে বর্তমান আছে, তাহাদের ইহলোকে কখনও উদ্ধার হয় না

গোরোচনাসমালম্ভো বচাহরণ্ডস্য যো ভবেৎ।
মৃতাক্তস্তক যো দদ্যাদ্যস্তকে তৎপরাঙ্মুখঃ ॥ ৮
যে চ মাংসং ন খাদন্তি তান্ ন শত্রুর হিংসিতুম্।
যস্য চাত্মসমং বিত্তং দিবারাত্রৌ চ দীপ্যতে ॥ ৯
তত্রকোশ্চর্ম বাস্ত্রাংশ্চ তথৈব গিরিকন্দরঃ।
আজ্ঞাযুক্তো বিড়ালাংশ্চ ছাগাংশ্চ কৃষ্ণোঽথ পিঙ্গলঃ ॥ ১০
যেষামেতানি তিষ্ঠন্তি গৃহেষু গৃহমেধিনাম্

তাম্রমৃন্ময়ভাণ্ডানি পিশিতান্নৈঃ সুসংস্কৃতৈঃ ॥ ১১
লোকানস্মদ্বিধা যে চ বিচরন্তি যথাসুখম্।
তস্মাদেতানি যেষেষু রক্ষোঘ্নানি বিশাম্পতে ॥
এতদ্ যঃ কথিতং সর্বং মত্র যঃ সংশয়ো মহান্ ॥ ১২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি প্রথমরত্নে
একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩১

যে মানুষ নিজের দেহে গোরোচনা লেপন করে, হাতে বচ নামক ঔষধ ধারণ করে, ললাটে ঘৃত ও অক্ষত ধারণ করে এবং মাংস ভক্ষণ করে না, এরূপ মনুষ্যদিগকে আমরা হিংসা করিতে পারি না ॥ ৮-৯

যাহার গৃহে অগ্নিহোত্রের অগ্নি নিত্য দিবারাত্র জ্বলীয়মান থাকে, ক্ষুদ্র জাতির ব্যাঘ্রের চর্ম, তাহার স্বল্পকম্বল, পর্ণকুটীর কল্পন বিস্তারিত থাকে, তাম্রাদিতে প্রস্তুত ঘৃত নির্গত হয়, বিড়াল এবং কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণের ছাগল থাকে, যে সব গৃহস্থের গৃহে এই সব বস্তু থাকে, সেই গৃহের ঈদৃশ ভবনে রাক্ষসগণ আক্রমণ করিতে পারে না ॥ ১০-১১

আমাদের ন্যায় যে সব নিশাচরগণ গৃহের সন্ধিতে সমস্ত লোকে বিচরণ করে, তাহারা পূর্বোক্ত গৃহসকলে কোন হানি করিতে পারে না প্রজানাথ! অতএব নিজেদের গৃহে এই সব রক্ষোঘ্ন বস্তুসকল অবশ্যই রাখিবা দিবে। সমস্ত বিষয়ে আপনাদের মহাসংশয় ছিল, সেই সব আমরা বলিলাম ॥ ১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে প্রথমরত্নের বঙ্গানুবাদে বিংশ একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দিব্যগজানাং বর্ণশ্রবসা তৎপ্রভাবস্য চ বর্ণনম্]

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ পদ্মপ্রকোশাক্ষঃ পদ্মোদ্ভূতঃ পিতামহঃ
ঊবাচ বচনং দেবান্ বাসবঞ্চ শচীপতিম্ ॥ ১
অয়ং মহাবলো নাগো রসাতলচরো বলী।
তেজস্বী রেণুকো নাম মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥ ২
অস্তিতেজস্বিনঃ সর্বে মহাবীর্য্যা মহাগজাঃ।
ধারয়ন্তি মহীং কৃৎস্নাং সশৈল-বন-কাননাম্ ॥ ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর পদ্মকুশা কান্তিমান্ পদ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা দেবগণকে এবং শচীপতি ইন্দ্রকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

এই রসাতলে বিচরণকারী, মহাবল, শক্তিশালী, অত্যন্ত তেজস্বী ও পরাক্রমশালী তেজস্বী রেণুকনামক নাগ এখানে উপস্থিত আছে। এই সব মহাগজগণ (দিগ্‌গজগণ) অত্যন্ত তেজস্বী ও মহাপরাক্রমশালী। ইহারা পর্বত, বন ও কাননসমূহ সহ সমগ্র পৃথিবীকে ধারণ করিতে পারে ॥ ২-৩

ত্বয়ৃদ্ধিঃ সমনুজ্ঞাতো রেণুকস্তান্ মহাগজান্
ধর্মগুপ্তানি সর্বাণি গত্বা পৃচ্ছতু তত্র বৈ ॥ ৪
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা তে দেবা রেণুকং তদা।
প্রেষয়ামাসুরব্যগ্রা যত্র তে দ্বরণীধরাঃ ॥ ৫

রেণুক উবাচ।

অনুজ্ঞাতোঽস্মি দেবৈস্ত্বং পিতৃভিশ্চ মহাবলাঃ।
ধর্মগুপ্তানি মুখ্যানি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
কথয়ন্তু মহাভাগা যদ্ বস্তুতা মনীষিতম্ ॥ ৬

যদি আপনার আজ্ঞা প্রদান করেন, তবে রেণুক নেই মহাগজগণের নিকট যাইয়া ধর্মের সমস্ত গোপনীয় রহস্য জিজ্ঞাসা করুক ॥ ৪

পিতামহ ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া শান্তচিত্ত দেবতাগণ সেই সময় রেণুককে সেই স্থানে প্রেরণ করিলেন, যেখানে পৃথিবীধারণকারী সেই দিগ্‌গজগণ বিদ্যমান ছিলেন ॥ ৫

রেণুক বলিলেন,—মহাবল দিগ্‌গজগণ! আমাকে দেবতা ও পিতৃগণ আজ্ঞা করিয়াছেন, সেইজন্য এখানে আসিয়া এবং আপনাদের যে ধর্মবিষয়ক গূঢ় মত, তাহা আমি যথাযথভাবে শুনিতে বাসনা করি। মহাভাগ দিগ্‌গজগণ! আপনারা

পিতৃগণা ঊচুঃ

কার্ত্তিকে মাসি চাশ্লেষা যদলম্ভাশ্বিনী শিবা।
তেন নক্ষত্রযোগেন যো দদাতি গুড়ৌদনম্ ॥ ৭
তস্য মন্যুং শময়ন্ শ্রাদ্ধে বসতয়ো জকোপনঃ।
বলদেবপ্রভৃতয়ো যে নাগা বলবত্তরাঃ ॥ ৮
অনন্তা হ্যকথা নিত্যাঃ ভোগিনঃ পুমহাবলাঃ।
ভোগাং কুলোদ্ভবা যে চ মহাকৃতা ভুজঙ্গমাঃ ॥ ৯
তে যে বলিং প্রযচ্ছন্তি বলতেজোঽভিবৃদ্ধয়ে
যদা নারায়ণঃ শ্রীমান্ জজ্ঞার বসুধাম্ ॥ ১০
তদ্ বলং তস্য দেবস্য বীরাবুদ্ধয়তত্তথা
এবমুক্ত্বা বলিং তত্র বল্মীকে তু নিবেদয়েৎ ॥ ১১
গজেন্দ্রকুলসাকীর্ণা নীলমন্দ্রাকুলেপনম্
নির্বপেৎ তং তু বল্মীকে অন্নং যাতে দিবাকরে ॥ ১২

এবং তুষ্টোঽস্তু সর্বে অবস্থাস্ত্বারণীতিতাঃ।
ভ্রমং তং নাবধুধ্যাহো বারয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১৩
এবং মন্ত্রময়ে সর্বে তারার্ত্তা নিরপেক্ষিণঃ
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদুপোষিতঃ ॥ ১৪
এবং সংবৎসরং কৃত্বা লাংং বহুফলং লভেৎ।
বল্মীকে বলিদানায় তস্যা বহুফলং মতম্ ॥ ১৫
যে চ নাগা মহাবীর্যাশ্চিন্তু লোকেষু কুৎস্নশঃ।
কৃতাভিখ্যা ভবেন্মুক্তে শতং বর্ষাণি ভক্তিতঃ ॥ ১৬
পিতৃগণানাং যজ্ঞত্বা দেবতাঃ পিতরস্তথা।
যস্যৈতদ্ মহাভাগাঃ পূজয়ন্তি স হেতুকম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পিতৃগণানাং বচনে

ছাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩২

যে কার্ত্তিকের গুহ মত, তাহা আমি যথাবদ্ভাবে ভক্তিতে দান করি। মহাভাগ শিব শুভদন। আপনাদের বৃদ্ধিতে যথের যে যে ভক্ত নিহিত আছে, তাহা বলুন। ৬

পিতৃগণ বলিলেন,—কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষে অশ্লেষা নক্ষত্র ও বহুলবতী অষ্টমী তিথির যোগ হইলে পর যে মনুষ্য আমাদের সংবৎসরপূর্ব্বক ক্রোধযুক্ত হইয়া নিয়মিত যজ্ঞপাঠ করিতে করিতে শ্রাদ্ধের সময়ে আমাদের গুড় গুড়বিশ্রিত অন্ন প্রদান করে, (সে মহাফল লাভ করিয়া থাকে)। ৭

বলদেব (শেষ বা অনন্ত) প্রভৃতি যে নাগ আছেন, তাঁহারা অনন্ত, অক্ষয়, নিত্য ফণাধারী ও অত্যন্ত মহাবলশালী তাঁহারা এবং তাঁহাদের কুলে উৎপন্ন যে সব অতি বিশাল ভুজঙ্গম (সর্প) আছেন, তাঁহারাও আমার ভোগ ও বল বৃদ্ধির জন্য আমার প্রদত্ত এই বলি গ্রহণ করুন। যখন শ্রীমান্ ভগবান্ নারায়ণ এই পৃথিবীদেবীকে একার্ণব জল হইতে উদ্ধার করিয়া ছিলেন, সেই সময় এই বসুন্ধরার উদ্ধারকারী সেই ভগবানের শ্রীবিগ্রহে যে বলশক্তি, তাহা আমার লাভ হউক। ৮-১০½

এই কথা বলিয়া কোনও জঙ্গলের উপরে বলি নিবেদন করিতে হয়। তাহার উপর নাগদেবের পূজা বিকীর্ণ করিয়া দিবে, চন্দন প্রদান করিবে এবং যত্নের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে।

তারপর সূর্য্যাস্ত হইলে সেই বলিকে বল্মীকের নিকটে রাখিয়া দিবে। ১১-১২

এইভাবে সমস্ত পৃথিবীর নিয়ে তারপীড়িত হইলেও আমাদের সকলের সেই পরিশ্রম প্রস্তুত হয় না এবং আমরা সুখের সহিত বসুধার ভার বহন করিতে পারি। তাহের দ্বারা পীড়িত হইলেও তারাও নিকট হইতে কিছু প্রত্যাশা না করিয়া আমরা সকলে বলিদানে এইরূপই মনে করি। ১৩½

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রগণ যদি উপবাস পূর্ব্বক এক বৎসরকাল এইভাবে আমাদের জন্য বলি প্রদান করে, তবে তাহাদের মহাফললাভ হয়। বল্মীকের নিকট বলি সমর্পণ করিলে পর তাহা আমাদের পক্ষে অধিক ফলপ্রদ বলিয়া অভিহিত হয়। ১৪-১৫

ভিন্ন লোকের মধ্যে যে সমস্ত মহাপরাক্রমশালী নাগ আছেন, তাঁহারা এই বলি দানের দ্বারা শত বৎসরের জন্য যথার্থরূপে সংকৃত হইয়া যান। ১৬

পিতৃগণগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাভাগ দেবতা, পিতৃপুরুষ ও ঋষিগণ হেতুক নাগদের অভিপূজা সমাপিত করিলেন। ১৭

শ্রীমহর্ষি দেবব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে পিতৃগণগণের বর্ণনযন্ত্রী বচনা-বিষয়ক দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(মহাদেবস্য বর্ষসহস্রাবধিকম্)

মহেশ্বর উবাচ

সারমুদ্ধৃত্য বক্ষ্যামি: সাধুবর্ষ উদাহৃতঃ।
বর্ষণ্ডুমিদং মন্ত্রঃ শৃণুষ্বাঃ সর্ব এব হ। ১

যেষাং বর্ষাশ্রিতা বুদ্ধিঃ শ্রদ্দধানাশ্চ যে নরাঃ।
তেষাং তাদৃগদেবাঃ সন্তঃ সো মহাফলম্। ২

নিরুদ্বিগ্নস্তু যো দদ্যাদ্যমেকং সবাক্ষিকম্।
একতঃ তথাশ্রীয়াদ্ধ্রুত্বা তস্য বং ফলম্। ৩

ইমা সাধো মহাভাগাঃ পবিত্রাঃ পরমাঃ শুভাঃ
শ্রীল্লোকান্ বাধতাস্ত্র স্ব দেবব্যাসুর-মানুষান্। ৪

তাসু চৈব মহাপুণ্যা শুভ্রা চ মহাফলম্
অহন্যহনি ধর্মেণ যুজ্যতে যৈ সবাক্ষিকঃ। ৫

মন্ত্রী ক্ষেত্রা প্রভুজ্ঞাতাঃ পূর্বমাসন কৃতে যুগে।
ততোঽবমন্যনীতো বৈ ব্রহ্মণা লম্বযোনিনা। ৬

তস্মাদ্ ব্রহ্মস্থানগতস্ত্রিষ্ঠত্যাপতি মে গৃহ:
যমেন্দ্রঃ সহ লোকৈশ্চ তস্মাৎ পূজ্যা: সদৈব তা: ৭

মহাপ্রভাবা বরদা বরা: দত্তাকৃপাসিতা:
তা সাধোঽস্ত্যাগুরুমন্ত্রে সর্বকর্মসু বং ফলম্ ৮

যস্য তত্র চতুর্ভাগো যো দদাতি সবাক্ষিকম্। ৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি মহাদেববাক্যে।
ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৩৩

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[মহাদেব কর্তৃক বর্ষকৃত্য কথন

(ঋষি, মুনি, দেবতা ও পিতৃগণকে মহেশ্বর বলিলেন, — তোমরা সকলে বর্ষসাধ্যের সার সংগ্রহ করিয়া উত্তম রূপ বর্ণনা করিয়াছ। এখন তোমরা সকলে আমার নিকট বর্ষকৃত্য শুভ ফলসহ শ্রবণ কর। ১

যাহাদের বুদ্ধি সদা বর্ষমুখী এবং যাহারা অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান, সেই সব মানুষকে এই মহাকর্মধারক ফলপ্রদ বর্ষ উপদেশ করা উচিত। ২

যাহারা উদ্বেগরহিত হইয়া একবার যাবৎ প্রাণশক্তি থাকে তোজন দান করে এবং পরে একবার ভোজন করে। তাহাদের যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। ৩

এই ঘোষণা পরম সৌভাগ্যবতী ও অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহারা হেতুভূত অক্ষয় এবং মহত্ত্বগণের সহিত তিন লোককে ধারণ করে। ৪

ইহাদের সেবা করিলে মহাপুণ্য ও মহাফল লাভ হয়

প্রতিদিন থাকে তোজনকারী মানুষ বর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫

আমি পূর্বে সত্যযুগে ঘোষণাকে আমার নিকটে থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছিলাম। পদ্মযোনি ব্রহ্মা ইহাদের অন্ত আমাকে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন। ৬

সেইজন্য তোমরা স্থিত হও আমার উপরে আমার ভবনের অগ্রে বিদ্যমান থাকে। আমি সতত ঘোষণের সহিত যম ও ইন্দ্রাণী আমার অনুগত হই। অতএব এই ঘোষণের পূজাই পূজা করা উচিত। ৭

এই ঘোষণ অতিশয় প্রভাবশালিনী ও বরদায়িনী। ইহাদের উপাসনা করিলে ইহারা অভীষ্ট বর প্রদান করে। উপাসনাকারী মানুষের মনস্ত কার্যে যে কর্ম অভীষ্ট, তাহা এই ঘোষণ অনুমোদন করে—তাহার সিদ্ধি দান করে। যে মানুষ পূর্বোক্ত গুণে সমন্বিত অর্থাৎ যাকে একবার যাবৎ প্রাণ-শক্তি ভোজনদান করে, তাহার সঙ্গের কত গোমেধের ফলের এক চতুর্থাংশ লাভ হয়। ৮-৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে মহাদেবের বর্ষকৃত্য বিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

7 AUG 1975

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(ভগবদ্দেবনা ধর্মস্যস্রকথনম্, ভগবতা বিষ্ণুনা ভীষ্মেণ চ ধর্ম্মাত্ত্ব্যাসা বর্ণনঞ্চ।)

ঋষ য উচাচ।

মহাপ্রভাবতো ধর্ম্মাঞ্ছ্রুত্বা সমাহিতাঃ।
নীলবস্ত্রা মৃদাভাস্যাঃ গৃহীত্বা মৃত্তিকা ভুবঃ। ১
অভিষেকং ব্রাহ্মণঃ কুর্য্যাৎ তস্য ধর্ম্মং নিবোধত
শোধয়েদশুদ্ধং সর্বমাপিত্ত্যাং পবত্র চ। ২
যাবচ্চ জায়তে মর্ত্ত্যস্তাবচ্ছুদ্ধো ভবিষ্যতি
ইদং চাপ্যপরং শুদ্ধাঃ সত্রসস্য নিবোধত। ৩
প্রগৃহ্যোদ্ধরণং পাত্রাঃ পক্কাত্ত্ব মধুনা সহ।
সোমস্যোদ্ভিদমসীতি সৌর্যমাভ্যাং বদেদৃচং। ৪
তস্য ধর্ম্মফলং নিত্যং শ্রদ্দধানা নিবোধত
সাধ্যা রুদ্রাস্তথাদিত্যা বিশ্বেদেবস্তথাশ্বিনৌ। ৫
মরুতো বসবশ্চৈব প্রতিগৃহ্ণন্তি তং বলিম্
সোমশ্চ বর্ধতে তেন সমুদ্রশ্চ মহোদধিঃ। ৬
এষ ধর্ম্মো ময়োদ্দিষ্টঃ সত্রসস্যঃ সুখাবহঃ। ৭

বিষ্ণুরুবাচ।

সর্বগুহ্যানি সর্বাণি দেবতানাং মহাত্মনাম্
ঋষীণাং চৈব গুহ্যানি যঃ পঠেদ্বৈষ্ণবিকং সদা। ৮
শূদ্রাদ্ বানশুদ্ধশূদ্রঃ শ্রদ্দধানঃ সমাহিতঃ।
নাস্য বিঘ্নঃ প্রভবতি ভয়ং চাপি ন বিদ্যতে। ৯
যে চ ধর্মাঃ শুভাঃ পুণ্যাঃ সত্রস্যস্য উদাহৃতাঃ।
তেষাং ধর্মফলং তস্য যঃ পঠেত্ত্ব ভিক্তেন্দ্রিয়ঃ। ১০
নাস্য পাপং প্রভবতি ন চ পাপেন লিপ্যতে।
পঠেদ্বা শ্রাবয়েদ্বা যাপি শ্রদ্ধা বা লভতে ফলম্। ১১
মুচ্যতে পিতৃদেবা হবাং কব্যাদ্যথাভক্তম্।
শ্রাবয়ংশ্চাপি বিপ্রেন্দ্রান্ পর্বসু প্রযতো নরঃ। ১২
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ পিতৃণাং চৈব নিত্যদা
ভবত্যভিমতঃ শ্রীমান্ ধর্মেষু প্রযতঃ সদা। ১৩
কৃতানি পাপকর্ম মহাপাতকদুষ্কৃতম্।
ব্রহ্মহত্যাং চ জন্মেমং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ১৪

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ঋষ দেবব্রতকে পরশুরাম যখন এবং ভগবান্ বিষ্ণু ও ভীষ্মের দ্বারা ধর্মের দ্বারাত্মা বর্ণন।]

ঋষ বলিলেন,—দেবভাগন! এখন একাগ্রচিত্তে আমার মহাত্মসারেও ধর্মের গোপনীয় রহস্য শ্রবণ করুন। যে ব্রাহ্মণ নীলবর্ণের বৃষের পৃষ্ঠদেশ হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করত তাহার দ্বারা তিন দিন স্নান করে, তাহার প্রাপ্য পুণ্য কথা শ্রবণ করুন। ১২

সেই ব্রাহ্মণ নিজের সমস্ত পাপকে শোধন করিয়া থাকে এবং পরলোকে আধিপত্য লাভ করে। তারপর যখন সে পূতাত্মা মহত্ত্ব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তখন সে শৌর্যশালী বীর হয়। ২৪

এখন ধর্মের আর এক গুহ্য রহস্য শ্রবণ করুন। পূর্ণিমা-তিথিতে চন্দ্রোদয়ের সময় ঈষদুষ্ণ (তাজা) পায়েস মৃদু সহিত পর আর শ্রবণ করত যে ব্যক্তি ভক্ত বলি সমর্পণ করে, তাহার যে নিত্যধর্ম ফলের প্রাপ্তি হয়,তাহা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করুন সেই ব্রাহ্মণের প্রভু সেই বলিকে সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ ও বসুদেবগণও গ্রহণ করেন এবং ইহার দ্বারা চন্দ্র ও সমুদ্রের বৃদ্ধি হয় এইরূপে আমি রহস্যসহ সুখদায়ক ধর্মের বর্ণনা করিলাম। ৩-৭

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন,—যে ব্যক্তি দেবতা ও মহাত্মা ঋষিগণ কর্তৃক কথিত ধর্মসমূহ এই সব গুহ্য রহস্য প্রতিদিন পাঠ করিবে অথবা শোনাইয়া-ইচ্ছিত হইয়া সদা একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিবে, তাহার উপর কোনও বিঘ্ন প্রভাব দেখাইতে পারিবে না এবং তাহার কোনও ভয়ও থাকিবে না। ৮-৯

এখনে যে যে পবিত্র ও কল্যাণকারী ধর্মসমূহ রহস্যসকলের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, সেই সব ধারণা ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক পাঠ করিবে, তাহাদের সেই সেই ধর্মের পূর্ণ ফল লাভ হইবে। ১০

তাহার উপরে কখনও পাপের প্রভাব পতিত হয় না, সে কখনও কোনও পাপে লিপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি এই রহস্য পাঠ করিবে, অপরকে শুনাইবে অথবা যারা শ্রবণ করিবে, তাহারাও এই সব ধর্মাচরণের ফল লাভ হইবে। তাহার প্রদত্ত দ্রব্য-কব্য অক্ষয় হইয়া যাইবে এবং পিতৃগণ তাহা উপভোগ করিবে। ১১-১২

যে ব্রাহ্মণ পর্বসমূহে শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ধর্মের এই রহস্য শ্রবণ করাইবে, সে সদা দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের আশীর্বাদের পাত্র হইবে এবং শ্রীসম্পন্ন হইবে। তাহার সর্বদা ধর্মে প্রবৃত্তি থাকিবে। ১৩-১৩

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকব্যাপীত অন্য পাপ কর্ম করিয়াও যদি এই রহস্যধর্ম শ্রবণ করে তবে সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৪

ভীষ্ম উবাচ

এতদ্ ঘর্ষয়তস্তা বৈ দেবতানাং নরাধিপ
ব্যাসোক্তিষ্টং ময়া প্রোক্তা সর্বদেবনমস্কৃতম্ ॥ ১৪
পৃথিবী রত্নসম্পূর্ণা জানাং চেদমনুত্তমম্
ইত্যেষ তত্ত্বঃ প্রাবাসিষ্ট মন্তেত ঘর্ষিবং ॥ ১৬
নাজ্ঞদ্যানায় ন নাস্তিকায়
ন নষ্টধর্মায় ন নিষ্ক্রিয়ায়।
ন বেদদুষ্টায় গুরুদ্বিষে বা
নান্যশ্রুতায় নিবেদয়েত্বং ॥ ১৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ভীষ্মদেবরহস্যে
চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪

ভীষ্ম বলিলেন,—নরাধিপ! দেবতাগণ কর্তৃক তাঁহাকে এই ঘর্ষণযন্ত্র ব্যাসদেব আমাকে বলিয়াছিলেন। তাহাই আজ আমি তোমাকে বলিলাম। সকল দেবতাই ইহার অত্যন্ত সম্মান করেন ॥ ১৪

একদিকে যদি রত্নসমূহে পূর্ণা পৃথিবী থাকে এবং অন্যদিকে এই সর্বোত্তম জ্ঞান থাকে, তবে সেই পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া এই সর্বোত্তম জ্ঞানই গ্রহণ ও গ্রহণ করা উচিত। ঋষিগণ ইহাই মনে করেন ॥ ১৬

যে অজ্ঞাধীনকে, যে নাস্তিককে, যে স্বধর্মভ্রষ্টকারীকে, যে নিষ্ক্রিয়কে, যে বেদদুষ্ট (ভর্ক) অবলম্বন করিয়া দুষ্টতাকারীকে, যে গুরু-দ্বেষীকে এবং যে বেদাভিমানী ব্যক্তিকে এই ঘর্ষের উপদেশ করিবে। ১৭

শ্রীমহাভারত বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মের রহস্যবিষয়ক চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কেষাংস্বঃ গ্রাহ্য কেষাংগ্রাহ্যম্—এতাদৃশানাং মানুষাণাং বর্ণনম্

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কে ভোজ্যা ব্রাহ্মণস্যেহ কে ভোজ্যাঃ ক্ষত্রিয়স্য হ।
তথা বৈশ্যস্য কে ভোজ্যাঃ কে শূদ্রস্য চ ভারত ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণস্যেহ ভোজ্যা যে চৈব ক্ষত্রিয়াঃ।
বৈশ্যাশ্চাপি তথা ভোজ্যাঃ শূদ্রাশ্চ পরিসংবৃতাঃ ॥২

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ভোজ্যা বৈ ক্ষত্রিয়স্য হ
বর্জনীয়াস্তু বৈ শূদ্রাঃ সর্বভক্ষা বিকর্মিণঃ ॥ ৩
বৈশ্যস্তু ভোজ্যা বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ।
নিত্যাগ্নয়ো বিধিযজ্ঞাশ্চ চাতুর্মাস্যব্রতাশ্চ যে ॥ ৪
শূদ্রাণামথ যো ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্।
মলং বৈশ্যাং স পিবতি মলং ভুঙ্‌ক্তে জনস্য চ ॥ ৫

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

কাহাদের অন্ন গ্রহণযোগ্য ও কাহাদের গ্রহণযোগ্য নয়—এরূপ মনুষ্যগণের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভারত! এ জগতে ব্রাহ্মণের কাহাদের গৃহে ভোজন করা উচিত, ক্ষত্রিয় কাহাদের গৃহে অন্ন গ্রহণ করিবে, বৈশ্যের কাহাদের অন্ন গ্রহণযোগ্য এবং শূদ্র কাহাদের গৃহে ভোজন করিবে? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—জগতে ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গৃহে অন্ন ভোজন করা উচিত। শূদ্রের গৃহে তাঁহার পক্ষে অন্ন গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। ২

এইরূপ ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গৃহেই অন্ন ভোজন করা কর্তব্য। তথা ও অভক্ষ্যের বিচার না করিয়া সব কিছুই ভক্ষণকারী ও বাছের বিচার আচরণকারী শূদ্রের অন্ন তাঁহার পক্ষে ত্যাজ্য। ৩

বৈশ্যের মধ্যেও যাহারা নিত্য অগ্নিহোত্র করে, পবিত্রভাবে অবস্থান করে এবং চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করে, সেই বৈশ্যের অন্নই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের গ্রাহ্য। ৪

যে দ্বিজ শূদ্রগণের গৃহে অন্ন ভোজন করেন, তিনি সমস্ত পৃথিবী ও সম্পূর্ণ মনুষ্যগণের মলই পান এবং ভক্ষণ করেন। ৫

শূদ্রান্নং রত্নমা ভুঙ্‌ক্তে ৮ ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্।
পৃথিবীমলমশ্নন্তি যে দ্বিজাঃ শূদ্রযোনিজাঃ। ৬

শূদ্রস্য করনিষ্ঠায়াং বিকর্তৃরুপাপদ্যতে।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো বিকর্মস্থশ্চ পচ্যতে। ৭

আপাদ্যান্নিহতা বিপ্রাস্তথা ক্ষত্রান্নবৃত্তিনঃ।
রত্নদে ক্ষত্রিয়ঃ প্রাজ্ঞবৈশ্যঃ পুষ্টাশনেব চ। ৮

করোতি কর্ম যদ্ বৈশ্যস্তস্য ভাগপ্রভাবতঃ
কৃষিমোক্ষ্যব্যাধিকুশলো বেদ করমিহ। ৯

শূদ্রকর্ম তু যঃ কৃত্বা দাবহারক ঈক্ষতে ১
স দ্বিজেষ্টো যথা শূদ্রো ন ভোক্তব্যঃ কদাচন। ১০

চিকিৎসকঃ কারুপৃষ্ঠঃ পুত্রাধ্যক্ষঃ সুরোহিতঃ
সাংবৎসরো বৃথাধ্যায়ী সর্বে তে শূদ্রসম্মিতাঃ। ১১

শূদ্রকর্মণ্যবৈগুণ্যে যো ভুঙ্‌ক্তে নিয়তব্রতঃ।
অভোজ্যভোজনং ভুঙ্‌ক্তে তস্য প্রায়োদ্ভবং ফলম্ ১১

কৃময়ো বীর্যাক্ত ভোজস্তং ত্রিযাম্যযোনিমৃচ্ছতি ৮।
স প্রযাতি যথা যা বৈ নিচ্ছিদ্রো বধ্যরজ্জুভিঃ। ১৩

ভুঙ্‌ক্তে চিকিৎসকস্যান্নং তদন্নং পূয়সংযুতম্।
পুংশ্চল্যান্নং মৃগা সাংস কারুকান্নং শোণিতম্ ৪।১৪

বিড্ভোজীবিনোঽন্নং যো ভুঙ্‌ক্তে সাধুসম্মতঃ।
তদপত্যং যথা গৌত্রঃ তং সাধু পরিবর্জয়েৎ। ১৫

বচনীয়স্য যো ভুঙ্‌ক্তে তদন্নং শোণিতং মৃদম্
পিণ্ডঞ্চ ভোজনং ভুঙ্‌ক্তে ব্রহ্মহত্যাসমং বিদুঃ। ১৬

অসংকৃতমনন্নাদ্যং ন ভোক্তব্যং কদাচন। ১৭

ব্যাধিঃ কুলক্ষয়ঃ চৈব ভিক্ষিঃ প্রায়োদ্ভবতি ব্রাহ্মণঃ।
নগরীরাজিকো ভুঙ্‌ক্তে বণিগন্নঞ্চ ভবেৎ। ১৮

যে দ্বিজ শূদ্রের অন্ন ভক্ষণ করেন, তিনি পৃথিবীর মল ভোজন করেন। যে দ্বিজগণ শূদ্রান্নভোজী, তাঁহারা সকলে পৃথিবীর মলই ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ৬

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি শূদ্রের নিকট সেবা করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহারা যদি বিনিই কর্ম—সেবা করিবার জন্য নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলেও নরকের যাতনা ভোগ করে। যদি শূদ্রের কর্ম না করিয়াও শাস্ত্রবিহিত কর্ম করেন, তবে তাঁহাদিগকে নরকের যাতনা ভোগ করিতে হয়। ৭

ব্রাহ্মণগণ বেদের আধারে নিহত হইবেন এবং যজ্ঞ বিদ্যের যজমানের রক্ষা করিয়া যাইবেন। ক্ষত্রিয় সকলের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। ইঁহারা মহৎ পুরুষার্থ লাভ করিবেন। বৈশ্য প্রজাগণের পুষ্টির জন্য কৃষি, গোরক্ষাদি কার্য্যসমূহ করিবেন—ইঁহারই যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকার। ৮

বৈশ্য যে কর্ম করেন, তাহারই ফলের প্রভাবে তাহার সকল যাজন জীবিকা পরিচালিত করে। কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য—এই সব বৈশ্যের নিজের কর্ম। ইহা ত তাহার কোনও কুপা হয় না। ৯

যে বৈশ্য নিজের কর্ম ত্যাগ করে, শূদ্রের কর্ম করেন, তাঁহাকে শূদ্র বলিয়াই জানিতে হইবে। তাঁহার গৃহে কখনও অন্ন ভোজন করা উচিত নয়। ১০

চিকিৎসক, পণ্যবিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জনকারী, পূজারক, বেতন গ্রহণ করিয়া দেবপূজাকারী, বর্ষফল বর্ণনাকারী জ্যোতিষী এবং বেদপাঠ হইতে ছিন্ন বৃথা অধ্যয়নকারী, —এই সব ব্রাহ্মণই শূদ্রের সমান। ১১

যে দ্বিজাধম যজ্ঞ প্রস্তোচিত কর্মকারী এই দ্বিজগণের পূর্বে অন্ন ভোজন করে, সেই ব্রাহ্মণ অজস্র কৃমিরূপে পাপ করিয়া নিরন্তর অন্ন প্রাপ্ত হয়। ১২

তাহার কৃমি, কীট ও তেজ নষ্ট হইয়া যায় এবং সে বধ্যরজ্জুর ন্যায় নিশ্ছিদ্র কৃমিরূপে ত্রিযাম্য যোনিতে গমন করে। ১৩

যে চিকিৎসকান্নভোজী বৈশ্যের অন্ন ভোজন করে, তাহার সেই অন্ন বিষ্ঠার সমান। বারবিলাসিনী স্ত্রী ও বেশ্যার অন্ন মূত্রের তুল্য। কারুকার্য্যজীবীর অন্ন রক্তের সমান।

যে সংপুরুষগণের দ্বারা সমানিত পুরুষ বিদ্যা বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জনকারী ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করে, তাহার সেই অন্নও মূত্রের অন্নতুল্য। অতএব সজ্জন ব্যক্তি সেই অন্ন পরিত্যাগ করিবেন। ১৫

যে ব্যক্তি কলঙ্কিত ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করে, তাহাকে রক্তের কৃমি বলা হয়। যে ব্যক্তি বল সংবেদ অন্ন ভোজন করে, তাহার সেই ভোজন করা অন্নকে মাংস বলিয়া জানিতে হইবে। অসৎকার ও অবহেলাপূর্বক প্রাপ্ত অন্ন কদাপি ভোজন করা উচিত নয়। ১৬-১৭

যে ব্রাহ্মণ এরূপ অন্ন ভোজন করে, তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হন এবং তাঁহার বংশ ক্ষয় হইয়া যায়। যে নগরীরক্ষকের অন্ন ভোজন করে, সে চাণ্ডালতুল্য হইয়া যায়। ১৮

গোঘ্নে চ ব্রাহ্মণঘ্নে চ সুরাপে গুরুতল্পগে
ভ্রূণহত্যাং ব্রতে বিপ্রো রক্ষসাং কুলবর্ধনঃ ॥ ১৯

তাসাপহারিণো ভ্রূণহত্যাং কৃত্বা ক্লীবত্বমিচ্ছতি।
ভোজনে শবরাবাসে মধ্যদেশবিহিংসতে ॥ ২০

অভোজ্যান্নৈশ্চ ভোজ্যান্ন যদা প্রেক্ষ্য যথাবিধি।
কিমনুদ্য তৌক্ষ্ণ্যেন মতয়ো মোহমাগমন্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ভোজ্যাভোজ্যানুকথনং নাম
পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫

শোষিত, ব্রাহ্মণবধ, সুরাপান ও গুরুপত্নীগমনকারী মানুষের গৃহে ভোজন করিলে পর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণগণের বুদ্ধিনাশকারী হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৯

পক্ষিত্ব দমনকারী, কৃতঘ্ন ও এণ্ডনখের অন্ন ভোজন করিলে মানুষ মধ্যদেশবিহিত (আর্য্যাবর্তের বাহিরে) চণ্ডালগণের গৃহে অন্নগ্রহণ করে ॥ ২০

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের অন্ন ভোজন করা উচিত ও যাহাদের অন্ন ভোজন করা উচিত নয়, এরূপ বহুতরূপের বিধি অনুসারে আমি পরিচয় প্রদান করিলাম। এখন আমার নিকট হইতে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা কর ? ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ভোজ্যাভোজ্য অনুকথনামক পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(দানগ্রহণস্যানুচিতভোজনস্য চ প্রায়শ্চিত্তকথনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ

উক্তান্ত্বয়া ভোজ্যান্নভোজ্যান্ন সর্বশঃ
অত্র মে প্রশ্নসন্দেহস্তন্মে বদ পিতামহ ॥ ১

ব্রাহ্মণানাং বিশেষেণ দত্তকন্যাপ্রতিগ্রহে।
নানাবিধেষু ভোজেষু প্রায়শ্চিত্তানি শংস মে ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ

যত্ত্ব বক্ষ্যামি তে রাজন্ ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্
প্রতিগ্রহেষু ভোজে চ মুচ্যতে যেন পাপতঃ ॥ ৩

ঘৃতপ্রতিগ্রহে চৈব সাবিত্রী সমিদাহুতিঃ।
তিলপ্রতিগ্রহে চৈব সদ্যঃক্রতুরুদাহৃতঃ ॥ ৪

মাংসপ্রতিগ্রহে চৈব মধুনো লবণস্য চ।
আদিত্যোদয়মাস্থায় পুণ্যো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ॥ ৫

কাঞ্চনং প্রতিগৃহ্যাথ জপমানো গুরূক্তিম্
কৃষ্ণায়সঞ্চ বিধৃতং ধারয়ন্ মুচ্যতে দ্বিজঃ ॥ ৬

এবং প্রতিগৃহীতেঽপি ধনে বস্ত্রে তথা স্ত্রিয়াম্।
এষমেব নরশ্রেষ্ঠ সুবর্ণস্য প্রতিগ্রহে ॥ ৭

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[দানগ্রহণ ও অযোগ্য ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! আপনি ভোজ্যান্ন ও অভোজ্যান্ন সকলপ্রকার মানুষের কথা বর্ণন করিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাযোগ্য এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার সমাধানের কথা আমাকে বলুন ॥ ১

প্রায়শঃ ব্রাহ্মণগণকে দ্রব্য ও কন্যা প্রতিগ্রহ করিতে হয় এবং ঔদ্বাহের নানাপ্রকার অন্নগ্রহণেরও সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয় ও তাঁহারা উহা গ্রহণ করেন। এরূপ অবস্থায় ঔদ্বাহের পাপ হয়, সুতরাং উহার প্রায়শ্চিত্ত কি ? তাহা আমাকে বলুন ॥ ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের প্রতিগ্রহ ও অন্নভোজনে প্রাপ্ত পাপ হইতে যেভাবে মুক্তিলাভ হয়, সেই প্রায়শ্চিত্ত আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩

ঘৃতপ্রতিগ্রহে সাবিত্রী সমিদাহুতি দিবে। তিলদান গ্রহণ করিলেও এই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, কারণ, উহা যাগাই সমান ॥ ৪

মাংস, মধু ও লবণের দান গ্রহণ করিলে পর সেই সময় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিলে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইয়া যান ॥ ৫

সুবর্ণের দান গ্রহণ করিয়া গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিলে এবং উহার কৃষ্ণ বর্ণের লৌহ ধৃত ধারণ করিলে ব্রাহ্মণ সেই পাপ হইতে মুক্ত হন ॥ ৬

নরশ্রেষ্ঠ! এইরূপ ধন, বস্ত্র, কন্যা, অশ্ব, পায়স ও ঔদুম্বরের দান গ্রহণ করিলেও সুবর্ণদানের সমানই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ॥ ৭

অন্নপ্রতিগ্রহে চৈব পায়সেক্ষুফলে তথা
ইক্ষুভৈষজপবিত্রাণাং ত্রিসন্ধ্যাতঃ নিয়জ্জনম্ । ৮
ব্রীহৌ পুষ্পে ফলে চৈব জলে পিষ্টময়ে তথা
যাবকে দধিদুগ্ধে চ সাবিত্রীঃ শতমোহিত্বাম্ । ৯
উপানহৌ চ ক্রমক প্রতিগৃহ্যোর্ধ্বমেবিকে
জপেজ্জত্বা সবাবুক্তেন মুচ্যতে পাপ মনা । ১০
ক্ষেত্রপ্রতিগ্রহে চৈব গ্রহ-সূক্তকরোঃ তথা
ত্রীণি রাত্রাণ্যুপোষিত্বা স্নেন পাপাদ্ বিমুচ্যতে । ১১
কৃষ্ণপক্ষে তু যঃ শ্রাদ্ধং পিতৃণামশ্নুতে দ্বিজঃ ।
অহরেতদহোরাত্রাৎ পূতো ভবতি শ্রাদ্ধগঃ । ১২
ন চ সন্ধ্যামুপাসীত ন চ জাপ্যং প্রবর্তয়েৎ
ন সন্তিষ্ঠেৎ তদহ্নশ্চ ততঃ পূয়েত ব্রাহ্মণঃ । ১৩

ইত্যর্থমন্ত্রাংস্তু পিতৃণাং শ্রাদ্ধমুচ্যতে
অথোক্তানাং যথাবীর্যং ব্রাহ্মণাঃ পূর্বকীর্তিতাঃ । ১৪
মৃতকস্য তৃতীয়াহে শ্রাদ্ধাদ্যো যোঽন্নমশ্নুতে
স ত্রিবেদঃ সমুদ্দিষ্ট্য ত্রাদশাহেন শুধ্যতি । ১৫
ত্রাদশাহে ব্যতীতে তু কৃতশৌচো বিশেষতঃ ।
শ্রাদ্ধপাত্রো হবির্দত্ত্বা মুচ্যতে তেন পাপ্মনা । ১৬
মৃতস্য দশরাত্রেণ প্রায়শ্চিত্তানি যাপয়েৎ ।
সাবিত্র্যৈ রৈবতীমিষ্টিং কৃত্বাঽঽঘমর্ষণম্ । ১৭
মৃতকস্য ত্রিরাত্রে যঃ সমুদ্দিষ্টে সমশ্নুতে
সপ্ত ত্রিবর্ষাণ স্নাতা পূতো ভবতি ব্রাহ্মণঃ । ১৮
সিদ্ধিমাপ্নোতি বিপুলামাপদ্যেবং ন সংশয়ঃ । ১৯
যস্তু সূতৈঃ সমদ্দীয়াদ্ ব্রাহ্মণোঽপোঽতোভনে ।
অশৌচং বিধিবৎ তস্য শৌচমত্র বিধীয়তে । ২০

ইক্ষু, তেল ও কৃশের দান গ্রহণ করিলে ত্রিরাত্রে স্নান করা কর্তব্য। ধান, পুষ্প, ফল, জল, পিষ্টক, যবের পায়েস এবং দধি-দুগ্ধের দান গ্রহণ করিলে শতবার গায়ত্রীমন্ত্র জপ করা কর্তব্য। ৮-৯

জুতা ও ছত্র গ্রহণ করিলে একাগ্রচিত্ত হইয়া যদি শতবার গায়ত্রীমন্ত্র জপ করা হয়, তবে সেই প্রতিগ্রহের পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ১০

গ্রহণের সময় অথবা অশৌচের সময়ে কাহারও প্রদত্ত ক্ষেত্রের (কৃষির) দান স্বীকার করিলে পর তিন রাত্রি উপবাস করিলে সেই দোষ হইতে মুক্তি লাভ হয়। ১১

যে দ্বিজ কৃষ্ণপক্ষে কৃত পিতৃশ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করেন, তিনি একদিন ও একরাত্রি অতিবাহিত হইলে পর শুদ্ধ হইয়া যান। ১২

ব্রাহ্মণ যে দিনে শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করেন, সেই দিন সন্ধ্যা, গায়ত্রীজপ ও দ্বিতীয় বার ভোজন পরিত্যাগ করিবেন। ইহাতে সেই ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হন। ১৩

সেইজন্য অপরাহ্ণকালে পিতৃগণের শ্রাদ্ধের বিধান করা হইয়াছে। (যাহাতে প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকালের সন্ধ্যোপাসনা করা যায় এবং রাত্রিতে আর ভোজন করিতে না হয়।) ব্রাহ্মণগণকে একদিন পূর্বেই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করা উচিত। যাহাতে তাহারা পূর্বোক্ত প্রকারে বিশুদ্ধ পুরুষের ন্যায় ব্যবহারতঃ ভোজন করিতে পারেন। ১৪

যে ব্যক্তি কারাগারে বন্দী হইলে পর তাহার গৃহে যজ্ঞোপবীতের তৃতীয় দিনে অন্ন গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ যদি তিন তিন বেলা স্নান করিলে শুদ্ধ হন। ১৫

যাবদিন পর্যন্ত স্নানের নিয়ম পূর্ণ হইতে পর তের দিনে তিনি বিশেষরূপে স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইবেন। ইহার দ্বারা তিনি পাপমুক্ত হইবেন। ১৬

যে ব্রাহ্মণ তাহারও গৃহে যজ্ঞোপবীতের দশ দিনই অন্ন ভোজন করেন, তিনি গায়ত্রীজপ, রেবতনাম, পবিত্রেষ্টি, কৃষ্ণাজ্য ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিয়া সেই দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। ১৭

এইরূপ যিনি যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণের গৃহে পর পর তিন রাত্রি ভোজন করেন, সেই ব্রাহ্মণ সাত দিন পর্যন্ত ত্রিকালে স্নান করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকেন। ১৮

এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিলে সেই ব্রাহ্মণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন এবং কখনও ঘোরতর বিপদে পতিত হন না। ১৯

যে ব্রাহ্মণ পুত্রগণের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করেন, তিনি শুদ্ধ হইয়া যান। অতএব তাহার শুদ্ধির জন্য কোন বিধি অনুসারে এখানে প্রায়শ্চিত্তের বিধান পালন করিতে হয়। ২০

---

* বেহু বেহু "গ্রহ-সূক্তকরোঃ" এই অংশের ব্যাখ্যা করেন—"তারাগারস্থাশৌচেস্কতোঃ"। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারাগারে (জেলে) আছে ও যে জনন-মরণসম্বন্ধী অশৌচভাগী হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তির প্রদত্ত ক্ষেত্রদান গ্রহণ করিলে তিন রাত্রি উপবাসের দ্বারা সেই পাপ নষ্ট হয়।

যস্তু বৈশ্যৈঃ সমাপ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণোঽপোক্তভোজনে।
স বৈ ত্রিরাত্রাদ্ দীক্ষিত্বা মুচ্যতে তেন কর্মণা ॥ ২১
ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ যোঽশ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণোঽপোক্তভোজনে
আমুক্তঃ সহ বাসোভিস্তেন মুচ্যেত পাপ্মনা ॥২২
শূদ্রস্য তু কুলং হন্তি বৈশ্যস্য পশুবান্ধবান্।
ক্ষত্রিয়স্য ত্রিয়ং হন্তি ব্রাহ্মণস্য সুবর্চসম্ ॥ ২৩
প্রায়শ্চিত্তন্তু শান্তিস্তু জুহুয়াৎ তেন মৃচ্যতে

সাবিত্র্যা বৈষ্ণবীভির্বা কৃষ্ণাওষধমর্ষণম্ ॥ ২৪
তথোক্তিষ্টমভাক্তাস্য সদ্যাশেনাত্র সংশয়ঃ।
রোচনা বিল্বজা রাত্রিরঙ্গলাস্তনানি চ ॥ ২৫
ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মে প্রায়শ্চিত্তবিধির্নাম
ষট্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

যে ব্রাহ্মণ বৈশ্যগণের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করেন, তিনি তিন রাত্রি ব্রত পালন করিলে সেই কর্ম্মদোষ হইতে মুক্ত হন। ২১

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করেন, তিনি পরিধেয় বস্ত্রসহ স্নান করিলে পাপমুক্ত হইয়া যান। ২২

ব্রাহ্মণের ভোজ তাহার সহিত ভোজনকারী শূদ্রের কুলকে, বৈশ্যের পশু ও বান্ধবগণকে এবং ক্ষত্রিয়ের সন্তানসন্ততিকে নষ্ট করিয়া থাকে। ২৩

সেইজন্য প্রায়শ্চিত্ত ও শান্তি-হোম করা আবশ্যক অধিকারী অনুসারে গায়ত্রীমন্ত্র, বৈষ্ণবমন্ত্র, পবিত্রেষ্টি, কৃষ্ণাও অথবা অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিলে বা ইহার দ্বারা পাপ মুক্ত হইয়া থাকে। ২৪

তাহাদের উচ্ছিষ্ট অথবা তাহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিবে না পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে কোনরূপ সংশয় করা উচিত নয়। প্রায়শ্চিত্ত করিবার পর গোরোচনা, যূথী ও হরিদ্রাদি মাঙ্গলিক বস্তুসমূহ স্পর্শ করা কর্ত্তব্য। ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তবিধিনামক ষট্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(দানের ধর্ম্মলোকপ্রাপ্তার্থং রাজ্ঞাং বর্ণনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ

দানেন যদ্ধতেত্যাহ তপসা চৈব ভারত।
তদেতদ্মে মনোঽভূৎ বা পোহ তু পিতামহ।
কিংস্বিৎ পূর্ব্বতরং দেবান্ সংসিদ্ধুর্ঋষিণি ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

শৃণু বৈর্ঘনিরবৈত্তপসা ভাবিতাত্মভিঃ।
লোকা জ্ঞসাদ্য প্রাপ্তা দানপুণ্যবতৈর্নৃপৈঃ ॥ ২

সংকৃতস্তু তথাঽঽত্রেয়ঃ শিবেভ্যো ব্রহ্ম নির্ব্বপন্
উপদিশ্য তদা রাজন্ গতো লোকানপুত্তমান্ ॥ ৩
শিবিরৌশীনরঃ প্রাণান্ প্রিয়ান্ তনয়স্য চ
ব্রাহ্মণার্থমুপাকৃত্য নাকপৃষ্ঠমিতো গতঃ ॥ ৪
প্রতর্দ্দনঃ কাশিপতিঃ প্রদায় তনয়ং স্বকম্।
ব্রাহ্মণায়াঙ্গুলাং কৌত্তিমিহ চাগুত্র চাগুতে ॥ ৫

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

[দানের দ্বারা ধর্ম্মলোকপ্রাপ্ত রাজগণের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভরতবংশ! পিতামহ! আপনি বলিলেন,—দান ও তপ এই উভয়ের দ্বারাই মানুষ স্বর্গলোকে গমন করিতে। কিন্তু আমার মনে এ বিষয়ে সংশয়ের উদয় হইয়াছে। আপনি ইহা নিরাকরণ করুন। এই পৃথিবীতে দান ও তপের মধ্যে কোন্ সাধন শ্রেষ্ঠ, ইহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ধর্ম্মাত্মা রাজারা দান-পুণ্যে নিরত স্বর্গলোকে নিবসমেত যে উত্তম লোকসকল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২

রাজন্! লোকসম্মানিত মহর্ষি অত্রির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া উশীনরপুত্র শিবি নিজের শিক্ষাগুরুকে নিষ্কর ব্রহ্মের উপদেশ দান করিয়া উত্তম লোকে গমন করিয়াছেন। ৩

উশীনরপুত্র শিবি নিজের প্রিয় প্রাণকে ব্রাহ্মণের জন্য উৎসর্গ করিয়া ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। ৪

কাশীর রাজা প্রতর্দ্দন নিজের প্রিয় পুত্রকে ব্রাহ্মণের সেবা করিবার জন্য প্রদান করিয়া এই লোকে অক্ষয় কীর্ত্তি ও পরলোকেও অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। ৫

রন্তিদেবস্য সাদ্রস্তো বসিষ্ঠায় মহাত্মনে।
অর্ঘ্যং প্রদায় বিধিবল্লেভে লোকাননুত্তমান্। ৬
দিব্যং শতসহস্রাক্ষং যজ্ঞার্থং কাঞ্চনং স্রুবম্।
দত্ত্বা দেবাবৃধো দত্ত্বা ব্রাহ্মণায়াগ্নিতো দিবম্। ৭
জনমেজয়স্তথৈবাশ্ব ব্রাহ্মণায়ামিতৌজসে।
প্রদায় সকলং রাষ্ট্রং সুরলোকমবাপ্তবান্। ৮
সাবিত্রঃ কুণ্ডলা দিব্যা ধানঞ্চ জনমেজয়ঃ।
ব্রাহ্মণায় চ সা দত্ত্বা গতো লোকানমুত্তমান্। ৯
বৃষাদর্ভিস্তু রাজর্ষী রত্নানি বিবিধানি চ
রম্যাংশ্চাবসথান্ দত্ত্বা দ্বিজেভ্যো দিবমাগতঃ। ১০
নিমী রাষ্ট্রঞ্চ বৈদেহিঃ কৃত্স্নং দত্ত্বা মহাত্মনে।
অরণ্যায় গতঃ স্বর্গং ঋণমুক্তশ্চতুর্ব্রতঃ। ১১
ভাময়ন্তাস্ত বিপ্রায় ভূমিং দত্ত্বা মহাবলাঃ।
রাজোঽক্ষয়াংস্তথা লোকান্ জগাম নবসোঽধিকান্। ১২
অথর্বতি চ পর্জন্যে সর্বকামান্ দদৌ রাট্।
বসিষ্ঠো জীবয়ামাস যেন যাজ্যোঽক্ষয়াং গতিম্। ১৩
রাজো দাশরথিস্তেন দত্ত্বা যজ্ঞেষু বৈ বসু।
স গত্বা দুষ্করাল্লোকান্ বসো লোকে মহদ্ যশঃ। ১৪
কক্ষসেনস্তু রাজর্ষির্বসিষ্ঠায় মহাত্মনে।
ভাসং যবাংশ্চ সাংকৃত্যো জগাম পুরহাযবাঃ। ১৫
করন্ধমস্য পৌত্রস্তু মরুত্তোঽবিক্ষিতঃ সুতঃ।
দক্ষায়াঙ্গিরসে দত্ত্বা দিবমাশু জগাম সঃ। ১৬
ব্রহ্মদত্তস্তু পাঞ্চাল্যো রাজা ধর্মকৃতাং বরঃ
নিধিং শঙ্খমনুপ্রাপ্য জগাম পরমাং গতিম্। ১৭
রাজা মিত্রসহস্তৈব বসিষ্ঠায় মহাত্মনে।
মদয়ন্তীং প্রিয়াং ভার্যাং দত্ত্বা চ ত্রিদিবং গতঃ। ১৮
মনোঃ পুত্রস্তু সুদ্যুম্নো লিখিতায় মহাত্মনে
দত্ত্বাত্মানং তথৈব গত্বা লোকানমুত্তমান্। ১৯
সহস্রচিত্যো রাজর্ষিঃ প্রাণানিষ্ট্বা মহাযশাঃ
ব্রাহ্মণার্থে সসিতাজ্ঞো গতো লোকানমুত্তমান্। ২০

সুহোত্র পুত্র রাজা ঋক্ষিসেন মহাত্মা বসিষ্ঠমুনিকে বিধি-অনুসারে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া সর্বোত্তম লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬

রাজা দেবাবৃধ যজ্ঞে স্বর্ণের পদ্ম নির্মাণপূর্বক সুবর্ণ দিয়া ভদ্র ব্রাহ্মণকে দান করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৭

ঐশ্বর্যশালী রাজা অশ্বমেধ অশ্বিতেজস্বী ব্রাহ্মণকে নিজের সম্পূর্ণ রাজ্য সমর্পণ করিয়া দেবলোকে লাভ করিয়াছেন। ৮

সূর্যপুত্র কর্ণ নিজের দিব্য কুণ্ডল দান করিয়া এবং মহারাজ জনমেজয় ব্রাহ্মণকে যান ও ঘোড়ার করিয়া উত্তম লোকসমূহে গমন করিয়াছেন। ৯

রাজর্ষি বৃষাদর্ভি ব্রাহ্মণকে নানাপ্রকার রত্ন ও রমণীয় গৃহ প্রদান করিয়া স্বর্গলোকে আসিয়াছেন। ১০

বিদেহের পুত্র রাজা নিমি অশ্বমেধমুনিকে নিজের কন্যা ও রাজ্য দান করত পুত্র, পশু ও বান্ধবগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। ১১

মহাযশস্বী জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করত সেই সব অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে সমস্ত লোক লাভ করিবার বাসনা মনে করিলেও তথা যায় না। ১২

একবার জগতে পর্জন্যদেব বারিবর্ষণ না করায় মুনিবর বসিষ্ঠ সমস্ত প্রাণিগণকে জীবনদান করিয়াছিলেন, ইহার ফলে তিনি অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৩

রাজা দাশরথি ঐশ্বর্যশালী বসিষ্ঠমুনিকে নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। ১৪

কক্ষসেনের পৌত্র এবং অবিক্ষিতের পুত্র মহারাজ মরুত্ত অঙ্গিরার পুত্র সংবর্তকে ভক্তিসহকারে দক্ষিণা দিয়া অতিসত্বর স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। ১৬

পাঞ্চালদেশের রাজা ব্রহ্মদত্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মদত্ত ব্রাহ্মণকে শঙ্খনামক নিধি প্রদান করত পরম গতি লাভ করিয়াছেন। ১৭

রাজা মিত্রসহ মহাত্মা বসিষ্ঠমুনিকে নিজের প্রিয় পত্নী মদয়ন্তীকে দেবার জন্য প্রদান করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। ১৮

মনুপুত্র রাজা সুদ্যুম্ন মহাত্মা লিখিতকে স্বর্গতুল্যরূপে দক্ষিণা করিয়া সর্বোত্তম লোকে গমন করিয়াছেন। ১৯

মহাযশস্বী রাজর্ষি সহস্রচিত্য ব্রাহ্মণের জন্য নিজের প্রিয় প্রাণকে বলি দিয়া শ্রেষ্ঠ লোকসমূহে গমন করিয়াছেন। ২০

CALCUTTA

প্রণবরূপে পরব্রহ্ম আমার কোশ, আমি সাধারণত লৌকিক প্রজ্ঞার দ্বারা আবৃত থাকি, আমি শরণাগতের শ্রবণলভ্য জ্ঞানরক্তা করি। আমি সকলের শান্তিময় বিশ্রামনিলয়, [আমি শরণাগতের নিকট পূর্ণরূপে প্রতিভাত হই, আমি আমার প্রেমী ভক্তকে আমি-ময় করে নিই। ওম্ আমি, ব্রহ্ম ওম্; আমি যা কিছু সব; আমি ওঙ্কার। যিনি আমাকে জানেন তিনি পরব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হন। আমি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, পরব্রহ্ম আমি; পরম ব্যোমে অন্তরস্থ হৃদয়াকাশে বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থান করি; [আমাকে যিনি দর্শন করেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মরূপে কামাবহ্ন সকল যুগপৎ উপভোগ করেন। আমা হ'তে আকাশ উৎপন্ন হয়, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু হ'তে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, তা থেকে ওষধি সকল, ওষধিসমূহ হ'তে অন্ন এবং অন্ন হ'তে পুরুষ সমুৎপন্ন হয়। যে মনোময় আমাকে বিষয় ক'রতে না পেরে মনের সহিত বাক্যসকল নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মানন্দকে জানলে কখনও কেহ ভীত হয় না। আমি কামনা করেছিলাম 'বহু হব জন্মাব', আমি সত্যমান জগতে সৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা করি, আমি জ্ঞান আলোচনারূপে তপস্যা ক'রে এই সমস্ত যা কিছু সৃষ্টি করি, তারপর সকলের মধ্যে অনুপ্রবেশ ক'রেছিলাম। সত্যস্বরূপ কারণ আমি কার্য্য মধ্যে প্রবেশ ক'রে, মূর্ত্ত স্থূল, অমূর্ত্ত সূক্ষ্ম, পরিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্ন, আশ্রয়, অনাশ্রয়, বিজ্ঞান, চেতন, অচেতন সত্য ও মিথ্যা এই যা কিছু সে সমুদয় হই; এইজন্য ব্রহ্মজ্ঞগণ আমাকে সত্য বলেন, আমি রসস্বরূপ, জীব এই রসময় আমাকে প্রাপ্ত হ'য়ে আনন্দী হয়। যদি আকাশে হৃদয়-গুহারূপ পরব্যোমে এই আনন্দ না থাকতো, কে প্রাণক্রিয়া ক'রতো? আমি আছি ব'লেই আনন্দিত ক'রে থাকি। যখনই ভক্ত এই অমৃত, অশরীর, অকথনীয়

Regd. No. WB/NC-57

MAGH
1381 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—80
Jan.—Febr. 1975

অনিলয়, অনাধার আমাতে অক্ষয় ভীতিবিহীনরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেই ভক্ত অক্ষয় প্রাপ্ত হয়; আমার থাকার প্রমাণ যখনই অবিদ্বান আমাতে অল্পমাত্রও অন্তর ভেদ দেখে তখনই তার ভয় হয়, আমি অভয়, কিন্তু দ্বৈতদর্শনকারীর ভয়ের কারণ হই। আমার ভয়ে পবন প্রবাহিত হয়, আমার ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, আমার ভয়ে অগ্নি ও ইন্দ্র পঞ্চমস্থানীয় যম ধাবিত হয়। আমাকে লাভ করবার উপায় ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

—:•:—

UNIVERSITY OF CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

7 AUG 1975

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তরঞ্জন প্রেস, মহাজিলন ষষ্ঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

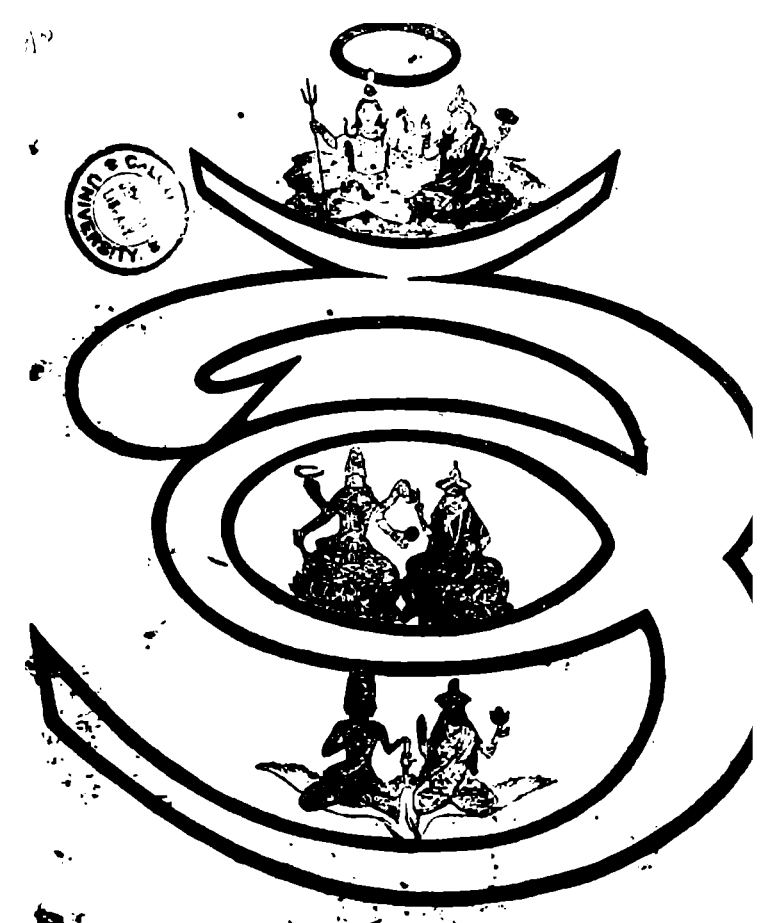

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

বজবজ মঠ
১১।৭।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

ধর্মের গ্লানি অধর্মের নিরতিশয় বৃদ্ধি নিবারণের জন্য আমি আমাকে সৃজন করি। আমি ব্রহ্মানন্দ, আমাকে প্রকাশ ক'রতে না পেরে বাক্যমনের সংকল্প নিবৃত্ত হয়, সেই আমা হ'তে অভিন্ন ব্রহ্মানন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোন কিছু হ'তে ভীত হন না। আনন্দই আমি, আনন্দ হ'তেই এই ভূতসকল সঞ্জাত হয়—জন্মে বর্দ্ধিত হয় এবং শেষে আনন্দের দিকে গমন ক'রেও আনন্দে প্রবেশ করতঃ সম্মিলিত (একীভূত) হ'য়ে যায়। আমাকে যিনি "নমঃ" নমস্কারাদিবিশিষ্টরূপে উপাসনা করেন, তাঁর কোনকিছু অধীন হয়, আমাকে যিনি ব্রহ্ম ব'লে উপাসনা করেন, তিনি পরম মহান হন। যে আমি এই পুরুষে সেই আমি সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করি।

আমি সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপেই ছিলাম। নিমিষার্দ্ধি ক্রিয়াবান্ আর কিছু ছিল না, আমি ইচ্ছা ক'রলাম—

১৩শ বর্ষ, ফাল্গুনমাস, ১৩৮১। [নবমসংখ্যা — কোলযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহাভারত সরকারবরাদ্দের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে

• • •

মূল-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

মহ-সম্পূজক মণ্ডল

শ্রীশ্যামাপদতর্ক বিদ্যাভূষণ — শ্রীঘনশ্যাম কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীরামরতন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশিকাত্রী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়)

মুদ্রক-কর্ত্তৃপক্ষের ঃ—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম-বি,
ডি. ও. এম., এস্, টি.পি.এইচ.,
টি.টি.এম্, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন);
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৭০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা — প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থমত মাসিক পত্র। প্রতিমাসে উহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—
সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২ এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩ সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। কোন নং ৩৪-৪৪০৮ রবি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর স্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নিশ্চই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে তাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার তাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। তাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ১ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১।	মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২৭·০০
২।	শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৪০·০০
৩।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯·০০
৪।	শ্রীমদ্ভাগবত—	৬০·০০

সর্বকামৈস্তু সম্পূর্ণং দত্ত্বা বেশ্ম হিরণ্ময়ম্
মৌদ্গল্যায় গতঃ স্বর্গং শতদ্যুম্নো মহীপতিঃ ॥ ২১
তস্য-ভোজ্যস্য চ কৃত্বা রাশয়ঃ পর্বতোপমাঃ।
শাণ্ডিল্যায় পুরা দত্ত্বা সুমনুর্বিষমাস্থিতঃ ॥ ২২
নাম্না চ ছাত্তিমান্ নাম শাবরাজো মহাদ্যুতিঃ।
দত্ত্বা রাজাসুযজ্ঞায় গতো লোকানমুত্তমান্ ॥ ২৩
মরিষাশ্চ রাজর্ষিঃ কন্যাং সুমধ্যমাম্
বিরণায়ত্তায় গতো লোকান্ দেবৈরবিষ্টিতান্ ॥২৪
লোমপাদশ্চ রাজর্ষিঃ শান্তাং দত্ত্বা সুতাং প্রভুঃ
ঋষ্যশৃঙ্গায় বিপুলৈঃ সর্বৈঃ কামৈরমুত্তমৈঃ ॥ ২৫
কৌৎস্যায় দত্ত্বা কন্যাং তু হংসীং নাম বর্ণিনীম্।
গতোঽক্ষয়ানলোকান্ রাজর্ষিস্তু ভগীরথঃ ॥ ২৬
দত্ত্বা শতসহস্রং তু সবাং রাজা ভগীরথঃ।

সবৎসানাং কোহলায় গতো লোকানমুত্তমান্ ॥ ২৭
এতে চান্যে চ বহবো দানেন তপসা চ হ
বৃষিষ্টিং গতাঃ স্বর্গং বিষণ্ডস্তে পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮
জেষ্যন্তি প্রতিষ্ঠিতা কীর্তির্যাবৎ স্থাস্যতি মেদিনী।
সুদুষ্টৈর্দানতপসা বৈর্লোকা বৈ বিনির্জিতাঃ ॥ ২৯
শিষ্টানাং চরিতং হ্যেতৎ কীর্তিতং মে বৃষিষ্টির
দানসঙ্গপ্রসংসেয়ং হি শিষ্টসম্মতাঃ ॥ ৩০
দত্ত্বা তু সততং জেষ্যস্তু কৌরবাণাং ধুরন্ধর
দানযজ্ঞক্রিয়াসূক্ষ্মা বুদ্ধির্বোপচায়িনী ॥ ৩১
যত্র তে মুনশার্দূল সন্দেহো বৈ ভবিষ্যতি
যঃ প্রভাতে হি বক্ষ্যামি শঙ্কা হি মমুপস্থিতা ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি
সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৭

মহারাজ শতদ্যুম্ন মৌদ্গল্য নামক ব্রাহ্মণকে সমস্ত কামনা সমূহে পরিপূর্ণ সুবর্ণময় বৃহৎ ভবন করিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২১

রাজা সুমনু ভক্ষ্য ও ভোজ্য পদার্থসমূহের পর্বতসদৃশ বহু রাশি নির্মাণ করিয়া সেই সব শাণ্ডিল্যকে প্রদান করত স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন ॥ ২২

মহাতেজস্বী শাবরাজ ছাত্তিমান্ মহর্ষি ভগীরথকে রাজা দান করিয়া সর্বোত্তম লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৩

রাজর্ষি মরিষাশ্ব নিজের সুন্দরী কন্যা বিপ্রবর বিরণায়ত্তকে দান করিয়া দেবতাগণের দ্বারা বিরাজিত লোকসমূহে গমন করিয়াছেন ॥ ২৪

প্রভাবশালী রাজর্ষি লোমপাদ মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে নিজের শান্তানাম্নী কন্যাকে দান করিয়া সর্ববিধ বিপুল কামনাসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজিতেন ॥ ২৫

রাজর্ষি ভগীরথ নিজের বর্ণবিনী কন্যা হংসীকে কৌৎস ঋষির হস্তে সমর্পণ করিয়া অক্ষয় লোকসমূহ লাভ করিয়াছেন ॥২৬

রাজা ভগীরথ কোহল নামক ব্রাহ্মণকে একলক্ষ সবৎসা ধেনু দান করিয়া সর্বোত্তম লোকসমূহ লাভ করিয়াছেন ॥ ২৭

বৃষিষ্টির ইঁহারা এবং আরও বহু রাজা দান ও তপস্যার প্রভাবে বারংবার স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন এবং পুনরায় এজগতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ॥ ২৮

যে সব পুরুষ দান ও তপস্যার বলে উত্তম লোকসমূহ জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কীর্তি ইহলোকে সেই পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, যতকাল এই পৃথিবী বর্তমান আছে ॥ ২৯

বৃষিষ্টির! এই সব শিষ্ট পুরুষগণের চরিত্র আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। এই সব মহাপুরুষগণ দান, যজ্ঞ ও সন্তানোৎপাদন করিয়া স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥ ৩০

কৌরবকুলের ভারবহনকারী বৃষিষ্টির! তুমিও সর্বদা দান করিতে থাক। তোমার বুদ্ধি দান ও যজ্ঞের ক্রিয়ায় সংলগ্ন হইয়া বংশের উন্নতি সাধন করুক ॥৩১

মুনশ্রেষ্ঠ! এখন তোমার যে বিষয়ে সন্দেহ হইবে, তাহা আমি আগামী কল্য প্রভাতে বলিব, কারণ, এখন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[পঞ্চবিধানাং দাতৃণাং বর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

শ্রুতং মে ভবতস্তাত সত্যব্রতপরাক্রম ।
দানযজ্ঞেন মহতা যে প্রাপ্তাস্ত্রিদিবং নৃপাঃ । ১
ইদানীন্তু শ্রোতুমিচ্ছামি দমাৎ দমতাং বর
দানং কতিবিধং ব্রেহ্মঃ কিং তস্য চ ফলং লভেৎ । ২
কথং কেভ্যশ্চ দমাৎ কথং দানং প্রশস্যতে
কৈঃ কাদৃশৈঃ কতিবিধং শ্রোতুমিচ্ছামি ভারত । ৩

ভীষ্ম উবাচ ।

শৃণু তত্ত্বেন কৌন্তেয় দানং প্রতি যথাযথ
যথা দানং প্রদাতব্যং সর্ববর্ণেষু ভারত । ৪
দমং দমাৎ ভয়াৎ কামাৎ কারুণ্যাদিতি ভারত ।
দানং পঞ্চবিধং জ্ঞেয়ং কারণৈর্বৈবিধৈস্তথা । ৫
ইহ কীর্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্
ইতি দানং প্রদাতব্যং ব্রাহ্মণেভ্যোঽনসূয়তা । ৬

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

পঞ্চ প্রকার দান বর্ণন।]

(পরদিন প্রাতঃকালে) যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সত্যব্রতী ও পরাক্রমশালী তাত! দানযজ্ঞের মহৎ ফলের প্রভাবে যে সকল নরপতি স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে পরিচয় আমি আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি। ১

বক্তাশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! এখন আমি দানের সম্বন্ধে এই সব কথা শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি যে, দানের কত প্রকার ভেদ আছে? এবং যে দান করা হয়, তাহার কি ফল লাভ হয়? ২

কিভাবে এবং কোন সব মানুষের দ্বারাদানে দান করা সঙ্গত? কি কারণে দান করিতে হয়? এবং দানের কতপ্রকার ভেদ আছে? এই সমস্ত আমি যথাযথভাবে শুনিতে বাসনা করি। ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—নিষ্পাপ কুন্তীকুমার! তত্ত্বসহকারে দান সম্বন্ধে আমি যথাযথভাবে যাহা কিছু বলিব, সেই সমস্ত শ্রবণ কর। সকল বর্ণের মানুষের কি প্রকারে দান করিতে হয়, তাহা বলিতেছি। ৪

ভারত! ধর্ম, অর্থ, ভয়, কামনা ও দয়া—এই পাঁচ কারণে লোকে পাঁচ প্রকার জানিতে হইবে। এখন যে সব কারণে দান করা উচিত, সেই সমস্ত শ্রবণ কর। ৫

দমাদ্ধি বা দাস্যতি বা যজ্ঞে বস্যতীতি বা।
ইত্যাদিত্যো নিশম্যৈব সর্বং দাতব্যমর্থিনে। ৭
নাস্তাহং ন মমীয়োঽহমা পাপং কুর্য্যাদ্ ধিমানিতঃ।
ইতি দত্তায় তদ্ভাবেন বৃদ্ধ্যা বুদ্ধ্যা পণ্ডিতঃ। ৮
শ্রিয়ো মেঽয়ং শ্রিয়োঽন্যাদমিতি সম্প্রেক্ষ্য বুদ্ধিমান্।
বহুগুণৈরেবমাত্মীয়ো দানং দত্তাদতন্দ্রিতঃ। ৯
পীনস্য যাচতে চায়মল্পেনাপি হি দুর্বুদ্ধি।
ইতি দত্তায় দরিদ্রায় কারুণ্যাদিতি সর্বথা। ১০
ইতি পঞ্চবিধং দানং পুণ্যকীর্তিবিবর্ধনম্
যথাশক্ত্যা প্রদাতব্যমেষমাহ প্রজাপতিঃ। ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি
অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৩৮

দানকারী মানুষ ইহলোকে কীর্তি ও পরলোকে সর্বোত্তম সুখ প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য ঈর্ষা-রহিত হইয়া মানুষ ব্রাহ্মণগণকে অবশ্যই দান করিবে। (ইহা ধর্মমূলক দান)। ৬

"ইনি দান করিতেছেন, ইনি দান করিবেন অথবা ইনি আমাকে দান করিয়াছেন" যাচকগণের নিকট হইতে এই সব কথা শ্রবণ করিয়া নিজের কীর্তির ইচ্ছায় যাচককে তাহার ইচ্ছানুসারে সব কিছু দান করা কর্তব্য। (ইহা অর্থমূলক দান।)। ৭

"আমি ইহার ঋণি, এই ব্যক্তি আমার ভেদ নহে, তথাপি যদি ইহাকে আমি কিছু না দান করি, তবে অপমানিত হইয়া সে আমার অনিষ্ট করিবে"—এই ভয়েই বিদ্বান্ মানুষ যখন কোনও মূর্খ মানুষকে দান করেন, তখন তাহা ভয়মূলক দান হয়। ৮

'এই ব্যক্তি আমার শ্রিয় এবং আমি ইহার শ্রিয়' এরূপ বিচার করিয়া বুদ্ধিমান্ মানুষ আলস্য ত্যাগ করিয়া নিজের বিভবকে প্রশস্তরূপে পূর্বক দান করিবেন। (ইহা কারুণ্যমূলক দান।)। ৯

'এই ব্যক্তি দীন (গরীব) এবং আমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছে, অল্পদানেই সে সন্তুষ্ট হইবে'—এরূপ চিন্তা করিয়া দরিদ্র মানুষকে সর্বদা দয়াপরবশ হইয়া দান করিবে। ১০

এই পাঁচপ্রকার দান পুণ্য ও কীর্তিবর্ধক। যথাশক্তি সকলকেই দান করা উচিত। ইহা প্রজাপতি ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ১১

দানধর্মপর্বে অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[তপস্বি-শ্রীকৃষ্ণসমীপে যুধিষ্ঠিরাগমনবর্ণন, তস্য প্রস্তাবদর্শনম্, তেন সহ বার্ত্তালাপশ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
আগমৈর্বহুভিঃ শ্রুতো ভবান্ নঃ প্রবরে কুলে। ১
তত্তো বর্ণার্থসংযুক্তমাত্মত্যাগ সুখোদয়ম্।
আচষ্টাকৃতো লোকস্য ধর্মানিচ্ছাম্যহং বিভো। ২
অন্তক কালঃ সম্প্রাপ্তো দুর্লভো জাতিবান্ধবৈঃ।
শান্তা চ ন হি নঃ কশ্চিৎ ত্বামৃতে পুরুষর্ষভ। ৩
যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যো ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘ
বক্তুমর্হসি নঃ প্রশ্নং যং ত্বাং পৃচ্ছামি পার্থিব। ৪
অয়ং নারায়ণঃ শ্রীমান্ সর্বপার্থিবসম্মতঃ।
ভবন্তং বহুমানেন প্রজয়েন চ সেবতে। ৫
অস্য চৈব সমক্ষং ত্বাং পার্থিবাশ্চ সর্বশঃ
ভ্রাতৃণাঞ্চ প্রিয়ার্থং মে স্নেহাদ্ ভাষিতুমর্হসি। ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা স্নেহাদাগতসম্ভ্রমঃ।
ভীষ্মো ভাগীরথীপুত্র ধর্মপুত্রমথাব্রবীৎ। ৭

ভীষ্ম উবাচ।

অয়ং তে কথয়িষ্যামি কথামতিমনোহরাম্।
অস্য বিদ্বো: পুরা রাজন্ প্রজাবো যো ময়া শ্রুতঃ। ৮
যচ্চ গোবৃষভাহ্বস্য প্রস্তাবস্তচ্চ মে শৃণু।
ব্রহ্মণ্যায়াঃ সংবাদো যচ্চ ধর্ম্যমুক্তং মে শৃণু। ৯
ব্রতঃ চচার ধর্মাত্মা কৃত্বো রাজনযাধিকম্
দীক্ষিতঃ চাগতো ভ্রাতৃমুত্তো নারদ-পর্বতৌ। ১০
কৃষ্ণদ্বৈপায়নশ্চৈব দৌম্যশ্চ তপতাং বরঃ।
দেবলঃ কাশ্যপশ্চৈব হস্তিকাশ্যপ এব চ। ১১
অপরে চর্ষয়ঃ সর্ব্বে দীক্ষাদমসমন্বিতাঃ।
সিদ্ধৈরনুগতাঃ সিদ্ধৈর্দেবর্ষিগণপোবনৈঃ। ১২

একোনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[তপস্বী শ্রীকৃষ্ণের নিকট ঋষিগণের আগমন, তাঁহার প্রভাব দর্শন ও তাঁহার সহিত বার্ত্তালাপ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ কুলে সমস্ত শাস্ত্রের বিশিষ্ট বিদ্বান্ এবং অনেক আগম-সমূহের বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন। ১

প্রভুবর! আমি আপনার নিকট হইতে এখন এমন বিষয়ের বর্ণনা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, যাহা ধর্ম ও অর্থসঙ্গত, ভবিষ্যতে সুখপ্রদ এবং সংসারের সকে যাহা অনুভবরূপ (বিষয়কারক)। ২

পুরুষপ্রবর! আমাদের জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের এই এক দুর্লভ সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের অন্য আপনি ব্যতীত অন্য কেহই সমস্ত বন্ধের উপদেশকারী নাই। ৩

নিষ্পাপ তপোধন! যদি ভ্রাতৃগণের সহিত আমার উপর আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আমাদের সকলের অন্য উত্তর দান করুন। ৪

সমস্ত তপস্বিগণের দ্বারা সম্মানিত এই শ্রীমান্ ভগবান্ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় আদর ও বিনয়ের সহিত আপনার সেবা করিতেছেন। ৫

ইঁহার ও এই সব তপস্বিগণের সমুখে আমার এবং আমার ভ্রাতৃগণের সকলপ্রকারে প্রিয় করিবার অন্য এই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সম্বন্ধে আপনি বর্ণনা করুন। ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া দেবের আদেশে মুক্ত হইয়া গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম এই কথা বলিলেন। ৭

ভীষ্ম বলিলেন,—পুত্র! এখন আমি তোমাকে এক অত্যন্ত মনোহর কথা বলিয়া শুনাইব। রাজন্! পূর্বকালে এই ভগবান্ নারায়ণ ও মহাদেবের যে প্রভাব আমি শুনিয়াছি, তাহা এবং পার্থভীদেবী সম্বন্ধে কহিলে পর শিব ও পার্থভীর মধ্যে যে সংবাদ হইয়াছিল, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮-৯

পূর্বকালের কথা, ধর্মাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশবৎসরব্যাপী এক ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করত পর্বতের উপর কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে দর্শন করিবার অন্য নারদ ও পর্বত—এই দুই দেবর্ষি সেখানে আসিলেন। ১০

ইঁহা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস, তপস্বাশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধৌম্য, দেবল, কাশ্যপ, হস্তিকাশ্যপ এবং অন্যান্য ব্রতনীল শ্রবণকারী ও ইন্দ্রিয়সংযমপরায়ণ ঋষিরাও যেখানে ছিলেন, তথায় এবং সিদ্ধ পিতৃগণের সহিত সেখানে আসিলেন। ১১-১২

তেষামভিবিধিসৎকারমর্চনীয়ং তুলোচিতম্।
দেবকীজনয়ঃ প্রীতো দেবকল্পমকল্পয়ৎ ॥ ১৩
ঋষিভেষু সুবর্ণেষু ঋষিভেষু নবেষু চ।
উপোপবিবিশুঃ প্রীতা বিষ্টরেষু মহর্ষয়ঃ ॥১৪
কথান্তরকৃতজ্ঞেষু তু মধুরা বাচসংহিতাঃ।
রাজর্ষীণাং সুরাণাং চ যে বসন্তি তপোধনাঃ ॥ ১৫
ততো নারায়ণঃ তেজো ব্রহ্মতেজোঽনুবোধিতম্।
যজ্ঞাদ্রিস্থো কৃতজ্ঞো বহ্নিরুদ্ভুতকর্মণঃ ॥১৬
সোঽদ্রিস্থিদাহ তং শৈলং সজ্বমং সলতাকুলম্।
সপক্ষি-বৃক্ষসঙ্ঘাতং সব্যালমৃগসঙ্কুলম্ ॥ ১৭
মৃগেন্দ্র বিবিধাকারৈর্ধাতুভক্তেতনম্
বিখরা তস্য শৈলস্য বধিতা দীনদর্শনম্ ॥ ১৮
স তু বহ্নিরুদ্ধাত্মালো দগ্ধ্বা সর্বমশেষতঃ।
বিষ্ণোঃ সমীপ আগম্য পাদৌ বিষ্ণুবলস্পৃশৎ ॥ ১৯

দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিথির প্রশস্ততার সহিত দেবোচিত উপচারসমূহের দ্বারা সেই মহর্ষিগণের নিকের কুলের অনুরূপ আতিথ্যসৎকার করিলেন। ১৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত ঋষিত ও সর্বগন্ধের কুশসমূহের নূতন আসনের উপর সেই মহর্ষিগণ প্রীতিসহকারে উপবেশন করিলেন। ১৪

ভগবান তাঁহারা জ্ঞাপিত ও দেবতাগণ এবং যে সব তপস্বী মুনিরা সেখানে বাস করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বর্ধমুক্ত মধুর কথাসমূহ বলিতে লাগিলেন। ১৫

তাহার পর ব্রহ্মচর্য্যাগ্নী ইন্ধন হইতে প্রজ্বলিত ভগবান্ নারায়ণের তেজ অনুভবকর্তা শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে নির্গত হইয়া অদ্রিদেশে প্রকাণ্ডপুঞ্জক বৃক্ষ, লতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ, পক্ষী, মৃগসমূহ, হিংস্র জন্তু ও সর্পসমূহের সহিত সেই পর্বতকে দগ্ধ করিতে লাগিল। ১৬ ১৭

সেই সময় চারিদিকে নানাপ্রকার ঔষধ-জন্তুগণের আর্তনাদ হইতে লাগিল, ইহাতে বনে হইতেছিল—পর্বতের সেই অংশের শিখর যেন হাহাকার করিতেছে। সেই তেজে দগ্ধ হইয়া বাজার এই পর্বত দীনদর্শন হইয়া পড়িল। ১৮

প্রভু বিশ্বাসুক্ত সেই অগ্নি সমস্ত পর্বতশিখরকে দগ্ধ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) নিকট আসিয়া নিজ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শের ন্যায় তাঁহার চরণদ্বয় স্পর্শ করিল এবং তাঁহারই তেজ হইয়া গেল ॥১৯

ততো বিষ্ণুর্দিবিঃ দৃষ্ট্বা নির্দগ্ধমরিকর্শনঃ।
সৌম্যেনাগ্নিনিপাতেন পুনঃ প্রকৃতিমানয়ৎ ॥ ২০
তথৈব স গিরিঃ কৃৎস্নঃ প্রপুষ্পিতলতাদ্রুমঃ
সপক্ষিগণসঙ্ঘুষ্টঃ সর্বাগন্ধ-সরীসৃপঃ ॥২১
(সিন্ধ-চারণসঙ্ঘৈশ্চ প্রসন্নৈরুপশোভিতঃ।
মত্তবারণসংযুক্তো নানাপক্ষিগণৈর্বৃতঃ।)
তমদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ দৃষ্ট্বা মুনিগণস্তদা।
বিস্মিতো হৃষ্টরোমা চ বভূবাত্মাবিলেক্ষণঃ ॥ ২২
ততো নারায়ণো দৃষ্ট্বা তানৃষীন্ বিস্ময়ান্বিতান্।
প্রশ্রিতং মধুরং স্নিগ্ধং পপ্রচ্ছ বরদো বরঃ ॥ ২৩
কিমর্থমৃষিপুঙ্গবা ত্যক্তসঙ্গস্য নিত্যশঃ
নিয়মস্থাগমস্থস্য বিস্ময়ঃ সমুপাগতঃ ॥ ২৪
এতন্মে সংশয়ং সর্বে বাঘাক্তব্যমনিন্দিতাঃ।
ভবতো বক্তুমর্হন্তি নিশ্চিতার্থং তপোধনাঃ ॥ ২৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই পর্বতকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া নিজের সৌম্য তৃতীয় দ্বারা তাহাকে পুনরায় প্রকৃতাবস্থায় আনয়ন করিলেন—পুষ্পের ন্যায় করিয়া দিলেন। ২০

সেই পর্বত তখন পূর্বের ন্যায় পুষ্পিত লতা ও বৃক্ষসমূহের দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল। পক্ষীরা নানাস্বরে কোলাহল করিতে থাকিল। সেখানে হিংস্র পশু ও সর্পাদি জীবজন্তুরা জীবিত হইয়া উঠিল। ২১

(সিদ্ধ ও চারণগণের সমুদায় প্রসন্ন হইয়া সেই পর্বতের শোভা বর্ধন করিল সেই স্থান পুনরায় মত্তমত্ত হস্তী ও নানা প্রকার পক্ষিগণে পূর্ণ হইয়া উঠিল।)

এই অদ্ভুত ও অচিন্ত্যনীয় ঘটনা দেখিয়া মুনিগণ বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। ২২

তাহার পর বরদাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ সেই ঋষিগণকে বিস্ময়বিমুগ্ধ দেখিয়া বিনয় ও মধুরতা মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৩

(মহর্ষিগণ!) ঋষিগণের তা' আসক্তি ও মমতা-রহিত। সকল শাস্ত্রের জ্ঞান তাঁহাদের আছে, তথাপি আপনাদের কি কারণে বিস্ময় উপস্থিত হইল? ২৪

তপোধন ঋষিগণ! আপনারা সকলেই সকলের দ্বারা সর্বতোভাবে প্রশংসিত, অতএব আমার এই সংশয়ের বিষয় নিশ্চিত ও যথার্থরূপে আপনারা বলুন। ২৫

ঋষয় ঊচুঃ।

ভবান্ বিসৃজতে লোকান্ ভবান্ সংহরতে পুনঃ।
ভবান্ শীতং ভবানুষ্ণং ভবানেব চ বর্ষতি ॥ ১৬
পৃথিব্যাং যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ
তেষাং পিতা ত্বং মাতা ত্বং প্রভুঃ প্রভব এব চ ॥ ১৭
এবং নো বিস্ময়করঃ সংশয়ঃ মধুসূদন।
তদেষাহীসি কল্যাণ বক্তুং যজ্ঞবিনির্ণয়ম্ ॥ ১৮
ততো বিগতসন্ত্রাসা বয়মপ্যবিকম্পিনঃ।
যজ্ঞ ত্বা যজ্ঞ দৃষ্টঃ সন্তঃ প্রবক্ষ্যামহে হরে ॥ ১৯

বাসুদেব উবাচ

এতদ্ বৈ বৈষ্ণবং তেজো মম যজ্ঞাদ্ বিনিঃসৃতম্।
কৃতবর্ষা বৃষাস্থাতো যেনাহং প্রথিতো গিরিঃ ॥ ৩০
অবয়শ্চার্ত্তিমাপন্না ভিক্তক্রোধা ঽতেন্দ্রিয়াঃ
ততস্তো ব্যথিতাশ্চাসন্ দেবকল্পাস্তপোধনাঃ ॥ ৩১

ব্রতচর্য্যাপরীতস্য তপশ্চিত্রতসেবয়া
মম বহ্নিঃ সমুদ্ভূতো ন বৈ ব্যথিতুমর্হথ ॥ ৩২
ব্রতং চতুর্মিহাত্মাত্মঃ গিরিমিমং শুভম্।
পুত্রং চান্দ্রসমং বীর্য্যে তপসা লব্ধুমাগতঃ ॥ ৩৩
ততো মমাত্মা যো দেহে সোঽগ্নিভূর্ত্বা বিনিঃসৃতঃ
গতশ্চ বরদং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহম্ ॥ ৩৪
তেন চান্দ্রানুশিষ্টো মে পুত্রত্বে মুনিসত্তমাঃ
তেজঃসোমেন পুত্রত্বে ভবিষ্যতি বৃষধ্বজঃ ॥ ৩৫
সোঽহং বহ্নিকুলাগস্য পাদমূলে মমাত্মিকম্।
শিশুবৎ পরিচর্য্যার্থং শান্তঃ প্রকৃতিমাগতঃ ॥৩৬
এতদ্বো বহ্নিমাঃ বঃ সন্তুমাভূদ্য ধীমতঃ
যদ্যা প্রোক্তঃ সমাসেন ন তীঃ কার্য্যা তপোধনাঃ ॥ ৩৭
সর্বত্র গতিরব্যাগ্রা ভবতাং দীর্ঘদর্শনাৎ
তপশ্চিত্রতসংশ্রীতা জ্ঞানবিজ্ঞানশোভিতাঃ ॥ ৩৮

ঋষিগণ বলিলেন,—ভগবন্! আপনিই সকল জগতের সৃষ্টি করেন এবং আপনিই পুনরায় সেই সব সংহার করেন। আপনি শীত, আপনি উষ্ণ (গ্রীষ্ম) এবং আপনিই বর্ষণ করেন ॥ ১৬

এই পৃথিবীতে যে সমস্ত স্থাবর প্রাণী আছে, তাহাদের পিতা, মাতা, প্রভু এবং উৎপত্তিস্থানও আপনিই ॥ ১৭

মধুসূদন! আপনার মুখ হইতে অগ্নির প্রাদুর্ভাব আমাদের নিকট একটা বিস্ময়জনক হইয়াছে। আমরা সংশয়ে পতিত হইয়াছি। কল্যাণময় শ্রীকৃষ্ণ! আপনিই ইহার কারণ বলিয়া আমাদের সন্দেহ ও বিস্ময় নিবারণ করুন ॥ ১৮

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন।—তাহা শ্রবণ করিয়া আমরাও নির্ভয় হইয়া যাইব এবং আমরা যে আশ্চর্য্য বিষয় দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা আমরা আপনার সম্মুখে বর্ণনা করিব ॥ ১৯

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—আমার মুখ হইতে আমার এই বৈষ্ণব তেজ নির্গত হইয়াছিল, যাহা প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় জগতকে দগ্ধ করিয়াছিল ॥০০

সেই তেজেই আপনাদের ন্যায় তপোধন, বেদোপম পতিব্রতা, ক্রোধজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণও পীড়িত এবং ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিলেন ॥ ৩১

আমি ব্রতপালনে নিরত আছি, তপস্বীদিগের ব্রতপালনের দ্বারা আমার তেজই অগ্নিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। অতএব আপনারা ইহাতে ব্যথিত হইবেন না ॥ ৩২

আমি তপস্যা দ্বারা নিজেই কুলা বীর্য্যবান্ পুত্র লাভ করিবার বাসনায় ব্রতপালনের জন্য এই রমণীয় পর্ব্বতে আসিয়াছি ॥ ৩৩

আমার শরীরে স্থিত প্রাণই অগ্নিরূপে বিনির্গত হইয়া সকলের বরদাতা সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্ম লোকে গমন করিয়াছিল ॥ ৩৪

মুনিবরগণ! সেই ব্রহ্মা আমার প্রাণকে এই সংবাদ দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন যে, সাক্ষাৎ ভগবান্ শঙ্কর নিজের তেজের অর্দ্ধভাগে আপনার পুত্র হইবেন ॥ ৩৫

সেই এই অগ্নিরূপী প্রাণই আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে এবং নিকটে উপস্থিত হইয়া শিশুর ন্যায় পরিচর্য্যা করিবার জন্য সে আমার চরণমূলে প্রণাম করিয়াছে। ইহার পর শান্ত হইয়া সে নিজের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩৬

তপোধনগণ! এই আমি আপনাদের নিকট সংক্ষেপে ভগবান্ বিষ্ণুর গুহ্য রহস্য বর্ণনা করিলাম। আপনাদের ইহাতে ভয় করা উচিত নয় ॥ ৩৭

আপনাদের গতি সর্বত্র, তাহার কোথাও প্রতিরোধ হয় না বলিয়া, আপনারা দূরদর্শী। তপস্বী জনোচিত ব্রত আচরণ করায় আপনারা দেবীপ্যমান হইতেছেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান আপনাদের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে ॥ ৩৮

যচ্ছ্রুতং যচ্চ বো দৃষ্টং দিবি বা যদি বা ভুবি
আশ্চর্যং পরমং কিঞ্চিৎ তদ্ ভবন্তো ব্রুবন্তু মে ॥৩১

তস্যামৃতনিকাশস্য বাক্যস্যেহাস্তি মে স্পৃহা।
ভবদ্ভিঃ কথিতস্যোহ তপোবননিবাসিভিঃ ॥৪০

যত্তদাহমদৃষ্টং যো দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্
দিবি বা ভুবি বা কিঞ্চিৎ পশ্যমাময়দর্শনাঃ ॥ ৪১

প্রকৃতিঃ সা মম পরা ন কথিৎ প্রতিহন্যতে
ন চাত্মসম্ভবৈর্বাক্যৈঃ কশ্চিদ্ধ্যাং প্রতিভাতি মে ॥৪২

শ্রদ্ধেয়ঃ কথিতো হ্যর্থঃ সজ্জনশ্রবণং প্রতঃ।
চিত্রং ভিত্তৌ যথা লিখ্যাৎ শৈলে লেখ্যমিবাপিতম্ ॥ ৪৩
তদ্বহং সজ্জনমুখাদ্বিঃশ্রুতং তৎসমাগমে।
কথয়িষ্যাম্যহমহো বুদ্ধিদীপকরং নৃণাম্ ॥ ৪৪

ততো মুনিগণাঃ সর্বে বিস্মিতাঃ কুরুসত্তমে।
নেত্রৈঃ পদ্মদলপ্রখ্যৈরপশ্যন্ত জনার্দনম্ ॥ ৪৫

বর্ষন্তস্তত্তথৈবাস্তে পুত্রস্নেহাপ্লুতেক্ষণে
বাগ্মিত্বং গুণভূয়িষ্ঠমিতি ভবন্তো মমুঃ সুতম্ ॥ ৪৬
ততো মুনিগণাঃ সর্বে নারদং দেবদর্শনম্।
তদা নিযোজয়ামাসুর্বচনে বাক্যকোবিদম্ ॥৪৭

মুনয় ঊচুঃ।

যথাস্তর্যামিচিত্তাক্ত সিরো বিশ্বমতি প্রভো
অনুকূলঃ মুনিগণৈস্তীর্থযাত্রাপরৈর্মুনে ॥ ৪৮
তদ্ তথাবুধিসজ্ঞক ত্বিতার্থং সর্বমাদিত্তঃ।
যথা পৃষ্টঃ হৃষীকেশে সর্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥৪৯
এবমুক্তঃ স মুনিভির্নারদো ভগবান্ মুনিঃ।
কথয়ামাস দেবর্ষিঃ পূর্ববৃত্তান্তমিমাং কথাম্ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি একোনত্রাত্রিংশ
দধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৯ ॥

তাহা সজ্জনগণের সমীপে বলিব ॥ ৪৪

ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপবিষ্ট সমস্ত ঋষিগণ স্মিতিত হইলেন। তাঁহারা পদ্মপলাশতুল্য নেত্রকে বিস্ফারিত করিয়া সেই জনার্দনকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥৪৫

কেহ কেহ তখন তাঁহাকে সর্বজ্ঞ জ্ঞান করিলেন, অন্য কেহ বা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন এবং কেহ বা বাহ্য বেদের অর্থযুক্ত স্তবসমূহের দ্বারা সেই মধুসূদনের স্তব আরম্ভ করিলেন ॥৬

তদনন্তর সেই সব মুনিগণ যাজ্ঞাখ্যান করিতে নিপুণ দেবর্ষি নারদকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের উত্তর দানের জন্য নিযুক্ত করিলেন ॥ ৪৭

মুনিগণ বলিলেন,—প্রভো! মুনে! তীর্থযাত্রাপরায়ণ মুনিগণ বিশ্বাস করেন যে অন্তর্যামী আত্মা বিশ্ব দর্শন ও অনুভব করিয়াছেন, সেই সবই আপনি আরম্ভ হইতেই ঋষিদিগের নিকট হইতে শুনিয়াছেন ॥৪৮-৪৯

মুনিগণ এই কথা বলিলে পর দেবর্ষি ভগবান্ নারদমুনি সুকৃতি সংঘটিত এই কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৫০

শ্রীব্যাসদেবপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে একোনত্রাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সেইজন্য আমার প্রার্থনা যে, যদি আপনারা এই পৃথিবীতে বা স্বর্গলোকে কোন আশ্চর্য বিষয় দর্শন করিয়া থাকেন কিংবা শ্রবণ করিয়া থাকেন, তবে তাহা আমাকে বলুন ॥ ৩১

আপনারা তপোবনে বাস করেন, সেইজন্য এ জগতে আপনাদের দ্বারা কথিত অমৃততুল্য মধুর বাক্য শুনিবার বাসনা আমার হইয়াছে ॥ ৩০

মহর্ষিগণ! আপনাদের দর্শন দেবতাগণের ন্যায় দিব্য। বস্তুতঃ দ্যুলোক অথবা পৃথিবীতে যে দিব্য ও অদ্ভুতদর্শন বস্তু আছে, যাহা আপনারাও প্রত্যক্ষ দর্শন করেন নাই, তাহা আমি সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি। সর্বজ্ঞতা আমার উচিত স্বভাব। তাহা কোথাও প্রতিহত হয় না এবং আমার মধ্যে যে ঈশ্বর আছে, তাহাও আমার আশ্চর্য বলিয়া মনে হয় না, তথাপি সৎপুরুষগণের প্রতিপোচর হইলে পরই কথিত বিষয় বিশ্বাসের যোগ্য হয় ও তাহা প্রশ্নের উপর অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় পৃথিবীতে দীর্ঘদিন রহিয়া অবস্থান করে ॥ ৪১-৪৩

অতএব আমি সৎপুরুষ আপনাদের মুখ হইতে নির্গত বাক্যকে মনুষ্যগণের বুদ্ধির উদ্দীপক (প্রকাশক) মনে করিয়া

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদের হিমালয়পর্বতে গমন, সেখানে সমস্ত সিদ্ধগণ, পার্বতীর আগমন, শিবের দুই নেত্রে তীব্র হস্তের দ্বারা আচ্ছাদন এবং তৃতীয় নেত্রের আবির্ভাব, হিমালয়ের প্রার্থনা এবং পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্তি, শিব-পার্বতীর ঊর্ধ্ববিবাহ-সংবাদের উত্থাপন]

ভীষ্ম উবাচ

ততো নারায়ণসুতঃ প্রহৃষ্টাবরণো ভগবান্মুনিঃ।
শতরুদ্রীয়মন্ত্রাভ্যাং সার্ধং সংবাদমুদ্যতবান্ ॥ ১

নারদ উবাচ।

তপশ্চচার ধর্মাত্মা বৃষভাঙ্কঃ সুরেশ্বরঃ।
পুণ্যে গিরৌ হিমবতি সিদ্ধচারণসেবিতে ॥ ২
নানৌষধিভৃতে রম্যে নানাপুষ্পসমাকুলে।
অপ্সরোগণসঙ্ঘৈর্যে কূজদ্ভিরিব সেবিতে ॥ ৩
তস্য দেবো মুদা যুক্তো কৃতসঙ্গমপর্বতৈর্বৃতঃ।
নানারূপৈরিবৈরৈশ্চ দিব্যৈরদ্ভুতদর্শনৈঃ ॥ ৪
সিংহ-ব্যাঘ্র-গজপ্রখ্যৈঃ সর্বতঃসমধিষ্ঠিতৈঃ।
ক্রোষ্টুক-ভীষিনৈরন্যৈর্ভক্তবৎসলৈরুপাসিতঃ ॥ ৫
ঊর্ধ্বকর্ণৈর্মহাকায়ৈর্ঘোরৈর্ঘোরপরাক্রমৈঃ।
নানাবর্ণৈর্মৃগযূথৈঃ সর্বতঃসমধিষ্ঠিতঃ ॥ ৬
স্থিতৈরেকাঙ্ঘ্রিসঙ্ঘৈশ্চ ব্রহ্মকৃতপরৈস্তথা
দিব্যপুষ্পসমাকীর্ণং দিব্যস্রগ্গন্ধশোভিতম্ ॥ ৭
দিব্যচন্দনসম্পৃক্তং দিব্যধূপেন ধূপিতম্
তং সর্বো বৃষভাঙ্কস্য দিব্যাবিদ্রনাদিতম্।
মৃদঙ্গপণবোদ্ঘুষ্টং শঙ্খভেরীনিনাদিতম্
নৃত্তাদ্ভির্নৃত্তশীলৈশ্চ বহিশ্চৈব সমন্ততঃ ॥ ৯
প্রনৃত্তাপ্সরসং দিব্যং দেবর্ষিগণসংকুলম্।
সৃষ্টিকাস্থমনিশ্চেষ্টং দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্ ॥
স গিরিস্তপসা তস্য গিরিশস্য ন্যরোচত।
স্বাধ্যায়পরমৈর্নিত্যং ব্রহ্মণ্যৈর্ব্রহ্মচারিভিঃ ॥ ১১

তাহাদের মধ্যে সমস্ত তাঁহার প্রতিই লক্ষ্য করিত। যজ্ঞ কৃতের মুখ প্রকাশ, তিনিই যাগ, যজ্ঞের ও মুখের মুখের স্থান ছিল। ৫

তাঁহাদের মুখ যাহার শ্রেষ্ঠের মুখস্থলে ছিল যজ্ঞ তৃত যাহার মুখ ও যাজ্ঞিকী তার মুখ যাহা করিয়াছিলেন যজ্ঞ মুখ ছিলেন মুখের স্পর্শ ছিল তাঁহাদের সকলের ঘর নারায়ণের ছিল এবং তাঁহার লক্ষ্মীদির ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ৬

ইহা ব্যতীত সব ঋষিরা, যজ্ঞ, পশুগণ, রাক্ষস এবং অন্যান্য কৃতগণও মহাদেবকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভগবান নারদও এই সমস্ত ক্রিয়া পুণ্যসমূহে আকাঙ্ক্ষিত ক্রিয়া সেতুতে পরিব্যাপ্ত ক্রিয়া চন্দনে চর্চিত এবং ক্রিয়া ধূপের গন্ধে সুবাসিত ছিল। সেখানে ক্রিয়া বাদ্যসমূহের ধ্বনি হইতেছিল। নৃত্যকর ও পশুবাদ্যের সমস্ত উত্থিত হইতেছিল। শঙ্খ এবং ভেরীনিনাদের নাদ শব্দায়িত পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল চারিদিকে নৃত্য করিতে করিতে কৃতগণ ও মনুষ্যেরা তাহার প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল। ৭-১০

সেখানে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছিল, সেই ক্রিয়া সভা দেবর্ষিগণের দ্বারা শোভিত, বেষ্টিত মনোহর, অনির্বচনীয়, অচেষ্টিত এবং অদ্ভুত ছিল। ১০

ভগবান্ নারদের তপস্যার দ্বারা সেই পর্বতরাজ হিমালয়ের অতিশয় শোভা হইতেছিল। স্বাধ্যায়পরায়ণ ব্রাহ্মণগণের বেদ জানিতে সেই স্থান নিনাদিত হইতেছিল। ১১

ষট্‌পদৈরুপগীতৈশ্চ নাদধদ্ভিঃ প্রমোদিতা গিরিঃ। ।
ঔন্মত্তহাংসসঙ্কাশঃ ভীমরূপধরঃ ততঃ। ॥ ১২
দৃষ্ট্বা মুনিগণাস্তাংশ্চ পরা প্রীতির্ভবানীম্।
মুনয়শ্চ মহাত্মানঃ স্তুত্বা তৈরেবার্ষসংস্তবৈঃ। ॥ ১৩
মরুতো বসবঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবাঃ সমাসবাঃ
যক্ষা নাগাঃ পিশাচাশ্চ লোকপালা হুতাশনাঃ। ১৪
যাতাঃ সর্বে মহাত্মানস্তত্রৈবাসন সমাগতাঃ।
ভবঃ সর্বগুণৈশ্চক্র ব্যাকরস্তু মহাদ্যুতৈঃ। ॥ ১৫
ওষধ্যো ফলসানাশ্চ ছোতয়ন্তি স্ম তত্র বনম্।
বিরজাশ্চ মুদা যুক্তাঃ প্রানৃত্যন্ ব্যনদংশ্চ ॥ ১৬
গিরিপৃষ্ঠেষু রম্যেষু ব্যাহরন্তো ভনপ্রিয়াঃ।
তত্র দেবো গিরিত্রাটে দিব্যাবাসুবিভূষিতে ॥ ১৭
পর্যাঙ্ক ইব বিস্তীর্ণে পরিষ্টে মহাসনাঃ।
ব্যাঘ্রচর্মোত্তরচ্ছদঃ সিংহচর্মোত্তরচ্ছদঃ। ॥ ১৮

যাদব। এই অনুশাসন পর্বের মহাদেবের গীতপথে অত্যন্ত মুখরিত হইতেছিল। অনন্তর সেই স্থান অত্যন্ত রমণীয় হইলেও মহোৎসবতুল্য প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহা দেখিয়া মুনিগণ অত্যন্ত প্রসন্নতা লাভ করিলেন। ১১।

মহাসৌভাগ্যশালী মুনিগণ, উৎকৃষ্টতা সিদ্ধগণ, মরুদ্‌গণ এবং বসু, সাধ্য ও বিশ্বেদেবগণ এবং যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, লোকপাল, অগ্নি, সর্পপ্রভৃতি বসু ও প্রধান ঋত্বিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ১৩-১৪।

ঋত্বিগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া সর্পপ্রকারের অমৃত পুষ্প-সমূহ বিকীরণ করিতেছিল। ঔষধিসমূহ প্রজ্বলিত হইয়া সেই বনকে প্রকাশিত করিতেছিল। ১৫।

সেখানে ওষধি, পক্কান্ন-শিখরসমূহে সকল ব্যক্তির প্রিয়কর অবস্থা প্রাপ্ত করিতে করিতে পক্ষীরা আনন্দের সহিত নৃত্য ও কলরব করিতে লাগিল। ১৬।

দিব্য রাজতসমূহে বিভূষিত পর্যাঙ্কের সদৃশ পর্বতশিখরে উপবেশন করত মহাদেব অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন। ১৭।

তিনি ব্যাঘ্র-চর্মকেই মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। সিংহের চর্ম তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র (চাদর) ছিল। তাঁহার কণ্ঠে দর্পময় যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছিল। তিনি লোহিতবর্ণের অজিন

ব্যাঘ্রযজ্ঞোপবীতী চ লোহিতাঙ্গরুহেক্ষণঃ।
হরিশ্মশ্রুজটী ভীমো ভয়কর্তা সুরদ্বিষাম্। ॥ ১৯
অন্তরঃ সর্বভূতানাং ভক্তানাং বৃষভধ্বজঃ।
দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ সর্বে শিরোভিরবনিং গতাঃ। ॥ ২০
(রীতিঃ পরমশুদ্ধাভিস্তুষ্টুবুশ্চ মনোহরম্।)
বিমুক্তাঃ সর্বপাপেভ্যঃ কান্তা বিগতকল্মষাঃ। ॥
তস্য ভূতপতেঃ স্থানং ভীমরূপধরং বভৌ। ॥ ২১
অপ্রধৃষ্যতরৈশ্চৈব মহোরগসমাকুলম্।
ঋষৈর্নৈষ্ঠিকৈর্ভবং সর্বমভূতং মধুসূদন। ॥ ২২
তৎ সর্বং বৃষভাস্যস্য ভীমরূপধরং বভৌ।
তমভ্যয়াচ্ছৈলসুতা ভূতস্ত্রীগণসংবৃতা। ॥ ২৩
ভবভূম্যাধরবধূ সমানব্রতধারিণী।
বিভ্রতী কলসং লোকৈঃ সর্বতীর্থজলোদ্ভবম্। ॥ ২৪

ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষ (দাড়ি) কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তাঁহার মস্তক জটাজুট শোভা পাইতেছে। এই ভীষণরূপ ভক্ত দেবদ্রোহিগণের মনে ভয় উৎপন্ন করিতেছিলেন। নিজের ভক্তে বৃষভের চিহ্ন ধারণকারী এই ভগবান্ শিব ভক্ত এবং সমস্ত ভূতগণের ভয় নিবারণ করিতেছিলেন। ১৮-১২।

ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিয়া সেই সব মহর্ষিগণ ভূতলে মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পরম শুদ্ধ বাক্যের দ্বারা তাঁহার মনোহর স্তুতি করিলেন। এই সব ঋষিগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত, কল্মষহীন ও নির্মল ছিলেন। ২০।

ভগবান্ ভূতনাথের এই ভয়ানক স্থান অতিশয় শোভা পাইতেছিল। তাহা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও মহাসর্পগণের দ্বারা পূর্ণ ছিল। ২১।

মধুসূদন! সেখানে ক্ষণকালের মধ্যেই সব কিছু অদ্ভুত হইয়া উঠিল। বৃষভধ্বজ ভগবান্ শঙ্করের সেই সভাস্থল তখন ভয়ের আকার ধারণ করিল। ২২।

সেই ভূতগণের শ্রীসহিত পরিবৃতা গিরিরাজনন্দিনী উমা সমস্ত তীর্থের জলে পূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার পাশে আসিলেন। তিনিও ভগবান্ শঙ্করেরই ভায় বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই তুল্য উত্তম ব্রত পালন করিতেছিলেন। ২৩-২৪

সিরিস্রবাতি: সর্বাতি: পৃষ্ঠতোঽনুগতা শুভা।
পুষ্পবৃষ্ট্যাভিবর্ষন্তী সংস্তূয়মানবিভেস্বরা ॥
সেবন্তী হিমবৎপার্শ্বং হরপার্শ্বমুপাগমৎ ॥ ১৫
ততঃ স্মরন্তী পাণিভ্যাং নর্মার্থং চারুহাসিনী।
হরনেত্রে শুভে দেবী সহসা সা সমাবৃণোৎ ॥ ১৬
সাবৃতাভ্যাং তু নেত্রাভ্যাং ততোঽভূতমচেতনম্।
নির্হ্রেসো নির্ঘটকারঃ জগদ্ বৈ সহসাভবৎ ॥ ১৭
জনস্ত বিমনাঃ সর্বোঽভবৎ ত্রাসসমন্বিতঃ।
নিমীলিতে তৃতীয়ন্তে নষ্টসূর্য্য ইবাভবৎ ॥ ১৮
ততো বিভিমিরো লোকঃ ক্ষণেন সমপদ্যত।
জ্বালা চ মহতী দীপ্তা ললাটাৎ তস্য নিঃসৃতা ॥ ১৯
তৃতীয়াৎ চাস্য সম্ভূতা নেত্রমাদিত্যসন্নিভম্
যুগান্তসদৃশং দীপ্তং যেনাসৌ মথিতো গিরিঃ ॥ ৩০

তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে সেই পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা মহা নদীও গমন করিতেছিল শুভলক্ষণা পার্ব্বতীদেবী পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে করিতে এবং নানা প্রকার স্তবে স্তবান্বিত করিতে করিতে ভগবান্ শিবের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ইনিই হিমালয়ের পার্শ্বদেশের সেবা করিতেছিলেন অর্থাৎ সেই স্থানে বাস করিতেছিলেন। ১৪

আসিয়াই মনোহর হাস্যময়ী দেবী উমা মনোরঞ্জন মানসে পিতামহের উভয় উৎস হাস্য সহকারে নিজের দুই হস্তের দ্বারা সহসা ভগবান্ শঙ্করের দুই চক্ষু আবৃত করিলেন।১৬

তাঁহার দুই চক্ষু আবৃত হইতেই সম্পূর্ণ জগৎ সহসা অন্ধকারময়, চেতনা-শূন্য এবং ঘোর ও ঘনীভূতরূপে হইয়া যাইল।১৭

সকল ব্যক্তি বিমনা হইয়া উঠিল এবং সকলেই ভীত হইয়া পড়িল। তৃতীয়নাথ শঙ্করের নেত্রদ্বয় বন্ধ হইয়া যাইতেই জগতের এইরূপ অবস্থা হইল, যেন সূর্য্যদেব নষ্ট হইয়া গিয়াছেন।১৮

তদনন্তর ক্ষণকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ জগতের অন্ধকার দূর হইয়া যাইল। ভগবান্ শিবের ললাট হইতে অত্যন্ত দীপ্তিযুক্তা এক মহাশিখা উৎপন্না হইল।১৯

তাঁহার ললাটে আদিত্যতুল্যা তেজস্বী তৃতীয় নয়নের আবির্ভাব হইল। এই নয়ন প্রলয়াগ্নি-সদৃশ দেদীপ্যমান হইতেছিল। এই নেত্র হইতে উগ্র প্রলয় বহ্নি সেই পর্ব্বতকে দগ্ধ করিয়া ভস্মিত করিল।৩০

তখন মহাদেবকে প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তৃতীয় নেত্রের দ্বারা যুক্ত দেখিয়া গিরিরাজনন্দিনী বিশাললোচনা উমাদেবী মস্তকের

তলে গিরিসুতা দৃষ্ট্বা দীপ্তাগ্নিসদৃশেক্ষণম্।
হরং প্রণম্য শিরসা দধর্ষাঽতুলোচনা ॥ ৩১
হস্তমানে বনে তস্মিন্ সমালম্বলম্বতে
সহস্রবদনে রম্যে দিব্যৌষধিবিভূষিতে ॥ ৩২
মুগযূথৈশ্চ তৈর্ভীতৈর্হরপার্শ্বমুপাগতৈঃ।
শরণং চাপ্যবিন্দন্ত বিত্রাসাদ্ বহুলা ভৃশম্ ॥ ৩৩
ততো নন্দিপুরোগাশ্চ বিদ্যাধরা মহাবলাঃ
ত্বাষশাদিত্যসদৃশা যুগান্তাগ্নিরিবাপরঃ ॥ ৩৪
ক্ষণেন তেন নির্দগ্ধো গিরিরাজস্তদা ভৃশম্
সবাতুলিখরাস্তোয়ো ধরণীতলসংস্থিতঃ ॥ ৩৫
তং দৃষ্ট্বা মথিতং শৈলং শৈলরাজসুতা ততঃ
ভগবন্তং প্রণম্যাথ সাঞ্জলিপ্রগ্রহা স্থিতা ॥ ৩৬

উমায়া পর্ব্বতস্য দৃষ্ট্বা ত্রাতারমমর্ষণম্
লিঙ্গৈর্ভৈরবনিচ্ছন্তঃ শ্রীমাংশ্চ তত্র গিরিম্ ॥ ৩৭

দ্বারা প্রণাম করত তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ৩১

সাল ও সরলাদি বৃক্ষসমূহে পূর্ণ, স্রোত চন্দন বৃক্ষে সুশোভিত এবং দিব্য ঔষধিসকলে প্রকাশিত সেই রমণীয় বনে তখন অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছিল। ৩২

ভীত মৃগেরা দল বদল কোথাও বনের গহন কন্দরে আশ্রয় পাইল না, তখন তাহারা শঙ্করের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাদের দ্বারা সেই সমস্থল পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তখন তাহা অপূর্ণ থাকা হেতু ফাটিয়া গেল।৩৩

সেস্থানে প্রজ্বলিত অগ্নি ঐরূপ ভাবে স্পর্শ করিতে ছিল। বিদ্যাধরের তার চক্ষল সেই অগ্নি অত্যন্ত উত্তেজ হইয়া উঠিল। এই অগ্নি তখন প্রলয় সূর্য্যের তায় প্রকাশিত হইয়া দ্বিতীয় প্রলয়াগ্নির সদৃশ প্রতীত হইতে লাগিল। ৩৪

সেই অগ্নি ক্ষণকালের মধ্যেই উদ্যানস্থের বায়ু ও বিমান সিংহ-সমূহের সহিত দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহার সঙ্গে ঔষধিসকল প্রজ্বলিত হইয়া দগ্ধ হইয়া যাইল। ৩৫

তাহার পর শৈলরাজসুতা উমাদেবী পর্ব্বতকে দগ্ধ দর্শন করত ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্না হইয়া কৃতাঞ্জলি অবস্থায় উপস্থিতা রহিলেন। ৩৬

সেই সময় উমার মধ্যে নানা-ভাবের সুলক্ষ বৃদ্ধিতা (কাঙ্ক্ষিতা) আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু পিতার সেই সময়ের দুরবস্থা দেখিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন-দৃষ্টিতে হিমালয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ৩৭

তপেন হিমবান্ সর্বঃ প্রকৃতিস্থঃ সুদর্শনঃ।
প্রজাষ্টবিধসর্গেণ সুপুষ্পিতবনদ্রুমঃ॥ ৩৮

প্রকৃতিস্থা পিতা দৃষ্ট্বা প্রীতা দেবাঃ সহেশ্বরম্।
উবাচ সর্বলোকানাং পতিঃ শিবমনিন্দিতা॥ ৩৯

উমোবাচ।

ভগবন্ সর্বভূতেশ পুলস্ত্যেন মহাত্মনা।
সংশয়ো মে মহান্ জাতস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ৪০

ত্রিনেত্রস্তে ললাটে বৈ তৃতীয়ং নেত্রমুদ্ভবম্।
ত্রিনেত্রশ্চ ত্রিরিষ্টশ্চ সনক্ষিণ-কপালঃ॥ ৪১

ত্রিনেত্রশ্চ পুনস্তেন প্রকৃতিস্থত্বমাগতঃ
তথৈব ক্রতুসংক্ষয়ঃ কৃতোঽহং তে পিতা যথা॥ ৪২

(এষ মে সংশয়ো দেব হৃদি মে সম্প্রবর্ততে
দেবদেব নমস্তুভ্যং তন্মে সংশিতুমর্হসি॥

নারদ উবাচ।

এবমুক্তস্তদা দেবঃ প্রীতস্তোমেদমব্রবীৎ তদা॥)

ঊমার সেই কথা শুনে দুই শাস্ত্রের বচনে পরস্পরের মধ্যেই সম্পূর্ণ বিবাদের সঙ্কট পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইল। সুদর্শনও হইলেন। সেখানে ঐ দুই হইতে পৃথক্ পুনরায় তনয়ের সৃষ্টি করিতে লাগিল এবং বনের সমস্ত বৃক্ষই পুষ্প ও ফলে পরিশোভিত হইয়া উঠিল॥ ৩৮

বিবাদের সঙ্কটকে পূর্ণাবস্থায় অবস্থান করিতে দেখিয়া পতিব্রতা পার্বতীদেবী অত্যন্ত প্রসন্না হইলেন। তিনি সমস্ত তত্ত্বের অধিপতি ভগবান্ মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৩৯

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! সর্বভূতেশ্বর! পুলস্ত্যের মহাত্মতপোনিষ্ঠ মহর্ষির আমার মনে এক মহাসংশয় উৎপন্ন হইয়াছে আপনি আমাকে তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলুন॥ ৪০

কেন আপনার ললাটে তৃতীয় নেত্র উত্থিত হইল? কি কারণে আপনি পঞ্চ ও বদনমণ্ডল সহ এই পঞ্চভূতকে সৃষ্ট করিলেন? দেব! কি জন্যই বা আপনি পুনরায় তাহাকে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত করাইলেন? আর সে সিতাকে যে আপনি পূর্ববৎ বৃক্ষসমূহে আচ্ছাদিত করিলেন, ইহার কারণ কি? ৪১-৪২

(দেব! আমার মনে এই সংশয় বর্তমান আছে। আপনি ইহা আমাকে বিশেষ সহকারে বলুন। দেবদেব! আপনাকে নমস্কার।

নারদ বলিলেন,—দেবী পার্বতী এই কথা বলিলে পর

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

(স্থানে সংশয়িতস্ত্বয়া দেবি মমাস্যে প্রিয়ভাষিণি।
ভূতয়ে মাং বি বৈ প্রষ্টুং ন ত্বয়ার কেনচিৎ প্রিয়ে।
প্রকাশা যদি বা গুপ্তা স্ত্রিয়ার্থা প্রমদাত্মিকা।
শৃণু তৎ সর্বমখিলমস্যা সংসদি ভামিনি।
সর্বেষামেব লোকানাং কূটস্থং বিদ্ধি মাং প্রিয়ে।
মদধীনাস্তিরো লোকা যথা বিদ্ধি তথা ধ্রুবি।
স্রষ্টা বিষ্ণুরহং হোতা ইত্যেতদ্ বিদ্ধি ভামিনি।
তস্মাদ্ যথা মাং পশ্যন্তি গুহ্যা যা যদি বেতরে
তথৈবেহ তথা সর্বং তত্ত্বতো ভবতি শোভনে।)

যেত্রে যে সংস্থিতে দেবি দ্বয়া বাল্যাদনিন্দিতে।
নষ্টালোকস্তদা লোকঃ তমেবং সমপদ্যত॥ ৪৩

নষ্টাদিত্যে তথা লোকে তমোভূতে নগাত্মজে।
তৃতীয়া লোচনা দীপ্তা সৃষ্টা যে তক্ষতা প্রজাঃ॥ ৪৪

তখন সেই প্রশ্ন দুই হইয়া বলিলেন

মহেশ্বর বলিলেন,—কল্যাণসম্পন্নে! প্রিয়ভাষিণি দেবি! তুমি যে সংশয়ের কথা উত্থাপন করিয়াছ, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। প্রিয়ে! তুমি ব্যতীত অন্য কেহ আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে না।

ভামিনি! প্রকাশ বা গোপনীয় যে কথাই হউক না কেন, আমি তোমার প্রিয় করিবার জন্য সেই সমস্ত তোমাকে বলিব, তুমি এই সভামধ্যে আমার নিকট সকল কথা শ্রবণ কর॥

প্রিয়ে! সমস্ত লোকসকলের মধ্যে তুমি আমাকে কূটস্থ—সকলে এভাবে স্থিত, নিত্য নির্লিপ্তভাবে অবস্থানকারী বলিয়া জানিও। এই লোকত্রয় যেমন ভগবান্ বিষ্ণুর অধীন, সেইরূপ আমারও অধীন। জানিবে! তুমি ইহা জানিও যে, ভগবান্ বিষ্ণু জগতের স্রষ্টা এবং আমি তাহার হব্যকব্যবাহী।

শোভনে! সেইজন্য যখন আমাকে গুহ্য বা অগুহ্য স্পর্শ করে, তখন এই সম্পূর্ণ জগৎ সেইরূপ গুহ্য বা অগুহ্যসম্পন্ন হইয়া যায়।)

দেবি! অনিন্দিতে! তুমি বাল্যবয়সে চপলস্বভাবতঃ আমার যে দুই চক্ষু আবৃত করিয়া দিয়াছিলে, ইহাতে ভগবানের মধ্যেই সম্পূর্ণ জগতের প্রভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছিল॥৪৩

গিরিরাজনন্দিনি! জগতে যখন সূর্য অস্তমিত হইয়া যাইল

তস্য চাঙ্গো মহৎ ভেজো যেনাসৌ মথিতো গিরিঃ
যৎপ্রিয়ার্থঞ্চ মে দেবি প্রকৃতিস্থঃ পুনঃ কৃতঃ ॥ ৪৪

উমোবাচ

ভগবন্ কেন তে বক্ত্রং চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনম্
পূর্ণং শুভৈশ্চ শ্রীকান্তমুত্তরং পশ্চিমং তথা ॥ ৪৬
দক্ষিণঞ্চ মুখং রৌদ্রং ঘোরেণাঙ্গ কপিলাঃ জটাঃ
কেন কণ্ঠশ্চ তে নীলো বহ্নির্বাহ্নিশ্চ কৃতঃ ॥ ৪৭
বদ্ধে দেব পিনাকং তে সততঃ কেন তিষ্ঠতি
জটিলো ব্রহ্মচারী চ ভিন্নবর্ণসি নিত্যদা ॥ ৪৮
এতন্মে সংশয়ং সর্বং বক্তুমর্হসি বৈ প্রভো।

সর্বযজ্ঞাহিতী চাহং তস্মাৎ ক্ষেতি বৃষধ্বজ ॥ ৪৯

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তঃ স ভগবান্ শৈলসূত্র্যা পিনাকধৃক্।
তস্যা মুখ্যা চ বুদ্ধ্যা চ প্রীতিমানভবৎ প্রভুঃ ॥ ৫০
ততস্তামব্রবীদ্ দেবঃ সুমুখে স্মিতপূর্বমিতি
যেনাকৃতিবৈরৈরৈভাবি রূপাণি চ ত্রিষানে ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি উমা-মহেশ্বরসংবাদে
নামচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪০

এবং সর্বমিত্র শতকারে আবৃত হইয়া পশ্চিম, তখন আমি প্রজাপতির তপস্যা তত আমার ললাটে তৃতীয় তেজস্বী নেত্রের সৃষ্টি করিলাম। ৪৪

সেই তৃতীয় নেত্রের এমন প্রভাব ছিল যে, সে এই পর্বতকে দগ্ধ করিয়া মথিত করিয়াছিল। দেবি! পুনরায় তোমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় আমি এই গিরিরাজ হিমালয়কে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিয়াছি। ৪৫

উমা বলিলেন, ভগবন্! আপনার চারিটি মুখ কেন হইয়াছে? আপনার পূর্ণ শিকশিত মুখ চন্দ্র-তুল্য কান্তিমান্ এবং দেখিতে অত্যন্ত প্রিয়। উহার ও পশ্চিম দিকের মুখমণ্ডল পূর্ণবিকশিত মুখের ন্যায় কমনীয় কান্তিযুক্ত। কিন্তু দক্ষিণ বিকশিত মুখ অতিশয় ভয়ঙ্কর এই পার্থক্য কেন? আপনার মস্তকে কপিল বর্ণের জটাসমূহ কেন হইয়াছে? এবং কি কারণে আপনার ওই মস্তক নীলবর্ণ হইয়াছে? ৪৬-৪৭

দেব! আপনার হস্তে কেন পিনাক বহু সতত বিদ্যমান আছে আপনি কিন্তু জটাধারী ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করিয়া রহেন? ৪৮

প্রভো! বৃষধ্বজ! আপনি আমার এই সমস্ত সংশয়ের কথা বলুন, কারণ, আমি আপনার সর্বপ্রিয়ই ও ভক্ত। ৪৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! গিরিরাজকুমারী উমা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর পিনাকধারী ভগবান্ শম্ভু তাঁহার বৈধ বুদ্ধিতে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ৫০

তদনন্তর তিনি পার্বতীদেবীকে বলিলেন,—সুমুখে রচিয়ানে! যে সব কারণে আমার এই সব রূপ হইয়াছে তৎসমস্তই বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে উমা ও মহেশ্বরের সংবাদরূপ চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শিব-পার্ব্বত্যোর্বপুর্বিষয়কঃ সংবাদঃ— বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সম্পৃক্তাচারাণাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিস্বরূপনির্দ্দেশশ্চ বিস্তরেণ বর্ণনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিলোত্তমা নাম পুরা ব্রহ্মণা যোষিদুত্তমা ।
তিলা তিলং সমুদ্ধৃত্য রত্নানাং নির্ম্মিতা শুভা ॥ ১

সাভাসয়ন্তং মাং দেবি রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ।
প্রদক্ষিণং লোভয়ন্তী মাং শুভে রুচিরাননা ॥ ২

যতো যতঃ সা সুভগা মামুপধাবতস্তিকে ।
ততস্ততো মুখং চারু মম দেবি বিনির্গতম্ ॥ ৩

তাং দিদৃক্ষুরহং যোগাচ্চতুর্মূর্ত্তিত্বমাগতঃ ।
চতুর্মুখশ্চ সংবৃত্তো দর্শনে সোমসুন্দরম্ ॥ ৪

পূর্ব্বেণ বদনেনাহমিন্দ্রত্বমনুশাস্মি হ ।
উত্তরেণ ত্বয়া সার্দ্ধং রমমাণোঽনিন্দিতে ॥ ৫

পশ্চিমং মে মুখং সৌম্যং সর্ব্বপ্রাণিসুখাবহম্

দক্ষিণং ভীমসঙ্কাশং রৌদ্রং সংহরতি প্রজাঃ ॥ ৬

ভটিলো ব্রহ্মচারী চ লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং পিনাকং মে করে স্থিতম্ ॥ ৭

ইন্দ্রেণ চ পুরা বজ্রং ক্ষিপ্তং শ্রীকাঙ্ক্ষিণা মম ।
ময়া কণ্ঠে তু তদ্ বাতঃ স্তম্ভেন শ্রীকণ্ঠতা মম ॥ ৮

(পুরা যুগান্তরে সঙ্কাশমর্থঃ সুরাসুরৈঃ ।
বলবদ্ভির্বিধিবিক্রিয়কালঃ সংহারধিঃ ।
রজুনা নাগরাজেন মধ্যমানে মহোদধৌ
বিষং তত্র সমুদ্ভূতং সর্বলোকবিনাশনম্ ।
তদ্ দৃষ্ট্বা বিবুধাঃ সর্বে তদা বিমনসোঽভবন্
প্রভুং হি তমহং দেবি লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
তৎকৃতা নীলতা চাসীৎ কণ্ঠে বহ্নিনিভা শুভে ।
তদা প্রভৃতি চৈবাহং নীলকণ্ঠ ইতি স্মৃতঃ ॥

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[শিব-পার্ব্বতীর বপুর্বিষয়ক সংবাদ—বর্ণাশ্রমধর্ম্মসম্বন্ধী আচার ও প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ বর্ণের বিস্তার।]

শ্রীভগবান্ শিব বলিলেন,—প্রিয়ে! পুরাকালে ব্রহ্মা এক সর্ব্বোত্তম নারীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত রত্নসমূহের তিল তিল করিয়া সার উদ্ধৃত করত সেই শুভলক্ষণা সুন্দরীর অঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ত্রিলোত্তমা নাম হয়। ১

দেবি! শুভে! এ পৃথিবীতে ত্রিলোত্তমার রূপের কোনও তুলনা নাই। এই সুন্দরী কন্যা আমাকে প্রলুব্ধ করিতে করিতে আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়াও আসিল। ২

দেবি! সুন্দর লক্ষ-শোভিতা সেই সুন্দরী নিকট হইতে আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যে যে দিকে গমন করিতে লাগিল, সেই সেই দিকে আমার মনোহর মুখ উৎপন্ন হইল। ৩

ত্রিলোত্তমার রূপ দেখিবার ইচ্ছায় আমি যোগবলে চতুর্মূর্ত্তি ও চতুর্মুখ হইয়া যাইলাম। এইরূপে আমি লোকসকলকে উত্তম যোগপদ্ধতি দর্শন করাইয়াছি।৪

আমি পূর্ব্বদিক্‌স্থিত মুখের দ্বারা ইন্দ্রলোকের অনুশাসন করি। অয়ি শিবে! আমি উত্তরস্থ মুখের দ্বারা তোমার সহিত রাজ্যশাসনের সুখ অনুভব করি। ৫

আমার পশ্চিমদিক্‌স্থিত মুখ সৌম্য ও সমস্ত প্রাণিগণের সুখ-প্রদ। কিন্তু আমার দক্ষিণদিক্ স্থিত উগ্রতম মুখ রৌদ্র। এই মুখই সমস্ত প্রজাগণকে সংহার করে। ৬

লোকমঙ্গলের নিমিত্ত কামনা করিয়াই আমি ভটিলো ব্রহ্মচারীর বেশে অবস্থান করি। দেবতাগণের হিত করিবার জন্যই পিনাক বহু সময় আমার হস্তে থাকে। ৭

পুরাকালে ইন্দ্র আমার শ্রীলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমার উপর বজ্রের প্রহার করিয়াছিল। সেই বজ্র আমার কণ্ঠ স্তব্ধ করিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে শ্রীকণ্ঠ নামে আমার খ্যাতি হইয়াছে। ৮

(পুরাকালের অন্য যুগের কথা, বলবান্ দেবতা ও অসুরগণ মিলিত হইয়া অমৃত লাভ করিবার ইচ্ছায় সীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মহাসাগরকে মন্থন করিয়াছিল।

নাগরাজকে বাসুকিরূপ রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ করিয়া মন্দরাচলরূপী মন্থন-দণ্ডের দ্বারা যখন মহাসাগরকে মথিত করা হইতে লাগিল, তখন তাহা হইতে সমস্ত লোকসকলের বিনাশকারী বিষ উৎপন্ন হইল।

তাহা দেখিয়া সকল দেবতা তখন বিমনা হইয়া উঠিল।

দেবি! সেই সময় আমি তিন লোকের হিত করিবার জন্যই সেই বিষের ঘোর পান করিলাম।

শুভে! সেই বিষভক্ষণের জন্যই আমার কণ্ঠে বহ্নি সদৃশ নিকষের তুল্য নীলবর্ণের চিহ্ন হইয়া যাইল। সেই হইতে আমি নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত হইতেছি। এই সমস্ত বিষয়ই আমি তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর?

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি

উমোবাচ

নীলকণ্ঠ নমস্তেঽস্তু সর্বলোকসুখাবহ।
যদুনামাসুখানাং চ শিনাকং কর্তুমিচ্ছসি।
কিমর্থং দেবদেবেশ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

শক্রাগ্নয়ঃ তে বক্ষ্যামি শৃণু ধর্মং শুচিস্মিতে।
যুগান্তরে মহাদেবি কবো নাম মহামুনিঃ।
স হি দিব্যাং তপশ্চর্যাং কর্তুমেবোপচক্রমে।
তথা তস্য তপো ঘোরং চরতঃ কালপর্যয়াৎ॥
বল্মীকঃ পুনরুদ্ভূতঃ তস্যৈব শিরসি প্রিয়ে।
বয়মাপন্ন তং সর্বং তপশ্চর্যাং তথাকৃতাং
তস্মৈ ব্রহ্মা বরং দাতুং জগাম তপসাচিতঃ॥
দত্ত্বা তস্মৈ বরং দেবো বেণুং সৃষ্ট্বা শুচিস্মিতং
লোকধাত্রীং সমুদ্দিশ্য বেণুপ্রানেন ভামিনি।
চিন্তয়িত্বা তমাবাহ্য কার্মুকাগ্রে ন্যযোজয়ৎ

উমা বলিলেন,—সমস্ত লোকের সুখপ্রদ নীলকণ্ঠ! আপনাকে নমস্কার। দেবদেবেশ! অদ্য যদ্ব বং বা অন্য যাহাতেও আপনি কেন শিনাককেই (অজগব ধনুককেই) যাদব করিয়া রাখিতে অভিলাষ করেন? ইহা আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—পবিত্র স্মিত কান্তিময়ী মহাদেবি! তাহা বলিতেছি। আমি দেবতাদের ঘথাযোগ্য অস্ত্র লাভ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি। যুগান্তরে কবি নামে প্রসিদ্ধ এক মহামুনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিব্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রিয়ে! এইভাবে কঠোর তপস্যা করিতে করিতে মুনির মস্তকের উপরে কালক্রমে বল্মীক উৎপন্ন হইল। তিনি সেই সব মস্তকে ধারণ করিয়া পূর্ববৎ তপস্যা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

মুনির তপস্যার দ্বারা পূজিত হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বরদান করিবার জন্য গমন করিলেন। তাঁহাকে বরদান করিয়া তপস্যান ব্রহ্মা সেখানে একটি বংশ (বাঁশ) দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার ব্যবহার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভামিনি! সেই বেণুর দ্বারা জগতের উপকার করিবার উদ্দেশ্যে কিছু চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা সেই বেণুকে গ্রহণ করত তাঁহাকে বহন উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর ও আমার শক্তি জানিয়া সেই বেণু হইতে উৎপাদ্য দুইটি বস্তু নির্মাণ করত বিষ্ণুকে এবং আমাকে প্রদান করিলেন।

বিষ্ণোর্মম চ সামর্থ্যং জ্ঞাত্বা লোকপিতামহঃ।
বসুধা যে তদা প্রাদাদ্ বিষ্ণবে মম চৈব হ
পিনাকং নাম যে চাপং শার্ঙ্গং নাম হরেরভূৎ॥
ত্রৈলোক্যযবনেনেব গাণ্ডীবমভবদ্ ধনুঃ
তচ্চ সোমায় নিহিতং ব্রহ্মা লোকং গতঃ পুনঃ॥
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং অস্ত্রাগ্নয়মিতি

উমোবাচ

যাবনেত্রং সর্বেষু শ্রীমৎস্বস্তেষু সত্তম
কথং বৃষত্বো দেব যাবনত্বমুপাগতঃ॥ ৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

পুরুষোত্তমস্তম্ ব্রহ্মা দেবদেবঃ পরোমুখম্।
সা সৃষ্টা বরদা জাতা জয়মানা পয়োমুখম্॥ ১০
তস্যা বৎসমুখোৎসৃষ্টঃ ফেনো মদ্যত্বমাগতঃ।
তত্তো দৃষ্ট্বা মহা গাবো নানাবর্ণমুপাগতাঃ॥ ১১
তত্তোঽহং লোকগুরুণা নম নীতোঽর্থবেদিনা
বৃষ ত্বৈনং অবার্থং যে দত্তো যাবনবেষ ত॥ ১২

আমার বরদ নাম হইল শিনাক এবং শ্রীহরির বরদ নাম হইল শার্ঙ্গ। সেই বেণুর প্রধানের দ্বারা তৃতীয় ধনু নির্মিত হইল, তাহার নাম গাণ্ডীব।

গাণ্ডীব ধনু সোমকে দান করিয়া পুনরায় ব্রহ্মা নিজের লোকে গমন করিলেন। অগ্নিগিতে! অস্ত্রপ্রাপ্তির এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমি তোমাকে বলিলাম।)

উমা বলিলেন,—সংপুরুষগণশ্রেষ্ঠ ভগবন্! এ জগতে অন্য সব বৃষভের যাবনলক্ষণ থাকিতে আপনি কেন বৃষভকেই নিজের যাবন করিলেন?

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে! ব্রহ্মা দেবতাগণের অন্য দুষ্টপ্রকৃতি বৃষভকে সৃষ্টি করিলেন। এই ধেনু যেখানে তন যবনের কায় নিজের দুগ্ধ বমন করিত সেই বৃষভি উৎপন্ন হইয়া অমৃতময় দুগ্ধ ক্ষরণ করিতে করিতে বহুরূপে প্রকটিত হইল।১০-

একদিন তাহার বৎসের মুখ হইতে নির্গত ফেন আমার দেহে পতিত হইল। ইহাতে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া গোবধজিতে যে সকলকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার রোষে দগ্ধ গোগণের বর্ণ তখন নানাপ্রকার হইয়া গেল।১১

তখন অর্থবেত্তিবিৎ লোকগুরু ব্রহ্মা আমাকে শান্ত করিলেন এবং অন্যচিত্ত যাবনরূপে এই বৃষভকে আমার প্রদান করিলেন।১২

উমোবাচ

নিবাসা বহবঃপ্রোক্তে বিধি সর্বগুণান্বিতাঃ।
তাংস্তু সন্ত্যজ্য ভগবন্ শ্মশানে রমতে কথম্ ॥১৩
কেশাস্থিকলিলে ভীমে কপালবটসঙ্কুলে
গৃধ্রগোমায়ুবহুলে চিতাগ্নিধূমসঙ্কুলে ॥ ১৪
অশুচৌ মাংসকলিলে বসাশোণিতকর্দমে
বিকীর্ণাস্থ্যস্থিনিচয়ে নিত্যং বাসং কথং ব্রজেৎ ॥ ১৫

শ্রীভগবান উবাচ

যেষ্যাযেষ্যে মহীঃ কৃৎস্না বিচরাম্যনিশং সদা
ন চ যেষ্যতমঃ কিঞ্চিৎ শ্মশানাদধিকং ক্বচিৎ ॥ ১৬
তেন মে সর্বযামানাং শ্মশানে রমতে মনঃ।
ক্রোধবলাবাসঃ স্মৃতে নির্ভয়প্রদ বিভূষিতে ॥ ১৭
তত্র চৈব রমন্তীহে কৃতসত্ত্বাঃ শুচিস্মিতে।

উমা বলিলেন, ভগবন্! স্বর্গলোকে অনেক প্রকারের সব গুণসম্পন্ন নিবাসস্থান আছে, আপনি সেই সব ত্যাগ করিয়া কেন এই শ্মশানভূমিতে সর্বদা বাস করেন? ১৩

শ্মশানভূমি সবের কেশ ও অস্থিসমূহে পরিপূর্ণ এই ভয়ানক স্থানে বহুতরগণের ভয়ানক ও রুক্ষ প্রকৃতির বাস প্রকৃতি ও পরাক্রমশালী এখানে প্রকৃত সংখ্যায় অবস্থান করে এখানে সর্বদিকে চিতা প্রজ্বলিত হয় মাংস, বসা ও রক্তের কর্দমে এই স্থান পূর্ণ থাকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত অসংখ্য অস্থি সমূহের রাশি এখানে বিস্তৃতরূপে আছে এবং শৃগালেরা নিজেদের মধ্যে এই স্থানকে মুখরিত করিয়া রাখে আপনি এরূপ অপবিত্র স্থানে কেন বাস করেন? ১৪-১৫

শ্রীভগবান বলিলেন,—প্রিয়ে! আমি এতদ্ব্যতীত পবিত্রস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে সর্বত্র সম্পূর্ণ পৃথিবীতে গিয়া রাত্রি বিহরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু শ্মশান হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও পবিত্রতর স্থান আমি দেখিতে পাই নাই। ১৬

সেইজন্য সমস্ত নিবাসস্থান-সমূহের মধ্যে শ্মশানেই আমার মন অধিক রমণ করে। এই শ্মশানভূমি ঘটবৃক্ষের ন্যায়সমূহে আচ্ছাদিত এবং বৃক্ষসমূহ হইতে ছিন্ন হইয়া পতিতপুষ্পমালা-সমূহে বিভূষিত থাকে। ১৭

ন চ কৃতসত্ত্বৈরিহ বিনাশঃ সম্ভবত্যুত। ১৮
এষ বাসো হি মে মেধ্যঃ ধর্মীয়স্ত মতঃ শুভে
পূতাঃ পরমকল্যৈশ্চ মেধ্যকাম্যৈরুপাসতে ॥১৯
(অন্যাৎ শ্মশানমেধ্যা তু নাস্তি কিঞ্চিন্নিন্দিতে।
নিঃসম্পাতাগমযুক্তাশ্চ তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠতমং স্মৃতম্ ॥
স্থানং মে তত্র বিহিতং বীরস্থানমিতি প্রিয়ে ॥
কপালবহুলসম্পূর্ণমিত্যপরং ভয়ানকম্ ॥
মহাকল্পে সন্ত্রাসোদ্ভবং নক্তঞ্চ রুদ্রৈর্যতে
আয়ুষ্কামৈরযুদ্ধৈর্যা ন গন্তব্যমিতি স্থিতিঃ ॥
এবন্তেন ন শক্যং হি নিরস্তু কৃতজ্ঞ ভয়ম্
তত্রস্থোঽহং প্রজাঃ সর্বাঃ পালয়ামি দিনে দিনে ॥
মন্নিবেশাদ্ধি কৃতসত্ত্বা ন চ দুষ্যন্তি কর্হচিৎ
স্থাংস্তু লোকহিতার্থায় শ্মশানে রময়াম্যহম্ ॥

পবিত্রতরাময়ি প্রিয়ে! এই আমার কৃতসত্ত্ব শ্মশানেই রমণ করে। আমি এই কৃতসত্ত্ব ব্যতীত কোথাও বাস করিতে পারি না।

যজ্ঞমধ্যে এই শ্মশান বাসকেই আমি নিজেই অতি পবিত্র ও ঐশ্বরীয় বলিয়া মনে করি। ইহা পরম পুণ্যস্থান। পবিত্র বস্তু কামনাকারী পুরুষগণ ইহার উপাসনা করে। ১৯

(অনিন্দিতে! এই শ্মশানভূমি হইতে শ্রেষ্ঠ পবিত্র স্থান আর কিছুই নাই কারণ, এখানে যজ্ঞসমূহের অধিক যাতায়াত হয় না সেইজন্য এই স্থান পবিত্রতম বলিয়া কথিত হয়।

প্রিয়ে! ইহা বীরগণের স্থান, সেইজন্য আমি ইহাকে নিজের বাসস্থানরূপে গ্রহণ করিয়াছি। মৃত যজ্ঞসমূহের শত শত কপালে পরিপূর্ণ এই ভয়ানক স্থানও আমার সুন্দর লাগে।

বিপ্রহরের সময়, উহার সন্ধ্যাকালে ও আর্দ্রা নক্ষত্রে যাঁহারা কামনাকারী অথবা অন্যত্র পুরুষগণের এখানে গমন করা উচিত নহে—ইহাই নিয়ম।

আমি ব্যতীত অন্য কেহ কৃতসত্ত্বজনিত ভয় নাশ করিতে পারে না। সেইজন্য আমি শ্মশানে অবস্থান করিয়া সমস্ত প্রজাগণকে প্রতিদিন পালন করি।

আমার আজ্ঞা মনে করিয়াই কৃতসত্ত্বগণ এবং এ জগতে তাহাকেও ভক্ষ্য করে না। সম্পূর্ণ জগতের হিতের জন্যই আমি সেই কৃতসত্ত্বগণকে শ্মশানভূমিতে আনন্দে বাস করাইয়া থাকি।

---

* মহাভারতের লোকবিখ্যাত টীকাকার মহামতি আচার্য নীলকণ্ঠ 'শ্মশান'-পদে 'কাশীর মহাশ্মশানকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মতে—কাশীক্ষেত্রে শ্মশানভূমিতে শব দর্শন করিলে শিব-দর্শনের ফললাভ হয়

এবমুক্তে সর্বমাখ্যাহি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।

উমোবাচ

ভগবন্ দেবদেবেশ ত্রিনেত্র বৃষভধ্বজ
পিঙ্গলং বিকৃতং ভাতি রূপং তে তু ভয়ানকম্।
তন্মমেদং বিরূপাক্ষ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং জটাকুলম্।
ব্যাঘ্রোদরবৃকস্যাদ্যং কপিলশ্মশ্রুসঙ্কুলম্।
রৌদ্রং ভয়ানকং ঘোরং শূলপট্টিশসংযুতম্।
কিমর্থং ঘীদৃশং রূপং তব্যে শংসিতুমর্হসি॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

তত্ত্বং কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বং সমাহিতা
ত্রিবিধো লৌকিকো ভাবঃ শীতমুষ্ণমিতি প্রিয়ে।
তত্রোদ্যে প্রথিতং সর্বং সৌম্যাগ্নেয়মিদং জগৎ
সৌম্যাদ্যং সততং বিষ্ণো ময্যাগ্নেয়ং প্রতিষ্ঠিতম্॥
অনেন বপুষা নিত্যং সর্বলোকান্ বিভর্ম্যহম্।
রৌদ্রাকৃতিং বিরূপাক্ষং শূলপট্টিশসংযুতম্।
আগ্নেয়মিতি মে রূপং দেবি লোকহিতে রতম্॥
যদুগ্রং বিপরীতং স্যাত্তেন তত্ত্বাত্মনো গুণান্।
তথৈব সর্বলোকানাং বিপরীতং প্রবর্ততে॥
তস্মাদ্রূপেণ ত্রিয়তে রূপং লোকহিতৈষিণা
ইতি তে কথিতং দেবি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।

নারদ উবাচ

এবং ব্রুবতি দেবেশে বিশ্বিতাঃ পরমর্ষয়ঃ।
বাগ্ভিঃ সাঞ্জলিমালাভিস্তুষ্টুবুর্বৃষভধ্বজম্॥

ঋষয় ঊচুঃ

নমঃ শঙ্কর সর্বেশ নমঃ সর্বজগদ্গুরো
নমো দেবাদিদেবায় নমঃ শশিকলাধর।
নমো ঘোরতরায় ঘোর নমঃ রুদ্রায় শঙ্কর
নমঃ শান্তশরাচ্ছান্ত নমস্তুভ্যং পিনাক।
নমঃ সোমায় দেবায় নমস্তুভ্যং চতুর্মুখ
নমো বৃষভকেতবে শুদ্ধো শুদ্ধকপর্দেশ্বর।

নমস্ত লোকভবনে ইত্যাদি

দেবি! এই যে বিকরাল বেশধারী ও শূল পট্টিশাদিতে সুশোভিত ভয়ানক আকৃতিবিশিষ্ট আমার রূপ, ইহাই আমের আমার এই রূপ সম্পূর্ণ জগতের হিতে নিরত আছে

ভগবানের! যাঁর আমি এই রূপকে ত্যাগ করিয়া ইহার বিপরীত হইয়া যাই, তবে সেই সময় সম্পূর্ণ লোকসকলের অবস্থাও বিপরীত হইয়া যাইবে।

দেবি! সেইজন্য লোকহিতের ইচ্ছাতেই আমি এই রূপ ধারণ করিয়াছি। আমার রূপের এই ভয়ঙ্কর তোমাকে বলিলাম এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর?

নারদ বলিলেন,—দেবদেব ভগবান্ শঙ্কর এই কথা বলিলে পর সমস্ত ঋষিগণ বিস্মিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত বাক্যের দ্বারা সেই মহাদেবের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঋষিগণ বলিলেন,—সর্বেশ্বর শঙ্কর! আপনাকে নমস্কার সম্পূর্ণ জগতের গুরুদেব! আপনাকে নমস্কার। দেবতাগণেরও আদি দেবতা! আপনাকে নমস্কার। চন্দ্রকলাধারী শিব! আপনাকে নমস্কার।

অত্যন্ত ঘোর হইতেও ঘোর রুদ্রদেব! শঙ্কর! আপনাকে বারম্বার নমস্কার। আপনি অত্যন্ত শান্ত হইতেও শান্ত, আপনাকে নমস্কার। আপনি পিনাকের ধারক! আপনাকে নমস্কার।

নমস্ত্রিশূলহস্তায় পঞ্চস্রোতস্তরায় চ
নমোঽস্তু বিশ্বরূপায় বজ্রহস্তপ্রহারিণে ।
নমোঽস্তু বহুনেত্রায় লোকরক্ষণতৎপর ।
অহো দেবস্য মাহাত্ম্যমহো দেবস্য বৈ কৃপা ।
এবং বর্ষপয়স্তস্য দেবদেবস্য চার্হতি ।

বাহুব উবাচ ।

এবং স্তুবন্তু মুনিষু যচো দেবাত্রবীদ্ভবম্ ।
সম্প্রীত্যর্থা মুনীনাং সা তপস্যা পরমা হিতম্ ।)

উমোবাচ ।

ভগবন্ সর্বভূতেশ সর্ববর্মবিদাং বর ।
পিনাকপাণে বরদ সাশ্রুতো মে মহানয়ম্ । ২০
অয়ং মুনিগণঃ সর্বস্তপস্তেপে ইতি প্রভো ।
তপোবেষকরো লোকে ভ্রমতে বিবিধাকৃতিঃ । ২১
অস্য চৈবম্বিধস্যস্য ধর্ম চ শ্রোতুকাম্যয়া ।
এতত্ত্বা মহেশ সন্দেহং বক্তুমর্হস্যশেষত । ২২

ঈশানঃ মহাদেবকে নমস্কার। চতুর্মুখ! আপনাকে নমস্কার। অষ্টমূর্তির ভক্তা পশুর জন্ম মস্তকে ধারণকারী মৃত্যুনাথ শম্ভো! আপনাকে নমস্কার।

হস্তে শূলধারী এবং সপ্তস্রোত আশ্রয়ে বিভূষিত মহাদেব আপনাকে নমস্কার। বজ্রধারী সহস্রলোচন! আপনাকে নমস্কার।

লোকরক্ষায় তৎপর প্রভো! আপনার নেত্র বহু, আপনাকে নমস্কার। অহো! মহাদেবের কিরূপ মাহাত্ম্য? অহো মহাদেবের কিরূপ কৃপা। এরূপ বর্ষপয়স্যতা দেবতের মহাদেবেরই যোগ্য।

বায়ুর বলিলেন,—যখন মুনিগণ এইরূপ স্তব করিতেছিলেন, তখন সত্ত্বসমূহে অধিষ্ঠাতা দেবী পার্বতী মুনিগণের প্রসন্নতার জন্য ভগবান্ পশুপতিকে এই পরম হিতকথা বলিলেন।)

উমা বলিলেন,—সমস্ত বর্মবিদ্‌গণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ! সর্বভূতের মহেশ! ভগবন্! বরদায়ক! পিনাকপাণে! আমার মনে আরও এক মহাসংশয় হইয়াছে। ১০

প্রভো! এই যে মুনিগণের সকল সমুদায় স্থানে উপস্থিত আছেন, সদা তপস্যা করিতেছেন এবং তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া জগতে ভ্রমণ করিতেছেন, ইঁহাদের সকলের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। পঞ্চবদন শিব! এই তপিসমূহালয়ে এবং আমারও চিত্ত করিয়ার ইচ্ছায় আপনি আমার এই সন্দেহের সমাধান করুন। ২১-২২

ধর্ম: কিংলক্ষণ: প্রোক্ত: কথং বা চরিতো নরৈ:
পক্ষো। ধর্মবিদস্তিষ্ঠন্তি যত্র মে প্রভো। ২৩

বায়ুর উবাচ।

ততো মুনিগণ: সর্বস্তা: দেব্যৈ প্রত্যপূজয়ৎ।
যাগ্‌ভির্ভগ্‌বদ্‌ভূষিতাথাভি: স্তবৈস্তার্থবিশারদৈ: । ২৪

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

অহিংসা সত্যবচনা সর্বভূতানুকম্পনম্।
শমো দানং যথাশক্তি গার্হস্থ্যো ধর্ম উত্তম: । ২৫
পরদারেষসাসর্গো ভাসস্ত্রীপরিরক্ষণম্
অবস্তুদানবিরতো মধুমাংসস্য বর্জনম্ । ২৬
এষ পঞ্চবিধো ধর্মো যতিনাং সুখোদয়:
দেহিভির্ধর্মপয়স্যৈস্তৈর্ভবেয়ো ধর্মসম্ভব: । ২৭

উমোবাচ।

ভগবন্ সংশয়: পৃষ্টস্ত্বয়ে সংসিদ্ধুমর্হসি।
চাতুর্বর্ণস্য যো ধর্ম: যে যে বর্ণে গুণাবহ: । ২৮

প্রভো! ধর্মজ্ঞ! ধর্মের কি লক্ষণ কথিত হইয়াছে? যাহারা ধর্ম জানেন না, এরূপ মনুষ্যগণ সেই ধর্মের আচরণ কিরূপে করিবে? ইহা আপনি আমাকে বলুন। ২৩

বায়ুর বলিলেন,—তদনন্তর সমস্ত মুনিগণ দেবী পার্বতীর তপস্যা, বেদের যথার্থসমূহে সুখোদিত বাক্য ও উত্তম অর্থযুক্ত স্তবসকলের দ্বারা স্তুতি এবং প্রশংসা করিলেন। ২৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! কোনও জীবের হিংসা না করা, সত্য কথা বলা, সকল প্রাণীর প্রতিই দয়া করা, মন এবং ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখা, ও নিজের শক্তি অনুসারে দান করা—এই সব গৃহস্থ গৃহস্থ-আশ্রমের উত্তম ধর্ম। ২৫

(এই সব গৃহস্থ ধর্ম পালন করা) পরস্ত্রীর সহিত সংসর্গ না করা, পরিচিত বস্তু ও স্ত্রীকে রক্ষা করা, কোনও বস্তু প্রদান না করিলে তাহার গ্রহণ না করা করা এবং মাংস ও মদিরা ত্যাগ—এই ধর্মের পাঁচ প্রকার ভেদ, যাহা আচরণ করিলে সুখপ্রাপ্তি-কারক হয়। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এক এক ধর্মেরও অনেক শাখা আছে। ধর্মকে ভেদ করিলে যাহারা প্রধানতঃ মনুষ্যগণের কর্তব্য হইল—তাহারা এই পুণ্যপ্রদ ধর্ম অবশ্যই পালন করিবে। ২৬-২৭

উমা বলিলেন, ভগবন্! আমি আরও এক সংশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের যে যে ধর্ম নিজ নিজ বর্ণের পক্ষে বিশেষ লাভকারী হয়, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ২৮

ব্রাহ্মণে ক্ষীণশৌ বর্ণঃ ক্ষত্রিয়ে ক্ষীণশোঽভবৎ
বৈশ্যে ক্ষিপ্তকণো বর্ণঃ শূদ্রে ক্ষিপ্তকণো ভবেৎ। ২৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

(এতত্তে কথয়িষ্যামি যত্তে দেবি মনঃপ্রিয়ম্।
শৃণু তৎ সর্বমখিলং যথা বর্ণাশ্রমাশ্রিতম্।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চেতি চতুর্বিধম্
ব্রহ্মণা বিহিতাঃ পূর্বং লোকবৃদ্ধ্যভীপ্সতা।
কর্মাণি চ তথর্যাণি শাস্ত্রেষু বিহিতানি বৈ
যথৌদমেকবর্ণং স্যাজ্জগৎ সর্বং বিনশ্যতি।
সর্বেষ দেবি বর্ণানি চত্বারি বিধিতাস্ততঃ।
মুখতো ব্রাহ্মণাঃ সৃষ্টাস্তস্মাৎ তে বাগ্বিদ্যয়া তথা।
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াঃ সৃষ্টাস্তস্মাৎ তে বাহুবলিভাঃ।
উরুভ্যাং তু সৃতা বৈশ্যাস্তস্মাদ্ বাস্তোপজীবিনঃ।
শূদ্রাস্তু পাদতঃ সৃষ্টাস্তস্মাৎ তে পরিচারকাঃ।
তেষাং কর্মাণ্যহং কর্মাণি শৃণু দেবি সমাহিতা।

বিপ্রাঃ কৃতা মুখিদেবা লোকানাং দ্বারদে কৃতাঃ
তে কৈশ্চিন্নাবমন্তব্যা ব্রাহ্মণা বিদুষস্তথা।
যদি তে ব্রাহ্মণা ন স্যুর্যাজনযোগবর্জিতাঃ সদা
উত্তমাধমলোকত্বয়োর্বিধিস্তে স্যাৎ সমাসতঃ।
ব্রাহ্মণান্ যোঽবমন্যেত নিন্দেচ্ছ ক্রোধয়েচ্ছ বা
প্রহরেত্তু হরেদ্ বাপি ধনং তেষাং নরাধমঃ।
কায়েনাঙ্গীকরোত্যেব কায়লোভবিমোহনাৎ।
স চ যাম্যবশং প্রাপ্ত মাং ক্রোধয়তি নিশ্চিতঃ।
মামেব প্রহরেন্মূঢ়ো মন্ধনস্যাপহারকঃ।
মামেব প্রেষণং কৃত্বা নিস্পতে মৃত্যুতেজসঃ।
স্বাধ্যায়ো যজনং দানং তেষা তদ্ধি ধৃতি স্থিতিঃ
কথাবাধাপনং চৈব যাজনঞ্চ প্রতিগ্রহঃ।
সত্যং শান্তিস্তথা লোভো ভক্ত ধর্মঃ সনাতনঃ।
ক্ষিত্রিয়ো রসবাস্তানাং ব্রাহ্মণস্য বিগর্হিতঃ।

ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্মের ক্ষয় কিরূপ? তাহা ক্ষত্রিয়ে কিরূপ হয়, বৈশ্যের পক্ষে ধর্মের লক্ষণ কিপ্রকার এবং শূদ্রের ধর্মের লক্ষণ কিরূপ? ২৯

(শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, দেবি! তোমার মনের প্রিয়কর এই যে ধর্মের বিষয়, তাহা আমি বলিব তুমি উহা এবং আশ্রম-সম্বন্ধে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত সমস্ত ধর্মের পূর্ণরূপে বর্ণনা শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—বর্ণভেদে এই চারিপ্রকার ভেদ। লোকতন্ত্রের বাসনাকারী বিধাতা সর্বপ্রথমে ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্টি করেন এবং যাজনসূত্রে তাঁহাদের যোগ্য কর্মসকলের বিধান করিয়া দিয়াছেন।

দেবি! যদি এই সম্পূর্ণ জগৎ একই বর্ণের হইত, তবে সব এক সঙ্গে নষ্ট হইয়া যাইত। সেইজন্য বিধাতা চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি বিধাতার মুখ হইতে হইয়াছে, সেইজন্য তাঁহারা বাগ্‌বিদ্যাবল অর্থাৎ বাক্‌শক্তি লাভ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়-দিগের সৃষ্টি তাঁহার দুই বাহু হইতে হইয়াছে, এই কারণে তাঁহারা নিজেদের বাহুবলের উপর গর্ব প্রকাশ করে।

বৈশ্যগণের উৎপত্তি তাঁহার উরু হইতে হইয়াছে, সেইজন্য ইহারা উরুপোষণের নিমিত্ত কৃষি, বাণিজ্যাদি বার্ত্তাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করত জীবন-নির্ব্বাহ করে। শূদ্রদিগের সৃষ্টি তাঁহার পাদ হইতে হইয়াছে, এই কারণে তাহারা পরিচারক হয় দেবি! এখন তুমি চারিবর্ণের ধর্ম ও কর্মফল একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর।

ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে এই ঋষি দেবতা করিয়াছেন তাঁহারা সকল লোকের ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়াছেন অতএব নিজেদের বিশুদ্ধকামনাকারী যে কোনও মনুষ্যগণের পক্ষে ব্রাহ্মণদিগের অপমান করা উচিত নয়।

দেবি! যদি দান ও যোগের বর্জনকারী এই ব্রাহ্মণগণ না হইতেন, তবে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের স্থিতি কদাপি থাকিত না।

যে ব্রাহ্মণগণের অপমান ও নিন্দা করে অথবা তাহাদিগকে ক্রোধ প্রদর্শন করে (ক্রোধ উৎপাদন করে) কিংবা প্রহার করে বা তাহাদের ধন অপহরণ করে, অথবা কায়, মোহ ও লোভের বশীভূত হইয়া তাহাদের নিজা নীচ কর্ম করায়, সেই নরাধম আমারই অপমান বা নিন্দা করে।

আমাকেই ক্রোধ দেখায় আমাকেই উদ্যত প্রহার করে সেই মূঢ় আমারই ধন অপহরণ করে এবং সেই দুশ্চিত্ত যাজন আমাকেই এদিক্ ওদিক্ পাঠাইয়া নীচ কর্ম করাইয়া থাকে ও আমাকেই নিন্দা করে

বেদের স্বাধ্যায়, যজ্ঞ ও দান ব্রাহ্মণের ধর্ম, ইহা শাস্ত্রের নির্দেশ। বেদের পাঠ-দান করা, যজ্ঞমানকে যজ্ঞ করান এবং দান গ্রহণ করা—ইহা তাঁহাদের জীবিকার সাধনভূত কর্ম। সত্য

তপ এব সদা ধর্মো ব্রাহ্মণস্য ন সংশয়ঃ ।
স তু বর্ষার্থমুৎপন্নঃ পুরা ব্রাহ্মা তপোবলাৎ ॥
তাদৃগ্‌ভূতে মহাভাগে সর্বদঃ সমুদীরিতঃ ।
ভূমিদেবো মহাভাগাঃ সদা লোকে দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩০
উপবাসঃ সদা ধর্মো ব্রাহ্মণস্য ন সংশয়ঃ
স হি বর্ষার্থসম্পন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৩১
তস্য বর্ষক্রিয়া দেবি ব্রাহ্মচর্য্যা চ নান্যতঃ
ব্রতোপনয়নং চৈব দ্বিতো যেনোপপদ্যতে ॥ ৩২
গুরুদৈবতপূজার্থাঃ স্বাধ্যায়াভ্যাসনাত্মকঃ ।
দেহিভির্গ্রহণস্তৈস্তৈর্ব্যো ধর্ম সম্ভবঃ ॥ ৩৩

উমোবাচ ।

ভগবন্ সংশয়ো মেঽস্তি তত্র ব্যাখ্যাতুমর্হসি
চাতুর্বর্ণস্য ধর্মা বৈ নৈসর্গেণ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩৪

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

ব্রহ্মসঞ্জ্ঞবনং ধর্মো দেবব্রতনিষেবণম্
অগ্নিকার্য্যং তথা ধর্মো গুরুকার্য্যপ্রসাধনম্ ॥ ৩৫
ভৈক্ষচর্য্যা পরো ধর্মো নিত্যসন্ধ্যোপবীতিতা ।
নিত্যং স্বাধ্যায়িতা ধর্মো ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্তথা ॥ ৩৬
গুরুণা চাভ্যনুজ্ঞাতঃ সমাবর্তেন বৈ দ্বিজঃ ।
বিদ্যেজ্যানন্তরং ভার্য্যামুদ্বহেৎ বিধিবদ্বিধি ॥ ৩৭
শূদ্রান্নবর্জনং ধর্মস্তথা সংপথসেবনম্ ।
ধর্মো নিত্যোপবাসিত্বং ব্রহ্মচর্য্যং তথৈব চ ॥ ৩৮
আহিতাগ্নিত্বমীড্যত্বং জুহ্বানঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
বিঘসাশী যজ্ঞভাগো গৃহস্থঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৩৯

মনোনিগ্রহ, তপ ও পৌরোহিত্যের পালন—এই সবই তাঁহার সনাতন ধর্ম। হর ও ব্রাহ্ম (দশ আশ্রম) দেখিয়া বলা ব্রাহ্মণের নিত্যিক ধর্ম।

সদা তপস্যা করা ব্রাহ্মণের ধর্ম—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। বিধাতা পুরাকালে ধর্মের অনুষ্ঠান করিবার জন্যই তাঁহাকে তপোবল হইতে এই ব্রাহ্মণকে উৎপন্ন করিয়াছেন।)

মহাভাগ্যবতী দেবি! আমি তোমার নিকট সংক্ষেপভাবে তাহাদিগের ধর্মের নির্ণয় বর্ণনা করিলাম। মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ এ জগতে সদা 'ভূদেব' বলিয়া পরিগণিত হন। ৩০

ইহাতে কোনও সংশয় নাই যে, উপবাস (ইন্দ্রিয়-সংযম) ব্রতের আচরণ করাই ব্রাহ্মণের পক্ষে সদা ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধর্মার্থসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া যান। ৩১

দেবি! এই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য ও তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করা উচিত। ব্রতপালনপূর্বক উপনয়ন-সংস্কার তাহার একান্ত আবশ্যক; কারণ, ইহারই দ্বারা তিনি দ্বিজ হইয়া যান। ৩২

গুরু ও দেবতাগণের পূজা এবং স্বাধ্যায় ও অভ্যাস-রূপ ধর্ম পালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য। ধর্মসম্পাদন দেহধারী মনুষ্যগণের উচিত হইল—তাহারা পুণ্যপ্রদ ধর্মের আচরণ অবশ্যই করিবে। ৩৩

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! আমার মনে এখনও সংশয়

চারি বর্ণের যে ধর্ম, তাহা পূর্বতঃই (নিসর্গভাবের সহিত) প্রতিপাদন করুন। ৩৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—ধর্মের মহৎ শ্রবণ করা, বেদোক্ত ব্রত পালন করা, হোম ও গুরুসেবা করা—ইহাই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ধর্ম। ৩৫

ব্রহ্মচারীর পক্ষে ভৈক্ষচর্য্যা (গ্রামসমূহ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা ও গুরুকে সেই সব সমর্পণ করা) পরম ধর্ম। সন্ধ্যা বন্দোপবীত ধারণ করিয়া থাকা, প্রতিদিন বেদের স্বাধ্যায় করা এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিয়মসমূহের পালনে রত থাকা—এই সব ব্রহ্মচারীর প্রধান কর্ম। ৩৬

ব্রহ্মচর্যের কাল সমাপ্ত হইলে পর দ্বিজ নিজের গুরুর অনুমতি লইয়া সমাবর্তন করিবেন অর্থাৎ গুরুর প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং গৃহে আগমন করিয়া যোগ্যা স্ত্রীকে বিধি অনুসারে বিবাহ করিবেন। ৩৭

ব্রাহ্মণের শূদ্রের অন্ন ভোজন করা উচিত নয়, তাহা ত্যাগ করাই ব্রাহ্মণের ধর্ম। সৎপথের সেবা, নিত্য উপবাস-ব্রত এবং ব্রহ্মচর্য্য পালনও তাঁহার ধর্ম। ৩৮

গৃহস্থের অগ্নিস্থাপন পূর্বক অগ্নিহোত্র করা, স্বাধ্যায়-যোগসাধন, জিতেন্দ্রিয়, বিঘসাশী, নিত্যাধারী সত্যবাদী ও পবিত্র হওয়া আবশ্যক। ৩৯

• উপ ব্রহ্মসীপে বাসো যদ্বাদিত্যোপবাস ইন্দ্রিয়জয়ঃ।

অতিথিব্রতত্বাদ্ধর্ম্যো ধর্ম্মশ্রেত্রাত্রিধারণম্ ।
ইষ্টীশ্চ পশুবন্ধাংশ্চ বিধিপূর্ব্বং সমাচরেৎ ॥ ৪০
যজ্ঞশ্চ পরমো ধর্ম্মস্তথাহিংসা চ দেহিষু ।
অপূর্ব্বভোজনং ধর্ম্যো বিষমাশিত্বমেব চ ॥ ৪১
ভুক্তে পরিজনে পশ্চাদ্ ভোজনং ধর্ম্ম উচ্যতে ।
ব্রাহ্মণস্য গৃহস্থস্য শ্রোত্রিয়স্য বিশেষতঃ ॥ ৪২
ধন্যাত্যোঃ সদৃশীলত্বাৎ ধর্ম্যঃ স্যাদ্ গৃহমেধিনঃ ।
গৃহ্যাণাং চৈব দেবানাং নিত্যপুষ্পবলিক্রিয়া ॥ ৪৩
নিত্যোপলেপনং ধর্ম্যস্তথা নিত্যোপবাসিতা
সুসম্মৃষ্টোপলিপ্তে চ সাজ্ঞাগৃহে ভবেদ্ গৃহে ॥ ৪৪
এষ দ্বিজজনে ধর্ম্যো গার্হস্থ্যো লোকধারণঃ ।
ত্রিভ্যাশ্চাক্ত সত্যাং নিত্যাং সদৈবৈষ প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৫
যস্তু ক্ষত্রগতো দেবি ময়া ধর্ম্ম উদীরিতঃ ।
তমহং তে প্রবক্ষ্যামি তস্মে শৃণু সমাহিতা ॥ ৪৬

ক্ষত্রিয়স্য স্মৃতো ধর্ম্মঃ প্রজাপালনমাদিতঃ
নির্দ্দিষ্টফলভোক্তা হি রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে ॥ ৪৭
(ক্ষত্রিয়াস্তু ততো দেবি ত্রিভ্যোঽন্যঃ পালনে স্মৃতাঃ
যদি ন ক্ষত্রিয়ো লোকে জগৎ সাদ্যবরোহয়ম্ ॥
রক্ষণাৎ ক্ষত্রিয়েরেষ জগদ্ ভবতি শাশ্বতম্ ।
সমাগ্ গুণহিতো ধর্ম্মো যম : পৌরোহিতক্রিয়া
ব্যবহারস্থিতিস্ত্রিভ্যঃ গুণযুক্তো মহীপতিঃ ॥)
প্রজাঃ পালয়তে যো হি ধর্ম্মেণ সমুজাধিপঃ
তস্য ধর্ম্মাজিতা লোকাঃ প্রজাপালনসম্ভিতাঃ ॥ ৪৮
তস্য রাজ্ঞঃ পরো ধর্ম্মো যমঃ স্যাদ্যায় এব চ ।
অগ্নিহোত্রপরিস্পন্দো বানাহায়নমেব চ ॥ ৪৯
যজ্ঞোপবীতধরণং যজ্ঞো ধর্ম্মক্রিয়াস্তথা ।
কৃত্যানাং তরণং ধর্ম্মঃ কৃতে কর্ম্মণ্যমোঘতা ॥ ৫০
সমাগ্ দণ্ডে স্থিতির্নিত্যো ধর্ম্মো বেদকৃতক্রিয়াঃ
ব্যবহারস্থিতির্ধর্ম্মঃ সত্যব্যাকারক্রিয়াস্তথা ॥ ৫১

অতিথি-সৎকার করা এবং গার্হস্থ্যাগ্নি স্ত্রিবিধ অগ্নিকে রক্ষা করা তাহার ধর্ম। গৃহস্থ নানাপ্রকার ইষ্টী ও পশুবন্ধ-কর্ম্মের বিধি অনুসারে আচরণ করিবে। ৪০

যজ্ঞ করা এবং কোনও জীবকে হিংসা না করা তাহার পক্ষে পরম ধর্ম। গৃহে প্রথমে নিজে ভোজন না করা এবং বিষমাশী হওয়া অর্থাৎ ন্যূনাধিক-ভক্ষণদোষে ভোজন করাইবার পর অবশিষ্ট ভোজন করা—ইহাও তাহার পরম ধর্ম। ৪১

পরিজনবর্গ ভোজন করিবার পর স্বয়ং ভোজন করা—ইহা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়ের মুখ্য ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪২

পতি ও পত্নীর স্বভাব সমান হওয়া উচিত। ইহা গৃহস্থের ধর্ম। গৃহের দেবতাগণকে প্রতিদিন পুষ্পসমূহের দ্বারা পূজা করা, তাঁহাদিগকে অন্নের বলি সমর্পণ করা, প্রত্যহ গৃহে গোময়াদি লেপন করা এবং নিত্য ব্রতপালন করাও গৃহস্থের ধর্ম। ৪৩-৪৪

সম্মার্জ্জনাদির দ্বারা পরিষ্কৃত ও গোময়াদি লেপন করিয়া শুদ্ধ গৃহে হুতশেষ আহুতি দান করিয়া তাহার ধূম চারিদিকে বিস্তৃত হইবে। ইহাই ব্রাহ্মণের গার্হস্থ্য ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা জগৎ-সংসারের রক্ষা হয়। সজ্জন ব্রাহ্মণগণের গৃহে প্রত্যহ সততই এই ধর্ম পালিত হইয়া থাকে। ৪৫-৪৫

দেবি! আমি যে ক্ষত্রিয় ধর্মের কথা বলিয়াছি, তাহাই এখন তোমার সমক্ষে বর্ণনা করিতেছি, আমার নিকট হইতে তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৪৬

ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বপ্রথম ধর্ম হইল প্রজা পালন করা। প্রজাপালনের ফলের যে ভাগ উপভোগকারী রাজা ধর্ম্মের দ্বারা যুক্ত হয়। ৪৭

(দেবি! ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের পালনে রত থাকে বলিয়া কথিত হয়। যদি সংসারে ক্ষত্রিয় না থাকিত, তবে জগতের সব কিছু উলট-পালট বা বিপ্লব হইয়া যাইত। ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা রক্ষিত হওয়ায় এই জগৎ সদা স্থির আছে।

উত্তম গুণসমূহের সম্পাদন এবং পুরোহিতগণের হিতসাধন করা তাহার ধর্ম। গুণবান্ রাজা সজ্জনা ন্যায়োচিত ব্যবহারে রত থাকে।)

যে রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করে, তাহার সেই প্রজা পালনরূপ ধর্ম্মের প্রভাবে উত্তম লোকসকল প্রাপ্তি হয়। ৪৮

রাজার পরম ধর্ম—ত্রিসন্ধ্যবন্দন, স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্র কর্ম্ম করা, অধ্যয়ন, যজ্ঞোপবীত ধারণ, যজ্ঞানুষ্ঠান, ধার্ম্মিক কার্য্য সকলের সম্পাদন, লোকধর্ম্মের ভয় দেখান, আরব্ধ কর্ম্মে সম্পন্ন করা, অপরাধ অনুসারে উচিত দণ্ড দান করা, বৈধি যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করা, ব্যবহারে সত্যের রক্ষা করা

আত্মবত্তপ্রদো রাজা প্রেত্য চেহ মহীয়তে
যোদ্ধাস্তস্যার্থে বিক্রান্তঃ সংগ্রামে নিধনং গতঃ ॥ ৫২
অথবেষ্টিভির্যাজ্ঞোদ্গারাপ্তোতি ত্রিবিধালয়ে ॥ ৫৩
(তস্যৈব দেবি বৈশ্যাস্তু লোকযাত্রাহিতাঃ স্মৃতাঃ
অন্তে ভানুপভৃষিত্বি প্রত্যাক্তফলদা হি তে ।
যদি ন স্যাত্তথা বৈশ্যা ন তস্যেহুস্তথা পরে ।)
বৈশ্যস্য সততং ধর্মঃ পাশুপাল্যং কৃষিস্তথা
অগ্নিহোত্রমনিস্পন্দো দানাধ্যয়নমেব চ ॥ ৫৪
বাণিজ্যং সংপথস্থানমাহিত্যং প্রেমতো দমঃ
বিপ্রাণাং স্বাগতং তাদো বৈশ্যধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৫৫
ত্রিভ্যস্তু সততং ধর্মঃ শুশ্রূষৈকৈব বিক্রীতাস্ত্রয়াণাং তৈব হি ।
যদিকল্পমুপাসীনো বৈশ্যঃ সংপথমাশ্রিতঃ ॥ ৫৬
সর্বাহিত্যং ত্রিবর্ণস্য যথাশক্তি যথার্হতঃ
শূদ্রধর্মঃ পরো নিত্যং শুশ্রূষা চ দ্বিজাতিষু ॥ ৫৭

স শূদ্রঃ সংনিতস্তপাঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ
শুশ্রূষুরতিথিঃ প্রাজ্ঞঃ শুচিঃ সন্নিয়তো মহৎ ॥ ৫৮
নিত্যং স হি শুভাচারো দেবতাদ্বিজপূজকঃ
শূদ্রো দমৈকনিরতৈঃ সম্প্রযুজ্যেত বুদ্ধিমান্ ॥ ৫৯
(তস্যৈব শূদ্রা বিহিতাঃ সর্বধর্মপ্রসাধকাঃ ।
শূদ্রস্যাপি যদি তে ন স্যুঃ কর্তারো ন বিদ্যতে ।
ত্রয়ঃ পূর্বে শূদ্রমূলাঃ সর্বে কর্তারঃ স্মৃতাঃ
ব্রাহ্মণাদিষু শুশ্রূষা দানধর্ম ইতি স্মৃতঃ ।
যাতা চ কারুকর্মাণি শিল্পা নাট্যং তথৈব চ ।
অধিসেবকঃ শুভাচারো দৈবতদ্বিজপক্ষজঃ ।
শূদ্রো ধর্মফলৈরিষ্টৈঃ অধর্মেণোপযুজ্যতে
এষবাদি তথাত্যন্ত শূদ্রধর্ম ইতি স্মৃতঃ ।)
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং চাতুর্বর্ণ্যস্য শোভনে ।
ঐকৈকস্যেহ শুশ্রূষে কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬০

এবং সত্যাচারে অনুরক্ত হওয়া। এই সব কর্ম রাজার ধর্ম। ৪৯-৫১

যে রাজা আজ মহত্তরূপকে নিজের বস্তুর আত্মার দেয়, সেই রাজা ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত হয়। যে এবং ব্রাহ্মণগণকে সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে রাজা পরাক্রম দেখাইয়া সংগ্রামে নিহত হয়, সেই রাজা স্বর্গে অথমেধ যজ্ঞের দ্বারা ত্রিবিধ লোকসকল লাভ করিয়া থাকে। ৫২-৫৩

(দেবি! এইরূপ বৈশ্যগণও লোকসকলের জীবনযাত্রা-নির্বাহে সহায়ক বলিয়া কথিত হয়। অন্য মহত্তরগণ তাহাদের আত্মার জীবন-নির্জার করে, তাহাদের প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করিয়া থাকে। যদি বৈশ্যেরা না থাকিত, তবে অন্য মহত্তরগণও বিধি লাভ করিতে পারিত না।)

পশুগণের পালন, কৃষিকার্য করা, বাণিজ্য, অগ্নিহোত্র কর্ম, দান, অধ্যয়ন, সৎপথ আশ্রয় করিয়া সদাচার পালন, অতিথি-সৎকার, দম, ব্রাহ্মণগণের স্বাগত-সৎকার এবং ত্যাগ—এই সব হইল বৈশ্যদিগের সনাতন ধর্ম। ৫৪-৫৫

বাণিজ্যকারী সদাচারপরায়ণ বৈশ্য তিন, ক্ষত্রিয় ও হন বিক্রয় করিবে না এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণের সর্ব-প্রকারে যথাশক্তি যোগ্যতানুসারে আহিত্য-সৎকার করিবে। ৫৬-৫৭

শূদ্রের পরম ধর্ম হইল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের সেবা করা। যে শূদ্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও শুচি আগত অতিথির সেবা-শুশ্রূষাকারী হয়, সে উত্তম তপস্যা সদৃশ করিয়া থাকে। তাহার সেবারূপ ধর্ম তাহার পক্ষে কঠোর তপস্যা। ৫৭-৫৮

নিত্য সদাচার পালনকারী এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজাকারী শূদ্র ধর্মের মনোবাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া থাকে। ৫৯

(এইভাবে শূদ্রগণও সমস্ত ধর্মের সাধক বলিয়া কথিত হয়। যদি শূদ্রগণ না হইত, তাহা হইলে সেবাকার্যকারী কেহই থাকিত না।

পূর্বোক্ত যে তিন বর্ণ, তাহারা সকলেই শূদ্রমূলক, কারণ, শূদ্রগণই সেবা কর্তাকারী বলিয়া কথিত হয়। ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সেবাই দান বা শূদ্রের ধর্ম।

বাণিজ্য, কারুকার্য, শিল্প ও নাট্যও শূদ্রের ধর্ম। শূদ্র অধিসেবক, সদাচারী এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজক হইবে।

এরূপ শূদ্র নিজের ধর্মের দ্বারা সাধুত্ব লাভ করে এবং তাহার অভীষ্ট ফলসমূহের ভাগী হইয়া থাকে। এই সব ও অন্যবিধ আচারও শূদ্র-ধর্ম কথিত হইয়াছে।)

শোভনে! এইরূপে আমি তোমাকে এইএই করিয়া ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সমস্ত ধর্ম বলিলাম। সুভগে! এখন আর কি শুনিতে বাসনা হয়? ৬০

উমোবাচ

(ভগবন্ দেবদেবেশ নমস্তে বৃষভধ্বজ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং দেব ধর্মমাশ্রমিণাং বিভো॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

তথাশ্রমগতং ধর্মং শৃণু দেবি সমাহিতা।
আশ্রমাণাং তু যো ধর্মঃ ক্রিয়তে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥
গৃহস্থঃ প্রথমস্তেষাং গার্হস্থ্যে ধর্ম আশ্রিতঃ।
পঞ্চযজ্ঞক্রিয়া শৌচং দায়কৃদ্বিহিতশ্চরিতা॥
কৃষ্ণকালাগ্নিসময়ং দানযজ্ঞপরায়ণঃ॥
অধিগ্রহাসক্তসোষ্টঃ স্বাধ্যায়হব্যকব্যপূর্বকম্॥
তথৈব বানপ্রস্থস্য ধর্মঃ প্রোক্তঃ সনাতনঃ।
গৃহযানং সমুৎসৃজ্য নিস্পৃহৈতোকমনাঃ শুচৈঃ॥
বন্যৈরেব সদাহারৈর্বর্তয়েদ্যতিচ ক্ষিতিঃ।
ভূমিশয্যা জটাশ্মশ্রুচর্মবল্কলধারণম্॥

(উমা বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ! বৃষভধ্বজ! দেব! আপনাকে নমস্কার করি। এখন আমি আশ্রম বাসিগণের ধর্ম শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! একাগ্রচিত্তা হইয়া তুমি আশ্রম-ধর্মের বর্ণনা শ্রবণ কর ব্রহ্মবাদী মুনিগণ আশ্রমবাসীদের যে ধর্ম নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাই এখন আমি বলিব।

আশ্রমসমূহের মধ্যে গৃহস্থ-আশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ, তাহা গার্হস্থ্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছে। পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান, অন্তর-বাহিরে পবিত্রতা, নিত্যেরই শ্রাদ্ধে সন্তুষ্ট থাকা, আলস্য ত্যাগ করা, অমাবস্যায় পত্নীর সহিত সহবাস করা, দান, যজ্ঞ ও তপস্যায় নিরত থাকা, প্রবাসে না যাওয়া এবং অগ্নিহোত্র পূর্ণমাস যেন প্রাণের আধার করা—এই সব গৃহস্থের অবশ্য কর্ম।

এইরূপ বানপ্রস্থ আশ্রমের সনাতন ধর্মসমূহ কথিত হইয়াছে। বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিতে অভিলাষী ব্যক্তির এরূপ করা উচিত। নিজের গৃহিণীর পর পুত্র পরিত্যাগ করত বনে গমন করিবে এবং বনজাত ফলাদি উত্তম আহারের দ্বারাই জীবন নির্ব্বাহ করিবে। ইহাই তাহার পক্ষে শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থা।

ভূমিতে শয়ন, জটা ও শ্মশ্রু ধারণ, মৃগচর্ম ও বল্কল বস্ত্র ধারণ করা, দেবতা ও অতিথিগণের সৎকার করা, উৎকট কষ্ট সহ্য করিয়াও দেবতাগণের পূজাদি করা নিত্যই করা। ইহা বান-

দেবতাতিথিসৎকারো মহাকৃচ্ছ্রাভিপূজনম্
অগ্নিহোত্রং ত্রিষবণং তস্য নিত্যং বিধীয়তে॥
ব্রহ্মচর্য্যং ক্ষমা শৌচং তস্য ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
এবং স বিগতঃ প্রাণে দেবলোকে মহীয়তে॥
যতির্ধর্ম্মাংস্তথা দেবি পূর্ণমাত্রাংস্তু বক্ষ্যতঃ।
আত্মিকনামবাস্তঃ সর্বতঃ শৌচমার্জবম্॥
সর্বত্র চৈবচর্য্যা চ সর্বত্রৈব বিধাসনম্।
সদা ধ্যানপরত্বঞ্চ দোষশুদ্ধিঃ ক্ষমা দয়া॥
তস্যানুগতবুদ্ধিস্তু তস্য ধর্ম্মবিধির্ভবেৎ।
বৃত্তিস্তিস্রঃ পিপাসার্ত্তমতিথিঃ শ্রান্তমাগতম্॥
অর্চয়ন্তি যথান্যায়ং তেষামপি ফলং মহৎ॥
পাত্রমিত্যেব যাচন্তি সর্বস্মৈ ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ
আগমিষ্যতি যং পাত্রং তং পাত্রং তারয়িষ্যতি॥

প্রস্থের নিয়ম। তাহার পক্ষে প্রতিদিন অগ্নিহোত্র ও ত্রিকালে স্নান করার বিধান আছে ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা ও শৌচাদি তাহার সনাতন ধর্ম এরূপ ধর্মপালনকারী বানপ্রস্থী মানব প্রাণত্যাগের পর দেবলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দেবি! যতি ধর্ম এইরূপ—সন্ন্যাসী যম পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞ তত্ত্ব বিচরণ করিবে। সে নিজের নিকটে কোনও বস্তু সঞ্চয় করিয়া রাখিবে না। ভক্ষণকালের আহার ব্যতীত আয়োজন করিবে না। সর্ব্বতোভাবে পবিত্রতা ও দয়ালুতাকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে সঞ্চয় ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। সঞ্চয়ই নিজের কোন বাসস্থান স্থির করিয়া রাখিবে না। সর্ব্বদা ধ্যানপরায়ণ হইবে। নিজের লোককে শুদ্ধ করিবে। সকলের উপর কৃপা ও দয়াভাব রাখিবে এবং বুদ্ধিতত্ত্বের চিন্তায় নিরত থাকিবে—এই সব হইল সন্ন্যাসীর কর্তব্যকর্ম।

বত্তিত্রয়ের: যে সব ব্যক্তি ক্ষুধা ও পিপাসায় পীড়িত এবং শ্রান্ত হইয়া আসত অতিথির সেবা পূজা করে, তাহারাও উত্তম ফললাভ করিয়া থাকে।

ধর্মকামিকারী পুরুষগণের কর্তব্য হইল—তাহারা নিজেদের গৃহে আগত সমস্ত অতিথিদিগকেই ধনের উত্তম পাত্র মনে করিয়া দান করিবে। তাহাদের এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আজ যে পাত্র (অতিথি) আমার গৃহে আসিবে, সে আমাদের উদ্ধার করিবে।

কালে সম্প্রাপ্তমতিথিং ভোক্তুকামমুপস্থিতম্
যস্তু সন্ত্বাবরেৎ তস্য ব্যাদোহন্যা সমুপস্থিতঃ ।
তস্য পূজাং যথান্যায্যং সৌম্যচিত্তঃ প্রযোজয়েৎ ।
চিত্তমূলো ভবেদ্ ধর্ম্মো বর্ম্মমূলঃ ভবেদ্ যজঃ ।
তস্মাৎ সৌম্যেন চিত্তেন দাতব্যং দেবি সর্ব্বদা ।
সৌম্যচিত্তস্য যো দত্তাং উক্তি দানমনুত্তমম্ ।
যথাবৃত্তিমুতিঃ সূক্ষ্মৈঃ পক্ষস্থিমেদিনীতলে
কেদারান্ত ওটাকানি সন্তাংসি সরিতস্তথা ।
ভোরপূর্ণানি বৃক্ষন্তে অপ্রতর্ক্যাণি লোকে ।
অন্নমন্নমপি ক্ষেত্রে দীয়মানং বিবর্দ্ধতে ।
পীড়ন্তাপি চ ভূতানাং দানমেব বিশিষ্যতে ।
পূজয়ারাধনং দানাং ন মৃত্যানুপলভ্যতে ।
ভোগো দানক ভোগস্য ধনং প্রাপ্য ধনধিনি ।
দানেন হি মহাভাগা উপস্থি মনুজাধিপাঃ ।
নাস্তি ভূমৌ দানসমং নাস্তি দানমো নিধিঃ ।
নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম ।

আশ্রমে যস্তু ভোক্তে ভোগো মূলফলাশনঃ
আদিত্যাভিমুখো ভূত্বা ওটাবস্থসংবৃতঃ ।
মধুকলাভী হেমন্তে গ্রীষ্মে পঞ্চতপা ভবেৎ
সম্যক্ তপশ্চরন্তীহ শ্রদ্ধধানা বনাশ্রমে ।
পূতাশ্রমস্য তে দেবি ফলং নাইন্তি ষোড়শীম্ ।

উমোবাচ

পূতাশ্রমস্য যা চর্য্যা স্তানি নিয়মান্ত যে ।
যথা চ দৈবতাঃ পূজ্যাঃ সত্তত পূজয়েদিনা
যদ্ যচ্চ পরিহর্ত্তব্যং পূর্ণিণা ত্রিবিধিপর্বনু ।
তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথামানং বদা বিভো ।

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

পূতাশ্রমস্য মনুজঃ ফলং ধর্ম্মোহনুত্তমঃ ।
পালৈস্তকৃতিঃ সত্তত ধর্ম্মো যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ।
সারকৃত বরারোহে জন্তুঃ মৃতমিবোদ্ধতম্ ।
তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শ্রদ্ধতা ধর্ম্মচারিণি ।

যথাবদ্বে ভোজনের বাসনায় আগত অথবা উপস্থিত অতিথিকে এই ভাবিয়া সমাদর করিবে যে, এখানে আজ এই সাক্ষাৎ যমালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন ।

অতএব সৌম্যচিত্ত হইয়া সেই অতিথির যথাশক্তি পূজা করিবে ; কারণ, ধর্ম্মের মূল হইল চিত্তের বিশুদ্ধ ভাব এবং যজ্ঞের মূল হইল ধর্ম্ম ।

দেবি ! অতএব সর্ব্বদা সৌম্যচিত্তে দান করা উচিত ; কারণ, যে ব্যক্তি সৌম্যচিত্তে দান করে, তাহার সেই দান সর্ব্বোত্তম হয় ।

শোভনে ! যেরূপ ভূতলে বর্ষার সময় পতিত জলের ফুদ্র ফুদ্র বিন্দুতে ক্ষেত্রের ফুদ্র ফুদ্র স্থানে, ওটার ও সরোবর ও নদীসকল অন্তর্নীরভাবে জলপূর্ণ দেখা যায়, সেইরূপ এক একটি করিয়া অল্প অল্প প্রদত্ত দানও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।

ভরণ-পোষণযোগ্য ব্যক্তিবর্গকে অন্ন ভোজন করিয়াও যদি দান করা হয়, তবে সেই দান শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় । স্ত্রী-পুত্র, ধন ও ধান্য—এই সব বস্তু মৃত মনুষ্যগণের সহিত গমন করে না । বসুন্ধরি ! ধনপ্রাপ্ত হইয়া তাহার দান ও ভোগ করাও শ্রেষ্ঠ । কিন্তু দান করিলে মনুষ্যগণ মহাসৌভাগ্যশালী নরপতি হয় । এই পৃথিবীতে দানের সমান অন্য কোনও বস্তু নাই । দানের তুল্য অন্য কোনও নিধি নাই । সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কোন ধর্ম্ম নাই এবং মিথ্যা হইতে অধিক কোনও পাপ নাই ।

যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ আশ্রমে ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া ওটাবাসন ও বল্কল বস্ত্র পরিধান করত সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া তপস্যা করে হেমন্ত ঋতুতে মধুকের (ব্যাধের) তীর জলে পতন করে এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে পঞ্চাগ্নির তাপ সহ্য করে, এইভাবে যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ আশ্রমে থাকিয়া শ্রদ্ধাসহকারে উত্তম তপস্যা করে, সেই ব্যক্তিও গৃহস্থাশ্রমের পালনে প্রাপ্য ধর্ম্মের ষোড়শ ভাগের এক ভাগের সমান হইতে পারে না ।

উমা বলিলেন,—প্রভো ! গৃহস্থাশ্রমের যে আচার, যে ব্রত ও নিয়ম, গৃহস্থের সর্ব্বদা যেভাবে দেবতাগণের পূজা করা উচিত এবং তিথি ও পর্ব্বদিনে তাহার যে যে বস্তু পরিত্যাগ করা আবশ্যক, সেই সমস্ত আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে বাসনা করি আপনি তাহা বলুন ।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, দেবি ! গৃহস্থ-আশ্রমের যাহা মূল ও ফল এই উত্তম ধর্ম্ম যেস্থানে নিত্যের চারি ভরণে সদা বিরাজমান থাকে, বরারোহে ! যেরূপ মৃত হইতে ঘৃত নির্গত হয়, সেইরূপ যাহা সকল বস্তুর সারভূত, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি । ধর্ম্মচারিণি ! তুমি শ্রবণ কর ।

তদ্বদ্বঃ তে প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং বর্ণ্যতাং বিধিঃ।
গুরুমন্ত্রে যে পিতরঃ মাতৃষ্বসৃ গৃহাশ্রমে।
ভর্তারং চৈব যা নারী অগ্নিহোত্রঞ্চ যে দ্বিজাঃ।
তেষু তেষু চ শ্রাদ্ধেষু দেবা উত্তমপুণ্যফলাঃ।
পিতরঃ পিতৃলোকস্থাঃ স্বধর্মেণ স তদ্ভাবে

ঊষোবাচ।

মাতাপিতৃবিমুক্তানাং কা চর্যা গৃহমেধিনাম্।
বিধানং ক নারীণাং ভবানেতদ্ ব্রবীতু মে।

শ্রীমদ্দেব উবাচ।

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পূর্বাভিধানম্।
অহিংসা সর্বভূতানামলোভঃ সত্যমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমধ শ্রবণাদ্যৌ পূর্বাভিধানম্।
কৃতজ্ঞতামপৈশুন্যং সততং দমশীলতা।
দিনে দ্বিরভিষেকঃ পিতৃদৈবতপূজনম্।
গবাহ্নিকপ্রদানঞ্চ সংবিভাগোঽতিথিষ্বপি।
দীপং প্রতিশ্রয়ং চৈব শয্যাং পাদাসনং তথা।
পঞ্চদেহনি ষষ্ঠে বা বাসশ্চেদ্ গৃহমেধিনাম্।
চতুর্দশ্যাং পঞ্চদশ্যাং ব্রহ্মচারী সদা ভবেৎ।

সুকৃতং বিবিধং ভক্তমন্নং দত্তমাবসন্।
নৈতেষ্বহঃসু কুর্বীত তেষু লক্ষ্যঃ প্রতিষ্ঠিতা।
ব্রতোপবাসনিয়তপোদানক শক্তিতঃ।
তর্পণং ভৃত্যবর্গস্য দীনানামনুকম্পনম্।
পরদারনিবৃত্তিশ্চ স্বদারেষু রতিঃ সদা
শরীরমেকদম্পত্যোর্বিধাত্রা পূর্বনির্মিতম্।
তস্মাৎ স্বদারনিরতো ব্রহ্মচারী বিধীয়তে
স্ত্রীসংবৃত্তিবিনীতস্য নিগৃহীতেন্দ্রিয়স্য চ।
আর্জবে বর্তমানস্য সর্বভূতহিতৈষিণঃ।
প্রিয়াভিধেয়ং বাক্যস্য বর্ণ্যাজ্জিতবনস্য চ।
গৃহাশ্রমপদস্যস্য কিমন্যৈঃ কৃত্যমাত্মনঃ।
যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
তথা গৃহাশ্রমং প্রাপ্য সর্বে জীবন্তি চাশ্রমাঃ।
রাজানঃ সর্বপাষণ্ডাঃ সর্বে বৈ ভক্ষ্যলোলুপীবিনঃ।
বালবৃদ্ধাতুরান্ দস্যূন্ চোরা রাজন্তটাস্তথা
সংবিভজ্য সদাশীলাঃ সর্বে বৈ বিচিকিৎসকাঃ।
দুর্বাহ্মণান্ প্রলব্ধাংশ্চ ভীষণশ্চোদনা নরাঃ
এতে চান্যে চ যতয়ঃ কর্তব্যস্তু গৃহাশ্রমম্।

ব'লেছো গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যাহা 'সত্তার সেবা করে, যে নারী পতির সেবা করে এবং যে সব ব্রাহ্মণ নিত্য অগ্নিহোত্র কর্ম করেন, তাঁহাদের সকলের উপর ইন্দ্রাদি দেবতাগণ এবং পিতৃলোকবাসী পিতৃগণ প্রসন্ন হন ও সেই মানুষ নিজের ধর্মের দ্বারা আনন্দিত হয়।

ঊষাদেবী বলিলেন, যে গৃহস্থ পুরুষগণের মাতা পিতা নেই, তাঁহাদের অথবা বিধবা নারীদিগের জীবনচর্যা কিরূপ হওয়া উচিত? আপনি তাহা আমাকে বলুন।

শ্রীমদ্দেব বলিলেন, দেবতা ও অতিথিগণের সেবা, গুরুজন এবং বৃদ্ধ পুরুষগণের অভিবাদন, কোনও প্রাণীকে হিংসা না করা লোভ পরিত্যাগ করা, সত্যপ্রতিজ্ঞ হওয়া, ব্রহ্মচর্য পালন করা, শ্রবণাদ্যগুণসম্পন্ন, সৌহার্দ, প্রণয়ে বাক্যালাপ করা, ঊনবাক্যের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, কাহারও প্রতি খলতা না করা, সদা ধর্মশীল হওয়া, দিনে দুইবার স্নান করা, দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করা, গোগণকে প্রতিদিন অগ্রের গ্রাস ও ঘাস দেওয়া, অতিথিদিগকে বিভাগপূর্বক ভোজন দান করা, দীপ, থাকিবার স্থান, শয্যা ও আসন দান করা, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দ্বাদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে সদা ব্রতচর্যা পালন করা, এই সব তিথিতে ক্ষৌর কর্ম, মদ্যমাংস ভোজনগণ, স্ত্রীসঙ্গে অঙ্গ লেপন এবং তৈলাবগাহ কার্য করিবে না। যাহারা এই সব বিধি-নিষেধ পালন করে, তাহাদের গৃহে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত থাকে।

ব্রত ও উপবাসের নিয়ম পালন করা, তপস্যা করা, যথাশক্তি দান করা, পোষ্যবর্গের পোষণ করা, দীনগণের প্রতি করুণা করা, পরস্ত্রী সংসর্গ হইতে নিবৃত্ত হওয়া এবং সদা নিজের স্ত্রীর প্রতিই অনুরক্ত থাকা গৃহস্থের ধর্ম।

বিধাতা পূর্বকালে পতি-পত্নীর একই শরীর নির্মাণ করিয়া ছেন, অতএব নিজেরই স্ত্রীতে অনুরক্ত মানুষ ব্রহ্মচারী বলিয়া কথিত হয়।

যে ব্যক্তি দীন ও সদাচারে বিনীত, যে নিজের ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখে, যে সরলতাপূর্ণ ব্যবহার করে, যে সবল প্রাণিগণের হিতৈষী, যে অভিথিপ্রিয়, যে ক্ষমাশীল এবং যে ধর্মা নুসারে ধন উপার্জন করে—এরূপ গৃহস্থগণের গৃহে অন্য আশ্রম সকলের কি আবশ্যকতা আছে?

যেরূপ সকল জীব মাতার আশ্রয় লইয়া জীবনযাপন করে

মার্জারা মূষিকাঃ শ্বানঃ শূকরাশ্চ তথাখরা।
কপোতাশ্চাঃ কর্কটকা সরীসৃপনিষেবণাঃ।
অরণ্যবাসিনশ্চান্যে সজ্ঞা যে মৃগপক্ষিণাম্।
এবং বহুবিধা দেবি লোকেঽস্মিন্ সচরাচরাঃ।
পুত্রে ক্ষেত্রে বিলে চৈব শতশোঽথ সহস্রশঃ।
পুরুষেণ কৃতং কর্ম সর্বৈস্তৈরিহ ভুজ্যতে।
উপযুক্তং যং তেষাং মতিমান্ নানুশোচতি।
ধর্ম্ম ইত্যেব সঞ্চিন্ত্য যস্ত তস্য ফলং শৃণু।
সর্ববস্তুপ্রদীপস্য ধরমেবেন যৎ ফলম্।
বর্ষে স দ্বাদশে দেবি ফলেনৈতেন যুজ্যতে।)

ঊমোবাচ

উক্তবন্ত্যা পৃথগ্ধর্ম্মাংস্ত্রিধা বর্ণাংস্তিতঃ শুভঃ।
সর্ববর্ণাংশ্চ যো ধর্ম্মো ভগবাংস্তদ্ ব্রবীহি মে। ৬১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

ব্রাহ্মণা লোকসারেণ সৃষ্টা ধাত্রা স্বয়ম্ভুবা।
লোকাংস্ত্রাতুমিহ ক্ষুৎস্নান্ মর্ত্যেষু ত্রিদিবেষু চ। ৬২
স্বেষামপি প্রবক্ষ্যামি যথাকর্মফলোদয়ম্।
ব্রাহ্মণেষু হি যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ পরমো মতঃ। ৬৩
ইমে তে লোকধর্ম্মার্থং ত্রয়ঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা
পৃথিব্যাং সর্জনে নিত্যাঃ সৃষ্টাংস্তানপি মে শৃণু। ৬৪
বেদোক্তঃ পরমো ধর্ম্মঃ স্মৃতিশাস্ত্রসমুদ্ভবঃ।
শিষ্টাচীর্ণোঽপরঃ প্রোক্তস্ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ। ৬৫
ত্রৈবিদ্যো ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ন চাধ্যয়নজীবকঃ।
ত্রিকর্ম্মা ত্রিপবিত্রাত্মা স্নৈত্র এষ স্মৃতো দ্বিজঃ। ৬৬
যজ্ঞিয়ানি তু কর্ম্মাণি প্রোবাচ ভুবনেশ্বরঃ।
যুক্তার্থং ব্রাহ্মণানাং বৈ শৃণু ধর্ম্মান্ সনাতনান্। ৬৭

দেইরূপ অন্য সব আশ্রমই পৃথক আশ্রমকে আশ্রয় করিয়াই জীবিত আছে।

রাজা, পাষণ্ডী, নট, হিংসক, ধূর্ত, চোর, ব্রাহ্মণকুল, বিদ্যান্, সর্ব্বশীলজ্ঞ, সর্ব্ববিদের সংখ্যাও নূন নয় ইহাকে আশ্রয় করিয়াই পাপেরহীন পথিক ইহারা এবং আরও অন্যান্য যে মানুষ পৃথগাশ্রমবিধিকে নানাবিধ তর্কাতর্কি করে।

দেবি! বিড়াল, ইঁদুর, কুকুর, শূকর, উষ্ট্র, গর্দভ, কর্কটক (কাকাদি) ও সরীসৃপসেবী—ইহারা এবং আরও অনান্য মৃগ পক্ষিগণের বসবাসী সমূহার ও এইরূপ এই জগতে যে নানাপ্রকার পশু পক্ষ ও সত্ত্ব সমূহ চরাচর প্রাণী পুং, ক্ষেত্র ও বিলে বাস করে, ইহারা সকলেই এ জগতে পুরুষ কর্তৃক কৃত কর্মফলই ভোগ করে।

যে বস্তু তাহাদের উপভোগে আসিয়াছে, তাহার জন্য যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও শোক করে না, এই সব পালন করাই ধর্ম—এরূপ বুদ্ধিরা সন্তুষ্ট থাকে, তাহার প্রাপ্য ফলের কথা শ্রবণ কর।

দেবি! যে সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছে, তাহার অশ্বমেধ-যজ্ঞের দ্বারা যে ফল লাভ হয়, সেই ফল এই পৃথিবীর যার যথাযথ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত নিয়মসমূহ পালন করিলে প্রাপ্তি হইয়া থাকে।)

ঊমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! আপনি চারি বর্ণের পক্ষে হিতকারী এবং শুভ ধর্ম পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করিলেন। এখন আমাকে সেই ধর্ম বলুন, যাহা সকল বর্ণের পক্ষেই সমানভাবে উপযোগী হইবে। ৬১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! ভগবান্ স্বয়ম্ভুর যাহারা ভগবান্ সৃষ্টা ব্রহ্মা সমস্ত লোকসকলকে উদ্ধার করিবার জন্য জগতের সার বস্তুর দ্বারা মর্ত্যলোকে ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এই পৃথিবীতলের দেবতা, অতএব প্রথমে তাহাদের ধর্ম-কর্ম ও তাহার ফল বর্ণনা করিতেছি কারণ, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহাই পরম ধর্ম বলিয়া অভিহিত হয়। ৬২-৬৩

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সম্পূর্ণ জগতের রক্ষার জন্য এই তিন প্রকার ধর্মের বিধান করিয়াছেন। পৃথিবীর সৃষ্টির সহিতই এই তিন ধর্মেরও সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সব ধর্ম তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৬৪

প্রথম—বেদোক্ত ধর্ম, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয়—বেদানুকূল স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত—স্মার্ত্ত ধর্ম এবং তৃতীয়—শিষ্ট পুরুষগণের দ্বারা আচরিত ধর্ম। শিষ্টাচার)। এই তিন সনাতন ধর্ম। ৬৫

যে তিন বেদবিদ্যার জ্ঞানী ও বিদ্বান, যে পঠন-পাঠনের দ্বারা করিয়া জীবিকা অর্জন করে না। যজন, ধর্ম ও যজ্ঞ—এই তিন কর্মের সদা অনুষ্ঠান করে, কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিন দোষ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং যে সকল প্রাণীর প্রতিই মিত্র ভাবাপন্ন, এরূপ পুরুষই যথার্থে ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয়। ৬৬

ভুবনেশ্বর ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণের জীবিকার জন্য এই ছয়টি কর্মের কথা বলিয়াছেন। এই ছয়টি কর্মই তাহাদের সনাতন ধর্ম। তাহাদের নাম শ্রবণ কর। ৬৭

যজনং যাজনং চৈব তথা দান-প্রতিগ্রহৌ
অধ্যাপনং চাধ্যয়নং ষট্কর্মা ধর্মভাগ্ দ্বিজঃ। ৬৮
নিত্যঃ স্বাধ্যায়িতো ধর্মো ধর্মো যজ্ঞঃ সনাতনঃ
দানং প্রশস্যতে চাস্য যথাশক্তি যথাবিধি। ৬৯
শমস্তপস্যো ধর্মঃ প্রবৃত্তঃ সংস্থ নিত্যশঃ।
বৃহদ্যানাং বিতন্তানাং ধর্মস্য নিচয়ো মহান্। ৭০
পঞ্চযজ্ঞবিতন্তান্বা সত্যবাগনসূয়কঃ
দাতা ব্রাহ্মণসংকর্তা পুনঃসৃষ্টনিষেবনঃ। ৭১
অমানী চ সদাক্ষিপ্তঃ স্নিগ্ধবাদী প্রদক্ষিণা
অভিগম্যাগতস্তুষ্টঃ শেষান্নকৃতভোজনঃ। ৭২
পাদ্যমর্ঘ্যং যথান্যায়মাসনং শয়নং তথা
দীপং প্রতিশ্রয়ং চৈব যো দদাতি স বার্ষিকঃ। ৭৩
প্রাতরুত্থায় চাহূয় ভোজনেনোপমন্ত্র্য চ।

সংকৃত্যাগ্নৌ যজেদ্ যস্তু তস্য যজ্ঞঃ সনাতনঃ। ৭৪
সর্বাভিষ্যঃ ক্রিয়াপত্নী যথাশক্তি নিষাবিনম্।
শূদ্রধর্মঃ সমাখ্যাতস্ত্রিবর্গপরিচারণম্। ৭৫
প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মো গৃহস্থেষু বিধীয়তে।
তদহং বর্তয়িষ্যামি সর্বভূতহিতা শুভম্। ৭৬
দ্বাত্রিংশাসক্তলক্ষ্যস্তু ষট্ত্রিংশকৃত তথা
পুষ্টিকর্মবিধানঞ্চ কর্তব্যঃ কৃতিমিচ্ছতা। ৭৭
ধর্মেণার্থঃ সমাহার্য্যো ধর্মলব্ধা ত্রিধা ধনম্।
কর্তব্যো ধর্মসংযুক্তো মানেন প্রবৃণক্ত। ৭৮
একেনাংশেন ধর্মার্থী কর্তব্যো কৃতিমিচ্ছতা
একেনাংশেন কামার্থ একমংশং বিবর্ধয়েৎ। ৭৯
নিবৃত্তিলক্ষণশ্চাপো ধর্মো মোক্ষায় স্থিতিঃ
তস্য বৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু মে যেন তদ্ভবেৎ। ৮০

যজন (যজ্ঞ-পূজাদি কার্য্য করা), যাজন (যজ্ঞাদি কার্য্য করান), দান (স্বয়ং দান প্রদান করা), প্রতিগ্রহ (স্বয়ং অন্যের প্রদত্ত দান গ্রহণ করা), অধ্যয়ন (স্বয়ং বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা) এবং অধ্যাপন (অন্যকে বেদাদি শাস্ত্রের পাঠ দান করা)। এই ছয় কর্মে নিরত ব্রাহ্মণ ধর্মভাগী হন। ৬৮

ইহাদের মধ্যেও সদা স্বাধ্যায়শীল হওয়া ব্রাহ্মণের মুখ্য ধর্ম, যজ্ঞ করা সনাতন ধর্ম এবং নিজের শক্তি অনুসারে বিধি পূর্বক দান দেওয়া তাঁহার পক্ষে প্রশস্ত ধর্ম। ৬৯

তপাদি সর্বপ্রকার বিষয়সমূহ হইতে উপরত হওয়াকে 'শম' বলা হয়। ইহা সদা সৎপুরুষগণের মধ্যেই দেখা যায়। ইহার পালন করিলে শুভচিত্ত বৃহদ্‌গণের মধ্যে ধর্মাদি প্রাপ্তি হয়। ৭০

যে গৃহস্থ পুরুষ পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিয়া নিজের চিত্তকে শুদ্ধ করিয়াছে, যে সদা সত্য কথা বলে, যে কাহারও দোষ দর্শন করে না, দান করে, ব্রাহ্মণগণকে সৎকার করে, গৃহকে মার্জন ও অন্যান্য সংস্কারাদির দ্বারা পবিত্রতা রাখে, অতিথির ত্যাগ করে সদা সরলভাবে থাকে, স্নেহযুক্ত বাক্য বলে, অতিথি ও অভ্যাগতের সেবায় মনকে আনন্দ রাখে, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে এবং অতিথিকে শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন, শয্যা, দীপ ও বাসস্থানের জন্য গৃহ প্রদান করে, তাহাকে বার্ষিক বলিয়া জানিতে হইবে। ৭১-৭৩

যে প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া আচমন করত ব্রাহ্মণকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করে এবং সেই ব্রাহ্মণকে যথাসময়ে সৎকার পূর্বক ভোজন করাইবার পর নিজে মুখ পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে, তাহার দ্বারা সনাতন ধর্ম পালিত হয়। ৭৪

শূদ্র পুরুষের নিজের শক্তি অনুসারে তিন বর্ষের শিবাবাহি সঞ্জরকোরে আজ্ঞিতা সংস্কার করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের পতিব্রতা নিরত থাকা তাহার পক্ষে ধর্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ৭৫

প্রবৃত্তিরূপ ধর্মের বিধান গৃহস্থ পুরুষগণের জন্য করা হইয়াছে। ইহা সকল প্রাণীরই হিতকারী ও শুভ। এখন আমি তাহাই বর্ণনা করিব। ৭৬

নিজের কল্যাণকামী পুরুষের সাধ্যানুসারে সদা দান করা উচিত। সজ্জন যজ্ঞ করা কর্তব্য ও সততই পুষ্টিজনক কর্ম করাও তাহার উচিত। ৭৭

ধর্মসহকারে ধনের উপার্জন করা কর্তব্য। ধর্মানুসারে উপার্জিত ধনকে তিন ভাগ করা উচিত এবং সজ্জনকারে ধর্ম প্রধান কর্মেরই অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। ৭৮

নিজের উন্নতিকামী ব্যক্তিদের ধনের পূর্বোক্ত তিন ভাগের মধ্যে এক ভাগের দ্বারা ধর্ম ও অর্থ সিদ্ধি করা কর্তব্য। দ্বিতীয় ভাগের দ্বারা নিজের কামনা পূরণ করা উচিত অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগ নিজের উপভোগে ব্যয় করিবে এবং তৃতীয় ভাগকে পরিবর্ধন করিবে (এইভাবে প্রবৃত্তি-ধর্ম বর্ণিত হইল)। ৭৯

নিবৃত্তিরূপ ধর্ম তাহা হইতে ভিন্ন। তাহা মোক্ষের সাধনার নিমিত্ত। দেবি! আমি যথাযথভাবে তাহার বর্ণন বলিব, তুমি শ্রবণ কর। ৮০

সর্বভূতদয়া যত্নো ন চৈকগ্রামবাসিতা।
আশাপাশবিমোক্ষশ্চ শক্যতে মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥৮১
ন কুটীং নোদকে সঙ্গো ন বাসসি ন চাসনে।
ন ত্রিদণ্ডে ন শয়নে নাগ্নৌ ন পরণালয়ে ॥ ৮২
অধ্যাত্মগতিচিত্তো যত্তন্মনাস্তৎপরায়ণঃ
মুক্তো যোগং প্রতি যদা প্রতিদাখ্যামমেব চ ॥ ৮৩
বৃক্ষমূলগতো নিত্যং শূন্যাগারনিবেষনঃ।
নদীপুলিনশায়ী চ নদীতীরতলঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৪
বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেষু স্নেহবন্ধেষু চ দ্বিজঃ
আত্মক্ষেত্রযাজ্ঞনো ভাবঃ সমাসঙ্কেত এষ দ্বিজ ॥ ৮৫
স্থানুকৃতো নিরাহারো মোক্ষদৃষ্টেন কর্মণা।
পরিব্রজেতি যো মুক্তস্য ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৮৬
ন চৈকত্র সমালম্বো ন চৈকগ্রামগোচরঃ

মুক্তো নাতীতি নিষ্ক্রো ন চৈকপুলিনেশয়ঃ ॥ ৮৭
এষ মোক্ষবিধাঃ যত্নো বেদোক্তঃ সংপথঃ সতাম্।
যো মার্গমনুযাত্যাশু পরা তস্য চ নিষ্কৃতে ॥ ৮৮
চতুর্বিধঃ ভিক্ষবস্তে কুটীচক-বহূদকৌ
হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ ॥ ৮৯
অতঃ পরতরং নাস্তি নাবরং ন বিরোধ্রতঃ।
অনুত্থানসুখং সৌম্যমজরামরমব্যয়ম্ ॥ ৯০

উমোবাচ।

সাংখ্যো মোক্ষধর্মশ্চ সঙ্ঘচারিত্বয়া
ত্বাদিতো জীবলোকস্য মার্গঃ শ্রেয়স্করো মহান্ ॥৯১
ঋষিধর্মং তু যং তং শ্রোতুমিচ্ছামাহং পরম্।
স্পৃহা তবতি যে নিত্যং তপোবননিবাসিষু ॥ ৯২
আচক্ষাণুমোহ্যো সঙ্কো ব্রুহ্মণ্য তপোবনম্।
তং দৃষ্ট্বা যে মনঃ প্রীতং মহেশ্বর সদা ভবেৎ ॥৯৩

সন্ন্যাসী কোনও এক স্থানে আসক্তি রাখিবে না, একই গ্রামে বসবাস করিবে না এবং কোনও একই ভীরে শয়ন করিবে না। সে সকলপ্রকার আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া মস্তকে বিচরণ করিবে। ৮৭

ইহাই মোক্ষধর্মজ্ঞ সৎপুরুষগণের বেদপ্রতিপাদিত বর্ত্ম ও সৎপুরুষগণ কর্তৃক আচরিত সৎপথ যে এই পথে গমন করে, তাহার ব্রহ্মলাভ লাভ হয়। ৮৮

সন্ন্যাসী চারি প্রকার—কুটীচক, বহূদক হংস ও পরমহংস। ইহাদের মধ্যে পর পর সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ। ৮৯

এই পরমহংস জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্য আত্মজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নাই। এই পরমহংস-জ্ঞান কোন জ্ঞান হইতে নিম্নই নয়। পরমহংসজ্ঞানের সন্ধানে পরমাত্মা বিরোধিত হন না। ইহা দুঃখ ও সুখরহিত, সৌম্য, অজর, অমর ও অবিনাশী পদ। ৯০

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! আপনি সৎপুরুষগণ কর্তৃক আচরিত সাংখ্য ধর্ম ও মোক্ষ ধর্ম বর্ণনা করিলেন। এই উভয় পথই জীবজগতের মহাকল্যাণকারী। ৯১

ধর্মজ্ঞ! এখন আমি ঋষিধর্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। তপোবনবাসী মুনিগণের উপর আমার সর্বদা স্নেহ আছে। ৯২

মহেশ্বর! এই ঋষিধর্ম যখন আমাকে শুনাইতে যেন, সেই সময় তাহাতে দৃঢ় হইতে উচিত মুনির যেন সমস্ত তপোবন আবৃত করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া আমার মন সদা প্রসন্ন থাকে। ৯৩

যোক্ষাভিলাষী পুরুষগণের সমস্ত প্রাণীর প্রতিই দয়া করা উচিত। ইহাই তাহাদের ধর্ম তাহাদের সর্বদা একই গ্রামে বাস করা উচিত নয় এবং নিজেদের আশাপাশ বন্ধনকে ছেদন করিবার জন্য সর্বদা যত্ন করিয়া যাইবে ইহাই মুমুক্ষু পুরুষগণের প্রশংসাসূচক কার্য। ৮১

যোক্ষাভিলাষী পুরুষ কুটীরে (গৃহে) আসক্তি রাখিবে না, এইরূপে না জলে, না বস্ত্রে, না আসনে, না ত্রিদণ্ডে, না শয্যায়, না অগ্নিতে এবং না কোন বাসস্থানে সেই ব্যক্তি আসক্ত থাকিবে। ৮২

মুমুক্ষু পুরুষের অধ্যাত্মজ্ঞানের চিন্তা, মনন ও নিদিধ্যাসন করা উচিত। তাহার এই সবেই সদা আসক্তি রাখা কর্তব্য। সে নিরন্তর যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া তত্ত্ব বিচার করিয়া যাইবে। ৮৩

সন্ন্যাসী বিষয়ে কর্তব্য হইল—সে সকলপ্রকার আসক্তি ও স্নেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্বদা বৃক্ষের তলায়, শূন্য ঘরে অথবা নদীর তীরে বাস করিয়া নিজের অন্তঃকরণেই পরমাত্মার ধ্যানে আসক্ত থাকিবে। ৮৪-৮৫

যে যোগযুক্ত সন্ন্যাসী মোক্ষোপযোগী কর্ম শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা সদা অতিবাহিত করিতে করিতে নিরাহার (বিষয়ভোগরহিত) ও কাষ্ঠবৎ স্থির হইয়া অবস্থান করে, তাহার সনাতন ধর্মের মোক্ষরূপ কর্ম লাভ হয়। ৮৬

এতন্মে সংশয়ং দেব মুনিগণং কৃতং বিভো
সর্বধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞ দেবদেব বদস্ব মে
নিখিলেন যথা সৃষ্টং মহাদেব যথাতথম্ ॥ ১৪

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তেঽহং প্রবক্ষ্যামি মুনিগণং মহাদ্ভুতম্।
যং কৃত্বা মুনয়ো যান্তি সিদ্ধিং স্বতপসা ভুবি ॥ ১৫
কেবলানাময়ীনাং যো ধর্মো ধর্মবিদাং সতাম্।
তন্মে শৃণু মহাভাগে ধর্মজ্ঞে ধর্মমাস্থিতঃ ॥ ১৬
উঞ্ছন্তি সততং যে তে ব্রাহ্মণ্যং কেবলোৎকরং শুভম্
অমৃতং ব্রহ্মণা পীতমজরত্বে প্রতিষ্ঠিতং বিধিং ॥ ১৭
এষ তেষাং বিশুদ্ধানাং কেবলানাং তপোবনে
ধর্মঃ স্বাধ্যায়কৃতো মার্গো বালখিল্যাশনৈঃ শৃণু ॥ ১৮

বিভো দেব। এই মুনিগণের যজ্ঞ সম্বন্ধে আমার মনের সংশয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। দেবদেব! আপনি সমস্ত যজ্ঞ ও ধর্মনীতির তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, অতএব মহাদেব! আমি যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তৎসমস্তই পূর্বরূপে যথাযথভাবে আমাকে বলুন। ১৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—শুভে! তোমার প্রশ্নে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। এখন আমি মুনিগণের সর্বোত্তম যজ্ঞ বর্ণনা করিব, যাহা পালন করিয়া তাহারা নিজেদের তপস্যা দ্বারা পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ১৫

মহাভাগে ধর্মজ্ঞে! সজ্জন প্রশংসিত বয়োবৃদ্ধ সাধুপুরুষ কেবল ঋষিগণের যে ধর্ম, তাহার বর্ণনা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ১৬

পুরাকালে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিবার সময় যাহা পান করিয়াছিলেন এবং যাহা স্বর্গে বিতরণ হইয়া বিরাজিত, সেই অমৃতকে (ব্রহ্মা কর্তৃক প্রথমে পীত হওয়ায়) ব্রাহ্ম বলা হয়। সেই অমৃতের কেবলকে যাহারা অল্প অল্প করিয়া সংগ্রহ করত পান করে (এবং তাহাদেই দ্বারা জীবন-ধারণ করত তপস্যায় নিরত থাকে), তাহাদিগকে কেবল ঋষি বলা হয়। ১৭

বালখিল্যান্নসংসিদ্ধা মুনয়ঃ সূর্যমণ্ডলে
উঞ্ছে স্থিতাস্তু যে ধর্মাঃ শাকুনীং বৃত্তিমাস্থিতাঃ। ১৯
মুনিবৃত্তিং চরন্তশ্চীরবল্কলবাসসঃ
নির্ধূতাঃ সংপ্লবং প্রাপ্তা বালখিল্যাস্তপোধনাঃ ॥ ১০০
অমুষ্ঠপর্বমাত্রা যে কৃশা যে যে ব্যবস্থিতাঃ।
তপশ্চরণমাতস্থে তেষাং ধর্মফলা মহৎ ॥ ১০১
তে পুতৈঃ সমতাং যান্তি সুকৃতাধ্যায়সিদ্ধয়ে।
তোয়ন্তি দিবং সহাস্যপলা বন্ধবিধিষাঃ ॥ ১০২
যে ঘৃতে শুদ্ধমনসো ময়ারণ্যপরায়ণাঃ।
সন্তুষ্টচক্রুষ্টগাঃ পুণ্যাঃ সোমলোকচরাশ্চ যে ॥ ১০৩
শিতুলোকসমীপস্থাস্ত উঞ্ছন্তি যথাবিধি
সপ্তকালান্নমুঞ্ছন্তি যে তান্নালখিল্যাশ্চ তে ॥ ১০৪

তপোবনে। এই ঋষিগণের মার্গ সেই বিশুদ্ধ কেবল ঋষিগণেরই মার্গ। এখন বালখিল্যাশ্রম ঋষিগণের দ্বারা যে ধর্মপালন করিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। ১৮

এই বালখিল্যগণ তপস্যা দ্বারা সিদ্ধ মুনি ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মলোক ও সূর্যমণ্ডলে বাস করেন। সেখানে তাহারা উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শকিগণের ন্যায় এক একটি ধান্যকণা সংগ্রহ করত তাহারই দ্বারা জীবন নির্বাহ করেন। ১৯

মুনিব্রত, চীর (বল্কলত্ব) ও বসন (কৃষ্ণত্ব)—এই সকল ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র এবং সব বালখিল্যগণ শীত-উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু, সংযম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারী ও তপোধন। ১০০

ইঁহাদের প্রত্যেকের শরীর অঙ্গুষ্ঠের পর্ব-পরিমাণ। এমন ক্ষুদ্রকায় হইলে পরও তাহারা নিজ নিজ কর্তব্যে অবস্থিত থাকিয়া সদা তপস্যায় নিরত আছেন। তাহাদের তপের ফল মহৎ। ১০১

ইঁহারা কেবলদের কাম্য সিদ্ধি করিবার জন্য তাহাদের সমান ব্রত ধারণ করে এবং তপস্যার দ্বারা সমস্ত পাপকে ধ্বস্ত করিয়া নিজেদের ভেজে সম্পূর্ণ ঋদ্ধমণ্ডলকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। ১০২

ইঁহাদের অতিরিক্ত আরও বহু তপস্বিত, ব্রহ্মবর্চস্বান এবং পুণ্যাত্মা ঋষি আছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে হংসের (হংসের ন্যায় বিশুদ্ধপক্ষী), অনেকে সোমলোক 'নবাদী' এবং অনেকে আবার পিতৃলোকের নিকটে বাস করে। ইঁহারা সকলেই শাস্ত্র বিধি অনুসারে উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ১০৩।

বহু ঋষি সপ্তকাল (ভোজনের পর যাহারা পরে যৌ করিয়া রাখিয়া দেন, অতিথির জন্য কিছুই সংগ্রহ করি

---

* কেহ কেহ বলেন—দুগ্ধ পানের সময় বৎসের মুখে যে দুগ্ধ ফেন লাগিয়া থাকে, তাহাই অমৃত, সেই দুগ্ধ-ফেনরূপ অমৃত পানকারীকে 'কেবল' বলিয়া বুঝিতে হইবে। মহাভারত টীকাকার আচার্য নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—বন্ধনের পর অন্যের যে অপ্রত্যাশ নিঃসারণ করিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে 'ফেন' বলা হয়। এই অন্নের ফেনভক্ষণকারীকেই 'কেবল' বলা হইয়া থাকে।

সোমপানাঞ্চ দেবানামুষ্মপানাং তথৈব চ
উঞ্ছবৃত্তি যে সমীপস্থাঃ সদারা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ। ১০৫
তেষামগ্নিপরিস্পন্দঃ শিক্যঘাং চাটনী তথা।
যজ্ঞানাং চৈব পত্নানাং বজ্রঃ ধর্ম উচ্যতে ॥ ১০৬
এষ চক্রচরৈর্দেবি দেবলোকচরৈস্থিতৈঃ
ঋষিধর্মঃ সদা চীর্ণো যোঽনুতিষ্ঠতি মে শৃণু ॥ ১০৭
সর্বেষেবর্ষিধর্মেষু জ্ঞেয়োঽহিংসা সংযতেন্দ্রিয়ৈঃ
ক্রোধ-ক্রোধো ততঃ পশ্চাজ্জ্ঞেতব্যাবিতি মে মতিঃ ॥ ১০৮
অগ্নিযোত্রপরিস্পন্দো ধর্ম রাত্রিসমাসনম
সোমযজ্ঞাস্তনুষ্ঠানাঃ পঞ্চমী যজ্ঞদক্ষিণা। ১০৯
নিত্যা যজ্ঞক্রিয়া ধর্মঃ পিতৃদেবার্চনে রতিঃ
সর্বাতিথ্যক কর্তব্যমেতন্নোক্তাজিতেন বৈ ॥ ১১০
নিবৃত্তিরুপভোগেষু পোরাণানাং শ্রুতে রতিঃ

স্থণ্ডিলে শয়নে যোগঃ পাকপর্বনিষেবণম্ ॥ ১১১
ফলমূলাশনঃ বায়ুরাপঃ শৈবলভক্ষণম্।
ঋষীণাং নিয়মা হ্যেতে বৈখানসসমাহিতাঃ শ্রুতিম্ ॥ ১১২
বিধূমে সন্নমুষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে
অতীতপাত্রসঞ্চারে কালে বিগতভিক্ষুকে ॥ ১১৩
অতিথিং কাঙ্ক্ষমাণো বৈ শেষান্নভুক্তভোজনঃ
সত্যধর্মরতঃ শান্তো মুনির্ধর্মেণ যুজ্যতে ॥ ১১৪
ন তুষ্টো ন চ মানী স্যাদ্রাগপ্রসঙ্গো ন বিশ্মিতঃ।
মিত্রামিত্রসমো মৈত্রী বঃ স ধর্ম বিদুত্তমঃ ॥ ১১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি
একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

রাখেন না, তাঁহাদিগকে 'লুব্ধক' বলে)। যাহারা অকৃষ্ট (ভূমির দ্বারা চূর্ণ করিয়া ভক্ষনকারীদিগকে 'অকৃষ্ট' বলে) এবং যে ঋষি আবার অন্যোন্যপক্ষ ভক্ষনকের দ্বারা যাঁহারা উঞ্ছবৃত্তের কার্য সমাধা করেন অর্থাৎ কেবল শস্যের দ্বারাই ভক্ষন করিয়া যাঁহারা ভক্ষন করেন, তাঁহাদিগকে শস্যোপজীবক বলে)। ইহাদের মধ্যে অনেকে সোমপ (চন্দ্রকিরণপানকারী) ও উষ্ণপ (সূর্য্যকিরণপায়ী) হইয়া দেবতাগণের নিকটে বাস করত নিজেদের স্ত্রীসকলের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ করে এবং ইন্দ্রিয়সিদ্ধকে বশীকৃত করিয়া রাখে। ১০৪-১০৫

অগ্নিহোত্র, পিতৃগণের পূজা (শ্রাদ্ধ) এবং পঞ্চ যজ্ঞাঙ্গের অনুষ্ঠান—এই সমস্ত তাহাদের মুখ্য ধর্ম বলিয়া কথিত হয়।১০৬

দেবি! চক্রচারী বিচরণকারী ও দেবলোকে বাসকারী পুরোক্ত ব্রাহ্মণগণ এই ঋষিধর্মের সর্বদাই অনুষ্ঠান করিয়াছে। ইহাদের অতিরিক্ত আর যে সব ঋষি আছে, তাহাদের ধর্মও তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।১০৭

সমস্ত আর্ষধর্মেই ইন্দ্রিয়সংযম পূর্বক অহিংসাব্রত লাভ করা আবশ্যক। তাহার পরে কাম ও ক্রোধকেও জয় করা কর্তব্য—ইহাই আমার অভিমত। ১০৮

প্রত্যেক ঋষি পক্ষেই অগ্নিহোত্রের সম্পাদন, রাত্রিসত্রে স্থিতি, সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান, যজ্ঞ-বিধির জ্ঞান ও যজ্ঞে দক্ষিণাদান—এই পঞ্চ কর্মের বিধানও জানা আবশ্যক। ১০৯

নিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ধর্ম পালন করা কর্তব্য। উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা উপার্জিত অন্নে সকলের আতিথ্য-সৎকার করা ঋষিগণের পরম ধর্ম। ১১০

বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্তি, পৌরাণ (পথ্যভুক্ত) আহার, শয়নে (অগ্নিহোত্রগৃহে সংবৎসরব্যাপী) অনুরাগ, স্থণ্ডিলে (অগ্নিশালায়) শয়ন, পোলের অন্তরাল, শাক ও পত্র ভোজন, ফল-মূল ভক্ষণ এবং বায়ু, জল ও শৈবলা আহার—এই সব হইল ঋষিদিগের নিয়ম। ইহাদের পালনে তাহারা অধিক অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয়। ১১১-১১২

যখন যূথস্থজনের মূলে যজনের যূথনির্গমন বন্ধ হইয়া যায়, মূসলের দ্বারা ধান্যকুট্টনের শব্দ আর হয় না, উনুনের অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়, গৃহের সমস্ত মানুষের ভোজন সমাপ্ত হইয়া যায়, ভক্তনের (ভাজন পাত্রের) এপিঠ ওপিঠে আনা নেওয়া বন্ধ হয় এবং ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, এরূপ সময় পর্যায়ে ঋষিগণ অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়ে এবং অতিথিদিগের ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্নাদি দ্বারা ভোজন করিবে। এরূপ করিলে সত্যধর্মে অনুরাগী শান্ত পুরুষগণ ঋষি ধর্মে যুক্ত হয় অর্থাৎ তাহাদের মুনিধর্ম পালনের ফল লাভ হয়। যে পুরুষ শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমান বোধ করে ও সকলের প্রতি মৈত্রী ভাবসম্পন্ন, সেই পুরুষই ধর্মজ্ঞগণের মধ্যে উত্তম ঋষি। ১১৩-১১৫

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[উমা-মহেশ্বরয়োঃ সংবাদঃ, বানপ্রস্থধর্ম্ম উৎপালনস্য চ বিধেয়োদ্বাহাদ্যস্য চ বর্ণনম্]

উমোবাচ।

দেশেষু রমণীয়েষু নদীনাং নির্ঝরেষু চ।
প্রবন্তীনাং নিকুঞ্জেষু পর্ব্বতেষু বনেষু চ॥ ১
দেশেষু চ পবিত্রেষু ফলবৎসু সমাহিতাঃ।
মূলবৎসু চ মধ্যেষু বসন্তি নিয়তব্রতাঃ॥ ২
তেষামপি বিধিঃ পুণ্যঃ শ্রোতুমিচ্ছামি শঙ্কর।
বানপ্রস্থেষু দেবেশ স্বর্গারোপজীবিষু॥ ৩

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

বানপ্রস্থেষু যো ধর্ম্মস্তং মে শৃণু সমাহিতা।
শ্রুত্বা চৈকমনা দেবি যম বুদ্ধিপরা ভব॥ ৪
সংসিদ্ধৈর্নিয়তৈঃ সদ্ভির্নিবাসমুপাগতৈঃ।
বানপ্রস্থৈরিদং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং শৃণু যাদৃশম্॥ ৫
(কৃত্বা পূর্বং গৃহস্থস্তু পুত্রানুদ্বাহয়েদ্যথা চ।

ফলত্রকার্থাং সম্ভূত্য ভার্য্যাং সন্ত্যজেত্ত্ব গৃহম্॥
অবস্থাপ্য মনো মৃত্যৌ বাসসাংপুরঃসরঃ।
নির্ব্যপেক্ষো বা সদ্যাহো বা বানপ্রস্থাদ্ব স ব্রজেৎ॥
দেশাঃ পরমপুণ্যাঃ যে নদীবনসমন্বিতাঃ।
অরোষমুক্তাঃ প্রায়েণ তীর্থায়তনসংযুতাঃ॥
তত্র গত্বা বিধিং জ্ঞাত্বা দীক্ষাং কুর্য্যাদ্ যথাক্রমম্।
লৌকিকৈরুপমনা কৃত্বা পরিচর্য্যাং সমাচরেৎ॥
কলোপ্যাবাপকে লৌকিকং সর্বমেবপ্রবাসনম্।
শকুলাদ্যৈপলাশকারে তাক্তদোষঃ সমাহিতঃ॥
সায়ন্প্রাতর্জুহুয়াদেকং চাগ্নিহোত্রং যথাবিধি।
কালে দৌহিত্রকাংশ্চাপি ভটাংস্তত্রৈব বারয়েৎ॥
সন্ততং বনচর্য্যাং চ সন্নিকৃষ্টফলাকরাৎ।
নীবারাদ্যেষু কালে শাকমূলোপচারয়েৎ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[উমা-মহেশ্বর সংবাদ, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম এবং তাহার পালনের বিধি ও যাবাত্মা বর্ণন।]

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! নিয়ম পূর্ব্বক ব্রতপালনকারী এবং প্রচিত বানপ্রস্থী মহাত্মারা নদীসমূহের রমণীয় তীর প্রদেশে, প্রস্রবণাসীপে, নদীর তীরবর্ত্তী নিকুঞ্জ প্রদেশে, পর্ব্বতে, বনসমূহে এবং ফল-মূলযুক্ত পবিত্র স্থানসমূহে বাস করেন। ১-২

ফলাশকারী দেবেশ! বানপ্রস্থী মহাত্মাগণ নিজেদের শরীরকে রক্ষা দিয়াই জীবন নির্ব্বাহ করেন; অতএব তাঁহাদের পালনযোগ্য যে পবিত্র কর্ত্তব্য তা নিয়ম আছে, আমি তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ৩

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! (গৃহস্থ এবং) বানপ্রস্থগণের যে ধর্ম্ম, তাহা আমার নিকট হইতে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর এবং শ্রবণ করত একমনা হইয়া নিজের বুদ্ধিকে ধর্ম্মে আনত করিয়া রাখ। ৪

নিয়মসমূহ পালন করিয়া সিদ্ধ বনবাসী সাধু বানপ্রস্থগণের যেরূপ ধর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫

(যাহার শ্রবণে গৃহস্থ হইয়া পুত্রগণের উৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্তি লাভ করত পত্নীর সহিত বনবাস কামনা করিয়া পূর্ব

করিয়া যজ্ঞসম্পাদনের ঋত্বিক্‌গণকে দক্ষিণা দান করিবে।

ধৈর্য্যের দ্বারা মনকে স্থির করত যাজ্ঞিক যজ্ঞ নিষ্পন্নের পরিত্যাগ করিবে। (একাকী) হইয়া অথবা স্ত্রীর সহিত বনবাসের জন্য প্রস্থান করিবে।

নদী ও বনযুক্ত যে পরম রমণীয় পুণ্যপ্রদেশ, যাহা সাধারণতঃ অজ্ঞান হইতে মুক্ত, তীর্থ ও দেবস্থানসমূহে সুশোভিত, সেই স্থানে গমন করিয়া বিধি জ্ঞান লাভ করত ক্রমশঃ ঋষি-যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করিবে এবং লৌকিক হইবার পর একমনা হইয়া পরিচর্য্যা আরম্ভ করিবে।

প্রাতঃকালে উখিত হওয়া, দৌহিত্রাদির পালন করা, সকল দেবতাকে নমস্কার করা, নদীতে দোয়ার (দোয়ের) লেপন করিয়া স্নান করা, দোষ ও প্রমাদ ত্যাগ করা, সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে স্নান এবং বিধি অনুসারে অগ্নিহোত্র করা, যথাসময়ে দৌহিত্রাদির পালন করা, যত্নকে ভটা ধারণ করা, কটি-দেশে বল্কল ধারণ করা, সমিধ ও পুষ্পসংগ্রহের জন্য সদা বনে বিচরণ করা, যথাসময়ে নীবারের (তৃণবাজের) দ্বারা আহরণ কর্ম্ম (এবং যজ্ঞেরই যজ্ঞ সম্পাদন) করা, শাক ও মূল সংগ্রহ করা এবং সর্ব্বদা নিজের শরীরকে শুদ্ধ রাখা—এই সব কার্য্য বানপ্রস্থী মুনির পক্ষে অত্যাবশ্যক। এইরূপের দ্বারা তাহার ধর্ম্ম সিদ্ধি হয়।

সদারক্তনখশ্মশ্রুস্তদা ধর্ম্মায় চেষ্যতে
অতিথীনাগতান্ পূর্ব্বং তৎপরস্তু সদা ভবেৎ ॥
পাদ্যেনাভ্যর্চ্চ্য সম্পূজ্য তথাহারেণ নিমন্ত্রয়েৎ।
অপ্রাশ্যপচনে কালে পিতৃদেবার্চনং তথা ॥
পশ্চাদ্বিধিনিকামস্তু যথাঃ সনাতনাঃ
নিষ্টৈর্ধর্ম্মাসনে চৈব ধর্ম্মার্থসহিতাঃ কথাঃ ॥
প্রতিশ্রয়বিভাগশ্চ ভূমিশয্যা নিশাসু বা।
ব্রতোপবাসযোগশ্চ ক্ষমা চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥
দিবারাত্রং যথাযোগং শৌচং ধর্ম্মস্তু চিন্তনম্)
ত্রিকালমভিষেকশ্চ পিতৃদেবার্চনং তথা।
অগ্নিহোত্রপরিস্পন্দ ইষ্টিরোমবিধিস্তথা ॥ ৬
নীবারগ্রহণং চৈব ফলমূলনিষেবণম্
ইঙ্গুদৈরণ্ডতৈলানাং স্নেহার্থে চ নিষেবণম্ ॥ ৭

যোগচর্য্যাকৃতৈঃ সিদ্ধৈঃ কাম-ক্রোধবিবর্জ্জিতৈঃ
বীরশয্যামুপাসদ্ভির্বীরস্থানোপসেবিভিঃ ॥ ৮
মৃত্তৈর্যোগবরৈঃ সদ্ভির্গ্রীষ্মে পঞ্চতপোন্বিতা।
মশুকযোগনিরতৈর্বর্ষাস্বাভ্যবকাশিভিঃ ॥ ৯
যীয়াসনস্থতৈনিত্যা স্মৃণ্ডিলে শয়নং তথা।
শীততোয়াগ্নিযোগশ্চ চর্ত্তব্যো ধর্ম্মবৃদ্ধিভিঃ ॥ ১০
অকৃষ্টৈর্ব্বাহৃতৈঃ কৈশ্চ শৈবল্যোত্তরভোজনৈঃ
অশ্মকুট্টৈস্তথা দান্তৈঃ সম্প্রক্ষ্যালৈস্তথাপরৈঃ ॥ ১১
চীরবল্কলসংবীতৈর্মৃগচর্ম্মনিবাসিভিঃ
কার্য্যা যাত্রা যথাকালং যথাধর্ম্মঃ যথাবিধি ॥১২
বনজৈর্ব্যবনচর্য্যৈর্বনস্থৈর্বনগোচরৈঃ
বনং গুরুমিবাসাদ্য বস্তব্যং বনজীবিভিঃ ॥ ১৩

প্রথমে অতিথিগণের সম্বন্ধে থাকিবে, তাহাদের সর্ব্বদা তাহাদের সেবায় নিরত থাকিবে। পাদ্য ও আদ্যনাদি দিয়া তাহাদের পূজা করিয়া ভোজনের জন্য তাহাদের নিমন্ত্রণ করিবে

যখনসময়ে এরূপ বন্যদ্রব্যের দ্বারা অন্নাদি পাক করিবে, যাহা গ্রাহ্যে উৎসর্গ হয় না। সেই পক্ক অন্নের দ্বারা প্রথমে দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিবে তাহার পর অতিথিদিগকে তাহা ভোজন করাইবে। এরূপ করিলে পর বানপ্রস্থাশ্রমবাসী মুনির সনাতন ধর্ম্মের সিদ্ধি হয়।

যখনে উপবিষ্ট শিষ্ট পুরুষগণের দ্বারা তাহা ধর্ম্মযুক্ত কথাসমূহ শ্রবণ করা উচিত। তাহার নিজের জন্য পৃথক্ আশ্রম নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। বানপ্রস্থী মুনিকে অথবা ব্রতচারের পক্ষ্যায় শয়ন করিবে।

বানপ্রস্থাশ্রমী মুনি ব্রত ও উপবাসপালনে রত থাকিবে। সর্ব্বদা ক্ষমাভাব অবলম্বন করিয়া থাকিবে, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিবে এবং দিবারাত্র যথানিয়ম শৌচাচার পালন করত ধর্ম্মের চিন্তা করিতে থাকিবে।)

তাহার ত্রিসন্ধ্যায় স্নান, পিতৃপুরুষ ও দেবতাগণের পূজা, অগ্নিহোত্র এবং বিধি অনুসারে যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। ৩

বানপ্রস্থের জীবিকার জন্য নীবার (ধান্যাদি হইতে উৎপন্ন তণ্ডুল) এবং ফল মূল সেবন করা উচিত এবং পরীরে স্নিগ্ধতা আনিবার জন্য অথবা স্নেহের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ইঙ্গুদ ও রেড়ীর তেল সেবন করা কর্ত্তব্য। ৭

তাহাদের যোগের অভ্যাস করিয়া ঐশ্বরে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। বীরাসনে উপবেশন করত বীরস্থানে (শ্মশান ও বন বনমধ্যে) নিবাস করিবে। ৮

মনকে একাগ্র করিয়া যোগসাধনায় তৎপর থাকিবে। শ্রেষ্ঠ যানপ্রস্থীর গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির সেবা করা কর্ত্তব্য। ৯যোগসাধনে প্রসিদ্ধ বন্য যোগের অভ্যাসে নিয়মসহকারে নিরত থাকিবে। যে কোনও বস্তুকে নাধারণভাবে সেবন করা কর্ত্তব্য। ১

তাহার সদা বীরাসনে উপবেশন করা এবং বেলী অথবা অগ্নি শালায় শয়ন করা কর্ত্তব্য। বর্ষাঋতুযুক্ত বানপ্রস্থী মুনিদের জন্য তোয়াগ্নি যোগের আচরণ করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ শীতের সময় রাত্রিতে জলের মধ্যে থাকা, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে বাস করা এবং গ্রীষ্ম কালে পঞ্চাগ্নি সেবন করা উচিত। ১০

তাহারা বায়ু অথবা জলপান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। শেওড়াদা ভোজন করিবে। প্রস্তরে পাত্র ও কলকে চূর্ণ করিয়া ভোজন করিবে অথবা দন্তের দ্বারাই চর্ব্বণ করিয়া ভোজন করিবে। সন্ধ্যাকালনিয়ম অবলম্বন করিয়া স্নান করিবে অর্থাৎ অন্য দিনের জন্য আহার সংগ্রহ করিয়া রাখিবে না। ১১

অরোবল্কের স্থানে চীর ও বল্কল পরিধান করিবে, উত্তরীয়ের স্থানে মৃগচর্ম্মের দ্বারা নিজের গাত্র আচ্ছাদিত করিবে, তাহাদের সময়ানুসারে ধর্ম্মের উদ্দেশে বিধি সহকারে জীবাদি-স্থানে যাত্রা করা কর্ত্তব্য।১২

বানপ্রস্থগণের সদা বনেই থাকা, বনেই বিচরণ করা, বনেই

তেষাং হোমক্রিয়া ধর্মঃ পঞ্চযজ্ঞনিষেবণম্।
ভাগশ্চ পঞ্চযজ্ঞস্য বেদোক্তস্যানুপালনম্ ॥ ১৪

অষ্টাবষ্টপরত্বা চাতুর্মাস্যনিষেবণম্।
পৌর্ণমাসাদয়ো যজ্ঞা নিত্যাবশ্যস্তথৈব চ ॥ ১৫

বিমুক্তাঃ দ্বারসংঘৌর্ঘৈর্বিমুক্তাঃ সর্বসঙ্করৈঃ।
বিমুক্তাঃ সর্বপাপেভ্যশ্চরন্তি মুনয়ো বনে ॥ ১৬

শ্রুগ্‌ভাণ্ডপরমা নিত্যাঃ ক্রেত্যগ্নিপরণাঃ সদা।
সন্তঃ সংপথনিত্যা যে তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১৭

ব্রহ্মলোকং মহাপুণ্যং সোমলোকঞ্চ শাশ্বতম্।
গচ্ছন্তি মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ সত্যধর্ম্যাপ্তারঃ ॥ ১৮

এষ ধর্মো ময়া দেবি বানপ্রস্থাশ্রিতঃ শুভঃ।
বিস্তরেণাথ সম্প্রশ্নো যথাস্থূলমুদাহৃতঃ ॥ ১৯

ঊমোবাচ।

ভগবন্ সর্বভূতেশ সর্বভূতনমস্কৃত

যাস করা, বনেরই পথ দিয়া গমনাগমন করা এবং পুষ্পের ন্যায় বনের শয়ন গ্রহণ করিয়া বনেই জীবন নির্গমন করা উচিত। ১০

প্রতিদিন অগ্নিহোত্র ও পঞ্চ মহাযজ্ঞের বেদোক্ত বানপ্রস্থগণের ধর্ম। তাহাদের বিধানপূর্বক বেদোক্ত পঞ্চযজ্ঞের নিয়ত পালন করা কর্তব্য ॥ ১৪

অষ্টবী তিথিতে দর্শপূর্ণ অষ্টকা-প্রাভরণ যজ্ঞে নিয়ত থাকা, চাতুর্মাস্য-ব্রত পালন করা, পৌর্ণমাস ও দর্শ-আদি যজ্ঞ ও নিত্য-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা বানপ্রস্থ মুনির ধর্ম ॥১৫

বানপ্রস্থমুনিরা ই দ্বারগণ, সর্বপ্রকার সঙ্কর এবং সমস্ত পাপ হইতে দূরে থাকিয়া বনে বিচরণ করিবে। ১৬

স্রুক্-স্রুবাদি যজ্ঞপাত্রই তাহার পক্ষে উত্তম উপকরণ। তাহারা আহবনীয়, দক্ষিণ ও গার্হপত্য এই ত্রিবিধ অগ্নির পরম গ্রহণ করিয়া সর্বদা তাহাদেরই পরিচর্যায় নিরত থাকিবে এবং নিত্য সৎপথে বিচরণ করিবে। এইভাবে ধীর ধর্মে নিরত থাকিয়া সেই প্রেষ্ঠ পুরুষগণ পরম গতি লাভ করে। ১৭

সেই মুনিগণ এইরূপে সত্যধর্মপরায়ণ ও সিদ্ধ হন, সেইজন্য তাঁহারা মহাপুণ্যময় ব্রহ্মলোক ও সনাতন সোমলোকে গমন করেন। ১৮

দেবি! এই আমি তোমার নিকট বিস্তারসহকারে যথাযথ বানপ্রস্থ-ধর্ম মূলভাবে বর্ণনা করিলাম। ১৯

ঊমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! সর্বভূতেশ! সমস্ত প্রাণিগণের দ্বারা বন্দিত মহেশ্বর! জ্ঞানযোগিগণের যে ধর্ম নির্দিষ্ট

যো ধর্মো মুনিসঙ্ঘস্য সিদ্ধিমাস্থায় তং পদ ॥ ২০

সিদ্ধিমাস্থায় সংসিদ্ধাস্তথা ব্রহ্মবিদাং নিঃ

সৈষিণো দ্বারসংমুক্তাস্তেষাং ধর্মঃ কথং স্মৃতঃ ॥ ২১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

সৈষিণস্তপসা দেবি সর্বে দ্বারবিহারিণঃ

তেষাং যৌক্তা ক্ষমাসক্ত বাসে রাত্রিক্ষয়ে ক্ষয়ম্ ॥ ২২

ত্রিকালমভিষেকশ্চ ভোক্ত্রং ভূমিকৃতং মহৎ

সমাধিসংপদ্ধারা মধ্যেক্তিনিষেবণম্ ॥ ২৩

যে চ তে পূর্বকথিতা ধর্মাস্তানাপ্তুবন্তি তপঃফলম্ ॥ ২৪

যদি সেবন্তি ধর্মাস্তানাপ্তুবন্তি তপঃফলম্ ॥ ২৪

যে চ দম্পতিধর্মিণঃ স্বদারনিরতেন্দ্রিয়াঃ।

চরন্তি বিধিবদ্ দৃষ্টঃ স্বদারকালাভিগামিনঃ ॥ ২৫

করা হইয়াছে, তাহা আমাকে বলুন ॥ ২০

জ্ঞানযোগীদের যাহারা সংসিদ্ধিলাভের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্ হইয়াছে, সেই সমস্ত মুনিগণ কোন ভোজন স্থলে একাকীই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে এবং তাহারা আবার পত্নীর সহিতই অবস্থান করে। তাহাদের ধর্ম কিরূপ কথিত হইয়াছে? ২১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! সকল বানপ্রস্থ মুনিই তপস্যার নিরত থাকে, তাহাদের মধ্যে অনেকে স্বচ্ছন্দে একাকীই বিচরণ করে। ইহাতে সঙ্গে রাখে না) এবং অনেকে আবার নিজ নিজ স্ত্রীর সহিতই অবস্থান করে। স্বচ্ছন্দে বিচরণকারী মুনিরা স্বচ্ছন্দে মুক্ত হইয়া থেকে যায় পরিবার করে, তাহাদের জন্য কোন এক স্থান নির্দিষ্ট থাকে না); কিন্তু যাহারা নিজ নিজ স্ত্রীর সহিত বিচরণ করে, তাহারা রাত্রিকালে নিজেদের আশ্রমেই অবস্থিত থাকে। ২২

এই দুই প্রকারেরই তপস্বিগণের এই প্রধান কর্তব্য পালন করা উচিত—তাহারা প্রতিদিন তিন কালে জলে স্নান করিবে অগ্নিতে আহুতি দিবে, সমাধিস্থ হইবে, সৎপথে চলিবে এবং পাত্রাদি কমণ্ডলুর অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৩

পূর্বে তোমার নিকটে বনবাসিগণের যে সব ধর্ম বলিয়াছি, সেই সব যদি তাহারা পালন করে, তবে তাহাদের নিজ নিজ তপস্যার পূর্ণ ফল লাভ হয়॥ ২৪

যে পুরুষগণ দাম্পত্য ধর্ম পালন করিতে করিতে ইহাতে নিজের মনে রাখে, তাহার সহিতই ইন্দ্রিয়সংযম পূর্বক বেদবিধিত ধর্মের

তেষামৃষিকৃতো ধর্মো ঋষিণামুপলভ্যতে।
ন কামকারাৎ কামোঽস্তু সংসেব্যো ধর্মদর্শিভিঃ ॥১৬
সর্বকৃত্যেষু যঃ সম্যগ্ দয়াত্মস্তত্রদক্ষিণাম্।
হিংসাসংযোগবিমুক্তাত্মা স বৈ ধর্মেণ যুজ্যতে ॥ ১৭
সর্বভূতাত্মকম্পী যঃ সর্বভূতার্জবব্রতঃ।
সর্বভূতাত্মভূতস্থ স বৈ ধর্মেণ যুজ্যতে ॥ ১৮
সর্ববেদেষু বা স্নানং সর্বকৃত্যেষু চার্জবম্।
উভে এতে সমে স্যাতামার্জবং বা বিশিষ্যতে ॥ ১৯
আর্জবং ধর্ম ইত্যাহুরধর্মো জিহ্ম উচ্যতে।
আর্জবেনেহ সংযুক্তো নরো ধর্মেণ যুজ্যতে ॥ ৩০
আর্জবে হ্রী রতো নিত্যং বসতাশ্রমসন্নিধৌ
তস্মাদার্জববযুক্তঃ স্যাদ্ যঃ ইচ্ছেদ্ ধর্মমাত্মনঃ ॥ ৩১
শান্তো দান্তো জিতক্রোধো ধর্মভূতো বিধিসকৃতঃ।
ধর্মে রতমনা নিত্যং নরো ধর্মেণ যুজ্যতে ॥ ৩২

আচরণ করে এবং শুভকার্যেই ঈশ্বরারাধন করে, সেই ব্যক্তিরা ধর্মানুষ্ঠানের ঔদ্যোগ্য ফললাভ করিবার জন্য লাভ হয়। ধর্মেচ্ছু পুরুষগণের কামনাবশতঃ কোনও ভোগের সেবা করা উচিত নয় ॥ ১৫-১৬

যে ব্যক্তি হিংসাযোগ হইতে মুক্ত হইয়া সমস্ত প্রাণিগণকে অভয় দক্ষিণা দান করে, তাহার ধর্মের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৭

যে সমস্ত প্রাণিগণের উপর দয়া করে, সকলের সহিত সরলতাপূর্ণ ব্যবহার করে এবং সমস্ত ভূতগণকে আত্মভাবে দর্শন করে, সে ধর্মফলের দ্বারা যুক্ত হয় ॥ ১৮

চারিবেদে স্নাতক হইয়া বিদ্বান্ হওয়া এবং সকল জীবের প্রতি সরলতাপূর্ণ ব্যবহার করা—এই উভয়কেই সমান বলিয়া বুঝিতে হইবে অথবা সরলতাই মানুষের অধিক বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৯

সরলতাকে ধর্ম এবং কুটিলতাকে অধর্ম বলে। সরলতাযুক্ত ব্যক্তিই এ সংসারে ধর্মের ফলভাগী হয় ॥ ৩০

যে সর্বদা সরলভাবে যুক্ত থাকে, সে বেদসমূহেই নিকটে বাস করে। সেইহেতু যে ধর্মের ফল লাভ করিতে বাসনা করে, তাহার সরলতাপূর্ণ ব্যবহারপরায়ণ হওয়া উচিত ॥ ৩১

জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধী, ধর্মনিষ্ঠা, অধিকাংশ এবং সদা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিই ধর্মের ফলভাগী হয় ॥ ৩২

ব্যপেতভন্দ্রির্ধর্মাত্মা লঘ্বাশী সংপথাশ্রিতঃ।
চাক্ষিত্রপরমো বুদ্ধো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৩৩

উমোবাচ।

(এষাং বাধাবরাণাং তু ধর্মজ্ঞাসি মানদ।
কৃপয়া পরয়াঽঽবিষ্টস্তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর ॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

ধর্মং যাথাবরাণাং ত্বা শৃণু তামিনি তৎপরা ॥
ব্রতোপবাসশুদ্ধাস্তাস্তীর্থস্নানপরায়ণাঃ।
ধৃতিমন্তঃ ক্ষমাযুক্তাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥
পক্ষমাসোপবাসৈশ্চ কর্শিতা ধর্মদর্শিনঃ।
দেবৈঃ শ্রীভাস্তপোলোকে কৃর্বন্তঃ পরমং তপঃ ॥
কালযোগেন গচ্ছন্তি শক্রলোকং শুচিস্মিতে
তত্র যে ভোগসংযুক্তা দিব্যাস্তত্রমর্ষিতাঃ ॥
দিব্যকূবলয়সংযুক্তা বিমানবরসংযুতাঃ।
বিচরন্তি যথাকামং দিব্যস্ত্রীগণসংযুতাঃ।

যখন করে, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানী হয়, সেই মানুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৩

ঈশ্বরেশ্বরী বলিলেন,—(সকলকে যাবনাকারী মহেশ্বর! আমি যাবাবরগণের ধর্ম শুনিতে বাসনা করি। আপনি দয়াবতী কৃপা করিয়া আমাকে ইহা বলুন।

মহেশ্বর বলিলেন,—তামিনি! তুমি তৎপর হইয়া যাবাবরগণের ধর্ম শ্রবণ কর। ব্রত ও উপবাসের দ্বারা তাহাদের সমস্ত অশুভ দূর হইয়া যায় এবং তাহারা তীর্থস্নানে রত থাকে।

তাহারা ধৈর্যশালী, ক্ষমাবান্ ও সত্যব্রতপরায়ণ হইয়া এক এক পক্ষ ও এক এক এক মাস উপবাস করত অত্যন্ত কৃশকায় হইয়া যায়। তাহাদের দৃষ্টি সদা ধর্মেই নিবদ্ধ থাকে।

পবিত্রহাস্যময়ী দেবি! তাহারা দেব, পিতৃ ও ঋষিদের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে করিতে কঠোর তপস্যায় রত থাকে এবং কালক্রমে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে।

সেখানেও নানাপ্রকার ভোগসমূহে সংযুক্ত ও দিব্য গন্ধে পূর্ণ হইয়া দিব্য আভরণসমূহ ধারণ করত সুন্দর বিমানে উপস্থিত থাকে এবং দিব্যাঙ্গনাগণের সহিত ইচ্ছানুসারে বিচরণ করে।

দেবি! এই সব যাযাবরগণের ধর্ম আমি তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর?

এতৎ তে কথিতং দেবি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ।

ঊমোবাচ ।

তেষাং চক্রচরাণাঞ্চ ধর্মমিচ্ছামি বৈ প্রভো ।

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

এতৎ তে কথয়িষ্যামি শৃণু শাকটিকং শুভে ।
সংবৎসরো ধুরং দদ্যাৎ শকটানাং তু সর্বদা ।
প্রার্থয়ন্তে যথাকালং শকটৈর্ভক্তকর্ষিতাঃ ।
তপোঽর্জনপরা ধীরাস্তপসা ভাবিতপ্রভাঃ ।
পর্যটন্তো দিশঃ সর্বাঃ কামক্রোধবিবর্জিতাঃ ।
তেষৈব কালযোগেন ত্রিদিবং যান্তি শোভনে ।
তত্র প্রমুদিতা ভোগৈর্বিহরন্তি যথাসুখম্ ।
এতৎ তে কথিতং দেবি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ।

ঊমোবাচ ।

বৈখানসানাং বৈ ধর্মং শ্রোতুমিচ্ছামহে প্রভো ।

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

তে বৈ বৈখানসা নাম বানপ্রস্থাঃ শুভেক্ষণে ।
তীব্রেণ তপসা যুক্তা দীপ্যন্তে স্বতেজসা ।
সত্যব্রতপরা ধীরাস্তেষাং নিষ্পন্নমং তপঃ ।
অশ্মকুট্টাস্তথান্তে চ দন্তোলূখলিনস্তথা ।
শীর্ণপর্ণাশিনশ্চান্তে উঞ্ছবৃত্তাস্তথা পরে ।
কপোতবৃত্তয়শ্চান্তে কাপোতীং বৃত্তিমাশ্রিতাঃ ।
পশুপ্রচারনিরতাঃ কেনপাশ্চ তথা পরে ।
বৃষবন্মৃগচর্যায়াং সঙ্গচন্তি তথা পরে
অম্বুভক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ নিরাহারাস্তথৈব চ ।
কেচিচ্চরন্তি সঘিক্ষো: পাদপূজনমুত্তমম্ ।
সঙ্গচন্তি তপো ঘোরং ব্যাধিমৃত্যুবিবর্জিতাঃ ।
ধ্রুবমেবেহ তে মৃত্যুং জীবয়ন্তি চ নিত্যশঃ ।
ইন্দ্রলোকে তথা তেষাং নিবিতা ভোগসঞ্চয়াঃ ।
অমরৈঃ সমতাং যান্তি দেবব্রহ্মগণৈর্মতাঃ ।
বরাপ্সরোভিঃ সংযুক্তাশ্চিরকালনিষেবিতে
এতৎ তে কথিতং দেবি ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ।

ঊমাদেবী বলিলেন,—প্রভো! বানপ্রস্থ অবলম্বনের মধ্যে যাহারা চক্রচর (চক্রযুক্ত যানে করিয়া বিচরণকারী), তাহাদের ধর্মের কথা আমি শুনিতে বাসনা করি।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—শুভে! এই আমি তোমাকে চক্রযাত্রী শাকটিক মুনিগণের ধর্ম বলিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর।

তাহারা নিজ নিজ স্ত্রীর সহিত সদা যানের ভার বহন করিতে করিতে যথাসময়ে যানেরই দ্বারা যাইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে। সদা তপস্যা অর্জন করে। এই ধীর মুনিগণ তপস্যা দ্বারা নিজেদের সমস্ত পাপ নাশ করিয়া থাকে এবং কাম ও ক্রোধরহিত হইয়া সকল দিকে পর্যটন করে।

শোভনে! এইভাবে জীবনযাপন করিতে করিতে তাহারা কাল-যোগে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে এবং সেখানে দিব্য ভোগসমূহে আনন্দিত হইয়া যথাসুখে বিচরণ করিতে থাকে। দেবি! তোমার প্রশ্নের এই উত্তর প্রদান করিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর?

ঊমাদেবী বলিলেন,—প্রভো! এখন আমি বৈখানসগণের ধর্ম শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—শুভলোচনে! সেই বৈখানসনামক বানপ্রস্থ মুনিগণ অত্যন্ত কঠোর তপস্যায় নিরত থাকে। তাহারা নিজ নিজ তেজে দেদীপ্যমান থাকে। তাহারা সত্যব্রতপরায়ণ ও ধীর হয়। তাহাদের তপস্যার কোনরূপ ত্রুটি থাকে না।

তাহাদের মধ্যে অনেকে অশ্মকুট্ট (প্রস্তরের দ্বারা অন্ন বা ফল পেষণ করিয়া ভক্ষণ করে) অপরে দন্তোলূখলিন (দন্তেরই দ্বারা উদূখলের কার্য সম্পন্ন করে) অন্যের ভক্ষণের ভার এক একটি দিন কণা আহরণ করিয়া জীবিকা অর্জন করে। অনেকে পশুচর্যাব্রত গ্রহণ করিয়া পশুগণের ন্যায় তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন নির্বাহ করে। অপরে কেন সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করে এবং অন্য অনেক বৈখানস মৃগচর্যা আশ্রয় করত মৃগগণের ন্যায় তাহাদের সহিত বিচরণ করে।

বহু বৈখানস কেবল জলই ভক্ষণ করে। অনেকে আবার বায়ু পান করিয়াই জীবন অতিবাহিত করে এবং অন্যেরা আবার কিছুই আহার করে না। কেহ কেহ ভগবান্ বিষ্ণুর চরণারবিন্দ উত্তম রীতিতে পূজা করে।

তাহারা যোগ ও ব্রহ্মচর্যরহিত হইয়া ঘোর তপস্যা করে এবং নিজেদেরই শক্তিবলে প্রতিদিন মৃত্যুকে ভীত করে। তাহাদের জন্য ইন্দ্রলোকে রাশি রাশি ভোগ সঞ্চিত থাকে। তাহারা দেবতুল্য ভোগসম্পন্ন হইয়া দেবতাগণের সমানতা প্রাপ্ত হয়।

সতী সাধ্বী দেবি! তাহারা চিরকাল শ্রেষ্ঠ অপ্সরাগণের

উমোবাচ

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি বালখিল্যা তপোধনান্ ।

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

ধর্মচর্য্যা তথা দেবি বালখিল্যগণাস্তথা শৃণু ।
মুনয়ো নির্মলাঃ সর্বে নির্ধূতান্তে তপোধনাঃ ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রাঃ সুশ্রোণি তেজোবাহুল্যসংযুতাঃ ।
উদ্যন্তং সততং সূর্য্যং স্তবন্তো বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ।
তাম্রতুণ্ডেষু কিরণৈঃ সহসা যান্তি নিত্যদা ।
ষোড়শস্তেষু বিপ্রাঃ স্যুর্যে ধর্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ ।
তেষের নির্মলাঃ সন্তো লোকার্থং তু প্রতিষ্ঠিতম্ ।
লোকোদ্বাহ্যাদ্বাহ্যতে দেবি তেষামেব তপোবলাৎ ।
মহাত্মনাং তু তপসা সত্যেন চ শুচিস্মিতে ।
ক্ষময়া চ মহাভাগে ভূতানাং সংস্থিতিঃ বিভূঃ ।
প্রজার্থমপি লোকার্থং মহদ্ভিঃ ক্রিয়তে তপঃ
তপসা প্রাপ্যতে সর্বং তপসা প্রাপ্যতে ফলম্ ।
দুষ্প্রাপমপি যল্লোকে তপসা প্রাপ্যতে হি তৎ ।

উমোবাচ ।

আশ্রমাভিরতা দেব তপসা যে তপোধনাঃ ।
দীপ্যন্তঃ কথা চৈব চর্যায়াঞ্চ ভবন্তি তে ॥ ৭৪
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ নির্ধনা যে মহাধনাঃ ।
কথমা কেন ভগবন্ প্রাপ্নুবন্তি মহাফলম্ ॥ ৭৫
নিত্যং স্নানমুপাদায় দিবাশ্চন্দনকুঙ্কুমিতাঃ
কেন বা কর্মণা দেব ভবন্তি বনগোচরাঃ ॥ ৭৬
এতন্মে সংশয়ং দেব তপশ্চর্যাসমুদ্ভবম্ ।
পরং সর্বমশেষেণ ব্রূহি ত্রিপুরনাশন ॥ ৭৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

উপবাসব্রতৈর্যুক্তা জুহ্বতঃ সত্যবাদিনঃ ।
সংসক্তাঃ প্রেত্য সপ্তৈব সহ যোক্ত্রাণ্যমায়াঃ ॥ ৭৮
শুকুযোগশয়নে যথাকালং যথাবিধি ।
দীক্ষাং চরন্তি ধর্মাত্মা স নাগৈঃ সহ যোদ্যতে ॥ ৭৯

সহিত বাস করিয়া সুখ অনুভব করিতে থাকে। এই আমি তোমাকে বৈখানসগণের বনে বালখিল্য আর কি শুনিতে বাসনা কর?

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! এখন আমি তপোধন বালখিল্য মুনিগণের পরিচয় শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! বালখিল্যগণের ধর্মচর্য্যা শ্রবণ কর। তাঁহারা সুসংযত পরিধান করে, বৈখ-উত্তরীয় ব্যবহার ও তপস্যাই তাঁহাদের ধন। সূর্য্যদেব তাঁহাদের দেহের উচ্চতা অঙ্গুষ্ঠমাত্রমিত পরিমাণ এবং এই দেহেই তাঁহারা একসঙ্গে বাস করে।

তাঁহারা প্রতিদিন নানাপ্রকার স্তোত্রের দ্বারা নিয়ত উদীয়মান সূর্য্যের স্তব করিতে করিতে সহসা তাঁহার কিরণসমূহের দ্বারা সকল দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং নিজেদের সূর্য্যতুল্য কিরণসমূহের দ্বারা সকল দিক্‌কে উদ্ভাসিত করিতে থাকে। ইঁহারা সকলেই ধর্মজ্ঞ এবং সত্যবাদী।

ইহাদেরই মধ্যে লোকরক্ষার জন্য নিখিল সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবি! এই বালখিল্যগণেরই তপোবলে এই সম্পূর্ণ জগৎ ধৃত আছে। পরিত্র-চরিতমতী মহাভাগে! এই মহাত্মাদিগের তপস্যা, সত্য ও ক্ষমার প্রভাবে সমস্ত ভূতগণের স্থিতি আছে; ইঁহারই মনীষী পুরুষগণ মনে করেন।

এই মহাপুরুষগণ সমস্ত প্রজাবর্গ ও লোকসকলের হিতের জন্য তপস্যা করেন। তপস্যার দ্বারা সব কিছুই লাভ হয়। তপস্যার দ্বারা অতীব কঠিন প্রাপ্তি হয়। জগতে যে সব দুর্লভ বস্তু আছে, তাহা তপস্যারই দ্বারা সুলভ হইয়া থাকে।)

উমাদেবী বলিলেন,—দেব! যে সব তপোধন তপস্যা নিয়েদের আশ্রম-বাসেই রত থাকে, তাহারা কোন্ আচরণের দ্বারা তপস্বী বলিয়া অভিহিত হয়? ৭৪

ভগবন্! যাহারা রাজা বা রাজকুমার অথবা যাহারা নির্ধন বা প্রভূত ধনশালী তাহারা কোন্ কর্মের প্রভাবে মহাফল প্রাপ্ত হয়? ৭৫

দেব! বনবাসী মুনিগণ কোন্ কর্মের দ্বারা দিব্য স্নান প্রাপ্ত হইয়া দিব্য চন্দনে বিভূষিত হয়? ৭৬

দেব! ত্রিপুরনাশন ত্রিলোচন! তপস্যাকে আশ্রয় করিয়া যিনি ভক্ত ফলের বিষয়ে আমার এই সন্দেহ আছে। ইঁহার সকল বিষয় আপনি পূর্ণরূপে বলুন। ৭৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—যাহারা উপবাস ব্রতসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, হিংসারহিত ও সত্যবাদী হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহারা মৃত্যুর পর যোগ-লোকবাসী হইয়া গন্ধর্বগণের সহিত অবস্থান করত আনন্দ ভোগ করে। ৭৮

যে ধর্মাত্মা মানুষ ন্যায়ানুসারে বিধি পূর্বক ঐযোগপ্রসিদ্ধ মন্ত্রক-যোগ অবলম্বন করিয়া শয়ন করে এবং যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ

শস্যং মৃগমুখোদ্ভিন্নং যো মুনেঃ সহ ভক্ষতি।
দীক্ষিতো বৈ মুদা যুক্তঃ স গচ্ছত্যমরাবতীম্ ॥ ৪০
শৈবালং শীর্ণপর্ণং বা তদ্ব্রতী যো নিষেবতে।
শীতযোগসবৈঃ নিত্যং স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥ ৪১
বায়ুভক্ষোঽম্বুভক্ষো বা কন্দমূলাশনোঽপি বা।
বন্ধেষ্বৈর্ষধর্মাধারো মোহদ্বেষক্ষয়সমং গতেঃ ॥ ৪২
অগ্নিযোগসবৈঃ প্রীত্যে বিধিদৃষ্টেন কর্মণা।
চীর্ত্বা দ্বাদশবর্ষাণি রাজা ভবতি পার্থিবঃ ॥ ৪৩
আহারনিয়মং কৃত্বা মুনির্দ্বাদশবার্ষিকম্।
মরুৎ সলোকং যত্নেন রাজা ভবতি পার্থিবঃ ॥ ৪৪
স্থণ্ডিলে শুদ্ধমাকাশং পরিমৃহ্য সমন্ততঃ।
প্রবিশ্য চ মুদা যুক্তো দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ॥ ৪৫
দেহং চানশনে ত্যক্ত্বা স স্বর্গে সুখমেধতে
স্থণ্ডিলস্য ফলাভ্যুহ্যানাদি লক্ষণানি চ ॥ ৪৬

ফলানি চ মহার্হাণি চন্দ্রতুল্যানি ভামিনি
আত্মানমুপজীবন্ যো নিয়তো নিয়তাশনঃ ॥ ৪৭
দেহং ধানশনে ত্যক্ত্বা স স্বর্গং সমুপাশ্নুতে।
আত্মানমুপজীবন্ যো দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ॥ ৪৮
ত্যক্ত্বা মহার্ণবে দেহং বারুণং লোকমশ্নুতে।
আত্মানমুপজীবন্ যো দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ॥ ৪৯
অশ্মনা চরণৌ ভিত্ত্বা গুরুকেষু স মোদতে।
সাগরিত্রাহ্বস্থানাহ্বস্থানা নিয়তো বিস্রস্রিগ্রঃ ॥ ৫০
চীর্ত্বা দ্বাদশবর্ষাণি দীক্ষামেতাং মনোগতাম্।
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি দেবেন্দ্র সহ মোদতে ॥ ৫১
আত্মানমুপজীবন্ যো দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্
হুত্বাগ্নৌ দেহমুৎসৃজ্য বহ্নিলোকে মহীয়তে ॥ ৫২
যস্ত দেবি যথাদ্যাহং দীক্ষিতো নিয়তো দ্বিজঃ।
আত্মন্যাত্মানমাধায় নিমগ্নো ঘর্ঘরালসঃ ॥ ৫৩

ভাষ্যনি। দেবীর উপর শয়ন করিলে প্রাণ ফলের বিষয় এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। - যান, শয্যা ও চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল বহুমূল্য ফলসকল প্রাপ্তি হয় ॥ ৪৬½

যে কেবল নিজেরই আশ্রয়ে জীবনযাপন করিতে করিতে নিয়ম পূর্ব্বক যান করে এবং নিয়মিত ভোজন করে অথবা অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে স্বর্গে সুখ ভোগ করে ॥ ৪৭½

যে নিজেকেই অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিতে করিতে বার বৎসরের জন্য ব্রত দীক্ষা গ্রহণ করত মহাসাগরে নিজের দেহ ত্যাগ করে, সে বরুণলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৪৮½

যে নিজেরই আশ্রয়ে জীবনযাপন করিতে করিতে নিয়ম ও পরিগ্রহযুক্ত হইয়া বার বৎসরের জন্য ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করত দেহে প্রস্তরের দ্বারা নিজের পদযুগলকে বিদীর্ণ করিয়া পরিশেষে নিজের দেহ ত্যাগ করে, সে গুরুলোকে আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪৯-৫০

মানুষ বার বৎসর পর্য্যন্ত এই মনোগত দীক্ষা পালন করিয়া স্বর্গলোক লাভ করে এবং দেবরাজগণের সহিত সেখানে আনন্দ ভোগ করে ॥ ৫১

যে বার বৎসরের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজেরই আশ্রয়ে জীবন-যাপন করিতে করিতে স্বীয় দেহকে অগ্নিতে হোম করে সে অগ্নিলোকে প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৫২

দেবি! যে ব্রাহ্মণ নিয়ম সহকারে অবস্থান করিয়া যথাবিধি বনবাস-ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করত নিজের মনকে পরমাত্মচিন্তে

চৌর্য্যে ব্রাহ্মণবধাদি লোকানেতাংস্ত্র মনোগতান্। ৪৩
অরক্ষণহিতা মূঢ়ে যস্মাৎ গচ্ছন্তি নারীবৃতঃ। ৪৪
বীরাজ্ঞানগতো নিত্যং বীরাসনরতস্তথা।
বীরস্থায়ী চ সততং স বীরগতিমাপ্নুয়াৎ। ৪৫
স শক্রলোকগো নিত্যং সর্বকামসুখপ্রদঃ।
দিব্যপুষ্পসমাকীর্ণো দিব্যচন্দনচর্চিতঃ। ৪৬
সুখং বসতি ধর্মাত্মা দিবি দেবগণৈঃ সহ।
বীরলোকগতো নিত্যং বীরযোগসমঃ সদা। ৪৭

যাহারা ব্রাহ্মণবধ, চৌর্য্য ও ব্যভিচারাদি দোষে দূষিত, তাহারা যে যে লোকে গমন করে, এই মনোগত লোক পাইতে পুরুষ অরক্ষিত নারীর সহিত সুখে বাস করে। যে ব্যক্তি বীরাসনে উপবেশন করিয়া অবিচলিত ভাবে বীরাসনে অবস্থান করে, সদা বীরাসনে শয়ন করে, বীরাসনে উপবেশন করে এবং বীরের ন্যায় অবস্থান করে, সেই ব্রাহ্মণ বীর গতি লাভ করে। ৪৩-৪৫

সে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া সদা সমস্ত কামনাসুখে সম্পন্ন হয়। তাহার উপর দিব্য পুষ্পসমূহের বর্ষণ হয় এবং সে দিব্য চন্দনে বিভূষিত হয়। ৪৬

সমৃদ্ধঃ সর্বসম্পন্নো দীপ্তিমান্ নিয়তঃ শুচিঃ
বীরাজ্ঞানং প্রপদ্যেত যস্তস্য লোকাঃ সনাতনাঃ। ৪৮
কামগেন বিমানেন স বৈ চরতি তত্ত্বতঃ
শক্রলোকগতঃ শ্রীমান্ মোদতে চ নিরাময়ঃ। ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি উমামহেশ্বরসংবাদে
দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৪২।

সেই ব্যক্তি দেবলোকে দেবগণের সহিত সুখে বাস করে এবং বীরলোকে থাকিয়া বীরগণের সহিত সংযুক্ত হয়। ৪৭

যে সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া বনবাসের লীলা গ্রহণ করত সত্যগুণে স্থিত নিয়তমনাঃ ও পবিত্র হইয়া বীরপথের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে সনাতন লোকসকল প্রাপ্ত হয়। ৪৮

সে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া বীরোচিত ও দিব্য ভোগসম্পন্ন হইয়া আনন্দ ভোগ করে এবং ইচ্ছানুসারে গমনকারী বিমানের দ্বারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাকে। ৪৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে উমা মহেশ্বর সংবাদবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রাহ্মণাদিবর্ণপ্রাপ্তিবিষয়ে মানুষবর্ণানাং শুভাশুভকর্মণাং প্রাধান্যপ্রতিপাদনম্]

ঊমোবাচ।

ভগবন্ ভূতনেত্রস্থ পুরো দক্ষবিনাশন।
দক্ষক্রতুহর ব্রাহ্ম সংশয়ো মে মহানয়ম্। ১
চাতুর্বর্ণ্যং ভগবতা পূর্বং সৃষ্টং স্বয়ম্ভুবা
কেন কর্মবিপাকেন বৈশ্যো গচ্ছতি শূদ্রতাম্। ২
বৈশ্যো বা ক্ষত্রিয়ঃ কেন দ্বিজো বা ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ।
প্রতিলোমঃ কথং দেব সঙ্কর্যো বর্ণো নিষিদ্ধতঃ। ৩
কেন বা কর্মণা বিপ্রঃ শূদ্রযোনৌ প্রজায়তে।
ক্ষত্রিয়ঃ শূদ্রতামেতি কেন বা কর্মণা দ্বিজো। ৪
এতন্মে সংশয়ং দেব বদ কৃত্তপতেঽনঘ।
ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃত্যোহ্য কথং ব্রাহ্মণামাপ্নুয়ুঃ। ৫

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণাদি বর্ণ প্রাপ্তি বিষয়ে মানুষের শুভাশুভ কর্মসমূহের প্রধানতাপ্রতিপাদন।]

উমাদেবী বলিলেন,—ভগদেবতার নেত্রনাশকারী, পূষার দন্ত উৎপাটনকারী, দক্ষের যজ্ঞনাশকারী ভগবন্ ত্রিলোচন! আমার মনে এই এক মহতী সংশয় আছে। ১

ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্বকালে যে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বৈশ্য কোন্ কর্মের পরিণামে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়? ২

অথবা ক্ষত্রিয় কোন্ কর্মের দ্বারা বৈশ্য হয় এবং ব্রাহ্মণ কোন্ কর্মবশতঃ ক্ষত্রিয় হয়? দেব! প্রতিলোম বর্ণ কিরূপে নিন্দিত বলা যাইতে পারে? প্রভো! কোন্ কর্মের দ্বারাই বা ব্রাহ্মণ শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে? অথবা কোন্ কর্মের যোগে ক্ষত্রিয় শূদ্র হইয়া যায়? ৩-৪

দেব! পাপরহিত কৃত্তপনাথ! আপনি আমার এই সংশয়ের কথা বলুন। শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়—এই তিন বর্ণের মানুষ কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে? ৫

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

ব্রাহ্মণ্যং দেবি দুষ্প্রাপং বিদ্বাংস্তত্র ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য-শূদ্রৌ বা বিদ্বাংস্যাদিতি মে মতিঃ॥ ৬
কর্মণা দুষ্কৃতেনেহ স্থানাদ্ ভ্রশ্যতি বৈ দ্বিজঃ।
জ্যেষ্ঠং বর্ণমনুপ্রাপ্য তস্মাদ্ রক্ষেদ্ বৈ দ্বিজঃ॥ ৭
দ্বিজো ব্রাহ্মণবর্ণেন ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ং স গচ্ছতি॥ ৮
যস্তু বিপ্রত্বমুৎসৃজ্য ক্ষাত্রং ধর্মং নিষেবতে।
ব্রাহ্মণ্যাৎ স পরিভ্রষ্টঃ ক্ষত্রযোনৌ প্রজায়তে॥ ৯
বৈশ্যকর্ম চ যো বিপ্রো লোভ-মোহব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং প্রাপ্য করোত্যল্পমতিঃ সদা॥ ১০
স দ্বিজো বৈশ্যতামেতি বৈশ্যো বা শূদ্রতামিয়াৎ
ব্যবহারং প্রচ্যুতো বিপ্রস্তত্ত্বতঃ শূদ্রতামিয়াৎ॥ ১১
তত্রাপো নিত্যমুৎ প্রাপ্তো বর্ণভ্রষ্টো বহিষ্কৃতঃ।
ব্রহ্মলোকাৎ পরিভ্রষ্টঃ শূদ্রঃ সম্পদ্যতে তু সঃ॥ ১২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! ব্রাহ্মণত্ব দুর্লভ। তাহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণ বৈদনিক (প্রাকৃতিক বা স্বভাবসিদ্ধ), ইহাই আমার অভিমত। ৬

ইহা অবশ্যই যে, এই সংসারে পাপ কর্ম করিলে দ্বিজ নিজের স্থান হইতে অর্থাৎ স্বীয় বর্ণত্ব হইতে ভ্রষ্ট হয়। অতএব দ্বিজের উত্তম বর্ণে জন্ম প্রাপ্ত হইয়া নিজের মর্যাদা রক্ষা করা উচিত। ৭

যদি ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য ব্রাহ্মণ ধর্ম পালন করিতে করিতে ব্রাহ্মণত্বের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে সে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। ৮

যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্মের সেবা করে, সে নিজের বর্ণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ৯

যে বিপ্র দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া নিজের অল্পবুদ্ধির জন্য বৈশ্যের কর্ম করে, সে বৈশ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অথবা যদি বৈশ্য শূদ্রের কর্ম অবলম্বন করে, তবে সে-ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। শূদ্রোচিত কর্ম করিয়া নিজের বর্ণ হইতে ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব লাভ করে। ১০-১১

ব্রাহ্মণ শূদ্র-কর্ম করিয়া নিজের বর্ণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জাতি হইতে বহিষ্কৃত হয় এবং মৃত্যুর পর সে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া নরকে পতিত হয়। ইহার পর সে শূদ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ১২

ক্ষত্রিয়ো বা মহাভাগে বৈশ্যো বা ধর্মচারিণি।
যানি কর্মাণ্যপাদায় শূদ্রকর্ম নিষেবতে॥ ১৩
স্বস্থানাৎ স পরিভ্রষ্টো বর্ণসঙ্করতাং গতঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রত্বং যাতি তাদৃশঃ॥ ১৪
যস্তু বৃত্তঃ যথাবর্ণেন জ্ঞানবিজ্ঞানবান্ শুচিঃ।
ধর্মজ্ঞো ধর্মনিরতঃ স ধর্মফলমশ্নুতে॥ ১৫
ইদং চৈবাপরং দেবি ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্।
অধ্যাত্মং নৈষ্ঠিকং সদ্ভির্বর্ণকারৈর্নিষেব্যতে॥ ১৬
উপায়ং সহিতং দেবি গৃণতো ব্রাহ্মণস্য তম্
গৃহীয়াৎ নৈব তোক্তব্যং শূদ্রায়ং নৈব কর্হিচিৎ॥ ১৭
শূদ্রান্নেন সহিতং দেবি সদা দৈবৈশ্চ তর্পিতাঃ
পিতামহমুখোৎসৃষ্টঃ প্রমানমিতি মে মতিঃ॥ ১৮
শূদ্রান্নেনাবলেপেন ভক্ষয়ে যো দ্বিজেহ দ্বিজঃ
আহিতাগ্নিস্তথা যজ্ঞা স শূদ্রযোনিতাং ব্রজেৎ॥ ১৯

মহাভাগে! বর্ণচারিণি! ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যও নিজ নিজ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া যদি শূদ্রের কর্ম করিতে থাকে, তবে তাহারা নিজ নিজ জাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বর্ণসঙ্করতা প্রাপ্ত হয় এবং পরজন্মে শূদ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এরূপ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যাহা একই না কেন, সে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৩-১৪

যে ব্যক্তি নিজের বর্ণধর্ম পালন করিতে করিতে বোধ লাভ করে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানসম্পন্ন, পবিত্র ও ধর্মজ্ঞ হইয়া ধর্মেই নিরত থাকে, সে ধর্মের যাবতীয় ফল উপভোগ করে। ১৫

দেবি! ব্রহ্মা অন্যত্র এক কথা বলিয়াছেন—বর্ণাভিলাষী সৎপুরুষদিগের আত্মীয়ের অধ্যাত্মতত্ত্বেরই সেবা করা উচিত। ১৬

দেবি! উপযুক্ত ব্যক্তিকে অন্ন নিবেদিত। কোনও সময়ে অন্ন, ব্রাহ্মণের অন্ন, অননুমোদিতাগীর অন্ন ও দুষ্ট পুরুষের অন্নের নিষেধ। শূদ্রের অন্নও নিষিদ্ধ—তাহা কখনও ভোজন করা উচিত নয়। ১৭

দেবতা ও মহাত্মাগণ শূদ্রের অন্নকে সর্বদা নিন্দা করেন এ বিষয়ে পিতামহ ব্রহ্মার শ্রীমুখনিঃসৃত বচনই প্রমাণ—ইহাই আমার অভিমত। ১৮

যে ব্রাহ্মণ ঔদরে শূদ্রের অন্ন লইয়া তৃপ্তি বরণ করে, সে ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রী বা যজ্ঞকারী যাহাই হউক না কেন তাহাকে শূদ্র-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। ১৯

তেন শূদ্রত্বনির্দেশেন ব্রহ্মস্বানাদদাকৃতঃ
ব্রাহ্মণঃ শূদ্রভার্যেতি নাস্তি তত্র বিচারণা ॥ ১০
যস্ত্রাবেদয়বশেষেণ ষষ্ঠেষু যো দ্বিজেষু দ্বিজঃ।
তাং তাং যোনিং ব্রজেদ্ বিপ্রো যস্তামুপজীবতি ॥১১
ব্রাহ্মণস্য তু দায়াদ্য প্রাপ্য দুর্গতিং যো২বমন্যতে
অজ্ঞোজ্ঞানি চাপ্নাতি স দ্বিজত্বাং পততে বৈ। ১২
পুরাণো ব্রহ্মহা ক্ষুদ্রস্তোরো ভবতি তোঽশুচিঃ।
খাধ্যায়বর্জিতঃ পাপো লুব্ধো নৈকৃতিকঃ শঠঃ ॥ ১৩
অব্রতী বৃষলীভর্তা কৃতঘ্নী সোমবিক্রয়ী।
নিন্দিতসেবী বিপ্রো হি পততি ব্রহ্মযোনিতঃ ॥ ১৪
গুরুতল্পী গুরুদ্রোহী গুরুকুৎসারতিশ্চ যঃ
ব্রহ্মবিদ্যাপি পততি ব্রাহ্মণো ব্রহ্মযোনিতঃ ॥ ১৫
এতিস্তু কর্মভির্দেবি শুভৈরোহনিতৈস্তথা
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥ ১৬

ঊমাঃ শূদ্রাদের শেষভাগ স্থিত থাকায় ব্রাহ্মণ মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়—ইহাতে আর অন্য কিছুই বিচার করিবার নাই। ১০

ঊমাঃ যাহার অন্নের শেষ ভাগ লইয়া যে ব্রাহ্মণ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, এই ব্রাহ্মণ সেই সেই যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করে। যাহার অন্নের দ্বারা ব্রাহ্মণ জীবন নির্বাহ করে, তাহারই যোনিতে সেই ব্রাহ্মণকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ১১

যে শুদ্ধ ও দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তাহাকে অবহেলা করে এবং ভোজন করিবার অযোগ্য অন্ন ভোজন করে, সে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব হইতে চ্যুত হইয়া যায়। ১২

সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, নীচ, চোর, ব্রতভঙ্গকারী, অপবিত্র, স্বাধ্যায়হীন, পাপী, লোভী, কপটী, শঠ, যে ব্রত পালন করে না, শূদ্র জাতির ইচ্ছা পতি, কৃতঘ্নী (পতি জীবিত থাকিতে উপপতির দ্বারা উৎপাদিত গর্ভস্থ পুত্রের মুখে ভোজনকারী), সোমরসবিক্রয়কারী এবং নীচসেবী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণজাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়। ১৩-১৪

যে গুরুর শয্যায় শয়ন করে, গুরুদ্রোহী এবং গুরু নিন্দায় অভ্যস্তরত, সেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও ব্রহ্মযোনি হইতে পতিত হয়। ১৫

দেবি! এই সব শুভ কর্ম ও আচরণের দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করে। ১৬

শূদ্রকর্মাণি সর্বাণি যথাবাত্তঃ যথাবিধি
শুশ্রূষায়াং পরিচর্যায়াং জ্যেষ্ঠে বর্ণে প্রযত্নতঃ ॥ ১৭
কৃষ্যাদিবিদনাঃ শূদ্রঃ সন্তঃ সংপথে স্থিতঃ
দেবদ্বিজাতিসংকর্তা সর্বাভিযাকৃতব্রতঃ ॥ ১৮
অনুকালাভিগামী চ নিয়তো নিয়তাশনঃ
গোকল্কোক্তনাথেষী শেষাক্রকৃতভোজনঃ ॥ ১৯
যথাবাসং ন ভুঞ্জীত শূদ্রো বৈশ্যস্তমশ্নতি।
ক্ষত্রযাগনরাযাদী নির্বপঃ শস্ত্রকোবিদঃ ॥ ৩০
যজতে নিত্যদৈশ্চৈব খাধ্যায়শ্রবঃ শুচিঃ
দান্তো ব্রাহ্মণসংকর্তা সর্ববর্ণবৃত্তকঃ ॥ ৩১
গৃহস্থব্রতমাস্থিতঃ দ্বিজাতিকৃতভোজনঃ।
শেষাশী বিভিতাচারো নিত্যমো নিয়তব্রতঃ ॥ ৩২
অগ্নিহোত্রমুপাসাংশ্চ জুহ্বানশ্চ যথাবিধি।
সর্বাতিথ্যমুপাস্থিতঃ শেষাক্রকৃতভোজনঃ ॥ ৩৩

শূদ্র নিজের সকল কর্ম ভালভাবে বিধিপূর্বক সম্পন্ন করিবে। নিজের কর্তব্য পালন হইতে কখনও উদ্যম হইবে না। সদা সৎপথে থাকিবে। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সংকার করিবে। সকলের আতিথ্যব্রত গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিবে। গুরুকালের স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে। নিয়ম পূর্বক অবস্থান করিয়া নিয়মিত ভোজন করিবে। যদ্য শুদ্ধ থাকিয়া শুদ্ধ পুরুষগণের অন্বেষণ করিবে। অতিথিসৎকার ও কৃষি যজ্ঞের ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্নই ভোজন করিবে এবং বৃথা ঘাস ভোজন করিবে না। এই নিয়মে অবস্থিত শূদ্র (মৃত্যুর পর পুণ্য কর্মের ফল ভোগ করিয়া) বৈশ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ১৭-১৯½

বৈশ্য সত্যবাদী, অহংকারশূন্য, শৌচ-উচিত কর্মরহিত, ব্যক্তির সাধন বিষয়ে অভিজ্ঞ, স্বাধ্যায়সম্পন্ন এবং পবিত্র হইয়া নিত্য যজ্ঞের দ্বারা যজন করিবে। জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণগণের সংকার করিতে করিতে সমস্ত বর্ণের উচিত কামনা করিবে। গৃহস্থ-ব্রত পালন করিতে করিতে প্রতিদিন দুই বেলা ভোজন করিবে। যজ্ঞশেষ অন্নই আহার করিবে। আহারকে ভয় করিবে। সমস্ত কামনাই ত্যাগ করিবে। অবস্থার শূদ্র হইয়া বিধি অনুসারে আহুতি দান করিতে করিতে অগ্নিহোত্র কর্ম সম্পাদন করিবে। সকলের আতিথ্যসৎকার করিয়া অবশিষ্ট অন্নই স্বয়ং ভোজন করিবে। আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ—

ত্রেতাগ্নিমন্ত্রবিহিতো বৈশ্যো ভবতি বৈ দ্বিজঃ
স বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়কুলে শুচৌ মহতি জায়তে ॥ ৫৪
স বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়ো জাতো জন্মপ্রভৃতি সংস্কৃতঃ।
উপনীতো ব্রতপরো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ ॥ ৫৫
দদাতি যজতে যজৈঃ সমৃদ্ধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ।
অধীত্য ধর্মশাস্ত্রাণি ত্রেতাগ্নিরতঃ সদা ৫৬
আর্তদত্তপ্রদো নিত্যং প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্।
সদ্যঃ সদ্যানি কুরুতে নিত্যং যঃ পুণ্যদর্শনঃ ॥ ৫৭
ধর্মদণ্ডো ন নির্দণ্ডো ধর্মকীর্যানুশাসকঃ।
যজ্ঞিয়ঃ কার্যকরণৈঃ ষড়ভাগফলভুগ্ভবেৎ ॥ ৫৮
গ্রাম্যধর্মৈঃ ন সেবেত ষড়ঙ্গেলার্থকোবিদঃ।
গুরুকালে তু ধর্মাত্মা পত্নীমুপশয়েত সদা ॥ ৫৯
সদোপবাসী নিয়তঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ

এই ত্রিবিধ অগ্নিকে যজ্ঞোক্তভাবে পূর্বক পরিচর্যা করিবে। এরূপ করিলে পর বৈশ্য দ্বিজ হয়। সেই বৈশ্য পবিত্র ও মহৎ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৫৪-৫৫

ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন সেই বৈশ্য জন্ম হইতেই ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া উপনয়নের পর ব্রতচর্যা পালনে তৎপর থাকিয়া সকলসমাপ্তিতে দ্বিজ হয়। সে নানাবিধ যজ্ঞ দান করে, প্রকৃত দক্ষিণাযুক্ত সমৃদ্ধিশালী যজ্ঞসমূহের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করে। বেদের অধ্যয়ন করিয়া ধর্মশাস্ত্রসকলও সেই বৈশ্য সদা বিধিবৎ অগ্নির সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের আরাধনা করে। সে দুঃখিত ও পীড়িত ব্যক্তিগণকে নিজের হস্তের আশ্রয় দান করে। প্রতিদিন ধর্মানুসারে প্রজা পালন করে, তাহার সত্যসকলও হইয়া সত্যপূর্ণ ব্যবহার করে এবং দর্শন দ্বিজাতি সকলকে সুখ প্রদান করে, সে-ই শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় অথবা রাজা ॥ ৫৬-৫৭

সে ধর্মানুসারে অপরাধীকে দণ্ড দান করে, তখনও দণ্ড ত্যাগ করে না, প্রজাগণকে ধর্মকার্যের উপদেশ করে, রাজকার্য করিবার জন্য নিয়ম ও বিধানে আবদ্ধ থাকে এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে তাহাদের আয়ের ছয় ভাগের একভাগ গ্রহণরূপে গ্রহণ করে ॥ ৫৮

কার্যানুসারে ধর্মাত্মা ক্ষত্রিয় যজ্ঞকর্তা পূর্বক গ্রাম্য ধর্মের (স্ত্রীসুখের) সেবা করিবে না। কেবল ঋতুকালেই সদা পত্নীর নিকট শয়ন করিবে ॥ ৫৯

সদা উপবাস করিবে অর্থাৎ একাদশী প্রভৃতি দিনে উপবাস

বর্হিকাস্তরিতে নিত্যং পলাশোদুম্বরে সদা ॥ ৬০
সর্বাভিষাং ত্রিবর্গস্য দূর্বাং পুষ্পমং সদা
পূজ্যাধ্যং চাত্মকামানাং নিত্যং সিদ্ধমিহ ক্রতুম্ ॥ ৬১
অর্থাদ্ বা যদি বা কামান্ন কিঞ্চিদুপলক্ষয়েৎ
পিতৃদেবাতিথিকৃতে সাধনা কুরুতে চ যঃ ॥ ৬২
স্বয়েষ্বপি যথাভাগমুপপাত্তে ভৈক্ষ্যমেব চ
ত্রিকালমগ্নিকার্যেষু তৎপরো বৈ যথাবিধি ॥ ৬৩
দোগ্ধ্রীমপহিতাং ধেনুং চাভিরূপাং বপুষ্মতীম্।
ত্রেতাগ্নিমন্ত্রসংস্কারাং সমাবিশ্য দ্বিজো ভবেৎ ॥ ৬৪
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ সংস্কৃতো বেদপারগঃ।
বিপ্রো ভবতি ধর্মাত্মা ক্ষত্রিয়ঃ যেন কর্মণা ॥ ৬৫
এতৈঃ কর্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ ॥ ৬৬

করিবে এবং অন্য দিনে কেবল দুইবার ভোজন করিবে, যথা আর কিছু ভক্ষ করিবে না। নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকিবে, বেদাদি শাস্ত্রের আধ্যয়নে নিরত থাকিবে এবং প্রতিদিন পবিত্র হইয়া অগ্নিশালায় কুশের উপর বস্ত্রাবৃতদেহে শয়ন করিবে ॥ ৬০

ক্ষত্রিয় সদা শ্রীবৃদ্ধিসহকারে সকলের অভিলষিত সংকার করিতে করিতে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সেবা করিবে। পুত্রের যদি অন্ত্যেষ্টি করিয়া তাহার নিত্য অন্ন প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে এই উত্তর দিবে যে, অন্ন প্রস্তুত আছে, যাইয়া গ্রহণ কর ॥ ৬১

ক্ষত্রিয় স্বার্থ বা কামবশতঃ কোনও বস্তুর প্রদর্শন করিবে না। যে পিতৃপুরুষ, দেবতা ও অতিথিগণের সেবার জন্য চেষ্টা করে, সে-ই শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় ॥ ৬২

ক্ষত্রিয় উপনয়নের পর নিজেরই গৃহে ন্যায়ানুসারে ভিক্ষা করিবে। তিন বেলা যথাবিধি অগ্নিহোত্রকার্য সম্পন্ন করিবে ॥ ৬৩

ক্ষত্রিয়ধর্মে অবস্থান পূর্বক ত্রিবিধ অগ্নির মন্ত্রসহকারে পরিচর্যা করিয়া পবিত্র হইয়া যদি দোগ্ধ্রী এবং ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত জন্য যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখে নিহত হয়, তবে সে পরজন্মে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে ॥ ৬৪

এইরূপ ধর্মাত্মা ক্ষত্রিয় নিজের কর্মের দ্বারা জন্মান্তরে জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন, সংস্কারযুক্ত ও বেদশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ হয় ॥ ৬৫

দেবি! এই কর্মফলের প্রভাবে নীচ জাতি ও হীন কুলে উৎপন্ন শূদ্রও জন্মান্তরে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং সংস্কারযুক্ত ব্রাহ্মণ হয় ॥ ৬৬

ব্রাহ্মণো বাপসেষ্যুক্তঃ সর্বসত্ত্ববতোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং স সমুৎপন্নো শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ ॥ ৪৭
কর্মভিঃ শুচিভির্নিত্যং শুদ্ধাচারো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মব্রবীৎ স্বয়ম্ ॥ ৪৮
স্বভাবঃ কর্ম চ শুভং যত্র শূদ্রোঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্বৈ ইতি মে মতিঃ। ৪৯
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥ ৫০
সর্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি ॥ ৫১
ব্রাহ্মঃ স্বভাবঃ শূদ্রেঽপি সমঃ সর্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ ॥ ৫২
এতে যোনিফলা দেবি স্থানভাগনিদর্শকাঃ
স্বয়ঞ্চ বরমেবোক্তা ব্রহ্মণা সন্ততা পুরা ॥ ৫৩
ব্রাহ্মণোঽপি ত্বহং ক্ষেত্রং লোকে চরতি শাশ্বতং।

যং তত্র বীজং বপতি সা কৃষিঃ প্রেত্য ভাবিনি ॥ ৫৪
বিষসাশিনা সদা ভাব্যং সংপথালম্বিনা তথা।
ব্রাহ্মং হি মার্গমাক্রম্য বর্তিতব্যং বৃভূষতা ॥ ৫৫
সাহিতাধ্যায়িনা ভাব্যং গৃহে বৈ গৃহমেধিনা
নিত্যং স্বাধ্যায়িনা ভাব্যং ন চাধ্যায়নজীবিনা ॥ ৫৬
এবম্ভূতো হি যো বিপ্রঃ সংপথং সংপথে স্থিতঃ।
অতিক্রান্তিগতীনাং স ব্রহ্মত্বায় কল্পতে ॥ ৫৭
ব্রাহ্মণ্যং দেবি সম্প্রাপ্য রক্ষিতব্যং যত্নবতা
যোনিপ্রতিগ্রহাদ্যৈঃ কর্মভিস্ত শুচিস্মিতে ॥ ৫৮
এতৎ তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্ দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্যাদ্ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি উমামহেশ্বরসংবাদে
ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৩

ব্রাহ্মণও যদি দুরাচারী হইয়া সমস্ত সময় ভাঁড়ের ন্যায় ভোজন করিতে থাকে, তবে সে ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ করিয়া শেষটায় শূদ্র হইয়া যায়। ৪৭

শূদ্রও যদি জিতেন্দ্রিয় হইয়া পবিত্র কর্মকলাপের অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজের অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে, তবে সে-ও দ্বিজেরই ন্যায় সেব্য হয়—ইহা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ৪৮

স্বভাবও এই অধিকার দেয়, যদি শূদ্রের মধ্যে সংস্কারের ও উত্তম কর্ম বিদ্যমান থাকে, তবে সে দ্বিজাতি হইতেও অধিক মাননীয়। ৪৯

ব্রাহ্মণত্বের প্রাপ্তিতে না কেবল জন্ম, না সংস্কার, না শাস্ত্রজ্ঞান ও না সন্ততিই কারণ। ব্রাহ্মণত্বের প্রধান কারণ হইল সদাচার। ৫০

জগতে এই সকল ব্রাহ্মণ সদাচারের দ্বারাই জগতে স্থির থাকে। সদাচারে অবস্থিত শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে। ৫১

সুজ্যোতি! ব্রহ্মের স্বভাব সর্বত্র সমান। যাহার মধ্যে সেই নির্গুণ ও নির্মল ব্রহ্ম-জ্ঞান আছে, সে-ই বাস্তবে ব্রাহ্মণ—ইহাই আমার মত। ৫২

এই যে চার বর্ণের স্থান ও বিভাগ কথিত হইয়াছে, তাহা সেই সেই জাতিতে জন্মগ্রহণ করিবার ফল। প্রজাপতিরা সৃষ্টি করিবার সময় স্বয়ংই এই কথা বলিয়াছেন। ৫৩

ভামিনি! ব্রাহ্মণ সংসারে এক মহান ক্ষেত্র। সত্য ক্ষেত্র-

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে উমা-মহেশ্বরসংবাদে ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(বন্ধনমুক্তি-ধর্ম-নরক-দীর্ঘজীবনাল্পজীবনপ্রদানাং মনোবাক্কর্মকৃতানাং শুভাশুভকর্মণাং বর্ণনম্)

ঊমোবাচ।

ভগবন্ সর্বভূতেশ দেবানুসুরনমস্কৃত
ধর্মার্থার্থী নৃণাং দেব স্তুতি মেতদশংসয় বিভো ॥ ১

কর্মণা মনসা বাচা ত্রিবিধা হি নরঃ সদা
যথাহে বন্ধনৈঃ পাশৈর্মুচ্যতেঽপ্যথবা পুনঃ ॥ ২

কেন শীলেন বৃত্তেন কর্মণা কীদৃশেন বা।
সমাচারৈশ্চ কৈঃ কৈশ্চা ধর্মং যান্তীহ মানবাঃ ॥ ৩

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

দেবি ধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞে ধর্মনিত্যা যমে রতে।
সর্বপ্রাণিহিতঃ প্রশ্নঃ শ্রুতস্তাঃ বুদ্ধিবর্ধনঃ ॥ ৪

সত্যধর্মরতাঃ সন্তঃ সর্বলিঙ্গবিবর্জিতাঃ।
যথৈলস্তার্থতোক্তারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥৫

নাধর্মেণ ন ধর্মেণ যথাসং ছিন্নসংশয়াঃ
প্রলয়োৎপত্তিতত্ত্বজ্ঞাঃ সর্বজ্ঞাঃ সর্বদর্শিনঃ ॥ ৬

বীতরাগা বিমুচ্যন্তে পুরুষাঃ কর্মবন্ধনৈঃ
কর্মণা মনসা বাচা যে ন হিংসন্তি কিঞ্চন ॥ ৭

যে ন সজ্জন্তি কস্মিংশ্চিদ্ যে ন যথান্তি কর্মভিঃ।
প্রাণাতিপাতাদ্ বিরতাঃ শীলবন্তো দয়ান্বিতাঃ ॥ ৮

তুলাদণ্ডেপ্রিতা যাদ্যা বুচ্যন্তে কর্মবন্ধনৈঃ
সর্বভূতদয়াবন্তো বিশ্বাস্যাঃ সর্বজন্তুষু ॥ ৯

অক্রুরিংসাসমাচারাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ
পরস্বে নিস্পৃহা নিত্যাঃ পরদারবিবর্জিতাঃ ॥ ১০

যথৈলস্তার্থতোক্তারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ
মাতৃবৎ পরদারেষু যে নিত্যাঃ প্রতিপদ্যন্তে ॥ ১১

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[বন্ধনমুক্তি, ধর্ম, নরক ও দীর্ঘায়ু এবং অল্পায়ু প্রদানকারী শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা কৃত শুভাশুভ কর্মসমূহের বর্ণন।]

উমা বলিলেন,—ভগবন্! সর্বকৃতেশ্বর! দেবাসুরবন্দিত দেব! বিভো! এখন আমাকে আপনি ধর্ম ও অর্থের স্বরূপ বলুন; যাহাতে এই বিষয়ে আমার সংশয় অপনোদিত হয়। ১

মানুষ সর্বদা মন, বাক্য ও কর্ম—এই তিনপ্রকার বন্ধনে আবদ্ধ আছে, বলুন! এই বন্ধনসমূহ হইতে সে পুনরায় কিভাবে মুক্ত হইতে পারিবে? ২

প্রভো! কিপ্রকার স্বভাব, কোন্ সদ্ব্যবহার, কিরূপ কর্ম, কোন্ সদাচারসমূহ অথবা শুভলক্ষণের দ্বারা এ জগতে মানুষ (বদ্ধ হয়, মুক্ত হয় এবং) স্বর্গে গমন করে? ৩

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—ধর্ম ও অর্থতত্ত্বসমন্বিতে অভিজ্ঞা, সদা ধর্মে অবস্থিতা, ইন্দ্রিয়সংযমপরায়ণা দেবি! তোমার প্রশ্ন সমস্ত প্রাণিদিগের পক্ষেই হিতকর এবং বুদ্ধিবর্ধিকারী, তুমি ইহার উত্তর শ্রবণ কর। ৪

যে সব মানুষ ধর্মের দ্বারা উপার্জিত ধন ভোগ করে, সমস্ত আশ্রমসম্ভবা ক্রিয়াসমূহ হইতে পৃথক্ থাকিয়াও সত্য এবং ধর্মের তৎপর থাকে, তাহারাই স্বর্গে গমন করে। ৫

যাহাদের সকলপ্রকার সন্দেহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাহারা প্রলয় ও উৎপত্তির তত্ত্ব জানে, সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী, সেই মহাত্মাগণ ধর্মের দ্বারাও বদ্ধ হন না এবং অধর্মের দ্বারাও বদ্ধ হন না। ৬

যাহারা মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কোনও প্রাণীর হিংসা করে না এবং যাহাদের আসক্তি সর্বতোভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই সব পুরুষই কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন। ৭

যাহারা কোনও বিষয়ে আসক্ত হন না, কোনও প্রাণীর প্রাণ হরণ কার্যে রত থাকে না, যাহারা দয়ালু ও দয়াশীল তাহারাও কর্মবন্ধনে পতিত হন না। যাহাদের নিকট শত্রু ও মিত্র উভয়ই সমান, সেই সব জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কর্মফলের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান। ৮

যাহারা সকল প্রাণীর প্রতিই দয়াবান্, সমস্ত জীবের বিশ্বাস-পাত্র এবং হিংসাত্মক আচরণ পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে, সেই সব মানুষ স্বর্গে গমন করে। ৯

যাহাদের অন্তরের মনে কোনরূপ মমতা নাই, পরস্ত্রী-সংসর্গ হইতে সদা দূরে থাকে এবং যথাসময়ে শ্রাদ্ধ অন্নই ভোজন করে, সেই সব মানুষ স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। ১০

যাহারা পরস্ত্রীগণকে সদা মাতৃবৎ, ভগিনীবৎ ও কন্যাবৎ বুঝিয়া শুদ্ধরূপ আচরণ করে, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে যায়। ১১

পরদারেষু বর্তন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।
দ্বৈতাদ্নিবৃত্তাঃ সন্তস্তা সন্তুষ্টাঃ স্বধনেন চ ॥ ১২
পতাগ্যাদ্যুপজীবন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।
স্বদারনিরতা যে চ ঋতুকালাভিগামিনঃ ॥ ১৩
অপ্রদায়ানুপভোগাংশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।
পরদারেষু যে নিত্যং চারিত্রাদ্ব্যুপরতেলসাঃ ॥ ১৪
জিতেন্দ্রিয়াঃ শীলপরাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।
এষ দেবকৃতো মার্গঃ সেবিতব্যঃ সদা নরৈঃ ॥ ১৫
অকথায়কৃতশ্চৈব মার্গঃ সেব্যঃ সদা বুধৈঃ।
দানযজ্ঞতপোযুক্তঃ শীলশৌচদয়াত্মকঃ ॥ ১৬
মৃত্যুর্থং বয়হেতোর্বা সেবিতব্যঃ সদা নরৈঃ
স্বর্গদ্বারসতীমাহুর্দেব্যমুত্ত উত্তম ॥ ১৭

উমোবাচ।

যাচ্ঞা তু বধ্যতে যেন মুচ্যতেঽপাধরা পুনঃ।

তানি কর্মাণি যে দেব যৈ কৃতপতেঽনঘ ॥ ১৮

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

আত্মহেতোঃ পরার্থে বা নর্মহাস্যাশ্রয়াৎ তথা।
যে মৃষা ন বদন্তীহ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ১৯
মৃত্যুর্থং বয়হেতোর্বা কামকারাৎ তথৈব চ।
অনৃতং যে ন ভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ২০
ক্রুদ্ধান্ বাচীর্ নিরাবাধান্ মধুরাং পাপবর্জিতাম্।
যাদন্তেনাভিভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ২১
পরুষং যে ন ভাষন্তে কটুকং নিষ্ঠুরং তথা।
অপৈশুন্যরতাঃ সন্তস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ২২
পিশুনাং ন প্রভাষন্তে মিত্রভেদকরীং গিরম্।
অন্যত্র মৈত্র্যা তু ভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ২৩
যে বর্জয়ন্তি পরুষং পরত্রোদ্বেজকং মানবাঃ
সর্বভূতদয়া দান্তাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ২৪

যাহারা সতত নিজেদেরই ধনে সন্তুষ্ট থাকিয়া চৌর্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবং যাহারা নিজেদের ভাগ্যের উপরই নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করে, সেই সব মানুষ স্বর্গগামী হয় ॥ ১২ ॥

যাহারা নিজেদের স্ত্রীরই উপর অনুরক্ত থাকিয়া ঋতুকালেই তাহাদের সহিত সহবাস করে এবং অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত হয় না, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে গমন করে ॥ ১৩ ॥

যাহারা নিজেদের সদাচারের দ্বারা সর্বদাই পরস্ত্রীগণের দিক্ হইতে নিজেদের চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখে, সেই জিতেন্দ্রিয় ও শীলপরায়ণ মনুষ্যগণ স্বর্গে গমন করে ॥ ১৪ ॥

এই পথ দেবগণ কর্তৃক রচিত। ঋষি ও বেদেরও দৃষ্ট করিয়াছে। অতএব সাধারণ মনুষ্য ও বিদ্বান্ মনুষ্য উভয় মনুষ্যগণের সদাই ইহার সেবা করা উচিত ॥ ১৫ ॥

এই পথ দান, ধর্ম ও তপস্যাযুক্ত এবং শীল, শৌচ ও দয়াময় পথ। জীবিকা এবং ধর্মের জন্য সকলেরই মনুষ্যগণের এই পথের সেবা করা উচিত। যাহারা স্বর্গলোকে বাস করিতে বাসনা করে, তাহাদের পক্ষে সেবা করিবার যোগ্য ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট পথ আর নাই ॥ ১৬-১৭

উমাদেবী বলিলেন,—নিষ্পাপ কৃতজ্ঞাত্মা! মহাদেব! কিরূপ বাক্য বলিলে অথবা সেই বাক্যের দ্বারা কীরূপ কর্ম করিলে মানুষ বন্ধনমুক্ত হয় এবং সেই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে? সেই যাচিত কর্মফলের বর্ণনা আমার নিকটে করুন ॥ ১৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—হাস্য ও পরিহাস অবস্থাতেও নিজের জন্য কিংবা অপরের জন্য যাহারা কখনও মিথ্যা কথা বলে না, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে গমন করে ॥ ১৯ ॥

যাহারা জীবিকার জন্য অথবা ধর্মের জন্য কিংবা স্বেচ্ছাচারিতা-বশতঃ কখনও অনৃত কথা বলে না, সেই মনুষ্যগণই স্বর্গগামী হয় ॥ ২০

যাহারা স্নিগ্ধ, মধুর, বাধারহিত, পাপহীন ও আগন্তুনস্বাধ-রূপে বাক্য প্রয়োগ করে, সেই মানুষেরাই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ২১

যাহারা পরুষতা করে না, কখনও কাহাকেও কটোর, কটু (উত্তেজক) ও নিষ্ঠুরতাপূর্ণ বাক্য বলে না, সেই সজ্জন পুরুষগণ স্বর্গে গমন করে ॥ ২২

যাহারা দুই বন্ধুর মধ্যে বন্ধুত্বভেদকারী পরুষতাপূর্ণ ভাষা বলে না, সত্য ও মিত্রতাপূর্ণ বাক্য বলে, সেই মানুষেরা স্বর্গে গমন করে ॥ ২৩

যে সব মানুষ অন্যকে ভীত করা বলা এবং অপরের সহিত দ্রোহ করা পরিত্যাগ করে, সকল প্রাণীর প্রতি সমান ভাব রাখে ও জিতেন্দ্রিয় হয়, সেই সব মানুষই স্বর্গে গমন করে ॥ ২৪

শঠপ্রলাপাদ্ বিরতা বিরুদ্ধপরিবর্জকাঃ।
সৌম্যপ্রলাপিনো নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ২৪
ন কোপাদ্ ব্যাহরন্তে যে বাচং হৃদয়দারণীম্।
সাধ্বং বদন্তি ক্রুদ্ধাঽপি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ২৬
এষ বাগ্‌ভিতো দেবি ধর্মঃ সেব্যঃ সদা নরৈঃ।
শুভাঃ সত্যগুণা নিত্যং বর্জনীয়ো মৃষা বুধৈঃ ॥ ২৭

উমোবাচ।

মনসা বধ্যতে যেন কর্মণা পুরুষঃ সদা
তন্মে ব্রূহি মহাভাগ দেবদেব পিনাকধৃক্ ॥ ২৮

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

মানসেনেহ ধর্মেণ সংযুক্তাঃ পুরুষাঃ সদা
স্বর্গং গচ্ছন্তি কল্যাণি তন্মে কীর্তয়তঃ শৃণু ॥ ২৯
দুষ্প্রণীতেন মনসা দুষ্প্রণীতকৃতা কৃতিঃ।
মনো যস্যাতি যেনেহ শৃণু বাক্যং শুভাননে ॥ ৩০

অন্যেষাং বিভবে ক্ষুব্ধা পরস্বং দৃষ্ট্বতে যদা
মনসাপি ন হিংসন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩১
গ্রামে গৃহে বা যে ত্যক্ত্বা পাত্রকাং বিজনে স্থিতম্।
নাভিনন্দন্তি বৈ নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩২
তথৈব পরদারান্ যে কামমুক্তান্ রহোগতান্।
মনসাপি ন হিংসন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৩
শত্রৌ মিত্রে চ যে নিত্যং তুল্যেন মনসা নরাঃ।
ভজন্তি মৈত্রাঃ সমদা তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৪
শ্রুতবন্তো দয়াবন্তঃ শুচয়ঃ সত্যসঙ্গরাঃ।
দৈবতৈঃ পরিসন্তুষ্টাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৫
অদ্বৈষ্টা যে ভূতরাসা মৈত্রীচিত্তরতাঃ সদা।
সর্বভূতদয়াবন্তস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৬
শ্রদ্ধাবন্তো দয়াবন্তস্তোষাচ্ছোষাচ্ছুভপ্রিয়াঃ।
ধর্ম্যাধর্মবিদো নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৭

যাহাদের মুখ হইতে কখনও পরুষতাপূর্ণ কথা নির্গত হয় না, যাহারা বিদ্বেষ কথা বলা পরিহার করে এবং সদা সৌম্য (অপ্রিয়সূচক) বাক্যই বলে, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গগামী হয়। ২৪

যাহারা ক্রোধবশতঃ হৃদয়বিদীর্ণকারী বাক্য বলে না এবং ক্রুদ্ধ হইলেও সাধুতাপূর্ণ বাক্যই বলিয়া থাকে, সেই সব মানুষই স্বর্গে গমন করে। ২৬

দেবি! এই বাক্যসম্বন্ধিত ধর্ম কথিত হইল। মনুষ্যগণের সর্বদা এই ধর্মের সেবা করা উচিত। বিদ্বান্‌গণের কর্তব্য হইল—তাহারা সদা শুভ ও সত্য কথাই বলিবে এবং মিথ্যাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া দিবে (এই বাক্য-সম্বন্ধিত ধর্ম নিষ্ঠাসহকারে আচরণ করিলে পরমাত্মপদ লাভ হয়)। ২৭

উমাদেবী বলিলেন,—মহাভাগ! পিনাকধারী দেবদেব! যে মানসিক ধর্মের দ্বারা সকল মানুষ সদা বন্ধনগ্রস্ত হয়, তাহা আমাকে বলুন। ২৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—কল্যাণি! যে সব মানুষ সদা মানস ধর্মের দ্বারা যুক্ত থাকে অর্থাৎ মনের দ্বারা ধর্মেরই চিন্তা ও আচরণ করে, তাহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। আমি এবিষয়ে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ২৯

দুর্মতি! মানুষের মনে যদি দুর্বিচার আসে, তবে তাহার কার্যও দুর্নীতিপূর্ণ ও দূষিত হইয়া যায়, যাহার দ্বারা মন বন্ধন-গ্রস্ত হয়। এবিষয়ে আমার যাহা শ্রবণ কর। ৩০

যখন অন্যের ধন-ঐশ্বর্য দেখিয়া পতিত হয়া যায়, সেই সময়েও উহার গ্রহণেচ্ছায় যাহারা তাহার জন্য মনে মনেও কাহারও হিংসা করে না, সেই সব মানুষ স্বর্গগামী হয়। ৩১

গ্রামে বা গৃহে নির্জন স্থানে স্থিত অন্যের জনকে কখনও সম্ভাষণ করে না, সেই মনুষ্যগণই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। ৩২

এইভাবে যাহারা নির্জন স্থানে প্রাপ্ত কামাসক্ত পরস্ত্রীগণকে মনেও যাহাতে তাহাদের সহিত অন্যায় করিবার বিচার করে না, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গগামী হয়। ৩৩

যে সব মনুষ্য সকলের প্রতি মৈত্রীভাব রাখিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয় এবং শত্রু ও মিত্রকেও সদা সমানভাবে গ্রহণ করে, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। ৩৪

যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ, দয়ালু, পবিত্র, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ধীর মনেই সন্তুষ্ট থাকে, সেই সব মানুষই স্বর্গে গমন করে। ৩৫

যাহাদের মনে কাহারও প্রতি দ্বেষী ভাব নাই, যাহারা আত্মসন্তুষ্ট, মৈত্রীভাবে পূর্ণহৃদয় এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতিই সদা দয়াপরায়ণ, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গে গমন করে। ৩৬

যাহারা শ্রদ্ধালু, দয়ালু, শুদ্ধ অন্তরিত্র এবং ধর্ম ও অধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গগামী হয়। ৩৭

শুভানামশুভানাঞ্চ কর্মণাং ফলসঞ্চয়ে
বিপাকজ্ঞান্ত্ব যে দেবি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৮
জারোপেতা গুরোপেতা দেবর্ষিভপরাঃ সদা।
সমুত্থানমনুপ্রাপ্তাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৯
শুভৈঃ কর্মফলৈর্দেবি মর্ত্যেতে পরিকীর্তিতাঃ।
স্বর্গদ্বারপরা ভূত্বা কিং ত্বং জ্ঞাতুমিহেচ্ছসি ॥ ৪০

উমোবাচ।

মহান্ যে সংশয়ঃ কশ্চিন্মত্যান্ প্রতি মহেশ্বর।
তস্মাৎ ত্বা নৈপুণেনাহং মম ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪১
কেনাঙ্গুলভতে দীর্ঘং কমলা পুরুষং প্রভো
তপসা বাপি দেবেশ কেনাঙ্গুলভতে মহৎ ॥ ৪২
কীদৃশাস্তু খলু ভবতি কর্মণা ভুবি মানবাঃ
বিপাকং কর্মণাং দেব বক্তুমর্হস্যবিশঙ্কিত ॥ ৪৩
অপরে চ মহাভাগা মন্দভাগ্যাস্তথাপরে।
অকুলীনাস্তথা চান্যে কুলীনাশ্চ তথাপরে ॥ ৪৪
দুঃখাঃ কেচিদ্ভবন্তি নরাঃ কাষ্ঠময়া ইব
প্রিয়দর্শাস্তথা চান্যে দর্শনাদেব মানবাঃ ॥ ৪৫
দুষ্প্রজ্ঞাঃ কেচিদ্ভবন্তি কেচিদ্ভবন্তি পণ্ডিতাঃ।
মহাপ্রজ্ঞাস্তথৈবান্যে জ্ঞানবিজ্ঞানতাবিদঃ ॥ ৪৬
অল্পাবাবাস্তথা কেচিন্মহাবাবাস্তথাপরে
বৃণুষ্বৈতে পুরুষা দেব তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

হন্ত তেঽহং প্রবক্ষ্যামি দেবি কর্মফলোদয়ম্
মর্ত্যলোকে নরঃ সদ্যো যেন ফলমনুভবতে ॥ ৪৮
প্রাণাতিপাতে যো রৌদ্রো দণ্ডহস্তোদ্যতঃ সদা
নিত্যবুদ্ধতশস্ত্রশ্চ ভবতি কৃতকর্মণাং নরঃ ॥ ৪৯
নির্দয়ঃ সর্বভূতানাং নিত্যমুদ্বেজকশ্চ যঃ।
অপি কীটপিপীলানামবলানাং শুনির্ঘৃণঃ ॥ ৫০

দেবি! যাহারা শুভ ও অশুভ কর্মসমূহের ফলসঞ্চয় বিষয়ে পরিণামের জ্ঞাতা, সেই সব মানুষ স্বর্গে গমন করে ॥৩৮

যাহারা জ্ঞানোপায়ন, গুরুবান্, দেবতা ও দ্বিজগণের ভক্ত এবং উত্থান (উদ্যম) প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ৩৯

দেবি! যাহারা শুভ কর্মফলসমূহের ফলের দ্বারা স্বর্গপথে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের বর্ণনা আমি এই স্থলে করিলাম। এখন তুমি আর কি শুনিতে বাসনা কর? ৪০

উমাদেবী বলিলেন,—মহেশ্বর! আমার মনুষ্যগণের সম্বন্ধে এক গভীর সংশয় রহিয়াছে সেইহেতু আপনি নৈপুণ্যের সহিত তাহা আমার নিকট পরিষ্কার করিয়া বলুন ॥ ৪১

প্রভো! মানুষ কোন্ কর্মের দ্বারা দীর্ঘায়ু লাভ করে? দেবেশ! কোন্ তপস্যার দ্বারাই বা মানুষ লীন আয়ু প্রাপ্ত হয়? ৪২

অনিন্দনীয় মহাদেব! এই ভূতলে কোন্ কর্মের দ্বারা মানুষের আয়ু ক্ষীণ হইয়া যায়? আপনি আমাকে কর্মসমূহের বিপাক (পরিণাম) বলুন ॥ ৪৩

এ জগতে কিছু মানুষ মহাসৌভাগ্যশালী হয়, আবার অন্য বহু মানুষ মন্দভাগ্য হয়। কিছু মানুষ নিম্নিত কুলে উৎপন্ন হয়, আবার অন্য বহু মানুষ উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪৪

কিছু মানুষ দুর্ভগাগ্রস্ত হইয়া কাষ্ঠময় (জড়বৎ) প্রতীত হয়, আবার অন্য একদল মানুষ আছে, তাহাদের দেখিলেই মন প্রসন্ন হইয়া যায়, তাহাদের দেখিতেও ভাল লাগে ॥ ৪৫

কিছু মানুষ দুর্বুদ্ধি বলিয়া প্রতীত হয়, কিছু মানুষ পণ্ডিত বলিয়া মনে হয় এবং অন্য বহু মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন মহাপ্রাজ্ঞ বলিয়া প্রতীত হয় ॥ ৪৬

দেব! কিছু মানুষ সাধারণ ও অল্প বাধাগ্রস্ত হয় এবং অন্য বহু মানুষ আবার মহাবাধা-সমূহে পরিবৃত হইয়া থাকে। এইরূপ যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিষম অবস্থায় পতিত মনুষ্যগণকে দেখা যায়, তাহাদের এই বিষমতার কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! এখন আমি প্রজ্ঞাজ্ঞানসহকারে তোমাকে এই কথা বলিব, কোন্ কর্মের ফলের উদয় কিভাবে হয় এবং মর্ত্যলোকের সকল মানুষ কিভাবে নিজ নিজ কৃত কর্মের ফল ভোগ করে ॥ ৪৮

দেবি! যে মানুষ অন্যের প্রাণহরণের জন্য হস্তে দণ্ড লইয়া সর্বদা তাহার বধ ধারণ করিয়া থাকে, যে মানুষ প্রতিদিন অস্ত্র উদ্যোলিত করিয়া তাহাদের প্রাণিগণকে হত্যা করিতে থাকে, যাহার অন্তরে তাহাদের প্রতি দয়া হয় না, যে মানুষ সমস্ত প্রাণীদিগকে সর্বদা উদ্বিগ্ন করে এবং যে অত্যন্ত ক্রূর স্বভাব কীট ও পিপীলিকাগণকেও মরণদান করে, এরূপ মানুষ ঘোর নরকে পতিত হয় ॥ ৪৯-৫০½

এবম্ভূতো নরো দেবি নিরয়ং প্রতিপদ্যতে
বিপরীতস্তু ধর্মাত্মা রূপবানভিজায়তে ॥ ৫১
পাপেন কর্মণা দেবি যন্মো হিংসাত্মভির্নরঃ।
অপ্রিয়ঃ সর্বভূতানাং হীনাঙ্গুত্বং প্রপদ্যতে ॥ ৫২
নিরয়ং যাতি হিংসাত্মা যাতি স্বর্গমহিংসকঃ
যাতনাং নিরয়ে রৌদ্রাং স কৃচ্ছ্রাং লভতে নরঃ ॥ ৫৩
যঃ কশ্চিন্নিরয়াৎ তস্মাৎ সমুত্তরতি কর্হিচিৎ।
মানুষ্যং লভতে চাপি হীনাঙ্গুত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৫৪
পাপেন কর্মণা দেবি যন্মো হিংসাত্মভির্নরঃ।
অপ্রিয়ঃ সর্বভূতানাং হীনাঙ্গুত্বং প্রপদ্যতে ॥ ৫৫
যস্তু শুক্লাভিজাতীয়ঃ প্রাণিঘাতবিবর্জকঃ।
নিক্ষিপ্তদণ্ডো নির্বৈরো ন হিংসতি কদাচন ॥ ৫৬

ন ঘাতয়তি নো হন্তি ন হন্যাদ্ন চানুমোদতে।
সর্বভূতেষু সত্ত্বেষু যথাঽঽত্মনি তথা পরে ॥ ৫৭
ঈদৃশঃ পুরুষোৎকর্ষো দেবি দেবত্বমশ্নুতে
উপপদ্যান্ সুখান্ ভোগানুপপাদ্যাতি মুদা যুতঃ ॥ ৫৮
অথ চেন্মানুষং লোকে কদাচিদুপপদ্যতে।
তত্র দীর্ঘায়ুরুৎপন্নঃ স নরঃ সুখমেধতে ॥ ৫৯
এষ দীর্ঘায়ুষাং মার্গঃ সুখ্যানাং সুখিনাম্।
প্রাণিহিংসাবিমোক্ষেণ ব্রহ্মণা সমুদীরিতঃ ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি উমামহেশ্বরসংবাদে
চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৪ ॥

যাহার স্বভাব ইতর বিনীত, সে ধর্মাত্মা ও রূপবান হয় দেবি! হিংসাপ্রিয় মানুষ নিজের পাপকর্মের জন্য অপর প্রাণিগণের যথা, সমস্ত প্রাণীরই অপ্রিয় এবং অঙ্গাদি হইয়া যায় ॥ ৫১-৫২

যাহার চিত্ত হিংসায় রত, সে নরকে গমন করে এবং যে তাহারও হিংসা করে না, সে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। নরকে পতিত মানুষ অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও ভয়ংকর যাতনা ভোগ করে ॥ ৫৩

যদি কখনও কোনও জীব সেই নরক হইতে মুক্তিলাভ করে, তবে সে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু সেখানে তাহার আয়ু অত্যন্ত অল্প হয় ॥ ৫৪

দেবি! পাপকর্মের দ্বারা যত হিংসাপরায়ণ মানুষ সমস্ত প্রাণিগণের অপ্রিয় হওয়ায় অঙ্গাদি হইয়া যায় ॥ ৫৫

ইহার বিপরীত যে মানুষ শুভ কুলে উৎপন্ন হইয়া জীবহিংসা পরিত্যাগ করে, যে অস্ত্র ও দণ্ড ত্যাগ করিয়া রহিয়াছে, যাহার দ্বারা কখনও কাহারও হিংসা হয় না, যে আঘাত করে না, আঘাত করিবার অনুমতি দেয় না এবং আঘাতকারীকে কখনও অনুমোদন করে না, যাহার মনে সকল প্রাণীর প্রতিই সেই বিজ্ঞান থাকে এবং যে নিজেরই তুল্য অন্য প্রাণিগণকেও দয়াদৃষ্টিতে দর্শন করে, দেবি! এরূপ শ্রেষ্ঠ মানুষ দেহত্যাগের পর ও দেবলোকে আনন্দ সহকারে অতি উৎকৃষ্ট ভোগসমূহ অনুভব করে ॥ ৫৬-৫৮

অথবা যদি কোনও সময়ে সে মনুষ্য-লোকে জন্মগ্রহণ করে, তবে সেই মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করে ও সুখী হয় ॥ ৫৯

ইহাই সংকর্মের অনুষ্ঠানকারী, সদাচারী ও দীর্ঘজীবী মনুষ্যগণের লক্ষণ। সমস্ত প্রাণিগণের হিংসা পরিত্যাগকারী ব্রহ্মা এই পথের উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে উমা-মহেশ্বরসংবাদবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(স্বর্গ-নরকপ্রদানাম্ উত্তরাধ্যয়কূলে তপ্রাপ্তিকারকাণাঞ্চ কর্মণাং বর্ণনম্।)

উমোবাচ

কিংশীলঃ কিংসমাচারঃ পুরুষঃ কৈশ্চ কর্মভিঃ।
স্বর্গং সমভিপদ্যেত তন্মে ব্রূহি যথা ।। ১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

দাতা ব্রাহ্মণসংকর্তা দীনার্তকৃপণাদিষু
ভক্ষ্যভোজ্যান্নপানানাং বাসসাঞ্চ প্রদায়কঃ ।। ২

প্রতিগ্রহান্ সতাঃ কৃপান্ প্রপাঃ পুষ্করিণীস্তথা
নৈত্যকানি চ সর্বাণি ভিন্নিচ্ছন্নমহীব চ ।। ৩

আসনং শয়নং যানং গৃহং বস্ত্রং ধনং তথা।
তস্য তাতানি সর্বাণি গাঃ ক্ষেত্রাণ্যথ যোষিতঃ ।। ৪

পুত্রস্তীতনয়া নিত্যাঃ যঃ প্রযচ্ছতি মানবঃ
এবম্ভূতো নরো দেবি দেবলোকেঽভিজায়তে ।। ৫

তত্রোষ্ণ সুচিরং কালং ভুক্ত্বা ভোগাননুত্তমান্
সহাপ্সরোভির্মুদিতো রমতে নন্দনাদিষু ।। ৬

তস্মাৎ স্বর্গাচ্যুতো লোকান্ মানুষেষু প্রজায়তে।
মহাভোগকুলে দেবি ধনধান্যসমন্বিতে ।। ৭

তত্র কামগুণৈঃ সর্বৈঃ সমুপেতো মৃদা যুতঃ।
মহাভোগো মহাকোশো ধনী ভবতি মানবঃ ।। ৮

এতে দেবি মহাভাগাঃ প্রাণিনো দানশীলিনঃ।
ব্রাহ্মণা বৈ পুরা প্রোক্তাঃ সর্ব্বস্য প্রিয়দর্শনাঃ ।। ৯

অপরে মানবা দেবি প্রদানকৃপণা দ্বিজৈঃ।
যাচিতা ন প্রযচ্ছন্তি বিদ্যমানেঽপ্যবৃদ্ধয়ঃ ।। ১০

দীনান্ধকৃপণান্ দৃষ্ট্বা ভিক্ষুকানতিদীনপি।
যাচ্যমানা নিবর্তন্তে ভিন্নালোড্যসমন্বিতাঃ ।।১১

ন ধনানি ন বাসাংসি ন ভোগান্ ন চ কাঞ্চনম্।
ন গাবো নাপ্যবিকৃতিং প্রযচ্ছন্তি কদাচন ।। ১২

অপ্রবৃত্তাস্তু যে লুব্ধা নাস্তিকা দানবর্জিতাঃ।
এবম্ভূতা নরা দেবি নিরয়ং যান্ত্যবৃদ্ধয়ঃ ।।১৩

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[স্বর্গ ও নরকপ্রদ এবং উত্তর ও অধর কূলে তত্ত্ব প্রাপ্তিকারক কর্মসমূহের বর্ণন।]

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! মানুষ কিরূপ স্বভাব, কিরূপ সদাচার ও কোন্ কর্মসমূহের দ্বারা অথবা কোন্ দানের দ্বারা স্বর্গে গমন করে? ১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে মানুষ ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করে ও নানাবিধ বস্তু দান করে, দীন, দুঃখী ও অতিথিগণকে ভক্ষ্য, ভোজ্য, অন্ন-পান এবং বস্ত্র প্রদান করে, যান করিবার স্থান, বর্ণশালা, কূপ, প্রপা (পানীয়শালা) ও পুষ্করিণী নির্মাণ করে, দানগ্রহণকারী ব্যক্তিগণের ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিয়া নিত্য দান যোগ্য বস্তুসমূহ দান করে, সমস্ত নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, আসন, শয্যা, যান, গৃহ, বস্ত্র, ধন, ধান্য, গো, ক্ষেত্র ও কন্যাগণকে প্রসন্নতা পূর্ব্বক দান করে, দেবি! এরূপ মানুষ দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে। ১-৫

সেখানে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়া উত্তম ভোগসমূহ ভোগ করিতে করিতে নন্দনাদি বনকূলে অপ্সরাগণের সহিত সে আনন্দিতচিত্তে রমণ করে। ৬

দেবি! তাহাদের সেই স্বর্গলোক হইতে চ্যুত হইয়া সে মর্ত্যলোকে আসিলে পর মনুষ্যজাতির মধ্যে মহাভোগসমৃদ্ধ কূলে জন্মগ্রহণ করে এবং ধন-ধান্যসম্পন্ন হয়। ৭

মানব-জোনিতে সে সমস্ত কমনীয় গুণে সম্পন্ন হয় এবং সানন্দে বাস করে। তাহার নিকট প্রচুর ভোগসামগ্রী সঞ্চিত থাকে। তাহার কোনও ধনভাণ্ডার বিশাল হয়। সেই মানুষ এইভাবে জন্মলাভ করে। ৮

দেবি! এই দানশীল প্রাণীরাই এরূপ মহাভোগসম্পন্নী হয়। পুরাকালে ব্রহ্মা ইহাদের এইভাবেই পরিচয় দিয়াছেন। তাহা মনুষ্যগণ সকলেরই দৃষ্টিতে প্রিয় হয়। ৯

দেবি! অন্য বহু মানুষ দানপ্রদানে কৃপণতা করে। এই সব মন্দবুদ্ধি মানুষ ব্রাহ্মণগণ প্রার্থনা করিলে পর নিজেদের নিকট ধন থাকিলেও তাহাদিগকে কিছুই দেয় না। ১০

তাহারা দীন, অন্ধ, কৃপণ, ভিক্ষুক ও অতিদিনগণকে দেখিয়াই দূরে সরিয়া যায়। এই সব ব্যক্তিগণ যাচ্ঞা করিলেও ভিক্ষার সোলুপতায় অন্ন তাহাদিগকে অর্পণ করে না। ১১

তাহারা না ধন, না বস্ত্র, না ভোগ, না সুবর্ণ, না গো, না অন্ন হইতে উৎপন্ন নানাবিধ খাদ্য বস্তু দান করে।১২

দেবি! এইরূপ অকর্ম্মণ্য, দোষী, নাস্তিক ও দানধর্ম্মবর্জিত বুদ্ধিহীন মনুষ্যগণ নরকে পতিত হয়। ১৩

তে বৈ মনুষ্যতাং যান্তি যদা কালস্য পর্যয়াৎ
ধনরিক্তে কুলে জন্ম লভন্তে পল্লবৃত্তয়ঃ ॥১৪

ক্ষুৎপিপাসাপরীতাশ্চ সর্বলোকবহিষ্কৃতাঃ
নিরাশাঃ সর্বভোগেভ্যো জীবন্তঃ পর্ণভক্ষিকাঃ ॥ ১৫

অন্নভোগকুলে জাতা অন্নভোগরতা নরাঃ
অনেন কর্মণা দেবি ভবন্ত্যধনিনো নরাঃ ॥ ১৬

অপয়ে ভক্তিনো নিত্যং মানিনঃ পাপতো ভৃতাঃ
আসনার্হাস্য যে পীঠং ন প্রযচ্ছন্ত্যাত্তেজসঃ ॥ ১৭

মার্গার্হস্য চ যে মার্গং ন যচ্ছন্ত্যাত্মবুদ্ধয়ঃ ॥
পাদ্যার্হস্য চ যে পাদ্যং ন দদন্ত্যাত্মবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৮

অর্ঘ্যার্হান্ ন চ সৎকারৈরর্চন্তি যথাবিধি
অর্ঘ্যমাচমনীয়ং বা ন যচ্ছন্ত্যাত্মবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৯

গুরুং চাতিথয়ং প্রেম্না গুরুত্বম্ন বৃত্তয়ে
অভিমানপ্রবৃত্তেন লোভেন সমবস্থিতাঃ ॥ ২০

সম্মানার্হাংস্তথাবমন্যে বৃত্তান্ পরিভবন্তি চ
এবংবিধা নরা দেবি সর্বে নিরয়গামিনঃ ॥ ২১

তে বৈ যদি নরাস্তস্মান্নিরয়াত্তত্তরন্তি বৈ
সর্বপুণ্যৈস্ততো জন্ম লভন্তে কুৎসিতে কুলে ॥ ২২

খপাক-পুল্কসাদীনাং কুৎসিতানামতেজসাম্ ।
কুলেষু তেষু জায়ন্তে গুরুমূত্রাপভাষিনঃ ॥ ২৩

ন তুষ্টা ন চ মানী যো দেবতা-দ্বিজপূজকঃ
লোকপূজ্যো নরস্তস্মাৎ প্রশ্রিতো মৃদুরুচ্যতে ॥ ২৪

সর্ববর্ণপ্রিয়করঃ সর্বকৃত্তহিতঃ সদা
অদ্বেষ্টা মৃদুমুখঃ শ্লক্ষ্ণঃ স্নিগ্ধবাণীপ্রদঃ সদা ॥ ২৫

আগতৈর্নৈব সর্বৈস্তু কৃতানাবহিরেকঃ
যথার্হসৎক্রিয়াপূর্বমচ্যন্তে বান্ধবাস্তথা ॥ ২৬

মার্গার্হায় দদন্মার্গং গুরু গুরুবদর্চনম্
অভিথিপ্রবরব্রতমথাত্মাগতপূজকঃ ॥ ২৭

ব্রাহ্মণ আগমন করিলে পর যাঁহাকে পূজা করে না যাঁহাকে গুরুর ন্যায় মান করিতে ইচ্ছুক হয় না, অভিমান এবং লোভের বশীভূত হইয়া তাহার সম্মানীয় মনুষ্যগণকে অপমান ও বৃথা পুরস্কারাদি তিরস্কার করে। হে দেবি! এইরূপ আচরণকারী সকল মানুষই নরকগামী হয়। ২০-২১

যদি যদি অতিক্রান্ত হইবার পর যখন তাহারা নরক হইতে মুক্তি পায় তখন তাহারা চণ্ডাল ও পুল্কসাদি নিম্নিত এবং মৃত মনুষ্যগণের মূত্রনিক্ত কুলে জন্মগ্রহণ করে। তখনও ও বৃথা পুরস্কারকারী এই সব অধম মানুষ চণ্ডালাদিগের এই নিম্নিতকুলে উৎপন্ন হয়। ২২-২৩

দেবি! যে না দৈবজ্ঞ, না অতিথিসেবী এবং যে দেবতা ও দ্বিজগণের পূজা করে, সংসারের সকল মানুষ ইহাকে পূজা বলিয়া মনে করে, যে জ্যেষ্ঠগণকে নমস্কার করে, বিনয়ী, মধুরভাষী, সকল বর্ণের মানুষেরই প্রিয়, সমস্ত প্রাণিবর্গের হিতকারী, যাহার অন্যায়ও সহিত দেখা যায়, যাহার মুখ প্রসন্ন ও স্বভাব কোমল, যে সর্বদা স্নিগ্ধসম্ভাষণযুক্ত দেখিবামাত্র কথা বলে, কোনও প্রাণীকে হিংসা করে না, সকলকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া পূজা করে, যে পথপ্রদান করিবার যোগ্য ব্যক্তিকে পথপ্রদান করে, গুরুকে গুরুর ন্যায় মান করে, অতিথিদিগকে আমন্ত্রিত করিয়া তাহাদের সেবায় নিরত থাকে এবং ঘরে আগত অতিথিদিগকে

যদি কালের বিপর্যয়বশতঃ এই সব মনুষ্যই মানুষ পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহারা নির্ধন কুলেই উৎপন্ন হয়। ১৪

সেখানে উহারা সদা ক্ষুধা ও পিপাসায় কষ্ট পাইতে থাকে। সকল লোক তাহাদের সমাজ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেয়। তাহারা সর্বপ্রকার ভোগ হইতে নিরাশ হইয়া পাতাহারের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ১৫

হে দেবি! এই পাপকর্মসমূহই মনুষ্যগণ অন্নভোগসম্পন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করে, অন্নভোগই ভোগ করে এবং সদা নির্ধন হইয়া থাকে। ১৬

ইহা ব্যতীতও অন্য এরূপ বহু মানুষ আছে, যাহারা সদা গর্ব ও অভিমানে পূর্ণ থাকে এবং পাপে রত থাকে। এইসব অল্পবুদ্ধি মূর্খ মানুষ আসনদানের যোগ্য পূজ্য পুরুষকে বসিবার কোনও পীঠ (পীঠা বা চৌকী) পর্যন্ত দেয় না। ১৭

এইসব বুদ্ধিহীন অথবা মন্দবুদ্ধি মানুষ পথদানের যোগ্য পুরুষকে রাহাদার পথ দেয় না এবং পাদ্য অর্পণ করিবার যোগ্য পূজনীয় মানুষকে পাদ্য (পাদ ধৌত করিবার জল) ও প্রদান করে না। ১৮

কেবল উহারা নহে, উহারা অর্ঘ্যদানের যোগ্য মাননীয় ব্যক্তিগণকে নানাবিধ সৎকারের দ্বারা বিধি অনুসারে পূজা করে না অথবা এই মূর্খতা তাহাদিগকে অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রদান করে না। ১৯

এবমুক্তো নরো দেবি স্বর্গতিঃ প্রতিপদ্যতে ।
ভক্তো মানুষতাঃ প্রাপ্য বিশিষ্টকুলজো ভবেৎ । ১৮
তত্রাসৌ বিপুলৈর্ভোগৈঃ সর্বত্রসমাবৃতঃ ।
যথার্হদাতা চার্তেষু ধর্মচর্যাপরো ভবেৎ । ১৯
সম্মতঃ সর্বভূতানাং সর্বলোকনমস্কৃতঃ
স্বকর্মফলমাপ্নোতি স্বয়মেব নরঃ সদা । ৩০
উদারকুলজাতীয় উদারাভিজনঃ সদা ।
এষ ধর্মো ময়া প্রোক্তো বিধাত্রা স্বয়মীরিতঃ । ৩১
যস্তু রৌদ্রসমাচারঃ সর্বসত্ত্বভয়ঙ্করঃ ।
তস্যাভ্যাং যদি বা পদ্ভ্যাং বদ্ধ্বা দণ্ডেন বা পুনঃ । ৩২
লোষ্টৈঃ ভক্তৈরপূর্বৈর্বা ভক্তুং ন যাবতি শোভনে ।
হিংসার্থা নিকৃতিপ্রজ্ঞঃ প্রোদ্বেজয়তি চৈব হ । ৩৩
উপক্রামতি ভক্তুং চ উদ্বেজনকরঃ সদা ।
এবংশীলসমাচারো নিরয়ং প্রতিপদ্যতে । ৩৪
স বৈ মনুষ্যতাং গচ্ছেদ্ যদি কালস্য পর্যায়াৎ ।

যদ্যবাবাবপরিক্লিষ্টো ভাগ্যভো জায়তে নরঃ । ৩৫
লোকদ্বেষ্যোঽধমঃ পুংসাং স্বয়ং কর্মফলৈঃ কৃতৈঃ ।
এষ দেবি মনুষ্যেষু বোদ্ধব্যো জাতিবন্ধুষু । ৩৬
অপরঃ সর্বভূতানি দয়াবানুপপদ্যতি ।
মৈত্রদৃষ্টিঃ শিতৃদয়ো নির্বৈরো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ । ৩৭
রোদ্বেজয়তি ভূতানি ন বিশ্বাসয়তে তথা ।
যস্তপাদৈঃ ক্ষুদ্রিয়ৈর্বিশ্বাস্তঃ সর্বজন্তুষু । ৩৮
ন বজ্ঞ্যা ন চ দণ্ডেন ন লোকৈর্নাধুনেন চ ।
উদ্বেজয়তি ভূতানি প্রক্তকর্মা দয়াপরঃ । ৩৯
এবংশীলসমাচারঃ স্বর্গে সমুপজায়তে ।
তত্রাসৌ ভবনে দিব্যে মুদা বসতি দেববৎ । ৪০
স চেৎ কর্মক্ষয়াদ্ভূয়ো মনুষ্যেষুপজায়তে ।
অল্পাবাধো নিরাতঙ্কঃ স জাতঃ সুখমেধতে । ৪১
সুখভাগী নিরায়াসো নিরুদ্বেগঃ সদা নরঃ ।
এষ দেবি সতাং মার্গো যাত্রা যত্র ন বিদ্যতে । ৪২

পূজা করে, এরূপ মানুষ স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। তাহার পর যানযোনিতে আসিয়া বিশিষ্ট বংশে উৎপন্ন হয়। ১৭-১৮

সেই স্থলে সে বিপুল ভোগসমূহে সর্বপ্রকার রত্নসম্ভারে যুক্ত হইয়া সুখোপযোগী ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য দান করে এবং যথাস্থানে তৎপর থাকে। ১৯

সেখানে সকল প্রাণীই তাহাকে সম্মান করে এবং সকল মানুষই তাহাকে নমস্কার করে। এইভাবে সেই মানুষ নিজের কর্মফলসমূহের ফল লাভ করিয়াই ভোগ করে। ৩০

ধর্মাত্মা মানুষ সদা উচ্চ কুল, উচ্চ জাতি ও উচ্চ স্থানে জন্মলাভ করে। সাক্ষাৎ ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত এই ধর্ম আমি বর্ণনা করিলাম। ৩১

শোভনে! যে মানুষের আচরণ ক্রূরতায় পূর্ণ, যে সকল প্রাণীরই ভয়কর, যে হস্ত, পদ, দণ্ড, লোষ্ট্র (মাটির ঢিল) দ্বারা প্রহার করিয়া, শূলে বধ করিয়া এবং অস্ত্রের দ্বারা জীবজন্তুদিগকে পীড়াদান করে, ক্ষুদ্র-কর্তব্যে নিপুণ হইয়া হিংসায় রত সেই জীবগণের মধ্যে উদ্বেগজনক হইয়া সেই সব জন্তুদিগের উপর আক্রমণ করে, এরূপ স্বভাব ও আচরণসম্পন্ন মানুষ নরকে পতিত হয়। ৩২-৩৪

যদি কালের বিপর্যয়ে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে আসে, তবে বহুবিধ বাধাবিঘ্নের দ্বারা ক্লেশকর অবস্থাতে জন্মগ্রহণ করে। ৩৫

দেবি! এরূপ মানুষ নিজেরই কৃত কর্মফলের ফলভাগের মনুষ্যগণের মধ্যে এবং জ্ঞাতিবন্ধুবর্গের মধ্যে নীচ বলিয়া পরিগণিত হয় ও সকল মানুষই তাহাকে ঘৃণা করে। ৩৬

ইহার বিপরীত যে মানুষ সকল প্রাণীর প্রতি দয়াবৃষ্টি রাখে, সকলের প্রতি মিত্রভাবসম্পন্ন হয়, সকলের উপর পিতার ন্যায় স্নেহ করে, কাহারও সহিত শত্রুতা করে না, ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া রাখে, যে কখনও প্রকৃতিকে নিজের অধীনে রাখিয়া কোনও জীবকে উদ্বিগ্ন করে না এবং প্রহার করে না, যাহার উপর সকল প্রাণী বিশ্বাস করে, যে হত্যা, দণ্ড ও অস্ত্রসমূহের দ্বারা প্রাণিগণকে কষ্ট দেয় না, যাহার কর্ম কোমল ও নির্দোষ হয় এবং সর্বদা দয়াপরায়ণ, এরূপ স্বভাব ও আচরণসম্পন্ন মানুষ স্বর্গলোকে গিয়া দেবভাবন করে এবং সেখানে দিব্য ভবনে দেবতাদিগের ন্যায় আনন্দসহকারে বাস করে। ৩৭-৪০

তাহাদের ভোগের পুণ্যকর্ম ক্ষীণ হইয়া গেলে যদি সে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহার উপর বাধা-বিপত্তি অল্পই আসে এবং নির্ভয় হইয়া সুখে উন্নতি লাভ করে। সুখভাগী হইয়া সে আয়াস ও উদ্বেগরহিত জীবনযাপন করিয়া থাকে। দেবি! ইহাই হইল সৎপুরুষগণের মার্গ, যেখানে কোনরূপ বাধাবিঘ্ন থাকে না। ৪১-৪২

উমোবাচ।

ইমে মনুষ্যা দৃশ্যন্তে উদাপোহবিশারদাঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ প্রজ্ঞাবন্তোঽর্থকোবিদাঃ ॥ ৪০
দুষ্প্রজ্ঞাস্তাপরে দেব জ্ঞানবিজ্ঞানবর্জিতাঃ।
কেন কর্মবিশেষেণ প্রজ্ঞাবান্ পুরুষো ভবেৎ ॥ ৪৪
অল্পপ্রজ্ঞো বিরূপাক্ষ কথং ভবতি মানবঃ
এতন্মে সংশয়ং ছিন্ধি সর্বধর্মবিদাং বর ॥ ৪৫
জ্ঞাত্যাস্তাপরে দেব রোগার্তাস্তাপরে তথা।
নরাঃ ক্লীবাস্তু দৃশ্যন্তে কারণং ব্রূহি তত্র বৈ ॥ ৪৬

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষঃ সিদ্ধান্ বর্ষীয়সস্তথা।
পরিপৃচ্ছন্ত্যুইরহঃ কুশলাঃ কুশলং তথা ॥ ৪৭
বর্জয়ন্তোঽশুভং কর্ম সেবমানাঃ শুভং তথা।
লভন্তে স্বর্গতিং নিত্যমিহলোকে তথা সুখম্ ॥ ৪৮
স চেন্মানুষতাং যাতি মেধাবী তত্র জায়তে।
প্রজ্ঞা প্রজ্ঞাগুণং যস্য কল্যাণমুপজায়তে ॥ ৪৯

পরদারেষু যে চাপি চক্ষুশ্চাপলং প্রযুঞ্জতে
তেন দুষ্টস্বভাবেন ভ্রাম্যন্তেঽত্র ভবন্তি তে ॥ ৫০
মনসা তু প্রদুষ্টেন নরাঃ পশ্যন্তি যে স্ত্রিয়ম্
রোগার্তাস্তে ভবন্ত্যত্র নরা দুষ্কৃতকারিণঃ ॥ ৫১
যে তু মূঢ়া দুরাচারা বিযোনৌ মৈথুনং রতাঃ।
পুরুষেষু নৃশংসাশ্চ ক্লীবত্বমুপযান্তি তে ॥ ৫২
পশূংশ্চ যে ঘাতয়ন্তি যে চৈব শুষ্কবল্লরাঃ।
প্রকীর্ণমৈথুনা যে চ ক্লীবা জায়ন্তি তে নরাঃ ॥ ৫৩

উমোবাচ।

সাবদ্যং কিন্তু বৈ কর্ম নিরবদ্যং ত্বথৈব চ
জ্ঞেয়ং কুর্মহবাম্যেতি মানবো দেবসত্তম ॥ ৫৪

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শ্রেয়াংসো মার্গমন্বিচ্ছন্ সদা যঃ পৃচ্ছতি দ্বিজান্।
বর্ষীয়সীং বুদ্ধিমাস্থায় স স্বর্গং সমুপাশ্নুতে ॥ ৫৫
যদি মানুষতাং দেবি কদাচিৎ স নিগচ্ছতি
মেধাবী ধারণাযুক্তঃ প্রাপ্নুয়াদ্ভাতিকাং গতিম্ ॥ ৫৬

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! এই মনুষ্যগণের মধ্যে কিছু মানুষ যাহা-প্রতিপাদনের জ্ঞান বিজ্ঞানসম্পন্ন, বুদ্ধিমান্ ও অর্থনিপুণ হয়—ইহা দেখা যায় ॥ ৩৩

দেব! আবার অন্য কিছু মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানশূন্য ও দুর্বুদ্ধি হইতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় মানুষ কোন্ বিশেষ কর্ম করিলে বুদ্ধিমান্ হইয়া থাকে? ৩৪

বিরূপাক্ষ! মানুষ কেন মন্দবুদ্ধি হয়? সমস্ত ধর্মজ্ঞাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাদেব! আপনি আমার এই সংশয় নিরাকরণ করুন ॥ ৩৫

দেব! কিছু মানুষ অন্ধ, কিছু মানুষ রোগপীড়িত এবং অন্য বহু মানুষ আবার নপুংসক হয়। ইহারই বা কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন ॥ ৩৬

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে মানুষ মহাজনগণ সিদ্ধ, বেদজ্ঞ ও বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণগণকে প্রতিদিন তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করে এবং অশুভ কর্ম ত্যাগ করিয়া শুভ কর্মের সেবা করে, সেই মানুষই পরলোকে স্বর্গ ও ইহলোকে সদা সুখলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৭-৪৮

এরূপ আচরণপরায়ণ মানুষ যদি স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তবে সে মেধাবী হয়। পাছে তাহার বুদ্ধির অবনতি ঘটে, অতএব সে সদা কল্যাণভাগী হইয়া থাকে ॥ ৪৯

যাহারা পরস্ত্রীগণের প্রতি সদা রোষপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহারা এই দুষ্ট স্বভাবের জন্য পরজন্মে ভ্রান্তচিত্ত হইয়া যায়। ৫০

যাহারা দূষিত মনে কোন নারীর প্রতি কুদৃষ্টিপাত করে, সেই পাপকর্মকারী মনুষ্যগণ ইহলোকে রোগপীড়িত হইয়া থাকে ॥ ৫১

যে সব দুরাচারী দুর্বুদ্ধি ও মূর্খ মানুষ পশু প্রকৃতির যোনিতে মৈথুন করে, তাহারা পরজন্মে পুরুষগণের মধ্যে নপুংসক হয় ॥ ৫২

যাহারা পশুদিগকে হত্যা করায়, যাহারা শুষ্ক লতাদির বন্ধন করে এবং কর্মফলের জাতির স্ত্রীগণের সহিত সহবাস করে, সেই সব মানুষও নপুংসক হয় ॥ ৫৩

উমাদেবী বলিলেন,—দেবশ্রেষ্ঠ! কোন্ কর্ম সাবদ্য ও কোন্ কর্ম নিরবদ্য? মানুষ কিরূপ কর্ম করিয়া কল্যাণভাগী হয়? ৫৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—যে মানুষ শ্রেষ্ঠ পথ লাভ করিবার বাসনায় সজাগ ব্রাহ্মণগণকে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, বর্ষীয়ের অন্বেষণ করে এবং সদ্‌গুরুসমূহের আকাঙ্ক্ষা করে, সেই মানুষই স্বর্গলোকে সুখভোগ করিয়া থাকে ॥ ৫৫

দেবি! এরূপ মানুষ যদি কখনও পরে মানবযোনি প্রাপ্ত

এষ দেবি সতাং ধর্মো মনুষ্যো বৃত্তিকারকঃ।
নৃণাং হিতার্থায় মহা ত্বয় বৈ সমুদাহৃতঃ। ৫৭

উমোবাচ।

অপরে ত্বল্পবিজ্ঞানা ধর্মাবধেষিণো নরাঃ
ব্রাহ্মণান্ যেংবিদুষো নেচ্ছন্তি পরিসর্পিতুম্। ৫৮
ব্রতবন্তো নরাঃ কেচিচ্ছ্রুতাধ্যয়নসম্ভাবণাঃ।
অব্রতা ভ্রষ্টনিয়মাস্তুষ্যন্তে ব্রাহ্মণোপমাঃ। ৫৯
যজ্ঞানশ্ন্ত যৈর্যজন্তে নির্হোমাশ্ন্ত তথাপরে
কেন কর্মবিপাকেন তদ্ব্রূহীচ বদস্ব মে। ৬০

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

আগমা লোকরক্ষার্থা: মর্য্যাদাঃ সর্বনিশ্রিতাঃ
প্রোক্ষাণ্যেবানুবর্ত্তন্তে দৃশ্যন্তে চ দৃঢ়ব্রতাঃ। ৬১
অপরে বহ্বমিত্রাস্তথৈ চ মোহবশং গতাঃ
অব্রতা নষ্টমর্য্যাস্তে প্রোক্তা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। ৬২

হয়, তবে সে দেহান্তে প্রায়শঃ দেবাদী এবং ব্রাহ্মণাভিজনের হইয়া থাকে। ৫৬

দেবি! ইহা সৎপুরুষগণের ধর্ম। ইহাকে কল্যাণকারী বলিয়া মনে করা উচিত। আমি মনুষ্যগণের হিতের জন্য তোমাকে এই ধর্মের উৎপত্তি কহিলাম। ৫৭

উমাদেবী বলিলেন, "ভগবন্! অন্ত এরূপ বহু মানুষ আছে, যাহারা অল্পবুদ্ধি হওয়ায় ধর্মকে দ্বেষ করে। যেমন ব্রাহ্মণগণের নিকট তাহারা যাইতে ইচ্ছা করে না। ৫৮

কিন্তু মানুষ ব্রতধারী, শ্রুতজ্ঞ ও অধ্যয়নশীল হয়, আবার অন্ত বহু মানুষ ব্রতহীন, নিয়মভ্রষ্ট ও ব্রাহ্মণতুল্য হইয়া থাকে। ৫৯

কত মানুষ যজ্ঞশীল হয়, আবার অন্ত বহু মানুষ হোম ও যজ্ঞকার্য্য পরিত্যাগী হয়। কোন্ কর্মবিপাকে মনুষ্যগণ এইরূপ পরস্পর বিরোধী অবস্থাদের হইয়া থাকে? ইহা আপনি আমার নিকট বর্ণনা করুন। ৬০

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! শাস্ত্র লোকরক্ষণমূলের সেই সব মর্য্যাদা স্থাপিত করেন, যে সব মর্য্যাদা সকলের হিতের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। যাহারা এই সব শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকেই দৃঢ়ব্রতসংজ্ঞায় অভিধান করিতে দেখা যায়। ৬১

যাহারা মোহের বশীভূত হইয়া অধর্মকে ধর্ম বলে, সেই ব্রতহীন মর্য্যাদাভঞ্জকারী পুরুষগণ ব্রহ্মরাক্ষস বলিয়া কথিত

তে চেৎ কালকৃতোদ্যোগাৎ সন্তবন্তীহ মানুষাঃ
নির্হোমা নির্বষট্কারাস্তে ভবন্তি নরাধমাঃ। ৬৩
এষ দেবি ময়া সর্বঃ সংশয়চ্ছেদনায় তে।
কুশলাকুশলো নৃণাং ব্যাখ্যাতো ধর্মসাগরঃ। ৬৪

অধিকঃ প্রথমঃ অধ্যায়ঃ।

[রাজধর্মবর্ণনম্]

(উমোবাচ

দেবদেব নমস্তভ্যং ত্রিদশ বৃষভধ্বজ
ভ্রুতা মে ভগবন্ সর্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর। ১
সাগৃহীতং ময়া তচ্চ তব বাক্যমনুত্তমম্
ইদানীমস্তি সন্দেহো মানুষেষিহ কশ্চন। ২
তুলাপ্রাণগিরঃকায়ো রাজারমিতি দৃশ্যতে
কেন কর্মবিপাকেন সর্বপ্রাণ্যভয়ঈশ্বরঃ। ৩

হয়। ৬২

সেই সব মানুষ যদি কালের বিপাকবশে পুনরায় এই সংসারে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহারা হোম ও যজ্ঞকারহীন এবং নরাধম হইয়া থাকে। ৬৩

দেবি! ইহা ধর্মের সাগর, ধর্মাচারণের হিত ও পাপাচারণের অহিত। আমি তোমার সন্দেহ নিরাকরণের জন্য এই সব বিষয় বিস্তার সহকারে তোমাকে বলিলাম। ৬৪

অধিক প্রথম অধ্যায়।

[রাজধর্ম বর্ণন।]

(উমাদেবী বলিলেন,—হে দেবদেব! ত্রিলোচন! বৃষভধ্বজ! ভগবন্ মহেশ্বর! আপনার কৃপায় আমি পূর্বোক্ত সকল বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। ১

এই সব শ্রবণ করিয়া আমি আপনার সেই সর্বোত্তম উপদেশ বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিয়াছি। এই সবের মহত্ত্বগণের বিষয়ে এক সন্দেহ এখন হইয়া গিয়াছে, ইহার সমাধান আবশ্যক। ২

মহত্ত্বগণের মধ্যে এই যে 'রাজা' বলিয়া দেখা যায়, তাহারও প্রাণ, বস্তুর ও দেহের সবই অন্য মহত্ত্বগণেরই সমান; তথাপি কোন্ কর্মের ফলে সে সকলের মধ্যে প্রধান পদ পাইবার অধিকারী হইয়াছে? ৩

স চাপি শুভয়ন্ যজ্ঞান্ বিবিধানাপ্তদক্ষিণান্। ৪
প্রেত্যভাবে কথং লোকাল্লভতে পুণ্যকর্মণাম্।
রাজবৃত্তমহং তস্মাচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি ভারত।

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শৃণুষ্বং তে প্রবক্ষ্যামি রাজধর্মান্ সুতানন। ৫
রাজাভক্ত হি যৎ সর্বং লোকবৃত্তং সুতাশুভম্।
মহত্তপশ্চরো দেবি কলং রাজ্যমিতি স্মৃতম্। ৬
অরাজকে পুরা হ্যাসীৎ প্রজানাং সকুলং মহৎ
অন্যোন্যভক্ষণাৎ সর্বং মনুঃ রাজ্যে ন্যবেশয়ৎ। ৭
তদাপ্রভৃতি সন্দৃষ্টঃ রাজ্যং বৃত্তং শুভাশুভম্।
তত্রে শৃণু বরারোহে তস্য পন্থাং সুগর্হিতম্। ৮
যথা প্রেত্য লভেৎ স্বর্গং যথা বীর্যং যশস্তথা
পিত্র্যং বা ভূতপূর্বং বা বয়স্যংপাত্ত বা পুনঃ। ৯
রাজাবমন্যমানস্তু বিবিধৈঃ ভোক্তুমর্হতি। ১০

এই রাজা নানাপ্রকার যজ্ঞসমূহে দক্ষ দান করে ও তাহাদিগকে তৃপ্ত করে। সে মৃত্যুর পর কেন পুণ্যাত্মাগণের লোকপ্রাপ্ত হয়? জানত আমি রাজার আচার-ব্যবহার শুনিতে বাসনা করি। ৪।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—বুদ্ধি এখন আমি তোমাকে রাজ ধর্মের কথা বলিব, কারণ, জগতের সমস্ত শুভাশুভ আচার ব্যবহার রাজারই অধীন দেখি। রাজাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যার ফল বলিয়া অভিহিত করা হয়। ৫-৬

পুরাকালের কথা, সর্ব্বত্র অরাজকতা বিদ্যমান ছিল তাহার ফলে প্রজাগণের উপর মহাসঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রজাদিগের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া ব্রহ্মা মনুকে রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। ৭

তৎকাল হইতেই রাজাদের শুভাশুভ বৃত্তান্ত দেখা যায়। বরারোহে! রাজার যে আচরণ জগতের পক্ষে বিশেষ ও লাভদায়ক হয়, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৮

যে ব্যবহারের জন্য রাজা মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর। তাহার মধ্যে যেরূপ পরাক্রম ও যেরূপ যশ থাকা বাঞ্ছনীয়, তাহাও শ্রবণ কর। পৈতৃক রাজ্য অথবা তাহাদের পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত রাজ্য কিংবা স্বয়ংই পরাক্রমের দ্বারা প্রাপ্ত রাজ্য রাজা যত্নের আশ্রয় করিয়া বিধিপূর্ব্বক উপভোগ করিবে। ৯-১০

আত্মানমেব প্রথমং বিনয়েনোপপাদয়েৎ
অনুভূত্যান্ প্রজাঃ পশ্চাদাত্মানং বিনয়ক্রমঃ। ১১
স্বামিনং চোপসাং কৃত্বা প্রজাস্তত্ত্ব তুতাকাঙ্ক্ষয়া
স্বয়ং বিনয়সম্পন্না ভবন্তীহ শুভেক্ষণে। ১২
তস্মাৎ পূর্ব্বতরং রাজা বিনয়ত্তেব যৈ প্রজাঃ
অপরাধ্যো ভবেৎ তাসাং যথোদন্তানবেক্ষণাৎ। ১৩
বিদ্যাভ্যাসৈর্ব্রতৈশ্চৈরাত্মানং বিনয়ং নয়েৎ
বিদ্যা হ্যর্থফলিনী তস্যিন্ বৃদ্ধসাক্ষিতা। ১৪
ইন্দ্রিয়াণাং তথা দেবি অত ঊর্দ্ধং নিবোধত।
অজয়ে মহান্ দোষো রাজানং বিনিপাতয়েৎ। ১৫
সঙ্কল্প স্বরণে কৃত্বা তত্ত্বজ্ঞান পঞ্চ লোচনে।
ষড়ুৎসর্জ্জা যথাযোগং জ্ঞানেন বিনয়েন চ। ১৬
শাস্ত্রেষ্বকুণ্ঠপরো কৃত্বা তত্ত্বান্ সমাহরেৎ। ১৭

প্রথমে রাজা নিজেকে নিজেই বিনয়সম্পন্ন অর্থাৎ বিনীত করিবে। তাহার পর সেবক এবং প্রজাগণকে বিনয়ের শিক্ষা দিবে ইহাই হইল বিনয়ের ক্রম। ১১

শুভলোচনে! রাজাকেই আদর্শরূপে মানিয়া তাহার আচরণ শিক্ষা করিয়ার জন্য প্রজারা স্বয়ংও এরূপভাবে বিনয়সম্পন্ন হয়। ১২

যে রাজা স্বয়ং বিনয়শিক্ষা লাভের পূর্ব্বে প্রজাগণকে বিনয় শিক্ষা দেয়, সেই রাজা নিজের দোষের দিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় সকলের উপহাসের পাত্র হয়। ১৩

বিদ্যার অভ্যাস ও বৃদ্ধ গুরুগণের সঙ্গ করিয়া রাজা নিজেকে নিজে 'বিনয়ী করিবে। বিদ্যা ধন ও অর্থরূপ ফল প্রদান করে যাহারা এই বিদ্যাকে জানে, তাহাদিগকেই বৃদ্ধ বলা হয়। ১৪

দেবি! ইহার পর রাজার ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা উচিত—এই কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিতে না পারিলে যে গুরুতর দোষ হয়, তাহাই রাজাকে অধঃপাতিত করিয়া থাকে। ১৫

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিজের বশীভূত করিয়া তাহাদের রূপ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও রস—এই পঞ্চ বিষয় শুদ্ধ করিয়া দিবে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা আবশ্যক বস্তু করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য—এই ছয় দোষকে পরিত্যাগ করিবে। শাস্ত্রীয় যু

বৃদ্ধশ্রুতবৃদ্ধোপসেবাভ্যুপপত্তিভিঃ পরীক্ষিতান্।
অমাত্যানুপধাতীতান্ সাপসর্পান্ জিতেন্দ্রিয়ান্ ॥ ১৮
যোজয়েত যথাযোগং যথার্হং যেষু কর্মসু ॥ ১৯
অমাত্যা বুদ্ধিসম্পন্না রাষ্ট্রং যস্যানুপ্রিয়ম্।
ধ্রুবমর্থা ধ্রুবশ্রেষ্ঠাঃ কোশঃ কৃৎস্নঃ ধৃতঃ ॥ ২০
অনুরক্তং বলং সাম্নাভেদৈঃ ভিন্নমেব চ
এতাঃ প্রকৃতয়ঃ যেষু স্বামী বিনয়তত্ত্ববিৎ ॥ ২১
প্রজানাং রক্ষণার্থায় সর্বমেতদ্ বিনির্মিতম্
আপ্তিঃ ক্ষয়পরাভ্যাং কৃষ্যাল্লোকহিতং নৃণাং ॥ ২২
আত্মরক্ষা নরেন্দ্রস্য প্রজারক্ষার্থমিষ্যতে
তস্মাৎ সততমাত্মানং সারক্ষেদপ্রমাদবান্ ॥ ২৩
ভোজনাচ্ছাদনস্নানাদ্ যদিনিত্য-মবাপদি
নিত্যং স্ত্রীশপসংযোগাদ্ রক্ষেদাত্মানমাত্মবান্ ॥ ২৪

শ্বেতাশ্চৈব পরেতাংশ্চ শত্রূনপি বিশাম্পতি।
সততং পুত্রবদ্রেতো রক্ষেদাত্মানমাত্মবান্ ॥ ২৫
সর্বেভ্য এব স্থানেভ্যো রক্ষেদাত্মানমাত্মবান্
প্রজানাং রক্ষণার্থায় প্রজাহিতকরো ভবেৎ ॥ ২৬
প্রজাকার্যাণি তু তৎকার্যাণি প্রজাসৌখ্যাং তু তৎসুখম্
প্রজাপ্রিয়ঃ প্রিয়া তস্য আত্মনি তু প্রজাহিতম্ ॥ ২৭
প্রজার্থং তস্য সর্বস্বমাত্মার্থং ন বিধীয়তে ॥ ২৮
প্রকৃতীনাং হি রক্ষার্থং রাগ-দ্বেষৌ বুধস্য চ।
উভয়োঃ পক্ষয়োর্যাদং জ্ঞাত্বা চৈব যথাতত্ত্বম্ ॥ ২৯
তমর্থং বিমৃশেদ্ বুদ্ধ্যা যন্নমাত্তত্ত্বদর্শনাৎ ॥ ৩০
তত্ত্ববিদ্ভিস্তু বহুভিঃ সহাসীনো নরোত্তমৈঃ
কর্তব্যমপরাধঞ্চ দেশ-কালৌ নয়ানয়ৌ ॥ ৩১
আত্মা সহায়ঃ যথাসাত্ত্বং তত্ত্বতো দণ্ডঃ নয়েষু চ ॥৩২
এবং কুর্বন্ হি তেষু ধর্মং পক্ষপাতবিবর্জনাৎ ॥ ৩৩

অবলম্বন করত ছাদশবার্ষিক ব্রতের দ্বারা সেবকগণকে সাধন করিবে। ১৬-১৭

যাহারা সদাচার, শাস্ত্রজ্ঞান ও উত্তম কুলসম্ভব, যাহাদের সততা ও নৈপুণ্য পরীক্ষা করা হইয়াছে, যাহারা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, যাহাদের সহিত বহু অপসর্প (গুপ্তচর) আছে এবং যাহারা জিতেন্দ্রিয়—এরূপ অমাত্যগণকে যোগ্যতানুসারে নিজ কর্মসমূহে যথাযথভাবে নিযুক্ত করিবে। ১৮-১৯

১। বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী, ২। বহু ঐশ্বর্যের দাতা, ৩। দুর্গের শ্রেষ্ঠ নগর বা দুর্গ, ৪। কঠিন সময়ে কার্যকারী কোষ, ৫। সদ্ব্যবহারের দ্বারা রাজার উপর অনুরক্ত সেনা, ৬। ভিন্নপ্রকৃতিহীন মিত্র এবং ৭। বিনয়তত্ত্ব সমেত অভিজ্ঞ রাজোর স্বামী—এই সপ্ত প্রকৃতি বলিয়া কথিত হয়। ২০-২১

প্রজাগণের রক্ষার জন্য এই সব অর্থাৎ এই সপ্ত প্রকৃতি নির্মিত হইয়াছে। রক্ষার হেতুভূত এই যে সপ্ত প্রকৃতি, ইহাদেরই সদুপায়ে রাজা লোকহিত সম্পাদন করে। ২২

রাজার প্রজাগণের রক্ষার জন্যই আত্মরক্ষা করা অভীষ্ট, অতএব রাজা সতত সাবধান হইয়া আত্মরক্ষা করিবে। ২৩

মনকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ রাজা ভোজন, আচ্ছাদন, স্নান, বহির্গমন এবং সদা স্ত্রীগণের সহিত সংযোগ—এই সব হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে। ২৪

রাজা মনকে সদা বশীভূত রাখিয়া স্বজনবর্গ, অন্য ব্যক্তিগণ, শত্রু, রিপু এবং স্ত্রী-পুত্র—ইহাদের দিক হইতেও নিয়তর নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিবে। ২৫

আত্মবান্ (মনস্বী) রাজা প্রজাগণের রক্ষার জন্য সকল স্থান হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে এবং সর্বদা প্রজাদের হিতকারী হইবে। ২৬

প্রজাগণের কার্যেই রাজার কার্য, প্রজাদের সুখেই তাঁহার সুখ, প্রজাগণের প্রিয়েই তাঁহার প্রিয় এবং প্রজাদের হিতেই তাঁহার নিজের হিত। প্রজাদের হিতের জন্যই তাঁহার সর্বস্ব, নিজের জন্য তাঁহার কিছুই নহে। ২৭-২৮

প্রকৃতিবর্গের রক্ষার জন্য রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া তাহাদের বিবাদের নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে উভয় পক্ষের যথার্থ বাক্য শ্রবণ করিবে। তারপর নিজের বুদ্ধির দ্বারা খরে সেই বিবাদের উপর তত্ত্বতঃ বিচার করিবে, যতক্ষণ না তাঁহার সে বিষয়ে যথার্থ সুস্পষ্ট জ্ঞান হয়। ২৯-৩০

তত্ত্বজ্ঞ বহু শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সহিত বসিয়া পরামর্শ করিবার পর অপরাধী, অপরাধ, দেশ, কাল, ন্যায় ও অন্যায়ের যথার্থ জ্ঞান লাভ করত রাজা শাস্ত্রানুসারে অপরাধী ব্যক্তিগণকে দণ্ডদান করিবে। ৩১-৩২

পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া এরূপ বিচারকারী রাজা ধর্মভাগী হন। প্রত্যক্ষ দেখিয়া, মনস্বীজন পুরুষগণের উপদেশ শুনিয়া অথবা যুক্তিযুক্ত অনুমান করিয়া রাজার সর্বদাই নিজের দেশের গুপ্তচর বৃত্তান্ত জানা প্রয়োজন। ৩৩-৩৪

প্রত্যক্ষাপ্তোপদেশাপ্যামনুমানেন বা পুনঃ
যোদ্ধব্যং সততং রাজ্ঞা দেশবৃত্তং শুভাশুভম্ ॥ ৩৪
চারৈঃ কর্মপ্রবৃত্তাশ্চ তত্ত্ব বিজ্ঞায় বিচারয়েৎ।
অশুভং নির্হরেৎ সদ্যো ভোষয়েচ্ছুভমাদদৎ ॥ ৩৫
গর্হ্যান্ বিগর্হয়েদেব পূজ্যান্ সম্পূজয়েৎ তথা।
দণ্ড্যাংশ্চ দণ্ডয়েদ্ দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৬
পক্ষাপেক্ষং সদা মন্ত্রং কুর্য্যাদ্ বুদ্ধির্দুর্নয়ৈঃ।
কুলবৃদ্ধজ্ঞতোপেতৈর্নিত্যং মন্ত্রপরো ভবেৎ ॥ ৩৭
কামকারেণ বৈমুখ্যৈর্নৈব মন্ত্রমনা ভবেৎ
রাজা রাষ্ট্রহিতাপেক্ষং সত্যধর্মাণি কারয়েৎ ॥ ৩৮
সর্বোদ্যোগাং স্তথা কুর্য্যাদ্ দুর্গাদিষু সদা নৃষু
দেশবৃদ্ধিকরান্ ভৃত্যানগ্রমানেন কারয়েৎ ॥৩৯
দেশক্ষয়করান্ সর্বানপ্রিয়ান্ বিসর্জয়েৎ
অহন্যহনি সম্পশ্যেদ্ দুর্জীবিসনং স্বয়ং ॥ ৪০

নৃষুঃ সুপ্রিয়ো ভূত্বা সদাপ্রযুক্তঃ সমাচরেৎ
অবধ্যং পরুষং ভীক্ষ্ণং বাক্যং বক্তুং ন চার্হতি ॥ ৪১
অবিধাস্তুং হি বক্তব্যং বক্তুং সংশ্ন চার্হতি
নরে নরে গুণান্ দোষান্ সদাপ্যবেক্ষিতুমর্হতি ॥ ৪২
বেক্ষিতং বৃণুয়াদ্ বৈদ্যান্ কুর্য্যাৎ ক্ষুদ্রসংবিদম্
পরেঙ্গিতজ্ঞো লোকেষু কৃত্বা সংসর্গমাচরেৎ ॥ ৪৩
স্বতন্ত্রং পরতন্ত্রেষু পরস্পরবয়াংসি।
অমাত্যমুখতশ্চান্ত স্থাঃ প্রজাঃ পালয়েন্নৃপঃ ॥ ৪৪
লুব্ধাঃ কঠোরাশ্চাপাস্যা মানবা দস্যুবৃত্তয়ঃ
নিগ্রাহ্যা এব তে রাজ্ঞা সংঘশঃ যতস্ততঃ ॥ ৪৫
কৃষাদান্ বিনয়েরেব ভৃত্যপ্রকৃতি যোজয়েৎ
ভোগমাত্মগুণোপেতঃ যৌবরাজ্যে যোজয়েৎ ॥ ৪৬
অবাপ্তজ্ঞা অপীমানি রাজ্ঞঃ ন স্যান্তি শ্রোত্রিয়ে
আত্মনোঽনুবিধানায় যৌবরাজ্যং সদেষ্যতে ॥ ৪৭

শুভাশুভদর্শনের দ্বারা এবং কার্যের প্রবৃত্তির দ্বারা দেশের শুভাশুভ বৃত্তান্ত জানিয়া রাজা তাহার উপর বিচার করিবে। তাহার পর তৎক্ষণাৎ অশুভ নিবারণ করিবে এবং নিজের শুভকার্য সম্পাদন করিবে। ৩৪

দেবি! রাজা নিন্দনীয় মনুষ্যগণের নিন্দা করিবে, পূজনীয় পূজ্যদিগের পূজা করিবে এবং দণ্ডনীয় অপরাধী মনুষ্যদের দণ্ডদান করিবে। এবিষয়ে কোনরূপ অন্যথা বিচার করিবে না। ৩৬

পক্ষ ব্যক্তির অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ পক্ষ মন্ত্রীর সহিত বসিয়া সদা রাজকার্য বিষয়ে গুপ্ত মন্ত্রণা করিবে। যাহারা বুদ্ধিমান্, কুলীন, সদাচারী ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদেরই সহিত রাজার সদা মন্ত্রণা করা উচিত। ৩৭

যাহারা ইঙ্গিতাকারে রাজকার্য হইতে বিমুখ হয়, এরূপ মনুষ্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিবার বিচার রাজা মনেও আনিবে না। রাজা রাজ্যের হিতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সত্য ধর্ম পালন করিবে এবং করাইবে। ৩৮

দুর্গ প্রভৃতি ও অন্যান্য মনুষ্যগণের রক্ষার জন্য রাজা সতত উদ্যোগ সদা নিজেই করিবে। রাজা দেশের উন্নতিকারী মনুষ্যগণকে সাবধানতার সহিত কার্যে নিযুক্ত করিবে এবং দেশের অবনতিকারক সমস্ত অপ্রিয়জনকে পরিত্যাগ করিয়া দিবে। যাহারা রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, এরূপ ব্যক্তিগণের দোষ-গুণ রাজা প্রতি দিন স্বয়ংই করিবে। ৩৯-৪০

রাজা প্রসন্নবদন ও সকলের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া মনুষ্যগণকে জীবিকা দান করিবে এবং তাহাদের সহিত উত্তম ব্যবহার করিবে। কাহাকেও পরুষ, কঠোর ও তীক্ষ্ণ বাক্য বলা রাজার কখনই উচিত নয়। ৪১

সংপুরুষগণের মতো রাজা কখনও এরূপ কথা বলিবে না, যাহা বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির গুণ ও দোষ-সকল তাহার সর্বতোভাবে জানা আবশ্যক। ৪২

নিজের চেষ্টাকে রাজা বৈদ্যগণকারে গোপন করিয়া রাখিবে। ক্ষুদ্র বুদ্ধির প্রবর্তন করিবে না অথবা মনে ক্ষুদ্র বিচার আনিবে না। অন্য ব্যক্তিগণের চেষ্টাকে ভালভাবে জানিয়া রাজা তাহাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করিবে। ৪৩

রাজা নিজের গুণ হইতে, অন্যের গুণ হইতে, পরস্পরের গুণ হইতে এবং অমাত্যগণ গুণ হইতে সতত ভীত প্রজাগণকে সুরক্ষিত রাখিবে। ৪৪

যাহারা লোভী, কঠোর ও দস্যুবৃত্তিপরায়ণ, তাহাদিগকে যে কোন স্থান হইতে ধরিয়া রাজা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিবে অথবা তাহাদের কঠোর শাস্তি দান করিবে। ৪৫

রাজকুমারগণকে ভৃত্য হইতেই বিনীত করিবে। তাহাদের মধ্যে যে নিজের অনুরূপ গুণসম্পন্ন হইবে, তাহাকেই যুবরাজ পদে নিযুক্ত করিবে। ৪৬

শ্রোত্রিয়ে এরূপও রাজা যাহাতে রাজা থাকে না সেইরূপ নিজের পরেই রাজা হইবার জন্য এক পুত্রকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত রাখা আবশ্যক। ৪৭

কুলীনানাঞ্চ বৈদ্যানাং শ্রোত্রিয়াণাং তপস্বিনাম্
অন্যেষাং বৃত্তিযুক্তানাং বিশেষঃ কর্তুমর্হতি ॥৪৮
আত্মার্থং রাজ্যতন্ত্রার্থং কোশার্থঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ৪৯
চতুর্থং বিভজেৎ কোশং ধর্মতন্ত্রাভিবৃদ্ধয়ে।
আপদর্থঞ্চ নীতিজ্ঞো দেশকালবশেন তু ॥৫০
অন্যাংশ্চ ব্যাধিতান্ বৃদ্ধান্ স্বদেশে পোষয়েন্নৃপঃ ॥৫১
সন্ধিঞ্চ বিগ্রহং চৈব তদ্বিশেষাংশ্চ তত্ত্বতঃ
যথাবৎ সংবিধত্তৈষ বৃত্তিপূর্বং সমাচরেৎ ॥ ৫২
সর্বেষাং সন্ধিপ্রিয়ো দৃষ্ট্বা মণ্ডলং সততং চরেৎ।
তত্তেষ্বপি চ ভাগ্যেষু ন চৈকান্তং সমাচরেৎ ॥৫৩
স্বতন্ত্রং পরতন্ত্রঞ্চৈব বাসনানি বিমৃশ্য সঃ।
পরেণ ধার্মিকান্ যোগান্ নাচরেদ্ বেষলোভতঃ ॥ ৫৪
রক্ষ্যাশ্চ বৈ প্রজাবর্গাঃ ক্ষত্রধর্মস্তু রক্ষণম্
কুরুষ্বৈনং শীক্ষিতাস্ত্বাং প্রজাঃ সর্বত্র পালয়েৎ ॥ ৫৫
বাসনেভ্যো বলং রক্ষেদ্বহতো বাহতোঽপি বা
প্রায়শো বর্জয়েদ্ বৃদ্ধং প্রাণস্তত্রকারণাৎ ॥ ৫৬

কুলীন পুরুষ, বৈদ্য, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, তপস্বী মুনি এবং বৃত্তিযুক্ত অন্য পুরুষগণকে রাজা বিশেষ সংস্কার করিবে। নিজের জন্য, রাজ্যের হিতের জন্য ও কোশসঞ্চয়ের জন্য রাজার এরূপ করা অবশ্য প্রয়োজন। ৪৮-৪৯

নীতিজ্ঞ রাজা নিজের কোষকে চারিভাগে বিভক্ত করিবে —ধর্মের জন্য, পোষ্যবর্গের পোষণের জন্য, নিজের জন্য এবং দেশ-কালবশে সম্ভাব্য বিপদ্ নিবারণের জন্য। ৫০

রাজা নিজের দেশের মধ্যে রাজারা অন্ধ, রোগী ও বৃদ্ধ, ইহাদের সকলকে যত্নের পোষণ করিবে। সন্ধি, বিগ্রহ ও অন্যান্য নীতিসকল বুদ্ধিপূর্বক ভালরূপে বিচার করিয়া প্রয়োগ করিবে। ৫১-৫২

রাজা সকলের প্রিয় হইয়া সদা নিজের মণ্ডলমধ্যে (দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে) বিচরণ করিবে। সকল শুভকার্যেই রাজা একাকী কিছুই করিবে না। ৫৩

নিজের ও অন্যের সম্বন্ধের সম্ভাবনা বিচার করিয়া যেন বা লোভবশতঃ নেই রাজা ধার্মিক পুরুষগণের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবে না। ৫৪

প্রজার রক্ষা হইল ক্ষত্রিয়ত্ব এবং ক্ষত্রিয় রাজার রক্ষা হইল প্রজা রক্ষা; অতএব তুমি রাজগণের দ্বারা শীক্ষিত প্রজাদিগকে রাজা সর্বত্র রক্ষা করিবে। ৫৫

বিধির বলে হউক দৈবদুর্বিপাকেই রক্ষা করিবে, নীতির দ্বারা অথবা ব্যসনের যখন করিয়া প্রায়শঃ যুদ্ধকে বর্জন করিবে। সৈন্য

কারণাদেব যোদ্ধব্যং নান্যথা পরদোষতঃ।
সমুদ্যতে প্রাণমোক্ষে তত্র ধর্ম্যাং উদ্যতঃ ॥ ৫৭
অভিযুক্তো বলবতা দুর্বলো রাজপার্থিবঃ নৃপঃ।
অনুনীয় তথা সর্বান্ প্রজানার্থ বিনিষ্কারয়েৎ ॥ ৫৮
এষ দেবি সমাসেন রাজধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৫৯
এবং সংবর্তমানস্য যত্নবান্ ভব সংসদি প্রজাঃ।
নিষ্কল্মষমবাপ্নোতি পরলোকমিমাংস্তথা ॥৬০
এবং সংবর্তমানস্য কালযোগো যদা ভবেৎ।
স্বর্গলোকে তদা রাজা ত্রিদশৈঃ সহ মোদতে ॥ ৬১
ইত্যাধিকে প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥

অধিকঃ দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

[যোধাগণের ধর্মবর্ণনম্, রণ-যজ্ঞে প্রাণোৎসর্গকারিণাং বীরাণাং মাহাত্ম্যকথনঞ্চ।]

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

অথ যজ্ঞ সমারম্ভযুক্তঃ স্যাৎ পার্থিবৈর্নরৈঃ ॥ ১

ও প্রজারক্ষণের ইতর উদ্দেশ্যে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। ৫৬

অনিবার্য কারণ উপস্থিত হইলেই যুদ্ধ করা কর্তব্য, নিজের, কিম্বা পরের দোষ হইতে নহে। উভয় পক্ষে প্রাণবিসর্জন করা বীর যোদ্ধার পক্ষে ধর্মপ্রাপ্তিকারক হইয়া থাকে। ৫৭

দোষক্ত বলবান্ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পর রাজা নেই বিপদ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার উপায় স্থির করিবে। প্রজাগণের হিতের জন্য সমস্ত বিরোধী ব্যক্তিগণকে অনুনয়-বিনয়ের দ্বারা অনুকূলে আনিবে। দেবি! এই সংক্ষেপে রাজধর্ম কথিত হইল। ৫৮-৫৯

এইরূপ আচরণকারী রাজা প্রজাদিগকে রক্ষণ ও তর্পণ করিয়া যাইলেও তাহার সহিত মিলিত পরলোকের ভাগ পাপ হইতে মিলিত থাকিয়া পুণ্যপ্রাপ্ত হয়। ৬০

এরূপ আচরণকারীর রাজার যখন মৃত্যু হয়, তখনই নেই রাজা স্বর্গলোকে গমন করিয়া দেবতাগণের সহিত আনন্দভোগ করে। ৬১

অধিক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিক দ্বিতীয় অধ্যায়।

[যোধাগণের ধর্মবর্ণন এবং রণযজ্ঞে প্রাণোৎসর্গকারী বীর-যুদ্ধের মাহাত্ম্যকথন।]

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—রাজা নানাবিধ ভোগ, বস্ত্র ও আভরণ দান করিয়া যে মহত্তমগণকে নিজের সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান

ভোগানাং সাধিতাগ্নেশ বস্ত্রাভরণভূষণৈঃ।
সহভোজনসম্বন্ধৈঃ সংকারৈর্বিবিধৈরপি ॥১
সহায়কালে সম্প্রাপ্তে সংগ্রামে শস্ত্রসঙ্কুলে ॥ ৩
হন্যমানেষ্বনীকেষু শূরেষু ত্বনিবর্তিষু।
পৃষ্ঠং দত্ত্বা চ যে তস্য নায়কস্য নরাধমাঃ ॥ ৪
অনার্যতা নিরর্থন্তে নায়কে চাপানীয়তি।
তে দুষ্কৃতং প্রপদ্যন্তে নায়কস্যাবিসঃ নরাঃ ॥ ৫
যচ্চাপি সুকৃতং তেষাং মুঞ্জতে তেন নায়কঃ ॥ ৬
অহিংসা পরমো ধর্ম ইতি যেঽপি নরা বিদুঃ।
সংগ্রামেষু ন মুঞ্চন্তে ভৃত্যাস্তৈস্ত্যাজ্যতে পতঃ ॥ ৭
নায়কা যান্তি তে ঘোরং তস্মাৎপিতাপহারিণঃ ॥ ৮
যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজ্য প্রবিশেদ্ভয়তাবৃতঃ।
সংগ্রামমগ্নিপ্রতিমং পতঙ্গ ইব নির্ভয়ঃ ॥ ৯
স্বর্গমাবিশতে ভাক্তা যোধস্তু গতিনিশ্চয়ম্ ॥ ১০

তবে এবং তাহাদের সহিত ভোজন করিয়া যদিই সময় স্থাপিত করে এবং নানা প্রকার সংকর্মসমূহের দ্বারা তাহাদের সন্তোষ বিধান করে, এরূপ যোদ্ধাদিগের উচিত হইল—যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সব সহায়তায় তত্ত্ব তাহারা সেই সময় অস্ত্র ধারণ করিবে। ১-৩

যখন ঘোর সংগ্রামে বীর যোদ্ধারা পরস্পর পরস্পরকে বধ করে এবং নিহত হয়, সেই সময়ে যে নরাধম সৈন্যরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত সেনাপতির ইজ্জা না থাকিলেও এবং আজ্ঞা না হইলেও যুদ্ধ হইতে বিমুখ হয়, তাহারা সেনাপতির সমস্ত পাপকে নিজেরাই গ্রহণ করে ও সেই রণজয়কারী সৈন্যদের যে পুণ্য থাকে তাহা সেনাপতি প্রাপ্ত হয়। ৪-৬

অহিংসা পরম ধর্ম ইহা যে সব মানুষ জানে, তাহারাও যদি রাজার সেবক হয়, তাহার নিকট হইতে অন্ন-পোষাকের সুবিধা এবং ভোজন প্রাপ্ত হয়, এরূপ অবস্থাতেও সেই সব মানুষ যদি নিজেদের পতি অনুসারে সংগ্রামে যুদ্ধ না করে, তবে ঘোর নরকে পতিত হয়; কারণ, তাহারা স্বামীর (রাজার) অন্নের অপহরণকারী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ৭-৮

যে ব্যক্তি নিজের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পতঙ্গকুলা নির্ভয় হইয়া যেমন অগ্নি উদ্যোগন পূর্বক অগ্নিতে নিপতন বিনাশকারী সংগ্রামে প্রবেশ করে এবং যোদ্ধার প্রাপ্য নিশ্চিত গতির কথা জানিয়া উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। ৯-১০

শস্ত্রং বা নায়কং যচ্চেদ্ভিত্বোরে রণাঙ্গনে
ত্রাসসম্বিগ্নসৈন্যানি সিংহো মৃগগণানিব ॥১১
আহিতা ইব যজ্ঞাগ্নে দুনিরীক্ষ্যা রণাজিরে ॥১২
নির্দহেয়ো যস্তু সংগ্রামে প্রতপন্ত্র দ্বারাবুধঃ।
যজতে স তু পূজ্যাত্মা সংগ্রামেণ মহাক্রতুম্ ॥ ১৩
যদ্যং কৃত্তাজিনং তস্য সন্তস্কাণ্ড যদূ যুতম্
যথো যেদিন্ধ্যো বৃণঃ কৃণাশ্চ যবসাস্রয়ঃ ॥১৪
মাংসো দর্শপূর্ণমাসস্রুক্তোত্রায়ঃ পুতাঃ।
প্রতোদস্ত প্রবক্তস্য উপাধ্যায়ো হি সারথিঃ ॥ ১৫
ক্রুচ ভাণ্ড চাপি যং কিঞ্চিদ্ যজ্ঞোপকরণানি চ।
আয়ুধানস্ত তং সর্বং সমিধঃ সায়কাঃ পুতাঃ ॥ ১৬
খেদপ্রস্রব গাত্রেভ্যঃ ক্রৌঞ্চা উস্য যজ্ঞিয়ঃ।
পুরোডাশা নৃশীর্ষাণি ক্রবিঃ চাহুতিঃ পুতা ॥ ১৭
কৃণাস্তৈস চক্রুস্রো বসোর্ধারা বসা পুতাঃ ॥ ১৮

যে অন্যান্য ঘোর সমরক্ষেত্রে মৃগসমূহের সন্ত্রাসকারী সিংহসদৃশ শত্রু-সৈন্যদিগকে সন্ত্রাসিত করিতে করিতে নিজের নায়ককে রক্ষা বা সেবা করিতে থাকে। বলা হয়, যজ্ঞকালের পূর্বোক্ত ভাব রণক্ষেত্রে যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা শত্রুদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া যায় এবং যে সংগ্রামে অস্ত্র উত্তোলন করত নির্ভয়ে সহকারে প্রহার করে, সেই যোদ্ধা শুদ্ধচিত্ত হইয়া সেই যুদ্ধের দ্বারাই যেন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে। ১১-১৩

সেই সময় তাহার কৃষ্ণমৃগচর্ম, দণ্ড ও ভাণ্ডাদি, ঘৃত যেহি, ঘৃত দুগ্ধ এবং যবের ছাতুই বিহিত তৃণযবস হইয়া থাকে। যান, দর্শ ও অন্বারম্ভ এই তিনটি ইষ্টির অগ্নি, প্রতোদ (চাবুক) ত্রুবা, সারথি উপাধ্যায়, স্রুক্-ভাণ্ডাদি যাহা কিছু যজ্ঞের সামগ্রী, সেই সবের স্থানে সেই যোদ্ধার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গসকল পরিকল্পিত হইয়া থাকে। বাগ্যতমুখ সমিধ বলিয়া কথিত হয়। ১৪-১৬

সেই রণযজ্ঞী বীরের অঙ্গসকল হইতে যে ঘর্ম নির্গত হয়, তাহাই ঘৃত বলিয়া জানিতে হইবে। যজ্ঞসমূহের যজ্ঞ পুরোডাশ, ক্রবির আহুতি এবং কৃপীরসকলকে চরু বৃত্তিতে হইবে। বসামযুক্ত বসুধারা বলিয়া কথিত হয় এবং মাংসকণা ক্রতুসমূহ সেই যজ্ঞে বিঘ্ন জানিতে হইবে। মৃত যজমান, ঋত্বিগ্ ও অন্যজন তাহাদের ভোজন এবং অন্নপান। ১৭-১৯

ক্রব্যাদা ভূতসঙ্ঘাশ্চ তস্মিন্ যজ্ঞে দ্বিজাতয়ঃ।
তেষাং তদ্ভক্ষণীয়ানি হতা বৃদ্ধস্য ভাভিত ॥ ১৯
নিহতানাং তু যোধানাং বস্ত্রাভরণভূষণম্
দ্বিজাগ্র্যং সুবর্ণঞ্চ যদ্ যৎ বৈ যজ্ঞস্য দক্ষিণা ॥ ২০
যজ্ঞে হতস্তে দেবি গচ্ছন্তস্তগতো নরঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি রণেষ্বাজিমুখে হতঃ ॥ ২১
রথস্থস্যাপতো বাপি হয়পৃষ্ঠগতোঽপি বা।
হন্যতে যস্তু সংগ্রামে শত্রুলোকে মহীয়তে ॥ ২২
স্বর্গে হতাঃ প্রপূজ্যন্তে হতা ঘটেষু পূজ্যতে।
যাবেতৌ সুখমেধেতে হতা যশ্চৈব হন্যতে ॥ ২৩
তস্মাৎ সংগ্রামযাতস্য প্রহর্তব্যমভীতবৎ।
নির্জয়ো যস্তু সংগ্রামে প্রহরেদ্বহুভাবুধঃ ॥ ২৪
যথা নদীসহস্রাণি প্রবিষ্টানি মহোদধিম্।
তথা সর্বে ন সন্দেহো যজ্ঞা বসুহতা বরম্ ॥ ২৫

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ ধর্মো ন হন্তব্যঃ পাপিষ্ঠেন বিশেষতঃ ॥ ২৬
প্রজাঃ পালয়তে যত্র ধর্মেণ বসুধাধিপঃ।
ষট্‌কর্মনিরতা বিপ্রা যত্র পূজ্যন্তে পিতৃদৈবতৈঃ ॥ ২৭
নৈব তস্মিন্নরাবৃষ্টির্নৈব রোগা ন্যুপদ্রবাঃ।
বর্ধতে প্রজা সর্বাঃ স্বধর্মনিরতে নৃপে ॥ ২৮
এষ্টব্যঃ সততং দেবি বৃদ্ধাচারো নরাধিপঃ
দ্বিজভক্তশ্চৈব শত্রূণামপ্রহন্তা প্রতাপবান্ ॥ ২৯
ক্ষুদ্রাঃ পৃথিব্যাং বহবো রাজানো বহুবিনাশকাঃ।
তস্মাৎ প্রমাদং মুঞ্চোণি ন কুর্যাৎ পণ্ডিতো নৃপঃ ॥ ৩০
তেষু মিত্রেষু ত্যক্তেষু তথা মর্ত্যেষু হস্তিষু
বিদ্বদ্ভো নোপগন্তব্যঃ স্থানলাভেষু নিত্যশঃ ॥ ৩১
রাজ্ঞো বহুহতাদেবি কৃতা ভাবয়তে শকম।
যস্তু রাষ্ট্রহিতার্থায় গোব্রাহ্মণকৃতে তথা ॥ ৩২

নিহত যোদ্ধাদের যে বস্ত্র, আভরণ, রত্ন ও স্বর্ণ থাকে, সেই সমস্ত ভক্ষণ এই ব্রাহ্মণের প্রাপ্য। ১৯-২০

দেবি! যে ব্যক্তি সংগ্রামে শত্রুর পৃষ্ঠে বাণাঘাত সহ্য করিতে করিতে সম্মুখভাগে নিহত হয়, সে ব্রহ্মলোকে গমন করে ॥ ২১

রথের মধ্যে স্থিত অথবা অশ্বের পৃষ্ঠে স্থিত হইয়া যে বীর যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে নিহত হয়, সে ঐন্দ্রলোকে সসম্মানে বাস করে ॥ ২২

নিহত যোদ্ধাগণ স্বর্গে পূজিত হয়। জিত ব্যক্তিরা যোদ্ধা এই ভূলোকেই প্রশংসিত হইয়া থাকে। অতএব যুদ্ধে সেই দুই জনই সুখী হয়,—যে মরে এবং যে নিহত হয় ॥ ২৩

সেইহেতু সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হইয়া নির্ভয়ে শত্রুদের উপর অস্ত্র প্রহার করা উচিত। যে অস্ত্র উত্তোলন করত সংগ্রামে নির্ভয় হইয়া প্রহার করে, রণস্থানের মধ্যে যেই সেই বীরের নিশ্চয়ই সমস্ত বসুই সেইভাবে লাভ হইয়া থাকে, যেরূপ সহস্রাধিক নদী আসিয়া সমিলিত হয় ॥ ২৪-২৫

ধর্মই যদি হত হয়, তবে সেও নষ্টকারীকে বিনাশ করে এবং ধর্ম যদি সুরক্ষিত থাকে, তবে সে রক্ষকদের রক্ষা করে; অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষতঃ রাজার ধর্মকে নষ্ট করা উচিত নয় ॥ ২৬

যেখানে রাজা ধর্মানুসারে প্রজাগণকে পালন করে এবং যেখানে দ্বিজকুলের ও দেবতাগণের সহিত ষড়-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও দান-প্রতিগ্রহ—এই ছয় কর্মে নিরত ব্রাহ্মণসকল পূজিত হয়, সেই দেশে কখনও অনাবৃষ্টি হয় না, রোগ-সমূহের আক্রমণ হয় না এবং কোনপ্রকারেই কোনরূপ উপদ্রব আসে না। রাজা স্বধর্মপরায়ণ হইলেই সেই দেশের সমস্ত প্রজাই বর্ধমান হয় ॥ ২৭-২৮

দেবি! প্রজাগণের সর্বদা এরূপ রাজারই বাসনা করা উচিত, যে রাজা সদাচারী, দেবে সর্বস্থানে শ্রদ্ধার নিযুক্ত করিয়া শত্রুদের হিংসা জানিয়া থাকে, প্রমাদশূন্য এবং প্রতাপবান্ ॥ ২৯

মুঞ্জোর্ণি! পৃথিবীতে এরূপ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র (নীচ) রাজন্য আছে, যাহারা রাজ্যদের সর্বতোভাবে বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব বিদ্বান্ রাজা কখনও প্রমাদ করিবে না অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা সাবধানে থাকিবে ॥ ৩০

পূর্বে পরিত্যক্ত মিত্র, অন্যান্য বান্ধব ও হস্তিগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। প্রতিদিন স্থান ও ভোজন-পান বিষয়েও কাহাকেও পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিবে না ॥ ৩১

যে ব্যক্তি রাজ্যের হিতের জন্য, গো ও ব্রাহ্মণগণের উপকারের জন্য, কাহাকেও বধন মুক্ত করিবার জন্য এবং মিত্রগণের সহায়তার জন্য নিজের হস্তাত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি রাজার প্রিয় হয় ও নিজের কুলের উন্নতি সাধন করে ॥ ৩২-৩৩

বরারোহে! যদি কেহ সমস্ত বাসনা পূর্ণকারিণী ভাবযুক্ত এবং পর্বত ও বনসহ সমুদ্র পর্যন্ত লোকধারিণী পৃথিবীকে ধনে পরিপূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করে, তবে তাহার সেই দানও

যজ্ঞীয়প্রহার্য্য স্ত্রিয়াশ্চ প্রাণাস্ত্যজন্তি তৃতীয়ান্ ॥ ৩৩
সর্বকামদুঘাঃ বেনুং বরদাং লোকধারিণীম্
সমুদ্রান্তাং বরারোহে সশৈলবনকাননাম্ ॥৩৪
যস্মাদ্ দেবি বিভাতিভ্যো বসুপূর্ণাং বসুন্ধরাম্
ন তৎসমং বরারোহে প্রাণত্যাগী বিশিষ্যতে ॥৩৫
সহস্রমপি যজ্ঞানাং যজতে চ বনস্থিতান্।
যশ্চৈতদ্ভয়া ভিমাচ্চর্য্যাং প্রাণত্যাগঃ সুদুষ্করঃ ॥ ৩৬
তস্মাৎ সর্বেষু যজ্ঞেষু প্রাণযজ্ঞো বিশিষ্যতে
এবং সংগ্রামযজ্ঞাস্তে যথার্থাং সমুদাহৃতাঃ ॥৩৭

ইতি মহাভারতে শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অধিকঃ তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[সদ্যস্তো রাজবর্যবর্ণনম্।]

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

সন্ত্রাসশ্চ ভৃত্যেষু ন কর্তব্যো নরাধিপৈঃ।
লঘুঃ চৈব প্রাপ্নোতি আজ্ঞা চাস্য বিবর্ততে ॥১

কৃত্যানাং সম্প্রহাসেন পার্থিব পরিভূয়তে
অবাচ্যানি চ বাচন্তি অবজ্ঞা ক্রুধ্যতি চ ॥ ২
পূর্বপুণ্যচিতৈর্ভোগৈঃ পরিতোষঃ ন বাস্তি তে।
তস্মাদ্ ভৃত্যেষু নৃপতিঃ সম্প্রহাসং বিবর্জয়েৎ ॥ ৩
ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে ন চ বিশ্বসেৎ।
সশেষেষু বিশ্বাসেষ সর্বোপায়ৈর্ন বিশ্বসেৎ ॥ ৪
বিশ্বাসাদ্ ভয়মুৎপন্নং ভক্ষয়ে দ্বৃক্ষনিবাশ্রিতম্
প্রমাদাদ্ধন্যতে রাজা লোভেন চ বন্ধীকৃতঃ ॥ ৫
তস্মাৎ প্রমাদং লোভঞ্চ ন চ কুর্যাদ্ বিশ্বসেৎ ॥৬
তদাত্মানাং তথা ত্রাতা লীনামুদ্রবকারণাৎ।
কার্য্যাকার্য্যবিশেষজ্ঞো নিত্যং রাষ্ট্রহিতে রতঃ ॥৭
সদ্যঃ সন্ধিত্তো রাজ্ঞো প্রজাপালনতৎপরঃ।
অলুব্ধো নাম্যবাদী চ যত্নত্যাগমুপাস্যতি ॥৮
কার্য্যাকার্য্যবিশেষজ্ঞঃ সর্বং বেদেন পশ্যতি
স্বরাষ্ট্রেষু দয়াং কুর্যাদকার্যেষু ন প্রবর্ততে ॥৯

পূর্বোক্তরূপে প্রাণত্যাগী যোদ্ধার ত্যাগের সমান হয় না। সেই প্রাণত্যাগী উক্ত দাতা হইতেও শ্রেষ্ঠ। ৩৩-৩৫

যাহার নিকট ধন ও সম্পত্তি আছে, সে সহস্র যজ্ঞ করিতে পারে। তাহার সেই সব যজ্ঞ আর এরূপ কি আশ্চর্যতর, যথা প্রাণত্যাগ করাই ইহার অত্যন্ত দুষ্কর কার্য। ৩৬

অতএব সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে প্রাণযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। দেবি! এই-ভাবে আমি তোমার নিকটে এই প্রাণযজ্ঞের সমস্ত বিষয় যথা-যথভাবে বর্ণনা করিলাম।

অধিক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিক তৃতীয় অধ্যায়।

[সংক্ষেপে রাজধর্ম বর্ণন।]

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! রাজাদের নিজের সেবকগণের সহিত বাস্ত পরিহাস করা উচিত নয়; কারণ, এরূপ করিলে তাহারা লঘুতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ রাজার্থ নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদের আজ্ঞাও নিষ্ফল হয় অর্থাৎ রাজাজ্ঞা পালনে উপেক্ষা করে। ১

সেবকগণের সহিত বাস্তপরিহাস করিলে রাজার পরাভব হয়। সেই জন্য এই সেবক বর্গকে রক্ষা করিবার অযোগ্য কদাচরণ করে এবং না বলিবার যোগ্য কথাও বলিয়া থাকে। ২

প্রথম হইতেই উচিত দান প্রাপ্ত হইলেও তাহারা সন্তুষ্ট হয় না; সেইজন্য রাজা কৃত্যগণের মধ্যে বাস্ত-পরিহাস করা পরি-ত্যাগ করিবে। ৩

রাজা অবিশ্বস্ত পুরুষের উপর কখনও বিশ্বাস করিবে না, বিশেষতঃ নিজের সগোত্র জ্ঞাতি-বন্ধুগণের উপর কোনরূপেই বিশ্বাস করিবে না। ৪

যেরূপ বৃক্ষকে নষ্ট করিয়া দেয়, সেইরূপ বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন ভয় রাজাকে নষ্ট করিয়া থাকে। প্রমাদবশতঃ লোভের বশীভূত হইয়া রাজা নিহত হয়। অতএব রাজা প্রমাদ ও লোভ করিবে না এবং তাহাদের উপর বিশ্বাসও করিবে না। ৫-৬

রাজা তদানীন্তন যত্নসহকারে ভয় হইতে রক্ষা করিবে, লীন-দুষ্ট যত্নসহকারে উপায় করা করিবে, কর্তব্য ও অকর্তব্যকে বিশেষভাবে জানিবে এবং সকলে রাজ্যের হিতে নিরত থাকিবে। ৭

নিজের প্রতিজ্ঞাকে সত্য করিয়া দেখাইবে। রাজ্যে অবস্থান করত প্রজাগণের পালনে রত থাকিবে। লোভশূন্য হইয়া সাধু-যুক্ত কথা বলিবে এবং প্রজাগণের আয়ের ষষ্ঠ ভাগকে করস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারই দ্বারা জীবননির্বাহ করিবে। ৮

কর্তব্য ও অকর্তব্যকে বিশেষভাবে জানিবে। বেদদৃষ্টিতে সকলকে দেখিবে। নিজের রাজ্যবাসী সকলেরই প্রতি দয়া করিবে এবং অকরণীয় কার্যে প্রবৃত্ত হইবে না। ৯

যে চৈবৈনং প্রশংসন্তি যে চ নিন্দন্তি মানবাঃ।
শত্রুক মিত্রবৎ পশ্যেদপরাধবিবর্জিতম্ ॥ ১০
অপরাধানুরূপেণ দুষ্টং দণ্ডেন শাসয়েৎ।
বধ্যঃ প্রবর্ততে তত্র বত্র রাজ্ঞাজ্ঞাধিতঃ ॥ ১১
নাদুষ্টো বিদ্যতে তত্র যত্র রাজ্ঞাজ্ঞাধিতঃ ॥ ১২
অশিষ্টশাসনং বধ্যঃ শিষ্টানাং পরিপালনম্।
বধ্যাংস্তে যাতয়েদ্ যস্তু অবধ্যান্ পরিরক্ষতি ॥ ১৩
অবধ্যা ব্রাহ্মণা গাবো দুষ্টাংস্তৈব পিতা তথা।
বিদ্যাং প্রাবয়তে যস্তু যে চ পূর্বোপকারিণঃ ॥ ১৪
ত্রিরেতৈস্তেব ন হন্তব্যা যস্তু সর্বাভিধিৎসকঃ ॥ ১৫
ধরণী গাং হিরণ্যঞ্চ সিদ্ধান্নঞ্চ তিলান্ ঘৃতম্।
যস্মৈদ্যাৎ হিতাস্তিত্যো মুচ্যতে রাজকিল্বিষাৎ ॥ ১৬
এবং চরতি যো নিত্যং রাজা রাষ্ট্রহিতে রতঃ
তস্য রাষ্ট্রং ধনং যশো বর্ধতে কীর্তিশ্চ বর্ধতে ॥ ১৭

যে সব মানুষ রাজার প্রশংসা করে এবং যাহারা তাঁহার নিন্দা করে, ইঁহাদের মধ্যে শত্রুও যদি নিরপরাধ হয়, তবে মিত্র বলিয়া জানিবে ॥ ১০

দুষ্টকে অপরাধ অনুসারে দণ্ডদান করিয়া তাহাকে শাসন করিবে। যেখানে রাজা তাহাকে দণ্ড করিতে রাখে, সেখানে বধ পালিত হয় ॥ ১১

যেখানে রাজা কথাশীল হন না, সেখানে অবধ থাকিতে পারে না। অশিষ্ট পুরুষগণকে দণ্ড দেওয়া এবং শিষ্ট পুরুষদিগকে পালন করা রাজার ধর্ম ॥ ১২।১

রাজা বধযোগ্য ব্যক্তিগণকে বধ করিবে এবং যাহারা বধের যোগ্য নয়, তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। ব্রাহ্মণ, গো, ঘৃত, পিতা, যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছে, সেই অধ্যাপক এবং যাহারা পূর্বে কোন উপকার করিয়াছে, সেই সব মানুষ—ইঁহারা সকলেই 'অবধ্য' বলিয়া কথিত হয়। শ্রীগণকে ও যে মানুষ অতিথি সৎ ব্যবহারী, সেই মানুষকেও বধ করা উচিত নয় ॥ ১৩-১৫

পৃথিবী, গো, সুবর্ণ, সিদ্ধান্ন, তিল ও ঘৃত—এই সব বস্তু অভিথি ব্রাহ্মণগণকে প্রদানকারী রাজা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ১৬

যে রাজা এইভাবে রাজ্যের হিতে তৎপর থাকিয়া প্রতিদিন এরূপ আচরণ করে, তাহার রাজ্য, ধন, যশ, ধর্ম ও কীর্তি বিস্তার লাভ করে ॥ ১৭

এরূপ আচরণকারী রাজা পাপলিপ্ত হয় না এবং কোনও

ন চ পাপেন চানর্থৈর্যুজ্যতে স নরাধিপঃ ॥১৮
যত্ত্বাগমূলমুদ্ধর্তুং যঃ প্রজা রাজা ন রক্ষতি ॥১৯
যজ্ঞ-পরশ্চক্রাক্রান্ত্যা ধর্মৈর্যো বিক্রমেণ বা।
নিক্ষরোজো নৃপো যস্ত পরয়াষ্ট্রবিঘাতনে ॥ ২০
পরয়াষ্ট্রং নিষ্প্রতাপস্য পরচক্রেণ হন্যতে ॥ ২১
যৎ পাপং পরচক্রস্য পরয়াষ্ট্রাভিঘাতনে।
তৎ পাপং সকলং রাজা হন্তয়াষ্ট্রং প্রপদ্যতে ॥ ২২
যাদৃশো ভাগিনেয়ো বা মাতৃজঃ শ্বশুরো গুরুঃ
পিতৃব্যঃ বর্ধয়িত্বৈকো হন্তব্যাদ্ যাতৃসমাগতম্ ॥ ২৩
যস্য রাষ্ট্রস্য রক্ষার্থং যুধ্যমানস্তু যো হতঃ।
সংগ্রামে পরচক্রেণ ক্ষত্রস্য তস্য যা গতিঃ ॥ ২৪
বিমানে তু বরারোহে অপ্সরোগণসেবিতে।
শক্রলোকজিতো যাতি সংগ্রামে নিহতো নৃপঃ ॥ ২৫

অনর্থতাপীত হয় না। যে রাজা প্রজার আয়ের ছয় ভাগের এক ভাগ উপভোগ করে, কিন্তু ধর্ম বা পরাক্রম দ্বারা শত্রুক (অথবলীয় বহুজনগণ) ও পরচক্রের (শত্রুবলীয় বহুজনগণের) দ্বারা প্রজাদিগকে রক্ষা করে না এবং যে রাজা অন্য রাজ্যের উপর আক্রমণ করিবার বিষয়ে সদা উদ্যোগহীন হইয়া থাকে, সেই প্রতাপরহিত রাজার রাজ্য শত্রুদের দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮-২১

অন্য চক্রের রাজার পক্ষে পররাষ্ট্র বিনাশ করিলে পর যে পাপ হয়, সেই সব পাপ সেই রাজারও লাভ হয়, যাহার রাজ্য তাহারই দুর্জনতার জন্য শত্রুগণের দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২২

মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু ও পিতা—ইঁহাদের প্রত্যেককেই পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনও মানুষ যদি বধ করিবার উদ্দেশ্যে আসিতে থাকে, তবে তাহাকে আততায়ী বুঝিয়া বিনাশ করিবে ॥ ২৩

যে রাজা নিজের রাজ্যের রক্ষার জন্য রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুবলের দ্বারা নিহত হয়, তবে তাহার যে গতি লাভ হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর ॥২৪

বরারোহে! সংগ্রামে নিহত নরপতি অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত বিমানে আরোহণ করিয়া এই লোক হইতে ইন্দ্রলোকে গমন করে ॥ ২৫

সুকৃতি। তাহার গায়ে যত রোমকূপ আছে, তত হাজার বৎসর কাল পর্যন্ত সে ইন্দ্রলোকে সম্মানে বাস করিয়া থাকে ॥ ২৬

যাবন্তো রোমকূপাঃ স্যুস্তন্ত্র গাত্রেষু মুদ্ধনি
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২৬
যদি বৈ মানুষে লোকে কদাচিদুপপদ্যতে
রাজা বা রাজমাত্রো বা ভূত্যো ভবতি বীর্যবান্ ॥ ২৭
তস্মাদ্ যত্নেন কর্তব্যা স্বরাষ্ট্রপরিপালনম্।
ব্যবহারাংশ্চ সাধ্বংস্তত সত্যসন্ততা ॥ ২৮
অপ্রমাদঃ প্রমোদশ্চ ব্যবসায়েঽপ্যচঞ্চলা।
ভরণং চৈব ভৃত্যানাং বাহনানাং চ সোদরম্ ॥ ২৯
যোধানাং চৈব সংকারঃ কৃতে কর্তব্যবোধতা।
স্রোত্র এষ নরেন্দ্রাণামিহ চৈব পরত্র চ ॥৩০

ইত্যধিকঃ তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অধিকঃ চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ।

[অহিংসায়া ইন্দ্রিয়সংযমস্য চ প্রশংসা, দৈবস্য প্রাধান্যকথনঞ্চ।]

উমোবাচ।

দেবদেব মহাদেব সর্বদেবনমস্কৃত।
যানি ধর্মরহস্যানি শ্রোতুমিচ্ছামি তানহম্ ॥ ১

যদি কদাচিৎ সে মনুষ্যলোকে আসে, তবে সে পুনরায় রাজা বা রাজারই তুল্য শক্তিশালী পুরুষ হয় ॥ ২৭

সেইজন্য রাজার যত্ন সহকারে নিজের রাজ্যকে রক্ষা করা উচিত। রাজোচিত ব্যবহার পালন, শুদ্ধতা নিষ্ঠুরতা, সদা সত্য অভিজ্ঞ হওয়া, প্রমাদ না করা, প্রসন্ন থাকা, ব্যবসায়ে অত্যন্ত দৃঢ়তা না হওয়া, ভৃত্যবর্গের ভরণ ও বাহনগণের পোষণ করা এবং কৃত কার্যে সাফল্য আনা—এই সব হইল রাজার কর্তব্য। এরূপ করিলে রাজা ইহলোক ও পরলোকেও শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকে ॥ ২৮-৩০

অধিক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিক চতুর্থ অধ্যায়।

[অহিংসা ও ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রশংসা এবং দৈবের প্রাধান্যকথন।]

উমা দেবী বলিলেন,—সর্বদেববন্দিত দেবদেব মহাদেব! ধর্মের যে সমস্ত রহস্য আছে, এখন আমি সেই সব শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—অহিংসা পরম ধর্ম। অহিংসা পরম সুখ। সকল ধর্মশাস্ত্রে অহিংসাই পরম পদ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২

যজ্ঞারোহে দেবতা ও অতিথিগণের সেবা, নিয়ত ধর্মশীলতা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপ, দান, দম, শম (মনোজয়) ও আচার্যের শিক্ষালাভ) সেবা এবং তীর্থযাত্রা—এই সব অহিংসা ধর্মের ষোল ভাগের এক ভাগের সমানও নহে এই আমি তোমাকে ধর্মের পরম গুহ্য রহস্য বলিলাম, যাহার পালে তুমি বহু প্রশংসা করা হইয়াছে ॥ ৩-৫

যে ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়গণকে নিজে করে, সেই ব্যক্তিই সুখী হয় এবং সেই ব্যক্তিই বিদ্বান্। ইন্দ্রিয়গণের নিয়োগের দ্বারা, দানের দ্বারা ও ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা মানুষ মনে মনে যে যে বস্তু লাভ করিতে বাসনা করে, সেই সব বস্তুই প্রাপ্ত হয় ॥ ৬-৭

মহাদৌভাগ্যশালিনী দেবি! যাহা হইতে গুরুতর হিংসা সম্ভাবনা হইবে, সেই সব হইতে এবং মদ ও মাংস হইতে মানুষের নিবৃত্ত হওয়া উচিত ইহাতে হিংসার সম্ভাবনা অত্যন্ত কমিয়া যায় ॥ ৮

নিবৃত্তি পরম ধর্ম ও নিবৃত্তি পরম সুখ। যাহারা মনের দ্বারা বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের বিপুল ধর্মরাশি প্রাপ্তি হয় ॥ ৯

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, প্রথমে ধর্ম ও অধর্ম মনেরই আশ্রয় থাকে। মনের দ্বারাই মানুষ সংসারে বদ্ধ এবং মনেরই দ্বারা মানুষ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়

নানাযোনিষু জায়তে শুক্রশরিবেষ্টিতা: ॥ ১১
জায়মানস্য জীবস্য মৃত্যু: পূর্বং প্রজায়তে
সুখং বা যদি বা দুঃখং যথাপূর্বং কৃতং তু বা ॥ ১২
অপ্রমত্ত: প্রসবেষু বিবিধাসূতি তন্তুষু ।
ন হি তস্য প্রিয়: কশ্চিদ্ যেন্যো ন চ ময়ম: ॥ ১৩
সম: সর্বেষু ভূতেষু কাল: কালে নিষীদতে ।
সত্যানুযো জ্ঞানিনস্তে জীব: সর্বত্র দেহিন: ॥ ১৪
ইত্যার্ষিকে চতুর্থ: অধ্যায়:

অথিক: পঞ্চম: অধ্যায়:

[স্ত্রিয়র্ধর্মনিরূপণম্, কন্যাপরকাচার-ব্যবহারবিবরণঞ্চ]

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

বিদ্যা বার্তা চ সেবা চ শাস্ত্রস্য বার্তোত্তা তথা ।
উত্তোত্তে জীবনার্থায় মত্ত্যানাং বিদিতা: প্রিয়ে ॥ ১
বিদ্যাযোগস্তু সর্বেষাং পূর্বমেব বিধীয়তে ।

কার্যাকার্যা: বিজানন্তি বিদ্যয়া দেবি নান্যথা ॥ ২
বিদ্যয়া স্ফীয়তে জ্ঞানং জ্ঞানাৎ তত্ত্ববিদর্শনম্
দৃষ্টতত্ত্বো বিনীতাত্মা সর্বার্থস্য চ ভাজনম্ ॥ ৩
মত্ত্যা বিদ্যাবিনীতেন লোকে সাজীবনা শুভম্ ॥৪
আত্মানং বিদ্যয়া তস্মাৎ পূর্বং কৃত্বা তু ভাজনম্ ।
ধর্মেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো বৃত্তস্থানং তু আবয়েৎ ॥ ৫
আবহিত্বা তথাঽঽত্মানং পশ্চাদন্যং সমাপি ।
কৃলানুবৃত্ত: বৃত্ত: বা পূর্বমাত্মা সমাশ্রয়েৎ ।
যদি চেৎ বিদ্যয়া চৈব বৃত্তিং কাঙ্ক্ষেদথাত্মন: ॥ ৬
রাজবিদ্যাং তু বা দেবি লোকবিদ্যামথাপি বা
তীর্থজ্ঞানানি পুষ্টাত্মা শ্রদ্ধাদিগুণৈর্যুত: ॥ ৭
প্রযতস্তার্থতশ্চৈব বৃত্ত: কুর্যাৎ প্রযত্নত: ॥৮
এবং বিদ্যাফলা দেবি প্রাপ্নুয়ান্মানবো নর:
ন্যায়ান্ বিদ্যাফলানীহেত্যেবমহং ॥ ৯

যদি মনকে বশীভূত করা হইয়া থাকে, তবে স্বর্গ লাভ হয়, আর যদি তাহাতে বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়ার জন্য মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে নরকপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে ॥ ১০½

জীবগণ নিজেদের পূর্বকৃত কর্মের ফলে পশু-পক্ষী ও কীটাদি হয়। নিজ নিজ কর্মানুযায়ী তাহারা বিভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে ॥ ১১

যে জীব জন্ম গ্রহণ করে, তাহার মৃত্যু পূর্বেই উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ জন্মের পূর্ব হইতেই মৃত্যুর দিন নির্দিষ্ট হইয়া যায়। মানুষ পূর্ব জন্মে যেরূপ কর্ম করে, তদনুসারেই সে সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হয় ॥ ১২

প্রাণীরা প্রসবে পতিত হইয়া মরণ করিয়া থাকিলেও তাহাদের প্রতি যে কৈহ প্রযত্নশূন্য—সাবধান হইয়া নয়া জন্মগ্রহণ থাকে। তাহার কেহ প্রিয় নহে এবং কেহই অবাঞ্ছিত (নিক্ষেপ্তব্য) নহে ॥ ১৩

কাল সমস্ত প্রাণীর প্রতিই সমভাবাপন্ন থাকে। কিন্তু সে কেবল সময়ের প্রতীক্ষা করে। যাহাদের আয়ু শেষ হইয়া যায়, এই কাল তাহাদেরই সংহার করে। এই কালই আবার সমস্ত দেহধারী জীবগণের জীবন ॥ ১৪

অথিক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অথিক পঞ্চম অধ্যায়

[স্ত্রিয়র্ধর্ম নিরূপণ এবং কন্যাপরকাচারী আচার-ব্যবহারের বর্ণন।]

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে ! বিদ্যা, বার্তা, সেবা, শিল্পকলা ও অস্ত্রবিদ্যা সমস্ত মনুষ্যগণের জীবন নির্বাহের জন্য এই পঞ্চ বৃত্তি বিহিত হইয়াছে ॥ ১

দেবি ! সকল মনুষ্যগণের জন্য বিদ্যার যোগ পূর্বেই নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। বিদ্যার দ্বারা মানুষ কর্তব্য ও অকর্তব্যকে জানিতে পারে, অন্যথা নহে ॥ ২

বিদ্যার দ্বারা জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্বের দর্শন হয় এবং তত্ত্বের দর্শন লাভ হইয়া যাইলে পর মানুষ বিনীতচিত্ত হইয়া সমস্ত পুরুষার্থের ভাজন হয় ॥ ৩

বিদ্যার দ্বারা বিনীত মানুষ সংসারে সুখ জীবন অতিবাহিত করে, অতএব প্রথমে নিজেকে বিদ্যার দ্বারা পুরুষার্থভাজন করিয়া ধর্মবিজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় পূর্বক সমস্ত বৃত্তসমূহের আশ্রয়—পরমাত্মার চিন্তা করিবে ॥ ৪-৫

পরমাত্মার চিন্তা করিয়া মানুষ সৎপুরুষগণেরও পূজনীয় হইয়া থাকে। জীবাত্মা প্রথমে কুলপরম্পরায় প্রচলিত সদাচারই আশ্রয় করিবে ॥

দেবি ! যদি বিদ্যার দ্বারা নিজের জীবিকা চালাইবার ইচ্ছা হয়, তবে শুভরাশি অবলম্বন হইয়া কোনও শুভ নিয়ত হইতে রাজবিদ্যা অথবা লোকবিদ্যার শিক্ষা গ্রহণ করিবে এবং শ্রদ্ধা ও অর্থের অভ্যাসের দ্বারা বিশেষ যত্নসহকারে তাহাকে পূর্ণ করিবে ॥ ৬-৮

দেবি ! এরূপ করিলে নর মানুষ বিদ্যার ফললাভ করিতে পারিবে, অন্যথা নহে। তাহাদিগকেই বিদ্যাজনিত ফলসমূহ

যদিচ্ছেন্ বার্ত্তয়া বৃত্তিং কারুক্ষেত্রে বিধিপূর্ব্বকম্।
ক্ষেত্রে ফলোপপন্নে চ তদ্বপেদ্ধান্যং কৃষিমাচরেৎ। ১০
বাণিজ্যং বা যথাকালং কুর্য্যাৎ তদ্দেশযোগতঃ।
মূলমর্থং প্রয়াসঞ্চ বিচার্য্যৈব ব্যয়োদয়ৌ। ১১
পশুসঞ্জীবনং চৈব দেশগঃ পোষয়েদ্ ধ্রুবম্।১২
বহুপ্রকারা বহবঃ পশবস্তস্য সাধকাঃ। ১৩
যঃ কশ্চিৎ সেবয়া বৃত্তিং কাঙ্ক্ষেত্ত মতিমান্ নরঃ।
যজ্ঞাস্য শ্রবণীয়াস্যাৎ তদ্বৈ সম্প্রযোজকঃ। ১৪
যথা যথা স তুষ্যেত তথা সন্তোষয়েৎ তু তম্।
অনুজীবিগণোপেতঃ কুর্য্যাদাত্মানমাশ্রিতম্। ১৫
বিপ্রিয়ং নাচরেৎ তস্য এষা সেবা সনাতনঃ। ১৬
বিপ্রয়োগাৎ পুরা তেন গন্তিমন্যাঃ ন লক্ষয়েৎ। ১৭

কারুকর্ম চ নাটঞ্চ প্রায়শো নীচযোনিষু
তত্রোপধি যথাযোগং নারতঃ কর্ম্মবেতনম্। ১৮
আর্জ্জবেত্যেবমপি সর্ব্বেষাং বার্জ্জবাদ্ বেতনং ধ্রুবং
অনার্জ্জবাদ্ধ্রুবন্তস্য তু পাপায় কল্পতে। ১৯
সর্ব্বেষাং পূর্ব্বমাত্মাস্থাপ্তিস্তুয়েয়ঃপূর্ব্বকম্।
আত্মশক্তিমুপায়াংশ্চ দেশ-কালৌ চ যুক্তিতঃ। ২০
কারণানি প্রবাসঞ্চ প্রক্ষেপঞ্চ ফলোদয়ম্। ২১
এবমাদীনি সংচিন্ত্য দৃষ্ট্বা দৈবানুকূলতাম্
অতঃ পরং সমারভেত্ত যত্রাত্মাবিত্তমাত্মিতম্। ২২
বৃত্তিমেবং সমাসাদ্য তাং সদা পরিপালয়েৎ
দৈবমানুষবিদ্বেত্তো ন পুনর্ভ্রংশতে যথা। ২৩
পালয়ন্ বর্ষবন্ ভুক্তা প্রাপ্য নিবাপমেব চ।
ক্ষীয়তে গিরিসন্তাশবদ্ভুতো জনপেক্ষয়া। ২৪

প্রাপ্ত হইবার বাসনা করিবে সেখানে অর্থকে সঞ্চয় পরিত্যাগ করিবে। ৯

যদি বার্ত্তাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যেখানে ক্ষেত্রের গুণ জানের সম্ভাবনা আছে, এরূপ ক্ষেত্রে ভদ্রলক্ষণ কৃষিকার্য্য বিধি অনুসারে করিবে। ১০

অথবা যথাসময়ে সেই দেশের আবশ্যকতানুসারে গুড়, তাহার মূল্য, ব্যয়, লাভ ও পরিশ্রমাদি যথাযথভাবে বিচার করিয়া বাণিজ্য করিবে। দেশপালী মানব পশুগণের পালন-পোষণও অবশ্যই করিবে। অনেক প্রকারের বহুসংখ্যক পশুও তাহার সঙ্গে অর্থপ্রাপ্তির সাধক হইতে পারে। ১১-১৩

যে কেহ বৃত্তিদান্ মানুষ যদি সেবাকার্য্যের দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে যাহাকে সংযত রাখিয়া শ্রবণ করিবার যোগ্য বস্তু বাক্য প্রয়োগ করিবে। ১৪

যেভাবে যেভাবে সেই স্বামী সন্তুষ্ট হইবে, সেইভাবে সেইভাবে কার্য্য করিয়া তাহার সন্তোষ বিধান করিবে। সেবকের ভৃত্যগণের মুখ রাখিয়া নিজের নিজের স্বামীর আশ্রিত করিয়া রাখিবে। ১৫

স্বামীর অপ্রিয় আচরণ করিবে না, ইহাই সেবার সনাতন ব্রতন। তাহার সহিত বিয়োগ হইবার পূর্ব্বে নিজের জন্য অন্য কোন গতির (আশ্রয়ের) অন্বেষণ করিবে না। ১৬-১৭

শিল্পকর্ম অথবা গৃহ নির্ম্মাণাদি কর্ম এবং নাট্যকর্ম প্রায় নীচ জাতির মনুষ্যগণের মধ্যেই প্রচলিত আছে। শিল্প ও নাট্যকার্য্যের যথাযোগ্য তারতম্যের কার্য্যের বেতন নির্ণয় করিবে। ১৮

সরলব্যবহারসম্পন্ন লোক মাত্রেরই নিকট হইতে সরলভাবেই বেতন গ্রহণ করিতে হয়। এমনে কুটিলতাসহকারে বেতন গ্রহণকারীর পক্ষে সেই বেতন পাপেরই কারণ বলিয়া কথিত হয়। ১৯

জীবিকা সাধনকল্পে যত উপায় আছে, সেই সকল উপায় আরম্ভের পূর্ব্বেই ন্যায়ানুসারে বিচার করিবে। নিজের শক্তি, উপায়, দেশ, কাল, কারণ, প্রবাস, প্রক্ষেপ ও ফলোদয় প্রভৃতি বিষয়ে যুক্তিপূর্ব্বক 'সহায় এবং চিন্তা করত দৈবের অনুকূলতা দেখিয়া যাহার দ্বারা নিজের বিত্ত নিহিত আছে বলিয়া দেখা যাইবে, সেই উপায়ই অবলম্বন করিবে। ২০-২২

এইভাবে নিজের জন্য জীবিকাবৃত্তি নির্ব্বাহ করিয়া প্রথম করত তাহা সর্ব্বদা পালন করিয়া যাইবে এবং এরূপ প্রযত্ন করিবে, যাহাতে দৈব ও মানুষকৃত বিঘ্নসমূহের জন্য পুনরায় তাহা হইতে চ্যুত হইতে না হয়। ২৩

রক্ষা, বৃদ্ধি ও উপভোগ করিতে করিতে সেই বৃত্তি লাভ করত তাহাকে নষ্ট করিবে না। যদি রক্ষা প্রভৃতির চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল উপভোগই করা যায়, তবে পর্ব্বতসমূহও ধনরাশিকে নষ্ট হইয়া যায়। ২৪

আজীবিকার উপায়সমূহ হইতে ধনের উপার্জন করত বিদ্বান্ মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম ও সখা নিবারণ—এই চারি উদ্দেশ্যের জন্য সেই ধনকে চারিভাগে বিভক্ত করিবে। ২৫

তাহাদিগে এই চার বিভাগের যেরূপ বিধান আছে, তাহা শ্রবণ কর। যজ্ঞের জন্য, দীন-দুঃখী ব্যক্তিগণের উপর অনু-

আজীবেভ্যো ধনং প্রাপ্য চতুর্ধা বিভজেদ্ বুধঃ।
ধর্ম্মার্থায় তথাত্মে আপৎপ্রেশ্যজনায় চ ॥ ১৫
চতুর্ষ্বপি বিভাগেষু বিধানং শৃণু ভামিনি ॥ ১৬
যজ্ঞার্থং চাত্মদানার্থং দীনানুগ্রহকারণাৎ
দেব-ব্রাহ্মণপূজার্থং পিতৃপূজার্থমেব চ ॥ ১৭
মূলার্থং সংনিধানার্থং ক্রিয়ানিষ্পত্তয়ে তথা।
এবমাদিষু চাত্মেষু ব্যয়ার্থং সন্ত্যজেদ্ ধনম্ ॥ ১৮
ধর্ম্মকার্য্যে ধনং যস্তাধনবেলা ফলোদয়ম্।
ঐশ্বর্য্যস্যাধিলাভার্থং রাজদ্বারাদ্যুদ্ধারণাৎ ॥ ১৯
বার্ত্তায়াঞ্চ সমারম্ভেঽমাত্যমিত্রপরিগ্রহে
আবাহে চ বিবাহে চ পুত্রাণাং বৃত্তিকারণাৎ ॥ ৩০
অর্থোদয়সমাধানায়ধর্ম্মস্য বিধানতঃ।
এবমাদিষু চাত্মেষু অর্থার্থং বিনিয়োজয়েৎ ধনম্ ॥ ৩১
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং অনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্
অনর্থং বাধতে যোঽর্থং অর্থ ইত্যেব তং বিদুঃ ॥ ৩২

নাধনাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যর্থান্ নরা বহুগুণৈরপি।
তস্মাদ্ ধনং রক্ষিতব্যং ন্যায়তঃ বিধানতঃ ॥ ৩৩
শরীরপোষণার্থায় আহারস্য বিশেষণে।
এবমাদিষু চাত্মেষু কামার্থং বিনিয়োজয়েৎ ধনম্ ॥ ৩৪
বিচার্য্য গুণ-দোষৌ তু ত্রয়াণাং তত্র সন্ত্যজেৎ।
চতুর্থং সংনিধানাচ্চ আপদর্থং শুচিস্মিতে ॥ ৩৫
রাজ্ঞাঞ্চাংশবিনাশার্থং দ্রুতিভার্থঞ্চ শোভনে।
মহাব্যাধিবিমোক্ষার্থং বার্ধকাস্যেষ তারণাৎ ॥ ৩৬
শত্রূণাং প্রতিঘাতায় সাহসৈশ্চাপাবর্জনাৎ।
প্রস্থানে চাত্মদেশার্থমাপন্নাং বিপ্রমোক্ষণে ॥ ৩৭
এবমাদি সমুদ্দিষ্ট সংনিধার্য্যং স্বকং ধনম্ ॥ ৩৮
সুখমর্থবতাং লোকে দুঃখানাং বিপ্রমোক্ষণম্
ধনাৎ যশসশ্চাধুষ্যং ধর্ম্মাচ্চ পরমং ধনং।
ত্রিবর্গো হি মতো বৃদ্ধৈঃ সর্বেষাং লোকবর্ত্মনি ॥ ৩৯
তথা সংবর্ত্ততে লোকস্ত্রৈলোক্যমনুপশ্যতি ॥ ৪০

গ্রহ করিয়া অন্নদানের জন্য, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের পূজা করিবার জন্য, মূল ধনকে রক্ষা করিবার জন্য, সৎপুরুষগণের বাসের জন্য, ক্রিয়াসম্পাদন করিবার জন্য পুরুষগণের সহযোগের জন্য এবং এইরূপ অন্যান্য সৎকর্ম্মসমূহের জন্য ধর্ম্মার্থ ধন দান করিবে ॥ ২৬-২৮

ফললাভের কথা বিচার না করিয়া ধর্ম্মকার্য্যে ধনদান করিবে। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ স্থান প্রাপ্তির জন্য, রাজার দ্বারে দণ্ডিত হইবার জন্য, কৃষি, গোরক্ষা অথবা বাণিজ্য আরম্ভের জন্য, মন্ত্রী ও মিত্রগণের সংগ্রহের জন্য, আবাহন ও বিবাহের জন্য, পুত্র পুত্রবধূগণের বৃত্তির জন্য, ধনের উৎপত্তি ও প্রাপ্তির জন্য, অনর্থ নিবারণের জন্য এবং এইরূপ অন্যান্য কার্য্যের জন্য অর্থার্থ ধনত্যাগ অর্থাৎ বিনিয়োগ করিবে। ২৯-৩১

বেহুদ্বুক্ত অনুবন্ধ (সঙ্কীর্ণ নরক) দেখিয়া তাহার জন্য ধন ব্যয় করিবে। অর্থ অনর্থ নিবারণ করে এবং অর্থাৎ ফললাভ প্রাপ্তি ঘটায়। ৩২

নির্ধন ব্যক্তিগণ যত্ন করিয়াও ধন লাভ করিতে পারে না। অতএব ধনকে রক্ষা করা উচিত এবং বিধি পূর্ব্বক তাহার দান করা কর্ত্তব্য। ৩৩

শরীরের পোষণের জন্য বিশেষপ্রকার আহারের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কার্য্যসকলে বিনিয়ত কামার্থ ধন ব্যয় করিবে ॥ ৩৪

গুণ ও দোষ বিচার করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসম্বন্ধী ধন ত্যাগ করা উচিত। শুচিস্মিতে! ধনের যে চতুর্থভাগ, তাহা আপদ্‌কালের জন্য সর্ব্বদা সুরক্ষিত রাখিবে ॥ ৩৫

শোভনে! রাজাদের নিবারণের জন্য, দ্রুতিভোগ নষ্ট প্রয়োজনসাধনের জন্য, দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, বৃদ্ধবয়সে জীবন-নির্ব্বাহের জন্য, সাহস ও অধর্ম্মপূর্ণ কার্য্যগণের প্রতীকারের জন্য, বিশেষ যাত্রা করিবার জন্য এবং সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য নিজের ধন নিজেরই নিকট রক্ষিত করিয়া রাখিবে ॥ ৩৬-৩৮

ধন সমস্ত সময় হইতে মুক্ত করিয়া থাকে, সেইজন্য এই জগতে ধনবানগণেরই সুখ হয়। এই ধন যশ, আয়ু ও ধর্ম্ম প্রাপ্তিকারক। কেবল ইহাই নহে, এই ধন পরম ধনস্বরূপ। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গও তাহাকেই বলে। সেই ধনের যাহাদের বশে থাকে, সেই সবেরই পক্ষে উহা কল্যাণকারী হয়। এরূপ আচরণকারী মহাত্মগণ ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই নিজের হিত সাধন করে ॥ ৩৯-৪০

কালোত্থানঞ্চ শৌচঞ্চ দেব-ব্রাহ্মণভক্তিতঃ।
গুরূণামেব শুশ্রূষা ব্রাহ্মমেতদ্বিধীয়তম্ ॥ ৪১
প্রত্যুত্থানঞ্চ বৃদ্ধানাং বেদস্থানপ্রণামম্।
আতিথ্যং পুরুকৃত্যা অতিথীনাঞ্চ পূজনম্ ॥ ৪২
বৃত্তোপসেবকরণং শ্রবণং হিত-পথ্যয়োঃ।
পোষণং ভৃত্যবর্গস্য সাধুবানপরিগ্রহৈঃ ॥ ৪৩
ন্যায়তঃ কর্মকরণমন্যায়াদ্বিনিবর্তনম্
সমাপৃচ্ছ্য স্বকীয়েষু দোষাণাং প্রতিষেধনম্ ॥ ৪৪
পুত্রাণাং বিনয়ং কৃত্যাং তত্তৎকার্যানিয়োজনম্।
বর্জনং চাগুণার্যাণাং গুণানাং তোষণং তথা ॥ ৪৫
কুলোচিতানাং বর্ণ্যানাং যথাবৎ পরিপালনম্
কুলসন্ধারণং চৈব পৌরুষেয়ৈশ্চ সর্বশঃ ॥ ৪৬
এবমাদি শুভং সর্বং তস্য বৃত্তমিতি স্মৃতম্ ॥ ৪৭
বৃত্তসেবী ভবেদ্বিদ্বান্ বিদ্যার্থী জ্ঞানকাঙ্ক্ষয়া

পরার্থং বাহরেদ্ ভারমাসমাপ্তা তু সর্বদা ॥ ৪৮
ন যাচেত পরান্ ধীরঃ স্বযাজ্যস্তপযাজ্যতঃ ॥ ৪৯
স্বপত্নীঃ সদা রক্ষেদ্যাবদাচারগোচরাঃ
বিদ্যাং পথ্যাং সদাহরেৎ ভীর্থং স্নানীত মাত্রয়া ॥ ৫০
দেবতাভিথিসংকারং কৃত্বা সর্বং সমাহিতঃ
শেষং ভুঞ্জেদ্যুচির্ভূত্বা ন চ ভাষেত বিপ্রিয়ম্ ॥ ৫১
প্রতিশ্রবঞ্চ পালীয়ং বলিং ভিক্ষাঞ্চ সর্বতঃ।
গৃহস্থধাসী স্নাতবান্ মধ্যাহ্নে গাহৈশ্চ পোষয়েৎ ॥ ৫২
যতিভিক্ষুশ্চ বৈ কৃত্যাং কায়ক্লেশ্যোপলি যা
মধ্যাহ্নে বার্ধরাত্রে বা শয়নং নৈব রোচয়েৎ ॥ ৫৩
বিস্রংসে নাবগাহেত স্বপ্তব্যা তু সমাহয়ে
যথাঽঽহরবাহতা লোকে পুরুষানাং প্রসূতিতা ॥ ৫৪
অদৃষ্টকরমর্থং কৃত্যং পশ্যীকৃতম্
কদাচ্ যা যদি বা লোভাদ্ কুর্যাৎ কদাচন ॥ ৫৫

প্রাতঃকালে উঠিত হওয়া, শৌচ স্নান করত শুচিভাব করা, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি রাখিয়া গুরুজনগণের সেবা করা, ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রশাম করা, বৃদ্ধ পুরুষগণ আসিলে উঠিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করা, দেবস্থানে প্রণাম করা, অতিথিগণের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের যথোচিত আদর-সৎকার করা, বৃদ্ধ পুরুষগণের উপদেশ গ্রহণ করা ও আচরণ করা, তাহাদের হিতকর ও লাভদায়ক বাক্য শ্রবণ করা, ভৃত্যবর্গকে সান্ত্বনা এবং অন্য অভীষ্ট বস্তু দান করিয়া আত্মকুলা করত তাহাদের পালন পোষণ করা, ন্যায়যুক্ত কর্ম করা, অন্যায় ও অহিতকর কার্য ত্যাগ করা, নিজের স্ত্রীর সহিত উত্তম ব্যবহার করা, লোকসমক্ষে নিবারণ করা, পুত্রগণকে বিনয়-শিক্ষা দেওয়া, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন আবশ্যক কার্যে নিয়োগ করা, অশুভ পদার্থসমূহ পরিত্যাগ করা, শুভ পদার্থসমূহ গ্রহণ করা, কুলোচিত বর্ণের যথাযথভাবে পালন করা এবং পুরুষার্থের দ্বারা সর্বথা নিজের কুলকে রক্ষা করা—এই সব শুভ ব্যবহারকে 'বৃত্ত' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ৩১-৪৭

প্রতিদিন নিজের হিতের জন্য ও জ্ঞানপ্রাপ্তির ইচ্ছায় বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবা করিবে। সদা অপরের দ্বারা তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সহিবে না। ৪৮

ধীর পুরুষ অপর ব্যক্তিগণের নিকট যাচ্ঞা করিবে না। নিজের বাহুবল আশ্রয় করিয়া থাকিবে। আধার ও আচার-ব্যবহারের দ্বারা নিজের পত্নীকে রক্ষা করিবে। যে ভোজন হিতকর ও লাভদায়ক হইবে এবং উত্তরকালে যাহা পাক করা হইয়াছে, তাহাই নিয়মমাত্রায় গ্রহণ করিবে। ৫০-৫১

দেবতা ও অতিথিগণকে পূর্বরূপে বিধিপূর্বক সৎকার করত অর্থাৎ প্রথমে তাহাদিগকে অন্নপ্রদান করত অবশিষ্ট অন্ন পবিত্র হইয়া ভোজন করিবে এবং কখনও তাহাদের অপ্রিয় কথা বলিবে না। ৫১

গৃহস্থ ব্যক্তি যখন ভোজন-ব্রত গ্রহণ করিয়া অতিথির জন্য বাস করিবার স্থান, জল, উপবেশন ও ভিক্ষা দান করিবে এবং গোগণকে পালন-পোষণ করিবে। ৫২

যদি কোনও বিশেষ কারণে রাত্রিতে যাত্রা করিতে হয় তবে তাহার সেই যাত্রা করিতে পারিবে, কিন্তু মধ্যরাত্রে বা অর্ধরাত্রের সময় সেই যাত্রা করিবার বাসনা করিবে না। ৫৩

বিস্রংসমূহে অবগাহন করিয়া থাকিবে না। নিজের শক্তি অনুসারে রাত্রিজাগরণ করিবে। গৃহস্থ ব্যক্তিগণের যেরূপ আচরণ হইবে, তদনুসারে যদি যায় করে, তবে তাহারা প্রশংসিত হয়। ৫৪

যে অর্থের লোভবশতঃ কখনও এরূপ কার্য করিবে না, যাহা ধন ও অর্থের নাশক হইবে এবং অপরের পীড়াদায়ক হইবে। ৫৫

কোনও কর্মের মূল হইতেই ধন ও দোষ বুদ্ধিপূর্বক পর্যালোচনা করিয়া যদি সেই শুভ কর্মকে লাভদায়ক বলিয়া বুঝিতে

বৃদ্ধিপূর্বং সমালোক্য দুষ্কৃতং সুখ-দোষতঃ।
আরভেত তদা কর্ম শুভং যদি বেতরৎ ॥ ৫৬

আত্মসাক্ষী ভবেন্নিত্যমাত্মনস্ত শুভাশুভে।
মনসা কর্মণা বাচা ন চ কালেন পাণ্ডবম্ ॥ ৫৭

ইত্যাধিকঃ পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ।

অধিকঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

[বিবিধ-কর্মফলানাং বর্ণনম্]

ঊষোবাচ।

পুরাণপুরুষং দেবং বরদং প্রীতিবর্ধনম্।
মানুষেষেষু যে কেচিদ্যাচ্যাঃ শ্রেষ্ঠবিভূতয়ঃ ॥ ১

ভুক্ত্বানা বিবিধান্ ভোগান্ সৃজন্তে নিরূপদ্রবা ॥ ২

অপরে ক্লেশসংযুক্তা ধৃষ্টিত্রা ভোগবর্জিতাঃ ॥ ৩

কিমর্থং মানুষে লোকে ন সমত্বেন কল্পিতাঃ।
এতদ্ধ্যোতু মহাদেব কৌতূহলমতীব মে ॥ ৪

পায়, তবে আগে করিবে কিংবা অন্তর কর্ম পরিত্যাগ করিবে ॥ ৫৬

নিজের শুভ ও অশুভ কর্মে সদা নিজেকেই সাক্ষী মানিবে এবং মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কখনও পাপকার্য করিবার ইচ্ছা করিবে না ॥ ৫৭

অধিক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিক ষষ্ঠঃ অধ্যায়।

[বিবিধকর্মার ফলকলমনুষ্যের বর্ণন।]

ঊষাদেবী বলিলেন,—সুরাশ্রেষ্ঠ! সকলের প্রীতিবর্ধনকারী বরদায়ক দেব! মনুষ্যলোকে যাহা কত মানুষকে ক্লেশশূন্য, ঔপদ্রবরহিত ও ধন-ধান্যসম্পন্ন হইয়া নানাবিধ ভোগসমূহ উপভোগ করিতে দেখা যায়, আবার অন্য বহু মানুষ ক্লেশযুক্ত, দরিদ্র ও ভোগসকল হইতে বঞ্চিত হয়। যথা পশু। মনুষ্যলোকে সকল মানুষ সমানভাবে কেন সৃষ্ট হয় নাই? (এ প্রশ্নের মনুষ্যগণের এই বিষমতা কেন হয়?) ইহা জানিবার জন্য আমার মনে কৌতূহল জন্মিয়াছে ॥ ১-৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! জীব যেরূপ কর্ম করে, সেই রূপই ফল পাইয়া থাকে। সে তাহার কৃত কর্মের ফল যতই ভোগ করে, অন্য কেহ তাহার ফলভোগের অধিকারী হয় না ॥ ৫

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যাদৃশং কুরুতে কর্ম তাদৃশং ফলমশ্নুতে।
কর্তুস্তস্য ফলং ভুঙ্‌ক্তে নান্যস্তত্র ভোক্তুমর্হতি ॥ ৫

অপরে ধর্মকার্যেভ্যো নিবৃত্তাশ্চ শুভেক্ষণে
কদর্য্যা নিরনুক্রোশাঃ প্রায়েণাত্মপরায়ণাঃ ॥ ৬

তাদৃশা মরণং প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
দ রক্তাঃ ক্লেশভূয়িষ্ঠা অবজ্ঞেয়ত্ব ন সংশয়ঃ ॥ ৭

ঊষোবাচ

মানুষেষেষু যে কেচিদ্ ধন-ধান্যসমন্বিতাঃ।
ভোগশীলাঃ প্রভূয়ন্তে সর্বভোগেষু সংযুতাঃ ॥ ৮

ন ভুঞ্জতে কিমর্থং তে তত্র সংশিতুমর্হসি ॥ ৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

পরৈঃ সকোচিতা বর্ষং দুর্বৃত্তে এ অকারণঃ
ধর্মজ্ঞতাং ব্যতিক্রম্য কুর্বন্তি চ ক্রবন্তি চ ॥ ১০

তাদৃশা মরণং প্রাপ্তা পুনর্জন্মনি শোভনে।
ফলানি তানি সম্প্রাপ্য ভুঞ্জতে ন ফলাচন ॥ ১১

রক্তস্তো বর্ষতন্ত্রুক্ত আদন্তে নিধিপালবৎ ॥ ১২

শুভলোচনে! যে সব মানুষ ধর্ম ও কাম হইতে নিবৃত্ত হইয়া লোভী, নিষ্ঠুর এবং প্রায়শঃ নিজেরই মঙ্গলের শোষক হয়, শোভনে! এরূপ মানুষেরা মৃত্যুর পর যখন পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তখন দরিদ্র ও অধিক ক্লেশভাগী হইয়া থাকে,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৬-৭

ঊষাদেবী বলিলেন, ভগবন্! মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা ধন-ধান্যসম্পন্ন হয়, তাহাদের মধ্যেও বহু মানুষ আমার এরূপ বোধ হয় যে, তাহাদের ভোগরাশি থাকিলেও তাহাদিগকে ভোগহীন দেখা যায়। তাহারা সেইসব ভোগ্যবস্তু কেন ভোগ করিতে পারে না? আপনি ইহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন ॥ ৮-৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যাহারা অন্য ব্যক্তিদের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধর্ম করে, দোষের মধ্যে এবং ধর্মবিরুদ্ধ রাস্তা পরিহার করিয়া অন্যায় ভাবে বা ধর্ম করে ও তাহারা অন্য লোকের ঘরে কিংবা অন্যস্থানে করে; শোভনে! এইরূপ মানুষেরা যখন মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহারা ধর্মের সেই সব ফল প্রাপ্ত হইয়া কখনও ভোগ করিতে পারে না। কেবল ভোগাগার রক্ষাকারী রক্ষীর ন্যায় সেই ধনকে রক্ষা করিতে করিতে বর্ধিত করিতে থাকে ॥ ১০-১২

উমোবাচ।

কেচিদ্ ধনবিমুক্তাস্তু ভোগযুক্তা মহেশ্বর।
মানুষ্যাঃ সম্প্রসূয়ন্তে তত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ১৩

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

নিত্যং যে দানশীলেষু নরা বিত্তেষ্বসংশ্বপি ॥ ১৪
কালবদ্ধবশাঃ প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্মনি তে নরাঃ।
এতে ধনবিহীনাস্তু ভোগযুক্তা ভবন্ত্যুত ॥ ১৫
বর্ষদাত্রোপদেশং বা কর্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ।
ইতি তে কথিতা দেবি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৬

উমোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ ত্রিয়ক্ষ বৃষভধ্বজ।
মানুষাত্রিবিধা দেব দৃশ্যন্তে সততং বিভো ॥ ১৭
আঢ্যাশ্চৈব দরিদ্রাশ্চ স্বাশৈবেহ্যপরিগ্রহৈঃ।
অপরে যত্নপূর্বং তু লভন্তে ভোগসংগ্রহম্ ॥ ১৮
অপরে যত্নবান্তস্তু ন লভন্তে তু কিঞ্চন

কেন কর্মবিপাকেন তত্রে শংসিতুমর্হসি ॥ ১৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

তত্রৈতত্তে মহাভাগে শ্রোতুকামাসি ভামিনি ॥ ২০
যে লোকে মানুষা দেবি দান-ধর্মপরায়ণাঃ।
পাত্রাণি বিধিবজ্জ্ঞাত্বা দত্ত্বাঽঽদাতৃংশ্চ মানবান্ ॥ ২১
অভিগম্য স্বয়ং তত্র প্রার্থয়ন্তি প্রসাধ্য চ
দানানি চেষ্টিতৈর্যজ্ঞৈর্বজ্ঞাভবৈর্ধনৈর্বা ॥ ২২
পুনর্জন্মনি তে দেবি ঢাঢ্যাঃ শ্রোত্রিয়া নরাঃ।
অযত্নতস্তু তাস্যেব ফলানি প্রাপ্নুবন্ত্যুত ॥ ২৩
আসীনা এব ভুঞ্জন্তে ভোগান প্রেত্যকৃতাগিনঃ
অপরে যে চ দানানি দদত্যেব প্রযাচিতাঃ ॥ ২৪
যদা যদ্যদ্ধিনে দত্তা পুনর্দানঞ্চ যাচিতাঃ।
তাবৎকালং তথো দেবি পুনর্জন্মনি তে নরাঃ
সন্তঃ শ্রমসংযুক্তাঃ পুনস্তান প্রাপ্নুবন্তি চ ॥ ২৫
যাচিতা অপি কেচিৎ তু ন দদত্যেব কিঞ্চন
অত্যন্তপুরুষা মন্তা লোভোপহতচেতসঃ ॥ ২৬

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—মহাভাগে! ভামিনি! তুমি ভাগ্যসংযোগে আমার উদ্দেশে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ অতঃপর শ্রবণ কর। দেবি! দান-ধর্মপরায়ণ সকল মানুষ সংসারে দানের ফলে পাত্রগণের বিধিবৎ জ্ঞানলাভ করিয়া অথবা অনুষ্ঠানের তাহাদের বিষয় জ্ঞাত হইয়া দূর হইতেও সাধুদের নিকট স্বয়ং গমনপূর্বক তাহাদের প্রসন্ন করিয়া নিজেদের প্রতি যত্নবান করিয়া লইবে। তাহাদের দানাদি কর্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে অতএব দান-পাত্রবিশেষে না জানিয়াই তাহাদের অল্প দানের বহু প্রদান করিবে, দেবি! তাহারাই পুনর্জন্মে এইরূপ ভোগ পুরুষ হয় এবং বিনা প্রযত্নেই সেই সব কর্মের ফল লাভ করে ও পুণ্যভাগী হওয়ায় বসিয়া বসিয়াই সর্বপ্রকার ভোগসমূহ উপভোগ করে। ১৩-২৩½

অপর যে সব মানুষ যাচকগণ প্রার্থনা করিলে পর দান করে এবং যখন যখন যাচকেরা প্রার্থনা করে, তখন তখনই সেই দান প্রদান করিয়া পুনরায় তাহারা প্রার্থনা করিলে আবার দান করে, দেবি! এই সব মানুষ পুনর্জন্ম লাভ করিয়া ধন ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া বারংবার সেই দানকর্মের ফল প্রাপ্ত হইতে থাকে। ২৪-২৫

এমন কিছু মানুষ আছে, যাহারা যাচ্ঞা করিলেও যাচকদের কোন কিছু প্রদান করে না। তাহাদের চিত্ত লোভের দ্বারা দূষিত হয় এবং তাহারা সজাগ অপরের দোষই দেখিতে থাকে ২৬।

তে পুনর্জন্মনি শুভে বহুতো বহবো নরাঃ
ন প্রাপ্নুবন্তি মনুজা মার্গস্থত্তেঽপি ভিক্ষব। ॥ ২৭
নাসুস্থং রোগতঃ শশ্বদ্ভবতি দানফলাদ্বিভূঃ।
যদ্ যদ্ দদাতি পুরুষস্তত্ তৎ প্রাপ্নোতি কেবলম্ ॥ ২৮
ইতি তে কথিতঃ দেবি কৃতঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥ ২৯

উমোবাচ।

ভগবন্ ভগনেত্রঘ্ন কেচিদ্ দার্ঢ্যকরাশ্রুতাঃ
অভোগযোগ্যকালে তু ভোগাংস্তৈস্তৈর্ধনানি চ ॥ ৩০
লভন্তে স্থবিরা ভূত্বা ভোগৈশ্বর্য্যং যতস্ততঃ
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৩১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বং সমাহিতা ॥ ৩২
দার্ঢ্যকর্ম্মা ক্ষিতঃ কালং বিস্তৃতা ধনসংযুতাঃ।
প্রাণান্তকালে সম্প্রাপ্তে ব্যাধিভিস্তে নিপীড়িতাঃ ॥৩৩
আরভন্তে পুনর্দ্দাতুং দানানি যা নরাঃ ॥ ৩৪
তে পুনর্জন্মনি শুভে ভূত্বা দুঃখপরিপ্লুতাঃ

ভক্তে। এরূপ বহুজন পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে পর যত্ন করিয়া থাকিলেও কিছুই প্রাপ্ত হয় না। বহুভাবে অন্বেষণ করিলেও তাহাদের কোনও ভোগ সুলভ হয় না। ২৭

যেহেতু বীজ বপন না করিলে শস্য উৎপন্ন হয় না, এই বিষয় লাভের ফলেও জানিতে হইবে—অর্থাৎ দান না করিলে কিছুই লাভ হয় না। মানুষ যে যে বস্তু দান করে, কেবল তাহাই বহুগুণ প্রাপ্ত হয়। দেবি! ইহা তোমাকে বলিলাম। আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়? ২৮-২৯

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! ভগনেত্রের নেত্রনষ্টকারী মহাদেব! কিছু মানুষ বৃদ্ধ হইলেও যেখান-সেখান হইতে ভোগ ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। এরূপ কোন্ কর্মবিপাকে সম্ভব হয়? ইহা আমাকে বলুন। ৩০-৩১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! আমি প্রসন্নতা সহকারে তোমাকে ইহার উত্তর প্রদান করিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্ব শ্রবণ কর। যে সব মানুষ ধনশালী হইলেও দীর্ঘকাল ধরিয়া কৃপণতা বিস্তৃত থাকে এবং যখন রোগসমূহে পীড়িত হয়, তখন প্রাণান্তকাল নিকটে আসিলে পর কর্মফল কিংবা দান করিতে আরম্ভ করে, শুভে! ইহারা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত

অতীতযৌবনে কালে ক্ষবিত্তযুপাগতা ॥ ৩৫
লভন্তে পূর্ব্বতন্ত্রাস্তা ধনানি শুভলক্ষণে ॥ ৩৬
এতৎ কর্মফলং দেবি কালযোগাদ্ উপস্থিতম্ ॥ ৩৭

উমোবাচ।

ভোগযুক্তা মহাদেব কেচিদ্ ব্যাধিপরিপ্লুতাঃ।
অসমর্থাস্ত তাঃ ভোক্তুং ভবন্তি কিল কারণম্ ॥ ৩৮

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

ব্যাধিযোগপরিশ্লিষ্টা যে নিয়ান্তাঃ অভীবিতে।
আরভন্তে তদা কর্তুং দানানি শুভলক্ষণে ॥ ৩৯
তে পুনর্জন্মনি শুভে প্রাপ্না তানি ফলান্যুত।
অসমর্থাস্ত তান ভোক্তুং ব্যাধিতাস্তে ভবন্ত্যুত ॥ ৪০

উমোবাচ

ভগবন্ দেবদেবেশ সাম্বুদেবেশ কেচন।
রূপযুক্তাঃ প্রসূয়ন্তে ভগাস্তাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৪১
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৪২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বং সমাহিতা ॥ ৪৩

হইলে পর দুঃখে মগ্ন হইয়া যৌবনকাল অতিক্রান্ত হইয়া যাইলে যখন বৃদ্ধ হয়, তখন সেই পূর্ব্ব প্রদত্ত দানের ফল লাভ করিয়া থাকে। দেবি! এই কর্মফল কালযোগেই প্রাপ্ত হয়। ৩১-৩৭

উমা দেবী বলিলেন,—মহাদেব! কিছু মানুষ ধনসমৃদ্ধিতে ভোগসম্পন্ন হইলেও রোগসমূহে পীড়িত থাকায় তাহারা ভোগে অসমর্থ হইয়া যায়, ইহার কারণ কি? ৩৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—শুভলক্ষণে! যাহারা রোগসমূহের কষ্টে পতিত হইলে পর যখন জীবনে নিরাশ হইয়া যায়, তখন দান করিতে আরম্ভ করে। শুভে! তাহারাই পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে পর সেই দান কর্মের ফল লাভ করত রোগসমূহে আক্রান্ত হইয়া তাহার ভোগে অসমর্থ হইয়া পড়ে। ৩৯-৪০

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ! মহাজনগণের মধ্যে কিছু মানুষ রূপবান্, শুভলক্ষণসম্পন্ন ও প্রিয়দর্শন হয়—ইহা দেখা যায়। কোন্ কর্ম্মের ফলে ইহা হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৪১-৪২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! আমি প্রসন্নতা সহকারে ইহার উত্তর বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া শ্রবণ কর। ৪৩

যে পুত্রা মানুষা দেবি লজ্জাযুক্তাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পত্নীভূতা নিতাঃ কৃত্বা চৈব ভর্ত্তারতঃ। ৪৪
অন্যানভোজিনশ্চৈব সদা প্রাণিদয়াযুতাঃ।
প্রতিকর্ম্মপ্রদা যাপি বন্ধুনা ধর্ম্মকারণাৎ। ৪৫
ভূমিশুদ্ধিকরা যাপি কারণাদগ্নিপূজকাঃ। ৪৬
এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জ্জন্মনি তে নরাঃ
রূপেণ স্পৃহণীয়াস্তে ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ। ৪৭

উমোবাচ।

বিরূপাংশ্চ প্রপশ্যন্তে মানুষেষেব তেঽনঘ
কেন কর্ম্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি। ৪৮

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তত্রহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু কল্যাণি কারণম্। ৪৯
রূপযোগাৎ পুরা মর্ত্ত্যা দর্পাদুদ্ধারসংযুতাঃ।
বিরূপহাসকাশ্চৈব স্তুতিনিন্দাদিভিঃ শুভে। ৫০
পরোপতাপিনশ্চৈব বাংসোদ্বান্ত ভবৈব চ।
অত্যন্তসুরাপরাশ্চৈব অশুদ্ধাশ্চ তথা নরাঃ। ৫১

এবংযুক্তসমাচারা মনুষ্যেষু সুসংযুতাঃ।
কথঞ্চিৎ প্রাপ্য মানুষ্যং তত্র তে রূপবর্জ্জিতাঃ। ৫২
বিরূপাঃ সন্তস্ত্বেব যান্তি তত্র বিচারণা।

উমোবাচ

ভগবন্ দেবসর্ব্বেশ কোঽহং সৌভাগ্যসংযুতা।
রূপতোগবিহীনাংশ্চ পৃচ্ছতে প্রব্রবীহি মে। ৫৩
কেন কর্ম্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি। ৫৪

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুত্রা মানুষা দেবি সৌভাগ্যশীলাঃ প্রিয়ংবদা।
স্বদারৈরেব সন্তুষ্টা দারেষু সমবৃত্তয়ঃ। ৫৫
দাক্ষিণ্যেনৈব বর্ত্তন্তে প্রমদাশ্চপ্রিয়াশ্চপি।
ন তু প্রত্যাশিনস্তেষাং স্ত্রীদোষান্ গুণদর্শিত্বাৎ। ৫৬
অন্নপানীয়দাঃ কালে নৃণাং খাদ্যপ্রদাশ্চ যে
স্বযানবস্ত্রদিনশ্চৈব বৃত্তিমন্তো নিরন্তরাঃ। ৫৭
এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জ্জন্মনি শোভনে।
মানুষান্তে ভবন্ত্যেব সততঃ সুভগা কৃশম্। ৫৮
অর্থাঢ্যতেঽপি তে দেবি ভবন্তি প্রমদাপ্রিয়াঃ। ৫৯

যে সব মানুষ পূর্ব্বজন্মে লজ্জাযুক্ত, প্রিয়ভাষী, পতিব্রতাশীলা এবং সদা ভর্ত্তাবশতই মনুষ্য ভর্ত্তাবশিষ্টই হইয়া সজ্জিত সকল প্রাণীর প্রতি দয়া করে, কখনও মাংস ভক্ষণ করে না, বন্ধুর উপকারে যত্ন ও আত্মকল্যাণ প্রদান করে, কৃষির শুদ্ধি করে এবং বিশেষ কারণবশতঃ অগ্নির পূজা করে, এরূপ সদাচারপরায়ণ মনুষ্যগণ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে পর রূপ-সৌভাগ্যের দ্বারা সকলের স্পৃহণীয় হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪৪-৪৭

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! মনুষ্যগণেরই মধ্যে যে সব মানুষকে অত্যন্ত কৃপণ হইতে দেখা যায়, ইহা কোন্ কর্ম্মের ফলে হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৪৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—কল্যাণি! শ্রবণ কর, আমি তোমাকে ইহার কারণ বলিতেছি। পুরুষত্বে পুনর্ব্বার রূপ প্রাপ্ত হইয়া যে সব মানুষ দর্প ও অহঙ্কারে মত্ত হইয়া স্তুতি এবং নিন্দা প্রভৃতির দ্বারা কৃপণ মনুষ্যদিগকে অত্যন্ত উপহাস করে, অন্য ব্যক্তিগণকে সন্তাপিত করে, মাংস ভক্ষণ করে, পরের দোষ বর্ণন করে এবং সজ্জনা অশুদ্ধ থাকে, এরূপ অনাচারী মনুষ্যগণ মনুষ্যলোকে বিশেষভাবে মত্ত প্রাপ্ত হইয়া যখন পুনরায় কোনরূপে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা তখন রূপহীন ও কৃপণ হয়। এবিষয়ে আর অন্য কোনও বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। ৪৯-৫৪

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! কিন্তু যাহারা সৌভাগ্যশালী হয়, তাহারা রূপহীন ও ভোগহীন হইলে পরম নারীগণের 'প্রিয় হইয়া থাকে। কোন্ কর্ম্মের বিপাকে এরূপ হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৫৩-৫৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে সব মানুষ পূর্ব্বজন্মে সৌম্যস্বভাব ও প্রিয়ভাষী হয়, নিজেদেরই পত্নীতে সন্তুষ্ট থাকে যার একাধিক পত্নী থাকে, তবে সকলের প্রতি সমান ভাব রাখে, নিজেদের স্বভাবের জন্য অভিজ্ঞ হইয়া ঈশ্বরের প্রতি উদারতাপূর্ণ ব্যবহার করে, ঈর্ষিদের দোষের চর্চা করে না তাহাদের গুণেরই প্রশংসা করে, যথাকালে অন্ন ও জল দান করে, অতিথিগণকে স্বাগত অন্ন ভোজন করায়, নিজেদের পত্নী উপরেই অনুরক্ত থাকিবার নিয়ম গ্রহণ করে, বৈধ্যযান্ত ও দুঃখ রহিত হয়, শোভনে! এরূপ আচরণপরায়ণ হইলে পর সে সৌভাগ্যশালী হয়। দেবি! এই সব মানুষ ধনহীন হইলেও নিজেদের পত্নীর প্রীতিপাত্র হইয়া থাকে। ৫৫-৫৯

উমোবাচ

দুর্ভগাঃ সম্প্রসূয়ন্তে আঢ্যা ভোগযুতা অপি।
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৬০

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তত্রতা তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্বং সমাহিতা ॥ ৬১
যে পুরা মনুজা দেবি স্বধারেয়নপেক্ষকা।
যথেষ্টবৃত্তয়শ্চৈব নির্লজ্জা বীতসম্ভ্রমাঃ ॥ ৬২
পত্নযো বিপ্রিয়করা বান্ধবাঃ কামকর্মভিঃ
নিরাশ্রয়া নিরাধ্যাঃ স্ত্রীণাং প্রবদতোপনাঃ ॥ ৬৩
এবং যুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি তে নরাঃ।
দুর্ভগাস্তু ভবন্ত্যেব স্ত্রীণাং দুঃখবিপ্রিয়াঃ ॥ ৬৪
নাস্তি তেষাং রতিসুখং স্বদারেষপি কিঞ্চন ॥ ৬৫

উমোবাচ

ভগবন্ দেবদেবেশ মানুষেষপি কেচন।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্না বুদ্ধিমন্তো বিচক্ষণাঃ ॥ ৬৬
দুর্ভগাস্তু প্রসূয়ন্তে বহবস্তারা বদাবিধি।
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৬৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তত্রতা তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু কল্যাণি কারণম্ ॥ ৬৮
যে পুরা মনুজা দেবি শ্রুতবন্তোঽপি কেবলম্।
নিরাগ্রহা নিরাধ্যাস্তু নৃশংসাচরণাঃ ॥ ৬৯
তে পুনর্জন্মনি শুভে জ্ঞানবুদ্ধিযুতা অপি
নিষ্কিঞ্চনা ভবন্ত্যেব অন্নস্তু দিনে রোগিণঃ ॥ ৭০

উমোবাচ।

মৃষা লোকে প্রসূয়ন্তে বৃক্ষমূলা বিচেতসঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানরহিতা মূঢ়ধাস্তে সমন্ততঃ ॥ ৭১
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৭২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

যে পুরা মনুজা দেবি বালিশা অপি সর্বতঃ
সমাচরন্তি দানানি লৌকাচারপ্রকারতঃ ॥ ৭৩
অবুদ্ধিপূর্বং যা দানং তত্তোয় তত্তস্ততঃ
তে পুনর্জন্মনি শুভে প্রাপ্নুবন্ত্যেব তৎফলম্ ॥ ৭৪
পণ্ডিতোঽপণ্ডিতো বাপি ভুঙ্‌ক্তে দানফলং নরঃ
বুদ্ধ্যাঽনপেক্ষিতং দানং সর্বথা তৎ ফলপ্রদম্ ॥ ৭৫

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! যে সব মানুষ ভোগসম্ভারে সম্পন্ন হইলে পরও দুর্ভাগা হইতে দেখা যায়। কোন্ কর্মের ফলে এরূপ হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৬০

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! এই কথা আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া সকল বিষয় শ্রবণ কর। যে সব মানুষ পূর্বে নিজেদের পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, লজ্জা ও ভয়কে পরিত্যাগ করিয়াছে, মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা অন্যদের অপ্রিয় করে এবং আত্মহঙ্কার ও নিরাচারে থাকিয়া পত্নীর হৃদয়ে ক্রোধ উৎপন্ন করে, এরূপ দুষ্টের আচারযুক্ত মনুষ্যগণ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইয়া দুর্ভাগা হয় এবং নারী জাতির পক্ষে অপ্রিয় হয় এবং আত্মহঙ্কার ও নিরাচারে থাকিয়া পত্নীর হৃদয়ে ক্রোধ উৎপন্ন করে, এরূপ দুষ্টিত আত্মাভিমানী ব্যক্তিগণের নিজেদের পত্নী হইতেও সুখলাভ অধিক সুখ সুলভ হয় না। ৬১-৬৫

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ! মনুষ্যজন্মের মধ্যে কিছু মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্ হইতেও দুর্ভাগিনী হইতে দেখা যায়। তাহারা বিধিপূর্বক যজ্ঞ করিয়াও সেই দুর্গতি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কোন্ কর্ম-বিপাকের দ্বারা এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৬৬-৬৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—কল্যাণি! আমি ইহার কারণ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। দেবি! যে সব মানুষ পূর্বজন্মে বিদ্বান্ হইলেও আত্মহঙ্কার এবং ভোজন লাভেরই হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবল নিজেদের উদর পোষণের চেষ্টায় নিরত থাকে, শুভে! তাহারা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে পর জ্ঞান ও বুদ্ধিযুক্ত হইলেও অকিঞ্চনই থাকিয়া যায়, কারণ, বীজ বপন না করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না। ৬৮-৭০

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! এ জগতে মূর্খ, অচেতন (অবোধ) ও জ্ঞান-বিজ্ঞান রহিত মনুষ্যগণও সর্বাধিকবিধি সমৃদ্ধিশালী ও বৃক্ষমূল হয়—ইহা দেখা যায়। কোন্ কর্মের ফলে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৭১-৭২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে সব মানুষ পূর্বে মূর্খ হইলেও সর্বতোভাবে লৌক দুঃখী ব্যক্তিগণের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক তাহাদিগকে যথাবিধি যজ্ঞ দান করে এবং যাহারা পূর্বে দানের যাচ্ঞাকারী না জানিয়াও যেখানে সেখানে দান করিতে থাকে, শুভে! সেই মানুষেরা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ অবস্থা লাভ করিয়া থাকে। মানুষ পণ্ডিত হউক বা মূর্খ হউক, প্রত্যেক মানুষ দানের ফল ভোগ করে। বুদ্ধির দ্বারা অনপেক্ষিত দানও সর্বথা ফল দান করিয়া থাকে। ৭৩-৭৫

উমোবাচ

ভগবন্ দেবদেবেশ মানুষেষু চ কেচন।
দেবাধিনঃ শ্রুতিধরা ভবন্তি বিগতজ্বরাঃ ॥ ৭৬
কেন কর্মবিপাকেন তদ্ভবে শংসিতুমর্হসি ॥ ৭৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

যে পুত্রা মনুজা দেবি গুরুশুশ্রূষকাঙ্ক্ষিণঃ।
জ্ঞানার্থং তে তু সংদৃষ্টা ঊর্ধ্বং তে বিধিপূর্বকম্ ॥ ৭৮
বিধিনৈব পরাংস্তেন গ্রাহয়ন্তি চ মানুষাঃ।
অপ্রাধান্যাদ্ধ জ্ঞানেন প্রণাস্তা সম্ভবাচকাঃ ॥ ৭৯
বিদ্যাস্থানানি যে লোকে স্থাপয়ন্তি চ তত্ত্বতঃ।
তাদৃশা মরণং প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে ॥ ৮০
দেবাধিনঃ শ্রুতিধরা ভবন্তি বিগতজ্বরাঃ। ৮১

উমোবাচ

অপরে মানুষা দেব গর্ভস্থোঽপি মতস্ততঃ
বহিষ্কৃতাঃ প্রসূয়ন্তে শ্রুতবিজ্ঞানবুদ্ধিতঃ ॥ ৮২
কেন কর্মবিপাকেন তদ্ভবে শংসিতুমর্হসি ॥ ৮৩

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

যে পুত্রা মনুজা দেবি জ্ঞানদর্শনসমন্বিতাঃ।
প্রাহয়ন্যান্ত তৎপ্রাপ্য জ্ঞানাহঙ্কারমোহিতাঃ ॥ ৮৪
বহন্তি যে পরান্ নিত্যং জ্ঞানাধিক্যেন দর্পিতাঃ।
জ্ঞানাকৃষ্টাঃ কুর্বন্তি ন সংস্তবং হি চাপরান্ ॥ ৮৫
তাদৃশা মরণং প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
মানুষ্যং দুষ্টিয়াং প্রাপ্যাত্তত্র বোধবিবর্জিতাঃ ॥ ৮৬
ভবন্তি সততং দেবি যতস্তো হীনমেধসঃ ॥ ৮৭

উমোবাচ

ভগবন্ মনুষ্যাঃ কেচিৎ সর্বকল্যাণসংযুতাঃ
পুত্রৈর্ধনৈশ্চ ধান্যৈশ্চ সৌধাসনপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৮৮
পরস্পরর্দ্ধিসংযুক্তাঃ জ্ঞানৈশ্বর্যধনোদয়ৈঃ
ব্যাধিহীনা নিরাবাধা রূপবানোপলৈর্যুতাঃ ॥ ৮৯
বনখাদ্যেন সম্পন্নাঃ প্রসাদৈর্বানযাহনৈঃ
সর্বোপভোগসংযুক্তা নানাচিত্রৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৯০
জ্ঞাতিভিঃ সহ মোদন্তে অবিঘ্নং তু দিনে দিনে।
কেন কর্মবিপাকেন তদ্ভবে শংসিতুমর্হসি ॥ ৯১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

ভবন্তঃ তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্বং সমাহিতা ॥ ৯২

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবাধিদেব! মনুষ্যগণের মধ্যে কিছু ব্যক্তি দেবাধী হয়, কেহ কোনও গুণকে একবার শুনিয়াই তাহা ধারণ করিয়া রাখে এবং অনেকে আবার নিজে কিছুতেই জ্ঞানসম্পন্ন হয়। কোন্ কর্মবিপাকে এরূপ হয়? ইহা আমাকে বলুন ॥ ৭৬-৭৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে মানুষেরা পূর্বে অত্যন্ত গুরুজনে গুরু শুশ্রূষা করিয়াছে এবং জ্ঞানের জন্য বিধিপূর্বক গুরুর আশ্রয় গ্রহণকারী হয়ত অন্যান্যদিকে বিধি অনুসারে নিজের বিদ্যা গ্রহণ করায়, অবিধি পূর্বক নহে, নিজেদের জ্ঞানের দ্বারা যাহারা গুণবান নিজেদের বৃথা শ্লাঘান্বিত করে না, বরং অভিমান শান্ত ও দৌম্য হইয়া থাকে এবং যাহারা গুরুতে বহুসম্ভারে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করে, শোভনে! এরূপ মানুষেরাই যখন মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহারা মেধাবী, শ্রুতিধর ও [illegible] অল্প-জ্ঞানসম্পন্ন হয় ॥ ৭৮-৮১

উমাদেবী বলিলেন,—দেব! অন্য বহু মানুষ বহু করিয়াও পরও বহু গুণ শাস্ত্রজ্ঞান এবং বুদ্ধি হইতে বঞ্চিত—ইহা কেন হয়। কোন্ কর্মের ফলে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন ॥ ৮২-৮৩

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে মানুষগণ জ্ঞানের গর্বে স্ফীত হইয়া বৃথা শাস্ত্রব্যাখ্যা করে এবং জ্ঞান লাভ করত তাহার অহঙ্কারে মোহিত হইয়া অপর ব্যক্তিগণকে নিন্দা করে অন্য জ্ঞানী পুরুষদিগকে স্তব করিতে পারে না, শোভনে! এরূপ মানুষেরা মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে বহু কাল অতি-বাহিত হইবার পর মনুষ্য জন্ম লাভ করে। দেবি! সেই জন্মে তাহারা দয়া ধর্ম বর্জিতেও বোধহীন ও বুদ্ধিরহিত হইয়া থাকে ॥ ৮৪-৮৭

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কত মানুষ সমস্ত কল্যাণময় গুণসমূহে যুক্ত হয়। তাহারা ভগবান্ স্ত্রী-পুত্র, ধন ধান্য ও অন্যান্য উপকরণসমূহে যুক্ত হয়। যান, ঐশ্বর্য, মনোহর ভোগসমূহ এবং পারস্পরিক সমৃদ্ধিতে অনেকে সংযুক্ত হয় রোগহীন, বাধারহিত, রূপ-আরোগ্য ও বল সম্পন্ন, বন-খাদ্যে পরিপূর্ণ, নানাবিধ বিচিত্র ও মনোহর প্রাসাদ, যান এবং বাহন-সমূহে যুক্ত হয় ও সর্বপ্রকার ভোগসমূহে সংযুক্ত হইয়া তাহারা প্রতিদিন জ্ঞাতিগণের সহিত নির্বিঘ্নে আনন্দ ভোগ করে। কোন্ কর্মবিপাকে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন ॥ ৮৮-৯১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! ইহা আমি তোমাকে

যে পূজা মনুজা দেবি আঢ্যা বা ইতরেঽপি বা
শ্রুতিস্মৃতিসমাযুক্তা দানকামাঃ শ্রদ্ধপ্রিয়াঃ। ১৩
পরেঙ্গিতপরা নিত্যাঃ দাতব্যমিতি নিশ্চিতাঃ
সত্যসন্ধাঃ ক্ষমাশীলা লোভমোহবিবর্জিতাঃ। ১৪
দাতারঃ পাত্রতো দানং শ্রদ্ধৈনিয়তসংযুতাঃ
যজন্তমিহ সংপৃচ্ছ্য পরন্তু:খবিবর্জিতাঃ। ১৫
সৌম্যশীলা শুভাচারা দেবব্রাহ্মণপূজকাঃ। ১৬
এবংশীলসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে
দিবি বা ভুবি বা দেবি জায়ন্তে কর্তৃতোগিনঃ। ১৭
মানুষেষ্বপি যে জাতাস্তাদৃশাঃ সম্ভবন্তি তে।
বাদৃশাস্তু ত্বয়া প্রোক্তাঃ সর্বে কল্যাণসংযুতাঃ। ১৮
রূপং দ্রব্যং বলং চায়ুর্ভোগৈশ্বর্যং ফলং ক্রমম্।
ইত্যেতৎ সর্বসাধুভ্যো দানাদ্ ভবতি মানুষা। ১৯
ভোগোদানময়ঃ সর্বমিতি বিদ্ধি শুভাসনে।১০০

উমোবাচ।

অথ কেচিৎ প্রদৃশ্যন্তে মানুষেষু মানুষাঃ

দুর্গতাঃ ক্লেশদুঃখিতা দানভোগবিবর্জিতাঃ। ১০১
ভবৈরিতি: সমাযুক্তা ব্যাধিদুঃখসমাযুতাঃ।
শুষ্কদ্রাক্ষিভৃতাশ্চান্ত সন্ততা বিষদর্শকাঃ। ১০২
কেন কর্মবিপাকেন তদ্বে বাসিভুমর্হসি। ১০৩

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

যে পূজা মনুজা দেবি আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।
ক্রোধ-লোভসমাযুক্তা নিরাচারাস্তু নিষ্ক্রিয়াঃ। ১০৪
নাস্তিক্যাশ্চৈব দুর্বৃত্তাস্তু মূর্খাশ্চাত্মপরায়ণাঃ।
পরোপতাপিনো দেবি প্রায়শঃ প্রাণিনির্দয়াঃ। ১০৫
এবংবৃত্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
কথঞ্চিৎ প্রাপ্য মানুষ্যং তত্র তে দুঃখপীড়িতাঃ। ১০৬
সর্বত্র সন্তুষ্যন্ত্যেব পূর্বমাত্মপ্রমাদতঃ।
যথা তে পূর্বকথিতাস্তথা তে সম্ভবন্ত্যত। ১০৭
শুভাশুভং কৃতং কর্ম সুখদুঃখফলোদয়ম্
ইতি তে কথিতং দেবি ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি। ১০৮

ইত্যার্ষিকঃ ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ।

অধিক ক্লেশপীড়িত, দান ও ভোগপরিত, অব্যাধিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধতাপ যুক্ত, রোগের ও ভোগের ভয়ে ভীরিত, দুই পত্নীর দ্বারা বিধিবদ্ধ এবং সর্বদা সকল কার্যেই বিঘ্নই দেখিয়া থাকে। কোন কর্মের বিপাকে এরূপ হয়, তাহা আমাকে বলুন। ১০১-১০৩

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, হে যে সব মানুষ পূর্বে আসুরিক ভাবকে আশ্রয় করিয়াছে, যাহারা ক্রোধ ও লোভযুক্ত, ভোজনাসক্তি হইতে বর্জিত, অকর্মণ্য, নাস্তিক, দুর্বৃত্ত, মূর্খ, নিজেরই উদরপোষণকারী, যাহারা অন্যকে সন্তাপিত করে এবং প্রায় সকল প্রাণীর প্রতিই নির্দয় ব্যবহার করে, শোভনে! এরূপ আচার-ব্যবহারযুক্ত মানুষেরা পুনর্জন্মের সময় কোনপ্রকারে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া যে কোনও স্থানে উৎপন্ন হইলে সর্বত্র নিজেরই প্রমাদের জন্য দুঃখপীড়িত হয় এবং যেরূপ তুমি বলিলে, সেইরূপ অবস্থাপন্নই হোয়ে থাকে। ১০৪-১০৭

দেবি! মানুষের কৃত শুভ বা অশুভ কর্মই তাহার সুখ কিংবা দুঃখরূপ ফলপ্রাপ্তির কারক হয়। এই কথা আমি তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ১০৮

আঠার ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিকঃ সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ।

[অন্ধত্ব-পঙ্গুত্বাদি নানাবিধদোষাণাং রোগাণাঞ্চ কারণভূতানাং দুষ্কর্মণাং বর্ণনম্]

উমোবাচ

ভগবন্ দেবদেবেশ মম প্রীতিবিবর্ধন।
ভাতাভাতৈস্তথা দৃষ্টস্তে ভ্রাতা বা নষ্টচক্ষুষঃ ॥
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুমা কামলোভেন পরযোষাসু লোলুপাঃ।
পরস্ত্রিয়োঽভিধীক্ষন্তে দুষ্টেনৈব চক্ষুষা ॥ ২
অন্ধীকুর্বন্তি যে মর্ত্যাঃ ক্রোধ-লোভসমন্বিতাঃ।
লক্ষণজ্ঞাংশ্চ রূপেষু অযথাবৎপ্রদর্শকাঃ ॥ ৩
এবমুক্তসমাচারাঃ কালধর্মবশাস্তু তে।
পতিতা যমদণ্ডেন নিরয়স্থাস্তিরা প্রিয়ে ॥ ৪
যদি চেন্মানুষং জন্ম লভন্তেঽন্তে তথাপি বা
অন্ধভাবতো বা ভ্রাতা বা অন্ধা এব ভবন্তি তে ॥ ৫
অক্ষিরোগযুতা বাপি ভ্রান্তি তত্র বিচারণা ॥ ৬

উমোবাচ

মৃষরোগযুতা কেচিদ্ দৃশ্যন্তে মনুজাঃ নরাঃ।
দন্ত-ওষ্ঠ-তপোদালৈর্ঘর্ঘাবিভির্বদন্তিতাঃ ॥ ৭
আদিপ্রভৃতি বৈ মর্ত্যা ভ্রাতা বাপ্যথ কায়তঃ।
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৮

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু দেবি সমাহিতা ॥ ৯
কৃতঘ্নাস্তু যে দেবি জিহ্বয়া কটুকং ভৃশম্
ব্রুবন্তো পরুষং ঘোরং গুরূন্ প্রতি পরান্ প্রতি ॥ ১০
জিহ্বাবাবাং তদাচ্ছেত্তাঃ কুর্বতে কোপকারণাৎ
পাদাদ্যাহনুত্তকৃচ্ছ্রিণো নরাঃ কার্যাবশেন বা ॥ ১১
তেষাং জিহ্বাগ্রদেশস্থা ব্যাধয়ঃ সম্ভবন্তি তে ॥ ১২
কুশ্লোত্তারস্তু যে চার্থং পরেষাং কর্মকারকাঃ
কর্মরোগান্ বহুবিধাংল্লভন্তে তে পুনর্ভবে ॥ ১৩

অধিক সপ্তম অধ্যায়।

[অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্বাদি নানাপ্রকার দোষসমূহ এবং রোগসকলের কারণভূত দুষ্কর্মসমূহের বর্ণন]

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! আমার প্রীতিবর্দ্ধনকারী দেবদেবেশ! এ সংসারে কিছু মানুষকে জন্ম হইতেই অন্ধ দেখা যায়, আবার কিছু মানুষের জন্মগ্রহণের পর চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। কোন্ কর্ম্মের বিপাকে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে! যাহারা কাম ও লোভপরতন্ত্র হইয়া পরস্ত্রীগণের সহিত নিজেদের গোপনভাবে পরিচয় দেয়, পরস্ত্রীগণের প্রতি নিজেদের দূষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, যে সব মানুষ ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়া অন্য মানুষকে অন্ধ করিয়া দেয় অথবা রূপবিষয়ক লক্ষণসকল জানিয়া তৎসম্বন্ধে মিথ্যা বলিয়া প্রদর্শন করে, এরূপ আচরণকারী মনুষ্যগণ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে পর যমদণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নরকে পতিত থাকে। ২-৪

তাহার পর তাহারা যদি মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে জন্মাবধিই অন্ধ হইয়া যায় অথবা জন্মগ্রহণের পর অন্ধ হয় কিংবা সজোরে চক্ষুরোগে পীড়িত হইতে থাকে এ বিষয়ে অন্য কিছু আর বিচার করিবার নাই। ৫-৬

উমাদেবী বলিলেন,—প্রভো! কিছু মানুষকে সজোরে মুখের রোগে বাধিত থাকিতে দেখা যায়, কিছু মানুষ দন্ত, ওষ্ঠ ও তালুর রোগে অত্যন্ত কষ্টভোগ করে, তাহারা জন্ম হইতেই হোক বা এক বয়স মানুষ আবার জন্মগ্রহণের পর কারণবশতঃ নানারোগে আক্রান্ত হয়। কোন্ কর্ম্মের পাপশক্তিতে এরূপ হয়? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৭-৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! তোমাকেও হইবে কুমি শ্রবণ কর, আমি প্রসন্নতার সহিত তোমাকে সব কিছুই বলিতেছি। যে সব কৃতঘ্নব্যক্তিরা মানুষ নিজেদের জিহ্বার দ্বারা গুরুজনগণ বা অন্য ব্যক্তিদের প্রতি অত্যন্ত কটু, মিথ্যা, কঠোর ও অযথার্থ কথা বলে, যাহারা ক্রোধের কারণে অন্য মনুষ্যগণের জিহ্বা ছেদন করিয়া দেয় অথবা কার্যবশতঃ প্রায়শঃ অধিক মিথ্যাকথাই বলে, তাহাদের জিহ্বাগ্রদেশেই ব্রণবিষ রোগ হয়। ৯-১২

যাহারা পরদোষ ও নিন্দাদিযুক্ত কুবচন শ্রবণ করে এবং যাহারা অন্যদের কর্ণের হানি করে, তাহারা পর জন্মে কর্ণসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার রোগের কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। ১৩

দন্তরোগশিরোরোগকর্ণরোগাস্তথৈব চ।
অন্যে মূঢ়াশ্রিতা দোষাঃ সর্বে চাস্যকৃতং ফলম্ ॥ ১৪

উমোবাচ।

পীড্যন্তে সন্ততং দেব মানুষেষেব কেচন।
বৃদ্ধিপক্কাশ্রিতৈর্দোষৈর্ব্যাধিভিশ্চোদরাশ্রিতৈঃ ॥ ১৫
তীক্ষ্ণশূলৈশ্চ পীড্যন্তে নরা দুঃখপরিপ্লুতাঃ।
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ১৬

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুরা মনুজা দেবি কামক্রোধবশা ভৃশম্।
আত্মার্থমেব চাহারং ভুঞ্জন্তে নিরপেক্ষকাঃ ॥ ১৭
অভক্ষ্যাহারদানৈশ্চ বিষন্তানাং বিষপ্রদাঃ।
অভক্ষ্যভক্ষণৈশ্চৈব শৌচমন্ত্রবর্জিতাঃ ॥ ১৮
এবমুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে
কথঞ্চিৎ প্রাপ্য মানুষ্যং তত্র তে ব্যাধিপীড়িতাঃ ॥ ১৯
দৈত্যৈর্বৈরুধিরাকারৈর্ব্যাধিভিঃ সমাশ্রিতাঃ

ভবন্ত্যেব তথা দেবি যথা চৈব কৃতং পুরা ॥ ২০

উমোবাচ।

দৃশ্যন্তে সন্ততং দেব ব্যাধিভির্বেদনান্বিতৈঃ।
পীড্যমানাস্তথা মর্ত্যা অস্মাভী-শর্করাদিভিঃ ॥ ২১
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ২২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুরা মনুজা দেবি পরদারপ্রধর্ষকাঃ।
ভির্যগ্‌যোনিষু ধূর্তা বৈ মৈথুনার্থা চরন্তি চ ॥ ২৩
কামদোষেণ যে ধূর্তাঃ কন্যাসু বিধবাসু চ।
বলাৎকারেণ গচ্ছন্তি রূপদর্পসমন্বিতাঃ ॥ ২৪
তাদৃশা মরণং প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
যদি চেত্তাদৃশঃ জন্ম লভন্তেঽন্যে তথাবিধাঃ ॥ ২৫
মেহনৈস্তেন্তো যোনৈঃ পীড্যন্তে ব্যাধিভিঃ প্রিয়ে।

উমোবাচ।

ভবন্ মানুষাঃ কেচিদ্ দৃশ্যন্তে যোষিতঃ কৃত্বা
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ২৬

এবং যন্ত্রণাদায়ক দন্তরোগ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ এবং অন্য সব মূঢ়দন্তজ রোগ নিজেদের কৃত কর্মের ফলস্বরূপই প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪

উমাদেবী বলিলেন,—দেব! যন্ত্রণাদায়ক যখন কিছু মানুষ সদা বৃদ্ধি ও পক্কদন্তজ রোগ এবং উদরসম্ভবরোগসমূহে পীড়িত হইতে থাকে ॥ ১৫

যে মানুষ তীব্র শূল যন্ত্রণায় পীড়িত হয়, সেইজন্য তাহারা সর্বদা দুঃখে নিমগ্ন থাকে। কোন্ কর্মের বিপাকে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন ॥ ১৬

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! পূর্বে যে মানুষেরা কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া অন্য ব্যক্তিগণকে কোনরূপ গণ্য না করিয়াই কেবল নিজেদের জন্য আহার সংগ্রহ করে ও ভোজন করে, অন্যকে ভোজন দান করিয়া বিপন্ন মনুষ্যদিগকে বিষ প্রদান করে, অন্যকে ভক্ষ্য দান করে এবং শৌচ ও মন্ত্রজ্ঞানহীন হয়; শোভনে! এরূপ আচরণকারী মানুষেরা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে কোনরূপ মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া এই সব রোগে পীড়িত হইতে থাকে ॥ ১৭-১৯

দেবি! নানাপ্রকার রুধিরসিক্ত এই সব রোগে পীড়িত হইয়া তাহারা দুঃখে নিমগ্ন হয়। পূর্বজন্মে যেরূপ করিয়া থাকে, পরজন্মে সেইরূপই ফল ভোগ করে ॥ ২০

উমাদেবী বলিলেন,—দেব! বহু মানুষকে প্রত্যেহসম্ভূত রোগসমূহে পীড়িত হইতে দেখা যায়, তত মানুষ প্রসব ও ও পর্করা (প্রসাবে চিনি বাহির হওয়া) প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। কোন্ কর্মের ফলে এরূপ হয়, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন ॥ ২১-২২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে সব মানুষ পূর্বজন্মে পরস্ত্রী ধর্ষণ করে, যে ধূর্ত মানুষেরা পশুযোনিতে মৈথুনের জন্য চেষ্টা করে, যে ধূর্তগণ নিজেদের রূপের গর্বে গর্বিত হইয়া কামদোষে কুমারী কন্যাদিগের সহিত এবং বিধবা স্ত্রীলোকের সহিত বলাৎকার করে; শোভনে! এরূপ যন্ত্রণাময় মৃত্যুর পর যখন পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, তখন যন্ত্রণাযোনিতে আসিবার পর ঐ রোগে ঘুসিতে থাকে। প্রিয়ে! তাহারা প্রত্যেহসম্ভূত নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর রোগে পীড়িত হয় ॥ ২৩-২৫½

উমাদেবী বলিলেন,—বহু মানুষকে শুক্র (যাহাতে বেগ শুক্র হইয়া যায়) রোগে পীড়িত ও দুর্বল হইতে দেখা যায়। কোন্ কর্মের বিপাকে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন ॥ ২৬

শ্রীঋষেরুবাচ।

যে পুরা মনুজা দেবি মাংসলুব্ধা: সুলোলুপাঃ।
আত্মার্থং ঘাতয়ন্ত্যুক্ষ্ণ পশুভোগোপজীবিনঃ। ২৭
অন্যাংস্তুপাপকান্যাপি পশুভোগেষু যে নরাঃ। ২৮
এবমুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
শোষব্যাধিযুতাস্তত্র নরা ব্যসনসম্ভবাঃ। ২৯
তস্মাত্তোব নরা দেবি পাপকর্মোপভোগিনঃ। ৩০

উমোবাচ।

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিৎ ক্লিশ্যন্তে কৃচ্ছরোগিণঃ
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি। ৩১

শ্রীঋষেরুবাচ।

যে পুরা মনুজা দেবি পয়োঘাং স্তপনাশনাঃ
আত্মাত্তবরভৈক্ষ্যং বৃথা যজ্ঞেন মোহিতাঃ। ৩২
ইষ্টাপাশ্চরা যে তু অপথ্যাহারনা নরাঃ
চিকিৎসকা বা দুষ্টাশ্চ যেবলোভসমন্বিতাঃ। ৩৩
নির্ঘৃণাঃ প্রাণিহিংসায়াং মলদাশ্চিত্তনাশনাঃ। ৩৪

এবমুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে
যদি বৈ মানুষং জন্ম লভন্তেষ্বেষু দুঃখিতাঃ। ৩৫
অল্পং তে ক্লেশসংযুক্তাঃ কৃচ্ছরোগশতৈর্যুতাঃ। ৩৬
কেচিৎ ক্ষয়দোষসংযুক্তা ব্রণকুষ্ঠৈশ্চ সংযুতাঃ
শিত্রকুষ্ঠযুতা বাপি বহবঃ কুষ্ঠসংযুতাঃ। ৩৭
তস্মাত্তোব নরা দেবি যথা যেন কৃতং ফলম্। ৩৮

উমোবাচ

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিন্নরুজাশ্চ পশবঃ
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি। ৩৯

শ্রীঋষেরুবাচ।

যে পুরা মনুজা দেবি লোভ-মোহসমাবৃতাঃ
প্রাণিনাং প্রাণহিংসার্থং বধ্যং প্রকুর্বন্তে। ৪০
শাস্ত্রোক্তোক্তা বা দেবি প্রাণিনাং চেষ্টনাশকাঃ। ৪১
এবমুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
তত্রজন্মনি বৈ প্রেত্য তস্মাত্তোব ন সংশয়ঃ। ৪২
অজাবতো বা ভাতা বা পঙ্গবস্তে ভবন্তি বৈ। ৪৩

শ্রীঋষেরুবাচ বলিলেন,—দেবি! যে মনুষ্যগণ পূর্বজন্মে মাংস-লোভী হয়, অত্যন্ত লোলুপ হয়, নিজেদের জন্য যাহারা ভোজন আকাঙ্ক্ষা করে, অন্য ব্যক্তিদের ভোগ সামগ্রী দেখিয়া জ্বলিতে থাকে এবং যাহারা অন্যদের ভোগসুখে দোষদৃষ্টি রাখে, শোভনে! এরূপ আচরণকারী মানুষেরা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে পর তাহাদের শরীরে চারিদিকে বিস্তৃত নাড়ীসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবি! এই সব পাপ কর্মের ফলভোগকারী মনুষ্যগণ এইরূপই হয়। ২৭-৩০½

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কিছু মানুষ কৃচ্ছ রোগী হইয়া কষ্ট ভোগ করে। কোন্ কর্মবিপাকে ইহা হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৩১

শ্রীঋষেরুবাচ বলিলেন,—দেবি! যে সব মানুষ পূর্বজন্মে মোহবশতঃ আঘাত, বধ, বন্ধন ও বৃথা যজ্ঞের দ্বারা অপর ব্যক্তিগণের প্রাণ নাশ করে, কাহারও ক্ষিতি বস্তু নষ্ট করিয়া দেয়, চিকিৎসক হইয়া অপরকে অপথ্য ভোজন দান করে, দ্বেষ ও লোভের বশীভূত হইয়া দুষ্টতা করে, প্রাণিগণের হিংসার জন্য নির্ঘৃণ হয়, মল দান করে এবং অপরের চেতনা শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়, শোভনে! এরূপ আচরণকারী মানুষের যদি পুনর্জন্মে মনুষ্যজন্ম লাভ করে, তবে তাহারা মনুষ্যগণের মধ্যে নগ্নতা দুঃখী হয়। ৩২-৩৪

এই জন্মে তাহারা পশুকুষ্ঠ রোগে আবৃত হইয়া কেবল ক্লেশভোগ করিতে থাকে। কেহ কেহ ক্ষয়-দোষযুক্ত হয়, কেহ কেহ ব্রণকুষ্ঠে পীড়িত হয় অথবা কেহ কেহ শ্বেত-কুষ্ঠে আক্রান্ত হয়। দেবি! যাহারা যেরূপ কর্ম করে, তাহারা নিজ নিজ কর্মানুসারে নানাপ্রকার কুষ্ঠ রোগের দ্বারা সেই সেই কর্মের ফল ভোগ করে। ৩৫-৩৮

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কোন্ কর্মবিপাকে মনুষ্যগণ অন্নহীন এবং পশু হয়? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৩৯

শ্রীঋষেরুবাচ বলিলেন,—দেবি! যে মানুষেরা পূর্বজন্মে লোভ ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া প্রাণিগণের প্রাণের হিংসার জন্য তাহাদের বধ করে, অন্যের দ্বারা হেন করিয়া সেই প্রাণিগণকে নিশ্চেষ্ট করিয়া দেয়, শোভনে! এরূপ আচরণকারী মনুষ্যগণ মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে অন্নহীন হয়। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তাহারা অজাবতই পঙ্গুরূপে উৎপন্ন হয় অথবা জন্মের পর পঙ্গু হইয়া যায়। ৪০-৪৩

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কত মানুষ রুগ্নি, শিরক (পাদরোগবিশেষ) আদি রোগসমূহের দ্বারা কষ্ট পাইতেছে—ইহা দেখা যায়, ইহার কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন। ৪৪

উমোবাচ

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিদ্ ব্রহ্মিষ্ঠিতিঃ শিল্পকৈস্তথা।
ক্লিশ্যমানা প্রদৃশ্যন্তে তন্মে সংসিদ্ধুমর্হসি ॥ ৪৪

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুত্রা মনুজা দেবি ব্রহ্মিভেদকরা নৃণাম্
মুষ্টিপ্রহারপক্বযা নৃণাংসাঃ পাপকারিণঃ ॥ ৪৫

পাটকাস্তোটকাশ্চৈব শূলভুজ্জাস্তথৈব চ।
এবংযুক্তসমাচারা পুনর্ভূমিং শোভনে
ব্রহ্মিষ্ঠিতিঃ শিল্পকৈশ্চৈব ক্লিশ্যন্তে দুঃখহর্ষিতাঃ ॥ ৪৬

উমোবাচ।

ভগবন্ মনুষ্যা কেচিৎ পাপরোগসমন্বিতাঃ
দৃশ্যন্তে সন্ততঃ দেব তন্মে সংসিদ্ধুমর্হসি ॥ ৪৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুত্রা মনুজা দেবি ক্রোধলোভসমন্বিতাঃ
মনুজা দেবতাস্থানং স্বপাদৈস্ত্রিংশতাড়িত ॥ ৪৮

ভানুভিঃ পাকিভিশ্চৈব প্রাণিহিংসাং প্রকুর্বতে ॥ ৪৯

এবংযুক্তসমাচারা পুনর্ভূমিং শোভনে
পাপরোগৈরহরিষ্টৈর্ধাব্যন্তে বপদাদিভিঃ ॥ ৫০

উমোবাচ।

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিদ্ দৃশ্যন্তে বয়সো দ্বিধি।
যাতুকৈঃ শিল্পভিঃ রোগৈর্মুখৈঃ সন্নিপাতকৈঃ ॥ ৫১

রোগৈরন্যবিধৈর্দেব ক্লিশ্যমানাঃ পুনঃস্থিতাঃ।
অসমস্তৈঃ সমস্তৈস্ত আহ্যা বা দুর্গতাস্তথা ॥ ৫২

কেন কর্মবিপাকেন তন্মে সংসিদ্ধুমর্হসি ॥ ৫৩

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু কল্যাণি কারণম্ ॥ ৫৪

যে পুত্রা মনুজা দেবি স্বাসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ
অবশাঃ কোপনস্বভা গুরুবিদ্বেষিণস্তথা ॥ ৫৫

পরেষাং দুঃখজনকা মনোবাক্কায়কর্মভিঃ।
ছিন্দন্ ভিন্দংস্তরেষ নিত্যং প্রাণিষু নির্ঘৃণাঃ ॥ ৫৬

এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্ভূমিং শোভনে।
যদি বৈ মানুষং জন্ম লভন্তেঽন্তে তথাবিধাঃ ॥ ৫৭

তত্র তে বহ্বাতুর্ধৈরুপান্তে ব্যাধিভিঃ প্রিয়ে ॥ ৫৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে মানুষেরা পূজনীয়কে অন্য মনুষ্যগণের প্রতি ভেদ করে, যাহারা মুষ্টি প্রহার করিতে নিপুণ, দেখায় যাহারা নৃশংস, পাপাচারী, লৌহ-বিলৌহকারী এবং শূলের আঘাত করিয়া পীড়া দান করে, শোভনে! এরূপ আচরণকারী মনুষ্যগণ পুনর্বার প্রাণ হইলে পর শিল্পক-রোগে কষ্ট ভোগ করে এবং অন্যান্য দুঃখপ্রাপ্ত হয়। ৪৪-৪৯

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেখা যায় মানুষকে সন্ধিস্থ পাদরোগে পীড়িত হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন। ৫০

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! পূর্বজন্মে যে সব মানুষ ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়া দেবতার স্থানকে পদের দ্বারা বিচূর্ণিত করে অর্থাৎ আঘাত দেয়, তাহা ও পাকি দ্বারা প্রাণিগণের হিংসা করে, শোভনে! এরূপ আচরণকারী মনুষ্যগণ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে স্বপদাদি নানাপ্রকার পাদরোগে পীড়িত হয়। ৫১-৫০

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেখা এই পৃথিবীতে এরূপ মনুষ্যগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দেখা যায়, যাহারা বাত, পিত্ত ও কফজনিত রোগসমূহে এবং এই সঙ্গে এই তিন রোগে সন্নিপাতের দ্বারা ও অন্যান্য অনেক রোগের দ্বারা কষ্ট পাইয়া অভিভূত দুঃখ ভোগ করে।

তাহারা ধনী হইক বা দরিদ্র হইক, তাহারা পূর্বোক্ত রোগসমূহের মধ্যে কোনও একটির দ্বারা অথবা সমস্ত রোগের দ্বারা কষ্ট পাইতে থাকে। কোন্ কর্মের ফলে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৫১-৫৩

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—কল্যাণি! ইহার কারণ আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর দেবি! যে সব মানুষ পূর্ব জন্মে আসুর-ভাব অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দচারী, ক্রোধী ও গুরু-দ্রোহী হয়, মন, বাক্য, দেহ ও ক্রিয়ার দ্বারা অপরকে দুঃখ দান করে, ছেদন করে, বিলীর্ণ করে, পীড়িত করিতে করিতে সর্বদাই প্রাণিগণের প্রতি নির্দয়তা দেখায়; শোভনে! এরূপ আচরণ-কারী মানুষেরা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে যদি মনুষ্যজন্ম লাভ করে, তবে তাহারা পূর্বোক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। ৫৪-৫৫

প্রিয়ে! সেই সন্ধীয় তাহারা বহু তরহের রোগে সন্তাপিত হইতে থাকে। কাহারা স্ত্রী রোগযুক্ত হয়, আবার কাহারা কাস রোগে আক্রান্ত হয়। অন্য বহু মানুষ অন্ধ, অতিসার ও হুঙ্কার দ্বারা পীড়িত হয়। অনেকে মহাজ্বরে পাকস্থ রোগে সন্তাপিত হয়। কিছু মানুষ কফরোগে পীড়িত হয়। বহু

কেচিচ্চ হৃদিসংযুক্তাঃ কেচিৎকোসসমন্বিতাঃ।
অন্ত্রাভিসারতৃপ্তাস্তি: পীড্যমানাস্তথা পরে ॥ ৪৯
পাদগুল্ফৈশ্চ বহুভিঃ শ্লেষ্মদোষসমন্বিতাঃ।
পাদস্পোটৈশ্চ বিবিধৈর্বর্ণকণ্ঠস্বরৈঃ ॥ ৬০
আঢ্যা বা দুর্গতা বাপি দৃশ্যন্তে ব্যাধিপীড়িতাঃ ॥৬১
এবমাত্মকৃতা কর্ম ভুঞ্জতে তত্র তত্র তে।
প্রতীহ্যুর ন চ শক্যন্ত যি কেনচিদ্ধাকৃতা ফলম্ ॥ ৬২
ইতি তে কথিতা দেবি কৃত্ত: শ্রোত্তু: কিমিচ্ছসি ॥৬৩

উমোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ কৃতপাল নমোঽস্তু তে
ত্বত্তো ব্যাধ্যাশ্চৈব বক্তাঙ্গাঃ কৃচ্ছা ব্যসনকাস্তথা ॥ ৬৪
অপরে মানুষা দেব দৃশ্যন্তে কৃপিবাহবঃ
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে সংশিতুমর্হসি ॥ ৬৫

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

যে পুরা মনুজা দেবি লোভমোহসমন্বিতাঃ
বাস্তমানান্ বিকুর্বন্তি ক্রয়বিক্রয়কারণাৎ ॥ ৬৬
তুলাদোষাং তথা দেবি কৃতমানেষু নিত্যশঃ।

অর্ধাপকর্ষণাচ্চৈব সর্ষেষাং ক্রয়বিক্রয়ে ॥ ৬৭
অন্যদোষকরা যে তু পরেষাং কোপকারণাৎ
মাংসাদাশ্চৈব যে বৃথা অযথাবৎপ্রযাঃ সদা ॥৬৮
এবমযুক্তসমাচারাঃ পুনর্ভূমি শোভনে।
দুষ্টাত্মা বামনাশ্চৈব কুব্জাশ্চৈব ভবন্তি তে ॥ ৬৯

উমোবাচ

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিদ্ দৃশ্যন্তে মানুষেষু বৈ।
উদ্ভ্রান্তাশ্চ শিরাচাল্ক পর্বাটন্তো যতস্ততঃ ॥ ৭০
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে সংশিতুমর্হসি ॥ ৭১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুরা মনুজা দেবি দর্পাহঙ্কারসংযুতাঃ
বৃথা প্রলপন্ত্যেব হসন্তি চ পরান্ কৃশন্ ॥ ৭২
মোহয়ন্তি পরান্ তোগৈরপ্রশস্তৈর্শোভকারণাৎ
বৃদ্ধান্ গুরূংশ্চ যে বৃথা বৃথৈবাপহসন্তি চ ॥ ৭৩
শৌণ্ডা বিকত্থা: শাস্ত্রেষু অবৈধাবৃতভাষিনঃ ॥ ৭৪
এবমযুক্তসমাচারাঃ পুনর্ভূমি শোভনে
উদ্ভ্রান্তাশ্চ শিরাচাল্ক ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৫

মানুষ নানাপ্রকার পাপরোগ, ব্রণযুক্ত ও ভগন্দর রোগে কষ্ট হইয়া যায় তাহারা যদিই হউক আর দরিদ্রই হউক, সকলকে রোগে পীড়িত হইতে দেখা যায়। ৫৮-৬১

এইভাবে তাহারা নিজ নিজ দেহে নিজেদের কৃত কর্মেরই ফল ভোগ করে। সেই অকৃত কর্মের ফল ভোগ করে না দেবি! এইবারে আমি তোমাকে এই বিষয় বলিলাম এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ৬২-৬৩

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ! কৃতনাথ! আপনাকে নমস্কার। দেব! অন্য বহু মানুষ কুব্জ দেহ, বক্র দেহ, কৃশ, বামন এবং কুপিবাহু। সুলো। ৬৪,—ইহা দেখা যায়। কোন্ কর্মের ফলে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৬৪-৬৫

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে মানুষ পূর্বজন্মে লোভ ও মোহে মুগ্ধ হইয়া ক্রয় বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য ওজন করিবার সময় পাল্লাকে (দাঁড়ি হাঁড়ি করিয়া) কৃশ করে, তুলাদণ্ডেও কিছু দোষ রাখিয়া দেয় এবং প্রতিদিন ক্রয় বিক্রয় করিবার কালে যখন সেই তুলা যন্ত্রেই রাখিয়া দ্রব্যাদি ওজন করে, তখন সেই সব দ্রব্য হইতে অর্ধেক দ্রব্য চুরি করিয়া থাকে, যাহারা ক্রোধ করে, অপরের দেহে আঘাত করিয়া তাহাদের অঙ্গে দোষ উৎপন্ন করে, যে মূর্খেরা যাংস ভক্ষণ করে এবং সদা মিথ্যা কথা বলে, শোভনে! এরূপ আচরণকারী মনুষ্যগণ পুনর্জন্মে কুব্জ দেহ, বামন ও কৃশ হয়। ৬৬-৬৯

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কত মানুষকে উদ্ভ্রান্ত ও শিরাচালনের ভাব এদিক ওদিকে ঘুরিতে দেখা যায়। তাহাদের এইরূপ অবস্থা কোন্ কর্মের ফলে হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৭০-৭১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে সব মানুষ পূর্বজন্মে দর্প ও অহঙ্কারযুক্ত হইয়া নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ কথাবার্তা বলে, অপর ব্যক্তিদিগকে অন্যায় উপহাস করে, মোহবশতঃ উদ্ভ্রান্তকারী ভোগসমূহের দ্বারা অন্য মনুষ্যগণকে মোহিত করে, যে মূর্খের বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগকে বৃথাই উপহাস করে এবং শাস্ত্রজ্ঞানে চতুর ও প্রগল্ভ হইয়াও সদা মিথ্যা কথা বলে; শোভনে! এতাদৃশ আচরণকারী মনুষ্যগণ পরজন্মে উদ্ভ্রান্ত ও শিরাচালনা হইয়া যায় —ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৭২-৭৫

উমোবাচ

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিদ্বিহিতাস্তাঃ সুখান্বিতাঃ।
বর্ততে ন তথাস্মাকং অপত্যানি বরব্রত। ৭৬

কেন কর্মবিপাকেন তত্র নাসিতুমর্হসি। ৭৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

যে পূজা মনুজা দেবি সর্বপ্রাণিষু নির্ঘৃণাঃ
যুদ্ধন্তি বালানন্তে তুল্যন্তে বৃষাণাং পশ্চিমামপি। ৭৮

গুরুবিপ্রেষ্বদেবেষু পরপূজাত্মসূয়কাঃ
পিতৃপূজাং ন কুর্বন্তি যথোক্তাং চাষ্টকাদিভিঃ। ৭৯

এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে
মানুষ্যং সুচিরাৎ প্রাপ্য নিরপত্যা ভবন্তি তে।
পুত্রশোকসমুত্তাপাশ্চিরং তত্র বিচারণা। ৮০

উমোবাচ

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিৎ প্রদৃশ্যন্তে সুখান্বিতাঃ
উদ্বেগবাসনিত্যস্তাঃ সোদ্বেগাশ্চ বরব্রতাঃ। ৮১

নিত্যা শোকসমাবিষ্টা দুর্গতাশ্চ তথৈব চ।

কেন কর্মবিপাকেন তত্র নাসিতুমর্হসি। ৮২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

যে পূজা মনুজা নিত্যাবুৎকোচনপরায়ণাঃ
ভীষয়ন্তি পরান্ নিত্যা বিভূর্বন্তি তথৈব চ। ৮৩

অবদ্ধভিক্ষরাশ্চৈব দরিদ্রেভ্যো দদেষ্টতঃ
যে ধনিঃ ক্রীড়মানাংশ্চ ত্রাসয়ন্তি বনে বৃথান্। ৮৪

প্রাণিহিংসাং তথা দেবি কুর্বন্তি চ বরব্রতে
যেষাং গৃহেষু বৈ বাসঃ ত্রাসয়ন্তি বৃথা নরান্। ৮৫

এবংযুক্তসমাচারাঃ কালধর্মগতাঃ পুনঃ
শৌণ্ডিকা ধমদণ্ডেন নিরয়ান্তাস্তিরা প্রিয়ে। ৮৬

কথঞ্চিৎ প্রাপ্য মানুষ্যং তত্র তে দুঃখমূর্তয়ঃ। ৮৭

কুম্ভদেশে দুঃখবৃদ্ধিষ্ঠে ব্যাধ্যাতঙ্কসঙ্কুলে।
জায়ন্তে তত্র শোচন্তঃ সোদ্বেগাশ্চ বরব্রতে। ৮৮

উমোবাচ।

ভগবন্ ভগনেত্রঘ্ন মানুষেষু চ কেচন
ভ্রাতরো নপুংসকাশ্চৈব দৃশ্যন্তে বরব্রতাস্তথা। ৮৯

করিয়াছ সন্তানলাভে বঞ্চিত হয়। কোন্ কর্মের বিপাকে এরূপ হয়? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৭৬-৭৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে মনুষ্যগণ পূজনীয়ে সমস্ত প্রাণীর প্রতিই নিষ্ঠুরতাপূর্ণ ব্যবহার করে, বৃষ ও পশ্চিমদের দ্বিপদ পুজনিষেধও ঘৃণা করিয়া অতিক্রম করে, গুরুজন দর্শিত হেয় করে, অপরের পূজাগণের দোষ দর্শন করে, পার্বণাদি শ্রাদ্ধের দ্বারা পাত্রোক্তবীতিতে পিতৃপূজাবিধানে পূজা করে না, শোভনে! এরূপ আচরণকারী ভীষণ যখন পুনর্জন্মের প্রাপ্ত হয়, তখন দীর্ঘ কালের পর মানুষ জন্ম লাভ করিয়া সন্তানহীন ও পুত্রশোকে সন্তপ্ত হয়। ইহাতে বিচার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ৭৮-৮০

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! মনুজগণের মধ্যে কিছু মানুষকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখা যায়। তাহাদের বাসস্থানসমূহ উদ্বেগের বাসনাদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। তাহারা চিন্তিত থাকিয়া সর্বদাই দুঃখপূর্ণ জীবনযাপন করে। নিত্য শোকগ্রস্ত ও দুর্গতিগ্রস্ত হয়। কোন্ কর্মফলে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৮১-৮২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, দেবি! যে সব মানুষ প্রতিদিন উৎকোচ (ঘুষ) গ্রহণ করে, অপর ব্যক্তিদিগকে ভয় প্রদর্শন করে, তাহাদের মনে বিভয় উৎপন্ন করে, নিজের উপজীবনোপায়ে দরিদ্রের ধন মানুষকে বঞ্চনা করে, যাহারা দুঃস্থের প্রতি ভিক্ষা করে, বনে বৃথাপশুকে সন্ত্রাসিত করে, যেখানে সেখানে প্রাণিবধকে হিংসা করে, যাহাদের গৃহে পালিত কুকুরেরা বৃথা অন্য মনুষ্যদিগকে ভীত করে, ত্রাসিত করে। এরূপ আচরণকারী মনুষ্যগণ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে যমদণ্ডের দ্বারা শৌণ্ডিক হইয়া দীর্ঘকাল নরকে পতিত থাকে। তাহাদের কোনরূপে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া অধিক দুঃখে পূর্ণ শত শত ব্যাধাসমূহে ব্যাপ্ত কুম্ভসিদ্ধ দেশে উৎপন্ন হয়। সেখানে তাহারা দুঃখিত, শোকগ্রস্ত ও সর্বদাই চিন্তা উদ্বিগ্ন থাকে। ৮৩-৮৮

উমাদেবী বলিলেন, ভগবন্! ভগবদ্দেহত্যাগ নেত্র নষ্টকারী মহাদেব! মনুজগণের মধ্যে কিছু মানুষ ভ্রাতৃহীন, নপুংসক ও বন্ধ্য (বিজড়া) হয়—ইহা দেখা যায়। তাহারা এ পৃথিবীতে বড় নীচ হয়, নীচ কর্মে জন্মগ্রহণ করে এবং নীচজনেরই সেবা করে। কোন্ কর্মের ফলে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৮৯-৯০

নীচকর্মরতা নীচা নীচসখ্যাস্তথা ভুবি
কেন কর্মবিপাকেন তত্রে শংসিতুমর্হসি ॥ ৯০

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

তত্রহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু কল্যাণি কারণম্।
যে পুরা মনুজা ভূত্বা যোনকর্মরতাস্তথা
পশুপুংযোপযাতেন ভীরাস্তু চ রমন্তি তু ॥ ৯১
এবামুক্তসমাচারাঃ কালধর্ম গতাস্তু তে।
পতিত্বা যমদণ্ডেন নিরয়স্থাশ্চিরং প্রিয়ে ॥ ৯২
যাস্ত চেহ মানুষ্যং তু লভন্তেরূপে তথাবিধাঃ
স্ত্রীষা বর্ষবরাস্তৈব বন্ধুকান্ত ভবন্তি তে ॥ ৯৩
স্ত্রীষামপি তথা দেবি যথা পুংসাং তু কর্মজম্
ইতি তে কথিতঃ দেবি তৃতীয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥ ৯৪

ইত্যার্ষে মহাভারতে অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে উমামহেশ্বরসংবাদে ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

অধিক সপ্তম অধ্যায়।

[উমা-মহেশ্বরসংবাদে বহু-মহত্ত্বপূর্ণবিষয়ানাং বিচারঃ।]

উমোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ প্রণতা বিধবা কৃশম্।
দৃশ্যন্তে মানুষে লোকে সর্বকল্যাণবর্জিতাঃ।
কেন কর্মবিপাকেন তত্রে শংসিতুমর্হসি ॥ ১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

যাঃ পুরা মনুজা দেবি বৃদ্ধিমোহসমন্বিতাঃ
কটুঃ উক্ত্বা চ দেবপ্রাহ্মণান্ হন্তি বৃথা ভবা ॥ ২
বিবদন্তাস্তথা দিবাশ্চৈব পতীন্ প্রতি সুনির্দয়াঃ।
অভ্যাসং চি পতীন্ যান্তি স্বপতীন্ যেন্তকারণাৎ ॥ ৩
এবামুক্তসমাচারা যমলোকে সুদণ্ডিতাঃ।
নিরয়স্থাশ্চিরং কালং কথঞ্চিৎ প্রাপ্য মানুষম্ ॥ ৪
তত্র তা ভোগরহিতা বিধবাস্তু ভবন্তি বৈ ॥ ৫

উমোবাচ

ভগবন্ দেবদেবেশ মানুষেষেষু কেচন।
দাসভূতাঃ প্রভুক্তন্তে সর্বকর্মপরা কৃশম্ ॥ ৬
আঘাতভর্ৎসনসহাঃ শীতঘাতাস্তু সর্বশঃ।
কেন কর্মবিপাকেন তত্রে শংসিতুমর্হসি ॥ ৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

তত্রহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু কল্যাণি কারণম্ ॥ ৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—কল্যাণি! উহার কারণ আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে সব মানুষ পূর্বজন্মে ভগবান্ রুদ্রে তৎপর থাকিয়া পশুর পুরুষত্ব নষ্ট করে অর্থাৎ পশুপালের পুরুষত্ব-নাশরূপ কার্য করিয়াই জীবন নির্বাহ করে এবং তাহাকেই সুখ বলিয়া মনে করে, প্রিয়ে! এরূপ আচরণকারী মানুষগণ মৃত্যু লাভ করত যমদণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত হইয়া দীর্ঘকাল নরকে বাস করে। পরে যদি তাহারা মনুষ্যজন্ম ধারণ করে, তবে তাহারাই ক্লীব, নপুংসক ও বণ্ডক হয়। ১১-১০

দেবি! যেরূপ পুরুষগণের নিজ নিজ কর্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়, সেইরূপ স্ত্রীদিগেরও নিজ নিজ কর্মের ফল ভোগ হয়। এই বিষয়ে আমি তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ১১

অধিক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিক অষ্টম অধ্যায়।

[উমা-মহেশ্বর সংবাদে বহু মহত্ত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের বিচার।]

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ! মনুষ্যলোকে বহু যুবতী স্ত্রীকে সমস্ত কল্যাণরহিত হইয়া বিধবা হইতে দেখা যায়, কোন্ কর্মের বিপাকে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন দেবি! যে স্ত্রীগণ পূর্বজন্মে বৃদ্ধিতে মোহ আচ্ছন্ন হওয়ায় পতির জ্ঞাতিগণকে বৃথা রাগ করে, বিষাদ করে, অধিক্ষেপ করে, পতির প্রতি অত্যন্ত নির্দয় হয়, নিজের পতির উপর যেন তাহার অন্য স্ত্রীর পতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করে, এরূপ আচরণপরায়ণা নারীগণ যমলোকে ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিতা হইয়া দীর্ঘকাল নরকে পতিতা থাকে। তাহার পর কোন প্রকারে মনুষ্যজন্ম লাভ করত ভোগহীন বিধবা হইয়া যায়। ২-৫

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ! মনুষ্যলোকের মধ্যে অনেক মানুষকে দাসত্ব করিতে দেখা যায়, তাহারা সর্ব-প্রকার কার্যে সর্বতোভাবে নিযুক্ত থাকে। তাহারা নিজেদের উপর আঘাত ও ভর্ৎসনা সহ্য করে এবং নানাভাবে পীড়িত হইতে থাকে, কোন্ কর্মের বিপাকে এরূপ হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৬-৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—কল্যাণি! তাহার কারণ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর দেবি! যে সব মানুষ পূর্বজন্মে অন্যের

যে পুত্রা মনুজা দেবি পরেষাং বিত্তহারকাঃ। ৯
তপস্বিভিস্তপস্তপ্তং ক্রোধ্যাদ্যাস্তানসংশয়ং তবৈব চ।
নিক্ষেপকারণাদ্ যস্তু পরদ্রব্যাপহারিণঃ। ১০
প্রমাদাদ্ বিস্মৃতং নষ্টং পরেষাং ধনহারকাঃ।
ধনবন্তপরিক্লেশৈর্দাসত্বং কুর্বতে পরান্। ১১
তাদৃশা মরণং প্রাপ্তা দণ্ডিতা যমশাসনৈঃ
কথঞ্চিৎ প্রাপ্য মানুষ্যং তব তে দেবি সর্বথা। ১২
দানভূতা ভবিষ্যন্তি তপ্তপ্রভৃতি মানবাঃ। ১৩
তেষাং কর্মাণি কুর্বত্যো যেষাং তে ধনহারকাঃ।
আসমাপ্তে ধনাদস্য কুর্বন্ত্যেতি বিনিশ্চয়ঃ। ১৪
পশুভূতাস্তথা চাত্তে ভবন্তি ধনহারকাঃ
তং তথা ক্ষীয়তে কর্ম তেষাং পূর্বাপরাবতম্। ১৫
কিন্তু মোক্ষবিদিত্বেহ সর্বথা তৎপ্রসাদনম্
অবধার্যোক্তকালঃ পুনস্তস্মিন্ ছেত্তব্যে। ১৬
মোক্ষকামী যথাশক্ত্যা কুর্যান্ কর্মাণি সর্বশঃ।
তর্পণৈঃ প্রসাদমাকাঙ্ক্ষেদ্ধারাসান সর্বথা সতম্। ১৭

প্রীতিপূর্বং তু যো দদ্যাদ্ মুক্তে মুক্তঃ স পাবনঃ
তথাভূতান্ কর্মকরান্ সদা সন্তোষয়েত পতিঃ। ১৮
যথার্তঃ কায়তে কর্ম তথা কায়তঃ ক্ষিপেৎ।
মৃত্তান্ বালাংস্তথা স্ত্রীশ্চ পালয়ন্ ধর্মমাপ্নুয়াৎ। ১৯
ইতি তে কথিতঃ দেবি কৃচ্ছ্রঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি। ২০

উমোবাচ।

ভগবন্ ভূমি মর্ত্যানাং দণ্ডিতানাং নবেশ্বরৈঃ।
দণ্ডেনৈব কৃতেনেহ পাপনাশো ভবেত বা। ২১
এতন্মম্যা সংশয়িতং তদ্ ভবান্ছেত্তুমর্হতি। ২২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

স্থানে সংশয়িতং দেবি শৃণু তত্ত্বং সমাহিতা। ২৩
যে ভূপৈর্দণ্ডিতা ভূমাবপরাধাপদেশতঃ
যমলোকে ন দণ্ডান্তে তত্র তে যমকিঙ্করৈঃ। ২৪
অদণ্ডিতা যা যে তত্র মিথ্যা যা দণ্ডিতা ভূবি
তান্ যমো দণ্ডয়ত্যেব স হি বেদ কৃতাকৃতম্। ২৫
নাস্তিক্যকৃতমন্যং কিঞ্চিৎ কর্ম কৃতেহ মানুষঃ।
রাজা যমস্তু কুর্বাতে দণ্ডমাত্রং তু শোভনে। ২৬

যে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে বাসনা করে, সে যথোচিতরূপে সমস্ত কর্ম করিয়া থাকে এবং নিজের পতিগণকে সন্তুষ্টচিত্তে রক্ষা করিতে করিতে সে স্বামীকে প্রসন্ন করিবার আকাঙ্ক্ষা করে। ১৮

যাহাকে ধনস্বামী প্রীতিসহকারে ধনের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, সেই মুক্ত ও শুদ্ধ হইয়া যায়। স্বামীও সর্বদা তাদৃশ কর্মকারী সেবকগণকে সন্তুষ্ট করিবে। ১৯

তাহাদিগকে যথাযোগ্য কর্ম করাইবে এবং বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে তাহাদের শরীর করিবে। যাহারা মূঢ়, বালক ও দুর্বল মনুষ্যগণকে পালন করে, তাহারা ধর্মভাগী হয়। দেবি! এই বিষয় আমি তোমাকে বলিলাম। পুনরায় কি শুনিতে বাসনা কর? ২০

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! এ জগতে নরপতিগণ যে সব ব্যক্তিকে দণ্ড দান করে, সেই দণ্ডের দ্বারা তাহাদের পাপনাশ হয় কিংবা হয় না? ইহাই আমার সন্দেহ। আপনি কৃপা করিয়া আমার এই সংশয় অপনোদন করুন। ২১-২২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন—দেবি! যথার্থস্থানে তুমি সংশয়প্রকাশ করিয়াছ। এখন একাগ্রচিত্তা হইয়া তুমি ইহার উত্তর শ্রবণ কর। এই ভূতলে রাজারা যে অপরাধের নাম লইয়া যে সব

লোকসকল সৃজন ক'র্‌বো আমি লোকসকল সৃষ্টি ক'র্‌লাম, আমি ছালোকের উর্দ্ধে অন্তোলোক, অন্তরীক্ষ, মরীচিলোক, মরলোক, পৃথিবী ও পৃথিবীর অধোভাগে আপলোক সৃজন ক'র্‌লাম তারপর লোকপালসমূহ সৃজন ক'রেছিলাম। লোকপাল সৃজনেরও পর আমি মস্তকের সীমা বিদীর্ণ ক'রে ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারে প্রবেশ করত দেহেন্দ্রিয় সঙ্ঘাতকে সঞ্জীবিত ও রক্ষা করি, এই ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারের নাম বিধৃতি, এটি ব্রহ্মানন্দ লাভের উপায় ; আমি যখন জীবরূপে লীলা করি, তখন পুরুষে দক্ষিণ চক্ষু, মন ও হৃদয়াকাশ এই তিনটি আমার নিত্য নিবাস স্থান। আমি জীব হ'য়ে 'আমি মানুষ, আমি কাণা, খুঁড়া,আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি চোর, আমি সাধু' ইত্যাদি রূপে দেহাদির সহিত অভেদ অনুভব ক'র্‌লাম, বাস্তো তা ব'ল্‌লাম। তারপর আমি অবিদ্যার কবলীকৃত হ'য়ে শরীরের অতীত আত্মার কথা ভাবতে বা ব'ল্‌তে পার্‌লাম না, সব ভুলে গেলাম। তারপর জীবরূপে স্বরূপতঃ আমি অনুস্যূতাকারে অবস্থিত পুরুষোত্তম পরমাত্মাকে পরম মহান পরিপূর্ণ জেনে তখন আনন্দিত হ'য়ে বল্লাম, অহো! আমার আত্মস্বরূপকেই দেখলাম আমি অবিদ্যাগ্রস্ত জীব নই দিক্-দেশ-কালাদির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন, সর্ব্বব্যাপী, নিরতিশয় মহান, রসতম, পুরুষোত্তম, পরমাত্মা। আমার নাম "ইন্দ্র", এই নামটি আমার যথার্থ নাম তবুও ব্রহ্মবিদ্‌গণ আমাকে পরোক্ষভাবে ইন্দ্র বলেন। আমি পরোক্ষভাবই ভালভাবসি। আমি আত্মা, আমার দ্বারা লোক রূপ বর্ণন করে, শব্দ শ্রবণ, গন্ধ আঘ্রাণ, নামাদির প্রকাশও বায়ু, আস্বাদান ক'রে থাকে আমি হৃদয়, মন ও চক্ষুরাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভক্ত হ'য়ে বহুরূপে লীলা করি আমি সজ্ঞান

Regd. No. WB/NC-57

FALGUN
1381 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—81
Febr.—Mar. 1975

(চেতনা) আমি প্রভুত্ব, আমি বিজ্ঞান, নক্ষত্রাদি চন্দ্র-সূর্য-বিষয়ক জ্ঞান, আমি প্রজ্ঞান, প্রতিভা, আমি মেধা আমি দৃষ্টি, আমি ধৈর্য্য, আমি মতি (মনন), আমি মনীষা (মনন বিষয়ে স্বতন্ত্রতা), আমি রোগাদি-জনিত মানস দুঃখ, আমি স্মৃতি, আমি সঙ্কল্প, শুক্ল-কৃষ্ণরূপে রূপাদির কল্পনা, আমি অধ্যবসায়, আমি প্রাণাদি বৃত্তি, কাম (বিষয়-তৃষ্ণা), মনোরম বস্তুর স্পর্শ কামনা, এ সমস্ত প্রজ্ঞান স্বরূপ আমার নাম। যখন জীব স্বরূপ ভুলে ছাড়াকার করে, তখন স্বরূপ লাভের উপায় বর্ণনা-স্থাপনের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

—:০:—

16 SEP 1975

শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক গ্রন্থাবিভালয়, ৭১, পি. চক্রবর্তী, ডি. রোড কলিকাতা-৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তিগোপাল প্রেস, মজাফিলন রো, পি. চক্রবর্তী, ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রিত।

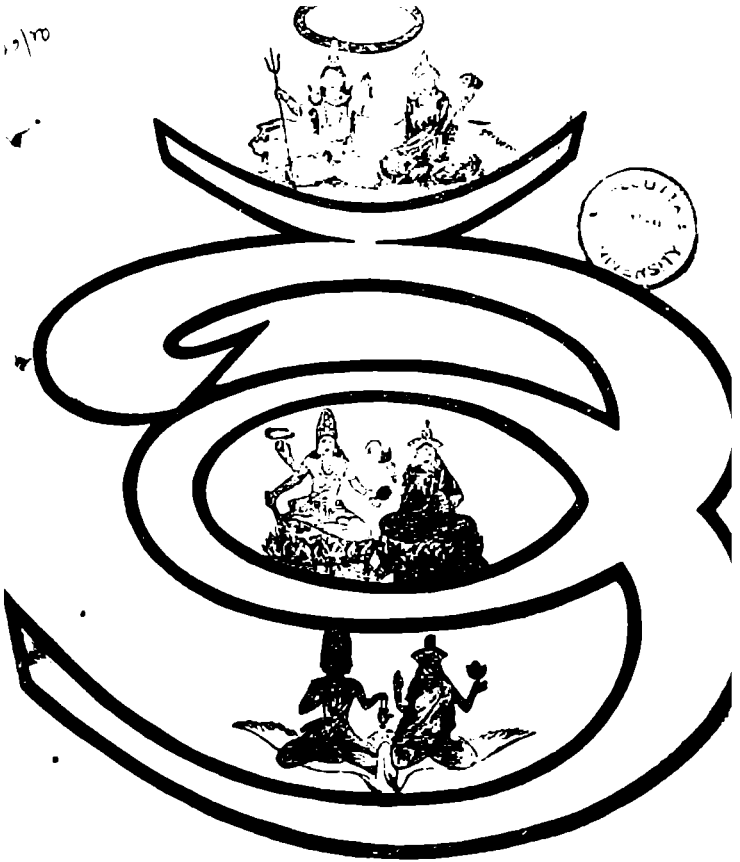

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঙ্কার মঠ

১১।১০।৬৮

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভিবৃদ্ধি হয়, তখন আমি স্বীয় শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে আত্মমায়ায় আমাকে সৃজন করি

প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মা আমিই—ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, আমি দেবরাজ-ইন্দ্র, আমি প্রজাপতি, আমি সমস্ত সুরবৃন্দ, আমিই ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম-পঞ্চভূত। আমি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র প্রাণীর সহিত সর্পাদি জীব, অপর জীবের জনক অপরাপর চরাচর যা কিছু, অণ্ডজ পক্ষী প্রভৃতি, স্বেদজ মশকাদি, উদ্ভিজ্জ বৃক্ষ লতা প্রভৃতি ও অশ্ব, গাভী, মানব, হস্তীসকল এবং অপর প্রাণীবৃন্দ যারা পায়ে চলে, আকাশে উড়ে যারা, গতিহীন সবই আমি, আমি তাদের অস্তিত্ব সম্পাদন করি। আমাতেই তারা প্রতিষ্ঠিত সমুদয় লোকের প্রবৃত্তি প্রজ্ঞানের অধীন এবং প্রজ্ঞাই জগতের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়; আমিই দেশ-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছন্ন মহতো মহীয়ান ব্রহ্ম।

আমি অধিভূত পরমপুরুষ পরমাত্মা, আমি কাল ও জীব প্রভৃতিকে পরিচালিত করি। ত্রিগুণাত্মিকা- আমার স্বাত্মভূতা শক্তিই আমার জগৎ কারণত্বের সহায়কারিণী। জীব আপনাকে

১৩শ বর্ষ, চৈত্রমাস, ১৩৮১। [নবমসংখ্যা মন্বন্তরিকা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত-গুরুভাষানুবাদসহিতম্।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আকস্মিক ভাহার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে

মূল-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবন্তট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক মণ্ডল

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রতিষ্ঠাত্রী ঃ—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(অন্তর্গত সম্প্রদায়)

মুদ্রণ-সম্পাদিকত্রয় ঃ—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম.-বি, ডি. ও. এম., এস্, ডি.পি.এইচ., ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)

কিঙ্কর নিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—

৯৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যাশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে উহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সম্পাদক-'আর্য্যাশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মহাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু লুপ্ত স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩ সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যাশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৪-৪৪০৮ মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যাশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ভরিষ্টি, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫ আর্য্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগে ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পাদক—আর্য্যাশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ভরিষ্টি, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মহাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৭·০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০·০০

ত্রাস্তিকফলঞ্চৈতা ভন্তিল্লোকত্রয়েঽপি চ
ইতি তে কথিতং সর্বং নির্বিশঙ্কা ভব প্রিয়ে ॥ ১৭

উমোবাচ।

কিমর্থং দুষ্কৃতং কৃত্বা মানুষা ভুবি নিত্যশঃ।
পুনর্দুষ্কর্মনাশায় প্রায়শ্চিত্তানি কুর্বতে ॥ ১৮
সর্বপাপহরঃ চেষ্টঃ ক্রতুমেধঃ যদুত্তমঃ চ
প্রায়শ্চিত্তানি চাত্তানি পাপনাশায় কুর্বতে ॥ ১৯
তস্মাদ্ভবা সংশয়িতং ত্বাং তজ্জেতুমিহার্হসি।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

স্থানে সংশয়িতা দেবি পৃচ্ছ তত্ত্বং সমাহিতা
সংশয়ো হি মহানেষ পূর্বৈষাঞ্চ মনীষিণাম্ ॥ ২০
বিনা তু ক্রিয়তে পাপং সন্তিশ্চাসন্তিরেব চ
অভিসন্ধায় বা নিত্যমনৃতা বা যদৃচ্ছয়া ॥ ২১
কেবলঞ্চাভিসন্ধায় সংরম্ভাচ্চ করোতি যৎ
কর্মণস্তস্য নাশস্তু ন কথঞ্চন বিদ্যতে ॥ ২২
অভিসন্ধিকৃতস্ত্বেষ বৈন নাশোঽস্তি কর্মণঃ
অথমেধসহস্রৈস্তু প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি ॥ ২৩
অনৃতা যৎ কৃতং পাপং প্রমাদাদ্বা যদৃচ্ছয়া
প্রায়শ্চিত্তাদ্ধ্রুবো নাশো ব্রহ্মহত্যা ন শ্রেয়সা ॥ ২৪
বিদ্যেয়ং পাপকে কার্যে নির্বিশঙ্কা ভব প্রিয়ে
ইতি তে কথিতং দেবি ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥ ২৫

উমোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ মানুষাণ্ডেজয়া অপি
ম্রিয়ন্তে মানুষা লোকে কারণাকারণাদপি ॥ ২৬

যাহাকে তত্ত্ব জান করে, ঈহার তত্ত্ব তাহারা যমলোকে যমরাজের সঙ্গে যাহা আর কথিত হয় না। ১৫-১৪

এই পৃথিবীতে যে সব প্রকৃত অপরাধী ধৃতিত হয় না অথবা মিথ্যা অন্য ব্যক্তিরা ধৃতিত হয়, এই অবস্থায় যমরাজ সেই সব প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তিদান করে। তারপর, যমরাজ ইহা ভালভাবে জানে যে, কোন্ ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে এবং কোন্ ব্যক্তি অপরাধ করে নাই। ১৫

কোনও মানুষ এই জগতে কর্ম করিয়া যমরাজকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহাকে অবশ্যই শুভভোগ করিতে হয়। সেইজন্য রাজা ও যম সজ্জনকে পূর্বাহ্ণান্ন দান দিয়া থাকে। ১৬

তিন লোকে এমন কোনও পুরুষ নাই, যে কর্মের ফল ভোগ না করিয়া তাহাকে নাশ করিতে পারে। প্রিয়ে! এই বিষয়ে তোমাকে আমি সমস্ত কথাই বলিলাম। এখন তুমি নিঃসন্দেহ হও। ১৭

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! যদি এই কথাই হয়, তবে পৃথিবীতে সকল মানুষ পাপ কর্ম করিয়া তাহার নাশের জন্য কেন প্রায়শ্চিত্ত করে? ১৮

জ্ঞানী মহাত্মারা বলেন যে, অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমস্ত পাপকে নাশ করে। মানুষ অন্যান্য নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তও পাপক্ষালনের জন্য করিয়া থাকে। (অন্যদিকে আপনি বলিলেন যে, তিন লোকে কোনও পুরুষ কর্মফল বিনা ভোগে নাশ করিতে পারে না)

অতএব এ বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত আপনি আমার এই সন্দেহ নিবারণ করুন। ১৯

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! তুমি যথার্থ সংশয় উপস্থাপিত করিয়াছ এমন একা সংশয় ইহার বাস্তবিক উত্তর শ্রবণ কর। প্রাচীন মনীষী পুরুষগণেরও এ-বিষয়ে মহাসংশয় হইয়াছিল॥ ২০

সজ্ঞান হইয়া বা অজ্ঞান হইয়া, সকল মানুষেরই দ্বারা দুই প্রকার পাপ অনুষ্ঠিত হয়। এক—যাহা সদা কোনও উদ্দেশ্য মনে লইয়া জ্ঞাত সহকারে করা হয় এবং দ্বিতীয় হইল—যাহা অকস্মাৎ দৈবেচ্ছায় অজ্ঞতাসহকারে হইয়া যায়। ২১

কেবল উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনা লইয়া কোন সংকারে কোনও ব্যক্তি যে অসৎকর্ম করে, তাহার সেই কর্মের কোনপ্রকারেই নাশ হয় না। ২২

কর্মাভিসন্ধিপূর্বক কৃত কর্মের নাশ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাও হইবে না। ইহা ব্যতীত অন্য প্রকারে—অসাবধান বা দৈবেচ্ছায় যে পাপ হইয়া যায় তাহা প্রায়শ্চিত্ত ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের দ্বারা কিংবা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। ২৩-২৪

প্রিয়ে! পাপকর্মের বিষয়ে তুমি এইরূপ জানিও। অতএব এ বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ হও। দেবি! পাপকর্মের বিষয়ে তোমাকে এই কথা আমি বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে অভিলাষ হয়? ২৫

তেন কর্মবিপাকেন তত্রে শ্বানিভূয়সি । ৩৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

যে পুরা মনুজা দেবি কারণাকারণাদপি
যথানুবিধিবিমুক্তাস্তে প্রাণিনঃ প্রাণিবির্দয়াঃ । ৩৮
তৈরেব যে প্রযুক্তাস্তু হৈথেষাস্তুকৃতং ফলম্ ।
দিবাযাস্তু বিবেশৈব শতৈঃ শতেন যাতনাঃ । ৩৯
ইতি সত্যং প্রজানীহি লোকে তত্র বিধিং প্রতি ।
কর্মকর্তা নরোঽভোক্তা স নাস্তি বিধি বা ভূবি
ন শক্যাঃ কর্ম চাভোক্তুং সদেবাসুরমানুষৈঃ । ৪০
কর্মণা প্রথিতো লোক আদিপ্রভৃতি বর্ত্ততে ।
এতদুদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ কর্মণাফলসা প্রতি । ৪১
যত্তচ্চ ময়া নোক্তঃ বস্তিংস্তে কর্মসংগ্রহে
বুদ্ধিভর্কেণ তৎ সর্বং তথা বেদিতুমর্হসি । ৪২
কথিতং শ্রোতুকামায়া কৃতঃ শ্রোতুং ভিমিচ্ছসি ।৭৩

উমোবাচ ।

ভগবন্ ভবনেত্রস্য মানুষাণাং বিশেষিতম্ ।
সর্বমাত্মকৃতং চেতি শ্রুতং মে ভগবন্মতম্ । ৪৪
লোকে প্রহকৃতং সর্বং যদ্যা কর্ম শুভাশুভম্
তদেব গ্রহনক্ষত্রা প্রাণিনঃ পর্য্যুপাসতে । ৪৫
এষ মে সংশয়ো দেব তং মে ত্বং ছেত্তুমর্হসি ।

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

স্থানে সংশয়িতা দেবি শৃণু তত্ত্ববিনিশ্চয়ম্ । ৪৬
নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চৈব শুভাশুভনিবেদকাঃ ।
মানবানাং মহাভাগে ন তু কর্মকরাঃ স্মৃতাঃ । ৪৭
প্রজানাং তু হিতার্থায় শুভাশুভবিধিং প্রতি
অনাগতমতিক্রান্তং জ্যোতিষ্কক্রমেণ যোধ্যতে । ৪৮
কিন্তু তত্র শুভঃ কর্ম সুগ্রহৈস্তু নিবেদ্যতে ।
দুষ্কৃতস্যাশুভৈরেব সমবায়ো ভবেদিতি । ৪৯
কেবলা গ্রহনক্ষত্রা ন কুর্বন্তি শুভাশুভম্ ।
সর্বমাত্মকৃতং কর্ম লোকবাদো গ্রহা ইতি । ৫০

উমাদেবী বলিলেন, ভগবন্! দেবদেবেশ! ভগবতের মতন মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীরা যে কোনও কারণে বা অকারণে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। কোন্ কর্মবিপাকের ফলে এরূপ হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৩-৩৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! প্রাণিগণের প্রতি নির্দয় যে সব মানুষ পূর্বজন্মে কারণে বা অকারণে অন্যান্য প্রাণীদিগের প্রাণ হরণ করে, তাহারা সেইভাবে নিজ নিজ কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়। বিদ্ধপ্রদানকারী বিদ্ধেরই যায়। মৃত্যুদাতা হয়ে এবং অস্ত্রের দ্বারা হত্যাকারী ব্যক্তিরা যমের কিঙ্করের অস্ত্রের আঘাতেই মৃত্যুবরণ করে। ৩৮-৩৯

জগতে কর্মের বিধি বিষয়ে তুমি ইহাকেই সত্য বলিয়া জানিও। কর্মকারী মানুষ সেই কর্মের ফল ভোগ করে না, এরূপ কোনও পুরুষ এ পৃথিবীতে নাই এবং থাকিতেও নাই। দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণ কেহই নিজ নিজ কর্মের ফল ভোগ না করিয়া থাকিতে পারে না। আদিকাল হইতেই এই সংসার কর্মের দ্বারা গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। ৪০-৪১

কর্মফলসূত্রের পরিণামবিষয়ে এই দ্বারা সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। কর্মফলের বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত আমি যে কথা বলি নাই, তাহাও নিজের বুদ্ধির দ্বারা তর্ক—উৎপ্রেক্ষা করিয়া জ্ঞাত হও। তোমার এবিষয়ে শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সেইজন্য আমি তোমাকে এই সব কথাই বলিলাম। এখন তুমি আর কি শুনিতে চাহিতেছ? ৪১-৪৩

উমাদেবী বলিলেন, ভগবন্! ভগবন্নেত্রনিবাসন! আপনার মত হইল যে, মনুষ্যগণের যে ভালমন্দ অবস্থা, তাহা সমস্তই তাহাদের নিজ নিজ কর্মেরই কৃত ফল। আপনার এই মত আমি শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু জগতে ইহা দেখা যায় যে, মানুষেরা সমস্ত শুভাশুভ কর্মফলকে গ্রহনক্ষত্র মনে করিয়া প্রায়শঃ গ্রহনক্ষত্র সকলেরই আরাধনা করিতে থাকে। তাহাতেই ইহা মনে করা স্বাভাবিক কি না? ইহাই আমার সংশয়। আপনি আমার এই সংশয় নিবারণ করুন। ৪৪-৪৬½

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যথাস্থানে তোমার এই সংশয় হইয়াছে। এ-বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত মত, তাহা শ্রবণ কর। মহাভাগে! গ্রহ ও নক্ষত্রসকল মনুষ্যগণের শুভ ও অশুভের সূচনামাত্র জানাইয়া থাকে। তাহারা স্বয়ং কোনও কর্ম করে না। ৪৬-৪৭

প্রজাগণের হিতের জন্য জ্যোতিষ্কচক্র (গ্রহ-নক্ষত্রগণ) কর্তৃক অতীত ও ভবিষ্যতের শুভাশুভ ফলের যোগ সঙ্ঘটিত হয়। ৪৮

কিন্তু দেখানে শুভ কর্মফলের সূচনা উত্তম (শুভ) গ্রহগণের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়। এবং দুষ্কর্মের ফলের সূচনা অশুভ গ্রহগণের দ্বারা হইয়া থাকে। ৪৯

ঔশনোবাচ

ভগবন্ বিবিধা কর্ম কৃত্বা জন্তুঃ শুভাশুভম্
কিং ভূয়ঃ পূর্বকৃতং ভুঙ্‌ক্তে জন্মান্তরে পুনঃ ॥ ৪১
এষ মে সংশয়ো দেব তং মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

স্থানে সংশয়িতা দেবি ত্বং তে বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ৪২
অশুভা পূর্বমিত্যাহুরপরে শুভমিত্যপি
মিথ্যা তদুভয়ং প্রোক্তং কেবলং তদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৪৩
ভূতানাঞ্চাপি সৃজতে ক্রমশো ভূমি মানবাঃ।
ভক্তিং হানিং সুখং দুঃখং তৎ সর্বমবশং ভবম্ ॥ ৪৪
দুঃখান্তসুভবত্যাঢ্যা দরিদ্রাস্তু সুখানি চ।
যৌগপদ্যাপি ভূতানা সৃজতে লোকসাক্ষিকম্ ॥ ৪৫
নরকে স্বর্গলোকে চ ন তথা সাংসিদ্ধিকে প্রিয়ে
নিত্যং দুঃখং হি নরকে স্বর্গে নিত্যং সুখং তথা ॥ ৪৬

কেবল প্রব ও নরকস্থলে শুভাশুভ কর্মফলের উপস্থিতি ঘটে না। নিজেরই কৃত সমস্ত কর্ম শুভাশুভ ফলের উৎপাদক হয়। প্রবর্গণ ঘটে—এই কথা মোক্ষপ্রকরণান্তে। ৪০

ঔমাদেবী বলিলেন, ভগবন্! জীব নানাপ্রকার শুভাশুভ কর্ম করিয়া যখন অন্য জন্মগ্রহণ করে, তখন উভয়ের মধ্যে কোন্ ফল প্রথম ভোগ করিয়া থাকে—শুভ অথবা অশুভের? দেব! ইহাই আমার সংশয়। আপনি ইহা অপনোদন করুন। ৪১-৪২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! উচিত স্থানেই তোমার সংশয় জন্মিয়াছে। এখন ইহার যথাযথ উত্তর বলিব। কিন্তু লোকে বলে যে, প্রথমে অশুভ কর্মের ফল লাভ হয়, অন্যেরা বলে যে, প্রথমে শুভ কর্মের ফল প্রাপ্তি হয়। কিন্তু এই উভয় কথাই মিথ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সত্য কথা কি? তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি। ৪৩-৪৩

এই পৃথিবীতে সকল মানুষকে ক্রমশঃ দুই প্রকারেরই ফল ভোগ করিতে দেখা যায়। কখনও ধনের বৃদ্ধি হয়, কখনও হানি হয়, কখনও সুখলাভ হয়, কখনও দুঃখভোগ হয়, কখনও নির্ধনতা থাকে, আবার কখনও ধন আসিয়া উপস্থিত হয়। এইভাবে সকল ফল ক্রমশঃ ভোগ করিতে হয়। ৪৪

কখনও ধনবানী বহুপ্রকার দুঃখ অনুভব করে এবং কখনও দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখভোগ করে। এইভাবে একই সঙ্গে সকল মানুষকে শুভ ও অশুভ ভোগ করিতে দেখা যায়। সমস্ত জগৎ এই তত্ত্বাপি সুমহৎ কৃচ্ছ্রং পূর্বমন্ত্রা পুনঃ শুভে
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৭

ঔমোবাচ

ভগবন্ প্রাণিনো লোকে ম্রিয়ন্তে কেন হেতুনা।
তাতা তাতা ন তিষ্ঠন্তি তত্র শংসিতুমর্হসি ॥ ৪৮

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা মৃত্যুর্হি জন্তুনাম্ ॥ ৪৯
শরীরাদ্বিপ্রযোগো যঃ সা মৃত্যুরিতি স্মৃতঃ।
তত্রাত্মানো নিত্যত্বাদনিত্যং ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ৫০
এবং কালেন সাক্রান্তঃ শরীরং জর্জরীকৃতম্
অকর্মযোগ্যং সংজীর্ণং ত্যক্ত্বা দেহী ততো ব্রজেৎ ॥ ৫১
নিত্যাত্মানিত্যসম্ভাষাল্লোকে তত্ত্বদর্শনে বিদুঃ
কালে নাতিক্রমেয়ুর্হি সদেত্যনুর-মানবাঃ ॥ ৫২

তথায় সাক্ষী। ৪৫

প্রিয়ে! কিন্তু নরক ও স্বর্গলোকে একপ স্থিতি নাই। নরকে সমস্ত দুঃখ এবং স্বর্গে নিরন্তর সুখভোগ হয়। ৪৬

শুভে! দেবদেব শুভ ও অশুভের মধ্যে যাহা অধিক হয়, তাহারই ফল প্রথমে এবং যাহা অল্প, তাহার ভোগ পরে হয়, এই সকল কথা আমি তোমাকে বলিলাম। এখন আর তুমি কি শুনিতে বাসনা কর? ৪৭

ঔমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! এ জগতে প্রাণীরা কোন্ কারণে মৃত্যুগ্রাস হয়? মরিয়া জন্মিয়া তাহারা কেন এ সংসারে থাকে না? দেব! আপনি আমাকে বলুন। ৪৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, দেবি! এ বিষয়ে যাহা যথার্থ কথা তাহাই আমি তোমাকে বলিব। কর্মফলভোগের নিমিত্ত দেহকে কিভাবে পরিত্যাগ করেন? তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে হইয়া শ্রবণ কর। ৪৯

শরীর ও আত্মার (জড় ও চেতনের) যে সংযোগ, তাহাকে জীব বা প্রাণী বলা হয়। ইহাদের মধ্যে আত্মাকে নিত্য এবং দেহকে অনিত্য বলা হয়। ৫০

যখন কালের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দেহ অবাবহার্য অর্থাৎ হইয়া যায়, কোনও কর্ম করিবার যোগ্যতা থাকে না এবং সর্বতোভাবে জীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন দেহধারী জীব তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ৫১

যথাঽঽকাশে ন সিদ্ধেত ত্বয়া কিঞ্চিদচেতনম্।
তথা যাবতি কালেঽয়ং কথা কিল্পি ভিষ্ঠতি। ৩৫
স পুনর্জায়তেঽক্ষত্র শরীরং নবমাবিশন্
এবং লোকগতিস্তিষ্ঠাদাদিপ্রভৃতি বর্ততে। ৩৪

উমোবাচ।

ভগবন্ প্রাণিনো বালা মৃত্যুস্তে মরণং গতাঃ
অতিবৃদ্ধাস্ত্ব জীবন্তে মৃত্যুস্তে চিরজীবিনঃ। ৩৫
কেবলং কালমরণং ন প্রমাণং মতেশ্বর
তস্মান্মে সংশয়ং ব্রূহি প্রাণিনাং জীবকারণম্। ৩৬

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শৃণু তৎ কারণং দেবি নির্বন্ধেনৈক এব সঃ
যাবৎ পূর্বকৃতং কর্ম তাবজ্জীবতি মানবঃ।
তস্য কর্মবশাদ্ বালা ম্রিয়ন্তে কালসংক্ষয়াৎ। ৩৭
চিরং জীবন্তি বৃদ্ধাস্ত্ব তথা কর্মপ্রমাণতঃ।
ইতি তে কথিতং দেবি নির্বিঘ্নস্তু তব প্রিয়ে। ৩৮

উমোবাচ।

ভগবন্ কেন বৃত্তেন ভবন্তি চিরজীবিনঃ।
অল্পায়ুষো নরাঃ কেন তন্মে শংসিতুমর্হসি। ৩৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শৃণু তৎ সর্বমখিলং গুহ্যং পথ্যতমং নৃণাম্
যেন বৃত্তেন সম্পন্না ভবন্তি চিরজীবিনঃ। ৭০
অহিংসা সত্যবচনমক্রোধঃ ক্ষান্তিরার্জবম্।
গুরুণাং নিত্যশুশ্রূষা বৃদ্ধানামপি পূজনম্। ৭১
শৌচাদিকার্যানলসত্যাগঃ সদা পথ্যানা ভোজনম্।
এবমাদিগুণা বৃত্তং নরাণাং দীর্ঘজীবিনাম্। ৭২
তপসা ব্রহ্মচর্যেণ রসায়ননিষেবণাৎ
ঔষধপ্রস্থা বলিনো ভবন্তি চিরজীবিনঃ। ৭৩

নিত্য জীবাত্মা যখন অবিদ্যা দেহকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন জগতে (অজ্ঞ ব্যক্তরা)। ইহাকে মৃত্যু বলিয়া মনে করে। দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণ কেহই কালকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। ৩১

যেরূপ আকাশে কোনও জড় দ্রব্য স্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই কাল নিয়ত ধাবিত হইতেছে, এক ক্ষণও স্থির থাকে না। ৩৪

এই জীব পুনরায় অন্য শরীরে প্রবেশ করত অন্যত্র জন্মগ্রহণ করে। এইভাবে আদিকাল হইতেই লোকের গতি সদা চলিয়া আসিতেছে। ৩৫

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! এ সংসারে বালাবস্থাতেই প্রাণিগণের মৃত্যু হইতে দেখা যায় এবং অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষও চিরজীবী হইয়া জীবিত আছে—ইহা দেখা যায়। ৩৫

মহেশ্বর! কেবল কালমৃত্যু অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থাতেই মৃত্যু হইবার কথার কোন প্রমাণ ইহাতে পাইল না। সুতরাং প্রাণিগণের জীবনের বিষয়ে উচিত আমার এই সন্দেহের কথা আপনি বলুন। ৩৬

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! ইহার কারণ শ্রবণ কর। এই বিষয়ে একটিই নির্ণয় আছে। যতকাল পূর্বকৃত কর্ম (প্রারব্ধ) অবশিষ্ট থাকে, ততকাল মানুষ জীবিত থাকে। সেই কর্মের অধীন হইয়া প্রারব্ধভোগের কাল সমাপ্ত হইলে পর বালকও মৃত্যুবরণ করে এই কথাই যথাযথভাবে বৃদ্ধ পুরুষ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া যায়। দেবি! এই সকল কথা আমি তোমাকে বলিলাম প্রিয়ে! এ বিষয়ে তুমি এখন সংশয়রহিত হইয়া যাও। ৩৭-৩৮

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কোন্ আচরণে মনুষ্যগণ চিরজীবী হয় এবং কাহার দ্বারা তাহারা অল্পায়ু হইয়া যায়? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৩৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! এই সব গূঢ় রহস্য মনুষ্যগণের পক্ষে পরম লাভদায়ক। যে আচরণে মৃত্যু থাকিয়া মানুষ চিরজীবী হয়, তাহা শ্রবণ কর। ৭০

অহিংসা, সত্যভাষণ, ক্রোধত্যাগ, ক্ষমা, সরলতা, গুরুজনগণের নিত্য সেবা, বৃদ্ধপূর্বপুরুষগণের পূজা, পবিত্রতার কথা মনে রাখিয়া অকরণীয় কার্য পরিত্যাগ করা, সর্বদাই পথ্যভোজন ইত্যাদি গুণবান্ আচার দীর্ঘজীবী মনুষ্যগণের। ৭১-৭২

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও রসায়ন সেবনের দ্বারা মনুষ্যগণ অধিক বৈদ্যশালী, বলবান্ ও চিরজীবী হয়। ৭৩

স্বর্গে বা মানুষে বাপি চিরং তিষ্ঠন্তি ধার্মিকাঃ। ৭৪
অপরে পাপকর্মাণঃ প্রায়শোঽনৃতবাদিনঃ
হিংসাপ্রিয়া গুরুদ্বিষ্টা নিষ্ক্রিয়াঃ শৌচবর্জিতাঃ। ৭৫
নাস্তিকা ঘোরকর্মাণঃ সততং মাংসখাদিনঃ
পাপাচারা গুরুদ্বিষ্টাঃ তোপনাঃ ফলহেতবঃ। ৭৬
এবমেবাস্তথাচারাস্তির্যগ্‌যোনিং নিয়ন্তে চিরম্
তির্যগ্‌যোনৌ তথাত্মানমাপদ্যন্তে মানবাঃ। ৭৭
তস্মাদাত্মানুবো মর্ত্যাস্তাবৃশাঃ সন্তু তে। ৭৮
অসমাধেয়গমনাবদ্যপ্যানাঞ্চ ভোজনাৎ
আত্মদ্বেষো ভবেদ্‌ঘোরাদাত্মাবুক্তং কৃতা হি তে। ৭৯
তস্মাদাত্মানুবৈস্তৈস্তৈস্তথা চিরজীবিনঃ।
এবং তে ভাবিতাঃ সর্বে ভূয়ঃ প্রোক্তুং কিমিচ্ছসি। ৮০

উমোবাচ।

দেবদেব মহাদেব শ্রুতা মে ভগবন্নিদম্।
আত্মনো জাতিসম্বন্ধং ব্রূহি স্ত্রীপুরুষান্তরে। ৮১
স্ত্রীপ্রাণঃ পুরুষপ্রাণ একঃ স পৃথগেব বা।
এষ মে সংশয়ো দেব তং মে ছেত্তুং ত্বমর্হসি। ৮২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

নিবিকারঃ সদৈবাত্মা স্ত্রীবঃ পুংস্কা ন চাত্মনি
কর্মপ্রকারণৈ তথা ভাব্যাং ভাব্যাং প্রজায়তে। ৮৩
কৃত্বা তু পৌরুষং কর্ম স্ত্রী পুমানপি জায়তে।
স্ত্রীভাবযুক্ত পুমান্ কৃত্বা কর্মণা প্রমদা ভবেৎ। ৮৪

উমোবাচ।

ভগবন্ সর্বলোকেশ কর্মাত্মা ন ভবোত্তি চেৎ।
কোঽয়ং কর্মকরো দেহে ভবে ভূঃ বক্তুমর্হসি। ৮৫

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

শৃণু ভামিনি কর্তারমাত্মা হি ন চ কর্মকৃৎ
প্রকৃত্যা গুণযুক্তেন ক্রিয়তে কর্ম নিত্যম্। ৮৬
শরীরা প্রাণিনাং লোকে যথা পিত্তকফানিলৈঃ
ব্যাপ্তমেভিস্ত্রিভির্দোষৈস্তথা ব্যাপ্তং ত্রিভির্গুণৈঃ। ৮৭
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণাস্তেতে শরীরিণঃ
প্রকাশাপ্রবৃত্তিমোহাঃ সত্ত্বং সত্ত্বগমিশ্রিতে। ৮৮
রজো দুঃখাত্মকং তত্র তমো মোহাত্মকং স্মৃতম্
ত্রিভিরেভৈস্তু গৈর্যুক্তং লোকে কর্ম প্রবর্ততে। ৮৯

ধার্মিক পুরুষগণ স্বর্গে বহুকাল বা অল্পকাল অবস্থান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা ব্যতীত অন্য যে সব পাপকর্মকারী মানব, প্রায়শঃ মিথ্যাবাদী, হিংসাদ্বেষী, গুরুদ্রোহী, অকর্মণ্য, শৌচাচারহীন, নাস্তিক, ভয়ঙ্কর কার্যকারী, সর্বদা মাংসভক্ষী, মদ্যপায়ী, পাপাচারী, গুরুদ্বেষী, ক্রোধী এবং ফলপ্রিয় হয়, এরূপ অসদাচারী পুরুষেরা সতত নরকে পতিত থাকে এবং তির্যগ্‌যোনিতে অবস্থান করে ও তাহারা মনুষ্যযোনিতে অতি অল্পসময় পর্যন্তই জীবিত থাকে। ৭৪-৭৭

সেইজন্য এরূপ মানুষ অল্পায়ু হয়। অসময়ানে গমন করিলে এবং অপথ্য বস্তু ভোজন করিলে মানুষগণের আয়ু ক্ষীণ হইয়া যায়, কারণ, এই সব হইল আয়ুক্ষয়কারক। ৭৮-৭৯

এই সব কারণেই মানুষেরা অল্পায়ু হয়, অন্যথা চিরজীবী হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয়ই তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ৮০

উমাদেবী বলিলেন,—দেবদেব! মহাদেব! ভগবন্! এই বিষয় আমি শ্রবণ করিলাম। এখন ইহা বলুন যে, আত্মার স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে কোন্ জাতির সহিত সম্বন্ধ হয়? ৮১

জীবাত্মা স্ত্রী-রূপ কিংবা পুরুষ-রূপ? এক অথবা পৃথক্ পৃথক্ দেহ। ইহাই আমার সংশয়। আপনি আমার এই সংশয় ছেদন করুন। ৮২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—জীবাত্মা সদাই নির্বিকার। তিনি স্ত্রীও নন্ এবং পুরুষও নন্। তিনি কর্মানুসারে বিভিন্ন জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। পুরুষোচিত কর্ম করিয়া স্ত্রীও পুরুষ হইতে পারে এবং স্ত্রীভাবনাযুক্ত পুরুষ তদনুরূপ কার্য করিয়া সে কর্মানুসারে স্ত্রী হইয়া থাকে। ৮৩-৮৪

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! সর্বলোকেশ! যদি আত্মা কর্ম না করেন, তবে দেহে অস্থ কে কর্ম করিয়া থাকে তাহা আমাকে বলুন। ৮৫

মহেশ্বর বলিলেন,—ভামিনি! কর্তা কে? তাহা শ্রবণ কর। আত্মা কোনও কর্ম করেন না। প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারাই সদা কর্ম সম্পাদিত হয়। ৮৬

জগতে প্রাণিগণের শরীর যেরূপ বাত, পিত্ত ও কফ—এই তিন দোষে ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ সকল প্রাণী সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণেও ব্যাপ্ত থাকে। ৮৭

সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি দেহধারী প্রাণিগণের ও ইহাদের সত্ত্ব গুণ সদা প্রকাশ-স্বভাব বলিয়া অভিহিত হ

সত্ত্যং প্রাণিদয়া শৌচং ক্ষেত্রং প্রীতিঃ ক্ষমা দমঃ
এবমাদি গুণাস্তত্ত্ব কর্ম সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ১০

দাম্ভ্যং কর্মপরত্বঞ্চ লোভো মোহো বিধিঃ প্রতি
কলত্রসঙ্গো মাধুর্যং নিত্যত্বৈশ্বর্যমেবচ ॥ ১১

রজসস্তেতুবং চৈতৎ কর্ম নানাবিধং সদা ॥ ১২

অনৃতং চৈব পারুষ্যং বৃত্তির্বিদ্বেষিতা তথা
হিংসাসত্যঞ্চ নাস্তিক্যং নিদ্রালস্যাদয়শ্চ ॥ ১৩

তমসস্তেতুবং চৈতৎ কর্ম পাপমৃতং তথা ॥ ১৪

তস্মাদ্ গুণময়ঃ সর্বঃ কার্য্যারম্ভঃ শুভাশুভঃ
তস্মাদাত্মানমন্বিচ্ছেদ্ বিদ্যাকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৫

সাত্ত্বিকাঃ পুণ্যলোকেষু রাজসা মানুষে পথে
তির্য্যগ্‌যোনৌ চ নরকে তিষ্ঠেযুস্তামসা নরাঃ ॥১৬

উমোবাচ

কিমর্থমাত্মা ভিন্নেষ্বিহ দেহে সংসৃজ্য বা হতে

রজোগুণ বৃদ্ধিতে এ গুণোক্ত দোষগুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। জগতে এই ত্রিগুণের দ্বারা মুক্ত কর্ম ত্রিপ্রকারিত হয়। ১০-১২

সত্যভাষণ, প্রাণিগণের উপর দয়া, শৌচ, ক্ষেত্র, প্রীতি, ক্ষমা, ও ইন্দ্রিয়সংযম—এই সব এবং অন্যান্য কর্মও সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হয়। ১০

দম্ভতা, কর্মপরায়ণতা, লোভ, বিধির প্রতি মোহ, স্ত্রীসঙ্গ, মাধুর্য্য এবং সদা ঐশ্বর্যের লোভ—এই সব নানাপ্রকার ভাব ও কর্ম রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। ১১-১২

অনৃতভাষণ, রূঢ়তাপ্রকাশ, অন্যায় অধীনতা, সততঃ বিদ্বেষ-পরায়ণতা, হিংসা, অসত্য, নাস্তিকতা, নিদ্রা, আলস্য ও ভয়—এই সব এবং পাপমূলক অন্যান্য কর্ম তমোগুণ হইতে উদ্ভূত হয়। ১৩-১৪

সেইজন্য সমস্ত শুভাশুভ কার্য্যারম্ভ গুণময়, অতএব আত্মাকে বাহ্যভাবহিত, অকর্তা ও অবিনাশী বলিয়া জানিও। ১৫

সাত্ত্বিক মনুষ্যগণ পুণ্যলোকসমূহে গমন করেন। রাজস জীব মনুষ্যলোকে অবস্থান করে এবং তামস মানুষেরা পশু-পক্ষী প্রভৃতির যোনিতে ও নরকে স্থিত হয়। ১৬

উমাদেবী বলিলেন,—এই শরীরের ভেদনের দ্বারা অথবা

অন্যের দ্বারা হত হইলে পর আত্মা কার কোন গতিতে যায়? ইহা আমাকে বলুন। ১৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—তথ্যাপি। ইহার কারণ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। এ বিষয়ে পূর্ব বৃত্তিবিশিষ্ট বিদ্বান্‌গণও মোহিত হইয়া যায়। ১৮

জন্তুসমূহকারী প্রাণিগণের কর্তৃসমূহ কয় হইয়া যাইলে পর এই দেহে যে কোনও কারণে না-প্রকাশ উপদ্রব হইতে থাকে। এই কারণবশতঃ শরীরের ক্ষয় হইলে দেহাভিমানী জীব কর্মের অধীন হইয়া সেই শরীরকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ১৯-১০০

শরীর ক্ষীণ হইয়া যায়, আত্মা নয়। তিনি নানাবিধ বেদনাভেদে বিচলিত হন না। যতক্ষণ কর্মফলের শেষ থাকে, ততক্ষণ জীবাত্মা এই শরীরে অবস্থান করেন এবং কর্মসমূহের ক্ষয় হইয়া যাইলে পর পুনরায় চলিয়া যান। ১০১

আধিভৌতিক হইতেই আত্মার এইরূপ গতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দেবি! এই সব বিষয় আমি তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে অভিলাষ কর? ১০২

অধিক আঠার অধ্যায় সমাপ্ত।

[প্রাণিনাং চতুর্ভেদনিরূপণম্ পূর্বজন্মস্মৃতিবর্ণনঞ্চ বিবেচনম্]

মৈত্রেয় উবাচ

ভগবন্ দেবদেবেশ কর্তৃণৈব তু তত্ত্বতঃ।
যথাযোগঃ ফলং তত্ত্বঃ প্রাপ্নোতীতি বিনিশ্চয়ঃ। ১
পরেষাং বিপ্রিয়ং কৃত্বা যদ্যপ্নুয়াদ্ধনং মহৎ।
যদ্বেতদখিলং দেহে তত্ত্বে ব্যাখ্যাতুমর্হসি। ২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

তদপ্যস্তি মহাভাগে অস্তিনাস্তিবলাদ্ধ্রুবম্।
হিতার্থং দুঃখভেষ্যা কৃত্বা সুখমবাপ্নুয়াৎ। ৩
দণ্ডয়ন্ দণ্ডয়েন্ রাজা প্রজাঃ পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ
গুরুঃ সন্তর্জয়ন্ শিষ্যান্ ভর্তা ভৃত্যজনান্ স্বজান্। ৪
উদ্যমপ্রতিপন্নাংশ্চ ভার্যা বর্ষফলং লভেৎ।
চিকিৎসকশ্চ দুঃখানি জনয়ন্ হিতমাপ্নুয়াৎ
এবমন্যে সুখনসো হিংসকাঃ স্বর্গমাপ্নুয়ুঃ। ৬

একস্মিন্ নিহতে জন্তৌ বহবঃ সুখমাপ্নুয়ুঃ
তস্মিন্ জন্তৌ জন্তবো যে কৃত্স্না এব তু শাশ্বতম্। ৭
অভিসন্ধেরভিস্কান্দাদ্ধনং তু গৌরবাৎ
এবং কৃত্বা তু পাপেভ্যো ন দোষঃ প্রাপ্নুয়ুঃ ক্বচিৎ। ৮

উমোবাচ

চতুর্বিধানাং ভূতানাং কথং জানাসি শঙ্কর
কৃত্রিমং তৎ সভাবং বা তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি। ৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

স্থাবরং জঙ্গমং চেতি ভূতং দ্বিবিধমুচ্যতে
চতুর্ণো যোনিভূতানাং প্রজানাং ক্রমশো যথা। ১০
স্বেদাদ্যুদ্ভিদ্যকা বৃক্ষা লতাবল্ল্যশ্চ বীরুধঃ
দংশমৃগমীনসর্পাশ্চ পশবশ্চামুজাতয়ঃ। ১১
পক্ষিণশ্চোদ্ভিদস্তানি প্রাণিনস্তুণ্ডজা মতাঃ।
মনুষ্যাশ্চাপ্যজরায়ুণাশ্চ বিজ্ঞেয়া জরায়ুজাঃ। ১২

অধিক নবম অধ্যায়।

[প্রাণিগণের চারিপ্রকার ভেদনিরূপণ, মনুষ্যদের মৃত্যুর রহস্যভেদন, মৃত্যুবরণ করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তনের কারণ বর্ণন, দৈব ও পুরুষার্থ এবং পূর্বজন্মের বিচারপ্রদর্শন।]

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ! জীব নিজেই কর্মের দ্বারা যথাযোগ্য ভভাভভ ফল প্রাপ্ত হয়—ইহাই শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের নিশ্চয়। ১

অপর মনুষ্যগণের অপ্রিয় করিয়াও এই পৃথিবীতে অবস্থিত জীবাত্মা কিভাবে ভভধন প্রাপ্ত হয়? ইহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—মহাভাগে! এরূপও হইতে পারে যে, ভভ সঙ্কল্পের বলে মনুষ্যগণের হিতের জন্য তাহাদের দুঃখদান করিয়াও মানুষ সুখলাভ করিতে পারে। ৩

রাজা প্রজাদিগকে তাহাদের অপরাধের জন্য দণ্ডদান করে ও উৎসর্গ করে, তথাপি এই রাজা পুণ্যভাগী হয়। গুরু নিজের শিষ্যগণকে এবং প্রভু নিজের সেবকদিগকে শিক্ষাদানের জন্য তাহাদের উপর তর্জন গর্জন করে, ইহাতেও তাহারা সুখভাগী হইয়াই থাকে। ৪

যাহারা কৃষিকর্ম করে, তাহাদের পালনকারী রাজা বর্ষের ফল প্রাপ্ত হয়। চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসার সময় তাহাকে কষ্ট দিয়া থাকে, তথাপি রোগ উপশমের জন্য চেষ্টা করায় সেই চিকিৎসক হিত লাভ করিয়া থাকে। ৫৭

এইরূপ অন্য মনুষ্যগণও যদি শুভফলের ভাগীহেতু কষ্ট দিয়াও থাকে, তবে তাহারা স্বর্গলাভ করে। তবে যেখানে কোন এক দুই নিম্ন শ্রেণীর পশু বহু সংখ্যকের সুখ লাভ হয়। সেখানে তাহাকে বধ করিলে পাপ হইবে কেন? বরং পুণ্যই হইবে। ৬-৭

যদি উহাতে কুটিলতাপূর্ণ না হয়, বরং বর্ষের গৌরবে পুষ্ট হয়, তবে পাপী ব্যক্তিগণের এরূপ ব্যবহার করিয়াও কোনও দোষরাশি হয় না। ৮

উমাদেবী বলিলেন,—এরূপভাবে ত্রিবিধ প্রকারের প্রাণীর জ্ঞান কিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তাহা কৃত্রিম বা স্বাভাবিক? ইহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! এই জগৎ স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দুইপ্রকার বলিয়া কথিত হয়। উহার মধ্যে প্রজাগণের ক্রমশঃ চারি প্রকার যোনি—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। ১০

উহাদের মধ্যে বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও গুল্মাদিকে উদ্ভিজ্জ বলে। দংশ (ডাঁস) ও মৃগ (জন্তু) আদি কীট জাতির প্রাণী স্বেদজ বলিয়া অভিহিত হয়। ১১

যাহাদের পক্ষ হয় এবং বর্ণের স্থানে একটি মাত্র ছিদ্র হয়, এরূপ প্রাণীরা অণ্ডজ বলিয়া অভিহিত প্রকাশ করা হইয়াছে। পশু, ব্যাল (হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্রাদি) ও মনুষ্য—ইহাদিগকে জরায়ুজ বলিয়া জানিবে। ১২

এবং চতুর্বিধাং জাতিমাত্মা সংস্কৃতা তিষ্ঠতি ॥ ১৩

তথা ভূম্যম্বুসংযোগাদ্ ভবন্ত্যাদ্যিজাঃ স্ত্রিয়ে
স্ত্রীভোজ্যোক্ত সংযোগাজ্জায়ন্তে খেচরাঃ স্ত্রিয়ে ॥ ১৪

অণ্ডজাশ্চাপি জায়ন্তে সংযোগাৎ স্ত্রৈণবীজয়োঃ
শুক্লশোণিতসংযোগাৎ সম্ভবন্তি জরায়ুজাঃ ॥১৫

জরায়ুজানাং সর্বেষাং মানুষঃ পরমুত্তমম্ ॥ ১৬

অতঃ পরং ভবোৎপত্তিঃ শৃণু দেবি সমাহিতা।
দ্বিবিধং হি ভবো লোকে শার্বং দৈবত্তং তথা ॥ ১৭

জ্যোতিষ্টিঙ্গ ভবো লোকে নাশং গচ্ছতি শার্বম্
দৈবত্তং তু ভবো লোকে ত্রৈঃ সমস্তৈর্ন নাশ্যতি ॥ ১৮

তমসস্তস্য নাশার্থং লোপামুদ্রিবিভস্থিবান্
তপশ্চচার বিপুলং লোককর্তা পিতামহঃ ॥ ১৯

চতস্রস্তু সমুদ্ভূতা বেদাঃ সাঙ্গাঃ সহোত্তরাঃ।
তাঁল্লব্ধ্বা মুমুদে ব্রহ্মা লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥২০

এইরূপ আত্মা এই চারিপ্রকার জাতি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন ॥ ১৩

স্ত্রিয়ে। পৃথিবী ও জলের সংযোগে চতুষ্পদ প্রাণিসমূহের উৎপত্তি হয় এবং স্ত্রৈণ জীবদেহ বীজ ও স্ত্রীদেহের সহযোগে জীবন গ্রহণ করে ॥ ১৪

স্ত্রৈণ ও বীজের সংযোগে অণ্ডজ প্রাণিসমূহের জন্ম হয় এবং জরায়ুজ প্রাণীরা শুক্র-বীর্যের সংযোগে উৎপন্ন হয়। সমস্ত জরায়ুজ প্রাণিসমূহের মধ্যে মনুষ্যজন্ম স্থান সর্বোচ্চ ॥ ১৫-১৬

দেবি। এবার ভবোৎপত্তি কথা তোমার নিকট প্রকাশ করি। ভবলোকে দুই প্রকার ভব অধিষ্ঠিত হইয়াছে – প্রথম শার্বিভাব ও দ্বিতীয় দৈবভাব ॥ ১৭

ভবলোকে জ্যোতিষ্ক বা তেজের দ্বারা শার্বভব (অন্ধকার) নষ্ট হয়; কিন্তু দৈবভাব যে ভব, তাহা সমস্ত জ্যোতি প্রকাশিত হইলেও নাশ হয় না ॥ ১৮

লোককর্তা পিতামহ ব্রহ্মা যখন সেই দৈবভাব ভব নাশ করিবার জন্য কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯

তপস্যা করিবার সময় তাঁহার মুখ হইতে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গ এবং উপনিষদসহ চারি বেদ আবির্ভূত হইলেন। এই সব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তিনি লোকসমূহের হিত কামনায় যোগের জ্ঞানের দ্বারা সেই দৈবভাব ভবকে দেহস্থ ভব ও ভবো ঘোর বেদেরেষ বিনাশিতম্ ॥২১

কার্য্যাকার্য্যমিদং চেতি বাচ্যাবাচ্যমিদং তিথি।
যদি চেত্ত ভবেল্লোকে প্রভাঃ চারিত্রবৈশিষ্ট্যম্ ॥২২

পশুভির্বিবিধৈশ্চেষ্ট ভূ চেষ্টন্তে মানুষা অপি ॥ ২৩

যজ্ঞাধীনাং সমারম্ভঃ প্রভবৈব বিধীয়তে
যজ্ঞস্য ফলযোগেন দেবলোকঃ সমৃদ্ধ্যতে ॥ ২৪

প্রীতিযুক্তা পুনর্দেবা মানুষাণাং ভবন্ত্যত
এবং নিত্যং প্রবর্তেতে রোদসী চ পরস্পরম্ ॥ ২৫

লোকসাধারণং তস্মাজ্জন্তিমাত্রবিধায়ক
জ্ঞানাদ্ বিশিষ্টঃ ভূতানাং নাস্তি লোকত্রয়েঽপি চ ॥২৬

সম্প্রসৃষ্ট প্রভা সর্বং কৃতকৃত্যো ভবত্যুত।
উপর্যুপরি মর্ত্যানাং দেবত্বং সম্প্রকাশতে ॥ ২৭

জ্ঞানং ক্রোধং ভয়ং ধর্মমজ্ঞানং চৈব যুধিষ্ঠির।
তত্ত্ব তং মুমুচি ক্ষিপ্রং যথা বায়ুর্দলাহকান্ ॥ ২৮

দেহস্থ ভব ও ভবো ঘোর বেদেরেষ বিনাশিতম্ ॥২১

কার্য্যাকার্য্যমিদং চেতি বাচ্যাবাচ্যমিদং তিথি।
যদি চেত্ত ভবেল্লোকে প্রভাঃ চারিত্রবৈশিষ্ট্যম্ ॥২২

পশুভির্বিবিধৈশ্চেষ্ট ভূ চেষ্টন্তে মানুষা অপি ॥ ২৩

যজ্ঞাধীনাং সমারম্ভঃ প্রভবৈব বিধীয়তে
যজ্ঞস্য ফলযোগেন দেবলোকঃ সমৃদ্ধ্যতে ॥ ২৪

প্রীতিযুক্তা পুনর্দেবা মানুষাণাং ভবন্ত্যত
এবং নিত্যং প্রবর্তেতে রোদসী চ পরস্পরম্ ॥ ২৫

লোকসাধারণং তস্মাজ্জন্তিমাত্রবিধায়ক
জ্ঞানাদ্ বিশিষ্টঃ ভূতানাং নাস্তি লোকত্রয়েঽপি চ ॥২৬

সম্প্রসৃষ্ট প্রভা সর্বং কৃতকৃত্যো ভবত্যুত।
উপর্যুপরি মর্ত্যানাং দেবত্বং সম্প্রকাশতে ॥ ২৭

জ্ঞানং ক্রোধং ভয়ং ধর্মমজ্ঞানং চৈব যুধিষ্ঠির।
তত্ত্ব তং মুমুচি ক্ষিপ্রং যথা বায়ুর্দলাহকান্ ॥ ২৮

দ্বিবেদী করিলেন ॥ ২০-২১

এই বেদজ্ঞান কর্তব্য ও অকর্তব্যের শিক্ষাপ্রদায়ক এবং বাচ্য ও অবাচ্যের বোধকারক যদি সংসারে সর্বাপেক্ষা শিক্ষা প্রদানকারী বেদ না থাকিতেন তবে মানব ও পশু উভয়ে সমানই চেষ্টা করিতে থাকিত ॥ ২২

বেদেরই দ্বারা যজ্ঞাদি কর্মসমূহের আরম্ভ করা হইয়া থাকে। যজ্ঞকর্মের সংযোগে দেবলোকের সমৃদ্ধি বর্ধিত হয় ॥ ২৩

তাঁহাতে দেবগণ মনুষ্যদের উপর প্রসন্ন হন। এইভাবে পৃথিবী ও স্বর্গলোক উভয়ে পরস্পরের উন্নতিতে সদা সহযোগী হয় ॥ ২৪

অতএব তুমি ইহা জানিও যে, বেদই মনুষ্যের প্রবৃত্তির দাতা সম্পূর্ণ জগৎকে ধারণ করেন। জীবসমূহের পক্ষে এই জ্ঞানের জ্ঞান হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই ॥ ২৫

সকল বেদের যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া দ্বিজ কৃতকৃত্য হইয়া যায় এবং সাধারণ মনুষ্যগণ অপেক্ষা উচ্চ স্থিতিতে উপস্থিত হইয়া দেবতুল্য প্রকাশিত হইতে থাকে ॥ ২৬

যেরূপ বায়ু মেঘসমূহকে উড়াইয়া দিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ বেদজ্ঞান-জনিত জ্ঞান কাম, ক্রোধ, ভয়, ধর্ম ও বুদ্ধিজাত অজ্ঞানকেও সমূল নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ২৭

জ্ঞানবান্ মানুষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত অশুভ কর্ম বহুবার হইয়া থাকিলেও এবং অজ্ঞান পূর্বক কৃত মহান্ কর্মও বিফল হইয়া থাকে ॥ ২৮

অন্নমাত্রং কৃতো ধর্মো ভবেজ্জ্ঞানবতা মহান্।
মহানপি কৃতো যত্নো যজ্ঞানামিফলো ভবেৎ ॥ ২৯

উমোবাচ

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিজ্জাতিস্মরণসংযুতাঃ।
ভিন্নধর্মচিতাস্তেষু জ্ঞানতঃ পৌর্বদৈহিকম্ ॥৩০

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

ভবত্যা তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বং সমাহিতা ॥ ৩১
যে মৃতাঃ সহসা মর্ত্যা ভায়ন্তে সহসা পুনঃ
তেষাং পৌরাণিকোচ্ছ্বাসঃ
ফল্গিং কালং হি তিষ্ঠতি ॥ ৩২
তস্মাজ্জাতিস্মরা লোকে ভায়ন্তে বোধসংযুতাঃ
তেষাং বিবর্ধতাং সংজ্ঞা ভবত্যব সা প্রবর্ততি ॥ ৩৩
পরলোকস্য চাস্তিত্বে মৃতানাং কারণং দ্বিজম্ ॥ ৩৪

উমোবাচ।

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিন্মৃতা দৃষ্ট্বাপি সম্প্রতি
বিবর্তমানা দৃশ্যন্তে দেহেষেষু পুনর্নরাঃ ॥ ৩৫

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

ভবত্যৈ তে প্রবক্ষ্যামি কারণং শৃণু শোভনে ॥ ৩৬
প্রাণৈর্বিযুজ্যমানানাং বস্তুতাং প্রাণিনাং ক্বচে
তথৈব নামসামান্যাদ্ ভ্রমযুক্তা নৃণাং প্রতি ॥ ৩৭
বহন্তি তে কাচিদ্যোগাদ্ভ্রমং মর্ত্যা তু ধার্মিকাঃ
নির্বিকারং হি তৎ সর্বং সংসা যেন কৃতাকৃতম্ ॥ ৩৮
তস্মাৎ নাম্নামনৌ প্রাপ্য ধর্মেনৈকেন মোক্ষিতাঃ
পুনর্ভবা নিবর্তন্তে শেষং ভোক্তুং স্বকর্মণঃ ॥ ৩৯
স্বকর্মণ্যসমাপ্তে তু নিবর্তন্তে হি মানবাঃ ॥ ৪০

উমোবাচ।

ভগবন্ মুক্তমাত্রেণ প্রাণিনাং স্মরণং কথম্
কিং তৎ স্মরতাসদ্ভূতং বা তত্ত্বে নাস্তিকৃতির্ভবেৎ ॥ ৪১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

মুক্তানাং তু মনশ্চেষ্টা যত্র ইত্যাভিধীয়তে।
অনাসক্তমচিন্ত্যান্তু পঞ্চত্বে সকলক্ষয়ঃ ॥ ৪২

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কিছু মানুষ জাতিস্মর হয় অর্থাৎ পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারে। তাহারা কি তত্ত্ব পূর্ব দেহের বৃত্তান্ত জানিয়াও অন্যরূপ করে ?১৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! আমি তোমাকে তত্ত্বের কথা বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া শ্রবণ কর। যে সব মানুষ সহসা মৃত্যু লাভ করিয়া পুনরায় কোথাও সহসা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের পুরাতন অভ্যাস যা সংস্কার কিছুকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে ॥ ৩০-৩১

সেইজন্য তাহারা জন্মতে পূর্ব জন্মের বৃত্তান্তের দ্বারা জ্ঞানযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং জাতিস্মর বলিয়া কথিত হয়। তাহাদের যখন তাহারা যেরূপ যেরূপ বর্ধিত হয়, সেইরূপ সেইরূপ তাহাদের তখন স্বপ্নের ন্যায় পুরাতন সৃষ্টি নষ্ট হইতে থাকে। এইরূপ ঘটনা মূর্খ মানুষদের পরলোকের সত্তার উপর বিশ্বাস করাইবার কারণ হইয়া থাকে ॥ ৩২-৩৪

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কিছু মানুষকে মৃত্যুর পরও পুনরায় সেই শরীরে ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। ইহার কারণ কি ? ৩৫

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—শোভনে! সেই কারণ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাণী যখন এবং মৃত্যু কাল আসিলে সকলেই নিজ নিজ প্রাণ হইতে বিযুক্ত হইয়া যায়। মানুষ মরণশীল জানিয়া মানুষকে এক নামই বলিয়া মোহ বশতঃ এখের পরিবর্তে অন্যকে ধরিয়া লইয়া যায়। কিন্তু ধর্মরাজ নির্বিকার ভাবের দ্বারা কৃতগণ কর্ম ও অকৃত সকল ব্যাপারেই জানিতে পারেন ॥ ৩৬-৩৭

সেইহেতু সংযম-পূতীতে যাইলে পর ভগবন্তঃ আনীত মনুষ্যগণকে একমাত্র ধর্মরাজ পুনরায় ফিরিয়া আসে। সেই সব মানুষ প্রত্যাবর্তন করে, যাহাদের ভোগের সময় হয় নাই ॥ ৩৮-৩৯

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! নিশ্চিত ঘটনাগুলি প্রাণিগণের যত দর্শন হইতে থাকে ইহা তাহাদের স্বভাব কিংবা অন্য কিছু ? ইহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন ॥ ৪০

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে! নিশ্চিত প্রাণিগণের মনের যে চেষ্টা, তাহাকেই স্বপ্ন বলা হয়। স্বপ্নে বিচরণ করিতে করিতে মন অতীত ও ভবিষ্যতে ঘটনাসমূহ দেখিতে থাকে ॥ ৪১

সেইহেতু সেই সব ঘটনা দর্শন বিষয়ে প্রাণিগণের পক্ষে স্বয়ম্দর্শন নিশ্চিত হইয়া থাকে। দেবি! তোমাকে এই স্বপ্নের বিষয় বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর ? ৪২

নিমিত্তক ভবেৎ তস্মাৎ প্রাণিনাং স্বপ্নদর্শনম্ ।
এতৎ তে কথিতং দেবি কুরু শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥৪৩

উমোবাচ

ভগবন্ সর্বভূতেশ লোকে কর্মক্রিয়াপথে
দৈবাৎ প্রবর্ততে সর্বমিতি কেচিদ্ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৪

অপরে চেষ্টয়া চেতি দৃষ্টা প্রত্যক্ষতঃ ক্রিয়াম্
পক্ষদ্বয়ে স্থিতা চাস্মিন্ সংশয়স্থা মনো মম ॥ ৪৫

তন্মে বদ মহাদেব শ্রোতুং কৌতূহলং হি মে ॥ ৪৬

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

ভবতা তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বং সমাহিতা
লক্ষ্যতে দ্বিবিধং কর্ম মানুষেষেব তদ্ভুবি ।
পুরাকৃতং তথোহৈকৈহিকং দ্বিতয়ং তথা ॥ ৪৭

লৌকিকং তু প্রবক্ষ্যামি দৈবমানুষনির্মিতম্
নৃণাং তু পক্ষতে কর্ম কর্তব্যং বপনং তথা ॥ ৪৮

ঔষাবেদী বলিলেন,—ভগবন্! সর্বভূতমহেশ্বর! জগতে দৈবের প্রেরণায় সকলের কর্মমার্গে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু লোক ইহাই মত দিয়া থাকে। ৪১

অন্য বহু মানুষ ক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া এরূপ মনে করে যে, চেষ্টাদ্বারা দ্বারা সকলের কর্মে প্রবৃত্তি হয়, দৈবের প্রেরণায় নহে। এই দুইটি পক্ষ। এই দুইটি বিষয়েই আমার মনে সংশয় রহিয়াছে, মহাদেব! অতএব আপনি এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করুন। ইহা শুনিবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ৪২-৪৫

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! আমি তোমাকে ইহার তত্ত্ব বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া শ্রবণ কর। মনুষ্যগণের মধ্যে দুই প্রকারের কর্ম দেখা যায়, তাহা শ্রবণ কর। ইহাদের মধ্যে প্রথম পূর্বকৃত কর্ম এবং দ্বিতীয় ইহলোকে কৃত কর্ম। ৪৬

এখন আমি দৈব ও মনুষ্য উভয়ের দ্বারা সম্পাদিত লৌকিক কর্ম বর্ণনা করিতেছি। কৃষিতে যে জমী হবে, বীজ বপন, রোপণ, ছেদন ও এরূপ অন্যান্য যে কার্য দেখা যায়, তৎ সমস্তই মানুষ কর্তৃক কৃত বলিয়া অভিহিত হয়। দৈবের দ্বারা এই কর্মে সফলতা ও অসফলতা আসে। মানুষ কর্তৃক কৃত কর্মে পুরুষার্থও লভ্য হয়। ৪৭-৪৮

উত্তম প্রস্তুত করিলে কীর্তি লাভ হয় এবং যত্ন উপায় অবলম্বন করিলে অপযশ হয় দেবি! আদিকাল হইতেই

রোপণং চৈব লবনং যজ্ঞান্তং পৌরুষং স্মৃতম্ ।
দৈবাদভিষিক্তং ভবেদ্ দুষ্কৃতং চাপি পৌরুষে ॥ ৪৯

সুবৃষ্ট্যাপ্লাবিতে ক্ষেত্রে বীজমুপ্তং যথা ভবেৎ
এবং লোকগতির্দেবি আদিপ্রভৃতি বর্ততে ॥ ৫০

রোপণং চৈব লবনং যজ্ঞান্তং পৌরুষং স্মৃতম্ ॥ ৫১

কালে বৃষ্টিং সুবাপক্ষ প্রয়োগঃ সাধ্যিরেব চ ।
এবমাদি তু যজ্ঞান্তং তত্ত্ব দৈবকৃতমিতি স্মৃতম্ ॥ ৫২

পক্ষকৃত্বস্থিতিশ্চৈব জ্যোতিষাময়নং তথা ।
অবুদ্ধিপূর্বমা যন্মাত্তৈর্দৃষ্টির্যা ন বিদ্যতে ॥ ৫৩

তাদৃশং কারণং দৈবং শুভং যা যদি বেত্তরং ।
যাদৃশং চাশুনা শক্যং তৎপৌরুষমিতি স্মৃতম্ ॥ ৫৪

কেবলং ফলনিষ্পত্তিরেকেন তু ন শক্যতে ।
পৌরুষেণৈব দৈবেন যুগপদ্ ধ্রিয়তে ধ্রিয়ে ॥ ৫৫

তয়োঃ সমাহিতঃ কর্ম নিত্যোক্তং যুগপৎ তথা
পৌরুষং তু তয়োঃ পূর্বমারব্ধব্যং বিজানতা ॥ ৫৬

জগতের এইরূপ গতি চলিয়া আসিতেছে। ৪৯

বীজ বপন করা ও ছেদন করা প্রভৃতি মানুষের কার্য। কিন্তু বর্ষাসময়ে বর্ষণ হওয়া, বপনে প্রস্তুত পরিপাটি আসা, বীজে অঙ্কুর উৎপন্ন হওয়া এবং ছেদনের ফলে শস্যের উদ্ভব হওয়া ইত্যাদি কার্য দৈবকৃত বলিয়া অভিহিত হয়। দৈবের আনুকূল্যেই এই সব কার্য সম্পাদিত হয়। ৫০-৫১

পক্ষকৃতঃ (তিথি, অয়ন, ঋতু, বৎসর ও যোগ—পক্ষকৃতের) স্থিতি, গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলের পরিক্রমা এবং যেখানে মনুষ্যগণের বুদ্ধি যাইতে পারে না অথবা কোন কারণসমূহ ও যুক্তিসমূহের দ্বারা যাহা বুঝিতে পারা যায় না—এরূপ কর্ম শুভ হউক বা অশুভ হউক দৈব বলিয়া কথিত হয় এবং যে কর্ম মানুষ স্বয়ং করিতে পারে, তাহাকে 'পৌরুষ' (পুরুষ—মানুষ সম্পাদিত) কর্ম বলা হয়। ৫২-৫৫

কেবল দৈব বা পুরুষার্থের দ্বারাই ফলের সিদ্ধি হয় না। প্রিয়ে! প্রত্যেক বস্তু বা কার্য একই সঙ্গে পুরুষার্থ ও দৈব উভয়ের দ্বারা প্রথিত আছে। ৫৫

দৈব ও পুরুষার্থ উভয়ের সমানকালিক সম্বন্ধযোগে কর্ম নিষ্পন্ন হয়। যেরূপ একই কালে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই হয়, সেইরূপ একই সময়ে দৈব এবং পুরুষার্থ উভয়েই কার্য করে। এই উভয়ের মধ্যে যে পুরুষার্থ, তাহার আরম্ভ বিজ্ঞ পুরুষের

আত্মনা তু ন শক্যা হি তথা কৌন্তেয়বাসুদেবৌ। ৫৭
খননাঙ্কণযোগেন জলাগ্নিপ্রাপণং তথা
তথা পুরুষকারেণ তু দৈবমল্পং সমাহিতা। ৫৮
নরস্তাবুর্ধতঃ কর্ম দৈবমল্পং লভ্যতে।
তস্মাৎ সর্বসমারম্ভো দৈবমানুষনিমিত্তঃ। ৫৯

উমোবাচ।

ভগবন্ সর্বলোকেশ লোকনাথ বৃষধ্বজ
নাস্ত্যাত্মা কর্মভোক্তেতি মৃতো জন্তুর্ন জায়তে। ৬০
ভক্তাবজ্ঞায়তে সর্বং যথা বৃক্ষফলং তথা।
যথোপ্তং সম্ভবন্তি ভৌম্যে ভগবান্ত্বতি। ৬১
ভপোধানানি যং কর্ম তত্র তত্র দৃশ্যতে বৃথা।
নাস্তি পৌরুষবং কর্ম ইতি কেচিদ্ ব্যবস্থিতাঃ। ৬২
পরোক্ষত্বেন শ্রুত্বা ন প্রত্যক্ষস্য দর্শনাৎ
তৎ সর্বং নাস্তি নাস্তীতি সংশয়স্থাস্তথা পরে। ৬৩
পক্ষদ্বয়েঽপ্যুভয়ে চাপ্যিতেত্থ যে বক্তুমর্হসি।

উক্তা ভগবতা যৎ তু তৎ তু লোকস্য সাম্প্রতি:। ৬৪

নারদ উবাচ।

প্রশ্নমেতৎ তু পৃচ্ছন্ত্যা কৃতার্থা পরিষৎ তথা
কৌতূহলযুতা শ্রোতুং সমাহিতমনাস্তবং। ৬৫

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নৈতদস্তি মহাভাগে যদ্ যদস্তীহ নাস্তিকা:
এতদেবাভিপন্নানাং শ্রুতিবিদ্বিষাং মতম্। ৬৬
সর্বমর্থং শ্রুতঃ দৃষ্টং যৎ প্রোক্তং ময়া তব
তদাপ্তপ্রোক্ত মন্যানাং শ্রুতমাশ্রিত্য পণ্ডিতা:। ৬৭
কামান্ সংছিদ্য পরিষান্ বৃত্ত্বা বৈ পরমাসনা:
অভিযান্তোহ তে স্বর্গং পন্থানং কবয়ঃ ফলম্। ৬৮
এবং শ্রুতিভবা লোকে পরতঃ সুমহৎ ফলম্।
বৃদ্ধিঃ শ্রুত্বা চ বিনয়ঃ কবয়নি হিতৈষিণাম্ ৬৯
তস্মাৎ স্বর্গাভিসন্ধায়ঃ কৃতিচিৎ ভবন্ নরাঃ
অন্যে কবয়নীনত্বান্নাস্তিকা: ভাবমাশ্রিতাঃ। ৭০

প্রবর্তেই করা উচিত। যারা যজ্ঞই করা সম্ভব নহে, তাহার আরম্ভ করিলে মানুষ কাপ্তিভাগী হয়। ৫৫-৫৬

যেরূপ ভগবান ভূমি খনন করিলে জল এবং কাষ্ঠ মন্থন করিলে অগ্নি লাভ হয়, সেইরূপ পুরুষার্থ করিলে পর দৈবের সহায়তা অবশ্যই লাভ হইয়া থাকে। ৫৭

যে মানুষ কর্ম করে না, তাহার দৈবের সহায়তা প্রাপ্তি হয় না; অতএব সমস্ত কার্যের আরম্ভ দৈব ও পুরুষার্থ উভয়েরই উপর নির্ভর করে। ৫৮

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! সর্বলোকেশ! লোকনাথ! বৃষধ্বজ! কর্মফলভোক্তা জীবাত্মা নামক কোনও দ্রব্যের সত্তা নাই, সেইজন্য মৃত জীব পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে না। ৫৯

যেরূপ বৃক্ষ হইতে ফলের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ স্বভাব হইতেই সব কিছুই উৎপন্ন হয় এবং যেরূপ মনুষ্য হইতে মনুষ্যের জন্ম হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বভাব হইতেই জগতের আকৃতি উদ্ভূত হইয়াছে। ৬০

তপ ও দান প্রভৃতি যে সব কর্ম, সেই সমস্তই ব্যর্থ দেখা যায়; কিন্তু জীবাত্মার পুনর্জন্ম হয় না—এরূপ কিছু লোক অভিমত প্রকাশ করে। ৬১

শাস্ত্রসমূহের পরোক্ষবাদী বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং প্রত্যক্ষ দর্শন সম্ভব না হওয়ায় বহু লোক এই সংশয়ে পতিত হয় যে, সেই সব (পরলোক) নাই, নাই এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যথার্থ বাদ কি? ইহা আমাকে কৃপাপূর্বক বলুন। আপনি যাহা কিছু বলিলেন, তাহাই লোকের স্থিতি। ৬২-৬৪

নারদ বলিলেন,—হে সভা উমাদেবী এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিলে সে সম্পূর্ণ বৃদ্ধিমণ্ডলী এতদ্বারা হইয়া তাহার উত্তর শ্রবণ করিবার জন্য কৌতূহলান্বিত হইলেন। ৬৫

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হে সৌভাগ্যশালিনী দেবি! এবিষয়ে নাস্তিকগণ যে কথা বলে, তাহা যথার্থ নহে। ইহা 'ত' বলম্বিত শাস্ত্রবাহী পুরুষদের মত। ৬৬

আমি পূর্বে তোমাকে যাহা কিছু বলিয়াছি, তৎসমস্ত বিষয়ই শাস্ত্রসম্মত ও প্রমাণযুক্ত। সেই সব হইতে মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা 'যজমান' পুরুষ, তাহারা বেদশাস্ত্র অবলম্বন করত পরিষদ্মধ্যে কাষনাসমূহকে উচ্ছেদ করত বৈধপুরুষের উত্তম আসন স্থাপন করিয়া বাসকর থাকে, তাহারা কর্মফলসমূহের ফল প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে করিতে স্বর্গ (ব্রহ্ম)-লোকে গমন করে। ৬৬-৬৭

এইভাবে পরলোকে প্রত্যক্ষজনিত মহৎ ফল লাভ হয় যাহারা নিজেদের হিত কামনা করে, তাহাদের পক্ষে বুদ্ধি শ্রুত ও বিনয়—এই সব হইল কবয় (উন্নতির সাধন)। ৬৯

অতএব কিছু মানুষ এই সব সাধনসম্পদ হওয়ায় স্বর্গাদি পুণ্যলোকে গমন করে অন্য মনুষ্যগণ আবার এই সব সাধনহীন হওয়ায় নাস্তিকভাব অবলম্বন গ্রহণ করে। ৭০

ক্রতবিধেষিণো মূঢ়া নাস্তিকাদূষিতেন্দ্রিয়াঃ।
নিষ্ক্রিয়াস্তে নিরাধারাঃ পতন্তোঽবাঙ্মনঃ পথি ॥ ৭১

নাস্তাস্তীতি পুনর্ব্রূতে কথমোঽপাত্র মোহিতাঃ।
নাস্তিমচ্ছন্তি তপ্তিতাঃ কেবলাবলমৈতৈপি ॥ ৭২

এষা ব্রহ্মকৃতা মায়া দুর্বিজ্ঞেয়া সুরাসুরৈঃ।
তিরঃ পুনর্বানবৈর্লোকে জ্ঞায়তেঽকৈঃ কুবুদ্ধিভিঃ ॥ ৭৩

কেবলং শ্রদ্ধয়া দেবি শ্রুতিমাত্রনিবেশিতা
ততোঽস্তীত্যেব মন্তব্যা তথা ভিন্নস্বভাবতঃ ॥ ৭৪

দৈবতেষু চ তন্ত্রেষু বেদুর্বেদবিদঃ পরম্।
বধিরান্ধবদেবাত্র বর্তিতব্যা দ্বিজৈর্ষিণা ॥ ৭৫

এবং তে কথিতা দেবি ঋষিগুহ্যা প্রভাষিতম্ ॥ ৭৬

ঔপাখ্যিক: নবম: অধ্যায়: ।

বেদবিদ্বেষী মূর্খ, নাস্তিক, মূঢ় নিন্দিতস্বভাবীর ও ক্রিয়াবর্জিত যজ্ঞমান এবং যাজ্ঞা অন্যান্যকে অন্ন না দিয়া মৃত হইতে যাইবার করিয়া যেন, সেই সব পাপী মানব অবশ্য ঘোর প্রাপ্ত হয় ॥ ৭০

পুনর্জন্ম হয় না কিংবা হয়—এ বিষয়ে জ্ঞানী পুরুষেরও মোহিত হইয়া পড়ে। তাহারা শত শত যুক্তিতর্কের দ্বারাও উহাকে সঙ্গত বুঝিতে পারে না ॥ ৭১

ইহা ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট মায়া। এই মায়াকে দেবতা ও অসুরগণ অতিশয় যত্নের সহিত কোনও রূপে বুঝিতে পারে। সুতরাং মনুষ্যদেহ মহত্তম যদি এ জগতে সেই মায়াকে জানিবার কামনা করে, তবে কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে ? ৭২

দেবি ! দেবতাগণ যে অজানা তত্ত্ব নিয়া থাকে, সেই সবে মূঢ়কথা নিশ্চয়। যে মানুষ নিজের হিতকামী, তাহাকে এ বিষয়ে অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করা উচিত অর্থাৎ সে নাস্তিকের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না ও তাহার কোনও কথা শ্রবণ করিবে না। দেবি ! ঋষিগণের পক্ষে গোপনীয় এই সকল প্রকার পক্ষেই বিস্তৃত এই কথা আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৭৪-৭৬

অধিক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিকঃ দশমঃ অধ্যায়ঃ।

[যমলোকস্থাতন্ত্রাগীণাক বর্ণনম, পাপীনাং নরকযাতনানাং কর্মানুসারেণ নানাযোনিষু তজ্জন্মনাক বর্ণনম্।]

ঔমোবাচ

ভগবন্ সর্বলোকেশ ত্রিপুরাদন শঙ্কর।
কীদৃশো যমরাজস্তে কীদৃশঃ পরিচারকঃ ॥ ১

কথং মৃতাস্তে গচ্ছন্তি প্রাণিনো যমসাদনম্।
কীদৃশং ভবনং তস্য কথং বর্ত্ততি প্রজাঃ ॥ ২

এতৎ সর্বং মহাদেব শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো ॥ ৩

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শৃণু কল্যাণি তৎ সর্বং যৎ তে দেবি মনঃপ্রিয়ম্।
দক্ষিণস্যাং দিশি ভুবি যমস্য সদনং মহৎ ॥ ৪

বিচিত্রং রমণীয়ঞ্চ নানাভাবসমন্বিতম্।
পিতৃভিঃ প্রেতসংঘৈশ্চ যমদূতৈশ্চ সন্ততম্ ॥ ৫

প্রাণিসংঘৈশ্চ বহুভিঃ কর্মবন্ধৈশ্চ পূরিতম্।
তস্মাদ্ভে বর্ত্তনং নিত্যং যমো লোকহিতে রতঃ ॥ ৬

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—কল্যাণি ! দেবি ! তোমার মনের প্রিয় যে সব প্রশ্ন করিলে, তৎসমস্তের উত্তর শ্রবণ কর। ভদ্রে ! দক্ষিণদিকে যমরাজের বিশাল ভবন আছে ॥ ৪

সেই ভবন বিচিত্র, রমণীয় ও নানাপ্রকার ভাবসমূহে যুক্ত এবং পিতৃগণ, প্রেত ও যমদূতগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ॥ ৫

কর্মবন্ধনে আবদ্ধ বহু প্রাণিবর্গের দ্বারা সেই যমলোক পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সেখানে লোকহিতে নিরত যম পাপিগণকে দণ্ডদান করিতে করিতে বাস করিতেছেন ॥ ৬

মায়য়া সততং বেত্তি প্রাণিনাং যচ্ছুভাশুভম্
মায়য়া সংহরেত্তচ্চ প্রাণিনশ্চান্ত যত্ততঃ ॥ ৭
তস্য মায়াময়াঃ পাশা ন বেত্তন্তে সুরাসুরৈঃ
কো হি মানুষমাত্রস্য দেবস্য চরিতং মহৎ ॥ ৮

এবং সংযমতস্তস্য যদস্য পরিচারকাঃ।
গৃহীত্বা সংনয়ন্ত্যেব প্রাণিনঃ ক্ষীণকর্মণঃ ॥ ৯

যেন কেনাপদেশেন ত্বপদেশস্তবুচ্যতে
কর্মণা প্রাণিনো লোকে উত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ১০

যথার্হং তান্ সমাদায় যন্তি যমসাদনম্
ধার্মিকানুত্তমান্ বিদ্ধি অগিনস্তে যথাগতাঃ ॥ ১১

নৃপু ভগ্ন লভন্তে যে কর্মণা মধ্যমাঃ স্মৃতাঃ।
তির্যঙ্নরত্বগন্তারো ভ্রময়ন্তে নরাধমাঃ ॥ ১২

তিনি তাঁর যাম্যশক্তির বলেই সকল প্রাণিগণের শুভাশুভ-কর্ম জানেন এবং যাহার দ্বারাই যত্ন তত্ত্ব প্রাণিবর্গকে সংহার করিয়া থাকেন। ৭

তাহার যে মায়াময় পাশ আছে, তাহা দেবতা ও অসুরগণও জানে না। সুতরাং মনুষ্যগণের মধ্যে এমন কে আছে যে সেই যমদেবের মহৎ চরিত্রকে জানিতে সমর্থ হইবে? ৮

এইরূপে যমলোকে নিবাস করিতে করিতে যমরাজের মুক্তগণ যাহাদের প্রাণের কর্মক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, সেই প্রাণিবর্গকে করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া যান। ৯

যে কোনও নিমিত্তের দ্বারা তাঁহারা প্রাণিগণকে লইয়া যান, সেই নিমিত্তকে তাঁহারা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহলোকে কর্মানুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম তিন প্রকারের প্রাণী হয়। যমদেবগণও সেই সব প্রাণিগণকে লইয়া তাঁহারা যম লোকে উপস্থিত করিয়া থাকে। ১০-১১

ধার্মিক পুরুষগণকে তুমি উত্তম বলিয়া জানিও। তাঁহারা যেমতাদিগের ন্যায় স্বর্গের অধিকারী হন। যাহারা নিজেদের কর্মানুসারে নরলোকের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে, তাঁহারা মধ্যম বলিয়া কথিত হয়। ১১-১২

যে নরাধমেরা পশু-পক্ষিযোনি ও নরকে গমন করে, তাহারা অধম বলিয়া জানিও। মৃত সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে তিন প্রকারের মার্গ দেখা যায়—এক রমণীয়, দ্বিতীয় নিরাবাধ ও তৃতীয় দুর্গম ॥ ১২-১৩

যে মার্গ রমণীয়, তাহা সদা পতাকাসমূহে সুশোভিত এবং পদ্মানদ্বিবিধা দৃষ্টাঃ সর্বেষাং গন্তকীবিনাম্
রমণীয়ং নিরাবাধং দুর্গমন্ত্বিতি নামতঃ ॥ ১৩
রমণীয়ং তু বস্ত্রার্ঘং পতাকাধ্বজসঙ্কুলম্
ধূপিতং সিক্তসম্মৃষ্টং পুষ্পলাজাভিসঙ্কুলম্ ॥ ১৪
মনোজ্ঞং সুখস্পর্শং গন্ধতায়েন তদ্ভবেৎ।
নিরাবাধং যথালোকং সুপ্রশস্তং কৃতং ভবেৎ ॥ ১৫
তৃতীয়ং যৎ তু দুর্গন্ধং দুর্গন্তি তমসা বৃতম্
পরুষা লক্ষকাকীর্ণং খরস্ত্রীযতলং ভৃশম্ ॥ ১৬
কৃমিকীটসমাকীর্ণং শুক্তত্বাস্থিতিদুর্গমম্।
ত্রাইশ্বৈরেষা ত্রিভির্নিত্যমুক্তমাধমমধ্যমান্ ॥ ১৭
সংনয়ন্তি যথা কালে তত্রে শৃণু যুধিষ্ঠির
উত্তমানপুকালে তু যমদূতাঃ সুসংবৃতাঃ ॥
নয়ন্তি সুখমাদায় রমণীয়পথেন বৈ ॥ ১৮

পুষ্পলাজাদিসমূহে অলঙ্কৃত ইহাকে সর্বতোভাবে ধূপের দ্বারা পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর জলের সিঞ্চন করিয়া রাখা হইয়াছে। সেখানে ধূপের গন্ধকে পরিব্যাপ্ত আছে। এই মার্গের স্পর্শ পরমসুখদায়ী দিবের সমানই ও মনোরম। সেই মার্গকে নিরাবাধ বলা হয়, যাহা লৌকিক মার্গের ন্যায় সুন্দর ও প্রশস্তরূপে নির্মাণ করা হইয়াছে। সেই মার্গে কোন প্রকারের বাধা নাই ॥ ১৪-১৫

যাহা তৃতীয় মার্গ, তাহা বেশিভেও দুঃখকর বলিয়া দুর্গম নামে কথিত হয়। এই মার্গ দুর্গন্ধযুক্ত ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কঠোর এবং কড়ক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। এই মার্গে কৃমক ও কীট সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই মার্গে যমদূতাদিগের সঙ্গে উহা অত্যন্ত দুর্গম বলিয়া প্রতীত হয়। ১৬।

তদ্ভিন্নে। এইরূপে তিন মার্গের দ্বারা যমদূতগণ সদা যথা সময়ে উত্তম, মধ্যম ও অধম পুরুষদিগকে যেভাবে লইয়া যান তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ১৭।

উত্তম পুরুষগণের অন্তের সময়ে লইয়া যাইবার জন্য যে যম দূতগণ আসে, তাহারা সুন্দর বস্ত্রাভরণে বিভূষিত থাকে এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রমণীয় মার্গের দ্বারা তথায় সহিত গমন করে। ১৮

মধ্যমকোটির প্রাণীগণকে মধ্যম মার্গের দ্বারা যোদ্ধা বেশধারী যমদূতেরা লইয়া যায় এবং চাণ্ডালবেশধারী যমদূতেরা অধমকোটির প্রাণিগণকে বধিয়া তাহাদিগকে ভর্ৎসন ও তর্জ

মন্যমানা যোধবেষেণ মন্যমেন পথা তথা । ১৯
চাণ্ডালবেষাবৃতমান পৃষ্ঠীয়া তং সমন্তঃ:
আকর্ষন্তস্তথা পাশৈর্দুর্দর্শেন নয়ন্তি তান্ । ২০
ত্রিবিধানেবমাদায় নয়ন্তি যমসাদনম্ । ২১
বর্ষাসনসহস্রং তৎ ভ্রাম্যমানঃ স্বতেজসা
লোকপালঃ সভাধ্যক্ষ ভবৈষ পরিষদ্গণম্ । ২২
দর্শয়ন্তি মহাভাগে যামিকাস্তা নিবেদ্য তে
পুণ্যকৃৎ পাপকৃৎ ক্যান্তিং তেষাং শৃণু শুভাশুভম্
ব্যাবৃতো বহুলাহ্যেত্রেভ্যস্তান্তে সত্বতঃ যমঃ । ২৩
গতানাং তু যমত্বেষামৃত্তমানভিপূজয়েৎ
অভিসংপূজ্য বিধিবৎ পৃষ্ট্বা ধার্মকৌশলম্ । ২৪
প্রস্থাতা তং কৃতং তেষাং লোকঃ সংশ্রিয়তে যমঃ । ২৫
যমেনৈবমনুজ্ঞাতা যান্তি পশ্চাৎ ত্রিবিষ্টপম্ । ২৬

মন্যমানা যমত্বেষা ক্রুদ্ধা কট যথাক্রমম্
ভাষন্তাঃ মানুষেষেষ ইতি সংশ্রিয়তে চ তান্ । ২৭
অথবান্ পাশসংযুক্তান্ যথা নাবেক্ষতে পতান্ ।
যমসা পুরুষা ঘোরাস্তাংশ্চালসমদর্শনাঃ । ২৮
যাতনাঃ প্রাপয়ন্ত্যোতাংল্লোকপালস্য শাসনাৎ । ২৯
ভিন্দন্তশ্চ ভূশন্তশ্চ প্রকর্ত্তন্তো বতস্ততঃ ।
ক্রোশন্তঃ পাতয়ন্তোতান্ নিথো গর্ত্তেষবাঙ্মুখান্ ।৩০
সংঘাষিক্তঃ শিলাশ্চৈষাং পততি শিরসি ক্রিয়ে ।
অধোমুখাঃ কবন্ধা ভক্ষয়ন্তি সুদারুণাঃ । ৩১
অসিপত্রবনে ঘোরে চারয়ন্তি তথা পরান্ ।
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাস্তথা শ্বান: ক্যান্তিং তত্র ভয়ং বৈ । ৩২
তত্র বৈতরণী নাম নদী গ্রাহসমাকুলা ।
চুল্লীবেগা চ ঘোরা চ মৃত্যুশোণিতবাহিনী । ৩৩

সত্বরাং পাশের দ্বারা বন্ধন করত টানিতে টানিতে দুর্দর্শ নামক যার্গ দিয়া লইয়া যায়। এইভাবে ত্রিবিধ প্রাণিগণকে লইয়া তাহারা যমলোকে উপস্থিত করে । ১৯-২১

মহাভাগে ! সেখানে যমের আসন ঘোর তেজে প্রকাশিত হইতে হইতে নিজের সভার সভ্যস্তরূপে নিপুণ লোকপাল যম উপস্থিত থাকেন। যমদূতগণ তাহাকে নিবেদন করিয়া নিজেদের সঙ্গে আনীত প্রাণীদিগকে দেখাইয়া থাকে । ২২।

যমরাজ বহু সহস্র বৎসর দ্বারা পরিমিত নিজের সভায় বিরাজমান থাকেন। তিনি সেখানে আনীত প্রাণিগণের উত্তম ও অধমসূচক বিভক্ত বিবরণ শ্রবণ করত তাহাদের মধ্যে যাহাকে আদর করেন এবং তাহাকে স্বাগত করেন । ২৩

যমলোকে আগত প্রাণিগণের মধ্যে যাহারা উত্তম, তাহাদের বিধিপূর্বক গ্রহণ করত আগত সম্বন্ধে কুশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া যমরাজ তাহাদের পূজা করেন । ২৪

তাহাদের সৎকর্মসমূহের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া যমরাজ তাহাদের এই সংবাদ জানান যে, আপনাকে অমুক পুণ্যলোকে যাইতে হইবে। যমরাজের এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবার পর তাহারা স্বর্গলোকে গমন করে । ২৫

মধ্যমকোটির মনুষ্যগণের কর্মসমূহের যথাযথ বর্ণনা শ্রবণ করত যমরাজ তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দেন যে, উহারা পুনরায় মনুষ্যলোকেই জন্মগ্রহণ করুক । ২৬

পাপে আবদ্ধ যে সব অধমকোটির প্রাণী যমলোকে নীত হয়,

যমরাজ তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না দেখিতে চণ্ডালের ন্যায় ভয়ঙ্কর যমদূতেরাই সেখানে যমের আজ্ঞায় এই পাপীদিগকে যাতনার স্থানে লইয়া যায় । ২৭-২৮

তাহারা সেখানে পাপিগণকে বিলীর্ণ করিতে থাকে, নানাবিধ শাস্তিদান করে, যেখানে সেখানে টানিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে যাতনা করিতে করিতে নীচের দিকে মুখ করাইয়া নরকের গর্তমধ্যে নিক্ষেপ করে । ২৯

প্রেতে ! তৎপরে তাহাদের মস্তকের উপর সংঘাতিনী শিলাসমূহ নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং শৌল্কতুল্য ক্রুরবিশিষ্ট অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কাক ও বকেরা তাহাদিগকে ভক্ষণ করে । ৩০

অন্য পাপিগণকে যমদূতেরা ঘোর অসিপত্রবনে পরিভ্রমণ করায়। সেখানে তীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত কুকুরগণ কিছু পাপীকে ভক্ষণ-পূর্বক ভক্ষণ করিতে থাকে । ৩১

যমলোকে বৈতরণী নামে একটি নদী আছে, উহাতে জলের পরিবর্তে মূত্র ও পোঁপিত জলরূপে প্রবাহিত হয় হিংস্র জলজন্তুগণে পূর্ণ থাকায় এই নদী ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয়। উহার মধ্যে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন । ৩২

যমদূতেরা পাপিগণকে এই নদীতে ডুবাইয়া দেয়। পিপাসিত প্রাণিবর্গকে সেই নদীরই তপ্ত পান করায়। সেখানে কণ্টকপূর্ণ বহু শাল্মলী বৃক্ষ থাকে। যমদূতগণ বহু পাপীকে এই সব বৃক্ষে আরোহণ করায় । ৩৩

যেরূপ কলুষ ধাতার মধ্যে তিলকে পেষণ করা হয়, সেইরূপ বহু পাপীকে যন্ত্রের চক্রের উপর বাঁধিয়া যমদূতেরা পেষণ করিয়া

তস্যাঃ সমুদ্ভবস্থানাৎ তৃপ্তিমান্ যাতয়ন্তি তান্
আয়োপয়ন্তি বৈ কাংশ্চিৎ তত্র কণ্টকশল্মলীম্ ॥ ৩৪
যন্ত্রচক্রেষু তিলবৎ পীড়ান্তে তত্র কেচন
অন্যত্রেষু চ যন্ত্রেষু তথা দুষ্কৃতকারিণঃ ॥ ৩৫
কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে পচ্যন্তো নিরয়ান্তরে
পাট্যন্তে তক্ষবচ্ছস্ত্রৈঃ পাপিনঃ ক্রকচাদিভিঃ ॥ ৩৬
ভিদ্যন্তে ভাগশঃ সূচীসন্দংশৈঃ সূক্ষ্মসূচিভিঃ ॥ ৩৭
এবং যথা কৃতো দোষস্তদর্থং যাতনা স্থিতি।
বাটৈবং ঘোষয়ন্তি স্ম যাতনাসু সমন্ততঃ। ॥ ৩৮
এবং তে যাতনাং প্রাপ্য নরকৈর্যাতনাশতৈঃ
প্রসহ্যন্তে তদা দুঃখং স্মরন্তঃ স্বাপরাধজম্ ॥ ৩৯
ক্রোশন্তশ্চ রুদন্তশ্চ ন মুচ্যন্তে কথঞ্চন
স্মরন্তস্তত্র তপ্যন্তে পাপমাত্মকৃতং তৃশম্ ॥ ৪০
এবং বহুবিধা যত্তা ভুজ্যন্তে পাপজাতিভিঃ।
যাতনাভিশ্চ পচ্যন্তে নরকেষু পুনঃ পুনঃ। ॥ ৪১

অন্যত্র যাতনা ভুক্ত্বা মুচ্যন্তে তত্র কিল্বিষাৎ। ॥ ৪১
পাপলক্ষয়কৃত্তত্র সাত্মনা সম্মুখা নৃণাম্।
যত্ত তপ্তা সখা লোহময়ী তং তথা তুদেৎ ॥ ৪৩

উষোবাচ

ভগবন্তে তথা তত্র দণ্ডান্তে নরকেষু বৈ
কতি তে নরকা ঘোরাঃ কীদৃশান্তে মহেশ্বর। ॥ ৪৪

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শৃণু ভামিনি তং সর্বং পৌরাণে নরকাঃ স্মৃতাঃ
কুম্ভীপাকস্তথা বিদ্ধিতা ঘোরা দুষ্কৃতকর্মণাম্। ॥ ৪৫
প্রথমং রৌরবং নাম শঙ্কুযোজনমায়তম্
তাবৎপ্রমাণবিস্তীর্ণ তাবদ্গাঢ়ং পাপশীড়িতম্ ॥ ৪৬
তৃণং দুর্বাস্তু পঞ্চম্যং কৃমিভির্ভক্ষ্যতে তমম্
অস্তিযাবদনির্দেশ্যং প্রতিকূলং ততস্ততঃ। ॥ ৪৭
তে চিত্র তত্র তিষ্ঠন্তি ন তত্র শয়নাসনে
কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণাস্তু বিরাবন্তুরুসায়ুতাঃ। ॥ ৪৮

থাকে। যত্ত পাপীকে আবার অন্যরসমূহের উপর নিক্ষেপ করিয়া বহু করা হয়।

কিন্তু পাপী মৃত্তিলাভ নরকে পাত করা হয়, কিন্তু পাপীকে তপ্ত বালুকার উপর রাখিয়া দগ্ধ করা হইয়া থাকে এবং অন্য যত্ত পাপীকে করাত প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা বৃক্ষের ন্যায় বিদীর্ণ করা হয়। ৩৩-৩৬

তপ্ত পাপীকে সূচের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া যত খণ্ড করিয়া ফেলা হয়। কিন্তু পাপীর শরীরে সূক্ষ্ম সূচিকা ফুটাইয়া কষ্ট দেওয়া হয়। তখনও যমদূতগণ নিজেদের কার্য্যের ঢাকিতে এই ঘোষণা করিতে থাকে যে, তুমি অমুক পাপ করিয়াছ, যাহার জন্য এই দণ্ড তুমি প্রাপ্ত হইলে। ৩৭-৩৮

এইরূপ যাতনাধীন শরীরের দ্বারা যাতনা প্রাপ্ত হইয়া নারকী জীবেরা তাহার দুঃখ সহ্য করিতে, নিজেদের পাপ স্মরণ করিতে, চীৎকার করিতে এবং রোদন করিতে থাকে, কিন্তু কোন ক্রমেই সেই যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। নিজেদের কৃত পাপসমূহ করাত তাহারা অত্যন্ত দগ্ধ হইয়া উঠে। ৩৯-৪০

এইভাবে পাপকর্মকারী প্রাণিগণকে নানা প্রকার দণ্ড ভোগ করিতে হয়। তাহারা বারংবার নরকের বিবিধ যাতনাসমূহের দ্বারা পাক হইতে থাকে। ৪১

অন্যেরা সেখানে যাতনা ভোগ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। যেরূপ অধিক লম্বত লৌহ নির্মিত ও তপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ যত্তস্পর্শে যে নরকে মহর্ষি যাতনা ভোগ হয়, ইহার দ্বারা তাহাদের পাপরাশি ক্ষয় হইয়া যায় বলিয়া কথিত হয়। ৪২-৪৩

উষাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! যত্তের নরকে পাপীগণকে কেন দণ্ড দেওয়া হয়? সেই ভয়ানক নরক কত ও কিরূপ? ৪৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—ভামিনি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেই সব প্রসঙ্গ তত পাপকর্মকারী মনুষ্যদিগের জন্য কৃষিত নিয়ে যে সব ভয়ানক নরক সৃষ্ট আছে, তাহা মুখ্যতঃ পাঁচটি বলিয়া কথিত হয়। ৪৫

তাহাদের মধ্যে প্রথম হইল রৌরব নামক নরক ইহা লম্বায় শতযোজন এবং প্রস্থে শতযোজন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রৌরব (অন্ধতামিস্র) নরক পাপের জন্য লম্বা গাঁভীরসমূহে পরিপূর্ণ। ৪৬

ইহা হইতে অন্যান্য দুর্গম্য বাহির হয়। এই কঠোর নরক কৃমিসমূহে কীটগণে পরিপূর্ণ। ইহা অত্যন্ত ঘোর, অবর্ণনীয় এবং সর্বদা প্রতিকূল। ৪৭

সেই পাপীরা এই নরকে মৃত্যুর্বকাল পর্যন্ত লাঞ্ছিত থাকে সেখানে শয়ন করিবার বা বসিবার কোনই সুবিধা নাই। বিরাব পূর্বক মুক্ত সেই পাপিগণকে সেখানের কীটেরা ভক্ষণ করিতে থাকে। ৪৮

এবং প্রমাণমুদ্দিষ্টা যাবৎ তিষ্ঠন্তি তত্র তে।
যাতনাস্থো দশগুণং নরকে দুঃখমিচ্ছতে ॥ ৪৯

তত্র চাত্যন্তিকং দুঃখমিচ্ছতে চ শুভেক্ষণে।
ক্রোশন্তশ্চ রুদন্তশ্চ বেদনার্তা ভুঞ্জতে ॥ ৫০

ভ্রমন্তি দুঃখমোক্ষার্থং ত্রাতা কঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
দুঃখস্যান্তরমাত্রং তু জ্ঞাবং বা ন.চ লভ্যতে ॥ ৫১

মহারৌরবসংজ্ঞঃ তু দ্বিতীয়ং নরকং প্রিয়ে।
তস্মাদ্ দ্বিগুণিতং বিদ্যি মানে দুঃখে চ রৌরবাৎ ॥ ৫২

তৃতীয়ং নরকং তত্র কণ্টকাবনসংজ্ঞিতম্।
ততো দ্বিগুণিতা তত্র পূর্বাভ্যাং দুঃখদায়িনো: ॥ ৫৩

মহাপাতকসংযুক্তা ঘোরাস্তস্মিন্ বিশন্তি হি ॥ ৫৪

অয়িমুখমিতি খ্যাতং চতুর্থং নরকং প্রিয়ে।
এতদ্ দ্বিগুণিতং তস্মাদ্ যথানিষ্টসুখং তথা ॥ ৫৫

ততো দুঃখং হি সুমহদনুভবন্তি শুভেক্ষণে।
ভুঞ্জতে তত্র তত্রৈব দুঃখং দুষ্কৃতকারিণঃ ॥ ৫৬

পঞ্চকষ্টমিতি খ্যাতং নরকং পঞ্চমং প্রিয়ে।
তত্র দুঃখনির্দেশ্যং যদ্যদ্যোরং যথাক্রমম্ ॥ ৫৭

পঞ্চেন্দ্রিয়েরসন্ত্যজ্যং পঞ্চকষ্টমিতি স্মৃতম্।
ভুঞ্জতে তত্র তত্রৈব দুঃখং দুষ্কৃতকারিণঃ ॥ ৫৮

অমানুষাণ্যতি দুঃখং মহাভূতৈশ্চ ভুজ্যতে।
অতিঘোরং চিরং কৃত্বা মহাভূতানি যান্তি তম্ ॥ ৫৯

পঞ্চকষ্টেন হি সমং নাস্তি দুঃখং তথা পরম্।
দুঃখস্যানীতি প্রাহুঃ পঞ্চকষ্টমিতি প্রিয়ে ॥ ৬০

এবং ত্বেতেষু দ্বিষ্টন্তি প্রাণিনো দুঃখভাগিনঃ।
অন্তে চ নরকাঃ সন্ত্যাবীচিপ্রমুখাঃ প্রিয়ে ॥ ৬১

ক্রোশন্তশ্চ রুদন্তশ্চ বেদনার্তা ভৃশাতুরাঃ।
কেচিদ্ ভ্রমন্তশ্চেষ্টন্তে কেচিদ্ ধাবন্তি চাতুরাঃ ॥ ৬২

আধাবন্তো নিবার্যান্তে সূলহস্তৈর্যমভৃত্যৈঃ।
কৃতাপিতাকৃষ্যমুক্তাঃ প্রাণিনঃ পাপকারিণঃ ॥ ৬৩

এরূপ বিশাল নরকে তাহারা যতকাল থাকে, ততকাল উদ্বিগ্নচিত্তে তাহাদিগকে টিকিয়া থাকিতে হয়। সাধারণ যাতনা অপেক্ষা নরকে দশ গুণ অধিক দুঃখ ভোগ হয়।৪৯

শুভলোচনে! সেখানে আত্যন্তিক দুঃখ লাভ হয়। পাপী জীবেরা চীৎকার করিতে থাকে এবং রোদন করিতে করিতে সেখানের যাতনাসমূহ ভোগ করে। ৫০

তাহারা দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চারিদিকে ঘুরিতে থাকে; কিন্তু সেখানে তদ্বিষয়ে কোন-ও ত্রাণী মানুষ নাই। সেই দুঃখের অন্তর হয় না এবং মুক্তিলাভের জ্ঞানও লাভ হয় না। ৫১

প্রিয়ে! দ্বিতীয় নরকের নাম হইল মহারৌরব। ইহা পরিমাণে ও দুঃখে রৌরব নরক অপেক্ষা দ্বিগুণ অধিক। ৫২

সেখানে তৃতীয় নরক হইল কণ্টকাবন, যাহা দুঃখ এবং পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত দুই নরক হইতে দ্বিগুণ অধিক। ইহাতে মহাপাতকযুক্ত প্রাণীরা প্রবেশ করে। ৫৩-৫৪

প্রিয়ে! চতুর্থ নরক অয়িমুখ নামে বিখ্যাত। ইহা পূর্ব্ব অপেক্ষা দ্বিগুণ দুঃখদায়ক। সেইহেতু ইহা অত্যন্ত অসাধারণ দুঃখকর বলিয়া কথিত হয়। সেখানে পাপকারী প্রাণীরা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। ৫৫-৫৬

পঞ্চম নরকের নাম হইল পঞ্চকষ্ট। এখানে যে মহাভয়ানক দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা যথাযথভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে না। ৫৭

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অসহ্য যন্ত্রণার জন্য ইহার নাম পঞ্চকষ্ট। পাপীরা সেই সেই নরকে দুঃখ ভোগ করে। ৫৮

এখানে অতিশয় দুঃখ জীবগণ চিরকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত ঘোর অমানুষিক দুঃখ ভোগ করে এবং মহাভূতসমূহ সেই পাপী পুরুষদের অনুসরণ করে। ৫৯

প্রিয়ে। পঞ্চকষ্ট নরকের সমান বা তাহা হইতে অধিক দুঃখ কিছুই নাই। পঞ্চকষ্ট সমস্ত দুঃখের নিবাসস্থান বলিয়া কথিত হয়। ৬০

এইরূপে এই সব নরকে দুঃখভোগকারী প্রাণীরা বাস করে। প্রিয়ে! এই সব নরক ব্যতীত আরও বহু সংখ্যক অবীচি প্রভৃতি নরক আছে। ৬১

বেদনায় পীড়িত ও অত্যন্ত আতুর হইয়া নরকবাসী জীবগণ চীৎকার করিতে এবং রোদন করিতে থাকে। অনেকে চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, অনেকে ভূতলে পতিত হইয়া হাঁটুমুড়ি করিতে থাকে এবং অপর প্রাণীরা আতুর হইয়া দৌড়াইতে থাকে। ৬২

যাবৎ পূর্বকৃতং তাবন্ন মুচ্যন্তে কথঞ্চন।
কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণাশ্চ বেদনার্তাঃ কৃতাধিতাঃ॥ ৬৪
সংস্মরন্তঃ স্বকং পাপং কৃতমাত্মাপরাধজম্।
শোচন্তস্তত্র তিষ্ঠন্তি যাবৎ পাপক্ষয়ং গিরে॥ ৬৫
এবং ভুক্ত্বা তু নরকং মুচ্যন্তে পাপসংক্ষয়াৎ॥ ৬৬

উমোবাচ।

ভগবন্ কতি কালং তে তিষ্ঠন্তি নরকেষু বৈ।
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর॥ ৬৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শতবর্ষসহস্রাণামাগিং কৃত্বা হি ভস্তবঃ
তিষ্ঠন্তি নরকাবাসাঃ প্রলয়ান্তমিতি স্থিতিঃ॥ ৬৮

উমোবাচ।

ভগবন্তেষু কে তত্র তিষ্ঠন্তীতি বদ প্রভো॥ ৬৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

রৌরবে নরকাধ্যক্ষাঃ বহ্বাপাদিতি সংস্থিতিঃ।
মানুষ্যাঃ কৃতঘ্নাশ্চ তথৈবানৃতবাদিনঃ॥ ৭০
দ্বিতীয়ে দ্বিগুণং কালং পচ্যন্তে তাদৃশা নরাঃ
মহাপাতকমুক্তাশ্চ তৃতীয়ে দুঃখমাপ্নুয়ুঃ॥ ৭১
চতুর্থে পরিতপ্যন্তে যাবদ্ যুগবিপর্যয়ঃ॥ ৭২
সহস্রতাদৃশং ঘোরং পঞ্চমেষু তু যাতনম্
ভ্রান্তা ছিন্নাঃ খগৈর্ভুক্তা দুর্যোধ্যান্ বিদ্ধি মানুষান্॥ ৭৩
এবং তে নরকান্ ভুক্ত্বা তত্র কল্পিতকল্মষাঃ
নরকেভ্যো বিমুক্তাশ্চ ভবন্তে কৃমিজাতিষু॥ ৭৪
উদ্বেজকেষু যা কেচিদ্ভ্রাণি কীটকজন্তবঃ
পুনরেব প্রজায়ন্তে মৃগপক্ষিষু শোভনে॥ ৭৫
মৃগপক্ষিষু তত্র ভুক্ত্বা লভন্তে মানুষং পদম্॥ ৭৬

উমোবাচ

নানাজাতিষু কৈর্যৈর ভবন্তে পাপকারিণঃ॥ ৭৭

অনেকে লৌহাইতে বাধিলে হস্তে শূল লইয়া যমদূতগণ তাহাদের যেখানে সেখানে নিবারিত করে। সেখানে পাপকর্মকারী প্রাণীকে রোগে পীড়িত এবং পিপাসায় ব্যথিত হইতে থাকে। ৬৩

যতক্ষণ না পূর্বকৃত পাপভোগ শেষ হয়, ততক্ষণ কোন প্রকারেই তাহাদের নরক হইতে মুক্তিলাভ হয় না। তাহাদের সকলকে কৃমিতে ভক্ষণ করিতে থাকে এবং তাহারা বেদনায় পীড়িত ও পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া উঠে। ৬৪

প্রিয়ে! যতক্ষণ না সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়, ততক্ষণ তাহারা নিজেদের কৃত অপরাধজনিত পাপ স্মরণ করিতে করিতে সেখানে শোকমগ্ন থাকে। এইভাবে নরক ভোগ করিয়া পাপসকল নাশ করিবার পর তাহারা সেই কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৬৫-৬৬

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! মহেশ্বর! পাপী জীবগণ কতকাল পর্যন্ত নরকসমূহে থাকে? ইহা আমি জানিতে বাসনা করি; অতএব তাহা আমাকে বলুন। ৬৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রাণীরা নিজ নিজ পাপানুসারে এক এক নরক হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত নরকসমূহে বাস করে—ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ। ৬৮

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! প্রভো! সেই সব নরকে কিরূপ পাপীরা বাস করে? ইহা আমাকে বলুন। ৬৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—রৌরব নরকে একলক্ষ বর্ষ পর্যন্ত বাস করিবার নিয়ম আছে। এই নরকে মানুষহত্যাকারী, কৃতঘ্ন ও অনৃতবাদী মনুষ্যগণ গমন করে। ৭০

দ্বিতীয় নরক মহারৌরবে এইরূপ পাপীরাই দ্বিগুণকাল পর্যন্ত অর্থাৎ দুইলক্ষ বর্ষ পর্যন্ত পচিতে থাকে। তৃতীয় নরক কণ্টক বনে মহাপাপী মানুষেরা কষ্ট ভোগ করে। ৭১

চতুর্থ নরক অগ্নিপূর্ণ পাপীরা ততকাল সন্তপ্ত হইতে থাকে, যতকাল না মহাপ্রলয় হয়। ৭২

পঞ্চম নরক পঞ্চকষ্টে যেরূপ ভয়ঙ্কর দুঃখ ভোগ হয়, তাহাও এই নরকে সহ্য করিতে হয়। চৌথকাল পর্যন্ত দুঃখদায়ক এই ঘোর নরক হইতে নিম্নে মানবসমাজে অন্য বহু নরকের স্থিতি আছে বলিয়া জানিও। ৭৩

এইভাবে নরকসমূহ ভোগ করিয়া পাপ নষ্ট হইয়া যাইলে পর সেই মনুষ্যগণ এই সব নরক হইতে মুক্ত হইয়া কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৭৪

শোভনে! অথবা অনেকে উদ্বিজ্জযোনিতে জন্মলাভ করে। ইহাদের মধ্যে কিছু পাপক্ষয় হইয়া যাইলে পর তাহারা পুনরায় পশু-পক্ষী যোনিতে জন্মলাভ করে। সেখানে কখনও ভোগ করিয়া তাহাদের মনুষ্যদেহ লাভ হয়। ৭৫-৭৬

উমাদেবী বলিলেন,—প্রভো! পাপকর্মকারী মনুষ্যগণ কিভাবে নানাপ্রকার যোনিতে জন্মগ্রহণ করে? ৭৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

ভবহা তে প্রবক্ষ্যামি যৎ ত্বমিচ্ছসি শোভনে
সর্বথাহহত্মা রক্ষিতব্যো নানাজাতিষু জায়তে। ৮৮
যস্ত মাংসপ্রিয়ো নিত্যং কারয়ত্রান্ স সাংস্যশেৎ।
সুরাপঃ সন্ততং মর্ত্যঃ শূকরত্বং ব্রজেত্ ধ্রুবম্। ৮৯
অভক্ষ্যভক্ষণো মর্ত্যঃ কাকজাতিষু জায়তে।
আক্রোশো যো নরঃ কোপাৎ প্রেতজাতিষু তিষ্ঠতি। ৯০
পৈশুন্যাৎ পরিবাদাচ্চ কুক্কুটত্বমবাপ্নুয়াৎ।
নাস্তিকস্তৈব বো মূর্খো মৃগজাতিষু স গচ্ছতি। ৯১
হিংসাবিহারস্তু নরঃ কৃমিকীটেষু জায়তে।
অভিমানযুতো নিত্যং প্রেতো গর্দভতাং ব্রজেৎ। ৯২
অধম্যাগমনাচ্চৈব পরদারনিষেবণাৎ।
মূষিকত্বং ব্রজেন্মর্ত্যো নাত্র কার্যা বিচারণা। ৯৩
কৃতঘ্নো ভিন্নযাতী চ পৃশ্নালবৃকজাতিষু।
কৃতঘ্নঃ পুত্রযাতী চ স্বাধরেষ্বব তিষ্ঠতি। ৯৪
এবমাদ্যন্তথা কৃত্বা নরা নিরয়গামিনঃ।
তাং তাং যোনিং প্রপদ্যন্তে স্বকৃতস্যৈব কারণাৎ। ৯৫
এবং জাতিষু নির্দেশ্যাঃ প্রাণিনঃ পাপকারিণঃ।
কথঞ্চিৎ পুনরুৎপন্ন লভন্তে মানুষং জন্ম। ৯৬
বহুশস্ত্রাগ্নিসংক্ষোভা লোহাং শুদ্ধিমিয়া যথা।
বহুদুঃখাভিসন্তপ্তস্তথাহহত্মা শোধ্যতে বলাৎ। ৯৭
তস্মাৎ সুদুর্লভং প্রেত্য বিদ্ধি তন্মানুষং ভবম্। ৯৮

ইত্যাধিক দশম: অধ্যায়:

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—শোভনে! তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে, আমি তাহাই বলিতেছি। জীবাত্মা সদা কর্মের অধীন হইয়া নানাপ্রকার যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৮৮

যে মানুষ প্রত্যহ যাংসের জন্য লালসান্বিত থাকে, সেই মানুষ কাক ও শকুনির যোনিতে জন্মগ্রহণ করে সদা মদ্যপায়ী মানুষ নিশ্চয়ই শূকর হয়। ৮৯

অভক্ষ্য ভক্ষণকারী মানুষ কাকজাতিতে উৎপন্ন হয় এবং ক্রোধ সহকারে আক্রোশকারী মানুষ প্রেত যোনিতে পতিত হয়। ৯০

অন্যের সহিত খলতা করিলে বা অন্যের নিন্দা করিলে কুক্কুট (মুরগী)-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে মূর্খ মানুষ নাস্তিক হয়, সে মৃগজাতিতে জন্মগ্রহণ করে। ৯১

হিংসা বা মৃগয়া করিবার জন্য ভ্রমণকারী মানুষ কৃমি কীট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে অন্যায় অভিমানযুক্ত মানুষ সদা মৃত্যুর পর গর্দভযোনিতে জন্ম লাভ করে। ৯২

অধম্যাগমন করিলে এবং পরস্ত্রী সেবন করিলে মানুষ ইঁদুর হয়। এ বিষয়ে আর অন্য কিছু বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। ৯৩

কৃতঘ্ন ও ভিন্নযাতী মানুষ শৃগাল এবং বৃক (নেকড়ে) জাতিতে জন্মগ্রহণ করে। অন্যের কৃত উপকারকে যে মানে না এবং পুত্রহত্যাকারী মানুষ স্বাধরযোনিতে জন্মলাভ করে। ৯৪

ইত্যাদি প্রকারের অন্যান্য কর্ম করিয়া মানুষ নরকগামী হয় এবং নিজেরই কৃত কর্মের কারণ ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৯৫

এইভাবে বিভিন্ন জাতিতে জন্মগ্রহণকারী পাপকর্মকারী প্রাণিগণের নিষ্কৃতি কবে হইবে? ইহারা কোনও ভাবে সেই যোনি হইতে মুক্ত হইয়া যখন পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তখন মানুষের শরীর লাভ হয়। ৯৬

যেরূপ লৌহকে বারংবার অগ্নিতে সন্তাপিত করিলে সে শুদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ দুঃখের দ্বারে অত্যন্ত সন্তাপিত হইয়া জীবাত্মা তাহারই ফলে শুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব সকল জন্ম হইতে মানব জন্মকে অতিশয় দুর্লভ বলিয়া জানিবে। ৯৭-৯৮

অধিক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিকঃ একাদশঃ অধ্যায়ঃ।

[শুভাশুভমানসাদিত্রিবিধকর্মফলয়োঃ কথনম্, মদ্যসেবনদোষস্য বর্ণনম্, আহারশুদ্ধিঃ, মাংস-ভক্ষণেন দোষঃ, মাংসাভক্ষণেন লাভঃ, জীবহত্যায়াঃ, গুরুপূজাবিধিঃ, ঊনবাসবিধিঃ, ব্রহ্মচর্য্যপালনম্, তীর্থযাত্রা, সর্ব্বসাধারণদ্রব্যদানেন পুণ্যম্, অন্ন-সুবর্ণ-গো-ভূমি-কন্যা-বিদ্যাদানানাং মাহাত্ম্যম্, পুণ্যতম দেশ-কালকথনম্, প্রদত্তদানস্য বর্ষস্য চ নিষ্ফলতা, নানা-বিধমানম্, লৌকিক-বৈদিকফলস্য দেবতানাঞ্চ পূজায়া নিষ্ফলত্বঞ্চ]

ঊষোবাচ

শ্রোতুং ভূয়োঽভিলাষামি প্রভানাং বিস্তরান্বয়াৎ
শুভাশুভমিতি প্রোক্তং কর্ম যৎ যৎ সমাসতঃ ॥১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শৃণুষ্ব তে প্রবক্ষ্যামি তৎ সর্বং শুভে শোভনে
সুকৃতং দুষ্কৃতং চেতি ত্রিবিধং কর্মবিস্তরম্ ॥ ২

তত্রৈবাদ্যং দুষ্কৃতং কর্ম তচ্চ সম্ভারতে ত্রিধা।
মনসা কর্মণা বাচা বুদ্ধিযোগসমুদ্ভবাৎ ॥ ৩

মনঃপূর্বং তু যৎ কর্ম বর্ততে বাচয়া ততঃ
তায়তে যৈ ক্রিয়াযোগমনু চেষ্টাক্রমঃ ক্রিয়ে ॥ ৪

অভিদ্রোহোঽসূয়া চ পরার্থেষু চ স্পৃহা
বর্ষকার্য্যে যদাশ্রদ্ধা পাপকর্মণি বর্ষণম্ ॥ ৫

এবমাদ্যমতং কর্ম মনসা পাপমুচ্যতে।
অনৃতং যচ্চ পরুষমবদ্ধং যচ্চ বর্ষতি।
অসত্যাঃ পরিবাদশ্চ পাপমেতৎ তু বাঙ্ময়ম্ ॥ ৬

অগম্যাগমনং চৈব পরদারনিষেবণম্।
বধবন্ধপরিক্লেশৈঃ পরপ্রাণোপতাপনম্ ॥ ৭

চৌর্য্যং পরেষাং দ্রব্যাণাং হরণং নাশনং তথা
অভক্ষ্যভক্ষণং চৈব বাসনেষ্বভিলক্ষতা ॥ ৮

দর্পাৎ শুভাভিমানাচ্চ পরেষামুপতাপনম্।
অকার্য্যাণাঞ্চ করণমমৌঢ়ং পাপসেবনম্ ॥ ৯

দৌঃশীল্যাৎ পাপসম্পর্কে সাহায্যং পাপকর্মণি।
অবর্ষীয়মনশ্নত্বং কার্য্যং তত্ত্ব নিষেবণম্ ॥ ১০

এবমাদ্যমতং চাস্তস্কারীয়ং পাপমুচ্যতে ॥ ১১

অধিক একাদশ অধ্যায়

[শুভাশুভ মানসাদি তিন প্রকার কর্মের স্বরূপ ও তাহাদের ফল কথন, মদ্যপানের দোষ বর্ণন, আহার শুদ্ধি, মাংসভক্ষণে দোষ, মাংস অভক্ষণে লাভ, জীবহত্যার নিন্দা, গুরুপূজা বিধি, ঊনবাস বিধি, ব্রহ্মচর্য্যপালন, তীর্থযাত্রা, সর্ব্বসাধারণ দ্রব্যদানে পুণ্য, অন্ন, সুবর্ণ, গো, ভূমি, কন্যা ও বিদ্যাদানের মাহাত্ম্য, পুণ্যতম দেশ-কাল-কথন, প্রদত্ত দান ও বর্ষের নিষ্ফলতা, বিবিধ প্রকারের দান, লৌকিক-বৈদিক যজ্ঞ এবং দেবতাগণের পূজা নিষ্ফল।]

উষাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! এখন আমি পুনরায় প্রভা-বর্ষের বিষয়ের অল্প শুভ ও অশুভ বলিয়া কথিত নিজ নিজ কর্মের সংক্ষেপে বর্ণনা শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,— শোভনে! এই সব আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে সমস্ত কর্মের বিস্তার আছে, তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এক সুকৃত (পুণ্য) ও দ্বিতীয় দুষ্কৃত (পাপ)। ২

এই উভয়ের মধ্যে যে দুষ্কৃত কর্ম, তাহা তিন প্রকার উৎপন্ন হয়। এক মনের দ্বারা, দ্বিতীয় ক্রিয়ার দ্বারা এবং তৃতীয় বাক্যের দ্বারা দুষ্কর্ম উদ্ভূত হয়। বুদ্ধিতে দোষের প্রাদুর্ভাব হইলেই পাপ হয়। ৩

প্রিয়ে! প্রথমে মনের দ্বারা কর্মের চিন্তা হয়, তারপর বাক্যের দ্বারা উহার প্রকাশ হয়। তৎপরে ক্রিয়ার দ্বারা তাহাকে সম্পন্ন করা হয়। ইহার সহিত চেষ্টারও ক্রম চলিতে থাকে। ৪

অভিদ্রোহ, অসূয়া ও পরের অর্থে অভিলাষ—ইহারা মানসিক অশুভ কর্ম। যখন বর্ষকার্য্যে অশ্রদ্ধা হয়, পাপকার্য্যে রুচি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, তখন এইরূপ অশুভ কর্মকে মানসিক পাপ বলে। ৫।৬

কল্যাণকারিণি দেবি! যাহা মিথ্যা, কঠোর ও যে অসম্বদ্ধ বাক্য বলা হয়, অসত্যভাষণ এবং অপরের নিন্দা—এই সব বাক্য হইতে উৎপন্ন পাপ। ৬

অগম্যা স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ, পরস্ত্রীসেবন, বধ, বন্ধন ও নানা প্রকার ক্লেশসমূহের দ্বারা অন্য প্রাণীদিগকে সন্তাপিত করা, পরদ্রব্য চুরি, অপহরণ ও নাশ করা, অভক্ষ্য পদার্থ ভক্ষণ করা, দুর্ব্যসনে আসক্তি, দর্প, ঔদ্ধত্য ও অভিমানের দ্বারা অপরকে সন্তাপিত করা, অকরণীয় কার্য্য করা, অপবিত্র বস্তু পান করা অথবা সেবন করা, পাপিদলের সংসর্গে থাকিয়া দুরাচারী হওয়া, পাপকার্য্যে সহায়তা করা, অবর্ষ ও অসম্বৎসরকে কার্য্য অবলম্বন করা—

যাবদ্ধ্যাহৃত্য বাহুভ্যাং পাপং নির্দহতীতি লক্ষ্যতে
যাবদ্ধ্যাহৃত্য বাহুভ্যাং পাপাচ্চারয়তি প্রজাঃ ॥ ১১
এবং পাপকৃতং কর্ম ত্রিবিধং পাতয়েন্নরম্।
পরোপতাপজননমতান্তং পাতকং স্মৃতম্ ॥ ১৩
ত্রিবিধং তৎ কৃতং পাপং কর্তারং পাপকং নয়েৎ
পাতকং চাপি যৎ কর্ম কর্মণা বৃদ্ধিপূর্বকম্ ॥ ১৪
সাপত্নেনমযজ্যং তু কর্তব্যমিতি তৎ কৃতম্
কথঞ্চিৎ তৎ কৃতমপি কর্তা তেন ন লিপ্যতে ॥ ১৫

উমোবাচ।

ভগবন্ পাপকং কর্ম যথা কৃত্বা ন লিপ্যতে ॥ ১৬

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যো নরোঽবশ্যকার্যো চ স্বাত্মপ্রাণস্য রক্ষণাৎ
শত্রুমুদ্ধরণস্যুর্বা পূর্বং তেন হতোঽপি বা ॥ ১৭

প্রতিষেদ্ধারং হিংস্যাৎ স পাপেন লিপ্যতে।
চোরাদ্যধিকসত্ত্বস্তুৎপ্রতীকারচেষ্টয়া
যঃ প্রহন্যন্ নরো হন্যাৎ স পাপেন লিপ্যতে ॥ ১৮
গ্রামার্থং ভর্তৃপিণ্ডার্থং দীনানুগ্রহকারণাৎ।
বধবন্ধপরিক্লেশান্ কুর্বন্ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৯
দুর্ভিক্ষে চান্নবৃত্ত্যর্থমেকাহমরণান্তথা
অকার্যাং বাপ্যভক্ষ্যং বা কৃত্বা পাপান্ন লিপ্যতে ॥২০
কেচিদ্ধসন্তি তৎ পীত্বা প্রবদন্তি তথা পরে।
নৃত্যন্তি মূর্ছিতাঃ কেচিদ্ ধাবন্তি চ ততস্ততঃ ॥২১
কলিং তে কুর্বতেঽতীব প্রহরন্তি পরস্পরম্।
ক্বচিদ্ ধাবন্তি সহসা প্রস্খলন্তি পতন্তি চ ॥ ২২
অযুক্তং যচ্চ ভাষন্তে যত্র কুত্র শোভনে।
নগ্না বিক্ষিপ্য গাত্রাণি নষ্টজ্ঞানা ইবাসতে ॥ ২৩
এবং বহুবিধান্ ভাবান্ কুর্বন্তি ভ্রান্তচেতসঃ।
যে পিবন্তি মহামোহং পানং পাপমৃতা নরাঃ ॥ ২৪

ইত্যাদি যে সব অন্যত্র কথা আছে, সেই সমস্তকেই পারত্রিক পাপ বলা হয় ॥ ৭-১১

মানস পাপ হইতে বাচিক পাপ অধিক—ইহা দেখা যায়। আবার বাচিক পাপ হইতে পারত্রিক পাপ অধিক বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ১২

এইরূপ যে তিন প্রকার পাপকর্ম, তাহা মানুষকে অবশ্যপাতিত করে। অন্য ব্যক্তির সন্তাপ উৎপাদন করা অত্যন্ত পাতক বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ১৩

নিজের কৃত ত্রিবিধ পাপ পাপকারীকে পাপময় যোনিতে লইয়া যায়। পাতকরূপ কর্মও যদি বুদ্ধিপূর্বক তাহারও প্রাণরক্ষাদি উদ্দেশে অবশ্যকর্তব্য বলিয়া কিম্বা (পরীক্ষা) দ্বারা কোন প্রকারে কৃত হইয়া থাকে, তবে উহার দ্বারা কর্তা লিপ্ত হয় না ॥ ১৪-১৫

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কিরূপ পাপকার্য করিয়া মানুষ তাহার দ্বারা লিপ্ত হয় না? ১৬

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে নিরুপায় মানুষ অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া বধ করিবার উদ্দেশে আগত শত্রুর উপর প্রথমে তাহার দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে পর নিজের প্রাণরক্ষার জন্য প্রত্যাঘাত করে ও তাহাকে বিনাশ করে, সেই মানুষ উক্ত পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় না ॥ ১৭-১৮

যে মানুষ চোরের নিকট হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া তাহার প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করিতে করিতে তাহার উপর প্রহার করে ও তাহাকে হত্যা করে, সেই মানুষ পাপলিপ্ত হয় না ॥ ১৮

যে ব্যক্তি গ্রামের রক্ষার জন্য, প্রভুর অন্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া তাহার ঋণ শোধ করিবার জন্য বা প্রভুর অন্ন রক্ষা করিবার জন্য অথবা দীন-দুঃখীর প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য কোনও শত্রুকে বধ করে বা বন্ধন করিয়া ক্লেশদান করিলে, সেই ব্যক্তির পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ১৯

যে ব্যক্তি দুর্ভিক্ষকালে নিজের জীবিকা চালাইবার জন্য এবং অন্য কোনও উপায় না থাকিলে আকার্য বা অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি পাপলিপ্ত হয় না ॥ ২০

(এখন মদ্যপানের দোষ বলিতেছি) মদ্যপান করিয়া অনেকে আবেশে অট্টহাস্য করে, অনেকে নানাবিধ অসম্বদ্ধ কথা বলে, কত মানুষ আনন্দে নৃত্য করে ও তাল-মান নানা গান করে ॥ ২১

তাহারা পরস্পর ঈর্ষাকলহাদি করে এবং পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকে। কখনও সহসা দৌড়াইতে থাকে, কখনও তাহাদের পাদস্খলন হয় ও কখনও ভূতলে পতিত হয় ॥ ২২

শোভনে! তাহারা যেখানে সেখানে অনুচিত কথা বলে

বৃত্তিং লজ্জাঞ্চ বুদ্ধিঞ্চ পাপাঃ প্রণাশয়ন্তেঽপ
তস্মান্নরাঃ সন্ত্যজন্তি নির্লজ্জা নিরপত্রপাঃ ॥ ২৫
পানপস্য সুরাং পীত্বা তদা বুদ্ধিপ্রণাশনাৎ
কার্য্যাকার্য্যস্য জ্ঞানানাদ্ যথেষ্টকারণাৎ অয়ম্ ॥ ২৬
বিদ্বদ্ভামর্ষিভেদত্বাৎ পাপমেবাভিপদ্যতে ॥ ২৭
পরিদৃষ্টো ভবেল্লোকে মদ্যপো মিত্রভেদকঃ ।
সর্বকালমশুদ্ধশ্চ সর্বত্রশুদ্ধতা ভবেৎ ॥ ২৮
বিনষ্টো জ্ঞানবিধ্বস্তঃ সততং কলিভাবগঃ ।
পরুষা কটুকা ঘোরা বাক্যা যদতি সর্বশঃ ॥ ২৯
গুরূনভিবদেন্মত্তঃ পরদারান্ প্রধর্ষয়েৎ
সাধিষ্ঠং কুরুতে মৌঢ্যৈর্ন শৃণোতি হিতং ক্বচিৎ ॥৩০
এবং বহুবিধা দোষাঃ পানপে সন্তি শোভনে ।
কেবলং নরকং যান্তি নান্তি তত্র বিচারণা ॥ ৩১
তস্মাৎ তদ্ বর্জিতং সদ্ভিঃ পানমাত্মহিতৈষিভিঃ ।

যদি পানং ন বর্জেয়ুঃ সন্তুষ্টাস্ত্রিক্রকারণাৎ
ভবেদ্দেবজ্ঞসং সর্বমমর্যাদক বিচ্ছিয়ম্ ॥ ৩২
তস্মাদ্ বুদ্ধেস্তি রক্ষার্থং সন্তিঃ পানং বিবর্জিতম্ ।
বিধানং শুভতস্যাপি কৃতঃ শৃণু তচিন্তিতে
প্রোচ্যতে তব স্নিগ্ধা দেবি সুকৃতকং সমাসতঃ ॥ ৩৩
ত্রৈবিধ্যাদোষোপশমে যত্ন দোষব্যপেক্ষয়া ।
স হি প্রাপ্নোতি সকলং সুকৃতস্য বর্জনাৎ ॥ ৩৪
প্রথমং বর্জয়েদ্ দোষান্ যুগপৎ পৃথগেব বা ।
তথা বর্জয়মাপ্নোতি দোষত্যাগো হি দুষ্করঃ ॥ ৩৫
দোষসাকল্যসন্ত্যাগান্মুনির্ভবতি মানবঃ ॥ ৩৬
সৌকর্য্যাৎ পন্থ বর্জস্য কার্য্যান্তরাদৃতেঽপি চ ।
আত্মোপলব্ধেরন্তে তু মুক্তস্য পরম্ ॥ ৩৭
অতো নৃণাং সাঃ পচ্যন্তে মানুষাঃ বন্ধবৃদ্ধয়ঃ ।
যে তাদৃশং ন বুধ্যন্তে আত্মানীনক নিবৃতাঃ ॥ ৩৮

ভবনত্ব নষ্ট হইয়া হস্ত-পদ চারিদিকে নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং যেন অচৈতন্য হইয়া পড়ে। ২৩

এইভাবে ভ্রান্তচিত্ত হইয়া তাহারা নানাপ্রকার ভাব প্রকাশ করিতে থাকে। যে সব মানুষ মহাবেগে শান্তিকারী মদ পান করে, তাহারা পাপী হইয়া যায়। ২৪

পীত মদ মানুষের ধৈর্য, লজ্জা ও বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া দেয়। ইহাতে সকল মানুষই নির্লজ্জ ও নিরপত্রপ (বেহায়া) হইয়া যায়। ২৫

মদ্যপায়ী মানুষ মদ পান করিয়া বুদ্ধির নাশ হইয়া যাইলে কর্তব্য এবং অকর্তব্যের জ্ঞান না থাকায় ইচ্ছামতোরে কার্য করিলে ও বিদ্বান্ পুরুষগণের আজ্ঞার অধীন না থাকিলে পাপই প্রাপ্ত হয়। ২৬-২৭

মদ্যপায়ী মানুষ জগতে অপমানিত হয়, মিত্রগণের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে, সব কিছুই নষ্ট করে এবং সব সময় অশুদ্ধ থাকে। ২৮

যে নিজে সর্বপ্রকারে নষ্ট হইয়া বিদ্বান্ হিতৈষী পুরুষগণের সহিত কলহ করে। সর্বদা সে রুক্ষ, কঠোর ও ভয়ঙ্কর কথা বলিতে থাকে। ২৯

সে-ই উন্মত্ত হইয়া গুরুজনগণকে অবজ্ঞাসূচক নানা কথা বলে। পরস্ত্রীগণের সহিত বলাৎকার করে, দুর্বৃত্ত ও পাপাচেষ্টাকারী (জুয়াড়ী)-দিগের সহিত পরামর্শ করে এবং কখনও কাহারও হিতকথা শ্রবণ করে না। ৩০

শোভনে! এইরূপ মদ্যপানকারীর মধ্যে বহুবিধ দোষ থাকে। তাহারা কেবল নরকে গমন করে—সে বিষয়ে আর কিছু বিচারের আবশ্যকতা নাই। ৩১

সেইজন্য নিজের হিতকামী সৎপুরুষগণের কখনও মদ্য পান করা উচিত নয়। ইহা সর্বতোভাবে বর্জন করিবে। যদি সদাচারের রক্ষার জন্য সৎপুরুষগণ মদ্যপান ত্যাগ না করে, তবে সম্পূর্ণ জগৎ মর্যাদারহিত ও অব্যবস্থা হইয়া যাইবে (ইহা পারলৌকিক মহাপাপ)। ৩২

অতএব শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বুদ্ধিকে রক্ষা করিবার জন্য মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়া দিবে। পবিত্রহাসাময়ী দেবি! এখন পুণ্যের বিধান শ্রবণ কর। সংক্ষেপে তিন প্রকারের পুণ্যের কথাই বলা হয়। ৩৩

মানসিক, বাচিক ও কায়িক এই তিন দোষের নিবৃত্তি হইতে যে ব্যক্তি দোষের উপেক্ষা করিয়া সমস্ত দুষ্কর্ম ত্যাগ করিয়া দেয় সে সকল শুভ কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়। ৩৪

প্রথমে সমস্ত দোষ একসঙ্গে অথবা ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করা কর্তব্য। এরূপ করিলে মানুষের যথাচরণের ফললাভ হয়, কারণ দোষসকল ত্যাগ করাই অত্যন্ত কঠিন। ৩৫

সমস্ত দোষকে ত্যাগ করিয়া দিলে মানুষ মুনি হইয়া যায় যে, কর্মকাণ্ড করার কোন দুর্বিধা বা মুশকিল লাভ হয় যে কোনও কার্য না করিয়াই নিজের প্রাপ্ত দোষসমূহ ত্যাগ করামাত্রই মানুষ পরম পুণ্য লাভ করিতে পারে। ৩৬-৩৭

কৃতকৃত্যাগমাত্রেণ পরমুক্তঃ হি লভ্যতে । ৩২
পাপস্যাকৃত্বমাত্রেণ দোষাণাং পরিবর্জনাৎ ।
সুখোদয়ো ভবেদ্ দেবি অজুগুপ্সাবশেষতঃ । ৪০
শ্রুত্বা চ বুদ্ধসংযোগাদিন্দ্রিয়াণাঞ্চ নিগ্রহাৎ ।
সন্তোষাচ্চ দ্বিতৈশ্চৈব শক্যতে দোষবর্জনম্ । ৪১
ভবেৎ বর্ষশিতাব্দাগৌরসংযমনা প্রিয়ে
বরবর্ষেণ বরোক্তি নাম্নঃ শুভতরঃ প্রিয়ে । ৪২
বরবর্ষেণ বরতঃ প্রাপ্তুবন্ত্যমাঃ গতিম্ । ৪৩
ঈশ্বরাণাং প্রভবতাং ধরিত্র্যাশ্চ বৈ বৃণাম্
সফলো দোষসত্যাগো দানাদপি শুভাদপি । ৪৪
তপো দানং মহাদেবি দোষমন্ত্রং হি নির্হরেৎ ।
সুকৃতং তামিকং চোক্তং যজ্ঞো নিষ্কল্পসাধনম্ । ৪৫
সুখাভিসন্ধির্দোষাণাং সত্যং সৌম্যমার্জবম্
ব্রতোপবাসঃ শ্রীতিশ্চ ব্রহ্মচর্যং দমঃ শমঃ । ৪৬
এবমাদি শুভং কর্ম সুকৃতং নিয়তাব্রিতম্ ।

মৃদু ভেষাং বিশেষাশ্চ শৌচহিংস্রাদি তামিনি । ৯৭
সত্যাং স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব
নাস্তি সত্যাৎ পরং দানং নাস্তি সত্যাৎ পরং তপঃ ৪৮
যথা শ্রুতং যথা দৃষ্টমনুভূতং যথা কৃতম্ ।
তথা তস্যাবিকারেণ বচনং সত্যলক্ষণম্ । ৪৯
যচ্চেতসাভিসংযুক্তং সত্যাভাসং মৃষৈব তৎ
সত্যমেব প্রকল্পন্তাং পারাবর্ষ্যা বিজানতা । ৫০
দীর্ঘায়ুস্ত্বং ভবেৎ সত্যাৎ কুলসন্তানলালকঃ ।
লোকসাক্ষিস্থিতশ্চাপি ভবেৎ সত্যো মানবঃ । ৫১

ঊমোবাচ ।

কথং সত্যাদৃতং মর্ত্যো ব্রতং ভবতি শাশ্বতম্ । ৫২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

পূর্বমুক্তং ত্বয়া হ্যেবং পাপং মনোবাক্কায়কর্মজম্ ।
ব্রতবদ্ ভক্ত সন্ত্যাগস্তপোব্রতমিতি স্মৃতম্ । ৫৩
শুক্লকাষ্ঠে নবো কূপো স্নাত্বা তীর্থে যথাবিধি ।
পঞ্চকৃত্বানি চন্দ্রার্কৌ সন্তো বর্ষমথো পিতৃন্ । ৫৪

অবোধ। অজ্ঞবুদ্ধি মানুষেরা বিষয় ভোগ করে হয়ে, তাহারা পাপ কর্ম করিয়া নিজেদেরকে নরকাগ্নিতে পাক করিতে থাকে তাহারা সত্যোদয়পূর্বক ইহা বুঝিতে পারে না যে, সেইরূপ পুণ্য কর্মও নরকাগ্নি নিজেরই অন্তরীনে থাকে। দুষ্কর ত্যাগ করাযাইলে মানুষ উর্দ্ধগতি (স্বর্গলোক) লাভ করে। ৩৮-৩৯

দেবি! পাপতত্ত্ব বুঝাযাইলে, দোষসমূহ পরিত্যাগ করিলে এবং নিকৃষ্ট কর্মের অপেক্ষা রাখিলে মানুষ উত্তম পরিণামভাগী হয়। ৪০

জ্ঞানী পুরুষগণের সম্পর্কে আসিয়া ধর্মোপদেশ শ্রবণ করত ইন্দ্রিয়সকলের সংযম করিলে এবং সন্তোষ ও ধৈর্য্য ধারণ করিলে মানুষ দোষসমূহ পরিত্যাগ করিতে পারে। ৪১

প্রিয়ে! দোষবর্জনকেই বর্ষাব্রতা পুরুষগণ 'বর্ষ' বলে। সংযমরূপ বর্ষ পালন করিলে যে বর্ষ হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণকারী হইয়া থাকে, অন্য কোনও সাধন নহে। ৪২

সংযমবর্ষ পালনের দ্বারা বহুবিধ উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। প্রভাবশালী ঈশ্বরা দান করিলে এবং ধরিত্র মতনগণ শুভ কর্ম-সমূহের আচরণ করিলেও দোষত্যাগ সফল হয়। ৪৩-৪৪

মহাদেবি! তপ ও দান অতি দোষ হরণ করে। এজন্যে সংযমব্রতী সুকৃত কথিত হইয়াছে। এখন সত্যাশ্রিত সাধনসমূহ বিনা প্রাপ্ত সুকৃতের বর্ণনা করিব। ৪৫

ভগবতের সকল লেখের সুখী হইবার কারণ, সত্য, শৌচ, সরলতা, ব্রতনিষ্ঠতা ইন্দ্রিয়, ব্রহ্মচর্য্য, দম ও শম—এই সব শুভ কর্ম নিয়মে আশ্রয় করিয়া স্থিত সুকৃত। তামিনি! এখন ইহাদের বিশেষ ভেদসকল বর্ণনা করিব, শ্রবণ কর। ৪৬-৪৭

যেরূপ নৌকা সমুদ্র পার হইবার সাধন, সেইরূপ সত্য স্বর্গলোকে যাইবার সোপান (সিঁড়ি)। সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও দান নাই এবং সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও তপস্যা নাই। ৪৮

যাহা যেরূপ শ্রবণ করা হইয়াছে, যেরূপ বর্ণন করা হইয়াছে এবং নিজের দ্বারা যেরূপ আচরণ করা হইয়াছে, তাহাকে কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা হইল সত্যের লক্ষণ। ৪৯

যে সত্য চলের দ্বারা যুক্ত, তাহা মিথ্যা। অতএব সত্যাভাসের শুভাশুভ পরিণাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মানুষের সর্ব্বদা সত্য কথাই বলা উচিত। ৫০

সত্যপালনে মানুষ দীর্ঘায়ু হয়। সত্যের দ্বারা কুল-পরম্পরাও পালন হওয়া যায় এবং সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে মানুষ লোক মর্য্যাদার লক্ষ্যস্থল হইয়া থাকে। ৫১

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! মানুষ কিভাবে ব্রতধারণ করিয়া শুভফল প্রাপ্ত হয়? ৫২

আত্মনৈব তথাঽঽত্মানং নিয়েত্ত ব্রতবন্ধনৈঃ
ব্রতমাময়মাণো বালি কালজ্ঞেনেন সা ভবেৎ ॥১৫

শাকাদিষু ব্রতং কুর্যাৎ তথা পুষ্পফলাদিষু।
ব্রহ্মচর্যব্রতং কুর্যাদুপবাসব্রতং তথা ॥ ৫৬

এবমেতেষু বহুষু ব্রতং কার্যাং দ্বিজৈর্বিধা
ব্রতভঙ্গো যথা ন স্যাদ্ ভক্তিযুক্তা তথা নৃভিঃ ॥৫৭

ব্রতভঙ্গে মহৎ পাপমিতি বিদ্ধি শুভেক্ষণে ॥ ৫৮

ঔষধার্থং যদজ্ঞানাদ্ ভক্ষণাৎ যচ্চনাদপি
অনুগ্রহার্থং বন্ধূনাং ব্রতভঙ্গো ন দুষ্যতে ॥ ৫৯

ব্রতাপবর্গকালে তু বৈশ্যব্রাহ্মণপুঙ্গবম্
নরেণ তু যথাবদ্ধি কার্যাসিদ্ধিঃ যথাপ্নুয়াৎ ॥ ৬০

ঊমোবাচ

কথং শৌচবিধিস্তত্র তপ্তে সংস্তিভূমহীসি ॥ ৬১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

বাহ্যমাভ্যন্তরং চেতি দ্বিবিধং শৌচমিষ্যতে।
মানসং সুকৃতং সৎ স্যাচ্ছৌচমাভ্যন্তরং স্মৃতম্ ॥ ৬২

সদাচারবিশুদ্ধিশ্চ কায়প্রক্ষালনং তু যৎ
বাহ্যশৌচং তদেবেহ তদৈবাচমনাদিনা ॥ ৬৩

মৃত্তৈব শুদ্ধদেশস্থা গোলকপ্রমিতৈর্নরৈঃ চ
ত্রয্যাণি গন্ধযুক্তানি যানি পুষ্টিকরাণি চ ॥ ৬৪

এতৈঃ সম্মার্জনৈঃ কায়মন্ত্রসা চ পুনঃ পুনঃ
অক্ষোভ্যং যৎ প্রকীর্তিতং নিত্যপ্রোক্তং যজ্জলম্ ॥৬৫

প্রাণশক্ত্যাত্মনে মন্ত্রক্ষুধা চ বিবর্জনৈঃ ॥ ৬৬

ত্রিত্রিরাচমনং শ্রেষ্ঠং দ্বিরদৈকদ্বয়ৈস্তথৈঃ
তথা দ্বিদ্বুত্রয়োঃ শুদ্ধির্দ্বিত্রিবস্তুমুখা ভবেৎ ॥৬৭

দ্বৈধেন কলসংশুদ্ধির্দশ সংশুদ্ধা তু সংস্মৃতৈঃ ॥৬৮

শকৃতা ভূমিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ভোজনা তদ্বনা স্মৃতম্
তদ্বনং দর্ভলোষ্ট্রৈশ্চ ভাজনানাং বিশোধনম্ ॥ ৬৯

ঈশ্বরেশ্বর বলিলেন,—দেবি! পূর্বে যে মন, বাক্য, শরীর ও ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন পাপসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, ব্রতের দ্বারা সেই সব ত্যাগ করিবার নিয়ম গ্রহণ করাকে সংপ্রোক্ত বলা হয়। ৫০

ব্রাহ্মণ তীর্থে বিধি অনুসারে স্নান করত তথায় হইয়া পরিষ্কৃত নিজেকে নিজে পক্ক যথাকৃত, চন্দ্র, সূর্য, উভয়কালীন সন্ধ্যা, বর্ষ, যম ও শিবগণের দেবার নিয়েম করিয়া ব্রতগ্রহণ পূর্বক বর্ণাচরণ করিবে। ৫৪।

নিজের ব্রতকে বৃদ্ধা পর্যন্ত পালন করিবে অথবা সবসময়ে নির্ধারণ করিয়া তত সময় পর্যন্ত ব্রত নির্ধার করিবে। শাক প্রভৃতি ও ফল-মূলাদি আহার করিয়া ব্রত পালন করিবে। সেই সময় ব্রহ্মচর্যপালন ও উপবাস করাও আবশ্যক। ৫৫-৫৬

নিজের দ্বিজকার্য যাহাদের দ্বারা প্রভৃতি অন্ত যত বস্তুসমূহের মধ্যে কোনও একটি উপভোগ করত ব্রতপালন করা উচিত। বিদ্বান্ পুরুষগণের কর্তব্য এইরূপ—তাহারা নিজেদের ব্রতভঙ্গ হইতে দিবে না। সর্ব প্রকারে তাহাকে রক্ষা করিয়া যাইবে ॥৫৭

শুভলোচনে! তুমি ইহা জানিও যে, ব্রতভঙ্গ করিলে পর মহাপাপ হয়। কিন্তু ঔষধের জন্য, অজ্ঞানতাবশতঃ, গুরুজনগণের আজ্ঞায় এবং বন্ধুবর্গের উপর অনুগ্রহ করিবার জন্য যদি ব্রতভঙ্গ হয়, তবে তাহা দোষের হইবে না। ৫৮-৫৯

ব্রতের সমাপ্তিকালে বাহ্মণের দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের যথাযথ ভাবে পূজা করা উচিত। ইহাতে তাহার নিজের কার্যে সফলতা প্রাপ্তি হয়। ৬০

ঊমাদেবী বলিলেন, ভগবন্! ব্রতগ্রহণ করিবার সময় শৌচাচারের বিধান কিরূপ? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৬১

ঈশ্বরেশ্বর বলিলেন,—দেবি! শৌচ দুই প্রকার কথিত হইয়াছে এক হচ্ছে শৌচ, দ্বিতীয় আভ্যন্তর শৌচ। যাহাকে পূর্বে মানসিক সুকৃত বলা হইয়াছে, তাহাকেই এ স্থলে আভ্যন্তর শৌচ বলা হয়। ৬২

সর্বদা বিশুদ্ধ আচার গ্রহণ করা, দেহকে শৌচ করিয়া পরিষ্কার করা এবং আচমনাদির দ্বারাও দেহকে শুদ্ধ করিয়া রাখাকে বলে বাহ্য শৌচ। ৬৩

উত্তম স্থানের মৃত্তিকা, গোময়, গোমূত্র, সুগন্ধিত দ্রব্য ও শৌচার্থ এই সব বস্তুসমূহে মিশ্রিত জলের দ্বারা মার্জন করিয়া দেহকে বারম্বার ঐ জলে প্রক্ষালিত করিবে। ৬৪।

যে স্থানে জল অক্ষোভ্য (স্নান করিলেও অশুদ্ধ হয় না) ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, যাহার প্রবাহ কখনও বন্ধ হয় না, প্রাণশক্তি এবং আত্মা ভালোই নিয়ন্ত্রিত হইয়া স্নান করিবে। অথবা সেই জল পরিত্যাগ করিবে। ৬৫-৬৬

নিয়ম জল হস্তে লইয়া উহার দ্বারা তিন তিন বার আচমন করাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। জল ও মৃত্তিকাদ্বারা শুদ্ধি ও মৃত্তিকা যেসব দ্রব্যের দ্বারা শৌচ করিলে হইবে। ৬৭

দহনো মৃগয়ানাঞ্চ মত্তানাং কৃচ্ছ্রধারণম্
শেষাণাং দেবি সর্বেষামাত্মলেন জলেন চ।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বাক্যেন সদা সংশোধনা ভবেৎ ॥ ৭০
অদৃষ্টমিতিনির্দিষ্টং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে।
এবমাপদি সা শুদ্ধিরেষা শৌচং বিধীয়তে ॥ ৭১

উমোবাচ।

আহারশুদ্ধিস্তু কথা দেবদেব মহেশ্বর ॥ ৭২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

অমাংসমভয়ক্রুদ্ধমপূর্তিমিতমেব চ।
অতিকষ্টমসারঞ্চ নিত্যং শুদ্ধমিতি চ ॥ ৭৩
কৃমিকেশশকৈর্নীলং সংযুক্তং শুদ্ধদর্শনম্।
এবাবিধং সদা হব্যং দেব-ব্রাহ্মণসংকৃতম্ ॥ ৭৪
শ্রৌতমিত্যেব তজ্জ্ঞেয়মক্ষুণ্ণা মন্ত্রতোঽশুদ্ধম্
গ্রাম্যাহারনাম্নৈঃ সিদ্ধং শ্রৌতমিত্যবধারয় ॥ ৭৫

অতিমাত্রমুপাহৃতাং তু অন্নমন্তা ভবেদ্ভুবি
যজ্ঞশেষং হবিঃশেষং পিতৃশেষঞ্চ নিত্যশ ॥ ৭৬
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যং শ্লোকং ভিষিঞ্চসি ॥ ৭৭

উমোবাচ।

ভক্ষয়ন্ত্যপরে মাংসং বর্জয়ন্ত্যপরে দ্বিজা।
তত্রে বদ মহাদেব ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিনির্ণয়ম্ ॥ ৭৮

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

মাংসস্য ভক্ষণে দোষো যজ্ঞাস্তাভক্ষণে গুণঃ।
তস্মাৎ ক্রীতমিত্যাদি তদ্বিধোক্তং যথাতথম্ ॥ ৭৯
ইষ্টং দত্তমথীতঞ্চ ক্রতবস্তপ সংক্ষিপ্তাঃ।
অমাংসভক্ষণস্যৈব কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৮০
আত্মার্থং যঃ পরপ্রাণান্ হিংস্যাৎ স্বাত্মফলেপ্সয়া।
ব্যাত্মপুত্রশ্মশানেষ্ক বাক্ষসৈস্ক সমস্ত সঃ ॥ ৮১

এইভাবে জলের শুদ্ধির নিত্যের কথা বলা আবশ্যক। যে জল সর্বতোভাবে শুদ্ধ, তাহাই স্পর্শ করিবে অর্থাৎ সেই জলেরই দ্বারা বস্ত্র, পাত্র ও মুখ শৌচ করিবে এবং স্নান করিবে ॥৬৯

গোবরের দ্বারা লেপন করিলে পাত্র কৃমির শুদ্ধি হয়, তাহার দ্বারা লৌহ অর্থাৎ ধাতুনির্মিত পাত্রসমূহের শুদ্ধি হয়। তাহানির্মিত পাত্রের শুদ্ধি তাহাকে চাঁছিয়া দিলে, ছেদন করিলে ও ঘর্ষণ করিলে হয় ॥ ৭০

মৃত্তিকানির্মিত পাত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিলে শুদ্ধ হয়, মন্ত্রসমূহের শুদ্ধি কুশ-সাকল্যাদি ব্রতবিধান করিলে হয়। দেবি! অবশিষ্ট বস্তুসকলের শুদ্ধি সূর্য্যকিরণে সন্তাপিত করিলে, জলের দ্বারা শৌচ করিলে এবং ব্রাহ্মণগণের বাক্যের দ্বারা হয় ॥ ৭০

যাহার কোনও দোষ দেখা যায় না, এরূপ বস্তুকে জলের দ্বারা শৌচ করিলে তাহা শুদ্ধ হয়। যাহাকে বাক্যের দ্বারা প্রশংসা করা হয়, তাহাকেও শুদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে। এইভাবে আপৎকালে শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে এবং এইরূপই ইহার শৌচের বিধান ॥ ৭১

উমাদেবী বলিলেন,—দেবদেব মহেশ্বর! আহার শুদ্ধি কিভাবে হয়? ৭২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,— দেবি! যাহার মধ্যে মাংস ও রক্ত নাই, যাহা পাচনা যায় নাই, যাহা পর্যুষিত (বাসী) নয়, যাহা অধিক কটু, অম্ল ও লবণাক্ত নয়, যাহা হইতে উত্তম গন্ধ বাহির হয়, যাহার মধ্যে কীট বা কেশ পতিত হয় নাই, যাহা বিবর্ণ, আঘ্রাত এবং দেখিতেও শুদ্ধ এবং যাহা দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সংকৃত হইয়াছে, এরূপ অন্নই সর্বদা আহার করা কর্তব্য। তাহাকে শ্রৌত বলিয়াই জানিতে হইবে, ইহার বিপরীত যে অন্ন তাহাকে অশুদ্ধ বলিয়া মনে করা হয় ॥ ৭৩-৭৪½

প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক অন্ন যেখানে উপস্থিত হইয়াছে, অতিমাত্রায় গৃহীত অন্ন অপেক্ষা অল্পমাত্রায় গৃহীত অন্ন পবিত্র ॥ ৭৫½

যজ্ঞশেষ (দেবগণকে অর্পণ করিবার পর অবশিষ্ট), হবিঃশেষ (অগ্নিতে হোমের পর অবশিষ্ট) এবং পিতৃশেষ (শ্রাদ্ধ করিবার পর অবশিষ্ট) অন্ন নিত্য বলিয়া কথিত হয়। এই বিষয় তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে অভিলাষ কর? ৭৬-৭৭

উমাদেবী বলিলেন,— প্রভো! অনেক মানুষ মাংস ভক্ষণ করে এবং অন্য বহু মানুষ উহাকে পরিত্যাগ করে। মহাদেব! এরূপ অবস্থায় আমাকে ভক্ষ্য ও অভক্ষ্যের নির্ণয়বিষয়ক বিধান বলুন ॥ ৭৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,— দেবি! মাংস ভক্ষণে যে দোষ হয় এবং মাংস অভক্ষণে যে গুণ হয়, তাহা আমি যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছি, শ্রবণ কর ॥ ৭৯

যজ্ঞ, দান, বেদাধ্যয়ন এবং দক্ষিণাসহ যত যজ্ঞ—এই সমস্ত মিলিত হইয়াও মাংসভক্ষণত্যাগের ষোলভাগের এক ভাগও হইতে পারে না ॥ ৮০

স্বমাংসেন পরমাংসেন যো বর্ধয়িতুমিচ্ছতি।
উদ্বিজন্তবাসা লভতে যত্র যত্রোপজায়তে ॥ ৮২
সাদ্ভেষমং স্বমাংসস্য যথা সন্নমতে রুজম্
তথৈব পরমাংসেঽপি যোদ্ধব্যং বিজানতা ॥ ৮৩
যস্তু সর্বাণি মাংসানি যাবজ্জীবং ন ভক্ষয়েৎ।
স স্বর্গে বিপুলং স্থানং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৪
যং তু বর্ষশতং পূর্ণং তপ্যতে পরমং তপঃ।
যচ্চাপি বর্জয়েন্মাংসং সমমেতন্ন বা সমম্ ॥ ৮৫
ন হি প্রাণৈঃ প্রিয়তমং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
তস্মাৎ প্রাণিদয়া কার্য্যা যথাঽঽত্মনি তথা পরে ॥ ৮৬
ইত্যেবং মুনয়ঃ প্রাহুর্মাংসস্যাভক্ষণে গুণান্

উমোবাচ

গুরুপূজা কথং দেব ক্রিয়তে বর্ষচারিভিঃ ॥ ৮৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

গুরুপূজাং প্রবক্ষ্যামি যথাবৎ তত্ত্ব শোভনে।
কৃতজ্ঞানাং পরো ধর্ম ইতি বেদানুশাসনম্ ॥ ৮৮
তস্মাৎ সপ্তসু পূজ্যাস্তে যে পূর্বোপকারিণঃ
গুরবশ্চ গরীয়াংসস্ত্রয়ো লোকেষু পূজিতাঃ ॥ ৮৯
উপাধ্যায়ঃ পিতা মাতা সম্পূজ্যাস্তে বিশেষতঃ
যে পিতৃভ্রাতরো জ্যেষ্ঠা যে চ তস্যানুজাস্তথা ॥ ৯০
পিতুঃ পিতা চ সর্বে তে পূজনীয়াঃ পিতা তথা ॥ ৯১
মাতুর্যা ভগিনী জ্যেষ্ঠা মাতুর্যা চ যবীয়সী
মাতামহী চ ধাত্রী চ সর্বাস্তা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯২
উপাধ্যায়স্য যঃ পুত্রো যশ্চ তস্য ভবেদ্ গুরুঃ
ঋত্বিগ্ গুরুঃ পিতা চেতি গুরবঃ সপ্তদীর্তিতাঃ ॥ ৯৩
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা নরশ্রেষ্ঠ মাতুলঃ শ্বশুরস্তথা।
ভরত্রাতা চ ভর্তা চ গুরবস্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৯৪
ইত্যেষ কথিতঃ সদ্ভি গুরুণাং সর্বসংগ্রহঃ।
অনুবৃত্তিশ্চ পূজা চ তেষামপি নিবোধ মে ॥ ৯৫

যে ব্যক্তি মাংসের ইচ্ছায় নিজের অঙ্গ অন্যের প্রাণের হিংসা করে, সেই ব্যক্তি ব্যাঘ্র, শকুনি, গৃধ্রাদি ও রাক্ষসগণের সমান। ৮১

যে পরের মাংসের দ্বারা নিজের মাংসকে বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, সে যেখানে যেখানেই জন্মগ্রহণ করে, সেই সেই স্থানে উদ্বেগের সহিত ভয়াক্রান্ত হইয়া বাস করিতে হয়। ৮২

যেরূপ নিজের মাংসকে ছেদন করা নিজের পক্ষে পীড়াজনক, সেইরূপ অন্যেরও মাংস ছেদন করিলে পর তাহারও পীড়া হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যেক জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরই বুঝা উচিত। ৮৩

যে ব্যক্তি নিজের জীবনভর সমস্তপ্রকার মাংস ত্যাগ করিয়া দেয়—কখনও মাংস ভক্ষণ করে না, সেই ব্যক্তি স্বর্গে বিশাল স্থান প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৮৪

মানুষ পূর্ণ শত বৎসর ধরিয়া যে উৎকৃষ্ট তপস্যা করে এবং যে চিরকালের জন্য সর্বতোভাবে মাংস পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে,—ইহাদের এই উভয় কথাই সমান অথবা সমান না-ও হইতে পারে (যাহা তপস্যা হইতে মাংস ত্যাগ উৎকৃষ্ট হইবে)। ৮৫

সংসারে প্রাণের সমান প্রিয়তম অন্য কোনও বস্তু নাই। সেইহেতু সমস্ত প্রাণিগণের উপর দয়া করিবে। যেরূপ নিজের উপর দয়া অভীষ্ট হয়, সেইরূপই অন্যের উপরেও দয়া আবশ্যক। ৮৬

মুনিগণ এই প্রকার মাংস না খাইবার গুণ বলিয়াছেন।

উমাদেবী বলিলেন,—দেব! বর্ষাচারী ব্রহ্মচর্যগণ কেন গুরুজনদিগের পূজা করে? ৮৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—শোভনে! এখন আমি তোমাকে যথাযথভাবে গুরুজনগণের পূজার বিধি বলিব। বেদের এই আজ্ঞা যে, কৃতজ্ঞ পুরুষগণের পক্ষে গুরুজনদিগের পূজা পরম ধর্ম। ৮৮

সেইহেতু সকল মানুষের নিজ নিজ গুরুজনগণের পূজা করা উচিত; কারণ, এই গুরুজনগণ সন্তান ও শিষ্যদের উপর প্রথমেই উপকার করিয়া থাকেন। গুরুজনগণের মধ্যে উপাধ্যায় (অধ্যাপক), পিতা ও মাতা—এই তিন জন অধিক গৌরবশালী। তিন লোকেই ইঁহাদের পূজা হয়, অতএব ইঁহাদের সকলের বিশেষভাবে আদর-সৎকার করা কর্তব্য। ৮৯।

যাঁহারা পিতার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহারা এবং পিতামহ—ইঁহারা সকলেই পিতারই তুল্য পূজনীয়। ৯০-৯১

মাতার যে জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও কনিষ্ঠা ভগিনী, তাঁহারা এবং মাতামহী ও ধাত্রী মাতা—ইঁহারা সকলেই মাতার তুল্য বলিয়াই কথিত হন। ৯২

উপাধ্যায়ের যে পুত্র, তিনি-ও গুরু; তাঁহার যিনি গুরু, তিনিও নিজেরও গুরু, ঋত্বিক্ গুরু এবং পিতাও গুরু—ইঁহারা সকলেই গুরু বলিয়া কথিত হন। ৯৩

আচার্য্যো মাতুলিস্তত্ত্বাবুপাধ্যায়স্তথৈব চ
কথঞ্চিদ্ব্যবস্তত্ত্বা নরেণ দ্বিজসত্তম। ১৯
তেন শ্রীণাতি পিতরস্তেন প্রীতঃ প্রজাপতিঃ
যেন শ্রীণাতি চেন্মাতা প্রীতাঃ স্যুর্গৌরমাতরঃ। ১৭
যেন শ্রীণাত্যুপাধ্যায়ো ব্রহ্মা তেনাভিপূজিতঃ।
অশ্রীতেষু পুনস্তেষু নরো নরকমেতি হি। ১৮
গুরবঃ বৈরনির্বন্ধো ন কর্ত্তব্যঃ কথঞ্চন
নরকং যন্তপ্রীত্যা মনসাপি ন সঞ্চয়তি। ১৯
ন ব্রূয়াদ্ বিপ্রিয়ং তেষাং মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।
বিশুদ্ধ ন বদেৎ তেষাং সমীপে স্পর্দ্ধয়া ক্বচিৎ। ১০০
যদ্ যদিচ্ছন্তি তে কর্ত্তুমবশ্যন্তত্তদাচরেৎ।
বেদানুশাসনসমা গুরুণাং পরিকীর্ত্তিতা। ১০১
কলত্রাদ্ভে বিবাহাদ্ভে গুরুভিঃ সহ বর্জ্জয়েৎ।
কৈতবং পরিহাসাদ্ভে মন্যুত্যাগাদ্রহস্তথা। ১০২
গুরবঃ যোহবমন্যেরন্ যথা বৈরোত্যাজ্ঞামবস্থিতঃ।

ন তস্যাৎ সর্বমর্ত্তেষু বিদ্যতে পুণ্যকৃত্তমঃ। ১০৩
অসূয়াময়বাদাংশ্চ গুরূণাং পরিবর্জ্জয়েৎ।
তেষাং প্রিয়হিতাবেষী ভূত্বা পরিচরেৎ সদা। ১০৪
ন তদ্ যজ্ঞফলং কুর্য্যাৎ তপো বাহুপ্রতিষ্ঠা যহৎ।
যৎ কুর্য্যাৎ পুরুষস্যেহ গুরুপূজা সদা কৃতা। ১০৫
অমৃতৈরেবিনা বৈদ্যো নাস্তি সর্বাত্মনেষ্বপি
তস্মাৎ ক্ষমাবৃতঃ শান্তো গুরুবৃত্তিং সমাচরেৎ। ১০৬
যথৈব খলুশরীরস্য ঊর্দ্ধং সন্তাড়নে বুধঃ
বিবাহ্য বনবেতোর্বা মোহাদ্ যদা বা তৈর্দ্ব রোচয়েৎ। ১০৭
ব্রহ্মহত্যাসমং হিংসা চ দানানি বিবিধানি চ
গুরুভিঃ প্রতিষিদ্ধানি সর্বমেতদপার্থকম্। ১০৮
উপাধ্যায়ঃ পিতরঃ মাতরশ্চ
যেহভিক্রুদ্ধ্যন্তনয়া ক্রধ্যন্তি বা।
তেষাং পাপং ভ্রূণহত্যাবিশিষ্টং
তেভ্যো ভ্রাতঃ পাপকৃত্তি লোকে। ১০৯

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মাতা, মাতুল, শ্বশুর, এই কয়েকটি ব্যক্তি হইতে যথাযথভাবে এবং ভক্তি (শ্রদ্ধা)—ইহারা সকলেই গুরু বলিয়া কথিত হন। ১৯

পতিব্রতে! এই গুরুগণের যাহাতে সন্তোষ জন্মে, তাহা করিলে, তাঁহাদের সকলের নাম সংগ্রহ করিয়া এখানে কথিত হইল। এখন তাঁহাদের অনুবৃত্তি ও পূজার বিষয়ও শ্রবণ কর। ১৫

নিজের দ্বিজশ্রেষ্ঠা পুরুষের মাতা, পিতা ও উপাধ্যায়—এই তিনজনের আরাধনা করা কর্ত্তব্য। কোনক্রমেই ইহাদের অপমান করা উচিত নয়। ১৬

ইহাতে পিতৃগণ প্রসন্ন হন, ইহার দ্বারা প্রজাপতি প্রসন্নতা লাভ করেন। যে আরাধনার দ্বারা মাতা প্রসন্ন হন, তাহার দ্বারা গৌরমাতৃগণও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যাহার দ্বারা উপাধ্যায় সন্তুষ্ট হন, তাহাতে ব্রহ্মা পূজিত হইয়া থাকেন। যদি মানুষ আরাধনার দ্বারা ইহাদের সকলকে সন্তুষ্ট না করে, তবে সে নরকপ্রাপ্ত হয়। ১৭-১৮

গুরুজনগণের সহিত কোনক্রমেই শত্রুতাচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। গুরুজনগণ প্রসন্ন হইলে মানুষ কখনও মনের দ্বারাও নরকে গমন করে না। ১৯

তাঁহাদের দ্বারা অপ্রিয়, দ্বেষপূর্ণ কথা বলিবে না। যাহাতে তাহা তাঁহাদের অপ্রিয় হইবে, এরূপ কার্য্য করাও উচিত নয়। তাঁহাদের সহিত বিবাদমূলক কথা বলিবে না এবং তাঁহাদের নিকটে কখনও কোনভাবে স্পর্দ্ধা দেখাইয়া কথা বলিবে না। ১০০

তাঁহারা যে যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের আজ্ঞার অধীনে থাকিয়া সেই সব কিছুই পরিপালন করিবে। বেদের আজ্ঞার তুল্য গুরুজনগণের আজ্ঞাপালন অবশ্যই বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ১০১

গুরুজনগণের সহিত কলহ ও বিবাদ পরিত্যাগ করিবে। তাঁহাদের সহিত ছল-কপটতা, পরিহাস এবং ক্রোধের আধারভূত ব্যবহারও ত্যাগ করিয়া দিবে। ১০২

যে ব্যক্তি আদর ও অবজ্ঞার পরিত্যাগ করিয়া গুরুজনগণের আজ্ঞা পালন করে, সমস্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে তাহা অপেক্ষা অধিক পুণ্যকৃতকারী পুণ্যাত্মা মানুষ আর কেহ নাই। ১০৩

গুরুজনদিগের দোষ দেখা ও তাঁহাদের নিন্দা করা বর্জন করিবে, তাঁহাদের প্রিয় ও হিতের কথা চিন্তা করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিবে। ১০৪

এমনভাবে যজ্ঞফল ও সম্পাদিত কঠোর তপস্যাও মানুষের তাদৃশ সন্তুষ্টি সাধন করিতে পারে না, যাহা সদা কৃত গুরুপূজা করিয়া থাকে। ১০৫

সকল আত্মাতেই অমৃতবৃত্তি (গুরুসেবা) ব্যতীত কোনও ঔষধি সফল হইতে পারে না। সেইজন্য ক্ষমাবান্ ও সহনশীল হইয়া গুরুসেবা করিতা যাইবে। ১০৬

বিধান্ মানুষ গুরুর জন্য নিজের ধন এবং শরীরও সমর্পণ

উমোবাচ।

উপবাসবিধিং তত্ত্ব ব্রূহি মে ব্রতমুত্তমম্ ॥ ১১০

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

শরীরমলশান্ত্যর্থমিন্দ্রিয়োচ্ছোষণায় চ।
একভুক্তোপবাসৈস্তু বারয়ন্তে ব্রতং নরাঃ ॥ ১১১
লভন্তে বিপুলং ধর্মং তথাঽঽহারপরিক্ষয়াৎ
বহূনামুপরোধাৎ তু ন কুর্য্যাদ্ব্রতলোপনম্ ॥ ১১২
জীবোপঘাতকং তথা স জীবন্ বন্ধ ইষ্যতে।
তস্মাৎ পুণ্যং লভেদ্ভক্তাঃ স্বয়মাহারকর্শনাৎ ॥ ১১৩
তস্ মৃহস্থৈর্যথাশক্তি কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১১৪
উপবাসাদিতে কালে আপদর্থং পরো ভবেৎ
ভুক্তপ্রতিগ্রহাভ্যাং স্যাদ্ ব্রাহ্মণানুমতাদ্ চ ॥ ১১৫

উমোবাচ

ব্রহ্মচর্য্যং কথং দেব রক্ষিতব্যং বিজানতা ॥ ১১৬

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তদ্বদং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি সমাহিতা ॥ ১১৭
ব্রহ্মচর্য্যং পরং শৌচং ব্রহ্মচর্য্যং পরং তপঃ।
কেবলং ব্রহ্মচর্য্যেণ প্রাপ্যতে পরমং পদম্ ॥ ১১৮
সত্ত্বাদ্ ধর্মশ্চ বৈ ত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যবচনাদপি
সাম্পর্শনিধ সংযোগাৎ পঞ্চধা রক্ষিতং ব্রতম্ ॥ ১১৯
ব্রতবন্ত্বারিণশ্চৈব ব্রহ্মচর্য্যমকল্মষম্।
নিত্যং সাংসিদ্ধিকং তস্ত নৈষ্ঠিকানাং বিধীয়তে ॥ ১২০
তদ্বিদ্ধতে পুরুষানাং কালমৃদ্ধিঞ্চ ভারত ॥ ১২১
জন্মনক্ষত্রযোগেষু পুণ্যাবাসেষু পর্বসু।
দেবতাধর্মকার্য্যেষু ব্রহ্মচর্য্যব্রতী চরেৎ ॥ ১২২
ব্রহ্মচর্য্যব্রতফলং লভেদ্ দারব্রতী সদা।
শৌচমাপ্লুত্যাঽঽরোগ্যং লভতে ব্রহ্মচারিণি ॥ ১২৩

করিয়া থাকে। ধনের নিমিত্ত কিংবা যৌবনমত্ত তাঁহার সহিত বিবাদ করিবে না। ১০৭

যে ব্যক্তি গুরুজনগণের দ্বারা অভিশপ্ত হইয়াছে, তাহার কৃত ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা এবং নানাবিধ দান—এই সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়। ১০৮

যাহারা উপাধ্যায়, পিতা ও মাতার সহিত মন, বাক্য এবং ক্রিয়ার দ্বারা দ্রোহ করে, তাহাদের ভ্রূণহত্যা হইতে অধিক পাপ হয়। এজগতে তাহাদের অপেক্ষা পাপকর্মকারী আর কেহ নাই। ১০৯

ঊমাদেবী বলিলেন,—প্রভো! এখন আপনি আমাকে উপবাসের বিধি বলুন। ১১০

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে! শারীরিক দোষের শান্তির জন্য এবং ইন্দ্রিয়গণকে শুষ্ক করিয়া বশীকৃত করিবার জন্য মনুষ্যেরা দিনে একবার মাত্র ভোজন করিয়া অথবা ভোজনই না করিয়া উপবাস সহকারে ব্রতধারণ করে এবং আহার জীবন করিয়া দেওয়ায় তাহারা বহুল ধর্মফল প্রাপ্ত হয়। ১১১-১

যে ব্যক্তি নিজের শুদ্ধ সহজাহার প্রাণীকে বহুলরূপে করে না এবং তাহাদের জীবন হরণ করে না, সেই ব্যক্তির জীবনই মুক্ত বলিয়া মনে করা হয়। ১১২-২

অতএব ইহাতে এই নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইল যে, যে মানুষ স্বয়ং নিজের আহার সঙ্কোচ করে, সে অবশ্যই পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। সেইজন্য গৃহস্থ মনুষ্যগণের কর্তব্য হইল তাহারা যথাশক্তি আহার সংযম করিবে, ইহাই শাস্ত্রের নির্দিষ্ট আছে। ১১৩-১১৪

উপবাসের দ্বারা যখন দেহের অধিক পীড়া হইতে থাকিবে, তখন সেই আপৎকালে ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া যদি মানুষ দুগ্ধ অথবা অন্ন গ্রহণ করে, তবে ইহাতে তাহার ব্রতভঙ্গ হইবে না। ১১৫

ঊমাদেবী বলিলেন,—দেব! বিজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য কিভাবে রক্ষা করা উচিত? ১১৬

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! এই বিষয় আমি তোমাকে বলিব, তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠতম শৌচাচার, ব্রহ্মচর্য্য উৎকৃষ্ট তপস্যা এবং কেবল ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা পরম পদ লাভ হয়। ১১৭-১১৮

সত্ত্ব হইতে, ধৃতি হইতে, ত্যাগোক্তি বাক্য হইতে, স্পর্শ হইতে এবং সংযোগ হইতে—এই পঞ্চ প্রকারে ব্রতের রক্ষা হয়। ১১৯

ব্রতের ন্যায় ধারণ করিয়া যাহা নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্য্য সদা বর্তমান থাকে, এরূপ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণের পক্ষে বিধান। ১২০

এই ব্রহ্মচর্য্য পুরুষ পুরুষগণের পক্ষেও অতীব, ইহাতে কাল বর্দ্ধমান। জন্ম নক্ষত্রের যোগ হইলে পরম পবিত্র স্থানসমূহে পর্ব দিনে এবং দেবতাসম্বন্ধী ধর্মকার্য্যে গৃহস্থ মনুষ্যগণের ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন অবশ্য করা উচিত। ১২১-১২২

ব্রহ্মচর্য্যব্রতের ফল লাভ করে দারব্রতী সদা। শৌচমাপ্লুত্যাঽঽরোগ্যং লভতে ব্রহ্মচারিণি ॥ ১২৩

উমোবাচ

তীর্থবর্য্যাব্রতঃ দেব ক্রিয়তে যন্মকাঙ্ক্ষিতি: ।
কানি তীর্থানি লোকেষু তব্দে শংসিতুমর্হসি ॥ ১২৪

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

বহু তে কথয়িষ্যামি তীর্থস্নানবিধিং প্রিয়ে ।
পাবনার্থং শৌচার্থং ব্রহ্মণা নির্মিতং পুরা ॥ ১২৫
যান্তি লোকে মহানদ্যস্তাঃ সর্বাস্তীর্থসংজ্ঞিকাঃ
তাসাং প্রাক্‌স্রোতসং শ্রেষ্ঠাঃ সমুদ্রং পরমম্পরম্ ॥ ১২৬
তাসাং সাগরসংযোগো বহিশ্চেতি বিধুতে ॥ ১২৭
তাসামুদ্ভবতঃ কূলং তত্র তত্র মনীষিতিঃ ।
যেষ্বেষা সেবিতা দেবি তৎ তীর্থং পরমং স্মৃতম্ ॥ ১২৮
সমুদ্রেষু মহাতীর্থং পাবনং পরমং শুভম্ ।
তত্র কূলসতাস্তীর্থা মহর্ষিভি: সমাশ্রিতাঃ ॥ ১২৯
স্রোতসাং পর্বতানাঞ্চ জোষিতানাং মহর্ষিভিঃ ।
অপি কূলাং তটাকাং বা সেবিতং মুনিভিঃ প্রিয়ে ॥ ১৩০

তৎ তু তীর্থমিতি জ্ঞেয়ং প্রভাষাৎ তু তপস্বিনাম্ ॥ ১৩১
তদাপ্রভৃতি তীর্থং তৎ লোকেষু কথিতং তব ।
এষ তীর্থ-ভবেদ্ দেবি তস্য স্নানবিধিং শৃণু ॥ ১৩২
তন্মনা ব্রতমুদ্বিষ্টো গত্বা তীর্থানি কাঙ্ক্ষয়া ।
উপবাসব্রতঃ কুর্য্যাদেকং বা নিয়তাত্মবিত: ॥ ১৩৩
পুণ্যমাসমুখে কালে পৌর্ণমাস্যাং যথাবিধি ।
বলিহোম শুচির্ভূত্বা তৎ তীর্থং প্রয়তো বিশেৎ ॥ ১৩৪
ত্রিরাপ্লুত্য জলাত্যাশে কৃত্বা ব্রাহ্মণদক্ষিণাম্ ।
অভ্যর্চ্য দেবায়তনং ততঃ প্রায়াদ্ যথাগতম্ ॥ ১৩৫
এতদ্ বিধানং সর্বেষাং তীর্থং তীর্থমিতি প্রিয়ে ।
সমীপতীর্থস্নানাৎ তু দূরতীর্থং সুপুষ্কলম্ ॥ ১৩৬
আদিপ্রভৃতি শুদ্ধস্য তীর্থস্নানং শুভং ভবেৎ ।
তপোঽর্থং পাপনাশার্থং শৌচার্থং তীর্থসাধনম্ ॥ ১৩৭
এবং পুণ্যেষু তীর্থেষু তীর্থস্নানং শুভং ভবেৎ ।
এতদ্বৈরূপিকং সর্বং সুকৃতং কথিতং তব ॥ ১৩৮

যে ব্যক্তি সদা একাগ্রচিত্তে হইয়া অবস্থান করে, সে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনের ফল লাভ করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারিগণের পবিত্রতা, আয়ু ও আরোগ্য প্রাপ্তি হয় ॥ ১২৩

উমাদেবী বলিলেন,—দেব! বহু ধর্ম্মাভিলাষী মানব তীর্থযাত্রার ব্রত ধারণ করে; অতএব লোকসমূহে কোন্ কোন্ তীর্থ আছে? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন ॥ ১২৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে! আমি প্রসন্নতা সহকারে তোমাকে তীর্থস্নানের বিধি বলিব, শ্রবণ কর। পুরাকালে ব্রহ্মা অন্যান্যের পবিত্র করিবার জন্য এবং স্বয়ংও পবিত্র হইবার জন্য এই বিধি প্রদান করিয়াছেন ॥ ১২৫

জগতে যে সমস্ত মহানদী আছে, তাহাদের সকলেরই নাম তীর্থ। তাহাদের মধ্যে যাহাদের প্রবাহ পূর্ব্বদিকে, তাহারা শ্রেষ্ঠ এবং যেখানে দুই নদী পরস্পর বিলিত হইয়াছে, সেই স্থানও উত্তম তীর্থ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১২৬

আর এই সব নদীর যেখানে সমুদ্রের সহিত সংযোগ হইয়াছে, সেই স্থানও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া কথিত হয়। দেবি! এই সব নদীর দুই তীরে মনীষী মুনিগণ যেস্থানের সেবা করিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ১২৭-১২৮

সমুদ্রও পরম পাবন এবং শুভ মহাতীর্থ। তাহার তীরে যে সব তীর্থ আছে, সেই সকলেও মহাত্মাগণ স্নান করিয়া থাকেন ॥ ১২৯

প্রিয়ে! মহর্ষিগণ কর্তৃক সেবিত যে সব জলস্রোত ও পর্ব্বত আছে, তাহাদের তীর ও তড়াগের নিকটে বহু মুনি বাস করেন ॥ ১৩০

সেই সব তপস্বী মুনিগণের প্রভাবে সেই স্থানকেও তীর্থ বলিয়া জানিতে হইবে। তপিগণের নিবাসকাল হইতেই সেই স্থান জগতের হিতের জন্য তীর্থত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। দেবি! এইভাবে স্নানবিশেষও তীর্থ হইয়া থাকে। এখন তীর্থের স্নানবিধি শ্রবণ কর ॥ ১৩১-১৩২

যে জন্য হইতেই বহু ব্রত করিয়া আসিতেছে, সেই পুরুষ তীর্থসেবার বাসনায় যদি সেস্থানে যায়, তবে সে নিয়ম সহকারে থাকিয়া তিন দিন বা একদিন অথবা তিনবার বা একবার উপবাস করিবে ॥ ১৩৩

পবিত্র মাসমুখ কালে পূর্ণিমা তিথিতে বিধি অনুসারে বাহির হইয়া পবিত্রভাবে আমাতে মনঃসংযোগ করত তীর্থের মধ্যে প্রবেশ করিবে ॥ ১৩৪

তাহাতে তিনবার নিমজ্জিত হইয়া স্নান করত জলের নিকটেই ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিবে। তারপর দেবালয়ে দেবতার পূজা করত যেস্থানে ইচ্ছা হইবে, সেস্থানে যাইবে ॥ ১৩৫

প্রিয়ে! প্রত্যেক তীর্থে সকলের শুদ্ধ স্নানের ইহাই বিধান। নিকটবর্ত্তী তীর্থে স্নান করা অপেক্ষা দূরবর্ত্তী তীর্থে স্নান করা অধিক ফলপ্রদ বলিয়া কথিত আছে ॥ ১৩৬

ঊমোবাচ।

লোকসিদ্ধং তু যদ্ দ্রব্যং সর্বসাধারণং ভবেৎ।
তদ্ দদৎ সর্বসাধুঃ কথং ধর্মং লভেন্নরঃ ॥ ১৩৯

শ্রীদেবের উবাচ।

লোকে তুতময়ং দ্রব্যং সর্বসাধারণং তথা
তথৈব তদ্ দদন্মর্ত্যো লভেৎ পুণ্যং স তত্ত্বতঃ ॥ ১৪০

দাতা প্রতিগ্রহীতা চ দেয়ং সোপক্রমং তথা।
দেশ-কালৌ চ যৎ দ্রব্যং দানং ষড়ঙ্গমুচ্যতে ॥ ১৪১

তেষাং সম্প্রবিদেষাংশ্চ ভীর্থানানি নিবোধ মে।
আদিপ্রভৃতি যঃ শুদ্ধো মনোবাক্কায়কর্মভিঃ।
সত্যবাদী জিতক্রোধস্তদ্ধো দাতাভূদ্যকঃ ॥ ১৪২

শ্রদ্ধাবানাস্তিকশ্চৈব এবং দাতা প্রশস্যতে ॥ ১৪৩

শুদ্ধো দাতা জিতক্রোধস্তথাধীনকুলোদ্ভবঃ
শ্রুতচারিত্রসম্পন্নস্তথা বহুকলত্রবান্ ॥ ১৪৪

পঞ্চযজ্ঞপরো নিত্যং নিষ্কিঞ্চনপরায়ণঃ।
এতান্ পাত্রগুণান্ বিদ্ধি তাদৃক্‌পাত্রং প্রশস্যতে ॥ ১৪৫
পিতৃদেবর্ষিকার্যেষু তস্য দত্তং ভবেৎ ফলম্
যদ্ যদর্থীহি যো লোকে পাত্রং তস্য তদেব সঃ ॥ ১৪৬
মুচ্যেদাপদমাপন্নো যেন পাত্রং তদস্য তু।
অন্নদো ক্ষুধিতং পাত্রং তৃষিতং তু জলস্য বৈ ॥ ১৪৭
এবং পাত্রেষু নানাবিধমিষ্টং পুরুষা প্রতি।
ভাবসংস্তাবসংযুক্তং দিশেৎ সমুদয়েন তৎ ॥
লোকবিষ্টকরাণ্যাহুঃ বর্জিতাঃ সর্বশঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৮
পরোপঘাতাদ্ যদ্ দ্রব্যং চৌর্যাদ্ বালস্তাদ্ধে নৃতিঃ।
নির্দয়াল্লভ্যতে যচ্চ দুষ্টভাবেন বৈ তথা ॥ ১৪৯
অধর্মাদধর্মযোগাদ্ বা বহুনামুপরোধনাৎ
লভ্যতে যদ্ ধনং দেবি তদত্যন্তমিষ্টবর্জিতম্ ॥ ১৫০
তাদৃশেন কৃতং ধর্মং বিফলং বিদ্ধি ভামিনি
তস্মাদ্ন্যায়াগতেনৈব লভ্যং শুদ্ধেন্ধিতা ॥ ১৫১

যে ব্যক্তি প্রথম হইতেই শুদ্ধ, তাহার পক্ষে তীর্থস্নান তত্তদ্ভাবক হয়। তপস্যা, পাপনাশ এবং অন্তরে বাহিরে পবিত্রতার জন্য তীর্থস্নান করিতে হয়। ১৩৭

এইভাবে পুণ্য তীর্থসমূহে স্নান করা কল্যাণকারী হইয়া থাকে। এই সব নিয়মসকারে সম্পাদিত পুণ্যের কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। ১৩৮

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! যে দ্রব্য লোকে সকলেই ব্যবহার করে, যাহা সর্বসাধারণের বস্তু, সেই সর্বসাধারণ বস্তু দানকারী মানুষ কিভাবে ধর্মলাভ করিতে পারে? ১৩৯

শ্রীদেবের বলিলেন,—দেবি! লোকে যে ভৌতিক দ্রব্য, তাহাই সকলেরই পক্ষে সাধারণ; সেই সর্বসাধারণ বস্তুদানকারী মানুষ কি ভাবে ধর্মলাভ করে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৪০

দাতা, প্রতিগ্রহীতা (দান গ্রহণকারী), যেয় বস্তু, উপক্রম (দানের প্রথম), দেশ ও কাল—এই ছয় গুণযুক্ত দান উত্তম বলিয়া কথিত হয়। ১৪১

এখন আমি ছয়টির বিশেষ গুণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি আদি কাল হইতেই মন, বাক্য, শরীর ও ক্রিয়ার দ্বারা সত্যবাদী, ক্রোধজয়ী, লোভহীন, অহোরথসী, শ্রদ্ধালু এবং আস্তিক, এরূপ দাতা উত্তম বলিয়া কথিত হয়। ১৪২-১৪৩

যে শুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয়, ক্রোধকে জয় করিয়াছে, উদার, উচ্চ কুলে উৎপন্ন, শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচারসম্পন্ন, বহু স্ত্রী পুরুষে যুক্ত, পঞ্চ যজ্ঞপরায়ণ এবং সদা নিরোগ শরীরধারী এরূপ পুরুষই দানগ্রহণের উত্তম পাত্র পূর্বশ্লোক এই সব গুণই দানপাত্রের উত্তম গুণ বলিয়া জানিও। এরূপ পাত্রই প্রশংসিত হয়। ১৪৪-১৪৫

দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথোজ সম্বন্ধযুক্ত কার্যে তাহাকে প্রদত্ত দান মহাফলদায়ক হয়। সংসারে যে যে বস্তুর যোগ্য, সেই উক্ত বস্তু পাইবার পাত্র হয়। ১৪৬

যে বস্তু পাইলে আপদে পতিত মানুষ আপদ হইতে মুক্ত হইয়া যায়, সেই মানুষই উক্ত বস্তুর পাত্র হয়। যেরূপ ক্ষুধিত মানুষ অন্নের (অন্নগ্রহণের) এবং তৃষিত মানুষ জলের (জল গ্রহণের) পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। এইরূপ প্রত্যেক মানুষেরই দানের ভিন্ন-ভিন্ন পাত্র হইয়া থাকে। ১৪৭।

প্রিয়ে! চোর, ব্যভিচারী, নপুংসক, হিজড়া, মর্যাদাভেদকারী এবং লোকসকলের ভাগ্যে বিঘ্নসৃষ্টিকারী অন্যান্য পুরুষ সর্বপ্রকার দানে বর্জিত অর্থাৎ এই সব মানুষকে কোনও কিছুই দান করিতে নাই। ১৪৮

দেবি! অপরকে বধ করিলে বা চুরি করিলে মনুষ্যগণ যে ধন লাভ করে, নির্দয়তা বা দুষ্টতা করিলে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায় অথবা হইতে, বহুমিশ্রক যোগ হইতে এবং বহু প্রাণী

যদ্ যদ্যদ্ভিপ্রিয়ং বিপ্রে তৎ তদ্ তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
উপক্রমমিদং বিদ্ধি দাতুশ্চাপি পরস্য হি॥১৫১
পাত্রভূতস্তু সুমুখস্তদভিজ্ঞো প্রসাদ্য চ
দাতা দানং তথা দদ্যাদ্ যথা তুষ্যেত্ত তেন সঃ॥ ১৫৩
এষ দানবিধিঃ শ্রেষ্ঠঃ সমাসাদ্ভু ময়োদিতঃ॥ ১৫৪
পূর্বং পাত্রাণ্যথা জ্ঞাত্বা সমাদ্যন্তু নিবেদ্য চ
শৌচাচমনসংযুক্তঃ দাতব্যঃ শ্রদ্ধয়া দ্বিজে॥ ১৫৫
যাচিতৃভ্যশ্চ তু পরমমাভিমুখ্যাদ্য পুরুষম্।
সম্মানপূর্বং সংগ্রাহ্যঃ দাতব্যঃ দেশ-কালয়োঃ॥ ১৫৬
অপাত্রেভ্যোঽপি চাপ্তেভ্যো দাতব্যঃ কৃতমিচ্ছতা॥১৫৭
পাত্রাণি সম্পরীক্ষ্যৈব দাতা বৈ দানযাত্রয়া।
অভিপূজ্যা পরঃ দানং যথাশক্ত্যা তু মন্ত্রবৎ॥ ১৫৮
তৃতীয়ং চাপরং দানং বান্ধবৈরভিবাঞ্ছিতম্॥ ১৫৯
যথা সন্ত্রাবিতঃ পূর্বং দাতব্যা তৎ তথৈব চ।
পুণ্যক্ষেত্রেষু যদ্ দত্তং পুণ্যকালেষু বা তথা॥ ১৬০
তদ্ভোজনতয়ঃ বিদ্ধি সৌরস্যাদ্ দেশ কালয়োঃ।
ঊষোবাচ
যদ্ভ পুণ্যতমো দেশস্তথা কালশ্চ শাশ্বতঃ মে॥ ১৬১
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
কুরুক্ষেত্রং মহানদ্যো যদ্ভ দেবর্ষিসেবিতম্।
গিরির্যশ্চ ভীর্থানি দেশভাগেষু পূজিতঃ॥ ১৬২
প্রলীতুমীলতে যত্র তত্র দত্তং মহাফলম্॥ ১৬৩
শরদ্বসন্তকালশ্চ পুণ্যযামস্তথৈব চ
শুক্লপক্ষশ্চ পক্ষাণাং পৌর্ণমাসী চ পর্বসু॥ ১৬৪
পিতৃদৈবতনক্ষত্রনিগ্রহে দিবসস্তথা।
তদ্ভোজনতয়ঃ বিদ্ধি চন্দ্রসূর্যগ্রহে তথা॥১৬৫
দাতা হেতুক পাত্রক উপক্রমমুতা ক্রিয়া।
দেশকালাঃ তথেত্যেতাঃ সম্পদ্ধ্যুক্তিঃ প্রকীর্তিতা॥১৬৬

জীবিকার অবরোধ করিলে যে ধন লব্ধ হয়, তাহা সমস্তই অত্যন্ত নিন্দিত॥ ১৪৯-৫০

ভামিনি! এরূপ ধনের দ্বারা কৃত যজ্ঞ ও নিষ্ফল বলিয়া জানিবে। অতএব ধর্মতাগ্রহী মানবের ন্যায়তঃ প্রাপ্ত ধনের দ্বারাই দান করা উচিত॥ ১৫১

যে যে বস্তু নিজের প্রিয়, সেই সেই বস্তুই সদা দান করা কর্তব্য, ইহাই দান ক্রিয়ার বিধি। এরূপ প্রকৃষ্ট যত্ন চেষ্টাকেই উপক্রম বলিয়া জানিও, ইহা দাতা ও গ্রহণের অত্যন্ত হিতকারী॥ ১৫২

দানের সুযোগ্য পাত্র ব্রাহ্মণ যদি মুখের ভাব করে, তবে তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে প্রসন্ন করত দাতা সেইভাবে দান করিবে, যাহাতে সেই ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৫৩

ইহাই দানের শ্রেষ্ঠ বিধি। দানশাস্ত্রকে যে বিদ্বেষ মুখে আহ্বান করিয়া আনিয়া দান করা হয়, তাহা মধ্যম শ্রেণীর দান। প্রিয়ে! প্রথমে পাত্রজ্ঞান লাভ করত পরে সেই সুপাত্র ব্রাহ্মণকে মুখে আহ্বান করিবে এবং তাহার সমুখে নিজের দানবিষয়ক অভিলাষ নিবেদন করিবে। পশ্চাৎ স্বয়ংই স্নানাদি দ্বারা পবিত্র হইয়া আচমন করত প্রত্যহবহারে পবিত্রী দান করিবে॥ ১৫৪-১৫৫

যাচকগণকে সমুখে পাইয়া তাহাদিগকে সম্মানে গ্রহণ করিবে এবং দেশ-কালানুসারে তাহাদিগকে যেন যত্ন দান করিবে। ঐশ্বর্যকামী মনুষ্যগণের কর্তব্য হইল—তাহার অপাত্র ব্যক্তিদিগকেও আবশ্যকতা যে যে অন্ন-বস্ত্রাদি দান করিবে॥ ১৫৬-১৫৭

পাত্রগণকে পরীক্ষা করিয়া দাতা যতি দানের দ্বারা নিজের শক্তি অনুসারে বর্ধিত করে, তবে তাহা উত্তম দান হয়। যথাশক্তি কৃত দান মধ্যম এবং সেই দান হইল তৃতীয় অর্থাৎ অধম, যাহা নিজের সামর্থ্যের অনুরূপ হইবে না (নিজের সামর্থ্য অপেক্ষা অল্প দান হইবে)॥ ১৫৮-১৫৯

পূর্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইভাবেই দান করা কর্তব্য। পুণ্য ক্ষেত্রসমূহে এবং সর্বপ্রকার পুণ্যকালে যাহা কিছু দান করা হয়, তাহা দেশ ও কালের গৌরবে অত্যন্ত ভক্তকারক বলিয়া জানিও॥ ১৬০

উষা দেবী বলিলেন,—প্রভো! পুণ্যতম দেশ ও কাল কি? তাহা আমাকে বলুন॥ ১৬১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাদি মহানদী-সমূহ, দেবতা ও ঋষিগণকর্তৃক সেবিত স্থানসকল এবং শ্রেষ্ঠ পর্বত—এই সমস্ত হইল তীর্থ। যেখানে দেশের সকলভাগে পূজিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ দান গ্রহণ করিতে বাসনা করে, সেখানে প্রদত্ত দান মহাফলদায়ক হয়॥ ১৬২-১৬৩

শরৎ ও বসন্তকাল, পবিত্র মাস, শুক্লপক্ষের মধ্যে শুক্লপক্ষ, পর্বসমূহের মধ্যে পূর্ণিমা, যমনক্ষত্রযুক্ত নির্মল দিবস, চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণ—এই সকলকে অত্যন্ত ভক্তকারক বলিয়া জানিবে॥ ১৬৪-১৬৫

যদেব মূলফলং সম্পদ্যে তত্র দানং মহদ্ ভবেদ্ । ১৬৭
অন্যান্যপি যদ্ দানেভ্যঃ বহুত্বিত্তৈর্দমুত্তমম্
কৃতানন্তর্যমেবং স্বর্গং দাতারং দোষবর্জিতম্ । ১৬৮

উমোবাচ ।

এবংগুণযুক্তং দানং দত্ত্বা চাফলতাং ব্রজেৎ ।

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

তদপাত্তি মহাভাগে নরাণাং ভাবদোষতঃ । ১৬৯
কৃত্বা বর্ষা তু বিধিবৎ পশ্চাত্তাপং করোতি যৎ ।
শ্লাঘয়া বা যদি ত্রস্যাদ্ বৃথা সংসদি যৎ কৃতম্ । ১৭০
এতে দোষা বিবর্তান্তে দাতৃণাং পূণ্যকাঙ্ক্ষিণাং । ১৭১
সন্মানমিষ্টং বৃত্তং সন্ত্রিয়াচরিতং তথা ।
অনুগ্রহাৎ পরেষাং তু গুণস্যানাদরাৎ হি তৎ । ১৭২
ইত্যেবা মন আধিস্থ দাতব্যং সততা বুধৈঃ । ১৭৩
এবমেব কৃতং নিত্যং সুকৃতং তদ্ ভবেদ্ধ্রুবং ।
সর্বসাধারণং ত্রব্যমেবং দত্ত্বা মহৎ ফলম্ । ১৭৪

উমোবাচ ।

ভগবন্ কানি দেয়ানি দ্রব্যাণ্যুদ্দিশ্য মানবৈঃ ।
তান্যহং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন পরিপৃচ্ছতি । ১৭৫

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

অন্নপ্রদ বর্ষকার্যাণি তথা নৈমিত্তিকানি চ প্রিয়ে ।
অন্নং প্রতিগ্রহো দীপঃ পানীয়ং তৃণমিত্তমম্ । ১৭৬
স্নেহো গন্ধশ্চ তৈলস্য তিলাশ্চ লবণং তথা ।
এবমাদি তথান্যচ্চ দানমাহুঃপ্রযুজ্যতে । ১৭৭
অন্নং প্রাণো মনুষ্যাণামন্নদঃ প্রাণদো ভবেৎ
তস্মাদন্নং বিশেষেণ দাতুমিচ্ছন্তি মানবাঃ । ১৭৮
ব্রাহ্মণায়াতিথিরূপায় যো দদ্যাদন্নমৌদনিকম্ ।
নিবর্ষাণি নিবিশ্রেষ্ঠ সোঽনন্তং লভতে ফলম্ । ১৭৯
ব্রাহ্মণমলব্ধবিত্তমতিথিং গৃহমাগতম্
অর্চয়ীত প্রযত্নেন সহি যজ্ঞো মহাফলঃ । ১৮০
পিতরস্তস্য নন্দন্তি সুবৃষ্ট্যা কর্ষকা ইব ।
পুত্রো বন্ধুশ্চ পৌত্রো বা
শ্রোত্রিয়ং ভোজয়িষ্যতি । ১৮১

দাতা, দানযোগ্য বস্তু, দানগ্রহণকারী পাত্র, উপকরণযুক্ত ক্রিয়া ও উত্তম দেশ-কাল এই সবে সম্পন্ন হওয়াকে ধন-ত্যাগ বলা হইয়াছে । ১৬৬

যে কোনও সময়ে যদি এই সবের একত্রকালীন একত্র সাংযোগ হয়, তবে সেই সময়ে দান করা মহাফলপ্রদ হইয়া থাকে । এই ত্রয় গুণযুক্ত যে দান, তাহা অন্যান্য অন্য হইলেও অনন্ত হইয়া থাকে । দিবৌষ দাতাকে স্বর্গলোকে লইয়া যায় । ১৬৭-১৬৮

উমাদেবী বলিলেন,—প্রভো ! এইরূপ গুণযুক্ত দান যদি দেওয়া হয়, তবে তাহা কি নিষ্ফল হইতে পারে ? মহেশ্বর বলিলেন,—মহাভাগে ! বহুপ্রকারের ভাব-দোষের দ্বারা এরূপ হইতে পারে । যদি কেহ বিধি অনুসারে স্বর্গকার্য সম্পাদন করিয়া তাহার পরে অনুতাপ করিতে থাকে এবং জনসমাজে নিজের সেই কর্মের প্রশংসা করিতে করিতে আত্মগরিমা-সূচক বাক্য কথা বলিতে থাকে, তবে তাহার সেই কর্ম বৃথা হইয়া যায় । ১৬৯-১৭০

পুণ্যাভিলাষী দাতাগণের পক্ষে এই সব দোষ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্তব্য । দানগ্রহণী এই আচার সনাতন । পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক সদা ইহা আচরিত হইয়া থাকে । ১৭১

অন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য দান করা হয় । বুধগণ পুরুষদিগের অন্ন প্রাণিগণের উপর জন্য হয়, যাহা দান করিলে

পর মুক্ত হওয়া যায় এরূপ মনে মনে বুদ্ধিরা বিধান পুরুষকারের সততা দান করা কর্তব্য । ১৭১-১৭৩

এইরূপে প্রথম গুরুত্ব দান মহাফলপ্রদ হয় । সর্বসাধারণ দ্রব্যেরও এইভাবে দান করিলে মহাফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ১৭৪

উমাদেবী বলিলেন —ভগবন্ ! বর্ষের উদ্দেশে যজ্ঞমানগণের কোন্ কোন্ বস্তু দান করা উচিত ? ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি । আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমাকে বলুন । ১৭৫

মহেশ্বর বলিলেন, প্রিয়ে ! নিত্যের বর্ষকার্য ও নৈমিত্তিক কার্যেও দান করা উচিত । অন্ন, নিবাস দান, দীপ, জল, তৃণ, ইন্ধন, তৈল, গন্ধ, ওষধি, তিল ও লবণ—এই সব আরও বহু বহু নিত্যের দান করিবার বস্তু বলিয়া কথিত হয় । ১৭৬-১৭৭

মনুষ্যগণের অন্নই প্রাণ ; যে অন্ন দান করে, সে-ই প্রাণদাতা হয় । অতএব মানুষ বিশেষভাবে অন্ন দান করিতে ইচ্ছা করে । ১৭৮

অন্নদ (যোগ্য) ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি অন্নই অন্নপ্রদান করে, সেই ব্যক্তি পরলোকে নিজের জন্য অনন্ত ও উত্তম নিধি স্থাপন করিয়া থাকে । ১৭৯

অর্থবিহীন অতিথি যদি গৃহে আসে, তবে যত্নসহকারে তাহার আদর সৎকার করিবে, কারণ, এই অতিথি-সৎকার মনোবাঞ্ছিত ফলপ্রদাতা এক বিশেষ যজ্ঞ । ১৮০

অপি চাণ্ডালপুক্কাণামন্নদানং ন গর্হ্যতে।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন দদ্যাদন্নমমৎসরঃ॥ ১৮২

অন্নদানাচ্চ লোকান্তান্ সম্প্রবক্ষ্যাম্যনিন্দিতে
ভবনানি প্রকাশন্তে দিবি ত্বেষাং মহাত্মনাম্॥ ১৮৩

অনেকশতভৌমানি সাম্বুর্জলবনানি চ
বৈদূর্যাঃপ্রকাশানি হেমরূপ্যনিভানি চ॥ ১৮৪

নানারূপাণি সাংগ্রাম্য নানারূপধরাণি চ
চন্দ্রমণ্ডলরূপাণি স্ফটিকোজ্জ্বলবন্তি চ॥ ১৮৫

শুক্লবাসোবিবর্ণানি স্বাদবন্তি চরাণি চ
যথেষ্টভোক্ষ্যভোজ্যানি শয়নাসনবন্তি চ॥ ১৮৬

সর্বকামফলাশ্চাত্র বৃক্ষা ভবনসংস্থিতাঃ।
বাপ্যো বহ্বান্ত্র কূপাশ্চ দীর্ঘিকাশ্চ সহস্রশঃ॥ ১৮৭

অরুজ্ঞানি বিশোকানি নিত্যানি বিবিধানি চ।
ভবনানি বিচিত্রাণি প্রাণদানাৎ ত্রিবিষ্টপে॥ ১৮৮

বিবস্বন্তঞ্চ সোমঞ্চ ব্রহ্মাণঞ্চ প্রজাপতেঃ।
বিশন্তি লোকান্তে নিত্যং যে দদন্ত্যন্নমকিঞ্চনে॥ ১৮৯

তত্র তে সুচিরং কালং বিহৃত্যাপ্সরসাং সখে।
জায়ন্তে মানুষে লোকে সর্বকল্যাণসংযুতাঃ॥ ১৯০

বলসাধনবোপেতা নীরোগাশ্চাপ্রিয়ৈরবিনঃ।
কুলীনা বুদ্ধিমন্তশ্চ ভবন্ত্যন্নপ্রদা নরাঃ॥ ১৯১

তস্মাদন্নং বিশেষেণ দাতব্যং কৃতিমিচ্ছতা।
সর্বকালঞ্চ সর্বত্র চ সদৈব চ॥ ১৯২

সুবর্ণদানং পরমং স্বর্গং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
তস্মাৎ তে বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ॥ ১৯৩

অপি পাপকৃতঃ ক্রূরা দস্যবঃ ক্রূরাঃ প্রকাশন্তে॥ ১৯৪

সুবর্ণং যে প্রযচ্ছন্তি শ্রোত্রিয়েভ্যঃ সুচেতসঃ।
দেবতাস্তে তপর্যন্তি সমস্তা ইতি বৈদিকম্॥ ১৯৫

অগ্নির্হি দেবতাঃ সর্বাঃ সুবর্ণং চাগ্নিরুচ্যতে।
তস্মাৎ সুবর্ণদানেন কৃৎস্নাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ॥ ১৯৬

যাহার পুত্র অথবা পৌত্র কোনও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে যদি ভোজন করায়, তবে তাহার পিতৃগণ সুস্থই হউন বেরূপ কুধার্তই থাকুন আনন্দিত হয়, সেইরূপ আনন্দই লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৮১

চণ্ডাল ও পুক্কসদেরও প্রদত্ত অন্নদান নিষ্ফল হয় না। অতএব ইহা পরিত্যাগ করিয়া সর্বপ্রযত্নে যত্ন সহকারে অন্ন দান করিবে॥ ১৮২

আনন্দিতে। অন্নদান হইতে যে সব লোক লাভ হয়, তাহাদের বর্ণনা করিতেছি সেই মহাত্মা লাভ পুণ্যবানদের প্রাপ্ত ভবনসকল দেবলোকে প্রকাশিত হইতে থাকে॥ ১৮৩

সেই সব ভবন বহু শতভৌমবিশিষ্ট। তাহাদের মধ্যে জল ও বন আছে। তাহারা বৈদূর্যমণির প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে স্বর্ণ ও রূপ্যের দীপ্তি প্রকাশিত আছে। এই সব ভবনের অনেক রূপ আছে। নানাপ্রকার রত্নসমূহের দ্বারা ইহারা নির্মিত হইয়াছে। ইহারা চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ উজ্জ্বল এবং স্ফটিকসদৃশ শুভ্র (কাসের) দ্বারা আবৃত। কোন কোন ভবনের কান্তি প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। সেই মহাত্মাগণের এই সব ভবন থাকে (ত্রিবিষ্টপে) এবং অক্ষয় (প্রতিষ্ঠিত)। ইহাদের মধ্যে ইচ্ছামাত্রেই ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থ পাওয়া যায় এবং উত্তম শয্যা ও আসনসমূহ পাওয়া যাইতে পারে। সেখানে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ফলপ্রদ বৃক্ষসমূহ প্রত্যেক গৃহে বিদ্যমান আছে। সেখানে বহু পুষ্করিণী, কূপ ও দীর্ঘী জলাশয় আছে॥ ১৮৪-১৮৭

প্রাণদাতৃগণ অন্নদানকারী মনুষ্যগণের স্বর্গলোকে যে সকল বিবিধ বিচিত্র ভবন লাভ হয়, তৎসমস্তই রোগ শোকরহিত এবং নিত্য (চিরস্থায়ী)॥ ১৮৮

তথায় সদা অন্ন এবং জল দানকারী মনুষ্যগণ সূর্য, চন্দ্র ও প্রজাপতি ব্রহ্মার লোকে গমন করে॥ ১৮৯

তাহারা সেখানে অত্যন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া অপ্সরোগণের সহিত বিহার করত পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে এবং সমস্ত কল্যাণকারী গুণসমূহে যুক্ত হয়॥ ১৯০

তাহারা সকলে সবল শক্তিসম্পন্ন, নীরোগ, চিরজীবী, কুলীন, বুদ্ধিমান্ এবং অন্নদাতা হইয়া থাকে॥ ১৯১

অতএব নিজের কল্যাণকামী ব্যক্তিদের সদা, সর্বত্র, সকলের জন্য, সব সময় বিশেষভাবে অন্নদান করা কর্তব্য॥ ১৯২

সুবর্ণদান সর্বোত্তম, স্বর্গপ্রাপ্তিকারক এবং মহৎ কল্যাণকারী। সেইজন্য আমি তোমার নিকট ক্রমশঃ তাহারই যথাযথভাবে বর্ণনা করিব। প্রদত্ত সুবর্ণদান ক্রূর এবং পাপকারীদেরও প্রকাশিত করিয়া থাকে॥ ১৯৩-১৯৪

যে সব শুভচেতা মানুষ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণদান করেন তাহারা সমস্ত দেবতাদিগকে তৃপ্ত করিয়া থাকেন,—ইহাই বেদের মত॥ ১৯৫

অন্যভাবে তু দুর্বৃত্তি বহ্নিস্থানেষু কাঞ্চনম্।
তস্মাৎ সুবর্ণদাতারঃ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৯৭
আদিত্যস্য প্রভাবশ্চ লোকান্ বাপ্নোতি তত্তান্।
কাঞ্চনং সম্প্রদাতারং প্রবিশন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯৮
অলঙ্কারং কৃতঞ্চাপি কেবলং প্রবিশিষ্যতে
সৌবর্ণৈর্ভূষণং কালে ভৈরলঙ্কৃত্য ভোজয়েৎ ॥ ১৯৯
য এতৎ পরমং দানং দত্ত্বা সৌবর্ণমদ্ভুতম্
ধ্রাজিং যেষাং বপুঃ কীর্তিঃ
পুনর্জাতে লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২০০
তস্মাৎ স্বশক্ত্যা দাতব্যং কাঞ্চনং ভূবি মানবৈঃ।
ন হ্যেতস্মাৎ পরং লোকেষ্বন্যৎ পাপাং প্রযুচ্যতে ॥ ২০১
অত ঊর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি গবাং দানমনিন্দিতে।
ন হি গোভ্যঃ পরং দানং বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে প্রিয়ে ॥ ২০২
লোকান্ সিসৃক্ষুণা পূর্বং সাধঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।
মৃত্যুর্ঘং সর্বভূতানাং তস্মাৎ তা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০৩

লোকস্যোষ্ঠা লোকবৃত্ত্যাং প্রবৃত্তা
মধ্যাহ্নস্থা সোমনিষ্যন্দভূতাঃ।
সৌম্যাঃ পুণ্যাঃ কামদাঃ প্রাণদাশ্চ
তস্মাৎ পূজ্যাঃ পুণ্যকাম্যৈর্মনুষ্যৈঃ ॥ ২০৪
যেষু দত্তা নিত্যতা শ্রদ্ধিলাশ্চ
কল্যাণবৎসাশ্চ পয়স্বিনীশ্চ।
যাবন্তি রোমাণি তথাস্তি তস্য-
স্তাবৎসমাঃ স্বর্গফলানি ভুঙ্‌ক্তে ॥ ২০৫
প্রবচ্ছতে যঃ কপিলাং সচৈলাং
সকাংস্যদোহাং কনকাত্মশৃঙ্গীম্।
সুস্নাংস্তিলাংশ্চাপি কৃষ্ণঞ্চ বর্ষ-
মাসপ্তমং তারয়তে পঞ্চমঞ্চ ॥ ২০৬
অদুর্জাতাঃ ক্রীতকা দ্যূতলব্ধাঃ
প্রাণক্রীতাঃ সোদকাক্রোশনা বা।
ক্রুদ্ধোৎসৃষ্টাঃ পোষবার্থাপহাশ্চ
ষাট্‌ত্রৈতৈস্তাঃ প্রলব্ধাঃ প্রদদ্যাৎ ॥ ২০৭

অগ্নি সমস্ত দেবতাগণের বদন এবং সূর্যদেব অগ্নিরূপী বলিয়া কথিত হন। সেইজন্য সূর্যদেবের সমস্ত দেবতাগণ তুল্য হন ॥ ১৯৬

সূর্যদেব স্থাপিত করেন ... সূর্যদেবের কোলে সকল ঈশ্বর সমস্ত কামনাসমূহ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯৭

সূর্যদাতা মানুষেরা আট সহস্র গৃহ ও আরও নানাপ্রকার মনোরমা লোকসমূহে প্রবেশ করে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৯৮

কেবল সূর্যদেব অপেক্ষা তাহার দ্বারা অলঙ্কার বিধান করাইয়া দান করা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। অতএব দানকালে ব্রাহ্মণকে সূর্যের আভরণে বিভূষিত করিয়া ভোজন করাইবে। যে ব্যক্তি এই অদ্ভুত বা উৎকৃষ্ট সূর্য দান করে, সে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে পর নিশ্চই সুন্দর দেহ, কান্তি, বুদ্ধি ও কীর্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯৯-২০০

অতএব সকল মানুষেরই নিজের শক্তি অনুসারে পৃথিবীতে সুবর্ণদান করা উচিত। সংসারে ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন দান নাই। সুবর্ণ দান করিয়া মানুষ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ২০১

অনিন্দিতে! ইহার পর আমি গোদানের বর্ণনা করিব। প্রিয়ে! এ সংসারে গোদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় কোনও দান নাই ॥ ২০২

পূর্বকালে লোকসৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সমস্ত প্রাণি-
... ॥ ২০৩

তিনি [গাভীদিগকে] সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহারা সকল লোকের জীবিকা-স্বরূপ কার্যে প্রবৃত্ত আছে। ইহারা আহারে অন্ন এবং চন্দ্রকিরণ সদৃশদুগ্ধ দান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সৌম্যা, পুণ্যময়ী, কামনাপূরণকারিণী ও প্রাণদায়িনী। সেইহেতু পুণ্যাভিলাষী সকল মনুষ্যদিগেরই পূজনীয় ॥ ২০৪

যে ব্যক্তি ভক্তি-পূত উত্তম স্বভাবসিদ্ধা উত্তম দোহনযুক্তা ও দুগ্ধবতী ধেনু প্রদান করে, সেই ব্যক্তি ধেনুর দেহে যত রোম আছে, তত বৎসরকাল স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করে ॥ ২০৫

যে মানুষ তাম্রনির্মিত দুগ্ধপাত্র ও স্বর্ণসমৃদ্ধিশালী কপিলা ধেনু দক্ষিণাস্বরূপ দান করে, সে মানুষ নিজের পুত্র, পৌত্র ও সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত সমূহ কুলকে স্বর্গলোকে উত্তীর্ণ করিয়া থাকে ॥ ২০৬

যে সব ধেনু নিজেদের সুখে উৎপন্ন হয়নাই, ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে, দ্যূত ক্রীড়ায় জয় করিয়া লাভ হইয়াছে, অন্য কোন প্রাণীর পরিবর্তে ক্রয় করা হইয়াছে, যাহা জল দইয়া সমস্ত পুরুষ প্রস্তুত হইয়াছে, অথবা দুঃখ বলপূর্বক জয় করা হইয়াছে, সেই

কৃষায় বহুপুত্রায় শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে।
প্রদায় নিষ্কতাং যেন্তু লোকান্ প্রাপ্নোত্যনুত্তমান্ ॥২০৮

নৃশংসস্য কৃতঘ্নস্য লুব্ধস্যানৃতবাদিনঃ
হব্যকব্যব্যপেতস্য ন দদ্যাদ্ গাঃ কথঞ্চন ॥ ২০৯

সমানবৎসাং যো দদ্যাদ্ ধেনুং বিপ্রে পয়স্বিনীম্
সুবৃত্তাং বস্ত্রসংছন্নাং সোমলোকে মহীয়তে ॥ ২১০

সমানবৎসাং যো দদ্যাৎ কৃষ্ণাং ধেনুং পয়স্বিনীম্ ।
সুবৃত্তাং বস্ত্রসংছন্নাং লোকান্ প্রাপ্নোত্যপাপকান্ ॥২১১

হিরণ্যবর্ণাং পিঙ্গাক্ষীং সবৎসাং কাংস্যদোহনাম্।
প্রদায় বস্ত্রসংছন্নাং যান্তি কৌবেরসদ্মনঃ ॥ ২১২

বায়ুরেণুসবর্ণাঞ্চ সবৎসাং কাংস্যদোহনাম্ ।
প্রদায় বস্ত্রসংছন্নাং বায়ুলোকে মহীয়তে ॥ ২১৩

সমানবৎসাং যো ধেনুং দদ্যাৎ গৌরীং পয়স্বিনীম্ ।
সুবৃত্তাং বস্ত্রসংছন্নামগ্নিলোকে মহীয়তে ॥২১৪

যুবানং বলিনং শ্যামং খঞ্জেন সহ যূথপম্
গবেন্দ্রং ব্রাহ্মণেন্দ্রায় কৃত্তিপুচ্ছসমন্বিতম্ ॥ ২১৫

ক্ষত্রতঃ যে প্রযচ্ছন্তি শ্রোত্রিয়ায়াগ্নয়ে মহাত্মনে
ঐশ্বর্যাভিজায়ন্তে জায়মানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥২১৬

গবাং মূত্রপুরীষাণি নোদ্বিজেত কদাচন
ন চাসাং মাংসমশ্নীয়াদ্ গোমু ভক্তঃ সদা ভবেৎ ॥২১৭

গ্রাসমুষ্টিং পয়সেব দদ্যাৎ সম্বৎসরং গুড়ৈঃ
অকৃত্বা বচনাদ্যাত্রং ব্রতং তৎ সার্বকামিকম্ ॥ ২১৮

গবামুদ্ভরতঃ ভালে নিত্যং যস্তাড়নং বদেৎ
ন চাসাং চিন্তয়েৎ পাপমিতি ধর্মবিদো বিদুঃ ॥ ২১৯

গাবঃ পবিত্রং পরমং গোমু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
কথঞ্চিদ্গাবমন্তর্যা গাবো লোকস্য মাতরঃ ॥ ২২০

তস্মাদেবং গবাং দানং বিশিষ্টমিতি কথ্যতে।
গোমু পূজা চ তস্মিংশ্চ নরস্তাবুদ্ধৃতাবৃষে ॥ ২২১

দুইতে মুক্ত করিয়া আনা হইয়াছে এবং যাহাদের দানের পরিবর্তে ধন আনা হইয়াছে,—এই সব ধার ছাড়া অর্থাৎ উপায়ে প্রাপ্ত গো-সকলকেই দান করা কর্তব্য। ২০৭

জীবিকা বিনা দুর্বল অনেক পুত্রবান্, অগ্নিহোত্রী ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী রোগহীনা ধেনু দান করিয়া মানুষ সেখানের লোকসকল প্রাপ্ত হয়। ২০৮

যে ক্রূর, লোভী, অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাবাদী ও হব্যকব্যহীন, এরূপ মানুষকে কখনও গো-সকল দান করিবে না। ২০৯

যে মানুষ সমান বর্ণের বৎসযুক্তা, শুভাবয়বা এবং দুগ্ধবতী ধেনু বস্ত্রাবৃতা করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করে, সেই মানুষ সোমলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২১০

যে সমানবর্ণের বৎসযুক্তা, শুভাবয়বা এবং দুগ্ধপ্রদায়ী কৃষ্ণবর্ণা গাভী বস্ত্র সহকারে ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, সেই মানুষ জলাধিপতি বরুণলোকে গমন করে। ২১১

স্বর্ণবর্ণা, পিঙ্গললোচনা, সবৎসা ও কাংস্যনির্মিত দোহনপাত্র-যুক্তা গাভী বস্ত্রাবৃত করিয়া দান করিলে পর মানুষ কুবের-ভবনে গমন করে। ২১২

বায়ুর ন্যায় উজ্জ্বীবমান ধূলিতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, বৎসযুক্তা দুগ্ধবতী গাভী বস্ত্রাবৃত করিয়া কাংস্যনির্মিত দোহন পাত্রের সহিত প্রদান করিয়া মানুষ বায়ুলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২১৩

সমানবর্ণ বৎসযুক্ত, সরলস্বভাববিশিষ্ট, গৌরবর্ণা ও দুগ্ধবতী ধেনু বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া যে মানুষ দান করে, সে অগ্নিলোকে সম্মানে বাস করে। ২১৪

যে সব মানুষ মহাত্মা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের যুবা, বিশাল শৃঙ্গযুক্ত, বলবান্, শ্যামবর্ণ, একদল গো সহ যূথপতি গবেন্দ্র (বৃষভ)কে পূর্বপুরুষ অনুগত করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, তাহারা বারংবার জন্মগ্রহণ করিলেও ঐশ্বর্যশালী হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। ২১৫-২১৬

গোদেরের মল-মূত্র হইতে কখনও উদ্বিগ্ন হইবে না এবং তাহাদের মাংসও কখনও ভোজন করিবে না। সর্বদা গো-সকলের ভক্ত হইবে। ২১৭

যে মানুষ পরিজনভাবে থাকিয়া এক ব্রত পর্যন্ত পরের গাভীকে একমুষ্টি করিয়া গ্রাস দান করে এবং যাহা কোনও কিছুই আহার করে না, তাহার সেই ব্রত সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে। ২১৮

গোদেরের নিকট প্রতিদিন উত্তম সময়ে তাহাদের কল্যাণের কথা বলিবে। কখনও তাহাদের অনিষ্ট-চিন্তা করিবে না। ইহাই ধর্মজ্ঞ পুরুষগণের অভিমত ॥২১৯

গো-সকল পরম পবিত্র বস্তু, গোদেরের মধ্যে সম্পূর্ণ লোক সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব কোনরূপেই গোদেরকে অপমান করা উচিত নয়, কারণ, ইহারা সম্পূর্ণ জগতের মাতা ॥ ২২০

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ভূমিদানং মহাফলম্
ভূমিদানসমং দানং লোকে নাস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২২১
বৃষযুক্তং ক্ষেত্রযুগং যাপি ভূমিস্তাগঃ প্রদীয়তে
সুখভোগং নিরাক্রোশং বাস্তুপূর্বং প্রকল্প্য চ ॥ ২২০
গ্রহীত্রাঽমন্ত্রকৃত্বা বস্ত্রপুষ্পানুলেপনৈঃ
সকৃত্যায় সপত্নীকায় ভোজয়িত্বা যথেষ্টতঃ ॥ ২২৪
যো দদাতু দক্ষিণাং কালে ত্রিরাত্রৈর্নৃত্তাদিতি ॥ ২২৫
এবং ভূম্যাং প্রদত্তায়াং শ্রদ্ধয়া বীতমৎসরৈঃ।
যাবৎ তিষ্ঠতি সা ভূমিস্তাবৎ তস্য ফলং বিদুঃ ॥ ২২৬
ভূমিঃ স্বর্গগতস্তস্য রমতে পার্থিবৈঃ সমাঃ
অচলা শুদ্ধয়া ভূমিঃ সর্বকামান্ দুধুক্ষতি ॥ ২২৭
যৎ কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতে পাপং পুরুষো বৃত্তিকর্শিতঃ
অপি সোঽকর্মাত্রেণ ভূমিদানেন মুচ্যতে ॥ ২২৮
সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং মণি-মুক্তা-বসূনি চ
সর্বমেতন্মহাত্যাগে ভূমিদানে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২২৯

সেইরূপ গোলকের দান সম্বন্ধেও উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। গোগণের পূজা এবং তাহাদের প্রতি ভক্তি থাকিলে আয়ু বর্দ্ধিত হয়॥ ২২১

ইহার পর আমি কূপ যজ্ঞের মন্ত্র বলিব এই ভূমিদান মহাফলপ্রদ। জগতে ভূমিদানের সমান অন্য কোন দান নাই। ইহাই ব্যবস্থা পূর্বপুরুষগণের নির্দ্দেশ ॥ ২২২

বৃষ অথবা ক্ষেত্রযুক্ত কৃষাণ প্রদান করা উচিত। যেখানে সুখভোগের সুবিধা আছে ও যাহা অনিন্দনীয় স্থান, সেখানে বাস্তু পূজাপূর্বক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দানগ্রহণকারীকে বস্ত্র, পুষ্পমালা ও চন্দনে অলঙ্কৃত করত সেবক ও পরিবারবর্গের সহিত তাহাকে যথেষ্ট ভোজন করাইবে। তাহার পর যথাসময়ে তিন বার বলে জল লইয়া 'দান গ্রহণ করুন' এই কথা বলিয়া তাহাকে সেই ভূমি দান করিবে এবং দক্ষিণা প্রদান করিবে। ২২৩-২২৫

এইভাবে ঈপ্সারহিত পুরুষগণের দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভূমান প্রদত্ত হইলে যত কাল সেই ভূমি থাকিবে, ততকাল দাতা তাহার দান-জনিত ফল উপভোগ করে॥ ২২৬

ভূমিদাতা মানুষ স্বর্গলোকে গমন করত সহস্র বৎসর সুখভোগ করে; কারণ, সেই অচল ও অক্ষয় ভূমি সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে ॥ ২২৭

জীবিকার জন্য কষ্টভোগকারী মানুষ যাহা কিছু পাপকর্ম করে, সে যদি সেইরূপ স্থিতির কৃষিত দান করিয়া থাকে, তবে সে সেই সব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ২২৮

মহাত্যাগে ভূমিদানে সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, মণি, মুক্তা এবং ধন—এই সব দানই প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ২২৯

কূপকর্ত্তা কল্যাণসাধনে নিরত থাকিয়া মৃত্যে নিহত হইয়া নিজের পত্নীর পরিত্যাগকারী বীর যোদ্ধার উত্তম সিদ্ধিলাভ করত ব্রহ্মলোকের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু ঈষারক্ত ভূমিদানকারীকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ২৩০

যেখানে সুন্দর কূপ ও বাগ করিবার গৃহ নির্ম্মিত আছে, যাহা ঠলের দ্বারা বদ্ধ করা হইয়াছে এবং যাহাতে যৌবনে ফল ধরিয়াছে, এরূপ কৃষিদান করা কর্ত্তব্য। ঈষাতে সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ২৩১

যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট পঞ্চমুক্তা কৃষি ব্রাহ্মণকে প্রদান করে সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ২৩২

যেরূপ দাতা দ্বারা দান করাইয়া নিজের পুত্রের পালন-পোষণ করে, সেইরূপ কৃষি সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ফলপ্রদান করত দাতাকে অত্যন্তসেবন করিয়া থাকে ॥ ২৩৩

যে সব ব্যক্তি উত্তম প্রজাপালনকারী, অগ্নিহোত্রী ও সদাচারী ব্রাহ্মণকে দিয়া নিজের কৃষি গ্রহণ করাইয়া থাকে, তাহারা কখনও যমলোকে গমন করে না ॥ ২৩৪

পিতরঃ পিণ্ডকুলোকস্থা দেবভাস্ত দিবি স্থিতাঃ।
সন্তর্পয়ন্তি তোয়েস্তু যে ধরাভি বসুন্ধরাম্ ॥ ২৩৭
দীর্ঘায়ুস্তু বরাজন্তঃ স্ফীতাভ শ্রিয়মুদ্বহন্।
পরত্র লভতে স্বর্গং সম্প্রদায় বসুন্ধরাম্ ॥ ২৩৮
এতৎ সর্বং যথোদ্দিষ্টং ভূমিদানস্য যৎ ফলম্।
শ্রদ্ধধানৈরনৈস্তিস্যা শ্রোতব্যমেতৎ সনাতনম্ ॥ ২৩৯
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কন্যাদানং যথাবিধি।
কন্যা দেয়া মহাদেবি পরেষামাত্মনোঽপি বা ॥ ২৪০
কন্যা শুদ্ধব্রতাচারাং কুলরূপসমন্বিতাম্।
যস্মৈ দিৎসতি পাত্রায় তেনাপি কৃপকারিতাম্ ॥ ২৪১
প্রথমং তাং সমাকল্প্য বসুভিঃ কৃতনিশ্চয়াম্।
কারয়িত্বা পুরং পূর্বং দাসীদাসপরিচ্ছদৈঃ ॥ ২৪২
গৃহোপকরণৈশ্চৈব পশুধান্যৈশ্চ সংযুতাম্
তদর্থিনে তদর্হায় কন্যাং তাং সমলঙ্কৃতাম্ ॥ ২৪৩
সবিবাহং যথান্যায়ং প্রযচ্ছেদ্বহ্নিসাক্ষিকম্ ॥ ২৪৪
মৃত্যুরস্যাং যথা কৃতা সমবৃদ্ধৌ ভৌ বিবেশয়েৎ ॥ ২৪৫
এবং কৃত্বা বসূনাং তু দানস্য দৌরবাৎ।
প্রেত্যভাবে মহাদেবি স্বর্গলোকে যথাসুখম্ ॥ ২৪৬
পুনর্জাতস্তু সৌভাগ্যং কুলবৃদ্ধিঃ তথাঽঽয়ুষ্ট্বাৎ ॥ ২৪৭
বিদ্যাদানং তথা দেবি পাত্রভূতায় বৈ ধনৎ।
প্রেত্যভাবে লভেন্মর্ত্যো মেধাং বুদ্ধিং শ্রুতিং স্মৃতিম্ ॥ ২৪৮
অনুরূপায় শিষ্যায় ধর্ম্ম বিদ্যাং প্রযচ্ছতি।
যথোক্তস্য প্রদানস্য ফলমানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ২৪৯
দাপনং দ্রব্য বিদ্যানাং ঋষিশ্রেষ্ঠোঽর্থবেদনৈঃ
ধরা রত্নেন তুল্যা স্যাদিতি বিদ্ধি শুভাননে ॥ ২৫০
এবং তে কথিতাস্তেষু মহাদানানি মানিনি।
যৎপ্রিয়ার্থং ময়া দেবি কৃতঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥ ২৫১

উমোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ কথা দেবঃ বিলাষিতম্।
তত্ত তত্ত ফলং স্ত্রীণি দত্তস্য চ কৃতস্য চ ॥ ২৫২

যেরূপ শুক্লপক্ষে চন্দ্রের প্রতিদিন বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, সেইরূপ কৃত ভূমিদানের ফলও প্রত্যেক নব পক্ষ উৎপন্ন হইলে আরও বর্দ্ধিত হইয়া যায় ॥ ২৫৫

যেরূপ পৃথিবীতে বিকীর্ণ (ছড়ান) বীজ অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ ভূমিদানের ফলও [illegible] অঙ্কুরিত হয় এবং বর্দ্ধিত হয় ॥ ২৫৬

যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, তাহাকে পিতৃলোকবাসী পিতৃগণ এবং স্বর্গবাসী দেবতারা অভীষ্ট ভোগসমূহের দ্বারা তৃপ্ত করেন ॥ ২৫৭

ভূমিদান করিয়া মানুষ পরলোকে চীরাংশু সুখের পরীক্ষা এবং প্রকৃত সত্যোত্তম ধনসম্পদ লাভ করে ॥ ২৫৮

এই সব আমি ভূমিদানের ফল বর্ণনা করিলাম। অতএব মনুষ্যমাত্রের প্রতিদিন এই সনাতন দানমাহাত্ম্য শ্রবণ করা উচিত ॥ ২৫৯

এখন আমি বিধি অনুসারে কন্যাদানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিব। মহাদেবি! অপরের এবং নিজেরও কন্যাদান করা কর্ত্তব্য ॥ ২৬০

যে ব্যক্তি শুদ্ধ ব্রত ও আচারসম্পন্না, রূপবতী ও সুলক্ষণযুক্তা কন্যা কোনও সুপাত্র পুরুষকে দান করিতে কামনা করে, তাহার এই বিষয়টি লভ্য প্রাপ্তিতে হইবে যে, সেই পাত্র উক্ত কন্যাকে সর্ব্বতোভাবে কামনা করে কি না? অর্থাৎ সেই পাত্র যদি কন্যাকে সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করে, তবে তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবে ॥ ২৬১

প্রথমে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কন্যার বিবাহ নিশ্চয় করিবে, তাহার পর তাহাকে যজ্ঞাগারে সুসজ্জিত করিবে। অনন্তর তাহার জন্য যথেষ্ট বিত্তাদি করিয়া দাস-দাসী, [illegible] ও ধান্য প্রভৃতি উপকরণ, পশুধন ও ধান্য সম্ভার এবং গৃহকার্য্যে ব্যবহৃত নানা প্রকার দ্রব্য সম্ভার প্রদান করিতে অভিলাষী যোগ্য বরের হস্তে অগ্নিদেবকে সাক্ষী রাখিয়া যথোচিত রীতিতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দান করিবে ॥ ২৬২-২৬৪

ভবিষ্যৎকালের জীবন-যাত্রার পূর্ব্ব ব্যবস্থা করিয়া সেই দুই দম্পতিকে উত্তম গৃহে প্রবেশ করাইবে। এইভাবে মনুবেদে কন্যাকে দান করত সেই দানের মহিমায় দাতা মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে সুখ ও সম্মানের সহিত বাস করে। পুনরায় জন্মলাভ করিলে পর তাহার সৌভাগ্যপ্রাপ্তি হয় এবং সে নিজের কুলকে বর্দ্ধিত করে ॥ ২৬৫-২৬৭

দেবি! মুনিগণ শিষ্যকে বিদ্যাদানকারী মানুষ মৃত্যুর পর মেধা, বুদ্ধি ও স্মৃতি লাভ করে ॥ ২৬৮

যে মানুষ সুযোগ্য শিষ্যকে বিদ্যাদান করে, তাহার পারলৌকিক ফলের অন্ত থাকে না ॥ ২৬৯

শুভাননে! ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে ধনের সহায়তা করিয়া বিদ্যালাভ করানও ধন প্রভৃতি বিদ্যাদানেরই তুল্য—তুমি ইহা জানিবে ॥ ২৭০

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তিলকল্পবিধিং দেবি অতঃ শৃণু সমাহিতা। ১৫৩
সমুদ্ভৈঃসমুদ্ভৈর্বা তিলা দেয়া বিশেষতঃ।
তিলা পবিত্রাঃ পাপঘ্নাঃ পুণ্যা ঋষি সংস্তুতাঃ। ১৫৪
তায়ত্ত তিলান্ তত্তান্ সংস্তভ্যাথ যথাশক্তি:
তিলরাশিং পুনঃ কুর্য্যাৎ পর্বতাভং সমন্ততঃ। ১৫৫
মহান্তং যদি বা স্তোকং নানাদ্রব্যসমন্বিতম্। ১৫৬
সুবর্ণ-রত্নভাণ্ডাঢ্য বস্ত্রযুক্তাপ্রবালকৈঃ
অলঙ্কৃতা যথাযোগং সপতাকং সবেদিকম্। ১৫৭
সমুদ্গং সবস্ত্রঞ্চ শয়নাসনসন্বিতম্। ১৫৮
প্রায়শঃ কৌমুদীমাসে পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ
তোজয়িত্বা চ বিধিবদ্ ব্রাহ্মণানর্হতো বহূন্। ১৫৯
স্বয়ং কৃতোপবাসশ্চ স্নাতশৌচসমন্বিতঃ।
বস্ত্রাং প্রদক্ষিণীকৃত্য তিলরাশিং সকিঞ্চনম্। ১৬০
একস্যাপি বহূনাং বা দাতব্যা কৃতিমিচ্ছতা।
তস্য দানফলং দেবি অগ্নিষ্টোমেন সংমিতম্। ১৬১
কেবলং বা তিলৈরেব কৃত্বা কৃত্বা সবাকৃতিম্
সবস্ত্রকং সবস্ত্রঞ্চ পূজ্যা গোদানকাঙ্ক্ষিণা। ১৬২
তদর্থায় প্রদাতব্যং তস্য গোদানজং ফলম্। ১৬৩
সন্তাব্যাস্তিলসম্পূর্ণান্ সহিরণ্যান্ সচন্দনান্।
নৃপো দদ্যাদ্ দ্বিজাতিভ্যঃ স পুণ্যফলভাগ্ ভবেৎ। ১৬৪
এবং তিলময়ং দেহং নরেণ স্বিতমিচ্ছতা।
নানাদানফলং ভূয়ঃ শৃণু দেবি সমাহিতা। ১৬৫
যৎফলাদ্ধুরাযোগ্যগজদানাদ্গজেন্দ্রঃ।
পানীয়দস্তু সৌভাগ্যং রসজ্ঞানং লভেন্নরঃ। ১৬৬
বস্ত্রদানাদ্ বপুঃশোভামলভ্যাং লভেন্নরঃ।
দীপদো বুদ্ধিবৈশদ্যং ছাতিশোভাং লভেন্নরঃ। ১৬৭
রাজভীতাবিমোক্তং তু ভূমিদো লভতে ফলম্
দাসীদাসপ্রদানাৎ তু ভবেৎ কর্মাক্ষমো নরঃ। ১৬৮
দাসীদাসক বিবিধং লভেৎ প্রেত্য গুণান্বিতম্। ১৬৯
যানানি যানদঃ চৈব তদর্হায় ফলম্।
পাদত্রাণপরিত্রাণযুক্তঃ যুগসমাবহান্। ১৭০

যামিনি! দেবি! আমি তোমার শ্রীতিবর্ধনের জন্য এইরূপ যথাদানসমূহ বর্ণনা করিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ১৫১

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! তিলদান কিভাবে করিতে হয়? এবং তিলদানের ফলই বা কি? ইহা আমাকে বলুন। ১৫২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার নিকট হইতে তিল-দানের বিধি শ্রবণ কর। মানুষ যদি ধনী হউক বা নির্ধন হউক, তাহার বিশেষভাবে তিলদান করা কর্তব্য। কারণ, তিল পবিত্র, পাপনাশক ও পুণ্যময় বলিয়া কথিত হয়। ১৫৩-১৫৪

নিজের শক্তি অনুসারে শুভ তিলসমূহ সংগ্রহ করত সেই সব দিয়া পর্বতাকার রাশি নির্মাণ করিবে। সেই রাশি ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক তাহাকে নানাপ্রকার দ্রব্য ও রত্নের দ্বারা যুক্ত করিবে। তাহাকে যথাশক্তি বস্ত্র, রত্নভূষণ, মণি, মুক্তা ও প্রবালের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পতাকা, বেদী, কূপ, যজ্ঞ, শয্যা ও আসনের দ্বারা সুশোভিত করিবে। প্রায়শঃ আশ্বিন মাসে বিশেষতঃ কৌমুদী তিথিতে যজ্ঞ সুযোগ্য ব্রাহ্মণকে বিধি অনুসারে ভোজন করাইয়া স্বয়ং উপবাস করত শৌচাচারসম্পন্ন হইয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ করত দক্ষিণাসহ সেই তিলরাশি প্রদান করিবে। ১৫৫-১৬০

কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য হইল—সে একজন ব্রাহ্মণকে বা বহু ব্রাহ্মণকে দান করিবে। দেবি! তাহার দানের ফল অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সমান হইয়া থাকে। ১৬১

অথবা পৃথিবীতে কেবল তিলসমূহের দ্বারা গরুর আকৃতি নির্মাণ করত গোদানের ফললাভ করিতে অভিলাষী মানুষ তাহা বস্ত্রসহকারে সেই তিলের সুযোগ্য ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহাতে তাহার গোদান করিবার ফল লাভ হয়। ১৬১-১৬৩

যে রাজা সূর্য ও চম্পাযুক্ত এবং তিলপূর্ণ বহু পর্বত ব্রাহ্মণকে দান করে, সেই রাজা পূর্ণ ফলভাগী হয়। ১৬৪

দেবি! নিজের হিতকামী মানুষের এইভাবে তিলময়ী দেহদান করা কর্তব্য। এখন পুনরায় একাগ্রচিত্তা হইয়া নানা প্রকার দানের ফল শ্রবণ কর। ১৬৫

অশ্বদান করিলে মানুষের বল, আয়ু ও আরোগ্য প্রাপ্তি হয়। গজদান-কারী মানুষ সৌভাগ্য লাভ করে এবং রসের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। ১৬৬

বস্ত্রদান করিলে মানুষের শারীরিক শোভা ও আভরণ লাভ হয়। দীপদাতা নির্মলবুদ্ধি, কান্তি ও শোভা প্রাপ্ত হয়। ১৬৭

ভূমিদানকারী মানুষ কোনও ভয়ে রাজদণ্ড হইতে মুক্ত

বিচিত্রঃ রূপবীরুক লভতে যানবাহনম্ ॥ ২৭১

সেতুকৃৎপুণ্ডরীকাণাং কর্তা তু লভতে নরঃ।

দীর্ঘায়ুত্বক সৌভাগ্যং তথা প্রেত্য গতিং শুভাম্ ॥২৭২

বৃক্ষদারোপকো যস্তু ছায়াপুষ্পফলপ্রদঃ।

প্রেত্যভাবে লভেৎ পুণ্যমক্ষয়ং ভরতর্ষভ ॥ ২৭৩

যস্তু সঙ্ক্রমকৃল্লোকে নদীষু জলহারিষাম্।

লভেৎ পুণ্যফলং প্রেত্য বাসনেভ্যো বিমোক্ষণম্ ॥২৭৪

মার্গকৃৎ সন্ততং মর্ত্যো ভবেৎ সন্তানবান্ পুনঃ।

ক্ষারযোষধিমুক্তস্তু তীর্থকৃৎ সন্ততং ভবেৎ ॥ ২৭৫

ঔষধানাং প্রদাতারং তু সন্ততং ফলসঞ্চয়িতঃ।

ভবেদ্ ব্যাধিবিহীনশ্চ দীর্ঘায়ুশ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৭৬

অনাথান্ পোষয়েদ্ যস্তু ফলপাকৈরুপস্কৃতান্।

স তু পুণ্যফলং প্রেত্য লভতে কুরুনোত্তমম্ ॥ ২৭৭

বেশমস্থোঽঃ সদাঃ পালা ছিন্নপাক প্রতিশ্রয়ম্

যঃ কুর্যাল্লভতে বিত্তাং নরঃ প্রেত্য শুভং ফলম্ ॥২৭৮

বিবিধৈঃ বিধিবাক্যারা উক্তাভোজ্যগুণান্বিতম্

রসাঢ্য সর্বদেব গোষাটঃ যঃ কুর্যাল্লভতে নরঃ ॥ ২৭৯

প্রেত্যভাবে শুভাং জাতিং ব্যাধিমোক্ষং তথৈব চ।

এবং নানাবিধং দ্রব্যং দানকর্তা লভেৎ ফলম্ ॥ ২৮০

বৃষ্টিমাযুক্তমারোগ্যং বলং ভাগ্যং তথাঽঽত্মজম্।

রূপেণ সন্তুষ্টা কৃষ্টা মানুষ্যং ফলতি ধ্রুবম্ ॥ ২৮১

উমোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ বিশিষ্টং যজ্ঞমুচ্যতে

লৌকিকা বৈদিকাঃ চৈব তন্মে ব্যাসিতুমর্হসি ॥ ২৮২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

দেবতানাং তু পূজা যা যজ্ঞেষ্বেব সমাহিতা।

যজ্ঞা বেদেষ্বতীতাস্তু বেদা ব্রাহ্মণসংশ্রিতাঃ ॥ ২৮৩

তৈঃ তু সকলং দুরাং বিধি যা ভূবি যা প্রিয়ে

যজ্ঞার্থং বিধিং তং স্রষ্টা লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥২৮৪

এবং বিজ্ঞায় তং কর্তা সদাঃ সন্ততা দ্বিজঃ।

প্রেত্যভাবে লভেল্লোকান্ ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৮৫

হয় না। লাসী ও দাস দান করিলে মানুষ রূপসম্পন্নের অন্ত জন্মিয়া থাকে এবং মৃত্যুর পর উত্তম গুণযুক্ত নানাবিধ যান ও লাসী প্রাপ্ত হয়। ২৬৮-২৬৯

যে মানুষ সুযোগ্য ব্রাহ্মণকে ছত্রাদি দান ও যানবাহনসমূহ দান করে, সেই মানুষ পাদচারী রোগ ও ক্লেশসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। সে বায়ুতুল্য বেগগামী যানবাহন লাভ করে। সে বিচিত্র ও রূপবীর যান এবং যানবাহন প্রাপ্ত হয়। ২৭০-২৭১

সেতু, কূপ ও পুষ্করিণী নির্মাণকারী মানুষ দীর্ঘায়ু, সৌভাগ্য এবং মৃত্যুর পর শুভ গতি প্রাপ্ত হয়। ২৭২

যে মানুষ বৃক্ষ রোপণ করে এবং ছায়া, পুষ্প ও ফল প্রদান করে, সে মৃত্যুর পর পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয় এবং সকলের সহিত চিরকালযোগ্য হয়। ২৭৩

যে মানুষ এ জগতে নদীর উপর দিয়া জল লইয়া গমনকারী বহুজনগণের সুবিধার জন্য সেতু নির্মাণ করিয়া যেয়, সে মৃত্যুর পর তাহার পুণ্যফল প্রাপ্ত হয় এবং সর্বপ্রকার সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ২৭৪

যে মানুষ সদা পথ নির্মাণ করে, সে সন্তানবান্ হয় এবং যে জলে নামিবার জন্য সোপান (সিঁড়ি) ও ঘাট নির্মাণ করে, সে ক্ষারীয়াদি সকল দোষ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ২৭৫

যে মানুষ সদা কৃপাপুরুষ রোগীদিগকে ঔষধ প্রদান করে, সে রোগহীন এবং বিশেষতঃ দীর্ঘায়ু হয়। ২৭৬

যে মানুষ অনাথ, দীন দুঃখী ও পশু মহত্তজনকে পালন-পোষণ করে, সে মৃত্যুর পর ভাণ্ডার পুণ্যফল প্রাপ্ত হয় এবং সকল সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ২৭৭

যে মানুষ বেশবিন্যাস, সভাভবন, রথশালা এবং ভিক্ষুকগণের জন্য আশ্রম নির্মাণ করে, সে মৃত্যুর পর শুভ ফল প্রাপ্ত হয়। ২৭৮

যে মানুষ উত্তম ভক্ষ্য-ভোজ্যসহযুক্ত রসসমূহে যুক্ত এবং নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট বিবিধ রসবিশ্ব গোশালা নির্মাণ করে, সে মৃত্যুর পর উত্তম জন্ম লাভ করে এবং রোগমুক্ত হয়। এইরূপ নানাবিধ দ্রব্য দানকারী মানুষ পুণ্যফলভাগী হয়। ২৭৯-২৮০

বৃষ্টি, আয়ুঃ, আরোগ্য, বল, ভাগ্য, আত্মজ এবং রূপ—এই লাভসমূহে বিভক্ত হইয়া মানুষের পুণ্যকর্ম অবশ্যই নিজের নিজের ফল প্রদান করে। ২৮১

উমাদেবী বলিলেন, - ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! লৌকিক ও বৈদিক যজ্ঞ উত্তম বলিয়া কথিত হয়। অতএব এই বিষয় আমাকে বলুন। ২৮২

ব্রাহ্মণেষেব তদ্ দত্তং নিত্যং দেবি সমাহিতম্ ।২৮৩
তস্মাদ্ বিপ্রৈর্যথান্যায়ং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা।
যজন্তে কৃতসর্বা দেবতা অভিতর্পয়েৎ । ২৮৭
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব যজ্ঞার্থং প্রাণিনঃ সৃতাঃ । ২৮৮
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈর্যেষু পরিচরিষ্টিভিঃ ।
সুতৃপ্তৈর্বজ্ঞযাজৈশ্চ ঋত্বিগ্ভিশ্চ যথাবিধি । ২৮৯
তৈর্দেব্যোপকরণৈর্বীরাদি নিত্যং । ২৯০
তথা কৃতেষু যজ্ঞেষু দেবানাং তোষণং ভবেৎ ।
তুষ্টেষু সর্বদেবেষু যজ্ঞা যজ্ঞফলং লভেৎ ।২৯১
দেবাঃ সন্তোষিতা যজ্ঞৈর্লোকান্ সংবর্ধয়ন্ত্যুত ।
তস্মাদ্ যজ্ঞা হিতাঃ প্রজাসর্গৈঃ সহ মোদতে
নাস্তি যজ্ঞসমং দানং নাস্তি যজ্ঞসমো বিধিঃ । ২৯২
সর্বযজ্ঞসমুদ্ভূতো দেবি যজ্ঞে সমাহিতঃ

শ্রীদেবেশ, বশিষ্ঠেন,—দেবি! দেবতাগণের যে পূজা, তাহা যজ্ঞেরই অন্তর্গত। সমস্ত যজ্ঞই বেদে বর্ণিত আছে এবং সেই বেদ ব্রাহ্মণগণের নিকট বিদ্যমান ।। ২৮৩

প্রিয়ে! স্বর্গলোকে এবং পৃথিবীতে যে সব দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হয়, শুধু সমুদ্রেরই সৃষ্টি বিধাতা করেন লোকহিত কামনায় যজ্ঞের জন্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া জানিও। ২৮৫

এমন জানিয়া যে দ্বিজ সদা নিজের স্থিতি সহিত অবস্থান করত যজ্ঞ করে, সেই দ্বিজ ব্রহ্ম লাভে নিয়ত থাকায় মৃত্যুর পর পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়। ২৮৫

দেবি! সেই ব্রহ্ম (বেদ সদা ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই অবস্থিত। অতএব নাস্তিবিধি অনুসারে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক কৃত সমস্ত যজ্ঞ কর্ম দেবতাদিগকে তুষ্ট করে ।। ২৮৬-২৮৭

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণের সৃষ্টি প্রাণীঃ যজ্ঞের জন্যই হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। শুধু যজমান এবং ঋত্বিগ্‌গণের দ্বারা সম্পাদিত বেদবর্ণিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞসমূহ ও বিভিন্ন দ্রব্য উপকরণসমূহের দ্বারা যজন করা কর্তব্য—ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ। ২৮৮-২৯০

এইভাবে কৃত যজ্ঞসমূহে দেবতাগণের সন্তোষ লাভ হয় এবং দেবতারা তুষ্ট হইলে পর যজমানের যজ্ঞের পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি হয়। ২৯১

এবা যজ্ঞকৃতা পূজা লৌকিকীহপরাঃ শৃণু । ২৯৩
দেবসংকারমুদ্দিশ্য ক্রিয়তে লৌকিকোৎসবঃ । ২৯৪
দেবগোষ্ঠৈর্বিসংস্কৃতা চোৎসবং যঃ করোতি বৈ
যাগান্ দেব্যোপচারাংশ্চ তদ্বিকৃতা যথাবিধি । ২৯৫
দেবান্ সন্তোষয়িত্বা স দেবি ধর্মযথাপ্নুয়াৎ । ২৯৬
গন্ধমাল্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পরমান্নেন ধূপৈঃ।
বহ্নীতি স্তুতিভিশ্চৈব স্তবদ্ভিঃ স্তবসংস্তবৈঃ । ২৯৭
নৃত্তৈর্বাদ্যৈশ্চ গান্ধর্বৈর্নৈত্যৈঃ স্ত্রিবিলোভনৈঃ
দেবসংকারমুদ্দিশ্য পূর্বং যে নরা ভূবি । ২৯৮
তেষাং তুষ্টাস্তু তৈর্দেবি সংকারৈর্দেব পূজিতাঃ
তেনৈব তোষা সংযান্তি দেবি দেবাগ্নিবিষ্টপে । ২৯৯

ইত্যার্ষিকঃ একাদশঃ অধ্যায়ঃ ।

যজ্ঞসমূহের দ্বারা দেবতাগণের সন্তোষবিধান করিলে তাঁহারা সমস্ত লোকসমূহের বৃদ্ধি করেন সেইজন্য যজমান স্বর্গলোকে গমন করত দেবতাগণের সহিত আনন্দ ভোগ করে। যজ্ঞের সমান কোনও দান নাই এবং যজ্ঞের সমান কোনও বিধি নাই। দেবি! সমস্ত যজ্ঞের উৎস যজ্ঞে সৃষ্টিত আছে। ২৯১।

এই যজ্ঞের দ্বারা কৃত দেবপূজা বৈদিকী। ইহা হইতে ভিন্ন যে অন্য লৌকিকী পূজা, তাহা শ্রবণ কর দেবতাগণের সংকারের উদ্দেশ্যে গণের দ্বারা সমবেত লোকসমাজের দ্বারা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৯৩-২৯৪

দেবি! যে মানব দেবালয়ে দেবতার সংস্কার করিয়া উৎসব পালন করে এবং পবিত্র হইয়া যথাবিধি যজ্ঞ এবং দেবতাগণকে উপহার সমর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট করে, সেই মানব যজ্ঞের পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়। ২৯৫-২৯৬

দেবি! এ জগতে যে মানব দেবতাগণের সংকারের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার গন্ধ, মাল্য, উত্তম অন্ন ও ধূপ দান করে এবং বহু স্তব-স্তুতির দ্বারা তাঁর করে, স্তবকারী হইয়া নৃত্য, বাদ্য, গান এবং চিত্তবিনোদন অন্যান্য কার্যাবলীর দ্বারা দেবাহ্বান করে, তাহার ভক্তিযুক্ত সংকারের দ্বারাই পূজিত হইয়া দেবগণ স্বর্গে উহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া যান। ২৯৭-২৯৯

অধিক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অথিক: দ্বাদশ: অধ্যায়:।

[শ্রাদ্ধবিধানাদিবর্ণনম্, দানস্য ত্রৈবিধ্যেন ফলস্যাপি ত্রৈবিধ্যস্যোল্লেখ:, দানস্য পঞ্চফলানাং নিরূপণম্, নানা-বিধবর্ণ্যানাং তথা তৎফলানাং প্রতিপাদনঞ্চ।]

ঊষোবাচ।

পিতৃমেধ: কথা দেব তস্তে সংসিদ্ধমর্হসি।
সর্বেষাং পিতৃয়: পূজ্যা: সর্বসম্পৎপ্রদায়িন:॥ ১

শ্রীমদেবর উবাচ।

পিতৃমেধা প্রবক্ষ্যামি যথাবৎ তন্নিবোধ মে।
দেশ-কালৌ বিধানঞ্চ তৎক্রিয়ায়া: শুভাশুভম্॥ ২
লোকেষু পিতর: পূজ্যা দেবতানাঞ্চ দেবতা:।
শুচয়ো নির্মলা: পূণ্যা দক্ষিণা: দিশমাশ্রিতা:॥ ৩
যথা বৃষ্টি: প্রতীক্ষন্তে ভূমিষ্ঠা: সর্বজন্তব:।
পিতরস্ত তথা লোকে পিতৃমেধ: শুভেক্ষণে॥ ৪
তস্য দেশা: কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা সরস্বতী।
প্রভাসং পুষ্করং চেতি তেষু দত্তং মহাফলম্॥ ৫
তীর্থানি সরিত: পূণ্যা বিবিক্তানি বনানি চ।
নদীনাং পুলিনানীতি দেশা: শ্রাদ্ধস্য পূজিতা:॥ ৬
মাঘ-প্রোষ্ঠপদৌ মাসৌ শ্রাদ্ধকর্মণি পূজিতৌ।
পক্ষয়ো: কৃষ্ণপক্ষস্তু পূর্বপক্ষাৎ প্রশস্যতে॥ ৭
অমাবস্যাস্ত্রয়োদশ্যাং নবম্যাং প্রতিপৎসু চ।
ত্রিষ্বিষ্বেতাসু কুর্বাণো দত্তেনেহ পিতামহা:॥ ৮
পূর্বাহ্ণে শুক্লপক্ষে চ রাত্রৌ কৃষ্ণদিনেষু বা।
মুক্তেষু হবিষু চ শ্রাদ্ধ: ন চ কুর্বীত পণ্ডিত:॥ ৯
এষ কালো ময়া প্রোক্ত: পিতৃমেধস্য পূজিত:।
যস্মিংশ্চ ব্রাহ্মণং পাত্রং পশ্যেৎ কালস্ত স চ স্মৃত:॥ ১০
অপাঙ্‌ক্তেয়া দ্বিজা বর্জ্যা শ্রাদ্ধাহ্নে পঙ্‌ক্তিপাবনা:।
ভোজয়েদ্ যদি পাপিষ্ঠান্ শ্রাদ্ধেষু নরকং ব্রজেৎ॥ ১১
বৃন্তচ্যুতফলৈলোপেক্ষান্ সকলত্রান্ গুণান্বিতান্।
তদর্হান্ শ্রোত্রিয়ান্ বিদ্যি ব্রাহ্মণানযুতং শুচে॥ ১২
এতান্ নিমন্ত্রয়েদ্ বিদ্বান্ পূর্বেহ্যু: শ্রাদ্ধতরে বা।
ততঃ শ্রাদ্ধক্রিয়া পশ্চাদারভেত যথাবিধি॥ ১৩

তীর্থ, পবিত্র নদী, নির্জন বন এবং নদীর তীর—এই সমস্তই শ্রাদ্ধের পক্ষে প্রশংসিত দেশ। ৬

শ্রাদ্ধকার্যে মাঘমাস ও ভাদ্রমাস প্রশংসিত। দুই পক্ষের মধ্যে পূর্বপক্ষ (শুক্লপক্ষ) অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ উত্তম বলিয়া কথিত হয়। ৭

অমাবস্যা, ত্রয়োদশী, নবমী ও প্রতিপৎ— এই তিথিসমূহে ইহ জগতে শ্রাদ্ধের দান করিলে পিতৃগণ তৃপ্তি হন। ৮

বিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্বাহ্ণে, শুক্লপক্ষে, রাত্রিতে, বিশেষ অন্ধদিনে এবং মৃগদিনে শ্রাদ্ধ করিবে না। ৯

আমি এই পিতৃমেধের (শ্রাদ্ধের) প্রশস্ত সময় বলিলাম। যে দিন প্রথম ব্রাহ্মণের দর্শনলাভ হইবে, সেই দিনও শ্রাদ্ধের উত্তম কাল বলিয়া কথিত হয়। ১০

শ্রাদ্ধে অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ এবং পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণগণকে গ্রহণ করা কর্তব্য। যদি কেহ শ্রাদ্ধে পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়, তবে সে নরকে পতিত হয়। ১১

শুচে! যাহারা সলাঙ্গুল, গাত্রজান ও উত্তম কুলসম্ভব, সদাচারী ও সদ্‌গুণী হইবে, এইরূপ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে তুমি শ্রাদ্ধের যোগ্য বলিয়া জানিও। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা বিষম হইবে। ১২

অথিক দ্বাদশ অধ্যায়।

[শ্রাদ্ধবিধানাদি বর্ণন, দানের ত্রৈবিধ্যের তত্ত্ব তাহার ফলেরও ত্রিবিধত্বের উল্লেখ, দানের পঞ্চ ফল নিরূপণ, নানাপ্রকার বর্ণ এবং তাহাদের ফলসমূহের প্রতিপাদন।]

ঊষাদেবী বলিলেন,—দেব! পিতৃমেধ (শ্রাদ্ধ) কিভাবে করিতে হয়? তাহা আমাকে বলুন, সর্বপ্রকার সম্পদলাভ এই পিতৃগণ সকলেরই পূজনীয়। ১

শ্রীমদেবর বলিলেন,—দেবি! আমি যথাযথভাবে পিতৃমেধ বর্ণনা করিব, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। দেশ, কাল, বিধান এবং ক্রিয়ার শুভাশুভ ফলের বর্ণনা আমি করিব। ২

সকল লোকেই পিতৃগণ পূজনীয়। ইঁহারা দেবতাগণেরও দেবতা। ইঁহাদের স্বরূপ শুচি, নির্মল এবং পবিত্র। ইঁহারা দক্ষিণ দিকে বাস করেন। ৩

শুভলোচনে! মেঘরূপ কূপে অবস্থিত সকল প্রাণীই বৃষ্টির শুভ প্রতীক্ষা করিতে থাকে, সেইরূপ পিতৃলোকে অবস্থিত পিতৃগণ শ্রাদ্ধের প্রতীক্ষা করেন। ৪

শ্রাদ্ধের পবিত্র দেশ হইল—কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, সরস্বতী, প্রভাস ও পুষ্কর—এই সব তীর্থস্থানে প্রদত্ত শ্রাদ্ধের দান মহাফলদায়ক হয়। ৫

ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রঃ কুতপস্তিলাঃ।
ত্রীণি চাত্র প্রশংসন্তি শৌচমক্রোধমত্বরাম্ ॥ ১৪

কুতপঃ খড়্গপাত্রঞ্চ কৃষ্ণা ধেনুস্তিলা মধু।
কালশাকং গবাঞ্চায়া পবিত্রা শ্রাদ্ধকর্মণি ॥ ১৫

তিলানবকিরেৎ তত্র নানাবর্ণান্ সমন্ততঃ।
অক্রুদ্ধমপরিক্লেশং তিলৈঃ শুদ্ধ্যতি শোচনে ॥ ১৬

নীল-কাষায়বস্ত্রশ্চ ভিন্নবর্ণঃ নবস্তনম্।
দীনাজ্ঞপ্তশুচিঃ যাপি বর্জয়েৎ তত্র দূরতঃ ॥ ১৭

উপকল্পা তদাহারং ব্রাহ্মণানর্চয়েৎ ততঃ ॥ ১৮

সুসংকৃতাংশ্চিরাদ্যাংস্তান্ সমাবেশ্যাসনং ক্রমাৎ।
সুসংস্কৃতাল্যাজ্ঞবরৈঃ প্রশ্রয়েণোপচারয়েৎ ॥ ১৯

অলংকৃত্যোপবিষ্টাংস্তান্ পিণ্ডাবাপঃ নিবেদয়েৎ ॥ ২০

ততঃ প্রস্তীর্য দর্ভাংশ্চ প্রস্তরং দক্ষিণামুখম্।
তৎসমীপেঽগ্নিমিধ্বা চ স্বধাকং সুসমাহিতঃ ততঃ ॥ ২১

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ এই শ্রাদ্ধপ্রকরণে শ্রাদ্ধের পূর্বদিনে নিমন্ত্রণ করিবে অথবা শ্রাদ্ধেরই দিনে প্রাতঃকালে নিমন্ত্রণ করিবে। তাঁহার পর বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবে ॥ ১০

শ্রাদ্ধে তিনটি যজ্ঞ-পবিত্র—দৌহিত্র, কুতপকাল (দিবসের পনের ভাগের মধ্যে আটত্রিশকে কুতপ বলে) এবং তিল। এই কার্যে তিনটি গুণের প্রশংসা করা হয়—পবিত্রতা, ক্রোধ হীনতা ও অত্বরা (তাড়াতাড়ি না করা) ॥ ১৪

কুতপ, খড়্গপাত্র, কৃষ্ণ, ধেনু, তিল, মধু, কালশাক ও গবাঞ্চায়া—এই সব শ্রাদ্ধ কার্যে পবিত্র বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৫

শ্রাদ্ধের স্থানে চারিদিকে বহু বর্ণের তিল ছড়াইয়া দিবে। শৌচনে। তিলের দ্বারা অশুচ ও অপবিত্র স্থান শুদ্ধ হইয়া যায় ॥ ১৬

শ্রাদ্ধে নীল ও কাষায় (গেরুয়া) বস্ত্রধারী, ভিন্ন বর্ণজাত মানুষ, নূতন প্রসূত। কোনও অঙ্গহীন এবং অপবিত্র মানুষকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৭

শ্রাদ্ধের অন্ন প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। সুসংস্কৃতার্থা সম্পন্ন করিয়া অর্থাৎ বাড়ি ঝাড়াইয়া মন্ত্রত হইতে শ্রাদ্ধ সেই ব্রাহ্মণগণকে ক্রমশঃ আসনে বসাইয়া সুগন্ধ, মালা, আভরণ এবং পুষ্পোপহারসমূহে বিভূষিত করিবে ॥ ১৮-১৯

অলংকৃত হইয়া উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন করিবে সমীপে যজ্ঞাযোগ্যাঃ পিণ্ডেভ্যো জুহুয়াৎ তথা ॥২১

তথা দর্ভেষু পিণ্ডাংস্ত্রীন্ নিবপেদ্ দক্ষিণামুখঃ।
অপসব্যমপাসৃজ্য নামগোত্রপুরস্কৃতম্ ॥২০

এতেন বিধিনা দত্তঃ পিতৃণামক্ষয়ং ভবেৎ
ততো বিপ্রান্ যথাশক্তি পূজয়েন্নিয়তঃ শুচিঃ ॥ ২৪

সন্নিধিং সংস্মরন্ যত্র তুষ্যন্তি তে দ্বিজাঃ ॥ ১৫

যত্র যৎ ক্রিয়তে তত্র ন জল্পেন্ন কোপয়েৎ।
নিয়ম্য বাচং দেবেন শ্রাদ্ধকর্ম সমারভেৎ ॥ ২৬

ততো নিবপনে বৃত্তে তান্ পিণ্ডাংস্তদনন্তরম্
ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টভোগী স্যাৎ ভক্তবেলাম্ বা স্পৃশেৎ ॥২৭

পত্নীং বা মন্ত্রয়ন্ পিণ্ডং পুত্রকামো হি প্রাশয়েৎ।
আবন্ত পিতরঃ গর্ভং কুমার্যং পুত্রকল্পম ॥ ২৮

তৃপ্তানুত্থাপ্য তান্ বিপ্রানন্নশেষং নিবেদয়েৎ
তদ্ভোক্ষ্যে বহবস্তি পশ্চাৎ সর্বভোক্তৃভ্যস্তদন্নম্ ॥২৯

বে, এখন আমি পিতৃগণ-কর্তৃক অনুজ্ঞাত দক্ষিণাভিমুখে কুশ পাতিয়া তাহাদের সমীপে অগ্নি প্রজ্বলিত করত তাহার মধ্যে শ্রাদ্ধান্নের আহুতি দিবে (আহুতির মন্ত্র এইরূপ—ঁ অমুকে কব্যবাহনায় স্বাহা, ঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা) ॥ ২০-২১

এইরূপে অগ্নি ও সোমের জন্য আহুতি দান করত তাঁহাদের সম্মুখে পিতৃগণের নিমিত্ত ভোজ করিবে এবং দক্ষিণমুখে অপসব্য হইয়া অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতকে দক্ষিণস্কন্ধে যাহন করত পিতৃগণের নাম ও গোত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কুশের উপর তিনটি পিণ্ডদান করিবে। সেই পিণ্ডে অগ্নি অমুলির স্পর্শ হইবে না ॥ ২২-২৩

এই বিধি অনুসারে প্রদত্ত পিণ্ডদান পিতৃগণের উদ্দেশে অক্ষয় হইয়া যায়। তাহার পর মনকে সংযত করত পবিত্র হইয়া দক্ষিণা ও ভক্ষ্যসামগ্রী প্রদান করত ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিবে, যাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া যান ॥ ২৪-২৫

যেখানে এই শ্রাদ্ধ বা পূজা করা হয়, সেখানে কোন কথা বলিবে না এবং পরস্পর অন্য কোন বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও করিবে না। যাজ্ঞা ও ক্রোধ সংযত রাখিয়া শ্রাদ্ধ কর্ম আরম্ভ করিবে ॥ ২৬

পিণ্ডদান কার্য পূর্ণ হইয়া যাইলে পর সেই সব পিণ্ড ব্রাহ্মণ, অগ্নি, ছাগল অথবা গরু ভক্ষণ করিবে কিংবা জলে নিক্ষেপ করিয়া দিবে ॥ ২৭

এষ প্রোক্তঃ সমাসেন পিণ্ডযজ্ঞঃ সনাতনঃ।
পিতরস্তেন তৃপ্যন্তি কর্ত্তা চ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০
অহন্যহনি বা কুর্য্যান্মাসেনৈষা পুনঃ
সাংবৎসরা ধ্রিঃ কুর্য্যাচ্চতুর্ষাপি যথাক্রিয়ঃ ॥ ৩১
দীর্ঘায়ুষ্ক ভবেৎ পুত্রঃ পিতৃযজ্ঞেন বা পুনঃ
সপুত্রো বহুকৃত্যাশ্চ প্রকৃতযজ্ঞনযানবান্ ॥ ৩২
শ্রাদ্ধতঃ স্বর্গমাপ্নোতি নিয়তং বিধিবাক্যকম্
অন্নরোগসমৃদ্ধঃ বিরক্তমনস্তথম্ ॥ ৩৩
শ্রাদ্ধানি পুষ্টিকামা বৈ যে প্রকুর্ব্বন্তি পণ্ডিতাঃ
তেষাং পুষ্টিঃ প্রজাঃ চৈব দাস্যন্তি পিতরঃ সদা ॥৩৪
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গঃ শত্রুবিনাশনম্
কুলসন্তারকং চেতি শ্রাদ্ধমাহুর্মনীষিনঃ ॥ ৩৫
প্রধানকল্পনাং দেবি দানস্য শৃণু ভামিনি ॥ ৩৬

যদি শ্রাদ্ধকর্ত্তার, পত্নীর পুত্রের কামনা থাকে, তবে সে ব্যক্তি পিণ্ড অর্থাৎ পিতামহের উদ্দেশে সমর্পিত পিণ্ড ভোজন করিবে এবং প্রার্থনা করিবে যে, যে পিতৃগণ! আপনারা আমার গর্ভে পদ্মপুষ্পমালায় সুবোভিত এক সুন্দর কুমারকে স্থাপিত করুন। ২৮

যখন ব্রাহ্মণগণ ভোজন করত তৃপ্ত হইয়া যাইবেন, তখন তাঁহাদের উঠাইয়া অবশিষ্ট অন্ন অন্য ব্যক্তিদিগকে নিবেদন করিবে। তাহার পর মহদাখ্যক অন্ন মাংস ও ঘৃতের সহিত শ্রাদ্ধকর্ত্তা মাংস দ্বারা অবশিষ্ট অন্নভোজন করিবে। ২৯

এই সনাতন পিতৃযজ্ঞ সংক্ষেপে কথিত হইল। ইহার দ্বারা পিতৃগণ তৃপ্তি হন এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তার উত্তম ফললাভ হয়। ৩০

মানুষ নিজের শক্তি অনুসারে প্রতিদিন, প্রতিমাস, বৎসরে দুইবার অথবা চারবারও শ্রাদ্ধ করিতে পারে। ৩১

পিতৃযজ্ঞের দ্বারা মানুষ দীর্ঘায়ু ও সুখী হয়। সে বহু পুত্র, সেবক এবং ধন-মানসম্পন্ন হইয়া থাকে। ৩২

শ্রাদ্ধকর্ত্তা মানুষ বিধির আকৃতিবিশিষ্ট, নির্মল, ব্রতোপবাসরহিত এবং অন্নরোগসম্পন্ন হইয়া দেবিকা স্বর্গলোকে নিয়তস্থান প্রাপ্ত হয়। ৩৩

পুষ্টি কামনা করিয়া যে পণ্ডিতগণ শ্রাদ্ধ করে, পিতৃগণ তাহাদিগকে সদা পুষ্টি ও সন্তান প্রদান করেন। ৩৪

ধন্য যশস্য আয়ুষ্য স্বর্গ শত্রুবিনাশন কুলসন্তারক শ্রাদ্ধকে মনীষী পুরুষগণ শ্রাদ্ধকে ধন, যশ, আয়ু ও স্বর্গপ্রাপ্তিকারক, শত্রুনাশক এবং কুলরক্ষক বলিয়া থাকেন। ৩৫

দেবি! তাহাদিগের দানের ফলের যে প্রধান কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। তাহাতে মনুষ্যের নিকট যে সার বস্তু থাকে, তাহারই দান সেই মনুষ্যের পক্ষে উত্তম বলিয়া কথিত হয়। শোভনে! এই পৃথিবীতে ইহাকেই সনাতন দানের বিধি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ৩৬-৩৭

দরিদ্রের সার এক প্রস্থ পরিমিত অন্ন এবং যে কোটিপতি, তাহার সার হইল কোটি। যাহার প্রস্থ প্রধানই সার, তাহার সেই পরিমাণ দানের মহাফল লাভ হয় এবং যাহার সার এক কোটি মুদ্রা, সে যদি এক কোটি মুদ্রা দান করে, তবে মহাফলভাগী হইয়া থাকে। এই উভয়দানই মহৎ এবং ফলেও ইহারা উভয়েই সমান বলিয়া কথিত হয়। ৩৮-৩৯

ধর্ম, অর্থ ও কামভোগে শক্তির অভাব হইয়া যাইলে এবং সেই অবস্থায় যদি কিছু দান করা হয়, তাহা হইলে সেই দান মধ্যম-কোটির দান বলিয়া পরিগণিত হয়। নিজের ধন ও শক্তি অপেক্ষা অত্যন্ত হীন কোটির যে দান, সেই দান অধম বলিয়া জানিবে। ৪০

দেবি! দানের ফল পাঁচ প্রকার বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। ১। অনন্ত, ২। মহান্ত। সম, ৪। হীন ও ৫। পাপ—এই পাঁচ প্রকার দানের ফল হয়। ৪১

গুণবত্তু তথা হীনং দানং হীনমিতি স্মৃতম্
দানং পাতকমিত্যাহুঃ ষড়্গুণানাং বিপর্যয়ে ॥৪৪
দেবলোকে মহৎ কালমানন্ত্যাদ্যা ফলং বিদুঃ
মহত্তু তথা কালঃ স্বর্গলোকে তু পুজ্যতে ॥ ৪৫
সফল্যং তু তথা দানং মানুষ্যং ভোগদায়কে।
দানং নিষ্ফলমিত্যাহুর্বিহীনং ক্রিয়য়া তুতে ॥ ৪৬
অথবা ম্লেচ্ছদেশেষু তত্র তৎফলদাতরি ব্রজেৎ
নরকং প্রেত্য তির্যক্ত্বং সঙ্কটেষ্বতথানতঃ ॥ ৪৭

উমোবাচ

অতুতত্বাপি দানস্য শুভং ভাক্তে ফলং কথম্ ॥ ৪৮

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

মনসা তত্ত্বতঃ শুদ্ধমানুপূর্ব্যপুরঃসরম্
প্রীত্যা তু সর্বদানানি দত্ত্বা ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯
রহস্যং সর্বদানানামেতদ্ বিদ্ধি শুভেক্ষণে।
অন্যানি বরকার্য্যাণি শৃণু সদ্ভিঃ কৃতানি চ ॥৫০

আরামদেবগোষ্ঠানি সংক্রমাঃ কূল এব চ
পোবাটিক্ত ষ্টাকৃপ্ত সভা শালা চ সর্বশঃ ॥ ৫১
পাদপ্তাধমবৈদ্যেভ্য পানীয়ং সোত্তরাণি চ।
ব্যাধিতানাক্ত ভৈষজ্যমনাথানাক্ত পোষণম্ ॥ ৫২
অনাথদহনস্তাদ্যুতীর্থমার্গবিশোধনম্
বাসনাত্যয়পক্তিশ্চ সর্বেষাক্ত স্বশক্তিতঃ ॥ ৫৩
এতৎ সর্বং সমাসেন বরকার্য্যাণি স্মৃতম্
তৎ কর্তব্যং মনুষ্যেণ স্বশক্ত্যা শ্রদ্ধয়া তুতে ॥ ৫৪
প্রেত্যভাবে লভেৎ পুমান্ নাস্তি তত্র বিচারণা
স্বর্গং লোভাদ্যমালোক্যাৎ বলাৎ সৌখ্যং লভেন্নরঃ ॥ ৫৫
স্বর্গে বা মানুষে বাপি ভৈক্তেস্তৈরাপ্যতে হি সঃ ॥ ৫৬

উমোবাচ।

তপবল্লোকপালেশ বরস্য কতিভেদকঃ
দৃশ্যতে পরিতঃ সদ্ভিস্তৎ ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৫৭

যেহি! ইহাদের যে বিশেষত্ব, তাহা বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। যে ধন ভাগ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, তাহা সুপাত্রে দান করাকে বলে—'দানত্ব' অর্থাৎ সেই দানের ফল অনন্ত—অক্ষয় হইয়া যায়। ৪২

পূর্বোক্ত ষড়্গুণযুক্ত (অধিক একাদশ অধ্যায়ের ১৪১ শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) যে দান, তাহাকেই 'মহান্' বলা হয়। যেমন নিত্যের শ্রদ্ধা হইবে, তদনুসারে যথাযোগ্য দান দেওয়াকে 'সম' বলা হইয়া থাকে। ৪৩

গুণহীন দান 'হীন' বলিয়া কথিত হয়। যদি পূর্বোক্ত (পূর্বাধ্যায়ের ১৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) ছয় গুণের বিপরীত দান করা হয়, তবে তাহাকে 'পাতক' দান বলিয়া মহাভারতে অভিহিত হইবে। ৪৪

দানত্ব অর্থাৎ অনন্তদানাখ্য দানের ফল দেবলোকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভোগ হইতে থাকে বলিয়া মহাত্মারা জানেন। মহৎ দানের ফল হইল—মানুষ স্বর্গলোকে অধিককাল পর্য্যন্ত পূজিত হয়। ৪৫

সফল-দান মনুষ্যলোকের ভোগ প্রদান করে। শুভে! ক্রিয়াহীন দান নিষ্ফল বলিয়া কথিত হয়। ৪৬

অথবা ম্লেচ্ছ দেশসমূহে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ সেখানে হীন-দানের ফল প্রাপ্ত হয়। অসৎদানের দ্বারা পাপ হয় এবং তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য সেই দাতা মৃত্যুর পর নরক বা তির্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৪৭

উমা দেবী বলিলেন,—ভগবন্! অসৎদানেরও কল শুভ ভাবে হইতে পারে? ৪৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে! যে দান শুদ্ধ-হৃদয়ে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে প্রদত্ত হওয়ার জন্য; শুদ্ধ, যাহার মধ্যে কুটিলতার অভাব, যাহা যথাপূর্বক প্রদত্ত হয়, তাহা শুভ ফল প্রদান করে। সকলপ্রকার দানকে প্রসন্নতার সহিত প্রদান করত দাতা শুভফল-ভাগী হয়। ৪৯

শুভলোচনে! ইহাকেই তুমি সমস্ত দানের রহস্য বলিয়া জানিও। এখন সৎপুরুষগণ কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য বরকার্য্য সকলের বর্ণনা শ্রবণ কর। ৫০

উপবন, দেবস্থান, সেতু ও কূপ নির্মাণ করা, গোশালা, পুষ্করিণী, বরশালা, সকলের জন্য পুর, পাদপবিশিষ্টকে বাসস্থান দান, অন্নদান, গোপনকে যান প্রদান, রোগীদের জন্য ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করা, অনাথ বালকশিশুকে পালন-পোষণ করা, অনাথ মৃতব্যক্তিগণের মৃতদেহের দাহাদি সৎকার করা, তীর্থ-মার্গ শোধন করা, নিজের শক্তি অনুসারে সকলের সঙ্কট মোচনের চেষ্টা করা,—এই সমস্তই সংক্ষেপে বরকার্য্য বলিয়া কথিত হয়। শুভে! মনুষ্যের নিজের শক্তি অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্বক এই সব বরকার্য্য করা কর্তব্য। ৫১-৫৪

এই সব করিলে মৃত্যুর পর মানুষের পুণ্য লাভ হয়, ইহাতে বিচার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। সেই বরকার্য্যকারী

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

সৃষ্টিধর্মশ্চ বহুধা সৃষ্টিরাচার উচ্যতে। ৫৮
দেবধর্মাশ্চ মুখ্যস্তু কুলধর্মাস্তথৈব চ
জাতিধর্মাশ্চ বৈ দেবী গণধর্মাশ্চ শোভনে। ৫৯
শরীরকালবৈষম্যাদাপদ্ধর্মশ্চ মুচ্যতে

এতদ্ ধর্মশ্চ নানাত্বং ক্রিয়তে লোকযাত্রিতিঃ। ৬০
তৎকারণসমাযোগে লভতে কুর্যন্ ফলং নরঃ। ৬১
শ্রৌতঃ স্মার্তস্তু যত্নাদ্যঃ প্রকৃতো ধর্ম উচ্যতে
ইতি তে কথিতং দেবি ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি। ৬২

ইত্যাধিকঃ ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ।

যাহার জন্ম, সৌভাগ্য, আরোগ্য, ধন ও সুখ প্রাপ্ত হয়। সেই মানুষ ধর্মলোকেই থাকুক বা মনুষ্যলোকেই থাকুক, সেই সেই পুণ্যফলে ভুক্ত হইয়া যায়। ৫৫-৫৬

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! লোকপালদের! ধর্মের কত প্রকার ভেদ আছে? সৎপুরুষগণ সজ্জনিকে তাহার কত প্রকার ভেদ নিরীক্ষণ করে? ইহা আমাকে বলুন। ৫৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—সৃষ্টি-কথিত ধর্ম অনেক প্রকার। সেই পুরুষগণের আচার ধর্মই সকলের অভীষ্ট হয়। শোভনে! যেন ধর্ম, কুলধর্ম, জাতিধর্ম ও গণধর্ম সৃষ্টীভোচর হয়। ৫৮-৫৯

শরীরকালের বৈষম্যবশতঃ আপদ্ধর্ম কথিত হয়। এই ধর্মসকল নানাপ্রকার ক্রিয়মাণ হইয়া লোকযাত্রার নির্বাহ করিয়া থাকে। ৬০

কারণের সংযোগ হইলে পরই কথাচরণকারী মানুষ সেই ধর্মের ফল প্রাপ্ত হয়। ৬১

ধর্মসকলের মধ্যে যাহা শ্রৌত (বেদকথিত) এবং স্মার্ত (স্মৃতিশাস্ত্রকথিত) ধর্ম, তাহাই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই আমি তোমাকে ধর্মের কথা বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ৬২

অধিক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিকঃ ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ।

[প্রাণিনাং শুভাশুভগতিনির্দ্ধারকলক্ষণানাং বর্ণনম্, মৃত্যোর্বিবিধভেদকথনম্, মনুষ্যাণাং-মৃত্যোশ্চতুর্বিধভেদ-নিরূপণম্, কর্ত্তব্যপালনপূর্ব্বকদেহত্যাগেন মহাফললাভ-কথনম্, কাম-ক্রোধাদিভির্দেহত্যাগেন নরকপ্রাপ্তেরুল্লেখশ্চ।]

উমোবাচ

মানুষেষেব জীবেষু গতিবিজ্ঞায়তে ন বা
যথা শুভগতির্জীবন্ নাসৌ ত্বশুভাগতিঃ
এতন্মিচ্ছামহং শ্রোতুং তন্মে শংসিতুমর্হসি। ১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শৃণুষ্বে তে প্রবক্ষ্যামি জীবিতং বিদ্যতে যথা
দ্বিবিধাঃ প্রাণিনো লোকে দৈবাসুরসমাশ্রিতাঃ। ২

মনসা কর্মণা বাচা প্রতিকূলা ভবন্তি যে
তানুপায়ানুপায়ান্ বিদ্ধি মর্ত্যান্তে নরকালয়াঃ। ৩

হিংস্রাশ্চৌর্য্যাদ্ধৃতাশ্চ পরদারাভিমর্ষকাঃ।
নীচকর্মরতা যে চ শৌচমঙ্গলবর্জিতাঃ। ৪

শুচিবিদ্বেষিণঃ পাপা লোকচারিত্রদূষকাঃ
এবংযুক্তসমাচারাঃ জীবন্তো নরকালয়াঃ। ৫

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! প্রাণিগণের জীবন যেরূপ হয়, তাহাই আমি তোমাকে বলিব। সংসারে দুই প্রকার প্রাণী দেখা যায়,—এক—দৈবতাপ্রাপ্তি, দুই—আসুরভাবাশ্রিত। ২

যে সব মানুষ মনে মনে, বাক্যে ও ক্রিয়ার দ্বারা সদা সকলের প্রতিকূলই আচরণ করে, তাহাদের সকলকে 'আসুর' বলিয়া জানিও। এই মনুষ্যগণকে নরকে বাস করিতে হয়। ৩

যাহারা হিংস্র, চোর, ধৃত, পরস্ত্রীগামী, নীচকর্মপরায়ণ, শৌচ ও মঙ্গলাচারবিহীন, পবিত্রতার দ্বেষপরায়ণ, পাপী এবং সকল লোকের চরিত্রের উপর কলঙ্কারোপকারী, এরূপ আচার-বিশিষ্ট মনুষ্যগণ জীবিত অবস্থাতেই নরকে পতিত হয়। ৪-৫

লোকোদ্বেগকরাশ্চাত্তে পশবশ্চ সরীসৃপাঃ
বৃক্ষাঃ কণ্টকিনো গুল্মাস্তৃণান্যপি বিদ্ধি তানৃষান্ । ৬
অপরান্ দেবপক্ষাংস্তু শৃণু দেবি সমাহিতা । ৭
মনোবাক্কর্মভির্নিত্যমনুকূলা ভবন্তি যে
তানৃষানমরান্ বিদ্ধি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ । ৮
শৌচাচারপরা ধীরাঃ পরার্থান্ ন হরন্তি যে
যে সমাঃ সর্বভূতেষু তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ । ৯
বাগ্মিকাঃ শৌচসম্পন্নাঃ শুদ্ধা মধুরবাদিনঃ ।
নাক্ষাধাং মনসেচ্ছন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ । ১০
দত্ত্বা অপি যে কেচিদ্ যাচিতাঃ প্রীতিপূর্বকম্
দদত্যেব চ যৎ কিঞ্চিৎ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ । ১১
আস্তিকা মঙ্গলপরাঃ সততং বৃদ্ধসেবিনঃ ।
পুণ্যকীর্তিপরা নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ । ১২
নির্মমা নিরহঙ্কারাঃ সাধুক্রোশাঃ স্ববন্ধুষু ।
দীনানুকম্পিনো নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ । ১৩

লোকসকলকে উদ্বিগ্নকারী যে সব পশু, সর্প বিহঙ্গ প্রভৃতি জন্তু, কণ্টক ও কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ আছে, তাহারা সকলে পূর্বজন্মে আসুর স্বভাবেরই মানুষ ছিল বলিয়া জানিবে । ৬

দেবি ! এখন তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া অন্য দেবপক্ষীয় অর্থাৎ দৈবী স্বভাব-বিশিষ্ট মনুষ্যগণের পরিচয় শ্রবণ কর । যাহারা মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা সকলের আনুকূল্য করে, এরূপ মনুষ্যগণকে ঋষি (দেবতা) বলিয়া জানিও । তাহারা স্বর্গে গমন করে । ৭-৮

যাহারা শৌচ ও সরলতাসম্পন্ন, ধীর, যাহারা অপরের ধন অপহরণ করে না এবং সকল প্রাণীর প্রতিই সমানভাববিশিষ্ট, সেই সব মানুষ স্বর্গগামী হয় । ৯

যাহারা বাগ্মিক, শৌচাচারসম্পন্ন, শুদ্ধ, মধুরভাষী এবং কখনও মনে মনেও অন্যের ক্ষতির ইচ্ছা পোষণ করে না, সেই মানুষেরা স্বর্গে গমন করে । ১০

যাহারা যদিও কোনও যাচক কিছু প্রার্থনা করিলে প্রসন্নতার সহিত কিছু না কিছু প্রদান করে, সেই সব মানুষেরাও স্বর্গগামী হয় । ১১

যাহারা আস্তিক, মঙ্গলপরায়ণ, সতত বৃদ্ধগণের সেবা করে এবং প্রতিদিন পুণ্যকর্মে রত থাকে, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গে গমন করে । ১২

স্বজনদিগের প্রতি সরলব্যবহার, দীন ও দুঃখীদিগের প্রতি অনুকম্পা, গুরুশুশ্রূষাপরতা, দেব-ব্রাহ্মণপূজকতা । ১৩
কৃতজ্ঞাঃ কৃতবিদ্যাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ । ১৪
জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা জিতমানমদাস্তথা
লোভ-মাৎসর্যহীনা যে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ।১৫
শক্ত্যা চাভ্যবপদ্যন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ । ১৭
ত্রপিণো দানশীলাশ্চ দয়শীলাশ্চ মানবাঃ
গুরবো মৃদবো নিত্যাঃ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ । ১৮
ঔদ্ধিকেন তু বৃত্তেন পারক্যমনুরুন্ধতে
এবংবিধা নরা লোকে জীবন্তঃ স্বর্গগামিনঃ । ১৯
যদন্নশ্চ শুভা লোকে প্রজানুগ্রহকারি চ ।
পশবশ্চৈব বৃক্ষাশ্চ প্রজানাং হিতকারিণঃ । ২০
তানৃষান্ দেবপক্ষাণীতি বিদ্ধি শুভাননে । ২১
শুভাশুভময়ং লোকে সর্বং স্থাবর-জঙ্গমম্ ।
দৈবং শুভবিধি প্রাপ্তবানুষং চাশুভং বিদুঃ । ২২

যাহারা মমতা ও অহংবুদ্ধি, ঔর বহুবর্ষের প্রতি অনুরাগ পরায়ণ এবং সদা লৌ-পুত্রের উপর কৃপাপ্রকাশকারী, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে গমন করে । ১৩

যাহারা অপরের দুঃখ দেখিলেই নিজের দুঃখের সমান মনে করে, গুরুজনদের সেবায় নিরত থাকে, দেবতা ব্রত ব্রাহ্মণদের পূজা করে, কৃতজ্ঞ এবং বিদ্বান্, সেই সব মানুষ স্বর্গগামী হয় । ১৪-১৫

যাহারা জিতেন্দ্রিয়, ক্রোধকে জয় করিয়াছে, মান ও মদকে পরাভূত করিয়াছে এবং লোভ ও মাৎসর্যহীন, সেই সব মানুষ স্বর্গে গমন করে । যাহারা শক্তি অনুসারে পরোপকারে নিরত থাকে, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গগামী হয় । ১৬-১৭

যাহারা লজ্জাশীল, দানশীল, দয়াশীল, সরল ও সদা কোমলভাব-পূর্ণ ব্যবহারকারী, সেই মানুষেরা স্বর্গভাগী হয় ।১৮

ইহলোকের আচারের দ্বারা পরলোকে প্রাপ্য শুভ অনুমান করা যায় । যাহারা জগতে এরূপ ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, সেই সব মানুষ স্বর্গগামী হয় । ১৯

জগতে আরও যে অন্নপ্রকার শুভ ও প্রজাদের প্রতি অনুগ্রহকারক কর্ম আছে, তাহাও স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন । শুভাননে ! প্রজাগণের হিতকারী যে সব পশু ও বৃক্ষ আছে, তাহাদের সকলকে দেবপক্ষীয় বলিয়া জানিও । ২০-২১

জগতে যে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম আছে, তাহা শুভাশুভময় । দৈব শুভবিধি প্রাপ্তবানুষ চাশুভ বিদুঃ । ২২

উমোবাচ

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিৎ কালধর্মমুপস্থিতাঃ
প্রাণমোক্ষং কথং কৃত্বা পরত্র হিতমাপ্নুয়ুঃ ।২৩

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু দেবি সমাহিতা ।
যিথিনা মরণং লোকে শুভাশুভ বহুশ্রুতম্ । ২৪

তত্রোঃ শুভাশুভে নাণাঃ বহুশঃ করণোদ্ভবম্
এতদ্বোঽনুত্তমোপেতং বিধানঃ শৃণু শোভনে । ২৫

কল্যাণলাভশীলস্য বহুজ্ঞং যিথিঃ স্মৃতম্
বহুজ্ঞং নাম মরণমাত্মত্যাগো মুমূর্ষতা । ২৬

তত্রাকল্যাণশীলস্য জরা ব্যাধিশ্চ কারণম্
মহাপ্রস্থানগমনং তথা প্রায়োপবেশনম্ । ২৭

জলাগ্নিগহনৈশ্চৈব অগ্নিচিত্যাপ্রবেশনম্
এবং চতুর্বিধঃ প্রোক্ত আত্মত্যাগো মুমূর্ষতাম্ । ২৮

এতদ্যো ক্রমযোগেন বিধানঃ শৃণু শোভনে । ২৯

অবর্ষমুক্তঃ শারীর্য্যাং চিরমুঢ়ত্বা বিধানতঃ ।
তত্রানুজ্ঞাং সম্প্রাপ্য বৃদ্ধো বা ব্যাধিতোঽপি বা । ৩০

ধর্মচিন্তা অবৈকল্যাঃ সর্বানেবানুযাজ্য চ
সর্বং বিহায় বন্ধুংশ্চ কর্তব্যা ভরণং তথা ।৩১

দানানি বিধিবৎ কৃত্বা ধর্মকার্য্যার্থমাত্মনঃ
অনুজ্ঞাপ্য জনা সর্বং যাচ্ঞা মধুরয়া ক্রমন্ । ৩২

অতঃ বস্ত্রমাক্রান্ত বধ্বা ওং কৃশরজ্জুনা
উপস্পৃশ্য প্রতিজ্ঞায় ব্যবসায়পুরঃসরম্ । ৩৩

পরিত্যজ্য ততো গ্রামং বর্ষং বূর্য্যাদ্ যথেচ্ছিতম্ ।৩৪

মহাপ্রস্থানমিত্যেতৎ প্রতিষ্ঠেতোত্তরাং দিশম্ । ৩৫

কৃত্বা তাবন্নিরাহারো যাবৎ প্রাণবিমোক্ষণম্ ।
চেষ্টাহানৌ পতিষ্যামি তথনা প্রাণমুৎসৃজে ।৩৬

এবং পুণ্যকৃতাঃ লোকানলান্ প্রতিপদ্যতে । ৩৭

প্রায়োপবেশনং চেত্যেতৎ ত্বেনৈব বিধিনা নরঃ ।
দেশে পুণ্যতমে শ্রেষ্ঠে নিরাহারস্তু সংবিশেৎ । ৩৮

ভগবতে সমস্ত প্রাণিসমূহের শুভ ও অশুভময় স্থিতে। ইহাদের মধ্যে যারা শুভ, তারা দেব এবং যারা অশুভ, তারা আসুর বলিয়া কথিত হয়। ২২

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! যে সকল মানুষ কালধর্ম অর্থাৎ মৃত্যুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা কিভাবে নিজেদের প্রাণত্যাগ করিবে, যাহাতে পরলোকে তাহাদের কল্যাণলাভ হইতে পারে ? ২৩

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! আমি আনন্দের সহিত তোমার নিকটে এই বিষয় বর্ণনা করিব, তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া শ্রবণ কর। ভগতে মৃত্যু দুই প্রকার, এক—স্বাভাবিক, অন্য—ঘটনাযা। ২৪

দেবি! এই উভয়ের মধ্যে যারা স্বাভাবিক মৃত্যু, তারা অটল, ইহাতে কোনও বাধা নাই। কিন্তু যারা ঘটনাযা মৃত্যু, তারা নানা উপায়ে সম্ভব হয়। শোভনে! এই উভয় মৃত্যুরই যারা বিধান আছে, তারা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ২৫

যারা ঘটনাযা মৃত্যু, তারা সবর্থ ও অসবর্থ শরীরের সহিত সমস্ত প্রাণীর দুই প্রকার বলিয়া কথিত হয়। মরিবার ইচ্ছায় জানিয়া শুনিয়া নিজের যে ত্যাগ, তাহাই ঘটনাযা মৃত্যু। ২৬

যে মানুষ অসবর্থ শরীরের শুভ অর্থাৎ বার্দ্ধক্য বা রোগের কারণে অসবর্থ হইয়া গিয়াছে, তাহার দেহ ত্যাগের কারণ হইল চারি প্রকার—মহাপ্রস্থানে গমন, আহারে উপবাস, জলে নিমজ্জন অথবা চিতায় অগ্নিতে প্রবেশ। মরিতে ইচ্ছুক মনুষ্যগণের এইভাবে চারি প্রকার দেহত্যাগ কথিত হইয়াছে। ২৭-২৮

যে শোভনে! এখন ক্রমশঃ তাহাদের বিধি শ্রবণ কর। মানুষ বর্ষমুক্ত শরীরে অনেক দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিধি অনুসারে পালন করত তাহা হইতে শুশ্রূষক হইয়া বৃদ্ধ অথবা রোগগ্রস্ত হইলে পর নিজের দুর্বলতা দেখাইয়া সকল লোকের নিকট হইতে পূর্বত্যাগের অনুমতি গ্রহণ করত সমস্ত বন্ধু-বান্ধব ও কর্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া নিজের মৃত্যুসংস্কারের জন্য বিধি অনুসারে ধন করিবার পর মধুর বাক্যের দ্বারা সকল মানুষের নিকট হইতে আজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক নূতন বস্ত্র ধারণ করত উহাকে কুশ-নির্মিত রজ্জুতে বদ্ধ করিবে। তারপর পূর্বাহ্নে দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রাম বর্ষ পরিত্যাগ করত ইচ্ছানুসারে কার্য করিবে। ২৯-৩৪

যদি মহাপ্রস্থানের ইচ্ছা হয়, তবে নিরাহার থাকিয়া যতক্ষণ না প্রাণত্যাগ হয়, ততক্ষণ উত্তর দিক অভিমুখে নিরন্তর গমন করিতে থাকিবে। যখন শরীর নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইবে, তখনই সেখানে শয়ন করত সেই পরমেশ্বরে মন নিবিষ্ট করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এরূপ করিলে সে পুণ্যাত্মাগণের নির্মল লোকসমূহ প্রাপ্ত হইবে। ৩৫-৩৭

আপ্রাণাত্তু শুচির্ভূত্বা কুর্যাদ্ দানং যথাবিধি: ।
ধন্যং স্বর্গ্যমায়ুষ্যং প্রাণানাং যৎ সনাতনম্ ॥ ৩৯
এবং কলেবরং ত্যক্ত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৪০
অগ্নিপ্রবেশনং চেচ্ছেৎ তেনৈব বিধিনা শুচে ।
কৃত্বা কাষ্ঠময়ীং চিতাং পুণ্যক্ষেত্রে নদীষু বা ॥ ৪১
বৈখসেভ্যো নমস্কৃত্বা কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্
কৃত্বা শুচির্যথাবিত্তো স্মরন্ নারায়ণং হরিম্ ॥ ৪২
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্বা প্রবিশেদগ্নিসান্নিধম্ ॥ ৪৩
সোঽপি লোকান্ যথান্যায়ং প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৪৪
জলাবগাহনং চেচ্ছেৎ তেনৈব বিধিনা শুচে
ধ্যায়ে পুণ্যতমে তীর্থে নিমজ্জেৎ সুকৃতাং স্মরন্ ॥ ৪৫
সোঽপি পুণ্যাত্মনাং লোকান্ নিঃসংশয়ং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪৬
ভীষ্ম: ফলাগমান্ যজ্ঞানাং: শৃণু ভরত: ॥ ৪৭

রক্ষার্থং ক্ষত্রিয়স্যেষ্ট: প্রজাপালনকারণাৎ ॥ ৪৮
যোধানাং তর্পণার্থং তু তুর্যং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ৪৯
সোমাজ্ঞার্থং সর্বেষাং প্রাণত্যাগো বিধীয়তে ॥ ৫০
স্বরাজ্যরক্ষণার্থং বা কুনৃপৈ: পীড়িতা: প্রজা:
মোক্ষমাস্থায় তে প্রাণান্ যুদ্ধার্থে যথাবিধি ॥ ৫১
পুনঃসন্ধো ব্যবস্থিত: সম্প্রবিষ্ণোরাত্মন: ॥ ৫২
এবং রাজা মৃত: সদ্য: স্বর্গলোকে মহীয়তে
তাদৃশী পুনরুর্বীশ ক্ষত্রিয়স্য বিশেষত: ॥ ৫৩
গুরোর্বা তর্পণার্থং তু তর্পণস্যানুশাসিনে
ধর্মযুদ্ধে তু সাধারণ্যাত্প্রাণাবরোপেক্ষতা ॥ ৫৪
স্বামার্থং সদ্যতাজেৎ প্রাণান্ পুণ্যাল্লোকান্ স গচ্ছতি
স্ত্রীষ্বতীঃ পুরুষবৈশেষ্যং নাস্তি বিচারণা ॥ ৫৫
এবং যোদ্ধারার্থং বা স্বীনার্থং বা ত্যজেৎ তনুম্ ॥ ৫৬

যদি মানুষ প্রায়োপবেশন (আমরণ উপবাস) করিতে ইচ্ছা করে, তবে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে গৃহ ত্যাগ করিয়া পরম পবিত্র স্থানে গিয়া বাস করিয়া উপবেশন করিবে। ৩৮

যতক্ষণ না প্রাণবায়ু বাহির হইয়া নিজের দেহ অচলভাবে স্থান করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে থাকিবে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে—ইহাই সনাতন ধর্ম। ৩৯

তখন এইভাবে সদ্গতি লাভ করিয়া মানুষ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি মানুষ অগ্নিতে প্রবেশ করিতে বাসনা করে, তবে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে গৃহ ত্যাগ করিয়া কোনও পুণ্য ক্ষেত্রে অথবা নদীর তীরে কাষ্ঠের দ্বারা চিতা সজ্জিত করিবে তারপর দেবতাগণকে নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করত শুচি এবং দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া শ্রীনারায়ণ হরিকে স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করত সেই প্রজ্বলিত চিতাগ্নিতে প্রবেশ করিবে। ৪০-৪৩

এরূপ মানুষও যথাযথভাবে উক্ত কার্য করিয়া পুণ্যকর্মকারী মহাত্মাগণের লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়। ৪৪

যদি কেহ জলে প্রবেশ করিতে বাসনা করে, তবে এই বিধি অনুসারেই কোনও বিখ্যাত পবিত্রতম তীর্থে পুণ্য চিন্তা করিতে করিতে নিমজ্জিত হইবে। এরূপ মানুষও যথাযথভাবে পুণ্যতম লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়। ৪৫-৪৬

ইহার পর সমর্থ পরীক্ষাকারী মানুষের আত্মত্যাগের তাত্ত্বিক বিধি বলিতেছি, প্রবণ কর ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নীতি-কুশল ব্যক্তিগণের রক্ষা ও পরিত্রাণের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ অতীব মহিমা ঘোষিত হয়। যোদ্ধাদের জন্যই স্বয়ং ও পরিবারের জন্য অথবা স্বামীর জন্য হউক জন্য, রমণীগণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা নাই এবং সকল মানুষেরই যোগ্য ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ নিজ প্রাণ ত্যাগ করা কর্তব্য—ইহা শাস্ত্রের বিধান। ৪১-৫০

রাজা নিজের রাজ্যরক্ষার জন্য, অথবা দুষ্ট মহাপরিবর্তন কর্তৃক পীড়িত প্রজাগণকে সবই হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিধি অনুসারে যুদ্ধেতে অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে। ৫১

যে রাজা কখনোও কখনও মনে যুদ্ধ নিশ্চয় করিয়া যুদ্ধে প্রবেশ পূর্বক পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সেই রাজা তৎক্ষণাৎ স্বর্গলোকে সন্মানিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সকলের পক্ষে এক বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এরূপ উত্তমগতি আর দ্বিতীয় নাই। ৫২-৫৩

যে স্ত্রী স্বামীর অথবা গুরু অথবা গুরুর গুরুর জন্য স্বামীর জন্য কার্যকালে উপস্থিত হইলে পর নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করত তাহার কার্যে সহায়তা করে এবং স্বামীর জন্য প্রাণ ত্যাগ করে, সে যেরূপলোক পক্ষে পুরুষই হউক। পুণ্যলোকসমূহে গমন করে এ বিষয়ে কোন কিছু বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। ৫৪-৫৫

এইভাবে যে ব্যক্তি গো, ব্রাহ্মণ ও নীতি-কুশলী মহাজনদের রক্ষার জন্য দেহ ত্যাগ করে, সে-ও স্বাধর্ম অবলম্বন করায়

সোঽপি পুণ্যবতাং লোকানাত্মসংস্থেন কর্মণা ।৫৭
ইত্যেতদ্ভবতা প্রোক্তং যথা পঞ্চত্বমাগতঃ । ৫৮
কাষাৎ ক্রোধাদ্ভয়াদ্বা যদি বা হেতু সম্ভবেৎ তত্র
সোঽনন্তরং নরকং যাতি আত্মহত্বৃষ্কৃতাধমঃ । ৫৯
যত্তাবৎ মরণং নাম ন তু চাত্মেচ্ছয়া ভবেৎ
যথা মৃত্যুমবং কার্যং তন্মে ব্রূহি যথাবিধি । ৬০
তত্রাপি মরণং তাবন্মৃত্যুস্থানাদ্ বিশিষ্যতে
তুল্যে সাংসর্গিকে দেহে নরস্য বিনিশিতঃ । ৬১
নির্জীবং বৃদ্ধুরাং সন্তো বাসসা তু কলেবরম্

বালাগ্নিভৈরলঙ্কৃত্য সুবর্ণেন চ ভাবিনি । ৬২
শ্মশানে দক্ষিণে দেশে চিতায়ো প্রক্ষিপেত্তমু ।
অথবা নিক্ষিপেদ্ ভূমৌ শরীরং জীববর্জিতম্ । ৬৩
দিবা চ শুক্লপক্ষস্ত উত্তরায়ণমেব চ ।
মৃদুর্মুণাং প্রশস্যানি বিপরীতাং তু গর্হিতম্ । ৬৪
ঔষধৈঃ চাষ্টকাশ্রাদ্ধৈঃ বহ্নির্দগ্ধস্তি কৃতম্ ।
আপ্যায়নং মৃতানাং তৎ পরলোকে ভবেদ্ধ্রুবম্ । ৬৫
এতৎ সর্বং ময়া প্রোক্তং মানুষাণাং মিতং বচঃ । ৬৬

ইত্যাদিকঃ ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ

পুণ্যলোকভাগী হয়। এইরূপে প্রাণত্যাগবিষয়ে এই সব পথ আমি তোমাকে বলিলাম। ৫৬-৫৮

যদি কেহ ভয়, ক্রোধ অথবা ভ্রমে শরীর ত্যাগ করে, তবে তাহা আত্মহত্যা হওয়ায় অনন্ত নরকে গমন করে। ৫৯

স্বাভাবিক মৃত্যু তাহাকে বলে, যাহা নিজের ইচ্ছায় হয় না, অথচ হইয়া থাকে। স্বাভাবিক ভাবে মৃত মনুষ্যগণের জন্য যাহা কর্তব্য, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৬০

কেহলেও সে মরণ যা ত্যাগ হয়, তাহা কোনও মৃত্যুর দেহ-ত্যাগ অপেক্ষা প্রশস্ত মৃত্যুস্থানের স্থিত মানুষের দেহকে তুলনে (বাটীর উপরে) ভস্মাইয়া দেওয়া উচিত এবং যখন প্রাণ নির্গত হইয়া যাইবে, তখন তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর নূতন বস্ত্রের দ্বারা

অধিক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিকঃ চতুর্দশঃ অধ্যায়ঃ।

[মোক্ষবর্ণন শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনম্, মোক্ষসাধক-জ্ঞানপ্রাপ্তেরুপায়কথনম্, মোক্ষপ্রাপ্তৌ বৈরাগ্যস্য প্রাধান্যবর্ণনঞ্চ।]

দেবদেব নমস্তেঽস্তু কালসূদন শঙ্কর ।
লোকেষু বিবিধা বর্ণাস্ত্বৎপ্রসাদাদ্গতা শ্রুতাঃ।
বিশিষ্টাঃ সর্ববর্ণেভ্যঃ শাশ্বতং ব্রূহি বাচম্ । ১

নারদ উবাচ

এবং পৃষ্টস্তদা দেবঃ। মহাদেবঃ পিনাকধৃক্ ।

প্রোবাচ মধুরং বাক্যং সূক্ষ্মমর্থান্বিতসংগ্রিতম্ ।২

ঈশ্বরেশ্বর উবাচ।

ভারতত্ব মহাভাগে শ্রোতুকামসি নিশ্চয়ম্।
এতদেব বিশিষ্টং তে যৎ ত্বং পৃচ্ছসি মাং প্রিয়ে । ৩

আবৃত করিয়া দিবে। তাহার পর ভাবিনি! তাহার সেই শবদেহকে রাজা, গন্ধ ও সুবর্ণের দ্বারা অলঙ্কৃত করত শ্মশানভূমির দক্ষিণ দিকে চিতাতে অথবা ভূমিতে শব শরীরকে স্থাপন করিবে। অথবা নিষ্প্রাণ দেহকে ভূমিতে শব করিয়া উহার মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ৬১-৬৩

দিন, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ—এই তিনটি কাল মৃদুর্মুণগণের পক্ষে উত্তম। ইহার বিপরীত রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন নিন্দিত। ৬৪

যজ্ঞকার্য্য পুরুষগণের দ্বারা কৃত ঔষধাদি এবং অষ্টকাশ্রাদ্ধ পরলোকে মৃত মনুষ্যগণকে তৃপ্তি করে ও তদ্রূপ হয়। এই আমি তোমাকে মনুষ্যগণের হিতকারক সকল কথা বলিলাম। ৬৫-৬৬

অধিক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিক চতুর্দশ অধ্যায়।

[মোক্ষবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, মোক্ষসাধক জ্ঞান-প্রাপ্তির উপায় কথন এবং মোক্ষপ্রাপ্তিতে বৈরাগ্যের প্রাধান্য বর্ণন।]

ঈশ্বরেশ্বর নমস্কার হউক হে কালসূদন শঙ্কর! আপনাকে নমস্কার। আপনার কৃপায় আমি ও নরপ্রভৃতি বর্ণ শুনিয়াছি। এখন এই কথা বলুন যে, সমস্ত বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সনাতন, অক্ষয় ও অবিনাশী বর্ণ কি? ১

নারদ বলিলেন,—দেবী পার্বতী কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে পর পিনাকধারী মহাদেব পূর্ব অধ্যায়োক্তানুরূপ মধুর বাক্যে এই কথা বলিলেন। ২

ঈশ্বরেশ্বর বলিলেন,— মহাভাগে! তুমি ভারতবর্ষের নিশ্চিত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ। প্রিয়ে! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা তোমার বিশিষ্ট গুণ। ৩

সর্বত্র বিহিতো ধর্মঃ স্বর্গলোকফলাশ্রিতঃ।
বহ্বায়াসস্তু মহতো নেহাস্তি বিফলা ক্রিয়া ॥ ৪
যস্মিন্ যস্মিংস্তু বিষয়ে যো যো যাতি বিনিশ্চয়ম্
তং তমেবাভিজানাতি নান্যং ধর্মং কুতশ্চিত্তে ॥ ৫
শৃণু দেবি সমাসেন মোক্ষদ্বারমনুত্তমম্।
এতদ্ধি সর্বধর্মাণাং বিশিষ্টং ত্তমমব্যয়ম্ ॥ ৬
নাস্তি মোক্ষাৎ পরং দেবি নাস্তি মোক্ষাৎ পরা গতিঃ।
সুখমাত্যন্তিকং শ্রেষ্ঠমিত্যুক্তং তত্ত্ব বিদ্বুঃ ॥ ৭
নাত্র দেবি ভয়া মৃত্যুঃ শোকো বা দুঃখমেব বা
অনুত্তমমচিন্ত্যঞ্চ তদ্ দেবি পরমং সুখম্ ॥ ৮
জ্ঞানানামুত্তমং জ্ঞানং মোক্ষজ্ঞানং বিদুর্বুধাঃ
ঋষিভির্দেবসঙ্ঘৈশ্চ প্রোচ্যতে পরমং পদম্ ॥ ৯
নিত্যমক্ষরমক্ষোভ্যমজেয়ং শাশ্বতং শিবম্
বিদন্তি তৎপরং প্রাজ্ঞাঃ স্থণ্ডিলীয়া দুরাসদৈঃ ॥ ১০
দুঃখাদিস্ত দুরন্তস্তু সংসারোঽয়ং প্রকীর্তিতঃ।
মোক্ষব্যাধিহরাদ্যৈর্যৈরুপনিষদি চ সংযুতঃ ॥ ১১
যথা জ্যোতির্গণা ব্যোম্নি নিবর্তন্তে পুনঃ পুনঃ।

এবং জীবা ইমং লোকে নিবর্তন্তে পুনঃ পুনঃ ॥ ১২
তস্য মোক্ষস্য মার্গোঽয়ং জ্ঞেয়স্তু শুভলক্ষণে ॥ ১৩
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তং সংসারো যঃ প্রকীর্তিতঃ।
সংসারে প্রাণিনঃ সর্বে নিবর্তন্তে যথা পুনঃ ॥ ১৪
তত্র সংসারচক্রস্থ মোক্ষো জ্ঞানেন দৃশ্যতে
অব্যাখ্যাতমবিজ্ঞানং জ্ঞানমিত্যভিধীয়তে ॥ ১৫
জ্ঞানস্য গুরুপোষণমাচারঃ জ্ঞানিনস্তথা
যথাবৎ সম্প্রবক্ষ্যামি তং মে কমলা; শৃণু ॥ ১৬
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ভূত্বা পুত্রং সুতে স্থিতঃ
আত্মন্যং সর্বতঃ প্রাপ্য ততস্তান্ সন্ত্যজেদ্ গৃহান্ ॥ ১৭
ততঃ সন্ত্যজ্য সংশ্রিত্য নিশ্চিন্তো বনমাশ্রয়েৎ ॥ ১৮
বনে গুরুং সমাসাদ্য দীক্ষিতো বিধিপূর্বকম্
দীক্ষাং প্রাপ্য যথান্যায়ং বসেত্তু পরিপালয়েৎ ॥ ১৯
গৃহীত্বাদ্যাপ্যথায়াংস্তু মোক্ষজ্ঞানমনিন্দিত:
দ্বিরভ্যস্য পুনরোঙ্কারং সাংখ্যং যোগমিতি স্মৃতি: ॥ ২০
পঞ্চবিংশতিবিজ্ঞানং সাংখ্যমিত্যভিধীয়তে।
ঐশ্বর্যং যোগসাঙ্গস্য যোগসাধ্যস্য নির্ণয়ঃ ॥ ২১

সর্বত্র স্বর্গলোকফলী ফলের আশ্রয়ভূত ধর্মের বিধান করা হইয়াছে। ধর্মের বহু যাগ-উপায়-সাধন। এবং উহার কোনও ক্রিয়া এ জগতে নিষ্ফল হয় না। ৪

তত্ত্বচিন্তিতে। যে যে ব্যক্তি যে যে বিষয়ে নিশ্চয় প্রাপ্ত হয়, সেই সেই ব্যক্তি তত্তৎ বিষয়েরই মর্ম বলিয়া মনে করে, অন্য কিছুকেই নহে। ৫

দেবি! এখন তুমি সংক্ষেপে পরম উত্তম মোক্ষদ্বারের বর্ণনা শ্রবণ কর। ইহা সমস্ত ধর্মের মধ্যে উত্তম, শুভ এবং অবিনাশী। ৬

দেবি! মোক্ষ হইতে উত্তম আর-কিছু নাই এবং মোক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও গতি নাই। জ্ঞানী পুরুষগণ মোক্ষকে অবিযুক্ত, শ্রেষ্ঠ এবং আত্যন্তিক সুখ বলিয়া মনে করেন। ৭

দেবি! ইহাতে ভয়া মৃত্যু, শোক অথবা দুঃখ নাই। ইহা সর্বোত্তম অচিন্তনীয় পরম সুখ। ৮

বিদ্বান্ পুরুষগণ মোক্ষজ্ঞানকেই সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে উত্তম বলিয়া জানেন। ঋষি ও দেবসঙ্ঘগণ ইহাকে পরমপদ বলেন। ৯

নিত্য, অবিনাশী, অক্ষোভ্য, অজেয়, শাশ্বত ও শিবস্বরূপ এই মোক্ষপদ দেবতা এবং অসুরগণেরও দুষ্প্রাপ্য। জ্ঞানী পুরুষেরাই ইহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। ১০

এই জগৎ সংসার আধি ও আধ্যে দুঃখময় বলিয়া কথিত হয়। ইহা শোক, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু হইতে মুক্ত। ১১

যেরূপ আকাশে নক্ষত্রগণ যাহাদের উদিত হয় ও নিয়ত অর্থাৎ অস্তমিত হয়, সেইরূপ এই জীবগণ মর্ত্যলোকে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। শুভলক্ষণে! সেই মোক্ষের পথ এখন শ্রবণ কর। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্থাবর বৃক্ষ পর্যন্ত যাহা সংসার বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাতে সমস্ত প্রাণী বারম্বার প্রত্যাবর্তন করে। ১২-১৪

সেস্থানে সংসারচক্রের মোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা পরিলক্ষিত হয়। অব্যাখ্যাতস্বরূপ উত্তমরূপে জানাকেই 'জ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রিয়ে! সেই জ্ঞানের গ্রহণ করিবার যে উপায় এবং জ্ঞানীর যে আচার, তাহা আমি যথাযথভাবে বর্ণনা করিব। তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ১৫-১৬

ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় প্রথমে পুত্রে বাসিয়াই সর্বপ্রকার ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করত শেষে সেই পুত্র পরিত্যাগ করিবে। এইভাবে সাধিয়া আত্মন্য ত্যাগ করত যে বনকে আশ্রয় করিবে। বনমধ্যে গুরুর অন্বেষণ করিয়া বিধি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিবে এবং দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যথোচিত রীতিতে নিজের সময়টুকু পালন করিয়া যাইবে। তদনন্তর গুরুর নিকট হইতে মোক্ষজ্ঞান গ্রহণ করিবে এবং অনিন্দনীয় আচারপরায়ণ হইবে। মোক্ষতত্ত্ব দুই

উত্তরোত্তরতো জ্ঞানং সূক্ষ্মত্বাচ্চাভিধীয়তে। ১৭
নাক্তালো নাপ্যকাষ্ঠাহ্নী নাপ্যহোরাত্রসংবিধঃ।
নাসাধ্যযোগো নাক্লেশঃ শুক্লস্য স্নেহপূর্বকম্। ১৮
সমঃ শীতোষ্ণবাতাদৌ বিবর্জয়ে স বৈ মুনিঃ। ১৯
অবৃত্তঃ ক্ষুৎপিপাসাভ্যামুদ্বিজেভ্যো বিবর্জয়েৎ
তাপ্তেৎ সত্ত্বস্থান্ প্রযত্নেন সদা ধ্যানপরো ভবেৎ। ২০
কুণ্ডিকা চমসং পিপ্পলং ছত্রং যষ্টির্যুগান্তরে।
চৈলমিত্যেব নৈত্যেষু স্থাপয়েৎ স্থানমাত্মনঃ। ২১
ওরোঃ পৃথ্বী সমুদ্ভিজ্যেচ্ছয়া তস্য সাবিত্যে
নৈবাবিজ্ঞাপ্য ওত্তাত্মবন্ধুকর্মাণি ত্রজেৎ। ২২
দ্বিরহ্নি স্নানসন্ধ্যে চ সন্ধ্যায়োরভিষেচনম্
এককালাশনং চান্ত্র বিধিবৎ ব্রাহ্মণস্য তু। ২৩
ভৈক্ষ্য সর্বত্র সুদ্ধ্যেৎ সত্ত্বস্থে নিত্যং
কারণে চাপি সম্প্রাপ্তে ন কুপ্যেত্ত কদাচন। ২৪

ব্রহ্মচর্য্যং বনে বাস: শৌচমিন্দ্রিয়সংযম:
দয়া চ সর্বভূতেষু তস্য বর্ষ: সনাতনম্। ২৫
বিমুক্ত: সর্বপাপেভ্যো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়:।
আত্মযুক্ত: পরাং বুদ্ধিং লভতে পাপনাশিনীম্। ৩০
দয়া ভাবং ন কুরুতে সর্বভূতেষু পাপকম্।
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা। ৩১
অনির্দ্বারোঽনমস্কারো নির্দ্বন্দ্বো বীতসংশয়:।
বীতশোকভয়াবাধ: পদং প্রাপ্যোত্তমুত্তমম্। ৩২
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
সম: শত্রৌ চ মিত্রে চ নির্বাণমধিগচ্ছতি। ৩৩
এবংযুক্তসমাচারস্তৎপরোঽব্যাত্মচিন্তক:
জ্ঞানাত্মাসেন তেনৈব প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্। ৩৪
অনুদ্বিগ্নমতির্ভোক্তাত্মিন্ সংসারমণ্ডলে।
শোকব্যাধিভয়ান্নাভ্যৈর্বিধাবং নোপলভ্যতে। ৩৫

প্রভাত—এক সাংখ্যমাত্র, দ্বিতীয় যোগসাধ্য ইহাই শাস্ত্রের বাণী। ১৭-১৮

পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানকে সাংখ্য বলা হয়। অগ্নিষ্টোম আদি ঐষধ এবং দেবতাগণের সমান ফল—ইহা যোগশাস্ত্রের নির্দেশ। এই উভয় জ্ঞানের মধ্যে কোনও এক জ্ঞানকে স্থিরভাবে গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ করিবে। যা অসম্ভব, বা দেহের বল ধারণ করিয়া, বা এক বর্ষ পর্যন্ত গুরু-দেবার নিরত থাকিয়া, বা মাথা বা যোগ এই উভয়ের মধ্যে কোন একটি অনুষ্ঠান করিয়া এবং বা ভক্তিভাজীভাবে শ্রীগুরুর শ্রেষ্ঠপুরুষ উপদেশ শ্রবণ করিবে। অর্থাৎ এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানের সাংখ্য বা যোগের উপদেশ শ্রীগুরুর নিকট হইতে শ্রবণ করিলে তাহা গুরুতত্ত্ব হইয়া স্থির থাকিবে, অনুষ্ঠান সমস্ত উপদেশের নিষ্ফল হইবে। ২১-২৯

যিনি সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহ সহ্য করেন, তিনিই মুনি। ক্ষুধা ও পিপাসায় অভিভূত হইবে না, উদ্বিগ্ন ভোগসমূহ হইতেও যত্নকে নিবৃত্ত করিবে, সন্ন্যাসবিধি প্রতিপালন করিবে এবং সর্বদা ধ্যানপরায়ণ হইবে। কুণ্ডিকা, চমস (হাতা), পিপ্পা, ছাতা, দণ্ড, চর্মপাদুকা ও বস্ত্র এই বস্তুসমূহের মধ্যেও নিজের স্থাবিত্ব স্থাপিত করিবে না। শ্রীগুরুর দয়া ভাগের পূর্ব্বেই সন্ধ্যা ভাগ করিয়া উচিত হইবে এবং ওঁহার পশ্চাতে স্নান করিবে। স্ত্রীকে (শ্রীগুরুকে) নিবেদন না করিয়া কোনও আবশ্যক কার্য্যের ভক্তও কোথাও যাইবে না। প্রতিদিন দিনে দুই বার দুই সন্ধ্যার সময় স্নান করা বহুদল স্নান করিবে। ভাহার ভক্ত ১১ ঘণ্টার মধ্যে একবার একসময়ে ভোজনের বিধান আছে। পুরাকালে যতিগণ এরূপ নিয়মই পালন করিয়াছেন। ২০-২৭

সন্ন্যাস ভিক্ষু গ্রহণ করিবে, রাত্রিতে সর্বদা পরমাত্মার চিন্তা করিবে এবং ভোগের কারণ হইলেও দূষিত হইবে না। ২৮

ব্রহ্মচর্য্য, বনবাস, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম, এবং সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়া ঈহা সন্ন্যাসীর সনাতন ধর্ম। ২৯

যে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবিচ্ছিন্নভাবে পালন করিবে, ইন্দ্রিয়গিকে সংযত রাখিবে এবং পরমাত্মচিন্তনে রত থাকিবে ঈহার দ্বারা তাহার পাপনাশিনী শ্রেষ্ঠা বুদ্ধি লাভ হইবে। ৩০

যখন মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কোনও প্রাণীর প্রতি পাপভাব না করেন, তখন সেই যতি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। নিষ্ক্রিয়তাশূন্য, অবহারহিত, ব্যথাতীত ও যাবতীয়বন্ধন যতি শোক, ভয় ও বাধারহিত হইয়া সর্বোত্তম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। যাঁহার দৃষ্টিতে নিন্দা ও স্তুতি সমান, যিনি মৌন থাকেন, যদৃচ্ছায় তিনি, প্রভুর ও শত্রু যে সমান ধীমাংই বোধ করে এবং যাহার শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমান ভাব আছে, সে-ই নির্বাণ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। ৩১-৩৩

এরূপ আচারপরায়ণ, দয়া তৎপর এবং অন্যান্য চিন্তনশীল যতি সেই জ্ঞানাত্মজ্ঞানের দ্বারা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৪

তস্মাদুদ্বেজনকরং মনোঽপ্রত্যপনং তথা
জ্ঞাত্বা তে সম্প্রযচ্ছ্যামি অমৃতমমৃত ইহ বৈ । ৩৬
শোকস্থানসহস্রাণি হর্ষস্থানশতানি চ ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ । ৩৭
নষ্টে মনে বা দারে বা পুত্রে পিতরি বা মৃতে
অহো দুঃখমিতি ধ্যায়ন্ শোকসা পদমাব্রজেৎ । ৩৮
অবোধ্য সন্তাতেষু যে গুণাজ্ঞান ন চিন্তয়ন্তে ।
জ্ঞানবাত্তিরমাবসা শোকবন্ধঃ প্রমুচ্যতি । ৩৯
সম্প্রযোগাদবিনিত্য বিপ্রযোগাং প্রিয়সা চ
মানুষা মানসৈদুঃখৈঃ সংযুজ্যন্তেঽল্পবুদ্ধয়ঃ । ৪০
মৃত্যুং বা যদি বা নাশং যোঽকীর্তমনুশোচতি
সন্তাপেন চ মূঢ়াত্মা তেনাঃ ন বিমুচ্যতে । ৪১
উৎপদ্যন্তে মানুষে মর্ত্যকৃতি মানবম্
বিবিধাস্তাপযন্তীহ দুঃখানি চ সুখানি চ । ৪২
অন্যোন্যেনাভিতপ্তো মার্গো যন্তেনমন্তিসংবেৎ ।

সুখং প্রাপ্য ন সাজ্ঞ্যেয় দুঃখং প্রাপ্য সাজ্ঞয়েৎ । ৪৩
যোঽযথনী ভবেৎ তত্র যত্র স্নেহঃ প্রবর্ত্ততে
অনিষ্টেনাহিতঃ সঙ্গো যথা ক্ষিপ্রং বিমুচ্যতে । ৪৪
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ
সমেতা চ ব্যপেয়াতাং তদ্বত জ্ঞাতিসমাগমঃ । ৪৪৫
অনর্থনাশাপত্তিতাঃ পুনশ্চাগমনং মতাঃ
স্নেহস্তত্র ন কর্ত্তব্যো বিপ্রযোগো হি ধ্রুবঃ । ৪৪৬
দৃষ্টিপুষ্পপ্রহারাশ্চ শরীর বনসঞ্জ্ঞকঃ
ঐশ্বর্যং যস্তুতা চেতি ন মুহ্যেত তত্র পণ্ডিতঃ । ৪৭
সুখমেকান্ততো নাস্তি শক্রত্বাপি ত্রিবিষ্টপে
কুতাপি সুখমব্যং দুঃখং সুখসমন্বিতম্ ভবেৎ । ৪৮
ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখম্ ।
সুখমানন্তরং দুঃখং দুঃখমানন্তরং সুখম্ । ৪৯
অন্যান্যা বিচেষ্টাঃ সর্বে পত্তব্যাস্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তক জীবিতম্ । ৫০

এই সনাতনধর্মে যে প্রাণীর বৃদ্ধি উদ্বেগ-দুখা, সে শোক, ব্যাধি ও বার্দ্ধক্যের দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া নিত্যসুখ লাভ করে। সেইজন্য সনাতন হইতে বৈরাগ্য উৎপন্নকারী ও মনকে স্থিরভাবে তাপিতকারী জ্ঞানের উপদেশ তোমাকে করিব, কারণ, অমৃতের (মোক্ষের) মূল কারণ একমাত্র 'জ্ঞান' । ৩১-৩৩

শোকে সহস্র স্থান আছে এবং ভয়েরও শত স্থান আছে। যাহারা মূর্খ মানুষের উপর প্রতিদিন নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করে, বিদ্বান্ পুরুষের উপর নহে । ৩৭

ধন নষ্ট হইয়া যাইলে কিংবা স্ত্রী, পুত্র বা পিতার মৃত্যু হইলে, 'অহো' আমার উপর অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে এরূপ চিন্তা করিতে করিতে মানুষ শোকের স্থানে উপনীত হয় । ৩৮

কোনও দ্রব্য নষ্ট হইয়া যাইলে পর তাহার যে সব গুণ জানা আছে, তাহাদের চিন্তা করিবে না। সেই সব গুণের অনাদরকারী মানুষের শোকের বন্ধন নষ্ট হইয়া যায় । ৩৯

অপ্রিয় বস্তুর সংযোগ এবং প্রিয় বস্তুর বিয়োগ প্রাপ্ত হইলে পর অল্পবুদ্ধি মানুষ মানসিক দুঃখসমূহের দ্বারা সংযুক্ত হয় । ৪০

যে ব্যক্তি মৃত মানুষ বা নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করে, সেই ব্যক্তি কেবল সন্তাপেরই ভাগী হইয়া থাকে। তাহার দুঃখ আর নিষ্কৃত হয় না। মরণ-যোনিতে উৎপন্ন মানুষের নিকট গর্ভাবস্থা হইতেই নানাপ্রকার দুঃখ এবং সুখ আসিতে থাকে । ৪১-৪২

সেই উভয়ের মধ্যে যদি কোনও একটি মার্গ তাহারও প্রাপ্তি হয়, তবে সেই মানুষ সুখ প্রাপ্ত হইয়া কবে উল্লসিত হইবে না এবং দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া মানসিক চিন্তায় অভিভূত হইবে না । ৪৩

যেখানে আসক্তি হইতে থাকিবে, সেখানে যোগসঙ্গী হইবে। সেই বস্তুকে অনিষ্ট দৃষ্টিতে দর্শন করিবে, যাহাতে তাহার বিষয়ে সত্বরই বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় । ৪৪

যেরূপ মহাসাগরে দুইটি কাষ্ঠ একত্রে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া পরস্পর মিলিত হয় এবং মিলিত হইয়া পুনরায় তাহারা পৃথক্ হইয়া যায়, সেইরূপে জ্ঞাতিসমেতের মিলন হইয়া থাকে । ৪৫

সকল মানুষই অন্যত্র স্থান হইতে আসিয়া থাকে এবং পুনরায় অন্যত্র স্থানেই চলিয়া যায়। অতএব তাহাদের প্রতি আসক্তিমূলক স্নেহ করা উচিত নয়, কারণ, তাহাদের সহিত বিয়োগ সুনিশ্চিত । ৪৬

দৃষ্টিরূপ পুষ্প, স্ত্রী, পত্নীরূপ বনলতা, ঐশ্বর্য ও স্বত্বতা—এই সবের প্রতি বিদ্বান্ মানুষের আসক্ত হওয়া উচিত নয়। স্বর্গে বিদ্যমান দেবতাও উদ্বেগের কেবল দুঃখ হইতে সুখই লাভ হয় না। সেখানেও অত্যন্ত অধিক দুঃখ ভোগ হয় এবং সুখ অল্পই লাভ হয় । ৪৭-৪৮

তাহারও সর্বদা দুঃখ লাভ হয় না এবং সর্বদা কেহ সুখ লাভও করিতে পারে না। দুঃখের পর দুঃখ এবং সুখের পর সুখ লাভ হইয়া থাকে । ৪৯

উদ্ভ্রান্ত বিপিপাতাংশ্চ দৃষ্ট্বা প্রত্যক্ষতঃ স্বয়ম্
অনিত্যামসুখাং চেতি ব্যবস্যেৎ সর্বমেব চ ॥ ৫১

অর্থানামার্জনে দুঃখমর্জিতানাং তু রক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থা দুঃখভাজনম্ ॥ ৫২

অর্থবন্তং নরং নিত্যং শঙ্কন্তিষ্ঠন্তি শত্রবঃ।
রাজা চোরশ্চ দায়াদা দুষ্কৃতানি তথা ৫৩ ॥ ৫৩

অর্থমেবমনর্থানাং মূলমিত্যবধারয়ন্।
ন জ্বরার্তঃ প্রবাধন্তে নরমর্থবিবর্জিতম্ ॥ ৫৪

অর্থপ্রাপ্তির্যথা দুঃখমজ্ঞিতস্য পরা সুখম্।
উপভোক্তব্যে চার্থানাং দুঃখং হি নিয়তং তথৈব ॥ ৫৫

ধনলোভেন দুষ্প্রাপ্তা ন তৃপ্তিরুপলভ্যতে।
লব্ধাশ্রয়ো বিবর্ধেত সমিদ্ধ ইব পাবকঃ ॥ ৫৬

জিত্বাপি পৃথিবীং কৃৎস্নাং ভুক্ত্বা সাগরমেখলাম্
সাগরাধার পুনঃ পারং ভোক্তুমিচ্ছত্যসংশয়ম্ ॥ ৫৭

অলং পরিগ্রহেণেহ দোষবান্ হি পরিগ্রহঃ।
কোপকারঃ কৃষির্যেষা বর্ধতে হি পরিগ্রহাৎ ॥ ৫৮

একোঽপি পৃথিবীং কৃৎস্নাং হন্তুমেকক্ষত্রাং প্রশাস্তি চ।
একশিষ্যেণ রাষ্ট্রেণ তু স চাপি নিবসেন্নৃপঃ ॥ ৫৯

তস্মিন্ রাষ্ট্রেঽপি নগরমেকমেবাধিতিষ্ঠতি
নগরেঽপি গৃহা হৈকং তবৈং তস্য নিবেশনম্ ॥ ৬০

এক এব প্রবিষ্টঃ স্যাদাবাসমুদ্গৃহেষ্বপি চ
আবাসে শয়নং হৈকং নিশি যত্র প্রলীয়তে ॥ ৬১

শয়নস্যার্ধমেবাস্য স্ত্রিয়াশ্চার্ধং বিধীয়তে।
তদপ্যেন প্রসঙ্গেন অপ্রৈবৈতে মৃতাস্তে ॥ ৬২

সর্বং মমেতি সম্মূঢ়ো বলং পঙ্ক্তি বালিশঃ
এবং সর্বোপযুক্তেষু বস্তুষসা প্রয়োজনম্ ॥ ৬৩

তণ্ডুলপ্রস্থমাত্রেণ যাত্রা স্যাৎ সর্বদেহিনাম্
তস্মাৎ ভূয়স্তরো ভোগো দুঃখায় তপনায় চ ॥ ৬৪

নাস্তি তৃষ্ণাসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্।
সর্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৬৫

সমস্ত সংগ্রহেরই অন্ত বিনাশ, সকল উন্নতিরই অন্ত পতন, সংযোগের অন্ত বিয়োগ এবং জীবনের অন্ত মৃত্যু। উত্থান ও পতন বরাবর প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া ইহা নিশ্চয় করিবে যে, এ সংসারের সব কিছুই অনিত্য ও দুঃখময়। ৫১-৫১

অর্থের অর্জনে উপার্জনে দুঃখ ভোগ হয়, উপার্জিত অর্থ সমূহের রক্ষা বিষয়েও দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। ধনের নাশ ও ব্যয়েও দুঃখ হয়। এইরূপ দুঃখভাজন ধনকে সতত ধিক্কার। ৫২

ধনবান্ ব্যক্তিরই উপর সকলে সর্বদাই লক্ষ্য আঘাত করে—রাজা, চোর, উত্তরাধিকারী ভ্রাতাদি, অন্যান্য শত্রুগণ এবং ঋণ। প্রিয়ে! এইভাবে তুমি অর্থকে সব অনর্থের মূল বলিয়াই জানিবে। ধনহীন ব্যক্তিকে অনর্থ যাহা দিতে পারে না। ৫৩-৫৪

ধনের প্রাপ্তি অভিলষিত দুঃখদায়ক এবং অভিলষিত (বিবর্ধিত)-ই নিশ্চয় সুখ; কারণ, যখন যে-ও উপার্জন আসে, তখন নিশ্চয়ই অভিলষিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ৫৫

ধনের লোভের দ্বারা তৃষ্ণার কখনও নিবৃত্তি হয় না। তৃষ্ণা বা লোভের আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে সে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাহারা বৃদ্ধিই হইতে থাকে। ৫৬

চারি সমুদ্র যাহার মেখলা, সেই সম্পূর্ণা পৃথিবীকে জয় করিয়া যাহার নষ্ট হয় না। সে পুনরায় সমুদ্রের পরপার স্থিত দেশসমূহও জয় করিবার ইচ্ছা করে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৭

পরিগ্রহের (সংগ্রহের) দ্বারা এ সংসারে কোনও লাভ হয় না, কারণ, পরিগ্রহ যাবতীয়ে পূর্ণ থাকে কৃষি। যেমনের কীট পরিগ্রহের দ্বারাই বর্ধনপ্রাপ্ত হয়। ৫৮

যে রাজা একাকীই সমগ্র পৃথিবীকে একচ্ছত্র শাসন করে সেই রাজ্যেও কোনও একটি রাজ্যে বাস করে আবার সেই রাজ্যের কোনও এক নগরেই রাজা অবস্থান করে। সেই নগরের কোনও এক গৃহেই তাহার বিশ্রামস্থান থাকে। ৫৯-৬০

সেই গৃহের তাহার জন্য একটি মাত্র কক্ষই নির্দিষ্ট থাকে। আবার সেই কক্ষের তাহার জন্য একটি মাত্র শয্যা থাকে, যাহাতে রাজা রাত্রিকালে শয়ন করে। ৬১

সেই শয্যার মধ্যের অর্ধ ভাগ তাহার, আর অপর অর্ধভাগ রাণীর ব্যবহারে স্থির থাকে। এই প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, সেই রাজা অতি অল্প ভাগই নিজে উপভোগ করিতে পায়। তথাপি সেই অতিশয় মূঢ় ও অজ্ঞান রাজা সমস্ত দৃশ্যমণ্ডলকে নিজের বলিয়াই মনে করে এবং সকলে নিজের বশ প্রদর্শন করে। এই ভাবে সমস্ত বস্তুসমূহের উপভোগবিষয়ে তাহার অতি অল্প বস্তুর প্রয়োজন হয়। প্রতিদিন এক প্রস্থ (এক সের) তণ্ডুলের দ্বারাই সমস্ত দেহধারী মনুষ্যদের প্রাণযাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে। তাহার অধিক ভোগ দুঃখ এবং সন্তাপের কারণ হয়। ৬২-৬৪

তৃষ্ণার সমান দুঃখ নাই, ত্যাগের সমান সুখ নাই। সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মভূয়ের জন্য প্রস্তুত হইবে। ৬৫

যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্যতি জীর্যতঃ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ ৬৭

অনাদ্যন্তৌ যদা কামাবাত্মা লোকশ্চ শাশ্বতঃ।
আত্মনাবিষ্টপন্থাস্ত্বং কামাদ্যিং কথং যাস্যসি ॥ ৬৮

ইন্দ্রিয়ার্থেন সম্মোহাৎ সহস্রাকৃতলক্ষণম্।
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৬৯

নালমেকস্য পর্যাপ্তমিতি পঞ্চন্ন বুধ্যতে ॥ ৭০

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥ ৭১

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু নৈব বীরো নিষেবতে।
মনোবৃত্তীর্ন সংযমা নিত্যমাত্মনি যোজয়েৎ ॥ ৭২

ইন্দ্রিয়াণাং বিনর্দেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সন্নিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৩

যদ্যদাত্মনি যুক্তানামৈশ্বর্যং যোঽধিগচ্ছতি।
ন চ পাপেন তানর্থৈঃ সংযুজ্যেত বিচক্ষণঃ ॥ ৭৪

অপ্রমত্তঃ সদা যুঞ্জন্নিন্দ্রিয়াণি বিচক্ষণঃ।
অবাপ্নোতীহ তেষাণ্তু ক্ষয়ং নৈবোপলভ্যতে হি ॥ ৭৫

ত্বমি কামমহঞ্চিত্ত্বা মোহসম্ভবসম্ভবঃ।
অজ্ঞানাদ্ভূমুলস্ত্বং বিদিতঃ সাদরিষ্যসে ॥ ৭৬

লোভলোভময়স্ত্বন্তঃ পুত্র দুষ্কৃতকারণম্।
আত্মানমাবিষ্টপন্থানং শ্লোকপূজো ততঃকৃতঃ ॥ ৭৭

নানাযন্ত্রপত্রাঢ্যঃ প্রমাদাং পরিবর্ধিতঃ।
মহতীভিঃ পিপাসাভিঃ সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৭৮

সংরোহতাকৃতপ্রজ্ঞো পাপঃ কামময়ঃ ॥ ৭৯

নৈব তোষমিতো মূঢ়ো যা ছিন্নস্তে পুনঃ ॥ ৮০

কৃচ্ছ্রাপায়েষ্বনির্তোষ্ণ স্নিগ্ধায়েষু কৃতেষু চ
দুঃখার্তিষু দুরন্তেষু কামমোক্ষেষু কা রতিঃ ॥ ৮১

দুষ্কার সমান কোনও দুঃখ নাই, তাদের সমান কোনও সুখ নাই। সমস্ত কামনাকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। ৬৫

বৃদ্ধাও মরণশূন্যের পক্ষে মানুষকে ত্যাগ করা কঠিন, মানুষ বৃদ্ধ হইলেও তাহার অন্তরে ভিন্ন ভাবে তখনও থাকে বুদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত অর্থাৎ জীর্ণ হয় না এবং যাহা প্রাণনাশক রোগ বলিয়া অভিহিত হইয়া হয়, সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিলেই সুখ লাভ হইয়া থাকে। ৬৬

ভোগের তৃষ্ণা কখনও বিষয়সমূহের উপভোগের দ্বারা শান্ত হয় না, যজ্ঞ ঘৃতের দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য সেই তৃষ্ণা বিষয়-ভোগের দ্বারা পুনরায় আরও অধিক বর্দ্ধিত হইয়া যায়। ৬৭

বিদ্বান মানুষ ভোগসমূহ প্রাপ্ত না হইলেই শোক পরিত্যাগ করে। আত্মানন্দী মুক্তগণ তীব্রবেগে প্রজ্বলিত ও আকর্ষণকারী অগ্নি হইতে উদ্ভূত কামনারূপ অগ্নি পূর্ণ ঘৃতকুম্ভ বিষয়সমূহের দ্বারা বোধিত করিয়া রক্ষা করে। ৬৮-৬৯

এই পৃথিবীতে যে সমস্ত ধান্য, যব, স্বর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, সেই সব মিলিত হইয়াও এক পুরুষের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় না। এরূপ দর্শনকারী বা জ্ঞানবান্ মানুষ তখনও ক্ষোভপ্রাপ্ত হয় না। ৭০

এ জগতে যে কামসুখ ও পরলোকে যে দিব্য মহান্ সুখ—এই উভয় মিলিত হইয়াও তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোলভাগের এক ভাগের সমান হইতে পারে না। ৭১

কীর বীর মানুষ নিজেকে ইন্দ্রিয়গণকে ব্যবহার করিতে দেয় না। মনের বৃত্তিসমূহকে তাহাদিগকে সংযত করিয়া সর্বদা পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত করিবে। ইন্দ্রিয়গণকে যথেচ্ছ ভাবে পরিচালিত করিতে দিলে নিশ্চয়ই দোষপ্রাপ্তি হয় এবং তাহাদের সংযত করিয়া রাখিলে মানুষ সিদ্ধি লাভ করে। যে ব্যক্তি পরমাত্মচিন্তনে নিজের মন সংযত করিয়া ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব স্থাপিত করিতে পারে, সেই বিদ্বান ব্যক্তি পাপ ও অনর্থসমূহে লুব্ধ হয় না। ৭২-৭৩

যখন মানুষ সদা সাবধানে ব্যক্তিগত নিজের ইন্দ্রিয়গণকে রক্ষা করিবে, তখন ঐশ্বর্যের রক্ষা না করিলে সে মানুষ সমস্ত নরকে পতিত হয়। ৭৪

যে কামময় বৃক্ষ, যাহা মোহসম্ভবরূপী বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই কামময় বিস্তীর্ণ বৃক্ষ ভূমণ্ডলেশের অবস্থিত আছে। অজ্ঞানই ইহার আদি মূল। সত্যের তত্ত্ব করিবার ইচ্ছাই তাহার ফলসেচনকারী। লোভ ও লোভ তাহার বিশাল স্কন্ধ পূর্বকৃত পাপই তাহার নায়কাগ্র। আশা-প্রবাহই তাহারই শাখা-প্রশাখা। তীব্র শোক পুষ্প এবং তা অসুর। নানাপ্রকার সন্তাপ তাহার পত্র। ইহা প্রমোদের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। অতিশয় তীব্র পিপাসা যা তৃষ্ণাই সদা বহিয়া সেই কামবৃক্ষকে সর্বদিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। অজ্ঞানমূলকেই এই কামময় বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে

ইন্দ্রিয়েষু চ জীর্যৎসু ছিদ্যমানে তথাঽঽয়ুষি
পুরস্তাচ্চ ক্ষিতে মৃত্যৌ কিং সুখং পরতঃ স্মৃতম্ ॥ ৮১
ব্যাধিভিঃ পীড্যমানস্য নিত্যং শারীর-মানসৈঃ
নরস্যাকৃতকৃত্যস্য কিং সুখং মরণে সতি ॥ ৮৩
সঞ্চিন্বতোঽন্নমেবার্থং কামানামবিতৃপ্তকম্
ব্যাঘ্র: পশুমিবাদায় মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥ ৮৪
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ সততং সমভিদ্রুতঃ
সংসারে পচ্যমানশ্চ ন গ্লায়ত্যাত্মবিদ্ভবম্ ॥ ৮৫

উমোবাচ

কেনোপায়েন মর্ত্যানাং নিবর্ত্তেত ভয়ান্নৃকৌ
ব্যাধয়শ্চ তথৈবান্যে মহাদেবাঽভিকৃন্তি মা চিরম্ ॥ ৮৬
তপসা বা সুমহতা কর্মণা বা শ্রুতেন বা
রসায়নপ্রয়োগৈর্বা কেনাঽতোঽহি ভয়ান্নৃকৌ ॥ ৮৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

নৈবমস্তি মহাভাগে ভয়ান্মৃত্যুর্নিবর্ত্তনম্

ভবানী পুরুষের মধ্যে উহা অনুচিত হয় না। যদি বা হইয়া থাকে, তবে তাহা পুনরায় চির হইয়া যায়। এই কায় বহুবিধ উপায়সমূহের দ্বারা নাশ, অনিত্য। তাহার জন্ম নিধনান্ত, তাহার আধি ও অন্যান্য দুঃখসমূহ, সুতরাং উহার সঞ্চিত সমস্ত ধনাদি ত্যাগ করিলে কি অনুরাগ হইতে পারে? ॥ ৭৬-৮১

ভক্তে! ইন্দ্রিয়গণ সমূহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আয়ু নষ্ট হইতে চলিয়াছে এবং মৃত্যু সম্মুখে বিদ্যমান— এই সব দেখিয়া সংসারে তাহার সুখের প্রতীতি হইবে? ॥ ৮২

মানুষ সদা শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিসমূহে পীড়িত হয় এবং নিজের অপূর্ণ ইচ্ছা লইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব এ জগতে সুখ আর কি আছে? ॥ ৮৩

মানুষ নিজের ধনাদির পুরণের জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে থাকে এবং কামনাসমূহে সদা অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। তথাপি যেরূপ বনমধ্যে ব্যাঘ্র আসিয়া সহসা কোন পশুকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যু সহসা আসিয়া সেই মানুষকে লইয়া যায়। জন্ম, মৃত্যু ও বার্দ্ধক্য সমস্তই নানামূর্ত্তে সদা আক্রান্ত হইয়া সংসারে মানুষ সদা পাক হইতে থাকে, তথাপি সে পাপ হইতে উদ্বিগ্ন হয় না! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! ॥ ৮৪-৮৫

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! মহত্তপসের বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু কোন্ উপায়ের দ্বারা নিবৃত্ত হয়? যদি উহার কোনও উপায় থাকে, তাহা হইলে উহা আমাকে বলুন, বিলম্ব করিবেন না। ॥ ৮৬

অভিমত বরোর উপলব্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান অথবা রসায়নাদির প্রয়োগ- কোন্ উপায়ের দ্বারা মানুষ জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে? ॥ ৮৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—মহাভাগে! এরূপ কোন বিষয় নাই। তাপিনি! তুমি উহা জানিয়া যে যোক্ষ ব্যতীত অন্যত্র জরা ও মৃত্যুর নিবৃত্তি হয় না। ॥ ৮৮

আত্মার মুক্তি ব্যতীত মানুষ না ধনের দ্বারা, না তাহার দ্বারা এবং না ভোগ দ্বারাই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। ॥ ৮৯

মহৎ অধ্যবসায় ও শত যাজ্ঞের দ্বারা যোক্ষের উৎপত্তি না হইলে জরা এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। ॥ ৯০

ঐশ্বর্য্য, ধন ধান্য, আধিপত্য, তপস্যা ও রসায়নপ্রয়োগ— ইহারা কেহই জরা এবং মৃত্যুকে দূর হইয়া যাইতে পারে না ॥ ৯১

রোগ, ঘোর গন্ধর্ব্ব, বিষ, নাগ ও রাক্ষসগণকে কাল নিজের বশীভূত করে। কেহই কালের অগোচরে থাকিতে পারে না। অতিবাহিত দিন, রাত্র ও রাত্রি পুনরায় ফিরিয়া আসে না। এই জীবাত্মা সেই নিরন্তর চলমান, অটল ও অবিনাশী মৃত্যুকে অবলম্বন করে। সর্পগণের খোলসের ন্যায় অতিক্রান্ত আয়ুঃ দিন আর ফিরিয়া আসে না। দিন ও রাত্রিতে ব্যাধ মনুষ্যগণের আয়ু লইয়া কাল চলিয়া যায়। ॥ ৯২-৯৪

সর্বলোকেষু জানীহি মোক্ষাদন্যত্র ভামিনি। ॥ ৮৮
ন ধনেন ন রাজ্যেন নাপ্রোপ তপসাপি বা
মরুত্বা নাতিবর্ত্তন্তে বিনা মুক্ত্যা কদাচিদপি: ॥ ৮৯
অধ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ
ন তরন্তি জরামৃত্যূ নির্বাণাধিগমাদ্ বিনা ॥ ৯০
ঐশ্বর্য্যং ধনধান্যঞ্চ বিভাগাস্তপস্যা
রসায়নপ্রয়োগাশ্চ ন তরন্তি জরান্তকৌ ॥ ৯১
ঘোরান্ গন্ধর্ব-গন্ধর্ব-বিষনাগোরগ-রাক্ষসান্।
বশগে কুরুতে কালো ন কালস্যাস্তি গোচরঃ ॥ ৯২
ন হ্যহানি নিবর্ত্তন্তে ন মাসা ন পুনঃ ক্ষপাঃ
সোঽয়ং প্রসক্তস্তেঽহোরাত্রৈরুপক্ষয়মুপায়ুষম্ ॥ ৯৩
প্রবর্ত্তে ন নিবর্ত্তেণ স্রোতঃসিদ্ধিরিবাম্ভসি
আয়ুরাদায় মর্ত্যানামহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি ॥ ৯৪
জীবিতং সর্বভূতানামক্ষয়ং ক্ষপয়ন্নিব
অবিচ্ছেদো জন্তুনাঞ্চোতি পুনঃ পুনরুদেতি চ ॥ ৯৫

রাত্র্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামায়ুরল্পতরং তবেৎ
গাধোদকে মৎস্য ইব কিং সুখমত্র কুমারক ॥ ৯৬
মরণং হি শরীরস্য নিশ্চিতং ধ্রুবমেব চ।
ভিত্তিরূপি ক্ষয়ং সর্বং কালসোত্তে বলং পুনঃ ॥ ৯৭
ন স্ত্রিয়েরন্ ন জীর্যেরন্ যদি স্যুঃ সর্বদেহিনঃ।
ন চামিষ্টং প্রযচ্ছেত লোকে বা প্রাণিনাং ক্বচিৎ ॥ ৯৮
অপ্রমত্তঃ প্রমত্তেষু কালো চরতি রিংস্তি।
অপ্রমত্তস্য কালস্য ক্ষয়ং প্রাপ্তো ন মুহ্যতে ॥ ৯৯
যঃ কার্যমদ্য কুর্বীত পূর্বাহ্নে চাপরাহ্ণিকম্।
কোঽপি হ্যু বেদ যদ্রাত্রৌ মৃত্যুনা নাভিযোক্ষ্যতে ॥ ১০০
বর্ষাণ্যিদং করিষ্যামি ইদং গ্রীষ্মে বসন্নহম্।
ইতি বালজনস্যেহ অন্তরায়ং ন বুধ্যতে ॥ ১০১
ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিত্যেবং মনসা নরাঃ।
অসমাপ্তেষু কামেষু মৃত্যুস্তু মনসং প্রতি ॥ ১০২
কালপাশেন বদ্ধানামবশানাং তথাত্মনাম্
কা শ্রদ্ধা প্রাণিনাং মার্গে বিষমে ভ্রমতাং সদা ॥ ১০৩
মৃত্যেব ধর্মশীল ভাবনিমিত্তা হি জীবিতম্।
ফলানামিব পক্কানাং সদা হি পতনাদ্ ভয়ম্ ॥ ১০৪
কিমু তৈর্ভার্যাদৈঃ পুত্রৈর্ভার্যাদৈঃ স্ত্রিয়েরপি
একাকী সর্বমুৎসৃজ্য মৃত্যোস্তু বশমন্বিয়াং ॥ ১০৫
ভারমানাংশ্চ সম্প্রেক্ষ্য স্ত্রিয়মাণাংস্তথৈব চ।
ন সংবেগোঽস্তি চেৎ স্যাদ্ধি কাষ্ঠলোষ্টসমো হি সঃ ॥ ১০৬
বিনাশিনো ধ্রুবস্যেহ জীবিতস্য
কিং বহুভির্মিত্রপরিগ্রহৈর্নঃ।
বিভাব্য যদ্ গচ্ছতি সর্বমেবং
ক্ষণেন গন্তা ন বিলম্বতে চ ॥ ১০৭
এবং চিন্তয়তো নিত্যং সর্বার্থানামনিত্যতাম্
উদ্বেগো ভায়তে তীব্রঃ নির্বাণং পরমস্পৃশঃ ॥ ১০৮

অকস্মাৎ মৃত্যু সমস্ত প্রাণিগণের জীবনে কীল করিতে করিতে অগ্রসর হয় এবং পুনরায় ইহিত হয় ॥ ৯৫

এক এক রাত্রি অতিবাহিত হইলে নর আয়ু অতি অল্প হইয়া যায়। যেরূপ অল্প জলে স্থিত মৎস্য সুখী হইতে পারে না, সেরূপ মানুষ আয়ু ক্ষীণ হইতে থাকে, সেই পরিমিত আয়ুবিশিষ্ট মানুষের সুখানুভবের কি ফল ? ৯৬

শরীরের মৃত্যু নিশ্চিত ও অটল সকল প্রাণীই এখানে কালকবলে থাকিয়া পুনরায় কালের অধীন হইয়া যায় ॥ ৯৭

যদি সমস্ত দেহধারী প্রাণী না মরে এবং না বৃদ্ধাবস্থা হয়, তবে তাহার অনিষ্টপ্রাপ্তির ভয় না ও শোকও হয় না ॥ ৯৮

সমস্ত প্রাণিগণ অসাবধান থাকিলেও কাল সদা সাবধানে থাকে। সেই সাবধান কালের আশ্রয়ে আসিয়া কোনও প্রাণীই রক্ষা পায় না ॥ ৯৯

আগামী কালের করণীয় কার্যকে আজই নিষ্পন্ন করিবে। যে কার্য অপরাহ্ণে কর্তব্য, তাহা পূর্বাহ্ণেই সম্পন্ন করিবে। কোন্ ব্যক্তি সেই স্থানকে জানে, যে স্থানের উপর মৃত্যুর দৃষ্টি পতিত হয় না ? ১০০

অবিবেকী মানুষ এরূপ চিন্তা করে যে আগামী বর্ষাকালে এই কার্য করিব, এই কার্য গ্রীষ্ম বা বসন্তঋতুতে আরম্ভ করিব, কিন্তু উহাতে যে মৃত্যু বিঘ্নরূপ হইয়া বিদ্যমান আছে, তাহার

দিকে সেই মানুষের কোনও ধ্যানই যায়। 'ইহা আমার হইল, ইহা আমার হইবে' এইরূপ মনে মনেই সকল মানুষ কামনা করে, কিন্তু তাহাদের সেই সব কামনা পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহারা মৃত্যুর দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কালপাশের দ্বারা বদ্ধ হইয়া প্রতিদিন জীব হইতে হইতে এবং সদা বিষম পথে ভ্রমণকারী প্রাণিগণের এই জীবনের উপর কি বিশ্বাস আছে ? যুবক বয়সেই মানুষ বৃদ্ধাবস্থা হইবে তারপর, জীবনের কোনও সুদৃঢ় নিশ্চিত নাই। পক্ক ফলসমূহের ন্যায় সদাই তাহাদের পতনের ভয় থাকে ॥ ১০১-১০৪

মনুষ্যের সেই স্ত্রী, পুত্র ও প্রিয় ভোগসমূহের দ্বারাও কি প্রয়োজন আছে, যখন কি সে একাই দিনে সকলকে ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর বশীভূত হইয়া পড়ে ॥ ১০৫

সংসারে অন্যগ্রহণকারী ও স্থিয়মাণ প্রাণিগণকে দেখিবার যদি মানুষের বৈরাগ্য না হয়, তবে সে কেবল নয় কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রের ন্যায় অচেতন ॥ ১০৬

যে বিনাশশীল, যাহার জীবন নিশ্চিত নহে, এরূপ মানুষের বন্ধু ও বিত্তজনের সংগ্রহে কি প্রয়োজন সাধিত হইবে ? তাহা সে ভালরূপে মনোযোগ সহকারে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং যাইয়া আর ফিরিয়া আসিবে না ॥ ১০৭

জ্ঞেয়োজ্ঞেয়েন চালাসা বিমর্শো ভাষতে পুনঃ।
বিমর্শো নাম বৈরাগ্যং সর্বত্রদ্বেষ্য ভাষতে ॥ ১০৯
বৈরাগ্যযোগ পরং প্রাপ্তা লভন্তে মানবাঃ শুভে।
মোক্ষস্যোপনিষদ্ বিদ্যা বৈরাগ্যমিতি নিশ্চিতম্ ॥১১০

এবং তে কথিতা দেবি বৈরাগ্যোৎপাদনং বহু।
এবং সঞ্চিন্ত্য সঞ্চিন্ত্য মুচ্যতে হি মুমুক্ষুভিঃ ॥ ১১১

ইত্যার্ষিকে চতুর্দশঃ অধ্যায়ঃ

এইরূপে যখন যখন পরাবরের অন্বিষ্যতা চিন্তা করিতে করিতে মানুষের সকলই পরম্পর বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, যাহা যোক্ষের কারণ। সেই উদ্বেগ হইতেই তাহার মনে পুনরায় বিমর্শ উৎপন্ন হয়। সমস্ত দ্রব্যেই যে বৈরাগ্য উদ্ভূত হয়, তাহারই নাম বিমর্শ। শুভে! বৈরাগ্যের দ্বারা মানবেরা পরম শান্তি লাভ হয়। বৈরাগ্য মোক্ষের নিকটস্থ ও বিদ্যা নামক, ইহা নিশ্চিতরূপে কথিত হইয়াছে। দেবি! এই আমি তোমাকে বৈরাগ্য উৎপাদনকারী যাহা বলিলাম। মুমুক্ষু মনুষ্যগণ এইরূপে বারংবার বিচার করিলে পর মুক্ত হইয়া যায়। ১০৮-১১১

অর্ষিক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অর্ষিকঃ পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ।

(সাংখ্যজ্ঞানসা প্রতিপাদনা কুর্বতা ভগবতা মহেশ্বরেণাব্যক্তাদিচতুর্বিংশতিতত্ত্বোৎপত্তিপ্রকৃতীনাং বর্ণনম্)

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি যথাবৎ তে শুচিস্মিতে
যত জ্ঞাত্বা ন পুনর্বর্ত্তাঃ সংসারেষু প্রবর্ত্ততে ॥১
জ্ঞানেনৈব বিমুচ্যন্তে সাংখ্যাঃ সাংখ্যানকোবিদাঃ।
শাস্ত্রাণাং তু ভবো ঘোরঃ সাংখ্যং প্রাজ্ঞনিরর্থকম্ ॥ ২
পঞ্চবিংশতিকং জ্ঞানং তেষাং জ্ঞানমিতি স্মৃতম্
মূলপ্রকৃতিরব্যক্তমব্যক্তাজ্জায়তে মহান ॥ ৩
মহতোঽপ্যুদ্ভবত্যুগ্রমহংমাত্রাত্মকম্।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ মহাভূতেভ্য এব তু ॥৪
তেভ্যো ভূতানি পঞ্চভ্যঃ শরীরং বৈ প্রবর্ত্ততে

ইতি ক্ষেত্রস্য সংক্ষেপঃ চতুর্বিংশতিরিষ্যতে ॥৫
পঞ্চবিংশতিরিত্যাহুঃ পুরুষেণেহ সাংখ্যাঃ ॥ ৬
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ
তৈঃ শুভাশুভিলোকাঃ প্রকৃতিস্থাস্তথৈব তৈঃ ॥ ৭
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
বিকারাঃ প্রকৃতেশ্চৈতে ক্ষেত্রমিত্যয়া মনীষিভিঃ ॥ ৮
লক্ষণং চাপি সর্বেষাং বিদ্ধ্যস্যাদিত্ত পুষ্কর।
বিস্তরেণৈব বক্ষ্যামি তস্য ব্যাখ্যামহং শৃণু ॥ ৯
নিত্যমেকমনু ব্যাপি ক্রিয়াহীনমহেতুকম্
অগ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ সর্বৈরেতদব্যক্তলক্ষণম্ ॥১০

অর্ষিক পঞ্চদশ অধ্যায়।

[সাংখ্যজ্ঞানের প্রতিপাদন করিতে করিতে ভগবান্ মহেশ্বর কর্তৃক অব্যক্তাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি প্রকৃতির বর্ণন।]

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, শুচিস্মিতে! এখন আমি তোমার নিকট সাংখ্যজ্ঞানের যথাবৎভাবে বর্ণন করিব, যাহা জানিয়া মানুষ পুনরায় সংসার-বন্ধনে পতিত হয় না। ১

জ্ঞানানুসারে সাংখ্যজ্ঞানীরা জ্ঞানেরই দ্বারা মুক্ত হইয়া যান। সাংখ্যবিদ্গণ তদ্ভিন্ন শাস্ত্রীয় শাস্ত্রকে নিরর্থক বলিয়া পরিহার করেন। ২

পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানই সাংখ্যজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। মূল প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলে, অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। তন্মাত্রা হইতে দশ ইন্দ্রিয় ও এক মনের উদ্ভব হয়। এই সব হইতে পঞ্চভূত উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চভূতের দ্বারা এই শরীরের উৎপত্তি হয়। ইহাই ক্ষেত্রের সংক্ষেপ লক্ষণ। ইহাদিগকেই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমুদায় বলা হয়। ইহাদের সহিত পুরুষকে গণনা করিলে পর সর্বসাকুল্যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হয় বলিয়া সাংখ্যবিদ্গণ বলেন। ৩-৬

সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি প্রকৃতিজাত গুণ। প্রকৃতি এই তিনটি গুণের দ্বারা সকল লোককে সৃষ্টি করে। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সঙ্ঘাত, চেতনা ও ধৃতি—এই সকলকে মনীষী পুরুষগণেরা প্রকৃতির বিকার বলিয়া জানা আবশ্যক ॥৭-৮

এই সবের লক্ষণ এবং আরও যাহা যাহা পৃথক্ পৃথক্ বিষয় আমি বিস্তারে বর্ণনা করিব, তাহার ব্যাখ্যা তুমি শ্রবণ কর ॥ ৯

নিত্য, এক, সর্বব্যাপী সূক্ষ্ম, ব্যাপক, ক্রিয়াহীন, হেতুরহিত এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের অগ্রাহ্য—ইহা অব্যক্তের লক্ষণ। অব্যক্ত,

অব্যক্তং প্রকৃতির্মূলং প্রধানং যোনিরব্যয়ম্।
অব্যক্তস্যৈষ নামানি শব্দৈঃ পর্য্যায়বাচকৈঃ ॥ ১১

তৎ সূক্ষ্মত্বাদনির্দ্দেশ্যং তৎ সদিত্যভিধীয়তে।
তন্মূলকং জগৎ সর্বং তন্মূলা সৃষ্টিরিষ্যতে ॥ ১২

সত্ত্বাদয়ঃ প্রকৃতিজা গুণাস্তান্ প্রব্রবীম্যহম্ ॥ ১৩
সুখং প্রীতিঃ প্রকাশশ্চ ত্রয়স্তে সাত্ত্বিকা গুণাঃ।
রাগ-দ্বেষৌ সুখং দুঃখং তন্ত্রঞ্চ রজসো গুণাঃ ॥ ১৪
অপ্রকাশো ভয়ং মোহস্তন্দ্রী চ তমসো গুণাঃ ॥ ১৫
শ্রদ্ধা প্রবৃত্তী বিজ্ঞানমনসূয়োহথ ধৃতিঃ
সত্ত্বে প্রবৃত্তে বর্ধন্তে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৬
কাম-ক্রোধৌ মদস্তাপো লোভো মোহস্তথা মৃষা
প্রবৃত্তে পরিবর্ধন্তে রজসোত্তমি সর্বশঃ ॥ ১৭
বিষাদঃ সংশয়ো মোহস্তন্দ্রী নিদ্রা ভয়ং তথা।
তমস্যেতানি বর্ধন্তে প্রবৃত্তে হেষণেরুত ॥
এবমন্যোন্যমেতানি বর্ধন্তে চ পুনঃ পুনঃ।
হীয়ন্তে চ তথা নিত্যমভিভূতানি ভূরিশঃ ॥ ১৯

তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং জ্ঞানে মনসি বা
বর্ত্ততে সাত্ত্বিকো ভাব ইত্যুপেক্ষেত তৎতদা ॥ ২০
যদা সন্তাপসংযুক্তং চিত্তমোত্তরতং ভবেৎ
বর্ত্ততে রজ ইত্যেব তদা তদাভিচিন্তয়েৎ ॥ ২১
যদা সম্মোহসংযুক্তং স্যাৎ বিষাদকরং ভবেৎ
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥ ২২
সামান্যং সাত্ত্বিকো ধর্মঃ সমাসাদ্ রাজসো বধম্।
সমাসাৎ তামসঃ কামস্ত্রিবর্গঃ ত্রিগুণাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৩
ব্রহ্মাদিদেবসর্গশ্চ সাত্ত্বিকীতি প্রকীর্ত্যতে
রাজসী মানুষী সৃষ্টিঃ তির্য্যগ্‌যোনিস্তু তামসী ॥ ২৪
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ২৫
দেব-মানুষ-তির্য্যক্ষু যদ্ভূতং সচরাচরম্
আদিপ্রভৃতি সাধুক্তং ব্যাপ্তযোনিভিরেব তৈঃ ॥ ২৬
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি মহাযোনীর্নিবোধত
বিজ্ঞানং বিবেকশ্চ মহতো লক্ষণং ভবেৎ ॥ ২৭

প্রকৃতি, মূল, প্রধান, যোনি ও অবিনাশী—এই সব পর্য্যায়বাচী শব্দের দ্বারা অব্যক্তেরই নাম কথিত হয় ॥ ১০-১১

এই অব্যক্ত অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া অনির্দ্দেশ্য—বাক্যের দ্বারা ইহার কোনও সন্ধান করা যায় না। ইহাকে 'সৎ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। সম্পূর্ণ জগতের মূল এই অব্যক্ত এবং সৃষ্টির মূলও এই অব্যক্ত বলিয়া কথিত হয় ॥ ১২

সত্ত্বাদি যে সব প্রকৃতি-জ গুণ আছে, এখন তৎ সমস্ত বলিতেছি। সুখ, সন্তোষ ও প্রকাশ—এই তিনটি সাত্ত্বিক গুণ। রাগ-দ্বেষ, দুঃখ-সুখ ও উদ্যম—এই সব রাজসিক গুণ ॥ ১৩-১৪

অপ্রকাশ, ভয়, মোহ ও আলস্য—এই সব তামসিক গুণ। শ্রদ্ধা, ধৃতি, বিজ্ঞান, অনসূয়া, দয়া ও ধৈর্য্য—এই সকল ভাব সত্ত্ব-গুণ বর্দ্ধিত হইলে পর বর্দ্ধিত হয় এবং তমোগুণ বর্দ্ধিত হইলে ইহাদের বিপরীত ভাব অর্থাৎ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১৫-১৬

কাম, ক্রোধ, মানসিক সন্তাপ, লোভ, মোহ (আসক্তি) ও মিথ্যাভাষণ—এই সমস্ত দোষ রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে বর্দ্ধিত হয়। বিষাদ, সংশয়, মোহ, আলস্য, নিদ্রা ও ভয়—এই সব দোষ তমোগুণের বৃদ্ধিতে বর্দ্ধিত হয় ॥ ১৭-১৮

এইভাবে এই তিন গুণ বারম্বার পরস্পর বর্দ্ধিত হয় এবং পরস্পর পরস্পরের দ্বারা অভিভূত হইলে পর সদাই ক্ষীণ হইয়া যায় ॥ ১৯

ইহাদের মধ্যে শরীর অথবা মনের দ্বারা যে প্রসন্নতাযুক্ত ভাব হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকভাব বলিয়া জানা করিবে এবং অন্য ভাব-সমূহ উপেক্ষা করিবে। যখন চিত্তে কোন উৎপন্নকারী সন্তাপযুক্ত ভাব জন্মিবে, তখন তাহাকে রজোগুণের প্রকৃতি বলিয়া চিন্তা করিবে ॥ ২০-২১

যখন মোহযুক্ত ও বিষাদ উৎপন্নকারী ভাব অন্তরীণ এবং অজ্ঞাতভাবে উদ্ভূত হইবে, তখন তাহাকে তমোগুণের কার্য্য বলিয়া জানিবে। ধর্ম সাত্ত্বিক, ধন রাজস ও কাম তামস বলিয়া কথিত হয়। এইভাবে ত্রিবর্গে (ধর্ম, অর্থ ও কামে) ক্রমশঃ তিন গুণের স্থিতি সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবতা-গণের যে সৃষ্টি, তাহা সাত্ত্বিকী সৃষ্টি বলিয়া কথিত হয়। মনুষ্য গণের সৃষ্টি রাজসী এবং তির্য্যগ্‌যোনির সৃষ্টি তামসী বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ২২-২৪

সত্ত্বগুণে স্থিত ব্যক্তি ঊর্দ্ধলোকে (স্বর্গাদিতে) গমন করে, রজোগুণী ব্যক্তি মধ্যলোকে (মনুষ্যযোনিতে) অবস্থান করে এবং তমোগুণের কার্য্যরূপ নিদ্রা, প্রমাদ ও আলস্যাদিতে স্থিত তামস পুরুষ অধোগতি—কীট-পশু প্রভৃতি নীচযোনি এবং নরকাদি প্রাপ্ত হয়। দেবতা, মানুষ ও তির্য্যগাদি যোনিতে যে চরাচর প্রাণী আছে, তাহারা আদিকাল হইতেই এই তিন গুণের দ্বারা

মহান্ বুদ্ধির্মতিঃ প্রজ্ঞা নামানি ব্রহ্মতো বিদুঃ।
অহঙ্কারঃ স বিজ্ঞেয়ো লক্ষণেন সমান্বিতঃ ॥ ২৮
অহঙ্কারেণ সৃষ্টানাং সর্গো নানাবিধো ভবেৎ।
অহঙ্কারনিবৃত্তিহি নির্বাণায়োপপদ্যতে ॥২৯
খং বায়ুরগ্নিঃ সলিলা পৃথিবী চেতি পঞ্চমী।
মহাভূতানি সৃষ্টানাং সর্বেষাং প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ৩০
শব্দঃ শ্রোত্রং তথা খানি ত্রয়মাকাশসম্ভবম্।
স্পর্শবৎ প্রাণিনাং চেষ্টা পবনস্য গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১
রূপং পাকোঽগ্নিজো জ্যোতিস্ত্রয়ন্তেজসো গুণাঃ।
রসঃ স্নেহস্তথা জিহ্বা সৈতাস্য সলিলস্য গুণাঃ ॥ ৩২
গন্ধো ঘ্রাণং শরীরঞ্চ পৃথিব্যাস্তে গুণাস্ত্রয়ঃ।
ইতি সর্বগুণা দেবি বিধ্যাত্মা পাঞ্চভৌতিকাঃ ॥ ৩৩
গুণান্ পূর্বস্য পূর্বস্য প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তরাণি তু
তস্মাদ্বৈকগুণাকাশে দৃশ্যন্তে কৃতসংশ্রয়ঃ ॥ ৩৪
উপলভ্যাংস্তু যে গন্ধং কোঽপি জন্তুরনৈপুণাৎ
অপাং গন্ধগুণং প্রাজ্ঞা নেচ্ছন্তি কমলেক্ষণে ॥ ৩৫

তদ্ গন্ধবদপাং নাস্তি পৃথিব্যা এব তদ্ গুণঃ।
তৃষির্গন্ধে রসে স্নেহো জ্যোতিষ্কস্যুষি সাত্ত্বিকম্ ॥ ৩৬
প্রাণাপানাত্মকো বায়ুঃ খেষ্বাকাশঃ শরীরিণাম্।
কেশাস্থিনখদন্তত্বক্‌পাণিপাদশিরাংসি চ ॥
পৃষ্ঠোদরকটিগ্রীবাঃ সর্বং ভূম্যাত্মকং স্মৃতম্ ॥ ৩৭
যৎ কিঞ্চিদপি কায়েঽস্মিন্ বাহ্যদোষসমন্বিতম্।
তৎ সর্বং ভৌতিকং বিদ্ধি দেবৈরেতদ্ব্যধায়িকম্ ॥৩৮
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্ণ-ত্বক্-চক্ষুর্জিহ্বাঘ্র নাসিকা
কর্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণিপায়ো মেঢ্র শুদ্ধতা ॥ ৩৯
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
বুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থান্ জানীয়াদ্ ভূতেভ্যস্তদ্ধি নিঃসৃতান্ ॥ ৪০
বাক্যাং ক্রিয়া গতিঃ প্রীতিরুৎসর্গশ্চেতি পঞ্চধা
কর্মেন্দ্রিয়ার্থান্ জানীয়াৎ তে চ ভূতোদ্ভবা মতাঃ ॥ ৪১
ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্বেষামীশ্বরং মন উচ্যতে।
প্রার্থনালক্ষণা তচ্চ ইন্দ্রিয়ং তু মনঃ স্মৃতম্ ॥ ৪২

সংযুক্ত এবং ব্যাপ্ত আছে। এখন আমি মহৎ আদি তত্ত্বসমূহের লক্ষণ বলিব। বুদ্ধির দ্বারা যে বিবেক ও জ্ঞান হয়, তাহাই পরীক্ষে মহত্তত্ত্বের লক্ষণ ॥২৫-২৭

মহান্, বুদ্ধি, মতি ও প্রজ্ঞা—এই সব মহত্তত্ত্বেরই নাম বলিয়া জানিবে। সংক্ষেপে লক্ষণের দ্বারা অহঙ্কারের বিশেষ জ্ঞান লাভ করা কর্তব্য। অহঙ্কারের দ্বারাই প্রাণিগণের নানাপ্রকার সৃষ্টি হয়। অহঙ্কারের নিবৃত্তিই মোক্ষপ্রাপ্তিকারক হইয়া থাকে ॥২৮-২৯

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পঞ্চমে পৃথিবী—এই পঞ্চ মহাভূত। ইহারাই সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান ॥ ৩০

শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গণের ছিদ্র—এই তিনটি আকাশ হইতে উদ্ভূত হয়। স্পর্শ ও প্রাণিগণের চেষ্টা—ইহা বায়ুর গুণ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩১

রূপ, পাক, নেত্র ও জ্যোতি—এই চারিটি তেজের গুণ। রস, স্নেহ, জিহ্বা ও শীতলতা—এই চারিটি জলের গুণ ॥ ৩২

গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শরীর—এই তিনটি পৃথিবীর গুণ। দেবি! এইভাবে পঞ্চভূতের সমস্ত গুণই বিখ্যাত ॥ ৩৩

উত্তরোত্তর ভূত পূর্ব পূর্ব ভূতের গুণ গ্রহণ করে (ভূতগণের পারস্পর্য ৩০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। সেইজন্য এ জগতে প্রাণিগণের সৃষ্টি অনেক গুণসমূহে যুক্ত দেখা যায়। কমললোচনে! কিন্তু অযোগ্য মানুষ যে জলে দুরন্ত বা দুর্গন্ধ আছে বলিয়া গন্ধকে জলের গুণ বলে, তাহা বিদ্বান্ পুরুষগণ স্বীকার করেন না ॥ ৩৪-৩৫

জলে কোনও গন্ধই থাকে না, সেই গন্ধ পৃথিবীরই গুণ। গন্ধে তৃষি, রসে স্নেহ এবং নেত্রে তেজ বিদ্যমান আছে ॥ ৩৬

প্রাণ ও অপানের আশ্রয় বায়ু। দেহধারীদিগের দেহে যত ছিদ্র আছে, সেই সবের মধ্যে আকাশ ব্যাপ্ত আছে। কেশ, অস্থি, নখ, দন্ত, ত্বক্ (চর্ম), হস্ত, পদ, মস্তক, পৃষ্ঠ, উদর, গ্রীবা (কোমর) ও গ্রীবা—এই সমস্ত তৃষির কার্য বলিয়া কথিত হয় ॥৩৭

এই দেহে যাহা কিছু বাতু, দোষ ও মলসম্বন্ধী বস্তু আছে, সেই সবকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া জানিও। সমস্ত শরীরের দ্বারাই এই বিষয়ে উদার পঞ্চভূতের স্থাপিত প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩৮

কর্ণ, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। হস্ত, পদ, বাক্য, মেঢ্র (লিঙ্গ) ও গুহ্য—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও পঞ্চমে গন্ধ—এই পাঁচটিকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া জানিও। ইহারা পঞ্চভূত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ৩৯-৪০

বাক্য, ক্রিয়া, গতি, প্রীতি ও উৎসর্গ—এই পাঁচটিকে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া জানিও। ইহারাও পঞ্চভূত হইতে

নিযুঙ্‌ক্তে চ সদা তানি কৃতানি মনসা সহ।
নিয়তে চ বিসর্গে চ মনস: কারণং প্রভু: ॥ ৪৩
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ সত্তাবন্ধেতনা ধৃতি:
কৃতাকৃতবিকারাশ্চ শরীরমিতি সংক্ষিতম্ ॥ ৪৪
শরীরাচ্চ পরো দেহী শরীরক ব্যপাশ্রিত:
শরীরিণ: শরীরস্থ সোঽন্তরং বেত্তি বৈ মুনি: ॥ ৪৫
রস: স্পর্শশ্চ গন্ধশ্চ রূপং শব্দবিবর্জিতম্
অশরীর: শরীরেষু বিমুঞ্চেষু নিরিন্দ্রিয়: ॥ ৪৬
অব্যক্তং সর্বদেহেষু মতোঽমরমাশ্রিতম্।
য: পশ্যেত পরমাত্মানং বন্ধনৈ: স বিমুচ্যতে ॥ ৪৭
স হি সর্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ
বসত্যেকো মহাবীর্যো নানাভাবসমন্বিত: ॥৪৮
নৈব চোর্ধ্বং ন তির্যক্ চ নাবজ্ঞায় কদাচন
ইন্দ্রিয়ৈরিহ বুধ্যা বা ন দৃশ্যেত কদাচন ॥ ৪৯

উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অভিহিত হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের স্বামী বা প্রেরক মনকে বলা হয়। তাহার লক্ষণ হইল প্রার্থনা (কোনও বস্তুর বাসনা)। এই মনকেও ইন্দ্রিয় বলিয়া মানা হয় ॥ ৪১-৪২

যে প্রভু (আত্মা) মনের নিয়ন্ত্রণ ও সৃষ্টির কারণ, তিনিই মন সহ সমস্ত কৃতগণকে সদা বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত করেন। ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ, সত্তাব, চেতনা, ধৃতি এবং কৃতাকৃত বিকার—এই সব মিলিত হইয়াই শরীর (রূপে স্থিত) হয় ॥ ৪৩-৪৪

শরীর হইতে পর শরীরধারী আত্মা যিনি শরীরকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। যিনি শরীর ও শরীরীর (শরীরধারী আত্মার) মধ্যে পার্থক্য জানেন, তিনিই মুনি ॥ ৪৫

রস, স্পর্শ, গন্ধ, রূপ ও শব্দবর্জিত, ইন্দ্রিয়হীন অশরীরী আত্মাকে শরীরের মধ্যেই দর্শন করিবার বাসনা করিবে ॥ ৪৬

যিনি সমস্ত মর্ত্যদেহে অব্যক্তভাবে স্থিত এবং অমর, সেই পরমাত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তিনি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥ ৪৭

নানা ভাবসমূহে যুক্ত এই মহাপরাক্রমশালী পরমাত্মা একাকীই সমস্ত চরাচর কৃতগণের বাস করেন। তিনি না ঊর্ধ্বে, না এদিক্ ওদিকে এবং না নিম্নে কখনও দৃষ্টিগোচর হন। তিনি এ জগতে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা কদাপি দৃষ্ট হন না ॥ ৪৮-৪৯

নবদ্বারং পুরং গত্বা সত্তত্বং নিয়তো বশী
ঈশ্বর: সর্বলোকেষু স্বাবরস্য চরস্য চ ॥ ৫০
অনেবাহ্যমনুদ্যোগমনু: স মহদুত্তমম্
বহ্বধা সর্বভূতানি ব্যাপ্য ভিষ্ঠতি শাশ্বতম্ ॥ ৫১
ক্ষেত্রজ্ঞমেকত: কৃত্বা সর্বং ক্ষেত্রমথৈকত:।
এবং সাংখ্যেন জ্ঞানী সংযত: সততং ভবেৎ ॥ ৫২
পুরুষ: প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্
অকর্তারলেপকো নিত্যো মহাত্মা সর্বকর্মণাম্ ॥ ৫৩
কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতু: প্রকৃতিরুচ্যতে
পুরুষ: সুখ-দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ৫৪
অজরোঽমরমচিন্ত্যোঽক্ষয়ব্যোমোঽক্ষর: সনাতন:
দেহী ত্বেকময়ো দেহে ভিন্নভিন্নাত্মপরো বিভু: ॥ ৫৫
অপরে সর্বলোকান্ত ব্যাপ্য ভিষ্ঠত্যনীশ্বরম্।
ক্রুধ্যতে কেচিদবৈত্রৈব ভিন্নভৈদমবাপ্নিতম্ ॥ ৫৬

নবদ্বারবিশিষ্ট নগরে (শরীরে) বাস করিয়া তিনি সদা নিয়ম সহকারে বাস করেন এবং সকলকে বশীভূত করিয়া রাখেন। সম্পূর্ণ লোকসমূহে চরাচর প্রাণিগণের শাসনকারী ঈশ্বরও তিনি। তাঁহাকে অনু হইতেও অনু এবং মহৎ হইতেও মহত্তর বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তিনি নানাপ্রকারের সকল প্রাণিগণকে ব্যাপ্ত করত সদা অবস্থিত আছেন। ক্ষেত্রজ্ঞকে (আত্মাকে) এক দিকে এবং অন্য দিকে সমস্ত ক্ষেত্রকে (দেহকে) পৃথক্ করিয়া রাখিবে। সংযতস্বভাব জ্ঞানী পুরুষ সদা এইভাবে নিজের হৃদয়ে বিচার করিবেন—ভক্ত ও ভোক্তার পার্থক্য বিবেচনা করিবেন ॥ ৫০-৫২

পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থান করিয়াই তাহার দ্বারা উৎপন্ন ত্রিগুণাত্মক পদার্থসমূহ ভোগ করেন। তিনি অকর্তা, নির্লেপ, নিত্য ও সমস্ত কর্মসমূহের মহাত্ম (সাক্ষী) ॥ ৫৩

কার্য ও করণকে উৎপন্ন করিবার হেতুকেই প্রকৃতি বলা হয় এবং পুরুষ (জীবাত্মা) সুখ-দুঃখসমূহের ভোক্তাগের হেতু বলিয়া কথিত হন। অপরে অনেকে মনে করেন যে, ভোক্তাময় আত্মা এই শরীরের মধ্যে অবস্থিত। তিনি অজর, অচিন্তনীয়, অব্যয় ও সনাতন। অন্য বিচারকগণ মনে করেন যে, সমস্ত লোক-সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত পরমেশ্বরই ভিন্নরূপে ভোক্তার ন্যায় এই শরীরে জীবাত্মারূপে বিদ্যমান আছেন ॥ ৫৪-৫৬

অপরে নাস্তিকা মূঢ়া ভিন্নভাং মূলদর্শনৈঃ।
নাস্ত্যাত্মেতি বিনিশ্চিত্য প্রভাতে নিরয়ালয়াঃ। ৫৭
এবং নানাবিধানের বিমুহ্যন্তি মহেশ্বরম্। ৫৮

উমোবাচ

ঊর্ধ্বযান্ ব্রাহ্মণো লোকে নিত্যমক্ষরমব্যয়ম্
অশ্রাদ্ধা সর্বদেহেষু হেতুস্তত্র সুরর্ষভঃ। ৫৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

ঋষিভিস্তাপি দেবৈশ্চ ব্যক্তমেষ ন দৃশ্যতে।
দৃষ্ট্বা তু তং মহাত্মানঃ পুনর্জন্ম নিবর্ততে। ৬০
তস্মাৎ তদ্দর্শনায়ৈব বিদ্যতে পরমা গতিঃ
ইতি তে কথিতো দেবি সাংখ্যযোগঃ সনাতনঃ। ৬১
কপিলাদিভিরাচার্যৈঃ সেবিতঃ পরমর্ষিভিঃ। ৬২

ইত্যাদিকঃ পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ।

অপর নাস্তিক মূর্খ বহুতর স্থূল দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা ভিন্ন হওয়ায় আত্মা সত্তাই মানে না; 'আত্মা নাই' এরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই প্রভাবে নরকেই বাস করে। এই ভাবে মহেশ্বরের বিষয়ে সকল মানুষ নানাপ্রকার পরামর্শ করে। ৫৭-৫৮

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! জগতে যে বিদ্বান্‌ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি বলেন যে, সৎ শরীরে নিত্য, অক্ষয়, অবিনাশী আত্মা অবশ্যই আছেন কিন্তু তাঁহার সত্তার কি কারণ আছে, তাহা জানা অত্যন্ত কঠিন। ৫৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! ঋষি ও দেবতাগণও এই পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারেন না। যিনি যথার্থে সেই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করেন, তিনি পুনরায় এসংসারে ফিরিয়া আসেন না দেবি! অতএব সেই পরমাত্মার দর্শনেরই দ্বারা তাঁহার পরম গতি লাভ হইয়া যায়। এইভাবে এই সনাতন সাংখ্য যোগ তোমাকে আমি বলিলাম। এই সাংখ্যযোগ কপিলাদি আচার্য ও মহর্ষিগণের দ্বারা সেবিত। ৬০-৬২

অধিক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

॥ অধিকঃ ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ। ॥

[যোগবর্ষপ্রতিপাদনপূর্বকং তৎফলবর্ণনম্]

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

সাংখ্যজ্ঞানে নিযুক্তানাং যথাবৎ কৌশিকং ময়া
যোগবর্ষং পুনঃ কৃৎস্নং কৌত্তিষ্যামি তে শৃণু। ১
স চ যোগো দ্বিধা ভিন্নো ব্রহ্মদেবর্ষিসম্মতঃ।
সনাতনমুভয়োরপি মূলাং প্রচোদিতম্। ২
স চাষ্টগুণবৈশ্বর্যমধিকৃত্য বিধীয়তে।
সাযুজ্যং সর্বদেবানাং যোগবর্ষঃ পরাশ্রিতঃ। ৩
জ্ঞানং সর্বস্য যোগস্য মূলমিত্যবধারয়।
ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ তৎ সর্বং চাপি বৃংহয়েৎ। ৪

ঐকাগ্র্যং বুদ্ধিমনসোরিন্দ্রিয়াণাং সর্বশঃ
আত্মনোঽথ্যয়নং প্রাজ্ঞে জ্ঞানমেতৎ তু যোগিনাম্। ৫
অর্চয়েদ্ ব্রাহ্মণানগ্নিং দেবতায়তনানি চ
বর্জয়েদশিবং ভাবং সর্বসত্ত্বসুখাপ্তিদঃ। ৬
দানমধ্যয়নং শ্রদ্ধা ব্রতানি নিয়মাস্তথা।
সত্যমাহারশুদ্ধিশ্চ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ৭
এতৈস্তু বর্ধতে তেজঃ পাপং চাপ্যবধূয়তে। ৮
নির্ধূতপাপস্তেজস্বী নিরাবাধো জিতেন্দ্রিয়ঃ
অযোধো নির্মলো ধাতুঃ পশ্চাদ্ যোগং সমাচরেৎ। ৯

অধিক ষোড়শ অধ্যায়।

[যোগবর্ষ প্রতিপাদন পূর্বক তাহার ফল বর্ণন।]

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যাঁহারা সাংখ্যজ্ঞানে নিযুক্ত, তাঁহাদের জন্য আমি যথাযথভাবে বর্ণনা করিলাম। এখন আমি তোমাকে পুনরায় সম্পূর্ণ যোগবর্ষ বলিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর। ১

ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণের সম্মত সেই যোগ সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই প্রকার। এই উভয়েরই পাশুপত শাস্ত্রোক্ত সনাতন সম্বন্ধ। ২

অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব—এই আট দেবর্ষিসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যের উপর অধিকার করিয়া যোগের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। সমস্ত দেবতাগণের সাযুজ্য রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত এই যোগবর্ষ। জানই হইল সমস্ত যোগের মূল, ইহা জানিও। ব্রত, উপবাস ও নিয়মসমূহের দ্বারা সাধকের সেই সব জ্ঞান বৃদ্ধি করা কর্তব্য। ৩-৪

বুদ্ধিযুক্তা দেবি! অধিনাশী আত্মার বুদ্ধি, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা হউক, ইহাই যোগিগণের জ্ঞান। (এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে) ব্রাহ্মণগণ, অগ্নি ও দেবমন্দির-সমূহের পূজা করিবে এবং পূর্ণভাবে সমস্তরূপ অবলম্বন করিয়া অযথার্থিক ভাবকে পরিত্যাগ করিবে। ৫-৬

একান্তে বিজনে দেশে সর্বতঃ সংবৃতে গুহে।
কৃষ্ণাজিনোত্তরে তল্পে শান্তীর্ণে মৃদুতূলে কুশৈঃ॥ ১০
উপবিষ্টাসনে তস্মিন্নুজুকায়শিরোধরঃ।
অবাগ্রঃ সুখমাসীনঃ প্রাঞ্জলিঃ ন বিকম্পয়েৎ॥ ১১
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥১২
মনোঽহঙ্কারণং যেষি যোগসোপনিষদ্ গুরোঃ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন মনোঽহঙ্কারণং সদা॥ ১৩
তৎকৃত্বোক্তং গুহো জিহ্বাং ত্রাণং চক্ষুশ্চ সংহরেৎ।
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি সপ্তাত্র মনসি স্থাপয়েদ্ বুধঃ॥ ১৪
সর্বং চাপোহ্য সংকল্পমাত্মনি স্থাপয়েন্মনঃ।
যদৈতদ্ব্যবতিষ্ঠেত মনঃ ষষ্ঠানি চাত্মনি॥ ১৫
প্রাণাপানৌ তদা তস্য যুগপৎ স্থিতিতো বশে
প্রাণে হি বশমাপন্নে যোগাসিদ্ধির্ধ্রুবা ভবেৎ॥১৬
শরীরং চিন্তয়েৎ সর্বং বিপাটা চ সমীপতঃ

অন্তর্দেহগতাংশ্চাপি প্রাণাদীনঃ পরিচিন্তয়েৎ॥ ১৮
ততো মূর্ধানমগ্নিঞ্চ শরীরং পরিপালয়েৎ
প্রাণো মূর্ধনি চ বাসো বর্ততামো বিচেষ্টতে॥১৮
সজ্জন্ত সর্বকৃত্যাস্থা পুরুষঃ স সনাতনঃ
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারো ভূতানি বিষয়াশ্চ সঃ॥ ১৯
বস্তিমূলা গুদা চৈব পায়বক্ত সমাশ্রিতঃ
বহন মূত্রং পুরীষঞ্চ সদাপানঃ প্রবর্ততে॥ ২০
অথ প্রবৃত্তির্দেহেষু কর্মাপানসমন্বয়ম্।
উদীরয়ন্ সর্বগাত্রান্ অত ঊর্ধ্বং প্রবর্ততে॥২১
উদান ইতি যঃ পিণ্ডস্তামূর্ধ্বপ্রাণ ঊষ্মণা॥ ২১
সন্তো সন্তো স নির্বিষ্টঃ সর্বচেষ্টাপ্রবর্তকঃ
শরীরেষু মনুষ্যাণাং যান উষ্ণাগমিষ্যতে॥ ২৩
বায়ুঃ স্থূলো চ স্থিরশ্চ সমানোঽগ্নিঃ সমীরণঃ
স এষ সর্বচেষ্টানামন্তরালে নিবর্তকঃ॥ ২৪

দান, অধ্যান, প্রধ্যা, ব্রত, 'এষ' সত্য, আত্মার শুদ্ধি, পৌষ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ইত্যাদির দ্বারা ভেতরের দুঃখ হয় এবং পাপ ক্ষালিত হইয়া যায়॥ ৭-৮

যাহার পাপ ধৌত হইয়া গিয়াছে, সে প্রথমে জেতব্যী, নিদ্রাহার, জিতেন্দ্রিয়, অযোগ, নির্মল এবং মনকে বশ করিতে সমর্থ হয়। তাহার পর যোগের অভ্যাস করিবে॥ ৯

একান্ত নির্জন প্রদেশে, যাহা চারিদিকেই আবৃত ও পবিত্র, সেখানে কোমল কুশসমূহের দ্বারা এক আসন রচনা করিবে এবং তাহা ভালভাবে সেখানে পাতিয়া লইবে॥ ১০

সেই আসনে উপবেশন করত নিজের শরীর ও গ্রীবাকে ঋজু (সোজা) করিয়া রাখিবে এবং কোনও রূপ ব্যাপ্রতা থাকিতে দিবে না। মুখের সহিত সেই আসনে বসিয়া নিজের অঙ্গসকলকে কম্পিত করিবে না অর্থাৎ একটু ভিন্ন ভেলাইবে না ও দুলাইবে না। নিজের নাসিকার অগ্রভাগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এবং কোনও দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ধ্যানমগ্ন হইবে॥ ১১-১২

যেহি! মনকে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করাই যোগসিদ্ধির কারণ; অতএব সর্বতোভাবে বিশেষ যত্নের দ্বারা মনকে সদা বশে রাখিবে। ত্বক্, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও নেত্র—এই সব ইন্দ্রিয়কে স্পর্শাদি বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিবে। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে একাগ্র করত বিদ্বান্ পুরুষ তাহাদিগকে মনে স্থাপিত করিবে॥ ১৩-১৪

তাহার পর সমস্ত সঙ্কল্পকে ত্যাগ করিয়া মনকে আত্মার মধ্যে স্থাপিত করিবে। যখন মন সহ পঞ্চ ইন্দ্রিয় আত্মাতে স্থির হইয়া যাইবে, তখন প্রাণ ও অপান বায়ু একই সঙ্গে সাধকের বশে আসিবে। প্রাণ বশীকৃত হইবার পর যোগসিদ্ধি নিশ্চিত হইয়া যায়। এই সময় সম্পূর্ণ শরীরকে নিজে হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া চিন্তা করিবে যে, ইহা কি? শরীরের মধ্যে যে প্রাণের গতি, তাহারও উপর বিশেষ চিন্তা করিবে॥ ১৫-১৭

তাহার পর মূর্ধা, অগ্নি ও শরীরের পরিপালন করিবে। মূর্ধাতেই প্রাণের স্থিতি, যাহা বারম্বারে বর্তমান থাকিয়া নানা রূপ চেষ্টা করে। সদা সন্তুষ্ট হইয়া স্থিত প্রাণই সমস্ত কৃতকর্মগণের আত্মা সনাতন পুরুষ। তিনিই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চকৃত ও এই বিষয়-সকল। বস্তির মূলভাগ, গুহ্য ও অস্থি আশ্রিত হইয়া স্থিত অপান বায়ু সদা মলমূত্র বহন করিতে করিতে নিজের কার্যে প্রবৃত্ত থাকে। যে বায়ু সমস্ত ধাতুসমূহকে উপরে উত্থাপিত করিতে করিতে অপান বায়ু হইতেও উপরের দিকে উত্থিত হইতে থাকে, অন্যান্যভূতগণ মনুষ্যগণ তাহাকে 'উদান' বায়ু বলিয়া জানে॥ ১৮-২২

যে বায়ু মনুষ্যগণের শরীরের প্রতি সন্ধিতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের সমস্ত চেষ্টার প্রবর্তক হয়, সেই বায়ুকে 'ব্যান' বলা হয়। যে বায়ু সকল ধাতুতে এবং অস্থিতেও ব্যাপ্ত থাকে, সেই

প্রাণানাং সন্নিপাতেঽস্মিন্ সংসর্গাদ্ যঃ প্রজায়তে
উষ্মা সোঽগ্নিরিতি জ্ঞেয়ঃ সোঽন্নং পচতি দেহিনাম্ ।২৪
অপান-প্রাণয়োর্মধ্যে ব্যানোদানাবুপাশ্রিতৌ ।
সমধিত্বঃ সমানেন সমান্ পচতি পাবকঃ । ২৬
শরীরময়ো নাড়িঃ স্যান্নাড্যামগ্নিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
অত্রৌ প্রাণাশ্চ সংযুক্তা প্রাণোদ্যমা ব্যবস্থিতঃ । ২৭
পক্বাশয়স্যধো নাভেরূর্ধ্বমামাশয়স্যথ ।
নাড়িমধ্যে শরীরস্য সর্বপ্রাণাশ্চ সংশ্রিতাঃ । ২৮
স্থিতাঃ প্রাণাবরাঃ সর্বে তির্যগূর্ধ্বমধস্তথা ।
বহন্ত্যন্নরসান্ নাড্যো দশপ্রাণাগ্নিচোদিতাঃ । ২৯
যোগিনামেষ মার্গস্তু পঞ্চস্বেতেষু তিষ্ঠতি ।
ভিন্নত্রয়ঃ সমাসীনো মূর্ধন্যাত্মানমাদধেৎ । ৩০
মূর্ধন্যাত্মানমাধায় ক্রব্যোর্মধ্যে মনস্তথা
সন্নিরুদ্য ততঃ প্রাণানাত্মান্ চিন্তয়েৎ পরম্ । ৩১
প্রাণে তূপানং যুঞ্জীত প্রাণাচ্চাপানকর্মণি

প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরো ভবেৎ । ৩২
এবমন্তঃ প্রযুঞ্জীত পঞ্চ প্রাণান্ পরস্পরম্ ।
বিজনে সন্বিতাত্মাত্মা মুনির্যুঞ্জীত নিষ্কলুষম্ । ৩৩
অপ্রমত্তশ্চিন্তয়েদ্ যোগী উত্থায় চ পুনঃ পুনঃ ।
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ যাপি যুঞ্জীতৈবমতন্দ্রিতঃ ।৩৪
এবং নিযুঞ্জতস্তস্য যোগিনো যুক্তচেতসঃ ।
প্রসীদতি মনঃ ক্ষিপ্রং প্রসন্নে দৃশ্যতে পরম্ । ৩৫
বিধূম ইব দীপ্তোঽগ্নিরাদিত্য ইব রশ্মিমান্ ।
বৈদ্যুতোঽগ্নিরিবাকাশে দৃশ্যতে২য়ং দৃশেস্তথা । ৩৬
দৃষ্ট্বা তদা মনো জ্যোতিরৈশ্বর্যাদীশ্বরীয়তে ।
প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং স্থূলধীরা সুরৈরপি । ৩৭
ইমান্ যোগস্য দোষান্ত্বং দৃষ্টেশ্চ পরিরক্ষতে ।
দোষৈর্বিযুক্তো বরারোহে যোগিনাং কবিভিঃ স্মৃতঃ ।৩৮
কামঃ ক্রোধো ভয়ং স্বপ্নঃ স্নেহমত্যশনং তথা ।
বৈচিত্র্যং ব্যাধিরালস্যং লোলত্বং দশমঃ স্মৃতঃ । ৩৯

অগ্নিরূপ ধাতুকে 'সমান' বায়ু বলে। এই বায়ুই অগ্নিসংযোগে সমস্ত দেহাকে নিযুক্ত করিয়া থাকে। ২৩-২৪

সমস্ত প্রাণবায়ুর পরস্পর সংযোগ হইলে পর সংসর্গবশতঃ যে তাপের উদ্ভব হয়, তাহাকে অগ্নি বলিয়া জানিবে। এই অগ্নিদেহধারিগণের ভক্ষিত অন্নকে পরিপাক করে। অপান ও প্রাণ বায়ুর মধ্যভাগে ব্যান এবং উদান বায়ু অবস্থান করে। সমান বায়ুর দ্বারা যুক্ত হইয়া অগ্নি সমস্তভাগে অন্নকে পরিপাক করিয়া থাকে। শরীরের মধ্যভাগে নাভি। এই নাভির মধ্যেই অগ্নি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই অগ্নিতে প্রাণ সংযুক্ত হইয়া আছে এবং প্রাণে আত্মা অবস্থিত আছেন। ২৫-২৭

নাভির নিম্নে পক্বাশয় ও উপরে আমাশয়। শরীরের মধ্যভাগে নাভি এবং সমস্ত প্রাণ তাহাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করিতেছে। সমস্ত প্রাণাদি বায়ু উপরে, নিম্নে ও পার্শ্বে সর্বত্রই বিচরণ করে। নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, প্রাণ, অপান সমান, উদান ও ব্যান—এই দশ প্রাণ বায়ু এবং অগ্নির দ্বারা প্রেরিত হইয়া নাড়ীসমূহ অন্নরস বহন করে। ইহাই যোগিগণের মার্গ, যাহা প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুতে অবস্থিত। সাধকের কর্তব্য হইল—সে প্রথমে তার কমল আসনের উপর আসীন থাকিয়া আত্মাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপিত করিবে। ২৮-৩০

মূর্ধাতে আত্মাকে স্থাপিত করিয়া দুই ভ্রূর মধ্যে মনকে অবরুদ্ধ করিবে। তাহার পর প্রাণকে সর্বতোভাবে রুদ্ধ করিয়া পরমাত্মার চিন্তা করিবে। প্রাণে অপানকে এবং অপান কর্মে প্রাণকে যোগ করিবে। তদনন্তর প্রাণ ও অপানের গতি অবরোধ করিয়া প্রাণায়ামে তৎপর হইবে। ৩১-৩২

এইভাবে একান্ত প্রদেশে উপবেশন করত বিশুদ্ধাত্মা মুনি নিজের অন্তঃকরণে পঞ্চ প্রাণকে পরস্পর যোগ করিবে এবং নীরবে উচ্ছ্বাসরহিত হইয়া অপ্রান্ত অবস্থায় ধ্যানরত হইবে। যোগী পুরুষ বারম্বার উত্থিত হইয়াও গমন, শয়ন ও অবস্থান করিয়াও অলসতা ত্যাগ করত যোগাভ্যাসে নিরত থাকে। ৩৩-৩৪

এইভাবে যাহার চিত্ত ধ্যানে সংলগ্ন থাকে, এরূপ যোগাভ্যাস-পরায়ণ যোগীর মন শীঘ্রই প্রসন্ন হইয়া যায় এবং মন প্রসন্ন হইলে পর পরমাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইয়া যায়। ৩৫

সেই সময় অগ্নিশূন্য পুরুষ পরমাত্মা ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নি, কিরণবিহীন সূর্য এবং আকাশে চমকিত বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ৩৬

এই অবস্থায় মনের দ্বারা জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করত যোগী অনির্বাচ্য এই ঐশ্বর্যে বৃত হইয়া দেবতাগণেরও দুর্লভ পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৩৭

বরারোহে! বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন যে, দোষসমূহের যোগীদিগের মার্গে বিঘ্নপ্রাপ্তি হয়। তাঁহারা যোগের নিম্নলিখিত দশ প্রকার দোষ বলিয়া থাকেন। ৩৮

এতৈস্তেষাং তবেদ্ বিদ্বো দশভির্দেবকারিতৈঃ।
তস্মাদেতানপাস্যাথো যুঞ্জীত চ পরং মনঃ ॥ ৪০
ইত্যাপি শুশ্রুবাংস্তৌ যোগস্য পরিচক্রতে
শুশ্রৈস্তরুষিভির্দিব্যৈর্দেবর্ষাভিরগম্যতে ॥ ৪১
অণিমা মহিমা চৈব প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমেব চ
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ যত্র কামাবসায়িতা ॥ ৪২
এতানষ্টৌ গুণান্ প্রাপ্য কপর্দিন্ যোগিনাং বরাঃ।
ঈশাঃ সর্বস্য লোকস্য দেবানপ্যভিপেরতে ॥ ৪৩
যোগোঽস্তি নৈবাত্যশিনো ন চৈকান্তমশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য নাতিজাগরতস্তথা ॥ ৪৪
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ৪৫

অন্যেষ্বেষ বিধানেষু সাধুত্বাং তং প্রচক্ষতে।
সাধুত্বাং দেবসাৎ কৃত্বা প্রযুঞ্জীতাত্মভক্তিত ॥ ৪৬
অবহুমনসা দেবি নিত্যং তদসহচেতসা।
সাধুত্বা প্রাপ্যতে দেবৈর্যত্নেন মহতা চিরাৎ ॥ ৪৭
ইতিভির্নবভির্হৌমৈঃ প্রণবৈর্নিত্যচিন্তয়া।
অর্চয়িত্বা যথাশক্তি ধ্যাত্বা দেবং বিশন্তি তে ॥ ৪৮
সাযুজ্যানাং বিশিষ্টত্বং মামকা বৈষ্ণবা তথা।
মাং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে বিষ্ণুং বা শুক্ললোচনে ॥ ৪৯
ইতি তে কথিতো দেবি যোগধর্মঃ সনাতনঃ
ন শক্যাঃ প্রাপ্তুমন্যৈর্যো যোগধর্মমৃতা বিনা ॥ ৫০

ইত্যাত্রিক: ষোড়শ অধ্যায়:

ব্যক্তি যথাযোগ্য আহার-বিহারকারী, সকল কর্মে উপযুক্ত চেষ্টাপরায়ণ, প্রয়োজনমত নিদ্রিত সময় যথাযথ নিদ্রা যায় এবং জাগরিত থাকে এই বিধানের দ্বারা দেবসাযুজ্য লাভ হয়। নিম্নের উক্তির দ্বারা দেবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া যোগসাধনার উৎপত্তি হইবে দেবি! কৃতনিশ্চয় একাগ্র ও অনন্য চিত্ত হইয়া নীরবকাল সর্বাত্ম বিশেষ প্রযত্ন করিলে পর দেবতাদের সহিত সাযুজ্য লাভ হয় যোগীরা কহিয়া, পূজা, হোম, প্রণাম এবং নিত্য ধ্যানের দ্বারা যথাশক্তি আরাধনা করত নিজ নিজ ইষ্টদেবের সকলে প্রবিষ্ট হইয়া যান। ৪৫-৪৮

শুক্ল-লোচনে! সকল দেবসাযুজ্যের মধ্যে আমার এবং শ্রীবিষ্ণুর সাযুজ্য শ্রেষ্ঠ আমাকে বা শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া মানুষেরা পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসে না দেবি! এইভাবে আমি তোমায় নিকটে বলিলাম যোগধর্ম বর্ণনা করিলাম তুমি ব্যতীত অন্য কেহই এই যোগধর্মের বিষয়ে প্রশ্ন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৯-৫০

অধিক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অধিকঃ সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ।

[পাশুপত-যোগবর্ণনম্, শিবলিঙ্গপূজামাহাত্ম্যকথনঞ্চ।]

ঋষয় ঊচুঃ।

ত্রিযক্ষ ত্রিদশশ্রেষ্ঠ ত্রাম্বক ত্রিদশাধিপ।
ত্রিপুরান্তক কামারে ত্রিদশগুরো ॥ ১

দক্ষযজ্ঞপ্রমথন ভূতপাশোপবিত্রিদৃক।
নমস্তে লোকপালেশ লোকপালবরপ্রদ ॥ ২

নৈকপাশপর্যাকুলব্যাপ্তজ্ঞানমুত্তমম্
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ঃ সাংখ্যযোগসমন্বিতম্ ॥ ৩

ভবতা পরিপূর্ণেন শ্রুতো মম ভাবিতম্
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি সাদুতো ব্রহ্মতঃ বিভো ॥৪

কথা পরিচরন্ত্যেতে ভক্ত্যাত্মা পরমেষ্ঠিনম্
আচারঃ কীদৃশস্তেষাং কেন তুষ্টো ভবেশ ভবান্ ॥৫

বর্ণয়ানং ত্বয়া সাক্ষাৎ শ্রীনয়ত্যধিকং হি মাম্ ॥৬

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম সাযুজ্যমদ্ভুতম্।
যেন তে ন নিবর্ত্তন্তে মুক্তাঃ পরমযোগিনঃ ॥ ৭

অব্যক্তোঽহমচিন্ত্যোঽহং পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
সাংখ্য-যোগৌ সদা শুষ্টৌ সর্বং চাপি চরাচরম্ ॥৮

অর্চনীয়োঽহমীশোঽহমবাপ্তোঽহং সনাতনঃ।
অহং প্রসন্নো ভক্তানাং দদাম্যমরতামপি ॥ ৯

ন মাং বিদুঃ সুরগণাঃ মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
তৎপ্রিয়ার্থমহং দেবি মর্ষিকৃত্তিং ত্রয়ীং তে ॥ ১০

আশ্রমেষ্বস্তমুর্ত্যোঽহং চরুরো ব্রাহ্মণান্ শুচে
মদ্ভক্তান্ নির্ধনান্ পুণ্যান্ সমানীয় তপস্বিনঃ ॥ ১১

ব্যাচষ্টেঽহং তথা দেবি যোগং পাশুপতং মহৎ ১২

গৃহীত্বা তত্ত্ব তৈঃ সর্বং মুখাচ্চ মম দক্ষিণাৎ।
শ্রুত্বা তৎ ত্রিষু লোকেষু স্থাপিতা চাপি তৈঃ পুনঃ ॥১৩

অধিক সপ্তদশ অধ্যায়।

[পাশুপত-যোগ বর্ণন এবং শিবলিঙ্গ পূজনের মাহাত্ম্য কথন।]

ঋষিরা বলিলেন,—ত্রিলোচন! ত্রিদশ (দেব)-শ্রেষ্ঠ! আপনি ত্রিলোকের পিতা দেবেশ্বর, আপনি ত্রিপুরান্তকর, কামদেবের সম্পূর্ণ অঙ্গকে ভস্মীভূত করিয়াছেন, আপনি নিজযজ্ঞে প্রমথের ধারণ করিয়াছিলেন, আমার বিরোধ নষ্ট করিতে না পারিয়া আপনি আমার পিতা প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বিনষ্টছিলেন, আপনি ঘোর তেজে ত্রিশূল ধারণ করেন, নরক সঙ্কটে নাশ করেন এবং লোকপালগণেরও রক্ষাকর্তা ও লোকপালগণের ঈশ্বর। আপনাকে নমস্কার ॥ ১-২

আমি জিজ্ঞাসা করিলে ও ভক্তিতে উৎসুক আপনি আমাকে আপনি এই উত্তম আধ্যাত্মজ্ঞান বলিলেন। ইহা অনেক পাশসমূহে যুক্ত, অনন্ত, অতর্কণীয়, অবিজ্ঞেয় এবং সাংখ্যযোগের দ্বারা সমন্বিত। প্রভো! এখন আমি আপনার নিকট হইতে আপনারই সাযুজ্যের বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। এই তত্ত্বজ্ঞগণ পরমেষ্ঠী আপনাকে কিভাবে পরিচর্য্যা (আরাধনা) করেন? তাঁহাদের আচার কিরূপ? কোন্ সাধনার দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হন? সাক্ষাৎ আপনার দ্বারা প্রতিপাদিত হইলে পর এই বিষয় আমাকে অধিক প্রীতি প্রদান করিবে ॥ ৩-৬

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! আমি প্রসন্নতার সহিত আমার এই অদ্ভুত সাযুজ্যের কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিব। যাহার দ্বারা মুক্ত হইয়া সেই মহাযোগী পুরুষগণ আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না ॥ ৭

পূর্ব্বজাত অতএব মহাপ্রাজ্ঞ মুমুক্ষু পুরুষগণের দ্বারাও আমি অব্যক্ত ও অচিন্তনীয়ই রহিয়াছি। আমি সাংখ্য ও যোগের সৃষ্টি করিয়াছি। সমস্ত চরাচর জগৎকেও আমিই উৎপন্ন করিয়াছি ॥ ৮

আমি পূজনীয় ঈশ্বর। আমিই অবিনাশী সনাতন পরম পুরুষ। আমি প্রসন্ন হইয়া নিজের ভক্তগণকে অমরত্বও প্রদান করি ॥ ৯

দেবতা ও তপোধন মুনিগণও আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারেন না। দেবি! তোমার প্রিয় করিবার বাসনায় আমি আমার বিকৃতির কথা বলিব। শুচে! দেবি! আমি ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রম হইতে পুণ্যাত্মা, আমার ভক্ত, নির্ধনচিত্ত চারিজন তপস্বী ব্রাহ্মণকে আনিয়া তাহাদের সমক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাশুপত যোগের ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম ॥ ১০-১২

আমার দক্ষিণাস্য মুখ হইতে এই সব উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল এবং পুনরায় এই তিন লোকে তাহা

ইদানীঞ্চ ত্বয়া পৃষ্টো যদ্যদ্যেন্নরা: শৃণু । ১৪
অহং পশুপতির্নাম মদ্ভক্তা যে চ মানবা: ।
সর্বে পাশুপতা জ্ঞেয়া ভস্মদণ্ডিনস্তনুত্রাণা: । ১৫
রক্ষার্থং মঙ্গলার্থঞ্চ পবিত্রার্থঞ্চ তাপিনি
নিজার্থং চৈব ভক্তানাং তস্য তস্য ময়া পূজা । ১৬
তেন সন্ত্রিভসর্বাঙ্গা ভস্মনা ব্রহ্মচারিণ: ।
জটিলা মুণ্ডিতা বাপি নানাকারশিখণ্ডিন: । ১৭
বিরূপাঃ পিঙ্গলাশ্চান্ধা নগ্না নানাপ্রকারিণ: ।
ভৈক্ষচরন্তঃ সর্বত্র নিঃস্পৃহা নির্পরিগ্রহাঃ । ১৮
কৃপাত্রহস্তা মদ্ভক্তা সন্নিবেশিতমূর্ধজা:
চরন্তো নিখিলা লোকা: মম হর্ষবিবর্ধনা: । ১৯
মম পাশুপতং দিব্যং যোগশাস্ত্রমনুত্তমম্ ।
পূজ্যা সর্বেষু লোকেষু বিমুক্তস্তন্ত্রবস্তি তে । ২০
এবং নিত্যাভিযুক্তানাং মদ্ভক্তানাং তপস্বিনাম্
উপায়ং চিন্তয়াম্যাশু যেন মামুপযন্তি তে । ২১

স্থাপিতা ত্রিষু লোকেষু শিবলিঙ্গং ময়া মম
নমস্কারেণ বা তস্য মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ । ২২
ইষ্টৈঃ দত্তমনীতঞ্চ যজ্ঞাস্ত বহুদক্ষিণা: ।
শিবলিঙ্গপ্রণামস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ । ২৩
অর্চয়া শিবলিঙ্গস্য পরিতুষ্যাম্যহং প্রিয়ে
শিবলিঙ্গার্চনায়াস্তু বিধানমপি যে শৃণু । ২৪
গোক্ষীর-নবনীতাভ্যামর্চয়েদ্ যঃ শিবং মম
ইষ্টান্ বরমবাপ্নোতি তৎ তৎ ফলমবাপ্নুয়াৎ । ২৫
ঘৃতমণ্ডেন যো ভিত্ত্বামর্চয়েদ্ যঃ শিবং মম
স ফলং প্রাপ্নুয়াদ্ভক্ত্যা ব্রাহ্মণ্যাগ্নিহোত্রিণঃ । ২৬
কেবলেনাপি তোয়েন স্নাপয়েদ্ যঃ শিবং মম ।
স চাপি লভতে পুণ্যং প্রিয়ঙ্গু লভতে নরঃ । ২৭
সঘৃতং গুগ্গুলং সম্যগ্ ধূপয়েদ্ যঃ শিবান্তিকে ।
সোমযজ্ঞস্য তু যজ্ঞস্য যৎ ফলং তস্য তদ্ ভবেৎ । ২৮
যস্তু গুগ্গুলসিদ্ধেন কেবলেনাপি ধূপয়েৎ
তস্য চ প্রদানস্য যৎ ফলং তস্য তদ্ ভবেৎ । ২৯

স্থাপিত করে। এই সমস্ত ভূমি জিজ্ঞাসা করিলে পর আমি সেই পাশুপত-যোগ বর্ণনা করিতেছি, একমনে তাহা শ্রবণ কর। আমারই নাম পশুপতি। নিজেদের রোমে রোমে ভস্মলেপনকারী অর্থাৎ সর্বাঙ্গে ভস্মলেপনকারী যে সকল মানুষ আমার ভক্ত, তাহারাদিগকে 'পাশুপত' বলিয়া জানিও। ১৩-১৪

জানিনি! পূজাকালে আমি রক্ষার জন্য, মঙ্গলের জন্য, পবিত্রতার জন্য এবং পরিচয়ের (চিহ্নের) জন্যও নিজের ভক্তগণকে ভস্ম প্রদান করিয়াছিলাম। সেই ভস্মের দ্বারা সমস্ত অঙ্গকে লিপ্ত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনকারী জটাধারী, মুণ্ডিত কিংবা নানাপ্রকার শিখাধারী, বিরূপরূপে, পিঙ্গলবর্ণ, নগ্নদেহ এবং নানাবিধ বেশ ধারণ করত নিঃস্পৃহ ও পরিগ্রহশূন্য ভক্তগণ আমাতেই মনঃসংযোগ করিয়া বৃত্তিলাভের পাত্র হইতে গ্রহণ পূর্বক সর্বদিকে ভিক্ষার জন্য বিচরণ করিতে থাকে। সমস্ত লোকে বিচরণ করিতে করিতে এই ভক্তেরা বিশেষভাবে আমার হৃদয় হরণ করে। ১৫-১৯

সকল লোকে আমার উত্তম সুখ ও দিব্য পাশুপত যোগ-শাস্ত্রের বিচার করিতে করিতে সেই ভক্তগণ বিচরণ করে। ২০

এইভাবে নিত্য আমারই চিন্তায় সকল আমার তপস্বী ভক্তগণের জন্য আমি এরূপ উপায় চিন্তা করিতে থাকি, যাহাতে তাহারা শীঘ্রই আমাকে লাভ করিতে পারে। ২১

তিন লোকে আমি আমারই স্বয়ম্ভূত শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়াছি, যাহাকে নমস্কার করিয়াই সকল মানুষ সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। যোগ, দান, অধ্যয়ন ও বহুদক্ষিণা-বিশিষ্ট যজ্ঞ শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া প্রাপ্ত পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগের সমান হইতে পারে না। ২২-২৩

প্রিয়ে! শিবলিঙ্গ-পূজার দ্বারা আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই। ভূমি শিবলিঙ্গ-পূজা বিধান আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ২৪

যে ব্যক্তি গোদুগ্ধ ও নবনীতের (মাখনের) দ্বারা আমার শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাহার সেই ফলই লাভ হইয়া থাকে, যাহা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে প্রতিদিন ঘৃত-মণ্ডের দ্বারা আমার শিবলিঙ্গের পূজা করে, সেই মানুষ প্রতিদিন অগ্নিহোত্রকারী ব্রাহ্মণের তুল্য পুণ্যভাগী হইয়া থাকে। যে কেবল জলের দ্বারাও আমার শিবলিঙ্গকে স্নান করায়, সেই মানুষও পুণ্য লাভ করে এবং অন্তিম ফল প্রাপ্ত হয়। ২৫-২৭

যে মানুষ শিবলিঙ্গের নিকটে ঘৃতমিশ্রিত গুগ্গুলের উত্তম ধূপ নিবেদন করে, সেই মানুষ সোমযজ্ঞনামক যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়। যে কেবল গুগ্গুলের সিদ্ধের দ্বারা ধূপদান করে, তাহার সুবর্ণ-

যস্তু নানাবিধৈঃ পুষ্পৈরস্য লিঙ্গং সমর্চয়েৎ।
স বৈ মেদুসমস্রজ্যা যজ্ঞস্য ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০
যস্তু মেণাস্তরং গত্বা শিবলিঙ্গং সমর্চয়েৎ
তস্যাৎ সর্বমনুষ্যেষু নাস্তি মে প্রিয়কৃত্তমঃ ॥ ৩১
এবং নানাবিধৈর্ভক্ত্যা শিবলিঙ্গং সমর্চয়েৎ।
মৎসমানো মনুষ্যেষু ন পুনর্জায়তে নরঃ ॥ ৩২
অর্চয়ন্তিহ যস্ত্বাত্র রুদ্রৈকপরায়ণঃ স্তবৈরেষ
ভক্ত্যা মামর্চয়েন্নিত্যং শিবলিঙ্গেষ্বতন্দ্রিতঃ ॥ ৩৩
পলাশবিল্বপত্রাণি রাজবৃক্ষপ্রভূতয়া
অর্চপুষ্পাণি মেধ্যানি মৎপ্রিয়াণি বিশেষতঃ ॥ ৩৪
ফলং বা যদি বা শাকং পুষ্পং বা যদি বা জলম্।
যস্তু সন্ত্যজতে দেবি ভক্তেরুদ্রমনানসৈঃ ॥ ৩৫
ন্নাপি পরিভূয়েত্যা নাস্তি লোকেষু দুর্লভম্।

তস্যাৎ তে সততং ভক্ত্যা মায়েবাত্যর্চয়ন্ত্যত ॥ ৩৬
মদ্ভক্তা ন বিনশ্যন্তি মদ্ভক্তা যান্তকক্ষয়াঃ।
মদ্ভক্তাঃ সর্বলোকেষু পূজনীয়া বিশেষতঃ ॥ ৩৭
মদ্বেষিণশ্চ যে মর্ত্যা মদ্ভক্তদ্বেষিণোঽপি বা।
যান্তি তে নরকং ঘোরমিষ্টা ক্রুদ্ধপতৈরপি ॥৩৮
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যোগং পাশুপতং মহৎ।
মদ্ভক্তৈরনুভূতৈর্যৈঃ শ্রাব্যমেতদ্ দিনে দিনে ॥ ৩৯
শৃণুয়াদ্ বঃ পঠেদ্ বাপি মদ্ভক্তং ধর্মনিন্দকম্
ধর্মং কীর্তিং ধনং রাজ্যং লভতে স নরোত্তমঃ ॥ ৪০
ইত্যার্ষে শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি উমামহেশ্বরসংবাদে
পঞ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৫

লোকের ফললাভ হয়। যে নানাপ্রকার পুষ্পসমূহের দ্বারা আমার লিঙ্গের পূজা করে, সে সমস্ত যজ্ঞের ফললাভ হয়। যে মেষশাবরে যাইয়া শিবলিঙ্গের পূজা করে, সকল মানুষের মধ্যে তাহা হইতে আমার অধিক প্রিয়কারী মানুষ আর কেহ নাই। ৩০-৩১

এইভাবে নানাবিধ দ্রব্যসমূহের দ্বারা যে শিবলিঙ্গের পূজা করে, সে মনুষ্যগণের মধ্যে আমারই সমান হইয়া যায়। সে আর এ সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না। অতএব ভক্ত ব্যক্তির প্রতিদিন অর্চনা, নমস্কার, উপহার ও স্তোত্রসমূহের দ্বারা আমার ভক্তগণ শিবলিঙ্গকেই আমার পূজা করিবে। পলাশ ও বিল্বপত্র, রাজবৃক্ষের পুষ্পরাজি এবং পবিত্র আরণ্যপুষ্পসমূহ আমার বিশেষ প্রিয় বস্তু। ৩২-৩৩

দেবি! আমাতে মনোনিবেশকারী আমার ভক্তগণ প্রদত্ত ফল, পুষ্প, শাক অথবা জলও আমাকে বিশেষ প্রীতিপ্রদান করে। আমি সন্তুষ্ট হইয়া থাকিলে পর সকল লোকে আর কিছুই দুর্লভ থাকে না, সেইজন্য তখন সকলে আমারই পূজা করে। ৩৪-৩৬

আমার ভক্তগণ কখনও নষ্ট হয় না, আমার ভক্তগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং আমার ভক্তগণ তিন লোকে বিশেষ ভাবে পূজনীয় হয়। যে সব মানুষ আমাকে বা আমার ভক্তদিগকে দ্বেষ করে, তাহারা শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও নরকে পতিত হয়। ৩৭-৩৮

দেবি! এইভাবে আমি তোমার নিকটে মহান্ পাশুপত-যোগের ব্যাখ্যা করিলাম। আমার প্রতি ভক্তিমান্ সকল মানুষেরই প্রতিদিন এই উপাখ্যান শ্রবণ করা উচিত। যে নরোত্তম মানুষ আমার এই ঋষিনিন্দক অর্থাৎ ঋষিবিদ্বেষে আমার এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে বা পাঠ করে, সে ইহলোকে ধন-ধান্য ও কীর্তি এবং পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। ৩৯-৪০

আদিক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে উমা-মহেশ্বর সংবাদবিষয়ক পঞ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পার্ব্বতীদেবীকর্ত্তৃক স্ত্রীধর্ম্মবর্ণনম্]

নারদ উবাচ।

এবমুক্তঃ মহাদেবঃ শ্রোতুকামঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
অনুকূলাং প্রিয়াং ভার্য্যাং পার্ব্বত্যাং সমভাষত ॥ ১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

পরমাবরজে বরজে তপোবনবিবাসিনি
সাধ্বি শুভ্র শুকেশান্তে হিমবৎপর্ব্বতাত্মজে ॥ ২
দক্ষে শরমোপেতে নিয়মে বরচারিণি।
পৃচ্ছামি ত্বাং বরারোহে পৃষ্টা বদ যদেপ্সিতম্ ॥ ৩
সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ সাধ্বী কৌশিকস্য সতী সতী
(লক্ষ্মীর্বিষ্ণোঃ প্রিয়া ভার্য্যা ধৃতির্ভার্য্যা যমস্য তু)
মার্কণ্ডেয়স্য ধূমোর্ণা ভার্ত্তবৈশ্রবণস্য চ ॥ ৪
বরুণস্য তথা গৌরী সূর্য্যস্য চ সুবর্চলা
রোহিণী শশিনঃ সাধ্বী ত্বাহা চৈব বিভাবসোঃ ॥ ৫
অদিতিঃ কশ্যপস্যাথ সর্ব্বাস্তাঃ পতিদেবতাঃ।
পৃষ্টাস্তোপায়িতাস্তাস্তে ভাষন্তাং দেবি নিত্যদা ॥ ৬
তেন ত্বাং পরিপৃচ্ছামি বরজে বরবাদিনি
শ্রীবরঃ শ্রোতুমিচ্ছামি ভূয়োধাস্তুতমাদিতঃ ॥ ৭
সর্ব্বচারিণী মে ত্বং সখীসমা সমব্রতা।
সমানসারবীর্য্যা চ তপশ্চীর্ত্তা কৃতঃ তে ॥ ৮
ত্বয়া ত্যক্তো বিশেষেণ গুণবান্ স ভবিষ্যতি
লোকে চৈব ত্বয়া দেবি প্রমাণত্বমুপৈষ্যতি ॥ ৯
স্ত্রিয়শ্চৈব বিশেষেণ শ্রোতুমিচ্ছন্যহং গতিঃ পরা।
সৌধ্যাঃ পঞ্চতি পুণ্যানি লোকেষ্বেষা গতিঃ সদা ॥১০
মম চার্দ্ধং শরীরস্য তব চার্দ্ধেন নির্ম্মিতম্
সুরকার্য্যকরী চ ত্বং লোকসন্তানকারিণী ॥ ১১
(প্রমাদোক্তং ত্বয়া যৎ কিঞ্চিৎ তৎ স্ত্রীষু যন্ন মন্যতে
ন তথা মনাতে স্ত্রীষু পুরুষোক্তমনিন্দিতে ॥)
তব সর্বং সুবিদিতং স্ত্রীধর্ম্মং শাশ্বতং শুভে
তস্মাদশেষতো ব্রূহি যথাহং বিস্তরেণ মে ॥ ১২

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

পার্ব্বতীদেবীকৃত স্ত্রীধর্ম্মবর্ণন।

নারদ বলিলেন,—এই কথা বলিয়া স্বয়ং প্রভু মহাদেবও পার্ব্বতীদেবীর নিকট হইতে কিছু ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। অতএব তিনি পার্শ্বে উপবিষ্টা নিজের প্রিয়া ও অনুকূলা ভার্য্যা পার্ব্বতীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—তপোবনে বাসকারিণী দেবি! তুমি অতীত ও অনাগতকালের সকল বিষয় অবগত আছ, ধর্ম্মের সকল তত্ত্ব জান এবং ধর্ম্ম ধর্ম্মের আচরণ করিতেছ। সুন্দর কেশরাশি ও ব্রত-নিয়মান্বিতা সতী সাধ্বী হিমালয়নন্দিনি! তুমি সকল কার্য্যে নিপুণ, ইন্দ্রিয়সংযম-পরায়ণা ও মনোনিগ্রহকারিণী। তোমার মধ্যে অবাধ্যতা ও অধর্ম্মতা নাই। বরারোহে! অতএব তোমাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলে পর তুমি আমায় সেই অতীত বিষয় আমাকে বল। ২-৩

ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রীদেবী সাধ্বী। ইন্দ্রপত্নী শচীও সতী শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়া পত্নী লক্ষ্মী পতিব্রতা। এইরূপ যমের ভার্য্যা ধৃতি, মার্কণ্ডেয়ের পত্নী ধূমোর্ণা, কুবেরের স্ত্রী ভদ্রা, বরুণের ভার্য্যা গৌরী, সূর্য্যের পত্নী সুবর্চলা, চন্দ্রের সাধ্বী স্ত্রী রোহিণী, অগ্নির ভার্য্যা স্বাহা এবং কশ্যপের পত্নী অদিতি—ইহারা সকলেই পতিব্রতা দেবী দেবি! তুমি ইহাদের সকলের সর্ব্বদা সম্মান করিয়াছ এবং ইহাদের সকলকে ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। ৪-৬

বরবর্ণিনি বরজে! অতএব আমি তোমার নিকট হইতে স্ত্রী ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছি এবং তোমার দ্বারা বর্ণিত নারীধর্ম্ম আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৭

তুমি আমার সর্ব্বদিনী তোমার শীল-স্বভাব ও ব্রত আমারই সমান তোমার সাধনকৃত শক্তির আমারই তুল্য এবং তুমি তাহার তপস্যাও করিয়াছ। ৮

দেবি! অতএব তোমার দ্বারা কথিত স্ত্রীধর্ম্ম বিশেষ গুণবান্ হইবে এবং তাহাতে প্রমাণত্ব বলিয়া গৃহীত হইবে। ৯

বিশেষতঃ স্ত্রীগণই স্ত্রীদিগের পরমগতি। রজোগুণ সংসারে কৃতজনে এই কথা সদা প্রচলিত আছে। ১০

আমার অর্দ্ধশরীর তোমার অর্দ্ধ শরীরের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। তুমি দেবতাগণের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাক এবং লোকসকলের বিস্তার করিয়াছ। ১১

(অনিন্দিতে! নারী কর্ত্তৃক যাহা কিছু কথিত হয়, তাহা সকল স্ত্রীর মধ্যে অধিক সমাদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তো

উমোবাচ

ভগবন্ সর্বভূতেশ ভূতভব্যভবোত্তম।
যৎপ্রভাবাদিহ দেব বাক্ চৈব প্রতিভাতি মে ॥ ১৩

ইমাস্তু নদ্যো দেবেশ সর্বতীর্থৈকযোনয়ঃ।
উৎপন্নসর্বদেহেভ্যস্তাসুপব্যাপ্তি সরীশতঃ ॥ ১৪

এতাভিঃ সহ সম্বন্ধা প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্বশঃ।
প্রভবন্ যোঽনয়াবাদী স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥ ১৫

স্ত্রী চ ভূতেশ সততং স্ত্রিয়মেবানুধাবতি
যস্মা সম্মানিতাশ্চৈব তর্পয়ন্তি সরিদ্বরাঃ ॥ ১৬

এষা সরস্বতী পুণ্যা নদীনামুত্তমা নদী।
প্রথমা সর্বসরিতাং নদী সাগরগামিনী ॥ ১৭

বিপাশা চ বিতস্তা চ চন্দ্রভাগা ঈরাবতী
শতদ্রুশ্চেরিকা সিন্ধুঃ কৌশিকী গৌতমী তথা ॥ ১৮

(যমুনা নর্মদা চৈব কাবেরীমথ নিম্নগাম্।)
তথা দেবনদী চেরুঃ সর্বতীর্থাভিষেচনাঃ।
গগনাদ্ যাং গতা দেবী পদ্মা সর্বসরিদ্বরা ॥ ১৯
ইত্যুক্তঃ দেবদেবস্য পত্নী বচনমব্রবীৎ।
স্মিতপূর্বমবাঙ্মাত্তু সর্বাঙ্গাঃ সরিতস্তথা ॥ ২০
অপৃচ্ছন্ দেবমহিষী স্ত্রীণাং বর্ষবরং সদা
স্ত্রীবর্ষকুশলাস্তা বৈ প্রজাস্তাঃ সরিতো বরাঃ ॥ ২১

উমোবাচ

(যে পুণ্যাঃ সরিতঃ শ্রেষ্ঠাঃ সর্বপাপবিনাশিকাঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ শৃণুষ্ব বচনং মম।)
অয়ং ভগবতা প্রোক্তঃ প্রশ্নঃ স্ত্রীধর্মসংশ্রিতঃ।
তং তু সম্বন্ধ্য মুখাভির্বক্তুমিচ্ছামি শঙ্কয়া ॥ ২২
ন চৈকসাধ্যং পশ্যামি বিজ্ঞানং ভুবি কস্যচিৎ।
বিদিং বা সাগরগমাস্তেন বো মানয়াম্যহম্ ॥ ২৩

পুরুষ কর্তৃক কথিত বিষয় স্ত্রীলোকের মধ্যে তাদৃশ গুরুসমাজ করে না।) যদ্যসরস্বতী দেবি! সম্পূর্ণ সনাতন স্ত্রীধর্ম তোমার জানা আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস, অতএব তুমি আমার নিকটে নিজের বক্তব্য (স্ত্রীধর্ম) পূর্ণরূপে বিস্তার সহকারে বর্ণনা কর ॥ ১২

ঈশ্বরেশ্বরী বলিলেন,—ভগবন্! সর্বভূতেশ! অতীত, অনাগত ও বর্তমানকাল যখন সমস্তের মহাদেব! আপনার প্রভাবেই আমার এই বাক্য প্রতিভাসম্পন্ন হইয়াছে এখন আমি স্ত্রীধর্ম বর্ণনা করিতে পারিব বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু এই সম্মুখে বর্তমান নদীসকল সমস্ত তীর্থের জলে পূর্ণ হইয়া আপনার স্নান ও আচমনাদির জন্য যখন আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ করিবার জন্য এখানে আপনার সম্মুখে আসিতেছে। আমি ইঁহাদের সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া ক্রমশঃ স্ত্রীধর্ম বর্ণনা করিব। যে ব্যক্তি সমস্ত হইয়াও অহঙ্কারশূন্য থাকে, তাহাকেই 'পুরুষ' বলা হয় ॥ ১৩-১৫

ভূতনাথ! স্ত্রী সর্বদা স্ত্রীধর্ই অনুসরণ করিয়া থাকে। আমিও এরূপ করিলে পর এই শ্রেষ্ঠ নদীরা আমার দ্বারা সম্মানিতা হইবেন ॥ ১৬

সকল নদীর মধ্যে উত্তমা পুণ্যসলিলা এই সরস্বতী নদী বিদ্যাজন্যা, এই নদী সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীই সমস্ত নদীর মধ্যে প্রথম (প্রধান) বলিয়া অভিহিতা হয়। ইরা ব্যতীত এই 'বিপাশা (ব্যাস), বিতস্তা (ঝেলম), চন্দ্রভাগা (চেনাব), ঈরাবতী (রাবী), শতদ্রু (সতলজ), চেরিকা, সিন্ধু, কৌশিকী (কোশী), গৌতমী (গোদাবরী), যমুনা, নর্মদা ও কাবেরী নদীও এস্থানে বিদ্যমান আছে ॥ ১৭-১৮

সমস্ত তীর্থের দ্বারা দেবিকা ও সকল নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা দেবনদী গগনদেবীও আকাশ হইতে পৃথিবীতে নির্গতা হইয়া এস্থানে বিদ্যমানা আছেন ॥ ১৯

এই কথা বলিয়া দেবাধিদেব মহাদেবের পত্নী, ধর্মজ্ঞাহিনী শিবের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, বর্ষবরদা, দেবমহিষী ঈশ্বরেশ্বরী ঈশ্বরের জ্ঞানে নিপুণ বলিয়া সেই সব শ্রেষ্ঠ নদীগিরিতে ঈশ্বরেশ্বরাসহকারে সম্বোধন করত তাঁহাদিগকে স্ত্রীধর্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন ॥ ২০-২১

ঈশ্বরেশ্বরী বলিলেন,—হে সজ্ঞানপ্রদায়িনী, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্না, পুণ্যসলিলা, শ্রেষ্ঠা নদীগণ! আমার কথা তোমরা শ্রবণ কর। ভগবান্ শঙ্কর এই স্ত্রীধর্ম সম্বন্ধে এক প্রশ্ন করিয়াছেন। সেই বিষয়ে আমি তোমাদের সহিত পরামর্শ করিয়াই ভগবান্ শঙ্করকে কিছু বলিব ॥ ২২

সমুদ্রগামিনী নদীগণ! পৃথিবীতে বা স্বর্গে আমি কাহারও এরূপ কোনও বিজ্ঞান দেখিতে পাই না, বে তাহার দ্বারা একলাই অর্থাৎ অন্যের সহযোগিতা না লইয়াই কোনও কার্য সাধন করিতে পারিয়াছে, সেইজন্য আমি তোমাদের সহিত সাধন পরামর্শ করিতেছি ॥ ২৩

এবং সর্বাঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠাঃ পৃষ্টাঃ পুণ্যতমাঃ শিবাঃ।
ততো দেবনদী গঙ্গা নিযুক্তা প্রতিপূজা চ। ১৪
বহুভির্মুখিভিঃ স্তীতা শ্রীবর্দ্ধনা শুচিস্মিতা।
শৈলরাজসুতা দেবীং পুণ্যা পাপভয়াপহা। ১৫
বৃত্ত্যা বিনয়সম্পন্না সর্ববর্ধবিশারদা।
সস্মিতং বহুবৃত্ত্যাঢ্যা গঙ্গা বচনমব্রবীৎ। ১৬

গঙ্গোবাচ

যন্মামনুস্মরীত্বাদি দেবি বর্ধপরায়ণে।
যা যা সর্বসপত্নাঘ্না নদীঃ মানয়সেঽনঘে। ১৭
প্রভবন্ পুজ্যতে যো হি সম্মানয়তি যা পুনঃ।
নূনং জনমহষ্টাত্মা পণ্ডিতাখ্যাঃ স গচ্ছতি। ১৮
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নানুদারোঽবিশারদান্।
প্রবক্তৃন্ পুজ্যতে যোঽন্যান্ স বৈ নাপদমৃচ্ছতি। ১৯
অজড়া বহুবুত্ত্যাঢ্যো বাগ্মী বদতি সংসদি।
অজৈব জ্ঞাবাণী দুর্বলঃ বদতে বচঃ। ২০

এইভাবে উমাদেবী যখন সমস্ত কল্যাণময়ী পরম পুণ্যময়ী শ্রেষ্ঠা নদীগণের সহিত এই প্রকার উপবাসিত করিলেন, তখন তাঁহারা উঁহার উত্তরদানের জন্য দেবনদী গঙ্গাদেবীকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নিযুক্ত করিলেন। ১৪

পবিত্র হাস্যময়ী পুণ্যদেবী বহু বৃত্তির দ্বারা সম্পন্না, শ্রীবর্ধে জ্ঞানবতী, পাপভয়নাশিনী, পুণ্যময়ী, বৃদ্ধি ও বিনয়সম্পন্না, সর্ববর্ধে বিশেষজ্ঞা এবং অত্যন্ত বৃদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি গিরিরাজনন্দিনী উমাদেবীকে মন্দ মন্দ হাস্যসহকারে এই কথা বলিলেন। ১৫-১৬

গঙ্গাদেবী বলিলেন,—দেবি! বর্ধপরায়ণে! অনঘে! আমি বন্দ্যা। আমার প্রতি ইঁহা আপনার অতিশয় অনুগ্রহ যে, আপনি সম্পূর্ণ অর্থসম্পন্ন সনাতনীরা হইয়াও এক ক্ষুদ্র নদীকে এরূপ মাহাত্ম্য প্রদান করিলেন। ১৭

যে ব্যক্তি সর্বপ্রকারে সমর্থ হইয়াও অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা-বাদ করেন, অন্যকে সর্বথা সম্মান প্রদান করেন এবং যাঁহার মনে কোনরূপ কখনও দ্বেষভাব আসে না, সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে পণ্ডিতাখ্যা লাভ করিয়া থাকেন। ১৮

যে বহুল জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন এবং বাগ্-প্রতিভাবে কুশল পণ্ডিত বক্তাগণের নিকট নিজের সংশয় জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কখনও বিপন্ন হন না। বিদ্বেষ বুদ্ধিমান্ বাক্তির সভায় একজন কথা বলেন এবং অন্যজন বাক্তি আবার অজড়ন দুর্বলভাযুক্ত কথা বলে। ১৯-২০

দিব্যজ্ঞানে যিনি শ্রেষ্ঠে দিব্যপুণ্যৈঃ সমোত্থিতে
ত্বমেবাইসি বো দেবি শ্রীবর্দ্ধনস্তুতাম্বিতম্। ৩১
ততঃ সাম্বাধিতা দেবী গঙ্গয়া বহুভিস্তৈঃ
প্রাহ সর্বমশেষেণ শ্রীবর্ধং সুরসুন্দরী। ৩২

উমোবাচ

শ্রীবর্ধো মাং প্রতি যথা প্রতিভাতি যথাবিধি
তমহং কীর্তয়িষ্যামি তন্মৈব প্রশ্রিতা তব। ৩৩
শ্রীবর্ধঃ পূর্ব এবায়ং বিবাহে বসুভিঃ কৃতঃ
সর্ববর্ধচয়ো ভর্তুর্ভবত্যগ্নিসমীপতঃ। ৩৪
সুখভাবা সুবচনা সুবৃত্তা সুখদর্শনা।
অনন্তচিত্তা সুমুখী ভর্তুঃ সা বর্ধচারিণী। ৩৫
সা ত্বেব বর্ধসমা সা ত্বেব বর্ধভাগিনী
দেববৎ সততং সাধ্বী যা ভর্তারং প্রপদ্যতি। ৩৬
শুশ্রূষা পরিচারক দেবযন্ যা করোতি চ
নাভর্তাবা ভবিষ্যন্যঃ পুত্রভা সুখদর্শনা। ৩৭

দেবি! তুমি বিজ্ঞানসম্পন্না এবং দেবলোকে সর্বশ্রেষ্ঠা। তুমি পুণ্যসমূহের সহিত তোমার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তুমিই আমাদের সকলের নিকট শ্রীবর্ধের উপদেশ করিবার যোগ্যা। ৩১

অনন্তর গঙ্গাদেবী বক্তৃক বহুবিধ গুণবাক্যের দ্বারা পূজিতা হইয়া দেবসুন্দরী দেবী উমা পূর্বরূপে সমস্ত শ্রীবর্ধ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩২

উমাদেবী বলিলেন,—শ্রীবর্ধের স্বরূপ আমার বুদ্ধিতে যেরূপ প্রতীত হইতেছে, তাহাই আমি বিধি অনুসারে বর্ণনা করিব। তুমি বিনীতা ও উৎসুকযুক্তা হইয়া ইঁহা শ্রবণ কর। ৩৩

বিবাহের সময় কন্যার প্রাতাদি বন্ধুরা পুরোহিত দ্বারাকে শ্রীবর্ধের উপদেশ করিয়া থাকে। যখন সেই কন্যা অগ্নির নিকটে নিজের পতির সহধর্মিণী হয়। ৩৪

যাহার স্বভাব, কথাবার্তা ও আচরণ উত্তম, যাহাকে দর্শন করিলে পতির সুখলাভ হয়, যে নিজের পতি ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষে মনঃসংযোগ করে না এবং পতির সম্মুখে সর্বদা প্রসন্নমুখে অবস্থান করে, সেই স্ত্রী বর্ধাচরণকারিণী বলিয়া অভিহিতা হয়। যে সাধ্বী স্ত্রী নিজের পতিকে দেবতুল্য মনে করে, সেই স্ত্রী বর্ধপরায়ণা ও বর্ধের ফলভাগিনী হয়। ৩৫-৩৬

যে স্ত্রী দেবতার ন্যায় পতির সেবা ও পরিচর্যা করে, পতি ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের সহিত হাসিকে প্রেম করে না

পুত্রবক্ত্রং দ্বিযাতীনাং ভর্তুর্বদনমীক্ষতে
যা সাধ্বী নিয়তাত্মানা সা ভবেদ্ ধর্মচারিণী ॥ ৩৮

শ্রুত্বা সম্পতিবরং বৈ সদৃশং কৃতং শুভম্
যা ভবেদ্ ধর্মপরমা নারী ভর্তৃসমন্বিতা ॥ ৩৯

দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্তারমনুপশ্যতি
সম্ভোষেণ বৈ ধর্মং সদৃশং কৃতং শুভং ॥ ৪০

শুশ্রূষায়াং পরিচারং দেবপূজাসু প্রকুর্বতী।
যশস্যা ভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা
অনন্তচিত্তা সুমুখী ভর্তুঃ সা ধর্মচারিণী ॥ ৪১

পরুষাণ্যপি চোক্তা বা দৃষ্টা ভর্ত্রা চক্ষুষা।
সুপ্রসন্নমুখী ভর্তুর্বা নারী সা পতিব্রতা ॥ ৪২

ন চন্দ্র-সূর্যৌ ন তরুং পুনাদ্যা বা নিরীক্ষতে।
ভর্তৃবক্ত্রং বরারোহা সা ভবেদ্ ধর্মচারিণী ॥ ৪৩

যখনও বিধবা হয় না এবং এবং উত্তম ব্রতপালন করে, যাহার দর্শন পতির সুখকর হয়, যে স্ত্রী পুত্রের মুখের ছাং দেখা নিজের পতির মুখ দর্শন করে এবং যে সাধ্বী ঈ নিয়ন্ত্রিত আহার করে, সেই স্ত্রী ধর্মচারিণী বলিয়া কথিতা হয়। ৩৭-৩৮

'পতি ও পত্নীর একসঙ্গে থাকিয়া ধর্মাচরণ করা কর্তব্য'। এই মঙ্গলময় শাস্ত্রতা বর্ম গ্রহণ করিয়া যে স্ত্রী ধর্মপরায়ণা হয়, সে পতির তুল্য ব্রতপালনকারিণী অর্থাৎ পতিব্রতা হইয়া যায়। ৩৯

সাধ্বী স্ত্রী নিজের পতিকে সদা দেবতা বলিয়াই মনে করে। পতি ও পত্নীর এই সংবর্ত (একসঙ্গে থাকিয়া ধর্মাচরণ করা) রূপ ধর্ম পরম মঙ্গলময় হইয়া থাকে। ৪০

যে স্ত্রী নিজের হৃদয়ের অনুরাগবশতঃ স্বামীর অধীনে থাকে, নিজের হৃদয়ে সদা প্রেম ধারণ করে, দেবতার ন্যায় পতির সেবা ও পরিচর্যা করে, উত্তম ব্রতপালন করে যাহার দর্শন পতির সুখকারক হয় অথবা পতির সুখকারক সুন্দর বেশ ধারণ করে, যাহার চিত্ত পতি ব্যতীত অন্য পুরুষে আসক্ত হয় না এবং পতির সম্মুখে সদা প্রসন্নবদনে অবস্থান করে, সেই স্ত্রী ধর্মচারিণী বলিয়া কথিত হয়। যে স্ত্রী স্বামী কঠোর বাক্য বলিলেও এবং দোষপূর্ণ দৃষ্টি দর্শন করিলেও সদা প্রসন্ন বদনে অবস্থান করে, সেই নারীই 'পতিব্রতা'। ৪১-৪২

যে সুব্রতা নারী পতি ব্যতীত অন্য পুরুষ নাম্বারী চন্দ্র, সূর্য ও কোনও বৃক্ষের দিকেও দৃষ্টিপাত করে না, সেই নারীই

দরিদ্রং ব্যাধিতং দীনমল্পজ্ঞা পরিকর্ষিতম্
পতিং পুত্রমিবোপাস্তে সা নারী ধর্মচারিণী ॥ ৪৪

যা নারী প্রথমা দক্ষা যা নারী পুত্রিণী ভবেৎ।
পতিপ্রিয়া পতিপ্রাণা সা নারী ধর্মচারিণী ॥ ৪৫

শুশ্রূষায়া পরিচর্যাঞ্চ করোত্যবিমনাঃ সদা।
সুব্রতাঞ্চা বিনীতা চ সা নারী ধর্মচারিণী ॥ ৪৬

ন ঈর্ষ্যেষু ন তোষেষু নৈর্ঘৃণ্যে ন সুখে তথা।
স্পৃহা যস্যা যথা পত্যৌ সা নারী ধর্মচারিণী ॥ ৪৭

ভল্যোত্থায়রক্ষিতিভাঃ গৃহশুশ্রূষণে রতা।
সুসম্মৃষ্টকরা চৈব গোশকৃৎকৃতলেপনা ॥ ৪৮

অগ্নিকার্যপরা নিত্যং সদা সুস্নপলিপ্রিয়া।
দেবতাতিথিভৃত্যানাং নিবাপা পতিতা সতী ॥ ৪৯

শেষান্নভুগ্ভরা নিত্যং স্বাস্থ্যাঃ যথাবিধি।
তুষ্টপুষ্টজনা নিত্যং নারী স্বর্গেন যুজ্যতে ॥ ৫০

পতিব্রতা যখনও নিজের দরিদ্র, রোগী, দীন অথবা সর্বদাই দুঃখে পতিত পুত্রের ছায় সেবা করে, সেই নারীই ধর্মচারিণী হয়। ৪৩-৪৪

যে স্ত্রী নিজের হৃদয়ে শুদ্ধ সত্ত্বের ছাপ রাখে, গৃহকার্য করিতে নিপুণা, পুত্রবতী, পতিপ্রিয়া এবং পতিকেই নিজের প্রাণ বলিয়া মনে করে, সেই স্ত্রীই ধর্ম লাভ পাইবার অধিকারিণী হয়। যে সর্বদা প্রসন্নচিত্তে পতির সেবা-শুশ্রূষায় নিরত থাকে, পতির উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং উহাতে সহিত বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করে, সেই নারীই ধর্মের ফলভাগিনী হয়। ৪৫-৪৬

যাহার হৃদয়ে পতির গুপ্ত দোষ ধারণা থাকে, দোষ ধারণা না রাখাজোগ, না বিলাসভোগ এবং না সুখৈশ্বর্যের জন্য হয়, সেই নারী পতিব্রতা ধর্মের ফলভাগিনী হইয়া থাকে। ৪৭

যে প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই ঝাঁটি পোছন করে, গৃহের নানা কর্মে রত থাকে, গৃহকে মার্জনাদির দ্বারা পরিষ্কার রাখে, গোময়ের (গোবরের) দ্বারা লেপন করিয়া গৃহকে সদা শুদ্ধ রাখে, যে পতির সহিত থাকিয়া প্রতিদিন অগ্নিহোত্র কার্য সম্পন্ন করে, দেবতাগণকে পুষ্প, বলি ও উপহার সমর্পণ করে, দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যবর্গকে ভোজনের দ্বারা তৃপ্ত করত ন্যায় ও বিধি অনুসারে অবশিষ্ট অন্ন স্বয়ং ভোজন করে এবং গৃহের অন্যান্য যত্নকর্মগুলি যথা-পুষ্ট ও সন্তুষ্ট রাখে, এমন নারীই সতীধর্মের ফলের দ্বারা সংযুক্তা হয়। ৪৮-৫০

শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তী গুণান্বিতা
মাতৃপিতৃপরা নিত্যং সা নারী সা তপোধনা ॥ ৫১
ব্রাহ্মণান্ দুর্বলান্ধাংশ্চ দীনান্ কৃপণজন্তুষু।
বিভর্ত্যন্নেন বা নারী সা পতিব্রতচারিণী ॥ ৫২
ব্রতং চরতি যা নিত্যং দুষ্কৃতং লঘুসম্ভবা।
পতিহিতা পতিহিতা সা পতিব্রতচারিণী ॥ ৫৩
পুণ্যমেতৎ তপশ্চৈতৎ স্বর্গশ্চৈষ সনাতনঃ।
যা নারী ভর্তুপরমা ভবেৎ ভর্তৃব্রতা সতী ॥ ৫৪
পতিহি দেবো নারীণাং পতির্বন্ধুঃ পতির্গতিঃ।
পত্ন্যা সহ গতির্নাস্তি দৈবতং বা যথা পতিঃ ॥ ৫৫
পতিপ্রসাদঃ স্বর্গো বা ভূলোগ্যো নার্য্যা ন বা ভবেৎ
অহং স্বর্গং ন হীচ্ছেয়ং ত্বয়াপ্রীতে মহেশ্বরে ॥ ৫৬
যদকার্য্যমযশ্যং বা যদি বা প্রাণনাশনম্

পতিস্ত্রিষ্ঠেহ যদ্যুক্তো বা ব্যাধিতো বা কথঞ্চন ॥ ৫৭
আপন্নো বিপদংস্থো বা ব্রহ্মশাপাদিতোঽপি বা।
আপদ্ধরানভূপ্রেক্ষ্য তৎকার্য্যমবিশঙ্কয়া ॥ ৫৮
এষ ধর্ম্ম ময়া প্রোক্তঃ স্ত্রীধর্ম্মো যঃ সনাতনঃ
যা দেবভাবিনী নারী সা পতিব্রতচারিণী ॥ ৫৯

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তু দেবেশঃ প্রতিপূজ্য গিরেঃ সুতাম্
লোকান্ বিসর্জয়ামাস সর্বৈরনুচরৈর্বৃতান্ ॥ ৬০
ততো বৃষভমারুহ্য সহিতস্তু যথাগতম্।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব প্রথমা বিরজা তথা ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্ম্মপর্বণি উমামহেশ্বরসংবাদে স্ত্রীধর্ম্ম
কথনে ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৬

অথবা আপনাকে অত্যন্ত হানিয়া আসি স্বর্গের দান করিতে ইচ্ছা করি না। ৫৬

পতি দুষ্কৃত হইল, কোনও রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইল, বিপদে পতিত হইল, শত্রুর মধ্যে অবস্থিত থাকল অথবা ব্রাহ্মণের অভিশাপে পীড়িত হইল, সেই অবস্থায় পতি যদি কোনও অকরণীয় কার্য্য, অযশ, বা প্রাণনাশেরও আশঙ্কা করেন, তবে তাহা আপৎকালের কথা বুঝিয়া নিঃসঙ্কোচে অতি সত্বর পালন করিবে। ৫৭-৫৮

দেব! আপনার আদেশে আমি এই স্ত্রীধর্ম্ম বর্ণনা করিলাম। যে নারী পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে নিজের জীবন অতিবাহিত করে, সেই নারী পতিব্রতা ধর্ম্মের ফলভাগিনী হয়। ৫৯

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! পার্ব্বতী কর্তৃক এইভাবে নারী ধর্ম্মের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া দেবাধিদেব মহাদেব বিদিতাত্মবিদী উমাদেবীকে অত্যন্ত সমাদর করিলেন এবং সেখানে সমস্ত অনুচরগণের সহিত আগত ব্যক্তিদিগকে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন সমস্ত ভূতগণ, নন্দী, বৃষভরূপী ও অন্যান্যরূপ ভগবান্ পশুপতিকে যথাক্রম নত করিয়া প্রণাম করত স্ব-স্ব-স্থানে চলিয়া যাইলেন। ৬০-৬১

শ্রীবেদব্যাস দেবব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্ব-পর্ব্ব দানধর্ম্মপর্ব্বে উমা ও মহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে স্ত্রীধর্ম্মকথনবিষয়ক ষট্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(বংশপরম্পরাকথনম্, ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যবর্ণনঞ্চ)

অন্বয় উবাচ :

পিতামহ ভগবংস্ত্বং সর্বলোকনমস্কৃত।
মাহাত্ম্যং বাসুদেবস্য শ্রোতুমিচ্ছামি সত্তম। ১

ঈশ্বর উবাচ

পিতামহোঽপি বরঃ শাশ্বতঃ পুরুষো হরিঃ।
কৃষ্ণো জাম্বুনদাভাসো বাস্ত্রে সূর্য ইবোদিতঃ। ২
দশবাহুর্মহাতেজা দেবস্তারিনিষূদনঃ।
শ্রীবৎসাঙ্কো হৃষীকেশঃ সর্বদেবস্তুতিস্তুতঃ। ৩
ব্রহ্মা তস্যোদরাদুদ্ভবস্যাব্জে শিরোভবঃ।
শিরোরুদ্রেভ্যো জ্যোতিষি রোদসাস্ত্রা সুরাসুরাঃ। ৪
অন্বয়ো দেবসঙ্ঘাস্তস্য লোকাস্ত্র শাশ্বতাঃ।
পিতামহগুরুঃ সাক্ষাৎ সর্বদেবগুরুশ্চ সঃ। ৫
সোঽস্যাঃ পৃথিব্যাঃ কৃৎস্নায়াঃ স্রষ্টা ত্রিভুবনেশ্বরঃ
সংহর্তা চৈব ভূতানাং স্থাবরস্য চরস্য চ। ৬
স হি দেবময়ঃ সাক্ষাদ্ দেবনাথঃ পরন্তপঃ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বসাক্ষিঃ সর্বগঃ সর্বতোমুখঃ। ৭
পরমাত্মা হৃষীকেশঃ সর্বব্যাপী মহেশ্বরঃ।
ন তস্মাৎ পরমা কৃত্রা ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে। ৮
সনাতনো বৈ মধুহা গোবিন্দ ইতি বিশ্রুতঃ।
স সর্বান্ পাহিবান্ সাধো ভ্রাতৃংস্তথা মানবঃ। ৯
সুরকার্যার্থমুৎপন্নো মানুষং বপুরাস্থিতঃ।
ন হি দেবগণাঃ সর্বাস্ত্রিভিরুদ্রবিনাকৃতাঃ। ১০
ভুবনে দেবকার্যাণি কর্তুং নায়কবত্তিতাঃ।
নায়কঃ সর্বভূতানাং সর্বদেবনমস্কৃতঃ। ১১
এতস্য দেবনাথস্য দেবকার্যপরস্য চ।
ব্রহ্মভূতস্য সন্তস্য ব্রহ্মর্ষিগণসস্য চ। ১২

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[বংশপরম্পরাকথন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—ভগবন্! দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ পিতামহাদি বিশ্ববন্দিত ভগবান্ নরক ' এখন আমার বাসুদেবের (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

মহেশ্বর শঙ্কর বলিলেন,—ধর্মিবরণ! ভগবান্ সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ। এই শ্রীহরি জাম্বুনদসদৃশ সুবর্ণকুমা ভাসমানবিশিষ্ট এবং বিমা মেঘে আকাশে উদিত সূর্যের সদৃশ তেজস্বী। ২

তাঁহার বাহু দশ, তিনি মহাতেজস্বী, দেবদ্রোহিগণের বিনাশকারী এবং শ্রীবৎসচিহ্নিত এই ভগবান্ হৃষীকেশ সমস্ত দেবতাগণের দ্বারাই পূজিত হন। ৩

ব্রহ্মা তাঁহার উদর হইতে এবং আমি তাঁহার মস্তক হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। ঁতাঁহার মস্তকের কেশরাশি হইতে নক্ষত্র ও তারাসকলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাঁহার চোখাবলি হইতে দেবতা ও অসুরগণ উদ্ভূত হইয়াছে। ৪

সমস্ত ঋষি ও সনাতন লোকসকল তাঁহার শ্রীবিগ্রহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই শ্রীহরি আমাই সমস্ত দেবতাগণের গুরু এবং ব্রহ্মারও নিদানস্থান। ৫

এই সমগ্র পৃথিবীর স্রষ্টা ও তিন লোকের ঈশ্বরও ইনিই। ইনিই চরাচর প্রাণিগণের সংহার্তা হইয়া থাকেন। ৬

তিনি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সাক্ষাৎ দেবতাগণের নাথ, শত্রুসকলের সন্তাপক, সর্বজ্ঞ, সকলেরই মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত সর্বব্যাপক এবং সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট। ৭

তিনি পরমাত্মা, ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক ও সর্বব্যাপী মহেশ্বর। এই ত্রিলোকে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য আর কেহই নাই। ৮

তিনিই সনাতন, মধুসূদন ও গোবিন্দ প্রভৃতি নামসমূহে খ্যাত বিখ্যাত। সম্প্রতি যাদবগণকারী এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাভারত-যুদ্ধে সমস্ত রাজাদিগকে সংহার করাইবেন। ৯

তিনি স্বর্গধামে দেবতাগণের কার্যাদিসিদ্ধি করিবার জন্য পৃথিবীতে মানব দেহ ধারণ করত আবির্ভূত হইয়া বিরাজমান আছেন। এই ভগবান্ ত্রিশিরোরুদ্রের শক্তি ও সহায়তা না পাইলে সমস্ত দেবতাগণও কোনও কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন না। ১০

জগতে নেতা ব্যতীত দেবতারাও নিজেদের কোনও কার্য করিতে সমর্থ হন না এবং এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকল প্রাণীর নেতা। সেইজন্য সমস্ত দেবতাগণ তাঁহার চরণে প্রণত নত করিয়া প্রণাম করেন। ১১

দেবতাগণের ইচ্ছা এবং তাঁহাদের কার্যসাধনে নিয়ত এই ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মস্বরূপ। ইনিই ব্রহ্মর্ষিগণের সর্বদা শরণ দান করেন। ব্রহ্মা ইঁহার পত্নীদের মধ্যে অর্থাৎ তাঁহার গর্ভে

ব্রহ্মা বসতি সর্বত্র শরীরে সুখসংস্থিতঃ।
সর্বং সুখং সংশ্রিতস্য শরীরে সুখসংস্থিতঃ ॥ ১৩
সর্বাঃ সুখং সংশ্রিতাশ্চ শরীরে তস্য দেবতাঃ
স দেবঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীগর্ভঃ শ্রীসরোধিতঃ ॥ ১৪
শার্ঙ্গচক্রাষুধঃ শ্রীমান্ সর্বনাগনিপূজিতঃ।
উত্তমেন স শীলেন দমেন চ শমেন চ ॥ ১৫
পরাক্রমেণ বীর্যেণ বপুষা দর্শনেন চ।
আরোহেণ প্রমাণেন বৈরোপাবাপ্তিসম্পদা ॥ ১৬
আনুপূর্ব্যেণ রূপেণ বলেন চ সমন্বিতঃ।
অষ্টৌ সমৃদ্ধিঃ সর্বৈর্দিব্যৈরনুতর্ণং নৈঃ ॥ ১৭
যোগমায়াঃ সহস্রাক্ষো নিরনাদো মহাধনঃ
বীরো মিত্রজনশ্লাঘী জাতিবন্ধুজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৮
ক্ষমাবাংশ্চানহংবাদী ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মবাদকঃ
ভয়হর্তা ভয়ার্তানাং মিত্রাণাং নন্দিবর্ধনঃ ॥ ১৯
শরণ্যঃ সর্বভূতানাং দীনানাং পালনে রতঃ।
শ্রুতবানবধ্যসম্পন্নঃ সর্বকৃত্যনয়ক্রমঃ ॥ ২০
সমাশ্রিতানাং বরদঃ শত্রূণামপি বর্ধবিৎ
নীতিজ্ঞো নীতিসম্পন্নো ব্রহ্মবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২১
তথার্থমিহ দেবানাং মৃত্যুং পরময়া যুতঃ
প্রাজাপত্যে শুচৌ মার্গে মানবে বর্ষসংস্কৃতে ॥ ২২
সম্ভূৎপৎস্যতি গোবিন্দো মনোর্বংশে মহাত্মনঃ
অজো নাম মনোঃ পুত্রো অন্তর্ধায়া ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৩
অন্তর্ধায়ো হবির্ধান্যাং প্রজাপতিরিবাপরঃ।
প্রাচীনবর্হিষ্ তবিতা হবির্ধানঃ সুতো মহান্ ॥ ২৪
তস্য প্রচেতসঃ পুত্রা ধনুষ্যস্তু দশাত্মজাঃ
প্রাচেতসস্তু তে সর্বে তবিতারঃ প্রজাপতিঃ ॥ ২৫
দাক্ষায়ণ্যাস্তথাদিত্যো মনুরাদিত্যতস্তথা।
মনোশ্চ বংশজ ইলা সুতায়াশ্চ তবিষ্যতি ॥ ২৬
বুধাৎ পুরূরবাশ্চাপি তস্মাদায়ুর্ভবিষ্যতি
নহুষঃ তবিতা তস্মাদ্ যযাতিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২৭

অভিলষিত সুখের সহিত অবস্থান করেন। সদা সুখে অবস্থিত শিব আমির ঈহার ঐশ্বিরত্বের মধ্যে সুখের সহিত বাস করিয়া ॥ ১২-১৩

সমস্ত দেবতাগণই তাহার ঐশ্বিরত্বে সুখ সংসারে বাস করেন। এই কমললোচন শ্রীহরি নিজের গর্ভে (বক্ষঃস্থলে) লক্ষ্মীকে ধারণ করিয়াছেন। এই লক্ষ্মীদেবীর সহিতই তিনি সর্বদা বাস করেন ॥ ১৪

শার্ঙ্গধনু, সুদর্শন চক্র ও নন্দক খড়্গ—এই সব তাঁহার অস্ত্র। তাঁহার বক্ষে সমস্ত নাগগণের শত্রু গরুড়ের চিহ্ন সুশোভিত আছে। তিনি উত্তম শীল, দম, শম, পরাক্রম, বীর্য, রূপের শরীর, উত্তম বর্ণন, সুগোল আকৃতি, বৈধ্য, সরলতা, কোমলতা, গুণ ও বদান্যি সমূহের বিভূষিত। সর্বপ্রকার বিদ্যা ও অদ্ভুত আয়তন সর্বদা তাঁহার নিকট বিদ্যমান আছে ॥ ১৫-১৭

তিনি যোগমায়াসম্পন্ন ও সহস্র নয়নবিশিষ্ট, তাঁহার ধ্বনি বিশাল, তিনি অধিনাথী, বীর, মিত্রজনের প্রশংসাকারী, জাতি বন্ধু-বান্ধবগণের প্রিয়, ক্ষমাশীল, অহঙ্কারবিহীন, ব্রাহ্মণভক্ত, ভয়ের উদ্ধারকর্তা, ভয়ার্ত মনুষ্যগণের ত্রাতা এবং মিত্রদিগের আনন্দবর্ধনকারী ॥ ১৮-১৯

তিনি সমস্ত প্রাণিগণের শরণাকাঙ্ক্ষী, দীন-দুঃখীদিগের পালনে নিরত, বাহুজ্ঞানসম্পন্ন, ধনবান্, সর্বকৃতবিদ্যিত, শরণাগত, শত্রুগণেরও বরদাতা, বধজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, নীতিমান্, ব্রহ্মবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ॥ ২০-২১

পরম বুদ্ধিমান্ ভগবান্ গোবিন্দ এই লোকে দেবতাগণের উন্নতির জন্য প্রজাপতির শুভমার্গে অবস্থান করত মনুর বর্ষসংস্কৃত কুলে অবতীর্ণ হইবেন। মহাত্মা মনুর বংশে মনুপুত্র অজনামে একজন রাজা হইবে। তাহা হইতে অন্তর্ধায়া নামক এক পুত্রের জন্ম হইবে ॥ ২২-২৩

অন্তর্ধায়া হইতে অগ্নিদেবের প্রজাপতি হবির্ধানের উৎপত্তি হইবে। হবির্ধানের পুত্র হইবে মহারাজ প্রাচীনবর্হি ॥ ২৪

প্রাচীনবর্হির প্রচেতা প্রভৃতি দশ পুত্র হইবে। সেই দশ প্রচেতাগণ হইতে জগতে প্রজাপতি যজ্ঞের প্রাদুর্ভাব হইবে ॥ ২৫

দক্ষকন্যা অদিতি হইতে আদিত্য (সূর্য) উৎপন্ন হইবে। সূর্য হইতে মনু উৎপন্ন হইবে। মনুর বংশে ইলানাম্নী এক কন্যা হইবে। সেই ইলার গর্ভে বুধের সহিত পুরূরবার জন্ম হইবে। পুরূরবা হইতে আয়ুনামক পুত্রের উৎপত্তি হইবে। আয়ুর পুত্র নহুষ এবং নহুষের পুত্র যযাতি হইবে ॥ ২৭

যদুস্তস্মাদবরজঃ ক্রোষ্টা তস্মাদ ভবিষ্যতি।
ক্রোষ্টুস্তস্মৈব মহান্ পুত্রো বৃজিনীবান্ ভবিষ্যতি ॥ ২৮
বৃজিনীবন্তু ভবিতা উষদ্গুরপরাজিতঃ।
উষদ্গোর্ভবিতা পুত্রঃ শূরস্ত্রিভরতস্তথা ॥ ২৯
তস্য ভবন্তঃ পুত্রঃ শূরো নাম ভবিষ্যতি
তেষাং বিখ্যাতবীর্য্যাণাং চরিত্রগুণশালিনাম্ ॥ ৩০
যজ্বনাং সুমিতজ্ঞানাং বংশে ব্রাহ্মণসম্মতে।
স শূরঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠো মহাবীর্য্যো মহাবলঃ
ধর্ম্মবিদ্ভিস্তরকরঃ জনরিষ্যতি মানবঃ ॥ ৩১
বসুদেব ইতি খ্যাতো পুত্রমানকদুন্দুভিম্
তস্য পুত্রকৃতু বাহুর্বাসুদেবো ভবিষ্যতি ॥ ৩২
দাতা ব্রাহ্মণসংকর্ত্তা ব্রহ্মভূতো দ্বিজপ্রিয়ঃ।
রাজ্ঞো মাগধসংরুদ্ধান্ মোক্ষয়িষ্যতি যাদবঃ ॥ ৩৩
জরাসন্ধাত্ত রাজ্ঞঃ নিজিত্য গিরিগহ্বরে।
সর্ব্বপার্থিবরত্নাঢ্যো ভবিষ্যতি স বীর্য্যবান্ ॥ ৩৪

পৃথিব্যামপ্রতিরথো বীর্য্যেণ চ ভবিষ্যতি
বিক্রমেণ চ সম্পন্নঃ সর্ব্বপার্থিবপার্থিবঃ ॥ ৩৫
শূরসেনেষু তৃপ্তা স ভারতাচার বর্ত্মনি প্রভুঃ।
পালয়িষ্যতি সাং দেবীং বিজিত্য নয়বিৎ সদা ॥ ৩৬
তং ভবন্তঃ সমাসাদ্য বাসুদেবোরুহীশ্বরৈঃ।
অভিষেক্ষ্যন্তি যথান্যায়ং ব্রহ্মণ্যমিব শাশ্বতম্ ॥ ৩৭
যো হি মাং স্তোষ্যমিচ্ছেত ব্রহ্মণ্যক পিতামহম্।
স্তোষ্যত্যেনং ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৮
দৃষ্টে তস্মিন্নহং দৃষ্টো ন সন্দেহস্তি বিচারণা
পিতামহো বা দেবেশ ইতি বিত্ত তপোধনাঃ ॥ ৩৯
স যস্য পুত্রতাং কাঙ্ক্ষ প্রীতিমুক্তো ভবিষ্যতি।
তস্য দেবগণঃ প্রীতো ব্রহ্মপূর্ব্বো ভবিষ্যতি ॥ ৪০
যস্ত ভবানবে লোকে সংস্তোষ্যতি কেশবম্।
তস্য কীর্ত্তির্ভবিষ্যেব স্বর্গশ্চৈব ভবিষ্যতি ॥ ৪১

তিনি এই ভূমণ্ডলে বীর বসুদেবকুলের দ্বারা অজেয় হইবেন। বিক্রমশালী ও সমস্ত রাজাগণেরও তিনি রাজা হইবেন। ৩৪

নীতিজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শূরসেনদেশে (মথুরামণ্ডলে) অবতীর্ণ হইয়া সেখানে রাজধানীপুরীতে গমন করত বাস করিবেন এবং রাজাদিগকে জয় করিয়া সর্ব্বদা এই পৃথিবীকে পালন করিবেন। ৩৬

আপনারা সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই শরণ গ্রহণ করিয়া নিজেদের বাহুবলী ও নাথ করা এবং সেই পুরোণপুরুষ সনাতন ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহার যথোচিত পূজা করুন। ৩৭

যে ব্যক্তি আমার এবং পিতামহ ব্রহ্মার দর্শন কামনা করে, তাহার প্রতাপশালী ভগবান্ বাসুদেবের দর্শন লাভ করা কর্ত্তব্য। ৩৮

তপোধনগণ! তাঁহার দর্শন হইয়া গেলে পর আমারই দর্শন হইয়া যায়, অথবা তাঁহার দর্শনে দেবেশ ব্রহ্মারও দর্শন হইয়া যায় বলিয়া জানিবেন, এ বিষয়ে আমার আর অন্য কোন বিচার করিবার নাই অর্থাৎ আমার কোনও সন্দেহ নাই। ৩৯

যাহার প্রতি কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইবেন, তাহার উপর ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাগণও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ৪০

যাহারা লোকে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব গ্রহণ করে, তাহার কীর্ত্তি, বিজয় ও উভয় স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে। ৪১

ধর্ম্মাধ্যং দেবিকঃ সাক্ষাৎ স ভবিষ্যতি ধর্ম্মভাক্ ।
ধর্ম্মবিদ্ভিঃ স দেবেশো নমস্যাধ্যঃ সদৈত্তকৈঃ ॥ ৪১
ধর্ম্ম এষ পরো হি স্যাৎ তস্মিন্নভ্যর্চিতে দ্বিজৈ।
সা হি দেবো মহাভাগঃ প্রজাবিদ্ভিরর্চিকার্বরা ॥ ৪৫
ধর্ম্মার্থং পুরুষব্যাঘ্র ঋষিকোটী: সমর্চ ह ।
তাঃ সৃষ্টাস্তেন বিভুনা পর্বতে সত্রমাসনে ॥ ৪৪
সবর্ষকুলমাহুয়াস্তিষ্ঠন্তি তপসান্বিতাঃ।
তস্মাৎ স বাস্তী ধর্ম্মজ্ঞো নমস্যো দ্বিজপুজবাঃ ॥ ৪৫
দিবি শ্রেষ্ঠো হি ভগবান্ হরিনারায়ণঃ প্রভুঃ
বন্দিতো হি স বন্দেত মানিতো মানয়ীত চ ।
অবিচল্যাইরেন্দ্রিয়ৈর্যঃ পূজিতঃ প্রতিপূজকৈঃ ॥ ৪৬
সৃষ্টঃ পদ্মেহরয়ঃ সর্ব্বৈঃ প্রতিসংস্কারৈঃ ।
অচিন্ত্যাইরেন্দ্রিয়ৈর্যস্ত স দেবো দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪৭
এতৎ তত্তানবদ্যং বিষ্ণোর্বৈ পরমং ব্রতম্ ।
আদিদেবস্য মহতঃ সঞ্জনাচরিতং সদা ॥ ৪৮

ভূবনেহস্মাচ্চিতো বিত্তাং দেবৈরপি সনাতনঃ।
অজন্রেনানুরূপেণ যুক্তাত্মে তমনুব্রতাঃ ॥ ৪৯
কর্ত্তব্যা মনসা বাচা স নমস্যো দ্বিজৈঃ সদা ।
যস্তমর্চ্চয়তে ভক্ত্যা দেবকীসুতঃ ॥ ৫০
এষ বোঽভিহিতো মার্গো মহা বৈ মুনিসত্তমাঃ ।
তং সৃষ্টা সর্বতো দেবা সৃষ্টাঃ স্যুঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ৫১
মহাবরাহং তং দেবং সর্বলোকপিতামহম্
অহং চৈব নমস্যামি নিত্যমেব ভগৎপতিম্ ॥ ৫২
তত্র চ ত্রিতয়ং সৃষ্টং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
সমস্তা হি বয়ং দেবাস্তনা দেহে বসামহে ॥ ৫৩
তস্ত চৈবাগ্রতো ভ্রাতা সিতাত্রিনিচয়প্রভঃ ।
বলী বল ইতি খ্যাতো ভবিষ্যতি বরাবরঃ ॥ ৫৪
ত্রিশিরাস্তস্য দিব্যশ্চ শাতকুম্ভময়ো রথঃ
অষ্টযুক্তো মহেন্দ্রস্য দেবস্য ভবিষ্যতি যথাস্ত্রিতঃ ॥ ৫৫

কেবল ইহাই নহে, সেই ব্যক্তি যজ্ঞের উপদেষ্টা, সাক্ষাৎ যজ্ঞাচার্য্য ও যজ্ঞদক্ষিণাই হইবে। অতএব যজ্ঞাঙ্গ পুরুষগণের কর্ত্তব্য হইল তাহারা সকলে উৎসাহিত থাকিয়া দেবেশের ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করিবে। ৪৩

সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের পূজা করিলে পরমেশ্বর সিদ্ধি হইবে। তিনিই মহাযজ্ঞেশ্বরী দেবতা। সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রজাপতির হিত করিবার ইচ্ছায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার জন্য কোটি ঋষির সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উৎসৃষ্ট হইয়া এই সনৎকুমারাদি ঋষিগণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে সত্রযাগ অনুষ্ঠান করিতে নিয়ত আছেন। দ্বিজবরগণ! অতএব সেই বাসুদেবকে সর্ব্বদা প্রণাম করা কর্ত্তব্য। ৪৫-৪৭

এই ভগবান্ নারায়ণ ঋষি দেবলোকে সনাতনেজ্য শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি তাঁহার যজনা করেন, তিনিও তাঁহাকে যজনা করিয়া থাকেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহার সম্মান করেন, তিনিও তাঁহাকে সম্মান দান করেন। ইহাতে তিনি অর্চিত হইলে পর তিনি পূজা বা প্রশংসা করিয়া থাকেন। ৪৮

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যিনি প্রতিদিন তাঁহাকে দর্শন করেন, তাঁহার প্রতিও তিনি কৃপাদৃষ্টি করিয়া থাকেন। যিনি তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে তিনিও আসন করিয়া থাকেন এবং যিনি তাঁহার পূজা করেন, তিনি সেই অক্ষয়ের সর্ব্বদা পূজা করেন। ৪৯

সেই প্রণবনেতা আদিদেব ভগবান্ মহাবিষ্ণুর ইহা হইল উত্তম ব্রত, যাহা সাধুপুরুষ সর্ব্বদা আচরণ করিয়া থাকেন। ৪৮

তিনিই সনাতন দেবতা, দেবেন্দ্রও এই ভুবনে দেবগণ সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করেন। ইহাতে তাঁহার অনন্ত ভক্ত, তাঁহারা নিজেদের ভজনানুরূপ নিজের পরমাত্মা হন। ৪৯

দ্বিজগণের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য হইল—তাঁহাকে মন, বাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা নিত্য সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিবেন এবং যত্ন সহকারে উপাসনা করত সেই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন। ৫০

মুনিসত্তমগণ! এই আমি আপনাদিগকে উত্তম পথ বলিয়া দিলাম। সেই ভগবান্ বাসুদেবকে সর্ব্বপ্রকারে দর্শন করিলে পর সমস্ত শ্রেষ্ঠ দেবতাগণেরও দর্শনলাভ হইয়া যায়। ৫১

আমিও মহাবরাহরূপধারণকারী সেই সর্ব্বলোকপিতামহ জগদীশ্বরকে নিত্য প্রণাম করি। ৫২

আমরা সকল দেবতাই তাঁহারই শ্রীবিগ্রহে বাস করি। অতএব তাঁহাকে দর্শন করিলে পর তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবেরও দর্শন হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৩

ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৈলাসপর্ব্বতমালাতুল্য শ্বেতকান্তিতে প্রকাশমান বলরাম ও বলরাম নামে বিখ্যাত পৃথিবীধারণকারী দেব-শ্রেষ্ঠ বলরামের রূপে অবতীর্ণ হইবেন। ৫৪

বলরামের রথের উপর তিন শিখাবিশিষ্ট দিব্য সুবর্ণময় তালবৃক্ষ ধ্বজের রূপে সুশোভিত হইবে। ৫৫

খিন্নো নাবৈর্মহাভোগৈঃ পরিক্ষীর্ণং মহাত্মভিঃ।
ভবিষ্যতি মহাবাহোঃ সর্বলোকেশ্বরস্য চ ॥ ৪৬
চিন্তিতানি সমেষ্যন্তি শত্রূণাং ব্যসনানি চৈব হ
অনন্তশ্চ স এবোক্তো ভগবান্ হরিরব্যয়ঃ ॥ ৪৭
সমাদিষ্টশ্চ বিবুধৈর্ধর্ম ইত্যভি প্রভো
সুপর্ণো যস্য বীর্যেণ কদ্রূপস্তাপ্তজো বলী।
অস্ত্রা নৈষাশকদ্ ভ্রষ্টুং দেবস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৪৮
স চ মেধো বিচরতে পরয়া বৈ মুদা যুতঃ।
অন্তর্গতশ্চ ভোগেন পরিবৃত্তা বসুন্ধরাম্ ॥ ৪৯

য এষ বিষ্ণুঃ সোদ্দিষ্টো ভগবান্ বসুধাধরঃ।
যো হ্যাদ্যঃ স হ্যধীকেশো যোঽচ্যুতঃ স ধরাধরঃ ॥ ৫০
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ দিব্যৌ দিব্যপরাক্রমৌ।
ভ্রাতরৌ মাননীয়ৌ চ চক্র-লাঙ্গলধারিণৌ ॥ ৫১
এষ যোঽনুপ্রভঃ প্রোক্তো মহা পুরাণপৌরুষঃ
যস্য ভগবতো বহুশ্রেষ্ঠ পূজয়েষুঃ পুরুষাঃ ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পুরুষমাহাত্ম্যে
সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

সর্বলোকেশ্বর মহাবাহু বলরামের মনস্ক বিধান করাবিশিষ্ট মহাত্মার সর্পগণের দ্বারা আবৃত থাকিবে ॥ ৪৬

তিনি চিন্তা করিবামাত্র সমস্ত বিঘ্ন অন্তরঙ্গ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবে। অবিনাশী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণি অনন্ত শেষনাগ বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৪৭

পূর্বকালে দেবতাগণ ব্রহ্মাকে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, আপনি আমাদের ভগবান্ দেবের অন্ত দর্শন করান। তখন ব্রহ্মলোক যেখান পুত্র গরুড় নিজের গরুশক্তি প্রয়োগ করিয়াও সেই পরমাত্মদেব অনন্তের অন্ত দেখিতে পায় নাই ॥ ৪৮

সেই ভগবান্ দেব অভিমত আনন্দে পরিত হইয়া সঞ্জন্ত বিচরণ করেন এবং নিজের বিবাদ শরীরের দ্বারা পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন ॥ ৪৯

যিনি ভগবান্ বিষ্ণু, তিনিই এই পৃথিবীধারণকারী ভগবান্ অনন্ত। যিনি বলরাম, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই ধরাধারী বলরাম ॥ ৫০

এই দুই ভ্রাতা বল ও বিদ্যা পরাক্রমসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশঃ হল ও চক্র ধারণ করেন। আপনারাও সকলে তাঁহাদের উভয়কে দর্শন এবং সম্মান করা উচিত ॥ ৫১

অনুশাসনপর্ব। আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে পবিত্র মাহাত্ম্য সেইসব বর্ণনা করিলাম যে, আপনারা যত্নসহকারে সেই যদু শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করুন ॥ ৫২

শ্রীমহাভারত বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবত: শ্রীকৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যবর্ণনম্, ভীষ্মেণ যুধিষ্ঠিরায় রাজ্যঃ কর্তুমাদেশদানঞ্চ।]

নারদ উবাচ

অথ যোগাদ্ মহান্ শব্দঃ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুমান্
মেঘৈশ্চ গগনং নীলং সারুদ্ধমভবদ্ ঘনৈঃ ॥ ১

প্রাবৃষীব চ পর্জন্যো বসুধে নির্মলং পয়ঃ।
তদ্বচ্চৈবাভবদ্ ঘোরা বিশব্দ ন চকাশিরে ॥ ২
ততো মেঘগিরৌ তস্মিন্ রম্যে পুণ্যে সনাতনে।
ন সধ্যং ভূতসঙ্ঘস্য যা মৃতুর্নয়তস্তদা ॥ ৩

সর্বদিকে ঘোর অন্ধকার দেখিয়া আসিল। দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥ ১

সেই সময় সেই বর্ষাকাল, পবিত্র ও সনাতন মেঘগিরির উপর ঘনঘটা যখন বৃষ্টিপাত করিলেন, তখন ঐ স্থানে ভগবান্ শঙ্করকে দেখিতে পাইলেন না এবং কৃতদণ্ডকেও সেখানে দেখিতে পাইলেন না ॥ ৩

যাস্যন্তি গগনং সদ্যঃ ক্ষণেন সমপদ্যত।
ঊর্ধ্বমাত্মা ততো বিপ্রা জগ্মুস্তান্তে যথাগতম্ ॥ ৪
তদদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ দৃষ্ট্বা তে বিস্মিতাস্তদা।
শঙ্খচক্রোদ্যতা সার্ধং সংবাদং তৎকথাশ্রয়ম্ ॥ ৫
স ভবান্ পুরুষব্যাঘ্র ব্রহ্মকৃতঃ সনাতনঃ।
মন্বর্থমনুশিষ্টাঃ স্মো গিরিপৃষ্ঠে মহাদ্যুতে ॥ ৬
দ্বিতীয়ং ভদ্রুভবিনং তৃতেজঃ কৃতমদ্ভ বৈ।
দৃষ্ট্বা চ বিস্মিতাঃ কৃষ্ণ সা চ নঃ স্মৃতিরাগতা ॥ ৭
এতৎ তে দেবদেবেশ মহাত্মা ঋষিভিঃ শ্রুতো।
কপর্দিনো গিরীশস্য মহাবাহো ভবার্ণব ॥ ৮
উক্তাস্তঃ স তদা কৃষ্ণস্তপোবননিবাসিভিঃ।
মানয়ামাস তান্ সর্বানৃষীন্ দেবকীনন্দনঃ ॥ ৯
অথর্বঃ সম্প্রস্রষ্টাঃ পুনস্তে কৃষ্ণমব্রুবন্।

পুনঃ পুনঃ দর্শয়াত্মান্ সদৈব মধুসূদন ॥ ১০
ন হি নঃ সা রতিঃ স্বর্গে বা চ ব্রহ্মদর্শনে বিভো।
তদদ্ভুতং মহাবাহো যদাহ ভগবান্ ভবঃ ॥ ১১
এবং তে সর্বমাখ্যাতং রহস্যমমিতকর্মন্
যথেষ দুর্বতত্ত্বজ্ঞঃ পৃষ্টোঽস্মান্ পৃচ্ছসে যথা ॥ ১২
তদস্মাভিরিদং গুহ্যং ত্বৎপ্রিয়ার্থমুদাহৃতম্
ন চ তেঽবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ১৩
ভূয় চৈব প্রসূতিস্তে যজ্ঞানাং ভাবণং বিভো
বরং তু বহুফলাপেক্ষা শুশ্রূষাবচনে ॥ ১৪
তত্ত্বঃ স্থিতে ত্বয়ি বিভো লঘুত্বাং প্রলপামহে।
ন হি কিঞ্চিৎ ত্বদজ্ঞাতং যন্ন বেত্তি ভবানিহ ॥ ১৫
দিবি বা ভূমি বা দেব সর্বং হি বিদিতং তব
সাধয়াম যদ্ যদ্ কৃষ্ণ বুদ্ধি পুষ্টিমবাপ্নুহি ॥ ১৬

প্রভো! আপনার দর্শনে আমাদের বেদও অন্তর্ধান করে, তাহা স্বর্গেও নাই। মহাবাহো! ভগবান শিব যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই সত্য হইয়াছে। ১১

শ্রীকৃষ্ণ। এই সমস্ত ব্রহ্মর্ষি আপনাকে বলিলাম, আপনিই অর্থতত্ত্বের জ্ঞাতা আমরা আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, পরন্তু আপনি স্বয়ংই যখন আমাদিগকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তখন আমরা আপনার প্রশ্নভঙ্গীর জন্য এই গোপনীয় রহস্য বর্ণনা করিলাম। ত্রিভুবনে এমন কোনও বিষয়ই নাই, যাহা আপনার জ্ঞাত নহে। ১২-১৩

প্রভো! আপনার যে এই অবতার অর্থাৎ মানব শরীর ধারণ হইয়াছে এবং যাহা হইতে ইহার জন্ম হইল, এই সব ও অন্য বিষয়ও আপনার অজ্ঞাত নহে আমরা নিজেদের অজ্ঞাত কোনও এই গূঢ় বিষয় নিজে না বলে গোপন করিয়া রাখিতে অসমর্থ। ১৪

ভগবন্! সেইজন্য আপনি বিরাজমান থাকিতেও আমরা নিজেদের ব্যগ্রতায় অন্য প্রসঙ্গ করিতেছি অর্থাৎ ছোটমুখে বড় কথা বলিতেছি। দেব! পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন কোনও আশ্চর্যের বিষয় নাই, যাহা আপনি জানেন না। আপনি সব কিছুই বিদিত আছেন। ১৫১

হে কৃষ্ণ! এখন আপনি আমাদের গমনের অনুমতি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা নিজেদের কার্য সাধন করিতে পারি। আপনি উত্তম বুদ্ধি ও পুষ্টি লাভ করুন। ১৬

পুত্রত্বে সদৃশত্বাত্ত বিশিষ্টো বা ভবিষ্যতি।
মহাপ্রভাবসংযুক্তো লোকিকীর্তিকরঃ প্রভুঃ। ১৭

ভীষ্ম উবাচ

ততঃ প্রণম্য দেবেশং বাসবং পুরুষোত্তমম্।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য প্রজগ্মুস্তে মহর্ষয়ঃ। ১৮

সোঽহং নারায়ণঃ শ্রীমান্ ধীত্যা পরময়া যুতঃ
ব্রতং যথাবৎ তচ্চীর্ণো দ্বারকায়াং পুনরাগমম্। ১৯

পূর্ণে চ দশমে মাসি পুত্রোঽহং পরমাদ্ভুতঃ।
রুক্মিণ্যাং সম্মতো জজ্ঞে সূরো বংশধরঃ প্রভুঃ। ২০

স কাম: সর্বকৃত্তানাং সর্বতাবসতো নৃপ।
অনুরাধাং পুরাণাক্ত চরত্যন্তর্গতঃ সদা। ২১

সোঽহং পুরুষশার্দূলো মহর্ষিগণভূষিতঃ।
সাম্প্রিতঃ পাণ্ডবান্ প্রেম্না তবস্তুশ্চৈনমাশ্রিতাঃ। ২২

কীর্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতিশ্চৈব বর্ণমার্গশ্চৈব চ

ভাত! আপনার আপনার সমান অথবা আপনা অপেক্ষা বিশিষ্ট পুত্র লাভ হইবে। সে মহাপ্রভাবশালী, লৌকিকীর্তি, কীর্তি বিস্তারকারী ও সর্বসমর্থ হইবে। ১৭

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর সেই মহর্ষিগণ এই বসুধাস্থরূপ, দেবেশ ও পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করত প্রস্থিত হইলেন। ১৮

তাহার পর পরম ধীমান্ এই শ্রীমান্ নিজের ব্রত যথা-বৎভাবে পূর্ণ করত পুনরায় দ্বারকাপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। ১৯

প্রভো! দশম মাস পূর্ণ হইলে পর এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীদেবীর গর্ভ হইতে এক পরম অদ্ভুত, মনোহর এবং সৌভাগ্যশালী বীর পুত্র উৎপন্ন হইলেন, যিনি ইঁহার বংশের ধ্বজস্বরূপ হইলেন। ২০

নৃপ যুধিষ্ঠির! যিনি সমস্ত প্রাণিগণের মানসিক সঙ্কল্পে ব্যাপ্ত এবং দেবতা ও অসুরদিগেরও অভীষ্টফলে সদা বিচরণ করেন, সেই কামদেবই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বংশের পুত্র হইলেন। ২১

সেই এই চতুর্বাহুধারী বংশধর পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বশীভূত হইয়া পাণ্ডব তোমাদের আশ্রয়ে অবস্থিত আছেন এবং তোমরাও ইঁহার শরণাগত হইয়া রহিয়াছ। ২২

যত্রৈব সান্নিধ্যমস্তু দেবো বিষ্ণুর্দিবিস্পৃক্‌। ২৩
নেন্দ্রো দেবাসুরস্থিরংদেয় নাত্র বিচারণা
আদিদেবো মহাদেবঃ সর্বকৃত্তপ্রজিদ্ধরঃ। ২৪
অনাদিনিধনোঽবাক্তো মহাত্মা মধুসূদনঃ।
অয়ং ভাতো মহাতেজাঃ সুরারণাবর্ধনিক্ষয়ে। ২৫
সুহৃত্তরার্থতত্ত্বজ্ঞ বক্তা কর্তা চ মাধবঃ
তব পার্থ ভয়ঃ কৃৎস্নস্তব কীর্তিশ্চরাস্থায়ী। ২৬
অবেহঃ পৃথিবী দেবী কৃৎস্না নারায়ণাশ্রয়াৎ
অয়ং নাথস্তবাচিন্ত্যো যস্য নারায়ণো গতিঃ। ২৭
স ভবাংস্তমুপাসীনঃ সর্বং ত্বয়াস্থে ধ্রুবমান্ নৃপান্।
কৃষ্ণস্যুবেন যজতা যুধ্যস্বারিনিবর্হণ ধ্রুবম্ ২৮
দুর্যোধনস্ত শোচ্যোঽসৌ সপুত্রভ্রাতৃবান্ধবঃ
কৃতবান্ যোঽবুদ্ধি ক্রোধাদ্ধরিপাণ্ডবিবিদ্বেষম্। ২৯
বৈতোত্তা দানবেন্দ্রাশ্চ মহাত্মানো মহাবলাঃ
তত্রাস্থো ক্রমপালা দাবাগ্নৌ শলভা ইব। ৩০

এই ত্রিভুবনে যেখানে বিষ্ণু দেবরূপে বিদ্যমান থাকেন, সেখানেই কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও ধর্মের স্থিতি অটল ভাবে থাকে। ২৩

ইন্দ্রাদি দেবগণ সমস্ত ইঁহারই ভক্ত, ইঁহাতে আর কোনও বিচার করিবার নাই। ইনিই সমস্ত প্রাণিগণের আত্মস্বরূপ আদিদেব মহাদেব। ২৪

ইঁহার আদি নাই এবং অন্তও নাই। ইনি অব্যক্তস্বরূপ, মহাতেজস্বী মহাত্মা মধুসূদন দেবগণের কার্যাদি ভরিয়ার জন্য বসুকুলে আবির্ভূত হইয়াছেন। ২৫

এই মাধব তুমার তত্ত্বের বক্তা ও কর্তা। কুরুনন্দন! তোমার এই সম্পূর্ণ ভয়, অতএব কীর্তি এবং অখিল ভূমণ্ডলের রাজ্য—এই সমস্ত ভগবান্ নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করায় তোমার লাভ হইয়াছে। এই অচিন্ত্যস্বরূপ নারায়ণই তোমার রক্ষক ও পরম গতি। ২৬-২৭

তুমি যদি তোমা হইয়া প্রলয়কালীন অগ্নির সমান তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণকে বিশাল ভবের দ্বারা সমস্তরাত্রি মধ্যে সমস্ত রাজগণকে আহুতি প্রদান করিয়াছ। ২৮

আজ এই দুর্যোধন নিজের পুত্র, ভ্রাতা ও বান্ধবগণের সহিত শোকের বিষয় হইয়া রহিয়াছে, কারণ, সেই মূর্খ ক্রোধের বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল। ২৯

যত বিশালদেহ মহাবল দৈত্য ও দানবশ্রেষ্ঠগণ সংগ্রামে বহু পতঙ্গসকলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের চক্রাগ্নিতে বহু হইয়া গিয়াছে। ৩০

পরমাত্মা আমা হ'তে ভিন্ন মনে ক'রে বৃথা ভ্রমচক্রে ভ্রামিত হ'য়ে যাতায়াত করে, বিশ্বাসচক্ষে আমাকে অভিন্নরূপে দেখা ক'রে অমর হয়। আমিই সর্ব্বজ্ঞ, অজন্মা, আমি সকলের প্রভু ও প্রভুত্বহীন, আমিই জীব-জগৎ-ঈশ্বররূপ ব'রে লীলা করি, ভোগ্য, ভোক্তা ও ভোগ এই তিনটী অনন্তস্বরূপ জেনে ভক্ত সংসার পাশ মুক্ত হন। ভোক্তা জীবকে, ভোগ্য জীবাতিরিক্ত সমস্ত পদার্থকে এবং প্রেরিতা অন্তর্যামী ঈশ্বর, এই তিনটিকে ব্রহ্মস্বরূপ জেনে— ভক্ত ঐ তিনটিকেই স্বীয় আত্মস্বরূপ ভাববেন। কারণ এই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিক আর কিছু ভাববার নাই পরমাত্মা আমি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, ঊর্দ্ধ, অধঃ এই দশদিক রোপে অবস্থান করি আমি প্রথমে হিরণ্যগর্ভ রূপে জাত হই, আমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিরাট্ রূপে বিরাজ করি। আমিই মানব প্রভৃতির শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ ক'রে থাকি আমিই ভবিষ্যতে জাত হব, আমি সমুদয় জীবের অন্তর্যামী ব'লে সর্ব্বতোমুখ, সকল প্রাণীর মুখই আমার মুখ। স্বয়ং প্রকাশ পুরুষোত্তম আমি অগ্নিতে অবস্থিত, আমি সলিলে সন্নিষ্ট, আমি ওষধিসমূদয়ে অবস্থান করি। আমি সমস্ত বনস্পতিতে বিরাজমান, আমি অখিলজগতে অনুপ্রবিষ্ট, ভক্তগণ আমাকে পুন:পুন: নমস্কার ক'রে কৃতার্থ হন। আমি একমাত্র অদ্বিতীয় মায়াধী, আমার শক্তিসকলের প্রভাবে শাসন করি, আমি এক হ'য়েও লোক-সমূহকে তাদের ঐশ্বর্য্য লাভ কালে, উৎপত্তি সময়ে, আপন শক্তি প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করি যাঁরা আমার এ তত্ত্ব জানেন তাঁরা অমৃত হন। যত চক্ষু আছে সব আমার, যত মুখ, যত বাহু, যত পদ আছে সব আমার, আমি মানবগণকে বাহুসাযুক্ত করি, আমি মনুষ্য ও পক্ষীসকলকে চরণ ও পক্ষ মিলিত করি। দ্যুলোক সৃষ্টি ক'রে এক অদ্বিতীয় জ্যোতির্ম্ময়রূপে বিরাজ ক'রে থাকি। আমা হ'তে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট কিছু নাই। আমা হ'তে অণুতর মহত্তর কিছু নাই। আমি বৃক্ষের ন্যায় অচলরূপে নিজ মহিমায় বিরাজিত, আমার দ্বারাই এই সম্পূর্ণ জগৎ সমাচ্ছন্ন। সকল মুখ, সকল মস্তক ও গ্রীবা আমার, আমি সকলের হৃদয়গুহায় অবস্থিত সর্ব্বব্যাপী ভগবান, আমিই সর্ব্বত্র বিদ্যমান ও মঙ্গলস্বরূপ, আমি মহান্, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী পুরুষ। আমিই পরমপদ লাভের জন্য অন্তঃকরণে প্রেরিয়িতা, আমি ঈশ্বর, আমি জ্যোতির্ম্ময়, অব্যয়, বিনাশবিহীন। আমার অসংখ্য নয়ন, আমার অসংখ্য চরণ, আমি ত্রিনয়নকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করে, অসীমস্বরূপে বিদ্যমান আছি। যা কিছু বর্ত্তমান, যা অতীত, যা ভবিষ্যৎ, সে সমস্তই

Regd. No. WB/NC-57

CHAITRA
1381 B.S.

Aryashastra

Mahabharata—82
Mar.—April 1975

পুরুষোত্তম আমি, আমি অমৃতের ঈশান বিধাতা, যা অগ্রের দ্বারা জীবিত থাকে তারও ঈশ্বর, সকল প্রাণীর চক্ষু, পথ আমার, সমস্ত জীবের নয়ন, মস্তক, বদন আমার, সকল প্রাণীর কর্ণ আমার, প্রাণী-শরীরে প্রজ্ঞাসাক্ষারূপে সমস্ত সমাচ্ছন্ন ক'রে আমিই বিদ্যমান আছি, আমার চক্ষু পদ না থাকলেও দ্রুত গমন করি, সকল বস্তু গ্রহণ ক'রে থাকি, চক্ষু না থাকলেও দেখি, কর্ণ না থাকলেও শুনি, মন না থাকলেও সর্ব্ব বস্তু জানি। ব্রহ্মরূপে আমাকে সকলের কারণ পরিপূর্ণস্বরূপ বলেন; অণু হ'তে অণীয়ান, মহৎ হ'তে মহীয়ান ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্মাদি তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর হৃদয়ে আত্মরূপে অবস্থান করি; আমি অগ্নি, আমি চন্দ্রমা, আমি প্রজাপতি। আমি নারী, আমি নর, আমি কুমার, আমি অগ্রাগ্রস্ত হ'য়ে দণ্ডধারী স্খলিতপদ বৃদ্ধ, আমি আত্মমায়ার দ্বারা হ'য়ে নানারূপ ধারণ করি। আমি ভ্রমর, আমি শুকপক্ষী, আমি বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘ, আমি জন্তু-সমুদয়, আমিই সমস্ত সমুদ্র, আমি অনাদি, আমি সর্ব্বব্যাপকরূপে বিদ্যমান আমা হ'তে বিশ্ব ভুবন উৎপন্ন হ'য়েছে। পরমাকাশরূপ ব্রহ্ম আমাতে ওতপ্রোতি দেব ও সুরমণ্ডলী সমাশ্রিত। বেদ সকল, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত, ভূত ভবিষ্যৎ যা কিছু সব আমা হ'তে উৎপন্ন হ'য়েছে আমি মায়ার দ্বারা বহুরূপ ধারণ ক'রে বিরাজ ক'রছি। প্রকাশময় বিশ্বসৃষ্টিকারী সর্ব্বব্যাপী আমি জীবগণের হৃদয়াকাশে গূঢ়ভাবে অবস্থান করি; আমি ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, আমি দেবগণেরও পরম দেবতা, আমি প্রজাপতিগণেরও নিয়ন্তা, আমি শ্রেষ্ঠ অক্ষর হ'য়েও ভুবনের পরম ঈশ্বর, আমাকে জানলে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। আমি একমাত্র আছি, আমি বহুরূপে লীলা ক'রছি। আমাকে যে একান্ত ভাবে আশ্রয় ক'রে—আমি তা'কে সর্ব্ব পাপ হ'তে মুক্ত করি।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

মাঙ্গল্য মাস্তু মাস্তু তু মাস্তু !!

—:০:—

2 Ft. 1976

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।১, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা-৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তিসদন প্রেস, মহামিলন মঞ্চ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত

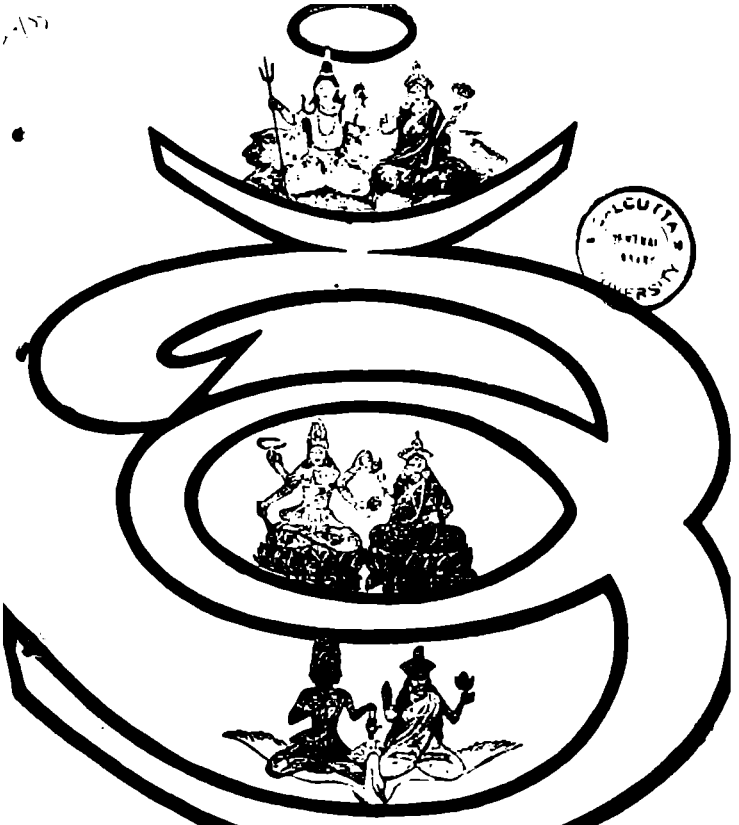

CALCUTTA UNIVERSITY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

রূপ-পিপাসুর রূপ-তৃষ্ণা, দরিদ্রের অর্থতৃষ্ণা, রোগীর আরোগ্য হইবার তৃষ্ণা, কুরূপের সুরূপ হইবার তৃষ্ণা। অনল ঘৃতাহুতি পাইলে যেমন দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠে, তেমনি এক তৃষ্ণা মিটিতে না মিটিতে অনন্ততৃষ্ণা-রূপে জনগণের দুঃখকষ্ট পরিবর্দ্ধিত করিতেছে যে অনন্তরূপিনি। তুমি নিরাকারা না সাকারা তা জানিনা; তথাপি তোমার চরণতলে কি জানি কেন মস্তক স্বতঃই লুটিয়ে পড়ে বার বার তোমার চরণতলে কোটী কোটী প্রণাম।

(২)

সাধুসঙ্গ, স্বাধ্যায় শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিয়া মানুষ যখন স্থির হয়, শ্রীভগবানের কৃপায় বুঝিতে পারে যে সে নিরাশ্রয় নয়, তাহার একজন আছে। সুখে-দুঃখে শান্তিতে-অশান্তিতে বিপদে-সম্পদে শোকে-হর্ষে সে আর বিচলিত হয় না। যাহা কিছু হইতেছে তাহা তাহার মঙ্গলের জন্য—ইহা যে বেশ বুঝিতে পারে। সে তখন সর্ব্বদা নাম লইয়া দর্শকের মত নানা বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির রঙ্গ দেখে আর হাসে।

১৩শ বর্ষ, বৈশাখমাস, ১৩৮২] [একাদশসংখ্যা চান্দনা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আকাদমিক ভাষায় টীকনে ও সমৃদ্ধিকল্পে মহাভারত পরকারমতোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মূলত মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

মুদ্রা-সম্পূজক

শ্রীশ্রীভীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

গ্রন্থ-সম্পূজক মণ্ডল

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ — শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রত্যধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ভারতের সঙ্ঘরাজ্য)

মুদ্রণ-তত্ত্বাবধিতৃত্ব :—
ডা: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বে, এম্.বি, ডি. ও. এম., এস্, ডি.পি.এইচ., ডি.টি.এম. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা ৬ (ফোন নং ৩৪-৭৭০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা — প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থমূলক মাসিক পত্র। প্রতিমাসে উহার ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৬৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্ষশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৬৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪-৮ মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৫৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা স্বীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগে ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৫৫

১।	মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২৭·০০
২।	শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৪০·০০
৩।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯·০০
৪।	শ্রীমদ্ভাগবত—	৬০·০০

প্রতিযোদ্ধুং ন শক্যো হি মানুষৈরেষ সংযুগে।
বিষ্ণৌঃ পুরুষব্যাঘ্র সত্ত্ব-শক্তি-বলাদিভিঃ ॥৩১
জন্মা যোনী যুগান্তাভঃ সর্বাসাধী রণাগ্রণীঃ।
তেজসা হ্যভিবান্ সর্বং সুযোধনবলং নৃপ ॥ ৩২
যং তু গোপত্বভাবেন মুনিভাঃ সমুদাহৃতম্
পুরাণং দ্বিপরংপূর্ণে তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৩৩
যাবৎ তন্ত তনয়ং পৃশ্নিস্তেজো দীপ্তিঃ পরাক্রমঃ
প্রভাবঃ সন্নতির্ভূমি কৃষ্ণে তৎক্রিয়তাং বিভো ॥ ৩৪
কঃ শক্রোত্যনুযাতুং তুং তন্ত যদি স্যাৎ তথা শৃণু
যত্র কৃষ্ণো হি তন্তবাংস্তন্ত পৃশ্নিসুতস্য ॥ ৩৫
বয়ং দ্বিতীয়তন্তঃ পরতন্ত্রাঃ সুবিক্লবাঃ।
জ্ঞানপূর্বং প্রপন্নাঃ স্মো মৃত্যোঃ পন্থানমব্যয়ম্ ॥ ৩৬
তবাংস্তোপার্জিপরঃ পূর্বং কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং

রাজবৃত্তং ন লন্ততে প্রতিজ্ঞাপালনে রতঃ ॥ ৩৭
অপোবাস্মদ্বচনং লোকে রাজংস্ত্বং বদনুত্তমে।
ন হি প্রতিজ্ঞা বা দত্তা তাং প্রহাতুমিহার্হসি ॥ ৩৮
কালেনায়ং জনঃ সর্বো নিহতো রণমূর্ধনি
বয়ঞ্চ কালেন হতাঃ কালো হি পরমেশ্বরঃ ॥ ৩৯
ন হি কালেন কালজ্ঞঃ স্পৃষ্টঃ শোচিতুমর্হসি।
কালো লোহিতকৃষ্ণাক্ষঃ কৃষ্ণো দণ্ডী সনাতনঃ ॥৪০
তস্মাৎ কৃষ্ণীসুত জ্ঞাতীন্ নেহ শোচিতুমর্হসি
বাগেতন্মমুনিভিঃ পূর্বং তব কৌরবনন্দন ॥ ৪১
মাধবস্যাস্য মাহাত্ম্যং শ্রুতং যৎ কথিতং ময়া
তদেব তাবৎ পর্যাপ্তং সজ্জনস্য নিদর্শনম্ ॥ ৪২
ব্যাসস্য বচনং শ্রুত্বা নারদস্য চ ধীমতঃ
ময়া চৈব মহারাজ কৃষ্ণমাহাত্ম্যমস্য বৈ ॥ ৪৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সত্ত্ব (ধৈর্য), শক্তি ও বলাদিতে স্বভাবতঃ বীর মনুষ্যগণ যুদ্ধে এই শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হইতে পারে না। ৩১

অর্জুন! যোগশক্তিসম্পন্ন এবং যুগান্তকালীন অগ্নির সদৃশ তেজস্বী, যে সর্বা (বায়ু) রূপের ন্যায় সর্বত্র গমন করিতে পারে এবং রণভূমিতে সকলের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকে। নৃপ যুধিষ্ঠির! এই অব্যয় বিষ্ণুর তেজে দুর্যোধনের সকল সৈন্যকে সংহার করিয়াছে। ৩২

বৃষভধ্বজ ভগবান্ শঙ্কর দ্বিপরার্ধপূর্ণ হইলে মুনিগণকে যে পুরাতন রহস্য বলিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৩৩

বিভো! অর্জুন যেরূপ পুষ্টি, যেরূপ তেজ, দীপ্তি, পরাক্রম, প্রভাব, বিনয় ও ভক্তের উন্নতি আছে, এই সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণে অর্জুন অপেক্ষা ভিন্নরূপ অধিক আছে। ৩৪

জগতে এরূপ কে আছে, যে আমার কথাকে অন্যথা সিদ্ধ করিতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রভাব, তাহা শ্রবণ কর – যেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই সর্বোত্তম পুষ্টি বিদ্যমান আছে। ৩৫

আমরা এই জগতে অন্যদ্বিতীয়স্বরূপ, পরতন্ত্র ও ব্যাকুলচিত্ত মানুষ। আমরা জানিয়া বুঝিয়াই মৃত্যুর অটল মার্গ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি। ৩৬

যুধিষ্ঠির! তুমি অত্যন্ত সরল, ইহাতেই তুমি পূর্বে ভগবান্ বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করিয়াছ এবং নিজের প্রতিজ্ঞাপালনে তৎপর থাকিয়া রাজোচিত আচার-ব্যবহার তুমি গ্রহণ কর নাই। ৩৭

অথবা তুমি এজন্যে যেন আত্মহত্যাকেই অধিক গুরুতর প্রদান করিতেছ মনে হইল যে প্রতিজ্ঞা তুমি পূর্বে করিয়াছিলে, তাহা পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নয়। (তুমি শত্রুদিগকে বধ করিয়া তাহাদিগের প্রজাপালন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে এখন লোকনিন্দা আত্মহত্যার নিন্দার মনে করিয়া তুমি সেই ব্রত হইতে চ্যুত হইতেছ, ইহা উচিত নহে)। ৩৮

এই সব রাজারা যুদ্ধে সম্মুখভাগে কালের দ্বারা নিহত হইয়াছে, আমরাও কালেরই দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি কারণ, কালই পরমেশ্বর। ৩৯

তিনি কালের স্বরূপ জানেন, তিনি কালের দ্বারা গ্রস্ত হইলেও শোক করেন না। এই শ্রীকৃষ্ণই ভবিষ্যৎ নেত্রবিশিষ্ট সনাতন কাল। ৪০

কুন্তীনন্দন! অতএব তুমি নিজের জ্ঞাতি-বন্ধুগণের জন্য এখন আর শোক করিও না। কৌরবকুলের আনন্দবর্ধন যুধিষ্ঠির তুমি সদা কোমলচিত্ত ও শান্ত থাক। আমি এই মাধব শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাই এখন আমি তোমার নিকট বলিলাম। ইঁহার মহিমা জানিবার পক্ষে ইহাই পর্যাপ্ত সজ্জনগণের জন্য এখানে বিস্তারবর্ণন যাহা প্রদর্শিত হইল। ৪১-৪২

মহারাজ! ব্যাসদেব ও বুদ্ধিমান্ নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি পরমপূজ্য শ্রীকৃষ্ণ এবং মহর্ষিগণের মুখনিঃসৃত প্রভাবের মহিমায় ভারত! সিদ্ধিপ্রাপ্তজনিত ঈশ্বরেরও এই

প্রজাবন্তমিমং পুত্রং কথিত: পুরুষান্ ময়া।
মহেশ্বরস্য সংবাদং শৈলপুত্র্যাশ্চ ভারত ॥ ৪৪

যাস্যতিস্তুতি যন্ত্রৈস্তং মহাপুরুষসংজ্ঞয়া
মৃদুহাং কথয়েদ্ যা যঃ স শ্রেয়ো লভতে পরম্ ॥৪৫

ভবিষ্যাংশ্চ তস্যাথ সর্বে কামা যথেপ্সিতাঃ
প্রেত্য স্বর্গঞ্চ লভতে নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৬

ভার্য্যাং শ্রেয়োঽভিকামেন প্রতিপত্তুং জনার্দ্দনঃ।
এষ এষাংক্ষয়ো বিপ্রৈঃ শ্রুতো রাজন্ জনার্দ্দনঃ ॥৪৭

মহেশ্বরমুখোৎসৃষ্টা যে চ ধর্ম্মগুণাঃ স্মৃতাঃ।
তে ত্বয়া মনসা ধার্য্যাঃ কুরুরাজ হিতার্থিনম্ ॥ ৪৮

এবং তে ধর্ম্মবানসা মহাপুরুষরূপতা ৮
প্রজাপালনদক্ষস্য স্বর্গলোকো ভবিষ্যতি ॥ ৪৯

যদ্যেবমপি সদা রাজন্ প্রভা রক্ষিতুমর্হসি।
বসুস্য বিপুলো যজ্ঞঃ সমাপ্তবরঃ স কীর্ত্যতে ॥৫০

য এষ কথিতো রাজন্ ময়া সজ্জনসন্নিধৌ
শঙ্করস্যোময়া সার্দ্ধং সংবাদো বরসংহিতঃ ॥ ৫১

শ্রুত্বা বা শ্রাবয়েদ্ বাপি যো নরশ্চেদমুত্তমম্।
বিশুদ্ধেনেব ভাবেন য ইচ্ছেদ্ ভূতিমাত্মনঃ ॥ ৫২

এষ তস্যানবদ্যস্য নারদস্য মহাত্মনঃ
সংক্ষেপো দেবপূজার্থং তং তথা কুরু পাণ্ডব ॥ ৫৩

এতদত্যদ্ভুতং বৃত্তং পুণ্যে হি তিথিপ্রভো।
বাসুদেবস্য কৌন্তেয় স্থানেস্মৈব শ্রুতাবহম্ ॥ ৫৪

দশবর্ষসহস্রাণি বসুর্যস্যেহ পার্থিবঃ
তপশ্চচার বিপুলং সহ গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ৫৫

ত্রিষুলো পুণ্ডরীকাক্ষো বাসুদেবঃ সনাতনঃ
বিধিতো নারদাদেতৎ মম ব্যাসাচ্চ পার্থিব ॥ ৫৬

বাল এব মহাবাহুশ্চকার কদনং মহৎ।
কংসস্য পুণ্ডরীকাক্ষো জ্ঞাতিত্রাণার্থকারণাৎ ॥ ৫৭

যজ্ঞেশ্বরের মধ্যে যে সংবাদ হইয়াছিল, তাহাও আমি উল্লেখ করিয়াছি। ৪৩-৪৪

যে ব্যক্তি মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এই প্রভাব শ্রবণ করে এবং স্মরণ করিয়া রাখে, সেই ব্যক্তি পরম কল্যাণ লাভ করে। ৪৫

তাহার সকল অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ হইবে এবং সেই মানব মৃত্যুর পর স্বর্গলোক করিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪৬

অতএব যাহার কল্যাণ লাভের ইচ্ছা হইবে, সেই মানবের জনার্দ্দনের পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। রাজন্! ব্রাহ্মণগণ এই অবিনাশী শ্রীকৃষ্ণেরই স্তব করিয়াছেন। ৪৭

মুরুরাজ! ভগবান্ শঙ্করের শ্রীমুখ হইতে যে বর্ণনযজ্ঞ গুণসকল প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সমস্তই তুমি বিধানিধি নিজের হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবে। ৪৮

এইরূপ আচরণ করিতে করিতে যদি তুমি ভাবোচিত রীতিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মৈত্রেয়ের সহিত প্রজাপালনে রত থাক, তবে তোমার স্বর্গলোকলাভ হইবে। ৪৯

রাজন্! তুমি ধর্ম্মবলসাহায্যে সদা প্রজাগণকে রক্ষা করিয়া যাইবে। 'প্রজাপালনের জন্য শুশ্রূষার অপরাধে যে দণ্ডের উচিত প্রয়োগ করা হয়, তাহাকেই 'ধর্ম্ম' বলা হইয়া থাকে। ৫০

রাজন্! ভগবান্ শঙ্করের পার্শ্বস্থা দেবীর সহিত যে ধর্ম্মবিষয়ক সংবাদ হইয়াছিল, তাহাই এই সৎপুরুষগণের নিকট তোমাকে বলিলাম। ৫১

যে আত্মকল্যাণ কামনা করে, সেই মানব এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অথবা শ্রবণের বাসনা রাখিয়া বিশুদ্ধভাবে ভগবান্ শঙ্করের পূজা করিবে। ৫২

পাণ্ডুনন্দন! সেই অনিন্দনীয় মহাত্মা নারদেরই এই আদেশ যে, সেই মহাদেবের পূজা করা কর্ত্তব্য। সেইজন্য তুমি তাহাই কর। ৫৩

রাজা! পুণ্যময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাদেবের এই অদ্ভুত ও স্বাভাবিক বৃত্তান্ত পুরাকালে পুণ্যময় হিমালয় পর্ব্বতে সংঘটিত হইয়াছিল। ৫৪

এই সনাতন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের সহিত (নর-নারায়ণরূপে বিরাজমান থাকিয়া) বদরিকাশ্রমে মন দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ৫৫

কুরুরাজ! কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন—এই উভয়েই সত্যযুগাদি তিন যুগে আবির্ভূত হওয়ায় 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত হন। দেবর্ষি নারদ ও ব্যাসদেব ইঁহাদের উভয়েরই যজ্ঞের পরিচয় দিয়াছেন। ৫৬

মহাবাহু কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালেই নিজে জ্ঞাতিগণকে রক্ষা করিবার জন্য কংসের উপর প্রচণ্ড উৎপীড়ন অর্থাৎ কংসকে সংহার করিয়াছিলেন। ৫৭

কথমাত্মনা কৌন্তেয় নাস্তঃ সাধ্যাত্মযুৎসবে
শাশ্বতস্য পুরাণস্য পুরুষস্য যুধিষ্ঠির ! ৫৮
এবং শ্রেষ্ঠঃ পরঃ তাত স্তবিষ্যতি তবোত্তমম্
যস্য তে পুরুষব্যাঘ্রঃ সখা চাহং জনার্দনঃ ! ৫৯
দুর্যোধনং তু শোচামি প্রেত্য লোকেঽপি দুর্মতিম্ ।
যৎকৃতে পৃথিবী সর্বা বিনষ্টা সহ-ত্বিপা ! ৬০
দুর্যোধনাপরাধেন কর্ণস্য শকুনেস্তথা ।
দুঃশাসনচতুর্থানাং কুরবো নিধনং গতাঃ ! ৬১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং সম্ভাষমাণে তু গোবিন্দে পুরুষর্ষভে ।
তূষ্ণীং বভূব কৌরব্যো মনো জেষ্যন মহাত্মনাম্ ! ৬২

তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়ং জগ্মুস্তত্রাস্থায়িনো নৃপাঃ
সম্পূজ্য মনসা কৃষ্ণং সর্বে প্রাঞ্জলয়োঽভবন্ ! ৬৩
অথমন্যাপি তে সর্বে নারদপ্রমুখাস্তদা
প্রতিমুক্তাস্তদা তস্য তস্মাত্মা প্রতিপূজা চ ! ৬৪
ইত্যেতদখিলং সর্বৈঃ পাণ্ডবো ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
শ্রুতবান্ মুদমাপ্তশ্চ পুনরাং ভীষ্মাদুপাসনম্ ! ৬৫
যুধিষ্ঠিরস্ত গাঙ্গেয়ং বিশ্রান্তং ভূরিদক্ষিণম্ ।
পুনরেব মহাবুদ্ধিঃ পর্য্যপৃচ্ছত্পতীপজম্ ! ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্বণি নীলকণ্ঠীয়ে মহাভারতভাবে
অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

তৃতীয়পুত্র যুধিষ্ঠির ' এই সনাতন পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কর্ম-সমূহের (লীলাসমূহের) কোনও সীমা বা সংখ্যা বলা যায় না । ৫৮

তাত ! তোমার ত অবশ্যই পরম উত্তম কল্যাণ হইবে, কারণ, এই পুরুষোত্তম জনার্দন তোমার মিত্র । ৫৯

দুর্মতি দুর্যোধন বহুদিন পরলোকে চলিয়া গিয়াছে, তথাপি আমার ত' তাহার জন্য অধিক শোক হইতেছে, কারণ, তাহারই জন্য হতা, অন্যান্য বান্ধবসকলের সহিত সমগ্র পৃথিবী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । ৬০

দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি- এই চারি জনের অপরাধে সমস্ত কৌরবগণ নিহত হইয়াছে । ৬১

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয় ! পুরুষবর ভগবান্ ভীষ্ম এই কথা বলিলে পর সেই মহাত্মা পুরুষগণের মধ্যে উপবিষ্ট কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনিকে বলিবেন । ৬২

ভীষ্মের কথা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাগতাদি নৃপগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহারা সকলে মনে মনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিলেন । ৬৩

নারদাদি সমস্ত তপোধনও ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করত তাঁহার প্রশংসা করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন । ৬৪

এইভাবে পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠির নিজের ভ্রাতৃগণের সহিত ভীষ্মের এই সব পবিত্র অত্যন্ত আশ্চর্যজনক অনুশাসন শ্রবণ করিয়াছিলেন । ৬৫

তদনন্তর যজ্ঞাদিতে প্রভূত দক্ষিণাপ্রদানকারী প্রতাপবান ভীষ্ম বিশ্রাম গ্রহণ করিলে পর মহাবুদ্ধি ভূপতি যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । ৬৬

শ্রীমদ্ভগবদ্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত নারদঋষিনি মহাপুরুষপ্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা-বিষয়ক অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রম্ ।)

(যস্য স্মরণ-মাত্রেণ জন্মসংসারবন্ধনাৎ ।
বিমুচ্যতে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥
নমঃ সমস্তভূতানামাদিভূতায় ভূভৃতে ।
অনেকরূপরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বা ধর্মানশেষেণ পাবনানি চ সর্বশঃ ।
যুধিষ্ঠিরঃ শান্তনবং পুনরেবাভ্যভাষত ॥ ১

যুধিষ্ঠির উবাচ

কিমেকং দৈবতং লোকে কিং বাপ্যেকং পরায়ণম্ ।
স্তুবন্তঃ কং কমর্চন্তঃ প্রাপ্নুয়ুর্মানবাঃ শুভম্ ॥২

কো ধর্মঃ সর্বধর্মাণাং ভবতঃ পরমো মতঃ ।
কিং জপন্ মুচ্যতে জন্তুর্জন্ম-সংসারবন্ধনাৎ ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ

জগৎপ্রভুং দেবদেবমনন্তং পুরুষোত্তমম্ ।
স্তুবন্ নামসহস্রেণ পুরুষঃ সততোত্থিতঃ ॥ ৪

তমেব চার্চয়ন্ নিত্যং ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ম্ ।
ধ্যায়ন্ স্তুবন্ নমস্যংশ্চ যজমানস্তমেব চ ॥ ৫

অনাদিনিধনং বিষ্ণুং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
লোকাধ্যক্ষং স্তুবন্ নিত্যং সর্বদুঃখাতিগো ভবেৎ ॥৬

ব্রহ্মণ্যং সর্বধর্মজ্ঞং লোকানাং কীর্তিবর্ধনম্ ।
লোকনাথং মহদ্ভূতং সর্বভূতভবোদ্ভবম্ ॥ ৭

এষ মে সর্বধর্মাণাং ধর্মোঽধিকতমো মতঃ ।
যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং স্তবৈরর্চেন্নরঃ সদা ॥ ৮

পরমং যো মহত্তেজঃ পরমং যো মহত্তপঃ ।
পরমং যো মহদ্ব্রহ্ম পরমং যঃ পরায়ণম্ ॥ ৯

একোনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়

[শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামপাঠ ।]

(যাঁহাকে স্মরণ করিবা মাত্রই মানব জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার-বন্ধন ইইতে মুক্ত হইয়া যায়, সকলের উৎপত্তির কারণভূত সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার ।

সমস্ত প্রাণিগণের আদিভূত, ভূতাবহনকারী, অনেকরূপ ধারী এবং সকলের উৎপত্তির কারণস্বরূপ অথবা সর্বসমর্থ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত বিধি-রূপ ধর্ম ও পাপক্ষয়কারী বর্ষীয়সী সজ্ঞোভাবে শ্রবণ করিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! এই জগতে একমাত্র দেবতা কে ? এবং একমাত্র পরম আশ্রয়দাতাই বা কে ? কোন্ দেবতার স্তুতি—স্তব কীর্তন করিলে ও কোন্ দেবের নানাপ্রকার বাহ্য ও আন্তরিক পূজা করিলে মানব মানব কল্যাণ লাভ করিতে পারে ? ২

আপনি সমস্ত ধর্মের মধ্যে কোন্ ধর্মকে পরম শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন ? এবং কি জপ করিয়া মানব জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে পারে ? ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—বৎস ! স্থাবর-জঙ্গমময় জগতের প্রভু, ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও দেবতা, দেশ কাল ও বস্তুর দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, কর্ম অকর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনামের দ্বারা নিরন্তর প্রভুর স্তব করিয়া স্তোত্রাদি থাকিয়া স্তব—স্তুতি কীর্তন করিলে পর মানব সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ৪

সেই অবিনাশী পুরুষকে সর্বদা ভক্তিভরে পূজা করিলে, তাঁহার ধ্যান করিলে এবং নমস্কার করিলে পুণ্যাকাঙ্ক্ষী মানব সমস্ত দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যায় ॥ ৫

সেই জন্ম-মৃত্যু আদি ছয় ভাব বিকারহীন, সর্বব্যাপক, সমস্ত লোকসমূহের ঈশ্বরের ও লোকনাথ পুরাণপুরুষের নিরন্তর স্তব করিলে পর মানব সব দুঃখ হইতে পার হইয়া যায় ॥ ৬

ব্রাহ্মণগণের হিতকারী, সর্বধর্মজ্ঞ, প্রাণিগণের কীর্তিবর্ধন, লোকনাথ, সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তি স্থান সংসারের কারণস্বরূপ পরমেশ্বরের স্তব করিলে পর মানব সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ৭

সকল ধর্মের মধ্যে আমি এই ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া মানব কমলনেত্র ভগবান্ বাসুদেবের ভক্তি সহকারে জগদীশ্বরের স্তুতিসমূহের দ্বারা সদা অর্চনা করিবে ॥ ৮

কৃপতে ! যিনি পরম মহান্ তেজঃস্বরূপ, যিনি পরম মহান্ তপঃস্বরূপ, যিনি সকলের পরম আশ্রয়, যিনি পবিত্রকারী ঊর্ধ্বাদিরও পরম পবিত্রকারক, যমনিয়মাদিরও যিনি যমন, যিনি দেবতাগণেরও দেবতা, সমস্ত ভূতসমূহের যিনি অবিনাশী পিতা,

পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ।
দৈবতং দেবতানাঞ্চ ভূতানাং যোঽব্যয়ঃ পিতা ॥ ১০
যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ॥ ১১
তস্য লোকপ্রধানস্য জগন্নাথস্য ভূপতে
বিষ্ণোর্নামসহস্রং মে শৃণু পাপভয়াপহম্ ॥ ১২
যানি নামানি গৌণানি বিখ্যাতানি মহাত্মনঃ
ঋষিভিঃ পরিগীতানি তানি বক্ষ্যামি ভূতয়ে ॥ ১৩
ওঁ বিশ্বং বিষ্ণুর্বষট্কারো ভূত-ভব্য-ভবৎপ্রভুঃ।
ভূতকৃদ্ ভূতভৃদ্ ভাবো ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ১৪

পূতাত্মা পরমাত্মা চ মুক্তানাং পরমা গতিঃ
অব্যয়ঃ পুরুষঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞোঽক্ষর এব চ ॥১৫
যোগো যোগবিদাং নেতা প্রধানপুরুষেশ্বরঃ
নারসিংহবপুঃ শ্রীমান্ কেশবঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৬
সর্বঃ শর্বঃ শিবঃ স্থাণুর্ভূতাদির্নিধিরব্যয়ঃ ।
সম্ভবো ভাবনো ভর্তা প্রভবঃ প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ১৭
স্বয়ম্ভূঃ শম্ভুরাদিত্যঃ পুষ্করাক্ষো মহাস্বনঃ
অনাদিনিধনো ধাতা বিধাতা ধাতুরুত্তমঃ ॥ ১৮
অপ্রমেয়ো হৃষীকেশঃ পদ্মনাভোঽমরপ্রভুঃ
বিশ্বকর্মা মনুস্ত্বষ্টা স্থবিষ্ঠঃ স্থবিরো ধ্রুবঃ ॥ ১৯

৫ম শ্লোকের আদিতে যাঁহা হইতে সমস্ত কৃতফল উৎপন্ন হয় এবং যুগের শেষ হইয়া যাইলে পর যাঁহার মধ্যে মহাপ্রলয়ে তাহারা আবার বিলীন হইয়া যায়, সেই লোকপ্রধান, জগন্নাথ ভগবান্ বিষ্ণুর সহস্রনাম আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর, যাহা পাপ ও সংসারের ভয় নাশ করিয়া থাকে ॥ ১-১২

মহাত্মা বিষ্ণুর যে সব নাম গুণের জন্য প্রসূত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহা যাহা প্রসিদ্ধ এবং মন্ত্রস্থই নিহিত করত যাহা সর্বত্র গীত হইয়াছে, সেই সমস্ত নাম আমি পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য বর্ণনা করিব ॥ ১৩

ওঁ—সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ১। বিশ্বম্—বিশ্বাত্মৈকরূপ, ২। বিষ্ণু—সর্বব্যাপী, ৩। বষট্কারঃ—যাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞে বষট্কার প্রযুক্ত হয়, এরূপ স্বরূপবান্ ॥ ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ—অতীত, অনাগত ও বর্তমানের প্রভু (অধিপতি), ৫। ভূতকৃৎ—প্রত্যেক জীবের নিজ নিজ কর্মফলের সমস্ত কৃতফলের সৃষ্টিকারী, ৬। ভূতভৃৎ—সমস্ত অবয়বস্থ করত সমস্ত কৃতফলের পালন-পোষণকারী, ৭। ভাবঃ—নিত্যস্বরূপ হইয়াও যিনি ভক্তই উৎপন্ন হন, ৮। ভূতাত্মা—সমস্ত কৃতফলের আত্মা, ৯। ভূত-ভাবনঃ—কৃতফলের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকারী ॥ ১৪

১০। পূতাত্মা, ১১। পরমাত্মা—নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, ১২। মুক্তানাং পরমা গতিঃ—মুক্ত পুরুষগণের সর্বশ্রেষ্ঠ গতি-স্বরূপ, ১৩। অব্যয়ঃ—অবিনাশী, ১৪। পুরুষঃ—পূর্ণ অর্থাৎ শরীরে শয়নকারী, ১৫। সাক্ষী—কোনও ব্যবধান ব্যতীতই সব কিছু দর্শনকারী, ১৬। ক্ষেত্রজ্ঞঃ—ক্ষেত্র অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি-রূপ শরীরকে পূর্ণরূপে যিনি জানেন, ১৭। অক্ষরঃ—কখনও যিনি ক্ষীণ হন না ॥ ১৫

১৬। যোগঃ—মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়োজনরূপ যোগের দ্বারা প্রাপ্য, ১৯। যোগবিদাং নেতা—যোগজ্ঞ ভক্তগণের স্বামী, ২০। প্রধান পুরুষেশ্বরঃ—প্রকৃতি ও পুরুষ—এই উভয়ের নিয়ামক, ২১। নারসিংহবপুঃ—মানুষ ও সিংহ এই উভয়েরই তুল্য শরীরধারী -নৃসিংহরূপী ॥২২ শ্রীমান্ বক্ষঃস্থলে সদা শ্রী (লক্ষ্মী)-কে ধারণকারী, ২৩ কেশবঃ ক ব্রহ্মা, অ বিষ্ণু এবং ঈশ মহাদেব—এইভাবে ত্রিমূর্তিস্বরূপ, ২৪। পুরুষোত্তমঃ—ক্ষর ও অক্ষর এই উভয় হইতে সর্বথা উত্তম ॥ ১৬

১৭। সর্বঃ সর্বস্বরূপ, ২৬। শর্বঃ সমস্ত প্রজাগণকে প্রলয়কালে সংহারকারী, ২৭। শিবঃ—সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণের অতীত কল্যাণস্বরূপ ॥ ২৮। স্থাণুঃ—স্থির, ২৯। ভূতাদিঃ ভূতসকলের আদি কারণ, ৩০। নিধিরব্যয়ঃ—প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণিগণের লীন, কখনও অবিনাশী স্থানরূপ, ৩১। সম্ভবঃ—নিজ ইচ্ছায় যিনি সুন্দররূপে আবির্ভূত হন, ৩২। ভাবনঃ—সমস্ত ভোক্তাদিগের ফলসমূহের উৎপাদনকারী, ৩৩। ভর্তা—সকল জীবের ভরণকারী, ৩৪। প্রভবঃ—উৎকৃষ্ট (দিব্য) জন্মগ্রহণকারী, ৩৫। প্রভুঃ—সকলের স্বামী, ৩৬। ঈশ্বরঃ—ঔপাধিরহিত ঐশ্বর্যশালী ॥ ১৭

৩৭। স্বয়ম্ভূঃ—যাঁহা জন্মগ্রহণকারী, ৩৮। শম্ভুঃ—ভক্তগণের জন্য সুখ উৎপন্নকারী, ৩৯। আদিত্যঃ—দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণুনামক আদিত্য, ৪০। পুষ্করাক্ষঃ—পদ্মদলসদৃশ নেত্রবিশিষ্ট, ৪১। মহাস্বনঃ—বেদরূপ অত্যন্ত মহান্ শব্দবিশিষ্ট, ৪২। অনাদি-নিধনঃ—জন্ম মৃত্যুরহিত, ৪৩। ধাতা—বিশ্বধারণকারী, ৪৪। বিধাতা—কর্ম ও কর্মফল পরিচালী, ৪৫। ধাতুরুত্তমঃ—কার্য-কারণরূপ সম্পূর্ণ প্রপঞ্চকে ধারণকারী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ ১৮

৪৬। অপ্রমেয়ঃ—প্রমাণাদি দ্বারাও যিনি জানিবার যোগ্য নন, ৪৭। হৃষীকেশঃ ইন্দ্রিয়গণের পতি, ৪৮। পদ্মনাভঃ—

অগ্রাহ্যঃ শাশ্বতঃ কৃষ্ণো লোহিতাক্ষঃ প্রতর্দনঃ। অঃ সংবৎসরো ব্যালঃ প্রত্যয়ঃ সর্বদর্শনঃ ॥ ১৩
প্রভূতস্ত্রিককুদ্ধাম পবিত্রং মঙ্গলং পরম্ ॥ ২০ অজঃ সর্বেশ্বরঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিঃ সর্বাদিরচ্যুতঃ।
ঈশানঃ প্রাণদঃ প্রাণো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতিঃ। বৃষাকপিরমেয়াত্মা সর্বযোগবিনিঃসৃতঃ ॥ ১৪
হিরণ্যগর্ভো ভূগর্ভো মাধবো মধুসূদনঃ ॥ ২১ বসুর্বসুমনাঃ সত্যঃ সমাত্মাসম্মিতঃ সমঃ।
ঈশ্বরো বিক্রমী ধন্বী মেধাবী বিক্রমঃ ক্রমঃ অমোঘঃ পুণ্ডরীকাক্ষো বৃষকর্মা বৃষাকৃতিঃ ॥ ১৫
অনুত্তমো দুরাধর্ষঃ কৃতজ্ঞঃ কৃতিরাত্মবান্ ॥ ২২ রুদ্রো বহুশিরা বভ্রুর্বিশ্বযোনিঃ শুচিশ্রবাঃ।
সুরেশঃ শরণং শর্ম বিশ্বরেতাঃ প্রজাভবঃ অমৃতঃ শাশ্বতস্থাণুর্বরারোহো মহাতপাঃ ॥ ১৬

ভগবতের কারণরূপ পরমে নিত্যে ব্রহ্মণি তিষ্ঠতি স্থান প্রদানকারী, ১৯। অমরপ্রভুঃ—দেবতাগণের স্বামী ৫০। বিশ্বকর্মা—সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টিকারী, ৫১। মনঃ—প্রজাপতি রূপধারণ, ৫২। ত্বষ্টা—সাধারের সমস্ত সমস্ত প্রাণিসমূহের জ্ঞানকারক, ৫৩। ধ্রুবিঃ—অত্যন্ত স্থূল, ৫৪ ধরিণো ধরঃ—অতিপ্রাচীনত্ব অত্যন্ত স্থির ॥ ১১

৫৫। অগ্রাহ্যঃ মনের গ্রাহ্যত্ব যাঁহাকে হরণ করা যায় না, ৫৬। শাশ্বতঃ—সর্বকালেই একভাবে স্থিত, ৫৭ কৃষ্ণঃ—সকলের চিত্তকে বলপূর্বক নিজের দিকে আকর্ষণকারী পরমানন্দস্বরূপ, ৫৮। লোহিতাক্ষঃ—রক্তবর্ণ নেত্রযোগিত, ৫৯। প্রতর্দনঃ—প্রলয়কালে প্রাণিসমূহের সংহারকারী, ৬০। প্রভূতঃ—জ্ঞান ও ঐশ্বর্যাদি সর্ববিধ গুণসমূহের সম্পন্ন, ৬১। ত্রিককুদ্ধাম—ঊর্ধ্ব, নিম্ন ও যথা ভেদাবস্থাদি তিন দিকের আশ্রয়স্বরূপ, ৬২। পবিত্রম্—সকলকে পবিত্রকারী, ৬৩ মঙ্গলং পরম্—পরম মঙ্গলস্বরূপ ॥ ১২

৬৪। ঈশানঃ—সর্বভূতগণের নিয়ন্তা, ৬৫। প্রাণদঃ সকলের প্রাণদাতা, ৬৬। প্রাণঃ—প্রাণস্বরূপ, ৬৭। জ্যেষ্ঠঃ—সকলের কারণ বলিয়া সকলের বড়, ৬৮। শ্রেষ্ঠঃ—সকলেরই মধ্যে উৎকৃষ্টস্বরূপ হওয়ায় পরম শ্রেষ্ঠ, ৬৯। প্রজাপতিঃ ঈশ্বররূপে সমস্ত প্রজাগণের স্বামী, ৭০ হিরণ্যগর্ভঃ—ব্রহ্মারূপে হিরণ্যময় অণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মারূপে পরিব্যাপ্ত, ৭১। ভূগর্ভঃ—পৃথিবীকে নিজের মধ্যে স্থাপনকারী, ৭২। মাধবঃ লক্ষ্মীর পতি, ৭৩। মধুসূদনঃ—মধুনামক দৈত্যকে বিনাশকারী ॥ ১৩

৭৪। ঈশ্বরঃ—সর্বশক্তিমান্, ৭৫। বিক্রমী পৌরুষশালী, ৭৬। ধন্বী—শার্ঙ্গধনুর্ধারী, ৭৭। মেধাবী—অতিশয় বুদ্ধিমান্, ৭৮। বিক্রমঃ—গরুড় পক্ষীর দ্বারা গমনকারী, ৭৯। ক্রমঃ—ক্রমবিস্তারের কারণ, ৮০। অনুত্তমঃ—সর্বোৎকৃষ্ট, ৮১। দুরাধর্ষঃ—কাহারও দ্বারা যিনি তিরস্কৃত হন না, ৮২। কৃতজ্ঞঃ—নিজের নিমিত্তের দ্বারা অল্প পরিত্যাগ হইলে পর তাহাকে

সন্মানদানকারী অথবা শত্রু-পুষ্পাদি অল্প যত্নও প্রদানকারীকে মোক্ষদানকারী, ৮৩। কৃতিঃ—পুরুষের প্রযত্নের আধারস্বরূপ, ৮৪। আত্মবান্, ধীর মতিমান স্থির ॥ ১৪

৮৫ সুরেশঃ—দেবতাগণের স্বামী, ৮৬ শরণম্—দুঃখিগণের পরম আশ্রয়, ৮৭। শর্ম—পরমানন্দস্বরূপ, ৮৮। বিশ্বরেতাঃ—বিশ্বের কারণ, ৮৯ প্রজাভবঃ সমস্ত প্রজাগণকে উৎপন্নকারী ১০। অহঃ—প্রকাশস্বরূপ, ১১। সংবৎসরঃ কালরূপে স্থিত, ১২। ব্যালঃ—দেবনাগস্বরূপ, ১৩ প্রত্যয়ঃ—উত্তম বুদ্ধির দ্বারা জানিবার যোগ্য, ১৪। সর্বদর্শনঃ—সকলের দ্রষ্টা ॥ ১৫

১৫। অজঃ—জন্মরহিত, ১৬। সর্বেশ্বরঃ—সকল ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, ১৭। সিদ্ধঃ নিত্যসিদ্ধ, ১৮। সিদ্ধিঃ—সকলের ফলস্বরূপ, ১৯। সর্বাদি—সমস্ত কৃতগণের আদি কারণ, ১০০। অচ্যুতঃ—নিজের স্বরূপস্থিতি হইতে যাঁহা ত্রিকালের মধ্যেও কখনও চ্যুত হন না, ১০১। বৃষাকপিঃ—ধর্ম ও বরাহস্বরূপ, ১০২। অমেয়াত্মা—অপ্রমেয়স্বরূপ, ১০৩। সর্বযোগবিনিঃসৃত—মায়োক্ত নানা প্রকার সাধনসমূহের দ্বারা জানিবার যোগ্য ॥ ১৬

১০৪। বসুঃ—সমস্ত কৃতগণের বাসস্থান, ১০৫। বসুমনাঃ—উদার মনবিশিষ্ট, ১০৬। সত্যঃ—সত্যস্বরূপ, ১০৭। সমাত্মা—সমস্ত প্রাণিসমূহের মধ্যে এক আত্মারূপে বিদ্যমান, ১০৮। অসম্মিতঃ—সমস্ত পরিমাণসমূহের দ্বারা যাঁহাকে পরিমাণ করা যায় না, ১০৯। সমঃ—সব সময় সর্বপ্রকার বিকারহীন, ১১০। অমোঘঃ—ভক্তজন পূজা স্তব অথবা স্মরণ করিলে পর সেই সব বৃথা না করিয়া পূর্বরূপে ফলপ্রদানকারী, ১১১। পুণ্ডরীকাক্ষঃ—কমললোচন, ১১২। বৃষকর্মা—ধর্মময় কর্মকারী, ১১৩। বৃষাকৃতিঃ—ধর্মস্থাপন করিবার জন্য বিগ্রহধারণকারী ॥ ১৫

১১৪। রুদ্রঃ—দুঃখের কারণনাশকারী, ১১৫। বহুশিরাঃ—বহুমস্তকবিশিষ্ট, ১১৬। বভ্রুঃ—লোকসমূহের ভরণকারী, ১১৭। বিশ্বযোনিঃ—বিশ্বকে উৎপন্নকারী, ১১৮। শুচিশ্রবাঃ—পবিত্রকীর্তিবিশিষ্ট, ১১৯। অমৃতঃ—যিনি কখনও কোনভাবেই মৃত্যুগ্রহণ

সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ভানুর্বিধিরুত্তমো নরঃ।
বেদো বেদবিদব্যঙ্গো বেদাঙ্গো বেদবিৎ কবিঃ ॥ ১৭

লোকাধ্যক্ষঃ সুরাধ্যক্ষো ধর্মাধ্যক্ষঃ কৃতাকৃতঃ।
চতুরাত্মা চতুর্ব্যূহশ্চতুর্দংষ্ট্রশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ১৮

ভ্রাজিষ্ণুর্ভোজনং ভোক্তা সহিষ্ণুর্জগদাদিজঃ
অনঘো বিজয়ো জেতা বিশ্বযোনিঃ পুনর্বসুঃ ॥ ১৯

উপেন্দ্রো বামনঃ প্রাংশুরমোঘঃ শুচিরূর্জিতঃ
অতীন্দ্রঃ সংগ্রহঃ সর্গো ধৃতাত্মা নিয়মো যমঃ ॥ ৩০

বেদ্যো বৈদ্যঃ সদাযোগী বীরহা মাধবো মধুঃ
অতীন্দ্রিয়ো মহামায়ো মহোৎসাহো মহাবলঃ ॥ ৩১

মহাবুদ্ধির্মহাবীর্যো মহাশক্তির্মহাদ্যুতিঃ।
অনির্দেশ্যবপুঃ শ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃক্ ॥ ৩২

ভবেন না, ১২০। পাপহন্তাদ্যঃ নিত্যং সর্বা এতত্তবনে অবস্থিত ও স্থিত, ১২১। যজ্ঞাহোঃ—আহোঃ অহিযাত্র অন্য সহস্র উত্তম অপুনরাবৃত্তিস্থানস্বরূপ, ১২২ যজ্ঞাদ্যঃ প্রকাশ (প্রভাব) রূপ যজ্ঞাতপোবিধিঃ ॥ ২৯

১২৩। সর্বগঃ—তাপেরূপে সর্বত্র অহিযাছ, ১২৪ সর্ববিদ্ভানুঃ—সর্বজ্ঞপ্রকাশস্বরূপ, ১২৫ বিষ্ণুকর্মঃ দুঃখের অন্য উত্তোপী হওয়া যাহাই হৈতা হৈলাদিতে সংসেতভাবে স্থিত অহিযাছে, ১২৬। অনাদিঃ—উৎকর্ষণের দ্বারা অন্যান্য নিত্যেরূপ রূপ সহয় পুরুষার্থ যাহা আছাড়ী, ১২৭ বেদঃ বেদস্বরূপ, ১২৮। বেদবিৎ বেদ ও বেদের অর্থ যিনি যথাযথভাবে জানেন, ১২৯। অব্যঙ্গঃ—জ্ঞানাদিতে পরিপূর্ণ, বেদাঙ্গঃ—বেদরূপ অঙ্গসমূহী ১৩০। বেদবিৎ—বেদরূপের বিচারকারী অর্থাৎ বেদের সংবেদ্য অহিয়া বিশেষ জ্ঞানবান্, ১৩১ কবিঃ সর্বজ্ঞ। ১৭

১৩৮। লোকাধ্যক্ষঃ—সমস্ত লোকসমূহের অধিপতি, ১৩৯। সুরাধ্যক্ষঃ—দেবতাগণের অধিপতি, ১৩৫ ধর্মাধ্যক্ষঃ—ধর্মাধ্যক্ষ ফলদানের অন্য ধর্ম ও অধর্মের নির্ণয়কারী, ১৩৬। কৃতাকৃতঃ—কার্যরূপে কৃত ও কারণরূপে অকৃত, ১৩৭। চতুরাত্মা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও বিরাটরূপ ব্রহ্ম এই চারপ্রকারবিশিষ্ট, ১৩৮। চতুর্ব্যূহঃ—উৎপত্তি, স্থিতি, নাশ ও ভোগরূপ চার ব্যূহবিশিষ্ট, ১৩৯। চতুর্দংষ্ট্রঃ—চারিটি দন্তযুক্ত নরসিংহরূপী, ১৪০। চতুর্ভুজঃ—চারি বাহুবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান্ বিষ্ণু। ১৮

১৪১। ভ্রাজিষ্ণুঃ—একরস প্রকাশস্বরূপ, ১৪২। ভোজনম্—জ্ঞানিগণের দ্বারা ভোগ করিবার যোগ্য অন্নস্বরূপ, ১৪৩। ভোক্তা—পুরুষরূপে ভোক্তা, ১৪৪। সহিষ্ণুঃ—সহনশীল, ১৪৫। জগদাদিজঃ—জগতের আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে স্বয়ংই জাত, ১৪৬। অনঘঃ—পাপরহিত, নিষ্কলঙ্ক, ১৪৭। বিজয়ঃ—জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যাধিক্যসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ১৪৮ জেতা—সমস্তকেই সমস্ত কৃতমনকে জয়কারী, ১৪৯। বিশ্বযোনিঃ—সকলের কারণস্বরূপ, ১৫০ পুনর্বসুঃ—পুনঃ পুনঃ অবতারগণীর-সমূহে নিবাসকারী। ১৯

১৫১ উপেন্দ্রঃ—ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ১৫২ বামনঃ—বামন রূপে অবতীর্ণ, ১৫৩। প্রাংশুঃ—তিন লোককে অতিক্রম করিবার জন্য ত্রিবিক্রমরূপে উচ্চ বিগ্রহধারী, ১৫৪ অমোঘঃ—অমোঘ চেষ্টাযুক্ত, ১৫৫ শুচিঃ—শুদ্ধ, শুচি ও পুরাতাগীদিগের পবিত্রকারক, ১৫৬ ঊর্জিতঃ—অত্যন্ত বলশালী, ১৫৭। অতীন্দ্রঃ—অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ঐশ্বর্যাদির দ্বারা ইন্দ্রকে অতিক্রম করেছেন, ১৫৮ সংগ্রহঃ—প্রলয়ের সময় সমস্তকে নিজের মধ্যে লীনকারী, ১৫৯ সর্গঃ সৃষ্টির কারণস্বরূপ, ধৃতাত্মা—অন্তর্যামিরূপে ধৃতাত্মা যোগীদের স্বরূপ ধারণকারী, নিয়মঃ—প্রজাগণকে নিজ নিজ অধিকারে নিয়মিতভাবে স্থাপনকারী, ১৬১। যমঃ—অন্তঃকরণে অবস্থান করে সকলকে নিজের বশীভূতকারী। ৩০

১৬২ বেদ্যঃ কল্যাণকারিগণের জানিবার যোগ্য, ১৬৩ বৈদ্যঃ—সমস্ত বিদ্যাকে যিনি জানেন, ১৬৪ সদাযোগী সদা যোগেই অবস্থিত, ১৬৫। বীরহা—মৃত্যের ভয়ের জন্য অসুর যোদ্ধাগণের বিনাশকারী, মাধবঃ বিদ্যার ধবী, ১৬৭। মধুঃ অমৃতস্বরূপ সকলকে প্রেমকারী, ১৬৮ অতীন্দ্রিয়ঃ—ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ অতীত, ১৬৯। মহামায়ঃ—মায়াবীদিগের উপরও মায়া প্রদর্শনকারী, মহামায়াধী, ১৭০ মহোৎসাহঃ—জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ে অত্যন্ত সহজ উৎসাহী, ১৭১। মহাবলঃ—মহান্ বলশালী। ৩১

১৭২ মহাবুদ্ধিঃ, ১৭৩। মহাবীর্যঃ—মহাপরাক্রমশালী, ১৭৪ মহাশক্তিঃ—মহাসামর্থ্যবান্, ১৭৫ মহাদ্যুতিঃ—মহাকান্তিমান্, ১৭৬। অনির্দেশ্যবপুঃ—বর্ণনা করিবার অযোগ্যরূপ স্বরূপ, ১৭৮। শ্রীমান্—ঐশ্বর্যবান্, ১৭৯ অমেয়াত্মা—যাঁহাকে অনুমান করা যায় না, এরূপ আত্মবান্, ১৮০। মহাদ্রিধৃক্—অসুর সমন ও গোবর্ধনের সময় মন্দরাচল ও গোবর্ধননামক মহান্ পর্বত ধারণকারী। ৩২

মহেষ্বাসো মহীভর্তা শ্রীনিবাসঃ সতাং গতিঃ।
অনিরুদ্ধঃ সুরানন্দো গোবিন্দো গোবিদাং পতিঃ ॥৬৩
মরীচির্দমনো হংসঃ সুপর্ণো ভুজগোত্তমঃ।
হিরণ্যনাভঃ সুতপাঃ পদ্মনাভঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৬৪
অমৃত্যুঃ সর্বদৃক্ সিংহঃ সন্ধাতা সন্ধিমান্ স্থিরঃ।
অজো দুর্মর্ষণঃ শাস্তা বিশ্রুতাত্মা সুরারিহা ॥ ৬৫
গুরুর্গুরুতমো ধাম সত্যঃ সত্যপরাক্রমঃ

নিমিষোঽনিমিষঃ স্রগ্বী বাচস্পতিরুদারধীঃ ॥ ৬৬
অগ্রণীর্গ্রামণীঃ শ্রীমান্ ন্যায়ো নেতা সমীরণঃ।
সহস্রমূর্ধা বিশ্বাত্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ৬৭
আবর্তনো নিবৃত্তাত্মা সংবৃতঃ সম্প্রমর্দনঃ।
অহঃসংবর্তকো বহ্নিরনিলো ধরণীধরঃ। ৬৮
সুপ্রসাদঃ প্রসন্নাত্মা বিশ্বধৃগ্ বিশ্বভুগ্ বিভুঃ।
সৎকর্তা সৎকৃতঃ সাধুর্জহ্নুর্নারায়ণো নরঃ ॥৬৯

১৮১। মহেষ্বাসঃ—মহাধনুর্দ্ধারী, ১৮১। মহীভর্তা—পৃথিবী-ধারণকারী, ১৮৩। শ্রীনিবাসঃ নিজের বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীকে বাস-দানকারী, ১৮৪। সত্যাং গতিঃ—সৎপুরুষগণের পরম আশ্রয়, ১৮৫। অনিরুদ্ধঃ—কাহারও দ্বারা যিনি রুদ্ধ হন না, ১৮৬। সুরানন্দঃ—দেবতাগণকে আনন্দিতকারী, ১৮৭ গোবিন্দঃ—বেদবাক্যের দ্বারা যিনি নিজেকে প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন, ১৮৮। গোবিদাং পতিঃ—বেদবাক্যজ্ঞ বিদ্বানগণের পালন-কর্ত্তা। ৬৩

১৮৯। মরীচিঃ—তেজস্বিগণেরও পরম তেজস্বরূপ, ১৯০। দমনঃ—প্রমাদগ্রস্ত প্রজাদিগকে যমাদি রূপে দমনকারী, ১৯১। হংসঃ—পিতামহ ব্রহ্মাকে বেদজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন অতএব হংস-রূপধারণকারী, ১৯২। সুপর্ণঃ—সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট গরুত্মানরূপ, ১৯৩। ভুজগোত্তমঃ—সর্পগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শেষ নাগরূপ, ১৯৪। হিরণ্যনাভঃ—সুবর্ণতুল্য হৃদয়ের নাড়িবিশিষ্ট, ১৯৫। সুতপাঃ—বরদিক্ষাপ্রভাবে মহনীয়তাসম্পন্ন বলিয়া তপস্বীগণের। ১৯৬। পদ্মনাভঃ—পদ্মতুল্য সুন্দর নাভিবিশিষ্ট, ১৯৭। প্রজাপতিঃ—সমস্ত প্রজাগণের পালনকর্ত্তা। ৬৪

১৯৮। অমৃত্যুঃ—মৃত্যু-রহিত, ১৯৯। সর্বদৃক্—সব কিছুই প্রত্যক্ষ দর্শনকারী, ২০০। সিংহঃ—দুষ্টগণের বিনাশকারী, ২০১। সন্ধাতা—প্রাণিগণকে তাহাদের কর্ম্মফলের সহিত সংযুক্ত-কারী, ২০২। সন্ধিমান্—সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ফল উপভোগ-কারী, ২০৩। স্থিরঃ—সদা একরূপ, ২০৪। অজঃ—দুষ্কর্ম-সমূহকে বিনাশকারী, ২০৫। দুর্মর্ষণঃ—কাহারও দ্বারা পরাভূত হইবার অযোগ্য, ২০৬। শাস্তা—সকলকে শাসনকারী, ২০৭। বিশ্রুতাত্মা—বেদশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ স্বরূপবিশিষ্ট, ২০৮। সুরারিহা—দেবতাগণের বিনাশকারী। ৬৫

২০৯। গুরুঃ—সর্ব্ব বিদ্যার উপদেশ দানকারী, ২১০। গুরুতমঃ—ব্রহ্মাদিকেও ব্রহ্মবিদ্যা প্রদানকারী, ২১১। ধাম—সম্পূর্ণ জগতের আশ্রয়, ২১২। সত্যঃ—সত্যস্বরূপ, ২১৩। সত্যপরাক্রমঃ—অমোঘ পরাক্রমশালী, ২১৪। নিমিষঃ—যোগনিদ্রায় মুদ্রিত নেত্রবিশিষ্ট, ২১৫। অনিমিষঃ—মৎস্যরূপে অবতার গ্রহণকারী, ২১৬। স্রগ্বী—বৈজয়ন্তী মালাধারী, ২১৭ বাচস্পতিরুদারধীঃ—সমস্ত পদার্থসমূহের প্রত্যক্ষকারী বুদ্ধিযুক্ত সম্পূর্ণ বিদ্যাসমূহের পতি। ৬৬

২১৮। অগ্রণীঃ—মুমুক্ষুগণকে উত্তম পথে আনয়নকারী, ২১৯। গ্রামণীঃ—কৃতসমুদায়ের নেতা, ২২০ শ্রীমান্—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কান্তিমান্, ২২১। ন্যায়ঃ—প্রমাণসমূহের আশ্রয়কৃত তর্কের সৃষ্টি, ২২২। নেতা—অনুষ্ঠেয় যজ্ঞকে পরিচালনকারী, ২২৩। সমীরণঃ—বায়ুরূপে প্রাণিগণের দ্বারা চেষ্টাকারী, ২২৪। সহস্রমূর্ধা—হাজার মস্তকবিশিষ্ট, ২২৫। বিশ্বাত্মা—বিশ্বের আত্মা, ২২৬। সহস্রাক্ষঃ—হাজার নেত্রবিশিষ্ট, ২২৭। সহস্র-পাৎ—হাজার পদযুক্ত। ৬৭

২২৮। আবর্তনঃ—সংসার চক্র চালাইবার যন্ত্রাবয়বিশিষ্ট, ২২৯। নিবৃত্তাত্মা—সংসার-বন্ধন হইতে নিত্য মুক্তস্বরূপ, ২৩০। সংবৃতঃ—গূঢ় যোগমায়াতে আবৃত, ২৩১। সম্প্রমর্দনঃ—নিজের ত্রুটির ধ্বংস দ্বারা সকলকে বর্দ্ধনকারী, ২৩২। অহঃসংবর্তকঃ—সূর্য্যরূপে সর্ব্বলোকাধার দিনের প্রবর্ত্তক, ২৩৩। বহ্নিঃ—হবি বহনকারী অগ্নিদেব, ২৩৪ অনিলঃ—প্রাণরূপে বায়ুস্বরূপ, ২৩৫। ধরণীধরঃ—ধরাকে ও শেষনাগরূপে পৃথিবী-ধারণকারী। ৬৮

২৩৬। সুপ্রসাদঃ—শিশুপালাদি অপরাধীদিগের প্রতিও কৃপাকারী, ২৩৭। প্রসন্নাত্মা—সদা প্রসন্নস্বভাববিশিষ্ট, ২৩৮। বিশ্বধৃক্—জগৎকে ধারণকারী, ২৩৯। বিশ্বভুক্—বিশ্বের পালন-কর্ত্তা, ২৪০। বিভুঃ—সর্ব্বব্যাপী, ২৪১। সৎকর্ত্তা—ভক্তগণের সৎকারকারী, ২৪২। সৎকৃতঃ—পূজিতগণের দ্বারাও পূজিত, ২৪৩। সাধুঃ—ভক্তগণের কার্য্যসাধক, ২৪৪। জহ্নুঃ—সংহার-কালীন জীবগণের লয়কারী, ২৪৫। নারায়ণঃ—জলশায়ী, ২৪৬। নরঃ—ভক্তগণকে পরমধামে আনয়নকারী, পরম ব্রহ্ম-স্বরূপ। ৬৯

অসংখ্যেয়োঽপ্রমেয়াত্মা বিশিষ্টঃ শিষ্টকৃচ্ছুচিঃ।
সিদ্ধার্থঃ সিদ্ধসঙ্কল্পঃ সিদ্ধিঃ সিদ্ধিসাধনঃ ॥ ৪০
বৃষাহী বৃষভো বিষ্ণুর্বৃষপর্বা বৃষোদরঃ।
বর্ধনো বর্ধমানশ্চ বিবিক্তঃ শ্রুতিসাগরঃ ॥ ৪১
সুভুজো দুর্ধরো বাগ্মী মহেন্দ্রো বসুদো বসুঃ।
নৈকরূপো বৃহদ্রূপঃ শিপিবিষ্টঃ প্রকাশনঃ ॥ ৪২
ওজস্তেজোদ্যুতিধরঃ প্রকাশাত্মা প্রতাপনঃ
ঋদ্ধঃ স্পষ্টাক্ষরো মন্ত্রশ্চন্দ্রাংশুর্ভাস্করদ্যুতিঃ ॥ ৪৩

অমৃতাংশূদ্ভবো ভানুঃ শশবিন্দুঃ সুরেশ্বরঃ।
ঔষধং জগতঃ সেতুঃ সত্যধর্মপরাক্রমঃ ॥ ৪৪
ভূতভব্যভবন্নাথঃ পবনঃ পাবনোঽনলঃ।
কামহা কামকৃৎ কান্তঃ কামঃ কামপ্রদঃ প্রভুঃ ॥ ৪৫
যুগাদিকৃদ্ যুগাবর্তো নৈকমায়ো মহাশনঃ।
অদৃশ্যোঽব্যক্তরূপশ্চ সহস্রজিদনন্তজিৎ ॥ ৪৬
ইষ্টোঽবিশিষ্টঃ শিষ্টেষ্টঃ শিখণ্ডী নহুষো বৃষঃ।
ক্রোধহা ক্রোধকৃৎকর্তা বিশ্ববাহুর্মহীধরঃ ॥ ৪৭

২৪৭। অসংখ্যেয়:—যাঁহার মাপ ও গুণ সংখ্যা করা যায় না, ২৪৮। অপ্রমেয়াত্মা—যাঁহাকে কোনরূপেই পরিমাণ করা যায় না, ২৪৯। বিশিষ্টঃ—সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ২৫০। শিষ্টকৃৎ—শ্রেষ্ঠের প্রধানকারী, ২৫১ শুচিঃ—পরম শুদ্ধ, ২৫২ সিদ্ধার্থঃ অভিলষিত অর্থকে সর্ব্বদা সিদ্ধ প্রতিপন্নকারী, সিদ্ধসঙ্কল্পঃ, ২৫৩। সিদ্ধসাধনঃ—সত্য সঙ্কল্পবান্, ২৫৪। সিদ্ধিঃ ভক্তকারী দিগকে তাহাদের অধিকার অনুসারে ফলপ্রদানকারী, ২৫৫ সিদ্ধিসাধনঃ—সিদ্ধিরূপ ক্রিয়ার সাধক ॥ ৪০

২৫৬। বৃষাহী—ধর্ম্মসাহায্যে যজ্ঞসমূহকে নিজের মধ্যে স্থাপনকারী, ২৫৭। বৃষভঃ—ভক্তগণের ভক্ত অভিলষিত বস্তু সমূহের বর্ষণকারী, ২৫৮। বিষ্ণুঃ—শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি, ২৫৯। বৃষপর্ব্বা—পরমধামে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক পুণ্যজনের পক্ষে সর্ব্বজন সোপানবিশিষ্ট ১৬০ বৃষোদরঃ নিজের উদরের মধ্যে সর্ব্বকে ধারণকারী, ২৬১। বর্দ্ধনঃ—ভক্তগণের বৃদ্ধিকারী, ২৬২। বর্দ্ধমানঃ—সংসাররূপে সদা বর্দ্ধনশীল, ২৬৩। বিবিক্তঃ সংসার হইতে পৃথক্‌রূপে স্থিত ২৬৪। শ্রুতিসাগরঃ—বেদরূপ জলের সমুদ্র ॥ ৪১

২৬৫। সুভুজঃ—জগদ্রক্ষাকারী অতি সুন্দর বাহুবিশিষ্ট, ২৬৬। দুর্ধরঃ ধ্যানের দ্বারা অভিলষ কঠিনতার সহিত ধারণে ধারণ করিয়া রাখা যায়, ২৬৭। বাগ্মী—বেদরূপী বাণী উৎপন্নকারী, ২৬৮। মহেন্দ্রঃ—ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, ২৬৯। বসুদঃ—ধনদাতা, ২৭০। বসুঃ—ধনস্বরূপ, ২৭১। নৈকরূপঃ—অনেক রূপধারী, ২৭২। বৃহদ্রূপঃ—বিশ্বরূপধারী, ২৭৩। শিপিবিষ্টঃ—সূর্য্যকিরণ—সমূহে অবস্থিত, ২৭৪। প্রকাশনঃ সকলকে প্রকাশিতকারী ॥ ৪২

২৭৫। ওজস্তেজোদ্যুতিধরঃ—প্রাণ ও মন, পৌরুষিকতা এবং জ্ঞানের যৌক্তিকারণকারী, ২৭৬। প্রকাশাত্মা—প্রকাশস্বরূপ, ২৭৭। প্রতাপনঃ—সূর্য্যাদি তীব্র বিকৃতিসমূহের দ্বারা বিশ্বকে তপ্তকারী, ২৭৮। ঋদ্ধঃ—বল, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি সম্পন্ন, ২৭৯। স্পষ্টাক্ষরঃ

—ওঙ্কারধ্বনি স্পষ্ট অক্ষরবিশিষ্ট, ২৮০ মন্ত্রঃ—গুরু, সাধু ও যজ্ঞ-স্বরূপকর্ত্তৃক, ২৮১। চন্দ্রাংশুঃ—সংসারতাপে সন্তপ্তচিত্ত পুণ্যজনকে চন্দ্রের কিরণসদৃশ আহ্লাদিতকারী, ২৮২ ভাস্করদ্যুতিঃ—সূর্য্য-তুল্য প্রকাশস্বরূপ ॥ ৪৩

২৮৩। অমৃতাংশূদ্ভবঃ সমুদ্র হইতে অমৃতের সহিত চন্দ্রকে উৎপন্নকারী, ২৮৪। ভানুঃ ভাস্বান্, ২৮৫। শশবিন্দুঃ—শরদ্যোগ সমুপস্থিতে চন্দ্রস্বরূপ, ২৮৬। সুরেশ্বরঃ—দেবতাগণের ঈশ্বর, ২৮৭। ঔষধম্—সংসার রোগ উপশমের ঔষধস্বরূপ, ২৮৮। জগতঃ সেতুঃ—সংসারসাগর পার হইবার সেতুস্বরূপ, ২৮৯। সত্যধর্ম্ম-পরাক্রমঃ—সত্যাদি ধর্ম্ম ও পরাক্রমসম্পন্ন ॥ ৪৪

২৯০। ভূত ভব্য ভবন্নাথঃ—ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমানের পতি ২৯১। পবনঃ—বায়ুরূপী, ২৯২। পাবনঃ—ভগবৎকে পবিত্রকারী, ২৯৩। অনলঃ—অগ্নিস্বরূপ, ২৯৪। কামহাঃ—বিশ্বের ভক্তগণের সকামভাব নষ্টকারী, ২৯৫। কামকৃৎ—ভক্তদিগের কামনা-পূরণকারী, ২৯৬ কান্তঃ—রমণীয়রূপ, ২৯৭। কামঃ—ক—ব্রহ্মা, অ—বিষ্ণু ও ম—মহাদেব—এই ত্রিদেবস্বরূপ, ২৯৮। কাম-প্রদঃ—ভক্তগণকে তাহাদের কামনানুযায়ী ফলপ্রদানকারী, ২৯৯। প্রভুঃ—সর্ব্বসামর্থ্যশালী ॥ ৪৫

৩০০। যুগাদিকৃৎ—যুগাদির আরম্ভকারী, ৩০১। যুগাবর্ত্তঃ—সত্যাদি চারি যুগকে চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তন (পরিবর্ত্তন)-কারী, ৩০২। নৈকমায়ঃ—অনেক মায়াবিশিষ্ট, ৩০৩। মহাশনঃ—ভক্তের দেখে সকলকে গ্রাসকারী, ৩০৪। অদৃশ্যঃ—সংসার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, ৩০৫ অব্যক্তরূপঃ—নিরাকার স্বরূপবিশিষ্ট, ৩০৬। সহস্রজিৎ—যুদ্ধে হাজার দেবশত্রুকে জয়কারী, ৩০৭। অনন্তজিৎ—যুদ্ধে ও ক্রীড়াদিতে সর্ব্বত্র সকলকে জয়কারী ॥ ৪৬

৩০৮। ইষ্টঃ—পরমধন স্বরূপ বলিয়া সকলেরই প্রিয়, ৩০৯ —অবশিষ্টঃ—সমস্ত বিশেষণরহিত, ৩১০। শিষ্টেষ্টঃ—সৎপুরুষ

অচ্যুতঃ প্রথিতঃ প্রাণঃ প্রাণদো বাসবানুজঃ ।
অপাং নিধিরধিষ্ঠানমপ্রমত্তঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৮
স্কন্দঃ স্কন্দধরো ধুর্য্যো বরদো বায়ুবাহনঃ
বাসুদেবো বৃহদ্ভানুরাদিদেবঃ পুরন্দরঃ ॥ ৪৯
অশোকস্তারণস্তারঃ শূরঃ শৌরির্জনেশ্বরঃ ।
অনুকূলঃ শতাবর্তঃ পদ্মী পদ্মনিভেক্ষণঃ ॥ ৫০
পদ্মনাভোঽরবিন্দাক্ষঃ পদ্মগর্ভঃ শরীরভৃৎ

মহর্দ্ধির্ঋদ্ধো বৃদ্ধাত্মা মহাক্ষো গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৫১
অতুলঃ শরভো ভীমঃ সমযজ্ঞো হবির্হরিঃ
সর্বলক্ষণলক্ষণ্যো লক্ষ্মীবান্ সমিতিঞ্জয়ঃ ॥ ৫২
বিক্ষরো রোহিতো মার্গো হেতুর্দামোদরঃ সহঃ ।
মহীধরো মহাভাগো বেগবানমিতাশনঃ ॥ ৫৩
উদ্ভবঃ ক্ষোভণো দেবঃ শ্রীগর্ভঃ পরমেশ্বরঃ
করণং কারণং কর্ত্তা বিকর্ত্তা গহনো গুহঃ ॥ ৫৪

পদ্মের ন্যায় চক্ষু যাঁহার, ৩১১ বিষ্ণবী ঘনশ্যামকে নিজের বিরোধিরূপে ধারণকারী, ৩১২। নয়ঃ—কৃতজনকে যাহারা যাগ আয়ত্তকারী, ৩১৩। নরঃ—কামনাপূর্ণকারী ব্যক্তিগণ, ৩১৪। ক্রোধহা—ক্রোধকে নাশকারী, ৩১৫। ক্রোধকৃৎকর্ত্তা—ক্রোধকারী দৈত্যাদিগের বিনাশক, ৩১৬ বিশ্বাত্মাঃ—সর্বশরীরেই আত্মবিশিষ্ট, ৩১৭। মহীধরঃ—পৃথিবীধারণকর্ত্তা। ৪৭

৩১৮। অচ্যুতঃ—ছয় প্রকার ভাব বিকারহীন, ৩১৯। প্রথিতঃ—জগতের উৎপত্তি আদি কর্ম্মের জন্য যিনি সকলে বিখ্যাত ৩২০। প্রাণঃ—বিশেষরূপে প্রজাগণকে জীবিতকারী, ৩২১। প্রাণদঃ—সকলের জন্মপোষণকারী, ৩২২। বাসবানুজঃ—বামনাবতারে ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে যিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ৩২৩। অপাং নিধিঃ—সব জলকে একত্রে স্থাপনকারী সমুদ্ররূপ, ৩২৪। অধিষ্ঠানম্—উপাদান কারণরূপে সকল কৃতগণের আশ্রয়, ৩২৫। অপ্রমত্তঃ—যিনি কখনও প্রমাদগ্রস্ত হন্ না, ৩২৬ প্রতিষ্ঠিতঃ—বীর মহিমায় অবস্থিত। ৪৮

৩২৭। স্কন্দঃ—আধিভৌতিকেশ্বরূপ, ৩২৮ স্কন্দধরঃ—ধর্ম্মপথকে ধারণকারী, ৩২৯। ধুর্য্যঃ—সমস্ত কৃতগণের ভারবিহন যুবরে (ভারকে) ধারণকারী, ৩৩০। বরদঃ—অভিলষিত বরদানকারী, ৩৩১। বায়ুবাহনঃ—সমস্ত বায়ুর প্রেরণসূত্রের পরিচালনকারী, ৩৩২। বাসুদেবঃ—সমস্ত বৃষ্ণিবংশে সর্বাত্মারূপে বসবাসকারী, ৩৩৩ বৃহদ্ভানুঃ—মহান্ কিরণযুক্ত এই সম্পূর্ণ জগৎকে প্রকাশিতকারী সূর্য্যরূপ, ৩৩৪। আদিদেবঃ—সকলের আদিকারণ দেব, ৩৩৫। পুরন্দরঃ—অসুরগণের নগর ধ্বংসকারী। ৪৯

৩৩৬। অশোকঃ—সর্বপ্রকার শোকরহিত, ৩৩৭। তারণঃ—সংসারসাগর হইতে তরণকারী, ৩৩৮। তারঃ—জন্ম-জরা-মৃত্যুরূপ ভয় হইতে পরিত্রাণকারী, ৩৩৯। শূরঃ—পরাক্রমশালী, ৩৪০। শৌরিঃ—শৌর্যশালী বীর শ্রীবসুদেবের পুত্র, ৩৪১। জনেশ্বরঃ—সমস্ত জীবেরই শাসক, ৩৪২। অনুকূলঃ—আত্মরূপী বলিয়া সকল প্রাণীরই অনুকূল, ৩৪৩। শতাবর্তঃ—বর্ষঋতুর ন্যায় সকল অবস্থার প্রবর্তকারী, ৩৪৪ পদ্মী শ্রীর হস্তে পদ্মধারণকারী ৩৪৫। পদ্মনিভেক্ষণঃ—কমলতুল্য কোমল দৃষ্টিবিশিষ্ট। ৫০

৩৪৬ পদ্মনাভঃ—হৃৎপদ্মের মধ্যে নিবাসকারী, ৩৪৭। অরবিন্দাক্ষঃ কমলতুল্য নেত্রশোভিত, ৩৪৮। পদ্মগর্ভঃ—হৃৎপদ্মে ধ্যান করিবার যোগ্য, ৩৪৯ শরীরভৃৎ—অন্নরূপে সকলের শরীরপোষণকারী, ৩৫০। মহর্দ্ধিঃ—মহাবিভূতিশালী, ৩৫১। ঋদ্ধঃ—সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৩৫২। বৃদ্ধাত্মা—পুরাতনস্বরূপ, ৩৫৩। মহাক্ষঃ—বিশাললোচন, ৩৫৪ গরুড়ধ্বজঃ—গরুড়ের চিহ্নযুক্ত ধ্বজবিশিষ্ট। ৫১

৩৫৫। অতুলঃ—তুলনারহিত, ৩৫৬ শরভঃ—শরীরসকলকে প্রজাপালনার্থে প্রকাশকারী, ৩৫৭। ভীমঃ—যাহাকে পাপিগণের ভয় হয়, এরূপ ভয়ানক রূপধারী, ৩৫৮। সমযজ্ঞঃ—সমভাবরূপ যজ্ঞস্বরূপ, ৩৫৯ হবির্হরিঃ—যজ্ঞসূত্রে হবির্ভাগ এবং অন্নরূপকারীদিগের পাপহরণকারী, ৩৬০ সর্বলক্ষণলক্ষণ্যঃ—সমস্ত লক্ষণসূত্রে লক্ষিত, ৩৬১। লক্ষ্মীবান্ বীর যজ্ঞস্থলে লক্ষ্মীকে বাস করানকারী, ৩৬২। সমিতিঞ্জয়ঃ—সংগ্রামবিজয়ী। ৫২

৩৬৩। বিক্ষরঃ—নাশরহিত, ৩৬৪। রোহিতঃ—রোহিতনামক মৎস্যরূপ ধারণ করত অবতার গ্রহণকারী, ৩৬৫ মার্গঃ—পরমানন্দ প্রাপ্তির সাধনস্বরূপ, ৩৬৬। হেতুঃ—সংসারের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, ৩৬৭। দামোদরঃ—যাহা যশোদা কর্ত্তৃক রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ উদরবিশিষ্ট, ৩৬৮। সহঃ—ভক্তজনের অপরাধ সহনকারী, ৩৬৯। মহীধরঃ—পৃথিবী ধারণকারী, ৩৭০। মহাভাগঃ—মহাসৌভাগ্যশালী, ৩৭১। বেগবান্—তীব্র গতিবিশিষ্ট, ৩৭২। অমিতাশনঃ—প্রলয়কালে সারা বিশ্বকে ভক্ষণকারী। ৫৩

৩৭৩। উদ্ভবঃ—জগতের উৎপত্তির উপাদান কারণ, ৩৭৪। ক্ষোভণঃ—জগতের উৎপত্তির সময় প্রকৃতি ও পুরুষরূপে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষুব্ধকারী, ৩৭৫। দেবঃ—প্রকাশস্বরূপ, ৩৭৬। শ্রীগর্ভঃ—সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে নিজের উদরের মধ্যে স্থাপনকারী ৩৭৭। পরমেশ্বরঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক, ৩৭৮। করণম্—সংসারের উৎপত্তির সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন, ৩৭৯। কারণম্—জগতের উপাদান

ব্যবসায়ো ব্যবস্থানঃ সংস্থানঃ স্থানদো ধ্রুবঃ।
পরর্দ্ধিঃ পরমস্পষ্টঃ পুষ্টঃ শুভেক্ষণঃ॥ ৪৫
রামো বিরামো বিরতো মার্গো নেয়োঽনয়োঽনয়ঃ।
বীরঃ শক্তিমতাং শ্রেষ্ঠো ধর্ম্মো ধর্ম্মবিদুত্তমঃ॥ ৪৬
বৈকুণ্ঠঃ পুরুষঃ প্রাণঃ প্রাণদঃ প্রণবঃ পৃথুঃ।
হিরণ্যগর্ভঃ শত্রুঘ্নো ব্যাপ্তো বায়ুরধোক্ষজঃ॥ ৪৭
ঋতুঃ সুদর্শনঃ কালঃ পরমেষ্ঠী পরিগ্রহঃ।

উগ্রঃ সংবৎসরো দক্ষো বিশ্রামো বিশ্বদক্ষিণঃ॥ ৪৮
বিস্তারঃ স্থাবরস্থাণুঃ প্রমাণং বীজমব্যয়ম্।
অর্থোঽনর্থো মহাকোষো মহাভোগো মহাধনঃ॥ ৪৯
অনির্বিণ্ণঃ স্থবিষ্ঠোঽভূর্ধর্মযূপো মহামখঃ।
নক্ষত্রনেমির্নক্ষত্রী ক্ষমঃ ক্ষামঃ সমীহনঃ॥ ৫০
যজ্ঞ ইজ্যো মহেজ্যশ্চ ক্রতুঃ সত্রং সতাং গতিঃ
সর্ব্বদর্শী বিমুক্তাত্মা সর্ব্বজ্ঞো জ্ঞানমুত্তমম্॥ ৫১

৩৫। বিশিষ্ট কায়ঃ, ৩৬। ভর্তা—সকলের ধারয়িতা, ৩৭। বিভর্তা—বিচিত্র ভুবনসকলের ধারণকারী, ৩৮। সংঘাতা নিজের বিশ্বরূপধারণ, সামর্থ্য ও লীলাদির কারণ দ্বারায় পরিচিত জানা যায় ৩৯। জগৎ—যাহার দ্বারা নিজের স্বরূপ আবৃতকারী। ৪৪

৫৮। যাদবঃ—জানস্বরূপ, ৫৯। যাদবাদ্যঃ—ব্রাহ্মণাদি গণকে, সমস্ত জীবসমূহকে, ৫৯ যাদবাপ্রমেয়ঃ—এবং তাহার ঘনীভূত সমূহকে যাবৎ পূর্ণকে ধারণকারী, ৫৮ সংযাদঃ—প্রলয়ের সম্যক্ স্থান, ৬৮। যাদাদ্যঃ—ব্রহ্মা ও শুক্রগণকে স্থানপ্রদানকারী, ৫৮। প্রযঃ—অচলস্বরূপ, ৬৯ পরধিঃ—যেই বিভূতিবিশিষ্ট, ৭০। পরমস্পষ্টঃ—জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় অত্যন্ত স্পষ্টস্বরূপ, ৭১। তুষ্টঃ—একবার সমস্ত লক্ষণস্বরূপ, ৭২। পুষ্টঃ—একলক্ষে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ, ৭৩। শুভেক্ষণঃ—দর্শনমাত্রেই কল্যাণকারী। ৪৫

৭৪। রামঃ—যোগিগণকে রমণ করাইবার জন্য নিত্যানন্দস্বরূপ, ৭৫। বিরামঃ—প্রলয়ের সময় নিজের মধ্যে সকল প্রাণীকেই বিরামদানকারী, ৭৬। বিরতঃ—সকলোভাবে রজোগুণ ও তমোগুণশূন্য, ৭৭। মার্গঃ—মুমুক্ষুদিগের অমর হইবার সাধনস্বরূপ, ৭৮। নেয়ঃ—উত্তম জ্ঞানের দ্বারা প্রণব ধরিবার যোগ্য, ৭৯। নয়ঃ—সকলকে নিজের স্থাপনাকারী, ৮০। অনয়ঃ—স্বতন্ত্র, ৮১। বীরঃ—পরাক্রমশালী, ৮২। শক্তিমতাং শ্রেষ্ঠঃ—শক্তিশালী বীরগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ৮৩। ধর্ম্মঃ—ধর্ম্মস্বরূপ, ৮৪ ধর্ম্মবিদুত্তমঃ—সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞগণের মধ্যে উত্তম। ৪৬

৮৫। বৈকুণ্ঠঃ—সমস্ত যাবস্বরূপ, ৮৬। পুরুষঃ—বিশ্বরূপ শরীরে শয়নকারী, ৮৭। প্রাণঃ—বায়ুরূপে চেষ্টাকারী, ৮৮। প্রাণদঃ—সৃষ্টির আদিতে প্রাণদানকারী, ৮৯। প্রণবঃ—ওঙ্কারস্বরূপ, ৯০। পৃথুঃ—বিরাট্‌রূপে বিস্তৃত, ৯১। হিরণ্যগর্ভঃ—ব্রহ্মরূপে প্রকটিত, ৯২। শত্রুঘ্নঃ—দেবশত্রুগণের সংহারক, ৯৩। ব্যাপ্তঃ—স্থাবররূপে সকল কার্য্যে ব্যাপ্ত, ৯৪। বায়ুঃ—পবনস্বরূপ, ৯৫। অধোক্ষজঃ—ইন্দ্রিয় স্বরূপ হইতে যিনি অধিক বলবান। ৪৭

৯৬। ঋতুঃ—বসন্তাদি ছয় ঋতুস্বরূপ, ৯৭। সুদর্শনঃ—শুক্রগণকে সহজে নিজের স্বরূপ দর্শনকারী, ৯৮। কালঃ—সকলকে গণনাকারী, ৯৯ পরমেষ্ঠী,—ইন্দ্রিয় প্রকৃতি ব্রহ্মিদায় অবস্থিত, ১০০। পরিগ্রহঃ—পরমার্থীদিগের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য, ১০১। উগ্রঃ—সূর্য্যাদির ভয়ের কারণ, ১০২। সংবৎসরঃ—সমস্ত কৃতগণের বাসস্থান, ১০৩। দক্ষঃ সকল কার্য্যেই নিপুণ, ১০৪। বিশ্রামঃ—বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছুক মুমুক্ষুগণকে মোক্ষ প্রদানকারী, ১০৫। বিশ্বদক্ষিণঃ—যজ্ঞির যজ্ঞে সম্পূর্ণ বিশ্বকে দক্ষিণারূপে লাভকারী। ৪৮

১০৬। বিস্তারঃ—সমস্ত লোকসমূহের বিস্তারের স্থান, ১০৭। স্থাবরস্থাণুঃ স্থাবর দ্বিতীয়ের ধরা পৃথিবী প্রভৃতি, দ্বিতীয়ের পদার্থসমূহকে নিজের মধ্যে স্থিরভাবে স্থাপনাকারী, ১০৮ প্রমাণম্—জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্বয়ং প্রমাণস্বরূপ, ১০৯। বীজ মব্যয়ম্—সংসারের অবিনাশী কারণ, ১১০। অর্থঃ—সুখস্বরূপ হওয়ায় সকলের প্রার্থনীয়, ১১১। অনর্থঃ—পূর্ণকাম বলিয়া প্রয়োজনরহিত, ১১২ মহাকোষঃ—মহৈশ্বর্য্যপূর্ণ কোষাগার বিশিষ্ট, ১১৩। মহাভোগঃ—যথার্থ সুখস্বরূপ মহাভোগসম্পন্ন ১১৪। মহাধনঃ—অক্ষিতির যথার্থ ধনস্বরূপ। ৪৯

১১৫। অনির্বিণ্ণঃ—ব্যস্ততাজনিত বিকারহরহিত, ১১৬ স্থবিষ্ঠঃ—বিরাট্‌রূপেস্থিত, ১১৭। অভূঃ—অজন্মা, ১১৮। ধর্ম্মযূপঃ—ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ, ১১৯। মহামখঃ—মহাযজ্ঞস্বরূপ, ১২০। নক্ষত্রনেমিঃ—সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলের কেন্দ্রস্বরূপ, ১২১ নক্ষত্রী—চন্দ্রস্বরূপ, ১২২। ক্ষমঃ—সকল কার্য্যসমর্থ, ১২৩ ক্ষামঃ—সমস্ত জগতের নিবাসস্থান, ১২৪। সমীহনঃ—সকল প্রকৃতির জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টাপরায়ণ। ৫০

১২৫। যজ্ঞঃ—যজ্ঞময় বিষ্ণু, ১২৬। ইজ্যঃ—পূজনীয়, ১২৭ মহেজ্যঃ—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপাসনীয়, ১২৮। ক্রতুঃ—যজ্ঞস্বরূপ, ১২৯। সত্রম্—সংপুরুষগণকে রক্ষাকারী, ১৩০। সত

সুব্রতঃ সুমুখঃ সূক্ষ্মঃ সুঘোষঃ সুখদঃ সুহৃৎ
মনোহরো জিতক্রোধো বীরবাহুর্বিদারণঃ ॥ ৬২
স্বাপনঃ স্ববশো ব্যাপী নৈকাত্মা নৈককর্মকৃৎ
বৎসরো বৎসলো বৎসী রত্নগর্ভো ধনেশ্বরঃ ॥ ৬৩
ধর্মগুব্ ধর্মকৃদ্ ধর্মী সদসৎক্ষরমক্ষরম্
অবিজ্ঞাতা সহস্রাংশুর্বিধাতা কৃতলক্ষণঃ ॥ ৬৪

গতিঃ—সৎপুরুষগণের পরম গতি, ৪৫১। সর্জ্জনী—সমস্ত প্রাণিসমূহকে ও তাহাদের কার্য্যসমূহকে সৃষ্টিকারী, ৪৫২। বিশ্বভ্রাতা—ব্যাসাদিরূপ ধারণ করিয়া নিত্যমুক্ত আত্মস্বরূপ, ৪৫৩। সর্জ্জনঃ—সব কিছুই যিনি জানেন, ৪৫৪। জ্ঞানমুত্তমম্—সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানস্বরূপ ॥ ৬১

৪৫৫। সুব্রতঃ—প্রশস্তব্রতাদি শ্রেষ্ঠ ব্রতবিশিষ্ট, ৪৫৬। সুমুখঃ—সুন্দর ও প্রসন্ন মুখশোভিত, ৪৫৭। সূক্ষ্মঃ—অণু হইতেও অণু, ৪৫৮। সুঘোষঃ—সুন্দর ও গম্ভীর ধ্বনিকারী, ৪৫৯। সুখদঃ—নিজের ভক্তগণকে সর্ব্বপ্রকারে সুখদানকারী, ৪৬০। সুহৃৎ—প্রাণিমাত্রেরই উপর অহৈতুকী করুণাকারী পরম মিত্র, ৪৬১। মনোহরঃ—নিজের রূপ লাবণ্য ও মধুর ভাষণাদির দ্বারা সকলের মন হরণকারী, ৪৬২। জিতক্রোধঃ—ক্রোধকে যিনি সর্ব্বতোভাবে জয় করিয়াছেন অর্থাৎ নিজের প্রতি অন্যায় অনুচিত ব্যবহারকারীদিগের উপরও যিনি কখনও ক্রোধ করেন না, ৪৬৩। বীরবাহুঃ—অন্যায় পরাক্রমশালী বাহুবিশিষ্ট, ৪৬৪। বিদারণঃ—অধর্মীদিগকে নষ্টকারী ॥ ৬২

৪৬৫। স্বাপনঃ—প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণিগণকে অজ্ঞান নিদ্রায় আচ্ছন্নকারী, ৪৬৬। স্ববশঃ—স্বতন্ত্র, ৪৬৭। ব্যাপী—আকাশস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী, ৪৬৮। নৈকাত্মা—প্রত্যেক মূর্ত্তে লোকাত্মারূপের ন্যায় অনেক রূপধারণকারী, ৪৬৯। নৈককর্ম্মকৃৎ—জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়রূপ এবং ভিন্ন ভিন্ন অবতারে মনোহর লীলারূপ অনেক কর্ম্মকারী, ৪৭০। বৎসরঃ—সকলের বাসস্থান, ৪৭১। বৎসলঃ—ভক্তগণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, ৪৭২। বৎসী—বৃন্দাবনে বৎসগণকে পালনকারী, ৪৭৩। রত্নগর্ভঃ—রত্নসমূহকে নীচ গর্ভে ধারণকারী সমুদ্ররূপ, ৪৭৪। ধনেশ্বরঃ—সর্ব্বপ্রকার ধনের অধিকারী ॥ ৬৩

৪৭৫। ধর্ম্মগুপ্—ধর্ম্মের রক্ষাকারী, ৪৭৬। ধর্ম্মকৃৎ—ধর্ম্মের স্থাপনার জন্য স্বয়ং ধর্ম্মের আচরণকারী, ৪৭৭। ধর্ম্মী—সমস্ত ধর্ম্মের আধার, ৪৭৮। সৎ—সত্যস্বরূপ, ৪৭৯। অসৎ—স্থূল জগৎস্বরূপ, ৪৮০। অক্ষর্—সর্ব্বপ্রকার বিনাশরহিত, ৪৮১। অক্ষরম্—অবিনাশী, ৪৮২। অবিজ্ঞাতা—কেহই তাঁহাকে বিজ্ঞাতা বলে, তাঁহা হইতে বিলক্ষণ তত্ত্বযুক্ত বিজ্ঞ, ৪৮৩। সহস্রাংশুঃ—হাজার কিরণবিশিষ্ট সূর্য্যস্বরূপ, ৪৮৪। বিধাতা—সকলকে উত্তমরূপে ধারণকারী, ৪৮৫। কৃতলক্ষণঃ—শ্রীবৎসাদি চিহ্ন ধারণকারী ॥ ৬৪

৪৮৬। গভস্তিনেমিঃ—কিরণরূপির মধ্যে সূর্য্যরূপে স্থিত, ৪৮৭। সত্ত্বস্থঃ—অন্তর্য্যামিরূপে সমস্ত প্রাণিগণের অন্তঃকরণে স্থিত, ৪৮৮। সিংহঃ—ভক্ত প্রহ্লাদের জন্য নৃসিংহরূপধারী, ৪৮৯। কৃতজ্ঞভেধরঃ—সমস্ত প্রাণিগণের মহান্ ঈশ্বর, ৪৯০। আদিদেবঃ—সকলের আদিকারণ ও দিব্যস্বরূপ, ৪৯১। মহাদেবঃ—জ্ঞানযোগ ও ঐশ্বর্য্যাদি মহিমাযুক্ত, ৪৯২। দেবেশঃ—সমস্ত দেবতাগণের শাসক, ৪৯৩। দেবভৃদ্গুরুঃ—দেবগণকে নিঃস্বার্থরূপে ভরণ-পোষণকারী তাঁহাদের পরম গুরু ॥ ৬৫

৪৯৪। উত্তরঃ—সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধারকারী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ৪৯৫। গোপতিঃ—গোপালরূপে গোগণকে রক্ষাকারী, ৪৯৬। গোপ্তা—সমস্ত প্রাণিগণের পালন ও রক্ষাকারী, ৪৯৭। জ্ঞানগম্যঃ—জ্ঞানের দ্বারা জানিবার যোগ্য, ৪৯৮। পুরাতনঃ—সদা একস্বরূপে স্থিত, সকলের আদি পুরাণপুরুষ, ৪৯৯। শরীরভূতভৃৎ—শরীরের উৎপাদক পঞ্চভূতগণকে প্রাণরূপে পালনকারী, ৫০০। ভোক্তা—নিত্যসিদ্ধ আনন্দস্বরূপিকে ভোগকারী, ৫০১। কপীন্দ্রঃ—বানরগণের পতি শ্রীরাম, ৫০২। ভূরিদক্ষিণঃ—শ্রীরামাদি অবতারে বহু দক্ষিণা প্রদানকারী ॥ ৬৬

৫০৩। সোমপঃ—যজ্ঞে দেবরূপে এবং যজমানরূপে সোমরস-পানকারী, ৫০৪। অমৃতপঃ—সমুদ্র মথনে উদ্ভূত অমৃত দেবগণকে পান করাইয়া স্বয়ং পানকারী, ৫০৫। সোমঃ—ওষধিসমূহের পোষণকারী চন্দ্রস্বরূপ, ৫০৬। পুরুজিৎ—বহুকে জয়কারী, ৫০৭। পুরুসত্তমঃ—বিশ্বরূপ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ, ৫০৮। বিনয়ঃ—দুষ্টদিগকে শাসনকারী, ৫০৯। জয়ঃ—সকলকে জয়কারী, ৫১০। সত্যসন্ধঃ—

জীবো বিনয়িতা সাক্ষী মুকুন্দোঽমিতবিক্রমঃ।
অম্ভোনিধিরনন্তাত্মা মহোদধিশয়োঽন্তকঃ॥ ৬৮
অজো মহার্হঃ স্বাভাব্যো জিতামিত্রঃ প্রমোদনঃ।
আনন্দো নন্দনো নন্দঃ সত্যধর্মা ত্রিবিক্রমঃ॥ ৬৯
মহর্ষিঃ কপিলাচার্যঃ কৃতজ্ঞো মেদিনীপতিঃ।
ত্রিপদস্ত্রিদশাধ্যক্ষো মহাশৃঙ্গঃ কৃতান্তকৃৎ॥ ৭০

মহাবরাহো গোবিন্দঃ সুষেণঃ কনকাঙ্গদী।
গুহ্যো গভীরো গহনো গুপ্তশ্চক্রগদাধরঃ॥ ৭১
বেধাঃ স্বাঙ্গোঽজিতঃ কৃষ্ণো দৃঢ়ঃ সঙ্কর্ষণোঽচ্যুতঃ।
বরুণো বারুণো বৃক্ষঃ পুষ্করাক্ষো মহামনাঃ॥ ৭২
ভগবান্ ভগহানন্দী বনমালী হলায়ুধঃ।
আদিত্যো জ্যোতিরাদিত্যঃ সহিষ্ণুর্গতিসত্তমঃ॥ ৭৩

সত্তা প্রতিষ্ঠাতারী, ৫১১। দাশার্হঃ—দাশার্হকুলে অবতার গ্রহণকারী, ৫১২। সাত্ত্বতাং পতিঃ যাদব ও বীর ভক্তগণের স্বামী। ৬৭

৫১৩। জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রাণধারণকারী, ৫১৪। বিনয়িতা সাক্ষী—নিজের স্মরণাগত ভক্তগণের বিনয় ভাব উৎকালে প্রত্যক্ষ অবলম্বনকারী, ৫১৫ মুকুন্দঃ—মুক্তিদাতা, ৫১৬ অমিত-বিক্রমঃ—বামনাবতারে পৃথিবীকে পরিমাণ করিবার সময় অত্যন্ত বিস্তৃত পদস্থাপনকারী, ৫১৭। অম্ভোনিধিঃ—জলের নিধান সমুদ্রস্বরূপ, ৫১৮। অনন্তাত্মা—অনন্তমূর্তি, ৫১৯ মহোদধিশয়ঃ—প্রলয়কালে মহাসমুদ্রে শয়নকারী, ৫২০। অন্তকঃ প্রাণিগণের সংহারকারী মৃত্যুস্বরূপ। ৬৮

৫২১ অজঃ—'আ'কার ভগবান্ বিষ্ণুর বাচক, তাঁহা হইতে জাত ব্রহ্মাস্বরূপ, ৫১২। মহার্হঃ—পূজনীয়, ৫১৩। স্বাভাব্যঃ—নিত্য নিজ মহিমা যিনি স্বভাব হইতে উৎপন্ন হন না, ৫১৪। জিতামিত্রঃ—রাবণ বিভীষণাদি শত্রুগণকে জয়কারী, ৫১৫ প্রমোদনঃ—স্মরণ মাত্রেই নিত্য প্রমুদিতকারী, ৫১৬ আনন্দঃ—আনন্দস্বরূপ, ৫১৭। নন্দনঃ—সকলকে প্রসন্নকারী, ৫১৮। নন্দঃ—সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যানন্দময় সম্পন্ন, ৫১৯। সত্যধর্মা—ধর্ম-জ্ঞানাদি সব গুণ-সমূহের মূল, ৫২০। ত্রিবিক্রমঃ—তিন পদে তিন লোককে পরিমাণকারী। ৬৯

৫৩১। মহর্ষিঃ কপিলাচার্যঃ—সাংখ্যশাস্ত্রের প্রণেতা ভগবান্ কপিলাচার্য, ৫৩২। কৃতজ্ঞঃ—নিজের ভক্তগণের সেবাকে অতিশয় গুরুত্ব প্রদান করিয়া তাহার দ্বারা নিজেকে ঋণী বলিয়া মন্যকারী, ৫৩৩। মেদিনীপতিঃ—পৃথিবীর পালক, ৫৩৪। ত্রিপদঃ—ত্রিলোকীরূপ তিন পদবিশিষ্ট বিষ্ণুরূপ, ৫৩৫। ত্রিদশাধ্যক্ষঃ—ত্রিদেবতাগণের অধিপতি, ৫৩৬। মহাশৃঙ্গঃ—বৎস্যাবতারে বিশাল শৃঙ্গ ধারণকারী, ৫৩৭। কৃতান্তকৃৎ—স্মরণকারীদিগের সমস্ত কর্মবন্ধনের অন্তকারী। ৭০

৫৩৮ মহাবরাহঃ—হিরণ্যাক্ষকে বধ করিবার জন্য মহাবরাহরূপ ধারণকারী, ৫৩৯। গোবিন্দঃ—বেদ পৃথিবীকে পুনরায় লাভকারী ৫৪০। সুষেণঃ—পার্ষদগণের সমুদায়স্বরূপ সুন্দর সৈন্যের দ্বারা সুসজ্জিত, ৫৪১ কনকাঙ্গদী—সুবর্ণের অঙ্গদ ধারণকারী, ৫৪২। গুহ্যঃ—হৃদয়াকাশে গুপ্তভাবে অবস্থানকারী, ৫৪৩। গভীরঃ—অতিশয় গম্ভীর স্বভাববিশিষ্ট, ৫ ৪। গহনঃ—যাঁহার স্বরূপে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন, এরূপ তুর্জ্ঞেয় স্বরূপবিশিষ্ট, ৫৪৫। গুপ্তঃ যাহা ও যাঁহার দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় না ৫৪৬। চক্র-গদাধরঃ ভক্তগণকে রক্ষা করিবার জন্য চক্র ও গদা প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র ধারণকারী। ৭১

৫৪৭। বেধাঃ—সব কিছু বিধানকারী, ৫৪৮ স্বাঙ্গঃ—যাঁহা হইতে স্বয়ংই নিজের সৃষ্টকারী, ৫৪৯ অজিতঃ—কাহারও দ্বারা যিনি জিত হন না, ৫৫০। কৃষ্ণঃ—জ্ঞানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, ৫৫১ দৃঢ়ঃ—নিজের স্বরূপ ও শক্তি হইতে যিনি কখনও কোনরূপে চ্যুত হন না, ৫৫২। সঙ্কর্ষণোঽচ্যুতঃ—প্রলয়কালেএকত্রে সকলকে সংহারকারী এবং যাঁহার কখনও কোনও কারণেই পতন হয় না, এরূপ অবিনাশী স্বরূপ, ৫৫৩। বরুণঃ—জলের পতি বরুণদেব, ৫৫৪। বারুণঃ—বরুণের পুত্র বশিষ্ঠস্বরূপ, ৫৫৫। বৃক্ষঃ—অশ্বত্থ বৃক্ষরূপী, ৫৫৬। পুষ্করাক্ষঃ—কমলতুল্য নেত্রবিশিষ্ট, ৫৫৭। মহামনাঃ—সমস্ত মাত্রেই উৎপত্তি, পালন ও সংহারাদি সমস্ত লীলা করিবার শক্তিবিশিষ্ট। ৭২

৫৫৮। ভগবান্—উৎপত্তি ও প্রলয়, আসা ও যাওয়া এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাকে যিনি জানেন এবং সমৈশ্বর্যাদি ছয় 'ভগ' যুক্ত পরমপুরুষ, ৫৫৯। ভগহা—নিজের ভক্তগণের প্রেমবৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের ঐশ্বর্য হরণকারী, ৫৬০। আনন্দী—সমস্ত সুখস্বরূপ, ৫৬১। বনমালী বৈজয়ন্তী মালাধারণকারী, ৫৬২। হলায়ুধঃ—হলরূপ অস্ত্রধারী বলভদ্রস্বরূপ, ৫৬৩। আদিত্যঃ—আদিতিপুত্র ভগবান্ বামন, ৫৬৪। জ্যোতিরাদিত্যঃ—সূর্যমণ্ডলে বিরাজমান জ্যোতিঃস্বরূপ, ৫৬৫। সহিষ্ণুঃ—সমস্ত দ্বন্দ্ব সহ্য করিতে সমর্থ, ৫৬৬। গতিসত্তমঃ—সজ্জনের গতিস্বরূপ। ৭৩

সুধন্বা খণ্ডপরশুর্গারুণো কৃষিলপ্রয়:
দিবিস্পৃক্ সর্বদৃগ্ব্যাসো বাচস্পতিরযোনিজ: ॥ ৭৪

ত্রিসামা সামগ: সাম নির্বাণ: ভেষজ: ভিষক্
সন্ন্যাসকৃচ্ছম: শান্তো নিষ্ঠা শান্তি: পরায়ণম্ ॥ ৭৫

শুভাঙ্গ: শান্তিদ: স্রষ্টা কুমুদ: কুবলেশয়:
গোহিতো গোপতির্গোপ্তা বৃষভাক্ষো বৃষপ্রিয়: ॥ ৭৬

অনিবর্তী নিবৃত্তাত্মা সংক্ষেপ্তা ক্ষেমকৃচ্ছিব:
শ্রীবৎসবক্ষা: শ্রীবাস: শ্রীপতি: শ্রীমতাং বর: ॥ ৭৭

শ্রীদ: শ্রীশ: শ্রীনিবাস: শ্রীনিধি: শ্রীবিভাবন:
শ্রীধর: শ্রীকর: শ্রেয়: শ্রীমাল্লোকত্রয়াশ্রয়: ॥ ৭৮

স্বক্ষ: স্বজ: শতানন্দো নন্দির্জ্যোতির্গণেশ্বর:
বিজিতাত্মাবিধেয়াত্মা সৎকীর্তিশ্ছিন্নসংশয়: ॥ ৭৯

৫৬৭। সুধন্বা—দৃঢ়ভাবে শার্ঙ্গ ধনুর্ধারী, ৫৬৮। খণ্ডপরশু:—শত্রুদিগকে খণ্ডন (ছেদন) কারী, পরশুধারী পরশুরামরূপ, ৫৬৯। দারুণ: শত্রুর বিরোধীদিগের পক্ষে ভয়ঙ্করের, ৫৭০। কৃষিলপ্রয়:—অধ্যাত্ম তত্ত্বরূপকে বনস্পতি প্রদানকারী, ৫৭১। দিবিস্পৃক্—স্বর্গলোক-পর্যন্ত ব্যাপ্ত, ৫৭২। সর্বদৃগ্—সকলের দ্রষ্টা সর্বজ্ঞ এবং বেদবিভাগকারী ঐতরেয়াদির ব্যাসস্বরূপ, ৫৭৩। বাচস্পতিরযোনিজ:—বিদ্যার অধিপতি এবং যোনি হইতে অন্যরূপে আবির্ভূত। ৭৪

৫৭৪। ত্রিসামা—বেদত্রয়াত্মি তিন সাম শ্রুতিসমূহের দ্বারা ধারণ স্তুতি করা হয়—এরূপ পরমেশ্বর, ৫৭৫। সামগ:—সামবেদ গানকারী, ৫৭৬। সাম—সামবেদস্বরূপ, ৫৭৭। নির্বাণম্—পরম শান্তির নিধান—পরমানন্দস্বরূপ, ৫৭৮। ভেষজ—সংসার-রোগের ঔষধি, ৫৭৯। ভিষক্—সংসাররোগ নাশ করিবার জন্য চিকিৎসক ঈশ্বরেশ্বরূপে গান করাইয়া থাকেন, সেই পরম বৈদ্য, ৫৮০। সন্ন্যাসকৃৎ—মোক্ষের জন্য সন্ন্যাসাশ্রম ও সন্ন্যাসযোগের নির্মাতা, ৫৮১। শমঃ—পরম শান্তির উপদেষ্টা, ৫৮২। শান্তঃ পরম শান্ত-স্বরূপ, ৫৮৩। নিষ্ঠা—সকলের স্থিতির আধার অধিষ্ঠান-স্বরূপ, ৫৮৪। শান্তি:—পরম শান্তিস্বরূপ, ৫৮৫। পরায়ণম্—মুমুক্ষু পুরুষগণের পরম প্রাপ্য স্থান। ৭৫

৫৮৬। শুভাঙ্গ:—অতি মনোহর পরম সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট, ৫৮৭। শান্তিদ:—পরম শান্তি প্রদানকারী, ৫৮৮। স্রষ্টা—সৃষ্টির আদিতে সকলের রচনাকারী, ৫৮৯। কুমুদ:—পৃথিবীতে প্রলয়কাল পর্যন্ত লীলা সম্পাদনকারী, ৫৯০। কুবলেশয়:—জলে শেষনাগের উপর শয়নকারী, ৫৯১। গোহিত:—গোপালরূপে গোগণের এবং অবতার গ্রহণ করত ভার হরণ করিয়া পৃথিবীর হিতকারী, ৫৯২। গোপতি:—পৃথিবী ও গোমণ্ডলের পালন এবং রক্ষাকারী, ৫৯৩। গোপ্তা—অবতার গ্রহণ করিয়া সকলের সম্মুখে প্রকটিত হইবার সময় ভীত ব্যক্তির ন্যায় নিজের স্বরূপকে আবৃতকারী, ৫৯৪। বৃষভাক্ষ:—সমস্ত কামনাবর্ষণকারী কৃপাদৃষ্টিযুক্ত, ৫৯৫। বৃষপ্রিয়:—ধর্মপ্রিয়। ৭৬

৫৯৬। অনিবর্তী—রণক্ষেত্রে বা ধর্মপালনে যিনি কখনও পরাঙ্মুখ হইতে নিবৃত্ত হন না, ৫৯৭। নিবৃত্তাত্মা—স্বভাবতঃ বিষয় বাসনারহিত নিত্যশুদ্ধ মনবিশিষ্ট, ৫৯৮। সংক্ষেপ্তা—বিস্তৃত জগৎকে সংহারকালে সংক্ষিপ্ত বা সূক্ষ্মকারী, ৫৯৯। ক্ষেমকৃৎ—কল্যাণস্বরূপ প্রকাশকারী, ৬০০। শিব:—স্মরণমাত্রেই পবিত্রতাকে প্রকাশকারক, ৬০১। শিবতরক্ষা:—শ্রীবৎসনামক চিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধারণকারী, ৬০২। শ্রীবাস:—লক্ষ্মীর বাসস্থান, ৬০৩। শ্রীপতি:—সমস্ত শক্তিরূপে শ্রীলক্ষ্মীর স্বামী, ৬০৪। শ্রীমতাং বর:—সর্বপ্রকার সম্পদ ও ঐশ্বর্যযুক্ত ব্রহ্মাদি সমস্ত লোকপালগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। ৭৭

৬০৫। শ্রীদ:—ভক্তগণকে শ্রী (সম্পদ)—প্রদানকারী, ৬০৬। শ্রীশ: লক্ষ্মীনাথ, ৬০৭। শ্রীনিবাস:—শ্রীলক্ষ্মীর অঙ্কঃস্থলে নিত্য নিবাসকারী, ৬০৮। শ্রীনিধি:—সমস্ত শ্রী (ঐশ্বর্য ও সম্পদের) আধার, ৬০৯। শ্রীবিভাবন:—সমস্ত ব্রহ্মাদিগণকে তাহাদের কর্মানুরূপ শ্রীসম্পদ্ ঐশ্বর্যপ্রদানকারী, ৬১০। শ্রীধর:—জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীকে বাম বক্ষঃস্থলে ধারণকারী, ৬১১। শ্রীকর:—স্মরণ, মনন ও ধ্যানাদিকারী ভক্তগণের জন্য শ্রীর বিস্তারকারী, ৬১২। শ্রেয়:—কল্যাণস্বরূপ, ৬১৩। শ্রীমান্—সর্বপ্রকার শ্রীযুক্ত, ৬১৪। লোকত্রয়াশ্রয়:—তিন লোকের আধার। ৭৮

৬১৫। স্বক্ষ:—মনোহর কৃপাদৃষ্টিযুক্ত পরম সুন্দর নেত্রবিশিষ্ট, ৬১৬। স্বজ:—অতিসুন্দর কোমল পরম সুন্দর মনোহর অঙ্গশোভিত, ৬১৭। শতানন্দ:—লীলাভেদে শত বিভাগে বিভক্ত আনন্দস্বরূপ, ৬১৮। নন্দি:—পরমানন্দ স্বরূপ, ৬১৯। জ্যোতির্গণেশ্বর:—নক্ষত্রমণ্ডলের ঈশ্বর, ৬২০। বিজিতাত্মা—জিত মনবিশিষ্ট, ৬২১। অবিধেয়াত্মা—যাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কোনও প্রকারেই ধারণা করা যায় না, এরূপ অনির্বচনীয় স্বরূপ, ৬২২। সৎকীর্তি:—সত্য কীর্তিমান্, ৬২৩। ছিন্নসংশয়:—সর্বপ্রকার সংশয়রহিত। ৭৯

ঊর্জিতঃ সর্বতঃশ্মশ্রুকেশীনঃ শাশ্বতস্থিরঃ।
কৃশশ্চো কৃশশ্চো কৃত্তিবিশোকঃ শোকনাশনঃ। ৮৮০
অচিন্ত্যশ্চিতিঃ কৃত্তো বিশ্বভাত্মা বিশোধনঃ।
অনিরুদ্ধোঽপ্রতিরথঃ প্রদ্যুম্নোঽমিতবিক্রমঃ। ৮৮১
কালনেমিনিহা বীরঃ শৌরিঃ শূরজনেশ্বরঃ।
ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকেশঃ কেশবঃ কেশিহা হরিঃ।৮৮২

কামদেবঃ কামপালঃ কামী কান্তঃ কৃতাগমঃ।
অনির্দেশ্যবপুর্বিষ্ণুর্বীরোঽনন্তো ধনঞ্জয়ঃ। ৮৮৩
ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকৃদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মবিবর্ধনঃ।
ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মী ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ। ৮৮৪
মহাক্রমো মহাকর্মা মহাতেজা মহোরগঃ।
মহাক্রতুর্মহাযজ্বা মহাযজ্ঞো মহাহবিঃ। ৮৮৫

৮৮১। ঊর্জিতঃ—সকল প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ, ৮৮২। শশ্বতস্থিরঃ—সমস্ত বস্তুকে সঞ্জীবা সঞ্জীবিত করিয়া বর্তমান থাকিবার শক্তিবিশিষ্ট, ৮৮৩। অনন্তঃ—যাঁহার অন্ত কোনও কালে নাই, যিনি অনন্ত, ৮৮৭। শাশ্বতস্থিরঃ—সদা একরূপে বিরাজমান স্থির, নিশ্চিন্ত, ৮৮৮। কৃশঃ—সকাশবনের অন্ত সংকোচনা করিবার সময় সূক্ষ্মভাবেথাকী কৃশিতে পরমকারী, ৮৮৯ কৃশঃ—যেজন্য নানা অবস্থার গ্রহণ করিয়া নিজের শ্রীতৎপত্তির সূত্রের দ্বারা কৃশির শোভা বিস্তারকারী, ৮৯০ কৃত্তিঃ—সমস্ত বিকৃতিসূত্রের আধারস্বরূপ, ৮৯১। বিশোকঃ—সঞ্জীপ্রকার শোকরহিত, ৮৯২ শোকনাশনঃ—ভক্তিযোগেই ভক্তগণের শোকের সমূলে নাশকারী। ৮৮০

৮৮৪। অচিন্ত্যঃ—চক্ষু সূর্য্যাদি সমস্ত জ্যোতিঃসমূহকে যেহীনাযান করিয়া সমস্ত অন্ধিসমূহ প্রকাশময় বিরাজসূত্রে যুক্ত, ৮৯৪। অচিতঃ—ব্রহ্মাদি সমস্ত প্রাণিগণের দ্বারা পূজিত, ৮৯৫। কৃত্তঃ—ঘটের ন্যায় সকলের নিধান স্থান ৮৯৬ বিশ্বভাত্মা—সমস্ত জগৎ নিজের আত্মস্বরূপ, ৮৯৭। বিশোধনঃ—স্মরণমাত্রেই পাপসমূহ নাশ করিয়া ভক্তগণের অন্তঃকরণকে সমস্ত দুষ্টিরহিত, ৮৯৮। অনিরুদ্ধঃ—যাঁহাকে কেহই বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, এমন চতুর্বূহের অনিরুদ্ধস্বরূপ, ৮৯৯। অপ্রতিরথঃ—প্রতিপক্ষ রহিত, ৯০০। প্রদ্যুম্নঃ—সমস্ত শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ধারণকারী চতুর্বূহে প্রদ্যুম্নস্বরূপ, ৯০১। অমিতবিক্রমঃ—অপার পরাক্রমশালী। ৮৯১

৮৯২। কালনেমিনিহা—কালনেমিনামক অসুরকে বিনাশকারী, ৯০০। বীরঃ—সমস্ত শৌর্য্যশালী, ৯০৩। শৌরিঃ—সূরসেনের উপর্যুক্ত ঔরসস্বরূপ, ৯০৪। সূরজনেশ্বরঃ—অন্যান্য শৌর্য্যশালী, বলিষ্ঠা ইন্দ্রাদি বীরগণেরও শাসক ও ইষ্ট, ৯০৫। ত্রিলোকাত্মা—অন্তর্যামীরূপে তিন লোকের আত্মা, ৯০৬। ত্রিলোকেশঃ—তিন লোকের শাসক, ৯০৭। কেশবঃ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ, ৯০৮। কেশিহা—কেশীনামক অসুরঘাতী, ৯০৯। হরিঃ—স্মরণমাত্রেই সমস্ত পাপ হরণকারী। ৮৯২

৮৯৩। কামদেবঃ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থকারী মনুষ্যগণের দ্বারা অভিলষিত সমস্ত কামনাসমূহের অধিষ্ঠাতা, ৯১০ কামপালঃ—সকল ভক্তগণের কামনাপূরণকারী, ৯১১ কামী—নিজের প্রিয়তমগণকে অতি লাষকারী, ৯১২ কান্তঃ—পূর্ণ মাধুর্যস্বরূপ, ৯১৩ কৃতাগমঃ—সমস্ত বেদ ও শাস্ত্রসমূহকারী, ৯১৪। অনির্দেশ্যবপুঃ—যাঁহার দিব্য স্বরূপ কোনও প্রকারে বর্ণনা করা যায় না, যেন অনির্দেশ্যরূপ লইয়াছেন, ৯১৫ বিষ্ণুঃ—যেহেতু ব্যাপক বিষ্ণু, ৯১৬। বীরঃ—বিনা শ্রমে সমস্ত কার্যকার্য দিবা শক্তিবিশিষ্ট, ৯১৭ অনন্তঃ—যাঁহার স্বরূপ, গুণ, ঐশ্বর্য, সামর্থ্য ও তেজের কোনও শেষ পাওয়া যায় না এমন অনন্তশক্তি রূপ, প্রভাব এবং শক্তিযুক্ত, ৯১৮ ধনঞ্জয়ঃ—অর্জুন-রূপে তিন বিগ্রহের সময় বহু ধনকারী। ৮৯৩

৮৯৪। ব্রহ্মণ্যঃ—ধর্ম, ব্রাহ্মণ ও জ্ঞানের রক্ষক ৯১৯ ব্রহ্মকৃৎ—পূর্ণরূপে সব প্রকৃতির সৃষ্টিকারী, ৯২০ ব্রহ্ম ব্রহ্মাবতারে জগতের সৃষ্টি, ৯২১ ব্রহ্ম সঙ্কীর্তনস্বরূপ, ৯২২ ব্রহ্মবিবর্ধনঃ—সূক্ষ্মোক্ত ব্রহ্মনকারী তপ বেদ, ব্রাহ্মণ ও জ্ঞানের বৃদ্ধিকারী ৯২৩ ব্রহ্মবিৎ—বেদ ও বেদার্থ যিনি পূর্ণরূপে জানেন, ৯২৪। ব্রাহ্মণঃ—সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্মরূপে দর্শনকারী, ৯২৫ ব্রহ্মী ব্রহ্মবরযাত্রী তপ প্রকৃতির অধিকার, ৯২৬। ব্রহ্মজ্ঞঃ—নিজের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মনকারী কেহকে যিনি পূর্ণরূপে জানেন, ৯২৭ ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ—ব্রাহ্মণগণকে যিনি নিজের অতিশয় প্রিয় বলিয়া মনে করেন। ৮৯৪

৮৯৫। মহাক্রমঃ—তীব্র বেগে গমনকারী, ৯২৮ মহাকর্মা—বিশ্ব ভিন্ন অবতারে নানাপ্রকার মহৎ কর্মকারী, ৯২৯। মহাতেজাঃ—যাঁহার তেজে সূর্য্যাদি সমস্ত তেজশীল তেজোময়ান হয়, এমন মহাতেজস্বী, ৯৩০। মহোরগঃ—বিশালদেহ সর্প অথবা বাসুকিস্বরূপ, ৯৩১ মহাক্রতুঃ—অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞকারী, ৯৩২। মহাযজ্বা—লোকসংগ্রহের জন্য মহাযজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠানকারী, ৯৩৩। মহাহবিঃ—অশ্বজাতি ওষধিবংশাদির সাধনরূপ সমস্ত যজ্ঞ যাঁহার বিভূতি—এমন মহাযজ্ঞস্বরূপ, ৯৩৪।

ভব্যঃ ভবপ্রিয়ঃ স্তোত্রঃ স্তুতিঃ স্তোতা রণপ্রিয়ঃ ।
পূর্ণঃ পূরয়িতা পুণ্যঃ পুণ্যকীর্তিরনাময়ঃ ॥ ৮৬
মনোজবস্তীর্থকরো বসুরেতা বসুপ্রদঃ ।
বসুপ্রদো বাসুদেবো বসুর্বসুমনা হবিঃ ॥ ৮৭
সদ্গতিঃ সৎকৃতিঃ সত্তা সদ্ভূতিঃ সৎপরায়ণঃ ।
শূরসেনো যদুশ্রেষ্ঠঃ সন্নিবাসঃ সুযামুনঃ ॥ ৮৮
ভূতাবাসো বাসুদেবঃ সর্বাসুনিলয়োঽনলঃ ।

দর্পহা দর্পদো দৃপ্তো দুর্ধরোঽপরাজিতঃ ॥ ৮৯
বিশ্বমূর্তির্মহামূর্তির্দীপ্তমূর্তিরমূর্তিমান্ ।
অনেকমূর্তিরব্যক্তঃ শতমূর্তিঃ শতাননঃ ॥ ৯০
একো নৈকঃ সবঃ কঃ কিং যদ্ তৎ পদমনুত্তমম্ ।
লোকবন্ধুর্ লোকনাথো মাধবো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৯১
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী
বীরহা বিষমঃ শূন্যো ঘৃতাশীরচলশ্চলঃ ॥ ৯২

যজ্ঞহবিঃ – যজ্ঞভাগ অর্হিতে হোম করিবার যোগ্য প্রকৃষ্টরূপ হবি যাঁহার স্বরূপ – এরূপ যজ্ঞ হবিঃস্বরূপ ।৮৫

৮৬। ভব্যঃ – সকলের দ্বারা ভব করিবার যোগ্য, ৮৬। ভবপ্রিয়ঃ – স্তুতির দ্বারা যিনি প্রসন্ন হন, ৮৬। স্তোত্রম্—যাঁহার দ্বারা ভগবানের গুণ প্রভাব কীর্তন করা হয়, এরূপ স্তোত্রস্বরূপ, ৮৬। স্তুতিঃ—স্তবনক্রিয়াস্বরূপ, ৮৬। স্তোতা—স্তুতিকারী, ৮৬। রণপ্রিয়ঃ – যুদ্ধ যিনি ভালবাসেন, ৮৬। পূর্ণঃ—সমস্তজ্ঞান, শক্তি, ঐশ্বর্য ও গুণসমূহে পরিপূর্ণ, ৮৬। পূরয়িতা—নিজের ভক্তজনকে সর্বপ্রকারে পরিপূর্ণকারী, ৮৬। পুণ্যঃ—স্মরণমাত্রেই পাপনাশকারী পুণ্যস্বরূপ, ৮৬। পুণ্যকীর্তিঃ—পবিত্র যাঁহার কীর্তি বিদ্যমান, ৮৬। অনাময়ঃ—আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকার ব্যাধিরহিত ।৮৬

৮৭। মনোজবঃ—মনের ন্যায় বেগশালী, ৮৭। তীর্থকরঃ—সমস্ত বিদ্যার প্রবর্তিকা ও উপদেষ্টা, ৮৭। বসুরেতাঃ—হিরণ্যময় পুরুষ (প্রথম পুরুষ সৃষ্টির বীজ) যাঁহার বীর্য—এরূপ সূর্যবীর্য, ৮৭। বসুপ্রদঃ—প্রকৃষ্ট ধনপ্রদানকারী, ৮৭। বসুপ্রদঃ – নিজের ভক্তজনকে যোগফল পরম ধন প্রদাতা, ৮৭। বাসুদেবঃ—বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, ৮৭। বসুঃ – সকলের অন্তঃকরণে নিবাসকারী, ৮৭। বসুমনাঃ—সমানভাবে সর্বত্র নিজ মন স্থিরকারী শক্তিযুক্ত মননশীল, ৮৭। হবিঃ – যজ্ঞে হোম করিবার যোগ্য হবিঃস্বরূপ ।৮৭

৮৮। সদ্গতিঃ—সৎপুরুষগণের প্রাপ্য গতিস্বরূপ, ৮৮। সৎকৃতিঃ—ভক্তের প্রকাশকৃতি সৎকার্যকারী, ৮৮। সত্তা—সদা সর্বদা বিদ্যমান সত্তাস্বরূপ, ৮৮। সদ্ভূতিঃ—বহুপ্রকারে বহুরূপে ভাসমান, ৮৮। সৎপরায়ণঃ—সৎপুরুষগণের পরম প্রাপ্য স্থান, ৮৮। শূরসেনঃ—বহুযাদবাদি শ্রেষ্ঠ সৌর্যশালী বীর যোদ্ধাসমূহের দ্বারা যুক্ত সৈন্যবিশিষ্ট, ৮৮। যদুশ্রেষ্ঠঃ—যদুকুলজাত ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ৮৮। সন্নিবাসঃ—সৎপুরুষগণের আশ্রয়, ৮৮। সুযামুনঃ—যাঁহার পবিত্র যমুনাতীরবাসী অতিথির সুন্দর যোগক্ষেমাদি, এরূপ শ্রীকৃষ্ণ ।৮৮

৮৯। ভূতাবাসঃ সমস্ত প্রাণিগণের মূল নিবাসস্থান, ৮৯। বাসুদেবঃ—বীর যাদব ভগবানে আকৃষ্টচিত্তকারী সর্ববাসুদেব, ৮৯। সর্বাসুনিলয়ঃ—সমস্ত প্রাণিদেহের আধার, ৮৯। অনলঃ—অনাদি শক্তি ও সম্পত্তিযুক্ত, ৮৯। দর্পহা—দুর্বিষহ পথে গমনকারী ব্যক্তিগণের দর্পনাশকারী, ৮৯। দর্পদঃ—নিজের ভক্তজনকে বিজয় উৎসাহপ্রদানকারী, ৮৯। দৃপ্তঃ – বিদ্যানিবন্ধন, ৮৯। দুর্ধরঃ – যাঁহাকে অস্থিরতা কঠিনতার সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখা যায়, ৮৯। অপরাজিতঃ – অন্য সকলের দ্বারা অজিত ।৮৯

৯০। বিশ্বমূর্তিঃ সমস্ত বিশ্বই যাঁহার মূর্তি, এরূপ বিরাট স্বরূপ, ৯০। মহামূর্তিঃ – বিশাল রূপবিশিষ্ট ৯০। দীপ্তমূর্তিঃ – স্বেচ্ছায় দৃঢ় জ্যোতির্ময় স্বরূপযুক্ত, ৯০। অমূর্তিমান্ – যাঁহার কোনও মূর্তি নাই, এরূপ বিরাজমান, ৯১। অনেকমূর্তিঃ – নানা অবতারে স্বেচ্ছায় লোকসকলের উপকারের জন্য বহুমূর্তি ধারণকারী, ৯১। অব্যক্তঃ – অনেক মূর্তি থাকিলেও যাঁহার স্বরূপ কোনও প্রকারে ব্যক্ত করা যায় না, এরূপ অপ্রকটস্বরূপ, ৯১। শতমূর্তিঃ – শত (অনন্ত) মূর্তিধারী, ৯১। শতাননঃ – শত (অনন্ত) মুখবিশিষ্ট ।৯০

৯১। একঃ – সর্বপ্রকার ভেদ ভাবরহিত অদ্বিতীয়, ৯১। নৈকঃ – অবতারভেদে অনেক, ৯১। সবঃ – যাহাতে লোকসমূহ ভগবান্ হন নিবাসন করা হয়, এরূপ যজ্ঞস্বরূপ, ৯১। কঃ – সুখস্বরূপ, ৯১। কিম্ – বিচারমূলীয় ব্রহ্মস্বরূপ, ৯১। যৎ – পরমনিত্য, ৯১। তৎ – প্রসিদ্ধ, বিস্তারস্বরূপ, ৯১। পদমনুত্তমম্—মুমুক্ষুপুরুষগণের দ্বারা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য অনুত্তম পরমপদ, ৯১। লোকবন্ধুঃ – সমস্ত প্রাণিগণের হিতকারী পরম মিত্র, ৯১। লোকনাথঃ – সকলের দ্বারা প্রার্থনা করিবার যোগ্য লোকস্বামী, ৯১। মাধবঃ – মধুবংশে আবির্ভূত, ৯১। ভক্তবৎসলঃ—ভক্তজনকে যিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন ।৯১

৯২। সুবর্ণবর্ণঃ – স্বর্ণতুল্য পীতবর্ণ বিশিষ্ট, ৯২। হেমাঙ্গঃ – স্বর্ণসদৃশ স্নেহীন্দ্রিয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট, ৯২। বরাঙ্গঃ – পরমশ্রেষ্ঠ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট, ৯২। চন্দনাঙ্গদী – চন্দনের অনুলেপন ও

অব্যাধী মানদো মান্যো লোকস্বামী ত্রিলোকধৃক্।
সুমেধা মেধজো ধন্যঃ সত্যমেধা ধরাধরঃ ॥ ৯০
তেজোবৃষো দ্যুতিধরঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
প্রগ্রহো নিগ্রহো ব্যগ্রো নৈকশৃঙ্গো গদাগ্রজঃ ॥ ৯৪
চতুর্মূর্তিশ্চতুর্বাহুশ্চতুর্ব্যূহশ্চতুর্গতিঃ।
চতুরাত্মা চতুর্ভাবশ্চতুর্বেদবিদেকপাৎ ॥ ৯৫

সমাবর্তোঽনিবৃত্তাত্মা দুর্জয়ো দুরতিক্রমঃ।
দুর্লভো দুর্গমো দুর্গো দুরাবাসো দুরারিহা ॥ ৯৬
শুভাঙ্গো লোকসারঙ্গঃ সুতন্তুস্তন্তুবর্ধনঃ।
ইন্দ্রকর্মা মহাকর্মা কৃতকর্মা কৃতাগমঃ ॥ ৯৭
উদ্ভবঃ সুন্দরঃ সুন্দো রত্ননাভঃ সুলোচনঃ।
অর্কো বাজসনঃ শৃঙ্গী জয়ন্তঃ সর্ববিজ্জয়ী ॥ ৯৮

অজর সুরেশ্বর, ৭৪১। ধীরঃ—ধীর অর্থাৎ গম্ভীরস্বভাব, ৭৪২। বিষয়ঃ—যাহার স্থান অন্য কেহ নাই, এরূপ অদ্বিতীয়, ৭৪৩। পূরুঃ—সমস্ত বিশ্বের ধারক, ৭৪৪। পূরুদাঃ—নিজের আশ্রিত জনগণের জন্য কৃপার দ্বারা দ্রবিত হইয়া সদ্বরদাতা ৭৪৫। অচলঃ—কোন প্রকারেই যিনি বিচলিত হন না, এরূপ অবিচলস্বভাব, ৭৪৬। চলঃ—বায়ুরূপে সর্বত্র গমনকারী। ৯।

৭৪৭। অমানী—যিনি স্বয়ং মান কামনা করেন না, ৭৪৮। মানদঃ—অন্যকে মান প্রদানকারী, ৭৪৯। মান্যঃ—সকলের পূজ্যযোগ্য মাননীয়, ৭৫০। লোকস্বামী—চতুর্দশ ভুবনের স্বামী, ৭৫১। ত্রিলোকধৃক্—ত্রিভুবনকে ধারণকারী, ৭৫২। সুমেধাঃ—অত্যুত্তম সূক্ষ্ম বুদ্ধিযুক্ত, ৭৫৩। মেধজঃ—যজ্ঞে আবির্ভূত, ৭৫৪। ধন্যঃ—নিত্য কৃতকৃত্য বলিয়া সর্বদা ধন্যবাদের পাত্র, ৭৫৫। সত্যমেধাঃ—সত্য ও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিযুক্ত, ৭৫৬। ধরাধরঃ—অনন্ত ভগবানরূপে পৃথিবী-ধারণকারী। ১০

৭৫৭। তেজোবৃষঃ—নিজের ভক্তগণের উপর আনন্দময় তেজের বর্ষণকারী, ৭৫৮। দ্যুতিধরঃ—পরম কান্তি ধারণকারী, ৭৫৯। সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ—সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭৬০। প্রগ্রহঃ—ভক্তগণের দ্বারা সমর্পিত পত্র পুষ্পাদিগ্রহণকারী, ৭৬১। নিগ্রহঃ—সকলকে নিগ্রহকারী, ৭৬২। ব্যগ্রঃ—নিজের ভক্তগণকে আতীব কল্যাণে সদা উদ্যোগী, ৭৬৩। নৈকশৃঙ্গঃ—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাতরূপ চারিটি পৃথকাটী শব্দস্বরূপ, ৭৬৪। গদাগ্রজঃ—গদ হইতে পূর্বে অবস্থানকারী শ্রীকৃষ্ণ। ১১

৭৬৫। চতুর্মূর্তিঃ—ব্রাহ্ম, দৈব্য, মানুষ ও তির্যক্ চারপ্রকার সৃষ্টি-বিশিষ্ট, ৭৬৬। চতুর্বাহুঃ—চার বাহুশোভিত, ৭৬৭। চতুর্ব্যূহঃ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যু ম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চার ব্যূহযুক্ত, ৭৬৮। চতুর্গতিঃ—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সাযুজ্যরূপ—চার পরম গতিস্বরূপ, ৭৬৯। চতুরাত্মা—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তরূপ চার অন্তঃকরণবিশিষ্ট, ৭৭০। চতুর্ভাবঃ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থের উৎপত্তি স্থান, ৭৭১। চতুর্বেদবিৎ—যিনি ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব—এই চারবেদের অর্থ সম্যক্ পরিজ্ঞাত আছেন, ৭৭২। একপাৎ—একপাদবিশিষ্ট অথবা এক পদের (অংশের) দ্বারা সমস্ত বিশ্বকে ব্যাপ্তকারী। ১২

৭৭৩। সমাবর্তঃ—সংসারচক্রকে যিনি সর্জনোত্তোরে ঘুরাইয়া থাকেন, ৭৭৪। অনিবৃত্তাত্মা—সর্বত্র বিচরণশীল বলিয়া যাঁহার আত্মা কোথা হইতেও নিবৃত্ত হন না, এরূপ বিভুস্বরূপ ৭৭৫। দুর্জয়ঃ—যাঁহাকে কোনরূপেই জয় করা যায় না, ৭৭৬। দুরতিক্রমঃ—যাঁহার আজ্ঞা কখনও উল্লঙ্ঘন করা যায় না, ৭৭৭। দুর্লভঃ—ভক্তি ব্যতীত যাঁহাকে লাভ করা যায় না, ৭৭৮। দুর্গমঃ—যাঁহাকে অতিশয় কঠিনতার দ্বারা জানা যায়, ৭৭৯। দুর্গঃ—কঠিনতার দ্বারা যাঁহাকে লাভ করা যায়, ৭৮০। দুরাবাসঃ—অত্যন্ত ভয়ের ভগবান্ দ্বারা যোগীরা যাঁহাকে নিজ নিজ হৃদয়ে বাস করাইয়া রাখেন, ৭৮১। দুরারিহা—দুষ্ট মার্গে গমনকারী নৈতাগণকে বিনাশকারী। ১৩

৭৮২। শুভাঙ্গঃ—কল্যাণকারক সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট, ৭৮৩। লোকসারঙ্গঃ—লোকসমূহের সার গ্রহণকারী, ৭৮৪। সুতন্তুঃ—সুন্দর বিস্তৃত জগদ্রূপ তন্তুবিশিষ্ট, ৭৮৫। তন্তুবর্ধনঃ—পূর্বোক্ত জগত্তন্তুবর্ধনকারী, ৭৮৬। ইন্দ্রকর্মাঃ—ইন্দ্রসদৃশ কর্মবিশিষ্ট, ৭৮৭। মহাকর্মাঃ—মহৎ কর্মকারী, ৭৮৮। কৃতকর্মাঃ—যিনি সমস্ত কর্ম করিয়াছেন, যাঁহার কোন কর্তব্য কর্ম আর অবশিষ্ট নাই,—এরূপ কৃতকৃত্য, ৭৮৯। কৃতাগমঃ—বেদকর্তা বেদসমূহ করিবার জন্য অবতার ধারণ করত যাঁহার যিনি আবরণ করেন। ১৪

৭৯০। উদ্ভবঃ—যেচ্ছায় শ্রেষ্ঠ জন্ম ধারণকারী, ৭৯১। সুন্দরঃ—পরম সুন্দর, ৭৯২। সুন্দঃ—পরম কল্যাণশীল, ৭৯৩। রত্ননাভঃ—রত্নসদৃশ সুন্দর নাভিবিশিষ্ট, ৭৯৪। সুলোচনঃ—সুন্দর নেত্রবিশিষ্ট, ৭৯৫। অর্কঃ—ব্রহ্মাদি পূজ্য পুরুষগণেরও পূজনীয়, ৭৯৬। বাজসনঃ—যাচকগণকে অন্নপ্রদানকারী, ৭৯৭। শৃঙ্গী—প্রলয়কালে শৃঙ্গযুক্ত ধনুর্বিশেষের ন্যায় ধারণকারী, ৭৯৮। জয়ন্তঃ—শত্রু-বিনাশে পূর্ণরূপে সমর্থকারী, ৭৯৯। সর্ববিজ্জয়ী—সর্বকিছু যিনি জানেন এবং সকলকে যিনি জয় করিয়াছেন। ১৫

সুবর্ণবিন্দুরক্ষোভ্যঃ সর্ববাগীশ্বরেশ্বরঃ।
মহাহ্রদো মহাগর্ভো মহাভূতো মহানিধিঃ ॥ ৯৯
কুমুদঃ কুন্দরঃ কুন্দঃ পর্জন্যঃ পাবনোঽনিলঃ
অমৃতাশোঽমৃতবপুঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বতোমুখঃ ॥ ১০০
সুলভঃ সুব্রতঃ সিদ্ধঃ শত্রুজিচ্ছত্রুতাপনঃ।
ন্যগ্রোধোঽদুম্বরোঽশ্বত্থশ্চাণূরান্ধ্রনিষূদনঃ ॥ ১০১

সহস্রার্চিঃ সপ্তজিহ্বঃ সপ্তৈধাঃ সপ্তবাহনঃ।
অমূর্তিরনঘোঽচিন্ত্যো ভয়কৃদ্ভয়নাশনঃ ॥ ১০২
অণুর্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো গুণভৃন্নির্গুণো মহান্
অধৃতঃ স্বধৃতঃ স্বাস্যঃ প্রাগ্বংশো বংশবর্ধনঃ ॥ ১০৩
ভারভৃৎ কথিতো যোগী যোগীশঃ সর্বকামদঃ।
আশ্রমঃ শ্রমণঃ ক্ষামঃ সুপর্ণো বায়ুবাহনঃ ॥ ১০৪

৯৯০। সুবর্ণবিন্দুঃ—সুবর্ণ অক্ষর বিন্দুকে ওঙ্কারস্বরূপ, ৯৯১। অক্ষোভ্যঃ—যিনি কাহারও দ্বারা কখনও কোনরূপেই ক্ষুভিত হন না, ৯৯২ সর্ববাগীশ্বরেশ্বরঃ—সমস্ত বাক্যপতি ও ব্রহ্মাদিরও স্বামী, ৯৯৩। মহাহ্রদঃ—মহানন্দরূপ যোগীরা যাঁহাতে নিমজ্জিত হইয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া থাকেন, এরূপ পরমানন্দের সংরোবর, ৯৯৪। মহাগর্ভঃ—মহান্ হৈমবিন্দি, ৯৯৫। মহাভূতঃ—ভিন্নভাবেও যিনি কখনও নষ্ট হন না, এরূপ মহাভূতস্বরূপ, ৯৯৬। মহানিধিঃ—সকলের মহৎ নিধানস্বরূপ ॥ ৯৯

৯৯৭। কুমুদঃ—কু অর্থাৎ পৃথিবীর তার হরণ করিয়া যাঁহাকে প্রসন্নকারী, ৯৯৮ কুন্দরঃ—বিরূপাক্ষকে বধ করিবার জন্য পৃথিবীকে বিদীর্ণকারী, ৯৯৯। কুন্দঃ—স্তম্ভবৎ অবস্থানে পৃথিবী প্রদানকারী, ৯১০ পর্জন্যঃ—মেঘতুল্য অতীব বস্তু বর্ষণকারী ৯১১ পাবনঃ—স্মরণমাত্রেই পবিত্রকারী, ৯১২। অনিলঃ—সদা প্রবৃদ্ধ হইয়া স্থির, ৯১৩। অমৃতাশঃ—যাঁহার আশা কখনও বিফল হয় না, এরূপ অমোঘ সঙ্কল্প, ৯১৪। অমৃতবপুঃ—যাঁহার আশা কখনও নষ্ট হয় না, এরূপ নিত্য বিগ্রহ, ৯১৫। সর্বজ্ঞঃ—সদা সর্বদা যিনি সব কিছুই জানেন, ৯ ৬। সর্বতোমুখঃ—সর্বদিকেই মুখবিশিষ্ট অথবা যে কোনও স্থানে তাঁহার ভক্তগণ ভক্তিপূর্বক পত্র পুষ্পাদি দ্বারা কিছু তাঁহার উদ্দেশে সমর্পণ করেন, তৎসমস্তই যিনি গ্রহণ করেন ॥ ১০০

৯১৭। সুলভঃ—নিত্য নিরন্তর চিন্তাকারী ও একনিষ্ঠ প্রভৃতি ভক্তগণের বিনা পরিশ্রমেই সহজে প্রাপ্য হন, ৯১৮। সুব্রতঃ—সুন্দর ভোজনকারী অথবা নিজের ভক্তগণের গ্রহণ প্রেষ ভোজন দ্বারা স্নেহ সহকারে সমর্পিত পত্র-পুষ্পাদি সাদরে ভোজনও গ্রহণ প্রেষ ভোজন দ্বারা স্নেহ সহকারে করিয়া সেই সব ভক্তগণকারী, ৯ ১। সিদ্ধঃ—স্বতাবতই সমস্ত সিদ্ধি-সমূহে যুক্ত, ৯১০। শত্রুজিৎ—দেবতা ও সৎপুরুষগণের শত্রুদিগকে জয়কারী, ৯২১। শত্রুতাপনঃ—দেবশত্রুগণকে সন্তাপিতকারী, ৯২২। ন্যগ্রোধঃ—বটবৃক্ষরূপ, ৯২৩। উদুম্বরঃ—ভাদ্রমাসে আকাশেরও উপরোহিত, ৯২৪ অশ্বত্থঃ—অশ্বত্থ বৃক্ষস্বরূপ, ৯২৫ চাণূরান্ধ্রনিষূদনঃ—চাণূর নামক অন্ধ জাতির বীর মল্লকে বিনাশ করিয়াছেন ॥ ১০১

৯২৬। সহস্রার্চিঃ—অনন্তকিরণবিশিষ্ট সূর্যস্বরূপ, ৯২৭। সপ্তজিহ্বঃ—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচি এই সপ্ত জিহ্বাবিশিষ্ট অগ্নিস্বরূপ, ৯২৮। সপ্তৈধাঃ—সপ্ত লৌকিকাগ্নি অগ্নিস্বরূপ, ৯২৯। সপ্তবাহনঃ—সপ্ত অশ্ব বাহনযুক্ত সূর্যস্বরূপ, ৯৩০ অমূর্তিঃ—মূর্তিরহিত নিরাকার, ৯৩১। অনঘঃ—

সর্বপ্রকারে নিষ্পাপ, ৯৩২ অচিন্ত্যঃ—চিন্তা করিয়া যাঁহাকে কোন রূপেই গ্রহণ করা যায় না, এরূপ অব্যক্তস্বরূপ, ৯৩৩। ভয়কৃৎ—দুষ্টদিগকে ভয়ে ভীতকারী, ৯৩৪ ভয়নাশনঃ—স্মরণকারী ভক্তগণের ও সৎপুরুষগণের ভয়নাশকারী ॥ ১০২

৯৩৫ অণুঃ—অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ৯৩৬। বৃহৎ—সর্বাপেক্ষা বড়, ১৩৭ কৃশঃ অত্যন্ত শীতল এবং হাল্কা, ৯৩৮। স্থূলঃ—অত্যন্ত যে ঘন তা ভারী, ৯৩৯। গুণভৃৎ—সমস্ত গুণবৃত্তিধারণকারী ৯৪০। নির্গুণঃ—সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের অতীত, ৯৪১। মহান্—শুদ্ধ, প্রজ্ঞার, ঐশ্বর্য ও জ্ঞানাদির আতিশয্যবশতঃ পরম মহত্ত্বসম্পন্ন, ৯৪২। অধৃতঃ—যাঁহাকে কোনরূপেই ধারণ করা যায় না, এরূপ নিরাধার, ৯৪৩ স্বধৃতঃ—নিজেই দ্বারা নিজে ধৃত, অথবা স্বধৈর্যবান্ স্থির, ৯৪৪ স্বাস্যঃ—সুন্দর মুখবিশিষ্ট, ৯৪৫ প্রাগ্বংশঃ—যাহা হইতে সমস্ত বংশ-পরম্পরা অগ্রে হইয়াছে এরূপ সমস্ত পূর্বজগণের পূর্বজ আদিপুরুষ, ৯৪৬ বংশবর্ধনঃ—তদীয় প্রপৌত্রাদি বংশকে ও মাহাত্ম্যবংশকে বর্দ্ধনকারী ॥ ১০৩

৯৪৭। ভারভৃৎ—সমস্তলোকাদিকেও পৃথিবীর ভার বহনকারী অথবা ভক্তগণের যোগক্ষেমের ভার বহনকারী, ৯৪৮ কথিতঃ—বেদসমূহ এবং মহাপুরুষগণের দ্বারা যাঁহার গুণপ্রভাব, ঐশ্বর্য এবং স্বরূপ বারংবার কথিত হয়, এরূপ সকলের দ্বারা বর্ণিত, ৯৪৯। যোগী—নিত্যসমাধিযুক্ত, ৯৫০। যোগীশঃ—সমস্ত যোগিগণের স্বামী, ৯৫১। সর্বকামদঃ—সমস্তকামনা পূরণকারী, ৯৫২ আশ্রমঃ—সকলের বিশ্রামস্থান', ৯৫৩। শ্রমণঃ—দুষ্টদিগকে সন্তাপিতকারী ৯৫৪। ক্ষামঃ—প্রলয়কালে সকল প্রজার ক্ষয়কারক, ৯৫৫। সুপর্ণঃ—বেদরূপ সুন্দর পত্রযুক্ত সংসারবৃক্ষস্বরূপ, ৯৫৬। বায়ুবাহনঃ—বায়ুকে পবন করিবার জন্য শক্তি প্রদানকারী ॥ ১০৪

ধনুর্ধরো ধনুর্বেদো দণ্ডো দময়িতা দমঃ।
অপরাজিতঃ সর্বসহো নিয়ন্তা নিয়মোঽযমঃ। ১০৫
সত্ত্ববান্ সাত্ত্বিকঃ সত্যঃ সত্যধর্মপরায়ণঃ।
অভিপ্রায়ঃ প্রিয়ার্হোঽর্হঃ প্রিকৃৎ প্রীতিবর্ধনঃ। ১০৬
বিহায়সগতির্জ্যোতিঃ সুরুচির্হুতভুগ্ বিভুঃ।
রবিবিরোচনঃ সূর্যঃ সবিতা রবিলোচনঃ। ১০৭
অনন্তো হুতভুগ্ ভোক্তা সুখদো নৈকজোঽগ্রজঃ।

অনির্বিণ্ণঃ সদামর্ষী লোকাধিষ্ঠানমদ্ভুতঃ। ১০৮
সনাৎ সনাতনতমঃ কপিলঃ কপিরব্যয়ঃ।
স্বস্তিদঃ স্বস্তিকৃৎ স্বস্তি স্বস্তিভুক্ স্বস্তিদক্ষিণঃ। ১০৯
অরৌদ্রঃ কুণ্ডলী চক্রী বিক্রম্যূর্জিতশাসনঃ।
শব্দাতিগঃ শব্দসহঃ শিশিরঃ শর্বরীকরঃ। ১১০
অক্রূরঃ পেশলো দক্ষো দক্ষিণঃ ক্ষমিণাং বরঃ।
বিদ্বত্তমো বীতভয়ঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ। ১১১

৮৫৭। বসুর্বসুমনাঃ—ধন, বীর্য, সামর্থ্যাদি সমস্ত গুণসম্পন্ন, ৮৫৮। সাত্ত্বিকঃ—সত্ত্বগুণপ্রধানবিগ্রহ, ৮৫৯। সত্যঃ—সত্যজ্ঞানস্বরূপ, ৮৭০। সত্যধর্মপরায়ণঃ—যথার্থ জ্ঞান ও ধর্মের পরম আধার, ৮৭১। অভিপ্রায়ঃ—ভক্তগণ যাঁহাকে কামনা করেন, এরূপ পরম ইষ্ট, ৮৭২। প্রিয়ার্হঃ—অত্যন্ত প্রিয় বস্তু সমর্পণ করিবার যোগ্য পাত্র, ৮৭৩। অর্হঃ—সকলের পরম পূজ্য, ৮৭৪। প্রিকৃৎ—ভক্তগণের প্রিয়কারী, ৮৭৫। প্রীতিবর্ধনঃ—নিজের প্রেমী ভক্তগণের প্রেমবর্দ্ধনকারী। ১০৬

৮৭৬। বিহায়সগতিঃ—আকাশে গমনকারী, ৮৭৭। জ্যোতিঃ—স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, ৮৭৮। সুরুচিঃ—সুন্দর রুচি ও কান্তিবিশিষ্ট, ৮৭৯। হুতভুক্—যজ্ঞে আহুতিতে প্রদত্ত সমস্ত দ্রব্যকে অগ্নিরূপে ভক্ষণকারী, ৮৮০। বিভুঃ—সর্বব্যাপী, ৮৮১। রবিঃ—সমস্ত রস শোষণকারী সূর্য, ৮৮২। বিরোচনঃ—বিবিধ প্রকারে প্রকাশ বিস্তারকারী, ৮৮৩। সূর্যঃ—লোক প্রকাশকারী, ৮৮৪। সবিতা—সমস্ত জগৎকে উৎপন্নকারী, ৮৮৫। রবিলোচনঃ—সূর্যরূপ নেত্রবিশিষ্ট। ১০৭

৮৮৬। অনন্তঃ—সর্বত্র প্রকাশে অন্তরহিত, ৮৮৭। হুতভুক্ যজ্ঞে আহুতিরূপে প্রদত্ত সামগ্রীকে সেই সেই দেবতারূপে ভক্ষণকারী, ৮৮৮। ভোক্তা—ভক্তগণের পালনকারী, ৮৮৯। সুখদঃ—ভক্তগণকে সর্বপ্রকারে সুখ প্রদানকারী, ৮৯০। নৈকজঃ—বহুরূপে, নানাবতারে পরম বিভুত্ব প্রকাশকারীরূপের জন্য অনেক জন্মগ্রহণকারী, ৮৯১। অগ্রজঃ—সর্বপ্রথমে স্বয়ম্ভুবাদিরূপে আবির্ভূত, ৮৯২। অনির্বিণ্ণঃ—সৃষ্টিকার্য বলিয়া উদ্বেগরহিত, ৮৯৩। সদামর্ষী—সৎপুরুষগণের প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শনকারী, ৮৯৪। লোকাধিষ্ঠানম্—সমস্ত লোকসমূহের আধার, ৮৯৫। অদ্ভুতঃ—অত্যন্ত আশ্চর্য যাঁর। ১০৮

৮৯৬। সনাৎ—সনাতন অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ, ৮৯৭। সনাতনতমঃ—সকলের কারণ বলিয়া প্রকৃতি পুরুষগণ অপেক্ষাও পরম পুরাণ পুরুষ, ৮৯৮। কপিলঃ—রবির কপিলবর্ণত্বের জন্য; ৮৯৯। কপিঃ—কপি সূর্যলোক, ১০০। অব্যয়ঃ—সমস্ত জগতের সংস্থান, ১০১। স্বস্তিদঃ—পরমানন্দরূপ মঙ্গলপ্রদাতা, ১০২। স্বস্তিকৃৎ—আশ্রিত ভক্তগণের কল্যাণকারী, ১০৩। স্বস্তি—কল্যাণস্বরূপ, ১০৪। স্বস্তিভুক্—ভক্তগণের পরম কল্যাণের রক্ষাকারী, ১০৫। স্বস্তি দক্ষিণঃ—কল্যাণ করিতে সর্বথা এবং শীঘ্র কল্যাণকারী। ১০৯

১০৯। অরৌদ্রঃ—সজ্জনের ক্রূর (ক্রূর) ভাবরহিত শান্তমূর্তি ১০৭। কুণ্ডলী—সুন্দর কুণ্ডল প্রকাশমান মকরাকার কুণ্ডলধারণকারী ১০৮। চক্রী—সুদর্শনচক্রধারী, ১০৯। বিক্রমী—সজ্জনের বিপক্ষগণ পরাক্রমশালী, ১১০। ঊর্জিতশাসনঃ—যাঁহার প্রতি সুন্দরূপ শাসন অন্যের দ্বারা কেহ—এরূপ সজ্জনের শাসনকারী, ১১১ শব্দাতিগঃ—শব্দ যেখানে যাইতে পারে না, এরূপ বাণীর অবিষয় ১১২। শব্দসহঃ—ওঁকার শব্দ সহ্য করিতে সমর্থ, ১১৩। শিশিরঃ—ত্রিতাপশীতিতজনের শান্তিদ শীতলমূর্তি, ১১৪। শর্বরীকরঃ—জ্ঞানীদিগের রাত্রি সংসার এবং অজ্ঞানজনের রাত্রি জ্ঞান—এ উভয়কেই উৎপন্নকারী। ১১৫

১১৫। অক্রূরঃ—সজ্জনের ক্রূরভাব রহিত, ১১৬। পেশল—মৃদু, বাক্য ও কর্ম—সকল প্রকারেই সুখদ হওয়ায় পরম সুন্দর ১১৭। দক্ষঃ—নিপুণ, ১১৮। দক্ষিণঃ—সংহারকারী, ১১৯। ক্ষমিণাং বরঃ—ক্ষমাকারীদিগের মধ্যে সজ্জনের, ১২০। বিদ্বত্তমঃ

উত্তারণো দুষ্কৃতিহা পুণ্যো দুঃস্বপ্ননাশনঃ।
বীরহা রক্ষণঃ সন্তো জীবনঃ পর্যবস্থিতঃ। ১১২

অনন্তরূপোঽনন্তশ্রীর্জিতমন্যুর্ভয়াপহঃ।
চতুরশ্রো গম্ভীরাত্মা বিদিশো ব্যাদিশো দিশঃ। ১১৩

অনাদির্ভূর্ভুবো লক্ষ্মীঃ সুবীরো রুচিরাঙ্গদঃ।
জননো জনজন্মাদির্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ। ১১৪

আধারনিলয়োঽধাতা পুষ্পহাসঃ প্রজাগরঃ।

ঊর্ধ্বগঃ সৎপথাচারঃ প্রাণদঃ প্রণবঃ পণঃ। ১১৫

প্রমাণঃ প্রাণনিলয়ঃ প্রাণভৃৎ প্রাণজীবনঃ।
তত্ত্বং তত্ত্ববিদেকাত্মা জন্মমৃত্যুজরাতিগঃ। ১১৬

ভূর্ভুবঃ স্বস্তরস্তারঃ সবিতা প্রপিতামহঃ।
যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্বা যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞবাহনঃ। ১১৭

যজ্ঞভৃদ্ যজ্ঞকৃদ্ যজ্ঞী যজ্ঞভুগ্ যজ্ঞসাধনঃ
সাম্নাযুদ্গীথ যজ্ঞভুদ্যজ্ঞনাথ এব চ। ১১৮

—বিষ্ণুসহস্রনামের যথা সপ্তম শ্লোকের প্রথম বিবরণ। ১১১। বীরহা:—সপ্তমহাযজ্ঞের ভক্তারহিত। ১১২। পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ—যাঁহার নাম, গুণ, মহিমা ও স্মরণের ফলে এবং কীর্তনে সকল পাপের নাশ হয়। ১১৩। উত্তারণঃ—সংসার-সাগরপারকারী। ১১৪। দুষ্কৃতিহা—পাপসমূহ ও পাপিগণের বিনাশকারী। ১১৫। পুণ্যঃ—মহাপবিত্রকারী সমস্ত পুরুষগণের পবিত্রকারক। ১১৬। দুঃস্বপ্ননাশনঃ—স্মরণ, স্মরণ, কীর্তন ও পূজা করিলে যিনি দুঃস্বপ্নসমূহের নাশ করেন। ১১৭। বীরহা

সপ্তমাগযজ্ঞসমূহের বিধিবদ্ধভাবে অনুষ্ঠানকারী। ১১৮। রক্ষণঃ—সজ্জনগণের রক্ষাকারী। ১১৯। সন্তঃ—যিনি বিদ্যা বিনয় ও ধর্মাদি প্রজার ভবিষ্যৎ ও সমস্ত পুরুষগণের আবির্ভাব করেন। ১২০। জীবনঃ—সমস্ত প্রজাগণের প্রাণরূপে জীবিত রক্ষাকারী। ১২১। পর্যবস্থিতঃ—সম্পূর্ণ বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া স্থিত। ১২২

১২৩। অনন্তরূপঃ—অমিত রূপবিশিষ্ট। ১২৪। অনন্তশ্রীঃ—অনন্তবিধি শোভাসম্পন্ন। ১২৫। জিতমন্যুঃ—সজ্জনগণের ক্রোধকে জয়কারী। ১২৬। ভয়াপহঃ—ভক্তভয়হারী। ১২৭। চতুরশ্রঃ—যজ্ঞমূর্তি। ১২৮। গম্ভীরাত্মা—সত্ত্বাদি ঘনবিগ্রহী। ১২৯। বিদিশঃ—অধিকারীদিগকে তাহাদের কর্মানুসারে বিভাগ পূর্বক নানাপ্রকার ফলদানকারী। ১৩০। ব্যাদিশঃ—সকলকে যথাযোগ্য বিধির আজ্ঞাপ্রদানকারী। ১৩১। দিশঃ—বেদরূপে সমস্ত কর্মফলসমূহের ফল বর্ণনকারী। ১৩২

১৩৩। অনাদিঃ—যাঁহার কোনও আদি নাই, এরূপ সকলের কারণ স্বরূপ। ১৩৪। ভূর্ভুবঃ—পৃথিবীরূপ আধার। ১৩৫। লক্ষ্মীঃ—সমস্ত শোভাসম্পন্ন যজ্ঞসমূহের শোভাস্বরূপ। ১৩৬। সুবীরঃ—উত্তম যোদ্ধা। ১৩৭। রুচিরাঙ্গদঃ—সমস্ত কল্যাণের অঙ্গস্বরূপ কারণ। ১৩৮। জননঃ—প্রাণীমাত্রকে উৎপন্নকারী। ১৩৯। জনজন্মাদিঃ—জন্মগ্রহণকারীদিগের জন্মের মূল কারণ। ১৪০। ভীমঃ—দুষ্টগণের ভয়রূপে। ১৪১। ভীমপরাক্রমঃ—অত্যন্ত ভয় উৎপন্নকারী পরাক্রমযুক্ত। ১১৪

১৪২। আধারনিলয়ঃ—আধারস্বরূপ পৃথিবী আদি সমস্ত ভূতগণের স্থান। ১৪৩। অধাতাঃ—যাঁহার কোনও নির্দাতা নাই, এরূপ স্বয়ংস্থিত। ১৪৪। পুষ্পহাসঃ—পুষ্পসদৃশ বিকসিত হাস্য যুক্তাস্থিত। ১৪৫। প্রজাগরঃ—সজ্জনকারে আপত্তির নিত্যপ্রবুদ্ধ। ১৪৬। ঊর্ধ্বগঃ—সর্বোপরি বিরাজিত। ১৪৭। সৎপথাচারঃ—সৎপুরুষগণের পথের ন্যায় চরণকারী যথাযথ পুরুষোত্তম। ১৪৮। প্রাণদঃ—দরীচিপ্রভৃতি ভূতগণের জীবনদানকারী। ১৪৯। প্রণবঃ—ওম্ ওঙ্কারস্বরূপ। ১৫০। পণঃ—যথাযোগ্য ব্যবহারকারী। ১১৫

১৫১। প্রমাণম্—স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া যথার্থ প্রমাণস্বরূপ। ১৫২। প্রাণনিলয়ঃ—প্রাণের আধার। ১৫৩। প্রাণভৃৎ—সমস্ত প্রাণের পোষণকারী। ১৫৪। প্রাণজীবনঃ—প্রাণবায়ুর সঞ্চারের দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণকে জীবিতকারী। ১৫৫। তত্ত্বম্—যথার্থ ভূতস্বরূপ। ১৫৬। তত্ত্ববিৎ—যথার্থ তত্ত্বকে পূর্ণরূপে যিনি জানেন। ১৫৭। একাত্মা—অদ্বিতীয় স্বরূপ। ১৫৮। জন্ম মৃত্যু জরাতিগঃ—জন্ম, মৃত্যু ও বার্ধক্যাদি পরিবর্তের রহিতস্বরূপের অতীত। ১১৬

১৫৯। ভূর্ভুবঃস্বস্তরঃ—ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ত্রিলোকবিশিষ্ট, সংসার বৃক্ষস্বরূপ। ১৬০। তারঃ—সংসারসাগর হইতে উদ্ধারকারী। ১৬১। সবিতা—সকলকে উৎপন্নকারী। ১৬২। প্রপিতামহঃ—পিতামহ ব্রহ্মারও পিতা। ১৬৩। যজ্ঞঃ—যজ্ঞস্বরূপ, ১৬৪। যজ্ঞপতিঃ—সমস্ত যজ্ঞসমূহের অধিষ্ঠাতা। ১৬৫। যজ্বা—যজ্ঞসম্পাদনে যজ্ঞকারী। ১৬৬। যজ্ঞাঙ্গঃ—সমস্ত যজ্ঞের অঙ্গবিশিষ্ট, যাজ্ঞাবল্ক্য, ১৬৭। যজ্ঞবাহনঃ—যজ্ঞসমূহের পরিচালক ১১৭

১৬৮। যজ্ঞভৃৎ—যজ্ঞসমূহের ধারক, ১৬৯। যজ্ঞকৃৎ—যজ্ঞসমূহের রচয়িতা, ১৭০। যজ্ঞী—সমস্ত যজ্ঞ যাঁহাতে সমাপ্ত হয়, এরূপ যজ্ঞদেবী, ১৭১। যজ্ঞভুক্—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, ১৭২। যজ্ঞসাধনঃ—ব্রহ্মযজ্ঞ, জপযজ্ঞ প্রভৃতি যাবতীয় যজ্ঞসমূহ যাঁহার প্রাপ্তির সাধন, এরূপ প্রাপ্তব্য পুরাণপুরুষ, ১৭৩। যজ্ঞভৃৎকৃৎ—যজ্ঞসমূহের ফলদাতা, ১৭৪। যজ্ঞভৃদ্—যজ্ঞসমূহের ভক্ত নিত্যায় যজ্ঞ-

আত্মযোনিঃ স্বয়ংজাতো বৈখানঃ সামগায়নঃ
দেবকীনন্দনঃ স্রষ্টা ক্ষিতীশঃ পাপনাশনঃ ॥ ১১৯

শঙ্খভৃন্নন্দকী চক্রী শার্ঙ্গধন্বা গদাধরঃ
রথাঙ্গপাণিরক্ষোভ্যঃ সর্বপ্রহরণায়ুধঃ ॥ ১২০

সর্বপ্রহরণায়ুধ ওঁ নম ইতি

ইত্যেতৎ কীর্তনীয়স্য কেশবস্য মহাত্মনঃ
নাম্নাং সহস্রং দিব্যানামশেষেণ প্রকীর্তিতম্ ॥ ১২১

য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং যশ্চাপি পরিকীর্তয়েৎ ।
নাশুভং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিৎ সোঽমুত্রেহ চ মানবঃ ॥ ১২২

বেদান্তগো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ
বৈশ্যো ধনসমৃদ্ধঃ স্যাচ্ছূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২৩

ধর্মার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ ধর্মমর্থার্থী চার্থমাপ্নুয়াৎ
কামানবাপ্নুয়াৎ কামী প্রজার্থী প্রাপ্নুয়াৎ প্রজাম্ ॥ ১২৪

ভক্তিমান্ যঃ সদোত্থায় শুচিস্তদ্গতমানসঃ
সহস্রং বাসুদেবস্য নামামেতৎ প্রকীর্তয়েৎ ॥ ১২৫

যশঃ প্রাপ্নোতি বিপুলং জ্ঞাতিপ্রাধান্যমেব চ
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ১২৬

ন ভয়ং কচ্চিদাপ্নোতি বীর্যং তেজশ্চ বিন্দতি
ভবত্যরোগো দ্যুতিমান্ বলরূপগুণান্বিতঃ ॥ ১২৭

রোগার্তো মুচ্যতে রোগাদ্ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ
ভয়ান্মুচ্যেত ভীতস্তু মুচ্যেতাপন্ন আপদঃ ॥ ১২৮

দুর্গাণ্যতিতরত্যাশু পুরুষঃ পুরুষোত্তমম্ ।
স্তুবন্ নামসহস্রেণ নিত্যং ভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ১২৯

বাসুদেবাশ্রয়ো মর্ত্যো বাসুদেবপরায়ণঃ
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১৩০

স্বয়ম্, ১৮৩। অজঃ—সমস্ত প্রাণিদেহের জন্ম অথবা অন্নের জন্য প্রাণীদিগকে সর্বপ্রকারে দুই-দুইবার, ১৮৪ অমোঘঃ—সমস্ত অয়নসূত্রের জ্ঞাতা। ১৮৮

১৮৫। আত্মযোনিঃ—যাঁহার কারণ অন্য নাই, এরূপ স্বয়ং যোনিবিশেষ, ১৮৬। স্বয়ংজাতঃ—যাহাই দেহাদির নিকটে প্রকাশ করায়, ১৮৭। বৈখানঃ—পাতালবাসী বিরূপাক্ষকে যে কবিবার জন্য পৃথিবীর খননকারী, যাহার অবতারের কথা, ১৮৮ সামগায়নঃ—সামবেদের গানকারী, ১৮৯। দেবকীনন্দনঃ—দেবকীপুত্র, ১৯০। স্রষ্টা—সমস্ত লোকসমূহের সৃষ্টিকারী, ১৯১। ক্ষিতীশঃ—পৃথিবী পতি, ১৯২। পাপনাশনঃ—স্মরণ, কীর্তন, পূজা ও ধ্যানাদি করিলে যিনি সমস্ত পাপসমূহের বিনাশ করেন। ১৯৩

১৯৪। শঙ্খভৃৎ—পাঞ্চজন্য শঙ্খধারী, ১৯৫। নন্দকী—নন্দক নামক খড়্গধারণকারী, ১৯৬। চক্রী—সুদর্শনচক্রধারী, ১৯৭। শার্ঙ্গধন্বা—শার্ঙ্গধনুর্ধারী, ১৯৮। গদাধরঃ—কৌমোদকী নাম্নী গদাধারী, ১৯৯। রথাঙ্গপাণিঃ—কীর্তির প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য ঘোর যুদ্ধে সুদর্শন চক্রধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ২০০। অক্ষোভ্যঃ যিনি কোনরূপেই বিচলিত হন না, এরূপ পরম শান্ত পরমব্রহ্মস্বরূপ, ২০০। সর্বপ্রহরণায়ুধঃ—ত্রাস ও অভয় দান যুগপৎ যাঁহাতে রহিয়াছে, তাই সমস্তই যাঁহার কারণ বিরাট্‌স্বরূপ। ২০০

"সর্বপ্রহরণায়ুধ ওঁ নম ইতি" এখানে তাঁহার নামের সমাপ্তি প্রদর্শনের জন্য অন্তিম নাম ধরিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যজ্ঞবাদী বলিয়া ওঁকারকেও এখানে স্মরণ করা হইয়াছে। এবং অন্তে নমস্কার করিয়া শ্রীহরিসহস্রনাম পূজা করা হইয়াছে।

এইভাবে কীর্তন করিয়াই যোগী মহাত্মা দেবগণও এই দিব্য এক হাজার নাম পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হইল। ১২১

যে মানব এই বিষ্ণুসহস্র নাম শ্রবণ করেন এবং যিনি প্রতিদিন ইহার কীর্তন বা পাঠ করেন, তাঁহার ইহলোকে এবং পরলোকে কখনও কোনও কিছু অশুভ হয় না। ১২২

এই বিষ্ণুসহস্রনাম শ্রবণ, পাঠ ও কীর্তন করিলে ব্রাহ্মণ বেদান্তপারদর্শী হন, ক্ষত্রিয় যুদ্ধে জয় লাভ করেন, বৈশ্য ধনসম্পন্ন হন এবং শূদ্র সুখ প্রাপ্ত হন। ১২৩

ধর্মার্থী ধর্মলাভ করেন, অর্থার্থিগণ অর্থপ্রাপ্ত হন, ভোগবাসনাকারী ভোগসমূহ লাভ করেন এবং সন্তান-কামী সন্তান প্রাপ্ত হন। ১২৪

যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া মনে মনে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করিতে করিতে এই বাসুদেবের সহস্র নাম যথাযথভাবে পাঠ করেন, তিনি বিপুল যশ প্রাপ্ত হন, জ্ঞাতিসমূহের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন, অচল সম্পদ প্রাপ্ত হন, উত্তম কল্যাণ লাভ করেন এবং তিনি কোথাও ভয় প্রাপ্ত হন না। তিনি বীর্য (শারীরিক সামর্থ্য) ও তেজ (মানসিক স্থৈর্য বা প্রভাব) লাভ করেন এবং তিনি আরোগ্যবান্, কান্তিমান্, বলবান্, রূপবান্ সর্বগুণসম্পন্ন হইয়া যান। ১২৫-১২৭

রোগাতুর মানুষ রোগ হইতে মুক্ত হইয়া যান, বন্ধনগ্রস্ত মানুষ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। ১২৮

যে মানুষ ভক্তিমান্ হইয়া এই বিষ্ণুসহস্র নামের দ্বারা পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতিদিন স্তুতি করেন, তিনি সমস্তই সমস্ত সঙ্কট হইতে পার হইয়া যান। ১২৯

যে মানুষ ভগবান্ বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ-করত বাসুদেব-

ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ং নৈবোপজায়তে ॥ ১৩১
ইদং স্তবমৃষীণাং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ
যুক্তোঽনুদিবসং শ্রদ্ধাস্মৃতিবুদ্ধিবলান্বিতঃ ॥ ১৩২
ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্যং ন লোভো নাশুভা মতিঃ।
ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে ॥ ১৩৩
দ্যৌঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রা খং দিশো ভূর্মহোদধিঃ
বাসুদেবস্য বীর্যেণ বিধৃতানি মহাত্মনঃ ॥ ৫৪
সমুদ্রাস্তুসগম্ভীর্যং সত্ত্বেজোধৃতিক্ষমম্।
শ্রুতয়ো বপুরিত্যেতে কৃষ্ণস্য সচরাচরম্ ॥ ৫৫
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সত্ত্বং তেজোবলং ধৃতিঃ।
বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ ॥ ১৩৬
সর্বাগমানামাচারঃ প্রথমং পরিকল্পতে।
আচারপ্রভবো ধর্মো ধর্মস্য প্রভুরচ্যুতঃ ॥ ১৩৭
ঋষয়ঃ পিতরো দেবা মহাভূতানি ধাতবঃ।
জঙ্গমাজঙ্গমং চেদং জগন্নারায়ণোদ্ভবম্ ॥ ১৪৮
যোগো জ্ঞানং তথা সাংখ্যং বিদ্যাঃ শিল্পাদিকর্ম চ
বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিজ্ঞানমেতৎ সর্বং জনার্দনাৎ ॥ ১৫৯
একো বিষ্ণুর্মহদ্ভূতং পৃথগ্‌ভূতান্যনেকশঃ
ত্রীঁল্লোকান্ ব্যাপ্য ভূতাত্মা
ভুঙ্‌ক্তে বিশ্বভুগব্যয়ঃ ॥ ১৪০
ইমং স্তবং ভগবতো বিষ্ণোর্ব্যাসেন কীর্তিতম্।
পঠেদ্য ইচ্ছেৎ পুরুষঃ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তুং সুখানি চ ॥ ১৪১
বিশ্বেশ্বরমজং দেবং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্
ভজন্তি যে পুষ্করাক্ষং ন তে যান্তি পরাভবম্ ॥ ১৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিষ্ণুসহস্রনামকথনে
একোনসপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

সমস্ত পাপেই আচারকে 'প্রথম' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাহাই, এই আচার হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হয় এবং ধর্মের স্বামী হইলেন ভগবান অচ্যুত। ১৩৭

ঋষি, পিতৃগণ ও দেবতাগণ এবং পঞ্চমহাভূত, ধাতুসকল ও স্থাবর-জঙ্গমসহ সম্পূর্ণ জগৎ— এই সবই নারায়ণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। ১৪৮

যোগ, জ্ঞান, সাংখ্য, বিদ্যা, শিল্পাদি কর্ম, বেদ, শাস্ত্র ও বিজ্ঞান— এই সবই বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। ১৫৯

এই সমস্ত বিশ্বের ভোক্তা ও অবিনাশী বিষ্ণুই এক এবং শক্তিমান্, তিনি অনেকরূপে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূতবিশেষের যত রূপ ধারণ করিয়া আছেন এবং তিন লোকেতে ব্যাপ্ত হইয়া সব কিছুই ভোগ করিতেছেন। ১৪০

যিনি পরম শ্রেয় ও সুখলাভ করিতে বাসনা করেন, তিনি ভগবান্ বাসুদেবকীর্তন কথিত এই বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ করিবেন। ১৪১

যে ব্যক্তি বিশ্বের ঈশ্বর, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকারী, জন্মরহিত ও কমললোচন ভগবান্ বিষ্ণুর ভজনা করেন, তিনি কখনও পরাভব প্রাপ্ত হন না। ১৪২

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বিষ্ণুসহস্রনামস্তবপ্রসঙ্গ
একোনসপ্তাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পরাধীন হয়, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়ায় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট হইয়া সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৩০

বাসুদেবের ভক্তগণের ক্রোধাদি কখনও অশুভ হয় না এবং তাঁহার জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরও ভোগ তাহাদের থাকে না। ১৩১

যে মানুষ প্রত্যহপূর্বক ভক্তিভাবে এই বিষ্ণুসহস্র নাম পাঠ করেন, তিনি আয়ুষ্মান, যশস্বী, বলবান, বুদ্ধি ও কীর্তি প্রাপ্ত হন। ১৩২

পুরুষোত্তমের পুণ্যাত্মা ভক্তগণের কোনওদিন ক্রোধ হয় না, ঈর্ষা উৎপন্ন হয় না, লোভ হয় না এবং তাঁহাদের বুদ্ধি কখনও অশুভ হয় না। ১৩৩

স্বর্গ, সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রসহ আকাশ, দশ দিক্ পৃথিবী ও মহাসাগর— এই সবই মহাত্মা বাসুদেবের প্রভাবে ধৃত হইয়া আছে। ১৩৪

দেবতা, দৈত্য, গন্ধর্ব, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসসহ এই স্থাবর-জঙ্গমময় সম্পূর্ণ জগৎ শ্রীকৃষ্ণের অধীনে থাকিয়া যথাযথভাবে বর্তমান থাকেন। ১৩৫

ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি, সত্ত্ব, তেজ, বল, ধৈর্য, ক্ষেত্র (শরীর) ও ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) এই সবই শ্রীবাসুদেবের রূপ, ইহা বেদ বলিয়াছেন। ১৩৬

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(জপযোগ্যমন্ত্রাধার, সাম্রাজ্যপ্রাপ্ত: কীর্ত্তনীয়-দেবর্ষি-রাজ্ঞাং মঙ্গলময়নামাদ্যক কীর্ত্তনমাহাত্ম্যকথনম্, গায়ত্রীজপফলবর্ণনঞ্চ)

যুধিষ্ঠির উবাচ

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ
কিং জপ্যং জপতো নিত্যং ভবেদ্ ধর্ম্মফলং মহৎ ॥ ১
প্রস্থানে বা প্রবেশে বা প্রবৃত্তে বাপি কর্ম্মণি
দৈবে বা শ্রাদ্ধকালে বা কিং জপ্যং কর্ম্মসাধনম্ ॥ ২
শান্তিকং পৌষ্টিকং রক্ষা শত্রুঘ্নং ভয়নাশনম্
জপ্যং যদ্ ব্রহ্মসমিতং তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

ব্যাসপ্রোক্তমিদং মন্ত্রং শৃণুষৈকমনা নৃপ।
সাবিত্র্যা বিহিতং দিব্যং সর্ব্বঃ পাপবিমোচনম্ ॥ ৪
শৃণুষ্বমুষিভিঃ কৃৎস্নং প্রোচ্যমানং ময়ানঘ।
যং জপ্ত্বা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫
ব্রাহ্মণৈরপি ধর্ম্মজ্ঞ জপ্যং পাপৈর্ন লিপ্যতে
তং তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুষৈকমনা নৃপ ॥ ৬

আয়ুষ্মান্ ভবতে চৈব যঃ জপ্তা পাপিবান্ত্বক।
পুরুষস্য মুনিশ্রেষ্ঠ প্রেত্য চেহ চ মোদতে ॥ ৭
সেবিতং সততং রাজন্ পুরা রাজর্ষিসত্তমৈঃ।
ক্ষমাধর্ম্মপরৈর্নিত্যং সত্যব্রতপরায়ণৈঃ ॥ ৮
ইহৈবাত্রিকমব্যগ্রং কুর্ব্বদ্ভিরিহ সর্ব্বদা।
নৃপৈর্ভরতশার্দ্দূল প্রাপ্যতে শ্রীরনুত্তমা ॥ ৯
নমো বসিষ্ঠায় মহাব্রতায়
পরাশরায় বেদনিধিং নমস্তে
নমোঽস্তু সিদ্ধেভ্য উদারভেভ্যঃ ॥ ১০
নমোঽস্তু বিষ্ণো: পরমায় পুংসে
বেদেষু বেদ্যায় বরায় বাদ্যায়
সহস্রশীর্ষায় নমঃ শিবায়
সহস্রনামায় জনার্দ্দনায় ॥ ১১

অন্বয়। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আমি এই মন্ত্রের সম্পূর্ণ বিধি বলিতেছি, তুমি প্রবণ কর। ইহা প্রবণ করিয়া মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৫

ধর্ম্মজ্ঞ নৃপ! যে ব্যক্তি নিত্যকালে এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি পাপসমূহে লিপ্ত হন না। সেই মন্ত্র আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ৬

রাজপুত্র! যে ব্যক্তি এই মন্ত্র জপ করেন, সেই ব্যক্তি জীবী ও সকলসময়েরই হন এবং ইহলোক ও পরলোকেও আনন্দ ভোগ করেন। ৭

রাজন্! প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপালনকারী ও সদা সত্যব্রতের আচরণে সদাই রত রাজর্ষিগণ সর্ব্বদা এই মন্ত্র জপ করিতেন। ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে রাজা মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া শান্তভাবে প্রতিদিন এই মন্ত্র পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম সম্পদ লাভ করিয়া থাকেন। ৯

(সেই মন্ত্র এইরূপ) মহাব্রতপালনকারী ঋষিতুল্য মহাত্মা, বেদনিধি পরাশরকে নমস্কার, বিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকরকে (বেদ প্রণেতা) নমস্কার, অক্ষয় সিদ্ধগণকে নমস্কার, ঋষিতুল্যকে নমস্কার, পরাৎপর, বেদাবিদের, ও বরদাতা পরমেশ্বরকে নমস্কার, সহস্র মস্তক-শোভিত শিবকে নমস্কার এবং সহস্র নামধারী ভগবান্ জনার্দ্দনকে নমস্কার। ১০-১১

অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যঃ পিনাকী চাপরাজিতঃ। ত্বষ্টস্ত পিতৃরূপশ্চ ত্র্যম্বকস্ত্বং মহেশ্বরঃ ॥ ১১
বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ হরশ্চোষ্ণেশ্বরস্তথা। একাদশৈতে প্রথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ॥ ১৩
শতমেতৎ সমাম্নাতং শতরুদ্রে মহাত্মনাম্। আপো ভগশ্চ মিত্রশ্চ বরুণশ্চ জলেশ্বরঃ ॥ ১৪
তথা ধাতার্যমা চৈব ভগস্তো ভাস্করস্তথা। দ্বাদশৈতে সুরশ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণো বিষ্ণুরুচ্যতে ॥ ১৫
ঈতোদতে ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কাম্বুপেত্যা ইতি শ্রুতিঃ। যতো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ সাবিত্রোঽথানিলোঽনলঃ ॥ ১৬
প্রত্যূষশ্চ প্রভাশ্চ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ। নাসত্যাভ্যাং তু সম্ভূতৌ দ্যাবাপৃথিব্যাবিতি ॥ ১৭
মার্তণ্ডস্যাত্মজাবেতৌ সংজ্ঞায়াসাদিতির্বিভৌ। অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি লোকানাং কর্ষণক্ষিতঃ ॥ ১৮
অপি বক্ষ্যসি বেত্তারো বক্ষ্যতা সুকৃতস্য চ। অনৃক্ষাঃ সর্বকৃত্যেষু শক্ষ্যন্তি স্থিরমেধসঃ ॥ ১৯

ততস্তাভ্যাং কর্ম্মাণি সৃষ্ট্বা কালশ্চ সর্বশঃ। বিশ্বেদেবাঃ পিতৃগণা বৃত্তিমন্তস্তপোধনাঃ ॥ ২০
মুনয়শ্চৈব সিদ্ধাশ্চ তপোমোক্ষপরায়ণাঃ। শুচিশ্রিতাঃ কীর্তয়ন্তঃ প্রথন্তন্তি স্তুতা বুধাম্ ॥২১
প্রজাপতিকৃতানেতাঁল্লোকান্ বিদ্যোত তেজসা। বসন্তি সর্বলোকেষু প্রথতা সর্বকর্মসু ॥২২
প্রাণাবানীশ্বরানেতান্ কীর্তয়ন্ প্রথতো নরঃ। ধর্ম্মার্থকামৈরিপুলৈর্যুজ্যতে সহ বিদ্যুতা ॥ ২৩
লোকাংশ্চ লভতে পুণ্যান্ বিশ্বেশ্বরকৃতাংস্তথা। এতে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্বভূতগণেশ্বরাঃ ॥ ২৪
নক্ষত্রাণ্যথ মহাশব্দো গ্রামণীর্যত্তথৈব চ। ঈশ্বরাঃ সর্বলোকানাং গণেশ্বর-বিনায়কাঃ ॥ ২৫
সৌম্যা রৌদ্রা গণাশ্চৈব যোগরুদ্রগণাস্তথা। জ্যোতীংষি সবিতা বেদাঃ পুরুষঃ পশুদেবতাঃ ॥২৬
পৃথিব্যাঃ তপসা সিদ্ধাঃ স্থাবরাশ্চ চরাশ্চ যে। হিরণ্যং গিরয়ঃ সর্বে চত্বারশ্চ মহার্ণবাঃ ॥ ২৭

অজৈকপাদ্, অহির্বুধ্ন্য, পিনাকী, অপরাজিত, ত্বষ্ট, পিতৃরূপ ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ও ঈশ্বর—এই একাদশ রুদ্র বিখ্যাত, ইঁহারা তিন লোকের স্বামী ॥ ১২-১৩

যেসব শতরুদ্রীয় প্রকরণে মহাত্মা রুদ্রের শত নাম কথিত হইয়াছে। আপ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর বরুণ, ধাতা, অর্যমা, ভগস্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, এবং ও বিষ্ণু—এই দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া কথিত হন। ইঁহারা সকলেই শুভদের পূজ্য ॥ ১৪- ৫॥

ধ্রুব, সোম, সাবিত্র, অনিল অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস—এই অষ্টবসু বলিয়া কীর্তিত হন ॥ ১৬॥

নাসত্য ও দস্র—ইঁহারা উষ্টরে অশ্বিনীকুমার নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের উৎপত্তি ভগবান্ সূর্য্যের দীর্ঘ হইতে হইয়াছে। ইঁহারা অশ্বরূপধারিণী সংজ্ঞাদেবীর নাসিকা হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। (এই সব বিভিন্ন হইয়া ত্রৈত্রিশ দেবতা ॥ ১-১৭॥

এখন আমি ভগতের শুভ কর্মকারী এবং যজ্ঞ, দান ও তপস্যা-বিষয়ে অভিজ্ঞ দেবগণের পরিচয় দান করিতেছি। এই দেবগণ স্বয়ং অমৃত পানিয়া সমস্ত প্রাণীদের ভগতের কর্মফল নিরীক্ষণ করেন। ইঁহাদের নাম এইরূপ—মৃত্যু, কাল, বিশ্বেদেব ও বৃদ্ধিমান্ পিতৃগণ। ইঁহা ব্যতীত তপস্যা দ্বারা এবং তপ ও যোগবলে সিদ্ধ সিদ্ধ মহর্ষিগণও সম্পূর্ণ ভগতের বিষয়ে প্রতি দৃষ্টি রাখেন। ইঁহারা সকলে বিশ্বেদেব নামকীর্তনকারী যজ্ঞফলপ্রদে শুভ ফল দান করেন ॥ ১৮-২১

প্রজাপতি ব্রহ্মা যে সব লোক সৃজন করিয়াছেন, সেই সবের—মধ্যে ইঁহারা বাস করিয়া তেজে বিদ্যুৎ প্রকাশ করেন এবং শুভকর্মে সকলের কর্মফলদাতা নিরীক্ষণ করেন ॥ ২২

ইঁহারা সকলেরই প্রাণের স্বামী যে ব্যক্তি শুভভাবে নিত্য ইঁহাদের নামকীর্তন করেন, তিনি বিপুল যশ, অর্থ ও কামের দ্বারা সমৃদ্ধ হন ॥ ২৩

তিনি লোক-সব ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট মনোরম পবিত্র লোকসমূহে গমন করেন। পূর্বোক্ত এই ত্রৈত্রিশ দেবতা সমস্ত ভূতগণের স্বামী ॥ ২৪

এইসব নক্ষত্রমণ্ডল, মহাকায়, গ্রামণী, যক্ষগণ, সমস্ত লোকের স্বামী গণেশ, বিনায়ক, সৌম্যগণ, রুদ্রগণ, যোগগণ, ভূতগণের নক্ষত্র, নদীসকল, আকাশ, পক্ষিরাজ গরুড়, পৃথিবীতে তপঃসিদ্ধ, মহাত্মা, স্থাবর, জঙ্গম, হিমালয়, সমস্ত পর্বত, চার সমুদ্র, ভগবান্ ভগতের মূলা পরাক্রমশালী ভাবার অনুচরগণ, বিষ্ণুদেব, বিষ্ণু,

ভবন্যানুচরাশ্চৈব তত্তুল্যপরাক্রমাঃ।
বিষ্ণুর্দেবোঽথ জিষ্ণুশ্চ কল্কশ্চাষ্টমিকঃ সহ ॥ ১৮
কীর্ত্তয়ন্ প্রথমঃ সর্বান্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মানবানৃষিসত্তমান ॥ ১৯
যযক্রীতস্তু বৈরাজ্যে অর্থাবসু-পরাবসূ।
ঐবিভাণ্ডস্তথৈব কক্ষীবান্ বলভাদিতয়ঃ সুতঃ ॥ ২০
অঙ্গিরোঽধাত্মিথেঃ পুত্রঃ কক্ষা যস্যিমতস্তথা।
ব্রহ্মতেজোময়াঃ সর্বে কীর্ত্তিতা লোকভাবনাঃ ॥ ২১
লভন্তে যে শুভাঃ সর্বে রুদ্রাঃসনিলবসুপ্রভাঃ
ভূমিং কৃত্বা গুহাঃ সর্বে মোদন্তে দিবি দৈবতৈঃ ॥ ২২
মনেস্তন্তবঃ সপ্ত প্রাচীঃ যৈ বিশ্বমাশ্রিতাঃ।
প্রথমঃ কীর্ত্তয়েত্তেষাং শত্রুলোকে মহীতলে ॥২৩
উষুঃ প্রমুচুশ্চৈব ঘণ্টাবাজেষ্ণ যৌধয়ান্
দৃঢ়ঘাস্তোঽর্থবাহশ্চ ত্রুলোমাদ্রিরাত্তথা ॥২৪
দ্বিত্রাবরুণয়ঃ পুত্রস্তথাগস্তাঃ প্রতাপবান্
বর্ষয়ন্তর্দ্বিতঃ সপ্ত দক্ষিণঃ দিশমাশ্রিতাঃ ॥ ২৫
যুঢ়েষুক্ত ঘটেষুক্ত পরিষাবন্ধ কীর্ত্তিমান্

ভব ও অধিরা—ইঁহাদের সকলে নামসমূহ তত্তদ্ভাবে কীর্ত্তনকারী মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান। ১৫-১৮।

এখন হইতে মহর্ষিগণের নাম বলিতেছি—যযক্রীত, বৈরাজ, অর্থাবসু, পরাবসু, ঐবিভাণ্ডের পুত্র কক্ষীবান্, অঙ্গিরাবংশজ বল, বেলাভিথির পুত্র কক্ষ ঋষি এবং মধিমৎ—এই সব ঋষি ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন ও লোকরক্ষা করিয়া অভিহিত হন। ১৯-২১।

ইঁহাদের ভেজ রুদ্র, অগ্নি ও বসুগণের সমান। ইঁহারা পৃথিবীতে শুভ কর্ম করত এখন স্বর্গে দেবতাগণের সহিত সানন্দে বাস করিতেছেন এবং শুভ কর্মফল উপভোগ করিতেছেন। ২২

মন্বন্তরের ভব সপ্ত মহর্ষি পূর্ব্বদিকে বাস করেন। যে মানুষ তাঁহাদিগে স্মরণ করে, নামকীর্ত্তন করেন, তিনি ইহলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। ২৩

উষু, চু, প্রমুচু, শক্তিশালী ঘণ্টাবাজের, দৃঢ়ঘা, ঔর্ণবাহ, ত্রুলোমাদ্রিরা এবং দ্বিত্রাবরুণের পুত্র মহাপ্রতাপশালী অগস্ত্যমুনি—এই সপ্ত ঋষি বর্ষরাজ যমের দক্ষিণ ও দক্ষিণদিকে বাস করেন। ২৪-২৫

যুঢ়েষু, ঘটেষু, কীর্ত্তিমান্ পরিষাব, পূর্ণাকুলা ভেজস্বী এবত্ত বিত, ত্রিত ও ধর্ম্মাত্মা অঙ্গির পুত্র মানবস্তমুনি—এই সপ্ত ঋষি

এবত্তস্ত বিতস্তৈব ত্রিতস্ত্বাত্রিসহিতাঃ ॥ ২৬
অত্রেঃ পুত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা ঋষিঃ সাবর্ণকস্তথা
বরুণস্যাত্মিতঃ সপ্ত পশ্চিমাং দিশমাশ্রিতাঃ ॥ ২৭
অত্রির্ঋষিস্তথা ভগবান্ ব্রহ্মণশ্চ মহামুনিঃ।
সৌম্যস্তস্ত সুতাস্তো বিশ্বাত্রিত্রোঽথ কৌশিকঃ ॥২৮
স্তবীকস্তনয়স্ত্বাস্ত্রো ভগবান্ প্রতাপবান্
দনেশ্বরসা গুরবঃ সপ্তৈতে উত্তরাশ্রিতাঃ ॥ ২৯
অপরে মুনয়ঃ সপ্ত দিক্ষু সর্বাস্বদিগ্বিতাঃ
কীর্ত্তিতাস্তিকরা নৃণাং কীর্ত্তিতা লোকভাবনাঃ ॥৪০
বর্ষং কাম্যং কালঞ্চ বসুধারাস্তথৈব চ
অনন্তু কপিলশ্চৈব সপ্তৈতে বরুণাত্মজাঃ ॥ ৪১
রাগো বাসনুষশ্চ ত্রৈবিরথ্যশ্চাত্র লোমশঃ
ঐতেয়ে মুনয়ো দিব্যা এতেঽপি সপ্ত সপ্তধা ॥ ৪২
শান্তিমন্তিকরা লোকে দিশাং পালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
বস্তাং বস্তাং দিশি হ্যেতে তমুখঃ শরণং ব্রজেৎ ॥৪৩
প্রষ্টারঃ সর্বভূতানাং কীর্ত্তিতা লোকপাবনাঃ
সংযতৌ মেরুসাবর্ণো মার্কণ্ডেয়স্ত ধার্ম্মিকঃ ॥ ৪৪

বলদের ঔদিচ্য এবং পশ্চিম দিকে বাস করেন। ২৬-২৭

অত্রি, ভগবান্ ব্রহ্মা, মহর্ষি ব্রহ্মণ, সৌম্য, ভাস্বান্, কৃশিক ঋষি বিশ্বামিত্র এবং স্তবীকনন্দন প্রতাপশালী উর্দ্ধতাস ভগবান্—এই সপ্ত ঋষি উত্তর দিকে বাস করেন ও দনেরের গুরু (ঔদিচ্য)। ২৮-২৯

ইঁহারা যাঁহাকে আশ্রয় করেন, যাঁহারা সকল দিকের বাস করেন। ইঁহার জগতের স্রষ্টা। উপরোক্ত মহর্ষিগণের যদি নাম কীর্ত্তন করা হয়,তবে ইঁহারা মনুষ্যের কীর্ত্তি বর্দ্ধিত করেন এবং তাহাদের ত্রাণ করেন। ৪০

বর্ষ, কাম্য, কাল, বসু, ধারুকি, অনন্ত ও কপিল—এই সপ্ত পুত্রে হইলেন পৃথিবীধারণকারী। ৪১

পরশুরাম, ব্যাস, রোমপুত্র অযাখারা ও লোমশ—এই চার দিশা মুনি। ইঁহাদের এক একজনই সাত সাত ঋষির সমান। ৪২

এই সব ঋষি এ জগতে শান্তি এবং কল্যাণবিস্তারকারী ও ত্রিভুবনের পালক বলিয়া কথিত হন। ইঁহারা যে যে দিকে বাস করেন, সেই সেই দিকে মুখ করিয়া ইঁহাদের স্মরণগ্রহণ করিতে হয়। ৪৩

ইঁহারা সমস্ত ভূতগণের স্রষ্টা ও লোকপাবন বলিয়া কথিত হন। সাবর্ণ, মেরুসাবর্ণি, ধর্ম্মাত্মা মার্কণ্ডেয়, সাংখ্য, যোগ, নারা

সাধ্য-যোগো নারদশ্চ দুর্বাসাশ্চ মহামুনিঃ
অত্যন্ততপসো যাস্যান্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ । ৪৫
অপরে ব্রহ্মসত্রাণাং কীর্ত্তিতা ব্রহ্মলৌকিকাঃ
অমুত্রো লভতে পুত্রং দরিদ্রো লভতে ধনম্ । ৪৬
তথা ধর্ম্মার্থকামেষু সিদ্ধিং লভতে নরঃ
পৃথুং বৈণ্যং নৃপবরং পৃথা সম্ভাষবৎ সুতা । ৪৭
প্রজাপতিং সাবিত্রৌঞ্চ কীর্ত্তয়েদ্ যমুবাচিপম্
আদিত্যবংশপ্রভবং মহেন্দ্রসমবিক্রমম্ ৪৮
পুত্রত্রয়সমৈর্যুক্তং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
বৃহদশ্বং নৃপতিং পুত্রং কীর্ত্তয়েদ্ যমুবাচিপম্ । ৪৯
ত্রিলোকে বিশ্রুতং বীরং ভরতঞ্চ প্রকীর্ত্তয়েৎ
গয়াযজ্ঞেন যজ্ঞেন যেনেষ্টং বৈ ক্রতুে ভুরে । ৫০
রন্তিদেবং মহাদেবং কীর্ত্তয়েৎ পরমব্রাহ্মিম্
বিশ্বভিত্তিপরোপেতং লক্ষণ্যং লোকপূজিতম্ । ৫১
তথা শ্বেতঞ্চ রাজর্ষিং কীর্ত্তয়েৎ পরমব্রাহ্মিম্

সপ্তরাত্রাদ্ধতা যেন পুণ্ডরীকাত্মিকাস্তথা । ৫২
ব্রহ্মণশ্চরসত্রানেভ্যান্ মহাদক্ষিণান্ মহৌজসঃ ।
উত্তরকাংস্তু মহাত্মান কীর্ত্তয়েৎ কীর্ত্তিবর্দ্ধনান্ । ৫৩
দেবানৃষিগণাংশ্চৈব নৃপাংশ্চ ভগবীবরান্
সাধ্যং যোগঞ্চ পরমং হয়ং কথ্যং তথৈব চ । ৫৪
কীর্ত্তিতং পরমং ব্রহ্ম সর্বক্রতুফলপ্রদম্ ।
অজনং সর্বকৃতানাং পবিত্রং বহুকীর্ত্তিম্ । ৫৫
ব্যাখ্যিপ্রশমনং শ্রেষ্ঠং পৌষ্টিকং সর্বকর্ম্মণাম্
প্রথতঃ কীর্ত্তয়েচ্চৈতান্ কল্যাং সাধক ভারত । ৫৬
এতে বৈ সাধু বর্ত্তন্তি ভান্তি বান্তি শুচন্তি চ ।
এতে বিনায়কাঃ শ্রেষ্ঠা রক্ষাঃ শাস্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ । ৫৭
নরায়ণমুতং সর্বে বাপোহন্তি প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
সাক্ষিভূতা মহাত্মানঃ পাপস্য সুকৃতস্য চ । ৫৮
এতান্ বৈ কলায়ন্ত্যাদ্য কীর্ত্তয়ন্ শুভমশ্নুতে
নাস্যি-চৌরভয়ং তস্য ন মার্গপ্রতিরোধনম্ । ৫৯

এই সব রাজা অগ্নিতুল্য তেজস্বী, অত্যন্ত তপস্বী, মহাবলশালী, উদ্যমেরবান্তী, পরম বীর ও জিতেন্দ্রিয় কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী ছিলেন। ইঁহাদের সকলের নাম কীর্ত্তন করিবে । ৫০

দেবতা এবং ঋষিগণ ও পৃথিবীপালনকারী রাজাদের নাম কীর্ত্তন করিবে। সাধ্যযোগ, উত্তম হয়-কথা এবং সমস্ত ক্রতুর আধারভূত পরমব্রহ্ম পরব্রাহ্মণ নাম কীর্ত্তন সকল প্রাণীর পক্ষেই মঙ্গলময় পরম পাবন। ইঁহাদের নামকীর্ত্তনের শক্তি যোগসমূহের নাশ হইয়া যায়। ইহার দ্বারা সকল কর্মেই উত্তম পুষ্টিলাভ হয়। ভারত! মানুষের প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে শুচিচিত্ত হইয়া উপরোক্ত কীর্ত্তনের সহিত দেবতা, ঋষি ও রাজাদের নাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। ৫৪-৫৬

ইঁহারা জগৎকে রক্ষা করেন, জগৎপালন করেন, প্রজার দান করেন, ধান্য প্রভৃতির বর্দ্ধন করেন এবং প্রজাশাসনের সৃষ্টি করেন। ইঁহারাই বিশ্বসমূহের দ্বারা বিধাতৃ, শ্রেষ্ঠ, রক্ষ, কথাবীল ও জিতেন্দ্রিয় । ৫৭

এই মহাত্মাগণ সকল মানুষের পাপ-পুণ্যের সাক্ষী। ইঁহাদের নাম গ্রহণ করিলে ইঁহারা মঙ্গলসমূহের আশ্রয়ণ নাম করেন । ৫৮

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া ইঁহাদের নাম ও গুণকীর্ত্তন করেন, সেই ব্যক্তি শুভ কর্মের ভোগ প্রাপ্ত হন। তাঁহার স্থানে

ত ঋষি দুর্ব্বাসা—এই সব ঋষি অত্যন্ত তপস্বী ও জিতেন্দ্রিয় এবং ত্রিলোকে বিখ্যাত । ৪৫

এই সব ঋষিগণের অতিরিক্ত বহু ঋষি ব্রহ্মের তুল্য প্রভাবশালী। ইঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিলে ইঁহারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকারক হন। ইঁহাদের নাম কীর্ত্তনের দ্বারা পুত্রহীন পুত্র লাভ করেন এবং দরিদ্র ধন প্রাপ্ত হন । ৪৬

ইঁহাদের নাম গ্রহণকারী মানুষের ধর্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধি হয়। যেনকুমার নৃপশ্রেষ্ঠ পৃথু, যাঁহার এই পৃথিবীদেবী কন্যা ছিলেন, যিনি প্রজাপতি ও সাবিত্রৌম সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহারও নাম কীর্ত্তন করা উচিত । ৪৭

সূর্য্যবংশে উৎপন্ন ও দেবরাজ ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী তথা এই মূর্খের তিন পুত্র ত্রিভুবন বিখ্যাত রাজা পুরুষবার নাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য । ৪৮-৪৯

ত্রিলোকবিখ্যাত বীর ভরতের নামোচ্চারণ করা বিধেয়, ইনি সত্যযুগে গয়াযজ্ঞ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই বিশ্ববিজয়ী, ভগবদ্ভক্ত, শুভলক্ষণসম্পন্ন এবং লোকপূজিত পরম ব্রহ্মবাদী মহারাজ রন্তিদেবের নাম কীর্ত্তন করিবে । ৫০-৫১

মহাব্রহ্মবাদী রাজর্ষি শ্বেতের নাম কীর্ত্তন করিবে এবং যিনি সপ্তরাত্রের দ্বারা যাগযজ্ঞ করিয়া সমস্তপুজকগণকে উত্তার করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ শ্বেতের নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবে । ৫২

এতান্ কীর্তয়তা নিত্যং দুঃখপ্লো নশ্যতে নৃণাম্
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যঃ ভক্তিমাংশ্চ দৃঢ়ং ভবেৎ ॥ ৬০
তীর্থকালেষু সর্বেষু যঃ পঠেদ্বিয়তো দ্বিজঃ
তস্যেদমাত্মনিয়তঃ কাম্যো দাক্ষায়ণস্তবঃ ॥ ৬১
রোগার্তো ব্যাধিযুক্তো বা পঠেন্ নাপাৎ প্রমুচ্যতে
বান্ধবৈর্যো তু পঠতঃ কুলে তস্যাভিবর্ধতে ॥ ৬২
ক্ষেত্রমধ্যে তু পঠতঃ সর্বং তস্য প্ররোহতি।
গন্ধতঃ ক্ষেমবন্ধানং গ্রামান্নিষ্ক্রমণস্তথা পঠন্ ॥ ৬৩
আত্মনশ্চ সুতানাঞ্চ দারাণাঞ্চ ধনস্য চ
তীর্থানামেষণীনাঞ্চ যজমানস্তথা প্রযোজয়েৎ ॥ ৬৪
এতান্ সংগ্রামকালে তু পঠতঃ ক্ষত্রিয়স্য তু
ব্রজন্তি বিপবো নাশং ক্ষেমঞ্চ পরিবর্ততে ॥ ৬৫
এতান্ দৈবে চ পিত্র্যে চ পঠতঃ পুত্রকস্য হি
তুষ্যতে পিতরঃ কব্যং হব্যঞ্চ ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৬৬

ন ব্যাধিবাপদস্তস্য ন বিপাপ্তি চ তস্করাৎ
কল্যঃ লঘুতা যাতি পাপ্যনা চ প্রমুচ্যতে ॥ ৬৭
যানপাত্রে চ যানে চ প্রবাসে রাজবেশ্মনি।
পন্থাঃ নিষ্কিঘ্নমাপ্নোতি সবিত্রীং স্মরতস্তথা পঠন্ ॥ ৬৮
ন চ রাজভয়ং তেষাং ন পিশাচাস্ত রাক্ষসাঃ।
নাস্ত্রাগ্নি-পবন-ব্যালাস্ত তস্য তস্যোপজায়তে ॥ ৬৯
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমস্য বিশেষতঃ
করোতি সততং শান্তিং সাবিত্র্যেষা স্তুতা পঠন্ ॥ ৭০
নাস্মিন্নস্তি কাম্যানি সাবিত্র্যা যত্র পঠ্যতে
ন তত্র বালো ম্রিয়তে ন চ স্ত্রিস্তিষ্ঠতি পরম্পরাঃ ॥ ৭১
ন তেষাং বিদ্যতে ভূয়ঃ পুরুষাণাং পরন্তপ
যে শৃণ্বন্তি মহদ্ ব্রহ্ম সাবিত্র্যাস্তুপকীর্তনম্ ॥ ৭২
গথার মধ্যে তু পঠতো গাথেয়স্য বহুশ্রুতাঃ
প্রস্থানে বা প্রবাসে বা সর্বাবস্থাং গতঃ পঠেৎ ॥ ৭৩

অগ্নি ও চৌরভয় থাকে না এবং তাঁহার যাগ কখনও ভঙ্গ হয় না ॥ ৫৯

যিনি এই দেবতারণের নাম কীর্তন করিলে বহুদিনের দুঃস্বপ্ন নষ্ট হইয়া যায় মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পুণ্যের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে ॥৬০

যে দ্বিজ তীর্থাবতরণের সময় সংযত চিত্তে পুরুষ দেবতার নাম পাঠ করেন, তিনি রাজদ্বারে, আত্মশিষ্ট, কল্যাণযুক্ত ও দোষ-রহিত হন ॥ ৬১

রোগ-ব্যাধিযুক্ত মানুষ ইহাদের নাম পাঠ করিয়া পাপমুক্ত ও নীরোগ হইয়া যান যে মানুষ নিজের পুত্রের মধ্যে ইহাদের নামসমূহ পাঠ করেন, তাঁহার কুলের কল্যাণ হয় ॥ ৬২

ক্ষেত্রের (জমীর) মধ্যে ইহাদের নাম পাঠ করিলে মানুষের ক্ষেত্র শস্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি কোথাও যাত্রা করিবার সময় গ্রামে থাকিয়া ইহাদের নাম পাঠ করেন, তাঁহার পথে কুশল হয় ॥ ৬৩

নিজের, পুত্রদিগের, পত্নীর, ধনের এবং যজ্ঞ ও তপস্বিসমূহের রক্ষার জন্য ইহাদের নামাবলি প্রয়োগ করিবে ॥ ৬৪

যুদ্ধকালে ইহাদের নাম পাঠকারী ক্ষত্রিয়ের পক্ষের পলায়ন করে এবং তাঁহার সর্বতোভাবে কল্যাণ লাভ হয় ॥ ৬৫

যে ব্যক্তি দেবতা ও পিতৃগণের (শ্রাদ্ধের) সময় ইহাদের নামাবলি পাঠ করেন, সেই ব্যক্তির হব্যকে দেবতাগণ এবং কব্যকে পিতৃগণ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৬৬

তাঁহার বালবধূর ভোগ বা দ্বিজ কন্যার ভঙ্গ হয় না। রাজা অথবা চোর হইতেও কোনও বাধা আসে না তাঁহার রোগ কমিয়া যায় এবং তিনি পাপ হইতে মুক্ত হন ॥ ৬৭

যে মানুষ জলপথে বা অন্য কোনও যানে আরোহণ করিয়া, প্রবাসে অথবা রাজভবনে শয়ন করিয়া মনে মনেই উত্তম গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন, তিনি সমস্ত বিঘ্ন প্রাপ্ত হন ॥ ৬৮

গায়ত্রী জপ করিলে দিবসের রাজা, পিশাচ, রাক্ষস, অগ্নি, জল, বায়ু ও সর্পাদি হইতে কোনও ভয় থাকে না ॥ ৬৯

যে ব্যক্তি উত্তম গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন, সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ও বিশেষ করে ব্রহ্মচর্যাদি চার আশ্রমে সদা যত্ন স্থাপন করিয়া থাকেন ॥ ৭০

যেখানে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা হয়, সেই পুরের কাম্যসমূহ অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, সেই পুরে বালকের মৃত্যু হয় না এবং সেই পুরে নর্তন থাকে না ॥ ৭১

সেই পুরবাসী যাঁহারা পরমব্রহ্মস্বরূপ গায়ত্রী মন্ত্রের জপ কীর্তন শ্রবণ করেন, তাঁহাদের কোনও দুঃখ থাকে না এবং তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হন ॥ ৭২

যোদ্ধাদের মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র জপকারী দ্বিজের প্রতি যোদ্ধা সকলের যাবতীয় অবস্থায় রক্ষিত হয়। প্রস্থানকালে অথবা স্বদেশে সকল অবস্থায় মানুষের এই গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা কর্তব্য ॥ ৭৩

তপস্যাং তুল্যতা চৈব নিত্যং প্রত্যক্ষতাস্বয়ম্
ত্বয়ীবাং পরমা তপ্যা গুহ্যবেদরহস্যবিদ্ ॥ ৭৪

যাবাস্তবোম নিত্যস্য ইতিহাসঃ পুরাতনম্
পিতামহস্য দিব্যা শক্রায় কথিতা পুরা ॥ ৭৫

তস্যেদং তে মহাযাজ্ঞঃ তথ্যা ব্রহ্ম সনাতনম্।
ত্রয়ং সর্বকৃতাবাং ক্রতিরেষা সনাতনী ॥ ৭৬

সোমাবিত্যাবয়া: সর্বে রাজবাঃ কুরবস্তথা।
পাঠন্তি শুচয়ো নিত্যা সাবিত্রীং প্রাপিনাং গতিম্ ॥ ৭৭

অন্যাসে নিত্যা দেবাবাঃ সন্তুষীবা ক্রবস্য চ।
হোতৃণাং সর্বকৃত্যানাং যোচয়ত্যাশুভাৎ সদা ॥ ৭৮

ঘৃতৈঃ কাশ্যপ-গৌতম-প্রকৃতিভির্ঋষিভিরেষ্ট্যাদিতি.।
শুক্রাগস্ত্যাদ্বয়ন্তিপ্রভৃতিভিশ্চ ঋষিভিঃ দেবিতম্ ॥৭৯
ভারদ্বাজস্তথৈবাত্রেয়ঃ প্রাপ্তুং বসিষ্ঠাং পুনঃ।
সাবিত্রীমবিগচ্ছন্ পক্রবসুতিঃ কুৎসা ভিক্ষা দানবাঃ ॥৮০

যো গোপ্তা কনকশৃঙ্গাণাং যযাতি
বিপ্রায় বেদবিদুষে চ বহুরূপায়
বিদ্যাঞ্চ তারতত্ত্বকথাং কথয়েচ্চ নিত্যং
তুল্যা ফলং ভবতি তস্য চ তস্য চৈব ॥৮১

যশো বিবর্ধতি ক্ষুণোঃ পরিকীর্তনেন
যীর্যং বিবর্ধতি বসিষ্ঠনমোনমেন
সংগ্রামজিদ্ ভবতি চৈব রণে নরেন্দ্রান্
সাবিত্রিমেং চ পরিকীর্তয়তো ন রোগঃ ॥৮২

এষা তে কথিতা রাজন্ সাবিত্রী ব্রহ্মবাদিনী
বিবৃণুষ্ব যদন্যত্তে বক্তব্যমি ভারত ॥৮৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে
পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

করিয়াছেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ যাঁহার সর্বলোকাধ্যে মনন করিয়াছেন, সেই সাবিত্রীবর ঋষিগণ তাঁহারই নিকট হইতে প্রাপ্ত হন এবং যজ্ঞগণ ঋত্বিকের নিকট হইতে সাবিত্রীবর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই প্রভাবে সমস্ত দানবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ৭৯

যে মানব বিদ্বান্ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে সহস্র গোরু দুগ্ধবতীকলকে অর্পণ দ্বারা বর্ধিত করিয়া সেই সব গো দান করেন এবং যিনি বেদজ্ঞ দ্বিজ মহাভারত কথা প্রতিদিন শ্রবণ করেন, ইহাদের উভয়েরই পুণ্য ফল সমানই হইয়া থাকে। ৮১

কৃতজ্ঞ নাম গ্রহণ করিলে যশের বৃদ্ধি হয়। বসিষ্ঠমুনিকে প্রণাম করিলে শক্তি লাভ হয়। রাজা রণুকে প্রণামকারী ব্যক্তির যুদ্ধে জয় লাভ করেন এবং অগ্নিমুনিকে প্রণামকারী মানবের কখনও রোগের আক্রমণ হয় না। ৮২

রাজন্! এই সনাতন ব্রহ্মময়ী গায়ত্রীর মাহাত্ম্য আমি তোমাকে বলিলাম। ভারত! এখন তুমি আরও যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিতেছ, তাহাও আমি তোমাকে বলিব। ৮৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী মহাভারতে অনুশাসন পর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে সাবিত্রীবরের মহিমাবিষয়ক পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(ব্রাহ্মণমহিমবর্ণন।)

যুধিষ্ঠির উবাচ

কে পূজ্যাঃ কে নমস্কার্য্যাঃ কথং বর্ত্তেত কেষু চ।
কিমাচারাঃ কীদৃশেষু পিতামহ ন রিষ্যতে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

ব্রাহ্মণানাং পরিচরেৎ সাধবেদপি দেবতাঃ।
ব্রাহ্মণাংস্তে নমস্কৃত্য যুধিষ্ঠির ন রিষ্যতে ॥ ২
তে পূজ্যাস্তে নমস্কার্য্যা বর্ত্তেথাস্তেষু পুত্রবৎ
তে হি লোকানিমান্ সর্ব্বান্ ধারয়ন্তি মনীষিণঃ ॥ ৩
ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বলোকানাং মহান্তো ধর্মদেবতাঃ।
ধনত্যাগাতিবাদাংশ্চ বাক্‌সংযমমতাংশ্চ যে ॥৪
দমনীয়াংশ্চ কৃতানা নিবানক্ষ বৃত্তজ্ঞাঃ।
প্রণেতারশ্চ লোকানাং শাস্ত্রাণাঞ্চ বনস্থিনঃ ॥ ৫
তপো বেদাশ্চ বর্ণা নিত্যা বাক্ চৈব বিপুলা বলম্।
প্রভবশ্চৈব ধর্মাণাং ধর্ম্মজ্ঞাঃ পুণ্যদর্শিনঃ ॥ ৬
ধর্মকামাঃ স্থিতা ধর্মে সুকৃতৈরুদ্যতেশ্বরাঃ।
যান্ সমাশ্রিত্য জীবন্তি প্রজাঃ সর্ব্বাশ্চতুর্বিধাঃ ॥ ৭
পন্থানঃ সর্ব্বলোকানো যজ্ঞযাজ্যাঃ সনাতনাঃ
পিতৃপৈতামহীঃ ওর্ব্বীমুদহন্তি যুগা যথা ॥ ৮
যুক্তি যে নাবসীদন্তি বিষমে সন্তুবা ইব।
পিতৃদেবাতিথিমুখা হব্যকব্যাগ্রভোজিনঃ ॥ ৯
ভোজনাদেব লোকাস্ত্রীংস্ত্রায়ন্তে মহতো ভয়াৎ
দীপঃ সর্ব্বস্য লোকস্য চক্ষুশ্চক্ষুষ্মতামপি ॥ ১০
সর্ব্বশিক্ষা শ্রুতিধরা বিপুলা মোক্ষদর্শিনঃ।
গতিজ্ঞাঃ সর্ব্বকার্য্যানাময্যাস্থপতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১১
আদিমধ্যাবসানানাং জ্ঞাতারস্তিস্রসপ্তয়ঃ।
পরাবরবিদেবজ্ঞা গন্তারঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১২

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ মহিমাবর্ণন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! সংসারে কাহারা পূজ্য? কাহাদের নমস্কার করা কর্ত্তব্য? কাহাদের সহিত কিরূপ আচরণ করা উচিত এবং কাহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিলে, তাহা কোনরূপ বাধিক হয় না?

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণগণের অপমান দেবতা বিদ্বেষের ন্যায়ই হয়ে কিন্তু ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া যদি তাঁহাদের সহিত বিনয়পূর্ণ আচরণ করা হয়, তবে ইহাতে কখনও কোনও হানি হয় না।

অতএব ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে এবং তাঁহাদের নমস্কার করিবে। তাঁহাদের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিবে, যেরূপ পুত্রেরা পূজ্য পিতার প্রতি করিয়া থাকে, কারণ, মনীষী ব্রাহ্মণগণ এই সব লোকসমূহকে ধারণ করিয়া আছেন। ৩

ব্রাহ্মণগণ সমস্ত প্রাণীর ধর্ম্মদেবতাস্বরূপ। তাঁহারা ধন পরিত্যাগ করিয়া প্রশংসা থাকেন এবং নিজেদের বাক্যকে সর্ব্বদা সংযত করিয়া রাখেন। ৪

ইঁহারা সমস্ত কৃতগণের পক্ষেই দমনীয়, উত্তম বিধি, কৃতজ্ঞ সহকারে প্রজাপালনকারী, লোকনায়ক, শাস্ত্রসমূহের প্রণেতা এবং পরম বলবান্। ৫

সমস্ত তপস্যাই যে তাঁহাদের বল এবং বাক্যই তাঁহাদের পরম বল, সেই ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তির কারণ, ধর্ম্মজ্ঞ ও পুণ্যদর্শী। ৬

তাঁহারা ধর্ম্মাভিলাষী, পুণ্যকর্ম্মসমূহের দ্বারা যত্নের অধিষ্ঠিত থাকেন এবং যজ্ঞের নেতৃ ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই চারি প্রকারের সমস্ত প্রজাই জীবন ধারণ করে। ৭

ব্রাহ্মণগণই সকলের পথপ্রদর্শক, নেতা ও সনাতন যজ্ঞ নির্ব্বাহক। ইঁহারা পিতৃপিতামহ প্রবর্ত্তিত শুভ কর্ম্মধারাকে ভার সহ্য করার ন্যায় বহন করিয়া থাকেন। ৮

যেরূপ উত্তম বৃষগণ ভারবহন কালে কোনরূপ বৈষম্য প্রকাশ করে না, সেইরূপ এই ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের ভার বহন করিতে কই অনুভব করেন না। ইঁহারাই দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিগণের মুখ এবং হব্য-কব্য প্রদান ভোজন করিবার অধিকারী। ৯

ব্রাহ্মণগণ ভোজনমাত্র করিয়া তিন লোককে মহাভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইঁহারা সম্পূর্ণ জগতের দীপস্বরূপ। ১০

ব্রাহ্মণগণ সকলকে শিক্ষা প্রদানকারী, বেদই তাঁহাদের ধন, শাস্ত্রজ্ঞানে বিপুল, মোক্ষদর্শী, সমস্ত কৃতগণের গতিবিষয়ে অভিজ্ঞ এবং অব্যাহতগতিবিধায়ী। ১১

ব্রাহ্মণগণ আদি, মধ্য ও অন্তের জ্ঞাতা, সংশয়রহিত, অতীত

বিমুক্তা বৃত্তপাপ্মানো নির্দ্ধূতা নিস্প্রিয়ক্লমাঃ।
যাযাবরা মানিতা নিত্যং জ্ঞানবিদ্ভির্দেবতাশ্রুতিঃ ॥ ১৩
চন্দনে মলপঙ্কে চ ভোজনেঽভোজনে সমাঃ।
সমা যেষাং দৃঢ়ক্রুদ্ধ তথা সৌহাজিনানি চ ॥ ১৪
ভিক্ষেদুত্পাদ্যতাদ্ধানা বহুনি দিবসান্যপি।
শোষয়েদ্যুক্ত যাত্রানি যাবাদৈঃ সাধয়েদ্ধিয়াঃ ॥ ১৫
অদৈবং দৈবতা মূর্খৈর্দৈবতং চাপ্যদৈবতম্
লোকানন্যান্ সৃজেদ্যুক্তো লোকপালাংশ্চ কোপিতাঃ ॥১৬
অপেয়ঃ সাগরো যেষামপি পাপাত্মনাম্।
যেষাং কোপাগ্নিতাপি নশ্যতে নোপশাম্যতি ॥ ১৭
যেষামাশ্রমপি যে যেষাঃ কারণং কারণস্য চ।
প্রমাণমা প্রমাণং কস্তানতিবর্তেদ্ বুধঃ ॥ ১৮
যেষাং বৃদ্ধশ্চ বালশ্চ সর্বঃ সম্মানমর্হতি

তপোবিদ্ভা বিশেষাস্তু মানয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ১৯
অধিমান ব্রাহ্মণো দেবঃ পাত্রং বৈ পাবনং মহৎ।
বিদ্বান্ কৃতত্বরো দেবঃ পূর্ণসাগরসন্নিভঃ ॥ ২০
অবিদ্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ।
প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নির্দৈবতং মহৎ ॥ ২১
শ্মশানে ষপি তেজস্বী পাবকো নৈব দুষ্যতি
ঋষির্হি চ বিধিবদ্ যুক্ত এবাতিশোভতে ॥ ২২
এবং যজ্ঞপানিষ্টেষু বর্ত্ততে সর্বকর্মসু।
সর্বথা ব্রাহ্মণো মান্যো দৈবতং বিধি তৎপরম ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ব্রাহ্মণপ্রশংসায়াং-
ষেকপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

অনাগত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং পরমগতি জানেন ও প্রাপ্ত হন ॥ ১২

এই ব্রাহ্মণগণ সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত ও নিষ্পাপ। তাঁহাদের চিত্তে রজঃ-তমঃ আদি দুষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাঁহারা সর্বদা সচ্চিত্রের ত্যাগ করেন এবং সম্মানলাভের যোগ্য। জ্ঞানী মহাত্মারা সর্বদাই ইঁহাদিগকে সম্মান করেন ॥ ১৩

তাঁহারা চন্দন ও বিষ্ঠায়, ভোজন ও উপবাসে সমদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁহাদের নিকট সাধারণ বস্তু, শত্রুতা ও দুরবস্থা– এ সমস্ত সমান ॥ ১৪

তাঁহারা বহু দিন পর্যন্ত না ভোজন করিয়াই থাকিতে পারেন এবং নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযমে রাখিয়া যাত্রার কার্য করিতে করিতে শরীর শুষ্ক করিয়া থাকেন ॥ ১৫

ব্রাহ্মণগণ নিজেদের তপোবলের দ্বারা যাঁহাকে দেবতা বলেন, তাঁহারিগকেও দেবতা করিতে পারেন। যদি ইঁহারা ক্রুদ্ধ হন, তবে দেবতাদিগকেও দেবত্ব হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকেন। ইঁহারা অন্যান্য লোকসমূহ এবং লোকপালগণকেও সৃষ্টি করিতে পারেন ॥ ১৬

এই মহাত্মাগণের অভিশাপেরই সমুদ্রের জল অপেয় হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি মহাতাপেও শান্ত শান্ত হয় নাই ॥ ১৭

ইঁহারা দেবতাদেরও দেবতা, কারণেরও কারণ এবং প্রমাণেরও প্রমাণ। সুতরাং কোন্ ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ হইয়া ইঁহাদিগের অপমান করিবে? ॥ ১৮

যাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধ ও বালক সকলেই সম্মানযোগ্য। যে ব্রাহ্মণগণ নিজেদের মধ্যে যাঁহারা তপস্যা ও বিদ্যায় অধিক পারদর্শী, তাঁহাদিগকে পরস্পর সম্মান করেন ॥ ১৯

বিদ্বান্‌ও ব্রাহ্মণও দেবতার তুল্য এবং পরম পবিত্র পাত্র বলিয়া কথিত হন। সুতরাং যাঁহারা বিদ্বান্, তাঁহাদের কথা আর কি বলিবার আছে। যাঁহারা মহান্ দেবতা-সদৃশ ও পূর্ণ-মহাসাগর সদৃশ সন্তুষ্টচিত্ত ॥ ২০

ব্রাহ্মণগণ বিদ্বান্ হউন বা অবিদ্বান্ হউন, তাঁহারা এই কৃতলোক মহান্ দেবতা, যেমন অগ্নি লৌকিক ভাবেই পূর্ণরূপে স্থাপিত হউন বা না হউন, তিনিই সকলের পরম দেবতা ॥ ২১

তেজস্বী অগ্নি শ্মশানে থাকিলেও দূষিত হন না। বিধি অনুসারে ঋষিদের দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞে এবং সুরেও তাঁহার শোভা হইতে থাকে ॥ ২২

এইরূপ যদিও ব্রাহ্মণ সর্বপ্রকার অনিষ্টের কর্তৃত্বে সক্ষম থাকেন, তথাপি তিনি সর্বথা মাননীয়। তাঁহাকে পরম দেবতা বলিয়াই জানিবে ॥ ২৩

শ্রীব্যাসদেব বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসন-কথাপর্বে দানধর্মপর্বে ব্রাহ্মণের প্রশংসাবিষয়ক একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(ভগবতো দত্তাত্রেয়স্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনস্য বরচতুষ্টয়লাভঃ, তস্মাদ্যো অভিমানস্যোৎপত্তিবর্ণনঞ্চ, ব্রাহ্মণানাং মহিমবিষয়ে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-বাসুদেবয়োঃ সাধারণবচনঞ্চ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ

কাং তু ব্রাহ্মণপূজায়াং বুদ্ধিং দৃষ্ট্বা ত্বমাথিল ।
কা বা কথোদপাদ্যন্ত মহাংস্তত্রাভবন্মহান্ । ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
পবনস্য চ সংবাদমর্জ্জুনস্য চ ভারত । ২

সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ শ্রীমান্ কার্ত্তবীর্য্যোঽভবৎ প্রভুঃ ।
অন্যা লোকান্ সর্বস্য মাহিষ্মত্যাং মহাবলঃ ৩০

স তু রত্নাকরবতীং সখীনাং সাগরাম্বরাম্ ।
শশাস পৃথিবীং সর্বাং বৈরিহং সত্যবিক্রমঃ । ৪

ঋষিভ্যস্তেন দত্তস্তু দত্তাত্রেয়ায় কারণে ।
ক্ষত্রধর্ম্ম পুরস্কৃত্য বিনয়ং প্রত্যপদ্যত ৫ । ৫

আরাধয়ামাস চ তং কৃতবীর্য্যাত্মজো মুনিম্
ক্ষমব্রতস্ত দান্তো বিজৈস্তৈশ্চ বরস্ত্রিভিঃ । ৬

স বব্রেঽভ্যধিকস্তেজো বলো যত্নমরীষু চ ।
সপ্তদ্বীপান্যুদধ্যাং বৈ চতুর্থমথ পৃথিব্যথ ৭

মম বাহুসহস্রস্তু পশ্যতাং সৈনিকায়নে ।
বিক্রমেণ মহীং কৃৎস্নাং জয়েয়ং সংপ্রিয়ংবদঃ । ৮

তাঞ্চ ধর্ম্মেণ সম্প্রাপ্য পালয়েয়মতন্দ্রিতঃ ।
চতুর্থং তু বরং যাচে ত্রাময়ং বিজসত্তম । ৯

ত্বং মমাদ্যপ্রভৃত্যেহ গুরুর্মন্ত্রিপুরোহিতঃ ।
অনুশাস্যস্তু মাং সম্যো মিথ্যোদ্যুক্তং যদাক্ষয়ম্ । ১০

ইত্যুক্তঃ স দ্বিজঃ প্রাহ তথাস্ত্বিতি নরাধিপম্
এবং সমভবত্তস্য মহাতেজো মহাত্মনঃ । ১১

ততঃ স রথমাস্থায় সশরার্কসমদ্যুতিম্ ।
অব্রবীৎ বীর্য্যসংমোহাৎ কো বান্যি সদৃশো মম ।১১

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের নিকট হইতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের চারিটি বরলাভ ও তাঁহার মধ্যে অভিমানের উৎপত্তির বর্ণনা এবং ব্রাহ্মণগণের মহিমাবিষয়ে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও বাসুদেবের সংবাদ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অনাথিন্! আপনি কি কারণ দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজায় নিরত হইতেন? অথবা আপনি কোন্ কর্ম্মের ফল চিন্তা করিয়া এই ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতেছেন? ১

ভীষ্ম বলিলেন, হে ভারত! এ বিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষগণ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও বায়ুদেবের সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

পূর্ব্বকালের ঘটনা, মাহিষ্মতী নগরীতে মাতঙ্গিনী সহস্র বাহুবাহী পরমকান্তিমান্ কীর্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন নামে এক বৈরেন্দ্রবংশীয় রাজা সমস্ত ভূমণ্ডল শাসন করিতেছিলেন। তিনি মহাবলবান্ ও সত্যপরাক্রমী ছিলেন। এই সসাগরাপৃথিবী, রত্নাকরবিশিষ্টা ও বহুল ধনিশোভিতা সম্পূর্ণা পৃথিবীতে তাঁহার আধিপত্য ছিল। ৩-৪

এক সময় কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মকে সম্মুখে রাখিয়া বিনয় ও শাস্ত্রজ্ঞান অনুসারে যতদিন যাবৎ মুনিবর দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং কোনও কারণবশতঃ নিজের সমস্ত ক্ষমাব্রত ও দান্ত ব্রাহ্মণদিগের বরত্রিতয় ৬

স বব্রেঽভ্যধিকস্তেজো বলো যত্নমরীষু চ ।
সপ্তদ্বীপান্যুদধ্যাং বৈ চতুর্থমথ পৃথিব্যথ ৭

মম বাহুসহস্রস্তু পশ্যতাং সৈনিকায়নে ।
বিক্রমেণ মহীং কৃৎস্নাং জয়েয়ং সংপ্রিয়ংবদঃ । ৮

তাঞ্চ ধর্ম্মেণ সম্প্রাপ্য পালয়েয়মতন্দ্রিতঃ ।
চতুর্থং তু বরং যাচে ত্রাময়ং বিজসত্তম । ৯

ত্বং মমাদ্যপ্রভৃত্যেহ গুরুর্মন্ত্রিপুরোহিতঃ ।
অনুশাস্যস্তু মাং সম্যো মিথ্যোদ্যুক্তং যদাক্ষয়ম্ । ১০

ইত্যুক্তঃ স দ্বিজঃ প্রাহ তথাস্ত্বিতি নরাধিপম্
এবং সমভবত্তস্য মহাতেজো মহাত্মনঃ । ১১

ততঃ স রথমাস্থায় সশরার্কসমদ্যুতিম্ ।
অব্রবীৎ বীর্য্যসংমোহাৎ কো বান্যি সদৃশো মম ।১১

বন তাঁহার নেত্রের সম্মুখে বিচরণ করিতেছিলেন। ৫১

বিপ্রবর দত্তাত্রেয় হইতে তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে তিনটি বর প্রার্থনা করিবার অনুমতি করিলেন। তাঁহার দ্বারা বরপ্রার্থনার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া রাজা বলিলেন,—ভগবন্! আমি যুদ্ধে যেন তাহার বাহুর দ্বারা যুদ্ধ করি, কিন্তু যুদ্ধে যেন আমার দুইটি বাহু থাকে। রণাঙ্গনে সমস্ত সৈন্যই যেন আমার একজোড়া বাহু দেখিতে পায়। দ্বিতীয় বর—পালনকারী গুরুদেব! আমি নিজের পরাক্রমের দ্বারাই যেন এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জয় করিতে পারি। এইভাবে পৃথিবীকে ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত হইয়া আমি যেন নিরলসভাবে তাহাকে পালন করি। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই তিন বর ব্যতীত চতুর্থ আর একটি বর প্রার্থনা করিতেছি। অনিন্দনীয় ব্রহ্মবিৎ! আমার উপর কৃপা করিবার জন্য আপনি সেই বরও অবশ্যই প্রদান করুন। আমি আপনার আশ্রিত ভক্ত। যদি কখনও আমি সৎপথ ত্যাগ করিয়া অসত্য পথ আশ্রয় করি, তবে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যেন আমাকে সৎপথে আসিবার উপদেশ করেন। ৬-১০

তিনি এইভাবে বর প্রার্থনা করিলে পর দত্তাত্রেয় সেই এরূপভাবে বলিলেন—'তথা ও' তাঁহার সেই তেজস্বী রাজার নিকট সেই সব বর যথাযথ ভাবে সফল হইল। ১১

তদনন্তর রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সূর্য্য ও আকাশের তেজস্বী রথে

বৈশ্যৈর্বীর্যৈর্বলঃ শৌর্যৈরিত্যেবমোজসাপি বা।
তথাত্মাস্তে চান্তরিক্ষে বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ১৩
ন ত্বং মূঢ় বিজানীষে ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াদ্ বরম্।
সহিতো ব্রাহ্মণেনেহ ক্ষত্রিয়ঃ শাস্তি বৈ প্রজাঃ ॥ ১৪

অর্জুন উবাচ।

কুর্যাং ভূতানি দুষ্টেভ্যঃ ক্রুদ্ধো নাশং তথানয়ে।
করুণা মনসা বাচা ন মস্তোঽস্তি বরো দ্বিজঃ ॥ ১৫
পূর্বো ব্রহ্মোত্তরো বাপো দ্বিতীয়ঃ ক্ষত্রিয়োত্তরঃ।
দ্বয়োস্তো হেতুযুক্তো তৌ বিশেষস্তত্র দৃশ্যতে ॥ ১৬
ব্রাহ্মণাঃ সংহিতাঃ কৃত্স্না নক্ষত্রং ব্রাহ্মণাশ্রিতম্।
হিতা ব্রহ্মোপমা বিপ্রাঃ স্থাপয়ন্তি ক্ষত্রিয়ান্ ভুবি ॥ ১৭
ক্ষত্রিয়েষ্বাহিতো ধর্মঃ প্রজানাং পরিপালনম্।
ক্ষত্রাদ্ বৃত্তির্ব্রাহ্মণানাং তৈঃ কথং ব্রাহ্মণো বরঃ ॥ ১৮

উপবেশন করত (সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জয় করিবার পর) যজ্ঞের অভিধানে ঘোষিত হইয়া থাকিতে লাগিলেন—বৈর্য, বীর্য, বল, শৌর্য, বিক্রম ও ওজঃশক্তিতে আমার সমান কে আছে ? ১৩।

তাঁহার এই কথার শেষে আকাশ বাণী হইল—মূর্খ ! তোমার জানা নাই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সহায়তায় ক্ষত্রিয় ইহলোকে প্রজাগণকে রক্ষা করে ॥ ১৪-১৪

ধার্তরাষ্ট্রীয় অর্জুন বলিলেন,—আমি ক্রুদ্ধ হইলে সব প্রাণিগণের সৃষ্টি করিতে পারি এবং তুষ্টি হইলে তাহাদের নাশ করিতেও পারি ; সুতরাং মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কোনও ব্রাহ্মণ আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নন ॥ ১৫

এক্ষণে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য—এই কথা পূর্বপক্ষ, ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্বই তাহার উত্তর বা সিদ্ধান্ত পক্ষ। আপনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়কেই প্রজাপালনরূপ হেতুতে যুক্ত বলিয়া বলিলেন, কিন্তু ইহাদের উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য দেখা যায় ॥ ১৬

ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়কে আশ্রয় করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করেন কিন্তু ক্ষত্রিয় কখনও ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে থাকেন না। বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা কর্মব্যাপারেই জীবিকা নির্বাহকারী ব্রাহ্মণগণ কৃত্স্নে ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়ে ব্যতিরেকে ভোজন প্রাপ্ত হন ॥ ১৭

প্রজাপালনরূপ যে ক্ষত্রিয়গণের উপরই অবস্থিত। ক্ষত্রিয় হইতেই ব্রাহ্মণগণ জীবিকা প্রাপ্ত হন, সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ কিভাবে হইতে পারেন ? ১৮

সর্বভূতপ্রধানাংস্তান্ দৈবতৈরুত্তরৈঃ সদা
আত্মসম্ভাবিতান্ বিপ্রান্ স্থাপয়াম্যাত্মনো বশে ॥ ১৯
কথিতঃ তপসাস্তাং গায়ত্র্যা কন্যয়া সহ।
বিভেম্যাত্মবলান্ সর্বান্ ব্রাহ্মণাংস্তর্ষবাসসঃ ॥ ২০
ন চ যাং চ্যাবয়েৎ রাষ্ট্রাৎ ত্রিষু লোকেষু কশ্চন।
দেবো বা মানুষে বাপি তস্যাজ্ঞোষ্ঠো দ্বিজাময়ম্ ॥ ২১
অত্র ব্রহ্মোত্তরঃ লোকঃ কথিতে ক্ষত্রিয়োত্তরম্।
ন হি মে সংযুগে কশ্চিৎ সোঢুমুৎসহতে বলম্ ॥ ২২

অর্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা বিত্রস্তাস্তূপিশাচরী
অথৈনমন্তর্হিতস্থস্তো বায়ুরভাষত ॥ ২৩
ত্যজৈনং কলুষং ভাবং ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কুরু
এতেষাং কুপিতঃ পাপং রাষ্ট্রমুচ্ছেত্তো ভবিষ্যতি ॥ ২৪
অথবা ত্বাং মহীপাল শময়িষ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
নিরস্যিষ্যন্তি তে রাষ্ট্রমুচ্ছেত্তোঽসাধু মহাবলাঃ ॥ ২৫

সদা ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহকারী ও নিজেকে সর্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া মাননকারী ব্রাহ্মণগণকে নিজের অধীনস্থ করিয়া রাখিব ॥ ১৯

আকাশে অবস্থিতা এই গায়ত্রী নাম্নী কন্যা যে ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ বলেন, তাহা সঙ্গত বটে। বৃদ্ধত্ববাহী সকল ব্রাহ্মণই প্রায়ঃ অধম হন, আমি তাঁহাদের সকলকে ভয় করিব। তিন লোকের মধ্যে কোনও দেবতা বা মনুষ্য এমন নাই, যিনি আমাকে রাজ্য হইতে চ্যুত করিতে পারেন। অতএব আমি ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ ॥ ২০-২১

সংসারে আজ পর্যন্ত ব্রাহ্মণই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু আমি আজ হইতেই ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য স্থাপিত করিব ॥ ২২

অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশাচরী বৈয়াঘ্রী ভীত হইয়া পড়িল। তদনন্তর অন্তর্হিতে স্থিত বায়ুদেব বলিলেন ॥ ২৩

কাপ্তবীয়া ! তুমি এই বলুষিত ভাব ত্যাগ কর এবং ব্রাহ্মণ গণকে নমস্কার কর। যদি তুমি ইঁহাদের অপরাধ কর, তবে তোমার রাজ্য বিচ্ছেদের সৃষ্টি হইবে ॥ ২৪

মহীপাল ! অথবা মহাশক্তিশালী ব্রাহ্মণগণ তোমাকে শান্ত করিয়া দিবেন। যদি তুমি তাঁহাদের উৎসাহে বাধা দাও, তবে তাঁহারা তোমাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবেন ॥ ২৫

তং রাজা কথমিত্যাহ ততস্তং প্রাহ মারুতঃ
বায়ুর্বৈ দেববৃত্তোঽস্মি দিষ্টা ত্বাং প্রস্রবীমাহম্ ॥ ১৬

অর্জুন উবাচ।

অহো ভূতাত্মনি বিপ্রে ভক্তিরাগঃ প্রদর্শিতঃ
যাদৃশং পৃথিবীভূতা তাদৃশং ব্রূহি মে দ্বিজম্ ॥ ১৭

এই কথা শ্রবণ করিয়া কার্তবীর্য জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাত্মন্! আপনি কে? তখন বায়ুদেব বলিলেন,—আমি দেবগণের দূত বায়ু এবং তোমাকে হিত কথা বলিতেছি। ১৬

কার্তবীর্যার্জুন বলিলেন—বায়ুদেব! আপনি এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন।

যদি আপনি পৃথিবীভূতা তথাবিধ কোনও ব্রাহ্মণকে জানেন, তবে তাঁহার কথা আমাকে বলুন। ১৭

শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পবনার্জুনসংবাদে ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যে দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

অথবা যদি জল, অগ্নি, সূর্য, বায়ু ও আকাশসদৃশ কোনও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ থাকেন, তবে তাঁহার কথা বলুন। ১৮

শ্রীমহাভারতে বৈয়াসিকসংহিতায় শতসাহস্র্যাং অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বায়ুদেব ও কার্তবীর্যার্জুনের সংবাদপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(বায়ুনা সোদাহরণং ব্রাহ্মণানাং মহিমবর্ণনম্)

বায়ুরুবাচ।

শৃণু ষূঢ় গুণান্ কার্ৎস্ন্যেন ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্।
যে ত্বয়া কীর্তিতা রাজংস্তেভ্যোঽহং ব্রাহ্মণো বরঃ। ১

ভাক্তা মহীম্ তূষিত্বা সর্বরাজন্যপত্ন ৎ
নাদং তদগাম তাং বিপ্রো ব্যস্তস্তত্র কন্যপঃ। ২

অজেতা ব্রাহ্মণা রাজন্ দিবি চেহ চ নিত্যদা।
অগ্নিবৎ তেজসা জ্বাপ্তঃ অয়মেবাগ্নিজাঃ পুরা। ৩

স তাঃ পিবন্ ক্ষীরমিব বাতৃপ্যত্ মহাবনঃ

অপূরয়ন্মহৌঘেন মহীং সর্বাং চ পার্থিব। ৪

তস্মিন্নন্তর ক্রুদ্ধে বৈ জগৎ ত্রাক্তা ততো গতঃ
ব্যক্তিষ্ঠন্মিহোত্রে চ চিরমগ্নিরসো ভগবং। ৫

অথ সপ্তন্ত ভগবান্ দৌত্তমেন পুরন্দরঃ।

অবলাগ্যং কামযানো বৈ বর্ষার্থক ন বিংসিতঃ। ৬

তথা সমুদ্রো নৃপতে পূর্ণো মৃষ্টস্ত বারিণঃ
ব্রাহ্মণৈরস্তিশপ্তস্ত বভূব লবণোদকঃ। ৭

অতএব তিনি পান করিতে করিতেই নিজের তেজে পৃথিবীর সম্পূর্ণ জল পান করিয়া ফেলিলেন। পৃথীনাথ! তারপর তিনি জলের প্রবল স্রোত প্রবাহিত করিয়া সম্পূর্ণ পৃথিবীকে পূর্ণ করিয়া দিলেন। ৩-৪

এই অবিধা মুনি একবার আমার উপর কুপিত হন সেই সময় তাঁহার ভয়ে এই জগৎকে ত্যাগ করিয়া আমাকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এক অগ্নিহোত্রের অগ্নিতে বাস করিতে হয়। ৫

মহর্ষি দৌত্তম ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রকে অবজ্ঞার উপর আক্রমণ করায় অভিশাপ দিয়াছিলেন। কেবল বর্ষের ইচ্ছায় তত্ত ঔহার প্রাণ বহন করেন নাই। ৬

নৃপতে! সমুদ্র পূর্বে মিষ্ট ও পক্ষ জলে পূর্ণ ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের অভিশাপে তাহার জল লবণাক্ত হইয়া গিয়াছে। ৭

সুবর্ণবর্ণো নির্ধূমঃ সঙ্কাশোঽগ্নিশিখঃ কবিঃ।
ক্রুদ্ধস্যাগ্নিসমা দৃষ্টা গুরোর্যেষ্টৈর্বিবর্জিতা॥ ৮

মহদ্ভস্ম নিতান্ত পশ্য যে হাসন্ত মহোদধিম্।
সুবর্ণবারিণা নিত্যমবগাঢ়া দ্বিজাতিনা॥ ৯

সখো ন ত্বা দ্বিজাতিভ্যঃ শ্রেষ্ঠো বিদ্ধি নরাধিপ।
গর্ভস্থান্ ব্রাহ্মণান্ সখায়ঃ সমস্যতি কিল প্রভুঃ॥ ১০

শতকানাং সহস্রং রাজ্যং ব্রাহ্মণেন দ্বিজাধিপম্।
ভালজঙ্ঘং মহাজন্ত্রমৌর্বৈরেকেন নাশিতম্॥ ১১

ত্বয়া চ বিপুলঃ রাজ্যং বলং বীর্যং শ্রুতং তথা।
দত্তাত্রেয়প্রসাদেন প্রাপ্তং পরমদুর্লভম্॥ ১২

অগ্নিঃ ত্বং যজসে নিত্যং কস্মাদ্ ব্রাহ্মণমর্জুন
স হি সর্বস্য লোকস্য হব্যবাট্ কিং ন বেৎসি তম্॥ ১৩

অথবা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠমনুকূলানলাসনম্
কর্তারং জীবলোকস্য কস্মাজ্জানন্ বিমুহ্যসে॥ ১৪

তথা প্রজাপতিশ্রেষ্ঠো অব্যক্তঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
যেনেদং নির্মিতং বিশ্বং জনিতা স্থাবরং চরম্॥ ১৫

অতস্তাতঃ তু ব্রহ্মাণং কেচিদিচ্ছন্ত্যপণ্ডিতাঃ।
অতাদ্ ভিন্নাদ্ বভূঃ শৈলা
বিশোহভূঃ পৃথিবী বিয়ৎ॥ ১৬

ত্রয়ীব্যাং বৈদ্যদেবা হি কথং জায়েদমো হি সঃ
মুক্তমাকাশমতঃ তু তস্মাজ্জাতঃ পিতামহঃ॥ ১৭

ভিত্তৌৎ কথমিতি ব্রূহি ন কিঞ্চিদ্ভি তথা ভবেৎ
অন্তরা ইতি প্রোক্তঃ সর্বতেজো গতঃ প্রভুঃ॥ ১৮

অগ্নির বর্ণ সুবর্ণের সমান ছিল ইহাতে ধূম নির্গত হইত না এবং তাহার শিখা সম উন্নতের ন্যায় উর্ধ্বে উত্থিত হইত, কিন্তু ক্রুদ্ধ অগ্নিরা তুমি তাহাকে পান কর সেইজন্য অগ্নিতে আর পূর্বোক্ত গুণসমূহ নাই॥ ৮

দেখ, উতথ্য (ব্রাহ্মণ) যখনই ব্রহ্মর্ষি কপিলের নামে যত যাহারা যজ্ঞের অশ্ব অন্বেষণ করিতে করিতে এই সমুদ্র পর্যন্ত আসিয়াছিল, সগরপুত্রগণের এই বিশাল ভস্মরাশি তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়াছে॥ ৯

রাজন্! তুমি নিজেকে ব্রাহ্মণগণের সখা বলিয়া কল্পনা করিতে পারিবে না। তাঁহাদের নিকট নিজের কল্যাণের উপায় আনিবার চেষ্টা কর। রাজা সর্বদা ব্রাহ্মণগণকে সকলোভাবে প্রসন্ন করেন॥ ১০

শতসহস্রের বিশাল সাম্রাজ্য এক ব্রাহ্মণই নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ভালজঙ্ঘ নামক যবন্ জন্তির বংশকে এক মহাত্মা ঔর্ব সংহার করিয়াছিলেন॥ ১১

তবে তুমিও যে পরম দুর্লভ বিশাল রাজ্য, বল, বীর্য ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, এ সমস্ত সেই বিপ্রবর দত্তাত্রেয়ের কৃপাপ্রসাদেই লভ্য হইয়াছে॥ ১২

রাজন্! অগ্নিত্ব তা' ব্রাহ্মণ। প্রতিদিন তুমি তাঁহার যজন করিতেছ কেন? তুমি কি ইহা জান না যে, অগ্নিই সমস্ত লোকসমূহের হব্যবাহন (হবির গ্রহণ করিয়া যে যেদেবতার নিকট লইয়া যান)॥ ১৩

অথবা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রত্যেক জীবের রক্ষা ও জীব জগতের সৃষ্টিকারী, এই কথা জানিয়াও তুমি কেন মোহগ্রস্ত হইতেছ?॥ ১৪

যিনি এই সম্পূর্ণ চরাচর জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই অব্যাকৃতরূপ অবিনাশী প্রজাপতি ভগবান্ ব্রহ্মাও ব্রাহ্মণই॥ ১৫

কিন্তু মূর্খ ব্যক্তিরা ব্রহ্মাকে অত্ত হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করে। তাহারা আরও মনে করে যে, সেই ভিন্ন অত্ত হইতেই পর্বত, দিক্‌সমূহ, জল, পৃথিবী ও স্বর্গের উৎপত্তি হইয়াছে॥ ১৬

কিন্তু এরূপ মনে করা উচিত নয়, কারণ, যিনি অজন্মা, তাঁহার অত্ত কিভাবে হইতে পারে? কিন্তু ইহাতেও যে তাঁহাকে 'অত্তজ' বলা হয়, তাহার অভিপ্রায় এইভাবে বুঝিতে হইবে যে, মহাকাশই সেই 'অত্ত', তাহা হইতে পিতামহ আবির্ভূত হইয়াছেন, (সেই কারণে তিনি 'অত্তজ' বলিয়া অভিহিত হন)॥ ১৭

যদি বল, 'ব্রহ্মা আকাশ হইতেই যদি আবির্ভূত হন, তবে তিনি কোন্ আধারে বিরাজ করিতেছেন, ইহা বলুন; কারণ, সেই সময় কোন কিছুর আধার ছিল না'। তাহা হইলে উত্তর এই নিবেদন করিতেছি যে, ব্রহ্মা সেখানে অবস্থানরূপ কথিত হইয়াছেন, যিনি সমস্ত ভেদে পরিব্যাপ্ত ও সর্বাত্মরূপ বলিয়া কথিত হন॥ ১৮

নাস্ত্যতঃপরমিতি হ ব্রহ্মা স রাজা লোকভাবনঃ।
ইত্যুক্তঃ স তদা কৃষ্ণৌঘবৃদ্ধ বাসুদেবোঽব্রবীৎ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পবনার্জুনসংবাদে
ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

রাজ্যের 'অত' নামে কোনও বস্তু নাই। অথচ ব্রহ্মার অস্তিত্ব আছে, কারণ, তিনি তপস্যের উৎপাদক। তিনি এই তথা বলিলে রাজা কার্তবীর্যার্জুন নীরব হইয়া রহিলেন। তখন বায়ুদেব তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন ॥ ১৯

শ্রীমহাভারত বৈয়াসিকসংহিতা শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বায়ুদেব ও কার্তবীর্যার্জুনের সংবাদবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণসত্তমসেবাস্তুধাসা প্রভাববর্ণনম্]

বায়ুরুবাচ

ইমাং ভূমিং বিত্তবতীং দিগন্তরবিনির্জিতাম্ পূর্বা
অজো নাম নৃপো রাজংস্তর্তাস্তিষ্ঠন্ মহীং যযৌ ॥ ১

যাজিনীং সর্বকৃত্তানাময়ং প্রাপ্য বরো নৃপঃ
কথমিচ্ছতি মাং যাতুং বিত্তেত্যো ব্রহ্মণঃ সুতাম্ ॥ ২

সাহং তাক্ত্বা গমিষ্যামি ভূমিং ব্রহ্মন্ পরম্।
অন্যং স রাষ্ট্রো নৃপতিং ভূমিং তত্তোঽনয়ং ॥ ৩

ততস্তাং কন্যপো দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণ্যাং পৃথিবীং তদা।
প্রবিবেশ মহীং সদ্যো মুক্ত্বাত্মানং সমাহিতঃ ॥ ৪

তত্যক্তা সা সর্বতো ভ্রষ্টে ভূমৌ বিবিশতুর্যিতা।
যদোস্তদা নষ্টতয়া ভূমিরাসীৎ ততো নৃপ ॥ ৫

এবং বর্ষসহস্রাণি দিব্যানি বিপুলব্রতঃ
ত্রিদশঃ কন্যপো রাজন্ ভূমিরাসীদতন্দ্রিতঃ ॥ ৬

অথাগাদ্ মহারাজ নমস্কৃতা চ কন্যপম্।
পৃথিবী কাশ্যপী ভদ্রে সুতা তব মহাত্মন ॥ ৭

এষ রাজন্নৃষেরৈ ব্রাহ্মণঃ কথাপোহ্যতাং
অত্র প্রব্রূহি বা ব্রহ্ম কন্যপাৎ ক্ষত্রিয়া বয়ম্ ॥ ৮

কৃষ্ণৌঘবৃদ্ধ নৃপতিঃ পবনস্তু ব্রবীৎ পুনঃ।
শৃণু রাজন্ তথা ভাত্যস্যাত্রিরসে কুলে ॥ ৯

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণসত্তম উক্তস্যৈব প্রভাব বর্ণন]

বায়ু বলিলেন,—রাজন্! পূরাকালের ঘটনা, অজ নামে এক রাজা এই পৃথিবীকে ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে দান করিবার বাসনা করিলেন। ইহা জানিয়া পৃথিবী অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন আমি সম্পূর্ণ প্রাণিগণের ধারণকারিণী ও রত্নের খনি। আমাকে প্রাপ্ত হইয়া এই শ্রেষ্ঠ রাজা ব্রাহ্মণগণকে কেন দান করিবার বাসনা করিতেছেন? ২

যদি ইঁহার এরূপ বাসনাই হয়, তবে আমিও ভূমিত্ব (লোকধারণরূপ যাহা ধর্ম) ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিব, যাহাতে এই রাজা নিজের রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়া যান। এরূপ স্থির করিয়া পৃথিবী চলিয়া যাইলেন ॥ ৩

পৃথিবীকে যাইতে দেখিয়া মহর্ষি কন্যপ যোগ অবলম্বন করত নিজের শরীর ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমির এই মূল বিবরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪

তখন পৃথিবী পরিত্যক্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি প্রবেশ করিতেই পৃথিবী পূর্বাপেক্ষাও অধিক সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া যাইলেন। চারিদিকে ভূমণ্ড অত্যন্ত অধিক উৎপন্ন হইল। উত্তরোত্তর যখ বর্ধিত হইতে লাগিল এবং তাহা নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ৫

রাজন্! এইরূপে অনন্তরাত্মিত হইয়া বিপুল ব্রত পালনকারী মহর্ষি কন্যপ তিন হাজার দিব্য বৎসরকাল পর্যন্ত পৃথিবীমধ্যে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৬

মহারাজ! তাহার পর পৃথিবী ব্রহ্মলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই মহাত্মা কন্যপকে প্রণাম করত তাঁহার কন্যা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতেই পৃথিবীর নাম 'কাশ্যপী' হইল ॥ ৭

রাজন্! এই কন্যপ ব্রাহ্মণই ছিলেন, যাঁহার এরূপ প্রভাব দেখা গিয়াছে। তুমি কন্যপ হইতেই শ্রেষ্ঠ কোনও ক্ষত্রিয়কে যদি জান, তবে বল ॥ ৮

রাজা কার্তবীর্যার্জুন কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া নীরব রহিলেন। তখন বায়ুদেব পুনরায় বলিলেন—রাজন্! এক

ভদ্রা সোমস্য দুহিতা রূপেণ পরমা মতা
তস্যাস্তুল্যা পতিং লোমঃ উতথ্যং নমসাগতম্ ॥ ১০
সা চ তীব্রং তপস্তেপে মহাভাগা যশস্বিনী।
উতথ্যার্থে তু ভার্যার্থে পরং নিয়মমাস্থিতা ॥ ১১
তত্র আয়ুর্গতো লোভস্তাং বরারোহাং যশস্বিনীম্
ভার্যার্থে স চ জগ্রাহ বিধিবদ্ ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ১২
তাং তু ভদ্রাং মহাভাগ শ্রীমান্ বরুণঃ পূর্বমেব হ
স ভাগ্যা ধনপ্রস্থে মমুনাহ্বা ভবার ভাম্ ॥ ১৩
জলেশ্বরস্তু তাং জ্ঞাত্বা ভার্যাং স্বাং পুরঃ প্রতি
পরমাদ্ভুতসঙ্কাশং ষট্ সহস্রপ্রভক্ষণম্ ॥ ১৪
ন হি ক্ষুধাতুরা কিঞ্চিৎ ভক্ষয়ন্তং পুরোত্তমম্
প্রাসাদৈরুপলক্ষ্যোক্তি দিব্যৈঃ কাঞ্চনতোরণৈঃ ॥
তত্র দেবভৃতা সার্ধং রেমে রাজন্ জলেশ্বরঃ।

অথাখ্যাতমুতথ্যায় তত্তঃ পত্নীবমর্ষণম্ ॥ ১৬
তচ্ছ্রুত্বা নারদাৎ সর্বমুতথ্যো নারদং তদা।
প্রোবাচ গচ্ছ ঋষিভা বরুণং পরুষা বচঃ ॥ ১৭
মদ্ভার্যামুদ্বহে যে ভার্যাং কস্মাৎ তাং প্রস্থবানসি
লোকপালোঽসি লোকানাং ন লোকস্য বিলোপকঃ ॥ ১৮
সোমেন দত্তা ভার্যা মে ভূতা চাপ্সুজাত্ত বৈ
ইত্যুক্তো বচনাৎ তস্য নারদেন জলেশ্বরঃ ॥ ১৯
মুঞ্চ ভার্যামুতথ্যস্য কস্মাৎ ত্বং প্রস্থবানসি।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য নোহথ তং বরুণোঽব্রবীৎ ॥ ২০
মমৈষা সুপ্রিয়া ভার্যা নৈনামুৎসৃষ্টুমুৎসহে।
ইত্যুক্তো বরুণেনাথ নারদঃ প্রাপ্য তং মুনিম্ ॥
উতথ্যমব্রবীদ্ বাক্যং নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ২১

ভূমি অভিধার ফলে উৎসন্ন উতথ্যের দুস্তর ধ্রুব হয় চন্দ্রের ভদ্রা নামে এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন। চন্দ্র দেখিলেন যে, যদি উতথ্যই আমার ভদ্রার যোগ্য বর। ৯-১০

সুন্দর অঙ্গশোভিতা মহাভাগা যশস্বিনী ভদ্রাও উতথ্যকে পতিত্বলে লাভ করিবার জন্য নিয়ম অবলম্বন করত তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১১

তারপর কিছুদিন পর চন্দ্রের পিতা ঋষি অত্রি উতথ্যকে আহ্বান করিয়া নিজের যশস্বিনী দৌহিত্রীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। প্রভূত দক্ষিণাদাতা উতথ্য বিধের তাঁহার সেই ভদ্রার বিধি অনুসারে পাণিগ্রহণ করিলেন। ১২

কিন্তু শ্রীমান্ বরুণদেব সেই ভদ্রাকে পূর্ব হইতেই ভার্যা করিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া আশ্রমের নিকটে আসিয়া যমুনার জল করিবার সময় তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইলেন। ১৩

জলেশ্বর বরুণ সেই ভীরুকে অপহরণ করিয়া নিজের পরম অদ্ভুত নগরে লইয়া যাইলেন, যেখানে ছয় হাজার বিদ্যাভেদ আমোদে উদ্ভাসিত হইতেছিল। ১৪

বরুণের সেই নগর হইতে শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় কোনও পরম রমণীয় ও উত্তম নগর নাই। এখানে অনাথ প্রাণীরা, অথবা ও দিবা ভোগসমূহে সুশোভিত। ১৫

রাজন্! জলাধিপতি বরুণ সেখানে ভদ্রার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর নারদ উতথ্যকে এই সংবাদ জানাইলেন যে, বরুণ আপনার পত্নীকে অপহরণ করিয়াছে এবং তাহার সহিত বলাৎকার করিতেছে। ১৬

নারদের নিকট হইতে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া উতথ্য সেই সময় নারদকে বলিলেন—দেবর্ষে! আপনি বরুণের নিকট গমন করুন এবং তাহাকে আমার এই কঠোর বাক্য বলুন ॥ ১৭

'বরুণ! তুমি আমার কথায় আমার পত্নীকে পরিত্যাগ কর। তুমি কেন তাহাকে অপহরণ করিয়াছ? তুমি লোকসমূহের লোকপাল, লোকবিনাশক নও। চন্দ্র নিজের কন্যা আমাকে প্রদান করিয়াছেন, সে আমার ভার্যা। অথচ তুমি আজ তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছ। নারদ উতথ্যের বাক্যানুসারে জলেশ্বর বরুণকে এই কথা বলিলেন—তুমি উতথ্যের পত্নীকে ত্যাগ কর। কিসের জন্য তাহাকে তুমি অপহরণ করিয়াছ? ১৮-১৯।

নারদের নিকট হইতে উতথ্যের এই কথা শ্রবণ করত বরুণ তাঁহাকে বলিলেন—এই কন্যা আমার প্রিয়া ভার্যা। আমি ইহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। ২০-২১

---

* কেহ কেহ 'ষট্ সহস্রপ্রভক্ষণম্'—এই পদের ব্যাখ্যা এরূপ করেন—সেই স্থানে ছয় লক্ষ ছয় ভোজা পাইতেছে। কিন্তু 'প্রভক্ষণম্' পদে বিদ্যাভেদ বাচক, সেইজন্য অনুবাদে সেই অর্থই উল্লিখিত হইল।

গলে গৃহীত্বা ক্ষিপ্তোঽস্মি বরুণেন মহামুনে
ন প্রযচ্ছতি তে ভার্য্যাং যং তে কার্য্যং কুরুষ্ব তৎ ॥১১

নারদস্তু বচঃ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধঃ প্রাঞ্জলয়ব্রবীৎ।
অপিবং তেজসা বারি বিষ্টভ্য সুমহাতপাঃ। ১৩

শীঘ্রমানে তু সর্বস্মিংস্তোয়েঽপি সলিলেশ্বরঃ।
মুহুর্ত্তিভিরুপায়ৈশ্চ নৈবায়ুক্ত তাং তদা। ১৪

ততঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্ বৃদ্ধিমুত্থ্যো ব্রাহ্মণোত্তমঃ
বর্ষস্ব সলিলং তত্রে যত্র মন্যুস্ত্বয়া কৃতঃ। ১৫
ততস্তদৌঘিণঃ ক্ষিপ্তাঃ সমুদ্রস্যাবসর্পতঃ
তস্মাদ্ দেশাদ্বলীঃ চৈব প্রোবাচোশনো দ্বিজোত্তমঃ। ১৬
অমৃক্তা গচ্ছ ভীরু ত্বং সরস্বতি মদ্বচঃ প্রতি
অপুণ্যা এষ তবত্বু দেশস্ত্যক্তস্ত্বয়া শুভে। ১৭

তস্মিন্ সাশোষিতে দেশে ভগ্নাশাদাত্ত বারিণঃ
অরণ্যাদ্ভবৎ গত্বা ভার্য্যামালিঙ্গ্য বৈ ॥১৮
প্রতিগৃহ্য তু তাং ভার্য্যামুত্থ্যঃ সুমনাভবৎ।
মুহোচ্চ তগম্য তাং ভার্য্যাং বরুণং চৈব বৈরহ। ১৯
ততঃ স লব্ধ্বা তাং ভার্য্যাং বরুণং প্রাহ বর্ষযিং
উত্থ্যঃ সুমহাতেজা যং তদ্ধনু নরাধিপ। ৩০
মহৈষা তপসা প্রাপ্তা ক্রোশতস্তে জলাধিপ
ইত্যুক্ত্বা তামুপাদায় স্বমেব ভবনং যযৌ ৩১
এষ রাজন্নীদৃশো বৈ উত্থ্যো ব্রাহ্মণর্ষভঃ।
ব্রবীষ্যহং ক্রুহি বা ভূয়স্তথ্যং ভক্তিরা বরম্। ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ
নাম চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বরুণের এই কথা শ্রবণ করিয়া নারদ উত্থ্য মুনির নিকট গমন করত যেন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াই বলিলেন। ২১

মহামুনে! বরুণ আমার প্রণাম করিয়া ভিক্ষাও করিয়াছে। সে আপনার ভার্য্যাকে প্রদান করে নাই। এখন আপনার যাহা কিছু করণীয়, তাহা করুন। ২২

নারদের এই কথা শ্রবণ করত অত্রিবার পুত্র উত্থ্য ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি মহাতপস্বী ছিলেন, তিনের তেজে সমস্ত জলকে শুষ্কিত করিয়া পান করিতে লাগিলেন। ২৩

যখন সকল জল শীঘ্র হইতেছিল, তখন মুহূর্তগণ জলের বরুণকে প্রার্থনা করিলেন, তথাপি তিনি ভক্ষণের ত্যাগ্য দিলেন না। ২৪

তখন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উত্থ্য কুপিত হইয়া পৃথিবীকে বলিলেন, ভদ্রে! তুমি আমাকে যেই স্থান যেখাও, যে স্থান হয় বাজার বিদ্যুতের আলোকে উদ্ভাসিত আছে। ২৫

সমুদ্র শুষ্ক বা কৃশ হইয়া যাইলে সেই স্থানের সম্পূর্ণ স্থানই উষর হইয়া যাইল। সেই হেন হইতে প্রবাহিণী সরস্বতী নদীকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ উত্থ্য বলিলেন—ভীরু সরস্বতি! তুমি অমৃক্ত হইয়া মদ্বচনানুসারে চলিয়া যাও। শুভে! তোমার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া এই দেশ অপবিত্র হইয়া থাকিত। ২৬-২৭

যখন সেই সম্পূর্ণ প্রদেশ শুষ্ক হইয়া যাইল, তখন জলের বরুণ ভক্ষয়কে সঙ্গে লইয়া মুনি উত্থ্যের পরাপন্ন হইলেন এবং তিনি অত্রিবারপুত্রকে উত্থ্যের নিকট তাঁহার ভার্য্যাকে সমর্পণ করিলেন। ২৮

বৈরহব্যাত্ত নিজের সেই পত্নীকে প্রাপ্ত হইয়া উত্থ্য অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি সম্পূর্ণ জলের ও বরুণকে জলের কষ্ট হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। ২৯

সরোষিণী নিজের সেই পত্নীকে প্রাপ্ত হইয়া মহাতেজস্বী বরুণ উত্থ্য বরুণকে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ৩০

'জলেশ্বর! তুমি ক্রীড়া করিতে থাকিলেও আমি তোমার সেই নিজের এই পত্নীকে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই কথা বলিয়া তিনি ভক্ষয়কে গ্রহণ করত নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ৩১

রাজন্! এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উত্থ্য এইরূপ প্রভাবশালী ছিলেন। আমি এই কথা তোমাকে বলিলাম। যদি উত্থ্য হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও ভক্ষিয় থাকে, তবে তাহা তুমি বল ৩২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ভীষ্মযুধিষ্ঠির সংবাদবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মর্ষিগণসমক্ষে বসিষ্ঠের প্রভাববর্ণন]

ভীষ্ম উবাচ

ইত্যুক্তঃ স নৃপস্তত্রেমমূচুর্বাহুমতোঽব্রবীৎ
শৃণু ব্রাহ্মণসঙ্ঘস্য মাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণস্য চ। ১
অসুরৈর্বিজিতা দেবা নিরুৎসাহাস্তদা কৃতাঃ
যজ্ঞাস্তৈস্তথা স্রুতাঃ সর্বে পিতৃপাত্র স্বধাস্তথা। ২
কর্মেজ্যা মানবানাঞ্চ দানযৌতৈরযজ্ঞিয়ৈঃ
ভ্রষ্টৈর্বর্ণাস্ততো দেবাশ্চক্রুঃ পৃথীমিতি শ্রুতিঃ। ৩
ততঃ কদাচিৎ তে রাজন্ দীপ্তমাদিত্যবর্চসম্
সদৃশুস্তেজসা যুক্তমগস্ত্যং বিপুলব্রতম্। ৪
অভিগম্য তু তং দেবাঃ পৃষ্টা কুশলমেব চ।
ইদমূচুর্মহাত্মানং বাক্যং কালে জনাধিপ। ৫
দানবৈর্বৃদ্ধি ভগ্না স্ম তৈর্বধার্থাচ্চ ত্রংসিতাঃ
তদস্মাকো ভয়ং তীব্রং ত্রাহি তং মুনিপুঙ্গব। ৬

ইত্যুক্তঃ স তদা দেবৈরগস্ত্যঃ কুপিতোঽভবৎ।
প্রজজ্বাল চ তেজস্বী কালাগ্নিরিব সাক্ষয়ে। ৭
তেন দীপ্তাগ্নিতেজসা নির্দগ্ধা দানবাস্তদা
অন্তরিক্ষাদ্ধরাস্থাস্তে নিপেতুস্তে সবন্ধবাঃ। ৮
দগ্ধযানাস্তু তে দৈত্যাস্তস্যাগস্ত্যস্য তেজসা।
ঊর্ধ্বো লোকো পরিত্যক্তা গতাঃ কাষ্ঠং তু দক্ষিণম্। ৯
বলিস্তু যত্তে যজ্ঞমখমেধঃ মহাঁ গতঃ।
যেনতেজস্বতা মহীয়াংস্তেন বদ্ধা মহাসুরাঃ। ১০
ততো লোকাঃ পুনঃ প্রাপ্তাঃ সুরৈঃ শান্তভয়ৈরপ
অথৈনমব্রুবন্ দেবা কৃশিস্থানসুরান্ জহি। ১১
ইত্যুক্তঃ প্রাহ দেবান্ স ন শক্তোঽস্মি মহীগতান্
দগ্ধুং তপো হি ক্ষীণে মে ন শক্ত্যামীতি পার্থিব। ১২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! বাসুদেব এই কথা বলিলে পর রাজা কার্তবীর্যার্জুন কিছু বলিলেন না, নীরব রহিলেন। তখন বাসুদেব পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! এখন ব্রাহ্মণ অগস্ত্যের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ১

দৈবতগণ। পূর্বকালে অসুরেরা দেবগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের উপর এই কথা বিস্তার করিল। দানবগণ দেবতাদিগের যজ্ঞ, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ এবং যজ্ঞযাগের কথাপর্যন্ত লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তখন নিরুপায় হইয়া দেবগণ পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইহাই শুনা যায়। ২-৩

রাজন্! তদনন্তর একদিন দেবগণ সূর্যতুল্য প্রভাবশালী তেজস্বী, দীপ্তিমালী ও মহান্ ব্রতধারী অগস্ত্যকে দর্শন করিলেন। ৪

জনাথ! তাঁহাকে প্রণাম করত দেবতাগণ তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যথাসময়ে সেই মহাত্মাকে এই কথা বলিলেন। ৫

মুনিবর! দানবেরা আমাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আমাদের ঐশ্বর্য কাড়িয়া লইয়াছে। এই তীব্র ভয় হইতে আপনি আমাদের রক্ষা করুন। ৬

তেজস্বী অগস্ত্য এই কথা বলিলে পর তেজস্বী মুনি কুপিত হইলেন এবং প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ৭

মহারাজ! তাঁহার প্রজ্বলিত তিনেত্রসদৃশের তাপে সেই সময় সমস্ত স্থলভাগের রস হইয়া আকাশ হইতে পতিত হইল। ৮

অগস্ত্যের তেজে রস হইতে হইতে দৈত্যগণ উত্তরলোক পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিক্ অভিমুখে চলিয়া যাইল। ৯

সেই সময় রাজা বলি পৃথিবীতে আসিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিল। অগস্ত্য যে সব দৈত্য তাহার সহিত পৃথিবীতে ছিল এবং অন্য যাহারা পাতালে ছিল, সেই সব অবশিষ্টগণ-ই তৎকালে রস হয় নাই। ১০

নৃপ! তদনন্তর দেবতাগণের ভয় শান্ত হইয়া যাইলে পর তাঁহারা পুনরায় নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। তারপর দেবগণ অগস্ত্যকে বলিলেন—এখন আপনি পৃথিবীতে স্থিত অসুরদিগকেও বিনাশ করুন। ১১

কৃপাল! দেবতাগণ এই কথা বলিলে অগস্ত্য তাঁহাদিগকে বলিলেন—এখন আমি কৃশতনুবাসী অসুরগণকে বিনাশ করিতে পারিব না; কারণ, তাহা হইলে আমার তপস্যা ক্ষীণ হইয়া যাইবে। সেইজন্য এই কার্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ১২

এবং দৃষ্ট্বা তদা তত্র দানবাঃ ক্ষেত্র তেজসা।
অগচ্ছন্ত তদা রাজংস্তপসা ভাবিতাত্মনা ॥ ১৩
ঈদৃশশ্চাপ্যয়ং ব্রহ্মন্ হি কশ্চিত্তে মহানয়ম্
ব্রবীষ্যহং ব্রুহি যা তপস্তাপ্যং ক্ষত্রিয়ঃ করম্ ॥১৪

ভীষ্ম উবাচ

ইত্যুক্তঃ স তদা তূষ্ণীমভূদ্ বাষ্পাকুলেক্ষণঃ।
শৃণু রাজন্ বসিষ্ঠস্য মুখ্যঃ কর্ম বশস্বিনঃ ॥ ১৫
আদিত্যাঃ সত্রমাসন্ত সরো বৈ মানসং প্রতি।
বসিষ্ঠং মনসা গত্বা জ্ঞাত্বা তং তপসা গৌরবম্ ॥১৬
যজমানাস্তু তান্ দৃষ্ট্বা সর্বান্ দীক্ষানুকর্শিতান্
হস্তত্রৈলম্ভ শৈলাভাঃ বলিনো নাম দানবাঃ ॥ ১৭
অদূরাৎ তু ততস্তেষাং ব্রহ্মন্নতবরঃ সরঃ।
হতাহতা বৈ তত্রৈতে জীবন্ত্যামৃতা দানবাঃ ॥১৮
তে প্রসৃত্য মহাযোধান পর্বতান পরিযান্ ক্রমান্।
বিক্ষোভয়ন্তঃ সলিলমুদ্ধিতং শস্ত্রবেগবম্ ॥ ১৯
অভ্যাগচ্ছন্ত দেবাংস্তে সহসানি দদৈব হি।
স চ তৈর্বাধিতঃ শক্রো বসিষ্ঠং শরণং যযৌ।
ততোঽভয়ং যযৌ তেভ্যো বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ॥ ২১
তদা তান্ দুঃখিতান্ জ্ঞাত্বা আনয়ামাস পর্বতে মুনিঃ।
অমৃতেনাদদৎ সর্বান্ বলিনঃ যেন তেজসা ॥ ২২
কৈলাসং প্রস্থিতা যৈব নদী গঙ্গা মহাতপাঃ।
আনয়ৎ তৎসরো দিব্যং তদা তিষ্ঠৎ তৎসরঃ ॥ ২৩
সরো ভিত্ত্বা তদা নদ্যা সমুদ্রং সা ততোঽভবৎ
হতাস্তে বলিনো যত্র স দেশঃ বলিনোঽভবৎ ॥ ২৪
এবং সেন্দ্রা বসিষ্ঠেন রক্ষিতাদ্রিবিরোচসঃ।
ব্রহ্মন্নতবরাত্তৈব হতা দৈত্যা মহাত্মনা ॥ ২৫

রাজন্! এইরূপে তত্র অবস্থানকারিণী ভগবান্ অগস্ত্য নিজের তপ ও তেজের দ্বারা দানবগণকে ভস্ম করিয়াছিলেন ॥১৩

নিশাপ নরেশ! অগস্ত্য এরূপ প্রভাবশালী ছিলেন বলিয়া কশ্চিত আছে, যিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই কথা আমি তোমাকে বলিলাম, তুমি অগস্ত্যমুনি হইতে শ্রেষ্ঠ তোমার কল্পিয়কে যদি জান, তবে তাহা বল ॥ ১৪

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তিনি এই কথা বলিলেও কার্তবীর্যার্জুন নীরব রহিলেন। তখন বায়ুদেব রহিতে লাগিলেন

বায়ুদেব। এখন যখনী ব্রাহ্মণ বসিষ্ঠমুনির শ্রেষ্ঠ কর্ম জান কর ॥ ১৫

এক সময় দেবগণ বসিষ্ঠ মুনির গৌরব জানিয়া মনে মনেই তাঁহার শরণ গ্রহণ করত মানসসরোবরের তীরে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥ ১৬

সমস্ত দেবগণ যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করত উপবাসে কৃশকায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে যজ্ঞ করিতে দেখিয়া পর্বতচূড়া লেখাকারী 'বলী' নামক দানবগণ তাঁহাদের সকলকে বধ করিবার ইচ্ছা করিল (হতাহত উক্ত শব্দের মধ্যে মৃত থাকায় মৃত হইল) ॥ ১৭

তাঁহাদের পার্শ্বেই মানসসরোবর ছিল, যাহার জল মৃতা দৈত্যগণের এই বর লাভ হইয়াছিল যে, এই সরোবরে অবগাহন করিলেই (মৃত দিয়া স্নান করিলেই) তোমাদের নূতন জীবন প্রাপ্তি হইবে অতএব সেই সময় যে সব দানব হতাহত হইত, তাহাদিগকে অস্ত্র দানবেরা তুলিয়া লইয়া সেই সরোবরে নিক্ষেপ করিয়া দিত এবং তাহারা সেই জলে নিমজ্জিত হইলেই পুনরায় জীবন লাভ করত উঠিতে লাগিল ॥ ১৮

পুনরায় সরোবরের জলকে পান করিয়া উক্ত দানবগণ উত্তোলিত করিয়া বিক্ষোভিত করিতে করিতে তাহা মহাস্ত্রের সহিত, পর্বত ও বৃক্ষ লইয়া সেই সব মৃত দানব জীবন প্রাপ্ত হইয়া যে সকলকে আক্রমণ করিতে লাগিল সেই দানবগণের সংখ্যা বল রাজার ছিল। যখন তাহারা দেবগণকে পীড়িত করিতে লাগিল, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ পলায়ন করত ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ১৯-২০

ইন্দ্রও সেই দৈত্যগণের দ্বারা ব্যথিত হইয়া বসিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন। তখন অত্যন্ত বয়স্ক সেই ভগবান্ বসিষ্ঠ মুনি দেবতাদিগকে দুঃখিত জানিয়া তাঁহাদের অভয়দান করিলেন এবং বিনা প্রযত্নেই নিজের তেজে সেই সমস্ত বলী নামক দানবগণকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১-২২

কেবল ইহাই নহে, সেই মহাতপস্বী মুনি কৈলাসের দিকে প্রবাহিতা গঙ্গানদীকে সেই দিয়া সরোবরে লইয়া আসিলেন। গঙ্গাদেবী সেখানে আসিয়াই সেই সরোবরের তীর ভাঙ্গিয়া দিলেন। গঙ্গার দ্বারা সরোবরের তীর ভাঙ্গিয়া যাইলে পর যে স্রোত প্রবাহিত হইল, তাহাই সমস্ত নদী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যে স্থানে বলী নামক দানবের নিহত হইয়াছিল, সেই দেশ বলির নামে বিখ্যাত হয় ॥ ২৩-২৪

এইভাবে মহাত্মা বসিষ্ঠ ইন্দ্রসহ দেবগণকে রক্ষা করেন এবং ব্রহ্ম দ্বারা দৈত্যদিগকে বধ দিয়াছিলেন, সেই দৈত্যগণকেও সংহার করেন ॥ ২৫

এবং কথ্য বসিষ্ঠস্য ঋষিত্বং হি মহাত্মনঃ।
ব্রহ্মবীয়াদ্ ক্ষত্রিয়া যা তু বসিষ্ঠাৎ ক্ষত্রিয়াং বরম্। ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্ম বশিষ্ঠদিলীপসংবাদে
পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

নিশ্চয় নয়েন। আমি যখন বসিষ্ঠের এই কথা বর্ণনা করিলাম আমি বসিষ্ঠেছি, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ যদি বসিষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও কথা থাকে, তবে বল। ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে দেবতা ও রাজর্ষিসংবাদবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অত্রেস্তপোবনমুনেস্তপ প্রভাববর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ

ইত্যুক্তস্তু মুনিভূতকীর্তয়ন্ বাহুমুত্তমম্।
শৃণু মে হৈহয়শ্রেষ্ঠ কথামত্রেস্তপোধনঃ। ১
যোগে তমসি বুধ্যন্তে সহিতা দেব-দানবাঃ।
অবিষহ্যে নরেন্দ্রত্র ঋতবঃ সোম-ভাস্করৌ॥ ২
অথ তে তমসা গ্রস্তা নিরুদ্যোগে স দানবৈঃ
দেবা নৃপতিশার্দূল সহৈব বসিভিস্তদা। ৩
অনুরৈরিষুভির্বিদ্ধো চন্দ্রাদিত্যাবিমাবুভৌ। ৪
বয়ং বধ্যামহে চাপি শত্রুভিস্তমসাবৃতে
নাধিগচ্ছাম শান্তিং ভতাং ত্রাহেত্য নঃ প্রভো। ৬

অত্রিরুবাচ

কথং রক্ষাংসি তমসা তেজোবন্ত্যপ্রমা ত্বথ
ত্বিষিমন্তৌ সহিতৌ দৃশ্যেতাং চ নো ত্বয়। ৭
এবমুক্তস্তদাত্রিণা তমোনুদতনুজঃ।
অপশ্যৎ সৌম্যয়াত্মানং সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ। ৮
দৃষ্ট্বা নাস্তিপ্রকং সোমং তথা সূর্যঞ্চ পার্থিব।
প্রকাশকরোদিত্রিস্তপসা যেন সংযুগে। ৯

তপোবল-সম্পন্ন অত্রিমুনির সহিত দেবগণ ও দানবগণ যখন যুদ্ধ করিতেছিলেন সেখানে তাঁহারা সেই ঘোরতম ত্রিলোকস্থ মুনিকে বর্ণন করিলেন এবং এই কথা বলিলেন—প্রভো! অসুরেরা নিজেদের বাণসমূহের দ্বারা চন্দ্র ও সূর্যকে আবৃত করিয়া দিয়াছে এবং চতুর্দিক অন্ধকারে আবৃত হইয়া যাওয়ায় আমরাও শত্রুদের হাতে আহত হইতেছি। আমরা সেইজন্য শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। আপনি কৃপা করিয়া আমাদের রক্ষা করুন। ৪-৬

অত্রি বলিলেন—আমি কিভাবে আপনাদের রক্ষা করিব? দেবগণ বলিলেন—আপনি অন্ধকারনাশী চন্দ্র ও সূর্যের রূপ ধারণ করুন এবং আমাদের শত্রু এই রক্ষা-দানবদিগকে বিনাশ করুন। ৭

তখন দেবগণ এই কথা বলিলে পর অত্রিমুনি অন্ধকারনাশী চন্দ্রের রূপ ধারণ করিলেন ও চন্দ্রের ন্যায় দেখিতে সকলেরই প্রিয় হইলেন। তিনি শান্তভাবে দেবতাগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই সময় চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় মনে দেখিয়া অত্রি মুনি নিজের তপস্যার দ্বারা সেই যুদ্ধভূমিকে প্রকাশিত করিলেন

তমব্রু বিভিন্নিঃ চাপি প্রণীতুমকতোৎ তদা ॥১০
ব্যাজহ্রুক্তস্তমান্ত দেবাস্তা যেন যেজসা।
অশ্বিনা যজ্ঞমানাংস্তান্ দৃষ্ট্বা দেবা মহাসুরান্ ॥ ১১
পরাক্রমৈস্তেঽপি তদা বাহুভিস্তিসুরক্ষিতাঃ।
উদ্যাসিতস্ত সবিতা দেবাস্যাত্তা হতাসুরাঃ ॥ ১২
অশ্বিনা যথ সামর্থ্যং কৃতমুত্তমবেজসা
দ্বিজেনাগ্নিবিধিনেন তপসা চরিতাসসা ॥ ১৩
ফলভক্ষেণ রাজর্ষে পত্ন্যা কক্ষীবতা কৃতম্
তস্যাপি দ্বিজত্বেগোক্তং কক্ষীবতে সুমহাত্মনঃ ॥
প্রবীয়ান্ বা ক্ষতি বা ত্বমিত্রঃ ক্ষত্রিয় যজম ॥ ১৪
ইত্যুক্তবন্তুমভ্যেত্য বাহুভ্যাত্তোঽববীৎ
শৃণু রাজন্ মহৎকর্ম চ্যবনস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৫
অশ্বিনোঃ প্রতিসংক্রান্তা চ্যবনঃ পাক ণানম
প্রোবাচ সহিতো দেবৈঃ সোমপাবশ্বিনৌ কুরু ॥ ১৬

এবং সম্পূর্ণ জগৎকে অন্ধকারাবৃত ও আলোকিত করিয়া দিলেন ॥ ৮-১০

তিনি নিজের তেজোবলে যাহা দেখা যজ্ঞ মানবগণকে পরাজিত করিলেন অগ্নির তেজে সেই যজ্ঞমানগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া অগ্নির দ্বারা সুরক্ষিত দেবতাগণও সেই সময় পরাক্রম করত সেই দৈত্য-সকলকে বধ করিলেন। অগ্নিমুনি সূর্যকে তেজস্বী করিলেন, দেবগণকে ইন্দ্রিয় করিলেন এবং অসুরদিগকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ১১-১২

অগ্নিমুনি প্রাণায়ী যজ্ঞ জলহারী, বৃক্ষভক্ষণকারী, ফলাহারী, অগ্নিহোত্রী ও উত্তম তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যে সামর্থ্য দেখাইলেন, যেরূপ মহৎ কর্ম করিলেন, সেই সবের বিষয় বৃদ্ধি-পূর্বক কহ। আমি সেই উত্তম মহাত্মা অগ্নিমুনির কর্ম সমিস্তরে বর্ণনা করিলাম। আমি বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। তুমি বল—অগ্নি হইতে শ্রেষ্ঠ কোন্ ক্ষত্রিয় আছে ? ১৩-১৪

তিনি এই কথা বলিলে পরে অর্জুন নীরব হইলেন। তখন বাসুদেব পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—রাজন্! এখন মহাত্মা চ্যবনের মাহাত্ম্যবর্ণনা শ্রবণ কর ॥ ১৫

পূর্বকালে চ্যবনমুনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপান করাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন,—দেবরাজ! আপনি দুই

ইন্দ্র উবাচ

অস্মাভির্নিমন্ত্রিতাবেতৌ তস্মাদেতৌ সোমপৌ ভবম্
দেবৈর্ন সম্মিতাবেতৌ তস্মাদেতৌ ন যজ্ঞে ॥১৭
অথিত্যাং সহ নেষ্যামঃ সোমঃ পাতুং মহাব্রত
যদন্যদ্ বক্ষ্যসে বিপ্র তৎ করিষ্যামি তে বচঃ ॥১৮

চ্যবন উবাচ

নিবেত্তাবশ্বিনৌ সোমং তবাস্তু সহিতাবিনৌ
উভাবেতাবপি সুতৌ সূর্যস্যাপ্যশ্বিনৌ সুরেশ্বর ॥১৯
ক্রিয়তাং মদ্বচো দেবা যথা বৈ সমুদাহৃতম্
শ্রুত্বা বঃ কুর্মতাং শ্রেষ্ঠো ভবেদ্যৈরুদকর্মতাম্ ॥ ২০

ইন্দ্র উবাচ

অশ্বিভ্যাং সহ সোমং বৈ ন পাস্যামি দ্বিজোত্তম
নিবর্ত্তয়ে যথাকামং ন্যাসঃ পাতুমিতোঽস্মহে ॥ ২১

অশ্বিনীকুমারকে দেবসমের সহিত সোমপানে সম্মিলিত করুন ॥ ১৬

ইন্দ্র বলিলেন,—দ্বিজবর! অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমাদের দ্বারা নিমন্ত্রিত। সুতরাং ইঁহারা সোমপানের অধিকারী কিরূপে হইতে পারে ? ইঁহারা উত্তরে দেবতাদিগের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত নহেন অতএব তাঁহাদের জন্য আমাদের সম্মুখে এরূপ কথা বলিবেন না ॥ ১৭

মহাব্রতধারী দ্বিজবর! আমরা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমপান করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব ইহা ব্যতীত আপনি অন্য যাহা কিছু করিবার জন্য আমাকে আজ্ঞা দিবেন, আমি তাহা অবশ্যই সম্পূর্ণ করিব ॥ ১৮

চ্যবন বলিলেন,—দেবরাজ! অশ্বিনীকুমারদ্বয় সূর্যের পুত্র বলিয়া দেবতা অতএব ইঁহারাও আপনাদের সকলের সহিত নিশ্চয়ই সোমপান করিতে পারিবেন ॥ ১৯

দেবগণ! আমি যেরূপ কথা বলিলাম, তাহা আপনারা পালন করুন। এরূপ কার্য করিলে আপনাদের কল্যাণই হইবে। অন্যথা ইহার পরিণাম শুভ হইবে না ॥ ২০

ইন্দ্র বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই আমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমপান করিব না। অন্য দেবতাগণের যদি ইচ্ছা হয়, তবে ইহাদের সহিত তাঁহারা সোমপান করুন। আমি এই সোমপান করিতে পারিব না ॥ ২১

চ্যবন উবাচ৬

ন চেৎ কথিষ্যসি বচো মহোক্ষ: বলসূদন
ময়া প্রমথিত: সদ্য: সোমঃ পাস্যতি বৈ মখে ।২২

বায়ুরুবাচ৬

ততঃ কর্ম্ম সমারব্ধং বিত্তায় সহসাশ্বিনো:
চ্যবনেন ততো মন্ত্রৈরভিভূতা: সুরাস্তদা ।২৩

ততস্তু কর্ম্ম সমারব্ধং দৃষ্ট্বেন্দ্র: ক্রোধমূচ্ছিত: ।
উদ্যম্য বিপুলং শৈল- চ্যবনং সমুপাদ্রবৎ ।২৪

তথা বজ্রেণ ভগবানথাকুললোচন:
তমাপতন্তং দৃষ্ট্বৈব চ্যবনস্তপসাধিক: ।২৫

অস্থি: সিক্তৃংস্তদা তং সবজ্রং সদশর্ষভম্
অথেন্দ্রস্য মহাবাহো: সোহস্তম্ভয়দরিন্দমম্ হি ।২৬

মদং নামাসৃজন্নারী ব্যাদিতাস্যং মহামুনি: ।
তস্যা বস্ত্রসমুদ্রে তু বহবঃ শতযোজনম্ ।২৭

বিযোজনশতান্তস্য দংষ্ট্রা: পঞ্চশতাস্তথা: ।
হনুস্তস্যাভবদ্ ভূমাবাস্যং চাস্যাস্পৃশদ্ দিবম্ ।২৮

জিহ্বামূলে স্থিতাস্তস্য সর্ব্বে দেবা: সবাসবা: ।
তিমেরাস্যমনুপ্রাপ্তা যথা মৎস্যা মহার্ণবে ।২৯

তে সম্ভ্রান্তা ততো দেবা মদস্যাসমীপগা: ।
অব্রুবন্ সহিতা: সর্ব্বে শ্রুত্বাস্যৈ বিত্তমুত্তমম্ ।৩০

অশ্বিভ্যাং সহ সোমক পিবাম বিগতজ্বরা: ।
ততঃ স প্রণত: শক্রমব্রবীচ্চ্যবনস্তদা ।৩১

চ্যবন: কৃতবানেতদশ্বিনৌ সোমপায়িনৌ ।
ততঃ প্রভাবয়ন্ কর্ম্ম মদক ব্যক্তমুচ্যতি ।৩২

অক্ষেষু মৃগয়াশ্চাপি পানে স্ত্রীষু চ যৌবনম্ ।৩৩
এতৈর্দোষৈর্বৃতা রাজন্ করা যান্তি ন সংশয়:
তস্মাদেতান্ নরো নিত্যং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ।৩৪

চ্যবন বলিলেন,—বলাসুরনাশী দেবরাজ! যদি তুমি সহজভাবে আমার এই কথা পালন না কর, তবে বজ্রে আমার দ্বারা তোমার এই অক্ষিদ্বয় চূর্ণ হইয়া যাইবে, তারপর তৎকালেই তুমি সোমরস পান করিবে ।২২

বায়ুদেব বলিলেন,—তখন চ্যবন মুনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের হিতের জন্য সহসা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার যজ্ঞস্থলে সমস্ত দেবতাগণ প্রভাবিত হইয়া যাইলেন ।২৩

সেই যজ্ঞ কর্ম্ম আরম্ভ হইতে দেখিয়া ইন্দ্র ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ক্রমে এক বিশাল পর্ব্বত লইয়া তিনি চ্যবন মুনির দিকে ধাবিত হইলেন ।২৪

সেই সময় তাঁহার নেত্র অত্যন্ত ক্রোধে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর ইন্দ্র বজ্রের দ্বারাও মুনির উপর আক্রমণ করিলেন। তাঁহাকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া তপস্বী চ্যবন অনেক সেনের দ্বারা বজ্র ও পর্ব্বতসহ ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন ।২৫;

ইহার পর সেই মহামুনি অগ্নিতে আহুতি দিয়া ইন্দ্রের জন্য এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শত্রু উৎপন্ন করিলেন। তাহার নাম মদ। সে মুখ বিস্তার করিয়া আসিতে লাগিল। তাহার মুখের বিস্তার (নীচের ঠোঁট) ভূমিতে লম্বের ন্যায় এবং উচ্চতায় (উপরের ঠোঁট) আকাশকে স্পর্শ করিয়া ছিল। তাহার মুখের মধ্যে এক হাজার দন্ত ছিল। এই সব দন্ত শতযোজন উচ্চ ছিল। তাহার সব দন্তই দুই শত যোজন করিয়া লম্বা ছিল। সেই সময় ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতাগণ তাঁহার জিহ্বার মূলে শ্রেষ্ঠভাবে আসিয়া পরিস্থাপিলেন, যেরূপ মহাসাগরে বৃহদাকার মৎস্য তিমি নামক মহামৎস্যের মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় ।২৬-২৯

তারপর মদের মুখের সমীপে স্থিত দেবতাগণ পরস্পর পরামর্শ করত ইন্দ্রকে বলিলেন দেবরাজ! আপনি বিশ্বাস চ্যবনকে প্রণাম করুন (ইহার সহিত বিরোধ করা ভাল হইবে না)। আমরা সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সোমপান করিব ।৩০-৩১

এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র মহামুনি চ্যবনের চরণে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইলেন। তারপর চ্যবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরসপানের অধিকারী করিয়া দিলেন এবং নিজের যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। ইহার পর শক্তিশালী চ্যবনমুনি পাপাচারিতা, মৃগয়া, মদ্যপান ও স্ত্রীগণের মধ্যে মদকে বিভাগ করিয়া দিলেন ।৩২-৩৩

রাজন্! এই সব দোষের দ্বারা মূঢ় মনুষ্যগণ অবশ্যই নাশপ্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। অতএব এই সকলকে সর্ব্বদা দূর হইতে পরিত্যাগ করা উচিত ।৩৪

এতৎ যে চাবনস্যাপি কর্ম রাজন্ প্রকীর্তিতম
ত্রয়ীময়াহ ক্রহি বা ত্বং ক্ষত্রিয়ঃ ব্রাহ্মণাদ্ বরম্ । ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পবনার্জুনসংবাদে
ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

তৃপি বল কোন্ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ ? ৩৫

যে রাজন্ ! এই আমি তোমায় নিকট চ্যবন মুনির বহুবিধ কর্মও বর্ণনা করিলাম। আমি বলিতেছি—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অথবা

শ্রীমহর্ষি দেবস্থানপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বায়ুদেব ও কার্তবীর্যার্জুনের সংবাদবিষয়ক ষট্পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[কপনামকদানবৈঃ স্বর্গলোকে অধিকৃতে সতি ব্রাহ্মণগণকর্তৃকং কপানাং ভস্মীকরণম্, বায়ুদেবকার্তবীর্যার্জুনয়োঃ সংবাদস্যোপসংহারশ্চ]

ভীষ্ম উবাচ

তূষ্ণীমাসীদ্ভৃগুশ্রেষ্ঠ পবনস্তদনন্তরম্ ।
পুনঃ মে ব্রাহ্মণেষেব মুখ্যং কর্ম ব্যাখ্যাহি । ১
মদমত্যাসদন্ প্রাপ্তা যদা সেন্দ্রা দিবৌকসঃ ।
তদৈব চ্যবনেনেহ স্তুতা তেষাং বসুন্ধরা । ২
উতো লোকো হৃতো যদা তে দেবা দুঃখমাহুরম্ ।
শোকার্তাংস্তু মহাত্মানো ব্রহ্মাণঃ শরণং যযুঃ । ৩

দেবা ঊচুঃ

মহাসারাভিরক্ষোভ্যাঃ সাগরাঃ লোকপূজিত
চ্যবনেন হৃতা ভূমিঃ কপৈস্তৈব দিবং প্রভূঃ । ৪

ব্রহ্মোবাচ

গচ্ছন্তু শরণং বিপ্রানাশু সেন্দ্রা দিবৌকসঃ
প্রসাদ্য তানুতো লোকান্যথা ন্যায্য যথা পুরা ।৫
তে যদি শরণং বিপ্রানুচ্যন্তে তান্ ভবাদৃতে
ইত্যুক্তাস্তে ততো বিপ্রান্ প্রাঞ্জলয়ঃ সহেন্দ্রকাঃ । ৬
ভূতান্যপি হি বিদ্বেষ্টারো বরমিচ্ছন্তি দ্বিজাঃ
ততঃ কর্ম সমারব্ধং ব্রাহ্মণৈঃ কপনাশনম্ । ৭
তচ্ছ্রুত্বা প্রেষিতো দূতো ব্রাহ্মণেভ্যো বনী কপৈঃ
স চ তান্ ব্রাহ্মণান্ বনী কপবচ্চো যথা । ৮

পবন বলিলেন,—লোকপূজিত ব্রহ্মণ ! যে সময় আমার মনের মধ্যে পতিত হইয়াছিলাম সেই সময় চ্যবনমুনি আমাদের ভূমি অপহরণ করেন এবং কপনামক দানবগণ স্বর্গলোক অধিকার করিয়া লইয়াছে । ৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—ইন্দ্রসহ দেবগণ ! তোমরা শীঘ্রই ব্রাহ্মণগণের শরণ গ্রহণ কর। তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিলে পর তোমরা পূর্বের ন্যায় পুনরায় উত্তম লোক প্রাপ্ত হইবে ।৫

তখন দেবতারা ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—আমরা কাহাদিগকে বর দিব ? তাঁহারা এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পর দেবতারা ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন—আপনারা কপনামক দানবদলকে পরাজিত করুন । ৬

তখন ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—আমরা সেই সব দানবদিগকে বৃত্তান্ত জানিয়া পরাজিত করিব। তদনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ কপবিনাশক কর্ম আরম্ভ করিলেন । ৭

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কপ-দানবেরা ব্রাহ্মণগণের নিকট

ভবন্তি: নদ্যঃ সর্বে কন্যাঃ কিমিব বর্তন্তে।
সর্বে বেদবিদঃ প্রাজ্ঞাঃ সর্বে চ ক্রতুযাজিনঃ ॥ ৯
সর্বে সত্যব্রতাশ্চৈব সর্বে তুল্যা মহর্ষিভিঃ
স্ত্রীশ্চৈব রমন্তে তেষু তারয়ন্তি স্ত্রিয়শ্চ তে ॥১০
মৃষাবাদান্ন মুঞ্চন্তি মৃষাবাসং ন ভুঞ্জতে।
দীয়তাম্বিতি জুহ্বতে চ ওতয়ো বচনে স্থিতাঃ ॥ ১১
সর্বে চ নিয়তাত্মানো বালানাং সাধিতাগিনঃ।
ঊষেত্য নমর্ষৈর্যান্তি ন সেবন্তি রজস্বলাম্।
ঋতৌ চ চৈব গচ্ছন্তি ঋষেব শুক্লকর্মিণঃ ॥ ১২
অকৃতব্রতেষু নাস্থন্তি গতিশীলকাদিষু
পূর্বাহ্নেষু ন দিবাস্তি দিবা চৈব ন শেরতে ॥ ১৩
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভির্গুণৈর্যুক্তান্ কথং কথান্
বিক্রেষ্যা ব নিরওক্ষ: নিবৃত্তানাং সুখা হি যঃ ॥১৪

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ

কলাবয়ং বিক্রেষ্যামো যে দেবাস্তে বয়ং স্মৃতাঃ।
তস্মাদ্ বয়াঃ কপাংশ্চাক: বনিন্ বাধি যথাগতম্ ॥১৫
বনী সখা কপানাহ ন বো বিপ্রাঃ প্রিয়ন্তরাঃ
পুরীষাদানাতো বিপ্রান্ কপাঃ সর্বে সমাত্রযন্ ॥ ১৬
সমুদ্রগ্রজজান্ বৃদ্ধা কপান্ সর্বে বিভাত্তয়ঃ।
ব্যসজন্ অগ্নিত'ন্নাত্রীন্ কপাস্যাং প্রাণনাশনান্ ॥ ১৭
ব্রহ্মদ্বিট্ হবাভূত: কপান্ হত্বা সনাতনাঃ।
নভসীব যথাভ্রাণি বায়ভস্ত নরাধিপ ॥ ১৮
হত্বা বৈ দানবান্ দেবাঃ সর্বে সম্ভূয় সংযুগে
তেনাত্মজান্ হি তত্রা ব্রাহ্মণৈনিব তান্কপান্ ॥ ১৯
অথাদয়া মহাতেজা নাহুষোঽকথয়দ্ বিজো।
যথা হতা মহাত্মাভিস্তেজসা ব্রাহ্মণৈঃ কপাঃ ॥ ২০

বনী নামক একজন বৃদ্ধকে পাঠাইয়াছিল। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে কপ দানবদলের সংবাদ এইরূপে জানাইল ॥ ৮

ব্রাহ্মণগণ! সমস্ত কপনায়ক দানবেরা আপনাদেরই সন্তান, সুতরাং এখানে তাঁহাদের বিক্রয়ের কথা কেন করা হইতেছে? সমস্ত কপই বেদজ্ঞ ও বিদ্বান্। সকলেই যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সকলেই সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং সকলেই মহর্ষিদিগের তুল্য। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের সুখে প্রসন্নবদনে বিহার করিতেছেন এবং ইঁহারা সেই স্ত্রীকে দান করিয়া রাখিতেছেন ॥ ৯-১০

তাঁহারা পরস্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করেন না, বৃথা মাংস ভোজন করেন না, প্রত্যহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন এবং গুরুজনদিগের আজ্ঞায় অবস্থিত আছেন ॥ ১১

তাঁহারা সকলেই নিয়মের বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মণ হোম করেন। বালকদিগকে তাঁহারাই প্রাণ তুল্য বলিয়াছেন বিদ্যা পূর্বক প্রদান করেন, নিকটে আসিয়া ধীরে ধীরে কথা বলেন, রজস্বলা স্ত্রীর সেবা (উপভোগ) করেন না, সর্বপ্রকার শুক্লকর্মের আচরণ করেন এবং স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ১২

সর্বত্যাগী ও বৃথামাংস ভোজনের পূর্বে তাঁহারা ভোজন করেন না। পূর্বাহ্নে শয়ানে: করেন না এবং দিনের বেলায় শয়ন করেন না ॥ ১৩

এই সমের দ্বারা এবং আরও অন্যান্য সদ্গুণসমূহের দ্বারা সমুদ্ধ কপনায়ক দানবগণকে আপনারা কেন পরাজিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? এই অবাধ্যতার কার্য হইতে আপনারা নিবৃত্ত হউন, কারণ, নিবৃত্ত হইলেই আপনাদের সুখ লাভ হইবে ॥ ১৪

তখন ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—তাঁহারা দেবতা, তাঁহারাই আমরা অর্থাৎ আমাদের পক্ষসমর্থক বলিয়া কথিত হন অতএব দেবতোহী কপেরা আমাদের বধ্য সেইজন্য আমরা কপদিগকে পরাজিত করিব বনিন্! তুমি যেরূপে আসিয়াছ সেইভাবেই গমন কর ॥ ১৫

বনী বাহ্নঃ কপগণকে বলিল ব্রাহ্মণেরা আপনাদের প্রিয় করিতে অভিলাষী নন্ এই কথা শ্রবণ করত নারদীয় অশ্ব লইয়া সমস্ত কপগণই ব্রাহ্মণদিগের উপর আক্রমণ করিল ॥ ১৬

সমস্ত ব্রাহ্মণগণ উপরে অশ্ব উড়াইতে উড়াইতে কপ-দানবগণকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহাদের উপর প্রজ্বলিত ও প্রাণনাশক অগ্নিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

নরনাথ! ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সনাতন অগ্নিদেব সেই কপদিগকে সংহার করিয়া আকাশে মেঘমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৮

সেই সময় সমস্ত দেবতাগণ যুদ্ধে সংগঠিত হইয়া দানবদিগকে সংহার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ইহা জানিতে পারিলেন না যে, ব্রাহ্মণগণই কপিদিগকে বিনাশ করিলেন ॥ ১৯

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রীতাঃ সর্বে দ্বিজৌকসঃ।
প্রশশংসুর্দ্বিজাংশ্চাপি ব্রাহ্মণাংশ্চ বলাধিকঃ ॥ ২১
তেষাং তেজস্তথা বীর্য্যং দেবানাং বধুবে ততঃ।
অথাব্রুবংস্তামমরা জিষ্ণু লোকেষু পূজিতম্ ॥ ২২
ইত্যুক্তবচনং বাসুমর্জুনঃ প্রত্যুবাচ হ।
প্রতিপূজ্য মহাবাহো বং তচ্ছৃণু যুধিষ্ঠির ॥ ২৩

অর্জুন উবাচ।

জীবামাহং ব্রাহ্মণার্থং সর্বথা সত্যতা প্রভো।
ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ প্রণমামি চ নিত্যশঃ ॥ ২৪
দত্তাত্রেয়প্রসাদাচ্চ মহা প্রাপ্তমিদং বলম্।
লোকে চ পরমা কীর্তির্ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ রিক্তিতা মহান্ ॥ ২৫
অতো ব্রাহ্মণকর্মাণি ময়া সাধুতে ততঃ।
ময়া প্রোক্তানি কার্ত্তবীর্য্যেন শ্রুতানি প্রবদেন চ ॥ ২৬

বাসুদেব উবাচ

ব্রাহ্মণান্ ক্ষাত্রধর্মেণ পালয়ন্তেজিয়ানি চ।
ভুক্তভোগে ততঃ ঘোরং বং তু কালাদ্ ভবিষ্যতি ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি পবনার্জুনসংবাদে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

প্রভো! তদ-তর মহাতেজসী নারদ সেখানে আসিয়া এই কথা বলিলেন যে, কিভাবে মহাত্মাগণ ব্রাহ্মণগণ বিদ্বেষের তেজে ভূত-দানবদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। ২০

নারদের সেই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তাঁহারা দ্বিজ ও বলশালী ব্রাহ্মণদিগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। ২১

তদনন্তর দেবগণের তেজ ও পরাক্রমের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহারা তিন লোকে সম্মানিত হইয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ২২

মহাবাহু যুধিষ্ঠির! যখন বায়ু এইভাবে ব্রাহ্মণদের মহত্ব বলিলেন, তখন কার্ত্তবীর্য্যার্জুন তাঁহার বাক্য সমাপ্ত করিয়া যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ২৩

কার্ত্তবীর্য্যার্জুন বলিলেন,—প্রভো! আমি সর্বপ্রকারে ও সদা ব্রাহ্মণগণের অনুগত জীবন যাপন করিতেছি, আমি ব্রাহ্মণগণের ভক্ত ও প্রতিদিন ব্রাহ্মণদিগকেই প্রণাম করি। ২৪

দিগ্রেয় দত্তাত্রেয়ের কৃপায় আমার এই লোকে মহৎ বল, উত্তম কীর্তি এবং সর্বোৎকৃষ্ট রথ লাভ হইয়াছে। ২৫

বায়ুদেব! অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, আপনি আমার নিকটে ব্রাহ্মণগণের অদ্ভুত কথাসমূহ যথাযথভাবে বর্ণনা করিলেন এবং আমিও সাবধানচিত্তে সেই সব সর্বতোভাবে শ্রবণ করিয়াছি। ২৬

বায়ুদেব বলিলেন, রাজন্! তুমি ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা ও প্রতিপালনে সংযত হও। তুমকালগত ব্রাহ্মণদের নিকট তোমার অসহ্য ভয় লাভ হইবে অনন্ত ইহা অত হইতে দীর্ঘকাল পরে সত্য হইবে। ২৭

ইতিহাসবিদ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বাঙ্গর্গত দানধর্মপর্বে বায়ুদেব ও কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের সংবাদবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভীষ্মকর্তৃক ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমবর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

ব্রাহ্মণানর্চসে রাজন্ সততং সংশিতব্রতান্ ।
কং তু কর্মোদয়ং দৃষ্ট্বা তানর্চসি জনাধিপ ॥ ১
কাং বা ব্রাহ্মণপূজায়াং বৃদ্ধিং দৃষ্ট্বা মহাব্রতঃ ।
তানর্চসি মহাবাহো সর্বমেতদ্ বদস্ব মে ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ ।

এষ তে কেশবঃ সর্বজ্ঞানাতি মহামতিঃ
বৃদ্ধিং ব্রাহ্মণপূজায়াং দৃষ্ট্বাবৃদ্ধির্মহাব্রতঃ ॥ ৩
বলং শ্রোত্রে বাঙ্মনশ্চক্ষুষী চ
জ্ঞানং তথা সবিশুদ্ধা মমাদ্য ।
দেহস্যান্তো নাতিচিরান্তরো মে
ন চাতি দূরং সবিতাস্ত যাতি ॥ ৪

উক্তা বর্ষা যে পুরাণে মহান্তো
রাজন্ বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং নিবোধ ।

তথা শূদ্রাণাং বর্ষমুপাসতে চ
শেষা কৃতাদুপশিক্ষস্ব পার্থ ॥৫
অহং হ্যেষাং বেদ্মি তত্ত্বেন কৃষ্ণ
যোঽয়ং কি যচ্চাসা বলং পুরাণম্ ।
অমেয়াত্মা কেশবঃ কৌরবেন্দ্র
সোঽয়ং বর্ষাণি বক্ষ্যতি সংশয়েষু ॥ ৬

কৃষ্ণঃ পৃথ্বীমন্তরং খং দিবং চ
কৃষ্ণস্য দেহাদ্ মেদিনী সম্ভবতি ।
যদাযোঽয়ং ভীষবলঃ পুরাণঃ
স পর্বতান্ ব্যসৃজদ্ বৈ দিশশ্চ ॥ ৭

অন্যং চাপ্যোষধ্যন্নাদ্যরিক্তং দিবং
দিশশ্চতস্রো বিদিশশ্চতস্রঃ ।
সৃষ্টিস্তথৈবেয়মনুপ্রসূতা
স নির্মমে বিশ্বমিদং পুরাণম্ ॥ ৮

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়

[ভীষ্ম কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্ ! আপনি সদা উত্তম ব্রতপালনকারী ব্রাহ্মণগণের পূজা করেন । অনঘ ! অতএব আমি ইহা জানিতে অভিলাষী হইয়াছি যে, আপনি কোন্ লাভ দেখিয়া তাঁহাদের পূজা করিতেছেন ? ১

মহাব্রতধারী মহাবাহো শিতাস্ত্র ! ব্রাহ্মণগণের পূজার দ্বারা ভবিষ্যতে প্রাপ্য কোন্ ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপনি তাঁহাদের আরাধনা করিতেছেন ? এই সব আমাকে বলুন ॥ ২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! এই উত্তম ব্রত পালনকারী মহামতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-পূজার দ্বারা প্রাপ্য লাভ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, অতএব ইনিই তোমাকে এই সব বিষয় বলিবেন ॥ ৩

আজ আমার বল, আমার বর্ণবর্ণ, আমার বাক্য, আমার মন এবং আমার দুই নেত্র ও আমার বিশুদ্ধ জ্ঞান এই সমস্ত একত্রিত হইয়া রহিয়াছে । অতএব মনে হইতেছে, এখন আমার দেহত্যাগ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই । আজ সূর্য্যদেব অধিক বেগে চলিতেছেন না ॥ ৪

পার্থ ! পুরাণে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণের পক্ষে বর্ষ কথিত হইয়াছে এবং সকল বর্ণের মনুষ্যগণ যে যে বর্ষের উপাসনা করেন, সে সমস্তই আমি তোমাকে বলিয়াছি । এখন আর যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, সেই সব বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিও ॥ ৫

এই শ্রীকৃষ্ণের যে বর্ষণ এবং যাহা ইঁহার পুরাণ বল, তাহা আমি যথাযথভাবে জানি । কৌরবরাজ ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপ্রমেয় । অতএব তোমার মনে সন্দেহ হইলে পর ইনি তোমাকে বর্ষের উপদেশ করিবেন ॥ ৬

শ্রীকৃষ্ণই পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন । ইঁহারই দেহ হইতে পৃথিবীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে । ইনিই ভীষণ বলশালী মহাত্মারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং এই পুরাণ পুরুষ পর্ব্বত ও দিক্‌সমূহকে উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ৭

অন্তরিক্ষ, স্বর্গ, চার দিক্ ও চার কোণ—এই সমস্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিম্ন । ইঁহা হইতেই সৃষ্টি পরম্পরা প্রচলিত হইয়াছে এবং ইনিই এই পুরাণ বিশ্বকে নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ৮

অসা নাভ্যাং পুষ্করং সম্প্রসূতং
যত্রোৎপন্নঃ স্বয়মেবামিতৌজাঃ।
তেনাচ্ছিন্না তৎতমঃ পার্থ ঘোরং
যৎ তৎ তিষ্ঠত্যর্ণবং তদ্ভবানম্ ॥ ৯

কৃতে যুগে ধর্ম আসীৎ সমগ্রঃ
ত্রেতাকালে জ্ঞানমুপ্রপন্নঃ
বলং দ্বাসীদ্ দ্বাপরে পার্থ কৃষ্ণঃ
ফলো ত্বধর্মঃ ক্ষিতিমেবাজগাম ॥ ১০

স এষ পূর্বং নিজঘান দৈত্যান্
স পূর্বদেবঃ প্রভুরপ্রমেয়ঃ।
স ভূতানাং ভাবনো ভূতভর্তা
স বিশ্বস্যান্ত জগতশ্চাগ্রিগোপ্তা ॥ ১১

যদা ধর্মো গ্লায়তি ঘর্ষে সুরাণাং
তদা কৃষ্ণো ভাবতে মানুষেষু।
ধর্মে স্থিত্বা স তু বৈ ভাবিতাত্মা
পরাংল্লোকানপরাংশ্চ পাতি ॥ ১২

ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা চাপ্রবাণাং যথায়
কার্যাকার্যে কারণং চৈষ পার্থ।
কৃতং কৃতমিতি ক্রিয়তে চ দেবৈ
র্যাতং সোম্য বিদ্ধি চ শত্রুসেনম্ ॥ ১৩

স বিশ্বকর্মা স হি বিশ্বরূপঃ
স বিশ্বভুক্ বিশ্বসৃগ্ বিশ্ববিচ্চ।
স শূলভৃদ্ভোবিতভূঃ করাল-
স্তং কর্ম তিষ্ঠিবিতং বৈ ভবন্তি ॥ ১৪

তংসম্ভবানামমলাসাক নিত্য-
মুনস্তিষ্ঠন্তে বিবুধানাং শতানি।
তং রাক্ষসাস্ত্র পরিসংবদন্তি
রাজন্সোমঃ স বিভিগিমুক্তেঃ ॥ ১৫

তমন্বরে শাসিতারং ভবন্তি
রথন্তরং সামগাস্ত্র ভবন্তি।
তং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মমন্ত্রৈঃ স্তবন্তি
ঔক্থৈ ঋষিশ্রেষ্ঠাঃ কল্পয়ন্তি ॥ ১৬

মূলানুবাদ। সৃষ্টির আরম্ভে ইঁহার নাভি হইতে কমল উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে অমিততেজস্বী ব্রহ্মা স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। যিনি সেই ঘোর অন্ধতমকে নাশ করিয়াছেন, যিনি সমুদ্রকেও তর্জন করিতে করিতে সর্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন অর্থাৎ যিনি অপার ও অপার ছিলেন। ৯

পার্থ। সত্যযুগে শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ ধর্মরূপে বিরাজমান ছিলেন, ত্রেতাযুগে জ্ঞান বা বিবেকরূপে বিদ্যমান ছিলেন, দ্বাপরযুগে বলরূপে স্থিত ছিলেন এবং কলিযুগে অধর্মরূপে এই পৃথিবীতে আসিবেন অর্থাৎ কলিযুগে অধর্মই বলবান্ হইবে। ১০

ইনিই প্রাচীনকালে দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন এবং দৈত্যসম্রাট্ বলিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনিই ভূতভাবন প্রভু, কৃত ও ভবিষ্যৎ ইঁহারই সৃজন এবং ইনিই এই সম্পূর্ণ জগতের রক্ষাকর্তা। ১১

যখন ধর্মের গ্লানি (হ্রাস) হইতে থাকিবে, তখন এই ভূতভাবন-স্বরূপবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ দেবতা ও মনুষ্যগণের মূলে অবতার গ্রহণ করত বয়ংই ধর্মে স্থিত হইয়া তাহার আচরণ করিতে করিতে ধর্ম স্থাপন এবং পর ও অপর লোকসমূহের রক্ষা করিবেন। ১২

ত্যাগী ব্যক্তিগণ যে ত্যাগ করত অগ্রগণনের যজ্ঞ করিবার জন্য যান তাহার কারণ ইহাঁরা থাকেন। কার্য, অকার্য ও কারণ সব ইঁহারই স্বরূপ। নারায়ণই কৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালে কারণীয় কর্মস্বরূপ। তুমি ইঁহাকে ধাতা, ত্বষ্টা ও ইন্দ্র বলিয়াও জানিও। ৩

শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বকর্মা, বিশ্বরূপ, বিশ্বভোক্তা, বিশ্ববিধাতা ও বিশ্ববিজেতা। ইঁনিই এক হস্তে ত্রিশূল ও অন্য হস্তে রক্তপূর্ণ কপাল ধারণ করত বিকরাল রূপ ধারণ করেন। নিজের নানা-প্রকার কর্মসমূহের দ্বারা বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণেরই সকল ব্রাহ্মণ স্তুতি করেন। ১৪

শত সহস্র, অমরা ও দেবগণ সর্বদা ইঁহার সেবায় উপস্থিত থাকেন। রাক্ষসেরাও ইঁহারই সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া থাকে। একমাত্র ইনিই বনের রক্ষক ও বিভাগজ্ঞানী। ১৫

যজ্ঞে স্তবগানকারী ব্যক্তিগণ ইঁহারই স্তুতি করেন। সাম-গানকারী বিদ্বান্‌গণ রথন্তর সামের দ্বারা ইঁহারই গুণগান করেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্রসমূহের দ্বারা ইঁহারই স্তব করেন এবং মহর্ষিগণ অকুণ্ঠিত যজ্ঞে ইঁহাকেই ঋত্বিক্‌রূপে প্রদান করেন। ১৬

স পৌরাণীং ব্রহ্মগুহ্যং প্রবিষ্টো
মহীসত্রং ভারভাগ্রে দদর্শ
স তৈর্য গত্বাদ্ধবারাত্রকল্পা
বিক্ষোভ্য দৈত্যানুরগাম্ দানবাংশ্চ ॥ ১৭

তং যোগার্থে দীক্ষিতাস্তা ঋষয়ন্তি
স চাশীশো ভারভৈভ্যঃ পশূনাম্।
তস্য ভক্ত্যা বিবিধান্ বেদয়ন্তি
তমেবাজ্যো যাজনং বেদয়ন্তি ॥ ১৮

তস্যাত্তরিক্ষং পৃথিবী দিবঞ্চ
সর্বং বলে তিষ্ঠতি শাশ্বতস্য।
স ভূত্বা বেদঃ সদ্মসু পুরাণাং
যজ্ঞোৎপন্নস্তর্পয়ামাস সিদ্ধান্ ॥ ১৯

স মাতরিশ্বা বিভুরপ্রমাণী
স রশ্মিবান্ সবিতা ভাসিদেবঃ
তেনাসুরা বিজিতাঃ সর্ব এব
তদ্বিক্রান্তৈর্বিজিতানীহ ত্রীণি ॥ ২০

স দেবানাং মানুষাণাং পিতৃণাং
তদেবার্থবদ্বিদধাং বিতানম্
স এব কালঃ বিভজন্নুদেতি
তস্যোত্তরং দক্ষিণং চায়নং বৈ ॥ ২১

তস্যৈবোর্ধ্বং তির্যগধশ্চতস্রঃ
গভস্তয়ো মেদিনীং ভাসয়ন্তঃ
তং ব্রাহ্মণা বেদবিদো জুষন্তি
তস্মাদিজ্যা ভাসুমতস্তা ভান্তি ॥ ২২

স মাসি মাস্যঙ্গিরসূন্ বিবস্বতে
তমন্নয়ে বেদবিদঃ পঠন্তি।
স এষোক্তশ্চক্রমিবং ত্রিনাভি
সপ্তাশ্বযুক্তং বহতে বৈ ত্রিযাম ॥ ২৩

মহাভেজাঃ সর্বগঃ সর্বসিদ্ধঃ
কৃত্তো লোকান্ ধারয়তে যবৈষঃ
হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্
ধৃক্ সদা পার্থ কর্তারমেহি ॥ ২৪

ভারত! ইনিই পুরাকালে ব্রহ্মগুহ্য পুরাতন ওঙ্কার প্রণবে করত এই পৃথিবীকে জলে প্লবন হইতে রক্ষা করিয়াছেন পক্ষীশ্বরূপী এই প্রৌঢ়ক দৈত্য, দানব ও নাগগণকে বিমুগ্ধ করিয়া এই পৃথিবীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ১৭

ব্রহ্মবে ব্রহ্ম করিতে পোষ্টনশরণকে উত্তোলিত করিবার সময় ইঁহারা বেদগণ ইঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন। অতএবনন। এই প্রৌঢ়কই একমাত্র সমস্ত সত্ত্বগণের (জীবগণের) অধিপতি। ইঁহাকেই নানাপ্রকার ভোজন অর্পণ করা হয়। ভূত ইনিই বিভাপ্রদানকারী বলিয়া বিজ্ঞাপিত হন। ১৮

পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গলোক সমস্ত এই সনাতন পুরুষ প্রৌঢ়কের বশীভূত আছে। ইনি ভূতে বেদস্বরূপে (বিভ ও বজ্ঞরূপে) যাঁহা স্থাপিত করিয়াছিলেন; যাহা হইতে মহর্ষি যজ্ঞিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৯

ইনি সর্বত্র বিচরণকারী বায়ু, তীব্রগামী অশ্ব, সর্বব্যাপী, অংশুমালী সূর্য এবং আদি বেদজ্ঞ। ইনিই সমস্ত অসুরগণকে জয় করিয়াছিলেন এবং ইনিই তীন বিক্রমগুণ দ্বারা তিন লোককে ব্যাপ্ত করিয়া জয় করিয়াছিলেন। ২০

এই প্রৌঢ়কই সমস্ত দেবতা, পিতৃপুরুষ ও মনুষ্যগণের আত্মা। ইঁহাকে যজ্ঞবিদ্‌গণের যজ্ঞ বলা হয়। ইনিই তিন ও রাত্রি বিভাগ করিতে করিতে সূর্যরূপে উদিত হন। উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন ইঁহারই দুই পথ। ২১

ইঁহারই উপরে-নিম্নে, এবিধ ওদিকে পৃথিবীকে প্রকাশিতকারী কিরণসমূহ বিস্তৃত আছে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ইঁহারই সেবা করেন এবং ইঁহারই প্রকাশের আশ্রয় লইয়া সূর্যাদেব প্রকাশিত হন। ২২

এই যজ্ঞকর্তা প্রৌঢ়ক প্রত্যেক মাসে যজ্ঞ করেন। প্রত্যেক যজ্ঞে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইঁহারই গুণগান করেন। ইনিই তিন নাভি, (শীত, গ্রীষ্ম, ও বর্ষাঋতু তিনটি ঋতু) তিন যাম (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নকাল রূপ ভেদোযুক্ত) ও সাত অশ্বযুক্ত এই সংবৎসর চক্রকে বহন করেন। ২৩

বীর কৃষ্ণনন্দন! এই মহাতেজস্বী ও সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া বিশ্ব সর্বসিদ্ধ প্রৌঢ়ক এতাদৃশই সম্পূর্ণ গুণগণে বাহন করেন। তুমি এই প্রৌঢ়ককেই অন্তর্যামীরূপে সূর্য এবং সমস্ত কার্য্যসমূহের কর্তা বলিয়া জানিও। ২৪

স একধা কল্পয়তো মহাত্মা
ভূয়ো বিষ্ণুঃ খাণ্ডবে ঘূষকেতুঃ।
স রাক্ষসাপ্লুতগাস্তাবতিতা
সর্বাত্মঃ সর্বমুখো জুহোতি ॥ ১৫

স এষ পার্থায় শ্বেতবর্ণা প্রাযচ্ছৎ
স এষাগাদ্বন সর্বাংস্তকায়
স বজ্রহস্তস্য রথস্থিতস্য-
গ্নিষিক্তিরাস্তস্তুরস্ত্রিনাভিঃ ॥ ১৬

স হিরাবো বাধবাং পক্ষনাভিঃ
স নির্মথে পাং বিষমস্তরিক্ষম্
সোঽহরন্যানি ব্যস্তৎ পর্যস্তান্
সুবীর্যেণোহমিত্রতাপ্লাস্তিতোজাঃ ॥ ১৭

অলব্ধরন্ধ্রং বৈ সরিতো ভিযাসেত্র
শক্রং বজ্রঃ প্রহরন্তং নিরাস
স মহেন্দ্রঃ স্তূয়তে বৈ মহাত্মন্যে
দ্বিপ্রেরেকো ঋক্সশতৈঃ পুরাণৈঃ ॥ ১৮

দুর্বাসা বৈ তেন নাম্নেন শক্যো
গৃহে রাজন্ বাসয়িতুং মহৌজাঃ।

তমেবাহুর্ঋষিমেকং পুরাণং
স বিশ্বকৃদ্ বিশ্বাত্মাত্মভাবান্ ॥ ১৯

বেদান্তে যো বেদবিদ্যেষ্বিদেবো
দ্বিতীয়ে বক্তাগ্রহতে পুরাণান্
কামে বেদে লৌকিকে যং কলন্ত
বিশ্বকৃসেনঃ সর্বমেতৎ প্রতীহি ॥ ২০

জ্যোতীংষি শুক্লানি হি সর্বলোকে
ত্রয়ো লোকা লোকপালাস্ত্রয়শ্চ
ত্রয়োঽগ্নয়ো বাঙ্মনস্ত্রয়শ্চ ত্রিদ্বঃ
সর্বে দেবা দেবকীপুত্র এষ ॥ ২১

স বৎসরঃ স ঋতুঃ সোঽর্ধমাসঃ
সোঽহোরাত্রঃ স কলা বৈ স কাষ্ঠাঃ
মাত্রা মুহূর্তাশ্চ লবাঃ ক্ষণাশ্চ
বিশ্বকৃসেনঃ সর্বমেতৎ প্রতীহি ॥ ২২

চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহ-নক্ষত্র-তারাঃ
সর্বাণি ভূতান্যথ পৌর্ণমাসম্।
নক্ষত্রযোগা ঋতবশ্চ পার্থ
বিশ্বকৃসেনাৎ সর্বমেতৎ প্রসূতম্ ॥ ২৩

এই মহাত্মা বাসুদেব অধিষ্ঠান হইয়া খাণ্ডবদাহে শুভ কার্যসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্বভাবে তুমি অজুন করিয়াছিলেন। সেই সর্বব্যাপী প্রভূই রাক্ষস ও নাগগণকে বধ করিয়া সকলকে অগ্নিতে হোম করেন ॥ ১৫

ইনিই অর্জুনকে শ্বেতবর্ণের অশ্ব প্রদান করিয়াছেন। ইনিই সমস্ত অন্তরীক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনিই সংসারচক্রের ন্যায়কে বাঁধিয়া রাখেন। সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণই এই রথের চক্র। ঊর্ক, যজ্ঞ ও অগ্নি—যাহার প্রতি, কাল, অগ্নি, ইচ্ছা ও সত্ত্ব—এই চারি যাহার অশ্ব, শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্ত বর্ণের ত্রিবিধ কথাই যাহার নাভি; সেই সংসার-রথ এই শ্রীকৃষ্ণের অধিকারে স্থিত ॥ ১৬

পরমাত্মার আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণই আকাশকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনিই পৃথিবী, স্বর্গলোক ও অন্তরিক্ষকে রচনা করিয়াছেন, অন্যান্য প্রজাপতি অগ্নিসমূহ দেবতা ঋষীকেশই ইন্দ্র ও সর্বভূতসমূহকে উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ১৭

এই বাসুদেব বজ্রপ্রহার করিতে উদ্যত ইন্দ্রকে বধ করিবার ইচ্ছায় বহু নদীকে অভিক্রম করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণগণ মহাভারতমধ্যে সমস্ত সমস্ত পুরাতন ঋকসমূহসকলের দ্বারা একমাত্র ইঁহাকেই স্তব করেন ॥ ১৮

রাজন্! এই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য আর কেহ এরূপ নাই, যে নিজের গৃহে মহাতেজস্বী দুর্বাসাকে বাস করাইতে পারে? ইঁহাকেই অধিতীয় পুরাতন ঋষি বলা হয়। ইনিই বিশ্বকর্তা এবং নিজের স্বরূপের দ্বারাই বহুবিধ পদার্থসমূহের সৃষ্টি করেন ॥ ১৯

ইনি বেদতাৎপর্যের বেত্তা হইয়াও বেদসমূহ অধ্যয়ন করেন এবং প্রাচীন বিধিসমূহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। লৌকিক ও বৈদিক কর্মের যে ফল, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণ, ইহা বিধান করিও ॥ ২০

ইনিই সমস্ত লোকসমূহের শুক্ল জ্যোতি এবং তিন লোক, তিন লোকপাল, ত্রিবিধ অগ্নি, তিন বাঙ্মূর্তি ও সম্পূর্ণ দেবসমূহ এই দেবকী-পুত্র শ্রীকৃষ্ণই ॥ ২১

সংবৎসর, ঋতু, পক্ষ, দিন-রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা, মাত্রা, মুহূর্ত, লব ও ক্ষণ—এ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া জানিও ॥ ২২

পার্থ! চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, অমাবস্যা, পৌর্ণমাসী,

রুদ্রাদিত্যা বসবোঽশ্বাবিনৌ চ
সাধ্যাস্তথা বিশ্বে মরুতশ্চ পণাস্তথা।
প্রজাপতির্দেবমহাদিতিশ্চ
সর্বে কৃতাস্তস্য বশেষ সন্তু ॥ ৩৪

বায়ুর্ভূত্বা বিচরতে চ বিশ্ব-
মগ্নির্ভূত্বা দহতে বিশ্বরূপঃ।
আপো ভূত্বা মজ্জয়তে চ সর্বং
ব্রহ্মা ভূত্বা সৃজতে বিশ্বসঙ্ঘান্ ॥ ৩৫

বেদক্ষ যজ্ বেদয়তে চ বেদ্যং
বিদিত্বা যজ্ জ্ঞায়তে বিশ্বেয়ম্।
যদ্বৈ চ বেদে চ যদে চ সর্বং
চরাচরং কেশবং তং প্রতীহি ॥ ৩৬

জ্যোতির্ভূতঃ পরমোঽসৌ পুরস্তাৎ
প্রকাশতে যং প্রভবং বিশ্বরূপঃ।
অপঃ সৃষ্ট্বা সর্বকৃতাত্মযোনিঃ
পুরাকরোৎ সর্বমেবাথ বিশ্বম্ ৩৭

নক্ষত্রযোগ এবং মধু—এই সবের উৎপত্তি ঐক্রক হইতেই হইয়াছে ॥ ৩৩

রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্য, বিশ্বেদেব, মরুদ্গণ প্রজাপতি, দেবমাতা অদিতি এবং সপ্তর্ষি—ইঁহারা সকলে ঐক্রক হইতেই উদ্ভূত হইয়াছেন ॥ ৩৪

এই বিশ্বরূপ ঐক্রকই বায়ুরূপ ধারণ করত সমগ্রকে চেষ্টাযুক্ত করেন, অগ্নিরূপ হইয়া সকলকে ভস্মীভূত করেন, জলরূপ ধারণ করিয়া জগৎকে নিমজ্জিত করেন এবং ব্রহ্মা হইয়া সম্পূর্ণ বিশ্বের সৃষ্টি করেন ॥ ৩৫

ইনি স্বয়ই বেদস্বরূপ হইয়াও বেদবেদ্য তত্ত্বকে জানিবার জন্য প্রযত্ন করেন। বিশ্বরূপ হইয়াও বিশ্বের কর্তৃত্বসূত্র আশ্রয় করেন। ইনিই বশ, যে এবং যদে স্থিত। তুমি ইঁহা বিশেষ করত যে, এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ ॥ ৩৬

এই বিশ্বরূপধারী ঐক্রক পরম জ্যোতির্ময় সূর্যের ন্যায় রূপ ধারণ করত পূর্বদিকে উদিত হন। ইঁহার প্রভায় সারা জগৎ প্রকাশিত হয়। ইনি সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তির স্থান। ইনিই পূজাকালে প্রথম জলের সৃষ্টি করিয়া পরবর্তী সম্পূর্ণ জগৎকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৩৭

কৃতৃৎপাতান্ বিবিধান্যদ্ভুতানি
যেষান্ বিদ্বান্ সর্বমেবাবত্তক।
সর্বং কৃষ্ণং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ
বিদ্যাধানং বিষ্ণুমেনং প্রতীহি ॥ ৩৮

বিদ্যাধাসং নির্ত্তং বাসুদেবং
সত্তধরং ভীবভূতং বদন্তি।
ততঃ প্রদ্যুম্ননিরুদ্ধং চতুর্থ-
মাজ্ঞাপরত্ত্যাত্মযোনির্যথাত্মা ॥ ৩৯

স পঞ্চধা পঞ্চজনোপপন্নং
সলোকয়ন্ বিশ্বমিদং সিসৃক্ষুঃ
ততস্তকাদ্যাধনিমাত্রকৃত্তো চ
খং জ্যোতিরস্তস্ত তথৈব পার্থ ॥ ৪০

স স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈবমেত-
চ্চতুর্বিধং লোকমমং কৃত্বা
ততো ভূমিং বায়ুমথাম্বরং পঞ্চভূতাং
ষৌঃ পৃথিব্যাং ব্যাত্তি ভূমি যাস্তি ॥৪১

ভদ্র, নানাপ্রকারের উৎপাত, অনেকানেক অদ্ভুত পদার্থ, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঐরাবত এবং সম্পূর্ণ চরাচর জগতের উৎপত্তি ইহা হইতেই হইয়াছে। তুমি ইঁহাকে সেই বিশ্বের আত্মা বিষ্ণু বলিয়া জানিও ॥ ৩৮

ইনি বিশ্বের নিবাস স্থান ও নির্ত্তন। ইঁহাকেই বাসুদেব জীবভূত সত্তধর, প্রদ্যুম্ন ও চতুর্থ অনিরুদ্ধ বলা হয়। এই আত্মযোনি পরমাত্মা সকলকেই নিজের আজ্ঞার বশবর্তী করিয়া রাখেন ॥ ৩৯

কুন্তীকুমার! ইনি দেবতা, অসুর, মনুষ্য, পিতৃপুরুষ ও ভিন্নসংজ্ঞক পাঁচপ্রকারের সংসারের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া পঞ্চকৃতযুক্ত জগতের প্রেরক হইয়া সকলকে নিজের অধীনে রাখেন। ইনিই ক্রমশঃ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪০

ইনিই জরায়ুজাদি চার প্রকারের প্রাণিগণের দ্বারা যুক্ত এই চরাচর জগতের সৃষ্টি করিয়া চতুর্বিধ ভূতসমূহের ও স্বর্গ—এই পাঁচটির বীজরূপা কৃষ্টিকে নির্মাণ করিয়াছেন। ইনিই আকাশস্বরূপ হইয়া এই পৃথিবীতে প্রচুর জল বর্ষণ করেন ॥ ৪১

তেন বিধাঃ কৃতমেতদ্ধি রাজন্
স ভীষ্মস্ত্যাস্থনৈবাত্মযোনিঃ।
ততো দেবানসৃয়ান্ মানবাংশ্চ
লোকানৃষীংস্যাপি পিতৃন্ প্রজাশ্চ।
সমাসেন বিধিবৎ প্রাণিলোকান্
সর্বান্ সদা কৃতপতিঃ সিসৃক্ষুঃ ॥ ৪২
শুভাশুভং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ
বিষক্সেনাৎ সর্বমেতৎ প্রতীহি।
যদ্ ভূতঞ্চ যচ্চ ভবিষ্যতীহ
সর্বং হ্যেতৎ কেশবং ত্বং প্রতীহি ॥৪৩
মৃত্যুশ্চৈষ প্রাণিনামন্তকালে
সাক্ষাৎ কৃষ্ণঃ সাত্বতো ধর্মবাহুঃ।
কৃতক যচ্চেহ ন বিদ্ম কিঞ্চিদ্
বিষক্সেনাৎ সর্বমেতৎ প্রতীহি ॥ ৪৪
যৎ প্রশস্তং লোকেষু পূণ্যং যচ্চ শুভাশুভম্।
তৎ সর্বং কেশবোঽচিন্ত্যো বিশ্বরীশমতঃ পরম্ ॥ ৪৫
এতাদৃশঃ কেশবোঽচিন্ত্য বৃত্তো
নারায়ণঃ পরমস্ত্যাত্মযোনিঃ।
ময্যাত্মসংস্থা ভগবত্তমুদ্যম
বৃদ্ধ্যস্ব প্রভবস্ত্যাত্মযোনেঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি মহাপুরুষমাহাত্ম্যে
অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৮

রাজন্! তিনিই এই বিশ্বকে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং আত্মযোনি শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শক্তি বলে সকলকে জীবন দান করেন। দেবতা, অসুর, মনুষ্য, লোক, ঋষি, পিতৃপুরুষ, প্রজা ও সংক্ষেপতঃ সম্পূর্ণ প্রাণিগণের জীবন ইহা হইতেই লাভ হয়। এই ভগবান্ কৃষ্ণনামই সদা বিধি অনুসারে সমস্ত কৃতযুগকে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করেন ॥ ৪১

শুভ-অশুভ এবং স্থাবর-জঙ্গম রূপ এই সম্পূর্ণ জগৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই কথা তুমি বিশ্বাস কর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সব শ্রীকৃষ্ণই যজ্ঞ—ইহাও তুমি বিশ্বাস কর ॥ ৪৩

প্রাণিগণের অন্তকাল আসিলে পর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই মৃত্যুরূপ হইয়া যান। ইনি ধর্মের সনাতন রক্ষক। যাহা হইয়া গিয়াছে এবং যাহার এখনও কিছু পরিচয় জানা যায় নাই, এ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ হইতেই উদ্ভূত হয়, ইহা তুমি নিশ্চিত ভাবে জানিও ॥ ৪৪

তিন লোকে যাহা কিছু উত্তম, পবিত্র ও শুভ বা অশুভ বস্তু আছে, সে সমস্তই অচিন্ত্যাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই অতএব শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন কোনও বস্তু আছে, এরূপ চিন্তা করাও নিজের বিপরীত বুদ্ধিই পরিচায়ক ॥ ৪৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এরূপই মহিমা। কিংবা তিনি ইহা হইতেও অধিক প্রভাবশালী। তিনিই পরম পুরুষ অবিনাশী নারায়ণ। তিনিই স্থাবর জঙ্গম রূপ জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত এবং সংসারে ভগবদ্ভাব করিতে ইচ্ছুক প্রাণিগণের উৎপত্তির কারণও তিনিই। ইঁহাকেই অবিকারী পরমাত্মা বলা হয় ॥ ৪৬

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-বিষয়ক অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্নসমীপে ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য বর্ণনপূর্ব্বক দুর্বাসসসংক্রান্ত বৃত্তান্তকথনম্, তৎপ্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরসমীপে বর্ণনঞ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রূহি ব্রাহ্মণপূজায়াঃ বৃদ্ধিং ত্বং মধুসূদন
বেত্থা হ্যসংশয়ং সর্ব্বং বেত্থ ত্বং হি পিতামহঃ ॥ ১

বাসুদেব উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ বিজানাং ভরতর্ষভ
যথা ভক্তেন বক্তব্যো গুণান্ বৈ কুরুসত্তম ॥ ২

দ্বারবত্যাং সমাসীনং পুত্রা মাং কুরুনন্দন
প্রদ্যুম্নঃ পরিপপ্রচ্ছ ব্রাহ্মণৈঃ পরিতোষিতঃ ॥ ৩

কিং ফলং ব্রাহ্মণেভ্যস্তি পূজায়াং মধুসূদন
ঈশ্বরত্বং কুতস্তেষামিহৈব চ পরত্র চ ॥ ৪

সদা দ্বিজাতীন্ সম্পূজ্য কিং ফলং তত্র মানদ।
এতদ্ ব্রূহি স্ফুটং সর্ব্বং সুমহান্ সংশয়োঽত্র মে ॥ ৫

ইত্যুক্তে বচনে তস্মিন্ প্রদ্যুম্নেন তথা যদুম্

প্রত্যুক্তবান্ মহারাজ সর্ব্বং তচ্ছৃণু সাম্প্রতং ॥ ৬

বৃদ্ধিং ব্রাহ্মণপূজায়াং তৌক্ষ্ণ্যেন নিবোধ মে।
এতে হি সোমরাজান ঈশ্বরাঃ সুখ-দুঃখয়োঃ ॥ ৭

অস্মিল্লোকে তৌক্ষ্ণ্যেন তথামুষ্মিংশ্চ পুত্রক
ব্রাহ্মণপ্রমুখঃ সৌম্যঃ ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥ ৮

ব্রাহ্মণপ্রতিপূজায়ামায়ুঃ কীর্ত্তির্যশো বলম্
লোকা লোকেশ্বরাশ্চৈব সর্ব্বে ব্রাহ্মণপূজকাঃ ॥ ৯

ত্রিষ্বর্গে চাপবর্গে চ যশঃ শ্রীরোগশান্তিষু।
দেবতাপিতৃপূজাসু সন্তোষাশ্চৈব নো দ্বিজাঃ ॥ ১০

তৎকথং বৈ নাভিদ্রহেয়মীশ্বরোঽহমিতি পুত্রক
যা তে মদ্ভাবিতাবাদো ভবত্বত্র দ্বিজান্ প্রতি ॥ ১১

ব্রাহ্মণা হি মহদ্ভূতমস্মিল্লোকে পরত্র চ।
তস্য দুর্ব্বাসসদ্বিষং ক্রুদ্ধাঃ প্রজাসর্গমিমং ॥ ১২

একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নের নিকট ব্রাহ্মণগণের মহিমা বর্ণনা করিতে করিতে দুর্ব্বাসার চরিত্র কথন এবং এই প্রসঙ্গ যুধিষ্ঠিরের সমীপে বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মধুসূদন! ব্রাহ্মণের পূজা করিলে কি ফল পাওয়া যায়? ইঁহা আপনি বর্ণনা করুন, কারণ, ইহা আপনি ভালরূপেই জানেন এবং আমার পিতামহও আপনাকেই এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া মনে করেন। ১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—কুরুকুলতিলক ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! আমি ব্রাহ্মণগণের গুণসকল যথাযথভাবে বর্ণনা করিব, আপনি সাবধানে তাহা শ্রবণ করুন।।

কুরুনন্দন! পূর্ব্বকালের ঘটনা, একদিন ব্রাহ্মণগণ আমার পুত্র প্রদ্যুম্নকে দূষিত করেন। সেই সময় আমি দ্বারকাপুরীতেই ছিলাম। প্রদ্যুম্ন আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। ২

মধুসূদন! ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে কি ফল লাভ হয়? ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহারা কেন ঈশ্বর-তুল্য বলিয়া পরিগণিত হন? ৩

মানদ! সদা ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া মানুষ কি ফল প্রাপ্ত হয়? এই সব আপনি আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন; কারণ, এবিষয় আমার মনে মহতী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ৪

মহারাজ! প্রদ্যুম্ন এই কথা বলিলে পর আমি তাহাকে উত্তর দিলাম। কুরুবীরবর! ব্রাহ্মণগণের দ্বারা ইহলোক ও পরলোকের সুখদান করিতে সমর্থ। ৬-৭½

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সাত্ত্বিকভাবের প্রাবাল্য আছে। এ বিষয়ে আমার কোনও অন্য বিচার নাই। ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে আয়ু, কীর্ত্তি, যশ ও বল লাভ হয়। সমস্ত লোক ও লোকেশ্বরগণ ব্রাহ্মণদিগের পূজক। ৮-৯

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধির জন্য, মোক্ষের প্রাপ্তির জন্য এবং যশ, লক্ষ্মী ও আরোগ্যের উপলব্ধির জন্য এবং দেবতা ও পিতৃগণের পূজার সময় আমাদের ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ব্বদিনে সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য। ১০

পুত্র! এরূপ অবস্থায় আমি ব্রাহ্মণদের কেন আমার করিব না? মহাবাহো! আমি ঈশ্বর (সব কিছু করিতে সমর্থ), এরূপ মনে করিয়াও তোমার ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ক্রোধ করা উচিত নয়। ১১

ব্রাহ্মণগণ ইহলোক ও পরলোকের মহান্ বলিয়া সম্মানিত হন। ইঁহারা সব কিছু প্রত্যক্ষ দর্শন করেন এবং যদি ইঁহারা ক্রুদ্ধ হন, তবে এ জগৎকেও ভস্মীভূত করিতে পারেন। ১২

অজ্ঞানপি পুত্রেভ্যশ্চ লোকাল্লোকেশ্বরাঃ তথা।
কথা ভেত্তু ন বর্তেরন্ সত্যমূ জ্ঞানাৎ পুত্তেজসঃ ॥ ১৫
অবসন্নমূপুত্রে তাত ব্রাহ্মণো ব্রিপিলঃ:
চীরবাসা বিষদ্ধণ্ডো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ কৃশো মহান্ ॥ ১৪
দীর্ঘেণাল্প মনুপ্রেতঃ প্রমাণাদধিকো ভুবি।
স বৈরূপ্য চরতে লোকান্ যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ ॥১৫
ইমাং গাথাং গায়মানস্তত্রতত্র সভাসু চ।
দুর্যাসসং বাসয়েৎ কো ব্রাহ্মণং সংকৃতং মৃদে ॥১৬
রোষণঃ সর্বকৃত্যানাং পুত্তেষ্বপ্রাকৃতে কৃতে।
পরিত্রাতাস্ম মে ক্রুদ্ধা কো নু হন্যাৎ প্রতিজ্ঞয়ম্ ॥ ১৭
যে মাং কণ্ডিদ্ বাসয়ীত ন স মাং কোপয়েদিতি।
যস্মাদ্রাত্রিমূষে কণ্ডিৎ তত্তোদ্বেঃ সমবাসয়ম্ ॥ ১৮

স সম্ভূত্ত্বে সভাগাঃ বহুনাময়মেকধা।
একধা সোঽব্রুবঃ ক্ষুদ্রে ন চৈবৈতি পুনর্গৃহান্ ॥১৯
অকস্মাচ্চ প্রসসর্জি তথাকস্মাৎ প্রবোধিতি।
ন চাস্ত বয়সা তুলাঃ পৃথিব্যামস্তরং তথা ॥ ১০
অথ স্বাবসথঃ গত্বা স ন্যমাস্তরণানি চ
কস্তাস্তালকৃতা দৃষ্ট্বা ততো ব্যপসৃতঃ পুনঃ ॥ ২১
অথ বাসগৃহাদীষ কৃতঃ স মুনিঃ সংশিতব্রতঃ।
কৃষ্ণ পায়সমিচ্ছামি ভোক্তুমিত্যেব সত্বরঃ ॥ ২২
তমৈব তু মহা তত্র চিত্তজ্ঞেন মুদে জনঃ
সর্বাণ্যান্যানি পানানি ভক্ষ্যাংশ্চোচ্চাবচান্তথা ॥২৩
তদন্ত সংকৃতাবীত পূর্বমেব প্রচোদিতঃ
ততোঽন্নঃ অলমান্ন বৈ পায়সঃ প্রত্যবেদয়ম্ ॥ ২৪

অজ্ঞাত লোকসমূহ ও লোকপালকগণকেও উঁহারা সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব তেজস্বী পুত্রদের ব্রাহ্মণগণের মহত্ত্ব ভালরূপে জানিয়াও তাঁহাদের সহিত সদাচরণ কেন করিবে না? ১৩

তাত! পূর্বকালের কথা, আমার পুত্রে কম্পিত-পিঙ্গল বর্ণের এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি চীর-বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং হস্তে বিল্বের দণ্ড ধারণ করিয়া থাকিতেন। তাঁহার শ্মশ্রু (দাড়ি) লম্বা ছিল। তিনি কৃশ (শারীরিক দুর্বলতা) ও দীর্ঘদেহী ছিলেন। ১৪

এই কৃত্তলে যত লম্বা মানুষ আছে, তিনি তাহাদের সকলের অপেক্ষাও অধিক লম্বা ছিলেন এবং দিব্য ও মানুষ লোকসমূহে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতেন। ১৫

এই ব্রাহ্মণ যখন আমার পুত্রে উপস্থিত ছিলেন, তখন বর্ষাকাল ও সন্ধ্যাসময়ে এই গাথা গান করিতে করিতে চারিদিকে বিচরণ করিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণ দুর্ব্যাসা আমাদের কোন্ ব্যক্তি নিজের গৃহে সৎকার পূর্বক বাস করাইবে? ১৬

যদি আমার পুত্রও অপরাধ করে, তবে আমি সমস্ত প্রাণিগণের উপর ক্রুদ্ধ হই। আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি আমাকে স্থান দিবার জন্য স্থান দান করিবে? যে ভেবে যদি আমাকে নিজের গৃহে স্থান দান করিতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি যেন আমাকে কোনরূপে ক্রুদ্ধ না করে। (সেইজন্য তাহাকে সতত সাবধানে থাকিতে হইবে।) ১৭১৮

পুত্র যখন তেজস্বী ঋষিদের সম্মান করিল না, তখন আমি ঋষিদের নিজের গৃহে স্থান দিয়া বাস করাইলাম। তিনি যখনই একই সময়ে এত অন্ন ভোজন করিতেন, যাহার দ্বারা হাজার মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে এবং যখনও অতি অল্প অন্ন ভোজন করিতেন ও গৃহ হইতে চলিয়া যাইতেন, আর সেই দিন গৃহে ফিরিয়া আসিতেন না। ১৯-২১

তিনি যখনও অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন এবং অকস্মাৎ যখনও তীব্র স্বরে রোদন করিতেন। সেই সময় এই পৃথিবীতে তাঁহার সমবয়স্ক কেহই ছিল না। ২০

একদিন তিনি নিজের বাসগৃহে যাইয়া সেখানে শায়িত হইয়া, আস্তরণ ও বস্ত্রালঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃতা কন্যাদিগকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিলেন এবং পুনরায় নিজের গৃহে হইতে চলিয়া যাইলেন। ২১

তাহার পর অত্যন্তক্ষণ আমার নিকট আসিয়া সেই কঠোর ব্রতপালনকারী মুনি আমাকে এই কথা বলিলেন—কৃষ্ণ! আমি সত্বর পায়স ভোজন করিতে ইচ্ছুক। ২২

আমি তাঁহার মনের কথা জানিতাম, সেইজন্য পূর্বের লোকজনকে পূর্ব হইতেই আজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, সর্বপ্রকারের উত্তম-রূপের অন্ন-পান এবং ভোজ্য ভোজ্য পদার্থ সমারোহের সহিত প্রস্তুত করিয়া রাখ। আমার রাজাজ্ঞানুসারে সব কিছুই প্রস্তুত ছিল, অতএব আমি মুনিকে উক্ত উক্ত (সকল প্রকার) পায়স নিবেদন করিলাম। ২৩-২৪

তং ভুক্ত্বৈব স ভূ ক্ষিপ্রং ততো বচনমব্রবীৎ
ক্ষিপ্রমজ্ঞানি নিষ্পদ্য পায়সেনেতি স স্ম হ। ২৫
অথিবৃক্ষস্য চ তত: কৃত্তবানস্মি তৎ তথা।
তেনোচ্ছিষ্টেন বাহ্যাণি শিরশ্চৈবাভ্যমৃক্ষয়ম্। ২৬
স দৃষ্ট্বা তদাত্মানং মাতরং চ তথাগতাম্।
তামপি স্মরমাণাং স পায়সেনাভ্যলেপয়ম্। ২৭
মুনিঃ পায়সশিষ্টাঙ্গীং রথে তূর্ণমযোজয়ৎ
তমারুহ্য রথং চৈব নির্যযৌ স মুহূর্তম্। ২৮
অগ্নিবর্ণো অলন্ ভীমান্ স দ্বিজো রথধুর্যবৎ
প্রত্যোদেনাহনদ্ বালাং রুক্মিণীং মম পশ্যতঃ। ২৯
ন চ মে স্তোকমপ্যাসীদ্ দুঃখমর্ষাদ্ধৃতং তদা।
তথা স রাজমার্গেণ মহতা নির্যযৌ বহিঃ। ৩০
তদ্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্যং দাসার্হা জাতমন্যবঃ।

তত্রাভবন্ মিথঃ ক্রোধিং সমাভাষ্য পরস্পরম্। ৩১
ব্রাহ্মণা এব জায়েরন্ নান্যো বর্ণঃ কথঞ্চন।
কো হ্যেনং রথমাস্থায় জীবেদন্যঃ পুমানিহ। ৩২
আশীবিষবিষং তীক্ষ্ণং ততস্তীক্ষ্ণতরো দ্বিজঃ।
ব্রহ্মাশীবিষদষ্টস্য নাস্তি কিঞ্চিচ্চিকিৎসকঃ। ৩৩
অস্মিন্ ব্রুবতি দুর্বৃত্তে প্রাঞ্জলৌ রুক্মিণী পথি।
তত্রাদর্শয়ত শ্রীমাংস্ততস্তূর্ণমহোহয়ৎ। ৩৪
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো রথাৎ প্রস্কন্দ্য স দ্বিজঃ।
পদাতিরুৎপথেনৈব প্রাদ্রবদ্ বহ্নিশাময়ুঃ। ৩৫
তমুৎপথেন ধাবন্তমন্বধাবা দ্বিজোত্তমম্।
তথৈব পায়সাদিষ্টঃ প্রসীদ ভগবদ্বিতি। ৩৬
ততো বিলোক্য তেজস্বী ব্রাহ্মণো মামুবাচ হ।
ভিন্ত: ক্রোধস্ত্বয়া কৃষ্ণ প্রকৃত্যৈব মহাভুজ। ৩৭

তাহা অল্প ভোজন করিয়াই তিনি অতি সত্বর আমাকে বলিলেন যে, কৃষ্ণ! তুমি এই পায়সকে শীঘ্র নিজের সর্বাঙ্গে লেপন কর। ২৫

আমি বিনা বিচারেই তাঁহার এই আজ্ঞা পালন করিলাম। সেই উচ্ছিষ্ট পায়স আমি নিজের মস্তক ও অন্য সব অঙ্গেই লেপন করিলাম। ২৬

সেই সময় তিনি দেখিলেন যে, তোমার রুগ্নী মাতা পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া হাস্য করিতেছেন। তুমি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আমি হাস্যরতা তোমার মাতার অবলম্বুরেও সেই পায়স লেপন করিয়া দিলাম। ২৭

তাঁহার সর্বাঙ্গে পায়স লিপ্ত ছিল, সেই মহাতেজী ঋষিবরকে তুমি সত্বর রথে যোজিত করিলেন এবং সেই রথে আরোহণ করিয়া তিনি আমার গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। ২৮

সেই বৃদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ দুর্বাসা তীব্র তেজে অগ্নিসদৃশ প্রকাশিত হইতেছিলেন। তিনি আমার সাক্ষাতেই যেরূপ রথের অশ্বগণের উপর যেরূপ প্রহার করা হয়, সেইরূপ সরলা রুক্মিণীকেও বেত্রাঘাত করিয়া পীড়িত করিতে লাগিলেন। ২৯

সেই সময় আমার মনে অল্পও ঈর্ষাজনিত দুঃখ হয় নাই। সেই অবস্থাতে তিনি অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া বিশাল রাজপথে চলিতে লাগিলেন। ৩০

এই অত্যন্ত আশ্চর্য বিষয় দেখিয়া দাসার্হকুলীনগণ ক্রুদ্ধ হইল। তাহাদের মধ্যে কিছু মানুষ সেই স্থানে পরস্পর এই কথা বলিতে লাগিল—এ সংসারে ব্রাহ্মণগণই রথারোহণ করুক, অন্য বর্ণ যেন কোনমতেই উপায় না হয়। অন্যথা এখানে এই ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর অন্য কোন্ পুরুষ আছে, যে এই রথে বসিয়া এখনও জীবিত থাকিতে পারে? ৩১-৩২

শুনা যায়—বিষের সর্পের বিষ অত্যন্ত তীব্র, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা হইতেও অধিক তীব্র। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণরূপী বিষের সর্পের দ্বারা দষ্ট হইয়াছে, তাহার চিকিৎসার আর কোনও চিকিৎসক এ সংসারে নাই। ৩৩

সেই দুর্বৃত্ত দুর্বাসাকে এইরূপে রথের দ্বারা বহন করিতে করিতে রুক্মিণী পথের উপর স্খলিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু শ্রীমান্ দুর্বাসামুনি সেই ঘটনা লক্ষ করিতে পারিলেন না। তিনি সত্বর তাঁহাকে অবতরণ হইতে প্রেরিত করিলেন। ৩৪

যখন তিনি রাহাবার স্খলিত হইতে লাগিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং রথ হইতে নামিয়া বিপথ দিয়া বহ্নিশিখার সদৃশরূপে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৩৫

এইভাবে উৎপথ দিয়া ধাবমান বিপ্রবর দুর্বাসার পশ্চাতে পশ্চাতে আমি সেইরূপ পায়সলিপ্ত দেহেই দৌড়াইতে লাগিলাম এবং বলিলাম—ভগবন্! প্রসন্ন হউন। ৩৬

তখন সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ! তুমি স্বভাবতই ক্রোধকে জয়

ন তেঽপরাধমিহ বৈ পশ্যাম্যনঘি সুব্রত।
প্রীতোঽস্মি তব গোবিন্দ বৃণু কামান্ যথেপ্সিতান্। ৫৮
প্রসন্নস্য চ যে তাত পশ্য বৃদ্ধিং যথাবিধি।
যাবদেব মনুষ্যাণামহং তাবো ভবিষ্যতি। ৫৯
যথৈবাহে তথা রেবা ত্বয়ি তাবো ভবিষ্যতি।
যাবচ্চ পুণ্যা লোকেষু ত্বয়ি কীর্তির্ভবিষ্যতি। ৬০
ত্রিষু লোকেষু তাবচ্চ বৈশিষ্ট্যং প্রতিপৎস্যসে
সুপ্রিয়ঃ সর্বলোকস্য ভবিষ্যসি জনার্দন। ৬১
যত্তে ভিক্ষিত দত্তং বচ্চ কিঞ্চিদ্ বিনাশিতম্।
সর্বং তবৈব ক্রতবঃ বিশিষ্টং যা জনার্দন। ৬২
যাবদেতদ্ গ্রসিষ্যন্তে মাং মাংসেন মধুসূদন।
অতো মৃত্যুভয়ং নাস্তি যাবন্নিত্যসি তাদৃশঃ। ৬৩
ন তু পাদতলে লিপ্তে কথ্যতে পুত্রকাম্যা বৈ।
নৈতস্মিন্ প্রিয়মিত্যেবং স মাং প্রীতোঽব্রবীৎ তদা। ৬৪

ইত্যুক্ত্বোত্তং শরীরং স্বং দদর্শ শ্রীসমাবৃতম্
কুক্ষিণীং চারুবীং প্রীতঃ সর্বস্ত্রীণাং বরং বরঃ। ৬৫
কীর্তিং চানুত্তমাং লোকে সমবাপ্যাসি শোভনে
ন ত্বাং ভক্তা যা যোগো বা বৈধর্ম্যাণি ভাবিনি। ৬৬
প্রক্ষ্যন্তি পুণ্যগন্ধা চ কৃষ্ণধারাবহিস্তিস
যোজনানাং সহস্রাণাং যমুনা কেশবসা হ। ৬৭
বরিষ্ঠা চ সলোকা চ কেশবস্য ভবিষ্যসি।
তব মাতরমিত্যুক্ত্বা ততো মাং পুনরব্রবীৎ। ৬৮
প্রস্থিতঃ সুমহাংস্তেজো দুর্ধর্ষাসিরিব জ্বলন্।
এবৈব তে বৃদ্ধিরস্তু ব্রাহ্মণান্ প্রতি কেশব। ৬৯
ইত্যুক্ত্বা স তদা পুত্র তত্রৈবান্তরধীয়ত।
তস্মিন্নন্তর্হিতে চাহমুপাংশুব্রতমাচরম্। ৭০
যৎকিঞ্চিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রূয়াৎ সর্বং কুর্যামিতি প্রভো
এতদ্ ব্রতমহং কৃত্বা যাত্রা তে সহ পুত্রক। ৭১

করিয়াছ। উত্তম ব্রতধারী যোগিবর! আমি এস্থানে তোমার কোনও অপরাধ দেখিতে পাই নাই। অতএব তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি আমার নিকটে মনোবাঞ্ছিত কামনাসমূহ প্রার্থনা কর। ৫৭-৫৮

তাত! আমার প্রসন্ন হইয়া যে ফল, তাহা বিধি অনুসারে শ্রবণ কর। যতকাল দেবতা ও মনুষ্যগণের প্রতি প্রীতি থাকিবে, ততকাল দেবদেব পরেশ প্রতি তাঁহাদের ভাব ও আকর্ষণ হইবে, সেইরূপই তোমার প্রতি হইবে। ৫৯-৬০

তিন লোকে যতকাল তোমার পুণ্যকীর্তি থাকিবে, ততকাল তুমি ত্রিভুবনে প্রধান হইয়া থাকিবে। জনার্দন! তুমি সকল লোকের পরম প্রিয় হইবে। ৬০-৬১

জনার্দন! তোমার যে যে যজ্ঞ আমি বিনীর্ণ করিয়াছি, যত করিয়াছি বা নষ্ট করিয়াছি, সেই সমস্ত পূর্ণফল বা পূর্ণাপেক্ষা শতগুণ উত্তম অবস্থায় তুমি সুরক্ষিত দেখিবে। ৬২

মধুসূদন! তুমি নিজের সর্ব্বাঙ্গে যে পর্য্যন্ত পায়স লেপন করিয়াছ, সেই পর্য্যন্ত অঙ্গে কোনরূপ অবাঞ্ছ নাশিনে তোমার মৃত্যু ভয় থাকিবে না। অচ্যুত! তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা করিবে ততক্ষণ অমর হইয়া থাকিবে। ৬৩

কিন্তু এই পায়ঃ তুমি নিজের পদতলে লেপন কর নাই। পুত্র! তুমি এরূপ করিলে কেন? তোমার এই কার্য্য আমার প্রিয়কর হয় নাই। এইভাবে যখন তিনি প্রসন্নতার সহিত এই কথা আমাকে বলিলেন, তখন আমি নিজের দেহকে অদ্ভুত কান্তিমান্ দেখিলাম। ৬৪

তারপর কক্ষিণীকে দেখিয়া প্রীতচিত্তে বলিলেন —শোভনে! তুমি সমস্ত স্ত্রীগণের মধ্যে উত্তম বর ও জগতে সর্বোত্তম কীর্তি লাভ করিবে। ভাবিনি! তোমাকে বাসুদেব বা যোগ কিংবা বৈধর্ম্যসমূহ দোষ স্পর্শ করিবে না। তুমি পবিত্র সুগন্ধে সুবাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবে। ৬৫-৬৬½

শ্রীকৃষ্ণের যে যোজন ব্যাপী কালো আছে, সেই সরোবর মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠা এবং পবিত্র সলোকতার অধিকারিণী হইবে। ৬৭½

প্রদ্যুম্ন! তোমার মাতাকে এই কথা বলিয়া সেই অগ্নিসমূহ দেবীপাদান মহাতেজস্বী দুর্ধর্ষানা যাইবার সময় আমাকে বলিলেন —কেশব! ব্রাহ্মণগণের প্রতি তোমার সদা এরূপ বুদ্ধি হউক। ৬৮-৬৯

প্রজাবশালী পুত্র! এই কথা বলিয়া সেই দেবী অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তিনি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন পর আমি অস্পষ্ট ভাবে বীরে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম যে, আজ হইতে কোনও ব্রাহ্মণ আমাকে যাহা কিছু প্রার্থনা করিবে, সেই সমস্ত আমি পূর্ণ করিব। ৭০½

পুত্র! এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি পরম প্রসন্নচিত্তে তোমার মাতার সহিত নিজের পুরে প্রবেশ করিলাম। ৭১½

ততঃ পরমধর্ষ্টাত্মা প্রাবিশৎ পুরমেব চ
প্রবিষ্টমাত্রস্তু পুরে সর্ব্বান্ পশ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ৫১

যদ্ যদ্ হিরণ্যং যচ্চ বৈ দত্তং তেন বিপ্রেণ পুত্রক।
ততোঽহং বিস্মিতঃ প্রাহুঃ সর্বং দৃষ্ট্বা নরং দৃঢ়ম্ ॥ ৫৩

অপুত্রকং মমত্বা বৈ হিরণ্যেন সদা বিভাঃ।
ইত্যাহং বৈ হিরণ্যেন সৃষ্টস্তত্ত্বতো ভরতর্ষভ ॥ ৫৪

মাহাত্ম্যাদ্ বিদ্ধ্যথাসং সর্ব্বমাখ্যাতবাংস্তদা

তথা ত্বমপি কৌন্তেয় ব্রাহ্মণান্ সততং প্রভো ॥ ৫৫

পূজয়স্ব মহাভাগান্ যাগৈর্ভিন্নৈশ্চ নিত্যদা
এবং বৃদ্ধিমবাপ্তো ব্রাহ্মণস্য প্রসাদতঃ

যচ্চ মামাহ ভীষ্মোঽয়ং তৎ সত্যং ভরতর্ষভ ॥৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্

অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি দুর্বাসো ভিক্ষা নাম

একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

পুত্র! পূর্বে প্রবেশ করত আমি দেখিলাম যে, সেই ব্রাহ্মণ যাহা কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু লব্ধ করিয়াছিলেন, সেই সব কিছুই আমি নূতন রূপে প্রস্তুত দেখিলাম ॥৫১॥

তন্মিন্নীনক্ষন! সেই সব বস্তু নূতন ও দৃঢ়ভাবে থাকিতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম এবং মনে মনে বিপ্রগণের সদাই পূজা করিয়াছিলাম ॥ ৫৩॥

হে ভারত! তন্মিন্নীপুত্র প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করিলে পর

এইরূপে আমি তাহাকে বিপ্রের দুর্ব্বাসার সব মাহাত্ম্য বলিয়াছিলাম ॥ ৫৪॥

প্রভো! কুন্তীনন্দন! এইরূপ আপনিও সদা মুনি যাহা বলিয়া এবং নানা প্রকার যজ্ঞ দান করিয়া মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ, সদা পূজা করিবেন ॥ ৫৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ ব্রাহ্মণের প্রসাদতা হইতে অশেষ উত্তম ফল লাভ হইয়াছিল। এই ভীষ্ম আমার বিষয়ে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা সবই সত্য ॥ ৫৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বাধ্যায় দানধর্মপর্বে দুর্ব্বাসামুনির ভিক্ষানামক একোনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(শ্রীকৃষ্ণেন ভগবতঃ শঙ্করস্য মহিমবর্ণনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ

দুর্বাসসঃ প্রসাদাৎ তে যৎ তত্ত্বং মধুসূদন।
অবাপ্তমিহ বিজ্ঞানং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

মহাত্মানাঞ্চ যং তস্য নামানি চ মহাত্মনঃ।
তৎ তত্ত্বো জ্ঞাতুমিচ্ছামি সর্বং মতিমতাং বর ॥ ২

বাসুদেব উবাচ

হন্ত তে কীর্ত্তয়িষ্যামি নমস্কৃত্য কপর্দিনে।

যদবাপ্তং ময়া রাজন্ হো বক্ত্রাদ্ভিতা যথা ॥ ৩

প্রথমং প্রাতরুত্থায় যথাবীতে বিভাংপতে
প্রাঞ্জলিঃ শতরুদ্রীয়ং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৪

প্রজানাথ্যিতং সদ্যে তপসোঽন্তে মহাতপাঃ।
শতরুদ্রমুদ্গতং তাত প্রজাঃ স্থাবর-জঙ্গমাঃ ॥৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্! আমি ঐচাদুইবাণী ভগবান্ শঙ্করকে নমস্কার করিয়া শ্রীউপকারে এই কথা বলিতেছি যে, আমি যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যে মন উপার্জন করিয়াছি ॥ ৩

প্রজানাথ! আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া যে শতরুদ্রিয় জপ ও পাঠ করি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৪

তাত! মহাতপস্বী প্রজাপতি তপস্যার শেষে সেই শতরুদ্রিয় স্তব করিয়াছেন এবং ভগবান্ শঙ্কর সমস্ত চরাচর প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৫

নাস্তি ক্রিয়েতি পরা কৃতা মহাদেবাদ্ বিশাম্পতে।
ইহ ত্রিষ্বপি লোকেষু কৃতানাং প্রভবো হি সঃ ॥ ৬
ন চৈবোৎসহতে স্থাতুং কস্মিংশ্চিদপ্রে মহাদ্যুতিঃ।
ন হি কৃতং সমং তেন ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ৭
সংগ্রামেঽপি হি সংগ্রামে তস্য ক্রুদ্ধস্য শত্রবঃ।
বিসংজ্ঞা হতভূয়িষ্ঠা বেপন্তে চ পতন্তি চ ॥ ৮
ঘোরেণ স্বিনবং তস্য সর্ব্বমাসিদ্রোপমম্।
ক্রুদ্ধে বিশীর্যোদ্ভূতয়ঃ দেবানামপি সংযুগে ॥ ৯
যাবন্ত ঘোষেণ স্রপেণ পশ্যেৎ ক্রুদ্ধঃ পিনাকধৃৎ।
ন মুক্তা যামুক্তা লোকে ন গর্ভা ন প্রজাঃ ॥ ১০
কুপিতে সুখমেধন্তে স্তম্ভিতাপি গুহাগতাঃ।
প্রজাপতেস্ত দক্ষস্য যজতো বিততে ক্রতৌ ॥ ১১
বিষাদ কুপিতো যজ্ঞঃ নির্ভিন্নস্ত তদন্তরা।
ধনুষা বাণমুৎসৃজ্য সংঘোরং সিনবান্ ত ॥ ১২

তে ন শর্ম কৃতঃ শান্তিঃ বিষাদং লেভিরে সুরাঃ।
বিদ্ধে চ সহসা যজ্ঞে কুপিতে চ মহেশ্বরে ॥ ১৩
তেন জ্যাতলঘোষেণ সর্বে লোকাঃ সমাকুলাঃ।
বহুমুহূর্তমভূঃ পার্থ বিমোহমুপ সুরাসুরাঃ ॥ ১৪
আপন্নক্ষুভিতৈশ্চৈব চকম্পে চ বসুন্ধরা।
ব্যত্রসন্ দিগ্বিদিক্ষু ত্রৌঃ পপাত চ সর্বশঃ ॥ ১৫
অন্ধেন তমসা লোকাঃ প্রাবৃতা ন চকাশিরে।
প্রনষ্টা জ্যোতিষাং ভাস্তি সহ সূর্যেণ ভারত ॥ ১৬
ততঃ ভীতাস্ততঃ শান্তিঃ চক্রুঃ বচনায়নানি চ
ততঃ সর্বকৃতানাং তদন্তঃ হিতৈষিণঃ ॥ ১৭
ততঃ সোঽভ্যাভবদ্ যজ্ঞো রুদ্রো রৌদ্রপরাক্রমঃ।
ভগস্য নয়নে ক্রুদ্ধঃ প্রহারেণ ব্যপাতয়ৎ ॥ ১৮
পূষ্ণশ্চ দশনান্ ক্রুদ্ধঃ পাদেন চ ব্যবিভঃ
পুরোডাশং তু ভগবান্ দশনান্ বৈ ব্যপাতয়ৎ ॥ ১৯

প্রভানাথ! ত্রিভুবনে মহাদেব হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও দেবতা নাই; দেবেতু তিনি সমস্ত কৃতকর্মের উৎপত্তির কারণ ॥ ৬

সেই মহাত্মা সভাস্থলে মুহূর্তকাল অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। ত্রিভুবনে কোনও প্রাণী তাঁহার সমান হইতে পারে না ॥ ৭

সংগ্রামে যখন তিনি ক্রুদ্ধ হন, সেই সময় তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া কাঁপিতে থাকে এবং পতিত হয় ॥ ৮

সংগ্রামে যেসমস্তলোকের সভীত তাহারা তাহার সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া দেবতাগণেরও ভয় বিদীর্ণ হইয়া যায় ॥ ৯

পিনাকধারী রুদ্র কুপিত হইয়া যাহাদের দিকে তাকাইয়া দৃষ্টিপাত করেন, তাহাদেরও ভয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সংসারে ভগবান্ শঙ্কর কুপিত হইলে পর দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব ও মানবগণ যদি পলায়ন করিয়া গুহাতেও বাস করেন, তবে তাঁহারা সুখে থাকিতে পারেন না ॥ ১০-১১

প্রজাপতি দক্ষ যখন যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার যজ্ঞ আরম্ভ হইলে পর কুপিত ভগবান শঙ্কর নির্ভয় হইয়া তাঁহার যজ্ঞকে বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞ হইতে বাণ নিক্ষিপ্ত করিয়া সভীত ঘরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১১-১২

ইহাতে দেবতাগণ সুখী হইলেন না, সুতরাং তাঁহারা কোথা হইতে শান্তি লাভ করিবেন; যখন যজ্ঞ সহসা বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইলেন এবং মহেশ্বর কুপিত হইয়া উঠিলেন, তখন দেবতারা বিষাদগ্রস্ত হইলেন ॥ ১৩

পার্থ! তাঁহার ধনুর গুণের শব্দের দ্বারা সমস্ত লোক ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং সমস্ত দেবতা ও অসুরগণ বিমূঢ় হইলেন ॥ ১৪

সমস্ত প্রকৃতির মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, পক্ষীসকল বিত্রাসিত হইল এবং আকাশ সকলদিকে যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল ॥ ১৫

সমস্ত লোক ঘোর অন্ধকারে আবৃত হওয়ায় প্রকাশিত হইতে ছিল না। তারকা গ্রহ ও নক্ষত্রসকলের প্রভাও সূর্যের সহিতই নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ১৬

সমস্ত ভূতগণের এবং নিজেদেরও হিতকারী ভাবিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া শান্তি ও অভিযাচনাদি কার্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

তদনন্তর তাহার পরাক্রমশালী রুদ্র দেবতাদিগের দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করত ভগদেবতার নয়নদ্বয় নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ১৮

তাহার পর তিনি রুষ্ট হইয়া পদাঘাতেই পূষাদেবতার দন্তাগ্রভাগ করিলেন এবং পুরোডাশভক্ষণকারী পূষার দন্তসকল ভাঙ্গিয়া দিলেন ॥ ১৯

ততঃ প্রণেমুর্দিবাস্তে বেশ্মানাঃ স্ম সত্তমম্।
পুনশ্চ সন্দধে রুদ্রো ধনুঃ সুনিশিতং শরম্ ॥ ২০
ক্রুদ্ধস্য বিক্রমং দৃষ্ট্বা ভীতা দেবাঃ সহর্ষিভিঃ।
ততঃ প্রসাদয়ামাসুঃ শর্বং তে বিবুধোত্তমাঃ ॥ ২১
তেপুশ্চ সত্রক্রতবো দেবাঃ কৃতাঞ্জলি তদা।
সাঙ্গক্রমানন্ত্রিষেধঃ প্রসসাদ মহেশ্বরঃ ॥২২
রুদ্রস্য ভাগং যজ্ঞে চ বিশিষ্টং তে শুশ্রুবুস্তদা।
ভবেন ত্রিদশা রাজন্নবন্ধ্যে প্রণেদিরে ॥ ২৩
তেন চৈব হি তুষ্টেন স যজ্ঞঃ সন্ধিতোঽভবৎ।
যস্ যজ্ঞাপহৃতঃ পূর্ব্ব তত্তথৈবাবভৃথেঽভবৎ ॥ ২৪
অনুজ্ঞাদ্যাং পুরাদ্যাসংস্ত্রীণি বীর্য্যবতাং হিষ।
আয়সং রাজতঞ্চৈব সৌবর্ণমপি চাপরম্ ॥ ২৫
নাশকন্ ত্রানি মথবা ভেত্তুং সর্ব্বাসুরৈরপি।
অথ সর্বেঽমরা রুদ্রং ভগ্নং শরণমিয়াতাঃ ॥২৬

তখন সকল দেবতা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। অন্য দিকে রুদ্রদেব পুনরায় এক প্রলয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ২০-

রুদ্রের পরাক্রম দেখিয়া ঋষিগণসহ সকল দেবতা ভীত হইয়া উঠিলেন। তাহারা সেই শ্রেষ্ঠ দেবগণ ভগবান্ শিবকে প্রসন্ন করিলেন। ২১

সেই সময় দেবতারা কৃতাঞ্জলি হইয়া সত্রক্রতির জন্য করিতে লাগিলেন। দেবগণের দ্বারা স্তুত হইয়া মহেশ্বর প্রসন্ন হইলেন। ২২

তাহা দেবতারা তবে ভগবান শঙ্করের পরমপ্রবণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞে রুদ্রের জন্য বিশিষ্ট ভাগ কল্পনা করিলেন অর্থাৎ যজ্ঞাবশিষ্ট সমুদয় সামগ্রী রুদ্রের অধিকারে প্রদান করিলেন। ২৩

ভগবান্ সকল প্রসন্ন হইলে সে সেই যজ্ঞ পুনরায় সম্পূর্ণ হইল। ইহাতে যে যে বস্তু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তিনি সেই সব বস্তুকেই পুনরায় পূর্ব্ববৎ সজীব করিয়া দিলেন। ২৪

পুরাকালে দনুবান্ অসুরগণের তিনটি পুর (বিমান) ছিল, এই সব বিমান আকাশেই বিচরণ করিত। উহাদের মধ্যে একটি বিমান লৌহের, দ্বিতীয় বিমান রৌপ্যের এবং তৃতীয় বিমান স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। ২৫

ইন্দ্র বিজের সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াও এই সব বিমানকে ভগ্ন করিতে পারেন নাই। তখন ভীত হইয়া সমস্ত দেবগণ রুদ্রদেবের শরণাপন্ন হইলেন। ২৬

তখন উচুরবস্থানো দেবাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ।
রুদ্র রৌদ্রা ভবিষ্যন্তি প্রজাঃ সর্ব্বকর্মসু ॥ ২৭
তদ্বি বৈতাান্ সহ পুত্রৈর্লোকাংস্ত্রায়স্ব মানদ।
স তথোক্তস্তথেত্যুক্ত্বা কৃত্বা বিষ্ণুং শরোত্তমম্ ॥ ২৮
পদাগ্নিং তথা কৃত্বা পুঙ্খং বৈবস্বতং যমম্।
যেষান্ কৃত্বা বধূঃ সর্ব্বান্ ত্যাক্ত সাবিত্রিমুত্তমাম্ ॥২৯
ব্রহ্মাণং সারথিং কৃত্বা বিনিযুজ্য চ সর্ব্বশঃ।
ত্রিপর্বণা ত্রিশল্যেন তেন তানি বিভেদ সঃ ॥ ৩০
শরেণাদিত্যবর্ণেন কালাগ্নিসমতেজসা।
তেঽসুরাঃ সপুরাস্তত্র হতা রুদ্রেণ ভারত ॥ ৩১
তং চৈবাস্ত্রগতং দৃষ্ট্বা বালং লক্ষ শিখং পুনঃ।
উমা জিজ্ঞাসমানা বৈ কোঽয়মিত্যব্রবীৎ তদা ॥ ৩২
অসুরেষ্বস্ত্রকর্ম্মা যজ্ঞেন প্রহরিষ্যতঃ।
স যজ্ঞঃ স্তম্ভয়ামাস তং তাহুর্ব্বরিষ্ঠোপমম্ ॥৩৩

তখনও সেখানে উপস্থিত সমস্ত মহাত্মা দেবগণ রুদ্রদেবকে বলিলেন—ভগবন্ রুদ্র! শত্রুরা অসুরগণ আমাদের সমস্ত কর্ম্মের সঙ্গেই তাহার বিনাশ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ইহারা আমাদিগকে ভীত করিতে থাকিবে। মানদ! অতএব আমাদের এই প্রার্থনা যে, আপনি তিন পুত্রের সহিত সমস্ত লৈতাদিগকে বিনাশ করুন এবং লোকসকলকে রক্ষা করুন। ২৭।

তাঁহারা এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শিব 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদের কথা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং ভগবান্ বিষ্ণুকে উত্তম বাণ, অগ্নিকে সেই বাণের পক্ষ্য, সূর্য্যপুত্র যমকে পুচ্ছ, সমস্ত বেদকে ধনু, গায়ত্রীকে উত্তম গুণ এবং ব্রহ্মাকে সারথি করিয়া সকলকে যথাযথভাবে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করত তিন পর্ব্ব ও তিন পক্ষ্যযুক্ত সেই বাণের দ্বারা সেই তিন পুরকে বিদীর্ণ করিলেন। ২৮-৩০

তাহার সেই বাণ সূর্য্যসদৃশ কান্তিমান্ ও প্রলয়াগ্নির তুল্য তেজস্বী ছিল। তাহার দ্বারা রুদ্রদেব সেই তিন পুরসহ সেখানে স্থিত সমস্ত অসুরগণকে ধ্বংস করত ভস্মীভূত করিয়া দিলেন। ৩১

তাহার পর তিনি পুনরায় পঞ্চশিখাযুক্ত বালকের রূপে প্রকটিত হইলেন এবং উমাদেবী তাঁহাকে কোলে লইয়া দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি তাঁহাকে চিনিতেছ, ইনি কে? ৩২

ন সম্বুবুধিরে দৈবং দেবাস্তং ভুবনেশ্বরম্।
সম্প্রজাপতয়ঃ সর্বে তস্মিন্ মুমুহুরীশ্বরে ॥ ৩৪
ততো ধ্যাত্বা চ ভগবান্ ব্রহ্মা তমমিতৌজসম্।
অয়ং শ্রেষ্ঠ ইতি জ্ঞাত্বা বরদেন তমুমাপতিম্ ॥ ৩৫
ততঃ প্রসাদয়ামাসুরুমা- রুদ্রাস্তে সুরাঃ।
বভূব স তদা বাহুর্লহস্তথা পুরা ॥ ৩৬
স চাপি ব্রাহ্মণো ভূত্বা দুর্বাসা নাম বীর্য্যবান্।
বাসবস্যাং মম সুতে চিরং কালমুপাবসৎ ॥ ৩৭
বিপ্রভাবান্ প্রভুত্বে চ স মে সুমহান্ মম বেশ্মনি।
তামুদারতয়া চাহং চক্ষমে চাতিদুঃসহান্ ॥ ৩৮
স বৈ রুদ্রঃ স বৈ শিবঃ সোঽগ্নিঃ সর্বঃ স সর্বজিৎ।
স চৈবেন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ সোঽশ্বিনৌ স চ বিশ্বভুক্ ॥ ৩৯
স চন্দ্রমাঃ স চেশানঃ স সূর্যো বরুণশ্চ সঃ।
স কালঃ সোঽন্তকো মৃত্যুঃ স যমো রাত্র্যহানি চ ॥ ৪০
মাসার্ধমাসা ঋতবঃ সংবৎসরশ্চ সঃ।
স ধাতা স বিধাতা চ বিশ্বকর্মা স সর্ববিৎ ॥ ৪১
নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চৈব দিশোঽথ প্রদিশস্তথা।
বিশ্বমূর্তিরমেয়াত্মা ভগবান্ পরমদ্যুতিঃ ॥ ৪২
একধা চ দ্বিধা চৈব বহুধা চ পুনর্বি।
শতধা সহস্রধা চৈব তথা শতসহস্রধা ॥ ৪৩
ঈদৃশঃ স মহাদেবো দুরন্ত ভগবানতঃ।
ন হি শক্যা গুণা বক্তুমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ঈশ্বরপ্রসাদো নাম ষট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬ ॥

সেই সময় ইন্দ্রের অত্যন্ত ঈর্ষা হইল। তিনি বজ্রের দ্বারা সেই বালককে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে বালকদেবী পরম পবিত্র নয়ন যুগল (ঘোটা) বাহুতে বজ্রসহ স্তম্ভিত করিয়া দিলেন ॥ ৩৩

সমস্ত দেবগণ এবং প্রজাপতি সেই ভুবনের মহাদেবকে চিনিতে পারিলেন না। সকলেরই সেই ঈশ্বরের বিষয়ে মোহ উপস্থিত হইল ॥ ৩৪

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা ধ্যান করিয়া সেই অমিততেজস্বী উমাপতিকে জানিতে পারিলেন এবং 'ইনিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা' ইহা জানিয়া তিনি তাঁহার স্তবনা করিলেন ॥ ৩৫

তাহার পর সেই দেবতাগণ উমাপতি ও ভগবান্ রুদ্রকে প্রসন্ন করিলেন। সেই সময় ইন্দ্রের সেই বাহুও সুস্থবৎ হইয়া গেল ॥ ৩৬

সেই পরাক্রমশালী মহাদেব দুর্বাসা নামক ব্রাহ্মণ হইয়া বাসবপত্নীতে আমার গৃহে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাস করিয়া ছিলেন ॥ ৩৭

তিনি আমার অন্তঃপুরে আমার বিরুদ্ধে বহু অপরাধ করিয়াছিলেন। সেই সবই অত্যন্ত দুঃসহ ছিল, তথাপি আমি

উদারতাপূর্বক ক্ষমা করিয়াছি ॥ ৩৮

তিনিই রুদ্র, তিনিই শিব, তিনিই অগ্নি, তিনিই সর্বযজ্ঞ এবং সর্বজিৎ। তিনিই ইন্দ্র ও বায়ু। তিনিই অশ্বিনী-কুমারদ্বয় এবং বিশ্বভুক্ ॥ ৩৯

তিনিই চন্দ্র, তিনিই ঈশান, তিনিই সূর্য, তিনিই বরুণ, কাল, তিনিই অন্তক, তিনিই মৃত্যু, তিনিই যম এবং তিনিই রাত্রি ও দিবস ॥ ৪০

মাস, পক্ষ, ঋতু, সম্বৎসর ও সংবৎসরও তিনিই। তিনিই ধাতা, বিধাতা, বিশ্বকর্মা ও সর্ববিৎ ॥ ৪১

নক্ষত্র, গ্রহ, দিক্ ও বিদিক্সকলও তিনিই। তিনি বিশ্বরূপ, অপ্রমেয়াত্মা, পরমবিৎ ঐশ্বর্যযুক্ত এবং পরম তেজস্বী ॥ ৪২

তাঁহার এক, দুই, অনেক, শত, হাজার ও লক্ষ রূপ আছে ॥ ৪৩

ভগবান্ মহাদেব এইরূপ প্রভাবশালী, কিন্তু ইহা হইতেও অধিক। শত বৎসর করিয়াও তাঁহার গুণসমূহের বর্ণনা করা যায় না ॥ ৪৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ঈশ্বরপ্রসাদনামক ষট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(ভগবতঃ শঙ্করস্য মাহাত্ম্যবর্ণনম্)

বাসুদেব উবাচ।

যুধিষ্ঠির মহাবাহো মহাত্মানং মহাদ্যুতিম্।
রুদ্রায় বহুরূপায় বহুনামে নিবোধ মে। ১

যদস্যাগ্নি মহাদেবং তথা স্থাণুং মহেশ্বরম্।
একাক্ষং ত্র্যম্বকং চৈব বিরূপাং শিবং তথা। ২

যে তনু তস্য দেবস্য দেবজ্ঞা ব্রাহ্মণা বিদুঃ।
ঘোরাস্যাং শিবাস্যাং তে তনূ বহুধা পুনঃ। ৩

উগ্রা ঘোরা তনূর্যাসা সোঽগ্নিরিত্যভি সংস্তবঃ।
শিবা সৌম্যা চ যা তস্য বর্ষাণ্যাপোঽথ চন্দ্রমাঃ। ৪

আত্মনোঽর্ধং তু তস্যাগ্নি সোমোঽর্ধং পুনরুচ্যতে।
স্তুতব্যঃ স্তবতোক্তঃ শিবা তাসা তনুস্তথা। ৫

যাসা ঘোরতমা মূর্তিরগ্নিগর্ভ সংবৃতে তথা।
ঈশ্বরত্বাদ্ভবাচ্চাহু মহেশ্বর ইতি স্মৃতঃ। ৬

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[ভগবানের শঙ্করের মাহাত্ম্য বর্ণন]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—মহারাজ যুধিষ্ঠির! এখন আমি অনেক নাম ও রূপ ধারণকারী মহাত্মা ভগবান্ রুদ্রের মাহাত্ম্য বলিতেছি, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। ১

জ্ঞানী পুরুষগণ এই মহাদেবকে অগ্নি, স্থাণু, মহেশ্বর, একাক্ষ, ত্র্যম্বক, বিরূপাক্ষ ও শিব প্রভৃতি অনেক নামে বর্ণনা করেন। ২

যেসে তাঁহার দুইটি রূপ অধিক হইয়াছে, যাহা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ জানেন। তাঁহার এক রূপ ঘোর (ভয়ঙ্কর) এবং দ্বিতীয় শিব (কল্যাণময়)। এই দুইরূপেও অনেক ভেদ আছে। ৩

ইহার যে ঘোর মূর্তি, তাহা ভয়জনিকা। তাঁহার ঘোর মূর্তির অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য্যাদি অনেক রূপ আছে। ইহা হইতে ভিন্ন যে শিব মূর্তি, তাহা পরম শান্ত এবং মঙ্গলময়ী। তাহারও বর্ষা, জল ও চন্দ্রাদি বহু রূপ আছে। ৪

মহাদেবের অর্দ্ধশরীরকে অগ্নি ও অর্দ্ধ শরীরকে সোম বলা হয়। ঊহার শিবমূর্ত্তি জগতকর্ত্তা পালন করেন এবং যাহা অত্যন্ত ঘোরমূর্ত্তি, তিনি জগৎকে সংহার করেন। তাঁহার মধ্যে যাহা ও ঈশ্বরত্ব থাকায় তাঁহাকে (মহেশ্বর) বলা হয়। ৫-৬

যদ্বিদ্যতি যত্তীক্ষ্ণো বহুগ্রো যৎ প্রভাপবান্।
মাংস-শোণিত-মজ্জাদো যৎ ততো রুদ্র উচ্যতে। ৭

যেষামাদ্যং পুমান্ যচ্চ যচ্চাদ্য বিদুষো মহান্।
যচ্চ বিশ্বং মহৎ পাতি মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ। ৮

ধূম্রলোহিত যদ্ধূম্রা ধূর্জটিত্বাত্ত উচ্যতে।
সমেধয়তি যদ্বিশ্বা সর্বান্ বৈ সর্বকর্মভিঃ। ৯

মনুষ্যানশিবসঙ্কল্পাংস্তস্মাদেষ শিবঃ স্মৃতঃ।
হরত্যাজৌ স্থিতো যচ্চ প্রাণানুগ্রাং স্থিরশ্চ যৎ। ১০

স্থিরলিঙ্গশ্চ যদ্বিশ্বা ত্বাত্মাং স্থাণুরিতি স্মৃতঃ।
যদসৌ বহুধা রূপং ভূত্বা ভবতি ভবতুধা। ১১

স্থাবরং জঙ্গমং চৈব বহুরূপস্ততঃ স্মৃতঃ।
বিশ্বে দেবাশ্চ যত্তস্মিন্ বিশ্বরূপস্ততঃ স্মৃতঃ। ১২

সহস্রাক্ষোঽসুরাক্ষ্যশ্চ সর্বতোঽক্ষিসরোঽপি বা
চক্ষুষঃ প্রভবো জ্ঞেতো নাস্যাস্তোঽথাস্য চক্ষুষাম্। ১৩

তিনি যে সকলকে দগ্ধ করেন, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, উগ্র ও প্রভাবশালী, প্রলয়াগ্নিরূপে যাহা, রক্ত এবং মজ্জাদেও ভক্ষণ করেন, সেইজন্য তাঁহাকে 'রুদ্র' বলা হয়। ৭

তিনি দেবতাগণের মধ্যে মহান্। তাঁহার বিষয়ও মহান্ এবং তিনি মহান্ বিশ্বের রক্ষাকর্ত্তা, সেইজন্য তিনি 'মহাদেব' নামে অভিহিত হন। ৮

অথবা তাঁহার ভটার রূপ ধূম্রবর্ণের, সেইজন্য তাঁহাকে 'ধূর্জটি' বলা হয়। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের দ্বারা সকল লোকের উন্নতি করেন এবং সকলের কল্যাণ কামনা করেন; এই কারণে তাঁহার নাম 'শিব'। ৯।

যিনি উৎসাহে অবস্থান করত দেবদ্বেষী জীবগণের প্রাণ নাশ করেন, সদা স্থির ভাবে অবস্থান করেন এবং যাঁহার লিঙ্গ-বিগ্রহ সর্ব্বদা স্থির থাকে, সেইহেতু তিনি 'স্থাণু' নামে অভিহিত হন। ১০-১১

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে স্থাবর এবং জঙ্গমের আকারে তাঁহার অনেক রূপ প্রকটিত হয়, সেইজন্য তাঁহাকে 'বহুরূপ' বলা হয়। সমস্ত দেবতাগণ তাঁহার মধ্যে বাস করেন, সেই হেতু তিনি 'বিশ্বরূপ' নামে অভিহিত হন। ১২-১৩

তাঁহার চক্ষু হইতে তেজ উৎপন্ন হয় এবং তাঁহার চক্ষুসমূহের

সর্বথা যং পশুং পাতি তৈশ্চ যদ্ যদ্ ভক্ষতে সহ।
তেষামধিপতির্যস্মাৎ তস্মাৎ পশুপতিঃ স্মৃতঃ ॥১৪
নিত্যোদ্যত ব্রহ্মচর্য্যোদ্যত লিঙ্গস্য যদা স্থিতম্।
মহত্তত্ত্বস্য লোকস্য প্রিয়ং স্তোত্রমনাত্মনঃ ॥ ১৫
বিগ্রহং পূজয়েদ্ যো বৈ লিঙ্গং বাপি মহাত্মনঃ
লিঙ্গং পূজয়িতা নিত্যং মহত্তীং শ্রিয়মশ্নুতে ॥১৬
অবয়স্কাপি দেবাস্তু গর্ভস্থাপ্যরয়স্তথা।
লিঙ্গমেবার্চয়ন্তি স্ম যৎ তদ্ধর্ম্মং সমাশ্রিতম্ ॥ ১৭
পূজ্যমানে ততস্তস্মিন্ মোহয়ে স মহেশ্বরঃ।
সুখং দদাতি প্রীতাত্মা ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ ॥১৮
এষ এষ শ্মশানেষু দেবো বসতি নির্দ্বয়ঃ
যজন্তে তে জনাস্তত্র বীরস্থাননিষেবিণঃ ॥ ১৯
বিষয়স্থঃ শরীরেষু স মৃত্যুঃ প্রাণিনামিহ।
স চ বায়ুঃ শরীরেষু প্রাণাপানশরীরিণাম্ ॥ ২০

অন্ত নাই। সেইজন্য তিনি 'সহস্রাক্ষ' 'অসুরাক্ষ' এবং 'সর্ব্বতো ইক্ষিত' বলিয়া অভিহিত হন। ১৩

তিনি সর্ব্বপ্রকারে পশু (জীব) গণকে পালন করেন, তাহাদের সহিত বাসও করেন এবং পশুগণের অধিপতি, এই কারণে তিনি 'পশুপতি' বলিয়া কথিত হন। ১৪

যাহার যদি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে করিতে প্রতিদিন শিব-লিঙ্গের পূজা করে, তবে ইহাতে মহাত্মা শঙ্করের অত্যন্ত প্রিয় কার্য্য করা হয় অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। ১৫

যে মানুষ মহাত্মা শঙ্করের শ্রীবিগ্রহ কিংবা লিঙ্গের পূজা করে, সেই লিঙ্গপূজক মহা বিদ্যার সম্পদের অধিকারী হয়। ১৬

ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাগণ ঊর্দ্ধলোকে স্থিত শিব-লিঙ্গের পূজা পূজা করেন। এইভাবে শিবলিঙ্গের পূজা হইলে পর ভক্তবৎসল ভগবান্ মহেশ্বর অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া তিনি ভক্তগণকে সুখদান করেন। ১৭-১৮

এই ভগবান্ শঙ্করই অগ্নিরূপে সমস্তকে ভস্ম করিতে করিতে শ্মশান-ভূমিতে বাস করেন। যে সব মানুষ একমনে শিবের পূজা করে, তাহারা বীরগণের প্রাপ্য উত্তম লোকে গমন করিয়া থাকে। ১৯

ইনি এ সংসারে প্রাণিগণের শরীরে বিরাজমান থাকেন এবং তাহাদের মৃত্যুস্বরূপ। ইনিই প্রাণ-অপানাদি বায়ুরূপে দেহের মধ্যে নিবাস করেন। ২০

তস্য যোন্যাদি রূপাণি নামানি চ বহূনি চ
লোকে যানাস্য পুণ্যান্তে বিপ্রাণ্যানি বিদুর্বুধাঃ ॥২১
নামধেয়ানি দেবেষু বহূন্যস্য যথার্থবৎ।
নিরুচ্যন্তে মহত্ত্বাচ্চ বিভুত্বাৎ কর্ম্মভিস্তথা ॥ ২২
বেদে চাস্য বিদুর্বিপ্রাঃ শতরুদ্রীয়মুত্তমম্
ব্যাসেনোক্তঞ্চ যচ্চাপি ঔপমন্যব মহাত্মনঃ ॥ ২৩
প্রধাতা সর্বলোকানাং বিধূর চাপ্যুচ্যতে মহৎ।
জ্যেষ্ঠকৃত্ত বদন্ত্যেনং ব্রাহ্মণা অযতোঽপরে ॥ ২৪
প্রথমো হ্যেষ দেবানাং যুগাদিরমরোত্তমঃ।
প্রবৈর্দেবৈর্হবির্ভিঃ প্রাণান্ সংরুদ্ধাদুৎসৃজত্যপি ॥ ২৫
বিমুক্তভি র পুণ্যাত্মা শরণঃ শরণাগতান্
আসুরোরোগমৈশ্বর্য্যং দিত্বা কামান্ত্ব পুষ্কলান্ ॥ ২৬
স দদাতি মনুষ্যেভ্যঃ স এবাভিপদ্যতে পুনঃ
শক্রাদিষু চ দেবেষু ভৌমেষ্বর্থাগ্নিহোত্রতঃ ॥ ২৭

তাঁহার তাণ্ডব ও উমার যত রূপ আছে, তাহাদের সকলে পূজা হয় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণই তাঁহার সেই সব রূপ জানেন। ২১

তাঁহার মহত্ত্ব, ব্যাপকতা ও বিভু কর্ম্মসকল অনুসারে দেবতাগণের মধ্যে তাঁহার যথার্থ বহু নাম প্রচলিত আছে। ২২

বেদের শতরুদ্রিয় প্রকরণে তাঁহার সত্য উত্তম নাম রহিয়াছে। যে সব নাম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ জানেন যথা দেবতাগণ সেই মহাত্মা শিবের উপস্থান (স্তব) বলিয়াছেন। ২৩

ইনি সমস্ত লোকসমূহকে তাহাদের অতীষ্ট বস্তু প্রদান করেন। এই বিধান বিষ ঠাঁহারই মহত্ত্ব বলিয়া কথিত হয়। ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করেন। ২৪

ইনি দেবগণের মধ্যে প্রথম, তিনি স্বীয় মুখ হইতে অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন। ইনি নানাপ্রকার হবি ও যাগসমূহে প্রস্তুত প্রাণিগণকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। ২৫

পুণ্যাত্মা ও শরণাগতবৎসল এই শঙ্করের শরণাগত হইলে, তিনি কোনও প্রার্থীকে ত্যাগ করেন না। ইনিই মনুষ্যগণকে আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন ও সমস্ত কামনা প্রদান করেন এবং ইনিই পুনরায় সেই সব বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকেন। ২৬।

ইন্দ্রাদি দেবতাগণের নিকট তাঁহার প্রদত্ত ঐশ্বর্য্য এসংসারে

স এব ব্যাপৃতো নিত্যং লৈলোক্যস্য সুরাসুরে।
ঐশ্বর্য্যস্যৈব কামাদ্যৈরীশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

যমেবংগুণসম্পন্নং লোকানাং মহতামীশ্বরঞ্চ সঃ
বহুভির্বিবিধৈর্নামৈর্বিবিধৈঃ স্তুয়তে ভবান্।

তস্য দেবস্য যদ্ যদ্ বক্তুং সমুদ্রে যদ্ধনামুখম্ ॥ ১৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি মহেশ্বরমাহাত্ম্যে নাম
একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬১

আলোচিত হয়। তিন লোকেশ্বরাচ্যুত কথনমূলের ফল প্রদান করিবার জন্য ইনিই দক্ষ উৎপন্ন থাকেন। ॥ ১৭॥

সমস্ত কামনাসমূহের অধীশ্বর বলিয়া ইনিই 'ঈশ্বর' বলিয়া অভিহিত হন এবং যজ্ঞান্ (বিশ্বাস) লোকসমূহের ঈশ্বর বলিয়া

তিনি 'মহেশ্বর' নামে কথিত হন। ॥ ১৮॥

ইনি নানাপ্রকারের বহু নামের দ্বারা এই স্তবের-অন্তর্ময় বিষয়ে ধ্যান করিয়া রাখিয়াছেন এই মহাদেবের যে মুখ, তাহাই সমুদ্রে বড়বানল ॥ ১৯

শ্রীবেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে মহেশ্বরের মাহাত্ম্য নামক একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ধর্ম্মবিষয়ে আগমপ্রমাণশ্রেষ্ঠতাদ্যঃ, ধর্ম্মাধর্ম্মফলনা, সমস্তজ্ঞতনস্য; শিষ্টাচারস্য চ নিরূপণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তবতি বাক্যানি কৃষ্ণে দেবকীনন্দনে।
ভীষ্মঃ শান্তনবঃ ভূয়ঃ পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১

নির্ণয়ে যা মহাবুদ্ধে সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বর
প্রত্যক্ষমাগমো বেতি কিং তয়োঃ কারণং ভবেৎ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ

নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ কশ্চিদিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ।
শৃণু বক্ষ্যামি তে প্রাজ্ঞ সম্যক্ ত্বং যেন মুহ্যসি ॥ ৩

সংশয়ঃ শুশ্রূষতে ধর্ম্মস্য নির্ণয়ঃ।
দৃষ্টা শ্রুতমনন্তং হি যত্র সাধ্বসদর্শনম্ ॥ ৪

প্রত্যক্ষং কারণং দৃষ্ট্বা হৈতুকাঃ প্রাজ্ঞমানিনঃ
নাস্তীত্যেবং বদন্ত্যন্তি সন্ত্যা সাধ্বসমেব চ ॥ ৫

তদযুক্তং যদবন্ত্যন্তি বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
অথ চেদ্ধ্যনুমানৈকং কারণং কিং ভবেদিতি ॥ ৬

শক্যা দীর্ঘেণ কালেন মুক্তৈনাস্তিত্বিতেন চ।
প্রাণযাত্রামনেকান্ত বহুমানেন ভারত ॥ ৭

কথা অভিনব করিব। প্রত্যক্ষ ও আগম—এই উভয়েরই কোন্ শ্রেষ্ঠ সেই সংশয় নাই। উভয়ের মধ্যেই সংশয় বিদ্যমান থাকে, দেখা যায়। ॥

নিজেদের বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিমানী কুতর্কপরায়ণ তার্কিকগণ প্রত্যক্ষ কারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরোক্ষ বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া থাকেন। সত্তা হইলেও তাহার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ॥

কিন্তু তাঁহারা বালক। অহঙ্কারবশতঃ নিজেদের পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন; অতএব তাঁহারা যে পূর্ব্বোক্ত নিষ্কর্ষ করেন, তাহা অসঙ্গত। (আকাশে নীলিমা প্রত্যক্ষ দেখা যাইলেও তাহা মিথ্যা, অতএব কেবল প্রত্যক্ষের বলে সত্যের নির্ণয় করা যায় না। ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও পরলোকাদি বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণই শ্রেষ্ঠ; কারণ, অন্য সব প্রমাণের সন্ধান পর্য্যন্ত যাইবার সামর্থ্য নাই।) যদি বল, একমাত্র অনুমানের কারণ কিভাবে হইতে পারেন, তবে ইহার উত্তর হইল যে, মানুষ আজন্ম ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[ধর্ম্মের বিষয়ে আগম-প্রমাণের শ্রেষ্ঠতা, ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল, সাধু-অসাধুর লক্ষণ এবং শিষ্টাচারের নিরূপণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উপদেশ করিলে পর যুধিষ্ঠির শরশয়নস্থ ভীষ্মকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ॥

সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহামতি পিতামহ! ধর্ম্ম বিষয়ে নির্ণয় করিবার জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক অথবা আগমের? এই উভয়ের মধ্যে কোন্ প্রমাণ নিশ্চয়নির্ণয়ে মুখ্য কারণ হইয়া থাকে? ॥

ভীষ্ম বলিলেন,—বুধিষ্ঠির! তুমি যথার্থ প্রশ্ন করিয়াছ। ইহার উত্তর শ্রবণ কর। আমার ত' এরূপ বিশ্বাস আছে যে, এ বিষয়ে কোনরূপ সংশয় নাই। ॥

ধর্ম্মবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হওয়া সহজ, কিন্তু তাহার নির্ণয়

তৎসম্বেদৈব আনোন্ন পক্ষ লোকস্য বর্ণনম্
এতদ্যঃ সংশয়ং বিদ্বান্ ন সংশেতে স গচ্ছতি ॥ ৮
জ্যোতিঃ সর্বস্য লোকস্য বিপুলং প্রতিষ্ঠিতম্।
ন ত্বেব গমনং রাজন্ এতদ্ধি গমনং তথা
অপ্রাপ্তমনিবেদ্যং চ ন স্পন্দিষ্যতে ধ্রুবে ॥ ৯

যুধিষ্ঠির উবাচ

প্রত্যক্ষং লোকতঃ সিদ্ধির্লোকিকানামনুগ্রহঃ
সিদ্ধাচারো মহাবিপ্রস্তত্র ত্বং পিতামহ ॥ ১০

ভীষ্ম উবাচ

ধর্মস্য ত্রিতয়স্যাস্য বলবত্ত্বং তথাস্তি।
সাক্ষ্যং যত্তত্র কৃতা কালেন প্রতিতিষ্ঠতে ॥ ১১
অবর্গে ধর্মতপস কৃতৈঃ কৃত ইতাবৃতঃ।
ততস্তৈস্তিষ্ঠতে বৃত্তং শৃণু চৈব যুধিষ্ঠির ॥ ১২

অধৃত্বা বেদ কৃ ত্রিষ্বন্তি প্রতিত্যাগপরাংশ্চ
ধর্মবিদ্বেষিণশ্চাপি ইত্যুক্তস্তেষু সংশয়ঃ ॥ ১৩
ঋক্ষুশ্চক্ষু সাধুনাং ন প্রধানমুদ্ধৃতঃ
পরমিত্যেব সন্দৃষ্টান্তস্য ন চ পৃচ্ছন্তি ॥ ১৪
কাম বো পৃচ্ছত কৃত্বা লোভং মহাসুরারিণো
ধর্ম ইতে সুদুষ্টস্য সুপাপ চ পৃচ্ছন্তি ॥ ১৫
ন তেষাং ক্রিয়তে বৃত্তং যজ্ঞঃ স্বাধ্যায়কর্ম চ
আচারঃ কারণং তৈস ধর্মস্তৈস্তদুচ্যতে পুনঃ ॥ ১৬

যুধিষ্ঠির উবাচ

পুনরেব হি মে বুদ্ধিঃ সংশয়ে পরিমুহ্যতি।
অপারে মার্গমাণস্য পরং তীরমপশ্যতঃ ॥ ১৭
বেদঃ প্রত্যক্ষমাচার্যঃ প্রমাণং তব ব্রহ্ম যদি
পুনঃ কৃত্বা লভাতে চৈষা ধর্মস্তৈস্তদুচ্যতে কথম্ ॥ ১৮

যোগের অভ্যাস করিবে এবং তত্ত্ব বিষয়ের আচার্যের নিকট নিয়ত বাস করিবে। নিজের জীবনকে অনেক উপায়ে নির্ণয় করিবে। এইভাবে সদা যত্নপর যাজ্ঞবল্ক্য অন্বেষণ করিতে পারে, অন্য কেহ নহে। ৬-৭।

যখন সমস্ত তর্ক সমাপ্ত হইয়া যাইবে, তখন উত্তম জ্ঞানের প্রাপ্তি হইবে এই জ্ঞানই সম্পূর্ণ তপস্যার ফলে উত্তম জ্যোতি। ব্রাহ্মণ! কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তার দ্বারাই জ্ঞান হয়; অতএব তাঁহাকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যাহাকে বেদের দ্বারা প্রতিপাদন করা হয় নাই, সেই জ্ঞান পরিত্যাগ করা উচিত। ৮-৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! লোকপ্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান, আপ্ত ও নানাবিধ সিদ্ধাচার—এই বহুপ্রকার প্রমাণ উপলব্ধ হয়। ইহাদের মধ্যে কোনটি বলবান, তাহা যাহাতে বলুন। ১০

ভীষ্ম বলিলেন, যখন ধর্মসংকট পুরুষেরা দুরাচারী হইয়া ধর্মের হানি করে, তখন সমস্ত মহত্তপসে- যারা যথাপূর্বক কৃত ক্রিয়া ব্যবস্থার কিছু সময়ের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। ১১

তখন কৃতযুগের আচ্ছাদিত কৃপে তার অবশিষ্ট ধর্মকর্ম উপস্থিত হয়। যুধিষ্ঠির! এই অবস্থায় সেই দুরাচারী পুরুষগণ নিষ্ঠ ভাবের মর্যাদা নষ্ট করিয়া দেয়। তুমি এই বিষয় একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ১২

যাহারা আচারহীন ও বেদ বিরোধী ব্যাখ্যাকারী, সেই ধর্মদ্রোহী মনুষ্যই ধর্মের ভক্ষক। অনাচারের ধর্মাচার ভক্ষ করিয়া থাকে। তাহাতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও সিদ্ধাচার—এই তিনের মধ্যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে (অতএব এই সব অবিশ্বাসনীয়)। ১৩

বেদ বিস্তৃতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, তত্ত্ব ১২৩টি থাকেন এবং এই সমুদায় কখনও কৃত হন না। ইহাদের বৃদ্ধি আপ্তপ্রমাণকেই দেখে নিয়া যান করে, ইহারা সদা সন্দেহ থাকেন এবং লোকাচারের অনুসরণকারী অর্থ ও কামকে উপেক্ষা করিয়া কখনই উত্তম নিয়ম মনে করেন, এজন্যই মহাপুরুষদিগের সেবায় নিজের ধ্যান এবং তাঁহাদের নিকট নিজের সন্দেহ জিজ্ঞাসা করা। ১৪-১৫

সেই সব পুরুষদিগের সদাচার, যজ্ঞ ও স্বাধ্যায়াদি কৃত কর্মসমূহের অন্তর্ধানে কখনও বাধা আসে না। তাঁহাদের মধ্যে আচার, সেই আচারাদি বেদবিহিত হোম-যাগ ও কর্ম এই তিনের একতা থাকে। ১৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! আমার বুদ্ধি সংশয়ে পতিত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে। আমি ইহার পরে জানিতে অভিলাষী, কিন্তু অন্বেষণ করিলেও আমি ইহার কোনও তীর দেখিতে পাইতেছি না। ১৭

যদি প্রত্যক্ষ, আপ্ত ও সিদ্ধাচার—এই তিনটিই প্রমাণ হয়, তবে ইহাদের ত' পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং কর্ম এক, তাহা হইলে কিভাবে এই তিনটি কর্ম হইতে পারে? ১৮

ভীষ্ম উবাচ

বর্ষস্য স্ত্রীয়মাণস্য বলবদ্ভির্দুরাত্মভিঃ।
যদ্ভেষ মন্যসে রাজংস্ত্রিষু বর্ষবিচারণা ॥ ১
এষ এবেতি জানীহি ত্রিষু বর্ষস্য দর্শনম্।
পৃথক্কৃত চ নে ম বুদ্ধিপ্রয়াণাপি বৈ তথা ॥ ২
উক্তো মার্গস্ত্বয়াত্মজ্ঞ তত্তথৈব সমাচর
জিজ্ঞাসা ন তু কর্তব্যা বর্ষস্য পরিবর্তনাৎ ॥ ৩
সর্বৈষ ভরতশ্রেষ্ঠ মা ভূদত্রযুদত্র সংশয়ঃ
অন্যো ভক্ত ইবাশঙ্কী যদ্ ব্রবীমি তথাচর ॥ ৪
অহিংসা সত্যমক্রোধো জ্ঞানমেতচ্চতুষ্টয়ম্
অজাতশত্রো সেবস্ব ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ ॥ ৫
ব্রাহ্মণেষু চ বৃত্তির্যা তিস্রৈস্তাভ্যস্তথোচিতা।
তামেবৈষি মহারাজ বর্ষমেতে হি দেশিকাঃ ॥ ৬
প্রমাণপ্রমাণ বৈ ন্যূর্ষমেবমুতো জন।

ন স প্রমাণতামর্হো বিবাদজননো হি সঃ ॥ ৭
ব্রাহ্মণানেব সেবস্ব সংকৃত্য বহুমন্য চ
এতেষেব হিমে লোকাঃ কৃৎস্না ইতি নিবোধ তান্ ॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ

যে চ বর্ষমনুয়ন্তে যে চৈনং পর্য্যুপাসতে
ব্রবীহি মে ভবানেতৎ ক ত্রিভ্য গচ্ছন্তি তাদৃশাঃ ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ

হুতসা হুতসা চৈব সমবর্তীর্থচেতসঃ
নরকং প্রতিপদ্যন্তে বর্ষবিদ্বেষিণো জনাঃ ॥ ১০
যে তু বর্ষং মহারাজ সততং পর্য্যুপাসতে
সত্যার্জবপরাঃ সন্তস্তে বৈ বর্ষভুজো নরাঃ ॥ ১১
বর্ষ এব গতিস্তেষামাচার্য্যোপাসনাদ্ ভবেৎ
দেবলোকং প্রপদ্যন্তে যে বর্ষং পর্য্যুপাসতে ॥ ১২
মনুষ্যা যদি বা দেবাঃ পক্ষীরসৃপতোপ্য বৈ
যদিনঃ পুণ্যমেবন্তে লোভদ্বেষবিবর্জিতাঃ ॥ ১৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যদি দুরাত্মা লোক বারা বারংবার হানি হয়, সেই বর্ষের স্থানে তুমি এইরূপ প্রমাণভেদে তিন প্রকার বর্ষের কল্প, তাহা তোমার এই বিচার ঠিক নয়। বাস্তবে বর্ষ এক-ই, তাহার ঐ তিন প্রকার বিচার করা যায় অর্থাৎ ঐ তিন-প্রকারের দ্বারা বর্ষের সংখ্যা করা যায় ॥ ১৩

ইহা নিশ্চিত জানিও যে, বর্ষ এক-ই ঐ তিন প্রমাণের দ্বারা বর্ষের বর্ণন হয় আমি ইহা জানি না যে, এই তিন প্রমাণ ভিন্ন বর্ষের প্রতিপাদন করে ॥ ১৪

ঐ তিন প্রমাণের মধ্যে যে বর্ষসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, তুমি তাহারই আচরণ কর ঐরূপ সম্পাদন করিয়া বর্ষের জিজ্ঞাসা করা কদাপি উচিত নয় ॥ ১৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমার এই কথায় তোমার যেন কখনও সন্দেহ না হয়, আমি যাহা কিছু বলিতেছি তৎসমস্তই সত্য ও অক্ষের ন্যায় নিশ্চয়াত্মক। তুমি সেইরূপ আচরণ কর ॥ ১৬

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও দান—এই চারিটিকে সর্বদা সেবন কর, কারণ, ইহাই সনাতন ধর্ম ॥ ১৭

মহারাজ! তোমার পিতা সত্যাদিগুণ ব্রাহ্মণগণের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তুমিও তাহারই অনুসরণ কর, যেহেতু, ইঁহারাই বর্ষের উপদেষ্টা ॥ ১৮

যে মূর্খ ব্যক্তি প্রমাণ-ভেদ অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার কথাকে প্রামাণিক বলিয়া মনে করিও না, কারণ, সে কেবল বিবাদকারী ॥ ১৯

তুমি ব্রাহ্মণগণের নিকট সর্বদা সৎকার করিতে করিতে ঐশ্বর্যের সেবায় নিরত থাক এবং ইহা জানিও যে, সকল লোকসমূহই ব্রাহ্মণগণেরই আধারে স্থির আছে ॥ ২০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যাহারা বর্ষের নিন্দা করে এবং যাহারা বর্ষের আচরণ করেন, ইহাদের সকলে কোন্ লোকে গমন করেন? তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ২১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির যে সব মানুষ হুতোপরি ও হুতোপরি মনিবচিত্ত হওয়ায় বর্ষকে দ্বেষ করে, তাহারা নরক প্রাপ্ত হয় ॥ ২২

মহারাজ! যাহারা সত্য ও সরলতার উপর আস্থা রাখিয়া সদা বর্ষপালন করেন, সেই সব মানুষ বর্ষলোকে সুখভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২৩

আচার্যের সেবা করিলে মনুষ্যগণের এইরূপ বর্ষেরই আশ্রয় লাভ হয় এবং যাহারা বর্ষের উপাসনা করেন, তাহারা দেব লোক প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

মানুষ হউন বা দেবতা হউন, যাঁহারা সর্বদাই এই বিধান বর্ষাচরণে রত থাকেন এবং লোভ ও দ্বেষ ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সুখী হন ॥ ২৫

প্রথমং ব্রাহ্মণঃ পূজ্যঃ ধর্মমাহুর্মনীষিণঃ।
ঋষিঃ পর্যুপাসন্তে কল্যং পক্ষিমিবাপদঃ॥ ৩২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অনড্বাং কীদৃশং ব্রহ্মন্ দাতারং দাতুমিচ্ছসি।
ব্রহ্মণ্ডু বা তথানেতদ্ সন্তোঽসন্তশ্চ কীদৃশাঃ॥ ৩৩

ভীষ্ম উবাচ।

দুরাচারাদ্ দুর্বিদ্বাংসো দুর্মুখাদ্যাপসাধবঃ।
সাধবঃ শীলসম্পন্নাঃ শিষ্টাচারস্তু লক্ষণম্॥ ৩৪
রাজমার্গে গবাং মধ্যে বাহ্মণস্য চ ধীমতঃ
বোপদেবন্তি রাজেন্দ্র সর্বং মূঢ়-পুরীষবৎ॥ ৩৫
পঞ্চানামনৃতং দত্ত্বা দেবস্যন্তি সাধবঃ
ন জন্তবশ্চ চ ক্ষুদ্রাশ্চ ন তির্যগ্জাতয়শ্চরাঃ॥ ৩৬
চিত্রভানুমনড্বাহং দেবাঃ গোষ্ঠং চতুষ্পথম্
ব্রাহ্মণং ধার্মিকং বৃদ্ধং যে বৈ বৃদ্ধাংশ্চ প্রদক্ষিণম্॥ ৩৭
বৃদ্ধানাং ভারভগ্নানাং স্ত্রীণাং চক্রন্দতস্তথা চ।

ব্রাহ্মণানাং প্রপন্নানাং পন্থানং দদতে চ যে॥ ৩৮
অতিথীনাঞ্চ সর্বেষাং প্রেষ্যাণাং বন্ধনস্য চ
তথা শরণকামানাং গোপ্তা স্যাৎ স্বাগতস্য চ॥ ৩৯
নায়াং প্রাতর্মৃগয়ুস্তাবাসমন্ত দেবসিত্রিম্
নাস্তুরা ভোক্তন পৃষ্টপুণবাদিবিধিং নয়ঃ॥ ৪০
হোমকালে যথা যজ্ঞিঃ কালমেব প্রতীক্ষতে
অন্নকালে তথা নারী অনুমেব প্রতীক্ষতে॥ ৪১
নাভদা গচ্ছতে যজ্ঞ যজ্ঞচর্যাঞ্চ যং যুধম্
অমৃতং ব্রাহ্মণা গাব ইত্যেতং ত্রয়মেবকৃতং॥
তস্মাদ্ গোব্রাহ্মণং নিত্যং রক্ষেত্ত যত বিধি॥ ৪২
অদেশে পরদেশে বাপাপত্তিষি বোপবাসয়েৎ
কর্ম বৈ সফলং কৃত্বা গুরুণা প্রতিপাদয়েৎ॥ ৪৩
গুরুস্তাত্মানং দেবস্তিবাজ্ঞাপিপূজা চ
গুরুবর্তাচ্চ যর্বন্তু আত্মনা যর্বদা স্ত্রিয়া॥ ৪৪
বৃদ্ধান্ নাভিবদেজ্জাতু ন চৈতান্ প্রেরয়েদিতি
বালান্ ভ্রাতৃ স্ত্রিয়ো রোগাতুরান্ ন বিস্তুতে॥ ৪৫

ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির ধর্মজ্ঞেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় পূজ্য বলিয়া অভিহিত করেন। যেরূপ ভোজনকারী ব্যক্তিরা মন পক্ষ ফলকে অধিক ভালবাসে, সেইরূপ ধর্মজ্ঞি পুলস্ত্যগণ ধর্মের উপাসনা করেন। ৩১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! অনাড়ু পুলস্ত্যগণের কীদৃশ গুণ? সাধু পুলস্ত্যগণ কিরূপ কার্য করেন? সাধু ও অসাধু কীদৃশ? এই সব আপনি আমাকে বলুন। ৩৩

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! অসাধু বা দুষ্ট পুলস্ত্য দুরাচারী, দুর্মুখ (বৈদ্য ও দুর্মুখ দ্রষ্টব্য) হয় এবং সাধু পুলস্ত্যগণ সুশীল হন। এখন শিষ্টাচারের লক্ষণ বলিতেছি। ৩৪

ধর্মাত্মা পুলস্ত্যগণ রাজপথে, গোরুদের মধ্যে এবং ব্রাহ্মণদের (ব্রাহ্মণগণ ও সন্ত্যগণ দ্রষ্টব্য) মল-মূত্র ত্যাগ করেন না। ৩৫

সাধু পুলস্ত্যগণ দেবতা, পিতৃপুরুষ, ঋত্বিক, অতিথি ও ভরণ পোষণ যোগ্য আশ্রীয়স্বজনগণকে ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট অন্ন স্বয়ং সর্বশেষে ভোজন করেন। তাঁহারা ভোজনের সময় কথা বলেন না এবং আর্দ্র হস্তে পদ স্পর্শ করেন না। ৩৬

যাঁহারা অগ্নি, ঘৃত, দেবতা গোপাল, চতুষ্পথ, ব্রাহ্মণ, ধার্মিক ও বৃদ্ধ পুলস্ত্যগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া পদব্রজে এবং যাঁহারা বৃদ্ধ, ভারক্লান্ত, স্ত্রী, অবীরগণ, ব্রাহ্মণ গো ও রাজাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া রাস্তার অন্য পথ গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই সাধুপুলস্ত্য। ৩৭-৩৮

সাধুপুলস্ত্য সমস্ত অতিথি, সেবক, ভজন ও শরণাগতদের রক্ষক এবং আশ্রিত সংকারী হইবেন। দেবতাগণ মনুষ্যদিগের জন্য প্রাতঃকালে (দিনের প্রথম) ও সায়ংকালে (রাত্রিকালে) দুই সময়ে দুই বার ভোজনের বিধান করিয়াছেন। মধ্যে আর কোন সময়ে তাহাদের ভোজনের বিধি দেখা যায় না। এই বিষয় পালন করিলে উপবাসেরই ফল হয়। ৩৯-৪০

যেরূপ হোমকালে অগ্নিদেব দুধেরই প্রতীক্ষা করেন, সেইরূপ অন্নকালে স্ত্রী অন্নেরই প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। ৪১

যে ব্যক্তি অন্নকাল ব্যতীত আর কোনও সময়ে স্ত্রীসঙ্গম করে না, তাহার এই আচরণ যজ্ঞকার্য বলিয়া অভিহিত হয়। অমৃত, ব্রাহ্মণ ও গো এই তিনটি একই স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব গো এবং ব্রাহ্মণের প্রতিদিন বিধিপূর্বক পূজা করিবে। ৪২

যজ্ঞে ও পরদেশে কোনও অতিথিকে উপবাসে রাখিবে না। গুরুজনগণ যে কার্যের ভার অর্পণ করিবেন, তাহা সফল করিয়া তাঁহাদের নিকট বলিয়া আসিবে। ৪৩

গুরুজনগণ সম্মুখে আসিলে শয্যা হইতে প্রথমে উঠিবে এবং যিনি অগ্রজবোধে তাঁহাদের পূজা করিয়া বলিয়া আসন লাভ করিবেন। গুরুজনগণের পূজা করিলে ব্রাহ্মণের বল, আয়ু ও শ্রী বৃদ্ধি হয়। ৪৪

বৃদ্ধ পুলস্ত্যগণকে কখনও তিরস্কার করিবে না। তাঁহাদিগকে কোনও কার্যের ভার প্রেরণ করিবে না এবং তাঁহারা যখন দাঁড়াইয়া থাকেন, তখন বসিয়া থাকিবে না। এরূপ করিলে পর ব্রাহ্মণের আয়ু ক্ষীণ হয় না। ৪৫

ন নগ্নাঽধীয়তে নাস্ত্রীঃ ন নগ্নান্ পুরুষানপি
বৈথুনং সম্ভতং শুদ্ধং তদ্ধ্যাহারক্ষ সর্বদা ৪০
তীর্থানাং শুভতীর্থং চোত্তমানাং হ্রদং শুচি
দর্শনানাং পরং জ্ঞানং সত্যাদ্ধি পরমং পুনঃ ৪১
সায়ং প্রাতশ্চ বৃদ্ধানাং শুশ্রূষুঃ পুরুষঃ সদা
জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং সত্যতো বৃদ্ধসেবয়া। ৪২
আদ্যাদ্যে ভোজনে চৈব ভক্ষিতে পানিমুচ্ছয়েৎ
যজ্ঞেত্তাদ্যন্তয়োর্নিত্যমিতি হ্যেবং বিদুর্বুধাঃ ৪৩
সংস্কৃতং পায়সং নিত্যং যবাগূ কৃশরা হবিঃ
আইকা পিতৃদৈবত্যা প্রধানামাত্তপূজনম্ ৪৪
গুরুকর্মণি মঙ্গল্যে ক্ষুতাদাবতিমঙ্গলম্
ব্যাধিতানাঞ্চ সর্বেষামুদ্যমোঽতি-মঙ্গলম্।
ন জাতু দক্ষিণে জানুন্যেতেভ্যঃ সংহতম্

ন্যস্তাহারো যা যবো বৈধি বিধানমুপ নিষিদ্ধতে। ৪১
অবস্থাবাং সমানাবাং নিত্যাপাকং সমাচরেৎ
পাপমাচক্ষতে নিত্যং হ্রদং পাপকৃতিন্। ৪৩
জ্ঞানপূর্বং তু কর্ম ক্ষাদ্যতে হ্রদ যদ্
জ্ঞানপূর্ব- বিনশ্যন্তি গৃহমাণা মহাজনে। ৪৪
ন মাং যজন্ত্যাঃ পশুভি র মাং পশুভি সেবতাঃ
পাপেনাপিহিতঃ পাপঃ পাপসেবাভিধায়তে। ৪৫
যথা বায়ুর্দিবাকং বৃষ্টিং বিনয়তে প্রতীক্ষতে
দর্শেন লিহিতং পাপং যজ্ঞেনাভিবর্ষতে। ৪৬
যথা লবণমন্তোভির্যুক্তং সম্পদ্যতে
প্রাণান্তিকৈস্তথা পাপং তথা সত্ত্বা প্র-কৃতি। ৪৭
তস্মাৎ পাপং ন কুর্যাৎ পুরুষান বিচক্ষণঃ
কৃত্বা তৎ সাধুনা মার্গেণ তত্ত্ব প্রশমনমাচরেৎ ৪৮

নগ্না স্ত্রীর সিতে দৃষ্টান্ত করিবে না এবং নগ্ন পুরুষকেও দেখিবে না। বৈথুন ও ভোজনের পর স্নান করিবে। ৪৯

তীর্থসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম তীর্থ শুভজলপূর্ণ এবং পবিত্র জলাশয়ের মধ্যে হ্রদই অতি পবিত্র। সত্য (জ্ঞান) সমূহের মধ্যে পরমার্থজ্ঞানের জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরোৎকৃষ্ট জ্ঞানের উত্তম বুধ। ৫১

সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধ পুরুষের নত্র ও বিনীত শুশ্রূষাপূর্ব উপদেশসমূহ শ্রবণ করিবে। সততঃ বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবার দ্বারা মানুষ সমস্ত পাপ হইতে ত্রাণ প্রাপ্ত হয়। ৫৮

আদ্যান্ত ও ভোজনের সময় দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করিবে এবং মুখ, হাত ও ইন্দ্রিয়গণকে সদা নিজের অধীনে রাখিবে। ৫৯

উত্তমরূপে প্রস্তুত পায়স, যবাগূ (যবের লাপসী), কৃশরা (খিচুড়ী) ও হবিষ্যান্ন ও পিতৃগণের পূজা প্রাদ্ধ করা কর্তব্য। নমস্কারের পূর্বে নিত্য ক্ষুতাদি। ৫০

গুরুকার্যে (বাড়ি কাহারও শ্রাদ্ধ) মঙ্গলসূত্র পরমমঙ্গলের উদ্ভাবন করা উচিত। যদি হাঁচি হইলে তাহাকে (পরে ভীষ্ম আদি বলিয়া) আশীর্বাদ করিবে এবং রোগগ্রস্ত পুরুষগণকে তাহাদের রোগমুক্ত হওয়া পর্যন্ত অতি মঙ্গলাচরণ। ৫৪

যুধিষ্ঠির! তুমি কখনও অন্যান্য সব কটি পরিত্যক্ত হইলেও কোনও শ্রেষ্ঠ পুরুষকে 'তুমি' বলা কথা বলিবে না। কোনও শ্রেষ্ঠ পুরুষের প্রতি 'তুমি' শব্দ প্রয়োগ করা এবং তাঁহাকে যদ করা এই উত্তমের যশ বিদ্বান্ পুরুষগণ কোনও পার্থক্য দেখিতে পান। ৫২

যাহারা নিত্যের সমবয়স্ক, যাহারা বন্ধু এবং যাহারা শিষ্য, তাহাদের প্রতি 'তুমি' শব্দ প্রয়োগ করিবে। পাপ কর্মকারী পুরুষের হৃদয় ই সর্বদা তাহাকে পাপের প্রধান করিতে থাকে। ৫৩

দুই মুহূর্তের জ্ঞানপূর্বক কৃত নিত্যের পাপকর্মের অন্তের নিমিত্ত শোধন করে। কিন্তু যদি পুরুষের নিত্য কৃত পাপ কর্ম তার বাধিন্য অন্তরাত্মা নষ্ট হইয়া যায়। ৫৪

'পাপ করিবার নয়' আমাকে যাহারা পূজা করিতে পারে না এবং দেবগণও আমাকে দেখিয়া পাপ না এরূপ চিন্তা করিয়া পাপের দ্বারা আচ্ছাদিত পাপাত্মা পুরুষ পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৫৫

যেরূপ বায়ুমূর্তি (মেঘমালা) মেঘ হয় দিন অতিবাহিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ পাপ বর্ধিত হয়, কিন্তু যদি সেই পাপকে যজ্ঞের দ্বারা আচ্ছাদিত অর্থাৎ অন্তর্হিত করা হয়, তাহা হইলে উহা বারংবার বৃদ্ধি করে। ৫৬

যেরূপ লবণ জলে নিক্ষেপ করিলে তাহা গলিয়া যায়, সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে তৎকালেই পাপ নষ্ট হইয়া যায়। ৫৭

সেইজন্য নিজের পাপকে গোপন করিবে না। শুদ্ধ পাপ বর্ধিত হইতে থাকে। যদি কখনও পাপ কর্ম হইয়া যায়, তবে তাহা সৎপুরুষগণের নিকট বলিয়া দিবে। তাহা হইলে তাঁহারা সেই পাপকে শান্ত করিয়া দিবেন। ৫৮

আশয়া শঙ্কিতঃ ত্রস্যাৎ কালেনৈবোপসৃজ্যতে
অন্তে চৈব প্রসজ্যেত নিয়োগে তস্য দেবিনঃ ৫৯
মানসং সর্বভূতানাং ধর্মমাহুর্মনীষিণঃ
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ধর্মেণৈব সমাসতে ৬০
এক এব চরেদ্ ধর্মং ন ধর্মধ্বজিকো ভবেৎ
ধর্মধ্বজিকতা হ্যেষা সে ধর্মমুপজীবতি ৬১

অর্চেদ্ দেবানস্তে- ম যজমানাংস্তথা গুরূন্
বিধিং নিষেবমাণো যাত্রার্থী যাজয়েদ্ যজেত ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ধর্ম- দানফলবর্ণনে
ত্রিষষ্টি ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ৬২

আবার শ্রেষ্ঠত্ব শঙ্কিত হয়াকে তাদৃশ উপভোগ করে। সেই মানুষের নিজ দেহ হইতে বিয়োগ হইলে শত তাহার ঘন অত যাতনেরা প্রাপ্ত হয়। ৫৯

মনীষী পুরুষগণ ধর্মকে যত প্রাণীদিগের হৃদয় বলেন। সেই হেতু সকল প্রাণীই ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। ৬০

মানুষ কোটী ধর্ম আচরণ করিবে তথাপি যশ লাভের জন্য ধর্মধ্বজী হইবে না। যে মানুষ ধর্মকে জীবিকার সাধন করে এবং ধর্মের নামে জীবিকা অর্জন করে, সেই মানুষ ধর্মে- ব্যবসায়ী। ৬১

যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া দেবতাগণের পূজা করিবে। গুরু জনদিগকে আশ্রয় করিয়া গুরুজন-গণের সেবা করিবে এবং পরলোকের যাত্রার যত সাধনার্থ বিধির সংগ্রহ করিবে অর্থী পরলোকে লাভের যত মুক্তিস্থ হইয়া স্থান করিবে। ৬২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা তে অনুশাসন জীবর্ণক দানধর্মপর্বে ধর্ম প্রসঙ্গফলবিষয়ক ত্রিষষ্টাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়

[যুধিষ্ঠিরকর্তৃক ব্রাহ্মণ-বৃদ্ধিজাতীয়ের প্রাধান্যবর্ণন, কৃষ্ণ ও ব্রহ্মসংবাদ]

যুধিষ্ঠির উবাচ

মাত্রা বেদঃ প্রাপ্তে তিথৌ মুহূর্তবানপি
ভাগবেদাধিকর্তৃত্বং কুলে বালস্য বিদ্যতে।
বালস্তকালে লভতে প্রত্যেণাপি কুলে সতি
লাভস্তকালেঽপ্রত্যেণ লভতে বিপুলং ধনম্। ২
কৃতত্বস্য ফলস্যৈব দৃশ্যন্তে সন্তো নরাঃ
অযত্নেনৈবযানাস্ত দৃশ্যন্তে বহবো জনাঃ। ৩

যদি যজ্ঞো ভবেদ্ ভূয়ঃ স সর্বঃ কুলমাপ্নুয়াৎ
মালভ্যা চোপলভ্যোর্ব্যা ভবতশ্চন্দ্রস্তত। ৪
প্রযত্নঃ ফলসম্যোঽপি দৃশ্যন্তে ফলদা নরাঃ
মার্গণাদিনমৈর্বনিয়ন্তাপণঃ সুখী। ৫
অকার্যাদপকৃষ্য কৃত্যা দৃশ্যন্তে ফলদা নরাঃ
ধনযুক্তাঃ সকর্মাণ দৃশ্যন্তে চাপরেঽধনাঃ। ৬

ত্রিষষ্টাধিক শততম অধ্যায়

[যুধিষ্ঠির কর্তৃক বিদ্যা, ধন ও বৃদ্ধি অপেক্ষা ভাগ্যের প্রাধান্য বর্ণন এবং ভীষ্মের উত্তর দান।]

যুধিষ্ঠির নিবেদন,—পিতামহ! ভাগ্যহীন মানুষ যত্নবান্ হইলেও যে ধনলাভ করিতে পারে না এবং যে ভাগ্যবান্ সে বালক ও মূঢ় হইলেও ধনের প্রাপ্ত হয়। ১

যজ্ঞের ন্যায় ধনপ্রাপ্তির সময় আসিবে,তাহাতে বিশেষ যত্ন করিলেও ধনলাভ হয় না, কিন্তু ধনপ্রাপ্তি সময় হইলে পর মানুষ বিনা যত্নেই প্রকৃত ধনলাভ করে। ২

এরূপ শত শত মানুষকে দেখা যায়, যাহারা ধনপ্রাপ্তির চেষ্টা করিলেও লাভ হইতে পারে না এবং আবার বহু এরূপ মানুষ দেখা যায় যাহারা কর্ম করা দূরে থাকুক নিজে ঘরে বসিয়া ধন লাভ করিয়া থাকে। ৩

অবশ্য যদি যত্ন করিলে সকলেরই লাভ অনিবার্য হইত, তবে মানুষ সমস্ত কর্মই লাভ করিতে পারিত, কিন্তু যে যত্ন প্রায়শঃই মানুষের লাভ সফল আনা উদ্যোগ করিলেও লাভ হয় না। ৪

প্রযত্নকারী মনুষ্যগণকে অসফল হইতে দেখা যায় অনেকে শত শত উপায় করিয়া ধনের অন্বেষণ করে এবং অন্য মানুষ আবার বিনা যত্নে ধনের সৃষ্টিতে সুখী হয়। ৫

কত মানুষ অনেকবার দুষ্কর্ম করিয়াও নির্ধন হয় ইহা দেখা যায় কত মানুষ আবার ধর্মানুষ্ঠান করিয়া ধনবান্ হয়। অন্য-কে নির্ধন থাকে। ৬

অবীত্য নীতিশাস্ত্রাণি নীতিযুক্তো ন দৃশ্যতে
অবস্থিতস্তু সাহিত্যে প্রমিতঃ কেন হেতুনা ॥ ৭
বিদ্যাযুক্তো ভবিষ্যন্তি যদমান্ দুর্মতিস্তথা
যদি বিদ্যাযুপাস্ত্রিত্য নরঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮
ন বিদ্যান্ বিদ্বতা লোকে বৃত্তাবস্থুপসংহরেৎ
যথা পিপাসায়াঃ জন্তোঃ পুরুষঃ প্রাপ্য বৈ জলম্ ॥ ৯
ইষ্টার্থো বিদ্বতা যোগ ন বিদ্যাং প্রজহেন্নরঃ
যাবপ্রাপ্তকালো ত্রিদশৈঃ বিদ্বঃ সহস্রশৈরপি
কৃপাত্রেণাপি সম্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ।

ভীষ্ম উবাচ

ঈশ্বরান্ঃ সমারম্ভান্ যদি নাসাদয়েদ্ যদম্

উগ্রং তপঃ সমাস্থায় তদ্ভূতপূর্ব প্রযত্নবান্ ॥ ১০
দানেন ভোগী ভবতি মেধাবী বুদ্ধসেবয়া
অহিংসয়া চ দীর্ঘমুষিরি প্রাপ্নুয়াদীপ্সিতং ॥ ১১
তস্মাদ্ বদ্ধাঞ্জলিঃ কার্যঃ পুরুষেণ বাধিকানপি
সুভাষী প্রিয়কৃচ্ছান্তঃ সর্বসত্ত্বাবিহিংসকঃ ॥ ১২
বল প্রধানঃ প্রসবঃ পশুনাং সুখমুত্তমে
জন্তু-কীট-পিপীলানাং স্ত্রিয়ো ভব বৃদ্ধিহীনাঃ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ধর্মপ্রশংসায়াং
ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

কোন ব্যক্তি নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নীতিযুক্ত হইয়াছে, ইহা দেখা যায় না এবং কোনও ব্যক্তি আবার নীতিতে অবস্থিত হইয়াও মূর্খ হয়, ইহার কারণ কি ? ৭

কখনও কখনও বিদ্বান্ দেখিয়া দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিরাই সর্বদা ঈর্ষা করিয়া থাকে, কখনও দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি বলবান্ হয় (যে কারণে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অধিকতর প্রাপ্ত হয় না) । যদি বিদ্বান্ ব্যক্তিকে করিয়া মানুষ অবশ্যই সুখলাভ করিতে সমর্থ হইত, তবে কেন বিদ্বান্ ব্যক্তিকে কোনও দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি প্রহার করিতে পারে ? ৮

যেরূপ জলপান করিলে মানুষ পিপাসাকে আর অনুভব করিতে পারে, সেইরূপ যদি বিদ্বান্ ব্যক্তি সহস্র সহস্র বিদ্বান্ অধিবাসী হইতে তাহা হইলে কোনও মানুষই বিদ্বানকে হেলা করিত না । ৯

মানুষ মৃত্যুর সময় আসে নাই, পর্যন্ত শত শত বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইলেও সে মৃত্যুবশে পতিত হয় না, কিন্তু যখন মৃত্যুর কাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সে তৃণের অগ্রভাগের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতদ্বারাও প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে । ১০

ভীষ্ম বলিলেন,—যদি নানাপ্রকার চেষ্টা এবং অনেক উদ্যোগ করিলে পরও কেহ ধন লাভ করিতে না পারে, তবে তাহাকে কোনও উপায় করিতে হইবে তাহা, কারণ, ধন যদি না করিলে অন্নও উৎপন্ন হয় না । ১

মহীয়ী পুরুষগণ যে সকল দানের দ্বারা উদ্যোগের সাধারণ প্রাপ্ত হয়, সেই পুরুষগণের সেবার দ্বারা উত্তম বুদ্ধি লাভ হয় এবং অহিংসা দ্বারা মানুষ দীর্ঘজীবী হয় ।১১

শ্রেষ্ঠের সঙ্গে কাল করিবে, অন্যের নিকট কিছু প্রার্থনা করিবে, সর্বদা পুরুষগণের পক্ষ করিবে, উত্তম কথা বলিবে, সকলের প্রিয় কথা করিবে, শান্তভাবে থাকিবে (কখনও উত্তেজিত হইবে না) এবং কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না । ১২

বৃদ্ধিহীন কীটক, কীট ও পিপীলিকাদি জীবগণকে পক্ষে যোনিতে উৎপন্ন করিয়া তাহাদিগকে সুখ দ্বারা প্রাপ্তি করাইতে তাহাদের নিজ নিজ কর্মানুসারে উদ্ভূত করাইবে কারণ হইয়া থাকে, ইহা চিন্তা করিয়া তুমি স্থির হইয়া থাক । ১৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব প্রশংসাবিষয়ক ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

॥ চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(শুভাশুভকর্ম্মাদ্যের সুখ-দুঃখপ্রাপ্তে: কারণমীতি বর্ণয়তা ভীষ্মেণ ধর্ম্মানুষ্ঠানস্যৈব শুরুত্বপ্রদর্শনম্)

ভীষ্ম উবাচ

কার্য্যতে যচ্চ ক্রিয়তে সচ্চাসচ্চ কৃতাকৃতম্ ।
তস্মাদ্বিতীয়ং সংকৃত্য অসংকৃত্বা ন বিদ্যতে ॥১॥

কাল এব সর্ব্বকালে নিগ্রহানুগ্রহৌ দধৎ
সৃষ্টিমাবিশ্য ভূতানাং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রবর্ত্ততে ॥২॥

যদা ত্বস্য ভবেদ্ বৃদ্ধির্ধর্ম্মে প্রদর্শনাৎ
তদাত্মানং বর্ণয়ত্যাশু ভূতবৃদ্ধির্ন বিদ্যতে ॥৩॥

এতাবন্মাত্রমেবেহ বিদ্ধি ভূতানাং প্রাজ্ঞলক্ষণম্
কালমুক্তোঽপ্যুভয়বিচ্ছেষু যুক্তং সমাচরেৎ ॥৪॥

যথা ক্ষুৎপিপাসৈবর্ধ্যাঃ প্রজায়ন্তে ন রাজসাঃ
এবমেবাত্মনাত্মানং পুনন্তস্তীহ ধার্ম্মিকাঃ ॥৫॥

ন ত্বধর্ম্মঃ ক্ষয়ং যাতি যাবৎ কালঃ ক্ষপয়েৎ
তস্মাদ্ বিতৃষ্ণমাত্মানং জানীয়াদ্ ধর্ম্মচারিণম্ ॥৬॥

অগ্নিং সংস্তম্ভয়ন্ত্যাপো হি জলন্তমিব পাবকম্
অধর্ম্মং স্তম্ভয়ো ধর্ম্মঃ কালেন পরিকর্ষিতম্ ॥৭॥

কার্য্যাবেক্ষো হি ধর্ম্মেণ বধ্যো হি বিতৃষাবধঃ ।
ব্রহ্মণাপি লোকানামালোকঃ কারণং ভবেৎ ॥৮॥

ন তু কশ্চিদ্রহস্যে প্রাজ্ঞো মূঢ়ৈর্ভবতি নরঃ ।
উচ্যমানস্য ধর্ম্মস্য ব্রহ্মলোকতরঙ্গিণঃ ॥৯॥

শূদ্রোঽহং নাধিকারো মে চাতুরাশ্রম্যসেবনে
ইতি বিজ্ঞানমলসৈ নাস্তুন্যস্যবদ্ধুতে ॥১০॥

বিপ্রেষেব চ বক্ষ্যামি চাতুর্বর্ণ্যস্য নিশ্চয়ঃ
পক্ষকৃত্তশরীরাণাং সর্ব্বেষাং সমুপাত্মনাম্ ॥

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়

(ভীষ্ম কর্ত্তৃক শুভাশুভ কর্ম্মেরই সুখ দুঃখ প্রাপ্তির কারণ বর্ণনা করিতে করিতে মনের অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ)

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির ! মনুষ্য যে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করে এবং করায়, এই দুই প্রকার কর্ম্মের মধ্যে শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই তাহার এই আশায় লাভ করা উচিত যে, ইহার দ্বারা আমার শুভ ফল লাভ হইবে, কিন্তু অশুভ কর্ম্ম করিলে সে তাহার কোনও শুভ ফল প্রাপ্তির উপায় করা উচিত হইবে না ॥ ১ ॥

কালই সদা নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে করিতে প্রাণিগণের বুদ্ধিতে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের ফল প্রদান করে ॥ ২ ॥

যখন ধর্ম্মে ফল দেখা যায় মানুষের বুদ্ধিতে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা নিশ্চয় হইয়া যায়, তখন তাহার ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস বর্দ্ধিত হয় এবং তখন তাহার মনও ধর্ম্মেই রত থাকে। যতকাল ধর্ম্মে বুদ্ধি দৃঢ় না হয়, ততকাল কেহই তাহার উপর বিশ্বাস করে না ॥ ৩ ॥

প্রাণগণের বুদ্ধিমত্তার ইহাই পরিচয় যে, ধর্ম্মের ফলে বিশ্বাস করিয়া তাহার আচরণে নিয়ত রহিবে। যাহার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য উচিতের জ্ঞান আছে, সেই মনুষ্যের উচিত হইল সে প্রতিকূল প্রারব্ধের দ্বারা মুক্ত হইতে যথাযোগ্য চেষ্টাই আচরণ করিয়া যাইবে ॥ ৪ ॥

যাহারা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তাঁহারা এই চিন্তা করিতে থাকেন যে, যেন রাত্রে কালী হইয়া পুনরায় তার মৃত্যুর কবলে আর পতিত না হই, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং এইভাবে নিজেদেরই দ্বারে নিজেদেরে মহৎ পদবাচ্যে বরণ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

কাল কোনও প্রকারে ধর্ম্মকে অধর্ম্ম করিতে পারেন না অর্থাৎ ধার্ম্মিকের কোনও দুঃখ হইতে পারেন না। সেইজন্য ধর্ম্ম চরণ কারী পুরুষের চিত্ত আত্ম কামনাই জানিবে ॥ ৬ ॥

ধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রচলিত অগ্নিসমূহ তেজস্বী, কাল তাঁহাকে সঞ্জীবিত করে। ইহা করেন অতএব অধর্ম্মে এরূপ শক্তি নাই যে, সে বিস্তার লাভ করিয়া ধর্ম্মকে স্পর্শ করিতে পারে ॥ ৭ ॥

বিতৃষ্ণ ও পাপের স্পর্শের অভাব এই উভয়ই ধর্ম্মের কার্য্য ধর্ম্ম বিতৃষ্ণপ্রাপ্তিকারক এবং তিনি লোকের প্রকাশ-অনুপ্রকাশ তিনিই এই লোককে রক্ষা করেন ॥ ৮ ॥

যিনি বস্তুই বুদ্ধিমান্ হইয়া যান, তিনি কোনও মানুষকে হাত ধরিয়া বলপূর্ব্বক ধর্ম্মে আনিতে পারেন না ; কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মতত্ত্ব ও লোকতত্ত্বের মূল করিয়া দেই মানুষকে ধর্ম্মের তত্ত্ব বলিতে পারেন ॥ ৯ ॥

আমি শূদ্র, অতএব প্রথমাশ্রম চার আশ্রমের সেবার কোনও অধিকার আমার নাই শূদ্র এরূপ চিন্তা করেন ; কিন্তু সাধু ব্যক্তি বিভেদের মধ্যে ইহাকে আশ্রয় দেন না ॥ ১০ ॥

এখন আমি চারিবর্ণের বিশেষভাবে লক্ষণ বলিতেছি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের মস্তক পদ্মহস্তকের দ্বারা নির্ম্মিত এবং সকলের আত্মাও এক ই, তথাপি ইহাদের লৌকিক ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্মে বিভিন্নতা আছে

লো। ধর্মে চ ধর্মে চ বিশেষকরণং কৃতম্
যত্রৈকতঃ পুনর্ধান্তি প্রাণিনস্তত্র বিস্তরঃ। ১
অক্ষয়ো হি কথা লোকে যুধো ধর্মঃ স চ ধ্রুবঃ।
যত্র কালো ধ্রুবস্তাত তত্র ধর্মঃ সনাতনঃ। ১০
সর্বেষাং তুল্যদেহানাং সর্বেষাং সমুদাচরম্।
কালো বর্ধেত সাধূনাং শেষ এব তু বধ্যতে। ১৪

এবং সতি ন দোষোঽস্তি কৃতানাং কর্মণামিহ।
তির্যগ্‌যোনাবপি সতাং লোক এষ সতাং গুরুঃ। ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দ্বাবর্ধশতিকে ধর্মপ্রশ্নসাধ্যায়ে চতুঃ-
ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

থাকে। ইহার উদ্দেশ্য হইল ইহাই যে, সকল লোক নিজ নিজ ধর্ম পালন করিতে করিতে পুনরায় একত্র হোক হইত। পাপে ইহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ১১-১২

তাত! যদি বল, ধর্ম ত' নিত্য, তবে তাহার দ্বারা বর্ণাদি অনিত্য লোকসমূহ কি প্রকারে নিত্যভাবে রহে? যদি তাহা হয়, তবে ধর্ম নিত্য কিরূপে হন? তার উত্তরে ইহার উত্তর হইল এই যে, যখন ধর্মের সমস্ত ক্রিয়া হয় অর্থাৎ অনিত্য কামনা-সমূহ ত্যাগ করিয়া নিজের ভাবে ধর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, সেই সময় অনুষ্ঠিত ঐক ধর্মের দ্বারা সমাজের লোক নিত্য সনাতন-

ইতি শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ৬৪ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[নিত্যস্বরূপী ভগবান্ দেবব্রত-ভীষ্ম-ধর্মরাজ-সংবাদে তাঁহার কীর্তনমাহাত্ম্যকথন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তু শন্তনোঃ পুত্রঃ পাণ্ডবেয়ঃ কুরূদ্বহঃ।
যুধিষ্ঠিরো দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ সংশয়ম্। ১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং স্বিদ্ধর্মঃ পুরুষমেকং কিং কুর্বন্ সুখমেধতে।
বিশাস্ত্যা স ভবেৎ কেন কিং বা বৃত্তমবাপ্নুয়াৎ। ২

বৈশম্পায়ন উবাচ

তচ্ছ্রুত্বা ভরতশ্রেষ্ঠো ধর্মপুত্রস্য ধীমতঃ।
ভীষ্মং ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠমিদং বচনমব্রবীৎ। ৩

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি যথা ন্যায়মরিন্দম।
ইমং ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠং পুরাবৃত্তং নিবোধ মে। ৪

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[নিত্যস্বরূপী দেবব্রত, নদী, পর্বত, ঋষি ও রাজাদের নাম-কীর্তন মাহাত্ম্য কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তদনন্তর কুরুকুলভূষণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নিজের হিত কামনা করিয়া শ্রেষ্ঠ্যার দ্বিজ ভীষ্মকে এই পাপনাশক বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! এ জগতে মনুষ্যের কল্যাণের উপায় কি? কি করিলে মনুষ্য সুখী হয়? কোন্ কর্মের অনুষ্ঠানে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়? অথবা কোন্ কর্ম পালনে মনুষ্য ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! সেই সময় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করিলে ঋষিকুল শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ধর্মরাজের নিকট পুরাবৃত্ত ইতিহাসের দেবব্রতের বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। ৩

ভীষ্ম বলিলেন, পুত্র! যদি তিন সন্ধ্যায় দেবব্রত শুচি হইয়া পাঠ করা যায়, তবে মানব তিন রাত্রি ও সকাল সন্ধ্যার নিজের ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা জানিয়া বা না জানিয়া যে যে পাপ কর্ম করে, সেই সব হইতেই সে মুক্তি লাভ করে এবং সে সর্বা

যস্তং বুদ্ধ্যে পাপমিচ্ছেৎ পুরুষঃ পুরুষর্ষভম্।
বুদ্ধির্দুর্বিষহা তস্য ঘোরা ভবতি সপ্তধা॥ ৪
যুঞ্জতে সর্বশস্তেভ্যঃ কীর্তয়ন্ বৈ স্তুতিং সদা।
যাজ্যো ন বধ্যঃ কামে কুরুতে ঋত্বিজান্ সদা॥ ৬
তির্যগ্‌যোনিং ন গচ্ছেচ্চ নরকং নাপ্নুয়াদপি চ।
ন চ দুঃখভয়া তস্য মরণে সম্ভবন্তি হি॥ ৭
দেবাসুরগুরুর্দেবঃ সর্বভূতনমস্কৃতঃ।
অচিন্ত্যোঽব্যক্তরূপশ্চ নির্দেশ্যঃ সর্বতোমুখঃ॥ ৮
পিতামহো জগন্নাথঃ স বিধাতা প্রজাপতিঃ।
যেনেদং সৃজ্যতে কৃৎস্নং বিশ্বরূপং চরাচরম্॥ ৯
উমাপতির্বিরূপাক্ষঃ ক্রতুঃ সেনাপতিস্তথা।
বিধাতা লোকভৃদ্ ধাতুর্লোকস্রষ্টা সুরেশ্বরঃ॥ ১০
শক্রঃ শচীপতির্দেবো যজ্ঞো যুদ্ধে পরাজয়ঃ।
বরুণঃ সহ পৌর্ণম্যা চ সহ গুহ্যা বনেশ্বরঃ॥ ১১
সৌম্যা সৌঃ সুরভির্দেবী বিশ্বরাজ্ঞী মহামুনিঃ।
সপ্তমং নাগরাজানং প্রবদন্ত্যেনং মহত্তমম্॥ ১২
বালখিল্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রাঃ কৃষ্ণবৈদ্যুতবর্চসঃ।
নারদঃ পর্বতশ্চৈব বিশ্বাবসুর্হূহূস্তথা॥
তুম্বুরুশ্চিত্রসেনশ্চ দেবদূতশ্চ বিশ্রুতঃ।
দেবকন্যা মহাভাগা দিব্যালঙ্কারভূষণাঃ॥ ৪
উর্বশী মেনকা রম্ভা বিশ্রুতেষী ঘৃতাচ্যপি।
বিশ্বাচী চ পুঞ্জিকস্থলী চ পঞ্চচূড়া তিলোত্তমা॥ ১৫
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চ পিতরোঽপি চ।
বর্হিষঃ কব্যভুজশ্চৈব লোকাঃ সাধনমেব চ॥ ১৬
শর্বর্যৌ দিবসশ্চৈব মাহাত্মাঃ কল্পসম্ভবঃ।
তত্রৈতে বৃহদ্ভিরুক্তা মুখ্যা রাজন্ বনৌকসঃ॥ ১৭
মন্বন্তরাণ্যনেকানি মায়াঃ পঞ্চাঃ সবৈদয়াঃ।
বৈমৃত্যোঃ সমুদ্ভূতঃ কল্পঃ॥ পরমাদ্ভুতঃ॥ ১৮
শতক্রতুশ্চ বিপ্রাণাং চ চন্দ্রমাশ্চ সমস্তথা।
গন্ধর্বাণাং বসুরুচির্নরাণাং ভগবান্ ভগঃ॥ ১৯
সিদ্ধানাং কপিলশ্চৈব প্রজানাং পুরুষাদিশ্চ।
ঋষীণাং বিশ্বকর্মা চ ভূতানাং ভূতভাবনঃ॥ ২০

পবিত্র থাকে। যেখানে এর কীর্তি করা যায় সেখানে অশুভ ও বধির না হইয়া সদা কল্যাণভাগী হয়॥ ৫-৬

সে তির্যগ্‌যোনি ও নরকে পতিত হয় না, সদা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে না, কখনও দুঃখের দ্বারা ভীত হয় না এবং মৃত্যুর সময় ব্যাকুল হয় না॥ ৭

(যেসব ও ভূমি প্রভৃতির মধ্যের নামাবলি এইরূপ—) সর্বভূতনমস্কৃত, যেসব দেবতাগণ, অচিন্ত্যেয়, অনির্দেশ্য, সকলের প্রাণরূপ ও অব্যাহত (যাহা কখনও কাহারও দ্বারা প্রতিহত হয় না) ঐঁহার পত্নী সতী সাবিত্রীদেবী, যেসব উৎপত্তি স্থান এবং জগৎকর্তা জগৎস্রষ্টা নারায়ণ, ত্রিলোচন উমাপতি, বরাহরূপ, দেবসেনাপতি স্কন্দ, বিনায়ক, অগ্নি, বায়ু, প্রকাশবিস্তারকারী চন্দ্র ও সূর্য, শচীপতি ইন্দ্র, বরুণরাজ, ঐঁহার পত্নী গৌরী, বিশ্বের পত্নী যৌতুনের কারণ, ত্রিভুবন সুখের, সৌম্যস্বভাবা দেবী সুরভী গো, মহর্ষি বিশ্বরা, সপ্তম, নাগরাজ, পঞ্চম নদী, বরুণদেব, জলপতি ভগবান্ বালখিল্য ঋষিগণ, বিদ্যুতের বর্ণের ন্যায়, নারদ, পর্বত, বিশ্বাবসু হাহা, হুহু, তুম্বুরু, চিত্রসেন, বিখ্যাত দেবদূত, মহাসৌভাগ্যশালিনী দেবকন্যাগণ, যথা অপ্সরা, রম্ভা, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, বিশ্রুতেষী, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পুঞ্জিকস্থলী ও তিলোত্তমাদি দিব্য অলঙ্কার ধারিণী, ঋষিগণ, একতন রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, পিতৃপুরুষগণ বর্হি, কব্যভুজ লোক, সাধন, পিতামহ, রাত্রি দিন, মহীচিন্তক মন্ত্র, ওঙ্কার, বৃহস্পতি, যজ্ঞ, যুদ্ধ রাজা, দেবেন্দ্র, শতক্রতু, ঋতু, যম, সপ্ত, সংবৎসর বিভাগের পূর্ব প্রকল্প, সমুদ্র, কল্পের পূর্ব সর্গগণ, পরাক্রম, বিপ্রগণ, চন্দ্রমাগণ, সমস্তই, সিদ্ধু, কবিগণ, প্রজার পূর্বজ গণ মহানদী, বেণা, কাবেরী, নর্মদা নামক নদীগণ, ভগবান্ ভগ, গন্ধর্বগণের অধিপতি, সমুদ্র, বসুরুচি, কপিলগণ, ঋষিগণের অধিপতি, ভূতগণের উৎপত্তি ও সংহারকর্তা, বিশ্বকর্মা, ভূতভাবন, ভূতপতি, ভূতগণের অধিপতি, ভূতভাবনাধিপতি॥ ৮-২০

সরযূর্গণ্ডকী চৈব লোহিতশ্চ মহানদঃ।
ভাম্রারুণা বেত্রবতী পর্ণাশা শৌক্তিমী তথা ॥ ২১
গোদাবরী চ বেণ্যা চ কৃষ্ণবেণা তথাত্রিজা
ঋষভা চ কাবেরী চক্ষুঃসোমা তথা ॥ ২২
প্রয়াগশ্চ প্রভাসশ্চ পুণ্যা চৈবেমমেব চ।
তত্র বিশ্বেশ্বরস্থানং যত্র তত্ত্বিসরঃ সরঃ ॥ ২৩
পুণ্যাতীর্থং সুসলিলঃ কুরুক্ষেত্রঃ প্রকীর্তিতম্।
নিষ্কুভং তপোদানং তথা মার্গমথাপি চ ॥ ২৪
হিরণ্বতী বিতস্তা চ তথা প্লক্ষবতী নদী
বেণুমতী ধৃতবতী মালবাথাথবত্যপি ॥ ২৫
ভূমিভাগাস্তথা পুণ্যা গঙ্গাদ্বারমথাপি চ
ঋষিকুল্যাস্তথা বেণ্যা হ্রদঃ কিন্নরসংস্তথা ॥ ২৬
চর্মণ্বতী নদী পুণ্যা কৌশিকী বেণুমাস্তথা
নদী ভীমরথী চৈব বাহুদা চ মহানদী ॥ ২৭
মাহেন্দ্রবাণী ত্রিদিবা নীলিকা চ সরস্বতী।
নন্দা চাপরনন্দা চ তথা তীর্থহ্রদোত্তমঃ ॥ ২৮
প্রয়াগ ইন্দ্রতীর্থঞ্চ যমতীর্থং সুদৈবতম্।
তথা দেবনদী পুণ্যা সরস্ত ব্রহ্মনির্মিতম্ ॥ ২৯
পুণ্যা ত্রিলোকবিখ্যাতা সর্বপাপহরা শিবম্।
হিমবান্ পর্বতশ্চৈব দ্বিতীয়ো বিন্ধ্যসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩০
বিন্ধ্যো ধাতুবিচিত্রাঙ্গস্তীর্থবানৌষধান্বিতঃ

মেরুর্মন্দরশ্চৈব মলয়ঃ শ্বেতশ্চ রজতাবৃতঃ ॥ ৩১
শৃঙ্গবান্ মলয়ো নীলো নিষধো মহেন্দ্রতথা
চিত্রকূটোঽঞ্জনাদ্রিশ্চ পর্বতো গন্ধমাদনঃ ॥ ৩২
পুণ্যাঃ সোমগিরিশ্চৈব তথৈবাস্তে মহীধরাঃ
বিশন্তি যেঽদ্রিশ্চৈতে ক্ষিতিং সর্বে মহীভৃতাঃ ॥ ৩৩
বিশ্বেদেবা নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা
পান্তু নঃ সততা দেবাঃ কীর্তিতাঽকীর্তিতা ময়া ॥ ৩৪
কীর্ত্যমানো নরো জ্ঞেয়ান্ মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ
স্তুবন্তঃ প্রীণনন্চাপি মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ ॥ ৩৫
সর্বসত্ত্বপরাপেক্ষো দেবতাস্তবনন্নরঃ।
দেবতানন্তরঃ বিপ্রাস্তপঃ সিদ্ধ্যাস্তপোঽধিকান্ ॥ ৩৬
কীর্তিতান্ কীর্ত্যিষ্যামি সর্বপাপপ্রমোচনান্।
যবক্রীতোঽথ বৈত্তাশ্চ কক্ষীবানৌশিজস্তথা ॥ ৩৭
কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তথা কবো বেধাস্তিরশ্চ প্রভুঃ।
বর্হী চ গুণসম্পন্নঃ প্রাচীনঃ দিশমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৩৮
ভক্তাঃ শিবস্য মহাভাগা উচুঃ প্রমুচুস্তথা
মুমুচুশ্চ মহাভাগঃ বক্ষ্যাম্যেতেষ্ণ বীর্যবান্ ॥ ৩৯
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্রস্তথাগস্ত্যঃ প্রভাবান্।
ধৃতাত্মুৎস্তার্যবাহশ্চ বিশ্রুতাত্মবিনয়মৌ ॥ ৪০
পঙ্ক্তিয়াঃ শিখণ্ডাশ্চিত্রা য এবন্তে নিবোধ তান্
উচুঃ সর্ব সোমধৈর্যঃ পারব্যাবশ্চ বীর্যবান্ ॥ ৪১

কল্যাণময় ব্রহ্ম-স্থিত সরোবর পুষ্করতীর্থ, দিব্য ঔদ্দালকমুনির পূর্ব বিহারের পর্বত, নানাপ্রকার ধাতু, তীর্থ ও ওষধিসমূহে ভরপুর বিন্ধ্যগিরি, মেরু, মন্দর, মলয়, চন্দনের খনিযুক্ত শ্বেতগিরি শৃঙ্গবান্, মলয়, নীল, নিষধ, ঋষ্যমূক, চিত্রকূট, অঞ্জনাদ্রি, গন্ধমাদন পর্বত, পবিত্র সোমগিরি এবং অন্যান্য পর্বত, দিক্, বিদিক্, ভূমি, নবগ্রহ, নক্ষত্র, বিশ্বেদেব, নক্ষত্র ও গ্রহগণ—ইঁহারা সর্বদা আমাদের রক্ষা করুন। এখানে যাঁহাদের নাম কীর্তন করা হইল এবং যাঁহাদের নাম কীর্তন করা হয় নাই, সেই সব দেবগণও আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৮-৩৪

যে মানুষ পূর্বোক্ত দেবতাগণের কীর্তন, স্তব ও অভিনন্দন করে, সে সর্বপ্রকার পাপ এবং ভয় হইতে মুক্ত হইয়া যায়। দেবতাগণের স্তুতি ও অভিনন্দনকারী মানুষ সর্বপ্রকার সঙ্কট পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যাবে ॥ ৩৫ ॥

দেবতাগণের পর সমস্ত পাপ হইতে মুক্তকারী, তপস্যায় শ্রেষ্ঠ এবং তপস্বিদের ব্রহ্মর্ষিদিগের প্রধান নারায়ণ বলিতেছি ॥ ৩৬ ॥

যবক্রীত, বৈত্তা, কক্ষীবান্, ঔশিজ, কৃষ্ণ, অত্রিরা, কবি, প্রভাবশালী বেণাস্তি ও সর্বগুণসম্পন্ন বর্হি—ইঁহারা পূর্বদিকে বাস করেন ॥ ৩৭-৩৮

উচুঃ, প্রমুচুঃ, মহাভাগ মুমুচুঃ, শক্তিশালী বক্ষ্যামের, মিত্রাবরুণের পুত্র মহাপ্রভাবী অগস্ত্য এবং বিখ্যাত ওজিজেই ধৃতাত্মু ও উর্ধ্বাহ—এই মহাভাগগণ দক্ষিণ দিকে বাস করেন। এখন যাঁহারা পঙ্ক্তিদিকে বাস করত সদা অত্যন্ত শান্ত ঋষিত্বেছেন, সেই ঋষিগণের নাম শ্রবণ কর—নিত্যের সন্তোষের মাতৃগণের সহিত উমু, শক্তিশালী পরিব্যোধ, বীর্যবান, ঋষি সৌভর, কাঞ্চন, একত, দ্বিত ও বি দ্বিত, অত্রির ন্যায় পুত্র দুর্জাসা এবং প্রভাবশালী সারস্বত ॥ ৩৯-৪১ ॥

ঋষির্বীর্যবতাঞ্চৈব গৌতমঃ কাশ্যপস্তথা।
একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চৈব মহামুনিঃ ॥ ৪১
অত্রেঃ পুত্রশ্চ বশ্যাত্মা তথা সাবর্ণকঃ প্রভুঃ
উতথ্যো বিশ্বমাত্রিত্বা য এষন্তে নিয়োধ তান্ ॥ ৪০
অত্রির্ঋষিশ্চ শক্তশ্চ রাজবশ্চ বীর্যবান্
বিশ্বামিত্রো ভরদ্বাজো জমদগ্নিস্তথৈব চ ॥ ৪৪
ষষ্ঠীকপুত্রো রাজর্ষি রৌদ্দালকিস্তথা।
শ্বেতকেতুঃ কোরবশ্চ বিপুলো দেবলস্তথা ॥ ৪৪
দেবশর্মা চ ধৌম্যশ্চ ভক্তিমাংস্তথ এব চ
লোমশো নাচিকেতশ্চ লোমহর্ষণ এব চ ॥ ৪৬
ঋষিশ্চ প্রমতেশ্চৈব ভার্গবশ্চ্যবনস্তথা
এষ বৈ সপ্তবারস্তু ঋষিদেবসমন্বিতঃ ॥ ৪৭
আহূতঃ প্রকৃতিভিস্তত্র রাজন্ সর্বপ্রজাপ্রমোদনঃ।
নৃগো যযাতির্নহুষো যতঃ পূরুশ্চ বীর্যবান্ ॥ ৪৮
যুবনাশ্বো দিলীপশ্চ সগরশ্চ প্রতাপবান্।
কৃপাণো যৌবনাশ্বশ্চ চিত্রাশ্বঃ সত্যবাংস্তথা ॥ ৪৯
দুষ্মন্তঃ ভরতশ্চৈব চক্রবর্তী মহাযশাঃ
পবনো জনকশ্চৈব তথা দুষ্টরথো নৃপঃ ॥ ৫০
রঘুর্নরবরশ্চৈব তথা দশরথো নৃপঃ।
রামো রামশ্চ বীরশ্চ শশবিন্দুর্গয়স্তথা ॥ ৫১
হরিশ্চন্দ্রো মরুশ্চৈব তথা নৃপতিরুত্তমঃ
মহোদয়ো মহাংশ্চৈব ঐলশ্চৈব নরাধিপঃ ॥ ৫২
কুশদ্ধ্বজো নরশ্রেষ্ঠঃ কুশাশ্বশ্চ নরাধিপঃ
ভক্তোঽনুরাগঃ কুতুজঃ শৈবশ্চৈব মহাযশাঃ ॥ ৫৩
কুরুঃ সাবরণশ্চৈব মান্ধাতা সত্যবিক্রমঃ।
মুচুকুন্দশ্চ রাজর্ষির্দুর্জয়শ্চৈব সেবিতঃ ॥ ৫৪
আদিরাজঃ পৃথুর্বৈণ্যো মিত্রযাদুঃ প্রিয়ঙ্করঃ
জনমেজয়স্তথা রাজা ধৌম্যো রাজর্ষিসত্তমঃ ॥ ৫৫
মহাভিষশ্চ বিখ্যাতো নিমিরাজা তথাষ্টকঃ।
আদুঃ কুশশ্চ রাজর্ষিঃ কক্ষসেনশ্চ নরাধিপঃ ॥ ৫৬
প্রতর্দনো দিবোদাসঃ সুদাসঃ কোশলেশ্বরঃ
ঐলো নলশ্চ রাজর্ষিমুশীনরশ্চৈব প্রজাপতিঃ ॥ ৫৭
রবিরশ্চ পুরশ্চন্দ্র প্রতীপঃ শান্তনুস্তথা
অজঃ প্রাচীনবর্হিশ্চ ত্রয়ধ্যেণুর্মহাযশাঃ ॥ ৫৮
অনরণ্যো নরপতির্নিঃশত্রুরভবৎ তথৈব চ
কক্ষসেনশ্চ রাজর্ষিঃ শত্রুঃ চাপ্যুত্তিতাঃ ॥ ৫৯
কলাষপাদো যো নিত্যঃ সত্যো যোগময়োঽনঘঃ
পাঠক্ষিচিনাবৃত্তঃ স ধর্মকলত্রাস্ত্রসংযুতঃ ॥ ৬০

যাঁহারা উত্তর দিক্ আশ্রয় করিয়া নিজেদের উন্নতিসাধন করিতেছেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর—অত্রি, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশরপুত্র- শক্তিশালী ব্যাসদেব, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, ষষ্ঠীকপুত্র জমদগ্নি, পরশুরাম, ঔদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু, কোরব, বিপুল, দেবল, দেবশর্মা, ধৌম্য, ভক্তিমাংশ, লোমশ, নাচিকেত, লোমহর্ষণ, উগ্রশ্রবা ঋষি ও ভৃগুবংশজ চ্যবন। ৪৩-৪৬।

রাজন্! এই আদি কল্পে উৎপন্ন দেবতা ও ঋষিগণের মুখে সমুদায় নিজেদের নাম শুনিয়া মনুষ্যকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। ৪৭।

এখন রাজর্ষিগণের নাম শ্রবণ কর—রাজা নৃগ, যযাতি, নহুষ, পুরু, শক্তিশালী পূরু, যুবনাশ্ব, দিলীপ, প্রতাপশালী সগর, কৃপাশ্ব, যৌবনাশ্ব, চিত্রাশ্ব, সত্যবান্, দুষ্মন্ত, মহাযশস্বী চক্রবর্তী রাজা ভরত, পবন, জনক, রাজা দুষ্টরথ, নরশ্রেষ্ঠ রঘু, রাজা দশরথ, রাজপুত্র বীরবর রাম, শশবিন্দু, গয়ঋষি, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত, রাজা নৃপশ্রেষ্ঠ মহোদয়, মহান্, ঐল, ঐলপুত্র পুরূরবা। নরশ্রেষ্ঠ কক্ষেন, রাজা কুশের, ইক্ষ্বাকুবংশীয়, কুশের মহাযশস্বী বৈশ্বজ, কুশ, সাবরণ, সত্যপরাক্রমী মান্ধাতা রাজর্ষি মুচুকুন্দ, দুর্জয় কর্তৃক সেবিত রাজা ভূগু, প্রকৃতি, নরপতি বেনপুত্র পৃথু, সকলের প্রিয়কারী 'মিত্রযাদু, রাজা জনমেজয়, রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ ধৌম্য, প্রসিদ্ধ রাজা মহাভিষ, রাজা নিমি, অষ্টক, আদু, রাজর্ষি কুশ, রাজা কক্ষসেন, প্রতর্দন, দিবোদাস, কোশলপতি সুদাস পুত্রসহযা, রাজর্ষি নল, প্রজাপতি মনু, রবিরশ্ম, পুরু, প্রতীপ, শান্তনু অজ, প্রাচীনবর্হি, মহাযশস্বী ত্রয়্যারুণ, রাজা অনরণ্য, নিঃশত্রুজ রাজর্ষি কক্ষসেন এবং ইঁহাদের অপেক্ষাও আয়ুষ্মান যে সব রাজা পুরাণে বহুবার উক্ত হইয়াছেন, সেই সব পুণ্যবান্ রাজা সকলেরই বংশীয়। যে মানুষ প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া যাঁহাদিগকে রাজর্ষিগণ ভরত প্রাতঃকাল ও সায়াহ্নকালে এই সব নাম পাঠ করে, সে বর্ষের ফলভাগী হয়।৪৮-৬০

দেবা দেবর্ষয়শ্চৈব স্তুতা ঋগ্যজুরুত্তমা
পুষ্টিমাবহুন্তু মহ্যং বিধাস্যন্তি মনেষবঃ ॥ ৬১

যা নিত্যং যাশ্চ মে পাপং যাশ্চ মে পরিপন্থিনঃ।
ধ্রুবো জয়ো মে নিত্যং তাং পরত্র চ শুভা গতিঃ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি ভীষ্ম স্তবনং নাম
পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৫

যে তা, দেবর্ষি ও ব্রাহ্মণ ইঁহাদের স্তুতি করিলে পর ইঁহারা আমাকে পুষ্টি, আয়ু, যশ ও ধর্ম্ম প্রদান করিবেন; আর, ইঁহারা ঈশ্বর— সর্ব্বসমর্থ দাতা। ৬১

ইঁহাদের স্মরণে আমার উপর কোনও বিঘ্ন যেন না আসে, আমার যেন কোনও পাপ না হয়, আমার উপর যে-সকল বিঘ্নকারীরা আছে তাহাদিগের নাশ হউক এবং পরলোকে ও শুভগতি প্রাপ্ত হউক। ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি ভীষ্ম স্তবনং নাম পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৫

শ্রীবেদব্যাস মহর্ষি দেবব্যাসপ্রণীত শতসহস্র শ্লোক সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে ভীষ্মদেবের স্তুতি প্রভৃতি বর্ণনকীর্ত্তন-নামক পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

॥ ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(ভীষ্মকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্রহ্মচর্য্যপ্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশ)

ভীষ্ম উবাচ

শরতল্পগতে ভীষ্মে কৌরবাণাং ধুরন্ধরে।
শয়ানে বীরশয়নে পাণ্ডবৈঃ সমুপস্থিতে ॥ ১

যুধিষ্ঠিরো মহাপ্রাজ্ঞো মম পূর্ব্বপিতামহং।
ধর্ম্মার্থাগমসম্পন্নো বিনীতো নর্ম্মসম্মতম্ ॥ ২

ধানাবাক্যবিদং ক্রুদ্ধা স্থিরবর্ম্মার্থনিশ্চয়ঃ।
বসুজনকরোদ্ বিপ্রস্তত্ত্বে সংশিতুমর্হসি ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

অথ যুধিষ্ঠিরঃ ক্ষিপ্রমৃষিসঙ্ঘৈঃ পরিবৃতম্
কুরুক্ষেত্রে তত্তস্মিন্ পুণ্যে চিত্রমিবাপিবম্ ॥ ৪

মৃদুর্ত্তমিব চ ধ্যাত্বা ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
নৃপং শয়ানং শাস্ত্রজ্ঞমিদমাহ যতব্রতম্ ॥ ৫

রাজন্ প্রকৃতিমাপন্নঃ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ
সহিতো ভ্রাতৃভিঃ সর্ব্বৈঃ পার্থিবৈশ্চ সুবাহিতৈঃ ॥ ৬

উপায়ে তাং নরব্যাঘ্র সত্যকর্ম্মেণ যৌষতা
তমিমং পুরুষব্যাঘ্র ত্বং সমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৭

এবমুক্তা তদরতা ব্যাসেন পৃথিবীপতিঃ
যুধিষ্ঠিরঃ সহামাত্যমনুজজ্ঞে মহীসুতঃ ॥ ৮

উবাচ চৈনং মধুরং নৃপং শান্তনবো নৃপঃ
প্রবিশন্ত পুরীং রাজন্ যোক্তুং তে মানসো জ্বরঃ ॥ ৯

ভীষ্মের মহাশয়ন শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সংশয়াপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকে প্রধান]

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিপ্রবর! কুরুকুলের ধুরন্ধর বীর ভীষ্ম যখন বীরশয্যায় শয়নযোগ্য পরমশয্যায় শয়ন করিলেন এবং পাণ্ডবগণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন আমার পূর্ব্বপিতামহ ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার মুখ হইতে ধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করত নিজের সমস্ত সংশয় নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ক যে যে সন্দেহ অপনোদিত হইলে আর কোন্ বার্ত্তা করিলেন, তাহা আমাকে আপনি বলুন। ১-৩

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনমেজয়! সমস্ত ধর্ম্মের উপদেশ করিবার পর যখন ভীষ্ম নীরব হইলেন, তখন মুহূর্ত্তকাল সম্পূর্ণ হইয়া রহিলেন। ৪

মুহূর্ত্তকাল এইভাবে চিন্তা করিবার পর সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব সেই সময় যুধিষ্ঠিরের মনোভাব জানিয়া ধর্ম্মাত্মজ মহারাজ ভীষ্মকে এই কথা বলিলেন। ৫

রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ! এখন কুরুরাজ যুধিষ্ঠির প্রকৃতিস্থ (শান্ত ও সংযতচিত্ত) হইয়াছে এবং নিজের অনুজগণের সহিত সমস্ত ভূপাল, ভ্রাতারা ও যুধিষ্ঠির স্বয়ং তোমার নিকট আপনার সেবায় উপস্থিত আছে। এখন আপনি ইঁহাদের হস্তিনাপুরে যাইবার অনুমতি দিন। ৬-৭

তদনন্তর ব্যাসদেব এই কথা বলিলে পর পৃথিবীপালক যুধিষ্ঠির ভীষ্ম মন্ত্রিগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে যাইবার আজ্ঞা দান করিলেন। ৮

সেই সময় শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মধুর বাক্যে রাজা যুধিষ্ঠিরকে

যজস্ব বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সাঙ্গোপনিষদৈর্নৃপ।
যযাতিরিব রাজেন্দ্র শ্রদ্ধা দমপরঃ সদা ॥ ১০
ক্ষত্রধর্মরতঃ পার্থ পিতৄন্ দেবাংস্তথর্ষিষু।
ব্রেহ্মণ্যা যৌক্ষ্যসে চৈব যোক্তৃভিশ্চ যানসে যুতঃ ॥ ১১
রক্ষস্ব প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতীঃ পরিপালয়।
সুহৃদঃ কুলসংস্কারৈর্বর্দ্ধয়ন্ যশ ইচ্ছসি ॥ ১২
অনু ত্বা তাত জীবন্তু মিত্রাণি সুহৃদস্তথা।
চৈত্যস্থানে স্থিতঃ বৃক্ষ ফলবন্তমিব দ্বিজাঃ ॥ ১৩
আগন্তব্যাশ্চ তবতা সময়ে মম পার্থিব।
বিনিবৃত্তে দিনকরে প্রবৃত্তে চোত্তরাং...ণি ॥ ১৪

তথেত্যুক্ত্বা চ কৌন্তেয়ঃ সোঽভিবাদ্য পিতামহম্
প্রযযৌ সপরিবারো নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥ ১৫
ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য গান্ধারীং পতিব্রতাম্
সহ বৈশ্যস্ত্রিভিঃ সর্বৈ র্ভ্রাতৃভিঃ কেশবেন চ ॥ ১৬
পৌরজানপদৈশ্চৈব নন্দিবৃদ্ধৈশ্চ পার্থিব।
প্রবিবেশ কুরুশ্রেষ্ঠঃ পুরং বারণসাহ্বয়ম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি ভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে
ষট্ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ১৬৬

এই কথা বলিলেন রাজন্! এখন তুমি পুরীতে প্রবেশ কর এবং তোমার মনের সকল চিন্তা দূর কর। ৯

রাজেন্দ্র! তুমি ঐরূপ যযাতির ন্যায় শ্রদ্ধা সহকারে ও ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক বহু অন্ন এবং প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষের আরাধনা কর। ১০

পার্থ! ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে তৎপর থাকিয়া দেবতা ও পিতৃগণের পূজা কর। তুমি সতত কল্যাণকারী হইবে, সুতরাং তোমার মানসিক সন্তাপ দূর হউক। ১১

সমস্ত প্রজাগণকে প্রেম দাও। যাহা প্রকৃতি সম্মত তাহাদিগকে সেইরূপ কর। বন্ধু বর্গকে ক্রমে ও সংস্কার দ্বারা যথাযোগ্য সম্মান কর। ১২

তাত! যেমন দ্বিজেরা সযত্নে চিত্ত ফলবান্ বৃক্ষমূলে

আসিয়া পক্ষীরা যাহা করে, সেইরূপ তোমার মিত্র ও হিতৈষী বান্ধবেরা তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুক। ১৩

কুরুনাথ! যখন সূর্য্যনারায়ণ দক্ষিণায়ন হইতে নিবৃত্ত হইয়া উত্তরায়ণে আসিবেন, সেই সময় তুমি পুনরায় আমার নিকটে আসিবে। ১৪

তখন 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে প্রণাম করত পরিবার সহ হস্তিনাপুরের দিকে গমন করিলেন। ১৫

রাজন্! সেই কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও পতিব্রতা গান্ধারীদেবী অগ্রে করিয়া সমস্ত ঋত্বিক্, পুরোহিত, পিতৃব্য, নগর ও জনপদবাসীদিগের সহিত হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন। ১৬-১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসহস্র শ্লোকসংহিতা মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে ভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে ষট্ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(ভীষ্মদাহোত্তর শ্রীকৃষ্ণাদি সাত্যকি যুধিষ্ঠিরাদীনার তথা সমীপে গমনম্, ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণাদিভ্যো দেহত্যাগ-সাংমতি: পূর্ণতা বৃত্তরাষ্ট্রায় তথা যুধিষ্ঠিরায় কর্ত্তব্যোপদেশদানঞ্চ)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কৃষ্ণানুজো রাজা পৌরজানপদৈঃ সহ।
পূজয়িত্বা যথান্যায়মনুজজ্ঞে পুরান্ প্রতি ॥ ১
সাত্যকিঃ সাহদাস্তত্র তত্তদীয়া ভরতর্ষভাঃ।
বিপুলৈরর্থদানৈঃ স তথা পাণ্ডুসুতো নৃপঃ ॥ ২
সোঽভিষিক্তো মহারাজ্যে প্রাপ্য রাজ্যং যুধিষ্ঠিরঃ।
অযজ্যান্য মহর্দ্ধেঃ সর্বা, ক্রতূনাপ্তদক্ষিণান্ ॥ ৩
দ্বিজেভ্যো গুণযুক্তেভ্যো নৈগমেভ্যশ্চ সর্বশঃ।
প্রতিপূজ্যাশিষো মুখ্যাস্তদ্বাক্যমভিপূজিতাঃ যযুঃ ॥ ৪
ঔষিজা পর্ব্বতীয়াঃ শ্রীমান্ পঞ্চাব্দপরমোত্তমে
সময়ে ক্ষৌরবাপ্রাসা সম্যাব পুরুষর্ষভঃ ॥ ৫
স নির্যযৌ গজপুরাদ্ রাজভৈঃ পরিবারিতঃ।
দৃষ্ট্বা নিমুক্তমাত্মিত্যা ক্রতূন্ ক্ষৌরবনন্দনঃ ॥ ৬
ততঃ মালাঞ্চ গন্ধাংশ্চ ক্ষৌমাণি চ যুধিষ্ঠিরঃ।
চন্দনাগুরুযুক্তানি তথা কালেয়কানাপি ॥ ৭
প্রস্থাপ্য পূর্ব্বং ক্ষৌম্যেণ ভীষ্মসংস্করণায় বৈ
মালাানি চ বরার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৮
বৃত্তরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য সাত্বতীঞ্চ যশস্বিনীম্
মাতরঞ্চ পৃথাং ধীমান্ ভ্রাতৃংশ্চ পুরুষর্ষভান্ ॥ ৯
জনার্দ্দনেনানুগতো বিদুরেণ চ ধীমতা
যুযুৎসুনা চ ক্ষৌরব্যো যুযুধানেন বা বিভো ॥ ১০
মহতা রাজসৈন্যেন পরিবৃতৈঃ সাবৃতঃ
ভূয়মানো মহাতেজা ভীষ্মস্যাগ্নীনুপাজন্ ॥ ১১
নিষ্ক্রম্য পুরাৎ তস্মাৎ যথা দেবপতিস্তথা
আসসাদ কুরুক্ষেত্রে ততঃ শান্তনবং নৃপঃ ॥ ১২

(ভীষ্মপর্ব্বারোহণ পর্ব্ব)

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়

[ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সমস্ত লইয়া যুধিষ্ঠিরাদির তাঁহার সমীপে গমন এবং ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণাদি হইতে দেহত্যাগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বৃত্তরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! হস্তিনাপুরে যাইবার পর সুহৃদ্‌গণ রাজা যুধিষ্ঠির নগর এবং জনপদের সকল মানুষকে যথোচিত সম্মান করত তাঁহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে গমনের অনুমতি করিলেন। ১

ইহার পর যে স্ত্রীগণের পতি ও বীর পুত্র যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, সেই সব স্ত্রীগণকে প্রভূত ধনদান করত পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির সান্ত্বনা দান করিলেন। ২

মহাজানী ও ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির রাজ্যাভিষেক হইয়া যাইবার পর নিজের রাজ্য লাভ করত মন্ত্রী প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতিবর্গকে নিজ নিজ পদে স্থাপিত করিয়া বেদজ্ঞ ও গুণবান্ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে উত্তম আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। ৩-৪

পঞ্চাশ রাত্রি পর্য্যন্ত সেই উত্তর নগরে নিবাস করত শ্রীমান্ পুরুপ্রবর যুধিষ্ঠির, বৃহস্পতিপ্রধান ভীষ্মের কথিত সময় স্মরণ করিলেন। ৫

তিনি যখন দেখিলেন যে, সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন হইতে নিবৃত্ত হইয়া উত্তরায়ণে আসিয়াছেন, তখন রাজন্য পুরোহিতগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইলেন। ৬

কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির ভীষ্মের সংস্কারের জন্য পূর্ব্বেই ক্ষৌম, মাল্য, গন্ধ, পট্টবস্ত্র, চন্দন, অগুরু, কৃষ্ণাগুরু, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের বহন করিবার যোগ্য মালা ও নানাপ্রকার রত্ন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ৭-৮

বিভো! কুরুকুলনন্দন বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির রাজা বৃত্তরাষ্ট্র, ধর্ম্মশীলা গান্ধারী দেবী, রাজা কুন্তীদেবী ও পুরুপ্রবর ভ্রাতৃগণকে অগ্রে করিয়া পশ্চাদ্ভাগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধিমান্ বিদুর, যুযুৎসু ও সাত্যকিকে সঙ্গে লইয়া চলিতে লাগিলেন। ৯-১০

সেই মহাতেজস্বী নরপতি বিশাল রাজোচিত উপকরণ ও বিশাল সৈন্যের দ্বারা সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার স্তুতি করা হইতেছিল এবং তিনি ভৃত্যের দ্বারা স্থাপিত নিবিড় অগ্নিকে সম্মুখে রাখিয়া স্বয়ং পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। ১১

তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় নিজের রাজধানী হইতে নির্গত

উপাসামাস ব্যাসেন পারাশর্য্যেণ ধীমতা।
নারদেন চ রাজর্ষে দেবলেনাসিতেন চ ১৪
বসুধিষ্ঠৈস্ত্রৈশ্চাক্রৈর্নানাদেশসমাগতৈঃ
রক্ষিভিস্তং মহাত্মানং রক্ষ্যমাণং সমন্ততঃ ॥ ১৫
শয়ানং বীরশয়নে দদর্শ নৃপতিস্ততঃ।
ততো রথাদবতীর্য্য ভ্রাতৃভিঃ সহ ধর্ম্মরাট্ ॥ ১৫
অভিবাদ্যাথ কৌন্তেয়ঃ পিতামহমরিন্দম।
দ্বৈপায়নাদীন্ বিপ্রাংশ্চ তৈশ্চ প্রত্যভিনন্দিতঃ ॥ ১৬
ঋষিভির্ভিন্নজুষ্টৈশ্চ ভ্রাতৃভিঃ সহ ধর্ম্মবিৎ।
আসাদ্য শরতল্পস্থমৃষিভিঃ পরিবারিতম্ ॥ ১৭
অব্রবীদ্ ভরতশ্রেষ্ঠঃ ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহকৌরব্যঃ শয়ানং নিহতান্তকম্ ॥ ১৮
যুধিষ্ঠিরোঽহং নৃপতে নমস্তে ভাস্করৌরস
শুণোধি যেন্দ্রধারাবো ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ ১৯

প্রাপ্তোঽসি সময়ে রাজন্নমাবাস্যৈষ ঋষিভো ভ্রাতৃভিঃ সে ॥২০
পুত্রস্ত্বে মহাভেজা ভূতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
উপস্থিতঃ সহাম্মাভ্যো বাসুদেবস্য বীর্য্যবান্ ॥২১
হতশিষ্টাংস্ত রাজানঃ সর্ব্বে চ কুরুজাঙ্গলাঃ।
তান্ পশ্য নরশার্দ্দূল সমুন্মীলয় লোচনে ॥ ২২
যচ্চেহ কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যং তব সর্ব্বং প্রাপিতং ময়া।
যথোক্তং তবতা কালে সর্ব্বমেব চ তৎ কৃতম্ ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত স রাজেন্দ্রঃ কৃষ্ণাপুত্রেণ ধীমতা
দদর্শ ভারতান্ সর্ব্বান্ স্থিতান্ সম্পরিবার্য্যতঃ ॥ ২৪
ততস্ত তা বলী ভীষ্মঃ প্রসৃজ্য বিপুলং কুলম্
উন্মেষমকরোদ্ বাক্যে কালে বচনমব্রবীৎ ॥ ২৫
দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি কৌন্তেয় সহামাভ্যো যুধিষ্ঠির
পরিবৃতো হি ভগবান্ সহস্রাংশুরিবাংশুভিঃ ॥২৬

হইলেন এবং যথাসময়ে কুরুক্ষেত্রে শরতল্পশয়ন ভীষ্মের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১২

রাজর্ষে! সেই সময় সেখানে পরাশরনন্দন বুদ্ধিমান্ ব্যাস, দেবর্ষি নারদ ও অসিত দেবল ঋষি তাঁহার পার্শ্বে আসিলেন। ১৩

নানা দেশ হইতে আগত যে সব বহুশত যুদ্ধে নিহত না হইয়া অবশিষ্ট আছেন, তাঁহারিগকে রক্ষক করিয়া চারিদিক্ রক্ষিত করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। ১৪

ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির দূর হইতে বাণশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দেখিয়া রথ হইতে নামিলেন। ১৫

শত্রুদমন মহেষ্বাস! কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির সর্ব্বাগ্রে পিতামহ ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর ব্যাসাদি ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন জানাইলেন। ১৬

তদনন্তর কুরুনন্দন ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রহ্মকল্প তেজস্বী ঋষিক্, ভ্রাতা ও ঋষিগণের দ্বারা পরিবৃত এবং বাণশয্যায় শয়ান ভরতশ্রেষ্ঠ গঙ্গাপুত্র ভীষ্মকে ভ্রাতৃবর্গের সহিত দর্শন করিলেন। ১৭-১৮

প্রধানন্দন! নরেশ্বর! মহারাজ! আমি যুধিষ্ঠির আপনার সেবায় উপস্থিত হইয়াছি এবং আপনাকে নমস্কার করিতেছি। যদি আপনি আমার কথা শুনিতে পান, তাহা হইলে অনুমতি করুন, আমি আপনার কি সেবা করিব? ১৯

রাজন্! প্রভো! আপনার তিন অগ্নি, আত্মাগ্নি, ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণসহ সঙ্গে লইয়া আমি যথাসময়ে ভ্রাতৃবর্গের সহিত এখানে আসিয়াছি। ২০

আপনার পুত্র মহাতেজস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্রও নিজের মন্ত্রিগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন এবং মহাপরাক্রমশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এখানে উপস্থিত আছেন। ২১

নরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে হতাবশিষ্ট সমস্ত রাজারা এবং কুরুকাঙ্গল দেশের প্রজাগণও উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তাঁহাদের সকলকে দর্শন করুন। ২২

আপনার কথানুসারে এ সময়ে যাহা কিছু সংগ্রহ করা আবশ্যক ছিল, সেই সব সংগ্রহ করিয়া এখানে আনয়ন করিয়াছি। সমস্ত উপযোগী বস্তুসমূহ যথাযথভাবে সংগৃহীত করা হইয়াছে। ২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পরম বুদ্ধিমান্ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর মহানন্দন ভীষ্ম চক্ষু উন্মীলিত করিয়া নিজেকে সর্ব্বদিক দিয়া পরিবৃত করত সমাগত সমস্ত ভরতবংশীয়দিগকে দর্শন করিলেন। ২৪

তারপর বাগ্মী বলবান্ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের বিশাল বাহু ধরিয়া যেন তুলা গম্ভীর স্বরে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন ২৫

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! সৌভাগ্যের কথা, তুমি মহর্ষিগণের

অষ্টশতাবরঃ ত্বাত্র : সংগ্রামস্থায় যে গণাঃ
পরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা । ২৭

ত্বাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির
ত্রিভাগশেষা পক্ষোঽয়ং শুক্ল ঊর্ধ্বমুপৈহি তং । ২৮

এবমুক্ত্বা তু পাণ্ডেয়ো ধর্ম্মজ্ঞং যুধিষ্ঠিরম্
তূষ্ণীমাসীদ্ব্রতে কালে বচনমব্রবীৎ ২৯

ভীষ্ম উবাচ

ত্বাজন্ বিদ্ধি তথার্থং ত্বমি মুনিনার্থে সংস্তবঃ
বহুজ্ঞাঃ হি তে বিপ্রা বরঃ পশ্য পাণ্ডিতাঃ । ৩০

বেদবাদাদ্বি সর্ব্বাণি বরাংস্ত্ব মনুজেশ্বর
বেদাংশ্চ চতুরঃ সর্ব্বান্ বিদ্ধি বেদানুবৃষভান্ । ৩১

ন শোচিতব্যা কৌরব্য ত্বয়িতব্যা হি যে তথা
ক্রুরং দৈবতন্ত্রং যে কৃতমৈবোপরাধ্যতি । ৩২

যথা পাণ্ডোঃ সুতা রাজংস্তথৈব তব ধর্ম্মতঃ ।
তান্ পালয় স্থিতো ধর্ম্মে গুরুবৃত্ত্যনুরূপতঃ । ৩৩

ধর্ম্মরাজো হি শুদ্ধাত্মা নিয়োক্তা স্যাত্তে তব
আত্মবৎসোদরান্ ভ্রাতৄন্ তানাহি গুরুবৎসদা । ৩৪

তব পুত্রা দুরাত্মানঃ ক্রোধলোভপরায়ণাঃ
ঈর্ষ্যাভিভূতা দুর্বৃত্তাস্তান্ ন শোচিতুমর্হসি । ৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতাবদুক্ত্বা বচনং যুধিষ্ঠিরমনিন্দিতম্
বাসুদেবং মহাবাহুরভাষত কৌরবঃ । ৩৬

ভীষ্ম উবাচ

ভগবন্ দেবদেবেশ পুরাণপুরুষোত্তম
ত্রিবিক্রম নমস্তুভ্যং শঙ্খচক্রগদাধর । ৩৭
বাসুদেবেতি বিশ্বাত্মা পুরুষঃ সবিতা বিরাট্
ভীষ্মস্তু ত্বাদ্ভুতৈর্নামৈঃ পরমাত্মা সনাতনঃ । ৩৮

সবিতৃ প্রথমে আদিঃ উদিত হইতেছ সবিতা যেমন কিরণরাশি দ্বারে স্থিত ভগবান্ পূষা, যেন রশ্মিপাশ হইতে উত্তরায়ণের দিকে পথ পরিষ্কার করিয়া আসি. যেন । ৩৯

এই ভীষ্মের বাসনাসুরূপ সময়ে গমন করিয়া আমার আত্মা আমার দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে, তত্ত্ব এই ব্রাহ্মণেরা যেন আমার শরীরের ভার চলিয়া গিয়াছে । ৪০

যুধিষ্ঠির! এই সময় চন্দ্র মাঘীনক্ষত্রে গমন করা উচিত হইয়াছে। তাহারই এই শুক্লপক্ষ চলিতেছে, আমার একভাগ অবশিষ্ট হইয়াছে এবং তিন ভাগ অবশিষ্ট আছে (শুক্ল পক্ষ হইতে মাঘ আরম্ভ হইলে পর আট ভাগ গেলে শুক্ল অষ্টমী)। ৪৮

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া ভগবানকে ভীষ্ম বৃষভাক্ষের আজ্ঞা করত ঊর্ধ্বাংশে সংস্থাপিত এই কথা বলিলেন । ৪৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তুমি ধর্ম্মকে ভালরূপেই জান। তুমি অর্থবেদের মূলভাবে নিপুণ অধিগত এবং তোমার মনে কোনরূপ সংশয় নাই, তথাপি, তুমি বহু গ্রন্থে পণ্ডিত, বহু ব্রাহ্মণের সেবা করিয়াছ উঁহাদের সংসর্গের দ্বারা আমা কর্ত্তব্য জানিতে পারিয়াছ ।

মহাদেবের! তুমি চার বেদ, সমস্ত শাস্ত্র ও ধর্ম্মের মর্ম্ম পূর্ণরূপে জানিয়াছ এবং বুঝিতে পারিয়াছ । ৩১

মুকুন্দন! তোমার শোক করা উচিত নয়, যাহা বিধি হইয়াছে, তাহা অবশ্যম্ভাবী ছিল তুমি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের নিকট হইতে বেদগণের তাৎপর্য্য শ্রবণ করিয়াছ (তাহাদেরই মুখের সব কথা ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে)। ৩২

এই পাণ্ডবগণ যেমন তোমা পাণ্ডুর পুত্র, সেইরূপ ধর্ম্মানুসারে তোমার পুত্র ইহারা সর্ব্বদা গুরুজনগণের সেবায় নিযুক্ত আছে তুমি ধর্ম্মে অবস্থান করত ইহাদিগকে পুত্রের পালন কর ।৩৩

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যে হৃদয় শুদ্ধ সে সদা তোমার আজ্ঞার অধীন থাকিবে আমি জানি, ইহার ভ্রাতৃগণ অন্যান্য ভাইদের এবং গুরুজনগণের সে অতিশয় ভক্তি করে ।৩৪

তে যার পুত্রগণ দুরাত্মা, ক্রোধী, লোভী, ঈর্ষ্যায় বশীভূত ও দুরাচারী ছিল। অতএব তাহাদের জন্য তুমি শোক করিও না। ৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! মহাত্মা বৃষভাক্ষ ও এই কথা বলিয়া কুরুবংশের ভীষ্ম মহারাজ তখন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন । ৩৬

ভীষ্ম বলিলেন, ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! দেবতা ও অসুরগণ সকলেই আপনার চরণে নমস্কার করেন। আপনি ত্রিন

ত্রাহি পুণ্ডরীকাক্ষ পুরুষোত্তম নিত্যদঃ।
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম ॥ ৩৯
যচ্চাপ্যন্যে তে পাণ্ডবেয়া ভবান্ নেত্যা পরাবরম্।
উক্তবানস্মি দুর্বুদ্ধিং মন্দং দুর্যোধনং তদা ॥ ৪০
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।
বাসুদেবেন তীর্থেন পুত্র সংগ্রাম পাণ্ডবৈঃ ॥ ৪১
সন্ধানস্ব পরঃ কালস্তেতি চ পুনঃ পুনঃ
ন চ মে তদ্ বচো মূঢ়ঃ কৃতবান স সুমন্দধীঃ
যাতস্ত্বিত্থং পৃথিবীং তাত স নিধনং গতঃ ॥ ৪২
ত্বাং তু জানামাহং দেবং পুরাণমৃষিসত্তমম্
নরেণ সহিতং দেব বদন্ত্যাং সুচিরোষিতম্ ॥ ৪৩
তথা মে নারদঃ প্রাহ ব্যাসশ্চ সুমহাতপাঃ
নর-নারায়ণাবেতৌ সম্ভূতৌ মনুজেষিতি ॥ ৪৪
স মাং ত্বমনুজানীহি কৃষ্ণ মোক্ষ্যে কলেবরম্
ত্বয়াহং সমনুজ্ঞাতো ব্রহ্মক্ষত্রং পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

বাসুদেব উবাচ।
অনুজানামি ভীষ্ম ত্বাং যমুন প্রাপ্নুহি পার্থিব
ন কেচিন্মে বৃজিনং কিঞ্চিদ্বিদুর্লোকে মহাত্মনঃ ॥ ৪৬
পিতৃষ্বসৃণ্ডবসি রাজর্ষে মাতেবৃগ্ন ভবানতঃ
তেন মৃত্যুবশং প্রাপ্তো ন ত্বা ভীষ্মানয়ং ॥ ৪৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্ত্বা তু দাশার্হঃ পাণ্ডবানিদমব্রবীৎ।
বৃতরাষ্ট্রমুপাসাদ্য সর্বাংস্তাংশ্চ সুহৃজ্জনম্ ॥ ৪৮
প্রাপ্তাংস্তত্রাভ্যনুজ্ঞায় যত্র ভুক্তা কুরূদ্বহঃ
সত্যেষু সংস্থিতস্তাত বং সত্যা হি পরমা বলম্ ॥ ৪৯
আনুপূর্ব্যা কুলৈর্ভাবং সর্বৈর্বিজ্ঞাপয়ন্নৃপঃ।
ব্রহ্মস্বৈর্মন্ত্রিভিশ্চৈব তপোনিত্যৈশ্চ তাতবঃ ॥ ৫০
উক্ত্বা তু সুহৃদঃ সর্বান্ সম্পূজ্য বচসা চৈব হ
পুনর্যোগাদ্বিনীতাত্মা যোগাত্মা বুদ্ধিমাঁল্লিভিঃ ॥ ৫১

পরে দ্বারা নিবেদনের পরিচয় দিয়া, করিয়া বলার নিমিত্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনি পথ, চক্ষু ও সনাতনী ভগবান্ নারায়ণ, আপনাকে নমস্কার। ৩৭

আপনি বাসুদেব, হিরণ্যগর্ভ পুরুষ, সবিতা, বিরাট্, অক্ষরম, জীবাত্মা ও সনাতন পরমাত্মা। ৩৮

হে কমলনেত্র পুরুষোত্তম! আপনি সজ্জন আমাকে ইচ্ছা করুন। পুরুষশ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ! আপনি আমাকে দেহত্যাগের অনুমতি প্রদান করুন। ৩৯

প্রভো! আপনিই বাসুদেবের পরম আত্মা, সেই পাণ্ডবগণকে আপনি রক্ষা করিবেন। আমি দুর্মতি ও মূঢ় দুর্যোধনকে রাজ্যাভিলাষে যে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানে ধর্ম, সেই পক্ষের জয় হইবে; সেইজন্য পূজ্য দুর্যোধন! তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর। এখন সন্ধির পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী সময় আসিয়াছে। এইরূপ বারংবার বলিলেও সেই দুর্মতি মূঢ় আমার সেই কথা মানে নাই এবং সমস্ত পৃথিবীর ধ্বংসপক্ষে বিনাশ করিয়া শেষে স্বয়ংও নিধন হইয়াছে। ৪০-৪২

হেয়! আমি আপনাকে জানি। আপনিই সেই পুরাতন ঋষি নারায়ণ, যিনি নরের সহিত দীর্ঘকাল পর্যন্ত বদরিকাশ্রমে বাস করিয়াছেন। ৪৩

মহর্ষি নারদ ও মহাতপস্বী ব্যাসদেব আমাকে এই কথা বলিয়াছেন যে, মানব শরীরে অবতীর্ণ এই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ ও নর। ৪৪

হে কৃষ্ণ! এখন আপনি অনুমতি করুন, আমি এই শরীর পরিত্যাগ করিব। আপনার আজ্ঞা পাইলে পর আমার পরম গতি লাভ হইবে। ৪৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পৃথিবীপতে মহাভাগশালী ভীষ্ম! আমি আপনাকে অনুমতি করিতেছি আপনি বসুলোক প্রাপ্ত হউন মর্ত্যলোকে আপনার দ্বারা অন্যায়ের লেশ কোথা হয় নাই। ৪৬

রাজন্! আপনি পিতৃষ্বসার পুত্রের ন্যায় পিতৃতুল্য সেইজন্য মৃত্যু যেমন আপনার ন্যায় আপনার বশীভূত হইয়া গিয়াছে। ৪৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্ম পাণ্ডবগণ ও বৃতরাষ্ট্রাদি সকল সুহৃদ্গণকে এই কথা বলিলেন। ৪৮

এখন আমি প্রস্থানের করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তোমরা সকলে ইহার জন্য আমাকে আজ্ঞা প্রদান কর। তোমরা সর্বদা সত্যপরায়ণতার জন্য যত্ন করিয়া থাকিবে; কারণ, সত্যই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল। ৪৯

অতঃপরমহীপতে! তোমরা সকলের সহিত কোশলতাপূর্ণ আচরণ করিবে, সদা নিজেদের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখিবে এবং ব্রাহ্মণগণ, বশিষ্ঠ ও তপস্বী হইবে। ৫০

এই কথা বলিয়া বুদ্ধিমান্ ভীষ্ম নিজের সকল সুহৃদ্গণকে

ব্রাহ্মণাশ্চৈব তে নিত্যং প্রাজ্ঞাশ্চৈব বিশেষতঃ।
আচার্য্যা ঋত্বিজশ্চৈব পূজনীয়া জনাধিপ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি ভীষ্মস্বর্গারোহণপর্বণি দানধর্মে সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

আলিঙ্গন করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় বলিলেন,—জনাধিপ যুধিষ্ঠির! তুমি সাধারণতঃ সকল ব্রাহ্মণগণকে বিশেষতঃ বিদ্বান্‌দিগকে এবং আচার্য্য ও ঋত্বিজগণকে সর্ব্বদা পূজা করিবে। ৪১-৪২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত ভীষ্মস্বর্গারোহণপর্ব্বে দান-ধর্ম্মবিষয়ক সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(ভীষ্মের প্রাণত্যাগ, বৃহস্পতি প্রভৃতির আগমন ও ভীষ্মের তর্পণ, গঙ্গাদেবীর পূজার নিমিত্ত শ্লোকপ্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণের ভীষ্মের সান্ত্বনাদান)

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা কুরূন্ সর্ব্বান্ ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা
তূষ্ণীং বভূব কৌরব্যঃ স মুহূর্ত্তমিব চাভবৎ ॥ ১
ধারয়ামাস চাত্মানং ধারণাসু যথাক্রমম্
উত্ক্রান্তুমনসং প্রাণাঃ সন্নিরুদ্ধা মহাত্মনঃ ॥ ২
ইত্যমাত্যাস্তদাসীচ্চ মধ্যে তেষাং মহাত্মনাম্।
সহিতৈর্ব্বসুভিঃ সর্ব্বৈস্তদা ব্যাসাদিভিঃ প্রভো ॥ ৩
যদ্ যদুক্তং গাঙ্গেয় হি স শান্তনুসুতস্তদা।
তৎ তদ্ বিশল্যা ভবতি যোগযুক্তস্য তস্য বৈ ॥ ৪

অথেন প্রেক্ষতাং তেষাং বিশল্যঃ সোঽভবৎ তদা
তদ্ দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বাসুদেবপুরোগমাঃ ॥ ৫
সহ তৈর্মুনিভিঃ সর্ব্বৈস্তদা ব্যাসাদিভির্নৃপ।
সন্নিরুদ্ধস্তু তেনাত্মা সর্ব্বেষাং তত্রমেনুষু চ ॥ ৬
ভগাম ভিত্ত্বা মূর্দ্ধানং দিবমভ্যুৎপপাত হ।
দেবদুন্দুভিনাদশ্চ পুষ্পবৃষ্টিঃ সহাভবৎ ॥ ৭
সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব সাধু সাধ্বিতি হর্ষিতাঃ।
মহোদ্ঘোষ চ ভীষ্মস্য মূর্দ্ধদেশাজ্ঞনাবিশৎ ॥ ৮

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[ভীষ্মের প্রাণত্যাগ, বৃহস্পত্যাদির দ্বারা তাঁহার সৎকারে, কৌরবগণের গঙ্গাজলের দ্বারা ভীষ্মের তর্পণ, গঙ্গাদেবীর পূজার জন্য শ্লোকপ্রকাশ এবং শ্রীকৃষ্ণের তাঁহাকে সান্ত্বনাদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সমস্ত কৌরবগণকে এই কথা বলিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিলেন। ১

অনন্তর তিনি মনস্থ প্রাণবায়ু ও ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন ধারণাসমূহে স্থাপিত করিতে লাগিলেন। এইভাবে যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া মহাত্মা ভীষ্মের প্রাণ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। ২

প্রভো! সেই সময় সেখানে একত্রিত সকল সত্য-মহাত্মাগণের মধ্যে এক অদ্ভুতের আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল। ব্যাসাদি সকল মহর্ষিগণ দেখিলেন যে, যোগযুক্ত শান্তনুনন্দন ভীষ্মের প্রাণ তাঁহার যে যে অঙ্গ ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতেছিল, সেই সেই অঙ্গ হইতে বিষ বাণ সকলই নির্গত হইয়া যাইল এবং তাঁহার অঙ্গ স্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল। ৩-৪

হে নৃপ! এইভাবে সকলের সাক্ষাতে ভীষ্মের ক্ষণকালের মধ্যেই বাণরহিত হইয়া যাইল। ইহা দেখিয়া ব্যাসাদি সমস্ত মুনিগণসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত হইলেন। ৫।

ভীষ্ম নিজের দেহের সমস্ত দ্বার সকল সকল প্রাণকে সর্ব্বদিক দিয়া রুদ্ধ করিলেন। সেইজন্য এই প্রাণ তাঁহার মস্তক (ব্রহ্মরন্ধ্র) ভেদ করিয়া আকাশে গমন করিল। ৬।

সেই সময় দেবতাগণের দুন্দুভিসমূহ বাদিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে দিব্য পুষ্পসকল বর্ষিত হইতে লাগিল। সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা তখন ভীষ্মকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। ৭।

জনমেজয়! ভীষ্মের প্রাণ তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নির্গত হইয়া বিমান উদ্ভাস ভাব আকাশে উঠিতে লাগিল এবং ক্ষণকালের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যাইল। ৮।

নিঃসত্ত্বাকাশমাবিশ্য ক্ষণেনান্তরধীয়ত
এবং স রাজশার্দূল নৃপঃ শান্তনবস্তদা ॥ ৯
সমযুজ্যত কালেন তত্রতত্রানয় কুলোদ্বহঃ।
তত্তত্থায় দাশ্নি গঙ্গায়াশ্চ বিবিধান্ বহূন ॥ ১০
চিন্তয়ং চক্রুর্যত্নেন পাণ্ডবা বিদুরস্তথা।
যুযুৎসুশ্চাপি কৌরব্য প্রেক্ষকাস্ত্বিত্বরেঽভবন্ ॥ ১১
যুধিষ্ঠিরশ্চ গাঙ্গেয় বিদুরশ্চ মহামতিঃ।
ছাদয়ামাসতুঃ কৃৎস্নো কৌমৈর্শালৈশ্চ কৌরব্য ॥ ১২
ধারয়ামাস তত্থাথ যুযুৎসুশ্চমযুত্তমম্
চামর-ব্যজনে শুভ্রে ভীমসেনোর্জুনাবুভৌ ১৩
উষীরে পরিগৃহ্যাস্তাং মাদ্রীপুত্রাবুভৌ তথা।
স্ত্রিয়ঃ কৌরবনাথস্য তীব্রং কুরুকুলোদ্বহম্ ॥ ১৪
তালবৃন্তান্যুপাদায় পর্যবীজন্ত সর্বশঃ।
ততোঽস্য বিধিবদ্ধক্তুঃ পিতৃমেধা মহাত্মনঃ ॥ ১৫
যজনং যাজনশ্চাপো জপ্তং সাম্নাং সামগাঃ।
ততশ্চন্দনকাষ্ঠৈশ্চ তথা কালীয়কৈরপি ॥ ১৬

কালাগুরুপ্রভৃতিভির্গন্ধিভোজ্যৈশ্চ তথা
সমবচ্ছাদ্য গাঙ্গেয়ং সম্প্রজ্বাল্য হুতাশনম্ ॥ ১৭
অপসব্যমথার্চ্যন্ত বৃত্তরাষ্ট্রমুখাস্তদা
সংস্কৃত্য চ কুরুশ্রেষ্ঠং গাঙ্গেয়ং কুরুসত্তমাঃ ॥ ১৮
তস্মুর্ভাগীরথীং পুণ্যামৃষিজুষ্টাং কুরূদ্বহাঃ।
অনুসম্যামানা ব্যাসেন নারদেনাসিতেন চ ॥ ১৯
কৃষ্ণেন তত্রতত্রস্থৈর্যে চ পৌরাঃ সমাগতাঃ।
ঊষুশ্চ রাত্রিং তত্রৈব গাঙ্গেয়স্য মহাত্মনঃ ॥ ২০
বিধিবৎ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠাঃ স চ সর্বো জনস্তদা
ততো ভাগীরথীং দেবীং তমসোত্তীর্য কুরূন্ ॥ ২১
উত্থায় সলিলাৎ তস্মাদ্ রুদন্তী শোকবিহ্বলা।
পরিষেবয়তী তত্র কৌরবানন্বতাষত ॥ ২২
নিষেবিতং যথাবৃত্তমুচ্যমানং মহাত্মভিঃ
রাজবৃত্তেন সম্পন্নং প্রজ্ঞাতিতরেন চ ॥ ২৩
সংকর্তা কুরুবৃদ্ধানাং পিতৃতুল্যো মহাব্রতঃ
তামদ্যেতি ব্রাহ্মণে যঃ পুরা ন পরাজিতঃ ॥ ২৪

নৃশ্রেষ্ঠ! এইভাবে তত্রতত্রস্থলের ভার-বহনকারী শান্তনুনন্দন রাজা ভীষ্ম জন্মের অধীন হইলেন অর্থাৎ মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন। ১৪

কুরু-বংশ! তখন-পর যহ কাষ্ঠ ও নানাপ্রকার সুগন্ধিত দ্রব্য লইয়া পাণ্ডবগণ, বিদুর এবং যুযুৎসু চিতা প্রস্তুত করিলেন। অন্যান্য সকল লোক পৃথকভাবে তথায়মান থাকিয়া সেই সব দেখিতে লাগিলেন। ১০-১১

রাজা যুধিষ্ঠির ও মহামতি বিদুর ইথারা উত্তরে নানা বস্ত্র ও বাসসমূহের দ্বারা কুরুবংশ পরাপুত্র ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন এবং চতার উপর শয়ন করাইয়া দিলেন। ১২

সেই সময় যুযুৎসু তাঁহার উপর ছত্র ধারণ করিলেন এবং ভীমসেন ও অর্জুন চামর ও ব্যজন আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। ১৩

মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব হস্তে উষীর (পাখা) লইয়া ভীষ্মের মস্তকের উপর ধারিয়া দিলেন। কৌরবরাজের মহদের স্ত্রীগণ হস্তে তালের পাখা লইয়া ভীষ্মের শরীর উপর সব দিক দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। ১৪-১৫

তদনন্তর পাণ্ডবেরা বিধি অনুসারে মহাত্মা ভীষ্মের পিতৃমেধ কর্ম সম্পন্ন করিলেন। অগ্নিতে যহ আহুতি প্রদত্ত হইল। সামগানকারী ব্রাহ্মণগণ সামগান করিতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধরাষ্ট্র প্রভৃতি চন্দন কাষ্ঠ, কালীয়কাদি ও সুগন্ধিত যজ্ঞ-দ্রব্যের দ্বারা ভীষ্মের শরীরকে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার চিতায় অগ্নি সংযোগ করিলেন। তাহার পর বৃদ্ধরাষ্ট্রাদি সকল কৌরবগণ সেই প্রজ্বলিত চিতাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। ১৬-১৭

এইভাবে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের দাহ সংস্কার করিয়া সমস্ত কৌরবগণ নিজ নিজ স্থানে গমন করিয়া ঋষি-মুনিগণসেবিত পরম পবিত্র গঙ্গাদেবীর তীরে গমন করিলেন। তাঁহাদের সহিত মহর্ষি ব্যাস, দেবর্ষি নারদ, অসিত দেবল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং নগর বাসীরাও উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ এবং অন্যান্য সকল মানুষ যিনি অনুসারে মহাত্মা ভীষ্মকে জলাঞ্জলি দান করিলেন অর্থাৎ তর্পণ করিলেন। ১৮-২০½

সেই সময় কৌরবগণের দ্বারা নিজের পুত্র ভীষ্মে। উদ্দেশে জলাঞ্জলিদান করা সম্পন্ন হইলে পর ভগবতী ভাগীরথী দেবী জলের উপরে প্রকটিত হইলেন এবং শোকে বিহ্বল হইয়া রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে কৌরবদিগকে বলিলেন—নিষ্পাপ পুত্রগণ! আমি যাহা বলিতেছি, সেই সব কথা তোমরা যথাযথ-ভাবে শ্রবণ কর। ভীষ্ম রাজোচিত সদাচারসম্পন্ন ছিল। সে উত্তম বুদ্ধিমান্ এবং শ্রেষ্ঠ কুলে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২১-২৩

মহাব্রতধারী ভীষ্ম কুরুকুলবৃদ্ধ পুরুষগণের সৎকারকারী ও পিতৃতুল্য ছিল। যাহা পূর্বে জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের নিজের দিব্য অস্ত্রসমূহের দ্বারা যাংগর যে মহাপরাক্রমশালী

দিব্যৈরস্ত্রৈরহং বীর্যাৎ স হতোঽদ্য শিখণ্ডিনা।
অন্যৈরবধ্যং যুধি শত্রুভির্মম পার্থিবাঃ। ১৫
অপশ্যত্ত্যাঃ স্ত্রিয়ঃ পুত্রা যস্য বীর্যাদ্রিমেহত বৈ।
সমেতঃ পার্থিবঃ শ্রেষ্ঠঃ কাশিপূর্যাং স্বয়ম্বরে। ১৬
বিজিত্যৈকরথেনৈব কন্যাশ্চাহৃত্য ভারত।
যস্য নাস্তি বলে তুল্যঃ পৃথিব্যামপি কশ্চন। ১৭
হতো শিখণ্ডিনা ক্রূরো ন বিদীর্ণোঽদ্য বজ্রিণা।
জামদগ্ন্যঃ কুরুক্ষেত্রে যুধি যেন মহাত্মনা। ১৮
ক্ষত্রিয়ান্তকরো রামো নিহতো নাভিবীক্ষিতঃ।
এবম্বিধং বহু তদা বিলপন্তীং মহানসীম্। ১৯
আশ্বাসয়ামাস তদা গঙ্গাং কামোদরো বিভুঃ।
সমাধিমাস্থিতো ভদ্রে ত্যজ মা শুচঃ শুভদর্শনে। ৩০
গতঃ স পরমং লোকং তব পুত্রো ন সংশয়ঃ।
বসূনাং মহাভাগেভ্যঃ শাপদোষেণ লোকনে। ৩১
মানুষত্বমনুপ্রাপ্তো নৈনং শোচিতুমর্হসি।
স এষ ক্ষত্রধর্মেণ অনুপ্রাপ্তো রণাজিরে। ৩২

ধনঞ্জয়েন নিহতো নৈষ দেবি শিখণ্ডিনা।
ভীষ্মং হি কুরুশার্দূলমুদ্যুক্তেষু মহারথে। ৩৩
ন শক্তঃ সাধুযুদ্ধে হন্তুং সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ।
যদ্ধনঞ্জয়মুদ্যুক্তং গতঃ স্বর্গং শুভাননে। ৩৪
ন শক্যা বিনিহন্তুং হি রণে তং সর্বদেবতাঃ।
তস্মাত্ত্বং সান্ত্বিতে ভদ্রে শোচথ মুঞ্চনন্দনম্।
বসূনেষ গতো দেবী পুত্রস্তে বিজয়া তব। ৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যুক্তা সা তু কুঞ্জেন ব্যাসেন ভূ সরিদ্বরা।
তাক্ত্বা শোকং মহারাজ তং বার্তামবতস্থিরে হ। ৩৬
সংকৃতা তে তদা সরিতঃ শুভঃ কুঞ্জমুখা নৃপ
অনুজ্ঞাতাস্তদা সর্বে নাবতস্থু জনাধিপাঃ। ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি ভীষ্মস্বর্গারোহণপর্বণি দান-ধর্মে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরসংবাদে ভীষ্মমুক্তির্নামৈষষ্ট্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ। ১৬

পুত্রকে পরাজিত করিতে পারেন নাই, সে এই সময় শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইল। [১৪-৩৩ শ্লোকের অর্থ]

ভূপতিগণ! অবশ্যই আমার কন্যা প্রভৃতি ও লৌহের ঘরে নিক্ষিপ্ত সেইজন্যই নিজেকে স্ত্রিতে পুত্রকে ভীষণে না দেখিবার আর বিলীর্ণ হইয়া যায় নাই। [১৫]

কাশীপুরীতে সমস্ত রাজগণের সমিতিগণ একত্রে সমবেত হইয়াছিল, কিন্তু ভীষ্ম একাকী রথেই সমস্তকে পরাজিত করিয়া কাশিরাজের তিন কন্যাকে অপহরণ করিয়াছিল। [১৬]

হায়! এই পৃথিবীতে যাহার বলের সমানভাবাপী দ্বিতীয় আর কেহ নাই, তাহাকে শিখণ্ডীর হস্তে নিহত করিয়া ভগবান আজ আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে না। [১৭]

যে ক্রোধাগ্নি ভীষ্ম, জমদগ্নিনন্দন পরশুরামকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অনায়াসেই শীঘ্রিত করিয়াছিল, সে আজ শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইল, ইহা কিরূপ কষ্টের কথা। [১৮]

এইভাবে যখন মহানদী গঙ্গাদেবী বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আশ্বাস দান করিতে করিতে বলিলেন। [১৯]

দেবী! দেবী ভাগীরথী! শোক করিও না। তোমার পুত্র ভীষ্ম অত্যন্ত উত্তমলোকে গমন করিয়াছে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। [২০]

শোকনে! এই ভীষ্ম মহাভাগেভ্যো বসু ছিল, বশিষ্ঠের শাপদোষে তাহাকে মনুষ্যযোনিতে আসিতে হইয়াছে। অতএব ইহার জন্য তুমি শোক করিও না। [২১]

দেবি! এই সেই ভীষ্ম সমরাঙ্গনে ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে যুদ্ধ করিয়াছিল। সে অর্জুনের হস্তের নিহত হইয়াছে, শিখণ্ডীর হস্তে নহে। [২২]

শুভাননে! তোমার পুত্র কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যখন রথে বসিয়া ও বাণ ধারণ করত অবস্থান করে, সেই সময় সাক্ষাৎ ইন্দ্রও তাহাকে যুদ্ধে বধ করিতে পারেন না। এই ভীষ্ম নিজেই ইচ্ছাতেই যেন ত্যাগ করত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে। [২৩-২৪]

নদীশ্রেষ্ঠে! মধ্যে দেবী দেখ! সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়াও যুদ্ধে তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হন না। সেইজন্য তুমি কুরুনন্দন ভীষ্মের জন্য শোক করিও না। এই তোমার পুত্র ভীষ্ম বসুগণের পদম প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তুমি ইহার জন্য নিশ্চিন্ত হও। [২৫]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেব এই সব বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন, তখন নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবী শোকত্যাগ করত ভীষ্ম জলে নামিয়া যাইলেন। [২৬]

নৃপ জনমেজয়! ঐকৃষ্ণাদি সমস্ত নরনারীগণ গঙ্গাদেবীকে সান্ত্বনা দানের দ্বারা সংকার করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করত সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। [২৭]

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত ভীষ্মস্বর্গারোহণপর্বে দানধর্ম ও ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদপ্রসঙ্গে ভীষ্মের মুক্তিনামক ষাষট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীতারানাথতর্কবাচস্পতিভট্টাচার্যকৃত মহাভারতের অনুশাসনপর্বের বঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিতম্

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্ব

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

সূচীপত্র

মহাভারত

অনুশাসনপর্ব

(দানধর্মপর্ব)

অধ্যায়	বিষয়-বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
১।	যুধিষ্ঠিরকে পাণ্ডবাগ্রজের শর শীতকর্তৃক দৌপদী ব্রাহ্মণ ব্যাধ, মার্গ, মৃত্যু ও কালের সংখ্যা বর্ণন।	৭০৮৫
২।	প্রজাপতি যজ্ঞের বাক্যবর্ণন, অগ্নিপুত্র সুদর্শনের অতিথিসৎকারেরই বর্ণনে শালনে মৃত্যুকে জয়লাভ করা।	৭০৯৩
৩।	বিদ্যাবিত্ত 'কতাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন—সে বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন।	৭১০০
৪	আজগর্ভ বাক্যবর্ণন, বিদ্যাবিত্তের ওদের কথা ও তাঁহার পুত্র-দের নাম বর্ণন।	৭১০২
৫।	ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয় পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বলিবার জন্য ইন্দ্র ও উতঙ্কাদির সংবাদ বর্ণন।	৭১০৩
৬।	বৈশ্য অপেক্ষা পুরুষার্থে, শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন।	৭১০৯
৭।	কথাফল বর্ণন।	৭১১৩
৮।	শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের মহিমাবর্ণন।	৭১১৪
৯।	ব্রাহ্মণকে দান করিবার প্রতিজ্ঞা না করিয়া থাকিলে ও তাঁহার ধন অপহরণ করিলে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ে পুলস্ত্য এবং যমরাজের সংবাদ উল্লেখ ও ব্রাহ্মণগণকে দান করিবার মহিমাকথন।	৭১১৮
১০।	অনধিকারীকে উপদেশ দান করিলে পাপ হানি হয়, এ বিষয়ে পুত্র ও তদ্বংশী ব্রাহ্মণের কথা বর্ণন।	৭১২০
১১।	লক্ষ্মীর বাসযোগ্য ও অযোগ্য পুরুষ, স্ত্রী ও স্থান-সমূহের বর্ণন।	৭১২৩
১২।	কৃতঘ্নের গতি ও প্রায়শ্চিত্তের বর্ণন এবং স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে শ্রীহরি অধিক সুখলাভ করেন তদ্বিষয়ের উপাখ্যান কথন।	৭১২৯
১৩।	দেহ, মন ও বাক্যের দ্বারা উচ্চ পাপসমূহ পরিত্যাগের উপদেশ।	৭১৩৫
১৪।	ভীষ্মের আজ্ঞায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে মহাদেবের মাহাত্ম্য কথন প্রসঙ্গে উপমন্যুর মহাদেবের নিকট হইতে স্তুতি প্রার্থনা, তাঁহার	

অধ্যায়	বিষয়-বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
	বর্ণন ও বরলাভ কথন এবং নিজের শিবদর্শন লাভের বর্ণন।	৭১৪১
১৫।	শিব ও পার্বতী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে বরদান এবং উপমন্যুর দ্বারা মহাদেবের মহিমাবর্ণন।	৭১৮৪
১৬।	উপমন্যু শ্রীকৃষ্ণ সমীপে মহাত্মা অতিকর্তৃক কথিত মহাদেবের স্তুতি, প্রার্থনা ও তাঁহার ফল বর্ণন।	৭১৮৬
১৭	শিব সহস্রনাম স্তোত্র ও তাহার পাঠের ফল বর্ণন।	৭১৯৫
১৮	শিবসহস্রনাম-পাঠের মহিমাকথন, অতিমন্যুকর্তৃক তপস্যার বর্ণনে, কৃষ্ণের অতীষ্ট সিদ্ধিলাভ বিষয়ে নিজ নিজ অভিমত বর্ণন এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তপস্যার্থ শিবের মহিমা কথন।	৭২১১
১৯	যযাতিচরিত্র কথন ও অষ্টাবক্রমুনির উত্তর দিক্ অভিমুখে প্রস্থান, পথে দুর্বাসার কর্তৃক তাঁহার সৎকার এবং শ্রীসমবায়িনী উত্তর দিকের সহিত তাঁহার আলাপ।	৭২১৭
২০।	অষ্টাবক্রের উত্তর দিকের সহিত সংবাদ বর্ণন।	৭২২৬
২১।	অষ্টাবক্র ও উত্তর দিকের সংবাদ কথন এবং অষ্টাবক্রের নিজ পুরে প্রত্যাবর্তন এবং যযাতিকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ।	৭২৪৮
২২।	যুধিষ্ঠিরের বিবিধ কর্মযুক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তরদান এবং শ্রাদ্ধ ও দানের উত্তম ৭ প্রশস্তকালের লক্ষণনিরূপণ।	৭২৫৩
২৩।	দেবতা ও পিতৃগণের কার্য্যে নি ম্নে করিবার যোগ্য পাত্র এবং নরকগামী ও স্বর্গগামী মনুষ্য-গণের লক্ষণবর্ণন।	৭২৬৮
২৪।	প্রত্যবস্থানরূপ পাপসমূহের বর্ণন।	৭২৯৭
২৫।	বসিষ্ঠ তীর্থসমূহের মাহাত্ম্যবর্ণন।	৭২৯৮
২৬।	গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য বর্ণন।	৭২৯৩
২৭।	ব্রাহ্মণকে উপনতির জন্য সম্ভাবাদী মনুষ্যের সহিত ইন্দ্রের কথোপকথন।	৭২৯৭

অধ্যায়	বিষয়-বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
২৮।	ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার বাসনা ত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা করিতে মরুতগণকে ইন্দ্রের মুখ্যটীবার চেষ্টা	২১৬৫
২৯।	মরুতগণের জন্মকথা এবং তাঁহাদিগকে ইন্দ্রের ভক্ষণ	২১৬৬
৩০।	গৌতমবংশীয় পুত্রগণের সহিত কাশীরাজের অশ্বের মুখ, প্রত্যর্পণকর্তৃক তাঁহাদের বধ এবং তৎপর কথায় রাজা বীতহব্যের ব্রাহ্মণত্বলাভের সংবাদবর্ণন	২১৬৯
৩১।	নাহুষকে পৃথিবীর পুত্রগণের লক্ষণবর্ণন এবং তাঁহাদের আয়ু, সংখ্যা ও পৃথার লাভ বর্ণন	২১৭৪
৩২।	রাজর্ষি বৃষদশ্ব (বা ঔশীনর) কর্তৃক পুত্রপ্রাপক কপোতের স্তব এবং সেই প্রভাবে অক্ষয় লোকপ্রাপ্তি।	২১৭৭
৩৩।	ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব-বর্ণন	২১৮০
৩৪।	জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের প্রশংসা	২১৮১
৩৫।	মরুতকর্তৃক ব্রাহ্মণগণের ধনদানবর্ণন।	২১৮৫
৩৬।	ব্রাহ্মণের প্রশংসাপ্রসঙ্গে ইন্দ্র ও পণ্ডিতসংবাদ বর্ণন।	২১৮৭
৩৭।	দানশাস্ত্রের পরীক্ষা বর্ণন	২১৮৯
৩৮।	পঞ্চচূড়া অপ্সরাকর্তৃক নারদের নিকট ঔশীনরোপাখ্যান বর্ণন	২১৯১
৩৯।	ঔশীনরের ধর্মবিষয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন	২১৯৫
৪০।	কৃতঘ্নতাদোষে বিপুল কর্তৃক দেবগণের গুরুপত্নীর দেহে প্রবেশ করত তাঁহাকে ভক্ষণ করার বিষয় বর্ণন।	২১৯৫
৪১।	বিপুল কর্তৃক দেবরাজ হইতে গুরুপত্নীকে রক্ষা এবং গুরুদেব হইতে তাঁহার বরলাভ।	২১০০
৪২।	গুরুদেবের আজ্ঞায় বিদ্যা পুনঃ আদি বিপুলকর্তৃক তাঁহাকে প্রদান এবং নিজের কৃত দুষ্কর্মের স্মরণ	২১০৩
৪৩।	দেবসভাকর্তৃক বিপুলকে নির্দোষ বলিয়া প্রবোধদান এবং তাঁহার দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে ঔশীনরকে ভক্ষ করিবার জন্য আবেদনবাক্য।	২১০৬
৪৪।	কন্যাবিবাহসম্বন্ধে পাত্রবিষয়ক বিবিধ বিচার উল্লেখ।	২১০৮
৪৫।	কন্যার বিবাহের এবং কন্যা ও গৌত্রিক প্রভৃতির উদ্বাহবিচারের বিচার	২১১৪
৪৬।	ঔশীনরকে যজ্ঞদানদ্বারা দ্বারা সন্তান করিবার	

অধ্যায়	বিষয়-বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
	আবশ্যকতা প্রতিপাদন	২১১৬
৪৭।	ব্রাহ্মণাদি বর্ণনিকের লক্ষণাদি বিবিধ বর্ণন	২১১৮
৪৮।	বর্ণসঙ্কর সন্তানগণের উৎপত্তির বর্ণনিকার বর্ণন	২১২১
৪৯।	নানাপ্রকার পুত্রগণের বর্ণন	২১২৮
৫০।	দোষদ্বিধাপ্রসঙ্গে চ্যবনমুনির ঔশনায়ন আহুত যজ্ঞসমূহের সহিত আসন্নত্ব হইয়া মুনির জল হইতে বাহিরে আগমন	২১৩১
৫১।	রাজা নহুষ কর্তৃক একটী দোষ মুক্তে মহর্ষি চ্যবনকে স্তব, মুনির দ্বারা দোষাবাহ্যা তথন এবং যজ্ঞ ও বৈষয়ন্তগণের সমৃদ্ধি বর্ণন	২১৩৩
৫২।	রাজা কুশিক ও তাঁহার পত্নী কর্তৃক মহর্ষি চ্যবনের সেবা বর্ণন।	২১৩৮
৫৩।	চ্যবনমুনি কর্তৃক রাজা ও রাজীর বৈষয়ের পরীক্ষা এবং তাঁহাদের সেবায় তুষ্ট হইয়া আশীর্বাদ দান।	২১৫
৫৪।	মহর্ষি চ্যবনের প্রভাবে রাজা কুশিক ও রাজীর অনেক আশ্চর্যময় কুলসমূহ বর্ণন এবং চ্যবন মুনিকর্তৃক তাঁহাদের বর প্রার্থনা করিতে অনুরোধ দান	২১৫৬
৫৫	কুশিক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহর্ষি চ্যবনের তাঁহার পুত্রে যান করিবার কারণ বর্ণন এবং তাঁহাকে বরদান	২১৫৮
৫৬।	চ্যবন মুনিকর্তৃক কুশবংশীয় ও কুশিক বংশীয়গণের মধ্যের ঘনিষ্ঠ ভাবী সম্বন্ধের প্রকাশ	২১৫৯
৫৭	বিবিধ প্রকার জলস্থ ও স্নানের ফল বর্ণন	২১৫৫
৫৮।	জলাশয় ও উদ্যান নির্মাণের ফলকথন	২১৬১
৫৯।	জ্যেষ্ঠ কর্তৃক উদ্যান দান করণ ও উদ্যান ব্রাহ্মণগণের প্রশংসা পূর্বক তাঁহাদের সংকারের উপদেশ দান	২১৬২
৬০।	জ্যেষ্ঠ অবশ্যক, বর্ষাস্থ নির্মাণ ও তপোবনকে দান দেওয়ার বিশেষ ফল বর্ণন	২ ৬৫
৬১।	রাজাকে যজ্ঞ, দান ও ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণকে রক্ষা করার উপদেশ দান	২ ৬৭
৬২।	সব দান হইতে জ্যেষ্ঠ ভূমিদানের মহত্ত্ব কথন এবং এ বিষয়ে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সংবাদ বর্ণন।	২১৭০
৬৩।	অন্নদানের বিশেষ মাহাত্ম্য কথন	২১৭৮

অধ্যায়	বিষয়-বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
৬৪।	বিভিন্ন নক্ষত্রসংযোগে বিভিন্ন ফল সমূহের দানের মাহাত্ম্য বর্ণন	৭৫৮।
৬৫।	তুষর ও তম প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুসমূহের দানের মহিমাবর্ণন	৭৫৮৫
৬৬।	চর্মপাদুকা, ঘণ্টা, তিল, কৃষি, গো এবং অন্ন দানের মাহাত্ম্য বর্ণন	৭৫৮৮
৬৭।	অন্ন ও জল দানের মহিমাকথন	৭৫৯১
৬৮।	তিল, জল, লৌহ ও রত্নাদি দানের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বর্ষরাজ এবং ব্রাহ্মণের সংবাদ বর্ণন	৭৫৯৭
৬৯।	গোদানের মহিমাকথন এবং গো ও ব্রাহ্মণদের রক্ষায় পুণ্যপ্রাপ্তি বর্ণন	৭৬০৮
৭০।	ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিলে সন্তাবা দুঃবিষয়ের দৃষ্টান্তস্থলে রাজা নৃগের উপাখ্যান	৭৬১৮
৭১।	শিবরাত্র অভিগমনে পাশ্চিকেতুর বরদরাজের নিকট গমন এবং বরদরাজ কর্তৃক পাশ্চিকেতুর সম্মুখে গোদান মহিমাবর্ণন	৭৬৩১
৭২।	গোসকলের লোক ও গোলানবিষয়ক ইন্দ্র ও মুদ্গিরের প্রশ্ন।	৭৬৩৭
৭৩।	ব্রহ্মাকর্তৃক ইন্দ্রকে পালক ও গোদানের মহিমাকথন।	৭৬৩৯
৭৪।	অন্যের গরু চুরি করিয়া দান করা বা বিক্রয় করায় দোষকথন, গোহত্যায় তুরন্তর পতিগণ বর্ণন এবং গোদান ও সুবর্ণ প্রতিমাদানের মাহাত্ম্য নিরূপণ	৭৬৪৪
৭৫।	ব্রত, নিয়ম, যম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং মাতা পিতা ও গুরুজনসেবার মহত্ত্বকথন	৭৬৫৫
৭৬।	গোদানের বিধি, গো'র নিকট প্রার্থনা, গো-নিন্দাকারী এবং গোদানকারী নরকস্থিতদের নাম বর্ণন।	৭৬৬৮
৭৭।	কপিলাদেহের উৎপত্তি ও মহিমাবর্ণন।	৭৬৭৫
৭৮।	বশিষ্ঠ কর্তৃক সৌদাসের নিকট গোদানের বিধি এবং মহিমাকথন।	৭৬৭৬
৭৯।	গোদানের ফলশ্রুতি দ্বারা অভীষ্ট বর প্রাপ্তি, গোদানের মহিমা এবং নানাবিধ গোদানে বিভিন্ন লোকে গমন বর্ণন।	৭৬৮৮
৮০।	গো এবং গোদানের মহিমাকথন।	৭৬৯০

অধ্যায়	বিষয়-বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
৮১।	গোসকলের যাচ্ঞাতা এবং ব্যাসদেবকর্তৃক তত্ত্ব দেবের নিকট গো, গোলোক ও গোদানের মহত্ত্বকথন	৭৬৯৭
৮২।	লক্ষ্মী ও গোসকলে সংবাদ এবং লক্ষ্মীর প্রার্থনায় গোপকর্তৃক গোবরে ও গোমূত্রে তাঁকে বাসস্থান প্রদান	৭৭০৬
	ব্রহ্মাকর্তৃক ইন্দ্রের নিকট গোলোক ও গোদানের উৎকর্ষ কথন এবং গোসকলকে বরদান।	৭৭০৮
৮৩।	ভীষ্ম কর্তৃক নরকের নিম্ন গমনরত ব্যক্তি পিতৃগণ ত্যাগ করিয়া কুবেরে উপর প্রদান, কুবেরের উৎপত্তি এবং তাঁহার দানের মহিমাকথনে বশিষ্ঠ ও পরাশর দানের সংবাদ, যেদগন্ধকে পার্শ্বস্থীয় পাপদান ও তাঁহাকর্তৃক তদ্রূপ ভীষ্ম যেদগন্ধ কর্তৃক ব্রহ্মাকে পরদান প্রদান।	৭৭১২
৮৪।	ব্রহ্মাকর্তৃক যেদগন্ধকে আখ্যানদান, অস্থির অন্যের, অস্থির দ্বারা স্থাপিত শিবের ভেঙে নষ্ট হইয়া প্রজাকর্তৃক তাহাকে যেদগন্ধদেবে পরিত্যাগ, কার্ত্তিকেয় ও সুবর্ণের উৎপত্তি, বরদরাজের মহাদেবের যজ্ঞে অস্থি হইতেই প্রজাপতিগণের ও সুবর্ণের উদ্ভব এবং কার্ত্তিকেয় কর্তৃক গয়াতীর্থ বর।	৭৭৩৮
৮৫	কার্ত্তিকেয় র উৎপত্তি, পালন পোষণ ও তাঁহার যেদসেনাপতি পদে অভিষেক এবং তাঁহার দ্বারা তারকাসুরের বধ বর্ণন।	৭৭৬১
৮৭।	বিবিধ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবার ফল বর্ণন।	৭৭৬৪
৮৮।	শ্রাদ্ধে পিতৃগণের তৃপ্তি বর্ণন	৭৭৬৮
৮৯।	বিভিন্ন নক্ষত্রে শ্রাদ্ধের ফল বর্ণন।	৭৭৬৭
৯০।	শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদের পরীক্ষা, পঙ্‌ক্তিদূষক ও পঙ্‌ক্তি-পাবন ব্রাহ্মণের বর্ণনা, শ্রাদ্ধে এক মুর্খ ব্রাহ্মণকে ভোজন দান অপেক্ষা এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন দানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন	৭৭৮৮
৯১।	গোলাকুল বিষিষ্ঠকর্তৃক পুত্রের তত্ত্ব পিতৃদান এবং শ্রাদ্ধবিষয়ে নিমিত্তে যথাবি অস্থির উপদেশ দান, বিশ্বেদেবগণের নাম ও শ্রাদ্ধে তাহা বস্তুসমূহের বর্ণন।	৭৭৭০

অধ্যায়	বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
২৫।	প্রাতরাহুতি অন্তর্ধান হইলে পিতৃগণ ও দেবতাগণের প্রস্থান নিবন্ধন সন্ধ্যা, অগ্নিকার্য্য অন্তর্ধান নিবারণ এবং প্রাতে ভক্ষ হইলে পিতৃগণের আশীর্ব্বাদ লাভ	৭৫৭৬
২৬।	বৃষভ বর্ষের ৬৪৯, প্রতিবৎসরের ক্রোধ বলি ও অন্ত ঘৃতাহুতি ও নক্তবিধানের ফল, ভিন্নভক্ষণকারী পিতৃ কর্ত্তৃক কথিত করিয়া নক্তবিধানের প্রথা এবং তদ্ভক্ষনমূলের দোষ বিষয়ে পলাণ্ড গ্রহণের অন্ত বর্ষপালনের সঙ্কেত বর্ণন	৭৫৭৮
২৭।	ব্রত সংযোগজন্যে অনন্তের সন্তানমূল চুরি হইলে পর ব্রতবিধি ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা সংযোগসহকারে পলাণ্ডগ্রহণ এবং বর্ষপ্রদানের উদ্দেশ্যে অন্তান্ত পলাণ্ডমূলের প্রত্যর্পণ।	৭৫৯১
২৮।	ছত্র ও উপানহের উৎপত্তি, নাবিধের বৃষ্টিতেও ছত্র, সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণতাপে গুরুতর মস্তক ও পদদ্বয় সন্তপ্ত হইলে পর সূর্য্যের উপর অসহিষ্ণু ক্রোধ এবং শিবশপ্তাহী সূর্য্যের সহিত তাঁহার বাগ্বীশাস্ত।	৭৫৯৭
২৯।	ছত্র ও উপানহের উৎপত্তি এবং তাহাতে দানের প্রশংসা।	৭৫৯৯
	"অতিরিক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়" সকলের বক্তব্যের ও পুণ্যনীর ভোজ্য পুরুষ এবিষয় উক্ত ও বাক্যসিদ্ধ সংক্ষার বর্ণন।	৭৬১১
	এই অধ্যায় সংযোগ বর্ণন ও বৃক্ষরোপণের মাহাত্ম্য কথন।	৭৬১৭
৩৭।	বৃষভ বর্ষবর্ণন, পঞ্চযজ্ঞকর্ম বিষয়ে পৃথিবী দেবী ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদকথন।	৭৬১৪
৩৮।	ভোজ্যবী স্ত্রী ও বন্ধুর সংবাদ—পুষ্প, ধূপ, দীপ ও উপহার দানের মাহাত্ম্য কথন।	৭৫ ৬
৩৯।	ঋষিদিগের উপর নহুষের অত্যাচার এবং তাহার প্রতিকারের অন্ত তৃণ সহিত পর্বতের আলোচনা।	৭৫২৪
১০০।	নহুষের পতন, পঞ্চত্রিংশ ইন্দ্রাদরে পুনরায় অভিষেক এবং লীলবানের মহিমাকথন	৭৫২৪
১০১।	ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিলে প্রাপ্ত দোষ বিষয়ে কশ্যপ ও চণ্ডালের সংবাদ কথন এবং ব্রতঘ রক্ষার প্রায়োৎসর্গ করিয়া চাণ্ডালের যোক্ষপ্রাপ্তি বর্ণন	৭৫১৭

অধ্যায়	বিষয়-বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
১০২।	ভিন্ন ভিন্ন বর্ণাশ্রমে ভিন্ন ভিন্ন লোকলাভের প্রাপ্তি বলিবার অন্ত ঋষি ও দেবগণকর্ত্তা ইন্দ্র ও গৌতম ব্রাহ্মণের সংবাদ বর্ণন।	৭৫৩০
১০৩।	ব্রহ্মা ও তদীয়ের সংবাদ বর্ণন এবং যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি হইতেও অনন্যব্রতের বিশেষ বর্ণিয়া কথন	৭৫৩৭
১০৪।	আয়ুঃ বৃদ্ধি ও অক্ষয়তা ও ভক্তাভক্ত ভক্ষনফলের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঋষভাঙ্গারের ভক্ষ্যতা নিষিদ্ধের নিরূপণ	৭৫৪১
১০৫।	ভোজ্য ও ভক্ষিত ব্রাহ্মণের পারস্পরিক আচরণ বর্ণন এবং ব্রাহ্মণ পিতা আচার্য্যাদি ভক্তজনগণের গৌরব কথন	৭৫৪৪
১০৬।	দান, শক্ত ও তিথি সম্বন্ধী বিষয়ে ব্রতোপবাসের ফল বর্ণন	৭৫৫৩
১০৭।	দরিদ্র ব্যক্তিগণের অন্ত যজ্ঞমূলা ভক্ষণাদক উপবাসব্রত এবং তাহার ফল পরিহারের বর্ণন।	৭৫৮
১০৮	দানের ও পাত্রের তীর্থসমূহের মহত্ত্ব কথন	৭৫৭১
১০৯	প্রত্যেক মাসের স্বামী তিথিতে উপবাস ও ভগবান্ বিষ্ণুঃ পূজার বিশেষ মাহাত্ম্য কথন	৭৫৭৩
১১০।	রূপ-সৌভাগ্য ও লোকপ্রিয়তা প্রাপ্তির অন্ত মার্গশীর্ষ পর্য্যন্ত ব্রত করিবার বিধি বর্ণন।	৭৫৭৪
১১১।	বৃহস্পতি কর্ত্তৃক বৃষ্টিহীনের নিকট প্রাপিগণের অন্নের প্রকার, নানাবিধ পাপের ফল স্বরূপ নরকাদি প্রাপ্তি এবং তির্য্যগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণের বিষয় বর্ণন।	৭৫ ৫
১১২।	পাপ হইতে মুক্তিলাভের উপায় কথন এবং অন্নদানের বিশেষ মাহাত্ম্য কথন।	৭৫৮৫
১১৩।	বৃষ্টিহীনের নিকট অন্নদানে ও বর্ষের মহিমা বর্ণনা করিয়া বৃহস্পতির অন্তর্ধানে প্রস্থান।	৭৫৮৮
১১৪।	হিংসা ও দানের ভক্ষণের নিন্দা।	৭৫৮৯
১১৫।	বস্ত্র ও দানের ভক্ষণে মহাদোষ কথন, ইহাদের ত্যাগের মহিমা এবং ত্যাগে পরম লাভের প্রতিপাদন।	৭৫৯১
১১৬।	দান ভক্ষণ না করিলে লাভ এবং অহিংসাধর্ম্মের প্রশংসা।	৭৫৯৭

অধ্যায়	বিষয়-বস্তুনির্দ্দেশ	পৃষ্ঠা
১১৭।	ভক্তবর্গের প্রভাবে কোনও এক তীর্থের পূর্ব্ব অন্যের সৃষ্টি লাভ, তীর্থ অন্যের মৃত্যুতে তার এবং স্বর্গের অন্তর্ভূতি বলিয়া তীর্থ কর্ত্তৃক নিজের কল্যাণের উপায় জিজ্ঞাসা	৭৫১১
১১৮।	তীর্থের জন্মকথা: ঋক্ষিয়োনিতে বসু নদীরূপে অবস্থানের বর্ণন আছে এবং ব্যাসদেব কর্ত্তৃক তাহাকে ব্রাহ্মণ হইবার ও স্বর্গলাভ এবং অক্ষয় সুখ প্রাপ্তির বরদান	৭৫১২
১১৯।	তীর্থের ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন ও তাহা দর্শনের ফলে প্রাপ্তি	৭৫১৩
১২০।	ব্যাসদেব ও বৈয়াঘ্রের সংবাদ—তীর্থ প্রশংসা ও স্বর্গের ফল বর্ণন	৭৫১৩
১২১।	ব্যাস-বৈয়াঘ্রের সংবাদে বিদ্বান্ ও সদাচারী ব্রাহ্মণের নিকট অন্নদানের প্রশংসা	৭৫১৮
১২২।	ব্যাস-বৈয়াঘ্রের সংবাদে—তপস্যার প্রশংসা এবং গৃহস্থের উত্তম কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ	৭৫১৮
১২৩।	মাঙ্কিলী ও সুমনার সংবাদে সন্তিনতা ঈশ্বরের কর্ত্তৃতা বর্ণন।	৭৫১৯
১২৪।	ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পুণ্যতীর্থে তপস্যান্ মহাত্মাদের আবাসস্থান নির্দ্দেশ এবং তাঁহার উৎপত্তি প্রাপ্তি, সমস্তের প্রশংসা, ব্রাহ্মণের দ্বারা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও দুর্লভ হইবার কারণ বর্ণন।	৭৫১৯
১২৫।	ব্রাহ্মণের বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্বের, সম্পদযুক্ত হইতে মুক্তিলাভ বিষয়ে ইন্দ্র ও বিদ্যাৎপ্রভার, বর্ণবিষয়ে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির এবং ব্রহ্মণ্যশ্রেষ্ঠতি বিষয়ে শ্রেষ্ঠতি ও নিকৃষ্টগণের সংবাদ বর্ণন।	৭৫২০
১২৬।	বিষ্ণু, বলদেব, শ্রেষ্ঠগণ, বর্ণ, অগ্নি, বিশ্বামিত্র গোলক ও ব্রহ্মকর্ত্তৃক বর্ণের পূর্ব্বত্ব বর্ণন	৭৫২৭
১২৭।	অগ্নি, লক্ষ্মী, অগ্নিরা, ধর্ম্মী ও অন্যান্যকর্ত্তৃক বর্ণের ব্রহ্মত্ব বর্ণন	৭৫৩১
১২৮।	বায়ু কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণত্বের ব্রহ্মত্ব বর্ণন	৭৫৩৩
১২৯।	সোমমূর্ত্তি কর্ত্তৃক বর্ণের ব্রাহ্মত্ব বর্ণন।	৭৫৩৪
১৩০।	অরুন্ধতী, বর্ণত্রাত এবং চিত্রগুপ্ত কর্ত্তৃক বর্ণত্বের বর্ণন।	৭৫৩৫
১৩১।	প্রজাপতিকর্ত্তৃক বর্ণাবর্ণশ্রেষ্ঠী ব্রহ্মত্ববর্ণন	৭৫৩৮
১৩২।	শিব-গুরুগণের বর্ণশ্রেষ্ঠী ব্রহ্মত্ব ও প্রভাব বর্ণন।	৭৫৩৯

অধ্যায়	বিষয় বস্তুনির্দ্দেশ	পৃষ্ঠা
১৩৩।	ব্রহ্মাদের কর্ত্তৃক বর্ণত্বের বর্ণন।	৭৫৪১
১৩৪।	ব্রহ্মদেবকর্ত্তৃক বর্ণত্বের বর্ণন এবং ভগবান্ বিষ্ণু ও তীর্থের দ্বারা বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন	৭৫৪২
১৩৫।	ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণযোগ্য ও ব্রাহ্মণের গ্রহণযোগ্য নয়—এমন বস্তুগণের বর্ণন।	৭৫৪৩
১৩৬।	দানগ্রহণ ও অনুচিত ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত বর্ণন	৭৫৪৪
১৩৭।	বর্ণের দ্বারা বর্ণশ্রেষ্ঠগণের ব্রাহ্মণত্বের বর্ণন	৭৫৪৭
১৩৮।	শুদ্ধ প্রকার দান বর্ণন	৭৫৪৩
১৩৯।	বরুণী দীক্ষাকৃত্য নিকট ঋষিগণের আগমন, তাঁহার প্রভাব বর্ণন ও তাঁহার সহিত বার্ত্তালাপ।	৭৫৪১
১৪।	ব্রহ্মকর্ত্তৃক বিদ্যাধর্ণাদি কৃতযুগের সহিত শিবের সহিবরে সৌভাগ্যবর্ণন পার্থ শৈব আগমন, শিবের দুই নেত্রের তীব্র তেজের দ্বারা আজ্ঞাচক্র ও তৃতীয় নেত্রের আবির্ভাব, বিষ্ণুজ্ঞ ও প্রভাব এবং পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি ও শিব পার্ব্বতীর বর্ণবিষয়ক সংবাদের উত্থাপন	৭৫৪৫
১৪১।	শিব-পার্ব্বতীর বর্ণশ্রেষ্ঠ সংবাদে বর্ণাশ্রমধর্ম্মপরী আচার ও প্রাপ্তিবিশুদ্ধিরূপ বর্ণের নিরূপণ	৭৫৬০
১৪২।	উমা-মহেশ্বর সংবাদ, ব্রাহ্মণত্ব বর্ণ ও তাহার পালনের বিধি ও মাহাত্ম্য বর্ণন।	৭৫৭৭
১৪৩	ব্রাহ্মণাদি বর্ণপ্রাপ্তি বিষয়ে বায়ুদের শুভাশুভ কর্ম্ম সমূহের প্রধানতাপ্রতিপাদন।	৭৫৮০
১৪৪।	বহুমূর্ত্তি কর্ম, নরক ও তীর্থাদি এবং পাপ প্রায়শ্চিত্তকারী সাধীন, ব্রাহ্মণ ও মনের দ্বারা কৃত শুভাশুভ কর্ম্মসমূহের বর্ণন	৭৫৮৩
১৪৫।	কর্ম ও নরকপ্রাপ্ত এবং উত্তম ও অধমযুনি লাভ প্রাপ্তি-কারক কর্ম্মসমূহের বর্ণন	৭৫৯৪
,, ১	ব্রাহ্মকর্ম বর্ণন	৭৫৯৮
,, ২	যোদ্ধাগণের কর্ম-বর্ণন এবং ক্ষত্রিয়ে প্রাণোৎসর্গকারী বীরত্বের মাহাত্ম্য বর্ণন।	৭৭০২
,, ৩	সাংকেশ্য ব্রাহ্মকর্ম বর্ণন	৭৭০৫
,, ৪	অহিংসা ও ইন্দ্রিয় সংযমের প্রশংসা এবং বৈশ্যের প্রাধান্য বর্ণন।	৭৭০৬
,, ৫	ত্রিবর্গের নিরূপণ এবং কল্যাণকারী আচার ব্যবহারের বর্ণন।	৭৭০৮
,, ৬	বিবিধপ্রকার কর্ম্মফলসমূহের বর্ণন	৭৭১১

অধ্যায়	বিষয়-বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
৭	অশ্বত্থ ও পশুহত্যাদি নানা প্রকার যোষসমূহ এবং যোগসকলের কারণভূত দোষসমূহের বর্ণন।	৭৭১৯
৮	উমা, মহেশ্বরসংবাদে যহ যজ্ঞসম্পূর্ণ বিধানসমূহের বিচার।	৭৭২৫
৯	প্রাণিগণের চারি প্রকার ভেদ নিরূপণ, পূর্বজন্মের স্মৃতির বস্তু বর্ণন, মৃত্যু যহণ করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তনের কারণ বর্ণন, দৈব পুরুষার্থ এবং পুনর্জন্মের বিচারপ্রদর্শন।	৭৭৩৩
১০	যজ্ঞলোক ও দেবস্থানে বার্ণনমূহের বর্ণন, পাপিগণের নরক যাতনা এবং কর্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে তাহাদের জন্মের উল্লেখ।	৭৭৩৮
১১	ভক্ষ্যাভক্ষ্য যাবনাদি তিন প্রকার ধর্মের যহণ ও তাহাদের ফল বর্ণন, যজ্ঞস্থানের দোষ বর্ণন, আহার-শুদ্ধি, স্নানভক্ষণে দোষ, স্নানে বস্তুভক্ষণে লাভ, জীবহত্যার যহত্ব, গুরুপূজা বিধি, উপবাস বিধি, ব্রহ্মচর্য্য পালন, ভীর্থচর্চা; সর্ব্বসাধারণ প্রত্যহপালনে পুণ্য, অন্ন, সুবর্ণ, গো ভূমি, গৃহ ও বিদ্যাদানের মাহাত্ম্য পুণ্যতম যেমকাল বর্ণন ও ইহার দান ও ধর্ম্মের নিষ্ফলতা বিষয়প্রকারের দান, লৌকিক বৈদিক যজ্ঞ এবং দেবস্থাপনে পূজা নিরূপণ।	৭৭৪৫
১২	ব্রাহ্মবিবাহাদি বর্ণন, দানের ত্রিবিধতার গুণ তাহার ফলেরও ত্রিবিধতার উল্লেখ, দানে পাত্র ফল নিরূপণ, নানাপ্রকার ধর্ম্ম এবং তাহাদের ফল-সমূহের প্রতিপাদন।	৭৭৬৬
১৩	প্রাণিগণের শুভ অশুভ গতিনিয়ন্ত্রণকারী অষ্টফল-সমূহের বর্ণন, মৃত্যুর দুই প্রকার ভেদ বর্ণন, যহাপাপী মৃত্যুর চারি প্রকার ভেদ নিরূপণ, কর্ত্তব্যপালন-পূর্ব্বক দেহত্যাগের যহৎ ফল লাভ বর্ণন এবং কাম-ক্রোধাদির দ্বারা দেহত্যাগ করিলে নরক প্রাপ্তির উল্লেখ।	৭৭৭০
১৪	যোগধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, ব্রাহ্মণাদির জ্ঞান-প্রাপ্তির উপায়কথন এবং যোগপ্রাপ্তিতে বৈরাগ্যের প্রাধান্য বর্ণন।	৭৭৭৪
১৫	সাংখ্যজ্ঞানের প্রতিপাদন করিতে করিতে ভগবান্ যমের কর্ত্তৃক অব্যক্তাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি প্রকৃতির বর্ণন।	৭৭৮২

অধ্যায়	বিষয়-বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
১৬	যোগধর্ম্ম প্রতিপাদন পূর্ব্বক তাহার ফল বর্ণন	৭৭৮৬
১৭	পাশুপত যোগবর্ণন এবং শিবসিদ্ধপুরুষের মাহাত্ম্য কথন।	৭৭৯০
১৮	পাশুপতাদি কর্ত্তৃক শ্রী কথ বর্ণন।	৭৭৯৩
১৯	রংশপরম্পরা কথন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণন।	৭৭৯৮
২০	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যবর্ণন এবং তাঁহ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য করিবার আদেশদান।	৭৮০২
২১	শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্র	৭৮০৮
২২	জগদ্যোনিত্ব এবং নামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার যোগ্য দেবতা ভূমি ও ব্রাহ্মণের বহুসময় নাম-সমূহের কীর্ত্তন মাহাত্ম্য কথন এবং নামজপফলের ফলবর্ণন।	৭৮২৭
২৩	ব্রাহ্মণ মহিমাবর্ণনা।	৭৮৩৩
২৪	ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট হইতে ব্রাহ্মণ্যাদি ব্রহ্মের চারিটী বরলাভ ও তাহার মধ্যে অক্ষিমানের উৎপত্তির বর্ণনা এবং ব্রাহ্মণদিগের মাহাত্ম্যবিষয়ে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন ও বায়ুদেবের সংবাদ কথন	৭৮৩৫
২৫	বায়ু কর্ত্তৃক উদাহরণ সহ ব্রাহ্মণদিগের মহিমা বর্ণন	৭৮৩৭
২৬	ব্রাহ্মণদত্ত উচ্ছিষ্টের প্রভাব বর্ণন।	৭৮৪৯
২৭	[ঋষি আপ্তা ও বশিষ্ঠের প্রভাব বর্ণন	৭৮৫১
২৮	অত্রি ও চ্যবন মুনির প্রভাব বর্ণন।	৭৮৫৪
২৯	কপনামক ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা ধর্ম্মলোক অধিকৃত হইলে পর ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কপদিগকে জয়ীকরণ এবং বায়ুদেব ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সংবাদের উপসংহার।	৭৮৫৭
৩০	ভীষ্ম কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণন	৭৮৫৯
৩১	শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নের নিকট ব্রাহ্মণগণের মহিমা বর্ণনা করিতে করিতে দুর্ব্বাসার চরিত্র কথন এবং এই প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ বর্ণন।	৭৮৫৩
১৩০	শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভগবান্ শব্দের মহিমা বর্ণন।	৭৮৬০
১৩১	ভগবানের শব্দের মাহাত্ম্য বর্ণন।	৮০৪
১৩২	বর্ণের বিষয়ে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠত্বের শ্রেষ্ঠত্ব, ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল, সাধু আর অসাধুর লক্ষণ এবং শিষ্টাচারের নিরূপণ।	৭৮৬৩

অধ্যায়	বিষয়-বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
১৬৫।	যুধিষ্ঠির কর্তৃক বিদায়, বন বৃদ্ধি অপেক্ষা ত্যাগের প্রাধান্য বর্ণন এবং তাঁহার উত্তর দান।	৭৮৭
১৬৬।	ভীষ্ম কর্তৃক উত্তরায়ণ পর্যন্ত স্বর্গ সুখ প্রাপ্তির কারণ বর্ণনা করিতে করিতে যজ্ঞের পরস্পরার উপর উক্তি আরোপ।	৭৮৭
১৬৭।	নিত্যস্মরণীয় দেবতা নদী, পর্বত, ঋষি ও রাজাদের নামকীর্তন যাবারাজা বর্ণন।	৭৮৭
১৬৮।	ভীষ্মের অন্তর্ধান পাইয়া যুধিষ্ঠিরের সদলবলে হস্তিনাপুরের দিকে প্রস্থান।	৭৮৮

অধ্যায়	বিষয় বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
১৬৯	ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সামগ্রী সহিত যুধিষ্ঠিরাদির তাঁহার সমীপে গমন এবং ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু হইতে দেহত্যাগের অন্তরতি প্রবণপূর্বক দুঃখার্ত্ত ও যুধিষ্ঠিরকে কর্তব্যের উপদেশ দান।	৭৮৮
১৭০	ভীষ্মের প্রাণত্যাগ, দুন্দুভ্যাদির ঘোর তাঁহার সম্মানার্থ, দেবঋষিগণের সমাগমে, ঘোর তাঁহার তর্পণ, পরম কর্তৃক পুত্রের বস্ত্র অলংকারাদি এবং ঔরুকের তাঁহাকে সান্ত্বনা দান।	৭৮৯

শ্রীকৃষ্ণস্তুতম্

(১)

বন্দে কৃষ্ণং কঞ্জপাণিপাদম্।
নয় নয় মাং ভবসাগরপারম্।

(২)

ধেনুসি ত্রাতা
ত্রিভুবনপাতা
বিশ্ববিধাতা
বন্দেঽপারম্।

(৩)

ভব রূপমমল
পাদ্ম-শীতলং
কাম্য-কোমল
দর্শয় সততম্।

(৪)

ভব শুভচরণে
সুর নর-শরণে
দুর্মতি-হরণে
দেহি স্থানম্।

(৫)

ধর্ম দয়াময়
সত্য সদাশয়
ভক্ত-জনাশ্রয়
দেহি পদাব্জম্।

(৬)

বেণুনিনাদন
ধেনুক-রক্ষণ
কংস-নিসূদন
দেহি দর্শনম্।

(৭)

ধর্মসি গতিমম
শৃণু শৃণু প্রিয়তম
বিত্তচয়োত্তম
দেহি রতি (সঙ্গ)-সুখম্।

(৮)

নটবর নাগর
রসঘন-সাগর
নির্গুণ-গুণধর
দেহি পদতলম্।

(৯)

গমতি গোপাল
ঈশ্বর দয়াল
জয় লোকপাল
নয় ভব শরণম্।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

(৩)

প্রণাম করা অভ্যাস কর। ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, শুভ-অশুভ, সুন্দর-কুৎসিৎ, প্রিয়-অপ্রিয়—যাহা কিছু সব গুরু মনে করিয়া প্রণাম করাই চরম সাধনা। 'মাং নমস্কুরু'—শ্রীগীতার এই শেষ কথা। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই।

(৪)

'দাসোঽহম্' 'দাসোঽহম্' করতে করতে যখন ঠাকুরটির কৃপা দৃষ্টি পড়ে তখন 'দা'-টি কেড়ে নেন, থাকে সোঽহং। তবে যারা সংসার-লুব্ধ, তপস্যাশূন্য, ভক্তিহীন—তাদের 'সোঽহম্' 'ব্রহ্মাস্মি' বক-বাদ মাত্র পরোক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন ক'রে তা যদি অপরোক্ষ করবার চেষ্টা না করা হয়—তার কোনই উপকার নেই।

Regd. No. WB/NC-57

BAISHAK
1382 B.S.:

Aryashastra

Mahabharata—83
April—MaY 1975

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

(৫)

ভগবদ্ভক্ত যাতীত একদিন—৬০ মণ্ডকাল সুখ ভোগ করিয়াছেন : এমন লোক সংসারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কথাটা আশ্চর্য্যজনক বটে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আর আশ্চর্য্য বোধ হইবে না। সুখ-দুঃখ ভোগ করে মন। বাহিরে যাহাকে সুখী দেখিতেছ, হয় তিনি পূর্ব্ব-দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছেন অথবা ভবিষ্যৎ-চিন্তায় আকুল হইয়া আছেন। তাহা হইলে তিনি সুখী কিসে? অহোরাত্র বলি কেন, একমুহূর্ত্তকাল অবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিবার শক্তি যাহার নাই—সে সুখী কিসে?

CALCUTTA UNIVERSITY 2 FEB 1976

শ্রীরাধারঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীনীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা-৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভবন প্রেস, মহাবিদ্যালয় মধ্য, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

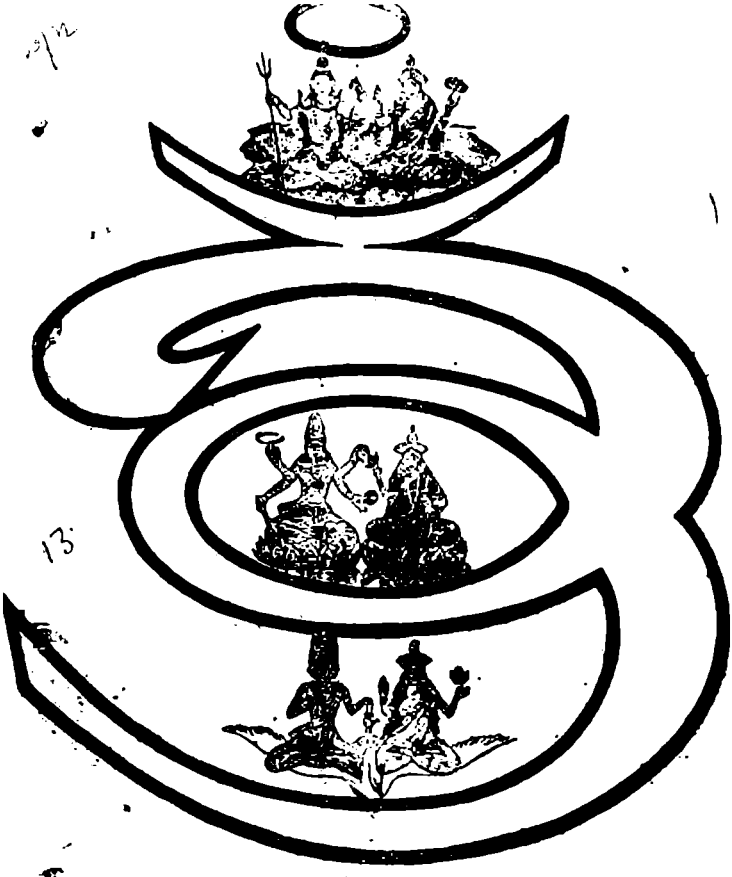

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

কর্ত্তৃক

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

(১)

শাস্ত্রবাণী কখনও মিথ্যা হতে পারে না। সমুদ্রের বেলাভিক্রম, মেরুর চলন, চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণের কক্ষ ত্যাগ কখন সম্ভব হতেও পারে কিন্তু শাস্ত্রবাণী মিথ্যা হতে পারে না—পারে না—পারে না। শাস্ত্রপথ প্রচলীবেষ্টিত রাজপথ। এ পথ একান্তভাবে যে আশ্রয় করে, সে নির্ভয়হৃদয়ে হাসতে হাসতে সেই অনাদ্য, অরূপ-রাজার রাজ্যে পৌঁছে যায়।

(২)

কামনা পূর্ণ করিতে যতটুকু পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন তাহা না করিয়া, যাধ্যমনোরথ হইয়া কেহ গুরুকে নিন্দা করে। কেহ বা গুরুকে আপনার ইচ্ছামত পথে চালিত করিতে না পারিয়া নিন্দা করে কোন শিষ্য বা গুরুকুলার কিছু শক্তিলাভ করত গুরুকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাঁহার দোষোদ্‌ঘাটন করিয়া থাকে।

(৩)

অতি পাপী যে, সে নাম করলে খড়ের গাদার মত তার পাপ দগ্ধ হতে থাকে আর সামান্য পাপী যারা—তাদের তুলোর গাদার মত নীল পাপ পুড়ে যায়। আর সৎকর্মকারিগণের কাছে নামকীর্ত্তন তার অন্তরের জ্ঞানগুলো তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বলিত হয়। এক নামই অধিকারী বিশেষে মৃদু, মধ্য, অধিমাত্ররূপে কাজ করেন।

১৩শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠমাস, ১৩৮২ । । দ্বাদশসংখ্যা — স্নানযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীভগবদ্দাশরথিদাসানুদাস-শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষায় টীকনি ও সমুদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

মূল-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তর্কতীর্থ এম. এ, বি-লিট্.

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক মণ্ডল

শ্রীশ্যামাপদ বিদ্যাভূষণ — শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী ঃ—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(অন্তর্ভুক্ত সঙ্ঘসভ্যগণ)

মুদ্রণ-কর্ম্মাধিকর ঃ—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্.বি, ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ., ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—

প্রধান কার্য্যালয় ঃ—মহামিলন মঠ, ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ (ফোন : ৪৮-২৭৩১)

সিটি অফিস ঃ—৯৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮'০০ টাকা — প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১ই সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, মহাবিদ্যা মঠ, ৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৮-২৭৩১। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল সাবস্থা নিশ্চই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে তাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২৭'০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০'০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯'০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৬০'০০

আশ্বমেধিক-পর্ব্ব

(অশ্বমেধপর্ব্ব)

॥ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শোকসন্তপ্ত যুধিষ্ঠিরের পতন, ধৃতরাষ্ট্রের তাঁহে সান্ত্বনাদান।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ

হতেষ্বেষু তু রাজানং ধৃতরাষ্ট্রং যুধিষ্ঠিরঃ
পুরস্কৃত্য মহাবাহুরুত্তরাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২

উত্তীর্য্য তু মহাবাহুর্ব্যপ্যমানকুলেক্ষণঃ।
পপাত ভুবি সন্তাপাদ্ ব্যাধবিদ্ধ ইব দ্বিপঃ ॥ ৩

তং সীদমানং ভগ্নাহং ভীমঃ ক্রুদ্ধেন চোদিতঃ।
বৈশ্বিত্যব্রবীদ্ধৈনং কৃষ্ণঃ পরবলার্দনঃ ॥ ৪

তমার্ত্তং পতিতং ভূমৌ বসন্তঞ্চ পুনঃ পুনঃ
দদৃশুঃ পাণ্ডবা রাজন্ ধর্ম্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৫

তং দৃষ্ট্বা দীনমনসং পতন্তঞ্চ নরেশ্বরম্।
দুঃখশোকসমাবিষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ সমুপাবিশন্ ॥ ৬

রাজা তু ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রশোকাভিপীড়িতঃ।
বাক্যমাহ মহাবুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাচক্ষুর্নরেশ্বরম্ ॥ ৭

উত্তিষ্ঠ কুরুশার্দূল কুরু কার্য্যমনন্তরম্
ক্ষত্রধর্ম্মেণ কৌন্তেয় জিতেয়মবনী ত্বয়া ॥ ৮

ভুঙ্ক্ষ ভোগান্ ভ্রাতৃভিস্ত্বং সুহৃদ্ভিশ্চ মনোঽনুগান্।
শোচিতব্যা ন লপ্স্যন্তি ত্বয়া ধর্ম্মকৃতাং বর ॥ ৯

শোচিতব্যং ময়া চৈব গান্ধার্য্যা চ মহীপতে।
যয়োঃ পুত্রশতং নষ্টং ত্বয়ঞ্চ ধনমুদ্যতম্ ॥ ১০

অক্ষয়া হি কিতকামস্য বিদুরস্য মহাত্মনঃ।
বাক্যানি পুরুষার্থানি পরিতপ্যামি দুর্মতিঃ ॥ ১১

উক্তবান্ বিদুরো যন্মাং ধর্ম্মাত্মা দিব্যদর্শনঃ
দুর্য্যোধনাপরাধেন কুলং তে বিনশিষ্যতি ॥ ১২

—অশ্বমেধপর্ব—

প্রথম অধ্যায়।

(শোকসন্তপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের পতন এবং ধৃতরাষ্ট্রের তাঁহাকে সান্ত্বনা দান)

নারায়ণ—নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, নর—তাঁহার নিত্যসখা নরশ্রেষ্ঠ নরস্বরূপ অর্জ্জুন, তাঁহার লীলাপ্রকটকারিণী শ্রীভগবতী সরস্বতী ও তাঁহার লীলানাটকারী শ্রীব্যাসদেব যেমন তাঁহাকে নমস্কার করত মহাভারত পাঠ করা কর্ত্তব্য। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! শোকবিহ্বল-ইন্দ্রিয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের তর্পণ করিবার পর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্ত্তী করত যখা হইতে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। ২

তীরে উপস্থিত হইয়া শোকাভিপূর্ণহৃদয় বিষাদগ্রস্ত রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাধবিদ্ধ হস্তীর ন্যায় পদ্মার তটে পতিত হইলেন। ৩

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভীমসেন তাঁহাকে ধারণ করিলেন। পরসেনাবিনাশকারী শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন—হে! আপনি এরূপ অধৈর্য্য হইবেন না। ৪

রাজন্! তখায় সমাগত সমস্ত রাজন্যবর্গ শোকার্ত্ত, দুঃখিত ও পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাসপ্রদর্শনকারী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিলেন। ৫

শোকে দুঃখিতচিত্ত উৎসাহহীন সেই রাজা যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া পুনরায় শোকাবেগে পাণ্ডবগণ তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন। ৬

তখন পুত্রশোকাতুর মহাবুদ্ধি প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র নরপতি যুধিষ্ঠিরকে বক্ষ্যমাণ বাক্যসকল বলিলেন। ৭

কুরুশ্রেষ্ঠ! উত্থিত হও ও পরবর্ত্তী কার্য্যসকল কর। কুন্তীনন্দন! তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে এই পৃথিবী জয় করিয়াছ। ৮

ধার্ম্মিকপ্রধান যুধিষ্ঠির! তুমি ভ্রাতা এবং সুহৃদ্‌গণের মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহ ভোগ কর। তোমার শোক করিবার যোগ্য কিছু দেখিতেছি না। ৯

রাজর্ষিসত্তম! তোমার মনের ন্যায় শত পুত্রবিহীন আমার ও গান্ধারীরই শোক করা কর্ত্তব্য। ১০

দিব্যজ্ঞানী মহাত্মা বিদুরের সুবচন অর্থযুক্ত বাক্যসকল না শুনিয়া দুর্মতি আমি পরিতাপ করিতেছি। ১১

দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা বিদুর 'দুর্য্যোধনের অপরাধে আপনার কুল নষ্ট হইবে'। রাজন্! যদি আপনি কুলের কুশল চান, তাহা

অস্তি চেদিষ্যসে রাজন্ কুলস্য কুরু মে বচঃ।
যথাত্মানেব দুষ্টাত্মা মন্যো রাজা সুযোধনঃ ॥ ১৩
কর্ণশ্চ শকুনিশ্চৈব নৈনং পশ্যন্তু কহিচিৎ
দ্যূতসঙ্ঘাতমপ্যেনমাদদানে বারয় ॥ ১৪
অভিষেচয় রাজানং যমাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্।
স পালয়িষ্যতি বশী মর্ত্যান পৃথিবীমিমাম্ ॥ ১৫
অথ নেচ্ছসি রাজানং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
যৌবরাজ্যে ধ্রুবং রাজা প্রতিগৃহ্নাতু পাণ্ডবঃ ১৬
সমং সর্ব্বেষু কুরুষু বর্ত্তমানো নরাধিপ।

অনুজীবন্তু সর্ব্বে ত্বাং জ্ঞাতয়ো ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ১৭
এবং ত্বয়ি কৌন্তেয় বিদুরে দীর্ঘদর্শিনি।
দুর্য্যোধনময়ং পাপমন্বয়ঃ বৃথামতিঃ ॥ ১৮
অক্ষুণ্ণা তস্য ধীরস্য বাক্যানি মধুরাণ্যহম্।
ফলং প্রাপ্য মহদ্ দুঃখং নিমগ্নঃ শোকসাগরে ॥ ১৯
বৃদ্ধৌ হি তেঽদ্য পিতরৌ পশ্য নৌ দুঃখিতৌ নৃপ।
ন শোচিতব্যা ভবতা পন্থানৌ জনাধিপ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্ব্বণি অশ্বমেধপর্ব্বণি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

ইহলে দুষ্টবুদ্ধি পাপী রাজা সুযোধনকে যথ করুন' এই কথা বলিয়াছিলেন। ১২-১৩

কর্ণ ও শকুনির সহিত কখন ইহাকে মিলিত হইতে দিবেন না, আপনি বিশেষ সাবধান হইয়া ইহাদের দ্যূতক্রীড়া নিবারণ করুন। ১৪

যথাত্মা জিতেন্দ্রিয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত করুন—তিনি ধর্ম্মজ্ঞসহ সমাগরা এই পৃথিবী পালন করিবেন। ১৫

নরনাথ! যদি আপনি যুবি-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে না চাহেন, তাহা হইলে আপনি যথায় ইহাঁরা রাজা করুন। ১৬

শ্রীবরদরাজ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্ব্বের অন্তর্গত অশ্বমেধপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নরেশ্বর! সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমান ব্যবহারপরায়ণ আপনার আশ্রিত থাকিয়া ভ্রাতৃগণসহ সকল জাতিবর্গ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন। ১৭

বৃত্তীকুমার! দূরদর্শী বিদুর আমাকে এরূপ বলিলেও বিবেক আমি পাপী সুযোধনেরই অনুসরণ করিয়াছিলাম। ১৮

সেই ধীর বিদুরের মধুর বাক্যসমূহ না শুনিয়া মহাদুঃখ ফল প্রাপ্ত পাইয়া শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। ১৯

নৃপ যুধিষ্ঠির! দুঃখে নিমগ্নিত তোমার এই বৃদ্ধ পিতা মাতাকে দেখ। নরনাথ! আমি দেখিতেছি, এ বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়। ২০

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীব্যাসদেবের চ যুধিষ্ঠিরায় সান্ত্বনাদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু রাজা স বৃত্তরাষ্ট্রেণ ধীমতা
তূষ্ণীং বভূব মেধাবী ভবুবাচাথ কেশবঃ ॥ ১
অতীব মনসা শোকং ক্রিয়মাণো জনাধিপ।
সন্তাপয়তি চৈতস্য পূর্ব্বপ্রেতান্ পিতামহান্ ২

যজস্ব বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
দেবাংশ্চর্ষিন্ সোমেন স্বধয়া চ পিতৃনপি ॥ ৩
অতিথীনন্নপানেন কাম্যৈর্ভোগৈশ্চ কিঙ্করান্।
বিপ্রিয়ং যেন্তিতব্যং তে কর্ত্তব্যমপি তে কৃতম্ ॥৪

করে, তাহা হইলে তাহার সেই শোক স্বর্গে বৃদ্ধ পিতামহগণকে সন্তাপিত করিয়া থাকে। ২

এই হেতু আপনি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত নানাপ্রকার বহু যজ্ঞ করুন এবং সোমরসে দেবঋষিকে এবং স্বাহা দ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত করুন। ৩

অন্নদানের দ্বারা অতিথিসমূহকে ও ভক্তিপ্রদর্শনে তাহাদের

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীব্যাসদেবকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাদান]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! বুদ্ধিমান্ রাজা বৃত্তরাষ্ট্র এরূপ বলিলেও মেধাবী যুধিষ্ঠির নীরব রহিলেন। তখন শ্রীভগবান্ কেশব তাঁহাকে বলিলেন। ১

জনার্দ্দন! যদি মানব মৃত আত্মীয়গণের জন্য অতিশয় শোক

শ্রুতাংশ্চ রাজধর্মাংস্তে ভীষ্মাদ্ ভাগীরথীসুতাৎ
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাচ্চৈব নারদাদ্ বিদুরাৎ তথা ॥ ৫

নেমামর্হসি মূঢ়ানাং বৃত্তিং তমনুবর্তিতুম্।
পিতৃপৈতামহং বৃত্তমাস্থায় ধুরমুদ্বহ ॥ ৬

যুক্তা হি যজ্ঞা ক্ষাত্রে বৈ অর্থাঃ প্রাপ্তুমসংশয়ম্।
ন হি কল্পন্তি শূরাণাং নিহতেঽস্মিন্ পরাভবঃ ॥ ৭

ত্যজ শোকং মহারাজ ভবিতব্যং হি তত্তথা।
ন শক্যাস্তে পুনর্দ্রষ্টুং ত্বয়া যেঽস্মিন্ রণে হতাঃ ॥ ৮

এতাবদুক্ত্বা বৈশম্পায়ন মহারাজ যুধিষ্ঠিরম্।
বিররাম মহাতেজাস্তমুবাচ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৯

যুধিষ্ঠির উবাচ

গোবিন্দ যদি বা প্রীতিস্তব সা বিদিতা মম।
সৌভ্রদেন তথা প্রেম্না সদা ময্যনুকম্পসে ॥ ১০

প্রিয়ং তু মে স্যাৎ সুমহৎ কৃতং চক্রগদাধর

শ্রীমন্ প্রীতেন মনসা সর্বং বাদবনন্দন ॥ ১১

যদি মামনুজানীয়াদ্ ভবান্ গন্তুং তপোবনম্
(কৃতকৃত্যো ভবিষ্যামি ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥)
ন হি শান্তিঃ প্রপশ্যামি শান্তরিত্বা পিতামহম্ ॥ ১২
(নৃশংসঃ পুরুষব্যাঘ্রঃ শুরূন্ বীর্যবলাদ্বিতম্)
কর্ণঞ্চ পুরুষব্যাঘ্র সাত্রাম্নেষপরাক্রমম্।
কর্ষণা যেন মুচ্যেয়মস্মাৎ ক্রূরাদরিন্দম ॥ ১৩
করণা তন্ম বিবৎসেষে যেন ত্বাতি মে মনঃ।
তমেষা বাধিনং পার্থ ব্যাসঃ প্রোবাচ বর্ষ্মবিৎ ॥ ১৪
সাম্বতন্ন সুমহাতেজাঃ শুরুং বচনমর্থবৎ।
অকৃতা তে মতিস্তাত পুনর্বালেন মুহ্যসে ॥ ১৫
কিমাকাঙ্ক্ষন্ বয়ং তাত প্রলপামো মুহুর্মুহুঃ
বিদিতাঃ ক্ষত্রধর্ম্মাস্তে যেষাং মৃত্যুর্ন জীবিকা ॥ ১৬
তথাপ্রবৃত্তো নৃপতির্নাবিষেদ্ধুং যুজ্যতে।
যোক্ষ্যমাণঃ নিখিলা যাথাতথ্যেন শ্রুতাঃ ॥ ১৭

বাহ্যিক বস্তুদর্শনে তৃপ্ত করুন। আপনি ভাতৃত্ব বিষয় জানেন এবং কর্তব্য কর্ম সম্পূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠান করিয়াছেন ॥ ৪

আপনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, দেবর্ষি নারদ এবং মহামতি বিদুরের নিকট রাজধর্মসকল শ্রবণও করিয়াছেন ॥৫

এই মূঢ়জনের ব্যবহার অনুসরণ করা আপনার কর্তব্য নহে আপনি পিতৃপিতামহগণের চরিত্র আশ্রয় করে প্রজা পালন করিয়া রাজ্যভার বহন করুন ॥ ৬

এই যুদ্ধে ক্ষত্রিয়োচিত বধস্থা হইয়া সকলে নিশ্চয় স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন, কেননা এই বীরগণের মধ্যে কেহই পরাঙ্মুখ হইয়া নিহত হন নাই ॥ ৭

মহারাজ! আপনি শোক ত্যাগ করুন; যাহা হইয়াছে, তাহাই ভবিতব্য। এই যুদ্ধে যাহারা নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আপনি আর পুনরায় দেখিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ৮

বৈশম্পায়ন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া মহাতেজস্বী শ্রীগোবিন্দ বিরত হইলেন। তখন তাঁহাকে রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন ॥ ৯

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—গোবিন্দ! আমাতে তোমার যে প্রীতি তাহা জানি। সৌহার্দ্দ এবং প্রেমের সহিত তুমি সততই আমাকে অনুগ্রহ করিতেছ।

চক্র এবং গদাধারী শ্রীমন্ বাদবনন্দন! তুমি যদি প্রীত মনে আমাকে অনুমোদন করিয়া অনুমতি দাও, তাহা হইলে আমার অতি মহান্ প্রিয়কার্য্য করা হইবে। আমি কৃতার্থ হইব ইহা আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি ॥ ১১

নৃশংসভাবে নিহত ভীষ্মকে, পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর্যসম্পন্ন গুরু দ্রোণাচার্য্যকে এবং যিনি যুদ্ধে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই, সেই পুরুষব্যাঘ্র কর্ণকে যুদ্ধে পাতিত করত আমি শান্তি পাইতেছি না ॥ ১২½

শত্রুনাশন বাসুদেব! অধুনা যে কর্মের দ্বারা এই নিষ্ঠুর কর্ম হইতে মুক্ত হই, যাহাতে আমার চিত্ত শুদ্ধ হয়, সেই কর্মের বিধান কর ॥ ১৩½

এইরূপ কথনশীল কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বধযোগ্য মহাতেজা ব্যাসদেব সান্ত্বনা দান করত এই অর্থযুক্ত বচন বলিলেন—বৎস! তোমার বুদ্ধি শুদ্ধ হয় নাই, তুমি পুনরায় বালকের ন্যায় মুগ্ধ হইতেছ ॥ ১৪-১৫

তাত! আমরা কি অনর্থক পুনঃ পুনঃ প্রলাপ বলিতেছি যাহাদের যুদ্ধের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, সেই ক্ষত্র-ধর্ম তুমি বিশেষভাবে অবগত আছ ॥ ১৬

সেই ক্ষত্রিয় ধর্মে প্রবৃত্ত নরপতি কখনও মনঃপীড়াগ্রস্ত হন না। তুমি সমস্ত যোক্ষ্যমাণ যথাযথভাবে শ্রবণ করিয়াছ ॥ ১৭

(যথা বৈ কামতো ব্যাধাং পরিত্যাক্তুং ত্বমর্হসি
তথা ত্বং দুর্বৃদ্ধিং নৃপতির্নাদুষয়েন বৃত্যতে ॥)

অনুরূপাশি সংপ্রেক্ষ্যচ্ছিদ্যতে কামতো ময়া
অজ্ঞয়ধানো দুর্বৃদ্ধো লুপ্তবুদ্ধিরসি ক্রুরম্ ॥ ১৮
যৈবং ত্বয় ন তে মুক্তবিদমজ্ঞানমীদৃশম্ ।
প্রায়শ্চিত্তানি সর্বাণি বিহিতানি চ তেঽনঘ ।

(তুমি কামনাজাত ব্যাধা যেরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, ঐ প্রকার দোষত্যাগী রাজা কখনও ব্যাধার বচনে পতিত হন না ॥)

আমি অনেকবার তোমার কামজনিত লক্ষণ দেখন করিয়াছি। তুমি দুর্বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাহীন হওয়ায় অজ্ঞ তোমার মরণশক্তি লোপ হইয়া গিয়াছে ॥ ১৮

রাজধর্মাশ্চ তে সর্বে দানধর্মাশ্চ তে শ্রুতাঃ ॥ ১৯
স কথং সর্বধর্মজ্ঞঃ সর্বাগমবিশারদঃ ।
পরিমুহ্যসি দুষ্প্রজ্ঞানাদিব ভারত ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকপর্বণি অশ্বমেধপর্বণি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

তুমি এরূপ হইও না, তোমার সদৃশ এরূপ অজ্ঞান কখন দৃষ্টিপথে নহে। নিষ্পাপ নরনাথ! তুমি সকলবিধ প্রায়শ্চিত্ত বিধিত আছ। তুমি সকল প্রকার রাজধর্ম এবং দানধর্ম শ্রবণ করিয়াছ ॥ ১৯

ভরতকুলবর! এইরূপ সকলশাস্ত্রজ্ঞ এবং সর্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়াও পুনরায় অজ্ঞানের ন্যায় কেন মুগ্ধ হইতেছ? ২০

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বের অন্তর্গত অশ্বমেধ-পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

॥ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীব্যাসদেবের অশ্বমেধ-যজ্ঞার্থ বনপ্রাপ্তেরুপায়-কথনপ্রসঙ্গে সাবর্ত-মরুত্তস্যোঃ সংবাদ-বৃত্তান্তস্য বর্ণনম্ ।]

ব্যাস উবাচ

যুধিষ্ঠির তব প্রজ্ঞা ন সম্যগিতি মে মতিঃ ।
ন হি কশ্চিৎ ঘরা মর্ত্যঃ শ্বশ্বতঃ কৃতমে ক্রিয়াম্ ॥ ১
ঈশ্বরেণ চ যুক্তোঽয়ং সাধ্বসাধু চ মানবঃ ।
করোতি পুরুষঃ কর্ম তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২
আত্মানং মন্যসে চাথ পাপকর্ম্মাণমন্তঃ
শৃণু তত্র যথা পাপমপকৃত্তেত ভারত ॥ ৩

তপোভিঃ ক্রতুভিশ্চৈব দানেন চ যুধিষ্ঠির ।
তরন্তি নিত্যং পুরুষা যে স্ম পাপানি কুর্বতে ॥ ৪
যজ্ঞেন তপসা চৈব দানেন চ নরাধিপ ।
পূয়ন্তে নরশার্দূল নরা দুষ্কৃতকারিণঃ ॥ ৫
অসুরাংশ্চ সুরাংশ্চৈব পুণ্যহেতোর্যথক্রিয়াম্ ।
প্রযতন্তে মহাত্মানস্তস্মাদ্ যজ্ঞাঃ পরায়ণম্ ॥ ৬
যজ্ঞৈরেব মহাত্মানো বভূবুরধিকাঃ সুরাঃ ।
ততো দেবাঃ ক্রিয়াবন্তো দানযজ্ঞাবর্ধয়ন্ ॥ ৭

তৃতীয় অধ্যায়।

(শ্রীব্যাসদেব কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গ ধন প্রাপ্তির উপায়-কথন প্রসঙ্গে সাবর্ত ও মরুত্তের সংবাদ-বৃত্তান্ত কীর্তন।)

ব্যাসদেব বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! আমার মনে হইতেছে তোমার এরূপ বুদ্ধি যথার্থ নয়, কোন মানবই স্বয়ং স্বকর্ম করিতে পারে না ॥ ১

এই জন্তু অথবা পুরুষগণ ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সৎ বা অসৎ কর্ম করিয়া থাকে। সে বিষয়ে পরিতাপের বা বিলাপের অবসর তোমার? ২

ভরতকুলতিলক! যদি তুমি মানবদেহে আপনাকে পাপকারী মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই পাপ কি প্রকারে নষ্ট হইবে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩

যুধিষ্ঠির! যে পুরুষগণ পাপসকল আচরণ করে, তাহারা তপস্যা, যজ্ঞ এবং দানের দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৪

নরনাথ পুরুষশ্রেষ্ঠ! পাপকারী মানবসকল যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারাই পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ৫

মহাত্মা দেবতা এবং অসুরসকল পুণ্য করিবার জন্য যজ্ঞ করিবার প্রযত্ন করিয়া থাকেন, এই হেতু যজ্ঞই পরম আশ্রয় ॥ ৬

যজ্ঞের দ্বারাই মহাত্মা দেবগণের মহত্ত্ব অধিক হইয়াছে যজ্ঞক্রিয়াদি দ্বারাই দানযজ্ঞকে পরাস্ত করিয়াছেন ॥ ৭

রাজসূয়াশ্বমেধৌ চ সর্বমেধক ভারত
নরমেধক নৃপতে তমাহর যুধিষ্ঠির । ৮

যজস্ব বাজিমেধেন বিধিবদ্ দক্ষিণাবতা ।
বহুকামান্নবিত্তেন রাজন্ দাশরথির্যথা । ৯

যথা চ ভরতো রাজা দৌষন্তিঃ পৃথিবীপতিঃ ।
শাকুন্তলো মহাবীর্যস্তথ পূর্বপিতামহঃ । ১০

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অলংশয়ং বাজিমেধঃ পাবয়েৎ পৃথিবীপতিং ।
অভিপ্রায়স্তু মে কশ্চিৎ তং ত্বং শ্রোতুমিহার্হসি ।১১

ইমং জ্ঞাতিবধং কৃত্বা পুমহান্তং দ্বিজোত্তম ।
দানমন্ত্রং ন শক্নোমি হাতুং বিত্তক বান্তি মে । ১২

ন তু বালানিমান্ দীনানুৎসহে বন্ধু যাচিতুম্ ।
তথৈবার্দ্রপ্রলাপান্ কৃচ্ছ্রে বর্তমানান্ নৃপাজ্ঞয়া ।১৩

অয়ং বিত্তান্ত পৃথিবীং সজ্ঞার্থং বিত্তসত্তম ।
কয়মাহারয়িষ্যামি কথং শোকপরায়ণঃ । ১৪

দুর্যোধনাপরাধেন বন্ধুনা বসুধাধিপাঃ ।
প্রণষ্টা যোক্তয়িত্বাত্মানকীর্ত্যা মুনিসত্তম । ১৫

দুর্যোধনেন পৃথিবী ক্ষত্রিতা বিত্তকারণাৎ
কোশশ্চাপি বিশীর্ণোঽসৌ বার্তয়াপ্যুক্ত দুর্গতঃ । ১৬

পৃথিবী দক্ষিণা চাত্র বিধিঃ প্রথমকল্পিতঃ ।
বিধাস্যতি পরিদৃষ্টোঽয়ং শিষ্টো বিধিবিপর্যয়ঃ । ১৭

ন চ প্রতিনিধিং কর্তুং চিকীর্ষামি তপোধন ।
অত্র মে ভগবন্ সম্যক্ সাচিব্যং কর্তুমর্হসি । ১৮

এবমুক্তস্তু পার্থেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা ।
মুহূর্তমনুসঞ্চিন্ত্য বর্ণয়ামাস নারদীং । ১৯

কোশশ্চাপি বিশীর্ণোঽয়ং পরিপূর্ণো ভবিষ্যতি
বিদ্যতে দ্রবিণং পার্থ গিরৌ হিমবতি স্থিতম্ । ২০

উৎসৃষ্টং ব্রাহ্মণৈর্যত্র মরুত্তস্য মহাত্মনঃ
তদানয়স্ব কৌন্তেয় পর্যাপ্তং তদ্ ভবিষ্যতি ।২১

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথং যজ্ঞে মরুত্তস্য দ্রবিণং তৎ সমাহিতম্ ।
কস্মিংশ্চ কালে স নৃপো বভূব বদতাং বর । ২২

ভারতকুলের নরনাথ যুধিষ্ঠির ! তুমি রাজসূয়, অশ্বমেধ, সর্বমেধ এবং নরমেধ যজ্ঞ কর । ৮

তুমি যথাবিধি দক্ষিণা দিয়া বহু ধনোদ্বারা অশ্ব ও ধনের দ্বারা দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যজ্ঞ কর । ৯

যেমন তোমার পূর্ব পিতামহ পৃথিবীপতি ভরতনন্দন, দুষ্মন্তনন্দন শকুন্তলাকুমার রাজা ভরত যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান কর । ১০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! অশ্বমেধ যজ্ঞ সমস্ত কুলগুরুকে যে পবিত্র করেন, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এজন্য বিষয়ে আমার এক অভিপ্রায় আছে, আপনি শ্রবণ করুন । ১১

দ্বিজবর ! স্বজনগণ জ্ঞাতিবধ করত আমি অত্যন্ত দীন করিতে সমর্থ হইব না, কেন না আমার ধন নাই । ১২

এস্থলে যে রাজকুমারগণ উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের পরিত্যক্ত ধন ভক্ত হয় নাই, তাঁহারা অতি কষ্টে পতিত হইয়াছে। ইহাদের নিকট আমি অর্থ প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি না । ১৩

সাধুশ্রেষ্ঠ দ্বিজবর ! যদি এই সমস্ত পৃথিবী বিনাশ করত শোকগ্রস্ত আমি যজ্ঞের জন্য কি প্রকারে ধন গ্রহণ করিব ? ১৪

মুনিপ্রবর ! দুর্যোধনের অপরাধে বসুমতী এবং পৃথিবীপতিগণ আমাকে অবলম্বনপূর্বে 'নরক্ষিত করিয়া সকলে বিনষ্ট হইয়াছেন । ১৫

দুর্যোধন ধনলাভের হেতু পৃথিবী ক্ষয় করিয়াছে, কিন্তু সেই দুর্বুদ্ধি কৃতান্তবশে নিজেও ধন লাভ ত' দূরের কথা, তার জীবনাশায় শূন্য হইয়া গিয়াছে । ১৬

অশ্বমেধ-যজ্ঞে সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণা দিতে হয়। ইহা বিদ্বানগণ বুধ্য করে বলিয়াছেন, ইহা ভিন্ন যদি অন্য কিছু করা যায়, তাহা হইলে শিষ্টগণের বিধি বিপরীত হইবে । ১৭

তপোধন ! আমি এ বিষয়ে প্রতিনিধি—অন্যকর করিতে ইচ্ছা করি না। ভগবন্ ! এ বিষয়ে আপনি আমাকে সৎপরামর্শ দান করুন । ১৮

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই কথা বলিলে তখন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুহূর্তকাল বিশেষরূপে চিন্তা করত ধর্মরাজকে বলিলেন ।১৯

পার্থ ! তোমার ধনকোষ পরিপূর্ণ হইবে। হিমালয় পর্বতের উপর মরুত্ত রাজার যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ বহন করিতে অসমর্থ হইয়া যে ধনরাশি ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সেই স্থানে আছে। কুন্তীকুমার ! তুমি সেই ধন আনয়ন কর। তোমার পক্ষে উহা প্রচুর হইবে । ২০-২১

যুধিষ্ঠির বলিলেন – বাগ্মিপ্রধান ! মরুত্ত রাজার যজ্ঞে

ব্যাস উবাচ।

যদি শুশ্রূষসে পার্থ শৃণু কার্ৎস্ন্যং নৃপম্।
যস্মিন্ কালে মহাবীর্যঃ স রাজাসীদরন্ধমঃ ॥১

এই প্রশ্নের দ্বারা কি বিষয়ে যুধিষ্ঠির এবং সেই রাজা পৃথিবীতে কোন সময়ে ছিলেন? ১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্ব্বের অন্তর্গত অশ্বমেধপর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অশ্বমেধপর্বণি সংবর্ত-মরুত্তীয়ে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

ব্যাসদেব বলিলেন—পার্থ! যদি তুমি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কার্ৎস্ন্যসম্বন্ধে কোন সময়ে মহাবলবান্ অমিতবিক্রম যে রাজা পৃথিবীর রাজা ছিলেন, তাহা বলিতেছি, শুন। ১০

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

[বেদব্যাসের রাজা মরুত্তের পূর্বপুরুষগণের ও তাঁহার গুণ-প্রভাব-যজ্ঞাদির দিগ্‌দর্শন।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

শুশ্রূষবে তত্ত্ব মমৈতদ্ রাজর্ষেঃ পরিকীর্তনম্
বৈপাবন মরুত্তস্য কথাং প্রব্রূহি মেঽনঘ ॥ ১

ব্যাস উবাচ।

আসীৎ কৃতযুগে তাত মনুর্দণ্ডধরঃ প্রভুঃ।
তস্য পুত্রো মহাবাহুঃ প্রসন্ধিরিতি বিশ্রুতঃ ॥ ২
প্রসন্ধেরভবৎ পুত্রঃ ক্ষুপ ইত্যভিবিশ্রুতঃ
ক্ষুপস্য পুত্র ইক্ষ্বাকুর্যজ্ঞপালোঽভবৎ প্রভুঃ ॥৩
তস্য পুত্রশতং রাজন্নাসীৎ পরমধার্মিকম্।
তাংস্তু সর্বান্ মহীপালানিক্ষ্বাকূন্ কুরুকরোৎ প্রভুঃ ॥ ৪
তেষাং জ্যেষ্ঠস্তু বিংশোঽভূৎ প্রতিমানং বসুন্ধরাম্

বিংশস্য পুত্রঃ কল্যাণো বিবিংশো নাম ভারত ॥ ৫
বিবিংশস্য সুতা রাজন্ বভূবুর্দশ পঞ্চ চ।
সর্বে ধনুষি বিক্রান্তা ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ৬
দানধর্মরতাঃ শান্তাঃ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
তেষাং জ্যেষ্ঠঃ খনীনেত্রঃ স তান্ সর্বানপীড়য়ৎ ॥৭
খনীনেত্রস্তু বিক্রান্তো ভিত্ত্বা রাজ্যমকণ্টকম্।
নাশকদ্ রক্ষিতুং রাজ্যং নাবরজ্যন্ত তা প্রজাঃ ॥ ৮
তমপাস্য চ তদ্রাজ্যে তস্য পুত্র সুবর্চসম্।
অভ্যষিঞ্চন্ত রাজেন্দ্র মৃদিতা ভরবস্তথা ॥ ৯
স পিতুর্বিক্রিয়াং দৃষ্ট্বা রাজ্যান্নিঃসনকং তদা।
নিয়তো বর্ত্তয়ামাস প্রজাহিতচিকীর্ষয়া ॥ ১০

চতুর্থ অধ্যায়।

[বেদব্যাসকর্তৃক মরুত্তরাজার পূর্বপুরুষগণের ও তাঁহার গুণ, প্রভাব এবং যজ্ঞের দিগ্‌দর্শন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—ধর্মজ্ঞ নিষ্পাপ মহর্ষি বৈপায়ন! আমি রাজর্ষি মরুত্তের কথা এবং তাঁহার গুণকীর্তন শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা পূর্বক তাহা বলুন। ১

বেদব্যাস বলিলেন—তাত! সত্যযুগে রাজধর্মরক্ষী শক্তিমান্ বৈবস্বত মনু নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্র মহাবাহু প্রসন্ধিনামে বিখ্যাত। ২

প্রসন্ধির পুত্র ক্ষুপ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ক্ষুপের প্রতাপশালী পুত্র ইক্ষ্বাকু পৃথিবীপালক রাজা হইয়াছিলেন। ৩

রাজন্! ইক্ষ্বাকুর পরমধার্মিক একশত পুত্র হয়। রাজা ইক্ষ্বাকু তাঁহাদের সকলকে পৃথিবীপতি রাজা করিয়াছেন। ৪

তাঁহাদের মধ্যে ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিংশ।

বিংশের কল্যাণময় পুত্রের নাম বিবিংশ। ৫

রাজন্! বিবিংশের পঞ্চদশী পুত্র হইয়াছিল, তাঁহারা ধনুর্বিদ্যাবিশারদ, ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যবাদী, দানধর্মনিরত, শান্ত ও সতত প্রিয় বাক্যভাষী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ খনীনেত্র, তিনি সকলকে অতিশয় পীড়ন করিতেন। ৬-৭

পরাক্রমশালী খনীনেত্র নিষ্কণ্টক শত্রুহীন রাজ্য লাভ করিয়াও তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই, কারণ, প্রজারা তাঁহার অনুরক্ত ছিল না। ৮

মহারাজ! প্রজাগণ তাঁহাকে রাজ্য হইতে অপসৃত করত তাঁহার পুত্র সুবর্চাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আনন্দিত হইয়াছিল। ৯

পিতার প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার এবং তজ্জন্য রাজ্য হইতে নিষ্কাসন দেখিয়া প্রজাগণের হিতের ইচ্ছায় তাহাদের সহিত ন্যায়ানুসারে ব্যবহার করিতেন। ১০

ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাদী চ শুচিঃ শম-দমান্বিতঃ
প্রজানাং চাধরত্যন্ত বর্ষনিত্যা মমস্বিনম্ ॥ ১১
তস্য বর্ষপ্রবৃত্তস্য বার্ষিণ্যং কোশবাহনম্
তং ক্ষীণকোশং সামন্তাঃ সমন্যুং পর্যপীড়য়ন্ ॥১২
স পীড্যমানো বহুভিঃ ক্ষীণকোশ-বলবাহনঃ
আত্মিয়ার্থং পরাং রাজ্ঞা সহ ভূতৈঃ পুরেণ চ ॥১৩
ন চৈনমভিহন্তুং তে শক্নুবন্তি বলক্ষয়ে।
সমাগৃহ্যন্তো হি রাজা স বর্ষনিত্যো যুধিষ্ঠির ॥১৪
যদা তু পরমামাত্যো মন্তোঽনৌ সপুরো নৃপঃ
উক্তঃ প্রদ্যোৎ স কয়ং প্রাদ্রবাসীৎ ততো বলম্ ॥ ১৫
ততস্তানজয়ৎ সর্বান্ প্রতিস্পর্ধিন্ নরাধিপান্
এতস্মাৎ কারণাদ্ রাজন্ বিক্রান্তঃ স বৃকস্থলঃ ॥ ১৬
তস্য কারুষ্কঃ পুত্রস্ত্রৈলোক্যবুদ্ধযেঽভবৎ
ইন্দ্রাবরজঃ শ্রীমান্ দেবৈরপি সুদুর্জয়ঃ ॥ ১৭
তস্য সর্বে মহীপালা বশ্যস্তে স্ম বশে তদা
স হি সম্রাড়ভূৎ তেষাং বৃত্তেন চ বলেন চ ॥ ১৮

অবিক্ষিতায় ধর্মাত্মা মৌর্যোপেন্দ্রসমোঽভবৎ।
যজ্ঞশীলো ধর্মরতির্ভূতিমান্ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৯
ক্ষেত্রসাধুকৃতিজ্ঞশ্চ সদৃশঃ ক্ষময়া পৃথিব্যসঃ।
যুবস্পতিসমো বুদ্ধ্যা হিরণ্যনিভ মূর্তিমান্ ॥ ২০
কর্দমো মনসঃ যাতো যস্যেন প্রজনেন চ।
মনাংসারাবতারাখ্যা প্রজানাং স মহীপতিঃ ॥ ২১
য ঈজে হয়মেধানাং শতেন বিধিবৎ প্রভুঃ
রাজস্যানাং যঃ বিদ্বান্ ঋত্বমেধাজিতঃ প্রভুঃ ॥ ২২
তস্য পুত্রোঽভিচক্রাম নিত্যং গুণবত্তয়া
মরুত্তো নাম ধর্মাত্মা মরুদ্ভিরুক্তবী মহাবশঃ ॥ ২৩
নাগায়ুতসমপ্রাণঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরিবাপরঃ
স বক্ষ্যমাণো ধর্মাত্মা আত্মকৃত্যমহাত্মবান্ ॥ ২৪
কারন্ধমাদ্ গুরূণি ত্রাজনানি সংগ্রহঃ
মেরুং পর্বতমাসাদ্য হিমবৎপার্শ্ব উত্তরে ॥ ২৫
কাঞ্চনং সুমহান্ পাদপত্তত্র কর্ম চকার সঃ
তত্তঃ কৃতানি পাত্রাণ্যে পিঠরাণ্যাসনানি চ ॥২৬

ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তিমান্ সত্যবাদী পবিত্র শমদমসমন্বিত সতত ধর্মপরায়ণ মহারাজ সেই রাজার প্রতি প্রজারা অনুরক্ত ছিল ॥১১

কিন্তু যেমন বর্ষাঋতুর অবসানে নদীর স্রোত ক্ষীণ হইয়া যায়, তেমনি তাঁহাকে সাধন সম্পদ সকল দিন হইতে দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল ॥ ১২

ধনহীন, অশ্ববাহনশূন্য ও বহু শত্রুকর্তৃক পীড়িত রাজা সমস্ত সেবক এবং পুরবাসিগণ-সহ অতিশয় পীড়িত হইলেন ॥ ১৩

যুধিষ্ঠির! সেনা এবং অর্থ নষ্ট হইলেও নিত্য ধর্মপরায়ণ মহাচারী সেই রাজাকে আক্রমণকারিগণ বিনষ্ট করিতে পারে নাই ॥ ১৪

যখন পুরবাসী সকলের সংগত অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহার হৃদয়ে শল্য করিয়া রাজাইলেন, তাহা হইতে সৈন্যসহ প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১৫

অনন্তর তিনি আপনার রাজ্য নীমার অবস্থানী সমস্ত শত্রুপক্ষীয় রাজগণকে জয় করেন, রাজন্! এইরূপে তিনি বৃকস্থল নামে বিখ্যাত হন ॥ ১৬

জ্যেষ্ঠা যুদ্ধের প্রাণতে তাহাদের ইন্দ্রসদৃশ দেবদেবেরও অতি দুর্জয় শ্রীমান্ কারুষক নামক পুত্র হইয়াছিল ॥ ১৭

সেই সময়ে সমস্ত ভূপতিগণ তাঁহার অধীন হন, তিনি আপনার সদাচার এবং বলের দ্বারা তাঁহাদের সম্রাট্ হইয়াছিলেন ॥ ১৮

অবিক্ষিত নামক সেই ধর্মাত্মা মরুত্তাধী ধর্মপরায়ণ বৈশ্যবান জিতেন্দ্রিয় আপনার মূর্তির ন্যায় ইন্দ্রের সমান হইয়াছিলেন ॥ ১৯

তিনি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সদৃশ, ক্ষমায় পৃথিবীতুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ও সুবিস্তৃত বিমানের পর্বতের মত ছিলেন ॥ ২০

সেই ভূপতি অবীক্ষিত মন, রাজা, ধর্ম ও ইন্দ্রিয়গ্রিয় মনঃসংযমের দ্বারা প্রজাগণের মন হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ২১

সঙ্গীসমর্থ সেই রাজা যথাবিধি শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে বিদ্বান্ প্রভাবশালী ঋত্বিক অজিত রাজন করিয়াছিলেন ॥ ২২

তাঁহার ধর্মপরায়ণ চক্রবর্তী মহাকীর্তিসম্পন্ন মরুত্ত নামক পুত্র হইয়াছিল। তিনি বীর গণের দ্বারা নিত্যকাল অধিরক্ত করিয়াছিলেন ॥

তাঁহার দেহসহ শক্তি তুল্য বল ছিল। তিনি সাক্ষাৎ অপর বিষ্ণুর মত ছিলেন। সেই ধর্মাত্মা মরুত্ত যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়া ধর্মের সমুজ্জ্বল সহস্র পাত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন ॥২৩-২৪॥

হিমালয় পর্বতের উত্তরে মেরুপর্বতের নিকট একটী সুমহান্ সুবর্ণময় পর্বত আছে। তাহার পার্শ্বদেশে যজ্ঞশালা নির্মাণ করত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। তাঁহার আলয়ে অন্যান্য বর্ণকার বহু সুবর্ণ দ্রব্য,

চক্ষুঃ সুবর্ণকর্তারো যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে
তস্যৈব চ সমীপে তু যজ্ঞবাটো বভূব হ ॥ ১৭
ইজে তত্র স ধর্মাত্মা বিবিধৈঃ পৃথিবীপতিঃ।
মরুত্তঃ সবিতেঃ সর্বৈঃ প্রজাপালৈর্নরাধিপঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকপর্বণি অশ্বমেধপর্বণি সংবর্তমরুত্তীয়ে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

স্বর্ণের স্বর্তন—পাত্র থালা, আসন ও অলঙ্কারাদি নির্মাণ করিয়াছিল, যাহাদের কোন সংখ্যা করা যায় না। ১৬-১৭

যজ্ঞবাটে পৃথিবীপতি মরুত্ত রাজা সেই স্থানে সমস্ত প্রজাপালক সাধক নরপতিগণের সহিত যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বের অন্তর্গত অশ্বমেধপর্বের চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ইন্দ্রপ্রেরণয়া বৃহস্পতিনা মরুত্তযজ্ঞা ন করিষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাকরণম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথাযোর্যঃ সমভবৎ স রাজা মরুত্তো যজ্ঞ।
কথঞ্চ ভাক্তরূপেণ সমযুজ্যত স দ্বিজ ॥ ১
ক্ব চ তৎ সাম্প্রতং দ্রব্যং তস্যবয়বিধিশ্চতে
কথঞ্চ সঙ্গ্রামাদ্বিজয়বাপ্তং তপোধন ॥ ২

ব্যাস উবাচ

অসুরাণ্ডৈব দেবান্ত দক্ষস্যাসন্ প্রজাপতেঃ।
অপত্যং বহুলং তাত সংস্পর্ধন্ত পরস্পরম্ ॥ ৩
তথৈবাঙ্গিরসঃ পুত্রৌ ব্রতভূল্যৌ বভূবতুঃ
বৃহস্পতির্যবীয়াংস্তাভ্যাং সাংবর্ত উত্তরঃ ॥ ৪
তাবতিস্পর্ধিনৌ রাজন পৃথগাস্তাং পরস্পরম্
বৃহস্পতিঃ স সংবর্তং বাধতে স্ম পুনঃ পুনঃ ॥ ৫

স বাধ্যমানঃ সততং ভ্রাতা জ্যেষ্ঠেন ভারত
অর্থানুৎসৃজ্য দিগ্বাসা বনমাসমরোচয়ৎ ॥ ৬
বাসবোঽপ্যাপ্তরান্ সর্বান্ যাজিত্বা চ নিপাত্য চ
ইন্দ্রত্বং প্রাপ্য লোকেষু ততো যজ্ঞে পুরোহিতম্ ॥ ৭
পুত্রমঙ্গিরসো জ্যেষ্ঠং বিপ্রজ্যেষ্ঠং বৃহস্পতিম্।
যাজ্যমূত্বিজঃ পূর্বমাসীদ্ রাজা মরুত্তঃ ॥ ৮
বীর্যোৎপ্রবিষ্টো লোকে যুক্তেন চ বলেন চ।
শক্রভূরিরবৌজস্কো যথাত্মা সংশিতব্রতঃ ॥ ৯
বাহুবং যস্য যোধাস্ত মিত্রাণি বিবিধানি চ
শরবানি চ মুখ্যানি মহার্হাণি চ সর্বশঃ ॥ ১০
ধ্যানাদেবাভবদ্ রাজন্ মুখবাত্তেন সর্বশঃ
স গুণৈঃ পার্থিবান্ সর্বান্ বলে চক্রে নরাধিপঃ ॥ ১১

পঞ্চম অধ্যায়।

[ইন্দ্রের প্রেরণায় বৃহস্পতি কর্তৃক 'মরুত্তযজ্ঞ করিব না' এই প্রতিজ্ঞা করণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রাহ্মণ বিপ্রবর! সেই রাজা মরুত্ত কিরূপ পরাক্রমী ছিলেন এবং তাঁহার সুবর্ণ প্রাপ্তি কিরূপে হইয়াছিল?।

তপোধন ভগবন্! সেই অর্থ অধুনা কোথায় আছে? আমরা সেই ধন এখন করিতে কি প্রকারে সমর্থ হইব? ২

ব্যাস কহিলেন,—বৎস! প্রজাপতি দক্ষের পরস্পর স্পর্দ্ধাকারী বহু দেবতা ও অসুর দৌহিত্র ছিলেন। ৩

এইরূপ যদিচ আঙ্গিরস মহাতেজস্বী বৃহস্পতি এবং মহাতপা সংবর্ত নামক পিতৃতুল্য ব্রত পালনকারী দুইটি পুত্র ছিলেন। ৪

রাজন্! পরস্পর স্পর্দ্ধাকারী ভ্রাতৃদ্বয় সতত বাধিতেন, সেই বৃহস্পতি যাহা যাহা সাংবর্তকে বাধা দীক্ষা দিতেন ও নিষেধিত করিতেন। ৫

ভারতনন্দন! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকর্তৃক সতত পীড়িত হইয়া তিনি বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্বক উলঙ্গ হইয়া বনবাসই বরণ করিয়া লইলেন। ৬

সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্রও সমস্ত অসুরকে পরাজয় ও নিপাতিত করিয়া ত্রিভুবনের ইন্দ্রত্ব লাভ করত অভিলাষ জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রাহ্মণপ্রবর বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। ৭-৮

ইহার পূর্বে জগতে অঙ্গিরা পরাক্রমশালী মরাত্মজ ও বলে মহেন্দ্রতুল্য তেজস্বী যথাত্মা ব্রতপালনকারী বৃদ্ধব্রত রাজা মরুত্ত অভিষাক্ত যজমান ছিলেন ॥ ৮-১১

রাজন্! যাঁহার বহু, অযুত যাজন, নানা প্রকার দ্বিজ, বহু-বান্ধব; বহুমূল্য জ্যেষ্ঠ শস্যাদৃঢ় ছিল, যাঁহার সমস্ত প্রকার

সাংভীষ্য কালমিষ্টিঞ্চ সপত্নীকো দিবং গতঃ।
যযুধে তস্য পুত্রস্তু যবাতিরিতি বর্ষবিৎ ॥ ১১
অধিষ্ঠিতশ্চ শক্রত্বং স বশে কৃতবান্ মহীম্।
বিজ্রম্ভেণ গুণৈস্তৈস্ত নিত্যযাগৈশ্চ পার্থিবঃ ॥ ১৩
তস্য যাদবভূলোঽভূন্মরুত্তো নাম বীর্যবান্।
পুত্রত্বমনুরক্তাভূৎ পৃথিবী সাগরাম্বরা ॥ ১৪
স্পর্ধতে স চ সততং দেবরাজেন নিত্যদা।
যাদবোঽপি মরুত্তেন স্পর্ধতে পাণ্ডুনন্দন ॥ ১৫
শুচিঃ স গুণবানাদীন্মরুত্তঃ পৃথিবীপতিঃ।
যজমানোঽপি যং শক্রো ন বিদেষ্টুমিহার্হতি স্ম হ ॥ ১৬
সোঽশক্নুবন্ বিদেষ্টারং সমাদুহ বৃহস্পতিম্।
ঔষাদেয়ং যতো দেবৈঃ সর্বিতো ভবিষ্যতি ॥ ১৭
বৃহস্পতে মরুত্তস্য মাস্ম কার্ষীঃ কথঞ্চন
দৈবং কর্ম্মাথ পিত্র্যং বা কতাসি মম চেৎ প্রিয়ম্ ॥ ১৮
অহং হি ত্রিষু লোকেষু সুরাণাঞ্চ বৃহস্পতে

ইন্দ্রত্বং প্রাপ্তবানেকো মরুত্তস্য মহীপতিঃ ॥ ১৯
কথং ত্বমর্ত্যং ব্রহ্মংস্ত্বং যাজয়িত্বা সুরাধিপম্।
যাজ্যেষ্বৃত্বিগ্ভিঃসহযুক্তো মরুত্তমবিশঙ্কয়া ॥ ২০
মাং বা বৃণীষ ভদ্রং তে মরুত্তং বা মহীপতিম্।
পরিত্যজ্য মরুত্তং বা যযাতেরাত্মজং মম ॥ ২১
এবমুক্তঃ স কৌরব্য দেবরাজো বৃহস্পতিঃ।
মুহূর্তমিব সংচিন্ত্য দেবরাজানমব্রবীৎ ॥ ২২
ত্বং কৃতাত্মাধিপতিষ্যসি লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নমুচেরিবরূপস্য নিহন্তা ত্বং বলস্য চ ॥ ২৩
ত্বমাজহর্থ দেবানামেকো বীর্যশ্রিয়া পরাম্।
ত্বং বিক্রমি ভুবং ত্রাঙ্ক সহৈব বলসূদন ॥ ২৪
পৌরোহিত্যং কথং কৃত্বা তব দেবগণেশ্বর।
যাজয়েয়ং যথা মর্ত্যং মরুত্তং পাকশাসন ॥ ২৫
সমাবসিহি দেবেন্দ্র নাহং মর্ত্যস্য কর্হিচিৎ
প্রহীষ্যামি স্রুবং যজ্ঞে ভূয়শ্চেদং বচো মম ॥ ২৬

পরার্ধ বসিবামাত্র লাভ হইত, সেই কারণের নরপতি যীয় গুণের দ্বারা সমস্ত ভূমণ্ডলমণ্ডলে মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন ॥ ১০-১১

তিনিই ইন্দ্রাসনের কাল জানিয়া যাবিয়া সপত্নীকে স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার পুত্রাতির ন্যায় যযাতি মহাবিৎ নামক পুত্র ছিলেন। পরাক্রম এবং বহু গুণে পিতার ন্যায় হইয়া তিনি সমস্ত পৃথিবীকে বশীভূত করিয়াছিলেন ॥ ১২-১৩

তাঁহার ঔরসজাত বলশালী মরুত নামক পুত্র হইয়াছিল সমাগরা পৃথিবী তাঁহার অনুরক্তা ছিল অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর সম্রাট ছিলেন ॥ ১৪

পাণ্ডুনন্দন! রাজা মরুত নিত্য ইন্দ্রকে পরিভব করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং ইন্দ্রও মরুতের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন ॥ ১৫

পৃথিবীপতি রাজা মরুত পবিত্র এবং গুণবান্ ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে অভিভব করিবার বহু সতত প্রযত্ন করিলেও তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই ॥ ১৬

যখন দেবগণের সহিত ঐরাবতেন্দ্র ইন্দ্র তাঁহাকে কোন প্রকারে অভিভব করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন সুরগুরু বৃহস্পতিকে আহ্বান করত বলিলেন ॥ ১৭

ভদ্রদেব বৃহস্পতে! যদি আপনি আমার প্রিয় করিতে চাহেন তাহা হইলে মরুত রাজার যজ্ঞ এবং প্রাজাপত্য কোন কর্ম করিবেন না ॥ ১৮

বৃহস্পতে! আমিই একমাত্র ত্রিভুবনের এবং দেবগণের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি, আর মরুত কেবল পৃথিবীর রাজা ॥ ১৯

ব্রাহ্মণ! আপনি অমর মরণধর্ম আমাকে যাজন করাইয়া সেই মরণধর্মীল রাজা মরুত্তের যজ্ঞ নিঃশঙ্কচিত্তে কিরূপে করিবেন? ॥ ২০

আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমাকে অথবা মহীপতি মরুত্তকে বরণ করুন। অথবা মরুতকে পরিত্যাগ পূর্বক আমার যজনা করুন অর্থাৎ আমার যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করুন ॥ ২১

কুরুনন্দন! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ বলিলে সেই বৃহস্পতি মুহূর্ত কাল বিশেষরূপে চিন্তা করত সুরেন্দ্রকে বলিলেন ॥ ২২

দেবরাজ! আপনি বিবিধ দক্ষিণাযুক্ত অধিপতি, আপনাকে লোকসকল প্রতিষ্ঠিত, আপনি নমুচি, বিবরণ এবং বলাসুরের নিধনকারী ॥ ২৩

বলসূদন! আপনি দেবগণের মধ্যে অদ্বিতীয় বীর, উত্তম তেজোরূপ সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন আপনি পৃথিবী এবং স্বর্গলোক একাকী ভরণ করিতেছেন ॥ ২৪

সুরগণের ঈশ্বর পাকশাসন! আমি আপনার পৌরোহিত্য করিয়া কিরূপে মর্ত্য রাজা মরুত্তের যাজন করিব? ॥ ২৫

দেবেন্দ্র! আপনি আসন গ্রহণ। আমি কখন কোন মানুষের

বিরণ্যরেতা লোকঃ স্যাৎ পরিবর্তেত মেদিনী
ভাসং ভূ ন রবিঃ কুর্যাৎ ভূ সত্যা চলেন্নহি ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ

বৃহস্পতিবচঃ শ্রুত্বা শক্রো বিগতসংজ্বরঃ

প্রণনাম বিবেশাথ স্বমেব ভবনং তদা ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্

আশ্বমেধিকপর্বণি অশ্বমেধপর্বণি সংবর্ত-মরুত্তীয়ে

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

যজে তব প্রহর্তব্য নহি আমার এই কথা আপনি তবে শুনুন ॥ ২৬

যদি অনল শীতল হয়, পৃথিবী যদি পরিবর্তন হয়, আদিত্য যদি প্রকাশ না করেন, তাঁহা সত্য, কিন্তু আমার এই সত্যবচন অন্যথা হইবে না ॥ ২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! বৃহস্পতির কথা শুনিয়া দেবরিষীন ইন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক ভবনে প্রবেশ করিলেন

শ্রীবেদব্যাস প্রণীত মহাভারতের সংহিতা মহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বের অন্তর্গত অশ্বমেধপর্বে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

[নারদাজ্ঞা অনুসারে মরুত্তরাজার সংবর্তের সহ মরুত্তসা সাক্ষাৎকারঃ]

ব্যাস উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বৃহস্পতেশ্চ সংবাদং মরুত্তস্য চ ধীমতঃ ॥ ১

যেবরাজস্য সমরঃ কৃতমাত্তিরসেন হ
শ্রুত্বা মরুত্তো নৃপতির্ভ্রাতরং পরমং ॥ ২

সংকল্প্য মনসা যজ্ঞং তদ্বচনমুবাচহ:
বৃহস্পতিমুপাগম্য রাজা বচনমব্রবীৎ। ৩

ভগবন্ যজ্ঞয়া পূর্বমভিগম্য তপোধন
কৃতোঽভিসংক্রিয়জন্য তবতো বচনাদ্ গুরো ॥ ৪

তদহং যষ্টুমিচ্ছামি সম্ভারাঃ সন্তু সান্তি মে

রাজ্ঞোঽস্থি ভবতঃ সাধো তৎ প্রাপ্নুহি বিবেদথ চ ॥৫

বৃহস্পতিরুবাচ

ন কাময়ে যাজয়িতুং ভ্রাতরং পৃথিবীপতে।
বৃত্তোঽস্মি দেবরাজেন প্রতিজ্ঞাতঞ্চ তস্য মে ॥ ৬

মরুত্ত উবাচ।

পিত্র্যাদপি তব ক্ষেত্রং বহু মন্যে চ তে ভূশম্
তথাপি যাজ্যতাং প্রাপ্তো ভজমানা ভজস্ব মাম্ ॥ ৭

বৃহস্পতিরুবাচ

অনৃতাদ্ যাজয়িষ্যাহং যাজয়িষ্যে কথং নরম্
মরুত্ত গচ্ছ বা মা বা নিবৃত্তোঽস্মান্ত যাজনাৎ ॥৮

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[নারদের আজ্ঞায় তাঁহার পরামর্শ অনুসারে সংবর্তের সহিত মরুত্তের সাক্ষাৎকার]

ব্যাসদেব বলিলেন নরনাথ এই প্রসঙ্গে আমি বৃহস্পতি এবং বুদ্ধিমান্ মরুত্তের সংবাদমূলক পুরাতন ইতিহাস বলিব। ১

নরপতি মরুত্ত 'অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতি দেবরাজের কাছে আমি যজ্ঞের যজ্ঞ করিব না' এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন শুনিয়া একটী মহান্ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। ২

যাজ্ঞী মরুত্তযৌজ্ঞ মরুত্ত যাজনে যজ্ঞের সময় মরুত্ত বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়া বলিলেন। ৩

ভগবন্! তপোধন! আমি পূর্বে একবার আপনার নিকট আসিয়া যজ্ঞবিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিলাম। গুরুদেব! আপনার আজ্ঞা অনুসারে সেই যজ্ঞ আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমার যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ হইয়াছে। সাধুবর! আমি আপনার বংশানুক্রমে যজমান, আপনি চলুন এবং যজ্ঞ করুন। ৪-৫

বৃহস্পতি বলিলেন—পৃথিবীপতে! আমি আপনাকে যাজন করাইতে ইচ্ছা করি না। আমি দেবরাজ ইন্দ্রকর্তৃক বৃত হইয়াছি এবং তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞাও করিয়াছি। ৬

মরুত্ত বলিলেন—গুরুদেব! আমি আপনার পিতার সময় হইতে যজমান, আমি আপনাকে অত্যন্ত সম্মান করি, আমি আপনার সেবক, আমি আপনার শরণাগত, আমাকে কৃপা করুন ॥৭

বৃহস্পতি বলিলেন—অযজ্ঞ ইন্দ্রকে যাজন করাইয়া কি প্রকারে যাজ্যকে যাজন করাইব? মরুত্ত! যাও অথবা যাও, আমি আর তোমার পৌরোহিত্য করিতেছি না। ৮

ন ত্বাং যাজয়িতাস্মাদ্য মৃদু যং ধর্মিষ্ঠেচ্ছসি
উপাধ্যায়ো মহারাজো যত্তে যজ্ঞং করিষ্যতি। ৯

ব্যাস উবাচ

এবমুক্তস্তু নৃপতির্মরুত্তো ভৃশদুঃখিতবৎ।
প্রত্যাগচ্ছন্ পুনর্বিপ্রো দদর্শ পথি নারদম্। ১০

দেবর্ষিণা সমাগম্য নারদেন স পার্থিবঃ
বিধিবৎ প্রাঞ্জলিস্তস্থাবথৈনং নারদোঽব্রবীৎ। ১১

রাজর্ষে নাভিজানীষে ক্ষিপ্তং ক্ষেমং তথানঘ
ত গচ্ছতোঽসি কুত্তেন্দ্রমপ্রীতিস্থানমগচ্ছতম্। ১২

শ্রোতব্যং ক্ষেমং রাজন্ ব্রূহি মে পার্থিবর্ষভ
ব্যপনেষ্যামি তে মন্যুং সর্বমেব ন সংশয়ঃ। ১৩

এবমুক্তো মরুত্তঃ স নারদেন মহর্ষিণা
বিপ্রলম্ভমুপাধ্যায়াৎ সর্বমেব ন্যবেদয়ৎ। ১৪

মরুত্ত উবাচ :

গতোঽস্মাঙ্গিরসঃ পুত্রং দেবাচার্যং বৃহস্পতিম্
যজ্ঞার্থমৃত্বিজং ভ্রাতুঃ স চ মাং নাভ্যনন্দত। ১৫
প্রত্যাখ্যাতস্ত তেনাহং জীবিতুং নাদ্য কাময়ে
পরিত্যক্তস্ত গুরুণা দুর্বিজ্ঞাপ্যামি নারদ। ১৬

ব্যাস উবাচ

এবমুক্তস্তু রাজা স নারদঃ প্রত্যুবাচ হ
আবিক্ষিতং মহারাজং যাজা ন ত্বাভিধাস্যতি। ১৭

নারদ উবাচ

যাজয়িষ্যসি পুত্রঃ সংবর্তো নাম বৈ দ্বিজঃ
চতুষ্ক্রমীতি বিশ্রুতঃ সর্বা বিদ্যাস্তা যোহবহৎ। ১৮
তং গচ্ছ যদি রাজ্যং ত্বাং ন বাভূতি বৃহস্পতিঃ
প্রসহ্যাত্মা মহারাজো যাজয়িষ্যতি। ১৯

মরুত্ত উবাচ

সঞ্জীবিতোঽহং ভবতা বাক্যেনানেন নারদ
পশ্যেয়ং ক্ব নু সংবর্তং কস্মে দর্শয়তা বপু ৪২০
কথঞ্চ তস্মৈ বর্তেয় কথং বাং ন পরিত্যজেৎ
প্রত্যাখ্যাতস্ত তেনাপি নাহং জীবিতুমুৎসহে। ২১

মহারাজ! আমি তোমার যজ্ঞ করিব না। তিনি তোমার যজ্ঞ করিবেন, এরূপ বাক্যে তাঁহার ঘৃণা হয়, পৌরোহিত্যে বরণ করিতে পার। ৯

ব্যাসদেব বলিলেন—বৃহস্পতি এইরূপ বলিলে রাজা মরুত্ত অতিশয় লজ্জিত হইলেন। অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া প্রত্যাগমনকালে দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইলেন। ১০

দেবর্ষি নারদের সহিত সমাগম হইলে ভূপতি যথাবিধি কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইলেন, তখন নারদ বলিলেন। ১১

রাজন্! আপনাকে ত' অতিশয় আনন্দিত দেখিতেছি না নিষ্পাপ নরনাথ! আপনার কুশল ত'? আপনি কোথায় গিয়াছিলেন এবং কি কারণে আপনার অপ্রসন্নতার অবকাশস্থল উপস্থিত হইল? ১২

রাজন্! যদি আমার শ্রবণযোগ্য হয়, নৃপশ্রেষ্ঠ! আমাকে বলুন নরনাথ! আমি সর্বপ্রযত্নে আপনার শোক অপনীত করিব। ১৩

মহর্ষি নারদ এইরূপ বলিলে সেই মরুত্ত রাজা পুরোহিত হইতে নিজের পরাভব সবস্তই নিবেদন করিলেন। ১৪

মরুত্ত বলিলেন—দেব! আমি যজ্ঞের জন্য পুরোহিত দেখিতে অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতির নিকট গিয়াছিলাম, তিনি আমাকে স্পর্শও করিলেন না। ১৫

দেবর্ষে! আমি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, গুরুকর্তৃক পরিত্যক্ত দুর্বিত আমি আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। ১৬

ব্যাসদেব বলিলেন—মহারাজ রাজা মরুত্ত এই কথা বলিলে নারদ অবিক্ষিৎপুত্রকে তাঁহাকে অনুভবন বাক্যের দ্বারা যে সঞ্জীবিত করিয়া বলিলেন। ১৭

নারদ বলিলেন রাজন্! অঙ্গিরার ঔরসিক সংবর্তনামে অপর পুত্র উদয় হইয়া প্রজাগণকে মোহিত করত সবস্ত দিকে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছেন। যদি বৃহস্পতি পৌরোহিত্য করিতে ইচ্ছা না করেন,তাহা হইলে আপনাকর্তৃক প্রসন্ন হইয়া মহাতেজ সংবর্ত আপনার যজ্ঞ করিবেন। ১৮-১৯

মরুত্ত বলিলেন—মহাত্মন্ নারদ! আপনার এই কথার দ্বারা আমি সঞ্জীবিত হইলাম (প্রাণ পাইলাম)। কোথায় সংবর্তকে দেখিতে পাইব, আপনি আমাকে তাহা বলুন। আমি তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব, যাহাতে তিনি আমার পরিত্যাগ না করেন, তিনি যদি আমার প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে আমি আর এ জীবন রাখিব না। ২০-২১

নারদ উবাচ

ঊচুস্তদেবাঃ বিপ্রর্ষে স.ভঙ্গক্রতীতি যথানুষম্
বারাণস্যাং মহারাজ বর্ণনেলূ্রয়েবরম্ ॥ ১২

তস্যা দ্বারং সমাসাদ্য তমেবাঃ কৃপণং কৃচিৎ
তা দৃষ্ট্বা বো নিবর্ত্তেত সাবর্ত্তঃ স মহীপতে ॥ ১৩

তা পৃচ্ছতোঽনুগচ্ছেবা যত্র গচ্ছেৎ স বীর্য্যবান্
তমেবান্তে সমাসাদ্য প্রাঞ্জলিঃ শরণং ব্রজেঃ ॥ ১৪

পৃচ্ছেব দ্বার যদি কেনাদ্য তবাখ্যাত ইতি স্ম হ
ব্রহ্মদ্বারা নারদেনেতি সাবর্ত্ত ঋষিতোঽসি যে ॥ ১৫

স তেং দ্বামনুভূতীত্ত মমানুগমনেপ্সয়া
শালেবা বহ্নিবাভ্রাং বাপিবি তমসন্তরা ॥ ১৬

ব্যাস উবাচ

স তথেতি প্রতিশ্রুত্য পূজয়িত্বা চ নারদম্
অভ্যনুজ্ঞায় রাজর্ষিবেবো বারাণসীং পুরীম্ ॥ ১৭

তত্র গত্বা যথোক্তং স পূর্ব্বা দ্বারে মহাযশাঃ

কৃপণং স্খালপ্রাদাস নারদস্য বচঃ স্মরন্ ॥ ১৮

বৌধপঞ্চেন বিপ্রেন্দ্র পুরীদ্বারমবাবিশৎ
ততঃ স কৃপণং দৃষ্ট্বা সহসা সংনিবর্ত্তত ॥১৯

স তং নিবৃত্তমালক্ষ্য প্রাঞ্জলিঃ পৃচ্ছতোঽব্রবীৎ
আবিক্ষিতো মহীপালঃ সাবর্ত্তমুপশিক্ষিতুম্ ॥ ৩০

স চ তং বিজনে দৃষ্ট্বা পাংশুভিঃ কর্ষণেন চ।
ক্লেশেবা চৈব রাজানং ত্রীবনৈন্দ্র সমাবিশৎ ॥ ৩১

স তথা যাচমানো বৈ সংবর্ত্তেন মহীপতিঃ।
অন্বগাদেব তমৃষিং প্রাঞ্জলিঃ সম্প্রসাদয়ন্ ॥ ৩২

ততো নিবর্ত্তা সংবর্ত্তঃ পৃথিব্যান্তু উপাবিশৎ।
শীতলচ্ছায়মাসাদ্য রাজ্ঞোবা বনমাবিশন্ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আথর্ব্বেদিকপর্ব্বণি অথর্ব্বেদপর্ব্বণি সাবর্ত্তমরুত্তীয়ে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

নারদ কহিলেন—মহারাজ! তিনি এই সময় মরুত্তের বিষয়াবগত বর্ণন করিবার ইচ্ছায় উত্তর বেদ যাহা মরুত্ত সংবন্ধভাবে বলা তাহা বলিতে করিতেছেন। ১২

পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তিনি এই সময় মরুত্তের বিষয়াবগত বর্ণন করিবার ইচ্ছায় উত্তর বেদ যাহা মরুত্ত সংবন্ধভাবে বলা তাহা বলিতে করিতেছেন। ১২

পুরীমধ্যে আপনি ঐ বারাণসী পুরীর দ্বারে একটী বৃদ্ধলোক দর্শন করিবেন, তাহা দেখিয়া সাবর্ত্ত প্রত্যাবৃত্ত হইলে শক্তিমান্ তিনি যেখানে যাইবেন, আপনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার অনুগমন করিতে থাকিবেন। তখনও নির্ত্তন হলেও উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাপন্ন হইবেন। ১৩-১৪

যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কে আপনা ও আমার সন্ধান বলিয়াছেন? আপনি তাঁহাকে বলিবেন—ব্রহ্মদ্বারে সংবর্ত্ত ঋষি দেখিয়া এখানে আসিয়াছেন। ১৫

তিনি যদি অনুগমন ইচ্ছায় আমার সংবাদ জানিতে চাহেন আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে বলিবেন,—রাজন্ অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন। ১৬

ব্যাসদেব কহিলেন—তিনি তাহাই হইবে' প্রতিজ্ঞা দিয়া নারদকে পূজা করত তাঁহার অনুমতি লইয়া রাজর্ষি মরুত্ত বারাণসী পুরীতে গমন করিলেন। ১৭

সেই মহাযশস্বী রাজা তথায় যাইয়া নারদের বাক্য স্মরণ করত পুরীর দ্বারে তাঁহার অধ্যায় একটী বৃদ্ধ স্থাপন করিলেন। ১৮

মহাশয়ে বিপ্রবর সংবর্ত্ত পুরীমধ্যে উপস্থিত হন, অনন্তর তথায় বৃদ্ধলোক দেখিয়া সহসা পশ্চাৎপদগমন করেন। ১৯

তাঁহাকে নিবৃত্ত দেখিয়া সেই অবিক্ষিতপুত্র মহীপাল মরুত্তে যত্নে ব্রতী করিবার এক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করেন। ৩০

তিনি নির্জ্জনে রাজ মরুত্তকে দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বত্র ধূলা, কর্দ্দম ও ক্লেশে পরিপূর্ণ দেন। ৩১

সংবর্ত্তকর্ত্তৃক এইরূপ যাচ্যমান হইয়াও মহীপতি মরুত্ত তথাপিতে সেই ঋষিকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার অনুগমন করেন। ৩২

অনন্তর পরিত্যক্ত সংবর্ত্ত নিবর্ত্তিত হইয়া বহু আধিব্যাধিযুক্ত একটী বটবৃক্ষের শীতলছায়া প্রাপ্ত হইয়া উপবিষ্ট হন। ৩৩

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আথর্ব্বেদিকপর্ব্বের অন্তর্গত অথর্ব্বেদপর্ব্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[সংবর্ত-মরুত্তয়োঃ কথোপকথনম্, মরুত্তস্যাগ্রহাভিলষাৎ বৃহস্পতেস্তস্য পৌরোহিত্যস্বীকারশ্চ ।]

সংবর্ত উবাচ ।

কথমস্মি ত্বয়া জ্ঞাতঃ কেন বা কথিতোঽস্মি তে
এতদাচক্ষ্ব মে তত্ত্বমিচ্ছামি চেন্মম প্রিয়ম্ । ১

সত্যং তে ব্রুবতঃ সর্বে সম্পদ্যন্তে মনোরথাঃ
মিথ্যা চ ব্রুবতো মূর্ধা শতধা তে ফলিষ্যতি । ২

মরুত্ত উবাচ ।

নারদেন ভবান্ মহ্যমাখ্যাতো ভূতলে পথি
গুরুপূজো ময়েতি ত্বং ততো মে প্রীতিকৃদ্ভবান্ । ৩

সংবর্ত উবাচ

সত্যমেতন্ময় ভবানাহ স মাং জানাতি সত্রিণম্
কথয়স্ব তদেবাস্মে ক ত্বং সম্প্রতি বাসবঃ । ৪

মরুত্ত উবাচ

ভবন্তং কথয়িত্বা তু মম দেবর্ষিসত্তমঃ
ততো মামভ্যনুজ্ঞায় প্রবিষ্টো হব্যবাহনম্ । ৫

ব্যাস উবাচ ।

শ্রুত্বা তু পার্থিবস্যৈতৎ সংবর্তঃ প্রহসন্ মুহুঃ ।
এতাবদহমপ্যেবং মরুত্তমিতি সোঽব্রবীৎ । ৬

ততো মরুত্তমুদ্বীক্ষ্য বাচা নির্ভর্ৎসয়ন্নিব
স্তুত্বা ব্রাহ্মণো রাজন্ পুনঃ পুনরথাব্রবীৎ । ৭

যাজয়ানেন মহা যজিষ্যসে মখমিমম্ ।
এবং বিকুত্থনেন কথং যাজয়ামীতি । ৮

ভ্রাতা মম সমর্থশ্চ বাসবেন চ সত্কৃতঃ
যজতে যাজনে চৈব তেন কর্মাণি কারয় । ৯

গার্হস্থ্যাচ্চৈব যাজ্যাচ্চ সর্বা পূজ্যাশ্চ দেবতাঃ
পূর্বজেন মমাক্ষিপ্তাঃ পরীহ্য বসিতা ত্বিষম্ । ১০

নাহং তেনানুজ্ঞাতঃ কথমাবক্ষিতুং ক্ষিতিম্
যাজয়েয়ং কথঞ্চাহং বৈ স হি পূজ্যতমো মম । ১১

স ত্বং বৃহস্পতিং যজ্ঞ তমনুজ্ঞাপ্য চাত্মজ
ততোঽহং যাজয়িষ্যে ত্বাং যদি যষ্টুমিহেচ্ছসি । ১২

সপ্তম অধ্যায়।

(সংবর্ত এবং মরুত্তের কথোপকথন ও মরুত্তের বিশেষ আগ্রহ-দর্শনে পৌরোহিত্য স্বীকার।)

সংবর্ত বলিলেন—মহারাজ! আপনি আমার বিষয়ে অবগত হইলেন? কে আপনাকে আমার সংবাদ দিয়াছেন? যদি আপনি আমার প্রিয় চাহেন, তাহা হইলে তাহা যথার্থ ভাবে বলুন। ১

আপনি যদি সত্য তথা বলেন, তাহা হইলে আপনার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইবে আর যদি মিথ্যা তথা বলেন, তাহা হইলে আপনার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ২

মরুত্ত বলিলেন—দেব! যখন ভ্রমণশীল দেবর্ষি নারদ পথি-মধ্যে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। আপনি আমার পিতৃদেবের অভিজ্ঞ পুত্র ইহা বিদিত হইয়া আমার অন্তরে সন্তোষ হইয়াছে। ৩

সংবর্ত বলিলেন—আপনি সত্য বলিতেছেন, নারদ যজ্ঞকারী আমাকে জানেন এবং ভক্ত ভাবে বিদ্বান করি তাহাও তিনি অবগত আছেন। বলুন ত' অধুনা নারদ কোথায় আছেন? ৪

মরুত্ত কহিলেন—আপনার পরিচয় ও সন্ধান দিয়া দেবর্ষিশিরোমণি নারদ আমাকে আজ্ঞাদান করত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছেন। ৫

ব্যাসদেব বলিলেন,—মহারাজ! রাজার এই কথা শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, আমি যজ্ঞ করাইতে পারি। ৬

অনন্তর উদ্ধত বেশধারী ব্রাহ্মণ সংবর্ত ক্রুদ্ধ ভাবের দ্বারা যেন ভর্ৎসনা করিতে করিতে বার বার বলিতে লাগিলেন। ৭

রাজন্! আমি সম্পূর্ণোপযুক্ত, যথেচ্ছচারী ও বিকৃত বেশধারী, আমার দ্বারা কি তুমি যজ্ঞ করাইতে ইচ্ছা করিতেছেন? ৮

আমার অগ্রজ বৃহস্পতি যাজন করিতে সমর্থ, তিনি ইন্দ্রের নিকট আছেন, আপনি তাঁহার দ্বারা যজ্ঞ কর্ম করান। ৯

আমার পূর্বের সমস্ত ভ্রাতারা, যজমানগণ এবং বৃহস্পতিরা প্রভৃতি আমার অগ্রজ সব গ্রহণ করিয়াছেন। আমার কেবলমাত্র এই পত্নীকে তিনি বর্জন করিয়াছেন। ১০

অগ্নিবিক্ষয়ন! তিনি আমার পূজ্যতম। তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত কখনও কোন যাজন কর্ম কি প্রকারে করিব? ১১

আপনি আমার অগ্রজ বৃহস্পতির নিকট গমন করুন এবং তাঁহার আজ্ঞা লইয়া আসুন। তাহাদের যদি আপনি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যজ্ঞ করাইব। ১২

মরুত্ত উবাচ

বৃহস্পতিঃ সুতঃ পূর্বমং সংবর্ত তমব্রুবম্
ন যাং কাময়তে যাজ্যার্থেন বাসবকাময়া । ১৩

অমরা যাজ্যমাসাদ্য যাজয়িষ্যো ন মানুষম্
শক্রেণ প্রতিষিদ্ধোঽহং মরুত্তা মাম্ব যাজয়ঃ । ১৪

স্পর্ধতে হি মহা বিপ্র সদা হি সুর পার্থিবঃ
এবমস্ত্বিতি চাপ্যুক্তো ভ্রাতা তে বলসূদনঃ । ১৫

স মামধিগতঃ প্রেম্না যাজনেন বৃভূষতি ।
দেবরাজ সমাশ্রিত্য তদ্ বিদ্ধি মুনিপুঙ্গব । ১৬

সোঽহমিচ্ছামি ভবতা সর্বেণাপি যাজিতুম্
ক্রাময়ে সমতিক্রান্তা বাসবং ত্বৎকৃতৈস্তপৈঃ । ১৭

ন হি মে বর্ততে বুদ্ধির্ভবন্তং বৃহস্পতিম্
প্রত্যাখ্যাতো হি তেনাস্মি ভবানপকৃতে সতি । ১৮

সংবর্ত উবাচ ।

চিকীর্ষসি যথাকামং সর্বমেতত্ত্বয়ি ধ্রুবম্
যদি সর্বানভিপ্রায়ান্ কর্তাসি মম পার্থিব । ১৯

যাজ্যমানং ময়া হি ত্বাং বৃহস্পতি-পুরস্কৃতৌ
দ্বিষেতাং সমভিক্রুদ্ধাবেতদেকং সমর্থতঃ । ২০

তৈর্দুর্বাসত্রং ভবং মে ত্যাং সত্ত্ব নিঃসংশয়ং কৃত
কৃপিতস্ত্বাং ন হীন্দ্রোঽপি ভস্ম কুর্যাৎ সবান্ধবম্ । ২১

মরুত্ত উবাচ ।

যাবৎ তপেৎ সহস্রাংশুস্তিষ্ঠেত্তাস্তাপি পর্বতাঃ
তাবল্লোকাত্ত লভেয়ং ত্বত্তোঽহং সত্তম যদি । ২২

যা চাপি শুভবুদ্ধিস্ত লভেয়মিহ কর্হিচিৎ
বিষয়ৈঃ সক্তস্ত চ ত্বত্তো ভবেয়ং সক্তস্ত যদি । ২৩

সংবর্ত উবাচ ।

আবিক্ষিত শুভা বুদ্ধির্ভবতা তব কর্মণু
যাজয়ন্ হি মমাপ্যেষ বর্ততে ভ্রমি পার্থিব । ২৪

মরুত্ত বলিলেন—ভগবন্ সংবর্ত ! আমি পূর্বে বৃহস্পতির নিকট গিয়াছিলাম, তিনি যজ্ঞেন্দ্রের ইচ্ছায় আমার যজমান হইতে কামনা করেন না । ১৩

অমর যজ্ঞেন্দ্রের যাজন করি, অধুনা মানুষ আপনার যজ্ঞ করাইব না । ইন্দ্র আমাকে নিষেধ করিয়াছেন—যজ্ঞকর্তা যাজন করাইবেন না । সেই কৃপিত শক্রও আমাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন । ব্রহ্মদ্বেষিগণের ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া আপনার অগ্রজ "এবমস্তু" এইরূপ উত্তর বলিয়াছেন । ১৪-১৫

মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম তিনি স্বয়ংআসিয়া আমার যজ্ঞিয় আসনে যজমান করিতে চাহিলেন না—আপনি একথা জানুন । ১৬

তাঁহা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমি সর্বথা যাহে আপনার দ্বারা যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছি । আপনার সম্পাদিত তপের দ্বারা ইন্দ্রকেও সম্যক্রূপে অভিভব করিতে কামনা করিতেছি । ১৭

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! বৃহস্পতির নিকট যাইতে অত্যন্তমন চাহিতেছে না, যেহেতু আমি অপরাধী না হইলেও তাঁহার দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছি । ১৮

সংবর্ত বলিলেন বরাঙ্গণ ! যদি আপনি আমার ইচ্ছা অনুসারে কার্য করেন, তাহা হইলে আপনি যাহা কিছু চাহিবেন, তাহা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে । ১৯

আমি আপনার যজ্ঞ করিলে অগ্রজ বৃহস্পতি ও দেবরাজ ইন্দ্র উভয়ে কুপিত হইয়া আমার ঘোর করিবেন । সেই সময় আপনাকে আমার সঙ্গ সমর্থন করিতে হইবে । ২০

সেই সময় আমার প্রতি অঙ্গনা উক্তি থাকিবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নিরসন করুন নতুবা আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বন্ধু-বান্ধব সহ আপনাকে ভস্মসাৎ করিব । ২১

মরুত্ত বলিলেন—ভব ! আমি যদি আপনার সঙ্গ ত্যাগ করি, তাহা হইলে যতদিন পৃথ্বী উত্তাপ দান করিবেন, যাবৎ পর্বতসমূহ স্থির থাকিবে, ততদিন আমি উৎকৃষ্ট লোকসমূহ প্রাপ্ত হইব না । ২২

যদি আমি আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করি, তবে আমি যেন শুভবুদ্ধি লাভ না করি এবং সর্বাধি বিষয়সমূহের সহিত আমার সঙ্গ চলিতে থাকে । ২৩

সংবর্ত বলিলেন,—অধিক্ষিতংসম ! আপনার শুভা বুদ্ধি সতত সৎকর্মসমূহে অবস্থান করুক ! নরনাথ ! আমার হৃদয়ে আপনার যজ্ঞ করাইবার ইচ্ছা ত' আছেই । ২৪

অভিধাস্যে চ তে রাজন্নমরত্বকরং নৃণাম্
যেন যেষান্ সমর্থবান্ শক্রঃ চাস্তিতবিষ্যসি ॥২৩
ন চু যে যজতে বৃদ্ধিবৈনং যাজ্যেষু বা পুনঃ
বিপ্রিয়ং চু করিষ্যামি ভ্রাতুশ্চেন্দ্রস্য চোভয়োঃ ॥ ২৬

গমিষ্যামি শক্রেণ সমতামপি তে ক্রতম্
প্রিয়ঞ্চ তে করিষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকপর্বণি অশ্বমেধপর্বণি সংবর্ত-মরুত্তীয়ে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

রাজন্! যজ্ঞের তত্ত্ব পরম অমৃত বিষয়-বিত্ত অর্থ প্রাপ্তির উপায় বলিব, যাহার দ্বারা শত্রুগণপর যেরূপ এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রকে অভিভূত করিবেন ॥ ২৫

আমার বুদ্ধি যে অথবা যজমান পরম্পরে অভিনিবিষ্ট নয়। আমার অমৃত এবং ইন্দ্র উভয়েরই আমি প্রিয় কার্য্য করিব ॥২৬

শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বের অন্তর্গত অশ্বমেধ পর্ব্বের সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

[সংবর্ত্তের মরুত্তাধ সুবর্ণোপলক্ষ্যে মহাদেবের নামময় স্তব কর্ত্তৃমুপদেশদান, যেন মরুত্তস্য ধনলাভঃ, তস্য সম্পত্তিং দৃষ্ট্বা বৃহস্পতেশ্চিন্তা চ]

সংবর্ত্ত উবাচ।

যস্মন্ হরশ্চন্দ্রশিরা সুবর্ণস্য সদাগুগঃ ॥ ৪
ভূতানি চ পিশাচাংশ্চ নাসত্যাবপি চাশ্বিনৌ
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব যক্ষা দেবনিষ্কুষা ॥ ৫
আদিত্যা মরুতশ্চৈব যাতুধানাশ্চ সর্বশঃ
উপাসন্তে মহাত্মানং বরুত্র-মুমাপতিম্ ॥ ৬
রহতে তপসাপ্যক্ত রুদ্রেণামিততেজসা সহ
বিকৃতৈর্বিকৃতাকারৈঃ ক্রীড়দ্ভিঃ পৃথিবীপতে ॥ ৭
স্ত্রিয়া অপ্সু দৃশ্যন্তে বৈ বালাশ্চিত্রাসমন্বিতাঃ
ন রূপং শক্যতে তস্য সংস্থানং বা কথাচন ॥ ৮

যাহার মস্তক সুবর্ণের ন্যায় জ্যোতিতে দেদীপ্যমান। সংসারে কোন প্রাকৃত প্রাণী যাহাদিগের যার তাহার ঐ রূপ বা আকার কখনও দেখিতে সমর্থ হয় না ॥ ৮

যেখানে অধিক উষ্ণতা নাই, বিশেষ শিশির নাই, যেখানে বায়ুর প্রকোপ নাই এবং সূর্য্যের প্রখর তাপ নাই। যে নগরীতে সেই পর্ব্বতে ক্ষুধা ও পিপাসা নাই এবং মৃত্যুভয় নাই ॥ ৯

নির্ঘৃণঃ প্রাণিভিঃ কৈশ্চিৎ প্রাকৃতৈর্বা সলোচনৈঃ
মোক্ষং ন লিপিরঃ তস্য ন বায়ুর্ন চ ভাস্করঃ ॥ ৯
ন তস্য ক্ষুৎ-পিপাসে বা ন মৃত্যুর্ন তস্য রূপ।
তস্য শৈলস্য পার্শ্বেষু সর্বেষু তরতাং বর ॥ ১০
যাজ্ঞবো ভাস্তরূপস্য রুদ্রস্যঃ সবিতুর্যথা।
রক্ষ্যন্তে তে কুবেরস্য সভাবৈরুদ্যতা দ্রুবৈঃ ॥১১
চিকির্ষিদ্ভিঃ প্রিয়ং রাজন্ কুবেরস্য মহাত্মনঃ
(তস্য গত্বা গৃহদ্বারং মহাযোগেশ্বরং শিবম্
কৃত্ব প্রণামং রাজর্ষে তস্যৈ পঞ্চময়াযুতঃ ॥)
ওঁমিত্যে তদ্যতে কৃত্বা নমঃ সর্বায় বেধসে ॥ ১২
(প্রতিষ্ঠা নামভির্দেবঃ সর্ববিদ্যাধরঃ স্মৃতি)
রুদ্রায় শিতিকণ্ঠায় পুরুষায় ধ্রুবর্চসে
কপর্দিনে করালায় হর্যক্ষে বরদায় চ ॥ ১৩
ত্র্যক্ষে পুষ্কো স্তুতিপ্রিয়ে বামনায় শিবায় চ।
হার্যায়াবাক্তরূপায় সহস্রায় শতায় চ ॥ ১৪
ক্ষেম্যায় হরিকেশায় স্থাণবে পুরুষায় চ।
হরিনেত্রায় মুণ্ডায় ক্রুদ্ধায়োত্তোত্তরায় চ ॥ ১৫

ভাস্কায় সুভীর্যায় দেবদেবায় রংহসে।
উত্তীর্ষিণে সুবক্ত্রায় সংপ্রাক্ষায় শীভুষে ॥১৬
গিরিশায় প্রশান্তায় বভ্রবে চীরবাসসে।
বিদ্যুতায় সিতায় সর্বস্মৈবরায় চ ॥ ১৭
মৃগব্যাধায় বহতে ধন্বিনেঽর্থ ভবায় চ।
বরূথে সোমবক্ত্রায় সিন্ধবস্ত্রায় ত্বক্ষুষে ॥ ১৮
হিরণ্যবাহবে রাজন্ প্রায় পত্তয়ে বিশাম্
লেলিহায়ায় গ্রোষ্ঠায় সিন্ধবস্ত্রায় বৃক্ষয়ে ॥ ১৯
পশূনায় পত্তয়ে চৈব ক্ষুদ্রানায় পত্তয়ে নমঃ।
মৃগায় মাতৃভক্তায় সেনাংতে মধ্যমায় চ ॥ ২০
ক্রুদ্ধহন্তায় পত্তয়ে ধন্বিনে ভার্গবায় চ
অজায় কৃষ্ণনেত্রায় বিরূপাক্ষায় চৈব হ ॥ ২১
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ক্রীড়ায় বৈধানরমুখায় চ।
মহাদ্যুতয়েঽনন্তায় সর্বায় পত্তয়ে বিশাম্ ॥ ২২
বিলোহিতায় নীলায় নীলাক্ষায় মহৌজসে
বসুরেতঃসুবপুষে পৃথবে কৃত্তিবাসসে ॥ ২৩
কপালমালিনে চৈব সুবর্ণমুকুটায় চ।
মহাদেবায় কৃষ্ণায় ত্র্যম্বকায়ানঘায় চ ॥২৪

যে বিভবিষীয়ন্তেই বয়েভ্যঃ সেই পর্বতের চতুর্দিকে সূর্যকিরণের ন্যায় প্রকাশমান সুবর্ণের ধনিসকল আছে ॥ ১০-১

হে রাজন্! অত্যন্ত ভক্তিযুক্ত কুবেরের অনুচরগণ মহাত্মা কুবেরের প্রীতির জন্য ঐ ধনিসকল রক্ষা করিয়া থাকেন। আপনি সেই স্থানে গমন করত পরম ভক্তি সহকারে মহাযোগীশ্বর শিবকে প্রণাম করুন ॥ ১-১

অনন্তর ইনি ভগবান্ মহাদেবকে নমস্কার করিয়া নিম্নে বিদ্যাধরকর্তা ঐ মহাদেবকে আপনি নিম্নলিখিত নামসমূহের দ্বারা স্তব করুন ॥ ১২

ভগবান্ দেবাধিদেব! তুমি ভব, শিতিকণ্ঠ, পুরুষ, সুবর্চা, কপর্দী, করাল, হর্যক্ষ, বরদ, ত্র্যক্ষ, পূষার দন্ত উৎপাটনকর্তা, বামন, শিব, হার্য, অব্যক্তরূপ, সহস্র, শত, ক্ষেম্য, হরিকেশ, স্থাণু, পুরুষ, হরিনেত্র, মুণ্ড, ক্রুদ্ধ, উত্তরণ, ভাস্কর, সুতীর্থ, দেবদেব, রংহস, উত্তীর্ণ, সুবক্ত্র, সংপ্রাক্ষ, শীভ্‌বান্, গিরিশ, প্রশান্ত, যতি, চীরবাসা, বিদ্যুতক, সিত, সর্বেশ্বরেশ্বর, মৃগব্যাধ, মহান্ ধন্বী, ভব বরূথ, সোমবক্ত্র, সিন্ধবস্ত্র, ত্বক্ষুষ, হিরণ্যবাহু, উগ্র, সিন্ধবৃক্ষের পতি, লেলিহান্, গ্রোষ্ঠ, সিন্ধবস্ত্র, বৃষ্টি, পশুপতি, ক্ষুদ্রপতি, মৃগ, মাতৃভক্ত, সেনানী, মধ্যম, ক্রুদ্ধহস্ত পতি, ধন্বী, ভার্গব, অজ, কৃষ্ণনেত্র, বিরূপাক্ষ, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, ক্রীড়, বৈশ্বানরমুখ, মহাদ্যুতি, অনন্ত, সর্ব, বিশ্বপতি, বিলোহিত, নীল, নীলাক্ষ, মহৌজা, বসুরেতা, সুবপুঃ, পৃথু, কৃত্তিবাসা, কপালমালী, সুবর্ণমুকুট, মহাদেব, কৃষ্ণ, ত্র্যম্বক, অনঘ, ক্রোধন, অসুরাশ, মৃদু, বাহুশালী, দণ্ডী, তপস্তপা, অক্রূরকর্মা, মহাজটী, সহস্রহস্ত, বনস্পতি, বহুরূপ, বৃক্ষী, নিশাচী মহাদেব, মহাযোগী, (মহাভোগী) অব্যয়, ত্রিসুবহন্ত, বরদ, ত্র্যম্বক, সুবনেশ, ত্রিপুরঘ্ন, ত্রিনয়ন, ত্রিলোকেশ, মহৌজা, সর্বভূতের সৃষ্টিকর্তা, ধারণ, ধরাধীশ, ঈশান, শতঘ্ন, সর্ব, শিব, বিশ্বেশ্বর, ভব, ঈশানাত্ম, পশুপতি, বিশ্বরূপ, মহেশ্বর, বিরূপাক্ষ, দশভুজ, ত্রিনয়নোদ্ভবজ, উগ্র, স্থাণু, শিব, ভব, সর্ব, রৌদ্রীশ, ঈশ্বর, শিতিকণ্ঠ, পঞ্চজ, ত্বক্ষ, পৃথু, পৃথুহর, বর, বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, বহুরূপ, ঈশানপতি, কামহন্তা, ৪৪, চতুর্মুখ ও শতরূপ-নামধারী আপনাকে প্রণাম করি ॥ ১৩-২৩

ক্রোধনায়ায়ুধায়াশু মুষবে বাহুশালিনে।
দণ্ডিনে তপ্ততপসে তথৈবাক্রূরকর্মণে। ২৫
সহস্রশিরসে চৈব সহস্রচরণায় চ
যমায় যমরূপায় বহুরূপায় ধাতবে। ২৬
পিনাকিনে মহাদেবায় মহাযোগিনমব্যয়ম্
ত্রিশূলহস্তং বরদং ব্রাহ্মণং ভুবনেশ্বরম্। ২৭
ত্রিপুরঘ্নং ত্রিনয়নং ত্রিলোকেশং মহৌজসম্
প্রভবং সর্বভূতানাং ধারণং ধরণীধরম্। ২৮
ঈশানং শম্ভবং সর্বং শিবং বিশ্বেশ্বরং ভবম্
উমাপতিং পশুপতিং বিশ্বরূপং মহেশ্বরম্। ২৯
বিরূপাক্ষং ধনুষ্পাণিং দিব্যাগ্নেয়ত্রয়ম্বকম্
উগ্রং স্থাণুং শিবং রৌদ্রং সর্বং সৌরীনমীশ্বরম্। ৩০
বিভিক্তঠমজং শুক্লং পৃথুং পৃথুহরং হরম্
বিশ্বরূপং বিরূপাক্ষং বহুরূপমুমাপতিম্। ৩১
প্রণম্য শিরসা দেবমভ্রজাভরহরং হরম্
শরণ্যং শরণং যামি মহাদেবং চতুর্মুখম্। ৩২
(বিরোচমানা বপুষা দিব্যাভরণভূষিতম্
অমরাস্তমজং শম্ভুং সর্বব্যাপিনমীশ্বরম্।

নিস্ত্রৈগুণ্যং নিষ্কলঙ্কং নির্মলং নিষ্প্রিয়োজসম্।
প্রণম্য প্রাঞ্জলিঃ সর্বং প্রপদ্যে শরণং হরম্।
সম্মান্যং নিষ্কলং নিত্যমকারণমলেপনম্।
অধ্যাত্মবেদমার্গাণাং প্রপদ্যে শরণং মুহুঃ।
যস্য নিত্যং বিদুঃ স্থানং যোক্ষধ্যায়ন্তচিন্তকাঃ।
যোগিনস্তত্ত্বমার্গস্থাঃ কৈবল্যং পরমঞ্চয়ম্।
যং বিদুঃ সঙ্গনির্মুক্তাঃ সমাধৌ সমধিস্থিতাঃ
তং প্রপদ্যে ভগবন্তমিমমোমিতি নির্ত্তাত্মকম্।
অনন্তস্য যস্য ভূতাদীন্ স্তুলোকান্ সনাতনান্।
স্থিতঃ সত্যোপরি স্থাণুং তং প্রপদ্যে সনাতনম্।
ভক্তানাং সুলভং তং হি দুর্লভং দূরপাতিনাম্
অমূঢ়মমূঢ়া দেবা প্রকৃতেঃ পরতঃ স্থিতম্।
নমামি সর্বলোকস্থং ব্রহ্মাণং শরণং শিবম্)
এবং কৃত্বা নমস্কৃত্য মহাদেবায় ধীমতে
মহাত্মনে স্থিতিপতে তৎসুখর্ষমথাব্রুসি। ৩৩
(লভন্তে যাবপশুত্বং তবৈকাগ্রা হি মানবাঃ
কিং পুনঃ খর্বতাত্মানি ত্বাং সঙ্গ্য যা স্থিতম্।

(এইরূপ সেই নিরাকারণী মহাদেব, মহাযোগী অবিনাশী ত্রিশূলধারী, বরদাতা, ব্রাহ্মণ, ভুবনেশ্বর, ত্রিপুরান্তক, ত্রিনয়ন, ত্রিলোকের ঈশ্বর, মহাবলবান্, সর্বভূতের উৎপত্তি-কারণ, সকল প্রাণিবর্গের ধারণকর্তা, পৃথিবীর ঈশ্বর, ঈশান, মঙ্গলকারী, সর্বরূপ, শিব, বিশ্বেশ্বর, ভব, উমাপতি, পশুপতি, বিশ্বরূপ, মহেশ্বর বিরূপাক্ষ, ধনুর্ধর, অলৌকিকপ্রভাবশালী, উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, সর্ব, সৌরীপতি, ঈশ্বর, নীলকণ্ঠ, অজ, শুক্ল, পৃথু পৃথুহর, হর, বিশ্বরূপ বিরূপাক্ষ, বহুরূপধারী, জ্যোতির্ময়, ভারাক্রান্ত, ভব, চতুর্মুখ প্রভৃতি শরণাগতবৎসল পরমেশ্বরকে মন্ত্রদ্বারা প্রণাম পূর্বক শরণ গ্রহণ করুন।) ২৭-৩২

দিব্যাভরণভূষিত, পরমেশ্বর দ্বারা বিরাজমান, আদিমধ্যবিহীন, অজ, সকলের কল্যাণকারী, সর্বব্যাপী, ঈশ্বর, ত্রিগুণবিরহিত, উদ্বেগহীন, নির্মল, দেহের নিধি, সকলের পাপ এবং দুঃখহরণকারী সেই ভগবান্ পরমেশ্বরকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করত শরণ গ্রহণ করিলাম।

সর্বজ্ঞময়ীশ, স্থির, চলনশূন্য নিত্য,কারণবিহীন, অলেপ, অধ্যাত্মতত্ত্ববেত্তা সেই ভগবান্ পরমেশ্বর সমীপস্থ হইয়া পুনঃ পুনঃ শরণ গ্রহণ করিতেছি।

অধ্যাত্মতত্ত্ব চিন্তাকারী বিদ্বান্ পুরুষসমূহ মোক্ষতত্ত্বে যাঁহার নিত্য স্থিতি বলিয়া চিন্তিত আছেন, তত্ত্বমার্গস্থিত যোগীগণ অন্তর যাঁহার স্বরূপ বলিয়া জানেন, আসক্তিশূন্য, সরলচিত্ত, মহাত্মাগণও যাঁহাকে সর্বত্র সমাবস্থানে অবস্থিত বলিয়া চিন্তিত আছেন, সেই অযোনি ভগবানের কারণ নির্মল পরমব্রহ্ম শিবের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

যিনি সত্ত্বাত্মলোকের ঈশ্বর স্থিত হইয়াও পৃথিবী আদি সনাতন লোকসকল সৃজন করিয়াছেন সেই সনাতন স্থাণু নিত্য অচঞ্চল শিবের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

যিনি ভক্তবৃন্দের সুলভ, অভক্তজনের দুর্লভ, প্রকৃতির পরপারে স্থিত ও সকলের সন্নিকটবর্তী, সেই সর্বলোকস্থিত মহেশ্বরকে প্রণাম করিতেছি এবং শরণ লইতেছি।। হে নর-নাথ! আপনি এইরূপ বলিয়া ভেদশূন্য মহাত্মা মহাদেবকে প্রণাম করিলে সেই প্রচুর ধনরাশি প্রাপ্ত হইবেন। ৩৩

(সাধারণ মনুষ্যের তথা কি তাঁহাতে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিসমূহ পশুপত্ব পরমপ্রাপ্ত লাভে সমর্থ হন, তাহাতে অবিলম্বে হন্তা, অজ, উমাপতির সহিত অতি মহান্ লাভ প্রাপ্ত হইবেন।)

মরুত্তয়া হি তে লাভা ভ্রাতৃভিঃ সহ) সমৃদ্ধিমতিদেবেভ্যঃ সম্ভাপয়করোদ্ বৃশম্ । ৩৬
সুবর্ণমাভরিষ্যন্তস্তত্র গচ্ছন্তু তে নরাঃ স তপ্যমানো বৈবর্ণ্যং কৃশত্বং চাগমৎ পরম্ ।
ইত্যুক্তঃ স বচস্তেন চক্রে কারুক্ষমাস্ততঃ । ৩৭ তবিষ্যতি হি মে শত্রুঃ সংবর্তো বসুমানিতি ।৩৭
(গত্বাথয়া নমস্কৃত্য লব্ধবান্ ধনমুত্তমম্ । তা শ্রুত্বা তপনস্তুষ্টো দেবরাজো বৃহস্পতিম্ ।
সুবেষ ইব তৎ প্রাপ্য মহাদেবপ্রসাদতঃ । অভিগম্যাময়ব্যগ্রঃ প্রোবাচেদং বচস্তদা । ৩৮
শালাঞ্চ সর্বসম্ভারাংস্তত্তঃ সংবর্তসাদনাৎ)
ততোঽভিজগ্মুষঃ সর্বা চক্রে যজ্ঞান্ স বিধিবিম্
সৌবর্ণানি চ ভাণ্ডানি সঙ্কল্পেনৈব নির্মিতঃ । ৫৫
বৃহস্পতিস্তু তাং শ্রুত্বা মরুত্তস্য মহীপতেঃ

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াম্
আশ্বমেধিকপর্বণি অশ্বমেধপর্বণি
সংবর্তমরুত্তীয়ে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

তোমার লোকসকল সুবর্ণময়ত্বের নিমিত্ত দেবরাজ যখন যজ্ঞ করেন। তিনি এই কথা বলিলে কারুষরাজ পৌত্র মরুত্ত উত্তর করিয়াছিলেন। ৩৪

(সেই গন্ধর্বরাজকে নমস্কার করত মহান্ ধনলাভ করিয়াছিলেন শ্রীমহাদেবের প্রসাদে বৃদ্ধত্বের ভাব ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হইয়া সংবর্তের শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বহু রত্নশালা এবং সমস্ত দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর সংবর্ত অভ্যাগমিক অগ্নৌত্রিক রূপে যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করিলেন। শিল্পিসমূহ সেই স্থানে

বহু সুবর্ণ-রত্নসকল নির্মাণ করিল। ৩৫

এদিকে বৃহস্পতি মরুত্ত রাজার যেরূপে অপ্রাপ্য সমৃদ্ধি [illegible] কথা শ্রবণ করত অত্যন্ত ব্যস্ততা করিতে লাগিলেন। ৩৬

তিনি 'আমার শত্রু সংবর্তবান্ হইবেন' সেই চিন্তায় তাপিত বিবর্ণ ও অতিশয় কৃশ হইয়া যাইলেন। ৩৭

তখন বৃহস্পতি ইন্দ্র বৃহস্পতিকে অতীব তাপিত জানিয়া দেবগণসহ তাঁহার নিকটে যাইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ৩৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসদেবের সকল বেদী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অশ্বমেধপর্বে সংবর্ত ও মরুত্ত উপাখ্যান-বিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

[বৃহস্পতিনা দেবেন্দ্রসমীপে স্বস্য চিন্তাকরণস্য বর্ণনম্, ইন্দ্রাজ্ঞয়ারেণস্য সাংবাহমাদায় মরুত্তস্য সমিধে গমনম্, সংবর্তভয়াৎ পুনরাবৃত্য ইন্দ্রসমীপে ব্রাহ্মণস্য শ্রেষ্ঠত্বাকথনঞ্চ]

ইন্দ্র উবাচ।

কচ্চিৎ সুখং ঋষিশ্রেষ্ঠ ত্বং বৃহস্পতে
কচ্চিন্মনোজ্ঞাঃ পরিচারকাস্তে।
কচ্চিচ্ছেষানাং সুখকামোঽসি বিপ্র
কচ্চিচ্ছেষাণ্যাপ পরিপালয়ন্তি। ১

বৃহস্পতিরুবাচ

সুখং শয়ে শয়নে দেবরাজ
তথা মনোজ্ঞাঃ পরিচারকা মে
তথা শেষানাং সুখকামোঽস্মি নিত্যং
শেষাশ্চ মাং সুখমুপপালয়ন্তি। ২

নবম অধ্যায়।

[বৃহস্পতিকর্তৃক ইন্দ্রকে আপনার চিন্তার কারণ বর্ণন, ইন্দ্রের আদেশে অগ্নি কর্তৃক মরুত্তের নিকট তাঁহার সংবাদ লইয়া গমন এবং সংবর্তের ভয়ে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দ্রসমীপে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা কথন।]

ইন্দ্র বলিলেন—বৃহস্পতে! আপনি সুখে নিদ্রিত ছিলেন ত'? আপনার মনোমত পরিচারকগণ আছে ত'? বিপ্রবর! আপনি দেবতাগণের সুখ কামনা করেন ত'? সুরসমূহ আপনাকে উত্তমরূপে পালন করেন ত'?।

বৃহস্পতি বলিলেন- হে দেবেন্দ্র। আমি সুখে শয্যায় শয়ন করি এবং আমার পরিচারকগণ সকলেই মনের অনুকূল ও আমি সমস্ত দেবতাগণের সুখ কামনা করিয়া থাকি, দেবতাসকলও আমাকে বিশেষভাবে পালন করেন। ২

ইন্দ্র উবাচ।

কুতো দুঃখং মানসং দেবগুরো বা
পার্থিবং বাপি কুতস্তদ্ব্রবীহি।
আচক্ষ্ব মে ব্রাহ্মণ যাবদেতান্
নিহন্মি সর্বাংস্তব দুঃখকর্তৃন্ ॥ ৩

বৃহস্পতিরুবাচ।

মরুত্তমাজুহ্বদ্যজ্ঞ বজ্রপাণে
মহাযজ্ঞেনোত্তমদক্ষিণেন।
সংবর্তো ত্বাং যাজয়তীতি মে শ্রুতং
তদ্বিদ্ধ্যমি ন স ত্বা যাজয়েত ॥ ৪

ইন্দ্র উবাচ

সর্বান্ কামানুদ্বহতোঽপি বিপ্র
যস্য দেবা নাভিরুচিং মনুষ্যাঃ।
উতো চ তে জরামৃত্যূ যাতয়েতো
কিং সংবর্তস্য কর্তব্যা দ্বিজেন্দ্র ॥ ৫

বৃহস্পতিরুবাচ

দেবৈঃ সহ ত্বমসুরান্ প্রণুদ্য
জিগ্যাংসসে চাপ্যুত সানুবন্ধান্
যং যং সমৃদ্ধং পশ্যসি তত্র তত্র
দুঃখং সপত্নেষু সমুদ্ভিতাস্তে ॥ ৬

অতোঽস্মি দেবেন্দ্র বিষণ্ণরূপঃ
সপত্নো মে বর্ধতে তদ্বিদধ্যা।
সর্বোপায়ৈর্যতন সংনিযচ্ছ
সংবর্তং বা পার্থিবং বা মরুত্তম্ ॥ ৭

ইন্দ্র উবাচ।

এষি গচ্ছ প্রহিতো জাতবেদো
বৃহস্পতিং পরিদাতুং মরুত্তে
অয়ং বৈ ত্বা যাজয়িতা বৃহস্পতি-
র্ভবাময়ং চৈব ভবিষ্যতীতি ॥ ৮

অগ্নিরুবাচ।

অয়ং গচ্ছামি ভবতো বচোঽদ্য
বৃহস্পতিং পরিদাতুং মরুত্তে
বাচং সত্যাং পুরুহূতস্য কর্তুং
বৃহস্পতেস্ত্বাপচিতিং চিকীর্ষুঃ ॥ ৯

ব্যাস উবাচ

ততঃ প্রায়াদ্ ধূমকেতুর্মহাত্মা
যত্রাস্তে বৈ রাজবন্ত্যাপসূনম্
কাম্যাভিস্তে পরিবর্তমানঃ
কাষ্ঠাভিগো মাতরিশ্বেব নর্দন্ ॥ ১০

ইন্দ্র বলিলেন—হে বিদ্রোত্তম! আপনার এই মানসিক বা পারীরিক দুঃখ কোথা হইতে আসিল? আজ আপনি পার্থিব বিষয় বলিয়া কেন হইয়াছেন? আপনি আমায় এই সমস্ত কথা বলুন। আপনার দুঃখপ্রদাতা জগৎসংসারে আমি নিশ্চয় করিব।৩

বৃহস্পতি বলিলেন—হে মঘবন্! সংবর্ত বলিতেছে যজ্ঞ করা উচিত বলিয়াছে এবং যজ্ঞ করিতেছেন। আমি শুনিলাম সংবর্ত ঋত্বিক্ হইয়া তাঁহাকে যাজন করাইবে। সে তাঁহাকে যাহাতে যাজন না করে, আমি তাহাই চাহিতেছি।৪

ইন্দ্র বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনি দেবগণের সমস্ত কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার অজরামর ভাব হইয়াছে। বিপ্রবর! অত সংবর্ত আপনার কি করিতে পারে?৫

বৃহস্পতি বলিলেন,—সুরনাথ! আপনি অসুরগণের মধ্যে যাহাকে যাহাকে সমৃদ্ধিশালী দেখেন, উহাদের উপর সেই সেই স্থানে দেবতাগণের সহিত আক্রমণ করত তাহাদের হিংসা করেন; বাস্তবিক শত্রুকুলের সমৃদ্ধি দুঃখের কারণ হইয়া থাকে।৬

দেবেশ! আমার শত্রু সংবর্ত বর্ধিত হইবে—এই কথা শুনিয়া আমি (বিষণ্ণ) মলিন হইয়া আছি। মঘবন্! আপনি সমস্ত উপায়ের দ্বারা সংবর্ত এবং মরুত্ত রাজাকে নিয়ন্ত্রিত করুন।৭

তখন দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নিকে বলিলেন,—জাতবেদো! তুমি আমার কাছে এস। আমার দ্বারা প্রেরিত হইয়া বৃহস্পতি সে যজ্ঞের নিকট গমন কর। সেখানে উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিবে যে, এই বৃহস্পতি আপনার ঋত্বিক হইবেন এবং আপনাকে অমরত্ব করিয়া দিবেন।৮

অগ্নি বলিলেন—আপনার বাক্য সত্য করিবার ও বৃহস্পতির পূজা লাভের ইচ্ছুক হইয়া আমি আপনার নিকটে এখনই বৃহস্পতিকে যজ্ঞের নিকট পৌঁছিয়া দিবার জন্য যাইতেছি।৯

ব্যাস বলিলেন—এই কথা বলিয়া ধূমকেতু মহাত্মা অগ্নি বনস্পতি ও শমীবৃক্ষের দ্বারা বর্ধিত হইয়া দীপ্ত অপরাহ্ণে

মরুত্ত উবাচ

আশ্চর্যমেতৎ পশ্যামি রূপিণং যক্ষিয়াগতম্
আসনং সলিলং পাদ্যং গাং চোপানহৌ বৈ যুবাম্ ॥ ১১

অগ্নিরুবাচ

আসনং সলিলং পাদ্যং প্রতিনন্দামি বোঽহমম্
ইন্দ্রেণ তু সখাদিষ্টৌ বিদ্ধি মা দ্যুতযাগতম্ ॥ ১২

মরুত্ত উবাচ ।

কচ্চিন্ত্রীমান্ দেবরাজঃ সুখী চ
কচ্চিচ্ছান্তাস্ত্রীরতে ধূমকেতো
কচ্চিদ্বেদা অস্য যথে যথাবৎ
প্রজ্ঞাহি তং মম কার্যেষ্বনন্ত দেব ॥ ১৩

অগ্নিরুবাচ

শক্রো ভূশং সুসুখী পার্থিবেন্দ্র
প্রীতিঃ চেহাস্ত্যজরাং বৈ ত্বয়া সঃ
দেবাশ্চ সর্বে বশগাস্তস্য রাজন্
সন্দেশং তু শৃণু মে দেবরাজাঃ ॥ ১৪

মরুত্ত উবাচ

যদর্থং ত্বাং প্রাহিণোৎ তৎসকাশং
বৃহস্পতিঃ পরিদাতুং মরুত্তে

অয়ং গুরুর্বাজয়ত্বাং নৃপ ত্বাং
মর্ত্যং সন্তমমরং ত্বাং করোতু ॥ ১৫

মরুত্ত উবাচ

সংবর্তোঽয়ং যাজয়িতা দ্বিজো মাং
বৃহস্পতেরুপলিয়েষ তস্য ।
ন চৈবাহো যাজয়িত্বা মহেন্দ্রং
মর্ত্যাঃ সন্তং যাজয়ন্ত্যা লোভেন ॥ ১৬

অগ্নিরুবাচ

যে বৈ লোকা দেবলোকে মহান্তঃ
সম্প্রাপ্তাস্তে তান্ দেবরাজপ্রসাদাৎ ।
ত্বাং চেদ্বেদো যাজয়েদ্ বৈ বৃহস্পতি-
র্নূনং স্বর্গং ত্বং জয়েঃ কীর্তিযুক্তঃ ॥ ১৭

তথা লোকা মানুষা যে চ দিব্যাঃ
প্রজাপত্যেষ্বাপি যে বৈ মহান্তঃ
তে তে জিতা দেবরাজ্যাচ্চ কৃৎস্নাঃ
বৃহস্পতির্যাজয়েচ্চেদ্ভবেন্দ্রম্ ॥ ১৮

সংবর্ত উবাচ

মাত্মৈব ত্বং পুনরাগাঃ কথঞ্চিদ্
বৃহস্পতিং পরিদাস্যামি মরুত্তে
যা ত্বাং যজ্ঞে চক্ষুষা দারুণেন
সাক্রুদ্ধোঽহং পাবক ত্বং নিবেদ্য ॥ ১৯

যজ্ঞস্থ প্রবাহিত দিগন্তব্যাপী পবনের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ১০

মরুত্ত বলিলেন—মুনিবর! আজ আমি অতি আশ্চর্য দর্শন করিতেছি, যজ্ঞে অগ্নিদেব আগমন করিয়াছেন। আপনি ইঁহার জন্য আসন, জল, পাদ্য এবং যুগল-কঁচ নিবিত্ত দেন করিয়া আনুন। ১১

অগ্নি কহিলেন,—নিষ্পাপ নরনাথ! আমি আপনার প্রদত্ত আসন, জল এবং পাদ্য অভিনন্দন করিতেছি। দেবরাজ ইন্দ্র বন্ধুত্ব আমিই মৃত বলিয়া আমাকে আপনি অবগত হউন। ১২

মরুত্ত বলিলেন—হুতাশন! শ্রীমান্ দেবরাজ সুখে আছেন ত? তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন ত? দেবগুরু তাঁহার বশে অবস্থান করিতেছেন ত? দেব! আপনি সে সমস্ত অনুগ্রহপূর্বক বলুন। ১৩

অগ্নি কহিলেন—নরেন্দ্র! দেবরাজ ইন্দ্র পরম সুখে আছেন এবং আপনার সহিত অটুট অক্ষয় প্রীতি ইচ্ছা করিতেছেন। রাজন্! সমস্ত দেবগণ তাঁহার বশতাপন্ন আছেন। আপনি বৃহস্পতির আদেশবার্তা শ্রবণ করুন। ১৪

তিনি যে কার্যের জন্য আপনার নিকট বৃহস্পতিসব আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। তিনি বলিয়াছেন, বৃহস্পতি আপনার পুরোহিত হইয়া যজ্ঞ করাইবেন এবং মহত্তম মানব আপনাকে অমরত্ব করিয়া দিবেন। ১৫

মরুত্ত বলিলেন—দেব! আমার যজ্ঞ সংবর্তই করাইবেন। আমি বৃহস্পতিকে ক্রতুসন্নিপাটে নিবেদন করিয়াছি, ইনি যজ্ঞেশ্বর যাজনা করিয়া কিরূপে আমার ন্যায় মহত্তম মানবের যাজন শোভা পাইবে? ১৬

অগ্নি কহিলেন—নরনাথ! যদি বৃহস্পতি আপনাকে যাজন করেন, তাহা হইলে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসাদে তুমলোকে যে যে মহান্ লোক আছে, সে সমস্ত পাইবেন। নিশ্চয় আপনি যশস্বী এবং স্বর্গ বিজয়ী হইবেন। নরলোক দিব্যলোক ও যে যে মহান্ প্রজাপতি লোক আছে, সেই সেই লোক জয় করিবেন; সমস্ত দেবরাজ্যও প্রাপ্ত হইবেন। ১৭-১৮

সংবর্ত বলিলেন—অনল! তুমি বৃহস্পতিকে মরুত্তের নিকট

ব্যাস উবাচ

ততো দেবানমন্ত্র্য মুমুক্ষেত্তু-
র্গীর্বাদ্ ভীতো ব্যথিতোঽর্থপদর্বং।
তং বৈ দৃষ্ট্বা প্রায় শক্রো মহাত্মা
বৃহস্পতেঃ সন্নিধৌ দ্রব্যবাহম্ ॥ ১০

যস্মা গতঃ প্রহিতো ভাতুবেদো
বৃহস্পতিং পরিযাতুং মরুদ্ভ্যঃ।
তৎ কিং প্রাহ স মুনো বক্ষ্যমাণঃ
কচিদ্ যজঃ প্রতিগৃহ্নাতি তস্য ॥ ১১

অগ্নিরুবাচ।

ন তে যাতং রোচয়তে মরুত্তো
বৃহস্পতেরন্তিকং প্রাহিণোৎ সঃ।
সাংবর্তো মাং যাজয়িতেত্যুবাচ
পুনঃ পুনঃ স মদ্বা যাচমানঃ ॥ ১২

উবাচেমং মানবা যে চ দিব্যাঃ
প্রজাপতের্যে চ লোকা মহান্তঃ
তানেতদ্ভেত্তুং সাধিদং তেন কৃতা
তথাপি নেচ্ছেদিতি প্রতীতঃ ॥ ১৩

ইন্দ্র উবাচ।

পুনর্গত্বা পাবিবং ত্বং সমেত্য
যাজ্যঃ মন্ত্রৈঃ প্রাপয় স্বর্গলোকম্।
পুনর্যদ্ মুক্তো ন করিষ্যতে যদ-
ত্ততো যজ্ঞঃ সম্প্রবর্ত্যেতি তস্মৈ ॥ ১৪

অগ্নিরুবাচ।

সন্তর্ষয়াড্ বায়ুঃ তত্র মুক্তো
বিভেম্যহং বচনম তত্র গত্বম্।
সংবর্তো মামদ্রবীৎ তীক্ষ্ণরোষঃ
সাংবর্তো বাক্যা চরিতব্রহ্মচর্য্যঃ ॥ ১৫

যদ্যাগচ্ছেঃ পুনরেবং কথঞ্চিদ্
বৃহস্পতিং পরিযাতুং মরুত্তে
দহেয়ং ত্বাং চক্ষুষা দারুণেন
সংক্রুদ্ধ ইত্যেতদহৈরি শক্র ॥ ১৬

শক্র উবাচ

যমেষ্যন্তং দহসে ভাতুবেদো
ন হি ত্বদন্যো বিদ্যতে তত্ত্বকর্তা
যৎসাম্পরায়ং সর্বলোকো বিভেতি
অজ্রন্তেঽগ্ন বহসে দব্যবাহ ॥ ১৭

উপস্থিত করিবার জন্য পুনরায় আসিবে না। তুমি জানিয়া রাখ, আমি যেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ানক দৃষ্টির দ্বারা তোমাকে ভস্মীভূত করিয়া না ফেলি ॥ ১১

ব্যাস কহিলেন—অগ্নিদেব সংবর্তের কথা শুনিয়া ভয় হইবার ভয়ে ব্যথিত হইয়া অর্থপদের মত কাঁপিতে কাঁপিতে দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া মহাত্মা ইন্দ্র বৃহস্পতির সমীপেই বিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১২

ভাতুবেদা! তুমি আমার দ্বারা প্রেরিত হইয়া বৃহস্পতিকে বলিবার জন্য যাহা বলিয়াছিলে। সেই মরুদ্গণের দ্বারা কি বলিলেন? তিনি আমার কথায় সম্মত আছেন কি না? ॥ ১৩

অগ্নি বলিলেন—সুরনাথ! তাঁহারা মরুত্ত আপনার কথায় মোটেই সম্মত হইলেন। বৃহস্পতিকে কতগুলি প্রলাপ করিলেন। আমি বারংবার বলিলেও তিনি বলিলেন সংবর্তই আমার যজ্ঞ করাইবেন ॥ ১৪

ইন্দ্র কহিলেন,—অনল! তুমি পুনরায় তাঁহা মরুত্তের নিকট গমন করত আমার অর্থযুক্ত বাক্য বল। দ্বিতীয়বার বলিলেও যদি তিনি আমার যুক্তিযুক্ত কথা না শোনেন, তাহা হইলে আমি সেই মরুত্তকে বেগ প্রদান করিব ॥ ১৫

অগ্নি বলিলেন,—দেবেশ! মরুদ্গণ আপনার দূত হইয়া গমন করুন! সেখানে গমন করিতে আমি ভীত হইতেছি। মরুদ্গণ ব্রত আচরণকারী অতি ক্রোধী ক্রুদ্ধ সংবর্ত আমাকে এই কথা বলিয়াছেন—যদি পুনরায় তুমি বৃহস্পতিকে মরুত্তকে অর্পণ করাইবার জন্য আগমন কর, তাহা হইলে তোমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা ভস্ম করিব ॥ ১৬-১৮

শক্র কহিলেন,—হৈমানল! তুমি অত্ত সকলকে ভস্ম করিয়া থাক। তুমি ভিন্ন ভস্মকারী অন্য কেহ নাই। তোমার সম্পর্ক হইতে সকলে ভীত হয়, তোমার এ কথা অন্যায় নহে ॥ ১৭

অত্রিরুবাচ

দিবং দেবেন্দ্র পৃথিবীঞ্চ সর্বং
সাংবেইয়েন্দ্র খবলেনৈব শক্র।
এবাবিধস্যেহ সতস্তবাসৌ
কথং বৃত্রন্নিহিবা প্রাগ্ জঘান্থ। ২৮

ইন্দ্র উবাচ।

ন গতিকাকারযোগং করেছণু
ন চাস্নিসোমা প্রবিশন্তি বজ্রে
ন জীবনকৌ প্রহরামি বজ্রং
কো মেহনুযাযং প্রহরেত মর্ত্যঃ। ২৯

প্রজাজয়েয়ং কালকেয়ান্ পৃথিব্যা-
মপাকর্ষন্ দানবানন্তরিক্ষাৎ
দিবঃ প্রজাশ্চবসাদয়ানবং
কো মেহনুযাযং প্রহরেত মানবঃ। ৩০

অত্রিরুবাচ।

যত্র পর্যাতিঃ চ্যবনো যাজিতন্
সহাগিচ্ছাং সোমমসূত্যেকঃ
তা ত্বা ক্রুদ্ধঃ প্রত্যবেধীঃ পুরস্তা-
দ্বর্যাতি বজ্রং স্বয় তং মহেন্দ্র। ৩১

অত্রি বলিলেন,—শক্রসূদন! আপনি স্বর্গ ও সমগ্রা পৃথিবী বীয় বলের দ্বারা সংবেষ্টন করিয়া আছেন, এরূপ আপনার এই দ্বিবিধ, বৃত্র পূর্বজন্মে কি প্রকারে হনন করিয়াছিল? ২৮

ইন্দ্র বলিলেন,—পাবক! আমার সাধ্য ব্যতিরেক আমি পর্বতের রন্ধ্রিকর ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তু নহি না, শত্রুপ্রস্থ সোমরস পান করি না, আমি দুর্জন অগ্নির প্রতি ক্রোধ করি না, কোন্ জন্তুর আমার অস্ত্রের জন্য আমাকে প্রহার করিবে? ২৯

আমি কালকেয় দানবগণকে আকাশ হইতে পৃথিবীতে পাতিত করিতে পারি, স্বর্গ হইতে প্রজাদিগের প্রভূত অন্ন করিয়া দিতে পারি, মনুষ্যমধ্যে কে এমন আছে, যে আমাকে ক্লেশ দিতে পারে? ৩০

অত্রি বলিলেন,—দেবেন্দ্র! যে বজ্রে চ্যবনমুনি তাঁর অর্থাভিতে যাজন করাইয়া ছিলেন, আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেও তিনি বীয় প্রভাবে সমস্তপুরুষসূক্তের সহিত অশ্বিনী-কুমারদ্বয় সহ একাকী সোমরস গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অর্থাভি-বজ্র স্মরণ করুন। ৩১

বজ্রং পৃথিব্যা চ পুরন্দর ত্বং
সম্প্রাদাবীন্দ্যবনস্যাভিযোগম্।
স তে বিপ্রঃ সহ যজ্ঞেন বাহু-
মপাগৃহ্ণাৎ তপসা ভাবিতাত্মা। ৩২

ততো রোষাৎ সর্বতো ঘোররূপং
সপত্ন তে জনয়ামাস ভূয়ঃ
মদং নামাসুরং বিশ্বরূপং
যং ত্বং দৃষ্ট্বা চকৃষে সংপ্রলীলঃ। ৩৩

মদুরেকা জগতীস্থা তথৈকা
দিবং গতা মহতো দানবস্য।
সহস্রং দন্তানাং শতযোজনানাং
সুতীক্ষ্ণানাং ঘোররূপং বভূব। ৩৪

বৃত্তাঃ স্থূলা রজতস্তম্ভবর্ণা
দংষ্ট্রাশ্চান্তস্তব্রো যে শতে যোজনানাম্।
স ত্বাং দন্তাম্ বিদশরভাবাব-
জিঘাংসয়া স্থূলমুদ্যম্য ঘোরম্। ৩৫

অপক্রম্য ত্বং তদা ঘোররূপং
সর্বে বৈ ত্বা দনুতর্দন্নীরন্।
যস্মাদ্ ভীতঃ প্রাদ্রুসিস্থা মহর্ষি-
মাগচ্ছেথাঃ শরণং দানবস্য। ৩৬

পুরন্দর! সেই সময় আপনি অত্রিগণ তাহার যজ্ঞ লইয়া মহর্ষি চ্যবনকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই প্রভাবি কুদ্ধ হইয়া বীয় তপস্যা প্রভাবে আপনার বজ্র সহ বাহু স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। ৩২

অনন্তর তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় সর্বতোভাবে ভয়ানক কায়বিশিষ্ট মদ নামক এক অসুরকে সৃষ্টি করেন, যাহাকে দেখিয়া আপনি চঞ্চলচিত্ত হইয়া ছিলেন। ৩৩

সেই বিশাল শরীর দানবের এক ওষ্ঠ ভূমিতলে অপর ওষ্ঠ গগনে উত্থিত হইয়াছিল এবং শতযোজন-ব্যাপী সুতীক্ষ্ণ দন্তসকলের তাহার স্তম্ভ হইয়াছিল। ৩৪

দুইশত যোজন দীর্ঘাকার, স্থূল, রৌপ্য স্তম্ভের ন্যায় শ্বেতবর্ণ দন্তযুগ্ম দন্তভূষিতমুখে সেই অসুর যখন তাহার এক দন্ত গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া ভীষণ শূল উত্তোলন পূর্বক আপনাকে সংহার করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিল। ৩৫

দানবরাজন্! আপনি ভীষণাকার সেই অসুরকে দেখিয়াছিলেন এবং ভয়ে চঞ্চলচিত্ততাবশত আপনাকে সকলে

ক্ষাত্রাদ্ বলাদ্ ব্রহ্মবলং গরীয়ো
ন ব্রহ্মতঃ কিঞ্চিদতস্ত গরীয়ঃ
লোকা যথা জানন্ ব্রহ্মতেজো যথাব-
দ্ব সংবর্ত্ত তেজুষিষ্ঠোঽসি শক্র ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকপর্বণি অশ্বমেধপর্বণি সংবর্ত্তমরুত্তীয়ে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

দেখিয়াছি, আপনি তাহাতে ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে মহর্ষি চ্যবনের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ২৬

হে রাজন্! এইহেতু ক্ষত্রিয় বল অপেক্ষা ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রবল আর কেহ নাই। আমি সেই ব্রহ্মতেজ উত্তমরূপে জানিয়া সংবর্ত্তকে তয় করিবার ইচ্ছা করিতেছি না। ৩৭

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বের অন্তর্গত অশ্ব যজ্ঞ-পর্বে সংবর্ত্ত এবং মরুত্তের উপাখ্যানবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

(গন্ধর্বরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত মরুত্তাবেক্ষক তৃণপ্রদর্শনন্ত, সংবর্ত্তের দেবৈঃ সহ মন্ত্রণা, মন্ত্রবলেনানীত মরুত্তস্য যজ্ঞপূরণঞ্চ ।)

ইন্দ্র উবাচ ।

এবমেতদ্ ব্রহ্মবলং গরীয়ো
ন ব্রাহ্মণাৎ কিঞ্চিদতস্ত গরীয়ঃ
আবিক্ষিতস্য তু বলং ন মৃষে
যজ্ঞস্যৈষ প্রহরিষ্যামি বোধম্ ॥ ১

গৃহ্যতাং প্রহিতো গচ্ছ মরুত্ত
সংবর্ত্তেন সজতা তং বৃণীষ্ব
বৃহস্পতিং ত্বমুশিজঞ্চ রাজন্
যজ্ঞং বা তে প্রহরিষ্যামি বোধম্ ॥ ২

ব্যাস উবাচ

ততো গত্বা গৃহ্যরাজ্ঞো নরেন্দ্র
প্রোবাচেদং বচনং বাসবস্য ।
গন্ধর্বরাজ্ঞা গৃহ্যরাজ্ঞঃ নিবোধ
ত্বামাগতং যজ্ঞকামং নরেন্দ্র ॥ ৩

ঐন্দ্রং বাক্যং শৃণু মে রাজসিংহ
যৎ প্রাহ লোকাধিপতির্যথাত্মা ॥ ৪

বৃহস্পতিং যাজকং তং বৃণীষ্ব
যজ্ঞং বা তে প্রহরিষ্যামি বোধম্
যচ্চেচ্ছেথাস্তত্র হবির্ভুজে যে
প্রাহৈতদেতাবদচিন্ত্যকর্ম্মা ॥ ৫

দশম অধ্যায়

(মরুত্তরাজকে প্রেরণ করত ইন্দ্রের বলত্বের তং প্রদর্শন এবং সংবর্ত্ত কর্ত্তৃক মন্ত্রবলে দেবগণের সহিত যজ্ঞে আনয়ন পূর্ব্বক যজ্ঞের যজ্ঞ পূরণত্ব।

ইন্দ্র কহিলেন,—তুমি যাহা বলিলে তাহা অতি সত্য, ব্রহ্মবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর অন্য কাহারও কিছু নাই, কিন্তু আমি অবিক্ষিতপুত্র মরুত্তের বল সহ্য করিতে পারিতেছি না। তখন যজ্ঞ তাহার উপর প্রহার করিব। ১

গন্ধর্বরাজ গৃহ্যরাজ! তুমি আমার দ্বারা প্রেরিত হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক সংবর্ত্ত সহ মিলিত হইয়া মরুত্তকে বলিবে—রাজন্! বৃহস্পতিকে আচার্য্যপদে বরণ করত তাঁহার নিকটে দীক্ষা-

ব্যাস বলিলেন—অনন্তর গৃহ্যরাজ গন্ধর্বরাজ নিকট গমন করত এই কথা বলিলেন—নরেন্দ্র! আমাকে গৃহ্যরাজনামক গন্ধর্ব বলিয়া জানুন দেবরাজ ইন্দ্রের কথা বলিবার জন্য আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, মহারাজ নরেন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। ৩-৪

অচিন্ত্যকর্ম্মা দেবরাজ এই কথা বলিয়াছেন যে, আপনি বৃহস্পতিকে যজ্ঞের পুরোহিতরূপে বরণ করুন। যদি আপনি আমার বাক্যানুসারে কার্য্য না করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে তাহার যজ্ঞ প্রহার করিব। ৫

মরুত্ত উবাচ

ত্বং চৈবৈতদ্ বেত্থ পুরন্দরশ্চ
বিশ্বেদেবা বসবস্ত্র্যম্বিনৌ চ
মিত্রদ্রোহে নিষ্কৃতির্নাস্তি লোকে
মহৎ পাপং ব্রহ্মহত্যাসমং তৎ ॥ ৬

বৃহস্পতির্যাজয়তা মহেন্দ্রং
দেবশ্রেষ্ঠং বজ্রকৃতাং বরিষ্ঠম্
সাবর্ত্তো মাং যাজয়িতাস্ত রাজন্
ন তে বাক্যং বা তস্য রোচয়ামি ॥ ৭

গন্ধর্ব্ব উবাচ

ঘোরো নাদঃ শ্রূয়তাং বাসবস্য
নভস্তলে গর্জ্জতো রাজসিংহ
ব্যক্তং বজ্রং মোক্ষ্যতে তে মহেন্দ্রঃ
ক্ষেমং রাজংশ্চিন্ত্যতামেষ কালঃ ॥ ৮

ব্যাস উবাচ

ইত্যেবমুক্তো ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজন্
শ্রুত্বা নাদং নভতো বাসবস্য।
উপোদিত্যং ধর্ম্মবিদ্যাং বরিষ্ঠঃ
সংবর্ত্তং ত্বং জ্ঞাপয়ামাস কার্য্যম্ ॥ ৯

মরুত্ত উবাচ।

ইমমাত্মানং প্রযতমদ্যাহং
যথা দূরং তেন ন দৃশ্যতেঽহম্।
প্রপদ্যেঽহং শর্ম্ম বিপ্রেন্দ্র তস্মাৎ
প্রযচ্ছ তস্মাদভয়ং বিপ্রমুখ্য ॥ ১০

অয়মায়াতি বৈ বজ্রী দিশো বিদ্যোতয়ন্ দশ।
অমানুষেণ ঘোরেণ সদৃশাত্মানিভা হি নঃ ॥ ১১

সংবর্ত্ত উবাচ।

ভয়ং শক্রাদ্ ব্যেতু তে রাজসিংহ
প্রণোৎপন্নেঽহং ভয়মেতদ্ নুদোমি।
সংস্তম্ভিত্বা বিদ্যয়া ত্বিপ্রমেষ
যা তৈত্বমস্তাভিতপাৎ প্রতীতঃ ॥ ১২

অহং সংস্তম্ভয়িষ্যামি যা তৈত্বা শক্রতো নৃপ
সর্ব্বাস্বাসেব দেবানাং কৃতিঃ কাম্বুষানি মে ॥ ১৩

দিশো বজ্রী ব্রজতাং বায়ুবেগৈ
র্যদা দৃষ্টা বর্ষতাং জ্ঞানমেঘৈ।
আপঃ প্রবর্ত্তয়িষ্যে বৃথা চ
সৌরাশনী দৃশ্যতে সাপি তৈবম্ ॥১৪

মরুত্ত কহিলেন—গন্ধর্বরাজ! আপনি, দেবরাজ, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইঁহা জানেন, জগতে মিত্রদ্রোহে নিষ্কৃতি নাই, সেই মহাপাপ ব্রহ্মহত্যার সমতুল্য ॥৬

গন্ধর্বরাজ! বৃহস্পতি দেবশ্রেষ্ঠ বজ্রধারী মহেন্দ্রকে যাজন করুন আর অধুনা সংবর্ত আমার যজ্ঞ করিবেন। আমি আপনার বা দেবরাজের বাক্য রক্ষা করিতে পারিলাম না ॥ ৭

গন্ধর্বরাজ বলিলেন—রাজসিংহ! গগনতলে গর্জনকারী ইন্দ্রের ভীষণ নাদ শ্রবণ করুন, নিশ্চয় মুহূর্তমধ্যে বজ্র নিক্ষেপ করিতেছেন অতএব রাজন্! আপনি আপনার কল্যাণ চিন্তা করুন, এই তার উপযুক্ত সময়। ৮

রাজন্! এই কথা ধৃতরাষ্ট্র বলিলে গর্জনকারী মহেন্দ্রের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করত রাজা মরুত্ত উপোদিত্যাগ্র্য ধর্ম্মিষ্ঠ-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই সংবর্তকে বরণীয় বিষয় জানাইলেন ॥ ৯

মরুত্ত কহিলেন,—বিপ্রশ্রেষ্ঠ! সুরপতি দূর হইতে যজ্ঞ প্রহার করিবার উদ্যম করিতেছেন, তজ্জন্য দেখা যাইতেছে না। ব্রাহ্মণ-শিরোমণি! আমি আপনার শরণাগত করিতেছি, আপনি আমার অভয় দান করুন। ১০

হেমন্ত, এই বজ্রধারী ইন্দ্র দশদিক্ আলোকিত করিয়া আগমন করিতেছেন। তাঁহার ভয়ানক অলৌকিক সিংহনাদ শ্রবণে আমার সমস্তশরীর ভীত হইয়াছেন ॥ ১১

সংবর্ত্ত কহিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্র হইতে আপনার ভয়ানক ভয় উপস্থিত হইল, আমি সংবর্ত্তিনী বিদ্যা প্রয়োগ পূর্বক আপনার উপর আগত এই ঘোরতর ভয় সত্বর দূর করিয়া দিতেছি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, মহেন্দ্র কর্তৃক পরাজিত হইবার ভয় করিবেন না ॥ ১২

নরনাথ! আমি সমস্ত সংস্তম্ভন করিতেছি, অতএব আপনি ইন্দ্র হইতে শঙ্কিত হইবেন না। আমি নিখিল দেবসঙ্ঘীয় বাহুবলসমূহ নাশ করিয়া দিতেছি ॥ ১৩

দশদিকে বজ্রপাত হউক, পবন প্রবাহিত হইতে থাকুক, ইন্দ্র ঘোর গর্জন বর্ষণ করিয়া সমস্ত বন প্লাবিত করুন, গগনে বৃথা জলপ্লাবন ও বিদ্যুৎ চমকিত দেখা যাইলেও আপনি ভীত হইবেন না ॥ ১৪

যজ্ঞির্দেবযজ্ঞাস্তু যা সর্বতস্তে
কামান্ সর্বান্ বর্ষতু বাসবো বা
যজ্ঞং তথা স্থাপয়তাং যথায়
মহাঘোষা যজ্ঞবহা ভবন্তোঃ ॥১৫

মরুত্ত উবাচ

ঘোষঃ শব্দঃ শ্রূয়তে বৈ মহাংশ্চো
যজ্ঞস্যৈষ সহিতো যাজ্ঞসেন।
আত্মা হি মে প্রত্যয়তে মুহুর্মু-
র্মে স্থাস্যার ভায়তে চাথা বিপ্র ॥ ১৬

সাংবর্ত উবাচ

যজ্ঞায়ুধাস্ত্যেতু ভয়ং তথাস্য
যাতো কৃত্বা ধন্বি নরেন্দ্র বজ্রম্।
ভয়ং ত্যক্ত্বা বরয়স্বর বৃণীষ
তা তে কামা মনসা সাধয়ামি ॥ ১৭

মরুত্ত উবাচ।

ইন্দ্রঃ সাক্ষাৎ সহসাভ্যেতু বিপ্র
ঋষির্যজ্ঞে প্রতিগৃহ্লাতু চৈব
যং যং বিদ্যাং চৈব জুষন্ত দেবা
স্তস্যঃ সোমঃ প্রতিগৃহ্লাতু চৈব ॥ ১৮

সাংবর্ত উবাচ

অয়মিন্দ্রো হরিভির্যাত্যি রাজন্
দেবৈঃ সর্বৈর্ঋষিভিঃ স্তূয়মানঃ
বজ্রাহুতো যজ্ঞমিমং মমাদ্য
পশ্যন্ত্বৈনং মন্ত্রবিদস্তকাম্য ॥ ১৯

ততো দেবৈঃ সহিতো দেবরাজো
হৃত্বা মৃত্যুং তান্ হতান্ যাজিমুখ্যান্
আত্মান্ বজ্রমথ রাজ্ঞঃ শিপাসু-
র্বাবিক্ষিতস্যাপ্রমেয়স্য সোমম্ ॥২০

তমায়ান্তং সহিতং দেবসঙ্ঘৈঃ
প্রত্যুদ্যযৌ সপুরোধা মরুত্তঃ
চক্রে পূজাং দেবরাজায় চাগ্র্যাং
যথাশাস্ত্রং বিধিবৎ প্রীয়মাণঃ ॥ ২১

সাংবর্ত উবাচ।

আয়ন্তং তে পুরুহূতেহ বিদ্ম
যজ্ঞোঽপ্যায়ং সহিতিস্তে ত্বরীত্র
শোভন্যতে বলবৃত্রঘ্ন তুভ্যং
পিবস্ব সোমং সুতমুদ্যতশ্চ মঘা ॥ ২২

অগ্নি আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন, ইন্দ্র আপনার সমস্ত কামনা বর্ষণ করুন অথবা মনের নিষ্ঠির যজ্ঞ স্থাপন করুন অথবা জলপ্রপাত অভিলষিত ভরনকভাবে বিশ্ব প্লাবিত করুক ॥ ১৫

মরুত্ত বলিলেন—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! পবনের সহিত যজ্ঞের এই অভিঘোষগুলি মহাশব্দ শুনিতেছি। বিপ্রবর! আমার মন মুহুর্মুহু অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছে। আমি তোমরূপেই আজ স্বস্থ লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ১৬

সংবর্ত বলিলেন—মহারাজ! অধুনা আপনার ভীষণ যজ্ঞ ভয় দূর হউক। আমি বাধু হইয়া যজ্ঞকে বিনাশ করিব। তুমি ত্যাগ করত অন্য বর প্রার্থনা করুন। বলুন, আমি মনের দ্বারা আপনার কোন্ কামনা পূর্ণ করিব? ১৭

মরুত্ত বলিলেন—বিপ্রবর! দেবরাজ ইন্দ্র সত্বর যজ্ঞস্থলে আগমন পূর্বক ঋষিগণ প্রতিগ্রহণ করুন ও অন্যান্য দেবগণও আসিয়া নিজ নিজ স্থানে উপবেশন পূর্বক আহুতিরূপে প্রদত্ত স্ব-স্ব যজ্ঞভাগ সোমরস প্রতিগ্রহ করুন ॥ ১৮

অনন্তর যজ্ঞস্থলে সমস্ত দেবগণকে আহ্বান করত বলিলেন, রাজন্! এই ইন্দ্র সুরগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া নীলশীতবর্ণ সমূহ বর্ণ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পূর্বক সত্বর আসিতেছেন। আমি যজ্ঞস্থলে এই যজ্ঞে আহ্বান করিয়াছি। মন্ত্রবিদ্গণ অবশ্যপ্রাপ্য ইঁহাকে দেখুন ॥ ১৯

অনন্তর দেবরাজ রথে হরিতবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বসকল যোজিত করিয়া দেবগণের সহিত সোমরস পান করিবার অভিলাষে অভিলষিত পরাক্রমশালী অধিতিৎতনয় যজ্ঞেতর যজ্ঞশালায় আগমন করিলেন ॥ ২০

পুরোহিতের সহিত রাজা মরুত্ত দেবরাজকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং আনন্দিতচিত্তে ভূরুশক্তিতে যথাশাস্ত্র বিধান অনুসারে উত্তমরূপে পূজা করিলেন ॥ ২১

সংবর্ত বলিলেন—দেবরাজ! আপনি ত্বরিত আসিয়াছেন তা? ভরসে! আপনি এই যজ্ঞে উপস্থিত হওয়ায় যজ্ঞ অতিশয় শোভা পাইতেছে। বল-বৃত্রনিসূদন! আপনি আমা কর্তৃক উৎপাদিত সোমরস পান করুন ॥ ২২

মরুত্ত উবাচ।

দিষ্ট্যা যাং পশ্যে নমস্তে তেঽস্তু
প্রাপ্তো যজ্ঞঃ সফলো জীবিতং মে।
অদ্য যজ্ঞং কুরুষে মে সুরেন্দ্র
বৃহস্পতেরন্বয়তো দ্বিজর্ষভাঃ। ১৩

ইন্দ্র উবাচ।

জানামি তে গুরুদেবং তপোধনম্
বৃহস্পতেরনুজং ত্বিষ্ণুতেজসম্।
যস্ত্বাজ্ঞায়াদাগতোঽহং নরেন্দ্র
প্রীতির্মেঽদ্য ত্বয়ি মর্ত্যঃ প্রবেষ্টুং। ১৪

সংবর্ত উবাচ

যদি প্রীতস্ত্বমসি বৈ দেবরাজ
তস্মাৎ ত্বয়া সহ আধিং যজ্ঞে বিধানম্
ত্বয়া সার্ধং কুরু ভাগং সুরেন্দ্র
জানাম্যহং সর্বলোকস্য দেব। ১৫

ব্যাস উবাচ

এবমুক্ত্বাভিরমেন শক্রঃ
সমাদিদেশ স্বয়মেব দেবান্
সভাঃ ক্রিয়ন্তামাবসথাশ্চ মুখ্যাঃ
সহস্রশশ্চিত্রভূতাঃ সমৃদ্ধাঃ। ১৬

কক্ষ্যাঃ ক্ষুণাঃ কুরুতারোপযানি
গন্ধর্বাণামপ্সরসাঞ্চ শীঘ্রম্
যত্র বৃক্ষোবয়শ্চরসঃ সমন্তাঃ
স্বর্গোপমাঃ ক্রিয়তাং যজ্ঞবাটে। ১৭

উদ্ঘাট্যন্তে চক্রুরাপ্তা প্রতীতা
ত্রিবৌকসঃ শক্রবাক্যান্নরেন্দ্র।
ততো যাতাঃ প্রাহ রাজানমিন্দ্রঃ
প্রীতো রাজন্ পূজ্যমানো মরুদ্ভিঃ। ১৮

এষ ত্বয়াহমিহ রাজন্ সমেতো
যে চাপ্যন্তে তব পূর্বে নরেন্দ্র
সর্বাস্তাভা দেবতাঃ প্রীয়মাণা
হবির্ভাগাঃ প্রতিগৃহ্নন্তু রাজন্। ১৯

আয়েয়ং বৈ লোহিতমালভন্তাং
বৈশ্বদেবং বহুরূপা বি রাজন্
নীলাঃ গ্রোতাশ্চা মেধ্যমপ্যালভন্তাং
চলদ্ধিপ্রাঃ সম্প্রদিষ্টা দ্বিজাগ্র্যাঃ। ২০

ততো যজ্ঞো বসুমতা রাজন্
যত্র দেবাঃ স্বয়মমী ভবন্তি
যস্মিন্ক্রতৌ ব্রাহ্মণৈঃ পূজ্যমানঃ
সদস্যোঽভূদ্বিমানং দেবরাজঃ। ২১

মরুত্ত কহিলেন—হে দেবেন্দ্র! আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আমাদের সম্প্রদর্শনদান দেখুন। আপনি যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন, আজ আমার জীবন সফল। পুরন্দর! আমার এই যজ্ঞ বৃহস্পতির তেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণশিরোমণি সম্বর্ত করিতেছেন। ১৩

ইন্দ্র কহিলেন—মরুত্ত! যাঁহার আহ্বানে আমি দেবগণ সহ আসিয়াছি, বৃহস্পতির অনুজ তপোধন তীক্ষ্ণতেজসম্পন্ন আপনার গুরু ইঁহাকে জানি। আমি আপনার প্রতি প্রীত হইয়াছি অতএব আপনার প্রতি আমার আর ক্রোধ নাই। ১৪

সম্বর্ত কহিলেন—দেবরাজ! যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাহা হইলে যজ্ঞে যাহা যাহা কর্তব্য, তাহা উপদেশ দিন। সুরেন্দ্র! আপনি স্বয়ং সমস্ত ভাগ নির্ণয় করুন, দেব! লোকসকল আপনার প্রসন্নতায় কথা আসুক। ১৫

ব্যাসদেব বলিলেন—সম্বর্ত এই কথা বলিলে পর স্বয়ং সুরপতি সুরগণকে আহ্বান করিলেন—দেবগণ! আপনারা উৎকৃষ্ট সুখসমূহ ও সমস্ত প্রকার সমৃদ্ধিসম্পন্ন আশ্চর্যজনক সভা নির্মাণ করুন। ১৬

গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের শীঘ্র যাহা যাতায়াত হয় যজ্ঞে তাহাদের উপযোগী স্থান নির্মাণ করুন, যজ্ঞশালা স্বর্গের ন্যায় সুন্দর নির্মিত হইবে, যাহাতে সমস্ত পক্ষীরা বৃক্ষ করিবে। ১৭

নরেন্দ্র যুধিষ্ঠির! ইন্দ্র এই কথা বলিলে দেবগণ তৎক্ষণাৎ সভা নির্মাণ করিলেন। অনন্তর দেবেন্দ্র মরুত্ত রাজাকে বলিলেন,—রাজন্! আপনার যাগ পূর্তির জন্য আমি সভাই হইয়াছি। ১৮

রাজন্! এই যজ্ঞস্থলে এই আমি আপনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছি। নরেন্দ্র! আপনার পূর্বপুরুষগণ, অদ্য সমস্ত সুরসদস্য আসিয়া প্রসন্নমনে হবি গ্রহণ করুন। ১৯

রাজন্! অগ্নির অদ্য রক্তবর্ণ পশু, বিশ্বদেবগণের বিচিত্র বহুবর্ণবিশিষ্ট পশু এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসকল নীলবর্ণ চঞ্চলশিখ পক্ষিসমূহ আলম্ভন করুন। ২০

নরনাথ যুধিষ্ঠির! অনন্তর রাজা মরুত্তের যজ্ঞ বৃষ্টি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যে যজ্ঞে স্বয়ং সুরসমূহ স্বয় পরিবেশন করিতে লাগিলেন এবং ত্রৈলোক্যের দেবরাজ যাহার সদস্য হইলেন। ২১

ততঃ সাংবর্ত শৈত্তাগতো মহাত্মা
যথা বহ্নিঃ প্রজ্বলিতো দ্বিতীয়ঃ
মহীয়োভৈরাহ্বয়ন্ দেবসঙ্ঘান্
জুহাবাগ্নৌ মন্ত্রবৎ সুপ্রতীতঃ ॥ ৩২
ততঃ পীত্বা বলভিৎ সোমমগ্র্যং
যে চাপ্যন্যে সোমপা দেবসঙ্ঘাঃ ।
সর্বেঽনুজ্ঞাতাঃ প্রযযুঃ পার্থিবেন
যথাভোগং তর্পিতাঃ প্রীতিমন্তঃ ॥ ৩৩
ততো রাজা জাতরূপস্য রাশীন্
পদে পদে ত্রায়য়ামাস হৃষ্টঃ
দ্বিজাতিভ্যো বিদ্বদ্ভ্য ভূরি বিত্তং
দ্রব্যাণ্ড বিত্তেন ঈযারিহন্তা ॥ ৩৪
ততো বিত্তং বিবিধং সংনিধায়
যথোৎসাহং ত্রায়য়িত্বা চ কোষম্
অনুজ্ঞাতো গুরুণা সংনিবৃত্ত্যা
শশাস গামখিলাং সাগরান্তাম্ ॥ ৩৫
এবংগুণঃ সম্বভূবেহ রাজা
যস্য ক্রতৌ ভাজনং সুবর্ণং প্রভূতম্
তং বৈ সমাধায় নরেন্দ্র বিত্তং
যজস্ব দেব্যাস্তর্পয়ানো বিধানৈঃ ॥ ৩৬
বৈশম্পায়ন উবাচ
ততো রাজা পাণ্ডবো হৃষ্টরূপঃ
শ্রুত্বা বাক্যং সত্যবত্যাঃ সুতস্য
মনশ্চক্রে যেন বিত্তেন বহ্নেঃ
ততোঽযাজ্যৈর্যজ্ঞয়ামাস ভূয়ঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকপর্বণি অশ্বমেধপর্বণি সাংবর্ত মরুত্তীয়ে
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

রাজন্ ! তদনন্তর যজ্ঞস্থলে স্থাপিত প্রজ্বলিত দ্বিতীয় বহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত মহাত্মা সংবর্ত প্রসন্নচিত্তে দেবগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে করিতে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আহুতি দিতে লাগিলেন ॥ ৩১

অনন্তর বলনিসূদন ইন্দ্র প্রথমে সোমরস পান করিলে পর সোমপায়ী অন্যান্য দেবগণ সোমরস পান করিলেন। অতঃপর ঐ দ্বারা তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া রাজা মরুত্তের অনুমতি লইয়া যথাক্রমে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ॥ ৩২

তাহার পর রাজা মরুত্ত হৃষ্টচিত্তে স্থানে স্থানে সুবর্ণরাশি স্থাপন করিলেন। দ্বিজাতিগণকে প্রচুর ধন দান করিয়া শত্রু-বিনাশক মরুত্ত ধনপতি কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ লইয়া যাইবার পর যেরূপ অসমর্থ হইয়া যে ধন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। যে নানাবিধ ধন অবশিষ্ট ছিল, উৎসাহ পূর্ব্বক তাহা ভূপালের করত ও সংবর্তের আজ্ঞানুসারে তিনি রাজধানীতে গমন পূর্ব্বক সাগরান্ত পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

মহাবীর মুনিরা ! মরুত্ত রাজা এইরূপ গুণশালী ছিলেন তাঁহার যজ্ঞে প্রচুর সুবর্ণ আহৃত হইয়াছিল। তুমি সেই ধন আনয়ন করত যজ্ঞভাগের দ্বারা দেবসমূহকে তৃপ্ত করিতে করিতে যজ্ঞ কর ॥ ৩৫

অনন্তর বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডুতনয় রাজা যুধিষ্ঠির সত্যবতীনন্দন বেদব্যাসের কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং সেই ধনের দ্বারা যজ্ঞ করিবার অভিলাষ করিলেন। অতঃপর অন্যান্যসকলের সহিত পুনরায় মন্ত্রণা করিলেন ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অশ্বমেধপর্বে সংবর্ত ও মরুত্তের উপাখ্যানবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরায় শরীরস্থ-বৃত্রাসুরসংহারকরণেন্দ্রিয়াসমুক্ত্যা প্রবোধনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্তে নৃপতৌ তস্মিন্ ব্যাসেনাদ্ভুতকর্মণা
বাসুদেবো মহাতেজাস্তত্তো বচনমব্রবীৎ ॥ ১

তং নৃপং দীনমনসং নিহতজ্ঞাতিবান্ধবম্ ।
উপপ্লুতমিবাদিত্যং সধূমমিব পাবকম্ ॥ ২

নির্বিণ্ণমনসং পার্থং জ্ঞাত্বা বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ
আশ্বাসয়ন্ ধর্মসুতং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৩

বাসুদেব উবাচ

সর্বং ক্ষিপ্তা মৃত্যুপদবীর্ভবা ব্রহ্মণঃ পদম্ ।
এতাবান্ জ্ঞানবিষয়ঃ কিং প্রলাপঃ করিষ্যতি ॥ ৪

নৈষ তে নিষ্কৃতঃ কর্ম নৈষ তে শত্রবো জিতাঃ
কথং শত্রূন্ শরীরস্থমাত্মনো নাববুধ্যসে ॥ ৫

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি যথাবদ্যং যথাশ্রুতম্ ।
ইন্দ্রস্য সহ বৃত্রেণ যথাবৃত্তমরিন্দম ॥ ৬

বৃত্রেণ পৃথিবী ব্যাপ্তা পুরা কিল নরাধিপ
দৃষ্ট্বা স পৃথিবীং ব্যাপ্তাং গন্ধস্য বিষয়ে হৃতে ॥ ৭

বরাহরূপধৃগ্বিষ্ণো বিষয়ং সমপাহরৎ ।
শতক্রতুস্তৃতীয়ে তু গন্ধস্য বিষয়ে হৃতে ॥ ৮

বৃত্রস্য স ততঃ ক্রুদ্ধো ঘোরং বজ্রমবাসৃজৎ
স বধ্যমানো বজ্রেণ সুতৃষ্ণঃ কুরিতেজসা ॥ ৯

বিবেশ সহসা তোয়ং জগ্রাহ বিষয়ং ততঃ ।
অথ বৃত্রগৃহীতাম্ভ রসে চ বিষয়ে হৃতে ॥ ১০

শতক্রতুরতিক্রুদ্ধস্তত্র বজ্রমবাসৃজৎ
স বধ্যমানো বজ্রেণ তস্মিন্নম্ভিততেজসা ॥ ১১

বিবেশ সহসা জ্যোতির্জগ্রাহ বিষয়ং ততঃ ।
ব্যাপ্তে জ্যোতিষি বৃত্রেণ রূপেঽথ বিষয়ে হৃতে ॥১২

শতক্রতুরতিক্রুদ্ধস্তত্র বজ্রমবাসৃজৎ
স বধ্যমানো বজ্রেণ তস্মিন্নম্ভিততেজসা ॥১৩

একাদশ অধ্যায়।

(শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে শরীরস্থ বৃত্রাসুর-সংহার করণের ইতিহাস বর্ণনা প্রবোধদান ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—আশ্চর্য কর্মকারী বেদব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলে পর মহাতেজস্বী বাসুদেব বক্ষ্যমাণ কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন । ১

জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ নিহত হওয়ায় রাজপুত্র পৃথা, নষ্ট অগ্নির ন্যায় নিস্তেজ, তাঁহাকে অতীব দুঃখিতা-দেখিয়া সেই রাজা পৃথানন্দন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যুক্তিযুক্তবচনে শ্রীমান্ বাসুদেব আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে বলিবার উপক্রম করিলেন । ২-৩

শ্রীবাসুদেব বলিলেন,—ধর্মরাজ ! মৃত্যুর নিত্য আশ্বাস এবং সহজলভ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন,—ইহাই জানিবার প্রকৃত বিষয় । এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য বাক্য কেবল প্রলাপমাত্র—নিরর্থক বচন ।৪

আপনার কর্তব্য কর্ম পূর্ণ হয় নাই, আপনি অদ্যাপি শত্রুদমনে সক্ষম হইতে পারেন নাই । আপনার শত্রু শরীরেই অবস্থান করিতেছে কেন বুঝিতেছেন না ? ৫

অধুনা ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের যে যুদ্ধ হইয়াছে, সেই বৃত্রান্ত বর্ষ অগ্রহায়ণে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি । ৬

নরনাথ ! প্রাচীনকালে বৃত্রাসুর সমগ্রা ধরণী আচ্ছন্ন করিয়াছিল । যজ্ঞেশ্বর দেখিলেন,—বৃত্রাসুর সমস্ত পৃথিবী পরিপ্লুত করিয়াছে ও গন্ধের বিষয় হরণ করিয়াছে । এই প্রকার পৃথ্বী অধিকার করার ফলে চতুর্দিকে দুর্গন্ধে পূর্ণ হইয়াছে । গন্ধের বিষয় অপহৃত হওয়ায় দেবরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ।৭-৮

অনন্তর তিনি কুপিত হইয়া বৃত্রাসুরকে লক্ষ্য বজ্র প্রহার করিলেন । সে ভয়ানক বজ্রের দ্বারা অভিহত প্রহৃত হইয়া সহসা সলিলে প্রবেশ পূর্বক তাহার বিষয় "রস" হরণ করিল । ৯½

বৃত্রাসুর রস হরণ করিয়াছে ও রসের রস অপহৃত হইয়াছে জানিয়া যদুনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বজ্র প্রহার করিলেন । ১০½

অনভিহিত তেজঃসম্পন্ন বজ্রের দ্বারা প্রহৃত হইয়া বৃত্রাসুর তেজস্বত্বের মধ্যে প্রবেশ করত তাহার বিষয় "রূপ" হরণ করিল । ১১½

বৃত্রের দ্বারা জ্যোতি আচ্ছন্ন ও তাহার বিষয় রূপ অপহৃত হইলে অতিশয় কুপিত হইয়া দেবেন্দ্র তাহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন । ১২½

অতি ভীষণ বজ্রের দ্বারা হন্যমান হইয়া বৃত্রাসুর তৎক্ষণাৎ বায়ুতে প্রবেশ পূর্বক তাহার বিষয় "স্পর্শ" হরণ করিল ।১৩½

বিবেশ সহসা বায়ুঃ স্তম্ভাগ্রে বিবরং ততঃ
ব্যাপ্তে বায়ৌ তু বৃত্রেণ স্পর্শনেঽথ বিবরে হৃতে ॥ ১৪
শতক্রতুরথিক্ষুব্ধস্তত্র বজ্রমবাসৃজৎ।
স বধ্যমানো বজ্রেণ তস্মিন্নিমিত্তজেতসা ॥ ১৫
আকাশশব্দিতস্ত্রাস স্তম্ভাগ্রে বিবরং ততঃ
আকাশে বৃত্রকৃতেঽথ শব্দে চ বিবরে হৃতে ॥ ১৬
শতক্রতুরথিক্ষুব্ধস্তত্র বজ্রমবাসৃজৎ
স বধ্যমানো বজ্রেণ তস্মিন্নিমিত্তজেতসা ॥ ১৭
বিবেশ সহসা শক্রং স্তম্ভাগ্রে বিবরং ততঃ

তস্য বৃত্রগৃহীতস্য মোহঃ সমভবদ্বলাৎ ॥ ১৮
রথস্থস্যৈব তং তাত বলিষ্ঠঃ প্রত্যবাধরৎ।
ততো বৃত্রো দশগুণং তথান তরবর্ধত।
শতক্রতুরনুপ্রেক্ষ্য বজ্রেণাশনিনা হতম্ ॥ ১৯
ইদং ধর্ম্যং রহস্যং চ শক্রেণোক্তং মহর্ষিষু
ঋষিভিশ্চ মম প্রোক্তং তাঞ্জিবোধ জনাধিপ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকপর্ব্বণি অশ্বমেধপর্ব্বণি কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

বৃত্রাসুর কর্তৃক বায়ু আক্রান্ত হইলে ও তাঁহার বিবর "স্পর্শ" অসহ্য হইলে দেবরাজ মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাহার উপর বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। ১৪½

বৃত্রাসুর সেখানে অমিততেজস্বী বজ্রের দ্বারা প্রহৃত হইয়া আকাশের দিকে ধাবিত হইল এবং আকাশের বিবর "শব্দ" গ্রহণ করিল। ১৫½

আকাশ বৃত্রময় হইলে ও তাহার বিবর শব্দ অসহ্য হইলে ভয়ত্রাস মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করিলেন। ১৬½

আকাশে অনবলম্বিস্থান বজ্রের দ্বারা প্রহৃত হইয়া বৃত্রাসুর তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের অন্যান্তরে প্রবেশ করিল এবং তাঁহার বিবর 'চেতস' গ্রহণ করিল। ১৭½

বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া মোহগ্রস্ত করিল। বলিষ্ঠের রথস্থ-সারথিকে বলপূর্বক তাড়াইয়া দিল। ১৮½

তখন বৃত্রাসুর তাঁহার বধ্যমান হইয়াও দশগুণ বর্দ্ধিত হই

উচ্যতে বাধ্যতে শীঘ্রং যৈরেতোজনকং বাধতে।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি ত্রয় আত্মগুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪
তেষাং গুণানাং সাম্যাং চেৎ ভবাত্মঃ স্বরূপলক্ষণম্।
তেষামন্যতমোদ্রেকে বিদ্যানমুপলিঙ্গয়েৎ ॥ ৫
হর্ষেণ বাধ্যতে শোকো হর্ষঃ শোকেন বাধ্যতে।
কস্মিংশ্চিদ্ দুঃখে বর্ত্তমানঃ সুখং স্মর্ত্তুং ন ইচ্ছতি।
কস্মিংশ্চিৎ সুখে বর্ত্তমানো দুঃখং স্মর্ত্তুং ন ইচ্ছতি ॥ ৬
ন ত্বং ন দুঃখী দুঃখস্য ন সুখী সুখস্য চ
স্মর্ত্তুং ন ইচ্ছসি কৌন্তেয় কিমন্যদ্ দুঃখবিভ্রমাৎ ॥ ৭
অথবা তে ব্যবসায়েন যেন পার্থাধরুদ্ধসে
দৃষ্ট্বা সন্তাপজা কৃতামেতদ্বস্ত্রং রক্তকলাম্
বিবর্ত্তাং পাণ্ডবেয়ানাং ন তস্য স্মর্ত্তুং ন ইচ্ছসি ॥ ৮
প্রত্যাজনক নরত্রাতিবৈন্দ্র বিধানবন্

যত্রারণানিবাসস্য ন তস্য স্মর্ত্তুং ন ইচ্ছসি ॥ ৯
ভটাসুরাং পরিক্লেশক্লিশ্যমানেন চাত্মনঃ
সৈরন্ধ্রাচ্চ পরিক্লেশো ন তস্য স্মর্ত্তুং ন ইচ্ছসি ॥ ১০
পুনরজ্ঞাতবাসাচ্চ ক্লীবকেন পরাং বধঃ
রাজ্ঞশ্চেতস্তথা পার্থ ন তস্য স্মর্ত্তুং ন ইচ্ছসি ॥ ১১
যচ্চ তে ক্রোধ-ভীষ্মাভ্যাং যুদ্ধযজ্ঞোদ্যমস্য
ত্বয়ৈকেন যোদ্ধব্যং তব তে যুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥ ১২
তস্মাদুত্তিষ্ঠগন্ধুষ্য যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ
পরস্বাপহারস্য পাপাদ্ যুক্ত্যা সকর্ষণি ॥ ১৩
যত্র বৈষ শরৈঃ কার্য্যা ভূতৈর্ন চ বস্তুতিঃ
আত্মনৈকেন যোদ্ধব্যং তব তে যুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥ ১৪
তস্মিন্নিভিতে যুদ্ধে কামব্যাধ্য সমিত্তসি ,
এবজ্ঞ ভাষ্যা তু কৌন্তেয় কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥১৫

সেই ত্রিগুণের সাম্যই মূল পুরুষের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

উচ্যতে দ্বারা শীঘ্র বাধিত হয় আর শীঘ্রের দ্বারা উক্ত নিবারিত হইয়া থাকে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণ আত্মার গুণ শব্দের অর্থ বলিয়া স্মৃত হয় ॥ ৪ ॥

যদি সেই ত্রিগুণ সাম্যে থাকে, তাহা স্বরূপের লক্ষণ বলিয়া উক্ত হয়। তাহাদের একটীর বৃদ্ধি হইলে তাহা নিরাকরণের উপায় উপদেশ করিতেছি ॥ ৫ ॥

আনন্দের দ্বারা শোক বাধিত হয়, শোকের দ্বারা সুখ নিবারিত হইয়া থাকে। কোন দুঃখে পতিত হইয়া সুখকে স্মরণ করে, কোন বা সুখের সময় দুঃখকে স্মরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে ॥ ৬ ।

কুন্তীকুমার! আপনি দুঃখী হইয়া দুঃখের অথবা সুখী হইয়া সুখের স্মরণ করিতে ইচ্ছা করেন না, ইহা আপনার দুঃখভ্রান্তি ভিন্ন কি বলা যায়? ৭

পৃথানন্দন! অথবা আপনার বস্ত্রাদই এইরূপ, আপনি যাহার দ্বারা আবৃত হইয়াছেন, রক্তকারী পাণ্ডবগণের সম্মুখেই একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে ধর্ম্মপূর্ণক আনয়নের কথা স্মরণ করিতেছেন না কেন? ৮

অজিন পরিধান পূর্ব্বক নগর হইতে নির্ব্বাসন ও বহু অরণ্যে নিবাস তাহাও স্মরণ করিতে ইচ্ছুক নহেন ॥ ৯

ভটাসুর হইতে অত্যন্ত ক্লেশ, চিরসেবের সহিত বহু এবং অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাহা আপনি স্মরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না ॥ ১০

পার্থ! আবার অজ্ঞাত বাসকালে ক্লীবত্ব দ্বারা রাজসেনা দ্রৌপদীকে পরাজয়ের, তাহাও স্মরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না ॥ ১১

পরন্তপ! আপনার ক্রোধ এবং ভীষ্মের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, অধুনা আপনাকে একাকী মনের সহিত সেরূপ যুদ্ধ করিতে হইবে, সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১২

ভারতশ্রেষ্ঠ! অতএব তুমি নিশ্চয় করিয়া যুদ্ধ অধর্ম্মাচরণ রূপ ঘোর দ্বারা সূচিত হইয়া যাহাদ্বারা মনের পরাপাতে স্মরণ করিবেন, সেই যুদ্ধের অভিমুখ হইল ॥ ১৩

যে যুদ্ধে বাণসমূহের দ্বারা এবং কৃত্রিমবস্তুর দ্বারা বহুবর্গের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না, কেবল একমাত্র একাকী আপনাকেই যুদ্ধ করিতে হইবে, সেই যুদ্ধ আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৪

কৃতীকুমার! এই যুদ্ধে আপনি যদি মনকে স্থির করিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনার কি অবস্থা হইবে ইহা জানিয়া কৃতকার্য্য হইবেন অর্থাৎ আপনার দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না ॥ ১৫

এতাং বুদ্ধিং বিনিশ্চিত্য কৃতানামাগতিং গতিম্
পিতৃ-পৈতামহে যুক্তে শাধি রাজ্যং যথোচিতম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি কৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

যারা ইহা নিশ্চয় করিয়া পিতা-পিতামহের ন্যায় যথোচিতভাবে রাজ্য শাসন করেন ॥ ১৬ ॥

সমস্ত প্রাণীমাত্রেরই উৎপত্তি-নাশ হইয়াই থাকে, বুদ্ধি

শ্রীবেদব্যাস-রচিত মহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বের অন্তর্গত অনুগীতাপর্বে উক্ত এবং যুধিষ্ঠিরের সংবাদবিষয়ক বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীভগবান্ বাসুদেবের মমত্বত্যাগস্য মহত্ত্বকথনম্, কামনীত্যাদ্যা উল্লেখঃ, যজ্ঞাদ্য শ্রেয়সাধানঞ্চ]

বাসুদেব উবাচ।

ন যস্য ত্রব্যমুৎসৃজ্য সিদ্ধির্ভবতি ভারত।
শারীরং ত্রব্যমুৎসৃজ্য সিদ্ধির্ভবতি বা ন বা ॥ ১
যস্যত্রব্যবিমুক্তস্য শারীরেষু চ গৃধ্যতঃ
যো ধর্মো যৎ সুখং চৈব বিষতামস্ত তৎ তথা ॥ ২
ব্যক্তমস্ত ভবেন্ত্যাজ্যকরা ব্রহ্ম শাশ্বতম্
মন্যেতি চ ভবেন্ত্যুনং মন্যেতি চ শাশ্বতম্ ॥ ৩
ব্রহ্ম-ভূত্বা তথা রাজন্নভবেন ব্যবস্থিতো
অনুশুশ্রূষমাণো ভূতানি যোগক্ষেমমবাপ্সসি ॥ ৪
অথিবাণোঽস্য সন্যস্য নিরতো যদি ভারত।
ভিত্ত্বা সপ্তীয়া ভূতানামধিগচ্ছতি প্রতিপদ্যতে ॥ ৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

(শ্রীভগবান্ বাসুদেব কর্তৃক মমত্ব ত্যাগের মহত্ত্বকথন, কামনীতার উল্লেখ এবং যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ প্রেরণা দান।)

বাসুদেব বলিলেন—হে ভারত! কেবলমাত্র যাহা দ্রব্য ত্যাগ করিলে সিদ্ধি (মুক্তি) হয় না, শারীরিক পদার্থ ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি লাভ হইতে পারে অথবা না হইতেও পারে ॥ ১

যাহা পদার্থবিহীন, আসক্তি দ্রব্যে থাকিলে ব্যক্তির যাহা ধর্ম, তাহা অধর্ম; উহাতে যে সুখ, তাহা দুঃখই; তাহা আপনার শত্রুগণের ঘটুক ॥ ২

'মম' এই দুইটি অক্ষর মৃত্যু আর 'ন মম' এই তিনটি অক্ষর সনাতন ব্রহ্ম।

'মম' অর্থাৎ আমার পদার্থ সকল ইহা মৃত্যুজনক—ন মম আমার কিছু নয়—ইহাই নিত্য বোধ প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৩

মহারাজ! এইরূপ মৃত্যু এবং অমৃত আপনার ভিতরেই অমৃত

কামনীতাকে উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ৪

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পৃথিবী লাভ করিয়া যাঁহার মমত্ব বোধ নাই, তাহার দ্বারা তিনি কি করিবেন? অর্থাৎ মমতাত্যাগী তাঁহার কোন অনিষ্টই হইতে পারে না ॥ ৬

অথবা মুনীন্দ্রমন্ত্র বনে বাস করত বনজাত ফল-মূল দ্বারা জীবিকানির্বাহ পূর্বক যাঁহার আন্তরিক পদার্থসমূহে মমতা থাকে, তিনি ত' মৃত্যুরাজ্যেই বাস করিয়া থাকেন ॥ ৭

ভারতকুলশ্রেষ্ঠ! যাহা হেয় আসক্ত শত্রুগণের মমতা করুন—তিনি আন্তরিক যাবতীয় পদার্থ কলমলকে আমার বলিয়া দেখেন না, তিনি মমতার সংসার হইতে মুক্ত হন ॥ ৮

মোক্ষসকল ব্যবসায়াত্মকে প্রবৃত্তা হয়েন না। কারণ

ভাবে অবস্থান করিয়া কৃতকর্মসমূহের সহিত মুক্ত হইতেছে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

ভারতকুলশ্রেষ্ঠ! এই জগতের সন্ন্যাস যদি অবিনাশ নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে প্রাণিগণের শরীর বিনীর্ণ করিয়া অবিনাশই প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

ব্যবহার-জগৎসহিত সমস্ত পৃথিবী লাভ করিয়া যাঁহার মমত্ব বোধ নাই, তাহার দ্বারা তিনি কি করিবেন? অর্থাৎ মমতাত্যাগী তাঁহার কোন অনিষ্টই হইতে পারে না ॥ ৬

অথবা মুনীন্দ্রমন্ত্র বনে বাস করত বনজাত ফল-মূল দ্বারা জীবিকানির্বাহ পূর্বক যাঁহার আন্তরিক পদার্থসমূহে মমতা থাকে, তিনি ত' মৃত্যুরাজ্যেই বাস করিয়া থাকেন ॥ ৭

ভারতকুলশ্রেষ্ঠ! যাহা হেয় আসক্ত শত্রুগণের মমতা করুন—তিনি আন্তরিক যাবতীয় পদার্থ কলমলকে আমার বলিয়া দেখেন না, তিনি মমতার সংসার হইতে মুক্ত হন ॥ ৮

মোক্ষসকল ব্যবসায়াত্মকে প্রবৃত্তা হয়েন না। কারণ

ভূয়ো ভূয়ো জগন্নোহৃত্যানযোগাদ্
যোগী যোগং নাস্রমার্থং বিচিন্ত্য
দানক যেদাধ্যয়নং তপাংস্ত
কাম্যানি কর্মাণি চ বৈদিকানি। ১০
ব্রতং যজ্ঞান্ নিয়মান্ ধ্যানযোগান্
কামেন যো মানুষতে বিমূঢ়ো
যদ্ যদ্ধ্যায়ং কামমতে স তত্তো
ন যো ধর্মো নিয়মস্তস্য মূলম্। ১১
অত্র গাথাঃ কাশ্যপীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ
শৃণু সত্কীর্ত্যমানাস্তা অখিলেন যুধিষ্ঠির
নাহং মন্যোঽনৃতাচারং বন্ধুং ভূতেন কেনচিত্। ১২
যো মাং প্রযততে হন্তুং জ্ঞাত্বা প্রহরণে বলম্।
তস্য তস্মিন্ প্রহরণে পুনঃ প্রাদুর্ভবাম্যহম্। ১৩
যে মাং প্রযতন্তে হন্তুং যজ্ঞৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ
তজ্জমেধিব ঘর্মার্তা পুনঃ প্রাদুর্ভবাম্যহম্। ১৪

যো মাং প্রযতন্তে নিত্যং বেদৈর্বৈধাস্তসাধনৈঃ
স্বাধ্বরেধিব ঘৃতাক্তা তস্য প্রাদুর্ভবাম্যহম্। ১৫
যো মাং প্রযতন্তে হন্তুং দুত্যা সত্যাপরাক্রমঃ
তাবো তবামি তস্যাহং স চ মাং নাববুধ্যতে। ১৬
যো মাং প্রযতন্তে হন্তুং তপসা সংশিতব্রতঃ
তত্তত্তপসি তস্যাথ পুনঃ প্রাদুর্ভবাম্যহম্। ১৭
যো মাং প্রযতন্তে হন্তুং মোক্ষমাস্থায় পণ্ডিতঃ
তস্য মোক্ষবিঘাতায় নৃত্যামি চ হসামি চ
অবধ্যঃ সর্বভূতানামহমেষঃ সনাতনঃ। ১৮
তস্মাত্তমপি তা কাম্যা যজ্ঞৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ
ধর্মে কুরু মহারাজ তত্র তে স ভবিষ্যতি। ১৯
যজস্ব যজ্ঞিমেধেন বিধিবদ্ দক্ষিণাবতা।
অক্ষৈস্ত্বং বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সমৃদ্ধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ। ২০

ব্যতীত কোন প্রবৃত্তি হয় না। সমস্ত কামনা মনের অন্তর্গত, পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে চিন্তা করত এই কামনাসমূহকে নিরাশ করেন। ৯। ১০

যোগী ব্যক্তি বহু জন্মের অভ্যাসে যোগকেই মুক্তিমার্গ নিশ্চিত করিয়া কামনা নাশ করেন তিনি বলেন, বেদপাঠ, তপস্যা, বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান, ব্রত, যজ্ঞ, নিয়ম, যম, ধ্যান ও যোগাদি সভ্যভাবে আচরণ করেন না। অতএব যে ব্যক্তি কামনা করিয়া থাকেন, তাহা ধর্ম নহে, বাস্তবিক কামনাসকল নিরস্ত করাই ধর্ম এবং তাহা মুক্তির মূল। ১০-১১।

নহুষনাথ যুধিষ্ঠির! এই বিষয়ে প্রাচীন 'কাশ্যপগীত' নামক এক গাথার কীর্তন করেন, তাহা আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন—কাশ্য বলেন, কোন প্রাণী উপযুক্ত উপায় ব্যতীত আমাকে বিনাশ করিতে পারে না। ১২

যে মানব ঘৃত অভিষিক্তসাধ্য অগ্নিতে আমিয়া আমাকে বিনাশ করিতে যত্ন করে, তাহার সেই অগ্নে আমি তেজ বাড়াই এই অভিপ্রায়ানুসারে আমি পুনরায় আবির্ভূত হই। ১৩

যে ব্যক্তি বিবিধ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ দ্বারা আমাকে বধ করিতে চেষ্টা করে, উত্তর যোনিতে ঈশ্বরভাবে ঘর্মাক্তার ন্যায় আমি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকি। ১৪

যে মানব সত্যব্রত হোম ও বেদোক্ত সাধনের দ্বারা আমাকে নাশ করিবার চেষ্টা করে, আমি তাহার যজ্ঞের ঘৃতাক্ত অগ্নীয় ঘর্মে ঘৃতাক্তার ন্যায় প্রাদুর্ভূত হই। ১৫

সত্যপরাক্রমশালী যে মানব আমাকে সাক্ষিণী দূতির দ্বারা বিনাশ করিতে প্রযত্ন করে, তাহাকে বৈদ্য বলে 'আমি ইহলোক পরলোক তত্ত্ব করিয়া' এইরূপ অভিমানবিশিষ্ট হই। সে আমাকে বুঝিতে পারে না। ১৬

যথাবিধি দীক্ষা বৈশিষ্ট্যিক তপের অনুষ্ঠানে যে মানব আমাকে তপস্যার দ্বারা বধ করিতে বিশেষরূপে উদ্যোগ করে, আমার আমি তাহার তপস্যায় প্রকটিত হই অর্থাৎ আমি তপস্যার দ্বারা কামনাকে বধ করিব এই অভিমানরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকি। ১৭

নিত্যযুক্ত আত্মাকে না জানিয়া যে বিদ্বান্ মোক্ষের জন্য তপস্যা প্রভৃতি করে, মোক্ষপ্রাপ্তি তাহাকে পাইয়া আমি হাস্য করি, নৃত্য করি, সমস্ত প্রাণিদেহের অবধ্য এতদ্ভাব আমি সনাতন চিরস্থায়ী। ১৮

মহারাজ! অতএব আপনি নানাপ্রকার দক্ষিণাবিশিষ্ট নিত্যযজ্ঞের দ্বারা সেই কামনাকে ধর্মে নিহিত করুন, তাহা হইলে আপনার সে কাম্য ভূতার্থ হইবে। ১৯

দক্ষিণাযুক্ত যথাবিধি অশ্বমেধ-যজ্ঞের সমৃদ্ধিমান্ প্রভূত দক্ষিণাবিশিষ্ট অন্য বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। ২০

---

* নীলকণ্ঠ—মনে কামনার উদয় হয়, তাহাদের প্রবৃত্তি, তাহা হইতেই দুঃখ, এইজন্য মনকেই নিরোধ করিবে।

গা তে ব্যবাস্থ নিহতান্ বন্ধূন্ বীক্ষ্য পুনঃ পুনঃ
ন শক্ষ্যন্তে পুনর্গন্তুং যে হতাঽস্মিন্ রণাজিরে ॥ ২১
স ত্বমিষ্ট্বা মহাযজ্ঞৈঃ সমৃদ্ধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ
কীর্ত্তিং লোকে পরাং প্রাপ্য গতিমগ্র্যাং গমিষ্যসি ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অশ্বমেধ পর্বণি কৃষ্ণধর্মসংবাদে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

যিনি বন্ধুবর্গের বারংবার স্মরণজন্য আপনার যাবা বুদ্ধ হইবে, এই প্রকারে নিহত বন্ধু-বান্ধবগণকে আপনি পুনরায় দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন না। ২১

এই হেতু আপনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত মহাযজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান পূর্বক ইহ লোকে যথেষ্ট কীর্তি এবং পরলোকে উত্তম গতি প্রাপ্ত হইবেন। ২২

শ্রীমদ্ভগবদ্ বেদব্যাসপ্রণীত নক্ষত্রসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিকপর্বের অন্তর্গত অশ্বমেধপর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির-সংবাদবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

[জ্ঞাতিগণের অন্বেষণার্থ, ভীষ্ম প্রভৃতিকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনাপুরে গমন, যুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্যবর্ণন]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং বহুবিধৈর্ব্যাক্যৈর্মুনিভিস্তৈস্তপোধনৈঃ
সমাশ্বসিত রাজর্ষিস্তদা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১
সোঽনুজ্ঞাতো ভগবতা বিষ্টরশ্রবসা স্বয়ম্।
বৈপায়নেন কৃষ্ণেন দেবস্থানেন বা বিভুঃ ॥ ২
নারদেনাথ ভীমেন নকুলেন চ পার্থিব।
কৃষ্ণয়া সহদেবেন বিদুরেণ চ ধীমতা ॥ ৩
অন্যৈশ্চ সুকৃতব্যাপ্তৈর্ব্রাহ্মণৈঃ শাস্ত্রবৃত্তিভিঃ।
ব্যতীতাঞ্চোঽতিদুঃখং সন্তাপং চৈব মানসম্ ॥ ৪
অর্চয়ামাস দেবাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চ যুধিষ্ঠিরঃ।
কৃত্বাথ প্রেতকার্য্যাণি বন্ধূনাং স পুনর্নৃপঃ ॥ ৫

অথাব্যগ্রশ্চ ধর্মাত্মা পৃথিবীং শাসদাত্মবান্ ॥ ৬
প্রশান্তচেতাঃ ক্লৌব্যাচ্চ ধর্মরাজ্যং প্রাপ্য কেবলম্।
ব্যাসঞ্চ নারদং চৈব ভ্রাতৄন্যানন্তরীন্ নৃপঃ ॥ ৭
আবাসিতোঽথ প্রাণ্ডূর্দ্বৈর্বন্ধুর্নিপুণদৈবৈঃ।
ন স্মৃতবানি যে কিঞ্চিদ্ বালীকহরি বিত্তে। ॥ ৭
অর্থঞ্চ সুমহান্ প্রাপ্তো যেন যক্ষ্যামি দেবতাঃ।
পুরুকুত্যাশ্চ ভরতঃ সমানেষ্যামহে মখম্ ॥ ৮
হিমবন্তং গত্বা গুপ্তা গমিষ্যামঃ পিতামহ।
বহ্বান্নকর্ম্মো হি দেশঃ স প্রচুরো দ্বিজসত্তম ॥ ৯
তথা ভগবতা চিত্রং কল্যাণং বহুতাধিতম্।
দেবর্ষিণা নারদেন দেবস্থানেন চৈব হ ॥ ১০

চতুর্দশ অধ্যায়

[জ্ঞাতিগণের অন্বেষণ, ভীষ্ম প্রভৃতির জন্য চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনাপুরে গমন ও যুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্য বর্ণন]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! এইরূপ বিপুলতপাঃ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস, দেবস্থান নামক মুনি, দেবর্ষি নারদ, ভীমসেন, নকুল, দ্রৌপদী, সহদেব, ধীমান্ অক্রূর, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ পুরুষসমূহ, পাণ্ডবজননী রাজমহিষী, তপোধনমুনিগণ এবং অন্য ব্রাহ্মণগণ দ্বারা ভগবদ্ভক্ত রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দান করিলে তিনি শোকজনিত দুঃখ ও দুঃসহ মনস্তাপ ত্যাগ করিলেন ॥ ১-৪

অনন্তর দ্বারা যুধিষ্ঠির ভগবান্ ও ব্রাহ্মণগণকে বিশেষভাবে পূজা করিলেন। পুনরায় মৃত বন্ধু-বান্ধবগণের প্রাদ্ধ করত ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দযুক্ত পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ॥৫

শোকাবেগশূন্য চিত্ত শান্ত হইলে সমস্ত ভীম রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাস, নারদ এবং অন্যান্য ঋষিগণকে বলিলেন ॥৬

পৃথ্বীপতিগণের আপনাদের ন্যায় প্রাচীনগণ এবং শ্রেষ্ঠ মুনিগণ কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া আমরা আমার কিছিৎ বিষুদ্ধাভের মনোদুঃখ নাই ॥ ৭

যাহার দ্বারা বহুদুঃখের উত্তরণকে লাভ করিব, এইরূপ অর্থ প্রচুর লব্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনাদিগকে অগ্রবর্তী করত সেই ধন যজ্ঞদ্বারা লইয়া যজ্ঞ করিব ॥ ৮

পিতামহ! আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরা হিমালয়ে গমন করিব। ব্রাহ্মণে তথা! শুনিয়াছি, সে দেশে নাকি অনেক আশ্চর্য্য ধনের পদার্থ আছে ॥ ৯

ভগবন্! আপনি, দেবর্ষি নারদ ও মুনিবর দেবস্থান আমার কল্যাণকর বহু বিচিত্র কথা বলিয়াছেন ॥ ১০

নাভাগধেয়ঃ পুরুষঃ কক্ষিদেষোঽবিধান্ গুরূন্।
লভতে ব্যসনং প্রাপ্য সুহৃদঃ সাধুসম্মতান্ ॥ ১১

এবমুক্তাস্ত তে রাজা সর্ব এব মহর্ষয়ঃ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্য রাজানং তথেত্যুক্ত্বা কৃষ্ণমাদ্রুনৌ ॥১২

পঞ্চভাবেষ সর্বেষাং ভূতেষ্বাবর্তনং বভূ।
ততো ধর্মসুতো রাজা ভ্রাতৄনেবোপাবিশৎ প্রভুঃ ॥ ১৩

এবং নাতিমহান্ কালঃ স তেষাং সমবর্তত।
যুধিষ্ঠিরঃ শৌচকার্যাণি ভীষ্মস্য নিধনে তদা ॥ ১৪

মহাদানানি বিপ্রেভ্যো দদতাঞ্চৌর্দ্ধদৈহিকম্
ভীষ্ম-ধর্মসুতোরাজাবাং কৃষ্ণাং কুরূত্তম ॥ ১৫

সহিতো বৃষ্ণিরাষ্ট্রেণ স তদাবৌর্দ্ধদৈহিকম্
ততো দত্ত্বা বহুধনং বিপ্রেভ্যঃ পাণ্ডবর্ষভঃ ॥ ১৬

বৃষ্ণিরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য বিবেশ নগরং মহৎ
স সমাশ্বাস্য পিতরং প্রজাশ্চামিতবিক্রমঃ
অন্বশাৎ বৈ স ধর্মাত্মা পৃথিবীং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ১৭

হতভাগ্য কোন মানবই বিদ্বান্ পণ্ডিত হইয়া আপনাদের গুরু এই প্রকার গুরু ও সাধুসম্মত সুহৃদ্ লাভ করে না।।

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে মহর্ষিগণও রাজাকে ও কৃষ্ণ অর্জুনের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক সকলে স্বস্থানেই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর প্রজ্ঞাবান্ ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির সেই স্থানেই উপবিষ্ট হইলেন। ১২-১৩

পিতামহ ভীষ্মের মহাপ্রয়াণ হইলে পাণ্ডবগণ অশৌচান্তে আদ্য শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য কিছুদিন সেই স্থানেই অতিবাহিত করিলেন। ১৪

হে জনমেজয়! বৃষ্ণিরাষ্ট্রের সহিত পাণ্ডবগণ ভীষ্ম-ধর্ম প্রভৃতির ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াকলাপের শ্রাদ্ধাদিসকলে মহাদানসকল দিলেন। ১৫।

অনন্তর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বিপ্রগণকে বহুধন দান পূর্বক রাজা বৃষ্ণিরাষ্ট্রকে অগ্রবর্তী করিয়া হস্তিনাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। ১৬।

তথায় যুধিষ্ঠির প্রজাচক্ষু মহারাজ পিতৃব্য বৃষ্ণিরাষ্ট্রকে উত্তমরূপে আশ্বাসদান করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সসাগরা পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। ১৭

(যেরূপ মহারাজ যম ও দশরথতনয় রামচন্দ্র পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তত্তদ্দিনে যুধিষ্ঠির ভূমণ্ডল পালন করিতে লাগিলেন।

(যথা মনুর্মহারাজো রামো দাশরথির্যথা।
তথা ভরতসিংহোঽপি পালয়ামাস মেদিনীম্।
নাবর্ষ্যমভবৎ তত্র সর্বো বর্ষতি বাসবঃ
বভূব নরশার্দূল যথা কৃতযুগে তথা।
ফলিষ্যন্তীমমাবিষ্টা নিধান্য বৃষনন্দনঃ।
প্রাতৃভিঃ সহিতো ধীমান্ বভৌ বর্ষবলোকতঃ।
বর্ষে তস্মন্ মহান্ দেবঃ কালে দেশে যথেপ্সিতম্।
শিতাসয়া জগদ্ভূৎ স্ফুটপিপাসে ন কিঞ্চন।
আধির্নাস্তি মনুষ্যাণাং ব্যসনে নাস্তবস্তিঃ।
ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণাস্তে ধর্মাত্মানঃ শিবাঃ।
ধর্মঃ সত্যপ্রধানশ্চ সত্যং সত্যবয়াবিতম্।
ধর্মাসনস্থঃ সন্তিঃ স স্ত্রীবালাতুর-বৃদ্ধকান্।
বর্ণাশ্রমান্ পূর্বকৃতান্ সকলান্ রক্ষণোদ্যতঃ
অবৃত্তিবৃত্তিদানাদ্যৈর্ধর্মজ্ঞাবৈর্গীতিভৈরপি।
আমুষ্মিকং তদা নাস্তি ঐহিকং কৃতমেব তু
স্বর্গলোকোপমো লোকস্তদা তস্মিন্ প্রশাসতি।

তাঁহার রাজ্যে কেহ অধর্মজনক কর্ম করিত না। সত্যযুগে ধর্মশাসন প্রচারপর তায় সকলে ধর্মে অনুরক্ত ছিলেন। সত্যপূর্ণ যাজ্ঞ সত্যযুগ এবং রাজত্বযুগে যেরূপ বাহিক ছিলেন, সেইরূপ প্রজাগণ বাহিক ছিলেন।

কলিযুগ আসন্ন দেখিয়া বুদ্ধিমান্ রাজকুমার যুধিষ্ঠির তাহাকেও নিরাকৃত করিয়া ভারতগণের সহিত ধর্মবলে অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ জনমেজয় ভারতের রাজ্যে সমস্ত দেশে যথাকালে প্রচুর বারিবর্ষণ করিতেন, অসময়ে বারিবিরহীন হইয়াছিল, কিন্তু যাহা সুখ-দায়িনী ছিল না।

মানবগণের মানসিক দুঃখ ছিল না, কায় জোগাদিতে কায়ারও অনুরাগ হইত না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল বর্ণই স্বধর্ম উৎকৃষ্ট জানিয়া তাহা আচরণ করিতেন, সত্যপ্রধান ধর্ম ও সত্য সম্বন্ধিয়ে সকলে নিষিক্ত হইতেন।

রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মাসনে সমাসীন হইয়া সাধুসমূহ ঔরস, বালক-বৃদ্ধ যোগীনিকর এবং বিধবা স্ত্রীগণকে পূর্বকৃত সমস্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষার জন্য সতত উদ্যুক্ত ছিলেন।

তিনি জীবিকাহীন মানবকে জীবিকা প্রদান করিতেন, যজ্ঞের জন্য ধন দান করিতেন, শীক্ষিতজনকে উপদেশ দিতেন ও ব্যাধিরও পরলোকের ভয় ছিল না। ঐহিকের সমস্ত সুখ প্রজাগণ

বভূব সুখসেব্যশ্চ তস্মিংশ্চিষ্টতরঃ পরম ।
মার্যাঃ পতিব্রতাঃ সর্বা রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ।
যথোক্তবৃত্তাঃ স্বতৈর্বভূবুঃ প্রীতিদেবতাঃ ।

পুরাসন্ পুণ্যশীলাশ্চ্যাঃ স্বা স্বঃ ধর্মমনুব্রতাঃ
সুখিনঃ পুত্রপৌত্রো ন দুর্বৃত্তি কদাচন ।
সর্বে মহাস্ত্র নার্যাশ্চ সততং প্রিয়বাদিনঃ ।
অক্লিষ্টমনসঃ শুদ্ধাঃ বভূবুঃ শ্রবণস্থিতাঃ ।

ভূষিতাঃ কুণ্ডলৈর্হারৈঃ কটকৈঃ কটিসূত্রকৈঃ
সুবাসসঃ সুগন্ধাশ্চ্যাঃ প্রাহসন্ পৃথিবীতলে ।

সর্বে ব্রহ্মবিদো বিপ্রাঃ সর্বত্র পরিনিষ্ঠিতাঃ
বলীপলিতহীনাশ্চ সুবিনঃ দীর্ঘজীবিনঃ ।

ইচ্ছা ন জায়তেঽত্রত্য বর্ণেষু চ ন সত্তমঃ
মনুষ্যাণাং মহারাজ ধর্মাদাদ্যু বাবস্থিতঃ ।
তস্মিন্ শাসতি রাজেন্দ্রে যুগব্যাল-সরীসৃপাঃ
অন্যোন্যমপি চাস্তেষু ন বাধন্তে কদাচন ।

গাবঃ শুক্লীঃকৃষ্ণীঃ সুবালবিষুখোদরাঃ ।
অশীতিভাঃ কর্ষকাস্তৈস্তথাবিধবৎসকাঃ ।

অবন্ধ্যকালা মনুজাঃ পুরুষার্থেষু চ ক্রমাৎ ।
বিষয়েষ্বমিষিক্তেষু বেদশাস্ত্রেষু চোত্তমাঃ ।

সুস্বরা সুবচাঃ পুষ্টাঃ সুবর্ণাভাঃ সুখোদয়াঃ
অতীব মধুরঃ শব্দঃ স্পর্শশ্চাতিসুখো রসম্
রূপং দৃষ্টিক্ষমং তস্য মনোজ্ঞং গন্ধবদ্ বভৌ ।

বর্ষাণ্যতিশতোপেতঃ মোক্ষাভ্যুদয়সাধনম্
প্রহ্লাদজননং পুণ্যং সমুদ্রমথ মানসম্ ।

স্বাবয়া বহুপুষ্পাঢ্যাঃ ফলচ্ছায়াবহাস্তথা ।
পুষ্পস্পর্শ বিষহীনাশ্চ সুপত্রত্বক্প্ররোহিণঃ ।

মনোঽনুকূলাঃ সর্বেষাং চেষ্টা বৃক্ষাপবর্জিতা
যথা বভূব রাজর্ষিস্তস্মিন্ যুগবরে ভুবি ।

সর্বলক্ষণসম্পন্নাঃ পাণ্ডবা ধর্মচারিণঃ ।
জ্যেষ্ঠানুবর্তিনঃ সর্বে বভূবুঃ প্রিয়দর্শনাঃ ।

সকলে প্রাপ্ত হইত। তাঁহার শাসনকালে সংসার ধর্ম-লাভের ন্যায় হইয়া ছিল। অন্যের এবার সুখ ধর্মলাভের বিধিরূপ উক্ত হইয়াছিল।

তৎকালে সমস্ত নারীরা পতিব্রতা, রূপবতী, অলঙ্কারভূষিতা পাত্রোক্ত সদাচারসম্পন্না এবং স্ব স্ব ভর্তৃদেবের দ্বারা পতির প্রীতির কারণ হইতেন।

পুরুষগণ পুণ্যশীল, স্বধর্মনিষ্ঠ নিজ নিজ ধর্ম আচরণকারী ও সুখী ছিলেন। কেহ কখনও দুঃখ হইতেন না। সমুদয় পুরুষ ও স্ত্রীগণ সতত প্রিয় বাক্য বলিতেন, সকলে সরলমনা, শুদ্ধ ও আস্তিক এবং মানসিক প্রসন্নিযুক্ত ছিলেন।

সে সময় ভূমণ্ডলে প্রায় সকল মনুষ্যই কুণ্ডল, হার, বলয় ও কটি-সূত্র ভূষণোদ্ভিত ছিলেন, সুগন্ধ বস্ত্র এবং মনোহর গন্ধযুক্ত ছিলেন।

সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মবিদ্, ধারণাযুক্তাত্মা, বলীপলিতরহিত (বৃদ্ধ বয়সে জরা ও শুক্ল কেশ) সুবী এবং দীর্ঘজীবী ছিলেন।

মহারাজ জনমেজয়! মানবগণের পরস্পর গমনে ইচ্ছা হইত না, ধর্মমুখে সকল ছিল না ও লোকসকল ধর্মাচারে অবস্থান করিতেন।

নৃপশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্ঠিরের শাসনকালে মৃগ, সর্প ও মূষিক আদি পরস্পর পরস্পরের অথবা অন্যের বাধা জন্মাইত না।

গাভীগণ সুখে দুগ্ধ, পুচ্ছ ও উদরবিশিষ্টা ছিল। ভূমিও বহু ফল দান করিত। কর্ষকসকল তাদের সীমা দিত না, তাহাদের বৎসসমূহ নীরোগ হইত।

তৎকালে মানবসকল বৃথা সময় অতিবাহিত করিত না, কখনও ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে প্রবৃত্ত হইত পাত্রসমূহে বাক্যের নিয়ম করা হয়নি, ঐসকল আলোচনা করিত এবং বেদশাস্ত্র আধ্যায়ের অত্ত সর্বদা উক্ত থাকিত।

সেই সময় শাস্ত, তুষ্ট, ও পুষ্ট মনুষ্য সুবর্ণের ন্যায় ছিল। তৎকাল স্পর্শ বিষয় শান্ত মধুর রস অতিশয় সুখকর রূপ দর্শনীয়, দ্রব্যসীয় এবং গন্ধ নাসিক বিষয় মনোহর ছিল।

সকলের মন ধর্ম, অর্থ ও কামযুক্ত, মোক্ষ এবং অপরের অভ্যুদয়সাধনিষ্ঠ, আনন্দকর এবং পবিত্র ছিল।

বাবয় বৃক্ষসকল বহু পুষ্পসম্পন্ন এবং ফল ও ছায়াযুক্ত তাহারা সুখস্পর্শ বিষবিহীন সুন্দর পত্র, ত্বক্ ও অঙ্কুরযুক্ত হইত।

সকলের চেষ্টা মনোঽনুকূল হইত, বৃক্ষজ তাপবিহীনা ছিল, রাজর্ষি যুধিষ্ঠির যেমন সদাচারসম্পন্ন ছিলেন, পৃথিবীতে তদ্রূপ প্রজাগণ হইয়াছিল।

সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন, ধর্মাভিরানিরত এবং জ্যেষ্ঠের অনুবর্তনকারী পাণ্ডবগণ সকলের প্রিয়দর্শন হইয়াছিলেন।

সিংহোরস্কা জিতক্রোধাস্তেজোবলসমন্বিতাঃ।
আজানুবাহবঃ সর্বে দানশীলা জিতেন্দ্রিয়াঃ॥
তেষু শাসৎসু বসুধামৃষয়ঃ শত্রুতেবিভুঃ।
মুখেনেহায় বর্তন্তে প্রজাস্তাস্তাসবৈঃ সহ॥
মহী শস্যপ্রহরণা সর্বরত্নসমাকরা।
কামদুগ্ধেবুষু তোষান্ দুদোহ স্ম সদা প্রজাঃ॥
মর্যাদিতিঃ কৃতাঃ পূর্বং মর্যাদা মানবেষু তাঃ।
অনতিক্রম্য তাঃ সর্বাঃ কুলেষু সবসানি চ
অবর্ধয়ন্ত রাজানো ধর্মপুত্রপ্রিয়ঙ্করাঃ॥

মহাকুলানি ধর্মিষ্ঠা বর্ধয়ন্তো বিশেষতঃ
মনুপ্রণীতয়া বৃত্ত্যা তেজ্যযজ্ঞাসনা বসুন্ধরাম্।
রাজবৃত্তিরিতি সা পঞ্চম ধর্মিষ্ঠাভূন্মহীতলে।
প্রায়ো লোকস্তিতাত্ত রাজবৃত্তানুবর্তিনী॥
এবং ভারতবর্ষং যে রাজা ধর্মং সুতেজসম্
বশমাস বিভুনা সার্ধং গুপ্তো গাণ্ডীবধন্বনা॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অশ্বমেধপর্বণি চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ॥

সিংহের মত প্রবল বক্ষস্থল, ক্রোধহরী, তেজ ও বলশালী আজানুলম্বিত বাহু সকলেই, জিতেন্দ্রিয় ও দানশীল ছিলেন।

পাণ্ডবগণ যখন এই পৃথিবী শাসন করিতেন, তখন সকল জন্তু স্ব-স্ব-ভাবে সোজা থাকিত, তাহাদিগের সহিত প্রজাবৃন্দ সকলের মত প্রকাশ করিতেন।

বসুধা প্রচুর শস্যসম্পন্না ছিলেন এবং সমস্ত রত্নের উৎপত্তি প্রার্থনাকারিণী ভাগবতের ন্যায় সমস্ত প্রকার ভোগসুখ দান করিতেন।

পূর্বকালে মনু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ যে মর্যাদা মানুষাচারপালন স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, সে সমস্ত এবং কুলের সনাতনধর্ম

অতিক্রম না করিয়া কুন্তিপুত্র যেরূপ রাজা শাসন করিতেন এইরূপ সমস্ত নরপতি বুধিষ্ঠিরের প্রিয়কর ছিলেন।

ধর্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির যেরূপ কুলকে উৎসাহিত করিতেন ভগবান্ বৃহস্পতিও রাজনীতি অনুসারে জগৎ শাসন করিতেন।

যখন সংসারে রাজগণের ব্যবহার ধর্মের অনুকূল ছিল, প্রায়ই সকল লোকের বুদ্ধি রাজার আচরণের অনুসরণ করিত॥

যেরূপ ইন্দ্র যেরূপ বর্ণ শাসন করিতেন, সেরূপ রাজা যুধিষ্ঠির গাণ্ডীবধারী অর্জুন ও বাসুদেব কৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া বীর ভ্রাতা ভারতবর্ষ শাসন করিতেন॥

শ্রীবরপ্রাপ্ত বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বের অন্তর্গত অশ্বমেধপর্বে চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন অর্জুনসমীপে দ্বারকাগমনায় প্রস্তাবঃ]

জনমেজয় উবাচ

বিজিত্তে পাণ্ডবেয়েষু প্রশান্তে চ বিশোত্তম
রাষ্ট্রে কিং চক্রতুর্বীরৌ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিজিত্তে পাণ্ডবৈ রাজন্ প্রশান্তে চ বিশাম্পতে
রাষ্ট্রে বভূবতুর্হৃষ্টৌ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ॥ ২
বিজহ্রাতে মুদা যুক্তৌ দিবি দেবেশ্বরাবিব।
তৌ বনেষু বিচিত্রেষু পর্বতেষু সরাংসি চ॥ ৩
তীর্থেষু চৈব পুণ্যেষু পত্তনেষু নদীষু চ
চক্রতুঃ ক্রমযাগৌ সাঙ্কাব্যবিনাবিব নন্দনে॥ ৪

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের নিকট দ্বারকা যাইবার প্রস্তাব।]

জনমেজয় বলিলেন—দ্বিজবর! পাণ্ডবগণ বীর রাজ্যে বিজয়প্রাপ্ত হইলেন। রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইলে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় এই বীরযুগল কি করিয়াছিলেন? ১

বৈশম্পায়ন কহিলেন—নরনাথ প্রজাপালক। পাণ্ডবগণ বিজয়প্রাপ্ত হইলে এবং রাষ্ট্র প্রশান্ত হইলে বাসুদেব এবং ধনঞ্জয় উভয়ে অতিশয় আনন্দিত হইলেন॥ ২

ধর্মলোকে দেবেশ্বরদ্বয়ের ন্যায় উভয়ে আনন্দিত হইয়া বিচিত্র রমণীয় বনসমূহে এবং পর্বতোপরি উপস্থিত সরোবরসমূহে বিহার করিতে লাগিলেন॥ ৩

অশ্বিনীকুমার যেরূপ নন্দনকাননে ভ্রমণ করেন, তদ্রূপ কৃষ্ণার্জুন পবিত্র তীর্থসমূহে, ক্ষুদ্র জলাশয়সমূহে এবং নদীসকলে আনন্দিত চিত্তে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেন॥ ৪

ইন্দ্রপস্থে মহাত্মানৌ রেমতুঃ কৃষ্ণপাণ্ডবৌ
প্রবিশ্য তাং সভাং রম্যাং বিভ্রাজেতে চ ভারত ॥ ৫
তত্র মুহূর্তকথাশ্চিত্রাঃ পরিক্রম্যাস্ত পার্থিব
কথাযোগে কথাযোগে কথয়ামাসতুঃ সদা ॥ ৬
তয়োর্গণাং দেবতাভাশ্চ যশোগাথাবাঽভূতাং সদা
শ্রীমদ্যোগৌ মহাত্মানৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ ॥ ৭
মধুরাস্তু কথাশ্চিত্রাশ্চিত্রার্থপদনিশ্চয়া
নিশ্চয়জ্ঞঃ স পার্থায় কথয়ামাস কেশবঃ ॥ ৮
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং জ্ঞাতীনাঞ্চ সমুদ্যমঃ
কথাভিঃ শময়ামাস পার্থং সৌহৃদ্যবাদিনম্ ॥ ৯
স তমাশ্বাস্য বিবিধৈঃ বিজ্ঞানজ্ঞো মহাতপাঃ
অপশ্যত্যাত্মনো ভারং বিশশ্রাম চ সাত্বতঃ ॥ ১০
ততঃ কথান্তে গোবিন্দা গুড়াকেশমুবাচ হ।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষয়া বাচা মেঘদুন্দুভিনিঃস্বনঃ ॥ ১১

বাসুদেব উবাচ
বিজিতেয়ং ত্বয়া কৃৎস্না সব্যসাচিন্ পরন্তপ
ত্বদ্বাহুবলমাশ্রিত্য রাজ্ঞা ধর্মসুতেন হ ॥ ১২
অসপত্নাং মহীং ভুঙ্‌ক্তে ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনানুজাভ্যাং বৈ যমাভ্যাং নরোত্তম ॥ ১৩
ধর্মেণ রাজা ধর্মজ্ঞ প্রাপ্তঃ রাজ্যমকণ্টকম্
ধর্মেণ নিত্যঃ সংযো স চ রাজা সুযোধনঃ ॥ ১৪
অধর্মরুচয়ো লুব্ধাঃ সদা চাপ্রিয়বাদিনঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা দুরাত্মানঃ সানুবন্ধা নিপাতিতাঃ ॥ ১৫
প্রশান্তমখিলং পার্থ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ।
ভুঙ্‌ক্তে ধর্মসুতো রাজা ত্বয়া গুপ্তঃ কুরূদ্বহ ॥ ১৬
ন্যস্তে চাহং ত্বয়া সার্ধমন্যেষামপি পাণ্ডব
কিমু যত্র জনোঽয়ং বৈ পৃথা চাস্মিত্রকর্ষণ ॥ ১৭
যত্র ধর্মসুতো রাজা যত্র ভীমো মহাবলঃ
যত্র মাদ্রবতীপুত্রৌ রক্ষিতস্তত্র পরা ময় ॥ ১৮

ভারতকুলপ্রদীপ! ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসহ ও বন্ধুর মনোরঞ্জন সভাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে বিহার করিতেন। ৪

রাজন্! সেইখানে প্রত্যেক কথার কথায় আশ্চর্য্য মুহূর্ত্ত কথা এবং বহুবিধ ভেদের কথা সতত বলিতেন; শ্রীমদ্বিযুক্ত পুরাতন ঋষিদ্বয়ের বহুবারাবধি কৃষ্ণ-অর্জ্জুন সেবন ও ঋষিদিগের বংশের কথা পরস্পর আলোচনা করিতেন। ৬-৭

সমস্তনিবাসবিদ্ শ্রীমদ্বয়ং সেবন পার্থকে আশ্চর্য্য পদ অর্থ এবং নিশ্চয়সম্বলিত অতি মনোরম বিচিত্র কথা বলিতেন। ৮

বাসুদেব জনার্দ্দন সহস্র সহস্র জাতি বহুপদের ও পুরাবৃত্তে অভিজ্ঞ সহস্র অর্জ্জুনকে বহুবিধ সম্বন্ধ বাক্যের দ্বারা শান্ত করিয়াছিলেন। ৯

সেই মহাতপস্বী বিজ্ঞানবিদ্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যথাবিধি আশ্বস্ত করিয়া আপনার ভার যেন অপসৃত করত বিরাম করিতে লাগিলেন। ১০

অনন্তর কথার অবসানে গোবিন্দ গুড়াকেশ অর্জ্জুনকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দান করিতে করিতে মুক্তিযুক্ত এই কথা বলিয়াছিলেন। ১১

বাসুদেব বলিলেন,—শত্রুতাপন সব্যসাচিন্! রাজা ধর্মসুত যুধিষ্ঠির তোমার বাহুবল আশ্রয় করিয়া সমস্ত পৃথিবী বিজয় করিয়াছেন। ১২

নরশ্রেষ্ঠ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের প্রভাবে নিষ্কণ্টক এই ভূমণ্ডল ভোগ করিতেছেন। ১৩

ধর্মজ্ঞ! ধর্মবলে রাজা যুধিষ্ঠির এই শত্রুশূন্য রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ধর্মবলে সেই রাজা সুযোধনকে সমরে সংহার করিয়াছেন। ১৪

অধর্মাভিনিবিষ্ট লোভী সতত অপ্রিয়বাদী দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে বন্ধু-বান্ধব সহ যুদ্ধে নিপাতিত করিয়াছেন। ১৫

কুরুকুলকেতুস্বরূপ কুন্তী-সহ তে মাত্র দ্বারা রক্ষিত হইয়া ধর্ম-নন্দন পৃথিবীপতি রাজা যুধিষ্ঠির পৃথিবী ভোগ করিতেছেন। ১৬

শত্রুবিনাশন পাণ্ডুনন্দন! তোমার সহিত অবস্থান করিলে নির্জ্জন অরণ্যে আনন্দ লাভ হয়, কিন্তু সেখানে এই সমস্ত আত্মীয়-গণ ও পিতৃষ্বসা কুন্তীদেবী রহিয়াছেন। তথাকার কথা কি বলা যাইবে! ১৭

যেখানে ধর্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির, যেখানে বলবানবর ভীমসেন যেখানে মাদ্রীতনয় নকুল সহদেব অবস্থিত, সেখানে আমার সমস্ত সম্ভোষ। ১৮

তথৈব ধর্মরাজস্য সভোদ্দেশেষু কৌরব
রমণীয়েষু পুণ্যেষু সহিতস্ত ত্বয়াঽনঘ ॥ ১৯
কালো মহাত্মতীতো মে সুহৃদ্‌দুঃখসুখস্তত:
বসতেবেক কৌরব্য তথাত্মান্ বৃষ্ণিপুঙ্গবান্ ॥ ২০
সোঽহং গন্তুমভীপ্সামি পুরীং দ্বারাবতীং প্রতি
ত্বোত্তাং গমনং ব্রহ্মন্ তত্রাপি পুরুষর্ষভ ॥ ২১
উক্তো বহুবিধং রাজা তত্র তত্র যুধিষ্ঠির:।
সহ ভীমেন যদ্ বৃত্তমস্মাভি: লোকহারিতে ॥ ২২
শিষ্টো যুধিষ্ঠিরোঽস্মাভি: শান্তা সমপি পাণ্ডব:।
তেন তং তু বচ: সম্যগ্ সহ্যতা সুখমাত্মনা ॥ ২৩
ধর্মপুত্রে হি ধর্মজ্ঞে কৃতজ্ঞে সত্যবাদিনি।
সত্যা ধর্মে মতিস্তাত্র্যা স্থিরিষ্ঠে সততং স্থিরা ॥ ২৪
তত্র গচ্ছা মহাপ্রাজ্ঞ যদি তে দ্রোঢ়কৌর্জুন
অনুজ্ঞাসমসংযুক্ত: যথো ব্রূহি জনাধিপম্ ॥ ২৫
ন হি তস্যাপ্রিয়ং কুর্যাং প্রাণত্যাগেঽপ্যুপস্থিতে
কুতো নস্তু মহাবাহো পুরীং দ্বারাবতীং প্রতি ॥ ২৬

নিশ্চয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন! ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এই সভাস্থলে অন্তর্ধান হইবার সহিত অবধান করত আমার অনেকবিধ অতীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সুহৃদ্‌জন বিনাশে বসুদেব, অক্রূর প্রভৃতি ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে দেখি নাই। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি দ্বারকাপুরী গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি আমার গমনেও তোমাদের অভিপ্রেত হইবে ॥১৯-২১

আমি ভীমের সহিত একত্রিত হইয়া শোকাকুল রাজা যুধিষ্ঠিরকে যাহা যাহা উচিত, সেই সেই শোকনিবারক উপদেশ দিয়াছি ॥ ২২

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির আমাদের সান্ত্বনা ও শিক্ষা হইলেও সেই সুহৃদ্বাক্যানুযায়ী যে সকল কথা বলিয়াছিলাম, সেই সব উপদেশ উত্তমরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২৩

ধর্মনন্দন, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরে সত্যাদি উত্তম বুদ্ধি নিত্য স্থির ভাবে অবস্থান করিতেছে ॥ ২৪

অর্জুন! যদি তুমি উচিত মনে কর, তাহা হইলে সেখানে যাইয়া মহাত্মা নরপতিকে আমার গমনপ্রার্থনা জানাও ॥ ২৫

আমার প্রাণত্যাগ উপস্থিত হইলেও আমি তাঁহার কোনও অপ্রিয় কার্য্য করিব না। মহাবাহো! তিনি স্বয়ংই অনুমতি না দিলে দ্বারকা-পুরী কি প্রকারে গমন করিব? ॥ ২৬

সর্বং হিতমহং পার্থ যৎপ্রীতিহিতকাম্যয়া।
ব্রবীমি সত্যং কৌরব্য ন মিথ্যেবং কথঞ্চন ॥ ২৭
প্রয়োজনক নির্বৃত্তমিহ বাসে মহার্ণব।
বার্তরাষ্ট্রো মতো রাজা সমস্ত: সপরাজুন: ॥ ২৮
পৃথিবী চ বশে রাজ্ঞ ধর্মপুত্রস্য ধীমত:
স্থিতা সমুদ্রবলয়া সশৈল-বন-কাননা ॥ ২৯
চিতা রত্নৌঘহরিণৈ: কুরুরাজস্য পাণ্ডব।
ধর্মেণ রাজা ধর্মজ্ঞ: পাতু সর্বাং বসুন্ধরাম্ ॥ ৩০
উপাস্যমানো বহুভি: সিদ্ধৈশ্চাপি মহাত্মভি:
সুহৃদানন্দ সততং বর্দ্ধিতির্ভরতর্ষভ ॥ ৩১
তং ময়া সহ গচ্ছন্তং রাজানং কুরুনন্দনম্
আপৃচ্ছ কুরুশার্দূল গমনং দ্বারকাং প্রতি ॥ ৩২
ইদং শরীরং বসু যচ্চ মে গৃহে
নিবেদিতং পার্থ সদা যুধিষ্ঠিরে
প্রিয়ং হ্যভূচ্চ দি মে যুধিষ্ঠিরঃ
সদা কুরূণাং বিপ্রেণ মহাত্মনি ॥ ৩৩

কুরুকুলতিলক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন! তোমার প্রীতি ও হিতকামনায় আমি এই সমস্ত কথা সত্য বলিতেছি, ইহাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নাই ॥ ২৭

অর্জুন! আমার এখানে বাস করিবার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। বৃদ্ধরাষ্ট্র তনয় রাজা দুর্য্যোধন সেনা এবং সেবকগণের সহিত নিহত হইয়াছে ॥ ২৮

ধর্মজ্ঞ পাণ্ডুনন্দন! নানারত্নরাশি রত্নপরিপূর্ণা, সমুদ্রপরিবেষ্টিতা পর্ব্বত, বন ও কাননসমন্বিতা বসুধা যুধিষ্ঠির ধর্মনন্দন কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের অধীন হইয়াছে ॥ ২৯-৩০

ভারত! মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ কর্তৃক উপাসিত এবং মন্ত্রীসমূহ কর্তৃক নিয়ত সুরক্ষিত হইয়া ধর্মজ্ঞ রাজা সমস্ত ভূমণ্ডল ধর্মানুসারে পালন করুন ॥ ৩১-৩২

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন! অনুমতি করিয়া আমার সহিত গমন করত কুরুকুলতিলক রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার দ্বারকা যাইবার অনুমতি দান করাও ॥ ৩২

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন! আমার এই শরীর এবং গৃহে যত ধনরত্ন আছে তাহা রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিত্য নিবেদন করিয়াছি। মহাত্মা কুরুরাজ যুধিষ্ঠির সততই আমার প্রিয় এবং মাননীয় ॥ ৩৩

প্রয়োজনং হ্যাপি নিবাসকারণে
ন বিদ্যতে যে ভুবনে নৃপাত্মজ।
স্থিতা হি পৃথ্বী তব পার্থ শাসনে
ওরোঃ সুবৃত্তস্য যুধিষ্ঠিরস্য চ ॥ ৩৪

উত্তীয়মুক্তঃ স তথা মহাত্মনা

ভবার্জুনেনাপ্রতিরূপকর্মণা

তবেতি দুঃখার্ণব যাত্রামেত্য-
জনার্দনং সম্প্রতি পূজ্য পার্থিব ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অশ্বমেধপর্বণি
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

রাজন্‌! তোমার সহিত এখন অবস্থিতি যাতায়াত এখানে আমার বাসিবার কোন প্রয়োজন নাই। কুরুনন্দন! তোমাতা সহিত যুধিষ্ঠিরের ও তোমার শাসনে সমস্ত পৃথিবী রহিয়াছে ॥ ৩৪

নরনাথ জনমেজয়! সংক্ষেপে মহাত্মা জনার্দন এই কথা বলিলে অমিতপ্রভাবী অর্জুন বারংবারকে সম্বোধন করিয়া অতি কষ্টের সহিত 'তাহাই হউক' এই কথা বলিলেন ॥ ৩৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বের অন্তর্গত অশ্বমেধপর্বে পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(অনুগীতাপর্ব্ব)

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য শ্রীকৃষ্ণসমীপে গীতোক্তবিষয়জিজ্ঞাসা, শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনং প্রতি সিদ্ধচরগীতঃ কাশ্যপস্য চ সংবাদকথনঞ্চ]

জনমেজয় উবাচ

সভায়াং বসতোস্তত্র নিহত্যারীন্ মহাত্মনোঃ।
কেশবার্জুনয়োঃ কা নু কথা সমভবদ্ দ্বিজ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ

কৃষ্ণেন সহিতঃ পার্থঃ খাণ্ডব্যাং প্রাপ্য কেবলম্
তস্যাং সভায়াং দিব্যায়াং বিজহার মুদা যুতঃ ॥ ২
তত্র কশ্চিৎ সতোঽদ্ভেদঃ স্বর্গোদ্দেশসমঃ নৃপ
বভূবাস্যা তৌ মুদিতৌ কৃষ্ণার্জুনৌ ॥ ৩

ততঃ প্রতীতঃ কৃষ্ণেন সহিতঃ পাণ্ডবোঽর্জুনঃ
নিহত্য তাঃ সভাঃ তস্যামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪
নিহত্যঃ যে মহারাজো সংগ্রামে সমুপস্থিতে
ভ্রাতৃব্যাস্ত্বং দেবকীনন্দনস্য তে কুলস্যৈবমব্রবম্ ॥ ৫
যৎ তত্র ভগবতা প্রোক্তং পুরা কেশব সৌহৃদাৎ
তত্ত্ব সর্বং পুরুষব্যাঘ্র নষ্টং মে ভ্রষ্টচেতসঃ ॥ ৬
ময়ি কৌতূহলা ভক্তি স্তেন ত্বাং পুনঃ পুনঃ
ব্রবীম্যেষ দ্বারকা প্রভা নষ্টবিদ্যস্য মাধব ॥ ৭

অনুগীতা পর্ব্ব

(অর্জুনের কৃষ্ণের নিকট গীতাবিষয় জিজ্ঞাসা এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে সিদ্ধ মহর্ষি এবং কাশ্যপের সংবাদ কথন।)

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজবর! শত্রুগণকে নাশ করিয়া সেই সভায় অবস্থিত মহাত্মা কেশব ও অর্জুনের কি কথা হইয়াছিল?।

বৈশম্পায়ন কহিলেন - কৃষ্ণীকুমার অর্জুন নিষ্কণ্টক ভীম রাজা প্রাপ্ত হইয়া সেই অলৌকিক সভাগৃহে হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণের সহিত বিহার করিলেন ॥ ২

তথায় একদিন যখন পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণার্জুন আনন্দিত মনে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বর্গের তুল্য সভামণ্ডলে গমন করিলেন ॥ ৩

অনন্তর প্রসন্নচিত্ত পাণ্ডুনন্দন অর্জুন কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া সেই সভা দর্শন করত এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৪

মহাবাহো! কেশবীনন্দন সংগ্রামে সমুপস্থিত হইলে আমি আপনার মাতাকে জয় করিয়াছি এবং আপনার ঐশ্বরিক প্রভাব দর্শন করিয়াছি ॥ ৫

কেশব! প্রণয়বশতঃ পূর্বে যুদ্ধকালে ভগবান্ আপনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, পুরুষপ্রধান যুদ্ধে চঞ্চলচিত্ত বশতঃ সেই সমস্ত জ্ঞান আমার নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ৬

মাধব! সেই বিষয়সমূহ শুনিবার জন্য বারম্বার কৌতূহল হইতেছে, এক্ষণে আপনি সমস্ত বারম্বা বাহিনেন; যাহা হউক আমার আমার তাহা বলুন ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন ফাল্গুনঃ প্রত্যভাষত।
পরিষজ্য মহাতেজা বচনং বদতাং বরঃ ॥ ৮

বাসুদেব উবাচ

শ্রাবিতস্ত্বা ময়া গুহ্যং জ্ঞানিভঙ্গ সনাতনম্
ধর্মং ব্রহ্মবিদাং পার্থ সর্বলোকাংশ্চ শাশ্বতান্ ॥ ৯
অমুষ্য মাগ্রহীর্বুদ্ধ্যা তদ্মে সুমহদপ্রিয়ম্।
ন চ সাস্ত পুনর্দৃষ্টিঃ স্মৃতির্বা সম্ভবিষ্যতি ॥ ১০
নূনমশ্রদ্দধানোঽসি দুর্মেধা হ্যসি ভারত।
ন চ শক্যং পুনর্বক্তুমশেষেণ তদদ্য ॥ ১১
স হি বর্ষঃ সুপর্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পরবেদনে
ন শক্যং তদহং ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ ॥ ১২
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া।
ইতিহাসং তু বক্ষ্যামি তস্মিন্নর্থে পুরাতনম্ ॥ ১৩
যথা তাং বুদ্ধিবাধায়ং সংশয়ং ব্যপনেষ্যসি
শৃণু ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ সমিতঞ্জয় সর্বশো যে ॥ ১৪

আগচ্ছদ্ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ বর্ষলোকাদরিন্দম।
ব্রহ্মলোকাচ্চ দুর্ধর্ষঃ সোঽব্যাহতঃ পুজিতোঽমরৈঃ ॥ ১৫
অব্যাহতঃ পরিপৃচ্ছন্ যদাহ ভরতর্ষভ
দিব্যেন বিধিনা পার্থ তচ্ছৃণুষাবিচারয়ন্ ॥ ১৬

ব্রাহ্মণ উবাচ।

যোঽয়ং ধর্মঃ সমাশ্রিত্য কৃষ্ণ ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
কৃতানামকৃতানাং বা ন ত্বাজ্ঞাস্যন্নরং বিভো ॥ ১৭
তং তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাবদ্মধুসূদন।
শৃণুষাবহিতো ভূত্বা গদতো মম মাধব ॥ ১৮
কশ্চিদ্ বিপ্রস্তপোযুক্তঃ কাঙ্ক্ষ্যপো ধর্মবিত্তমঃ।
আসসাদ বিভাং কাঞ্চিদ্ ধর্মাণামাগতাগমাম্ ॥ ১৯
গতাগতে সুবহুশো জ্ঞানবিজ্ঞানপারগঃ।
লোকতন্ত্রার্থকুশলঃ প্রাপ্তার্থঃ সুমহদ্যশাঃ ॥ ২০
জাতীমরণতত্ত্বজ্ঞঃ কোবিদঃ পাপ-পুণ্যয়োঃ।
ভূতানামুদ্ভবাচারাং কর্মজির্দেহিনাং গতিম্ ॥ ২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অর্জুন এই কথা বলিলে মহাতেজা বাসুদেব বাহুদ্বয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক যথাযথ বাক্যালাপ বলিলেন ॥ ৮

বাসুদেব বলিলেন—কৃতকৃত্য! আমি তোমাকে গোপনীয় গুহ্যতম ব্রহ্মতত্ত্ব এবং সনাতন পুরুষার্থের তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলাম। আপনার ধারণ, কৃতবুদ্ধি ও মনোযোগ দ্বারা তাহা গ্রহণ করিয়াছ। অবুদ্ধিবশতঃ তুমি ইহাতে সমস্ত নিষ্ঠা লোকের ধর্মের করিয়াছি। অবুদ্ধিবশতঃ তুমি ইহাতে সমস্ত নিষ্ঠা লোকের ধর্মের অপ্রিয় হইয়াছে; অধুনা সেই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আমার স্মরণ হওয়া সম্ভব হইবে না ॥ ৯-১০

পাণ্ডুনন্দন! তুমি নিশ্চয় শ্রদ্ধাহীন অবিশ্বাসী মন্দবুদ্ধি। সুতরাং সেই সমস্ত কথা অধুনা সবিস্তারে বলিতে পারিব না ॥ ১১

সেই বর্ষ পরমাত্মা-ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয়ে অতি সমর্থ ছিল, আমি সেই জ্ঞানের কথা সম্পূর্ণরূপে আর বলিতে সক্ষম হইব না ॥ ১২

সেই সময়ে আমি যোগযুক্ত সমাহিত হইয়া পরব্রহ্ম তত্ত্ব বলিয়াছিলাম। অধুনা সেই বিষয়ে পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি ॥ ১৩

রাষ্ট্রিতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! যাহার দ্বারা উত্তম বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া তোমার সংশয় বিদূরিত হইবে, আমি সেই সমস্ত বলিতেছি, তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৪

ব্রহ্মলোকের দুর্ধর্ষ অপ্রতিহত তেজসী কোন ব্রাহ্মণ মনুষ্যলোক হইতে স্বর্গলোকে হইয়া আমাদের স্থানে আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে পূজা করি, অনন্তর তাঁহাকে যে কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অলৌকিক ভাবে যাহা বলিয়াছিলেন, ভারতভূষণ পার্থ! তাহা প্রকার বিচার না করিয়া তাহা একাগ্র মনে শ্রবণ কর ॥ ১৫-১৬

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—পরমাত্মন্ কৃষ্ণ! আপনি প্রাণিগণকে কৃপা করিবার জন্য যোগেশ্বর যোগধর্ম উত্তমরূপে আমার স্থানে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, মধুসূদন! তাহা আমি আপনাকে বিশেষ ভাবে যথাবিধি উত্তর দিতেছি, আপনি সাবধান হইয়া আমার কথা শ্রবণ করুন ॥ ১৭-১৮

পূর্বে তপঃপরায়ণ ধার্মিকগণের প্রধান কাঙ্ক্ষপনামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কৃতত্ত্ববিদ্ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারগামী লোকতন্ত্রজ্ঞানকুশল, সুখ দুঃখ তত্ত্ব বেত্তা, জন্মমৃত্যুর তাৎপর্যে অভিজ্ঞ, পূর্বজন্ম স্মরণের উপায়বিদ্, পাপপুণ্যের বিশেষজ্ঞ, প্রাণিগণের কর্মানুসারে উচ্চনীচ গতির প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন। তিনি একদা কোন শিষ্যপুত্রের নিকট গমন করেন ॥ ১৯-২১

চরন্তী মুক্তসংনিদ্ধ প্রশান্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ম্
দীপ্যমানা শ্রিয়া ব্রাহ্ম্যা ক্রমমাণক সর্বশঃ ॥ ২২

অন্তর্ধানগতিজ্ঞশ্চ ক্রত্বা তত্ত্বেন কাশ্যপঃ।
তমৈবাত্মহিতৈঃ সিদ্ধৈর্যান্তং চক্রেবৈঃ সহ ॥ ২৩

সম্ভাষমাণমেবান্তে সমাসীনক তৈঃ সহ
অদৃশ্যন্তা চ গচ্ছন্তমসক্তং পবনং যথা ॥ ২৪

তং সমাসাদ্য মেধাবী স তদা দ্বিজসত্তমঃ
চরণৌ বর্ষকাণোঽস্য তপস্বী সুসমাহিতঃ।
প্রতিপেদে যথান্যায়ং দৃষ্ট্বা তদ্ভয়মুত্তমম্ ॥ ২৫

বিস্মিতস্তাদৃশং দৃষ্ট্বা কাশ্যপস্তদ্ দ্বিজোত্তমম্।
পরিচায়েন মহতা গুরুং তং পর্যতোষয়ৎ ॥ ২৬

উপপন্নক তং সর্বং প্রজ্ঞাচরিত্রসংযুতম্
ভাবেনাতোষয়চ্চৈনং গুরুবৃত্ত্যা পরন্তপঃ ॥ ২৭

তুষ্টঃ স শিষ্যায় প্রদদৌ যাবৎকামমন্বহম্
সিদ্ধিং পরাময়ক্তিপ্রেক্ষ্য শৃণু মন্তো জনার্দন ॥ ২৮

সিদ্ধ উবাচ

বিবিধৈঃ কর্মভিস্তাত পুণ্যযোনীশ্চ কেবলৈঃ।
গচ্ছন্ত্যেব গতিং মর্ত্যা দেবলোকে চ সংস্থিতিম্ ॥ ২৯

ন ত্বিহ সুখমত্যন্তং ন চিরায়ত্তা স্থিতিঃ।
স্থানাচ্চ মহতো ভ্রংশো দুঃখক্ষাৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০

অযুতা নরকাঃ প্রোক্তাঃ কষ্টা যে পাপসেবনাৎ।
কামমন্যুপরীতেন তৃষ্ণয়া মোহিতেন চ ॥ ৩১

পুনঃ পুনশ্চ মরণং জন্ম চৈব পুনঃ পুনঃ
আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ ॥ ৩২

মাতরো বিবিধা দৃষ্টাঃ পিতরশ্চ পৃথগ্বিধাঃ
সুখানি চ বিচিত্রাণি দুঃখানি চ মহান্তি চ ॥ ৩৩

প্রিয়ৈর্বিবাসো বহুশঃ সংবাসশ্চাপ্রিয়ৈঃ সহ
ধননাশশ্চ সম্প্রাপ্তো লব্ধ্বা দুঃখেন তদ্ ধনম্ ॥ ৩৪

অবমানাঃ সুকষ্টাশ্চ লব্ধাঃ শতনাথ তথা।
শারীরা মানসা ব্যাধি বেদনা দুঃসহাস্তথা ॥ ৩৫

প্রাপ্তা বিমানযানেষ্বগ্র্যা বধবন্ধাশ্চ দারুণাঃ
পতনা নিরয়ে চৈব ত্বন্তবান্ত মরক্ষয়ে ॥ ৩৬

তিনি মুক্তের ন্যায় বিগতবন্ধন, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান, প্রশান্ত, সর্ব মর্ত্য পাতকাদি সর্বপ্রকারে, তিরোহিত হইবার উপায়জ্ঞ, চক্রধারণে একজ উপনিষি, ব্রহ্মব্যাপকারী, অদৃশ্য সিদ্ধসমূহের সহিত ব্রহ্ম-লীন, তাঁহাদের সহিত কথোপকথনকারী, বায়ুর ন্যায় অবাধভাবে গমনকারী, ত্রিলোক বহির্ভাগে ভ্রমণকারী, তাঁহার এইরূপ বহিরঙ্গ ক্রিয়া দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মেধাবী তপঃপরায়ণ সর্বাভিলাষী মহর্ষি তাঁর অনুরাগে সেই মহাত্মার চরণযুগলে প্রণাম করিলেন। সেই মহৎ আশ্চর্যজনক ব্রাহ্মণজ্যোতিঃ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন এবং নিজ সেবা, গুরুভক্তি, অথবা ভাবের দ্বারা তিনি সেই সিদ্ধ মহাপুরুষকে সন্তুষ্ট করিলেন। ২১-২৭

জনার্দন! সিদ্ধের প্রতি প্রসন্নচিত্ত সেই সিদ্ধমহাপুরুষ পরমসিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ক যাহা বলিয়াছিলেন, আপনি আমার নিকট তাহা শ্রবণ করুন। ২৮

সিদ্ধ বলিলেন—বৎস কাশ্যপ! মানুষ বহুবিধ শুভ কর্মের অনুষ্ঠানের ফলে একমাত্র পুণ্য সংযোগের দ্বারা ইহলোকে উত্তম গতি এবং দেবলোকে দীর্ঘ কাল অবস্থান করে। ২৯

জীবগণের কোন স্থানে অভিলষিত সুখ হয় না, কোন উচ্চ লোকে চির দিন অবস্থিতি হয় না। কঠোর তপস্যার দ্বারা মহঃজনতঃ প্রভৃতি উচ্চ লোকসমূহ প্রাপ্ত হইলেও সেখান হইতে বারম্বার পতিত হইতে হয়। ৩০

আমি ক্ষুধায় ও কাম-ক্রোধে মোহিত হইয়া পাপ করিবার ফলে ক্লেশপ্রদ তির্যক্ আদি যোনিতে অত্যন্তদুঃখময় অযুত নরক প্রাপ্ত হইয়াছি। ৩১

পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণের ক্লেশ পাইয়াছি, বহুবিধ আহার এবং অনেক জননীর স্তন পান করিয়াছি। ৩২

নিষ্পাপ কাশ্যপ! আমি বহুবিধ মাতা এবং পৃথক্ পৃথক্ পিতা দেখিয়াছি, বহুবিধ সুখ এবং বহুবিধ দুঃখসকল ভোগ করিয়াছি। ৩৩

বহু বহুবার আমার প্রিয়জনের সহিত বিয়োগ, নির্জনের ও অপ্রীতিকর জনগণের সহিত বসবাস হইয়াছে, ক্লেশের সহিত যেখন লাভ করিয়াছিলাম, সেই ধনও নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ৩৪

রাজা এবং অন্যান্য হইতে অপমান, অতিক্লেশ, অতিশয় রাগজনিত শারীরিক ও মানসিক বেদনা পাইয়াছি। ৩৫

অতি ভীষণ অপমান ও তাড়না বধ এবং বন্ধনের যন্ত্রণা ভোগ

ভুক্তা ভোগান্ সমস্তা যাতনানি চ ভূয়িশঃ
লোকেঽস্মিন্নমুভূতানি দুঃখানি ভূশং ময়া । ৩৭
ততঃ কদাচিদ্বিপ্রর্ষে রাজরাজিরিবেন চ
লোকস্তুয় পরিত্যক্তঃ দুঃখার্তেন ভূশং ময়া । ৩৮
লোকেঽস্মিন্নমুভূয়াঽমিঃ মার্গমুষ্টিঃ ।
ততঃ নিষ্ক্রিয়ঃ প্রান্তা প্রসাদাদ্বাসুদেবো ময়া । ৩৯
নাহং পুনরিহায়ন্তা লোকানালোকয়াম্যহম্ ।
আসিষ্যেঽহং প্রজাসর্গপ্রান্তাঽপি সন্তাঃ শুভাঃ ॥৪০
উপলব্ধা দ্বিজশ্রেষ্ঠ তাবৎ নিষ্ক্রিয়তা
ইতঃ পরং পরিত্যাম ততঃ পরতরঃ পুনঃ । ৪১
ব্রহ্মণঃ পরমব্যক্তঃ যা তেঽহমুক্তা সনাতনঃ
নাহং পুনরিহায়ন্তা মর্ত্যলোকং পরন্তপ । ৪২

প্রীতোঽস্মি তে মহাপ্রাজ্ঞ ব্রূহি কিং করবাণি তে ।
বরীতুকুলপদ্মস্থা তস্য তালোঽয়মাগতঃ । ৪৩
অভিজ্ঞানে চ তদ্বহ্মং যথার্থং মামুপাগতঃ ।
অচিরাৎ তু সমিষ্যামি তেনাহং তাম্রচূড়ম্ । ৪৪
তৃণং প্রীতোঽস্মি ভবতঃ দ্বিজেন বিচক্ষণঃ ।
পরিপৃচ্ছস্ব তৃণলং তাবেহং যং তবেপ্সিতম্ । ৪৫
বহু মন্যে চ তে বুদ্ধিং তৃণং সম্পূজয়ামি চ ।
যেনাহং ভবতা বুদ্ধো মেধাবী ত্বমি তাত্ত্বম । ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আত্মদেবিকে পর্ব্বণি অনুগীতাপর্ব্বণি
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ । ৬

করিয়ামি যথালোকে নহং পতিত ইবোহ আত্ম যাবন্মাত্ম ভোগ করিয়ামি । ৩৬

ইহলোকে নিত্ত ভয়াত ভোগ এবং অনেক অনেক বিপত্তি এবং ভয়ত্রাত অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিয়াছি । ৩৭

অনন্তর অতি দুঃখিত আমি কোন সময়ে বৈরাগ্যবেতু নিরাকার নিত্যি পরব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা লোক ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছি । ৩৮

ইহলোকের দুঃখ কষ্ট অনুভব করত এই পরম পথ অবলম্বন করিয়াছি । অনন্তর পরমাত্মার কৃপায় এই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি ।৩৯

আমি আর এ সংসারে আসিব না, আমি অনন্তপ্রাপ্ত সমাধি লাভে উত্তম কোটির জীবন্মুক্ত হইয়াছি, আমি জীবন্মুক্তির প্রভাবে সমস্ত লোক চতুর্দ্দশ ভুবন দেখিতে পাইতেছি, অনন্ত যতদিন পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ মুক্তি না হয়, ততদিন আমি আমার এবং অন্য প্রাণীবৃন্দের শুভ গতি প্রত্যক্ষ করিব । ৪০

বিপ্রবর ! এই জীবন্মুক্তি রূপ উত্তমসিদ্ধি উপলব্ধি করিয়াছি । ইহার পর দেহাদিতে সত্যলোকে গমন করিব । অনন্তর পুনরায় শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপদ লাভ করিব অর্থাৎ ব্রহ্মলোক সত্যলোকে যাব করিয়া ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মকে লাভ করিব তুমি এ বিষয়ে সংশয় করিবে না । তপঃপ্রভাবে এই মর্ত্যলোকে আর আসিব না । ৪১-৪২

মহাপ্রাজ্ঞ ! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি । বল, আমি তোমার কি করিব ? তুমি যাহা পাইবার ইচ্ছা করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, তাহা প্রাপ্ত হইবার এই সময় আসিয়াছে ।৪৩

তুমি কি জন্য আমার নিকট আসিয়াছ, তাহা জানি । আমি সত্য বলিয়া যাইব, সেই হেতু আমি তোমাকে প্রশ্ন করিবার জন্য প্রেরিত করিয়াছি । ৪৪

বিচক্ষণ আমি তোমার ব্যবহারে অতিশয় প্রীত হইয়াছি । তুমি তোমার কল্যাণকর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, আমি তোমার অভিলষিত উত্তর দিব । ৪৫

ব্রাহ্মণ ! আমি তোমার বুদ্ধির বিশেষ সম্মান করিতেছি । তুমি বুদ্ধিমান্, তজ্জন্য তুমি আমাকে চিনিতে ও বুঝিতে পারিয়াছ । ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি দ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে আত্মদেবিক পর্ব্বাধিকৃত অনুগীতাপর্ব্বে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

কাশ্যপস্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলেন সিদ্ধ-মহাত্মনা জীবানাং বিবিধগতীনাং বর্ণনম্।]

বাসুদেব উবাচ

ততস্তস্যোপসংগৃহ্য পাদৌ প্রশ্নান্ সুদুর্গতান্।
পপ্রচ্ছ তাংশ্চ বর্ষীয়ান্ স প্রাহ বর্ষতৃষ্ণয়া যয়ঃ। ১

কাশ্যপ উবাচ।

কথং শরীরং চ্যবতে কথং চৈবোপপদ্যতে
কথং কষ্টাচ্চ সংসারাৎ সকলং পরিমুচ্যতে। ২

আত্মা চ প্রকৃতিং মুক্ত্বা তত্ত্বজ্ঞানীহ বিমুচ্যতি।
শরীরতন্ত্র নির্মুক্তঃ কথমন্যৎ প্রপদ্যতে। ৩

কথং শুভাশুভে চায়ং কর্মণী কুরুতে নরঃ।
উপভুঙ্‌ক্তে ক্ব বা কর্ম বিদেহস্ত্যবতিষ্ঠতে। ৪

ব্রাহ্মণ উবাচ

এবং সঙ্কোদিতঃ সিদ্ধঃ প্রশ্নান্তান্ প্রত্যভাষত
আনুপূর্ব্যেণ বাক্যৈঃ তত্ত্বে নিগদতঃ শৃণু। ৫

সিদ্ধ উবাচ।

আয়ুঃকীর্তিকরাণীহ যানি কৃত্যানি সেবতে
শরীরপ্রহরে যস্মিংস্তেষু জীবেষু সর্বশঃ। ৬

আয়ুঃক্ষয়করাণ্যাত্মা বিপরীতানি সেবতে।
বুদ্ধির্ব্যাবর্ততে চাস্য বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে। ৭

সন্ত্বং বলঞ্চ কালঞ্চ বিদিত্বা চাত্মনস্তথা
অতিবেলমুপাদত্তে অবিরুদ্ধানবান্ধবান্। ৮

যদায়মতিকষ্টানি সর্বাণ্যুপনিষেবতে।
অত্যধর্মপরি বা ভুঙ্‌ক্তে ন বা ভুঙ্‌ক্তে কদাচন। ৯

দুষ্টান্নামিষপানঞ্চ যশ্চোন্মাদিষ্টেষি চ।
শুক্লং চাপ্যতিভুঙ্‌ক্তে নাতিজীর্ণেঽপি বা পুনঃ। ১০

ব্যায়ামমতিমাত্রঞ্চ ব্যবায়ং চোপসেবতে।
সন্ততং কর্মলোভাদ্ বা প্রাপ্তং বেগং বিধারয়তে। ১১

রসাংস্তি যুক্তমন্নং বা দিবা স্বপ্নঞ্চ সেবতে।
অপকানামগতে কালে স্বয়ং দোষান্ প্রকোপয়তে। ১২

সপ্তদশ অধ্যায়।

[কাশ্যপের প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধ মহাত্মা কর্তৃক জীবের বিবিধ গতি বর্ণন।]

জীবাত্মবেব বলিলেন,—অনন্তর কাশ্যপ সেই ধার্মিকপ্রবর সিদ্ধ মহাপুরুষের চরণযুগল ধারণ করত অতি দুঃখ তাঁহার নিকটেই বর্ষবয়স্তার প্রশ্ন করিলেন। ১

কাশ্যপ বলিলেন,—দেব! জীবাত্মা কি প্রকারে দেহ হইতে বহির্গত হন্? পুনরায় কিরূপে বিভীষ শরীর লাভ করেন? জীবাত্মা কি প্রকারে দুঃখময় সংসারগতি হইতে একেবারে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন্? ২

জীবাত্মা প্রকৃতি পঞ্চীকৃত পঞ্চকৃত নির্দ্দিষ্ট স্থূল শরীর এবং পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, ক্ষোভ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণিদ্বয়, পায়ু, উপস্থ এই সপ্তদশ অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত সূক্ষ্ম শরীর কিরূপে ত্যাগ করেন এবং শরীর হইতে মুক্ত হইয়া কিরূপে অন্য শরীরে প্রবেশ করেন? ৩

মানব কৃত শুভাশুভ কর্মফল কি প্রকারে উপভোগ করে? স্থূল শরীর চলিয়া গেলে তাহার কর্ম কোথায় থাকে? ৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—বৃষ্ণিকুলধর বাসুদেব! কাশ্যপ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পর পর যাহা দিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৫

সিদ্ধমহাপুরুষ বলিলেন,—মানব ইহলোকে আয়ু এবং কীর্তিকর যে কর্ম অনুষ্ঠান করে, তাহাই শরীরপ্রাপ্তির কারণ হয়। যে প্রহরে সে সেই সকল কর্ম আপনার ফলদান করত ক্ষীণ হইয়া যায়। তৎকালে জীবের আয়ুঃ ক্ষয় হয়। সেই অবস্থায় সেই মানব বিপরীত কর্মের আচরণ করে, বিনাশকাল উপস্থিত হইলে তাহার বুদ্ধি বিপরীত হইয়া যায়। ৬-৭

সেই মানব আপনার সত্ত্বগুণ এবং বলবীর্য সময় জানিয়াও মন আয়ত্ত না থাকায় অসময়ে আপনার প্রকৃতির বিরুদ্ধভাবী বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া থাকে। ৮

কখনও অতিরেকসহকারে যত্নসহকারে ভোজন করে; কখনও অতি ভোজন করিয়া থাকে, আবার কখনও ভোজন করে না। ৯

পুনরায় পরিপাক না হইলেও দূষিত অন্ন, আমিষ মদ্যের পানীয়, দুষ্টজনের, দুষ্ট সহ মংস্য এইরূপ সন্তাপ-বিষ গুরুপাক দ্রব্যও অপরিমিত ভোজন করে। ১০

অতিশয় ব্যায়াম বা স্ত্রীসঙ্গ করে। নিত্য কর্ম করিবা মাত্রেরই মলমূত্রের বেগ ধারণ করিয়া থাকে। ১১

কখনও বিষমিশ্রিত অন্নভোজন করে, কখন দিবাভাগে নিদ্রা যায়, পরিপাক হইবার পূর্ব্বেই অন্নাদি ভোজন করিয়া থাকে

অথোদ্রেকোপসাদ্য রোগঃ লঙ্ঘতে মরণান্তিকম্
অপি যোদ্ধুরবাপ্নোতি পরীতাপি ব্যবস্যতি । ১৩
তস্য তৈঃ কায়বৈর্গুণ্যৈঃ শরীরং চ্যবতে তদা।
জীবিতং প্রোচ্যমানং তদ্ যথাবদুপধারয় । ১৪
উদ্যা প্রকুপিতঃ কায়ে তীব্রবায়ুসমীরিতঃ
শরীরমনুপর্যেত্য সর্বান্ প্রাণান রুণদ্ধি বৈ । ১৫
অত্যর্থং বলবানুষ্মা শরীরে পরিকোপিতঃ।
তিনত্তি জীবস্থানানি মর্মাণি বিদ্ধি তত্ত্বতঃ । ১৬
ততঃ সংবেদনঃ সদ্যো জীবঃ প্রচ্যবতে ক্ষণাৎ
শরীরং ত্যজতে তস্মিন্নুষ্মবানেষ মর্মসু । ১৭
বেদনাভিঃ পরীতাত্মা তদ্ বিদ্ধি দ্বিজসত্তম
জাতীমরণসংবিগ্নঃ সততং সর্বজন্তবঃ । ১৮
মৃত্যুন্তে সংস্থাজন্তুশ্চ শরীরাণি বিমুঞ্চতি।
গর্ভসঙ্ক্রময়ে চাপি মর্মস্থানাভিদর্শনে । ১৯

তাদৃশীমেব লঙ্ঘতে বেদনাং মানবঃ পুনঃ।
ভিন্নসন্ধিস্থঃ ক্লেদমন্থিঃ স লঙ্ঘতে নরঃ । ২০
যথা পক্কমু ভূতেষু সম্ভূতত্বং নিষচ্ছতি
তৈস্তাংশ্চ প্রকুপিতঃ কায়ে তীব্রবায়ুসমীরিতঃ । ২১
যা স পক্কমু ভূতেষু প্রাণাপানে ব্যবস্থিতঃ।
স পক্কত্বাৎ্গো বায়ুঃ কৃষ্ণায়ুক্তা শরীরিণঃ । ২২
শরীরক ভতাত্যোষ্ণ নিষ্কম্প্যসন্ধ দৃশ্যতে ।
স নিয়ন্তা নিষ্কম্প্যাসো নিঃশ্রীকো হতচেতনঃ । ২৩
ব্রহ্মণা সম্পরিত্যক্তো মৃত ইত্যুচ্যতে নরৈঃ
প্রোক্তোভিবৈর্বিজানাতি ইন্দ্রিয়ার্থান্ শরীরভৃৎ ।২৪
তৈরেব ন বিজানাতি প্রাণাদানাহতস্তথা
তত্রৈষ কুরুতে কায়ে যঃ স জীবঃ সনাতনঃ । ২৫
তথা যথাযথং তত্ত্বং মৃক্তঃ সাংখ্যপাতে ক্ষিতি ক্ষিতি
তত্তত্বর্থ বিজানীহি শাস্ত্রদৃষ্টং হি তৎ তথা । ২৬

এইভাবে বেদয়িত্ব বাতাদি ও তাহাদি ধাতুকে বিশেষ ভাবে কুপিত করে । ১২

বীর রোগ কুপিত হইবার জন্য প্রাণবায়ুকে রোগ উপস্থিত হয়। অথবা রোগ পূর্ণ বৃদ্ধি বলে উদরকে মরণালয়ে গমন করিয়া থাকে । ১৩

এই সকল কারণের জন্য জীবের শরীর সত্বর জীব হইতে থাকে। জীবন কেমনভাবে হয় আমার কথা তুমি উত্তমরূপে অবগত হও ।১৪

শরীরের ত্যাগ ও বাহ্য বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া সমস্ত দেহ আশ্রয় করত প্রাণাদি সকল বায়ুকেই রুদ্ধ করিয়া থাকে । ১৫

অতিশয় বলবান্ উষ্মা শরীরে প্রকোপিত হইয়া জীবের মর্মস্থানসকল ভেদ করে। এই কথা তুমি যথাযথভাবে বিদিত হও । ১৬

অনন্তর জীবাত্মা বেদনাযুক্ত হইয়া শরীর হইতে সদ্যঃ নিষ্ক্রান্ত হয়। মর্মসকল ছিন্নভিন্ন হইলে জীব সমস্ত শরীর ত্যাগ করিয়া থাকে । ১৭

হে দ্বিজবর! মরণ সময়ে জীবের দেহ মন বেদনাযুক্ত হয়। তুমি আমার এই কথা অবগত হও। এইরূপ সমস্ত জীবগণ জন্ম-[মরণের ভয়ে হইয়া থাকে । ১৮

বিপ্রশ্রেষ্ঠ! জীবযুক্ত মৃতসময় জীবের শরীর ত্যাগ দেখিয়া থাকেন। মানব গর্ভ প্রবেশকালে এবং গর্ভ হইতে নির্গত হইবার সময়ও এইরূপ বেদনা অনুভব করে। মৃত্যুকালে জীবের সন্ধিসমূহ ছিন্ন হইতে থাকে। পুনরায় জন্মসময়ে এই মানব গর্ভের জলে ছিন্ন হইয়া অতিশয় বেদনা লাভ করে । ১৯-২০

অন্ন প্রভৃতির তীব্র বায়ু দ্বারা সকলিত হইয়া বৈত্যাবেদু প্রকুপিত যে বায়ু ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূত শরীর দেহে হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপানস্থিত তারা এই পঞ্চভূত-সম্ভূত দেহকে নাশ করিয়া থাকে। সেই প্রাণরূপ আত্মা অতি কষ্টে শরীর ত্যাগ পূর্বক উর্ধ্বলোকে চলিয়া যান্ । ২১-২২

এইরূপ জীব যখন শরীর ত্যাগ করেন, তখন শরীর উষ্ণ,নি-শ্বাস-রহিত কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহাতে উষ্মা থাকিয়া শোভা-হীন চেষ্টনাশূন্য হয়। জীবাত্মাত্যক্ত দেহকে মৃত বলা হইয়া থাকে । ২৩।

শরীরবাসী জীব ইন্দ্রিয় যোগ দ্বারাই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি বিষয়সকল বিদিত হইয়া তাহাদের দ্বারা আহারসম্ভূত প্রাণভূতকে জানিতে পারেন না। সেই শরীরে অবস্থানপূর্বক যিনি কার্য করেন, তিনি সনাতন জীব । ২৪-২৫

এইরূপ যোন কোন শরীরাবে যে যে অঙ্গ-সমূহ থাকে, সেই সেই স্থানের ধর্ম বলিয়া তুমি অবগত হও, তারপর, পাঞ্চে তত্তদাই দেখা যায় । ২৬

তেষু সর্বসু ভিন্নেষু ততঃ স সমুদীরয়ন্
আবিশ্য হৃদয়ং জন্তোঃ সত্ত্বং চাপ্য কৃণদ্ধি বৈ । ২৭
ততঃ সঞ্চেতনো জন্তুরীক্ষতেঽনাদি ত্রিগুণ ।
তমসা সংবৃতজ্ঞানঃ সংবৃতত্বেন সর্বসু ।
স জীবো নিরধিষ্ঠানস্তালাতে মাতরিশ্বনা । ২৮
ততঃ স তা মহোচ্ছ্বাসা ভূমমুচ্ছ্বসা দারুণম্
নিষ্ক্রামন্ কম্পয়ত্যাশু তদ্ধারীরমচেতনম্ । ২৯
স জীবঃ প্রচ্যুতঃ কায়াৎ কর্মভিঃ বৈঃ সমাবৃতঃ ।
অভিতঃ বৈঃ শুভৈঃ পুণ্যৈঃ পাপৈর্বাপ্যুপপদ্যতে ।৩০
ব্রাহ্মণা জ্ঞানসম্পন্না যথাবচ্ছ্রুতনিশ্চয়াঃ
ইতরং কৃতপুণ্যা বা তং বিজানন্তি লক্ষণৈঃ । ৩১
যথান্ধকারে ঘটোঽন্ত লীয়মানো ততস্ততঃ
চক্ষুষ্মন্ত প্রপশ্যন্তি তথা চ জ্ঞানচক্ষুষঃ । ৩২
পশ্যন্তোঽবিধিং সিদ্ধা জীবং বিদ্যেন চক্ষুষা
চ্যবন্তং জায়মানং বোনিং চানুপ্রবেশিতম্ । ৩৩

তস্য স্থানানি দৃষ্টানি ত্রিবিধানীহ শাস্ত্রতঃ
কর্মভূমিরিয়ং ভূমির্যত্র তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ । ৩৪
ততঃ শুভাশুভং কৃত্বা লভন্তে সর্বদেহিনঃ
ইহৈবোচ্চাবচান্ তোগান্ প্রাপ্নুবন্তি স্বকর্মভিঃ । ৩৫
ইহৈবাশুভকর্মাণঃ কর্মভিনিরয়ং গতাঃ ।
অবাগ্গতিপ্রিয়াঃ কষ্টা যত্র পচ্যন্তি মানবাঃ ।
তস্মাৎ সুদুর্লভো লোকো লব্ধ্যস্ত্যাত্মা ততো ভৃশম্ ।৩৬
ঊর্ধ্বং তু জন্তবো গত্বা যেষু স্থানেষ্ববস্থিতাঃ ।
কীর্ত্যমানানি তানীহ তত্ত্বতঃ সংনিবোধ মে । ৩৭
তচ্ছ্রুত্বা নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিং বুধ্যেথা যৎ কর্মনিশ্চয়ম্
তারারূপাণি সর্বাণি যত্রৈতচ্ছ্রূয়তে মণ্ডলম্ । ৩৮
যত্র বিভ্রাজতে লোকে যশসা সূর্যমণ্ডলম্
স্থানাদেতানি জানীহি জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ । ৩৯
কর্মভূমাত্ত্ব যে সর্বে চ্যবন্তে বৈ পুনঃ পুনঃ ।
তস্মাদপি চ বিশেষোঽস্তি বিধি নীচোচ্চমধ্যমাঃ । ৪০

সেই সত্ত্বিধানসকল ভিন্ন হইলে অনন্তর সেই বায়ু জীবের হৃদয়ে আবিষ্ট হইয়া সমুদ্ভূতিকে সম্যক নিরুদ্ধ করিয়া থাকে । ২৭

অনন্তর অজ্ঞান উপস্থিত হইলে জীব সচেতন থাকিলেও কিছুই বুঝিতে পারে না ; তাহার, তৎকালে তমোগুণের দ্বারা জ্ঞান সমাবৃত হয় । স্থানসকল সমাচ্ছন্ন হইয়া যায় সেই সময়ে সেই নিরাশ্রয় জীব বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে । ২৮

অতঃপর সেই জীবাত্মা পুনঃ পুনঃ অতিশয় ভয়ানক দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করত বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইতে থাকেন । তখন অচেতন সেই শরীর সহসা কম্পিত হয় । ২৯

জীব কর্মসমূহের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া শরীর হইতে নির্গত সেই জীব নিজ কৃত পুণ্য অথবা পাপকর্মসমূহের দ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে । ৩০

যথাযথভাবে শাস্ত্র অধ্যয়নকারী জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ নানা-বিধ লক্ষণের দ্বারা এই জীব পাপী অথবা পুণ্যবান্, ইহা অবগত হন । ৩১

যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অন্ধকারে ইতস্ততঃ বিলীন ঘটোত্ত-সমূহকে দেখিতে পান, তদ্রূপ দিব্যচক্ষুসম্পন্ন সিদ্ধগণ দিব্যচক্ষুর দ্বারা যেরূপত্যাগ সময়ে যোনিপ্রবেশ এবং জন্মকালে জীবকে দেখিতে পাইয়া থাকেন । ৩২-৩৩

স্থান অনুসারে জীবের তিন প্রকার স্থান দৃষ্ট হয়— মৃত্যুলোক, স্বর্গলোক এবং নরক । যেখানে জীবগণ অবস্থান করে, সেই ভূমি কর্মভূমি বলে । ৩৪

অতঃপর ইহলোকে শুভ অশুভ কর্ম করত মানবগণ স্ব স্ব কর্মফলের দ্বারা তারতম্য ভোগ করিয়া থাকে । ৩৫

এই সংসারে পাপকর্মকারীরা স্ব স্ব কর্ম অনুসারে নরকে গমন করে তাহা জীবের অধোগতি যাহাতে মানবগণ অতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করা অতি দুষ্কর । অতএব নরক হইতে আপনাকে বিশেষভাবে রক্ষা করা কর্তব্য । ৩৬

প্রাণিগণ স্বর্গাদি উর্দ্ধলোকে গমনপূর্বক যে যে স্থানে অবস্থান করে, সে সকল স্থানের কথা বলিতেছি, তুমি আমার নিকট তাহা বিশেষভাবে অবগত হও । ৩৭

তাহা শুনিলে তোমার কর্মসমূহের প্রতি নিশ্চয়ই হইয়া যাইবে এবং নিশ্চলা বুদ্ধি লাভ করিবে । যে স্থানে তারাগণ এবং এই চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত, যে স্থানে সূর্য তাঁহার প্রভার দেদীপ্যমান, এই সকল স্থান পুণ্যকারিগণের বসিবার জানিবে । ৩৮

পুণ্যকর্ম করিলেও তাহারা বারংবার যথা হইতে পতিত হইয়া যাতায়াত করিতে থাকে । আবার স্বর্গেও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন ভেদ আছে ।৪০

ন চ তত্রাপি সন্তোষো দৃষ্ট্বা দৌষ্টুল্যমাত্মজাঃ।
ইত্যেতা গর্ভতঃ সর্ব্বাঃ পৃথগ্‌বৃত্তে সমুদীরিতাঃ। ৪১
উপপত্তিস্তু বক্ষ্যামি গর্ভস্যাস্যবতঃ পরম্
তথা তস্মে নিগদতঃ শৃণুষ্বাবহিতো দ্বিজ। ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আদ্যবৈধিকে পর্ব্বণি অনুশীতাপর্ব্বণি
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ। ১৭

সেখানে এত উচ্চমঞ্চের ঐশ্বর্য্য দেখিবার মুহূর্ত্তমধ্যের সন্তোষ হয় না। তাঁহাদের এইরূপ প্রতিমধুর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিলেন। ৪১

অতঃপর জীব গর্ভে যখন যেরূপ কি প্রকারে তত্ত্ব পরিচয় করে, বিপ্রবর! তাহা আমি বলিতেছি, তুমি আমার নিকট একাগ্রচিত্তে সেই বিষয় শ্রবণ কর। ৪২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আদ্যবৈধিকপর্ব্বান্তর্গত অনুশীতাপর্বে সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[জীবস্য গর্ভপ্রবেশঃ, আচারধর্ম্মঃ, কর্ম্মফলানামনিবার্য্যতা, সংসারিতরণকেতোত্তেষামুপায়কথনম্]

ব্রাহ্মণ উবাচ

শুভানামশুভানাঞ্চ নেহ নাশোঽস্তি কর্ম্মণাম্
প্রাপ্য প্রাপ্যানুপচ্যন্তে ক্ষেত্রং ক্ষেত্রং তথা তথা ১
যথা প্রসূয়তে মানুষ্যং ফলী সম্ভাব্য ফলং বহু
তথা স্যাদ্ বিপুলং পুণ্যং শুভেন মনসা কৃতম্ ২
পাপং চাপি তথৈব স্যাৎ পাপেন মনসাকৃতম্
পুরোধায় মনো হীদং কর্ম্মাত্মা প্রসর্পতে। ৩
যথা কর্ম্মসমাবিষ্টঃ কামমন্যুসমাবৃতঃ
ব্রজতে গর্ভঃ প্রবিশতি তচ্চাপি শৃণু চোত্তরম্। ৪

শুক্রং শোণিতসংসৃষ্টং স্ত্রিয়া গর্ভাশয়ং গতম্।
ক্ষেত্রং কর্ম্মতমাহুস্তে শুভা যা যদি বাশুভম্। ৫
সৌম্যাদ্যবায়ুকৃতাদ্যাচ্চ ন চ ক্ষুদ্রং সজন্তি
সম্প্রাপ্য ব্রাহ্মণঃ কামং তস্মাৎ তদ্ ব্রহ্ম শাশ্বতম্। ৬
তদ্ বীজং সর্ব্বভূতানাং তেন জীবন্তি জন্তবঃ
স জীবঃ সর্ব্বগাত্রাণি গর্ভস্যাবিশ্য জাগর্ত্তি। ৭
যথাগ্নি ক্ষেত্রসংস্থঃ সন্ প্রাণসঞ্চারমেত্যসৌ
তথা লোহস্য নিঃসাম্যো নিষিক্তো বিশ্ববিগ্রহম্।
উপৈতি তদ্ বিজাতীহি গর্ভে জীবপ্রবেশনম্। ৯

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[জীবের গর্ভপ্রবেশ, আচার ধর্ম্ম, কর্ম্মফলের অনিবার্য্যতা ও সংসারতরণের উপায় কথন।]

সিদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—কাশ্যপ! ইহ সংসারে শুভাশুভ কর্ম্মসমূহের ফল ভোগ বিনা ক্ষয় হয় না। তাহারা যখন যেখান ক্ষেত্র, ক্ষয়ে, তদনুসারে প্রত্যেক পর এক শরীর ধারণ পূর্ব্বক আপনার ফলপ্রদান করিয়া থাকে। ১

যেরূপ ফলদাতা বৃক্ষ ফলিবার সময় প্রচুর ফলদান করে, তদ্রূপ শুভমনে অনুষ্ঠিত পুণ্যের ফল অধিক হয়। ২

সেইরূপই কলুষিত হৃদয়ে কৃত পাপের ফল অধিকতর হয়। কেননা জীবাত্মা মনকে সম্মুখে রাখিয়া প্রত্যেক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ৩

যেরূপে কামক্রোধে সমাকুল হইয়া কর্ম্মবশে আবদ্ধ হইয়া গর্ভে প্রবেশ করে, তাহারও উত্তর শ্রবণ কর। ৪

শুক্র শোণিতসংসৃষ্ট স্ত্রিয়া গর্ভাশয়ে গত।
ক্ষেত্র কর্ম্মতমাহুস্তে শুভা যা যদি বাশুভম্। ৫
সৌম্যাদ্যবায়ুকৃতাদ্যাচ্চ ন চ ক্ষুদ্রং সজন্তি
সম্প্রাপ্য ব্রাহ্মণঃ কামং তস্মাৎ তদ্ ব্রহ্ম শাশ্বতম্। ৬
তদ্ বীজং সর্ব্বভূতানাং তেন জীবন্তি জন্তবঃ
স জীবঃ সর্ব্বগাত্রাণি গর্ভস্যাবিশ্য জাগর্ত্তি। ৭
যথাগ্নি ক্ষেত্রসংস্থঃ সন্ প্রাণসঞ্চারমেত্যসৌ
তথা লোহস্য নিঃসাম্যো নিষিক্তো বিশ্ববিগ্রহম্।
উপৈতি তদ্ বিজাতীহি গর্ভে জীবপ্রবেশনম্। ৯

জীব শুক্র শোণিত সংসৃষ্ট স্ত্রীর গর্ভাশয়ে গত হয়। অনন্তর নারীর গর্ভাশয়ে রজের সহিত মিশ্রিত হয়। পরে কর্ম্মবশে শুভ বা অশুভ শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫

জীব বীর অভিপ্রায়ানুসারে (অর্থাৎ জন্মান্তরীয় কর্ম্মবশে) এ-শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বতন্ত্রতা এবং অব্যক্তভাবের কারণত্ব সহিত সংসক্ত হয় না, যেহেতু জীব শাশ্বত পরমাত্মা এবং পরব্রহ্মস্বরূপ। ৬

ঐ জীব সর্ব্বভূতের বীজ, কেননা তাহার দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণ জীবিত থাকে সেই জীবাত্মা গর্ভের সর্ব্ব অংশে প্রবেশ করত তাহার প্রত্যেক অঙ্গে চেতনা দান করে। প্রাণের যখন যেরূপ অবস্থান পূর্ব্বক সমস্ত অঙ্গকে সঞ্চালিত করেন, তখন সেই গর্ভ চেতনা-সম্পন্ন হইয়া থাকে। ৭-৮

দ্রবীভূত উত্তপ্ত লৌহ যেমন ছাঁচে ঢালাই করা হইলে তাহা-

লোহপিণ্ডং যথা বহ্নিঃ প্রবিশ্য দ্রুতিতাপয়েৎ।
তথা ধর্মমপি জানীহি গর্ভে জীবোপপাদনম্ ॥ ১০
যথা চ দীপঃ শরণে দীপ্যমানঃ প্রকাশতে।
এবমেব শরীরাণি প্রকাশয়তি চেতনা ॥ ১১
যদ্ যচ্চ দুষ্কৃতে কর্ম শুভং বা যদি বাঽশুভম্।
পূর্বদেহকৃতং সর্বমনুভুঙ্‌ক্তে দুজোত্তম ॥ ১২
ভক্তস্য ভোক্তৃতে চৈব পুণ্যপাপাভ্যং প্রাণিনঃ।
যাবৎ তন্মোক্ষযোগস্তু ধর্ম নৈবাবসূয্যতে ॥ ১৩
তত্র কর্ম প্রবক্ষ্যামি সুখী ভবতি যেন বৈ
আবর্তমানো জাতীষু যথাভোগাংশ্চ সন্তত ॥ ১৪
দ্বাদশ ব্রতচর্য্যাং যথোক্তাং ব্রহ্মবাদিনম্
দমঃ প্রশান্ততা চৈব কৃতানাং চানুকম্পনম্ ॥ ১৫
সংযমান্তানুশংস্যঞ্চ পরস্বাদানবর্জনম্
বাণীকায়মনঃকর্মণ কৃতানাং মনসা স্মৃতি ॥ ১৬
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষা দেবতাতিথিপূজনম্।
গুরুপূজা তথা শৌচং নিত্যমিন্দ্রিয়সংযমঃ ॥ ১৭
প্রবর্তনং শুভানাঞ্চ তৎ সত্যং বৃত্তমুচ্যতে
তত্তো ধর্মঃ প্রভবতি যঃ প্রজাঃ পাতি শাশ্বতীঃ ॥ ১৮
এষ সংজ্ঞ সদা পন্থাস্তমাশ্রিত্যা ক্রিয়া দ্বিজৈঃ।
আচারো ধর্মমাহাহুর্যস্মিন্নাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৯
তেষু তৎ ধর্ম নিক্ষিপ্তং যঃ স ধর্মঃ সনাতনঃ
বক্তা সম্ভবিতাস্তস্য ন স দুর্গত্বিয়াস্থাতে ॥ ২০
অতো নিষ্ক্রম্যতে লোকাৎ প্রচারান্ ধর্ম বন্ধুন্।
বন্ধ যোনী চ মুক্তস্ত স এতত্তো বিশিষ্যতে ॥ ২১
বর্তমানস্ত ধর্মেণ শুভং যত্র যথা তথা
সংসারস্যান্তং দ্রষ্টা কালেন মহতা ভবেৎ ॥ ২২
এষা পূর্বকৃতং কর্ম বিদ্যাঃ ভূতং প্রশস্যতে।
সর্বং তৎ কারণং যেন বিকৃতিস্তৎসমিতাগতঃ ॥ ২৩
শরীরগ্রহণং চাস্য যেন পূর্বং প্রকল্পিতম্।
ইত্যেষঃ সংশয়ো লোকে তত্ত্ব বক্ষ্যামাহং পরম্ ॥ ২৪

ভক্তন আকার ধারণ করে, ঐরূপ গর্ভে জীবের প্রবেশ জানিবে অর্থাৎ কর্মবশে জীব যেরূপযোনিতে প্রবিষ্ট হয় তাহার শরীরও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ৯

অগ্নি যেমন লৌহপিণ্ডে প্রবেশ করত অভিশয় প্রতপ্ত করে ঐরূপে গর্ভে জীবের প্রবেশ হয় এবং জীবাত্মা চৈতন্য দান করে—তুমি এরূপ জানিবে। ১০

যেমন জাজ্বল্যমান দীপ সমস্ত গৃহ উদ্ভাসিত করে, তদ্রূপ জীবের চৈতন্য সমস্ত অবয়বকে প্রকাশিত করিয়া থাকে ॥১১

মানব শুভ অথবা অশুভ যে যে কর্ম করে, পূর্ব জন্মের শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত সে সমস্ত কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। ১২

উপভোগের দ্বারা পূর্ব কর্ম ক্ষয় হয়। পুনরায় নূতন নূতন কর্ম সঞ্চয় হইতে থাকে, যতদিন পর্যন্ত মোক্ষযোগের ধর্ম বিশেষ রূপে আশ্রয় না করে। ১৩

সাধুশ্রেষ্ঠ! তিন তিন যোনিতে ভ্রমণশীল জীবের যেরূপ কর্ম অনুষ্ঠানে সুখ হয় অর্থাৎ মুক্তি নিকটবর্তী হইতে পারে, তাহা আমি বিশেষভাবে বলিতেছি। ১৪

দান, ব্রত, ব্রহ্মচর্য, যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন, বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ, স্থিরতা, সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়া, সংযম, কোমলতা, পরধন গ্রহণ ত্যাগ, জগতে মনের দ্বারাও প্রাণিসমূহের অপ্রিয় কর্ম না করা, শিষ্টাচারের সেবা, কোমল অন্তঃকরণের প্রসন্নতা, ক্ষমা, সৌচ, সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযম, শুভকর্মসকলের প্রবর্তন—এই সকল সাধুগণের দ্বারা অনুমোদিত আচার; ইহার অনুষ্ঠানে ধর্ম হয়, যাহা প্রজামিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। ১৫-১৮

সাধুগণের দ্বারা সমস্ত এইরূপ আচারে যেখা যায় সাধুধর্মের চরিত্রেই ধর্মের অটল স্থিতি হয়। শুভ আচারেই ধর্মের পরিচয় লাভ করে। প্রথাপ্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষগণ শাস্ত্রাচারবিধি বইয়া অবস্থান করেন। ১৯

তাঁহাদিগের দ্বারা পূর্ণপ্রতিষ্ঠা লাভেই ধর্ম অবস্থিত। তাহাই সনাতন ধর্ম বলিয়া থাকে। যিনি সেই সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। ২০

অতএব ধর্মবন্ধনবিহীন লোককে নিন্দা করা হয়। যিনি যোগী এবং মুক্ত, তিনি এই সব ধর্মবন্ধনের বাহিরে উৎকৃষ্ট ॥২১

যিনি ধর্মাচরণ করেন, তিনি যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন শুভ ফলপ্রাপ্ত হন। তাঁহার সংসারযোগ হইতে উত্তরণ বহুকালে হইয়া থাকে। ২২

এইরূপ জীব যাহা পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়। এই আত্মা নির্বিকার রূপ হইতেও বিকৃত হইয়া জগতে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাহার কারণ কর্ম। ২৩

শরীরসাধনং কৃত্বা সর্বলোকপিতামহঃ।
লোকান্যনন্তরূন্ ব্রহ্মা কৃতবান্ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥ ২৫
ততঃ প্রধানমসৃজৎ প্রকৃতিং স শরীরিণাম্।
যদ্যা সর্বমিদং ব্যাপ্তং যং লোকে পশ্যসি দ্বিজ ॥ ২৬
ইদং তৎকরমিত্যুক্তং পরং ব্রহ্মসনন্তনম্।
ত্রয়াণাং দ্বিগুণং সর্বমেকৈকস্য পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৭
অসৃজৎ সর্বভূতানি পূর্বসৃষ্টঃ প্রজাপতিঃ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি ইত্যেষা লৌকিকী শ্রুতিঃ ॥ ২৮
তস্য কালপরীমাণমকরোৎ স পিতামহঃ।
ক্ষুদ্রেষু পরিবৃত্তিষু পুনরাবৃত্তিষেব চ ॥ ২৯
যথাত্র কল্পিতো বাধী দৃষ্টান্তঃ পুরুষস্মৃতি।
যং প্রবক্ষ্যামি তৎ সর্বং যথাবদনুপশ্যতে ॥ ৩০
পূর্ব-দুঃখে যথা সম্যগাসীত্তো যঃ প্রপদ্যতি।

কায়ং চাপ্যেষ্যসঙ্ঘাতং বিনাশং ফর্মসাহিতম্ ॥ ৩১
যচ্চ কিঞ্চিৎসুখং তচ্চ দুঃখং সর্বমিতি স্মরন্।
সংসারসাগরং ঘোরং তরিষ্যতি সুদুস্তরম্ ॥৩২
তাভ্যামন্তরয়োর্যৈস্তু সমাবিষ্টঃ প্রধানবিৎ
চেতনাবংস্তু চৈতন্যং সমং ভূতেষু পশ্যতি ॥ ৩৩
বিবিচ্যতে ততঃ ক্ষেত্রং মার্গমাণঃ পরং পদম্।
তত্ত্বোপদেশং বক্ষ্যামি যথাতত্ত্বেন সত্তম ॥ ৩৪
শাশ্বতস্যাব্যয়স্যাথ যদ্যদা জ্ঞানমুত্তমম্।
প্রোচ্যমানং ময়া বিপ্র নিবোধেদমশেষতঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

আত্মার সহীত যাহার পুত্রে কে প্রচলন করিয়াছিল এইরূপ সংশয় লোকের হয়। অতএব আমি তাহার উত্তর দিতেছি। ২৪

সমস্ত প্রজাসৃষ্টির নিমিত্তভূত ব্রহ্মা প্রথমে স্বয়ং আপনার শরীর সৃজন করত সমস্ত লোকের স্রষ্টা ও সৃজন করিয়াছিলেন। ২৫

অনন্তর প্রধান নামক তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। তিনি দেহধারিগণের প্রকৃতি, যাঁহার দ্বারা নিখিল বিশ্ব ব্যাপ্ত, এজন্য যাঁহাকে বিশ্বজনক মূল প্রকৃতি বলিয়া অবগত আছেন। ২৬

এই প্রকৃত ত্রিগুণ ব্রহ্ম (অব্যক্ত)। ইহা হইতে তিন শ্রেষ্ঠ ও সনাতন জীবাত্মা অক্ষর বলিয়া কথিত হন। (ইহাদের উভয় হইতে বিলক্ষণ পুরুষোত্তম পরমাত্মা) এই অনাদির মধ্যে যে দুই তত্ত্ব ক্ষর এবং অক্ষর, সেই দুটি ত্রিগুণ জীবের পৃথক্ পৃথক্ হয়। ২৭

প্রতিকল্পিত সর্বগুণ প্রজাপতি সমস্ত স্থাবরভূত এবং জঙ্গম-প্রাণিসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন,— পুরাতন শ্রুতি ইহা বলেন। ২৮

পিতামহ ব্রহ্মা জীবের জীবনকাল কত হবে, কতদিন সে বাঁচিবে, ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ, পরলোক হইতে সংসারে পুনরাগমন প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। ২৯

পুরুষতত্ত্বে আত্মদর্শনকারী কোন বেত্তারী পুরুষ সংসারের অনিত্যতার কথা যেরূপ বলেন, আমিও সেই রূপই বলিব আমার কথিত সেই সব কথা অবশ্যই যথার্থ ও সত্য হইবে। ৩০

যে মানব সুখ ও দুঃখ অনিত্য বলিয়া বিদিত হন, শরীর অপবিত্র বস্তুসমূহের সঙ্ঘাত ইহা জানেন এবং বিনাশ অবশ্যই হবে বলিয়া মনে করেন এবং যাহা কিছু সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তৎসমুদায়ই দুঃখ, ইহা সতত স্মরণ করেন, তিনি অতি দুস্তর সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যান। ৩১-৩২

যে পুরুষ জড়, মূঢ়তা এবং লোভের দ্বারা সমাবৃত প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিকে জানেন এবং সমস্ত চেতনাবিশিষ্ট ভূতসমূহে চৈতন্যকে সমানরূপে দর্শন করেন, তিনি জাগতিক সমস্ত পদার্থে উদাসীন হইয়া পরম পদের অনুসন্ধানে নিরত থাকিয়া ভোগসমূহ হইতে বিরত হইয়া যান। সাধুশ্রেষ্ঠ! সেই পুরুষের যাহা জ্ঞানগম্য তাহা আমি যথাযথ ভাবে বলিব। ৩৩-৩৪

তাঁহার জড় শাশ্বত, নিত্য ও অবিনাশী বিনাশশূন্য পরমাত্মজ্ঞান উপদেশ করিব। বিপ্রবর! আপনি সম্পূর্ণভাবে তাহা বিদিত হউন। ৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শুক-শিষ্যয়োঃ সংবাদে মোক্ষপ্রাপ্তেরুপায়বর্ণনম্]

ব্রাহ্মণ উবাচ।

যঃ ন্যায়েনাশ্রমান্ সর্বানুৎসৃজ্যেহ কিঞ্চিচ্চিন্তয়ন্।
পূর্বং পূর্বং পরিত্যজ্য স তীর্ণো বন্ধনাদ্ ভবেৎ। ১

সর্বনিদ্রঃ সর্বসহঃ শত্রে মিত্রে জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বাপেক্ষতেঽন্যদ্রব্যান্ত আত্মবান্ ন বিভেতি নঃ। ২

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যশ্চরেদ্ভিক্ষুতঃ শুচিঃ।
অমানী নিরহঙ্কারঃ সর্বতো মুক্ত এব সঃ। ৩

জীবিতং মরণং চোভে সুখ-দুঃখে তথৈব চ।
লাভালাভে প্রিয়-দ্বেষ্যে যঃ সমঃ স চ মুচ্যতে। ৪

ন কস্যচিৎ স্পৃহয়তে নাবজানাতি কিঞ্চন।
নির্দ্বন্দ্বো বীতরাগাত্মা সর্বতো মুক্ত এব সঃ। ৫

অনমিত্রশ্চ নির্বন্ধুরনপত্যশ্চ যঃ ক্বচিৎ।
তাক্তধর্মার্থকামশ্চ নিরাকাঙ্ক্ষী চ মুচ্যতে। ৬

নৈব ধর্মী ন চাধর্মী পূর্বোপচিতহায়কঃ।
ধাতুক্ষয়প্রশান্তাত্মা নির্দ্বন্দ্বঃ স বিমুচ্যতে। ৭

অকর্মবান্ বিকাম্যশ্চ পক্ষেজ্ঞয়নবর্জিতম্।
অধ্বনদূষণা নিত্যা ভক্ত-মূত্রা-করমুক্তম্। ৮

বৈরাগ্যবুদ্ধিঃ সততমাত্মন্যাত্মব্যপেক্ষকঃ।
আত্মবন্ধুর্বিনির্মোক্ষে স বৈ তাক্তাভিধাদিব। ৯

অসংবরমসম্পর্শমন্ধমন্ধপরিগ্রহম্।
অল্পপ্রজনতি জ্ঞাত্বা দৃষ্টান্তান্ বিমুচ্যতে। ১০

পঞ্চভূতগুণৈর্হীনমমূর্তিমমহেতুকম্।
অগুণং গুণলোক্তারং যঃ পশ্যতি স মুচ্যতে। ১১

বিহায় দৈবতন্ত্রাণি বৃত্তা শাস্ত্রীয়-মানসান্।
শরৈর্নির্ধমায়ন্তি নি বিবন্ধন ইবাবলঃ। ১২

সর্বশাস্ত্রার্থমর্মজ্ঞো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।
তপসা ইঙ্গিতজ্ঞো যঃ স বাল্যেনেব মুক্ত এব সঃ। ১৩

বিমুক্তঃ সর্বসংস্কারৈরুক্তো ব্রহ্ম সনাতনম্
পরমাপ্নোতি শান্তাত্মমলং নিস্তামকল্মষম্। ১৪

একোনবিংশ অধ্যায়।

[শুক-শিষ্য সংবাদে মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় বর্ণন]

শিষ্যপুত্র বলিলেন,—যে মানব পূর্ণ সুখ লাভ করেছেনের ক্রমশঃ পূর্ব-পূর্বের অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান করেন, তিনি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান। ১

যিনি সকলের মিত্র, দুঃখসুখাদি সমস্ত দ্বন্দ্ব সহনশীল, অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ অভ্যাসক, জিতেন্দ্রিয়, ভাবাবেগবিহীন এবং আত্মজ্ঞানী সেই মানব বন্ধন হইতে মুক্ত হন। ২

যে ব্যক্তি নিয়মপরায়ণ ও পবিত্র থাকিয়া সকল প্রাণীর প্রতি আত্মতুল্য আচরণ করেন, যাহার মধ্যে সম্মান লাভের বাসনা নাই এবং যিনি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া বিরাজেন, তিনিই সর্বথা মুক্ত হইয়া যান। ৩

যিনি জীবনে মরণে, দুঃখসুখে, লাভে অলাভে, প্রিয়ে, অপ্রিয়ে সমজ্ঞানী, তিনি মুক্ত হন্। ৪

যিনি কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না, দ্বন্দ্ববিহীন এবং যাঁহার চিত্ত হইতে রাগাসক্তি দূর হইয়া গিয়াছে, তিনি সকল প্রকারে মুক্ত হন। ৫

যাঁহার কোন মিত্র নাই, বন্ধু নাই, সন্তান নাই, যিনি ধর্ম, অর্থ এবং কামনাশী, যাঁহার কোন প্রার্থনার অপেক্ষা নাই, তিনি মুক্ত হন। ৬

যিনি ধর্মে আসক্ত নহেন এবং অধর্মেও নহেন, প্রারব্ধ কর্মফলভোগী, নিয়মসমূহ ভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় প্রশান্তচিত্ত দ্বন্দ্বমুক্ত তিনি বিমুক্ত হন্। ৭

যিনি অভিমানবিহীন, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, অনাসক্ত ভাবসমূহ ভবিষ্যতে কাল যাপিতে না এইরূপ চিন্তা করেন, যাঁহার বুদ্ধি বৈরাগ্যপরায়ণ এবং নিজ স্বীয় দোষ দর্শনকারী, তিনি সমস্ত আসক্তিকে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত মুক্ত হইয়া যাইতেন। ৮-৯

যিনি আত্মাকে শব্দ, রূপ, স্পর্শ, রস ও পরিগ্রহবিহীন এবং অজর ও অক্ষয় অনুভব করেন, তিনি বিমুক্ত হন্।

পঞ্চভূতের গুণসমূহ, নিরাকার, কারণরহিত, গুণরহিত হইয়াও জিজ্ঞাসুর জ্ঞাতা বলিয়া আত্মাকে দেখেন, তিনি মুক্ত হন্। ১১

যিনি বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে পূর্বের শাস্ত্রীয় ও মানস সমস্ত ত্যাগ করেন, তিনি ইন্দ্রনষ্ট (তাড়াহীন) অহির ন্যায় ধীরে ধীরে নির্জীব প্রাপ্ত হন্। ১২

যিনি সকল প্রকার সংস্কারমুক্ত, দম্ভ এবং পরিগ্রহরহিত তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে আয়ত্ত করত অনাসক্তভাবে বিচরণ করেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান। ১৩

যিনি সমস্ত সংস্কারবিমুক্ত, তিনি শান্ত, অকলুষ, স্থির, নিষ্কাম

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি যোগধর্ম্মমনুত্তমম্
যুক্তস্তু নিত্যমাত্মানং যথা পশ্যন্তি যোগিনঃ ॥ ১৫
তন্মোপদেশং বক্ষ্যামি যথাবৎ তদ্বিবোধ মে
বৈধাবৈশেষ্যায়রিত্যা পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥ ১৬
ইন্দ্রিয়াণি তু সংস্তভ্য মন আত্মনি ধারয়েৎ
তীব্রা তপ্ত্বা তপঃ পূর্বং যোক্তব্যোগং সমাচরেৎ ॥ ১৭
তপশ্চৈ সততং যুক্তো যোগশাস্ত্রমুদাচরেৎ
মনীষী মনসা বিদ্বান্ পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥ ১৮
স চেচ্ছ্রোতাত্মনঃ সাধুশ্চোক্তমাত্মানমাত্মনি
তত এবাত্মতুষ্টিঃ স পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা ॥ ১৯
সাধয়ঃ সততং যুক্তঃ আত্মবান্ ন বিচেষ্টেন্দ্রিয়ঃ
তথা স আত্মনাত্মানং সম্প্রযুক্তঃ প্রশস্যতে ॥ ২০
যথা হি পুরুষঃ স্বপ্নে দৃষ্ট্বা পশ্যত্যসাধ্বিতি
তথা জ্ঞপিবিধাত্মানং সাধুযুক্তঃ প্রপশ্যতি ॥ ২১

ইত্যেতাক্ত যথা যুক্তাৎ কল্পিরিরুক্ত দর্শনৈঃ।
যোগী নিরুক্ত চাত্মানং তথা পশ্যতি দেহতঃ ॥ ২২
মুক্তঃ শরীরমিত্যেবমরিযোক্তাত্মানি স্থিতাম্।
এতন্নিদর্শনং প্রোক্তং যোগবিদ্ভিঃ সুদর্শনম্ ॥ ২৩
যথা হি মুক্তমাত্মানং সম্যক্ পশ্যতি দেহভৃৎ।
ন তত্ত্বেবেশ্বরঃ কশ্চিৎ ত্রৈলোক্যাদি বঃ প্রভুঃ ॥ ২৪
অজ্ঞাস্তাত্ত্বৈব তনবো যথৈবাং প্রতিপদ্যতে।
বিনিবৃত্তা জরা মৃত্যুর্ন শোচতি ন তুষ্যতি ॥ ২৫
দেবানামপি দেবত্বং যুক্তঃ কাময়তে যদি
ব্রহ্ম চাব্যয়মাপ্নোতি হিত্বা দেহমশাশ্বতম্ ॥ ২৬
বিনশ্যৎসু চ ভূতেষু ন ভয়ং তস্য জায়তে।
ক্লিশ্যমানেষু ভূতেষু ন স ক্লিশ্যতি কেবলঃ ॥ ২৭
দুঃখশোকনরৈর্ঘোরৈঃ সঙ্গস্নেহসমুদ্ভবৈঃ
ন বিচাল্যতি যুক্তাত্মা নিঃস্নেহঃ আত্মমানসঃ ॥ ২৮

বিনাবধিহীন পরমধামকে প্রাপ্ত হন্ অর্থাৎ আত্মস্বরূপে নিত্য স্থিতি লাভ করেন। ১৪

অনন্তর পরম উত্তম যোগধর্ম্ম বলিব, তদনুসারে যোগানুষ্ঠান করত যোগিগণ আত্মাকে দর্শন করেন। ১৫

আমি তাহার যথার্থ উপদেশ করিতেছি। যে চিত্তনিগ্রহ উপায়ের দ্বারা চিত্তকে লক্ষ্যে করিয়া যোগী নিজের নিত্য আত্মাকে দর্শন করেন, তাহা আমার নিকট জ্ঞাত হও, শ্রবণ কর। ১৬

ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়সমূহ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক মনে এবং মনকে আত্মার অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞে ধারণ করিবে, ইহার পূর্ব্বে তীব্রতর তপস্যা করত যোগযাগ অবলম্বন করিতে হয়। এই তপস্যানামক ধর্ম্মানুষ্ঠান অনুচিতে হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। ১৭

মনস্বী তপস্বী ব্রাহ্মণ সতত যোগযুক্ত হইয়া সদাই শাস্ত্রবিহিত উপায় আচরণ করিবে। ইহাতে সেই মনের দ্বারা আত্মতত্ত্বকে আত্মস্বরূপতার লাভ করা যায়। ১৮

সেই সাধু পুরুষ যদি তীব্র আত্মার পরমাত্মাকে সমযুক্ত করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি নির্জ্জন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক তীব্র আত্মার পরমাত্মাকে দর্শন করেন। ১৯

সদাসত, নিয়ত সংযম-সাধনশীল—আত্মবান্ মনোজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় সাধক ভগবৎপ্রেরিত হইয়া বুদ্ধির দ্বারা আত্মদর্শন করিয়া থাকেন। ২০

যেমন স্বপ্নে কোন অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া জাগ্রৎ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলে "ইনিই তিনি" চিনিতে পারেন, তদ্রূপ যোগযুক্ত সমাধি অবস্থায় আত্মাকে বিষয়রূপ দেখিয়া ব্যুত্থানকালে বিশ্ব আত্মাতেই দর্শন করেন। ২১

যেমন কোন ব্যক্তি মুক্ত (পর) হইতে ঈশ্বরকে (শিবকে) পৃথক্ করিয়া দর্শন করেন, তদ্রূপ যোগী আত্মাকে এই শরীর হইতে বস্তুতঃ করিয়া দেখেন। ২২

জ্ঞানিগণ এই শরীরকে মৃত (পর) ও আত্মাকে "শিব" বলেন। এইরূপ যোগজ পুরুষ যোগবেত্তাগণ শরীর এবং আত্মার ভাবনা দৃষ্টান্তের তত্ত্ব অতি উত্তম দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। ২৩

শরীরী জীব যখন যোগের দ্বারা আত্মাকে উত্তমরূপে দেখেন (অর্থাৎ আত্মস্বরূপ হইয়া যান), তৎকালে তাঁহার উপর ত্রিভুবনের শরীরধারীরা অধিপতি থাকে না। ২৪

সেই যোগী ইচ্ছামত বিভিন্ন শরীর ধারণ করিতে পারেন কিন্তু ও মৃত্যুকে বিসর্জ্জন করিয়া দেন। তিনি কখনও শোক করেন না, তুষ্টও হন্ না। ২৫

জিতেন্দ্রিয় যোগী দেবতাগণের দেবত্ব হইতে সমর্থ হন্। তিনি অনিত্য দেহ ত্যাগ করত অব্যয় অক্ষয় অবিনাশী পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন্। ২৬

সমুদয় প্রাণীর বিনাশ হইলেও তাঁহার ভয় হয় না। অন্য প্রাণীরা কষ্ট পাইলেও তিনি কোন ক্লেশের দ্বারা ক্লিষ্ট হন্ না। ২৭

নৈনং শাস্ত্রাণি বিধ্যন্তে ন বৃদ্ধ্যাক্তান্ত বিদ্যতে
মাতঃ সুখতরঃ কিঞ্চিল্লোকে ক্বচন দৃশ্যতে ঃ ২৯
সম্যগ্‌যুক্তো স আত্মানমাত্মন্যেব প্রতিষ্ঠতে ।
বিনিবৃত্তস্তরাদ্বঃখঃ সুখং চাপ্নোতি চাপি সঃ ঃ ৩০
যেষাস্তথেতিমন্যন্তে দিষ্টেমাং মানুষীং তনুম
নির্বেদস্তু ন কর্তব্যো ভূতানাম কথঞ্চন ঃ ৩১
সম্যগ্‌যুক্তো যদাত্মানমাত্মন্যেব প্রপশ্যতি
তদৈব ন স্পৃহয়তে সাক্ষাদপি শতক্রতোঃ ঃ ৩২
যোগমেকান্ত শীলস্তথা বিন্দতি তত্ত্বতঃ ।
দৃষ্টপূর্বাং দিশং চিন্তা যস্মিন্ সংবিবসেৎ পুরে ঃ৩৩
পুরস্তাত্তস্তরে তস্য মনঃ স্থাপ্যং ন বাহ্যতঃ
পুরস্তাত্তস্তরে চিন্তং যস্মিন্নাবসথে বসেৎ ঃ

তস্মিন্নাবসথে বার্তাং স বাহ্যাভ্যন্তরা মনঃ ঃ৩৪
প্রচিন্ত্যাবসথে কৃৎস্নং যস্মিন্ কালে স পশ্যতি ।
তস্মিন্ কালে মনশ্চাস্য ন চ ক্ষিপ্তং বাহ্যতঃ ঃ৩৫
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং নির্বেদাং নির্জনে বনে ।
কায়মভ্যন্তরং কৃৎস্নমেকাগ্রঃ পরিচিন্তয়েৎ ঃ ৩৬
দন্তাংস্তালু চ জিহ্বা চ গলং গ্রীবাং তথৈব চ
হৃদয়ং চিন্তয়েচ্ছোপি তথা হৃদয়বন্ধনম ঃ ৩৭
ইত্যুক্তঃ স মহা শিষ্যো যেষাবী মধুসূদন
পপ্রচ্ছ পুনরেবেমং মোক্ষধর্মং সুদুর্বচম্ ঃ ৩৮
ভূতঃ ভূতস্য মিত্রং ক্বে ক্বধমন্নং বিপদ্যতে ।
কথং চ সম্ভবং ব্রহ্মন্ যোনিতত্ত্বং কথং পুনঃ ঃ ৩৯

প্রণাদ্বচিত শ্বাসাদুত যোগী আনন্দি এবং যেমনদুত তীব্র দুঃখ, শোক ও ভয় হইতে বিনির্মুক্ত হন না। ২৮

তাঁহাকে পরাজয় করি করিতে পারে না, তাঁহার মরণ নাই। জগতে তাঁহা অপেক্ষা অধিক সুখী কোথাও তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ২৯

তিনি মনকে আত্মায় লীন করেন তাঁহাতেই স্থির হন এবং দুঃখ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সুখে বিহার করেন অর্থাৎ কৃতার্থ আনন্দ উপভোগ করেন। ৩০

সেই নিস্তব্ধযোগী মানবদেহে আগমন পূর্বক ইহাদ্বারা অন্য অনেক উপায়ন করেন, যোগৈশ্বর্য ভোগকারী যোগীর কোনরূপ যোগ-বৈরাগ্য আসার করা উচিত নহে। অর্থাৎ যাবৎ "ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইবেন, তাবৎ যোগাভ্যাস করিবেন, তবে তখন কোন বাধীনতা থাকে না, যোগী অবশভাবে নাশ প্রাপ্তি যায় বন্। ৩১

উত্তরণে যোগ অভ্যাস করত যখন যোগী আপনার আত্মায় পরমাত্মাকে সমর্পণ করেন, তখন সাক্ষাৎ ইন্দ্রপদ লাভ করিতেও ইচ্ছা করেন না। ৩২

সত্যকথা বলিতে কি, তখন ইচ্ছা করিবার শক্তি থাকে না, 'দেখিব' নাই, বেখনাই, 'ভব' নাই অবশভাবে চিত্তকে নিষ্পি-ন্দ করিয়া দিয়া থাকেন।

নির্জনে বাসকারী যোগী যে প্রকারে যোগ প্রাপ্ত হন্, তাহা শ্রবণ কর, যে উপায়ে পূর্বে শ্রুতিতে বেখা গিয়াছে "তত্ত্বজ্ঞ তা পশ্যতি নিষ্কল ধ্যায়মান" তাঁহার চিন্তা তত্ত্ব অর্থাৎ যেরূপ শ্রবণ পূর্বক সেই উপদেশ বৃক্তর দ্বারা পশ্যালোচনা পূর্বক

দেহের অভ্যন্তরে মনকে স্থাপন করিবে, বাহিরে রাখিবে না। ৩৩।

হৃদয়ে সংস্থাপন অথবা যেখানে হইতে অগ্নি উত্থিত হইতেছে সেই আত্মা যে আশ্রমে অবস্থিতি করেন, তাহাতে বাস এবং অন্যান্য বিষয়ের সহিত মনকে রমণ করিবে। ৩৪

হৃদয় সংস্থানাদি জ্ঞান আশ্রয় চিন্তা করত যখন যোগী সর্বতন্ত্র পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তখন তাঁহার মন প্রত্যাকৃষ্টরূপ আত্ম হইতে ভিন্ন অন্য কোন 'বাহ্য' বস্তু দেখিতে পায় না। ৩৫

(তখন আকাশের উপর আকাশই থাকে। নির্জন, সকল আত্ম; অবস্থার তখন সকলকে শ্রীভগবান্ লীলা করেন। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার এককালে জানে, তাহা নির্জন স্থান, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি সকল গুণ, জীবে জীবে আত্মরূপ এবং মর্মের রাশি অমর্মের অন্ধকার- অবস্থার রূপ ধারণ করেন স্বীয় ইন্দ্রিয় সকলে সংযত করত একাগ্র ও সমাধিস্থ হইয়া নির্জন বনে দেহের বাহ্য অভ্যন্তরে সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ পরব্রহ্মকে চিন্তা করিবে। ৩৬

যেমন বৎস্য জলের মধ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ আমি হৈতন্য-স্বরূপে নিয়ত আছি—এইরূপ ধ্যান করিবে। এই নির্জন স্থানের ধ্যান। অতঃপর সকল ধ্যানের কথা বলিতেছেন ;—দন্ত, তালু, জিহ্বা, গলদেশ, গ্রীবা হৃদয়বন্ধন (নাড়ী বার্গ) প্রভৃতিকেও পরমাত্মাস্বরূপে চিন্তা করিবে। ৩৭

মধুসূদন! আমি এই কথা বলিলে আমার মেধাবী শিষ্য যাহা নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন, সেই যোগধর্ম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। ৩৮

পুনঃপুনঃ ভূতিত এই অন্ন শাকাদিরে যাইয়া কিরূপে পরিণাম

তথা মাংসঞ্চ মেদশ্চ স্নায়ূন্যস্থীনি চ যোষিতি
কফমেত্রাণি সর্বাণি শরীরাণি শরীরিণাম্ । ৪০
বর্ধতে বর্ধমানস্য বর্ধতে চ যথা বলম্ ।
নিত্যোদাত্তানি নির্দমনং মনোবাক্ পৃথক্ পৃথক্ । ৪১
কুতো বায়ুঃ প্রবর্ততি উচ্ছ্বসিতাদি বা পুনঃ ।
কথ দেবমধিষ্ঠায় তিষ্ঠত্যাত্মাত্মানি । ৪২
জীবঃ কথং বর্ততি চ চেষ্টমানঃ কলেবরম্ ।
ক্রিয়াবদ্ভিঃ জ্ঞানমেকৈর বিবেদয়তি বৈ পুনঃ । ৪৩
যাবাত্তত্ত্বোদ্ভব ভগবন্ যত্তু মর্হসি মেঽনঘ
ইতি সম্পৃচ্ছমানায় ক্ষেম বিপ্রেণ মাধব । ৪৪
প্রত্যুবাচ মহাবাহো যথাক্রমমিদম্ ।
যথা ঘটোঽন্তে প্রক্ষিপ্তা ভাণ্ডা ভাণ্ডমনা ভবেৎ । ৪৫
তথা ঘটকারে প্রক্ষিপ্তা মনো ঘাত্রৈরনিন্দ্রৈলঃ ।

আত্মানং তত্র মার্গেত প্রমাদং পরিবর্জয়েৎ । ৪৬
এবং সততযুক্তস্য প্রীতাত্মা মতিমানিব
আসাদয়তি তদ্ ব্রহ্ম যদ্ দৃষ্ট্বা স্যাৎ প্রবাবিৎ । ৪৭
ন দৃশ্যো চক্ষুষা গ্রাহ্যো ন চ সর্বৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ ।
মনসৈব প্রদীপেন মহাত্মা প্রদৃশ্যতে । ৪৮
সর্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ
সর্বতঃ শ্রুতিমাঁল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি । ৪৯
জীবো নিষ্ক্রাম্যমাণান্ত শরীরাৎ সম্প্রপদ্যতে ।
স তমুৎসৃজ্য দেহে যা বায়ুরন্ ব্রহ্ম কেবলম্ । ৫০
আত্মানমালোকয়তি মনসা প্রবসন্নিব ।
তদেবমাত্মাত্মানং কৃত্বা মোক্ষং যাতি ততো মহি । ৫১
ইদং সর্বরহস্যং তে ময়া প্রোক্তং দ্বিজোত্তম ।
আপৃচ্ছে সাধয়িষ্যামি সঙ্গ বিপ্র যথাসুখম্ । ৫২

হয় ? কিরূপে ফলত প্রাপ্ত হয় ? আবার কিরূপে যোনিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ? ৩৯

সেই জীবিত অন্ন কিরূপে বাড়ে, মেদ, স্নায়ু ও অস্থিসমূহের পোষণ করে ? কিরূপে দেহিগণের ভাব দেহভেদে পরিণত হয় ? পরীরিগণের বর্ধমান শরীর কিরূপে বর্ধিত হয়, যদ্ধি প্রকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ? সকল প্রকারে নিত্য মনের কিরূপে পৃথক্ পৃথক্ নির্গম হয় । ৪০-৪১

এই জীব কিরূপে শ্বাসগ্রহণ করে ? কি প্রকারে উচ্ছ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে ? কোন দেশে থাকিয়া আত্মা এই শরীরে অবস্থান করেন ? ৪২

শ্রেষ্ঠতম জীবাত্মা এই দেহের ভাব কিরূপে বহন করেন ? পুনরায় কিভাবে ও কোন বর্ণের শরীর ধারণ করিয়া থাকেন ? নিষ্পাপ ভগবন্ ! আপনি তাহা আমাকে যথাযথভাবে বলুন ।৪৩;

শত্রুবাসক মহাবাহু মাধব ! সেই ব্রাহ্মণ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে আমি যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপ তাহাকে বলিয়াছিলাম । ৪৪;

যেমন কোন ব্যক্তি নিজ ঘটে ঘৃতের স্নেহন রাখিয়া পুনরায় প্রয়োজন হইলে সেই ঘৃতাদিকে মনে আনয়ন করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়রূপ চক্রন যারে বিচরণকারী মনকে শরীরে স্থাপিত করত আত্মাকে অন্বেষণ করিবে এবং প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা ত্যাগ করিবে । ৪৫-৪৬

এইরূপ সতত যোগে উদ্যুক্ত যোগীর চিত্ত সত্বর প্রসন্ন হয় এবং তিনি সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন্, যাঁহাকে দেখিয়া মানব প্রকৃতি এবং তাহার বিকারসকল পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন । ৪৭

সেই পরমাত্মার দর্শন এই চর্মচক্ষুদ্বয় দ্বারা হয় না, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা গ্রহণীয় হয় না (যিনি ইন্দ্রিয় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না) কেবল শুদ্ধ মননরূপ প্রদীপের দ্বারা মহান্ বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার উজ্জ্বল রূপ দর্শন হইয়া থাকে ।৪৮

তিনি সকল দিকে হস্ত-পদবিশিষ্ট, সকল দিকে নয়ন মস্তক ও বদনযুক্ত, সকলদিকে কর্ণবিশিষ্ট এবং সমস্ত সংসার ব্যাপ্ত করত অবস্থান করিতেছেন । ৪৯

তত্ত্বজ্ঞানী জীব স্বীয় আত্মাকে শরীর হইতে ভিন্ন দেখেন । দেহে অবস্থান করিয়াও তাহা ত্যাগ করত তাহার স্বাতন্ত্র্য অনুভব ক'রয়া জীব শুদ্ধস্বরূপ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে চিন্তা করিতে করিতে বৃদ্ধির সহযোগে আত্মদর্শন করেন । তৎকালে এই কথা চিত্ত করিয়া যেন হাস্য করেন—"অহো ! মূঢ়তাবশে প্রতীয়মান ভ্রমের ভার আমাকে প্রতীয়মান এই সংসার আমাকে এতদিন বৃথা ভ্রমে ফেলিয়াছিল, যিনি এই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করেন, তিনি তাঁহার আত্মাগ্রহণ পূর্বক দেহে আত্মাতেই যুক্ত হইয়া যান অর্থাৎ নিত্য পরব্রহ্মে একীভূত হন । ৫০-৫১

দ্বিজবর ! এই সম্পূর্ণ গুহ্যতত্ত্ব তোমাকে উত্তমরূপে বলিলাম, আমি যাইবার অনুমতি চাহিতেছি । ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! তুমিও যথাসুখে প্রস্থান কর । ৫২

ইত্যুক্তঃ স তদা কৃষ্ণ ময়া শিষ্টো মহাতপাঃ।
অগচ্ছত্ যথাকামং ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ॥ ৫৩

বাসুদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স তদা বাক্যং মাং পার্থ দ্বিজসত্তমঃ।
যোগধর্মাশ্রিতঃ সম্যক্ উত্তরেণাভ্যগাদ্দিশম্॥ ৫৪

কথিতেতৎ ত্বয়া পার্থ ক্রতবেঽগ্রেচেতসা।
তথাপি হি রথস্থস্য ক্রতবানেতদেব হি॥ ৫৫

নৈতৎ পার্থ সুবিজ্ঞেয়ং ব্যামিশ্রেণেতি মে মতিঃ।
নরেণাকৃতসংজ্ঞেন বিতথেনাল্পচেতসা॥ ৫৬

পুরাহ্যসীদিদং প্রোক্তং দেবানাং ভরতর্ষভ।
কথিতেয়ং ক্রতা পার্থ মদ্ভক্তেষ্বেব কর্হিচিৎ॥ ৫৭

ন জ্ঞেয়ঞ্চেতুমর্হোঽন্যো মদ্ভক্তাদৃতে নরঃ।
নৈতদদ্য সুবিজ্ঞেয়ং ব্যামিশ্রেণাল্পচেতসা॥ ৫৮

ক্রিয়াবদ্ভির্হি কৌন্তেয় দেবলোকঃ সমাবৃতঃ।
ন চৈতদ্বিদুঃ দেবানাঃ মর্ত্যাস্তত্রনিবর্তনম্॥ ৫৯

পরা হি সা গতিঃ পার্থ যং তত্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
যত্রামৃতত্বং প্রাপ্নোতি ভক্ত্বা দেহং সদা সুখী॥ ৬০

ইমং বর্ষং সমাস্থায় যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শুদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৬১

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পার্থ ক্ষত্রিয়া বা বহুশ্রুতাঃ
ধর্মধ্বজাশ্চ নিত্যং ব্রহ্মলোকপরায়ণাঃ॥ ৬২

হেতুমদ্ভেতদুদ্দিষ্টমুপায়াস্তাস্য সাধনে।
সিদ্ধিং ফলঞ্চ মোক্ষঞ্চ দুঃখস্য চ বিনির্ণয়ঃ॥ ৬৩

নাতঃ পরং সুখং ভূতং কিঞ্চিৎ স্যাদ্ ভরতর্ষভ।
বুদ্ধিমান্ শ্রুতবানস্মি পরাক্রান্তশ্চ পাণ্ডব॥ ৬৪

যঃ পরিত্যজতে মর্ত্যো লোকসমবসায়বৎ।
এতৈরুপায়ৈঃ স ক্ষিপ্রং পরাং গতিমবাপ্নুতে॥ ৬৫

এতাবদেব বক্তব্যং নাতো ভূয়োঽস্তি কিঞ্চন।
যথাসান্ নিত্যযুক্তস্য যোগঃ পার্থ প্রবর্ততে॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯

শ্রীকৃষ্ণ। এই কথা বলিলে পর যথাবিধি নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের ব্রতের অনুষ্ঠানকারী মহাতপস্বী শিষ্ট ব্রাহ্মণ কাম্য ইচ্ছানুরূপ স্থানে গমন করিলেন॥৫৩

শ্রীবাসুদেব বলিলেন হে অর্জুন! উত্তরদিকে যোগধর্মাশ্রিত সেই ব্রাহ্মণপ্রবর আমাকে এই কথা বলিয়া তথা হইতে তখন অন্তর্হিত হইলেন॥ ৫৪

পার্থ! আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, তুমি কি আমার উপদেশ একাগ্রচিত্তে শুনিয়াছ? সেই বৃদ্ধের সহিতও তুমি রথে উপবিষ্ট হইয়া ইহাই শুনিয়াছিলে॥৫৫

হে সুব্রতধর! আমার বিশ্বাস, বিভিন্ন বিষয়ে শ্রুতিযুক্ত-চিত্ত, কেবল বাহ্য পাণ্ডুপাঠী, অল্পজ্ঞানীন, অসুসঙ্গত মানব ইহা সম্যক্ বুদ্ধিতে পারিবে না। যাহারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ, তিনিই এই তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হন॥৫৬

ভরতকুলজ! দেবতাগণেরও পরম গোপনীয় এই গুহ্য তোমায় বলিলাম। পার্থ! এই সংসারে কোনস্থানে অন্য কোনও মনুষ্য এই তত্ত্ব শ্রবণ করে নাই॥ ৫৭

নির্বোধ, নিষ্পাপ! তুমি যাতীত অন্য কোনও মানুষ ইহা শুনিবারও অধিকারী নহে। যাহার চিত্ত বহু বিষয়ে প্রধাবিত তাহার পক্ষে এই পরমতত্ত্ব তত্ত্ব বুঝিবা সহজ নহে॥ ৫৮

হে সুব্রতধর! সংক্রিয়াসম্পন্ন মনীষিগণ স্বর্গলোক সমাবৃত করত অবস্থান করিতেছেন। দেবগণও জানেন না যে, মনুষ্যের মর্ত্যগমন নিবর্তিত হয়॥৫৯

পার্থ! যিনি সনাতন ব্রহ্ম, তিনিই জীবের পরমগতি যোগী দেহ ত্যাগ করিয়া এই দেহজন্মের অতিক্রান্ত অবস্থা লাভ করেন এবং নিত্য সুখস্বরূপ প্রাপ্ত হন॥ ৬০

এই আশ্রমধর্মসমূহ বর্ষ উত্তরদিকে আশ্রয় পূর্বক স্ত্রী, বৈশ্য শূদ্র এবং অন্য যে কোনও পাপযোনি ব্যক্তিগণ পরমগতি লাভ করেন॥ ৬১

সুধীজনক! যাঁহারা সতত বর্ষবাসব্রতকারী ও ব্রহ্মলোকপরায়ণ সেই বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের তথা আর কি বলিব?॥৬২

এইরূপ আমি তোমাকে যোগবর্ষের যুক্তিযুক্ত উপদেশ করিয়াছি এবং সাধনও বলিয়াছি, সিদ্ধি ফল ও মুক্তি এবং দুঃখের চরমও বিশেষভাবে নির্ণয় করিয়াছি॥ ৬৩

ভরতর্ষভ! ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় কোন সুখ নাই। ইহাই কৃতার্থ সুখ। পাণ্ডুনন্দন! প্রজ্ঞাবান্, বুদ্ধিসম্পন্ন ও পরাক্রম-বিশিষ্ট যে মানব লৌকিক সুখের অসার পদার্থের ন্যায় পরিত্যাগ করেন, তিনিই পূর্বকথিত এই সব উপায়ের দ্বারা অতি সত্বর পরম গতি প্রাপ্ত হন॥ ৬৪-৬৫

পার্থ! এই পর্যন্তই আমার বক্তব্য। ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু নাই। হয় মান নিয়ত যোগস্থানে প্রবৃত্ত যোগীর এই যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৬৬

শ্রীবেদব্যাস বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আশ্বমেধপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে ঊনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ব্রাহ্মণগীতা—কোনও ব্রাহ্মণের স্বপত্নীর জ্ঞানযোগোপদেশঃ]

বাসুদেব উবাচ ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
যত্র সম্যগ্ যথা যোগো বোদ্ধব্যঃ ভরতর্ষভ । ১

ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণং কঞ্চিদ্ জ্ঞানবিজ্ঞানপারগম্ ।
দৃষ্ট্বা বিবিক্ত আসীনং ভার্যা ভর্তারমব্রবীৎ । ২

ক্ব নু লোকা গমিষ্যামি ময়া হীনা পতিব্রতা ।
তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি কীদৃশস্যহমিত্যপি । ৩

ভার্যায়াঃ পাতকৃত্যাল্লোকাঃ পুণ্যাঃ ক্ষয়ীতি হ ।
ময়ি পতিব্রতা ত্বাং ক্ব গমিষ্যামি বৈ পতিম্ । ৪

এবমুক্তঃ স শাস্ত্রজ্ঞো ব্রাহ্মণস্তাং ততোঽব্রবীৎ ।
সুভগে নাত্মনস্তাবদ্ বাক্তাদাসা ভবামহে । ৫

ব্রাহ্মং দৃশ্যক্ সত্যং বা যদিদং কর্ম বিদ্যতে ।
এতদেব ব্যবসাম্যহং কর্মভির্মলিনঃ । ৬

মোহমেব নিষেবন্তি কর্মণা জ্ঞানবর্জিতাঃ ।
নৈষ্কর্ম্যং ন চ লোকেঽস্মিন্ মুহূর্তমপি লভ্যতে । ৭
কর্মণা মনসা বাচা শুভং বা যদি বাঽশুভম্ ।
তস্যাগ্নিমূর্তিভোক্তারঃ কর্ম কৃতেষু বর্ততে । ৮
রজোভির্ব্যাপ্যমানেষু দৃশ্য-শ্রব্যেষু বর্ত্মসু ।
আত্মন্যাত্মবতা ভোক্ত্যা দৃষ্টব্যাস্তত্ত্বতো ময়া । ৯
যত্র তদ্ ব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্বং যত্র নোমঃ সবায়বঃ ।
যত্রাবায়ুঃ কৃতশ্চিন্ত্যা ধীরো কৃতানি বারয়ন্ । ১০
যত্র ব্রহ্মাদয়ো মুক্তাস্তদ্ভক্তযুপাসতে ।
বিবাসসঃ সুব্রতা যত্র শান্তাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ ।১১
ব্রাহ্মণেন চ তত্রাহং নাথবান্ চৈব জিহ্মগা ।
স্পর্শনেন তদস্পৃশ্যা মনসা ত্বয়মস্যতে ।১২
চক্ষুষাত্মবয়ক্ত যৎ কিঞ্চিদ্ভক্তবদ্ধং পরম্ ।
অপঙ্কময়-স্পর্শমরূপাস্বলক্ষণম্ । ১৩

বিংশ অধ্যায় ।

[ব্রাহ্মণীর—কোনও ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিজ পত্নীকে জ্ঞানযোগের উপদেশ ।]

বাসুদেব বলিলেন—হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! এই বিষয়ে পুরাকালে এক পতিব্রতার মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, সেই ইতিহাসের উদাহরণও জানীরা দিয়া থাকেন । ১

কোনও জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে একদিন নির্জনে বসিতে থাকিতে দেখিয়া তাঁহার পত্নী ব্রাহ্মণী পতিদেবতাকে বলিলেন,—আমরা শুনিয়াছি যে, পতিব্রতা স্ত্রী যাহা যে লোক প্রাপ্ত হন, তাহাই পাইয়া থাকেন । কিন্তু আপনার মত সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা, কুত্রাপিও অনুষ্ঠানশীল পতিকে আশ্রয় করিয়া আমি কোন্ লোকে যাইব ? আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া আমার কিই বা গতি হইবে ?" । ২-৪

ব্রাহ্মণী এইরূপ বলিলে সেই প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন—"হে সৌভাগ্যবতী ! তুমি নিতান্ত মূর্খা, তাই তোমার এই কথায় আমি যেন অভিভূত হইতেছি না । ৫

কারণ এই যে ইন্দ্রিয়-ব্রত্যাদি স্থূল দৃষ্টিগ্রাহ্য কর্ম আছে—তাহাকেই যথার্থ কর্ম বলিয়া অভিজ্ঞ মনে করিয়া থাকেন । ৬

কিন্তু জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা কর্মের দ্বারা মোহই লাভ করেন । এক মুহূর্ত্তও এই সংসারে কেহ কর্মহীন অবস্থায় থাকিতে পারে না । ৭

শরীরের দ্বারা হউক, মনের দ্বারা হউক বা বাক্যের দ্বারা হউক যে শুভ কিম্বা অশুভ কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা এবং তত্ত্ব ইন্দ্রিয়, বায়ু, ও শরীরাগ্নি রূপ কর্ম সকলই বিদ্যমান আছে । ৮

যখন দুর্ভেদ্য লোহ-নির্মিত প্রকৃতি মূল ত্রিগুণময় কর্ম মার্গের বিনাশে প্রকৃত হইল, তখন আমি সমস্ত আপনার অন্তস্থ আত্মার স্থান দর্শন করিলাম । ৯

যেখানে নির্দ্বন্দ্ব ব্রহ্ম অবস্থিত, লোক যেখানে নিত্য অগ্নি সহিত সম্মিলিত হইতেছেন এবং সর্বত্যাগপরায়ণা ধীর সতীর নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, যেখানে ব্রহ্মাদি দেবতারা মিলিয়া সেই অদ্বয়তত্ত্বের ইপাসনা করিতেছেন ও বিবস্ত্র, ব্রতনিষ্ঠ, শান্তাত্মা, জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা সেই ব্রহ্মে যেখানে আরাধনা করিতেছেন । ১০-১১

তাহা ব্রাহ্মণের দ্বারা আশ্রয় নহে, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদ্য নহে, স্বকের দ্বারা স্পৃশ্য নহে এবং মনের দ্বারা জ্ঞেয় নহে । ১২

তাহা চক্ষুর বিষয় নহে, সর্বতোভাবে তাহা শ্রবণের অযোগ্য, রস, রূপ, স্পর্শ, রূপ ও শব্দ—কোনও লক্ষণের দ্বারাই তাহা লক্ষণীয় নহে । ১৩

যতঃ প্রবর্ততে তন্ত্রং যত্র চ প্রতিতিষ্ঠতি
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ ব্যানশ্চোদান এব চ ॥১৪
তত এব প্রবর্ততে তদেব প্রবিশন্তি চ।
সমান-ব্যানয়োর্মধ্যে প্রাণাপানৌ বিচেরতুঃ ॥১৫
তস্মিন্নীরে প্রলীয়েত সমানো ব্যান এব চ।
তস্মাচ্ছরীরং পুরুষঃ প্রাণাপানৌ ন মুঞ্চতঃ ॥ ১৬
প্রাণানাময়তত্বেন তদুদানঃ প্রচক্ষতে।
তস্মাৎ তপো ব্যবসান্তি মনসস্তু ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৭
তেষামভোক্তভক্ষাণাং সর্বেষাং দেহচারিণাম্
অগ্নির্বৈশ্বানরো মধ্যে সপ্তধা বিহিতোঽন্তরা ॥ ১৮
ঘ্রাণং জিহ্বা চ চক্ষুশ্চ ত্বক্ চ শ্রোত্রং চ পঞ্চমম্।
মনো বুদ্ধিশ্চ সপ্তৈতা জিহ্বা বৈশ্বানরার্চিষঃ ॥ ১৯
শ্রোত্রং দৃষ্টঞ্চ পেয়ঞ্চ স্পৃষ্টব্যং ঘ্রাতব্যং তথৈব চ।
মন্তব্যমথ বোদ্ধব্যং তাঃ সপ্ত সমিধো মম ॥২০
ঘ্রাতা তর্কয়িতা দ্রষ্টা স্পৃষ্টা শ্রোতা চ পঞ্চমঃ

মন্তা বোদ্ধা চ সপ্তৈতে তত্ত্ববিদ্যা পরমর্ষিতঃ ॥ ২১
শ্রোত্রে শ্রোত্রং চ দৃষ্টে চ স্পৃষ্টব্যং ঘ্রাতব্যং তথৈব চ।
মন্তব্যোঽথ বোদ্ধব্যো যুক্তাসে সপ্ত সর্বদা ॥ ২২
হবীংষ্যেতস্মিন্ জুহ্বতঃ সপ্তধা সপ্ত সপ্তসু।
সম্যক্ প্রক্ষিপ্য বিদ্বাংসো জায়ন্তি অমৃতাসিষু ॥ ২৩
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্।
মনো বুদ্ধিশ্চ সপ্তৈতা যোনিরিত্যেব শব্দিতাঃ ॥২৪
ইবির্হুতা গুণাঃ সর্বে প্রবিশন্ত্যাত্মিকং গুণম্।
অন্তর্যসমুবিদ্বা চ ভাবন্তে আসু যোনিষু ॥ ২৫
তত্রৈব চ নিরুধ্যন্তে প্রলয়ে কৃতভাবনে।
ততঃ সঞ্জায়তে সত্ত্বমতঃ সঞ্জায়তে রসঃ ॥ ২৬
ততঃ সঞ্জায়তে স্পর্শঃ ততঃ স্পর্শোঽভিজায়তে।
ততঃ সঞ্জায়তে শব্দঃ সাংসর্গস্তত্র জায়তে ॥
ততঃ সঞ্জায়তে নিষ্ঠা তথৈবং সপ্তধা বিদুঃ ॥ ২৭

এই সংসার যাঁহা হইতে উদ্ভূত, যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, ও উদান এই পঞ্চবায়ু যাঁহা হইতে প্রবর্তিত হয় এবং যাঁহাতেই অবশেষে বিলিন হয়, এই জন্যই তিনি ॥১৩-১৪

সমান ও ব্যান এ দুইয়ের মধ্যে প্রাণ ও অপান বিচরণ করে। ঐ অপানসহিত প্রাণের লয় হইলে পর সমান ও ব্যানও লুপ্ত হয়। অপান ও প্রাণ এ দুইয়ের মধ্যে উদান থাকে বলিয়া দেহটী থাকিলেও পুরুষের প্রাণ ও অপান ছাড়িয়া যায় না। ১৫-১৬

প্রাণসমূহের আয়তন বা আধার বলিয়া উক্ত বায়ুর "উদান" এই নাম হইয়াছে। এইজন্য ব্রহ্মবাদিগণ আত্মার হইয়া তপস্যা করেন ॥ ১৭

পরন্তপ! যাহারা ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য এবং সমস্ত দেহধারিগণের মধ্যে বর্তমান এই পঞ্চবায়ুর মধ্যে যে সমান বায়ুর স্থান নাভিমণ্ডল তথায় বৈশ্বানর নামক অগ্নি সপ্ত প্রকারে শরীরমধ্যে আছেন ॥ ১৮

ঘ্রাণ, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র এই পাঁচটী এবং মন ও বুদ্ধি—বৈশ্বানর এই সাতটী জিহ্বা ॥ ১৯

আর যাহা কিছু ঘ্রাণের বিষয়, দৃশ্য পদার্থ, পানীয়, স্পৃশ্য, শ্রবণযোগ্য, মননীয় এবং বুদ্ধিগম্য—এই সাতটী বৈশ্বানরজনী আত্মার সমিধ্। ২০

আঘ্রাণকারী, তোমনকারী, দ্রষ্টা, স্পর্শনকারী ও শ্রোতা—

এই পাঁচজন এবং তদুভয় মননকারী ও বোদ্ধা—মোট এই সাতজন সেই অগ্নির জ্বলন্ত জিহ্বা বলিয়া কথিত হন্। হে ভাগবতি! তৃপ্তি হয়, দুই স্পর্শ, শ্রবণ, মনন ও বুদ্ধির বিষয়সমূহের উপর সমস্ত দৃষ্টিপাত হয় অর্থাৎ এই সাতটিকে দৃশ্য বলিয়া মনে হয় ॥ ২১-২২

পূর্বোক্ত সাতপ্রকার অগ্নিতে উক্ত সাতপ্রকার দৃশ্যের আহুতি দিয়া অর্থাৎ বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া 'যজ্ঞ' পূরণ করিয়াই বিষয়ের উৎপত্তিস্থলে সমাধি বিষয়ে উৎপন্ন করাইয়া থাকেন ॥ ২৩

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ এই পাঁচটী এবং মন ও বুদ্ধি লইয়া এই সাতটিকেই "যোনি" অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল বলা হয় ॥ ২৪

ইন্দ্রিয়ের গুণসমূহ ত্যাগপূর্বক, তাহারা সকলে অহিতত্ত্বে গুণে (বুদ্ধিতত্ত্বে) প্রবেশ করে। অন্তঃকরণে তাহারা সাত্ত্বাত্মরূপে থাকিয়া অবশেষে নিজ নিজ যোনিতে (জিহ্বাগ্নিতে) অন্তর্হিত থাকে ॥ ২৫

প্রলয়ে তাহারা সেখানেই অবস্থান করে। আবার সৃষ্টিকালে তথা হইতেই উদ্ভূত হয়। সেখান হইতেই সত্ত্ব রস প্রভৃতি উৎপন্ন হয় ॥ ২৬

সেখান হইতে রূপ, সেখান হইতেই স্পর্শ ও শব্দ সঞ্জাত হয়। সাংসর্গিক ব্যাপারসমূহ, নিশ্বাসিকা বুদ্ধিগতির সেখান হইতেই জন্মায়। এই সাত প্রকারই উৎপত্তির ক্রম জানা যায় ॥ ২৭

অনেনৈব প্রকারেণ প্রপূর্ণাহুতী পুরাতনৈঃ।
পূর্ণাহুতিভিরাপূর্ণাগ্নিহোত্রঃ পূর্যতি তেজসা। ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে পঞ্চসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি ব্রহ্মচর্য্যাম্ বিশোহধ্যায়ঃ। ২০

অতীতের ভবিষ্যৎরূপ এইরূপেই ব্রাহ্মণাদি বিষয়ের বিচার করিয়াছেন। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—এই তিন পূর্ণাহুতি দ্বারা সমস্ত লোকে পরিপূর্ণ। ইহারা আমার প্রত্যেকেই আত্মজ্যোতিতে পূর্ণ রহিয়াছে। ২৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পঞ্চসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দক্ষিণাহোতৃভিঃ সম্পাদনীয়স্য যজ্ঞস্য বর্ণনম্, ব্রাহ্মণ উবাচ। মনোবাক্যয়োঃ শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদনঞ্চ]

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
নিবোধ দক্ষিণাহোত্রা বিধানমিহ যাদৃশম্। ১

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চরণৌ ভুজৌ।
উপস্থো বায়ুরিতি বা হোতৃণি দশ তানিমি। ২

শব্দস্পর্শৌ রূপ-রসৌ গন্ধো বাক্যা ক্রিয়া গতিঃ।
মেত্রোমূত্রপুরীষাণাং ত্যাগো দশ হবীংষি চ। ৩

বিশ্বো বায়ু র্ধ্রুবিশ্চন্দ্রঃ পৃথ্বী বিষ্ণুরহশ্চ রাট্।
ইন্দ্রঃ প্রজাপতিরিমমূহুর্যো দশ তানিমি। ৪

দশেন্দ্রিয়াণি হোতৃণি হবীংষ্যেষু দশ তানিমি
বিষয়া নাম সমিধো দুর্যন্ত ত্বা দশাগ্নিষু। ৫

চিত্তং স্রুবস্তু বিত্তঞ্চ পবিত্রং জ্ঞানমুত্তমম্।
সুবিতক্তমিদং সর্বং জগদাসীদিতি শ্রুতম্। ৬

সর্বমেবাথ বিজ্ঞেয়াঃ চিত্তঃ জ্ঞানবেদ্যতে।
বেত্তঃপরীরকৃৎকায়ে বিজ্ঞাতা তু পরীরভৃৎ। ৭

পরীরভৃদ্ যাইপত্যস্তস্মাদন্নঃ প্রবীয়তে।
মনস্তাহবনীয়ন্তু তস্মিন্ প্রক্ষিপ্যতে হবিঃ। ৮

ততো বাচস্পতির্যজ্ঞে তা মনঃ পর্যবেক্ষতে।
প্রপণ ত্বমিতি বৈবর্ণং সমনুত্রবতে মনঃ। ৯

ব্রাহ্মণুবাচ।

তস্মাদ্ বাগুত্তরং পূর্বং তস্মাৎ পশ্চান্মনোঽভবৎ।
মননা চিন্তিতা বাক্যা যথা সম্ভিপ্রপদ্যতে। ১০

একবিংশ অধ্যায়।

[দক্ষিণা হোতারা যে সম্পাদনীয় যজ্ঞের বর্ণন এবং মন ও বাক্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন—এই বিষয়ে বিধানজ্ঞ এই পুরাতন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া থাকেন। দক্ষিণা হোতারা যেরূপে যজ্ঞের বিধান আছে তাহা শুন:

যে দশটী—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুদ্বয়, জিহ্বা, (বাক্ ও ঊনা) নাসিকা, চরণযুগল, করযুগল, উপস্থ ও বায়ু—এই দশটী হোতা। ২

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্য, ক্রিয়া, গমন, মেত্র: ও মূত্রত্যাগ এবং মলত্যাগ—এই দশটী বিষয় যজ্ঞহবি: বলিয়া কথিত হয়। ৩

অগ্নিরা: বিশ্ব, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথ্বী, অহ, বিষ্ণু, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও বহ্নি—এই দশ দেবতা যে অগ্নি বলিয়া জানিবে। ৪

অগ্নিরা! ইন্দ্রিয়ের যাইগুলি হোতৃরূপ, বিষয়গুলি যাইরা হবি: ও সমিধ্ স্বরূপ, এইরূপে দশ প্রকারের অগ্নিতে উক্ত হোতারা সেই সমিধ্ আহুতি দিয়া থাকে। (এইভাবে আমার অন্তরে নিত্যকাল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে, সুতরাং আমি অগ্নিশূন্য কিভাবে হইতে পারি, ? ৫

চিত্ত এই যজ্ঞের স্রুবা (তাড়নাদি), পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ ধন হইয়া থাকে। পূর্বে এই সমস্ত জগৎ সম্যগ্‌ভাবে বিস্তৃত ছিল —এইরূপ শোনা যায়। ৬

জ্ঞানগম্য এই সমস্ত জগৎ চিত্তদ্বারা বেদ্যরূপে জানের দ্বারা প্রকাশিত হইবার অপেক্ষা করে। দীর্ঘায়ুত্ব এই শরীর-সম্বন্ধে শরীরী শরীর ত্যাগ করিলে বিজ্ঞাতা। ৭

দেহাভিমানী জীব শরীরত্যাগ করি। তাহা হইতে পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন আহবনীয় অগ্নি হইল মন; পূর্বোক্ত হবির্দ্রব্যের তাহাতেই আহুতি হয়। ৮

তাহা হইতে বাচস্পতি (বেদবাণী)-র উদ্ভব হয় এবং তাহাকে মন পর্যবেক্ষণ করে। মনের পরে হয় প্রাণকৃত্য হয়, সেই হয় বৈবর্ণ্যাদি বর্ণরহিত এবং বাক্য মনের পশ্চাতে বাহিত হয়। ৯

ব্রাহ্মণী বলিলেন—"তাহিনি! বাক্ অগ্রে উৎপন্ন হইল কি হেতু? মনই বা কেন পশ্চাতে উৎপন্ন হইল? হয় মনের দ্বারা পূর্বে চিন্তা করিয়া তবে পরে বাক্য বলা হইয়া থাকে—এইজন্যই অনুকূল হয়। ১০

কেন বিজ্ঞানযোগেন মতিস্তিষ্ঠতি সর্বদা।
সমুদীতা বাগ্যদক্ষর কো বৈ তাং প্রতিবাধতে ॥ ১১

ব্রাহ্মণ উবাচ

তামপাং পতিভূর্ত্বা তস্মাৎ প্রেরয়তাপাংতাম্।
তাং গতিং মনসঃ প্রাহুর্মনস্কামাপ্নোপতে ॥ ১২

প্রজা হ বাঙ্মনসোর্যা যস্মাৎ তমনুপৃচ্ছসি
তস্মাৎ তে বর্তয়িষ্যামি তরোরেব সমাহিতম্ ॥ ১৩

উতে বাঙ্মনসী সম্যা কৃতাস্মানমপৃচ্ছতাম্।
আবয়োঃ শ্রেষ্ঠমাঽঽত্ম ছিদ্ধিনৌ সাধয়ং বিতো ॥ ১৪

মন ইত্যেব ভগবাংস্তত্র প্রাহ সনৎসুতঃ
অহং বৈ কামধুক্ তুভ্যমিতি তং প্রাহ বাগপি ॥ ১৫

ব্রাহ্মণ উবাচ

ত্বয়ায়ং তপসা চৈব বিদ্ধ্যতে মননী মম
ত্বয়ায়ং মৎসকাশে বৈ তপসা বিবৃতে তব ॥ ১৬

ব্রহ্মা তং বিবৃতং শ্রুত্বেত্যুক্তা বর্ণং ঋতোঽপি বা।
তমুবো তপসা নাম তস্মাদৃষি মহীয়সী ॥ ১৭

যস্মাদপি সমাবিদ্ধে স্বয়ংভাব্যা পোত্তনে।
তস্মাচ্ছুচ্যসমাযুক্তা প্রবক্ষ্যামি স্বয়ম্ভুবি ॥ ১৮

প্রাণাপানাদ্যুরে কেবৌ বাঙ্ মে বৈ নিত্যা চ তিষ্ঠতি।
প্রেরয়ন্তা মহাভাগে নিত্যং প্রাণমপানতী।
প্রজাপতিমুপাধাবৎ প্রভুং ভগবতিতি ॥ ১৯
তত্র প্রাণঃ প্রাদুরভূদ্ বাঙমাপ্যায়নে পুনঃ
তস্মাচ্ছুচ্যসমাযুক্তা ন বাগ্ যজতি কর্হিচিৎ ॥ ২০

ঘোষিণী তাক্তনির্ঘোষা যা নিত্যমেব প্রবর্ততে
ঋতোরপি চ ঘোষিণ্যা নির্ঘোষৈবৈব মহীয়সী ॥ ২১

সৌরিব প্রসবার্থায় রসমুত্তমশালিনী।
সততং শুশ্রুষে ত্বেষা শাশ্বতং ব্রহ্মবাদিনী ॥ ২২

কোন্ বিজ্ঞানযোগের দ্বারা বুদ্ধি স্থিরতে আত্মা করিতে পারে? ঊর্দ্ধে উদ্গীত হইলে পর কেবই বা উহা আর বিষয়ের দিকে যাইতে পারে না? তখন কিসের দ্বারা তাহা প্রতিষিদ্ধ হয়? ১১

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"প্রিয়ে! অপানই পতি হইয়া ইহাকে অপানের (অধো) দিকে লইয়া যায়। মনের এইরূপ পতিই বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, তাই বলিতেছি, মন উহার অপেক্ষা রাখে। ১২

কিন্তু বাক্য ও মনের বিষয়ে আমাকে যেহেতু তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ—অতএব আমি তোমাকে এই উভয়ের সংবাদ শুনাইব। ১৩

জীবাত্মার নিকট গিয়া মন ও বাক্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে বিভো! (অর্থাৎ সর্বজ্ঞ) আমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠতম, তাহা বলুন এবং আপনি আমাদের সংশয় নিরসন করুন। ১৪

আত্মভূত ভগবান্ তখন বলিলেন—"মনই শ্রেষ্ঠ। তখন বাক্য বলিলেন "আমিই তোমার সর্ব কামপ্রদ হইয়া থাকি।" এইরূপ বাক্য তাহার শ্রেষ্ঠতা নিজেই প্রতিপাদন করিলেন। ১৫

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"তখন এই উভয়কেই আমার তপ বলিয়া জানিও। আমার অর্থাৎ বাঙ্নিষ্ঠির শ্রেষ্ঠত্ব যে তপঃ, তাহা আমার শ্রেষ্ঠত্ব—এবং তখন অর্থাৎ তখনি অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহ তোমার (অর্থাৎ বাক্যের) গোচর (যেহেতু তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই মনের দ্বারা চিন্তিত হইতে পারে কিন্তু

বাক্যের দ্বারা অতীন্দ্রিয় পদার্থের প্রতিপাদন হয়।) ১৬

যে বস্তু যে বাক্যবর্ণ বা যে পদ সেই অতীন্দ্রিয় বিষয় প্রকাশ করে, তাহারই অনুগমন করিয়া মন ঐ সকল বিষয়ের স্পর্শ করিয়া তখন হইতে পারে। তাই হে বাক্! তুমিই মহীয়সী। ১৭

হে বুদ্ধি বাক্যের সহযোগি! যেহেতু আপনিই তাহাদের বলিয়া শ্রেষ্ঠা এবং তখনকোন করিয়া সমস্যার সমাধান করিতে পর অগ্রসর হইয়াছেন, সেহেতু আমি ঔৎসাহের সহিত আপনাকে কিছু বলিব। ১৮

প্রাণ এবং অপানের মধ্যস্থলে বাক্ নিত্যা প্রতিষ্ঠিতা। হে মহাভাগে সমস্থিতে! প্রাণের সহায়তার অভাবে অযোগতি প্রাণ হইতে থাকিলে প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন—"হে ভগবন্! প্রাণ চাই।" ১৯

তখন বাক্যকে পোষণ করিবার জন্য প্রাণ আবার আবির্ভূত হইল। এইজন্য উদ্গম উপস্থিত হইলে বাক্ তখনও কিছু বলিতে পারে না। ২০

যাহা দুই প্রকার—একটি বাক্ যা ঘোষযুক্ত (সশব্দ), অপরটি অব্যক্ত বা ঘোষরহিত (নীরব) বাক্—যাহা সর্বদাই চলিতেছে। তাহাদের মধ্যে আবার সশব্দ বাক্ অপেক্ষা অশব্দ বাক্ই প্রশস্ততরা (কারণ, সংযা (বৈখরী) বাণীর প্রাণশক্তির অপেক্ষা আছে এবং অশব্দা বাণী প্রাণশক্তির অপেক্ষা না করিয়া সততই উচ্চারিত হয়।) ২১

এই সশব্দা বাক্ দুহবতী গাভীর ন্যায় নানাবিধ অর্থ প্রকাশ

দিব্যাদিব্যপ্রভাবেণ ভারতী গৌঃ পুচিস্মিতে।
এতয়োরিন্দ্রিয়ং পশ্য পুত্রয়োঃ সাম্প্রযানয়োঃ ॥ ২৩

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

অনুৎপন্নেষু বাক্যেষু চোদ্যমানা বিবক্ষয়া।
কিন্নু পূর্বং তয়া দেবী ব্যাজহার সরস্বতী ॥ ২৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

প্রাণেন বা সত্ত্ববতে শরীরে
প্রাণাপানৌ প্রতিপদ্যতে চ।

উদানভূতা চ বিসৃজ্য দেহং
ব্যানেন সর্বং বিষমাবৃণোতি ॥ ২৫
ততঃ সমানে প্রতিতিষ্ঠতীহ
ইত্যেব পূর্বং প্রজহার বাণী।
তস্মাদনঃ শ্বাবয়ত্বাদ্ বিশিষ্টং
তথা দেবী জজ্ঞয়াদ্ বিশিষ্টা ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি ব্রাহ্মণগীতাসু
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

করে ও তম বর্তন করেন। উত্তর শ্লোকটী এই বাক্য রূপের প্রতিপাদনকারিণী উপনিষদ্‌রূপিণী (শাণ্ডিল্যঃ) যোষণা করিতেছে। ১২

এই বাক্-দেবীর দিব্য ও অদিব্য বিবিধ প্রভাব আছে। যে শুচিস্মিতে! অতীতানাগত জ্ঞানবতী এই উভয় পুত্রদ্বয়ের পার্থক্য তুমি বিচার করিয়া দেখ। ২৩

ব্রাহ্মণী বলিলেন—পূর্বে যখন বাক্য উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু বলিবার ইচ্ছা অন্তরে হইতেছে—এমতাবস্থায় সরস্বতী-দেবী কি বলিয়াছিলেন? ২৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন—প্রাণের দ্বারা যে বাক্ সত্ত্বের শরীরে প্রবেশ করে এবং প্রাণ হইতে যাহা ক্রমে অপানকে প্রাপ্ত হয়, তাহা পরে উদান হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্যানরূপে সম্পূর্ণ আকাশকে ব্যাপ্ত করে। ২৫

অতঃপর সেই বাক্ সমান বায়ুরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্যই বাণী পূর্বে নিজের উৎপত্তি প্রকাশ বলিয়াছিলেন। এইজন্যই মন শ্বাবয়ত্ব বলিয়া প্রাধান্য পান এবং বাগ্‌দেবী জয়ত্ব বলিয়া প্রাধান্য পাইয়া থাকেন। ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে ব্রাহ্মণগীতাপ্রসঙ্গে একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মনো-বুদ্ধীন্দ্রিয়রূপিণ্যা সপ্তানাং হোতৃণাং, যজ্ঞস্য, মন-ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংখ্যাবর্ণনম্।]

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
পুত্রয়োঃ সপ্তহোতৃণাং বিধানমিহ যাদৃশম্ ॥ ১
ত্বগক্ষ্যুষ্ণ জিহ্বা চ ঘ্রক্ শ্রোত্রং চৈব পঞ্চমম্।
মনো বুদ্ধিশ্চ সপ্তৈতে হোতারঃ পুণ্যগামিনঃ ॥২

পূর্বং হ্যেষাকাশে নিষ্ঠিতো ন পশ্যন্তীতরেতরম্।
এতান্ বৈ সপ্তহোতৃণঃ কর্তব্যান্ বিদ্ধি শোভনে ॥৩

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

পুত্রেষ্বেষাকাশে সপ্তস্তে কথং যাজ্ঞেষ্বদর্শিনঃ।
কথং কর্তব্যা ভগবংস্তেষাং যে প্রোক্তা ঋত্বিজঃ ॥ ৪

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণরূপ সপ্ত হোতা, যজ্ঞ এবং মন ইন্দ্রিয়-সংখ্যার বর্ণনা]

ব্রাহ্মণ বলিলেন—এই বিষয়ে যজ্ঞযাগ পুরাতন ইতিহাস জানিগণ কর্তৃক উদাহৃত হইয়া থাকে। হে শৌভাগ্যশালিনি! সাতজন হোতার সেই যজ্ঞে যেরূপ বিধান, তাহা শুন। ১

ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, শ্রোত্র এই পাঁচটী এবং মন ও বুদ্ধি ইহাদের লইয়া সাতজন হোতা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত। শরীরের সূক্ষ্ম স্থানগুলিতে ইহারা থাকে এবং পরস্পরকে জানিতে পারে না। হে শোভনে! এই সাতজন হোতৃবৃন্দের নিজ নিজ কর্তব্যাংশসমূহ পরিচয় জানিও। ২-৩

ব্রাহ্মণী বলিলেন—ভগবন্! সূক্ষ্ম শরীরে একত্র থাকিয়া ইহারা কেন পরস্পরকে দেখিতে পায় না? হে প্রভো! ইহাদের কর্তব্য কিরূপ? তাহা আপনি আমাকে বলুন। ৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

গুণাজ্ঞানমবিজ্ঞানং গুণজ্ঞানমতিজ্ঞতা
পরস্পরং গুণানেতে নাভিজানন্তি কর্হিচিৎ ॥ ৫
জিহ্বা চক্ষুস্তথা শ্রোত্রং ঘ্রাণশ্চা বুদ্ধিরেব চ।
ন সন্ত্রাণবিগচ্ছন্তি ঘ্রাণস্ত্রাণবিগচ্ছতি ॥ ৬
ঘ্রাণং চক্ষুস্তথা শ্রোত্রং ঘ্রাণশ্চা বুদ্ধিরেব চ।
ন রসান্নবিগচ্ছন্তি জিহ্বা জ্ঞানবিগচ্ছতি ॥ ৭
ঘ্রাণং জিহ্বা তথা শ্রোত্রং ঘ্রাণশ্চা বুদ্ধিরেব চ
ন রূপাণ্যবিগচ্ছন্তি চক্ষুর্জ্ঞানবিগচ্ছতি ॥ ৮
ঘ্রাণং জিহ্বা চক্ষুশ্চ শ্রোত্রং বুদ্ধির্মনস্তথা।
ন স্পর্শানবিগচ্ছন্তি ত্বক্ চ জ্ঞানবিগচ্ছতি ॥ ৯
ঘ্রাণং জিহ্বা চ চক্ষুশ্চ ঘ্রাণশ্চা বুদ্ধিরেব চ
ন শব্দানবিগচ্ছন্তি শ্রোত্রং জ্ঞানবিগচ্ছতি ॥ ১০
ঘ্রাণং জিহ্বা চ চক্ষুশ্চ ত্বক্ শ্রোত্রং বুদ্ধিরেব চ
সংশয়ং নাবিগচ্ছন্তি মনস্তজ্ঞানবিগচ্ছতি ॥ ১১
ঘ্রাণং জিহ্বা চ চক্ষুশ্চ ত্বক্ শ্রোত্রং মন এব চ।
ন নিশ্চয়ানবিগচ্ছন্তি বুদ্ধিস্তজ্ঞানবিগচ্ছতি ॥ ১২

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংবাদং মনসশ্চৈব ভামিনি ॥ ১৩

মন উবাচ

নাঘ্রাতি বায়ুতো ঘ্রাণং মনা জিহ্বা ন বেত্তি চ।
রূপং চক্ষুর্ন পশ্যন্তি ত্বক্ স্পর্শং নাবমন্যতে ॥ ১৪
ন শ্রোত্রং বুধ্যতে শব্দং মনা হীনা কথঞ্চন।
প্রবরং সর্বভূতানামহমস্মি সনাতনম্ ॥ ১৫
অগারাণীব শূন্যানি শাস্ত্রাণীব ইবাগমঃ
ইন্দ্রিয়াণি ন জানন্তে মনা হীনানি নিত্যশঃ ॥ ১৬
কাষ্ঠানীবার্দ্রশুষ্কাণি বহুমানৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
গুণার্থান্ নাবিগচ্ছন্তি মামৃতে সর্বতস্ত্বহং ॥ ১৭

ইন্দ্রিয়াণ্যূচুঃ।

এবমেতন্মতং সত্যং যদ্বৈতন্মন্যতে ভবান্।
অতোঽস্মানবরুদ্ধ্যার্থাংস্ত্বং নোঽস্মান্ ভুক্ত্বে ভবান্ যদি ॥ ১৮
বয়ন্ত্বামনু প্রভবিষ্যামো বশগা ভবান্।
ত্বোঽস্মান্ ভুঞ্জতে ভবান্ সত্যং যদ্বৈতন্মন্যতে তথা ॥ ১৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন—জ্ঞানকে না জানাই গুণকে না জানা এবং গুণকে জানাই হইল গুণকে জানা। যেহেতু এই ইন্দ্রিয়গণ পরস্পরের গুণ জানে না (যথা—চক্ষুঃ দ্বারা শব্দ শুনা যায় না), সেইহেতু বলিতেছি যে, ইহারা পরস্পরকে কখনও জানে না ॥ ৫

জিহ্বা, চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, মন ও বুদ্ধি ইহারা গন্ধসমূহকে বুঝিতে পারে না, কিন্তু ঘ্রাণই তাহাদের অনুভব করিতে পারে ॥ ৬

ঘ্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, মন ও বুদ্ধি রসসমূহকে উপলোগ করিতে সমর্থ হয় না, কেবল জিহ্বাই তাহাদের জানিতে পারে ॥ ৭

ঘ্রাণ, জিহ্বা, শ্রোত্র, মন ও বুদ্ধি রূপসমূহকে দেখিতে পায় না চক্ষুই কেবল তাহাদের জানিতে পারে ॥ ৮

ঘ্রাণ, জিহ্বা, চক্ষু, শ্রোত্র, বুদ্ধি ও মন স্পর্শগুলিকে গ্রহণ করে না, ত্বক্-ই কেবল তাহাদের অনুভব করে ॥ ৯

ঘ্রাণ, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি শব্দসমূহকে বুঝিতে পারে না, কেবল শ্রোত্রের দ্বারাই তাহাদের উপলব্ধি হয় ॥১০

ঘ্রাণ, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র ও বুদ্ধি কখনও সংশয় করিতে পারে না, মনই কেবল সংশয় করিতে পারে ॥ ১১

ঘ্রাণ, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র এবং মন—ইহারা কেহই ব্যবসায়াত্মক নিশ্চয় করিতে পারে না, বুদ্ধিই এরূপ নিশ্চয় করিতে পারে ॥ ১২

ভামিনি! এই বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনের কথোপকথনের এক পুরাতন ইতিহাসের উদাহরণ জানিগণ দিয়া থাকেন ॥ ১৩

মন বলিয়াছিল—আমাকে ছাড়া নাসিকা ঘ্রাণ করিতে পারে না, জিহ্বা রস জানিতে পারে না, চক্ষু রূপ গ্রহণ করে না, ত্বক্ স্পর্শ বুঝিতে পারে না, শ্রোত্রও কখনও আমা ব্যতীত শব্দ শুনিতে পায় না, সুতরাং আমিই সর্বভূতের শ্রেষ্ঠতম ॥ ১৪-১৫

শূন্য গৃহের মত এবং নির্বাপিত-শিখ অগ্নির মত ইন্দ্রিয়গণ আমার দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে সর্বদা নিষ্প্রভ হইয়া থাকে ॥ ১৬

ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা শত চেষ্টা করিলেও শুষ্ক প্রাণিগণ আমার সাহায্য ব্যতীত বস্তুসমূহের রসগন্ধাদি গুণবিষয় জানিতে পারে না যেমন জিহ্বাই হউক বা ত্বকই হউক কাষ্ঠ কখনই তাহা অনুভব করিতে পারে না ॥ ১৭

ইন্দ্রিয়গণ বলিল—আপনি যাহা ভাবিতেছেন, তাহা সত্য হইলে, যদি আপনি আমাদের সাহায্য ছাড়াই বিষয় গ্রহণ করিতে পারিতেন ॥ ১৮

যদি আমরা নিশ্চিহ্ন হইবার পরও আপনি বাঁচিতে পারিতেন

অথবাত্মানু লীনেষু ভিষ্ঠৎসু বিষয়েষু চ
যদি সন্তন্নয়েন্নাত্মন্ ভুঙ্‌ক্তে ভোগান্ যথার্থবৎ ॥১০
অথ চেন্নয়তে সিদ্ধিমন্যর্থেষু নিযুজ্যতে।
ঘ্রাণেন ঘ্রাণমাদৎস্ব রসমাদৎস্ব চক্ষুষা ॥১১
শ্রোত্রেণ গন্ধমাদৎস্ব স্পর্শানাদৎস্ব ত্বিন্দ্রিয়া।
ত্বচা চ শব্দমাদৎস্ব বুদ্ধ্যা স্পর্শমথাপি চ ॥১২
বলবদ্ভো হ্যনিত্যা নিত্যা দুর্বলীয়সাম্
ভোগানুপূর্যাদাৎস্ব রোহিষ্টৈঃ তোক্তুমর্হতি ॥১৩
যথা হি শিষ্টঃ শাস্তারঃ ক্রত্বর্থমভিযাচতি।
তদ্বৎ ক্রত্বুপাদায় ক্রত্বর্থমুপকল্পয়েৎ ॥১৪
বিষয়ানেবমাত্মর্দশিনোপাদত্তস্বধনে।
অন্যথাস্যাত্মনীত্যেতে খ্যাতে জ্ঞানবলে তথা ॥১৫
বৈষম্যস্য গতাবাত্ম ভক্তুর্নানাত্বতেতসাম্।
অন্যস্মৈ কৃতে কার্যে দৃশ্যতে প্রাণধারণম্ ॥১৬

যদুনপি হি সন্তন্নান্ বদ্ধা ধর্মানুপাস্তে চ।
মৃতকন্যা পীড়ামানো বিষয়ানেব ধাবতি ॥১৭
অন্যায়ধ্বায়ধিষ প্রবিষ্ট
সন্তন্ভোগান্ বিষয়ে নিবদ্ধান্।
প্রাণক্ষয়ে শান্তিমুপৈতি নিত্যা
দারুক্ষয়েঽগ্নির্ত্তি শিতো যথৈব ॥১৮
ভাসং তু নঃ যেষু গুণেষু সঙ্গঃ
ভাসক নাস্তোভগুণোপলব্ধিঃ।
অস্মান্ বিনা নাস্তি তবোপলব্ধি-
র্ভাবস্তুতে ত্বাং ন ভজেৎ প্রহর্ষঃ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আথর্বণিকে পর্বণি অনুশীতাপর্বণি ব্রাহ্মণগীতাসু
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

ত তুত্ত থাকিতেন এবং সজ্জনপ্রকার ভোগ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আপনার মত সত্তা বলিয়া মানিতে পারিতাম ॥১৩

অথবা, আমরা সব প্রাপ্ত হই বিদ্যা বিষয়ে লয় থাকি—যে ভোগ অবহাতেই যদি আপনি সন্তন্নয়ই ঠিক ঠিক ভোগসমূহ গ্রহণ করিতে পারিতেন, বিষয় যদি আপনি সর্বথা সমর্থ—তাহা হইলে ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধ, চক্ষুর দ্বারা রূপ, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ, জিহ্বার দ্বারা নীরোগাদি স্পর্শ গ্রহণ করুন ! ১০-১২

নিয়ম ত' দুর্জনদের জন্য, বলবান্‌দের ত' তনিয়াছি নিয়মের বন্ধনহীন হন্—(আপনি যদি বলবান্‌ই হইবেন), তবে নূতন নূতন উপায়ে ভোগ করুন না—আমাদিগের কৃত বিষয় পুনরায় গ্রহণ করেন কেন ? ১৩

যজ্ঞ যেমন, যেমন প্রতিজ্ঞান লাভের জন্য শিষ্য গুরু সমীপে যায় এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রতিজ্ঞান পাইয়া তবে যজ্ঞ প্রভৃতি অথর্ববিদে বিধানাদি করে, সেরূপ আপনিও আমাদিগের দ্বারা প্রকাশিত বিষয়সমূহকে যখন করেন—তাহা সে ভবিষ্যৎ বিষয়ই হউক, আর অতীত বিষয়েই হউক, যদেই হউক বিদ্যা জানয়েই হউক ! ১১-১৫

যে সব লৌকিক (অজ্ঞবৃদ্ধি) ব্যক্তিগণ যখন পক্ষিবৃত্তির হইয়া যায়, তাহারাও আমাদের ন্যায় কার্য করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ১৬

যদ্ব সন্তন্ন যখন করিয়া এবং যজ্ঞ যজ্ঞ দেখিয়া অবশেষে ভোগ-লিপ্সাতে তাড়িত হইয়া মানুষ বিষয়াদির অভিমুখে প্রধাবিত হয়। ১৭

বিষয় বাসনা পীড়িত হইয়া সন্তন্নলাভ ভোগসমূহ উপভোগ করিয়া প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিলে যাদৃশ যাজ্ঞাহীন ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা থাকিয়া তার নিঃশেষ হইয়া পড়ে এবং অগ্নিলাভ করে যেরূপ তাহা ফুরাইয়া যাইলে প্রজ্বলিত অগ্নি আপনিই নিভিয়া যায়। ১৮

বুদ্ধিমান, আমাদিগের ন্যায় গুণের প্রতি আসক্তি করিবেন, জান, আমাদের ন্যায় হয় সন্তন্নয়ের গুণের উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু আমাদের সহায়তা ব্যতীত আমাদের আপনারও কিছু অনুভব করিবার শক্তি নাই—সেইরূপ আপনি ছাড়া আমাদেরও সৃষ্টি হয় না। ১৯

শ্রীবরদরাজ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা ভারতের অথর্ববেদিকপর্বান্তর্গত অনুশীতাপর্বের ব্রাহ্মণগীতা-প্রসঙ্গে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(প্রাণাপানপ্রভৃতীনাং কথোপকথনম্, ব্রহ্মণা তেষাং শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনঞ্চ)

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
পঞ্চহোতারমাসীনমৃষিং বাদ্ধ্যশ্বম্। ১
প্রাণাপানাবুদানং সমানো ব্যান এব চ।
পঞ্চহোতারমেবৈতান্ বৈ পরং তাবদ্বিদুর্বুধাঃ। ২

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

যত্তাবাৎ সপ্তহোতায় ইতি মে পূর্বিকা মতিঃ।
যথা বৈ পঞ্চহোতারঃ পরো তাবদ্বহুত্বাত্তাম্। ৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।

প্রাণেন সম্ভৃতো বায়ুরপানো জায়তে ততঃ।
অপানে সম্ভৃতো বায়ুস্ততো ব্যানঃ প্রবর্ত্ততে। ৪
ব্যানেন সম্ভৃতো বায়ুস্ততোদানঃ প্রবর্ত্ততে।
উদানে সম্ভৃতো বায়ুঃ সমানো নাম জায়তে। ৫
তেঽহঙ্কৃত্য পুরা সপ্ত পূর্বজাতা বিশাংপতয়ঃ।
যো নঃ শ্রেষ্ঠমবাচ্যঞ্চ স নঃ শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যতি। ৬

ব্রহ্মোবাচ।

যস্মিন্ প্রলীনে প্রলয়ং ব্রজন্তি
সর্বে প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং শরীরে।
যস্মিন্ প্রচীর্ণে চ পুনর্ভবন্তি
স বৈ শ্রেষ্ঠো গচ্ছত যত্র কামঃ। ৭

প্রাণ উবাচ

ময়ি প্রলীনে প্রলয়ং ব্রজন্তি
সর্বে প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং শরীরে।
ময়ি প্রচীর্ণে চ পুনর্ভবন্তি
শ্রেষ্ঠো হ্যহং পশ্যত মাং প্রলীনম্। ৮

ব্রাহ্মণ উবাচ।

প্রাণঃ প্রলীয়ত ততঃ পুনশ্চ প্রচচার হ।
সমাশ্বস্যাপানদ্বচোঽব্রুবাণঃ পুনঃ শুভে। ৯
ন ত্বং সর্বমিদং ব্যাপ্য বিভর্ষীহ যথা বয়ম্।
ন ত্বং শ্রেষ্ঠো হি নঃ প্রাণ অপানো হি বলে তব।
প্রচচার পুনঃ প্রাণস্তমপানোঽভ্যভাষত। ১০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[প্রাণ অপান প্রভৃতির কথোপকথন ও ব্রহ্মা কর্তৃক তাহাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"হে শৌতায়ণি! এই বিষয়ের পাঞ্চহোতার যজ্ঞ বিষয়ে ঋষি বাদ্ধ্যশ্ব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার পুরাতন ইতিহাস সজ্জনগণ এস্থলে উদাহরণ প্রদান করেন। ১

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ হোতৃমন্ত্রে পণ্ডিতগণ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন—পূর্বে আমি বৃত্তিবাহিনায় যে, যজ্ঞাবসানে আমাদের সপ্ত শরীরে সাতজন হোতা আছেন। অধুনা পঞ্চ হোতার যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে তাহা আপনি বুঝাইয়া বলুন। ২-৩

ব্রাহ্মণ বলিলেন—প্রাণের দ্বারা পুষ্ট বায়ু অপানত্ব প্রাপ্ত হয়, অপানপুষ্ট হইলে ব্যান জন্মায়, ব্যানের দ্বারা পরিচালিত বায়ু উদান রূপে প্রকাশিত হয়, উদানের দ্বারা পুষ্ট হইলে আবার বায়ু সমানত্ব প্রাপ্ত হয়। পূজাকালে তাহারা, সর্বাগ্রে যাঁহার জন্য সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলুন, (আপনি যাহাকে বলিবেন) সেই আমাদের মধ্যে প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইবে। ৪-৬

ব্রহ্ম বলিলেন—যে জন্য প্রাণ হইলে প্রাণিগণের শরীরস্থ সমস্ত প্রাণ-বৃত্তি লয় প্রাপ্ত হয়, যে চলিলে আবার সমস্ত প্রাণ পুনরায় সঞ্চারিত হয়, সে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইহা জানিয়া যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও। ৭

প্রাণ বলিল—আমি সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হইলে প্রাণধারিগণের শরীরের সমস্ত প্রাণ লয়প্রাপ্ত হয়, আমি সম্যক্ রূপে কর্ম আরম্ভ করিলে পুনরায় তাহারাও কর্ম আরম্ভ করে, তাই আমিই শ্রেষ্ঠ—এই দেখ আমি লয় প্রাপ্ত হইতেছি। ৮

ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে শুভে! অতঃপর প্রাণ কিয়ৎক্ষণের জন্য কার্য বন্ধ রাখিয়া পুনরায় সঞ্চারিত হইল। তখন সমান ও উদান তাহাকে পুনরায় বলিল—"আমাদিগের ন্যায় আপনি এই সকল শরীর ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন না, সুতরাং আপনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহেন। কেবল অপানই আপনার বশ। অতঃপর প্রাণ পুনরায় কার্য আরম্ভ করিলে অপান তাহাকে বলিল। অপান বলিল,—"আমি লীন হইলে প্রাণিসমূহের শরীরস্থ সমস্ত বায়ু লয় প্রাপ্ত হয়, আমি সক্রিয় করিলে তাহারা

অপান উবাচ।

যদি শ্রেষ্ঠীনে প্রলয়ং ব্রজন্তি
সর্বে প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং শরীরে।
যদি প্রচীর্ণে চ পুনর্ভবন্তি
শ্রেষ্ঠো হ্যহং পশ্যত মাং প্রলীনম্ ॥ ১১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ব্যানস্ত তমুদানস্ত ভাষমাণমযোচতুঃ
অপান ন ত্বং শ্রেষ্ঠোঽসি প্রাণো হি বশগস্তব ॥ ১২

অপানঃ প্রচচারাথ ব্যানস্তং পুনরব্রবীৎ
শ্রেষ্ঠোঽহমস্মি সর্বেষাং ব্রূহত্তাং যেন বেত্থবা ॥ ১৩

যদি প্রলীনে প্রলয়ং ব্রজন্তি
সর্বে প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং শরীরে।
যদি প্রচীর্ণে চ পুনর্ভবন্তি
শ্রেষ্ঠো হ্যহং পশ্যত মাং প্রলীনম্ ॥১৪

ব্রাহ্মণ উবাচ

প্রালীয়ত ততো ব্যানঃ পুনশ্চ প্রচচার হ
প্রাণাপানাবুদানশ্চ সমানশ্চ তমব্রুবন্।

ন ত্বং শ্রেষ্ঠোঽসি নো ব্যান সমানস্ত বশে তব ॥ ১৫

প্রচচার পুনর্ব্যানঃ সমানঃ পুনরব্রবীৎ
শ্রেষ্ঠোঽহমস্মি সর্বেষাং ব্রূহত্তাং যেন বেত্থবা ॥ ১৬

যদি প্রলীনে প্রলয়ং ব্রজন্তি
সর্বে প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং শরীরে।
যদি প্রচীর্ণে চ পুনর্ভবন্তি
শ্রেষ্ঠো হ্যহং পশ্যত মাং প্রলীনম্ ॥ ১৭

(ব্রাহ্মণ উবাচ।
ততঃ সমানঃ প্রালিল্যে পুনশ্চ প্রচচার হ।
প্রাণাপানাবুদানশ্চ ব্যানশ্চৈব তমব্রুবন্।
ন ত্বং সমান শ্রেষ্ঠোঽসি ব্যান এব বশে তব।)

সমানঃ প্রচচারাথ উদানস্তমুবাচ হ।
শ্রেষ্ঠোঽহমস্মি সর্বেষাং ব্রূহত্তাং যেন বেত্থবা ॥ ১৮

যদি প্রলীনে প্রলয়ং ব্রজন্তি
সর্বে প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং শরীরে।
যদি প্রচীর্ণে চ পুনর্ভবন্তি
শ্রেষ্ঠো হ্যহং পশ্যত মাং প্রলীনম্ ॥১৯

নগরে আমার সঞ্চারিত হয়, সেইহেতু আমিই সকলের শ্রেষ্ঠ—দেখ, আমি কর্ম যত্ন করিতেছি। ৯-১১

ব্রাহ্মণ বলিলেন—ব্যান ও উদান তাহাতে এই কথা বলিতে ত্বরিত বলিল—"ওহে অপান! তুমি শ্রেষ্ঠ নও, যেহেতু প্রাণই তোমার অধীনস্থ"। ১২

অপান চলিতে আরম্ভ করিলে ব্যান তাহাতে পুনর্বার বলিল আমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, কেন তাহা বলিতেছি শুন। ১৩

আমি লয় প্রাপ্ত হইলে প্রাণিগণের দেহস্থ সমস্ত প্রাণিসমূহ লয় প্রাপ্ত হয়, আমি প্রেরিত হইলে সকলে আবার নর্তিত চলিতে আরম্ভ করে। সুতরাং আমি শ্রেষ্ঠ। দেখ, আমি লীন হইয়া যাইতেছি। ১৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ব্যান তখন কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হইয়া থাকিয়া অতঃপর পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল; তাহাকে প্রাণ-অপান-উদান ও সমান বলিল—"ব্যান তুমি শ্রেষ্ঠ নও, যেহেতু সমানই কেবল তোমার বশে আছে" ১৫

তখন ব্যান পুনরায় চলিতে লাগিল। অতঃপর সমান বলিল—"আমিই সকলের শ্রেষ্ঠ. তাহার কারণ বলিতেছি, শুন"। ১৬

আমি লয় হইয়া গেলে প্রাণধারিগণের শরীরস্থ সমস্ত বায়ু-সমূহ লয় প্রাপ্ত হয়। আমি কিরিয়া আসিলে তাহারাও আবার কর্মরত হয়, তাই আমিই শ্রেষ্ঠ। এই দেখ আমি লয় প্রাপ্ত হইতেছি। ১৭

(ব্রাহ্মণ বলিলেন—"তখন সমান সম্পূর্ণরূপে লয় হইয়া গিয়া আবার কিরিয়া আসিয়া চলিতে লাগিল। প্রাণ-অপান-উদান ও ব্যান তাহাতে বলিল—তুমি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নও, যেহেতু কেবল ব্যানই তোমার বশতা স্বীকার করে।)" সমান পুনরায় চলিতে থাকিলে উদান তাহাকে বলিল "আমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ বলিতেছি, শুন।" ১৮

"আমি লয় প্রাপ্ত হইলে প্রাণিশরীরের অন্যান্য সকল প্রাণ-গুলি লয় প্রাপ্ত হয়। আমি কিরিয়া আসিলে আবার কিরিয়া আসে, তাই আমিই শ্রেষ্ঠ। এই আমি লয় হইয়া যাইলাম, তোমরা দেখ"। ১৯

উক্তঃ প্রাণীয়তোদানঃ পুনরুক্ত প্রচক্ষ্যতে ।
প্রাণাপানৌ সমানশ্চ ব্যানশ্চৈব তথোত্তমম্ ।
উদান ইতি যং প্রাহুরেতদ্ধি বয়ং বদেম তৎ ॥ ১০

ব্রাহ্মণ উবাচ

ততস্তানব্রবীদ্ ব্রহ্মা সমবেতান্ প্রজাপতিঃ
সর্বে শ্রেষ্ঠা ন বা শ্রেষ্ঠাঃ সর্বে চাত্মোদ্ভবমিদম্ ॥ ১১
সর্বে ঋষিত্বমে শ্রেষ্ঠাঃ সর্বে চাত্মোদ্ভবমিদম্
ইতি তানব্রবীৎ সর্বান্ সমবেতান্ প্রজাপতিঃ ॥ ১২

অতঃপর উদান একবার প্রকাশ হইয়া পুনরায় প্রচারিত হইল। প্রাণ ও অপান, সমান ও ব্যান তাহাকে বলিল "উদান! তুমি শ্রেষ্ঠ নহ। আমরাই যেমন সেমার অধীন ॥ ১০

ব্রাহ্মণ বলিলেন—তাহাতে সমবেত সকলকে তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে সকলেই শ্রেষ্ঠ, আবার কেহই শ্রেষ্ঠ নহ। যেহেতু তোমরা প্রত্যেকেই একে অপরের কারণস্বরূপ ॥ ১১

সকলেই তোমরা নিজ নিজ বিষয়ে বিশিষ্টতাপূর্ণ এবং

একঃ স্থিরশ্চাস্থিরশ্চ বিশেষাৎ পঞ্চ বায়বঃ ।
এক এব তু সর্বেষাং বহুধাপ্যাপ্যতে তু ॥ ১৩
পঞ্চস্পন্দস্য মুক্তস্য তাবদ্ভূতঃ পঞ্চস্পন্দম্ ।
যস্তি ব্রজত্ত ভূতা যো বায়বস্তা পঞ্চস্পন্দম্ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং আখ্যেয়িকে পর্বণি অনুশীলপর্বণি ব্রহ্মগীতাসু ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

সকলেই পঞ্চস্পন্দের পরিপোষক তাহাদের সমবেত সকলকে প্রজাপতি ব্রহ্মাই এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১২

একই বায়ু স্থির ও অস্থির বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া বৈশিষ্ট্য ভেদে পঞ্চ বায়ুরূপে প্রকটিত হয় সেইরূপে আমার আত্মাও এক হইলেও বহুবিধ বলিয়া বৃত্তি দ্বারা পূরিত হয় ॥ ১৩

তোমরা পঞ্চস্পন্দের বহু পঞ্চস্পন্দ স্থিতিগতি করিয়া পঞ্চস্পন্দে ধারণ কর এবং একভাবে মুক্তরূপে যখন প্রাণ হও ॥ ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আখ্যেয়িকপর্বাধ্যায় অনুশীলনপর্বে ব্রাহ্মণগীতা-প্রসঙ্গে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[দেবর্ষি-নারদস্য দেবমতস্য চ কর্মোপাসনম্, উভয়োরুৎকৃষ্টতাবর্ণনঞ্চ]

ব্রাহ্মণ উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
নারদস্য চ সংবাদমৃষের্দেবমতস্য চ ॥ ১
দেবমত উবাচ
ভূতেঃ সঞ্জায়মানস্য কিংনু পূর্বং প্রবর্ততে
প্রাণোঽপানঃ সমানো বা ব্যানো বোদান এব চ ॥ ২

নারদ উবাচ

যেনায়ং সৃজ্যতে তন্তুস্তেনৈবঃ পূর্বমেতি তম্ ।
প্রাণশ্চাপশ্চ হি বিজ্ঞেয়া তির্যগূর্ধ্বমধশ্চ যৎ ॥ ৩
দেবমত উবাচ
যেনায়ং সৃজ্যতে তন্তুঃ কস্যাস্তঃ পূর্বমেতি তম্ ।
প্রাণশ্চাপশ্চ যে ব্রূহি তির্যগূর্ধ্বমধশ্চ যৎ ॥ ৪

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[দেবর্ষি নারদ ও দেবমতের কর্মোপাসন এবং উহাদের উৎকৃষ্টতা বর্ণনা।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন—এই বিষয়ের একটি পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তস্বরূপ বিদ্বান্‌গণ কর্তৃক উদাহৃত হইয়াছে। তাহা হইল নারদ এবং দেবমত ঋষির সংবাদ ॥ ১

দেবমত একদা নারদকে বলিয়াছিলেন—"জীবের জন্মকালে তাহার শরীরে অগ্রে কোন্‌টি লক্ষিত হয়? প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান কিংবা উদান?" ॥ ২

প্রত্যুত্তরে নারদ বলিলেন—"যেই তাহাদের দ্বারা জীবের সৃষ্টি হয় তাহার অতিরিক্ত একটি বস্তু উহার পূর্বে পূর্বে যায়, তাহা হইল প্রাণবায়ুর দ্বয় (যা ঊর্ধ্ব), যাহা উর্ধ্ব, তির্যক্ বা অধোগতি সর্বত্রই যায় ॥ ৩

দেবমত বলিলেন—কিসের দ্বারা প্রাণিজাতের সৃষ্টি হয়? তদতিরিক্ত কোন পদার্থ তাহার অগ্র গমন করে? প্রাণের দ্বয় বলিতেই যা আপনি কি বুঝিতেছেন, যাহা কিনা তির্যগ্, অধঃ ও ঊর্ধ্ব তিনলোকেই ব্যাপ্ত? এ সকল আমাকে বুঝাইয়া বলুন ॥ ৪

নারদ উবাচ

সত্যাজ্জায়তে বর্ষঃ পর্জন্যাদপি চ জায়তে ।
রসাৎ সঞ্জায়তে চাপি রূপাদপি চ জায়তে ॥ ৫
শুক্রাচ্ছোণিতসম্ভূতাৎ পূর্বঃ প্রাণঃ প্রবর্ততে ।
প্রাণেন বিকৃতে শুক্রে ততোঽপানঃ প্রবর্ততে ॥ ৬
শুক্রাৎ সঞ্জায়তে চাপি রসাদপি চ জায়তে
এতদ্ রূপমুদানস্য বর্ষো মিথুনমুত্তমম্ ॥ ৭
ফালাৎ সঞ্জায়তে শুক্রং শুক্রাৎ সঞ্জায়তে রসঃ
সমান-ব্যানজনিতে সামান্যে শুক্রশোণিতে ॥ ৮
প্রাণাপানাবিধিঃ স্বস্থবয়াঙ্ কোর্জকং গচ্ছতঃ ।
ব্যানঃ সমানশ্চৈবোক্তৌ তির্যগ্ বৃষ্ণবৃচ্যতে ॥ ৯
অগ্নির্বৈ দেবতাঃ সর্বা ইতিহাসেষু শাসনম্ ।
সঞ্জায়তে ব্রাহ্মণস্য জ্ঞানং বুদ্ধিসমন্বিতম্ ॥ ১০
তস্য ঘৃতমসো রূপং রজো ভস্মস্তু তেজসঃ
সর্বং সঞ্জায়তে তস্য যত্র প্রতিপ্রাতং হবিঃ ॥ ১১

সন্ত্বাৎ সমানো ব্যানশ্চ ইতি যজ্ঞবিদো বিদুঃ
প্রাণাপানাব্যবাভাগো ভরোর্মধ্যে হুতাশনঃ ॥ ১২
এতদ্ রূপমুদানস্য পরমং ব্রাহ্মণা বিদুঃ
নির্ঋত্যামতি বৈ ক্ষেত্রং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১৩
অবোরাত্রমিদং বৃষ্ণঃ ভরোর্মধ্যে হুতাশনঃ ।
এতদ্ রূপমুদানস্য পরমং ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥ ১৪
সজ্ঞানজৈব তদ্ বৃষ্ণঃ ভরোর্মধ্যে হুতাশনঃ ।
এতদ্ রূপমুদানস্য পরমং ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥ ১৫
ঊর্ধ্বং সমানো ব্যানশ্চ ব্যসাতে কবী তেন তৎ ।
তৃতীয়া তু সমানেন সূনরেব ব্যদসাতে ॥ ১৬
শান্ত্যর্থং ব্যানমেতত্ত শান্তির্ত্রহ্ম সনাতনম্ ।
এতদ্ রূপমুদানস্য পরমং ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আথর্বণিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি ব্রাহ্মণগীতাসু
চতুশ্চিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

নারদ বলিলেন—"সত্য হইতে বর্ষ জন্মায়, প্রজিতর পর্জ, রস এবং রূপ হইতেও বর্ষ জন্মিয়া থাকে ॥ ৫

শুক্র ও শোণিত যে মিলন (যাহার দ্বারা ভ্রূণমণ্ডল সৃষ্ট হয়), তাহার পূর্বেই প্রাণের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রাণের দ্বারা শুক্র বিকৃত হইলে পর অপানের অপানের কার্য আরম্ভ হয় ॥ ৬

শুক্র কিংবা রস হইতেও বর্ষ (যা আনন্দ দ্বারা হইতে ভ্রূণমণ্ডলের উৎপত্তি বলিয়া জ্ঞাতিতে উক্ত) সম্ভূত হয়। এবং এই বর্ষই উদানরূপে কার্যকারণসম্বন্ধ মিথুনের মধ্যে যা ও হইয়া থাকে ॥ ৭

ফাল হইতে শুক্র জন্মায়, শুক্র হইতে রসের উৎপত্তি হয়। সমান ও ব্যান-জনিত শুক্র ও রক্ত এই দুইটিকে সাধারণ (সাধারণ) বলা হয় ॥ ৮

প্রাণ ও অপান এই উভয়ে উর্ধ্বে ও অধোদেশে যাইয়া থাকে। ব্যান ও সমান এই দুইটিকে যথাক্রমে বৃষ্ণ (বৃষভ) বলা হইয়া থাকে ॥ ৯

অগ্নি অর্থাৎ পরমাত্মাই সর্বদেবস্বরূপ, ইহাই ঈশ্বরের আদেশ, এবং ব্রাহ্মণ বুদ্ধির দ্বারা এই জ্ঞানই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১০

সেই অগ্নিরই ঘৃত হইল উপোষণ এবং রজোগুণ তাহার ভস্ম।

সেই অগ্নি যাহাকে হবিঃ প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইতেই এই সমস্ত ভস্মরূপ সৃষ্টি হয় ॥ ১১

যজ্ঞবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, সত্ত্বগুণ হইতে সমান ও ব্যান উৎপন্ন হয়। প্রাণ ও অপান এ-দুটি যেন বজ্রভাগ আর তাহার মধ্যে আহুতন অগ্নির স্থিতি দেখা যায় ॥ ১২

উদানের এই শ্রেষ্ঠ রূপই ব্রাহ্মণেরা জানিতেন—যাহা নির্ঋতি (অর্থাৎ বিস্তৃতিহীন) বলে ; তাহা বলিতেছি, শুন ॥ ১৩

দিন ও রাত্রি এই দুইটি বৃষ্ণ, ইহাদের মধ্যভাগে আছেন অগ্নি। উদানের এই শ্রেষ্ঠ রূপই ব্রাহ্মণেরা জানিতেন ॥ ১৪

সৎ এবং অসৎ এই দুটি বৃষ্ণ। ইহাদের মধ্যস্থলেই অগ্নির স্থিতি। উদানের এই পরম রূপই ব্রাহ্মণেরা জানিতেন ॥ ১৫

ঊর্ধ্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সনাতনাত্মক ক্ষেত্রের দ্বারা সমান ও ব্যান রূপে প্রকল্পিত হন—তাহা হইতেই সেই কবি বিস্তারপ্রাপ্ত হয়। জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অতিরিক্ত যে তৃতীয় অবস্থা (সুষুপ্তি) তাহার দ্বারা উপলক্ষিত ব্রহ্ম সমানের দ্বারাই নিক্ষিপ্ত হন ॥ ১৬

কেবল ব্যানই শান্তিস্বরূপ। শান্তিই সনাতন ব্রহ্ম। উদানের এই শ্রেষ্ঠ রূপই ব্রাহ্মণগণ জানিতেন ॥ ১৭

শ্রীমদ্ভাগবদ্ধি বেদব্যাসপ্রণীত মহাসাহস্রী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতে আথর্বণিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে ব্রাহ্মণগীতা-প্রসঙ্গে চতুশ্চিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[চাক্ষুষৌত্র-যজ্ঞবর্ণনম্]

ব্রাহ্মণ উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
চাক্ষুষৌত্রবিধানস্য বিধানমিহ যাদৃশম্॥ ১

তস্য সর্বস্য বিধিবদ্ বিধানমুপদিশ্যতে।
শৃণু মে সমতো ভদ্রে রহস্যমিদমদ্ভুতম্॥ ২

করণং কর্ম কর্তা চ মোক্ষ ইত্যেব তাদৃশি
চত্বার এতে হোতারো বৈরিঞ্চস্য জগদ্ধাতুম্॥ ৩

হেতুনা সাধনেনৈব শৃণু সর্বমশেষতঃ
ঘ্রাণং জিহ্বা চ চক্ষুশ্চ ত্বক্ চ শ্রোত্রক পঞ্চমম্।
মনো বুদ্ধিশ্চ সপ্তৈতে বিজ্ঞেয়া গুণবেত্তবঃ॥ ৪

গন্ধো রসশ্চ রূপঞ্চ স্পর্শঃ শব্দশ্চ পঞ্চমঃ
মন্তব্যাশ্চাথ বোদ্ধব্যাঃ সপ্তৈতে কর্মবেত্তবঃ॥ ৫

ঘ্রাতা গন্ধবিদ্যা দ্রষ্টা বক্তা শ্রোতা চ পঞ্চমঃ।
মন্তা বোদ্ধা চ সপ্তৈতে বিজ্ঞেয়াঃ কর্তৃবেত্তবঃ॥ ৬

গন্ধাদয়ো গুণাস্ত্বেতে গুণবন্তঃ শুভাশুভম্।
অনেক নির্গুণোঽনন্তঃ সপ্তৈতে মোক্ষবেত্তবঃ॥ ৭

বিদুষাং বুধ্যমানানাং স্বং স্বং স্থানং যথাবিধি।
গুণান্তে দেবতাভূতাঃ সন্ততং ভুঞ্জতে হবিঃ॥ ৮

অমন্যমানস্তেঽবিদ্বান্ মন্যতে যাপলপ্যতে।
আত্মার্থে পাঠয়ন্নন্যং মমত্বেনোপজুষ্যতে॥ ৯

অভক্ষ্যাভক্ষণং চৈব যত্তপানক ভক্ষ্যতে তম্
স চান্নং ভক্ষ্যতি তং চান্নং স হন্যা ভক্ষ্যতে পুনঃ॥ ১০

হন্যা ভক্ষয়িতা বিদ্বান্ পুনর্ভবতি ঘাতকঃ
ন চান্নাজ্জায়তে কশ্চিন্ মৃত্যো নাম ব্যতিক্রমঃ॥ ১১

মনসা গম্যতে যচ্চ সচ্চ বাচা নিগদ্যতে
শ্রোত্রেণ শ্রূয়তে যচ্চ তচ্ছুষা যচ্চ দৃশ্যতে॥ ১২

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[চাক্ষুষৌত্র যজ্ঞের বর্ণনা।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন— এই বিষয়ে চারজন হোতার দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞ যেরূপে বিহিত হইয়াছিল, তাহার পুরাতন আর একটি ইতিহাসও দৃষ্টান্তস্বরূপ বিজ্ঞগণ কর্তৃক কথিত হয়॥ ১

সেই যজ্ঞের বিধান ও অনিষ্পিষ্ট নিয়ম যত্নে যেরূপে উপদিষ্ট হয়, তাহা এক অপূর্ব্ব ঘটনা। হে ভদ্রে! তাহা বলিতেছি শুন॥২

করণ, কর্ম, কর্ত্তা ও মোক্ষ—এই চারজন হোতার দ্বারা সমস্ত জগৎ আবৃত হইয়া আছে॥৩

ইহাদের যে সমস্ত হেতু আছে, তাহা যুক্তির দ্বারা দেবতাবিদ্ হয়, সেই সকল সম্পূর্ণরূপে শুন। ঘ্রাণ, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও শ্রোত্র এই পাঁচটি এবং মন ও বুদ্ধি এই সাতটিকে গুণবান্ বলিয়া জানিবে॥ ৪

গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ, স্পর্শ, মন্তব্য ও বোদ্ধব্য এই সাতটি কর্ম্মবেত্তা হেতু॥ ৫

আঘ্রাণকর্ত্তা, ভক্ষণকর্ত্তা, দ্রষ্টা, বক্তা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা ও বোদ্ধা—এই সাতটিকে কর্ত্তৃ-বেত্তা হেতু বলা হয়॥ ৬

গুণবান্ ইন্দ্রিয়সকল শুভ কিংবা অশুভ যে যে বিষয়ের গুণ উপভোগ করিয়া থাকে আর যিনি আত্মা অর্থাৎ সর্ব্বময় "আমি" তিনি নির্গুণ ও অনন্ত হইয়া জানিলে পর এই সাতটিই আবার মোক্ষবেত্তা হয় অর্থাৎ যতদিন ইন্দ্রিয়ের উপভোগ গুণগুলিতে থাকে, ততদিন ঐ সাতটি ভোগ হেতু হয়, আর যখন "আমি নির্গুণ অনন্ত" এই বোধ জন্মায় তখন উহারাই মোক্ষ-কারণরূপে দাঁড়ায়॥ ৭

ইহারা বিভিন্ন বিষয় বুঝিতে পারেন সেই সব বিদ্যানগণের ইন্দ্রিয়ের গুণগুলি যথা স্থানে যথাবিধি জানিয়া দেবতাদিগের ন্যায় হবিঃ অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া থাকে॥ ৮

আর যে অবিদ্বান্, সে যাহা গ্রহণকালে তাহার প্রতি মমত্ব বোধ করে এবং নিজের জন্য অন্য পাক করিয়া সেই মমত্বের দ্বারাই ভোগপ্রাপ্ত হয়॥ ৯

অভক্ষ্যভক্ষণ ও মদ্যপান তাহাদের নাশের কারণ হয়। সেই বিষয় যাহা তাহাকে এবং সেই অন্নকে ভোগ নাশ করেই সে সেই অন্ন গ্রহণ করিয়া নিজের হত হয়, সেই অন্নকেও নাশ করে॥ ১০

যিনি বিদ্বান্ হইয়া এই অন্ন ভোজন করেন—তিনি পুনরায় ভক্ষয়িতাবান্ (ঈশ্বর) হইয়া অন্যান্যের জন্য দিতে পারেন। তাঁহার দ্বারা কৃতঘ্নতার সেই অন্নে কোনও দুষ্ট দোষ লাগে না॥১১

মনের দ্বারা যাহা যাহা জানা যায়, বাক্যের দ্বারা যাহা যাহা বলা যায়, কর্ণের দ্বারা যাহা যাহা শ্রবণ করা যায়, চক্ষুর দ্বারা যাহা যাহা দেখা যায়,

স্পর্শেন স্পৃশ্যতে যচ্চ ঘ্রাণেন ঘ্রায়তে চ যৎ।
মনসেষ্টানি সাংযম্য ধ্রুবীস্তেতানি সর্বশঃ ॥ ১৩
ওপবৎসাবকো মন্ত্রং সৌম্যত্বেহস্তুঃশরীরগঃ
যোগযজ্ঞঃ প্রবৃত্তো যে জ্ঞানঘৃক্ষিপ্রদোহনঃ
প্রাণস্তোত্রেঽপানশস্ত্রঃ সর্বত্যাগদক্ষিণঃ ॥ ১৪
কর্তাস্মুবন্তা ব্রহ্মাত্মা যোজ্যাত্মর্ষিঃ কৃতস্তুতিঃ।
তত্র প্রশান্তা তত্ত্বস্রবপরোক্ষেণ দীক্ষিতা ॥ ১৫

স্পর্শের দ্বারা যাহা স্পর্শ করা যায়, নাসিকা দ্বারা যাহা ঘ্রাণ করা যায়—এই সইপ্রকার বিষয়কে শব্দ রবির ন্যায় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ে আহুতি দিতে হয় অর্থাৎ সংযত করিতে হয়। তার ফলে এই যোগের অধিকারভূত জীবাত্মা আত্মাদন জীবের শরীর মধ্যে বাহিরে প্রকাশিত হয়। ১২-১৩½

(ব্রাহ্মণ বলিতেছেন) আমি এই অধিকারকে জ্ঞান হইতে উদ্ভূত যোগ-যজ্ঞই আরম্ভ করিয়াছি। ইহাতে প্রাণই স্তোত্র, অপান শস্ত্র, আর কর্মফলাদি সর্বত্যাগ ইহার উত্তম দক্ষিণা ॥১৪

অহংব্রহ্মবাদী কর্তা, মননশীল অন্তর্যামী, আর ব্রহ্মাত্মক আত্মা ইহারা যথাক্রমে হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্গাতা। সত্যভাষণ ইহার

তত্ত্বজ্ঞাপাত্র বলিছে নারায়ণধিষ্ণো জনাঃ।
নারায়ণায় দেবায় যত্রিষ্ণন্ পশুন্ পুরা ॥১৬
তত্র সন্নামি গচ্ছন্তি তত্র চাত্মনিদর্শনম্।
যেবং নারায়ণং ভীক্ত সর্বাত্মানং নিযোধ তম্ ॥ ১৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
আধ্যেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি ব্রাহ্মণগীতাসু
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫

প্রশাসনের পত্র, আর নির্ভীক বা মোক্ষই ইহার অন্তিম লক্ষ্য বা দক্ষিণা ॥ ১৫

নারায়ণ অর্থাৎ ব্রহ্মকে ইহারা জানেন, সেই পুরুষগণ এই বিষয়ক তত্ত্বকথার উল্লেখ করেন। নারায়ণরূপ দেবদেবকে প্রাপ্ত হইবার তত্ত্ব পুরাকালে তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ যজ্ঞে পশুদিগকে বলি দিতেন ॥ ১৬

তদ্দর্শনপ্রাপ্তি হইলে সব সিদ্ধ পুরুষ দেখাদের সাযুজ্য লাভ করেন তাহার নিদর্শন বৈদিকীয় ঋগ্বেদিনে "এতৎ সাম্যবায়ন্তে" ইত্যাদি মন্ত্রে পাই। হে ভীরু (ব্রাহ্মণি) তুমি সেই সর্বাত্মা নারায়ণকে বুঝিতে চেষ্টা কর ॥ ১৭

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আধ্যেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে ব্রাহ্মণগীতাপ্রসঙ্গে ষড়্বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

(অন্তর্যামিণঃ প্রাধান্যকথনম্ ।)

ব্রাহ্মণ উবাচ

একঃ শাস্তা ন দ্বিতীয়োঽস্তি শাস্তা
যো শুক্রমন্তমহমনুব্রবীমি
তেনৈব যুক্তঃ প্রবহাদ্বিযোনঃ
যথা নিমুক্তোঽস্মি তথা বহামি ॥
একো গুরুর্নাস্তি ততো দ্বিতীয়ো
যো শুক্রমন্তমহমনুব্রবীমি

তেনানুশিষ্টা গুরুণা সকেব
পরাভূতা দানবাঃ সর্ব এব ॥ ২
একোবন্ধুর্নাস্তি ততো দ্বিতীয়ো
যো শুক্রমন্তমহমনুব্রবীমি।
তেনানুশিষ্টা বান্ধবা বন্ধুবন্তঃ
সপ্তর্ষয়শ্চৈব দিবি প্রতান্তি ॥ ৩

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

[অন্তর্যামীর প্রাধান্য কথন।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন—জগতের একজনই শাসক আছেন, দ্বিতীয় কোন শাসক নাই। যিনি সকলকের হৃদয়ে বিরাজ করেন তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি যেরূপ চালু ভূমির উপর দিয়া জল নিম্নমুখে অবশ্যভাবে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ তাঁহারই দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া আমি 'যেইরূপ তিনি যথাইচ্ছেন' সেই রূপই বহিয়া যাইতেছি ॥ ১

একজনই গুরু আছেন। দ্বিতীয় কোন গুরু নাই। যিনি সকলকের হৃদয়স্থিত সেই পরমাত্মাকেই আমি গুরু বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। সেই গুরুর দ্বারা অনুশাসিত হইয়াই সমস্ত দানবগণ পরাজিত হয় ॥ ২

একজনই বন্ধু আছেন। তাঁহা ব্যতীত দ্বিতীয় বন্ধু নাই। সেই যিনি সকলকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তাঁহার কথাই বলিতেছি, শুন। তাঁহার দ্বারা অনুশাসিত হইয়াই বন্ধুগণ পরস্পরের বন্ধুত্ব ভোগ করেন এবং সপ্তর্ষিগণ আকাশে প্রকাশিত হন ॥ ৩

একঃ শ্রোতা ন চাস্তি ততো দ্বিতীয়ো
যো লক্ষ্যতত্ত্বমবমন্তুমলং বভূবুঃ।
তস্মিন্ গুরৌ গুরুতরাং নিদধুঃ
শক্রো গতঃ সর্বলোকাদয়ত্বম্ ॥ ৪

একো বেত্তা নাস্তি ততো দ্বিতীয়ো
যো লক্ষ্যতত্ত্বমবমন্তুমলং বভূবুঃ
তেনানুদিষ্টা গুরুণা সহৈব
লোকে দিষ্টাঃ পরমাঃ সর্ব এব ॥ ৫

অন্যাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
প্রজাপতৌ পরমনাম্নি দেবর্ষীণাঞ্চ সংবিদম্ ॥৬

দেবর্ষয়স্তু নাগাল্লোপ্যসুরান্ত প্রজাপতিম্
পর্য্যপৃচ্ছন্নুপাসীনাঃ শ্রোতো নঃ শ্রোতাস্তীতি ॥৭

তেষাং প্রোবাচ ভগবান্ শ্রেয়ঃ সমনুপৃচ্ছতাম্
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম তে শ্রুত্বা প্রাক্রমন্ দিশঃ ॥ ৮

তেষাং প্রক্রমমাণানামুপদেশমথাব্রবীৎ।
সর্পাণাং দাশনে ভাবঃ প্রবৃত্তঃ পুরুষেষু তু ॥ ৯

অসুরাণাং প্রবৃত্তস্তু দম্ভভাবঃ পরাবরঃ
দানে দেবা ব্যবসিতা দমশ্চেব মহর্ষয়ঃ ॥১০

একং শাস্ত্রায়মানাস্তু শব্দৈরেকৈস্ত সংস্কৃতাঃ।
নানা ব্যবসিতাঃ সর্বে সর্প-দেবর্ষি-দানবাঃ ॥১১

শৃণোত্যাত্ম প্রোচ্যমানং গৃহ্ণাতি চ যথাতথম্।
পৃচ্ছত্যুতস্মতে কৃত্বা গুরুভ্যো ন বিভেতি ॥ ১২

তত্র চানুমতে কৃত্ব তঃ পশ্চাৎ প্রবর্ততে।
গুরুর্যোদ্ধা চ শ্রোতা চ বেত্তা চ স্মৃতি নিঃসৃতঃ ॥ ১৩

পাপেন বিচরল্লোকে পাপচারী ভবত্যয়ম্।
শুভেন বিচরল্লোকে শুভচারী ভবত্যুত ॥১৪

কামাচারী তু কামেন য ইন্দ্রিয়সুখে রতঃ।
ব্রহ্মচারী সদৈবৈষ য ইন্দ্রিয়জয়ে রতঃ ॥ ১৫

এজনই শ্রোতা আছেন, তিনি ব্যতীত অপর কেহ শ্রোতা নাই। যিনি লক্ষ্যতত্ত্বের হৃদয়-কমলবাসী, সেই পরমাত্মার বিষয়ই আমি বলিতেছি। ইন্দ্র সেই গুরুর নিকটে গুরুকুলবাসের যিনি পালন করিয়াছিলেন বলিয়াই সমস্ত লোকের অধীশ্বরত্ব ও অমরত্ব লাভ করেন। ৪

এজনই শত্রু আছেন, তিনি অপেক্ষা দ্বিতীয় কোনও শত্রু নাই। যিনি লক্ষ্যতত্ত্বের হৃদয়ে নিবাস করেন, সেই পরমাত্মার কথা আমি বলিতেছি। সেই গুরুর দ্বারা প্রজোপদিষ্ট হইয়াই এই জগতে সর্পগণ সর্বদা বেদজ্ঞানবান হইয়া থাকে। ৫

এ-বিষয়ের একটি পুরাতন ইতিহাসের উদাহরণ বিদ্বানগণ দিয়া থাকেন। তাহা হইল প্রজাপতি ব্রহ্মার সংবাদ সর্পগণ, ঋষিগণ ও দেবতাগণের সংবাদ। ৬

একদা দেবতাগণ, ঋষিগণ ও নাগগণ ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া উপদেশপূর্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমাদের কিভাবে কল্যাণ হইবে? তাহা আপনি বলুন। ৭

তাঁহারা এইরূপে জ্যোতিষবহ প্রশ্ন করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা "ওম্" এই একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ বস্তু উচ্চারণ করেন। তাহা শুনিয়া তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৮

ফিরিয়া গিয়া তাঁহারা যখন সেই উপদেশের অর্থের উপর নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিচার করিতে থাকিলেন, তখন সর্পগণের প্রবৃত্তিই দংশন প্রভৃতি ব্যাপিয়া গেল, অসুরগণের দম্ভভাবের উৎপত্তি হইল এবং দেবগণ দানকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন, আর মহর্ষিগণ ইন্দ্রিয়দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ৯-১০

যদিও একজনই শাসক আচার্যকে তাঁহারা আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং একটিই শব্দের দ্বারা তাঁহাদের সংস্কার হইয়াছিল, তথাপি সর্পগণের, দেবগণের, ঋষিগণের ও দানবগণের বিভিন্ন প্রকার ভাব উৎপন্ন হইল। ১১

গুরু যখন উপদেশ করেন, তখন শিষ্যগণ সকলেই তাঁহার দ্বারা কথিত উপদেশ শোনেন, কিন্তু নিজ নিজ সংস্কারানুসারে তাহা গ্রহণ করেন, তাই নিজ আত্মা দ্বারাই জিজ্ঞাসার পক্ষে আর কোনও গুরু নাই। ১২

সেই ভাবজ্ঞবাণী আত্মা অনুমতি করিলে তবেই জীব কর্মে প্রবর্তিত হয়। এইভাবে হৃদয়ে প্রকটিত পরমাত্মাই হইলেন গুরু, যোদ্ধা, শ্রোতা ও বেত্তা। ১৩

যে লোক জগতে পাপকর্ম করিয়া বিচরণ করে, তাহাকে পাপচারী ও যিনি শুভকর্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাকে শুভচারী বলা হয়। ১৪

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখে রত হয়, তাহাকে কামচারী ও যিনি সর্বদা ইন্দ্রিয়জয়ে চেষ্টিত থাকেন, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলা হয়। ১৫

অপেক্ষত্তত্তবর্গা তু কেবলা ব্রহ্মণি স্থিতঃ।
ব্রহ্মভূতস্তয়ালোকে ব্রহ্মচারী ভবত্যয়ম্ ॥ ১৬
ব্রহ্মৈব সমিবস্তস্য ব্রহ্মাগ্নির্ব্রহ্মণস্তবঃ।
আপো ব্রহ্ম গুরুর্ব্রহ্ম স ব্রহ্মণি সমাহিতঃ ॥ ১৭

এতদেবোপনিষদং পৃষ্টঃ ব্রহ্মর্ষয়ো বিদুর্ষাঃ।
বিধিবচ্চাবপন্নস্তু ক্ষেত্রজ্ঞেনানুদর্শিতঃ ॥ ১৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি ব্রাহ্মণগীতাসু
ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

যিনি ব্রহ্ম ও কর্ম ত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মেই স্থিতি লাভ করত ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়াছেন, এই লোকে তাঁহাকেই ব্রহ্মচারী বলে। ১৬

ব্রহ্মই তাঁহার সমিধ, ব্রহ্মই অগ্নি, তিনি ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, ব্রহ্মই তাঁহার স্তব, গুরুও ব্রহ্ম এবং তিনি ব্রহ্মেই সমাহিত থাকেন। ১৭

ব্রহ্মর্ষিগণ এই উপনিষদ্ পৃষ্ট (জিজ্ঞাসিত) হইয়াই ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া থাকেন। ১৮

এইরূপ পৃষ্ট (জিজ্ঞাসিত) হইলেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া পণ্ডিতগণ অভিহিত করেন। ভগবানই উপদেশপ্রদান করিয়া প্রকৃত আত্মজ্ঞানী পুরুষ এই ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিয়া সর্বদা তাহাই পালন করেন। ১৯

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে ব্রাহ্মণগীতা-প্রসঙ্গে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অধ্যাত্মবিষয়ক-মহাবনবর্ণনম্]

ব্রাহ্মণ উবাচ

সপ্তদ্বারপরিক্ষয়ং শোকহর্ষবিমোক্ষণম্
মোহান্ধকারতিমিরং লোভব্যাধিমহৌষধম্ ॥ ১
বিষয়ৈকাত্মতাজ্ঞানং কামক্রোধবিরোধকম্
ভগবান্ মহাতপাঃ প্রবিষ্টোঽস্মি মহদ্ বনম্ ॥ ২

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

ক তদ্ বনং মহাপ্রাজ্ঞ কে বৃক্ষাঃ সরিতশ্চ কাঃ
গিরয়ঃ পর্বতাশ্চৈব কিতদ্ভানি তদ্ বনম্ ॥ ৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।

নৈতদস্তি পৃথগ্‌ভাবঃ কিঞ্চিদত্র ভবেদ্ ভুবম্।
নৈতদস্ত্যপৃথগ্‌ভাবঃ কিঞ্চিদ্ দুঃখতরং ততঃ ॥ ৪
তস্মাদ্‌ভবতরং নাস্তি ন ভবোঽস্তি মহত্তরম্।
নাস্তি তস্মাৎ সূক্ষ্মতরং নাস্ত্যতঃ পরমং সুখম্ ॥ ৫
ন তত্রাবিদ্ধ লোঽস্তি ন প্রলুব্ধস্তি চ দ্বিজাঃ।
ন চ বিদ্যতি কেষাঞ্চিৎ ক্ষেত্যো বিদ্যতি কেবল ॥ ৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[অধ্যাত্মবিষয়ক মহারণ্যের বর্ণনা।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে মহাপ্রাজ্ঞ! যাহা সপ্তদ্বারবিশিষ্ট শরীরকে ক্ষয় করিয়া দেয়, শোক এবং হর্ষকে দূর করিয়া দেয়, মোহরূপ ঘোর অন্ধকারকে দূর করে, লোভ, ব্যাধি প্রভৃতি মহৌষধস্বরূপ, পরম-অর্থাদি দুঃখনাশ বিষয়সকলের মায়াদেই যাহাতে একান্তই প্রবেশ করিতে হয়, কাম-ক্রোধাদি মহাবিপক্ষগণ সেই অতি দুর্গম সংসার অতিক্রম করিয়া আমি এক মহাবনে প্রবেশ করিয়াছি ১-২

ব্রাহ্মণী বলিলেন—হে মহাপ্রাজ্ঞ! তোমার সেই মহান্ অরণ্য? তথায় কি কি বৃক্ষই বা আছে? কি কি নদী আছে? কি কি পর্বতাদিই বা তথায় বিদ্যমান? সেই বনে যাইবার পথই বা কতদূর? ৩

ব্রাহ্মণ বলিলেন—এই বনে (ব্রহ্মে) অতিরিক্ত বলিতে কিছুই নাই। তোমাকে—উহাতেই তাহা অবগত। লৌকিক সুখ বা দুঃখও তথায় নাই। ৪

তাহার অপেক্ষা দুঃখতর কিছু নাই, তাহার অপেক্ষা মহত্তরও কিছু নাই, তাহা হইতে সূক্ষ্মতর কিছু নাই এবং তাহার সমান সুখও অন্য কিছু নাই। ৫

বিজ্ঞগণ সেই বনে প্রবেশ করিয়া মোহও করেন না, হর্ষও প্রকাশ করেন না, কোনও প্রাণিবধকে ভয় পান না এবং তাঁহাদেরও কেহ ভয় পায় না। ৬

তস্মিন্ বনে সপ্ত মহাদ্রুমাণ্ড
ফলানি সপ্তাভিষদন্ত সপ্ত
সপ্তাশ্রমাঃ সপ্ত সমাবসন্ত
দীক্ষান্ত সপ্তেত্তরদন্যরূপম্ ॥ ।

পঞ্চবর্ণানি দিব্যানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ।
সৃজন্তঃ পাদপাস্তত্র ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তি তদ্ বনম্ ॥ ৮

ত্রিবর্ণানি দ্বিবর্ণানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ।
সৃজন্তঃ পাদপাস্তত্র ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তি তদ্ বনম্ ॥৯

ত্রয়ঃস্তীব্যেকবর্ণানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ
সৃজন্তঃ পাদপাস্তত্র ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তি তদ্ বনম্ ॥ ১০

বহুরূপ্যাস্তবর্ণানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ।
বিসৃজন্তো মহাবৃক্ষো তদ্ বনং ব্যাপ্য তিষ্ঠত ॥ ১১

সেই বনে মহৎ, অত্যন্ত ও পক্ক তমালতরুর সাতটি মহাবৃক্ষ রহিয়াছে, তাহাতে জ্ঞান, অভিমান ও পঞ্চমহাভূততরুর সাতটি ফল রহিয়াছে, সেই ফল ভক্ষণার্থ জ্ঞ তা, মননকর্তৃ শ্রোতা, দ্রষ্টা, ঘ্রাতা, স্পর্শকর্তা ও বাগকর্তা—এই সাতজন অতিথি আছেন। তৎতৎকর্মানুযায়ী ক্রিয়াফলভোক্তারূপ সাতটি আশ্রম তথায় অবস্থিত আছে। তাহাতে (শ্রোত্রমনোযোগ) রূপ, বেদ অভিনিবেশাদি সাত প্রকার সমাধি ও তাহাদের মূলীভূত বর্ণাশ্রমব্রহ্মচর্য (নিত্য) যাহাতে আশ্রয় লইবার বর্ণাশ্রম) রূপ সাত প্রকারের দীক্ষা প্রচলিত আছে। অরূপ ব্রহ্মে এই মহাবনের রূপ অব্যক্ত হয়। ৭

গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও শব্দ এই পাঁচটি বর্ণের অলৌকিক ফল ও পুষ্প উৎপন্নকারী এরূপ বৃক্ষসমূহে সেই বন সমাবৃত। ৮

কৃষ্ণ বর্ণবিশিষ্ট দ্বিবর্ণ ও দুই বর্ণের পুষ্প ও ফল সৃজনকারী উদ্ভিদগণরূপ বৃক্ষসমূহ সেই বনকে ব্যাপিয়াছে। ৯

যাহারা তিনবর্ণ ও একবর্ণবিশিষ্ট ফল ও পুষ্প সৃজন করে, সেইরূপ অনেক বৃক্ষ সেই বন ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ১০

যাহারা নানাবর্ণযুক্ত ও একবর্ণবিশিষ্ট বহু পুষ্প ও ফল প্রসব করে, সেইরূপ অনেক বৃক্ষ সেই বন ব্যাপ্ত করিয়া তাহাতে—বর্তমান আছে। ১১

একো যত্রিঃ সুমনা ব্রাহ্মণোঽত্র
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি সমিবন্ত্রাত্র সন্তি ।
ভোক্ত্যো মোক্ষঃ সপ্ত ফলন্তি দীক্ষা
গুণাঃ ফলাভিষদঃ ফলাণাঃ ॥ ১৩

আতিথ্যং প্রতিপৃত্তি তত্র তত্র মহর্ষয়ঃ
অতিথেষু প্রলীনেষু বেদভূয় রোচতে বনম্ ॥ ১৪

প্রজ্ঞাবৃক্ষঃ মোক্ষফলঃ শান্তিচ্ছায়াসমন্বিতম্
জ্ঞানাস্ত্রয়ঃ তৃপ্তিভোহমন্তঃক্ষেত্রজ্ঞস্তরুম্ ॥১৫

দেহবিলক্ষণস্থি তং সন্তুষ্টেষ্বাং শান্তি তঃ পুনঃ
ঊর্ধ্বঃ চাধস্ত দ্বিধাক্ চ তস্ত নাস্তোঽবিগম্যতে ॥ ১৬

সপ্ত স্থিরত্বত্র বসন্তি সন্ত-
স্তব চ মৃথা তাসুরভ্যো ভনিত্যাঃ
ঊর্ধ্বা বসন্তাবসন্তে প্রজাতাঃ
সর্বান্ যথা সত্যাবন্তিস্তাতা চ ॥ ১৭

কৃষ্ণৈব প্রতিষ্ঠিতন্তি পুনস্তাহোপবর্ষন্তি চ ।
সপ্ত সপ্তর্ষয়ঃ স্থিতা দর্শিষ্টপ্রমুখৈঃ সহ ॥ ১৮

সেখানে অত্যন্তবর্ণ বহুতর পুষ্প ও ফলের উৎপাদক দুইটী বৃহৎ বৃক্ষ সেই বন ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে ॥১২

এই বনে একটী অগ্নি ও একজন ব্রহ্মচর্যে ব্রাহ্মণ আছেন এবং ইহাতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ সুন্দর সমিধ্ রহিয়াছে, তাহা হইতে মোক্ষ ফল, সপ্তবিধ দীক্ষা উদ্ভিদ্ হইতেছে, বহুতর গুণ আছে, ফল হইতেছে এবং ফলভোক্তা অতিথিরাও অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৩

সেই মহাবিপদ এই বনে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং পূজা পাইলে অতিথিই তাহার নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর সেই ব্রহ্মরূপ বন বিষণ্ণভাবে ঃকাশিত হয় ॥ ১৪

মন, বুদ্ধি ও পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই সাতটীর সাতটী ব্যাপার সেই বৈতবনে বিচরণ করে। তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে সেই সাতটী ফল পাইলে মুমুক্ষু ব্যক্তির বৈত বিনষ্ট অদ্বৈত ব্রহ্মবনে রুচি হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান তাহার বৃক্ষ, বৃদ্ধি তাহার ফল, শান্তি তাহার ছায়া, জ্ঞান তাহাতে থাকে, তৃপ্তি তাহার জল এবং অন্তরাত্মাই তাহার ক্ষেত্রী ॥ ১৫

যে সকল সাধু পুরুষ সেই বনে গমন করেন, তাঁহাদের আর জন্ম হয় না এবং সেই সাধু পুরুষগণের উপরে, নীচে ও পার্শ্বে অন্ত পাওয়া যায় না ॥ ১৬

সেখানে সপ্ত স্ত্রী বাস করেন। ইঁহারা লজ্জাবশতঃ অধো-

যশো মেধা তপশ্চৈব বিজয়: সিদ্ধয়স্তথা:
এবমেষাস্থবর্তন্তে সত্ত্ব জ্যোতীংষি ভাস্বরম্ ॥ ৯
শিখর: পর্বতাশ্চৈব সন্তি তত্র সমাসতা ।
নক্ষত্রং সরিতো বাপি বহন্ত্যো ব্রহ্মসম্ভবম্ ॥ ১০
নদীনাং সঙ্গমশ্চৈব সন্তি তত্র সমাসত:
স্বাধ্যক্তৃত্বা যতো যান্তি সাক্ষাদেব পিতামহম্ ॥ ১১
কৃশাশা: পুত্রতাপাশ্চ তপসা দগ্ধকিল্বিষা:
আত্মন্যাত্মানমাবিশ্য ব্রহ্মাণং সমুপাসতে ॥ ১২

শমদমপরা শান্তসি বিদ্যাবন্তাবিদো জনা:
তত্রারণ্যমভিপ্রেত্য যথা বীরভিজায়ত ॥ ১৩
এতদ্বেদেষু পরা পুণ্যময়ন্যা ব্রাহ্মণা বিদু:।
বিদিত্বা চানুবিদ্যন্তি ক্ষেত্রজ্ঞেনানুদর্শিতা ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং আরণ্যকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি ব্রাহ্মণগীতাসু সপ্তবিংশোধ্যায়: ॥ ২৭

যাননোত্তো তত্র নদীসমূহের সঙ্গম হইয়াছে। যে বনে কেবল স্বাধ্যায়পরা যোষিগণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে লাভ করেন। ১১

অল্প আহারযুক্ত, সমাহীন নিয়তমনস্কি, শান্তচিত্ত ও তপস্যার প্রভাবে পাপবিহীন ব্রাহ্মণেরা পরমাত্মাতে জীবাত্মাকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মার উপাসনা করেন ১২।

বিদ্যাবলে বনাভিমুখে গমনেরও এই বনে পরওপরের উৎপত্তি হয় বলিয়া প্রকাশ করেন। শুভতায় যত যোগী সেই বনে যাইয়া তপস্যাচরণ দিন হইয়াছেন। ১৩

ব্রাহ্মণগণ বেদ ও বিদিত্বি পবিত্র বনকে জানেন এবং তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশপ্রভাবে প্রবৃদ্ধ হইয়া আত্মজ্ঞানী পুরুষ সেই ব্রহ্ম লাভে পারেন: জানিয়া সম-তমাদি সাধন সমূহের অভ্যাসে নিযুক্ত হন। ১৪

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদব্যাসবিরচিত শত সাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতে আরণ্যকপর্ব তর্গত অনুগীতাপর্বে ব্রাহ্মণগীতা-প্রসঙ্গে সপ্তবিংশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[জ্ঞানিনাং পুরুষাণাং স্থিতেঃ, অক্ষর্যু-পত্যোঃ সংবাদস্য চ বর্ণনম্।]

ব্রাহ্মণ উবাচ

গন্ধান্ন জিঘ্রামি রসান্ন বেদ্মি
রূপং ন পশ্যামি ন চ স্পৃশামি।
ন চাপি শব্দান্ বিবিধান্ শৃণোমি
ন চাপি সঙ্কল্পমুপৈমি কিঞ্চিৎ ॥ ১

অর্থানিষ্টান্ কাময়তে স্বভাব:
সর্বান্ দ্বেষ্যান্ প্রদ্বিষতে স্বভাব:।
কামদ্বেষাবুভয়ত: স্বভাবাৎ
প্রাবাপাণৌ তন্ত্রবাহ্যিবেশ্য ॥২

স্বভাবই (বৃত্যাদি) ত্যাগী বিষয়সমূহ কামনা করিয়া থাকে এবং সকল অনিষ্ট বস্তুর উপর দ্বেষ করিয়া থাকে; কাম ও দ্বেষ এই দুইটি স্বভাব হইতেই উদ্ভূত হয়; স্বভাববশতঃই প্রাণ ও অপান জীবের দেহে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করে ২।

তেভ্যস্তাভ্যাংস্তেষু নিত্যান্তে ভাবান্
ভূতাত্মানং লক্ষয়েরন্ শরীরে
তস্মিংস্তিষ্ঠন্যপি সক্তঃ কথঞ্চিৎ
ক্ষয়ং ক্রোধাত্তাঃ ক্ষয়তা মৃত্যুনা চ ॥৩

অকামমানস্য চ সর্বকামা
নবিধিবানস্য চ সর্বলোভান্
ন মে স্বভাবেষু ভবন্তি লেপা-
স্তোয়স্য বিন্দোরিব পুষ্করেষু ॥ ৪

নিত্যস্য চৈতস্য ভবন্ত্যনিত্যা
নিষ্টাফলাশস্য বহুফলাশাঃ
ন সজ্জতে কর্মসু ভোগজালং
দ্বিজো যথা সূর্যসা মণ্ডলানি ॥ ৫

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
অজমূর্যস্য যতিসংবাদং তং নিবোধ যশস্বিনি ॥৬

প্রোক্তবানাপ পতং দৃষ্ট্বা যজ্ঞকর্মণ্যবাস্তবীং
যতিরজমূর্যমাসীনো বিশ্বেদেবমিতি শুশ্রুম ॥৭

এই ইতিহাসটি যাহা বেদবাদের বিষয়ীভূত হইতে ভিন্ন, তাহাদের যথাযথ নিত্য ভাবগুলিকে এবং তাহাদের অন্তরে যে জীবাত্মা, এই শরীরে কেবল তাঁহাদেরই আমি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি এবং সেই জীবাত্মাতে নিষ্ঠা রাখিয়া কোনও প্রকারেই আমি কাম, ক্রোধ, ভয় ও মৃত্যুর দ্বারা বশ হই না। ৩

আমি যদিও সমস্ত বস্তু কামনা করি না, লোভাদি সমস্ত দোষের প্রতিও আমার বিদ্বেষ নাই যেরূপ পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আমার স্বভাবে রাগদ্বেষাদির স্পর্শ নাই। ৪

নানা স্বভাববিশিষ্ট ইন্দ্রিয়াদির বিষয়োপভোগ কর্মের নিত্যই হইয়া আত্মাকর্তৃক আমার এই সকল (ভোগসমূহ) অনিত্য বলিয়া প্রতীত হয়। ভোগের এই বিরাট জালও আমাকে কর্মে নিবদ্ধ করিতে পারে না, যেমন সূর্যের কিরণজাল কখনও সূর্যকে আকাশে লিপ্ত করিতে পারে না, তদ্রূপ। ৫

হে যশস্বিনি! এই বিষয়ে বহুপূর্বেকার উক্তি ও এক সন্ন্যাসীর সংবাদরূপ এই পুরাতন ইতিহাসের উদাহরণ মৃত্যুগণ দিয়া থাকেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর। ৬

যজ্ঞ-কার্যে যদি প্রজাদের বিদ্বিষ্ট এক পশুকে প্রোক্ষণ করা হইতেছে দেখিয়া বিবেকে উদয়িত কোনও সন্ন্যাসী নিন্দা করত অজমূর্যকে বলিয়াছিলেন—'ইহারা কি সব'। ৭

তমজমূর্যঃ প্রত্যুবাচ নায়ং ছাগো বিনঙ্ক্ষ্যতি।
প্রেক্ষা যোক্ষ্যতে জন্তুর্যদি ক্রতিরিয়ং তথা ॥ ৮
যো জন্তা পার্থিবো ভাগঃ পৃথিব্যাং স প্রলিষ্যতি।
যদন্ত বায়ুজং কিঞ্চিদপস্তৎ স্রপ্স্যতেঽম্ভসি ॥ ৯
সূর্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রং প্রাণোঽন্তং দিবমেব চ।
আগমে বর্তমানস্য ন মে দেহোঽস্তি কস্যচিৎ ॥১০

ঋত্বিগ্বাচ

প্রাণৈর্বিযোগে ছাগস্য যদি শ্রেয়ঃ প্রপশ্যসি।
ছাগার্থে বর্ততে যজ্ঞো ভবতঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ১১
অত্র ত্বাং মন্যতাং ভ্রাতা পিতা মাতা সখেতি চ
মন্যন্তামৈন্দ্রবায়বীং পরমন্তু বিশেষতঃ ॥ ১২
এবমেবানুনয়ন্তস্তান্ ভবান ক্রষ্টুমর্হতি
তেষামনুমতং কৃত্বা সত্যা কর্তুং হিচারণা ॥ ১৩
প্রাণা অপাস্য ছাগস্য প্রাশিতাস্তে যথৌদনম্।
শারীরঃ কেবলঃ শিষ্ট ইন্দ্রেণেতি হ যে মতিঃ ॥ ১৪

অজমূর্য তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—এই ছাগ নিশ্চই হইতেছে না। পরন্তু যদি 'ইন্দ্রই নীরোগ ইত্যাদি' শ্রুতি সত্য হয়, তবে এই পশু বলাদানে প্রাণ হইবে। ৮

ইহার শরীরের যে অংশ মৃত্তিকা হইতে জন্মাইয়াছিল, তাহা মৃত্তিকাতেই মিশিয়া যাইবে। শরীরের যে অংশ জল হইতে আসিয়াছিল, তাহা জলেই প্রবেশ করিবে। ৯

ইহার চক্ষু সূর্যে, কর্ণ দিক্‌সমূহে এবং প্রাণ আকাশে লয় হইবে। সুতরাং আমি বেদবিহিত মার্গেরই অনুবর্তন করিতেছি বলিয়া আমার কোনও দোষ ঘটিতেছে না। ১০

সন্ন্যাসী বলিলেন—প্রাণ বিয়োগ হইলে যদি আপনি ছাগটির কল্যাণই দেখিতে পান, তাহা হইলে ছাগের জন্যই এই যজ্ঞ বলিতে হয়, আপনার ইহাতে কি প্রয়োজন? ১১

এই প্রাণ-বিয়োগে আপনার ভ্রাতা যদি কল্যাণই হইবে মনে করেন, তবে এই পশু আপনাকে ভ্রাতা, পিতা, মাতা ও সখা বলিয়া মনে করুক এবং আপনি এই পরাধীন পশুটিকে ধর্মে উদ্যত করিয়া নিজেকে ইহার ভ্রাতা প্রভৃতি মনে করুন। ১২

মহাত্মা অজমূর্য। আপনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া ও অনুমতি লইয়া ইহাতে যজ্ঞার্থ বধ বিচার করিতে পারেন। ১৩

যেহেতু এই ছাগের প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে আপনি নিজ

ইত্যনন্ত তু ভূম্যেন শরীরেণ বিচেতসা।
হিংসানির্বেষ্টুকামানামিত্যনং পশুসংজ্ঞিতম্ ॥ ১৪
অহিংসা সর্বযজ্ঞানামিতি বৃদ্ধানুশাসনম্।
যদহিত্র তবেৎ কর্ম তৎ কার্য্যমিতি নিশ্চয়ে ॥ ১৬
অহিংসেতি প্রতিজ্ঞেয়ং যদি বজ্ঞ্যামহঃ পরম্।
শক্যা বহুবিধা কর্তুং ভবতা কার্যানুশাসনম্ ॥১৭
অহিংসা সর্বভূতানাং নিত্যমস্মাসু রোচতে
প্রত্যক্ষতঃ সাধনায়ো ন পরোক্ষমুপাশ্রয়ে ॥ ১৮

অঙ্গিরা উবাচ

ভূমের্গন্ধগুণান্ হত্বা ক্ষে পিবস্তাপোরসান্ রসান্।
জ্যোতিষাং পঙ্ক্তসে রূপং স্পৃশন্তমিলজান্ গুণান্ ॥ ১৯
শ্রুণোত্যাকাশজান্ শব্দান্ মনসা মন্যসে মতিম্।
সর্বান্যেতানি ভূতানি প্রাণা ইতি চ মন্যসে ॥ ২০
প্রাণাদানে নিবৃত্তোঽসি হিংসায়াং বর্ততে ভবান্।
নাস্তি চেষ্টা বিনা হিংসাং কিংবা ত্বং মন্যসে দ্বিজ ॥ ২১

ঋষিরুবাচ।

অক্ষরঞ্চ ক্ষরঞ্চৈব দ্বৈবী ভাবোঽয়মাত্মনঃ।
অক্ষরং তত্র সদ্ভাবঃ পঞ্চধাঽয়ং ক্ষর উচ্যতে ॥ ২২
প্রাণো জিহ্বা মনঃ সত্ত্বং সদ্ভাবো রজসা সহ।
তাবৈতেঽভিবিমুক্তস্য নির্বপন্তি নিরাশিষঃ ॥ ২৩
সমস্ত সর্বকৃত্যেষু নির্মমস্য জিতাত্মনঃ।
সমন্তাৎ পরিমুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২৪

অঙ্গিরা উবাচ।

সন্ধিরেবেহ সংবাসঃ কার্য্যো মতিমতা বয়।
ভবতো বি মতং শ্রুত্বা প্রতিভাতি মতির্মম ॥ ২৫
ভগবন্ ভগবদ্বুদ্ধ্যা প্রতিপন্নো ভবীময়ম্।
ভবা মমকৃতং কর্তুমাপন্নায়োদ্বহি যে দ্বিজ ॥ ২৬

ব্রাহ্মণ উবাচ।

উপপন্ন্যা বর্ততুক্ষীং বর্তমানস্ততঃ পরম্।
অঙ্গিরা অপি নির্বেদাৎ প্রচচার মহাবনে ॥ ২৭

বিধ উৎপত্তি যদি লীন হইয়া গিয়াছেন, আমার তো মনে হয় ইহার চেষ্টাহীন দেহটি মাত্র পড়িয়া আছে। ১৪

আশ্বাস্য। আপনারা হিংসাদি পাপের নিবৃত্তির জন্য যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে আমার ঘৃণা-তৃণা। এই নিষ্ঠুর শরীরটিকেই ব্যবহার করেন। এই পশুটিকে আপনাদের যজ্ঞাদির ইন্ধন জোগাইতে হয়। ১৫

সর্বভূতে কায়মনোবাক্যে হিংসা না করাই প্রাচীনগণের অনুশাসন। যে কর্ম হিংসাত্মক নহে, কেবল তাহাই করণীয় বলিয়া আমরা জানি। ১৬

যদি ইহার পরও কিছু বলিতে হয়, তবে বলিতেছি শুনুন—'হিংসা করিব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞা আপনার করা উচিত। অন্যথায় বহুবিধ পাপকর্ম হইবার সম্ভাবনা। ১৭

যেহেতু আমরা প্রত্যক্ষ ফলের ভক্তনা করি, পরলোকাদি পরোক্ষ ফলের নহে,—সেই হেতু সর্বভূতে অহিংসারূপ ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ ফলই বর্তমানে আমাদের কর্তিকর হয়। ১৮

অঙ্গিরা বলিলেন—সর্বভূতের মধ্যেই প্রাণ আছে তাহা যদি মনে করেন,—তাহা হইলে বৃষ্টি হইতে আপনি রস, গুণ, গুণ ভোগ করিতেছেন, জলের গুণ রস আপনি পান করিতেছেন, তেজের গুণ রূপ আপনি দেখিতেছেন, বায়ুর স্পর্শ গুণ আপনি ভোগ করিতেছেন, আকাশজাত শব্দ শ্রবণ করিতেছেন, মনের দ্বারা মননীয় বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এইরূপ এক দিকে পঞ্চবিধ প্রাণ সংহার হইতে নিবৃত্ত হইয়াও আপনি অন্য দিকে হিংসাতেই রত আছেন যে দ্বিজ। হিংসা ব্যতীত আপনি কোনও কায়িক কর্ম করিতে পারেন না, তাহাই অহিংসা পালন করিব বলিয়া কি করিয়া জানিতেছেন? ১৯-২১

ঋষি বলিলেন—আত্মার বিবিধ ভাব আছে, একটি অক্ষর অপরটি ক্ষর। সর্বদা অবিনাশী সত্তাবিশিষ্ট ভাবটি অক্ষর ও যাহা বিনাশশীল নিত্য অপরিপূর্ণ তাহাকে ক্ষর বলা হয়। ২২

প্রাণ, জিহ্বা, মন এবং রজোগুণ সহিত সত্ত্ব গুণ ইহারা ক্ষর অর্থাৎ মায়া সহিত সত্তাভাব বলিয়া কথিত হয়। ইহাদের ওইতে বিমুক্ত নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্কাম সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি সমভাবাপন্ন, মমতাহীন, জিতাত্মা এবং সর্বতোভাবে বন্ধনমুক্ত পুরুষের কোথাও কোনও ভয় থাকে না। ২৩-২৪

অঙ্গিরা বলিলেন—হে মতিমান্! এই জগতে সাধুজনের সঙ্গেই বাস করা উচিত, আপনার কথা শুনিয়া আমার ইহাই মনে হইতেছে। ভগবন্, বিশ্বরূপ! আমি আপনার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইহাই বুঝিয়া বলিতেছি যে, যেন-তন যাহা ব্রত সম্পাদনকারী আমার কোন অপরাধ হইতেছে না। ২৫-২৬

ব্রাহ্মণ বলিলেন—এইরূপ বুক্তির দ্বারা সন্তানী নীরব হইয়া রহিলেন। অঙ্গিরা ঘোর পরিত্যাগ করিয়া মহাবন আশ্রমে উৎপন্ন হইলেন। ২৭

এবমেতাদৃশং যোগং যুঞ্জতে ব্রাহ্মণা বিদুঃ।
বিদিত্বা চানুতিষ্ঠন্তি জ্ঞেয়জ্ঞেনার্থদর্শিনা ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি ব্রাহ্মণগীতাসু
অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

এইরূপে যোগের গতি সুবিধার ব্রাহ্মণগণ জানেন এবং তদনুসারে কার্য করিয়া থাকেন ॥ ২৮

শ্রীবেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে ব্রাহ্মণগীতা-প্রসঙ্গে অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পরশুরামেণ ক্ষত্রিয়কুলস্য বিনাশঃ]

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
কার্তবীর্যস্য সংবাদং সমুদ্রস্য চ ভাবিনি ॥ ১

কার্তবীর্যার্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রবান্
যেন সাগরপর্যন্তা ধনুষা নির্জিতা মহী ॥ ২

স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে বিচরন্ বলদর্পিতঃ।
অবাকিরন্ শরশতৈঃ সমুদ্রমিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩

তং সমুদ্রো নমস্কৃত্বা কৃতাঞ্জলিরভাষত।
মা মুঞ্চ বীর নারাচান্ ত্রহি কিং করবাণি তে ॥ ৪

মদাশ্রয়াণি ভূতানি ঋষিপত্নীর্যশস্বিনীঃ
যবীয়সে ব্রাহ্মণায় ত্বং ন্যাসভূতাং দেহ্যুত্তরাং দিশো ॥ ৫

অর্জুন উবাচ।

যৎসংখ্যো যদি সংগ্রামে প্রত্যনীকবলঃ ক্বচিৎ।
বিদ্যতে তং সমাচক্ষ্ব যঃ সমাস্তীত মাং যুধে ॥ ৬

সমুদ্র উবাচ।

মহর্ষির্জমদগ্নিস্তে যদি রাজন্ পরিশ্রুতঃ
তস্য পুত্রত্বমাপিথ্য যথাবৎ কর্তুমর্হসি ॥ ৭

ততঃ স রাজা প্রযযৌ ক্রোধেন মহতা বৃতঃ
স তমাশ্রমমাগম্য রামমেবাবপদ্যত ॥ ৮

স রাম প্রতিবৃত্তানি চকার সহ বন্ধুভিঃ।
আয়াসং জনয়ামাস রাজ্ঞশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ৯

ততস্তেজঃ প্রজজ্বাল রামস্যামিততেজসঃ
প্রবৃদ্ধং হিপুরৈস্তানি তদা কমললোচনে ॥ ১০

একোনত্রিংশ অধ্যায়

[পরশুরাম কর্তৃক ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ]

ব্রাহ্মণ বলিলেন—এই বিষয়ের একটি প্রাচীন সংবাদ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া ঋষিগণ বলিয়া থাকেন। হে ভাবিনি! তাহা হইল কার্তবীর্য ও সমুদ্রের উপাখ্যান ॥ ১

কার্তবীর্যার্জুন নামক এক রাজা ছিলেন, যাঁহার সহস্রটি বাহু ছিল এবং যিনি বীয় বহুর সাহায্যে সাগরান্ত সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন ॥ ২

শোনা যায়, তিনি কোন সময়ে সমুদ্রতটে বলদর্পে বিচরণ করিতেছিলেন এবং তৎকালে শত শত বাণের দ্বারা সমুদ্রকে মথন করিয়াছিলেন। তখন সমুদ্র তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—হে বীর! আপনি এইরূপে শর নিক্ষেপ করিবেন না, আপনার জন্য কি করিতে হইবে বলুন ॥ ৩-৪

হে রাজশ্রেষ্ঠ! হে প্রভো! আমার আশ্রিত যে সকল যৎস্য মকরাদি জীবগণ আপনার নিক্ষিপ্ত মহাবাণের দ্বারা নিহত হইতেছে, তাহাদের অন্যত্র স্থান করুন ॥ ৫

অর্জুন বলিলেন—যদি কোথাও যুদ্ধে আমার সমকক্ষ মহাবীরী অস্ত্র কেহ থাকে এবং যে আমার সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে, তবে তাহা বলুন, যিনি সংগ্রামে আমার সম্মুখীন হইতে পারিবেন ॥ ৬

সমুদ্র বলিলেন—"হে রাজন্! যদি আপনি মহর্ষি জমদগ্নির নাম শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে শুনুন, তাঁহার পুত্র আপনার যথাযথভাবে আপ্যায়ন করিতে সমর্থ হইবেন। তখন সেই রাজা অত্যন্ত ক্রোধের বশীভূত হইয়া মথন করিলেন এবং সেই আশ্রমে গিয়া পরশুরামের নিকট উপস্থিত হইলেন। বন্ধুগণের সহিত পরশুরামের এমন বিরোধিতা করিতে লাগিলেন যে, তিনি পরশুরামকে বিব্রত করিলেন, তখন সেই অমিততেজা পরশুরামের ব্রহ্মতেজ কমললোচনে জ্বলিয়া পদ্মকৈশরকে দগ্ধ করিতে লাগিল। যেরূপ বহ্নি বাধাযুক্ত বৃক্ষকে কুঠারাঘাতে বলশালী

ততঃ পরশুমাদায় স তং বাহুসহস্রিণম্।
চিচ্ছেদ সহসা রামো বহুশাখমিব দ্রুমম্ ॥ ১১
তং হতং পতিতং দৃষ্ট্বা সংভ্রান্তাঃ সর্বযাতয়ঃ।
অসীনাদায় শক্তীশ্চ তার্গবং পর্যবারয়ন্ ॥ ১২
রামোঽপি ধনুরাদায় রথমাস্থায় সত্বরঃ
বিনদ্য নরবর্যাণি বাণবর্ষৈঃ পাণিষং বলম্ ॥ ১৩
ততস্তু ক্ষত্রিয়াঃ কেচিজ্জামদগ্ন্যভয়াদ্দিতাঃ
বিবিশুর্গিরিদুর্গাণি মৃগাঃ সিংহাদিতা ইব ॥ ১৪
তেষাং স্ত্রীষ্বিহিতং কর্ম তত্তদ্রামানুমন্ত্রিতাম্
প্রজা বৃষলতাং প্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ ॥ ১৫
এবং তে ক্ষত্রবন্ধ্বস্তু হৈহয়াঃ পুত্রপৌত্রকৈঃ সহ।
বৃষলত্বং পরিগতা ন্যূষুর্নানাদিশো দ্বিজাঃ ॥ ১৬
ততস্তু হতবীরাসু ক্ষত্রিয়াসু পুনঃ পুনঃ।
দ্বিজৈরুৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ ক্ষত্রং জাতমরোগ্যং তদুত্তম ॥ ১৭

একবিংশতিমেবান্তে ভ্রাতরং বাগদক্ষিণম্।
দিব্যা প্রোবাচ মধুরা সর্বলোকপরিশ্রুতা ॥ ১৮
রাম রাম নিবর্তস্ব কং গুণং তাত পশ্যসি।
ক্ষত্রবন্ধুনিমান্ প্রাণৈর্বিপ্রয়োজ্য পুনঃ পুনঃ ॥ ১৯
ভবৈব তু মহাত্মানমৃচীকপ্রমুখাস্তদা।
পিতামহা মহাভাগ নিবর্ত্যন্তামুবাচ হ ॥ ২০
নিভৃতঞ্চমমুস্তাত রামঃ প্রোবাচ তানৃষীন্।
নার্হন্তীহ ভবন্তো মাং নিবারয়িতুমিত্যুত ॥ ২১

পিতর ঊচুঃ।

নার্হসে ক্ষত্রবন্ধূনাং নিহন্তুং ভরতর্ষভ।
নেষ যুক্তস্ত্বয়া রাজন্ ব্রাহ্মণেন সতা নৃপান্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি ব্রাহ্মণীতাসু
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

ব্যক্তি ছেদন করিয়া থাকেন সেইরূপ পরশুরাম পরশু দ্বারা সেই সমস্ত বৃক্ষকে ছেদন করিলেন। ৭-১১

তাঁহাকে পাতিত ও নিহত দেখিয়া সংভ্রান্ত ভৃগুর সকল বন্ধুগণ তখনই ও শক্তিসমূহ লইয়া পরশুরামের চতুর্দিকে আক্রমণ করিল। ১২

পরশুরামও নীল রথে আরোহণ করিয়া বহু বাণে পরশুরাম বর্ষণ করিতে করিতে তাহাদের সৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন। ১৩

তখন সিংহের দ্বারা তাড়িত মৃগসমূহের মত সেই ক্ষত্রিয়গণ কেহ কেহ পরশুরি-ভয়ের ভয়ে দুর্গম গিরিসমূহে প্রবেশ করিল। ১৪

তাহারা পরশুরামের ভয়ে নিজ নিজ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান না করায় এবং বহুদিন ব্রাহ্মণগণকে দর্শন না করায় সেই ক্ষত্রিয়-জনসমূহ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইল। ১৫

এইরূপে হৈহয়, তালজঙ্ঘ (বেণোক্ত) পুত্র ও শর্যাতি প্রভৃতির সন্তানগণ এবং ঐ তাহাদের ভৃগুবংশীয় পুরোহিতগণ ভার্গবদিগের দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্বপরিত্যক্ত ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইল। ১৬

তারপর অন্যান্য ক্ষত্রিয়সমূহগণ গর্ভে ব্রাহ্মণগণ পুনরায় যে সকল পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, ঔর্বঋষি-পুত্র পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া যজ্ঞ সমাপন করিলেন। ১৭

এইরূপে এক বংশতিবার ক্ষত্রিয়-কুল বিনাশের পর একটী দিব্যা অশরীরী বাক্য পরশুরামকে লক্ষ্য করিয়া মধুর স্বরে সকল লোকের শ্রবণযোগ্য হইয়া প্রকাশিত হইল। হে পরশুরাম! হে পরশুরাম! তুমি নিবৃত্ত হও। বৎস! বারংবার এই সকল নামমাত্র ক্ষত্রিয়গণদিগকে বধের প্রয়োজন করিয়া তোমার কি লাভ হইতেছে? ১৮-১৯

এইরূপে সেই মহাত্মাকে ঋচীক প্রমুখ পিতামহেরা বলিতে লাগিলেন—হে মহাত্মা! এই ক্ষত্রিয়-বিনাশ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হও। ২০

যিনি পিতৃগণের প্রিয় করিতে অক্ষম, সেই পরশুরাম সেই ঋষিগণকে বলিলেন—আপনারা আমাকে এইভাবে নিবৃত্ত করিবেন না। ২১

পিতৃগণ বলিলেন—"হে দ্বিজাতি বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! এইভাবে তুমি নিরস্ত্র ক্ষত্রিয়গণকে হত্যা করিতে পার না। তোমার মত মহাত্মাগণের পক্ষে এইরূপে ব্রাহ্মণবর্গকে হত্যা করা উচিত নহে। ২২

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসরচিত আশ্বমেধিক পর্বাধ্যায়ের অনুগীতাসমূহে ব্রাহ্মণগীতাসমূহে একোনত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অলর্কস্য ধ্যানযোগমুপাস্যতো পিতৃভিঃ পরওত্রায় প্রবোধদানম্, তৎসা পরওত্রায়সা সিদ্ধিলাভশ্চ]

পিতর উচুঃ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
শ্রুত্বা চ তৎ তথা কার্য্যং তবতা দ্বিজসত্তম ॥১

অলর্কো নাম রাজর্ষিরভবৎ সুমহাতপাঃ।
ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাদী চ মাহাত্মা সুদৃঢ়ব্রতঃ ॥ ২

সসাগরাম্বরাং বুভুজে বিনির্জিত্য মহীমিমাম্।
ইত্বা সুদুস্ত্যজং কামং মনঃ সূক্ষ্মে সমাদধে ॥ ৩

স্থিতস্ত বৃক্ষমূলেষু ত্যক্ত চিন্তা বভূব হ
উৎপন্না সুমহৎকষ্টং সূক্ষ্ম প্রতি মহামতে ॥ ৪

অলর্ক উবাচ

মনসো যে বলং ভ্রাতঃ মনো জিত্বা ব্রবো ভয়ঃ
অন্যত্র বাণান্ বাণাগ্রাম শক্নুতিঃ পরবারয়ঃ ॥ ৫

প্রতি শরনিক্ষেপ ক'রব। ৫

যে মন চাঞ্চল্যবশতঃ সমস্ত ধারণগণকে কষ্ট করাইয়া থাকে, সেই মনের প্রতি আমি এইবার দৃঢ়তাসহ বৈরাগ্য বাণসমূহ যোজন করিব। ৬

মন বলিল—এই সকল তুল বাণ, হে অলর্ক! সূক্ষ্মতম আমাকে তোমরাপেই ভিন্ন করিতে না, ইহারা তোমারই মর্মস্থান ভিন্ন করিবে এবং তুমিই বরং 'তুমরধা হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ৭

অতএব এমন অন্য কোন বাণীয় বাণসমূহের সন্ধান কর, যাহা দ্বারা আমাকে ভগ্ন করিতে পারিবে। তাহা শুনিয়া অলর্ক বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন। ৮

অলর্ক বলিলেন—'দূর দূর ধরিয়া অন্য অন্য ধরিয়া যত প্রকারের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াও আমার বাসিকা পুনরায় সেই গন্ধের জন্যই লোলুপ হইতেছে। ইহার অন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উচ্ছেদে এই আমি তীক্ষ্ণবাণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতেছি। ৯

ঘ্রাণ বলিল—'হে অলর্ক! এই তুল বাণসকল আমার (অর্থাৎ তুলবায়ুবাহবাসী সূক্ষ্ম ঘ্রাণ শক্তির) বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। ইহারা বরং তোমারই ঘোর মর্মস্থান ভিন্ন করিবে এবং ভিন্নমর্মা হইয়া তুমি মৃত্যুবরণ করিবে। ১০

ত্রিংশ অধ্যায়।

[অলর্কের ধ্যানযোগের উপদেশ দিয়া পিতৃগণ কর্তৃক পরওত্রায়কে প্রবোধদান এবং তৎসাধারা পরওত্রায়ের সিদ্ধিলাভ।]

পিতৃগণ পরওত্রায়কে বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! এই বিষয়ের প্রাচীন একটি পুরাতন ইতিহাস বৃদ্ধগণ বলিয়া থাকেন। তাহা শুনিয়া তোমার তদনুযায়ী কার্য্য করা উচিত। ১

অলর্ক নামে একজন অত্যন্ত মহাতপস্বী রাজর্ষি ছিলেন। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যবাদী, মহাত্মা ও দৃঢ় ব্রতে দৃঢ় ছিলেন। ২

তিনি সসাগরা এই পৃথিবীকে বাহুবলের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া, নানা প্রকার তপশ্চরণ কর্ম আচরণ করিয়া অতঃপর সূক্ষ্ম উচ্চতত্ত্বসমূহে মন সমাহিত করেন। ৩

যে মহামতে! বৃক্ষতলে বসিয়া বৃহৎ রাজসিক কর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া তিনি দুঃখের অতীতবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪

আপন মনে অলর্ক বলিতে লাগিলেন—এ যাবৎ কত যুদ্ধে আমি জয়লাভ করিয়াছি, তাহাতে যদিই আমাকে বল যোগাইয়াছে। কাজেই এই মনকে জয় করিতে পারিলে আমার সর্বত্র জয় নিশ্চিত। অনুমা অতঃপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত আমি বাহিরের পরিবর্তে অন্তর অর্থাৎ ঘোর সঙ্কীর্ণ বিপুলগণের

অন্যান্ বাণান্ সমীক্ষ্য বৈদ্যাঃ মাং সূদয়িষ্যন্তি
তচ্ছ্রুত্বা স বিচিন্ত্যাথ ততো বচনমব্রবীৎ । ১১

অলর্ক উবাচ ।

ইত্যা খাদুর রসান্ ভুক্ত্বা তাভ্যেব প্রতিসৃধ্যতি ।
তস্মাজ্জিহ্বাং প্রতি পরান্ প্রতিযোৎস্যামহং শিতান্ ।১২

জিহ্বোবাচ ।

নেমে বাণাস্তরিষ্যন্তি মামলর্ক কথঞ্চন ।
ভবৈব মর্ম ভেৎস্যন্তি ভিন্নমর্মা মরিষ্যসি । ১৩
অন্যান্ বাণান্ সমীক্ষ্য বৈদ্যাঃ মাং সূদয়িষ্যন্তি ।
তচ্ছ্রুত্বা স বিচিন্ত্যাথ ততো বচনমব্রবীৎ । ১৪

অলর্ক উবাচ ।

স্পৃষ্ট্বা ঋষিবিষান্ স্পর্শাংস্তাভ্যেব প্রতিসৃধ্যতি ।
তস্মাৎ ত্বচং পাটয়িষ্যে বিষিতৈঃ কণ্ডপত্রিভিঃ । ১৫

ত্বগুবাচ ।

নেমে বাণাস্তরিষ্যন্তি মামলর্ক কথঞ্চন
ভবৈব মর্ম ভেৎস্যন্তি ভিন্নমর্মা মরিষ্যসি । ১৬

অন্যান্ বাণান্ সমীক্ষ্য বৈদ্যাঃ মাং সূদয়িষ্যন্তি
তচ্ছ্রুত্বা স বিচিন্ত্যাথ ততো বচনমব্রবীৎ । ১৭

অলর্ক উবাচ ।

ক্ষুত্বা তু বিবিধান্ শব্দাংস্তাভ্যেব প্রতিসৃধ্যতি ।
তস্মাচ্ছ্রোত্রং প্রতিশরান্ প্রতি যুক্তাম্যহং শিতান্ ।১৮

শ্রোত্রমুবাচ ।

নেমে বাণাস্তরিষ্যন্তি মামলর্ক কথঞ্চন ।
ভবৈব মর্ম ভেৎস্যন্তি ততো হাসিসি জীবিতম্ । ১৯
অন্যান্ বাণান্ সমীক্ষ্য বৈদ্যাঃ মাং সূদয়িষ্যন্তি ।
তচ্ছ্রুত্বা স বিচিন্ত্যাথ ততো বচনমব্রবীৎ । ২০

অলর্ক উবাচ ।

দৃষ্ট্বা রূপাণি বহুশস্তাভ্যেব প্রতিসৃধ্যতি ।
তস্মাচ্চক্ষুর্নিষ্কাশি নিশিতৈঃ সাহকৈরহম্ । ২১

চক্ষুরুবাচ ।

নেমে বাণাস্তরিষ্যন্তি মামলর্ক কথঞ্চন ।
ভবৈব মর্ম ভেৎস্যন্তি ভিন্নমর্মা মরিষ্যসি । ২২

অতএব অন্য বাণসমূহের সন্ধান কর, যারা দ্বারা আমাকে বধ্য করিতে পারিবে।' তাহা শুনিয়া বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া তিনি এই কথা বলিলেন। ১১

অলর্ক বলিলেন, 'এই জিহ্বা সকল সুস্বাদু রসসমূহ উপভোগ করিয়া পুনরায় সেই রস গ্রহণের জন্যই লালায়িত হয়, অতএব এই জিহ্বার প্রতি আমি তীক্ষ্ণধারসমূহ কেপণ করিব।' ১২

জিহ্বা বলিল—'হে অলর্ক! এই বাণসমূহ তোমার উপায়ের দ্বারা আমার পক্ষিগণ আমাকে ছেদন করিতে সমর্থ নহে। ইহারা তোমার নিজেরই মর্ম ভিন্ন করিবে এবং মর্মভেদহেতু তুমিই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ১৩

অতএব তুমি অন্য কোন বাণসমূহের সন্ধান কর, যাহাদের দ্বারা আমাকে বিনাশ করিতে পারিবে। তাহা শুনিয়া তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন। ১৪

অলর্ক বলিলেন—'যদিও ত্বক্ স্পর্শ করিয়াও ঋষিদিগের পুনরায় সেই স্পর্শের শক্যতাতেই প্রসূত হইয়া থাকে, অতএব নানা প্রকার শরসমূহের দ্বারা ত্বককে আমি উৎপাটন করিব। ১৫

ত্বক্ বলিল—'হে অলর্ক! এই সব বাণসমূহ (আপাততঃ চর্মস্পর্শ করিলেও) অন্তরালবর্তী সূক্ষ্ম স্পর্শশক্তি আমাকে কোন প্রকারেই ভেদ করিয়া যাইতে পারিবে না। ইহারা তোমারই মর্মস্থল ভেদ করিবে এবং মর্ম ভিন্ন হওয়ায় তুমি মরিয়া যাইবে। ১৬

তাহাতে তুমি অন্য বাণসমূহের অন্বেষণ কর, যারা দ্বারা আমাকে বধ করিতে পারিবে'। তাহা শুনিয়া তিনি ভালভাবে চিন্তা করিয়া অন্তঃসার এই কথা বলিলেন। ১৭

অলর্ক বলিলেন—বিভিন্ন প্রকারের শব্দ শুনিয়াও তাহাদের অন্য কর্ম শিক্ষা করে, এই কারণে কর্ণের উদ্দেশে আমি তীক্ষ্ণাগ্র বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতেছি। ১৮

শ্রোত্র বলিল—হে অলর্ক! এই সব বাণগুলি শুধু শ্রবণ শক্তিরই আমার কিছুই করিতে পারিবে না। তোমারই মর্ম ইহারা ভেদ করিবে এবং ভিন্নমর্মা হইয়া তোমারই জীবন ধ্বংস হইবে। তাহাতে তুমি অন্য বাণসমূহ অন্বেষণ কর, যারা দ্বারা আমাকে নিহত করিতে পারিবে। ১৯।

ইহা শুনিয়া তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া অন্তঃসার এই কথা বলিলেন। ২০

অলর্ক বলিলেন—'চক্ষু বহুবিধ বিভিন্নরূপ দেখিবার আমার সেই রূপের অন্যই লোলুপতা প্রকাশ করে, এইজন্য আমি তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ দ্বারা চক্ষুকে বধ্য করিতেছি'। ২১

চক্ষু বলিল—'হে অলর্ক! এই বাণসকল কখনই আমাকে

অন্যান্ বাণান্ সমীক্ষস্ব বৈষ্ণ মাং মূঢ়চিত্তসি।
তস্মাদ্ধা স বিচিন্ত্যাথ ততো বচনমব্রবীৎ। ২৩

অলর্ক উবাচ

ইহং নিষ্ঠা বহুবিধা প্রজ্ঞয়া ত্বধ্যবস্যতি।
তস্মাদ্ বুদ্ধিং প্রতি পরান্ প্রতিযোক্ষ্যামহে শিতান্।২৪

বৃদ্ধিরুবাচ।

নেমে বাণাস্তরিষ্যন্তি মামলর্ক কথঞ্চন।
তবৈব মর্ম ভেৎস্যন্তি ক্ষিপ্রমগ্র্যা মরিষ্যসি।
অন্যান্ বাণান্ সমীক্ষস্ব বৈষ্ণ মাং মূঢ়চিত্তসি। ২৫

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ততোঽলর্কস্তপো ঘোরং তেঽবৈবাস্যায় তুষ্টবুঃ।
ন্যাধ্যগচ্ছৎ পরং শ্রেয়ো বাণমেতেষু সপ্তসু। ২৬

সুসমাহিতচেতাস্তু স ততোঽচিন্তয়ৎ প্রভুঃ।
স বিচিন্ত্য চিরং কালমলর্কো দ্বিজসত্তম। ২৭

ন্যাধ্যগচ্ছৎ পরং শ্রেয়ো যোগমাস্থিতবান্ বরঃ।
স একাগ্রং মনঃ কৃত্বা নিষ্কলো যোগমাস্থিতঃ। ২৮
ইন্দ্রিয়াণি তথাত্মানং বাণেনৈকেন বীর্যবান্।
যোগেনাত্মানমাবিশ্য সিদ্ধিং পরমবাপ্তবান্ ঋষিঃ। ২৯
বিস্মিতস্ত্বপি রাজর্ষিরিমাং প্রাপ্য ত্বগাং হ
অহো কষ্টং বতাতি: সর্বং রাজ্যমুপাসিতম্। ৩০
ভোগতৃষ্ণাসমাযুক্তৈঃ পূর্বং রাজ্যমুপাসিতম্।
ইতি পশ্চাদ্ব্যয়া জ্ঞাত্বা যোগায়াস্তি পরং সুখম্। ৩১
ইতি ক্ষমমুজানীতি রাম রা ক্ষত্রিয়ান্ ভুবি
ততো যোগমুপাতিষ্ঠৎ ততঃ শ্রেয়োঽভিপত্স্যসে। ৩২
ইত্যুক্তঃ স ততো ঘোরং জ্ঞানলব্ধ্যা পিতামহৈঃ
আস্থিতঃ সুমহাভাগো বর্ষো সিষ্ঠিত দুর্গমম্। ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু
ব্রাহ্মণগীতাসু

॥ ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অর্থাৎ সূক্ষ্ম বর্ণন শক্তিহীন ইন্দ্রিয়কে অভিভূত করিতে পারিবে না। ইহারা প্রভৃতি তোমারই বর্ষীয়স তেজ করিবে (অর্থাৎ তীব্র পাশবিক যন্ত্রণার তাহা হইবে) এবং ভিন্নবর্ণা হইয়া তুমি মরিয়া যাইবে। ২২

তুমি যদ্যপি এমন অস্ত্র প্রভৃতি বাণসমূহের সন্ধান কর, যাহাতে তুমি আমাকে বধ করিতে পারিবে।' তাহা শুনিয়া তিনি মনেমনেভাবে চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন। ২৩

রাজর্ষি অলর্ক বলিলেন—'এই নিষ্ঠাত্রিতা বুদ্ধি নিজ জ্ঞানশক্তির দ্বারা নিজের বিবিধ বিষয় নিরূপণ করিয়া থাকে, অতএব এই বুদ্ধির প্রতি আমি তীক্ষ্ণবাণসমূহ নিক্ষেপ করিলাম'। ২৪

বুদ্ধি (তাহা শুনিয়া) বলিল—'অলর্ক! এই সুন্দর শক্তিযুক্ত পরকৃতনির্মিত বাণসমূহ কোনও ক্রমেই সুস্বরূপবাসিনী আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। ইহারা তোমারই বর্ষবিধ করিবে আর বিভক্তবর্ণা হইয়া তুমি নিজেই মরিয়া যাইবে। অতএব তুমি আমাকে যাহা যাহা উৎপাত করিতে পারিবে, এমন অস্ত্র বাণসমূহ অন্বেষণ কর। ২৫

ব্রাহ্মণ বলিলেন—অতঃপর অলর্ক সেই স্থানেই বসিয়া সূক্ষ্ম যোগ তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখাপি তিনি এই শাস্ত্রটিকে আয়ত্তে আনিতে পারে, এরূপ বাণ বহু চেষ্টা করিয়াও পাইলেন না। ২৬

সেই শত্রুবিনাশী রাজা অলর্ক পরাধিতে সম্যক্ বশ হইয়া অতঃপর চিন্তা করিলেন 'বলবত্তর' দীর্ঘকাল বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়াও সেই বুদ্ধিবাসনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ রাজর্ষি যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই পরম তত্ত্বকে জানিতে পারিলেন না। তখন তিনি মনকে একাগ্র করিয়া নিষ্কল হইয়া যোগে স্থির হইলেন। ২৭-২৮

অতঃপর সেই বীর্যশালী রাজা একটী ধ্যানযোগরূপ বাণের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সম্যক পরাজয় করিলেন। ২৯

রাজর্ষি বিস্মিত হইয়া তখন এই রূপ কথা যেন বিলাপ-রীতির মত বলিতে লাগিলেন—অহো! কি দুঃখের কথা যে, আমি এ যাবৎ কেবল বাহ্য আচারেরই অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছি। ভোগের তৃষ্ণায় আকুল হইয়া ইতঃপূর্বে রাজ্যশাসন করিয়াছি। যোগ অপেক্ষা পরতর সুখ যে নাই—তাহা ত' আমি এতকাল পরে জানিতে পারিলাম। ৩০-৩১

এই আখ্যায়িকা পরতত্ত্বরূপে বলিয়া পিতৃগণ বলিলেন—হে রাম! এই পার্থিবীর তত্ত্ব সম্যক্ বিদিত হইয়া আর ক্ষত্রিয়গণকে হত্যা করিও না। যদ্যপি তাহার তপস্যা কর, তাহা হইলে তুমি পরম কল্যাণ লাভ করিবে। ৩২

পিতামহগণ ইহা বলিলে মহাযোগধ্যানশালী সেই ভগবদ্ভিরা সুমহান্ যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দুর্গম সিদ্ধি লাভ করিলেন। ৩৩

শ্রীমহাভারত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের অষ্টাদশপর্বের অন্তর্গত ভগবদ্গীতাপর্বে ব্রাহ্মণগীতাপর্বে ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[রাজা অম্বরীষের নীতারা আধ্যাত্মিকাঃ পরাভ্যবিষয়িকা গাথারা বর্ণনম্]

ব্রাহ্মণ উবাচ

ত্রয়ো বৈ রিপবো লোকে নবধা গুণতঃ স্মৃতাঃ।
প্রহর্ষঃ প্রীতিরানন্দস্ত্রয়স্তে সাত্ত্বিকা গুণাঃ। ১
তৃষ্ণা ক্রোধোঽভিসাদশ্চ রাজসাস্তে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
ভ্রমস্তন্দ্রা চ মোহশ্চ ত্রয়স্তে তামসা গুণাঃ। ২
এতান্ নিকৃত্য বৃত্তিজ্ঞো ব্রাহ্মণস্ত্রৈগুণ্যভিক্ষুঃ।
ভেজুং পরাঙ্মুখং প্রপাতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। ৩
অত্র গাথাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবৃত্তবিদো জনাঃ।
অম্বরীষো বা নীতা রাজা পূর্বং প্রপাদাত্মা। ৪
সমৃদ্ধীর্ষু দোষেষু বাধ্যমানেষু সাধুষু
জগ্রাহ তরসা রাজ্যমম্বরীষো মহাযশাঃ। ৫
স নিগৃহ্যাত্মনো দোষান্ সাধূন্ সম্ভিপূজা চ
জগাম মহত্যাং সিদ্ধিং গাথাশ্চেমা জগাদ হ। ৬

তৃষ্ণিষ্ঠং বিজিতা দোষা নিকৃতাঃ সর্বসত্ত্বতঃ।
এতো দোষো বরিষ্ঠশ্চ যদা সন্ন হতো ময়া। ৭
যৎপ্রযুক্তো জন্তুরয়ং বৈগুণ্যান্ যাতিমচ্ছতি।
তৃষ্ণার্ত ইহ নির্ত্রাণি যাবন্যানো ন বুধ্যতে। ৮
অজাত্মানমি যেনেহ প্রযুক্তঃ সেবতে নরঃ।
তং লোভমসিতিষ্ণীকৈর্নিকৃত্য সুখমেধতে। ৯
লোভাদ্ধি জায়তে তৃষ্ণা তদ্ভিন্তা প্রবর্ততে।
স লিপ্যমানো লভতে তৃষ্টিষ্ঠং রাজসান্ গুণান্।
তদ্বাহ্যো তু লভতে তৃষ্টিষ্ঠং তামসান্ গুণান্। ১০
স বৈগুণ্যৈঃ সংস্তবদেহবন্ধনঃ
পুনঃ পুনর্জাতি কর্ম চেহতে।
জন্মক্ষয়ে ত্রিষ্বিকীর্যতেঽসৌ
মৃত্যুঃ পুনর্গচ্ছতি জন্মনৈব। ১১

একত্রিংশ অধ্যায়।

[রাজা অম্বরীষ কর্তৃক গীত আধ্যাত্মিক পরাভ্যবিষয়ক গাথা বর্ণন]

ব্রাহ্মণ বলিলেন—ইহলোকে ত্রিগুণ (সত্ত্ব রজঃ তম) হইতে তিনটি শত্রু। বৃদ্ধিতেজে ইহারা নষ্ট প্রকার, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। প্রার্থিত পদার্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় যে হর্ষ, তাহা পাইলে যে প্রীতি এবং তাহার উপভোগে যে আনন্দ, এই তিনটিকে সাত্ত্বিক গুণ বলা হইয়া থাকে। ১

বিষয়ের জন্য যে তৃষ্ণা; তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে ক্রোধ, এবং দেহাদি এই তিনটি রজোগুণের মূর্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। গ্লানি, তন্দ্রা ও মোহ এই তিনটি তমোগুণের লক্ষণমূর্তি। ২

বৈরাগ্যবান্, প্রশান্তাত্মা, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আত্মস্থানীয় হইয়া পরবর্তাদি বাসনসমূহ দ্বারা এই পূর্বোক্ত গুণসমূহকে উচ্ছেদ করিয়া তবে অন্য লক্ষকে তার কর্তৃত্বে ফেলিতে হয়। ৩

এই বিষয়ে পুরাতত্ত্ববিদ্ জ্ঞানিগণ একটি সত্যেতিহাস উল্লেখ করিয়া থাকেন, যাহা পূর্বে শত্রুবিনাশকারণ রাজা অম্বরীষ কর্তৃক গীত হইয়াছিল। ৪

যখন তাঁহার আত্মার চিত্তরাজ্যে ত্রিগুণাত্মক পাপিগণ প্রবল হইয়াছিল এবং বিবেকাদি সদ্‌গুণসমূহ সাধুগণ অবলম্বিত হইতেছিলেন, সেই সময় মহাযশস্বী রাজা অম্বরীষ নিজ হাতে তাঁর অন্যান্যস্বরাজ্যের শাসনভার তুলিয়া লইয়াছিলেন। ৫

তিনি নিজ দোষগুলিকে দমন করিয়া এবং সদ্‌গুণসকলকে বিশেষভাবে বর্ধিত করিয়া অতি মহান্ এক সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন এবং এই গান গাহিলেন। ৬

আহা, আমি এযাবৎকাল যতগুলি দোষ জয় করিয়াছি এবং অন্যান্য সমস্ত বাহ্য ও আন্তর শত্রুকেই হত্যা করিয়াছি; কিন্তু একটি বলবত্তর দুরন্ত দোষ বাকী রহিয়া গিয়াছে, যাহাকে আমি আজিও বধ করিতে পারি নাই। ৭

এই সেই মহাদোষ, যাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া জীব বৈরাগ্য অবলম্বন না করিয়া, না বুঝিয়া, তৃষ্ণার্ত হইয়া বিষয়াভিমুখে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ৮

যাহার দ্বারা প্রযোজিত হইয়া মানব অকর্তব্য (নিষিদ্ধ) কর্মেও রত হয়, সেই লোভরূপক শত্রুকে তীক্ষ্ণ জ্ঞান-তরবারি দ্বারা ছিন্ন করিয়া মানব পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। ৯

(অকস্মাৎ ভাত): লোভ হইতেই তৃষ্ণার প্রবাহরূপ বিষয়-তৃষ্ণা সঞ্জাত হয় এবং তাহা হইতেই বিষয়রক্ষণাবেক্ষণ চিন্তার উপস্থিতি হয়। লোভে লিপ্ত মনুষ্য এইরূপে ক্রমে রজস্তম রাজসিক গুণসমূহ প্রাপ্ত হয় এবং সেইগুলি প্রাপ্ত হইলে পর ক্রমে অধিক মাত্রায় তামস গুণসমূহে আক্রান্ত হয়। ১০

সেই লোভ-পতিত জীব সেই রাজস ও তামস গুণগুলির দ্বারা দেবদেহরূপে ক্রমেই গাঢ়তর আবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে ও অন্য-অন্যান্য কর্মের কর্তা হইয়া চলে। জীবনান্তে দেহ বিশ্লিষ্টপ্রায় ও গলিত হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তস্মাদেতাং সদাগম্যেভ্য লোভং
নিগৃহ্য বৃত্ত্যাত্মনি রাজমিচ্ছেৎ।
এতদ্ রাজ্যং শাশ্বতস্তোহ রাজ্য-
মাহৈষোঽ রাজা বিদিতো যথাবৎ। ১১

ইতি রাজ্ঞাম্বরীষেণ গাথা গীতা যশস্বিনা।
অবিরাজ্যাং পুরস্কৃত্য লোভমেকং নিগৃহ্যতা। ১০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুশীতাপর্বণি ব্রাহ্মণগীতাসু
একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩।

এবং পুনরায় জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আবর্তিত হইতে থাকে। ১১

অতএব এই লোভকে বিনয়সহকারে জানিয়া ধৈর্য সহকারে তাহাকে নিগৃহীত করিয়া আত্মার উপর রাজত্ব (অর্থাৎ অধিকার প্রতিষ্ঠা) করিতে চেষ্টা করিবে। এই আত্মরাজ্যই রাজ্য; ইহা ব্যতীত আর কোন রাজ্যই বস্তুতঃ স্বরাজ্য নহে, আর নিজ আত্মাতেই যথার্থতঃ রাজা বলিয়া জানিবে। ১২

যশস্বী রাজা অম্বরীষ একমাত্র মহাত্মাগণ লোভকে দমন করিয়া স্বীয় আত্মাতে অন্যান্য রাজ্যাভাবে চিত্তের সম্মুখে রাখিয়া এই গান গাহিয়াছিলেন। ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসরচিত শতসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুশীতাপর্বে
ব্রাহ্মণগীতাপ্রসঙ্গে একত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণরূপিণো ধর্মস্য জনকস্য চ সমক্ষ-ত্যাগবিষয়কঃ সংবাদঃ]

ব্রাহ্মণ উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
ব্রাহ্মণস্য চ সংবাদং জনকস্য চ ভাবিনি। ১
ব্রাহ্মণং জনকো রাজা সহঃ কশ্চিৎচিকাসসি।
বিবৃণে মে ন বক্তব্যমিতি সিষ্টার্থবন্নতীং। ২
ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচাথ ব্রাহ্মণো রাজসত্তমম্
আচক্ষ্ব বিবৃণং রাজন্ যথাবত্তব বক্ষে স্থিতঃ। ৩

সোঽব্রবীত্ত বিবৃণে রাজ্ঞো বক্তমিচ্ছাম্যহং বিভো।
যচ্চন্তে কর্তুমিচ্ছামি যথাবাত্তু মহীপতে। ৪
ইত্যুক্তস্ত তদা রাজা ব্রাহ্মণেন যশস্বিনা।
মুহূর্তমিব বিনিঃশ্বস্য ন কিঞ্চিৎ প্রত্যভাষত। ৫
তমাসীনং ব্যায়মমানং রাজানমমিতৌজসম্
কম্পমানঃ সদাগচ্ছদ্ ভানুমন্তমিব প্রভঃ। ৬
সমাশ্বাস্য ততো রাজা বিগতং কম্পমেব তদা
তত্রো মুহূর্তমিব তা ব্রাহ্মণং বাক্যমব্রবীৎ। ৭

হে ক্ষত্তাবরম্ ব্রাহ্মণ! ইহা জানিয়া আমি তত্ত্ব অর্থাৎ আপনার রাজা-বহির্ভূত রাজ্য যাহা করিতে চাই, যেরূপে (যাহে যাহে রাজ্যজা সর্বদা পালনীয়, সেইরূপে) আপনার আদেশানুসারে আমি যথাশাস্ত্র কার্য তাহাতে ইচ্ছুক। ৪

সেই ধ্যানিমান্ ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে রাজর্ষি জনক বারংবার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কিছুই প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। ৫

সেই অধিতেজস্বী রাজা যখন বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সূর্যকে যেরূপ রাহু গ্রাস করে, সেইরূপ তাঁহাকে একটি অন্ধকার আসিয়া আক্রমণ করিল। ৬

পরে সমাশ্বস্ত আশ্বস্ত হইয়া রাজা সেই মোহ বিমুক্তি হইলে পর এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া সেই ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিলেন। ৭

জনক উবাচ

পিতৃপৈতামহে রাজ্যে যজ্ঞে জনপদে সতি
বিষয়ং নাবিজানামি বিচিন্বন্ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৮
নাবিজ্ঞাতা যদা পৃথ্ব্যাং মিথিলা মাপিতা ময়া।
নাথ্যজ্ঞাতা যদা তস্যাং খণ্ডশো মাপিতা ময়া ॥ ৯
নাথ্যজ্ঞাতা তথা তস্যাং তথা মে কুণ্ডলোদ্ভবং।
অতো মে কুণ্ডলস্থান্তে মতিঃ পুনরুপস্থিতা ॥ ১০
তথা ন বিষয়ং মন্যে সর্বো বা বিষয়ো মম।
আত্মাপি চায়ং ন মম সর্বা বা পৃথিবী মম ॥ ১১
যথা মম তথাত্মেতি মতে দ্বিজোত্তম।
উদ্ভূতা যাবদুৎসাহা তুলাভ্যাং যাবদুদ্ধৃতে ॥ ১২

ব্রাহ্মণ উবাচ।

পিতৃপৈতামহে রাজ্যে যজ্ঞে জনপদে সতি।
ত্বয়ি কাং মতিমাস্থায় মমত্বং বর্জিতং ত্বয়া ॥ ১৩

জনক বলিলেন—পণ্ডিত পিতৃপৈতামহরাজ্যের এই জনপদ আমার রাজ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, তথাপি বিশেষ বিচার পূর্বক আমি এই সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া দেখিয়া এই অর্থে "আমার রাজ্য" বলিয়া কিছু খুঁজিয়া পাইতেছি না। ৮

"সমস্ত পৃথিবী কি আমার রাজ্য?"—ইহা অনুসন্ধান করিয়া যখন দেখিলাম তাহা নহে, তখন মিথিলা কি আমার রাজ্য তাহা চিন্তা করিলাম, যখন দেখিলাম, না তাহাও আমার নিজ রাজ্য নহে, তখন নিজ প্রজাগণের উপর আমার অধিকার কতটুকু—তাহা খুঁজিয়া দেখিলাম; যখন দেখিলাম সেখানেও আমার অধিকার নাই, তখন আমার চিত্তে মোহাতঙ্কের উদয়িত হইল। অনুসন্ধানে মোহ দূর হইলে পর আমার আমার এই বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে। ৯-১০

কোন স্থানই আমার রাজ্য নহে, আমার সর্বত্রই আমারই রাজ্য। এক দৃষ্টিতে এই দেহও আমার নহে, অন্য দৃষ্টিতে সমস্তা বসুধাই আমার। ১১

এই রাজ্য যেরূপ আমার সেরূপ ইহা অন্যেরও—ইহাই আমি অনুমান মনে করিতেছি। অতএব যে দ্বিজোত্তম! আপনার বক্তব্যে ইচ্ছা এই রাজ্যে যান করুন এবং বক্তব্যে এই রাজ্যে বাস করিবেন, ততদিন ইহার সম্পদাদি ভোগও করুন। ১২

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করিলেন—হে নৃপ! আপনার অভিপ্রায়ে এই পিতৃপৈতামহরূপ পালিত যজ্ঞ জনপদ পরিত্যাগে কোন্ বিশেষ কারণ বৈ বুদ্ধিং সমাশ্রিত্য সর্বে বৈ বিষয়স্তব।
নাবৈষি বিষয়ং যেন সর্বো বা বিষয়স্তব ॥ ১৪

জনক উবাচ

অন্তবন্ত ইহাবন্তো বিদিতাঃ সর্বকর্মসু।
নাথ্যগচ্ছময়া তস্মাদমেয়মিতি যদ্ ভবেৎ ॥ ১৫
কস্তেমিতি কস্য ধর্মিতি বেদবচস্তথা।
নাথ্যগচ্ছময়া বুদ্ধ্যা মমেদমিতি যদ্ ভবেৎ ॥ ১৬
এতাং বুদ্ধিং সমাশ্রিত্য মমত্বং বর্জিতং ময়া।
শৃণু বুদ্ধিং যয়া ত্যক্তা সর্বত্র বিষয়ো মম ॥ ১৭
নাহমাত্মার্থমিচ্ছামি সত্ত্বাদ্ ত্রাণসম্ভবাদপি।
তস্মাদ্ নিত্যতা ত্বাত্মার্থে স্থিতিস্তি নিত্যতা ॥ ১৮
নাহমাত্মার্থমিচ্ছামি রসানাস্বেঽপি বর্তত:
আপো মে নিত্যতাস্তস্মাদ্ রসে স্থিতিস্তি নিত্যতা ॥ ১৯

বুদ্ধিতে আপনি বিরাজে মমত্ব বোধ ত্যাগ করিলেন? তাহা বলুন। ১৩

কোন্ বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া আপনি সর্বত্র নিজত্বাভাব জানিতেছেন, কোন্ বুদ্ধিতেই বা কিছুই আপনার রাজ্য নহে, আমার সমস্ত বিশ্বই আপনার রাজ্য, তাহা বলিতেছেন? ১৪

জনক বলিলেন—এই সংসারে সকল কর্মাচরণে প্রাণ দেহ-দ্রব্যাদি-উপাদানই সমস্ত অবস্থাই সান্ত (অন্তযুক্ত)। এই কারণেই আমি এমন কোন বস্তুই পাইলাম না, যাহাকে "ইহা আমার" এইরূপে নির্দিষ্ট করিতে পারি। ১৫

যেরূপ বলিয়া থাকেন—ইহা (এই বস্তু) কাহার? ইহা কাহার ধন? (অর্থাৎ কাহারও নহে।) এই শ্রুতি বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া "ইহা আমার" বলিতে পারি, এমন বস্তু পাইলাম না। ১৬

এই বুদ্ধি আশ্রয়েই আমি সর্ব বিষয়ে মমত্ব ত্যাগ করিয়াছি। আমার যে বুদ্ধির আশ্রয়ে আমি সর্বত্র আমার রাজ্য এইরূপ জানিয়াছি, তাহা শুনুন। ১৭

আমার প্রাণেন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি পঞ্চভূতকে আমি নিজের জন্য ইচ্ছা করি না, এই কারণে আমার নিকট সমস্ত পৃথিবী অবিভক্ত, মৃন্ময়ী বলিয়া প্রতীত হয়। ১৮

আমার মুখে বর্তমান থাকিলেও আমি রসসমূহকে নিজের তৃপ্তির জন্য ইচ্ছা করি না। সেইজন্য সমস্ত জল আমার দ্বারা বিজিত, অতএব তাহা সর্বদা আমার বশে থাকে। ১৯

নাহমাত্মার্থমিচ্ছামি ইমাঃ জ্যোতিংষ্ক চক্ষুষঃ।
তস্মাত্ত্বে নিহিতং জ্যোতির্দিবং তিষ্ঠতি নিত্যদা ॥ ২০
নাহমাত্মার্থমিচ্ছামি স্পর্শাংস্ত্বচি গতাংশ্চ যে
তস্মাত্ত্বে নিহিতো বায়ুর্বশে তিষ্ঠতি নিত্যদা ॥ ২১
নাহমাত্মার্থমিচ্ছামি শব্দান্ শ্রোত্রগতানপি।
তস্মাত্ত্বে নিহিতাঃ শব্দা বশে তিষ্ঠন্তি নিত্যদা ॥ ২২
নাহমাত্মার্থমিচ্ছামি মনো নিত্যং মনোঽন্তরে
মনো মে নিহিতং তস্মাত্ত্বয়ি বশে তিষ্ঠতি নিত্যদা ॥২৩
যেষেতদ্যান্ত পিতৃদ্যান্ত কৃতজ্যোঽধিধিষ্ঠিতং সদ

ইত্যর্থং সর্ব এবেতি সমাবস্থা ভবন্তি বৈ ॥ ২৪
ততঃ প্রহস্য জনকঃ ব্রাহ্মণঃ পুনরব্রবীৎ।
বিজ্ঞিজ্ঞাসার্থমেতদ্বৈ বিদ্ধি মাং ধর্মমাগতম্ ॥ ২৫
ত্বদস্য ব্রহ্মলাভস্য দুর্বারস্যানিবর্তিনঃ
সত্ত্বমেমিনিরুদ্ধস্য চক্রসৌক্ষ্যঃ প্রবর্তকঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি ব্রাহ্মণগীতাসু
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

যেষেতু লোকের বিষয়ীভূত আলোক ও গুণসমূহকে আমি নিজের জন্য ইচ্ছা করি না, সেইজন্যই সমস্ত জ্যোতি আমার দৃষ্টি শক্তিরূপ এবং তাহা সর্বদা আমার বশে থাকে। ২০

আমার ত্বকের সহিত সংলগ্ন হইলেও আমি স্পর্শসমূহকে নিজের জন্য ইচ্ছা করি না, অতএব বায়ুকে আমি জয় করিয়াছি এবং তাহা সর্বদা আমার বশে থাকে। ২১

কর্ণসমূহের গ্রাহ্যবিষয়ীভূত শব্দকে আমি নিজের জন্য কামনা করি না, অতএব আমি শব্দগুলিকে জয় করিয়াছি এবং শব্দসমূহ এই জন্য নিত্য আমার বশীভূত। ২২

মনের ভিতরে উহার মননীয় বিষয়সমূহের আমি নিজের জন্য কামনা করি না, তাই মনকে আমি জয় করিয়াছি এবং মন সর্বদা আমার বশে থাকে। ২৩

আমার সমস্ত জ্ঞান-করণ জ্ঞেয়ভূত, বিষয়সমূহ ও অভিবিষয়গুলির অধীন হইয়া থাকে। ২৪

অতঃপর জানিতে আসিয়া জনক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ পুনরায় বলিলেন—'তোমাকে সহজে করিবার জন্য আমি যজ্ঞ যজ্ঞ এখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, আমাকে 'চালিয়া লও'। ২৫

এইরূপ বুঝিয়াছি এই সংসারে সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট দেহিসমূহযুক্ত দুর্বারগতি পশ্চাৎপদরহিত 'ব্রহ্মলাভরূপ' যন্ত্রচক্রের ক্ষুদ্রই একমাত্র চালক। ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসরচিত শতসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুগীতা পর্বের ব্রাহ্মণ-গীতাপ্রসঙ্গে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণের স্ব-পত্নীসমীপে স্বীয়-জ্ঞাননিষ্ঠরূপতা পরিচয়দানম্]

ব্রাহ্মণ উবাচ।

নাহং তথা ভীরু চরামি লোকে
যথা ত্বং মাং ভর্তৃকুলে অবুধ্যাঃ
বিপ্রোষ্যমি মুক্তোঽস্মি বনেচরোঽস্মি
পূর্বস্বধর্মা ব্রতযাতুধান্যাঃ ॥ ১

নাহমস্মি যথা মাং ত্বং পশ্যসে চ শুভাশুভে।
ন্যস্তা ব্যাপ্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতম্ ॥ ২
যে কেচিজ্জন্তবো লোকে জঙ্গমাঃ স্থাবরাশ্চ হ।
তেষাং মামন্তকং বিদ্ধি দারুণামিব পাবকম্ ॥ ৩

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্ব-পত্নীর নিকট নিজ জ্ঞাননিষ্ঠ স্বরূপের পরিচয় প্রদান।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন—ভীরু! তুমি নিজবুদ্ধিতে আমাকে যেরূপ মনে করিয়া ভর্ৎসনা করিতেছ, আমি এই সংসারে সেইরূপ সাধারণ দেহাভিমানিদিগের ন্যায় আচরণ করি না। আমি ব্রাহ্মণ, মুক্ত, যতি, বানপ্রস্থী, দার্হত্য ধর্মাবলম্বী এবং ব্রতচারী—এখনকে সংসর্গে।

তুমি পাপপুণ্যাদি শুভাশুভকর্মনিষ্ঠ আমাকে যেইরূপ দেখিতেছ, আমি সেইরূপ নহি। যেহেতু এই জগতে যাহা কিছু আছে সেই সকল আমাতেই ব্যাপ্ত। ২

যেরূপ ভীষণাকৃতি বিনাশকারী দারুণ অগ্নি, সেইরূপ সংসারে চর-অচর যত জন্তুগণ আছে, আমাকে তাহাদের সকলের অন্তকারী বলিয়া জানিও। ৩

রাজ্যং পৃথিব্যাং সর্ব্বস্যামথবাপি ত্রিবিষ্টপে
তথা বুদ্ধিরিয়ং যেষু বুদ্ধ্যেব বনং মম ॥ ৪
একং পন্থা ব্রাহ্মণানাং বেদ গন্ধাস্তু তাদৃশঃ
গৃহেষু বনবাসেষু গুরুবাসেষু ভিক্ষুষু ॥ ৫
ত্রিভির্হেতুভিরন্যোন্যৈরেকা বুদ্ধিরুপাসাতে
ব্রাহ্মীলিঙ্গপ্রবৃত্তাস্যা যেষাং বুদ্ধিঃ সনাতনী ॥ ৬
তে ত্বামেবমুপায়ান্তি সহিতাঃ সাগরং যথা।

বুদ্ধ্যাহং গময়ান্তে মার্গং যত্নায়েন ন সম্যতে ॥
আত্মন্যস্তানি কর্মাণি পত্নীং কর্মবনন্ন ॥ ৭
তস্মাৎ তে সুভগে নাস্তি পরলোককৃতা ভয়ম্।
তস্যাবস্যাবনিয়তা মৈষাস্যাননমেষ্যসি ॥৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি ব্রাহ্মণগীতাসু
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

সমস্ত পৃথিবীতে যে বিশাল রাজ্য বিস্তৃত এবং স্বর্গলোকের যাহা বিষ্ণু আছে, তাহা এই বুদ্ধি আনিতে পারে, আর এই বুদ্ধিই আমার ধন। ৪

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমে স্থিত ব্রাহ্মণগণের জন্যও একটি পথ আছে, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানমার্গ—যাহা ব্রহ্মবিদ্‌গণ অভিলক্ষ্য করেন। ৫

বহুবিধ অনৈকান্তিক চিহ্নসমূহ যাহা করিয়াও যাঁহারা এক বুদ্ধিতে স্থিত হন, তাঁহারা নানা লক্ষণাক্রান্ত নানা আশ্রমবাসী হইলেও তাঁহাদের বুদ্ধি সনাতনাত্মিকা হইয়া থাকে (যেমন নদীসমূহ সাগরের প্রতি একলক্ষ্যে ছুটিয়া যায়, তেমন তাঁহারাও শেষ পর্য্যন্ত এক মহাত্মাতে গমন করেন)। ৬

এই যে স্বর্গার্থে সিদ্ধি, অসিদ্ধি, ইষ্টানিষ্ট, লাভালাভে সমযোগরূপে বুদ্ধিযোগের দ্বারা অপ্রমত্ত হইতে হয়, যাহার দ্বারা ইহার অনুসরণ করা যায় না। যেহেতু—আমি ইহা অযুক্ত কর্মসমূহের হেতু হইল শুনিয়াছি। ৭

হে সুভগে! এইজন্য বলিতেছি—পরলোকে তোমার কি হইবে এই বিষয়ে তুমি অবহিত হও। পরমাত্মার চিন্তা করিতে করিতে তুমি আমার যিনি আত্মা। যিনি সর্বকৃতাত্মারূপে সংস্থিত তেমনই) তাঁহাতেই বিলীন হইবে। ৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে ব্রাহ্মণগীতা-প্রসঙ্গে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতো শ্রীকৃষ্ণেন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ক্ষেত্রজ্ঞসংবাদ-কথনপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ-গীতায়া উপসংহারঃ।]

ব্রাহ্মণ্যুবাচ

নেয়মস্মাভ্যুনা শক্যা বেদিতুং নাকৃতাত্মনা
যস্ত্বং চাত্মক সাক্ষাত্তু বিষ্ণুরুক্তো মতো মম ॥ ১
উপায়ং তং মম ব্রূহি যেনৈষা লভ্যতে মতিঃ

তস্যাস্তে কারণং বৃত্তো যত এষা প্রবর্ত্ততে ॥ ২

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অরণী ব্রাহ্মণী বিদ্ধি শুক্রস্যোত্তরারণিঃ।
তপঃ শ্রুতেঽভিমন্থীতো জাতাগ্নির্জায়তে ততঃ ॥ ৩

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ও ক্ষেত্রজ্ঞের রহস্য কথনপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ-গীতার উপসংহার।]

ব্রাহ্মণী বলিলেন—আমার বুদ্ধি অল্প এবং অকৃতাত্মা অজ্ঞ, অতএব আপনি সংক্ষেপে যে মহান্ জ্ঞানের উপদেশ করিলেন, সেই সারবৎ উপদেশের মর্মগ্রহণ আমার পক্ষে কঠিন। আমি তাহা ভবিষ্যতে ধারণা করিতে পারিতেছি না। ১

যাহাতে আমারও এই বুদ্ধি হয়, সেই উপায় আপনি আমাকে বলুন। আমার মনে হয়, যাহাতে এই বুদ্ধি হয়, সেই উপায়ের নির্দেশ আপনার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। ২

ব্রাহ্মণ বলিলেন—তুমি বুদ্ধিকে (অরণী) অরণী বলিয়া জানিবে আর শুক্রকে উত্তরারণী বলিয়া জানিবে। তপস্যা এবং শ্রুতিপাঠরূপ যাগযজ্ঞাদির দ্বারা ঐ অরণিদ্বয়ের মন্থন করিলে জ্ঞানাগ্নি জন্মিয়া উঠে। ৩

ব্রাহ্মণ্যুবাচ।

যদিদং ব্রাহ্মণো লিঙ্গং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি সংজ্ঞিতম্।
গ্রহীতুং যেন যজ্জক্যাৎ লক্ষণং তস্য তৎ কু ।।৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অলিঙ্গো নির্গুণশ্চৈব কারণং নাস্য লক্ষ্যতে।
উপায়মেব বক্ষ্যামি যেন গৃহ্যেত বা ন বা ।৫
সম্যগুপায়ো দৃষ্টশ্চ ভ্রমদৈরিহ লক্ষ্যতে
কর্মবুদ্ধিরবুদ্ধিত্বাজ্জ্ঞানলিঙ্গৈরিবাত্মিকম্ ।৬
ইদং কার্যমিদং নেতি ন যোক্ষ্যেঽপনিশ্চিতে
পশ্যতঃ শৃণ্বতো বুদ্ধিরাত্মনো যেষু তায়তে ।৭
যাবত্তং ইহ শব্দৌঘাস্তাবন্তোঽশেষান্ প্রকল্পয়েৎ।
অব্যক্তান্ ব্যক্তরূপাংশ্চ শব্দযোনিশ্চ সত্প্রভঃ ।৮
সর্বাত্মানার্থমূর্তাংশ্চ সর্বান প্রত্যক্ষহেতুকান্

ব্রাহ্মণী বলিলেন—এই যে ক্ষেত্রজ নামধারী মহীয়ান্‌গুণ জীবাত্মা, তাহাকে কিরূপে গ্রহণকরা যায় বলিয়া বলা হইয়া থাকে? যেহেতু জীবাত্মা তো হয়ের অগম্য এবং যাহা যাহার অগম্য, তাহা তাহার সহিত গ্রহণসম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত কি করিয়া হয়? ৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন—দেহী জীব "ইহা এইরূপ" এই প্রকার নির্দেশ দ্বারা নির্দেশের অযোগ্য এবং সেজন্য নির্গুণ যেহেতু ইহার বিশেষীত অর্থাৎ সগুণ এবং সলিঙ্গ (নির্দেশ) হইবার কোনও হেতু উৎপন্ন হয় না। অতএবপ্রকৃত আমি তোমাকে সেই উপায় বলিতেছি, যাহার দ্বারা প্রমাণসমূহে ক্ষেত্রজ্ঞে জীবাত্মাকে গ্রহণ বলিয়া বুঝা যায়, অথবা ইহা বুঝা যায় যে, তাহাকে বুঝা যায় না ।৫

কর্মবুদ্ধি যাহারা ভ্রমবশতঃ আত্মাকে সাধারণ মনে করে। কিন্তু ভ্রমও যেমন পুনঃপুন উপলব্ধিতে ভ্রমন করিতে করিতে ও তাহার গতিবিধি মূলকে লক্ষ্য করে, সেইরূপ যাহাদের বুদ্ধি কর্ম-মোহিত হইয়াছে, তাহারা সকল কর্মের মধ্যেও জ্ঞান-স্বরূপাদির দ্বারা অনন্ত আত্মাকে পৃথকভাবে জানিয়া থাকেন। (অর্থাৎ নিষ্কৈবিধিত্বাদি কর্মসমূহ দ্বারা মোহিত না হইলে শত ভ্রমন-ভ্রমন করিলেও বুদ্ধির 'কে আত্মনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব নহে) আর উত্তরূপ বুদ্ধির অভাবে অজ্ঞান নিশ্চিতই আত্মাকে জানাদি সকলের লক্ষিত বলিয়া মনে করে। ৬

যতঃ পরা ন বিদ্যেত ততোঽন্যাসে ভবিষ্যতি ।৯

শ্রীভগবানুবাচ।

ততস্তু তস্যা ব্রাহ্মণ্যা মতিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসাত্মরে।
ক্ষেত্রজ্ঞানেন পরতঃ ক্ষেত্রেভ্যঃ প্রবর্ততে ।১০

অর্জুন উবাচ

ক নু সা ব্রাহ্মণী কৃষ্ণ ক চাসৌ ব্রাহ্মণর্ষভঃ
যাভ্যাং সিদ্ধিরিয়ং প্রাপ্তা তাবুভৌ মম মেঽচ্যুত ।১১

শ্রীভগবানুবাচ

মনো মে ব্রাহ্মণঃ বিদ্ধি বুদ্ধির্ মে বিদ্ধি ব্রাহ্মণীম্।
ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি যচ্চোক্তঃ সোঽহমেব ধনঞ্জয় ।১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণী ব্রাহ্মণগীতাসু
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ৩৪

ইহ তত্ত্বতঃ, ইহা অতত্ত্বতঃ এইরূপ বিধান মোক্ষমার্গে অর্থাৎ নিষ্কৈবল্যের পথে বিচরণকালে উপস্থিত হয় না (অর্থাৎ তাহার নিষিদ্ধ -উত্তর প্রকার কর্মসন্ন্যাসীই ইহার অধিকারী) কেবল ইহা এবং ইহা নহে তত্ত্বা এই দুই প্রকারের বুদ্ধি যে সাধন-সমূহে আত্মায় আশ্রিত হয়, তাহাই যথার্থ সাধন। ৭

তুমি যত পার, এই জগতের শত বা সহস্র সংখ্যক ব্যক্ত বা অব্যক্ত আশ্রয়সমূহ তত্ত্বতঃ কর না কেন সেই সকল প্রত্যক্ষের হেতু পরার্থসমূহ কখনও পারমার্থিক সত্য হইতে পারে না। যাহার পরে আর কিছু নাই, সেই তত্ত্বস্বরূপের সাক্ষাৎকার "ইহা নয় ইহা নয়", এইরূপ বিচারের অভ্যাসের দ্বারাই হইয়া থাকে। ৮-৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন—এইরূপে উপস্থিত হইবার পর সেই ব্রাহ্মণীর বুদ্ধি যাহা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সম্পর্কে সংশয়মুক্ত ছিল, তাহা ক্ষেত্রের জ্ঞান হইবার পর (অর্থাৎ ক্ষেত্রের যোগ ত্যাগ করিয়া) ক্ষেত্রজ্ঞের জীবাত্মাসমূহের অন্তর্যামিত্বে গত হইল। ১০

অর্জুন বলিলেন—অচ্যুত! যে ব্রাহ্মণী এইরূপ আত্মতত্ত্বে নিত হইয়াছেন, তাঁহাদের উভয়ের স্বরূপ আমার নিকট বর্ণনা করুন ।১১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—মনকে ব্রাহ্মণ এবং বুদ্ধিকে ব্রাহ্মণী বলিয়া জানিও। আর ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া যাহার কথা বলা হইল হে ধনঞ্জয়! তিনি (আর কেহ নহেন) আমিই। ১২

শ্রীমন্নবি যেদব্যাসরচিত শতসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে ব্রাহ্মণগীতাপ্রসঙ্গে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

। শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনসমীপে মোক্ষধর্ম্মস্য বর্ণনম্, গুরুশিষ্যসংবাদে ব্রহ্মণো মহত্ত্বাদ্যুক্ত প্রশ্নোত্তরকথনঞ্চ ।

অর্জুন উবাচ

ব্রহ্ম যৎ পরমং জ্ঞেয়ং তত্ত্বে ব্যাখ্যাতুমর্হসি
ভবতো হি প্রসাদেন সুক্ষ্মে মে রমতে মতিঃ। ১

বাসুদেব উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
সংবাদং মোক্ষসংযুক্তং শিষ্যস্য গুরুণা সহ। ২

কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণমাসীনমাচার্য্যং সংশিতব্রতম্।
শিষ্যঃ প্রপচ্ছ মেধাবী কিংস্বিদ্ভ্রেয়ঃ পরন্তপ। ৩

তস্মৈবন্তা প্রপন্নোঽহং নিঃশ্রেয়সপরায়ণঃ।
যাচে ত্বাং শিরসা বিপ্র যদ্ ব্রূয়াং ব্রূহি তন্মম। ৪

তমেবমাদিনং পার্থ শিষ্যং গুরুরুবাচ হ।
সর্ব্বং তু তে প্রবক্ষ্যামি যত্র বৈ সংশয়ো দ্বিজ। ৫

ইত্যুক্তঃ স কুরুশ্রেষ্ঠ গুরুণা গুরুবৎসলঃ
প্রাঞ্জলিঃ পরিপপ্রচ্ছ বরমস্মৈ মহাত্মনে। ৬

শিষ্য উবাচ।

কুতস্ত্বাবং কুতশ্চ ত্বং সত্যং ব্রূহি বদ পরম্।
কুতো জাতানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ। ৭

কেন জীবন্তি ভূতানি তেষামায়ুশ্চ কিং পরম্।
কিং সত্যং কিং তপো বিপ্র কে গুণাঃ সন্তিহোত্রিতাঃ। ৮

কে পন্থানঃ কিমাক্ষ্যং স্যাঃ কিং সুখং কিঞ্চ দুষ্কৃতম্।
এতান্ মে ভগবন্ প্রশ্নান্ যথাবত্তথ্যান্ সুব্রত। ৯

বক্তুমর্হসি বিপ্রর্ষে যথাবদিহ তত্ত্বতঃ
ত্বত্তঃ কস্তান্ প্রশ্নবেত্তান্ বক্তুমিহার্হতি। ১০

ব্রূহি সর্ব্ববিদাং শ্রেষ্ঠ পরং কৌতূহলং মম
মোক্ষধর্ম্মার্থকুশলো ভবাঁল্লোকেষু গীয়তে। ১১

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জুন সকাশে মোক্ষ ধর্ম্মের বর্ণনা এবং গুরু-শিষ্য সংবাদে ব্রহ্ম ও সর্ব্ববিদের প্রশ্নোত্তর কথন।]

অর্জুন বলিলেন—ভগবন্! বেহেতু আপনার কৃপায় (আপনার উক্তভাবোক্তত উপদেশাবলী শুনিয়ে শুনিয়ে) আমার বুদ্ধি এক্ষণে সূক্ষ্ম বিষয়সমূহে বিচরণ করিতেছে, আপনি আমাকে যাহাকে সেই পরব্রহ্মকে ব্রহ্মের (অর্থাৎ যাহা জানিলে সমস্ত কিছু জানা হয়, এইরূপ শ্রুতি আছে) তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যোগ্য। ১

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—সখে! এ বিষয়েও জানিবার এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা শুন। তাহা হইল গুরুর সহিত শিষ্যের মোক্ষবিষয়ক আলাপন। ২

যতীব ব্রত পালনে দৃঢ়নিষ্ঠ আচার্য্যশালীন কোন ব্রাহ্মণকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার এক বুদ্ধিমান্ শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ গুরুদেব! এই জগতে শ্রেয় (কল্যাণার্থ) কি?। ৩

পরম তপস্যার জন্য ব্যাকুলচিত্ত আমি মোক্ষৈশ্বর্য্যশালী আপনার শরণাগত। হে বিপ্র! আমি নতশিরে আপনার নিকট ইহাই ভিক্ষা করিতেছি। মোক্ষার্থী আমাকে যাহা বলা উচিত মনে করেন, তাহাই বলুন। ৪

পার্থ! শিষ্য এইরূপ বলিতে থাকিলে গুরুদেব তাহাকে বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ! তোমার যে যে বিষয়ে সংশয় আছে (প্রকাশ কর)। আমি তোমাকে সকল কিছুই বলিব। ৫

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! বরদাতি পাণ্ডব! সেই গুরুপ্রসন্ন শিষ্যকে তাহার গুরুদেব এই কথা বলিলে পর শিষ্য কৃতাঞ্জলি হইয়া যাহা সারাংশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ৬

শিষ্য বলিলেন—গুরো! কোন্ উৎস হইতে আমি আসিলাম আপনি আসিলেন এবং কোথা হইতে এই স্থাবর ও জঙ্গম ভূত-সকল জন্ম গ্রহণ করিল? সেই পরম সত্যকে আপনি বুঝাইয়া দিন। ৭

চরাচর ভূতসমূহ কিসের আশ্রয়ে বাঁচিয়া থাকে? আয়ু অধিক পক্ষে কত হইতে পারে? সত্য কাহাকে বলে? তপস্যা কি? সন্ধ্যাবন্দনা কোন্ কোন্ প্রকারে প্রপাসনা করিতে হয়? ৮

ইহলোকে জীবনিবহের কল্যাণকর মার্গগুলি কি কি? সুখ কিসে হয়? পাপই বা কাহাকে বলে? হে ভগবন্! যেহেতু আপনি যথার্থে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, সেইহেতু আপনি আমার এই প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর দিতে পারেন। আপনি ব্যতীত এই সকল দুরূহ প্রশ্নের সদুত্তরদাতা এজগতে আর কেহই বা আছেন। ৯-১০

যেহেতু আপনি মোক্ষধর্ম্মের স্বরূপবিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া

সর্বসংশয়সংচ্ছেত্তা ত্বদন্যো ন চ বিদ্যতে।
সংসারভীরবস্ত্বৈব মোক্ষকামাস্তথা বয়ম্ ॥ ১২

বাসুদেব উবাচ।

তস্মৈ সম্প্রতিপন্নায় যথাবৎ পরিপৃচ্ছতে।
শিষ্যায় গুণযুক্তায় শান্তায় প্রিয়বর্তিনে ॥ ১৩
দ্বাদ্ধাকৃতায় দান্তায় যততে ব্রহ্মচারিণে।
তাম্ প্রজ্ঞানব্রবীৎ পার্থ মেধাবী স বৃহস্পতিঃ
গুরুঃ কুরুকুলশ্রেষ্ঠ সম্যক্ সর্বানরিন্দম ॥ ১৪

গুরুরুবাচ।

ব্রহ্মণোক্তমিদং সর্বমৃষিপ্রবরসেবিতম্।
যেনবিদ্যাঃ সমাশ্রিত্য তত্ত্বভৃতার্থভাবনম্ ॥ ১৫
জ্ঞানং ত্বেব পরা বিদ্যা সন্ন্যাসো তপ উত্তমম্।
ব্রহ্ম বেদ নিরাবাধং জ্ঞানত্বাদ্ বিনিশ্চয়াৎ
সর্বভূতস্থমাত্মানং স সর্বগতিমিচ্ছতে ॥ ১৬
যো বিদ্যান্ সহসংবাসং বিবাসঞ্চৈব পশ্যতি।
তথৈবৈকত্ব-নানাত্বে স দুঃখাৎ পরিমুচ্যতে ॥ ১৭
যো ন কাময়তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্বিদ্বিমন্যতে।
ইহলোকস্য এষৈব ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৮
প্রধানগুণতত্ত্বজ্ঞঃ সর্বভূতবিধানবিৎ।
নির্মমো নিরহঙ্কারো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯
অব্যক্তযোনিপ্রভবো বুদ্ধিস্কন্ধমহো মহান্।
মহাহঙ্কারবিটপ ইন্দ্রিয়াঙ্কুরকোটরঃ ॥ ২০
মহাভূতবিশেষশ্চ বিশেষপ্রতিশাখবান্
সন্ধ্যাপর্বঃ সন্ধ্যাপুষ্পঃ সদা শুভফলোদয়ঃ ॥ ২১
অক্ষীয়ঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মযোনিঃ সনাতনঃ
এবন্ত জ্ঞাত্বা চ তত্ত্বানি জ্ঞানেন পরমার্ষিনা ॥ ২২

লোকসমাজে বিখ্যাত, অতএব যে ব্রহ্মজনসমাজের মহাঋষি। আমার এই প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তরে ঋষিবরে আপনি বিস্তৃত বলুন ॥ ১১

আমরা সংসারমহাভয়ের ভয়ে একান্ত আতঙ্কিত এবং ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে একান্ত ব্যাকুল। আপনার তুল্য সর্ব সংশয়চ্ছেদে সমর্থ উপদেষ্টা অন্য কেহ নাই ॥ ১২

বাসুদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে পৃথাপুত্র! কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! শত্রুনিবারণকারী! যেই সম্পূর্ণ মহাগুরু, যথাবিধি প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকারী, গুণবান্, শমগুণান্বিত, গুরুদেবের প্রীতিসম্পাদক, দ্বারা তার সর্বত্র তাঁহার অনুগমনশীল, ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ, উদ্যমশীল, ব্রহ্মচর্য্যব্রতাচরণকারী শিষ্যকে অধিকারী জানিয়া সেই বৃহস্পতি ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু সেই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩-১৪

গুরুদেব বলিলেন—বৎস! এই যে সমস্তবিষয়ক বিদ্যার দ্বারা যাহা ব্রহ্মা বেদবিদ্যার আশ্রয়ে পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, অতঃপর পরম্পরাক্রমে এই পরম তত্ত্ব সমস্ত ঋষিমণ্ডলীগণ আলোচনা করিয়াছেন—আমরা তাহাই তোমাকে বলিতেছি শুন ॥ ১৫

জ্ঞানকেই আমরা পরম ব্রহ্ম বলিয়া জানি এবং সর্ব ঊর্ধ্বলক্ষ্যসাধনের সন্ন্যাসকেই উত্তম তপস্যা বলিয়া জানি। যিনি নৈষ্কর্ম্মিক যাবদ্‌ভূত জ্ঞান (চৈতন্য)-তত্ত্বকে নিঃসংশয়ে জানিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা নিজ আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্বগতি (সর্বব্যাপক) বলা হইয়া থাকে ॥ ১৬

"আমি যেই সত্য আত্মা" এই বিদ্যা যাঁহার আয়ত্ত এবং তত্ত্বজ্ঞ যিনি যেইমত সাযোগ এবং বিয়োগ; এতদ্ব এবং নানাত্বকে তত্ত্বতঃ এককৃতিতে দেখেন—'তুমি সর্বত্বের হইতে মুক্ত হও' (যেহেতু যত দর্শনই দুঃখ) ॥ ১৭

যিনি কোন কিছুই কামনা করেন না, কোন কিছু লইয়াই অভিমান করেন না, তিনি ইহলোকে থাকিয়াই ব্রহ্মভূত হন—অর্থাৎ জীবন্মুক্ত লাভ করেন ॥ ১৮

যিনি পরা ও অপরা প্রকৃতি এবং সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের স্বরূপ বিজ্ঞাত আছেন এবং সর্বভূতের তত্ত্ব-বিধানশক্তি বিধান যাঁহার পরিজ্ঞাত, সেই মমত্ব বোধরহিত আমি এবং আমার ইত্যাকার অহংভাবশূন্য ব্যক্তি মুক্ত হন—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৯

এই বেদব্রহ্মের মহাবৃক্ষ একটি বিরাট বৃক্ষের সহিত তুলনীয়, যাহার মূল বীজ হইল অব্যক্ত প্রকৃতি, বুদ্ধি যাহার স্কন্ধ, মহৎ অহংকার যাহার পল্লব ইন্দ্রিয়রূপ কোটর যাহার আছে; ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত যাহার শাখা, তাহারাই প্রশাখাযুক্ত; সংবৎসর পক্ষসমূহ দ্বারা সর্বদা বর্ধিত, ঊর্ধ্বমুখবিচরে নিত্য শোভিত, সর্বদা শুভাশুভ ঊর্ধ্ব-ফল সংযোগকারী শোভিত সর্বভূতের ঔষধরাজ, সনাতন ব্রহ্মরূপ বীজযুক্ত এই বেদরূপ বৃক্ষকে এবং তাহার আনুষঙ্গিক সমাক্ তত্ত্বগুলিকে জানিয়া মুমুক্ষু ভিন্ন রূপে মহা-

হিত্বা চামরতাং প্রাপ্তা ভবন্তি মৃত্যু-জন্মনী
কৃতভব্যাস্তবিষ্যন্তি বর্ষতঃ মার্গিনস্তথম্। নিত্যসন্ত্যপরিজ্ঞাতাঃ পুরাকল্পে সনাতনম্। ২৩
প্রবক্ষ্যেঽহং মহাপ্রাজ্ঞ পদমুত্তমমেব তে
বুদ্ধ্যা যদিহ সাংখ্যিনা ভবন্তীহ মনীষিণঃ। ২৪
উপসমার্থং পূর্বং জিজ্ঞাসন্তঃ পরন্তপম্।
প্রজাপতি-ভবদ্ভ্যাং গৌতমো ভার্গবস্তথা। ২৫
যবিষ্ঠঃ কল্পপশ্চৈব বিশ্বামিত্রোঽত্রিরেব চ
মার্গান্ সর্বান্ পরিক্রম্য পরিশ্রান্তাঃ স্বকর্মভিঃ। ২৬
ভবিষ্যন্তীহ বৃদ্ধঃ পুত্রকৃতা তু তে দ্বিজাঃ।
ঋষয়স্তর্ষসম্ভবনে ব্রহ্মাণং বীতকল্মষম্। ২৭
তং প্রণম্য মহাত্মানং সুখাসীনং মহর্ষয়ঃ
পপ্রচ্ছুর্বিনয়োপেতা নৈঃশ্রেয়সমিহ পরম্। ২৮
কথং কর্ম ক্রিয়াং সাধু কথং মুচ্যেত কিল্বিষাৎ।

কে নো মার্গাঃ শিবাশ্চ স্যুঃ
কিং সত্যং কিম্ব দুষ্কৃতম্। ২৯
কো ছেত্তা কর্মণাং মার্গো প্রাপ্নুর্যুর্দিক্ষিণোত্তরৌ।
প্রলয়ং চাপবর্গং চ ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ। ৩০
ইত্যুক্তঃ স মুনিস্তৈর্বৈ তাদৃগ্ভাবং প্রপিতামহঃ।
তৎ তেভ্যঃ সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণু নিত্তু যথাগমম্। ৩১

ব্রহ্মোবাচ।

সত্যাদ্ ভূতানি জাতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
তপসা তানি জীবন্তি ইতি তদ্ বিদ্ধি সুব্রতাঃ
স্থাং যোনিং সমতিক্রম্য বর্ততে যেন কর্মণা। ৩২
সত্যং হি গুণসাযুক্তং নিত্যং পঞ্চলক্ষণম্। ৩৩
ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যঞ্চৈব প্রজাপতিঃ।
সত্যাদ্ ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ। ৩৪
তস্মাৎ সত্যময়া বিপ্রা নিত্যং যোগপরায়ণাঃ।
অতীতক্রোধসন্তাপা নিয়তা দমসেবিনঃ। ৩৫

ভবনাদি সহায়ে এই প্রশ্ন দুষ্কৃতে হেতুন করিয়া ভবদ্ভূত্যার অতীত হইয়া অবস্থা প্রাপ্ত হন। ২২-২৪।

যে মহাজ্ঞানবান্ (জ্ঞানবান্ না হইলে এই সকল সূক্ষ্ম বিষয়ে সংশয় জাগিবে কেন?)। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, তথা ধর্ম অর্থ ও কামের স্বরূপ যাহাতে নিহিত রহে, সিদ্ধ মুনিগণ যাহা জানিয়া থাকেন, যাহা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত, চিরন্তন এক শ্রেষ্ঠ স্থিতির কথা তোমাকে বলিব, যাহা বুঝিয়া মনীষিগণ ইহলোকেই সম্পূর্ণ রূপের লাভ করেন। ২৫-২৮।

পূর্বকালের কথা; প্রজাপতি কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গৌতম, কৃতজনন্দন ভৃগু, যবিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র এবং অত্রি এই মহর্ষিগণ নিজ নিজ কর্ম দ্বারা সর্বপ্রকার পথ পরিক্রমা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। তাহাদের তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে পরম বৃদ্ধ ঋষি স্বাধিষ্ঠানকে অগ্রবর্তী করিয়া ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন এবং তথায় মূর্তে অবস্থানকারী পাপস্পর্শরহিত ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর সেই মহর্ষিবৃন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্রষ্টার পরম শ্রেয়স্করিবরে ২৯-৩৪ শ্লোক এই প্রশ্ন করিলেন। ২৯-৩৮

সৎ কর্ম কিরূপে করা উচিত? কিভাবে পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়? কল্যাণের পথ তুমি কি কি? সত্য কি? দুষ্কর্ম বা কাহাকে বলে? ১-৩

কর্মের সেই দুই মার্গই বা কি? তাহার যারা যথাক্রমে দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়? প্রলয় কখন হয়? অপবর্গ (অর্থাৎ মোক্ষ) তাহাকে বলে? প্রাণিভাবগণের উদ্ভব ও বিলয় কিরূপে হয়? ৩০

মুনিগণকথন এইরূপ বলিলে পর লোকপিতামহ প্রপিতামহ ব্রহ্মা যারা বলিয়াছিলেন, হে নিত্তু! আমি শাস্ত্রানুসারে তাহাই তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩১

ব্রহ্মা বলিলেন—সত্য হইতে স্থাবর ও জঙ্গম ভূতসকল জন্মিয়া থাকে এবং কর্মফল তপস্যার দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। হে শ্রেষ্ঠ ব্রতপালক মহর্ষিগণ! আপনারা মূল নিবিকার ব্রহ্মস্বভাব জ্ঞান করিয়া তাহারা নিজ গুণ কর্মফলে ব্রহ্মণ করিয়া থাকে—এইরূপ বিধিত হইল। ৩২

বস্তুতঃ সত্যই গুণসূত্রের দ্বারা যুক্ত হইয়া পাঁচ প্রকার বিভিন্ন লক্ষণে লক্ষিত হইয়া থাকেন। ৩৩

ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর, তপস্যা অর্থাৎ ধর্ম, প্রজাপতি অর্থাৎ জীব, যোগাদি কৃৎসকল এবং জগদাদি প্রভৃতি জগৎ এই পাঁচটিই জগদ্বিত অবস্থায় সত্যের পাঁচটি রূপ। ৩৪

এইজন্যই সজ্জনা যোগপরায়ণ, ক্রোধাদি সন্তাপশূন্য, সংযত, ধর্মিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সতত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৩৫

অন্যোন্যনিয়তান্ বৈতান্ ধর্মসেতুপ্রবর্তকান্ ।
তানহং সম্প্রবক্ষ্যামি শাশ্বতান্ লোকিকাধিকান্ ॥ ৩৬
চাতুর্বিদ্যং তথা বর্ণাশ্চাতুরাশ্রম্যমিত্যপি ।
ধর্মমেকং চতুষ্পাদং ত্রিভাগাহমনীষিণঃ ॥ ৩৭
পশ্যন্তে যং প্রবক্ষ্যামি শিবং ক্ষেমকরং দ্বিজাঃ ।
নিয়তং ব্রহ্মভাবায় গত্বা পূর্বং মনীষিভিঃ ॥ ৩৮
গদতশ্চাত্র মহাভাগা নিখিলেন পরঃ পরম্ ॥ ৩৯
ব্রহ্মচারিকমেবাহুরাশ্রমং প্রথমং পদম্
গার্হস্থ্যং তু দ্বিতীয়ং স্যাদ্ বানপ্রস্থমতঃ পরম্
ততঃ পরং তু বিজ্ঞেয়মযাচ্যং পরমং পদম্ ॥ ৪০
জ্যোতিষাকাশমাদিত্যো বায়ুরিন্দ্রঃ প্রজাপতিঃ ।
যোপৈতি যাবদধ্যায়ং তাবদেতান্ ন পশ্যতি ॥ ৪১
তস্মোপায়ং প্রবক্ষ্যামি পুরুষায় তব নিযোধত ।

ফলমূলানিলভুজো মুনীনাং বসতাং বনে ॥ ৪২
বানপ্রস্থ দ্বিজাতীনাং ত্রয়াণামুপদিশ্যতে
সর্বেষামেব বর্ণানাং গার্হস্থ্যাৎ তু বিধীয়তে ॥ ৪৩
ব্রহ্মলক্ষণসিদ্ধ্যৈতাং ধর্মং ধীরাঃ প্রচক্ষতে ।
ইত্যেতাং দেবযানা যং পন্থানঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
সপ্তর্ষয়শ্চিতা যৈঃ কর্মভির্দেবলেন তু ॥ ৪৪
এতেষাং পৃথগবাপ্তে যো ধর্মং সংশিতব্রতঃ ।
কালাং পঞ্চত্বমাপ্তস্য সহৈব প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ৪৫
অতস্তত্ত্বানি বক্ষ্যামি যথাবদ্যোন হেতুনা ।
বিষয়ত্বানি সর্বাণি বর্তমানানি তাগমৈঃ ॥ ৪৬
মহানাত্মা তথাব্যক্তমহঙ্কারস্তথৈব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ মহাভূতানি পঞ্চ চ ॥ ৪৭
বিশেষাঃ পঞ্চভূতানামিতি সর্গঃ সনাতনঃ ।
চতুর্বিংশতিরেকা চ তত্ত্বসংখ্যা প্রকীর্তিতা ॥ ৪৮

পরস্পরের সহায়তা ও সহযোগের ভাবে বর্ণাশ্রম অবস্থিত্যাদী, বিদ্বান্ ও বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষক ব্রাহ্মণগণের নিকট অনুনা আদি সনাতন লোকরক্ষণাবেক্ষণকারী ধর্মের কথা বলিব। ৩৬

চারিটি বিদ্যা (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবিষয়ক), চারিটি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) বর্ণ, চারিটি (ব্রহ্ম চর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) আশ্রম এই সকলের দ্বারা গঠিত এক চতুষ্পাদ ধর্মের কথা মনীষিগণ বারংবার বলিয়া থাকেন। ৩৭

হে দ্বিজগণ! আপনাদের আমি এক সনাতন কল্যাণের পথ নির্দেশ করিব, যাহা অবলম্বন করিয়া পূর্বপুরুষকালের মনীষিগণ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভের প্রাপ্ত হইতেন। ৩৮

হে মহাভাগগণ! এই আমি অত্যন্ত দুরূহ সেই পরম পথের কথা বলিতেছি, যাহা সম্পূর্ণ ভাবে সেই ব্রহ্ম পরপ্রাপ্তিস্বরূপ, আপনারা আমার নিকট হইতে শুনুন। ৩৯

চতুষ্পাদ সেই ধর্মের প্রথম পদ হইল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, দ্বিতীয় হইল গার্হস্থ্যাশ্রম, অতঃপর বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস-রূপ অব্যয় পদটিকে আধ্যাত্মিক পরমপদ বলিয়া জানিবেন। ৪০

যতক্ষণ পর্যন্ত অধ্যাত্ম জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ মানব এই সকল জ্যোতি, আকাশ, সূর্য, বায়ু, ইন্দ্র ও প্রজাপতি ইঁহাদের যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে না। ৪১

এক্ষে সেই আত্মজ্ঞানের উপায় বলিতেছি, তাহা শুনুন।

ফল-মূল এবং বায়ুভক্ষণ আহার পূর্বক বনে বাস করিয়া মুনিগণের দ্বারা আচরণীয় যে বানপ্রস্থ, তাহা কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজ বর্ণত্রয়ের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যুত গার্হস্থ্যাশ্রম সকল বর্ণের জন্য বিহিত আছে। ৪২-৪৩

পঞ্চত্বপ্রাপ্ত ধর্মের লক্ষণসমূহ প্রভৃতি অর্থাৎ আত্মিক বৃদ্ধি নির্ণয় করিয়াছেন এই প্রকারে আপনাদিগের নিকটে সেই দেবযানপ্রাপ্তির মার্গসমূহের কথা কীর্তন করিলাম, যাহা আত্রয় করিয়া বৈখানস মহাপুরুষ ধর্মের বিধানসমূহ লঙ্ঘন করেন না। ৪৪

সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এই মার্গসমূহের যে কোনটিকে পৃথক-ভাবে আচরণ করিয়া থাকে, সে তাহাদ্বারা কৃতগুণের উৎপত্তি-বিনাশের তত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয়। ৪৫

অতএব আমি যথাযথ যুক্তিসমূহের সহায়ে এই সকল তত্ত্বের উপদেশ করিব, যেগুলি বিভিন্ন পদার্থে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করে। ৪৬

পুরুষ (আত্মা), মহৎতত্ত্ব, প্রকৃতি, অহঙ্কার, দশেন্দ্রিয় ও মন এক মহাকৃতি, তাহাদের সহিত পাঁচটি বিশেষ গুণ (আকাশের শব্দ, পৃথিবীর গন্ধ, তেজের রূপ, বায়ুর স্পর্শ এবং জলের রস)—ইহাদের দ্বারা অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহ প্রবর্তিত হয়। তত্ত্বের সংখ্যা পঁচিশটি বলিয়া পরিকীর্তিত। ৪৭-৪৮

উত্তানায়ৈব যো বেদ সর্বেষাং প্রভবাপ্যয়ৌ।
স ধীরঃ সর্বভূতেষু ন মোহমধিগচ্ছতি ॥৯৯
উত্তানি যো বেদয়তে যথাতথং
গুণাংশ্চ সর্বানখিলাংশ্চ দেবতাঃ।
বিধূতপাপ্মা প্রবিমুচ্য বন্ধনং
স সর্বলোকানমলান্ সমশ্নুতে ॥ ৫০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আথর্বেদিকে পর্বণি অনুশীলাপর্বণি গুরুশিষ্যসংবাদে
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

যিনি এই উত্তানসূত্রের আদি ও অন্ত বিশেষভাবে জানেন, সেই বিজ্ঞ ব্যক্তি কোনও পদার্থে মোহমুগ্ধ হন না। ৪৯
যিনি যথাযথভাবে এই তত্ত্বগুলিকে জানেন, সকল গুণ ও সমস্ত দেবতাগণের বিষয় জানেন, তাঁহার পাপসকল জানিয়া দ্বারা তাঁহাকে ত্যাগ করায় তিনি বন্ধন-মুক্ত হন এবং সমস্ত বিশ্ব লোকের পবিত্র সুখ উপভোগ করিতে থাকেন। ৫০

শ্রীমদ্ভাগবতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের আথর্বেদিক-ধীবর্পর্ব অনুশীলাপর্বে গুরু শিষ্যসংবাদে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রহ্মণা ওঙ্কারোদ্ভব, তৎকার্যাদি, ফলশ্রুতি ও বর্ণবিচার]

ব্রহ্মোবাচ

ওঙ্কারাদ্ব্যক্তমুদ্ভূতং সর্বব্যাপি ধ্রুবং স্থিরম্।
নবদ্বারং পুরং বিদ্যাৎ ত্রিগুণং পঞ্চধাতুকম্ ॥ ১
একাদশপরিক্ষেপং মনোব্যাকরণাত্মকম্।
বুদ্ধিধাম্নিকমিত্যেতৎ পরমেকাক্ষরং ভবেৎ ॥২
ত্রীণি শ্রোতাংসি বাক্তাত্মপ্রাণাঃস্তে পুনঃ পুনঃ।
প্রনাড্যস্তিস্র এবৈতাঃ প্রবর্ততে গুণাধিষ্ঠাঃ। ৩
তমো রজস্তথা সত্ত্বং গুণানেতান্ প্রচক্ষতে।
অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্বে তথান্যোন্যানুজীবিনঃ ॥ ৪
অন্যোন্যাপাশ্রয়াশ্চাপি তথান্যোন্যানুবর্তিনঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ ত্রিগুণাঃ পঞ্চধাতবঃ ॥ ৫
তমসো মিথুনং সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনং রজঃ
রজসশ্চাপি সত্ত্বং স্যাৎ সত্ত্বস্য মিথুনং তমঃ ॥ ৬
নিয়মাত্তে তমো যত্র রজস্তত্র প্রবর্ততে
নিয়মাত্তে রজো যত্র সত্ত্বং তত্র প্রবর্ততে ॥ ৭
নৈসর্গিকস্তু তমসো বিদ্যাৎ ত্রিগুণং মোহসংজ্ঞিতম্।
অবর্ণলক্ষণা চৈব নিদ্রা পাপকর্মণঃ।
তামসং ফলমেতত্তু দৃশ্যতে চাপি সঙ্গতম্ ॥ ৮

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্রহ্মাকর্তৃক ওঙ্কারোদ্ভব, উহার কার্য এবং ফলের বর্ণনা।]

ব্রহ্মা বলিলেন—যে ওঙ্কারনিধি পুরুষ ব্যাপ্ত সেই তত্ত্ব-সমূহের মধ্যে সাম্যাবস্থায় অবস্থিত ওঙ্কারকে অব্যক্ত প্রকৃতি বলিয়া জানিবেন তাহা সর্ব কার্যের মধ্যে ব্যাপ্ত, অবিনাশী এবং অক্ষর বা কর্মবীজস্বরূপ। সেই অব্যক্তই উত্তরিত (বৈষম্যা-প্রাপ্ত) হইলে পর শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও অহঙ্কার এই নয়টি বিষয়-ভোগের দ্বারযুক্ত পঞ্চধাতুযুক্ত পুর অর্থাৎ শরীর নির্মিত হয়। ১

বিষয়-ভোগবাসনার দ্বারাই জীবাত্মাকে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করে সেই একাদশটি ইন্দ্রিয় (এবং বস্তুত সকল প্রকারই) মনের দ্বারাই অভিব্যাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একাদশ অর্থাৎ মনই শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি ইহার এই নবদ্বার নবদ্বের পালিকা। ২

চিন্তনীয় তিনটি প্রবাহ আছে (শুক্ল অর্থাৎ হিংসাদিরহিত ধর্মপ্রবণতা, কৃষ্ণ অর্থাৎ হিংসাপ্রবণতা এবং শুক্ল-কৃষ্ণ অর্থাৎ হিংসাকৃত ধর্মপ্রবণতা) যাহারা সংস্কারবশতঃ তিনটী নাড়ীর সাহায্যে মস্তিষ্কের ভিতরে এবং ওপরে থাকিয়া বহিয়া চলে। ৩

তম, রজ ও সত্ত্ব এই তিনটিকে গুণ বলা হয়। এই গুণত্রয় পরস্পরের সহিতই এবং একে অপরের আশ্রয়ে কিংবা এক অবস্থিত থাকে। ৪

তাহারা একে অপরের আশ্রিত, পরস্পর পরস্পরের অনুগামী এবং পরস্পরে মিশ্রিত হইয়া থাকে। এই গুণত্রয়ের দ্বারাই ত্রিগুণ-তেজ-মরুদ্‌ব্যোমাত্মক ভূতপঞ্চক নির্মিত। ৫

তম ও সত্ত্বের পরস্পর সম্পর্ক হইল প্রতিদ্বন্দ্বিতার অর্থাৎ একটি প্রবল হইলে অপরটি ক্ষীণ হয়, সেইরূপ সত্ত্ব-রজের এবং রজ-সত্ত্বের এবং সত্ত্ব ও তমের সম্বন্ধও প্রতিদ্বন্দ্বিতার। ৬

যেখানে তমোগুণ নিয়ত হয়, সেখানেই রজের প্রকাশ হয় এবং যেখানে রজের নিরোধ হয়, সেখানেই সত্ত্বের প্রকাশ হয়। ৭

ত্রিগুণাত্মিকা তমোগুণ রাত্রির অন্ধকারের ন্যায়। মোহ তাহার নামান্তর। অবর্ণ তাহার লক্ষণ এবং পাপকর্মকারিগণের

প্রকৃত্যাঽঽত্মকমেবাহু রজঃ পর্য্যায়তাঽঽত্মকম্
প্রবৃত্তং সর্বভূতেষু দৃশ্যত্বৎপত্তিলক্ষণম্ । ৯
প্রকাশং সর্বভূতেষু লাঘবং শ্রদ্দধানতা
সাত্ত্বিকং রূপমেবং তু লাঘবং সাধুসম্মিতম্ । ১০
এতেষাং গুণতত্ত্বানি যজ্ঞান্তে তত্ত্বদৃষ্টয়ঃ ।
সম্যগ্‌ব্যায়ামযুক্তানি তত্ত্বতত্ত্বানি বোধত । ১১
সম্মোহোঽজ্ঞানমত্যাগঃ কর্মণামবিনির্ণয়ঃ
স্বপ্নঃ তন্দ্রা ভয়ং লোভঃ স্বত্বং মৃক্তত্বমেব চ । ১২
অনুদ্ভিত্তাবিধানঞ্চ নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা ।
নির্বিশেষত্বমত্বত্বা তমস্যনুগুণস্মৃতা । ১৩
অকৃতে কৃতমানিত্বমজ্ঞানে জ্ঞানমানিতা
অযৌক্তী বিকৃতাভাবো দ্রব্যক্ষঃ মূঢ়ভাবনা । ১৪
অমার্জবমসংজ্ঞত্বং কর্ম পাপবতেজনা
গুরুত্বং সপ্তভাবত্বমবিশিষ্টবর্ণাগুপতিঃ । ১৫
সর্ব এতে গুণা বৃত্তাস্তামসাঃ সম্প্রকীর্তিতাঃ ।
যে চান্যে বিহিতা ভাবা
লোকেঽস্মিন্ তামসাস্মৃতাঃ । ১৬
তত্র তত্র নিষজ্যন্তে সর্বে তে তামসা গুণাঃ ।
পরিবাদকথা নিত্যা দেবব্রাহ্মণবৈরিতা । ১৭
অত্যাসক্তাঽঽসনানন্দ মোহো মদ্যাত্মথাক্ষমা
মৎসরস্তৈশ্চ ভূতেষু তামসঃ বৃত্তমিষ্যতে । ১৮
বৃথারম্ভা হি যে কেচিদ্ বৃথা দানানি যানি চ ।
বৃথা শুশ্রূষিতোঽর্থং তামসং বৃত্তমিষ্যতে । ১৯
অতিবাদোঽতিভিক্ষা চ মাৎসর্যমতিনিত্যা ।
অশ্রদ্দধানতা চৈব তামসং বৃত্তমিষ্যতে । ২০
এতাবিধাশ্চ যে কেচিল্লোকেঽস্মিন্ পাপকর্মিণঃ ।
মনুষ্যা ভিন্নমর্যাদাস্তে সর্বে তামসাঃ স্মৃতাঃ । ২১
তেষাং যোনীঃ প্রবক্ষ্যামি নিয়তাঃ পাপকর্মিণাম্
অধাঽনিয়তাত্মানো যে তির্যগ্‌যোনিয়ু যান্তি তে । ২২

যথো তাহা নিত্য সংস্থিত। অন্য গুণের সহিত মিলিত হইলেও তমোগুণের এই সকল বৈশিষ্ট্য প্রকট হইয়া থাকে। ৮

রজোগুণকে প্রকৃতিস্বরূপ বলিয়াছেন—এই রজ বৈশল্যেরই, কারণ, সর্বভূতে তাহার প্রভাব সকলই এবং উৎপাদন বা প্রবর্তনই ইহার চিহ্ন। ৯

সর্বভূতে প্রকাশ, লঘুত্ব এবং শ্রদ্ধাশীলতা এইগুলি সত্ত্বগুণের রূপ। ইহাদের মধ্যে যাহার লাঘব অর্থাৎ গুরুত্বীনতাকে সাধুগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ১০

হে মুনিগণ! এইবার আমি তাত্ত্বিক যুক্তিজালের সাহায্যে এই গুণত্রয়ের প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তৃতভাবে যথাযথ বর্ণনা করিব, এই সকল তত্ত্বকথা সাবধানে শুনুন। ১১

বিষয়াসক্তিহীন সম্যক্ যোগ, অজ্ঞান, ত্যাগের অভাব, কর্তব্য-বিষয়ে অজ্ঞতা, নিদ্রালুতা, দম্ভভাব, ভয়, লোভ, আপনা হইতেই সংকর্মে যোগদর্শন, বৃত্তিরোধ, অপরিণামদর্শিতা, দেব-বিরোধিতা, দুঃখীলতা (আত্মবিস্মৃতি) জ্ঞানময় বিচারের অভাব, অযত্ন অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়কর্মের অভাব বিষয়ে প্রবৃত্তি, হিংস্রতা অশুচিতা ইত্যাদি নীচগুণের প্রবলতা, অকার্যকে কার্য এবং অজ্ঞানকে জ্ঞান (অর্থাৎ কিছু না জানিয়াও জানিয়াছি ইত্যা) মৌঢ্যবোধের অভাব, বিধির কর্মে অপ্রবৃত্তি, অবিশ্বাস, মূর্খের ভাব চিত্তাধারা, দুষ্টিলতা, বুদ্ধিহীনতা বা মূঢ়তা, পাপকর্ম, নির্জ্ঞতিকা, আলস্যাদির কারণে দেহের ভারবোধ, ভাবশক্তির একান্ত অভাব, ইন্দ্রিয়গণের উপর অধিকারহীনতা (অর্থাৎ অসংযম) এবং হেয় কর্মে আসক্তি—এই সকল দুষ্কর্ম তামসিক বৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। অন্যান্য যে সকল ভাব নিম্নে বলিয়া বলা হইয়াছে তাহারা সকলেই তমোগুণের কার্য। ১২-১৬½

সর্বদা দেবতা, ব্রাহ্মণ ও বেদের নিন্দা করা, দান করিবার অনিচ্ছা, অতিমান, মোহ, ক্রোধ, অক্ষমা। অর্থাৎ অনিষ্টকারীর প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহা) পরশ্রীকাতরতা—এই সকল তমোগুণের প্রবৃত্তি জীবনের মধ্যে দুই হয়। ১৭-১৮

বিবিধ বিষয়সক্তির বৃথা কার্যের চেষ্টা, বৃথা দানাদ্রে অকালে দান, দেবতা অতিথি ইত্যাদির ভোজনের পূর্বে বৃথা ভক্ষণ ইহাও তামস বৃত্তি বলিয়া কথিত আছে। ১৯

গুরুজনের সহিত স্পর্ধা করিয়া তর্ক করা, অসহনশীলতা, দ্বেষ, অংহঙ্কার এবং অশ্রদ্ধা ও তমোগুণের বৃত্তি বলিয়া খ্যাত। ২০

এই জগতে যখের মর্যাদালঙ্ঘনকারী এবং পাপাচারী যে কোনও মনুষ্য এইরূপ হউক না কেন—তাহারা তামস প্রকৃতি বলিয়া কথিত হয়। ২১

এই সকল পাপকর্মকারিগণের জন্য পরজন্মে যে সমস্ত যোনি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিব ইহাদের মধ্যে যেসব কেহ নিম্নস্থ নরকে যায়, আবার যেসব কেহ তির্যগ্‌যোনিতে জন্মাইয়া থাকে। ২২

স্থাবরাণি চ ভূতানি পশবো বাহনানি চ
ক্রব্যাদা দংষ্ট্রিণঃ ক্রূরাঃ কৃমিকীট বিহঙ্গমাঃ। ২৩
অতঃ তমস্তরৈশ্চৈব সর্বে চাপি চতুষ্পদাঃ।
উষ্ট্রাশ্চ বধিরা মূর্খা যে চান্যে পাপযোনিগঃ। ২৪
মনুষ্যত্বমসি দুর্ব্বাপ্তা যত্কর্ম্মকৃতলক্ষণাঃ।
অধাক্‌স্রোতস্ত ইত্যেতে মনুষ্যত্বমসি তামসাঃ। ২৫
তেষামুৎকর্ষমুক্তেষু বক্ষ্যামাহমতঃ পরম্।
যথা তে সুকৃতাঁল্লোকান্লব্ধ্বন্তে পুণ্যকর্ম্মিণঃ। ২৬
অন্যথা প্রতিপদ্যন্তে বিবৃদ্ধা যে চ কর্ম্মতঃ
যত্কর্ম্মনিস্তানাহ ব্রাহ্মণানাং তপৈধিতাম্। ২৭
সাক্ষাদ্যোনের্জ্জায়ন্তি যজমানাঃ সলোকতাম্।
স্বর্গে মজ্জন্তি দেবানামিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ। ২৮
অন্যথা প্রতিপদ্যন্তে বিবৃদ্ধাঃ যেষু কর্ম্মসু।
পুনরাবৃত্তিমায়ান্তে তত্তস্তীহ মানুষাঃ। ২৯
পাপযোনিং সমাপন্নাশ্চাণ্ডালা মূকচুচুকাঃ।
বর্ষান্ পর্য্যায়শস্তাপি প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তরোত্তরম্। ৩০
সূত্রযোনিমথিক্রম্য যে চান্যে তামসা গুণাঃ।
স্রোতোমধ্যে সমাপন্না বর্ত্তন্তে তামসে গুণে। ৩১
অভিধ্যজ্ঞ কাব্যেষু মহামোহ ইতি স্মৃতঃ।
অথবো মুনয়ো দেবা মুক্তস্তত্র সুখেপ্সবঃ। ৩২
তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রঃ ক্রোধসংজ্ঞিতঃ
মরণং তত্তথামিস্রস্তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে। ৩৩
বর্ণতো গুণতশ্চৈব যোনিতশ্চৈব তত্ত্বতঃ।
সর্বমেতত্তমো বিদ্যাঃ কীর্ত্তিতা যো যথাবিধি। ৩৪
কো যেতদ্ বুধ্যতে সাধু কো যেতদ্ সাধু পশ্যতি
অন্তস্তে তত্ত্বদর্শী যত্তমসস্তত্ত্বলক্ষণম্। ৩৫

কৃমি-পক্ষীজাতি স্থাবর পর্য্যন্ত, কীট, পশু ঘোনাদিবাহন, রাক্ষস, সর্প, কৃমিকীট, পক্ষী, অশুভ প্রাণী, সকল চতুষ্পদ জন্তু, উষ্ট্র, বধির, মূক এবং অন্যান্য পাপযোনিগ্রস্ত যাবতীয় সকলেই তমোগুণে মুগ্ধিয়া রহিয়াছে। দুষ্কৃতগণ নিজ নিজ কর্ম অনুসারে দুঃখ পাইয়া থাকে। তমোগুণের এই সকল ভাবসম্বন্ধিকে "অধাক্‌স্রোতা" বলে, যেহেতু ইহাদের 'চরমগতি অধোদিকে প্রবাহিত হয়। ২৩-২৫

তথাপি এই তামস ব্যক্তিদেরও উৎকর্ষ এবং উত্থান কিরূপে হয় এবং কিরূপে তাহারা পুণ্য কর্ম করিয়া শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়, তাহা অতঃপর বলিতেছি। ২৬

বিপরীত যোনিচক্রে প্রাণিগণ তামসদেহের পাপকর্মের ভোগ সম্পূর্ণ হইয়া গেলে পর পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের উদয়ে ঊর্দ্ধ সংসারপ্রবাহে স্বকর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সমান লোক প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ তাহাদের মূলে উৎপন্ন হওয়া তমোময় পুনরায় বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উর্দ্ধ দিকে উঠিয়া দেবতাগণের দ্বারা সেবিত স্বর্গলোকে চলিয়া যায়—এইরূপে যেরে আরোহ হইয়াছে। ২৭-২৮

পুনর্জন্মকারক সকাম ধর্মাচরণ করিয়া মানব নিজ নিজ কর্ম দ্বারা যেরূপভাবে পাইবে পরে যখন অন্য যোনি প্রাপ্ত হয়, তখন ইহলোকে মনুষ্য হইয়া থাকে। ২৯

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশিষ্ট পাপকর্মের ফলভোগ

করিবার জন্য চণ্ডাল, মূক (বোবা) এবং চুচুক (ভোতলা) ইত্যাদি নিকৃষ্ট জন্ম লাভ করিয়া পরে পর্য্যায়ক্রমে উত্তরোত্তর উচ্চ উচ্চ জন্মসমূহ প্রাপ্ত হয়। ৩০

কেহ কেহ সূত্রযোনি পার হইয়াও তামস গুণযুক্তই রহিয়া যায় এবং তাহারই স্রোতের টানে পড়িয়া তামসিক কার্য্যেই লিপ্ত থাকে। ৩১

ঐ তিনপ্রকার তামস ভোগসমূহে আসক্তি মহামোহ বলিয়া কথিত হয়। ঋষিমুনিগণও স্বর্গের লিপ্সায় মোহিত হইয়া থাকেন। ৩২

তম (অবিদ্যা), মোহ (আত্মভ্রান্তি), মহামোহ (বিষয়ান্ধতা), ক্রোধ যাহার অন্য নাম সেই তামিস্র এবং তদ্রূপ অন্ধতামিস্র এই পাঁচ প্রকারের তামসী প্রকৃতির কথা জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন। ৩৩

হে বিপ্রবৃন্দ! বর্ণ, গুণ, যোনি এবং তত্ত্ব অনুসারে আমি আপনাদের নিকট তমোগুণের কথা সর্ব্বতোভাবে যেরিয়ত (শাস্ত্রানুসারে) তীর্ত্তন করিলাম। ৩৪

জ্ঞাতব্য ব্যক্তির কি করিয়াই বা এই সকল তত্ত্ব জানা করিয়া বুঝিতে বা দেখিতে পাইবে? যাহা তত্ত্ব নহে, তাহাকে তত্ত্ব মনে করাই (সকল বিষয়ে বিপরীত বুদ্ধিই) তমোগুণকে চিনিবার যথার্থ লক্ষণ। ৩৫

অমোঘতা বহুবিধাঃ প্রকীর্তিতা
যথাবদুক্তঞ্চ তমঃ পরাবরম্।
নরো হি যো বেদ গুণানিমান্ সদা
স তামসৈঃ সর্বগুণৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং আরণ্যকে পর্বণি অনুশীতাপর্বণি গুরুশিষ্যসংবাদে ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

এইভাবে তমোগুণের লক্ষণ ও তাহার কার্যকলাপ নানা প্রকারের গুণসমূহ যথাযথরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তমোগুণ হইতে প্রাপ্ত উচ্চ নীচ যোনির প্রাপ্তির কথাও যথাযথ প্রকারে

ঋষিগণ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতের

বর্ণিত হইয়াছে। যে মানুষ এই সব গুণকে সদা যথার্থভাবে জানিতে পারে, সে সর্বপ্রকার তামসগুণ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৩০

আধ্যাত্মিক পর্বান্তর্গত অনুশীতাপর্বে গুরুশিষ্য-সংবাদে

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[রজোগুণস্য কার্যাবর্ণনম্, তস্য জ্ঞানস্য ফলকথনঞ্চ]

ব্রহ্মোবাচ।

রজোঽহং যং প্রবক্ষ্যামি যথাবদ্বেদনে সতাম্।
নিবোধেহ মহাভাগা গুণবৃত্তং রাজসম্ ॥ ১
সন্তাপো রূপমায়াসঃ সুখ-দুঃখে হিমাতপৌ
ঐশ্বর্যং বিগ্রহঃ সন্ধির্দ্বৈধীভাবোঽথ তিতিক্ষা ॥ ২
বলং শৌর্যং মদো রোষো ব্যায়ামফলজীবিতি
ঈর্ষ্যোলা পিশুনা মুদ্ভঃ মমত্বং পরিপালনম্ ॥৩
যব-বন্ধ-পরিক্লেশাঃ ক্রয়ো বিক্রয় এব চ
নিকৃতি র্দ্বিতি স্তিতীতি পরমর্ষাবকর্ষনম্ ॥ ৪

ব্রহ্মা বলিলেন—হে মহাভাগ সজ্জননিষেবিতমহিমন্ !
এইবার আমি যথাযথভাবে রজোগুণের কথা এবং রাজসগুণের কার্য ও বৃত্তিসমূহের কথা বলিব, মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন ॥ ১

সন্তাপ, রূপ, প্রয়াস, সুখ-দুঃখ, শীত, গ্রীষ্ম, ঐশ্বর্য, সংগ্রাম, দ্বৈধীভাব, মনের অপ্রীতি, কথা, বল, বীরত্ব, মদ, ক্রোধ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষা, অন্যজনের ইষ্টে, পরশ্রীকাতরতা, বৃথাপ্রিয়তা, মূঢ়তাবশ, দুষ্টুমাদির পরিপোষণ, দম্ভ, বন্ধন, ক্লেশ, ক্রয়, বিক্রয়, "কাটো, ছিন্ন করো, ভিন্ন করো," এইভাবে অপরের সর্বনাশসাধন, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা এবং হরণ, পরের ছিদ্র অন্বিষ্কার, লোকের কথা চিন্তা করা, অনুতাপ, মাৎসর্য (পরশ্রীকাতরতা), নানা প্রকারের সংসারিক ভাবে ভাবিত হওয়া, বিদ্যা কথা, বিদ্যা দান করা, সংশয়পূর্ব বিচার, ভিন্নতার সহিত কথা বলা,

উগ্রং দারুণমাক্রোশঃ পরজিঘ্রাংসুসাধনম্।
লোকচিন্তানুচিন্তা চ মৎসরঃ পরিতাপনম্ ॥ ৫
মৃষা বাদো মৃষা দম্ভো বিকল্পঃ পরিতাপনম্
নিন্দা স্তুতিঃ প্রশংসা চ প্রস্তাবঃ পারবর্ষণম্ ॥ ৬
পরিচর্যানুশুশ্রূষা সেবা ভুক্তা ব্যপাশ্রয়ঃ
যুদ্ধো নয়ঃ প্রমাথশ্চ পরিযাঃ পরিগ্রহঃ ॥ ৭
সংস্কারা যে চ লোকেষু প্রবর্ত্তন্তে পৃথক্ পৃথক্।
বৃত্তু নারীষু তুল্যেষু ক্রিয়াসু শয়নেষু চ ॥ ৮
সন্তাপোঽপ্রত্যয়শ্চৈব ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
আশীর্যুক্তানি কর্মাণি পৌর্তানি বিবিধানি চ ॥ ৯

নিন্দা, প্রশংসা, পরাক্রম, বলাৎকার, ব্যাধবৃত্তিতে (যথা প্রতিজ্ঞাভঙ্গের আশ্রয়) রোগীর পরিচর্যা এবং ঐশ্বর্যবান্ লোকের দাসত্ব করা, সেবা করা, ভোগকরণ, পরাজিত থাকা, ব্যবহার পরিপাটী, নীতি, প্রহার (অপব্যয়), নিন্দা (পরিহাস) এবং পরিগ্রহ (পরের দান গ্রহণ)—এই সকল রজোগুণের কার্য ॥ ২-৭

সংসারে পুরুষ, স্ত্রী, অজাত জীব, ক্রয় ও বৃদ্ধাদিতে যে সব পৃথক্ পৃথক্ সংস্কার পরিলক্ষিত হয়, তৎসমস্তই রজোগুণের প্রেরণার ফল ॥ ৮

দার্শনিক তত্ত্ব, সন্দেহ, সত্যে শ্রদ্ধানিবারণ, বাহ্যিক ধর্মাচরণাদি কর্ম, পৃথিবী-কূপাদি খনন প্রভৃতি বিবিধ পূর্তকর্ম, স্বাধ্যায় (যজ্ঞাদি), নমস্কার (পূজাদি), সত্যাকার (জ্ঞাতাদি), বহুবিক্রিয়া, যাজন, অধ্যাপনা, তথা যজন এবং অধ্যয়ন, দান ও

আহারারো মনস্তারঃ অবাকারো বষট্‌ক্রিয়া।
রাজবাধ্যাপনে হ্যেতে ব্রহ্মনাধ্যয়নে অপি ॥ ১০

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব প্রায়শ্চিত্তানি যজ্ঞনম্
ইহা মে স্যাদিহা মে স্যাৎ ত্রেতা গুণসমুদ্ভবঃ ॥ ১১

অভিজোহেজ্যা আয়া নিকৃতির্মান এব চ।
তৈজস হিংসা জুগুপ্সা চ পরিতাপঃ প্রজাগরঃ ॥ ১২

দম্ভো দর্পোঽথ রাগশ্চ তৈক্ষ্ণ্যং প্রীতিঃ প্রমোদনম্।
নৃত্তঞ্চ জনবাদশ্চ সম্বতাঃ স্ত্রীকৃতাশ্চ যে ॥ ১৩

নৃত্যা-বাদিত্র-গীতানাং প্রসঙ্গা যে চ কেচন।
সর্ব এতে গুণা বিপ্রা রাজসাঃ সম্প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১৪

ভূত-ভব্য-ভবিষ্যাণাং ভাবানাং ভূবি ভাবনাঃ।
ত্রিধর্মনিরতা নিত্যা ধর্মৈশ্বর্যং কাম ইত্যপি ॥ ১৫

কামমূঢ়াঃ প্রমোদন্তে সর্বকামসমৃদ্ধিভিঃ
অবাক্‌স্রোতস ইত্যেতে মনুষ্যা রজসা মৃতাঃ ॥ ১৬

অস্মিল্লোকে প্রমোদন্তে জায়মানাঃ পুনঃ পুনঃ।
প্রেত্য তামিস্রকীর্যন্তে ঐহলৌকিকদেব চ
বদন্তি প্রতিমূঢ়ত্বে তপরস্যাথ জুহ্বতি ॥ ১৭

রজোগুণা যে বহবস্তানুকীর্তিতা
যথাবদুক্ত গুণমুত্তমেব চ
নরোঽপি যো বেদ গুণানিমান্ সদা
স রাজসৈঃ সর্বগুণৈর্বিমুচ্যতে ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
আশ্বমেধিকে পর্বণি অনুগীতাপর্বণি গুরুশিষ্যসংবাদে
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৭

দানগ্রহণ, প্রায়শ্চিত্ত ও যাজন করাকে রাজসিক বলিয়া মনে করা হয় ॥ ৯-১০

"ইহা আমার হউক, ইহা আমার হউক" এই প্রকার বিষয় প্রাপ্তির আশায় যে আসক্তিযুক্ত উৎসুকতা, তাহার কারণও রজোগুণ ॥ ১১

হে বিপ্রগণ! পরের বিদ্বেষাচরণ, দম্ভ, দর্প, রাগ, সকাম ভক্তি, বিষয়ে প্রীতি, প্রমোদ, নৃত্যক্রিয়া, লোকের সহিত কলহ, স্তীজনের সহিত সঙ্গ, নৃত্য, বাদ্য এবং গীতের আয়োজন—ইহাদের মধ্যে যে কোনোটিই রাজগুণ বলিয়া কীর্তিত হয় ॥ ১১-১৪

যে মানব অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান পদার্থের চিন্তা করিয়া থাকে, ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের জন্য নিত্য চেষ্টিত থাকে এবং কামনাহীন হইয়া সর্বপ্রকার ভোগৈশ্বর্যের সাহায্যে স্ফূর্তি করিয়া কাল কাটায়, তাহাদের রজোগুণের দ্বারা পরিবৃত অবাক্‌স্রোতা অর্থাৎ নিম্নগতি বলিয়া জানিবে ॥ ১৫-১৬

এই জাতীয় মনুষ্য এই সংসারে বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া বিষয়-সুখের জন্য ইহলোকে ও পরলোকে বদ্ধপরিকর হয় এবং তৎকারণবশে ঘোর প্রতিগ্রহ, তর্পণ ও যজ্ঞ করিয়া থাকে ॥ ১৭

রজোগুণের অন্যান্য ও বহুপ্রকার বৈচিত্র্য যথাবিধি কীর্তন করিলাম। যে মানব এই সকল গুণের কথা বিস্তৃত হয়, সে সর্বপ্রকার রাজসগুণসমূহ হইতে মুক্ত হইতে পারে ॥ ১৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসরচিত শতসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বান্তর্গত অনুগীতাপর্বে গুরুশিষ্য-সংবাদে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সত্ত্বগুণস্য কার্যাবর্ণনম্, তস্য জ্ঞানস্য ফলবর্ণনঞ্চ]

ব্রহ্মোবাচ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি তৃতীয়ং গুণমুত্তমম্।
সর্বভূতহিতং লোকে সত্ত্বাং বর্গমনিন্দিতম্ ॥ ১
আনন্দঃ প্রীতিরক্লেকঃ প্রাকাম্যঃ সুখমেব চ।
অকার্পণ্যমসংরম্ভঃ সন্তোষঃ শ্রদ্দধানতা ॥ ২
ক্ষমা মূর্তিরহিংসা চ সমতা সত্যমার্জবম্।
অক্রোধশ্চানসূয়া চ শৌচং দাক্ষ্যং পরাক্রমঃ ॥ ৩
মুধা জ্ঞানং মুধা মৃত্যুঃ মুধা সেবা মুধা শ্রমঃ।
এবং যো মন্যতে ধর্মং স্যাৎ সোঽমুত্রাত্মভক্ষবান্ ॥ ৪
নির্যমো নিয়তাহারো নিরাশীঃ সর্বতঃ সমঃ।
অকামভুক্ত ইত্যেব সত্ত্বাং বর্গঃ সনাতনঃ ॥ ৫
বিজ্ঞেয়ো দ্বৌত্তিতিক্ষা চ ত্যাগঃ শৌঽমতন্দ্রিতা।
আনৃশংস্যমসংস্যানো দয়া ভূতেষ্বপৈশুনম্ ॥ ৬
হর্ষস্তুষ্টিরিন্দ্রিয়স্য বিনয়ঃ সাধুবৃত্তিতা।
শান্তিরর্থেষু শুচিত্বং শুদ্ধা বুদ্ধিরিয়োনম্ ॥ ৭
উপেক্ষা ব্রহ্মচর্যঞ্চ পরিত্যাগশ্চ সর্বশঃ
নির্মমত্বমনাশীষ্টমপরিক্ষতত্বরতা ॥ ৮
মুধা দানং মুধা যজ্ঞো মুধাঽধীতং মুধা শ্রুতম্।
মুধা প্রতিগ্রহশ্চৈব মুধা ধর্মো মুধা তপঃ ॥ ৯
এবংবৃত্তান্ত যে কেচিল্লোকেঽস্মিন্ সত্ত্বসংজ্ঞাঃ।
ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থাস্তে যান্তি সাধুমনিনঃ ॥ ১০
হত্বা সর্বাণি পাপানি নিঃশোকো হ্যথ মানবঃ।
বিরং প্রাপ্য তু তে ধীরাঃ কূর্বতে বৈ তত্তনুঃ ॥ ১১
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ মনুষ্যঃ মনসস্ত্ব তে।
বিকূর্বতে মহাত্মানো দেবাস্ত্রিদিবগা ইব ॥ ১২
ঊর্ধ্বস্রোতস ইত্যেতে দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ।
বিকূর্বন্তঃ প্রকৃত্যা বৈ বিরং প্রাপ্যাত্মতত্ত্বতঃ ॥ ১৩

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

[সত্ত্বগুণের কার্য্য বর্ণনা এবং তাহা জানিবার ফল কথন।]

ব্রহ্মা বলিলেন—অতঃপর আমি তৃতীয় এবং শ্রেষ্ঠ গুণের বিষয় কীর্ত্তন করিব। সংসারে সেই সত্ত্বগুণই সর্বজীবের হিতসাধনকারী সজ্জনগণের ধর্ম এবং অনিন্দনীয়। ১

আনন্দ, প্রসন্নতা, ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ, সুখ, অকৃপণতা (উদারতা), নির্ভীকতা, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা (কেহ কাহাকেও অনিষ্টকারীর অনিষ্ট না করা)। ধৈর্য্য, অহিংসা, সমতা, সত্যবাদিতা, সারল্য, অক্রোধ, ঘৃণারাহিত্য, আত্মস্থ ও বাহ্য শৌচ, কর্মে দক্ষতা এবং বীর্য্য—এই সকল সত্ত্বগুণের কার্য্য। ২-৩

সাংসারিক বিষয়ে জ্ঞান বৃথা, ভোগেচ্ছা প্রভৃতি ধর্মাচরণ বৃথা, বৃথা সেবা এবং শ্রম- এইরূপ সংসারের অসারতা জানিয়া যে নিবৃত্তিধর্মের আচরণে নিযুক্ত হয়, সে পরলোকে নিত্যসুখ ভোগ করিয়া থাকে। ৪

পুত্র-পরিজন-ধনসম্পত্তিতে "ইহা আমার" এইরূপ বোধের অভাব, আশাবর্জিত হওয়া, সর্বভূতে সমজ্ঞান, নিত্যবস্তু এগুলিই সত্ত্বলোকের প্রাপক ধর্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৫

শান্তভাব, লজ্জা, সহনশীলতা, ত্যাগ, শৌচ এবং অনলসতা, কোমলতা, যোগযুক্ততা, সর্বজীবে দয়া, অপ্রেমবিহীনা, সর্বদা উৎফুল্লতা, তুষ্টি, কোনও বিষয়ে অসূয়া না করা, বিনয়, সচ্চরিত্রতা, শান্তি কর্মে শুচিভাবে প্রবৃত্ত হওয়া, শুদ্ধ ও সংযতভাব-প্রাহিণী বুদ্ধি, আশা ও ইচ্ছাকে রুদ্ধ রাখা, পাপীর প্রতি উপেক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ববিষয়ত্যাগ, নির্মমতা, ফলকামনাবর্জন, নিয়ত অধ্যয়নে ধর্মপালন, দান, যজ্ঞ, অধিক শাস্ত্রপাঠ, সকাম ব্রতপালন, অপরের প্রদত্ত দানগ্রহণ, ধর্মাদি কার্য্যের ধর্মপালন,- পণ্ডিত লোকগণ সত্ত্বগুণের ফলস্বরূপ—এই সকলই বৃথা"—এইরূপ ভাবে যাহার স্বভাব, সে সেই ইহকে না কেন তাহাকে সত্ত্বগুণান্বিত, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত এবং ব্রহ্মযোনি স্থিত বলিয়া জানিবে। ৬-১০

জ্ঞানবান্ মানবগণ সকল পাপ নিঃশেষে হত করত শোক-রহিত হইয়া ধর্ম লাভ করিয়া পরে কর্মফলের ভক্ত নানা প্রকার শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। ১১

সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত মহাত্মাগণ ধর্মবলী দেবগণের ন্যায় ঈশিত্ব (সর্বভূতের প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা), বশিত্ব, (সকলকে বশ করার ক্ষমতা) অমিমা (অণুর ন্যায় সূক্ষ্ম হইবার ক্ষমতা) লঘিমা ইত্যাদি মানসিক সিদ্ধি পাইয়া থাকেন। তাঁহারা ঊর্ধ্ব স্রোতা এবং বৈকারিক দেবতা বলিয়া অভিহিত হন ।১২-১

যোগবলে ধর্ম প্রাপ্তির পর তাঁহাদের চিত্ত সেই সেই ভোগ-

যদ্ যদিচ্ছান্তি তৎ সর্ব্বং ভজন্তে বিভজন্তি চ
ইত্যেতৎ সাত্ত্বিকং বৃত্তং কথিতং বো দ্বিজর্ষভাঃ
এতদ্ বিজ্ঞায় সততং বিদ্বিদ্বদ্ যদ্ যদিচ্ছতি ॥ ১৪
প্রকীর্ত্তিতাঃ সত্ত্বগুণা বিশেষতো

নরস্তু যো বেদ গুণাংশ্চিমান্ সদা
গুণান্ স ভুঙ্‌ক্তে ন গুণৈঃ স মুচ্যতে ॥ ১৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
আশ্বমেধিকে পর্ব্বণি অনুশীতাপর্ব্বণি শুক-শিষ্যসংবাদে
অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

যথাবদুক্তঃ গুণবৃত্তমেব চ ।

অনিত্য সত্ত্বতত্ত্বজ্ঞ দ্বারা বিরচিত হয়। সেই সমস্ত ঔষধিরা যাহা যাহা লাভে, সেই সেই বস্তুই প্রাপ্ত হন ও নিজেদের দ্বারা ভোগ করিয়া থাকেন। ১৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সত্ত্বগুণ প্রভৃতির তথা এই আশ্রমাচরণের বলিলাম। যথাশাস্ত্র ইহা বিজ্ঞাত হইলে পর যাহা ভাবনা করেন তাহাই প্রাপ্ত হন। ১৪

বিশেষভাবে সত্ত্বগুণের লক্ষণ যথাবিধি বলিলাম এবং সেই গুণের বৃত্তির তথাও বলিলাম। যে মানব এই সকল গুণের তথা সর্ব্বদা বিদিত থাকে, সে এই সকল গুণ দ্বারা ভোগ করে, কিন্তু গুণের তাহাদের দ্বারা বিবশ হয় না। ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা শ্রীমহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত অনুশীতাপর্ব্বে গুরুশিষ্য সংবাদে অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সত্ত্বপ্রভৃতিগুণানাং প্রকৃতেশ্চ নানাত্বং বর্ণনম্।]

ব্রহ্মোবাচ।

নৈব শক্যা গুণা বক্তুং পৃথক্‌ত্বেনেহ সর্ব্বশঃ।
অবিভিন্নানি দৃশ্যন্তে রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা ॥ ১
অন্যোন্যমথ রজ্যন্তে জন্তোর্দেহে চরাচরান্
অন্যোন্যমাশ্রিতাঃ সর্ব্বে তথান্যোন্যানুজীবিনঃ ॥ ২
যাবৎ সত্ত্বং রজস্তাবদ্ বর্ত্ততে নাত্র সংশয়ঃ।
যাবদ্ধ্যস্তি সত্ত্বস্থ রজস্তাবদ্ধ্যহোচ্যতে ॥ ৩
সাহত্বা বর্ত্ততে যাত্রা সহিতাঃ সত্ত্বচারিণঃ

সত্ত্বাদ্ধ্যস্তরো জেতে বর্ত্তন্তে হেত্বহেতুভিঃ ॥ ৪
উদ্রেকব্যতিরিক্তানাং তেষামন্যোন্যবর্ত্তিনাম্।
বক্ষ্যতে তদ্ যথা নূনং ব্যতিরিক্তস্য সর্ব্বশঃ ॥ ৫
ব্যতিরিক্তং তমো যত্র তির্য্যগ্‌ভাবগতং ভবেৎ।
অল্পং তত্র রজো জ্ঞেয়ং সত্ত্বমল্পতরং তথা ॥ ৬
উদ্রিক্তং রজো যত্র মধ্যস্রোতো গতং ভবেৎ।
অল্পং তত্র তমো জ্ঞেয়ং সত্ত্বমল্পতরং তথা ॥ ৭

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ এবং প্রকৃতির নানাত্বের বর্ণনা।]

ব্রহ্মা বলিলেন- হে মহর্ষিগণ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ সর্ব্বদা পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা করা যায় না, যেহেতু ইহারা পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া থাকে। ১

ইহারা সকলে পরস্পরের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত, পরস্পরের দ্বারা অনুপ্রাণিত, পরস্পরের আশ্রিত ও পরস্পরের অনুসরণকারী। ২

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই জগতে যতদিন পর্য্যন্ত সত্ত্বগুণ কোন কিছুর মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাতে রজোগুণ থাকে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তমোগুণ থাকে, ততক্ষণ তাহার সহিত সত্ত্ব ও রজোগুণও বিদ্যমান থাকে। ৩

কোনও কারণ থাকুক আর না থাকুক এই গুণত্রয় সর্ব্বদা একসঙ্গে চলিয়া যায়, একসঙ্গে থাকে, একসঙ্গে বিচরণ করে, একসঙ্গে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ৪

যদিও ইহারা পরস্পরের অনুগামী, তথাপি তাহাদের কোনওটির কোথাও উদ্ভব বা কোথাও বা ক্ষীণতা দৃষ্ট হয়। কিভাবে এই গুণসমূহের কোনটির ন্যূনতা কোনটির বা প্রাবল্য হয়, তাহা এইবার বলিব। ৫

তির্য্যগ্ যোনিতে যেখানে তমোগুণের প্রাবল্য হয়, সেখানেও সামান্য পরিমাণ রজোগুণও তদপেক্ষা ও অল্পতর সত্ত্বগুণ আছে বলিয়া জানিবেন। ৬

মধ্যস্রোতা অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্য যোনিতে যথায় রজোগুণের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়, সেখানেও অল্প তমোগুণ এবং আরও অল্প সত্ত্বগুণ আছে বলিয়া জানিবেন। ৭

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

ব্রহ্ম হতে কীট পর্য্যন্ত সকলের মৃত্যুর ভয় আছে। একদিন না একদিন সকলকেই মৃত্যু করালবদন ব্যাদান করে গ্রাস করেই। তাই মৃত্যুভয়ে ভীতগণ ভীত। অমৃতপানে মানুষ অমর হয় ব'লে অমৃতকে লোকে জগতের শ্রেষ্ঠ জিনিষ বলে জানে। তাই নামকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা দেয়। অমৃতের চেয়ে কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ নাই ব'লে। কিন্তু নাম অমৃতের চেয়েও শ্রেষ্ঠতম কারণ সাগর-মন্থনোদ্ভূত অমৃত পানে দেবগণ অমর হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁদের দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হয় নাই। দেবরাজ ইন্দ্র—তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল-হৃদয়ে অবস্থান করেন, কে কখন তপস্যা ক'রে তাঁর ইন্দ্রত্বপদ কেড়ে নেবে এ চিন্তা তিনি অহরহঃ করছেন। যদি কেহ উগ্রতপস্যা করে, তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য কত উদ্যোগ আয়োজন তাঁকে করতে হয়। অনন্তর যিনি তপস্যায় সিদ্ধ হন, অগ্রে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ ক'রে দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করে দেন। তৎকালে দেবগণ সহ ইন্দ্রকে মানুষের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়। অমৃত পান করে অমর হয়েও তাঁদের জ্বালা নিবৃত্তি হয় নাই। আর এই পরম মহামৃত নাম যিনি পান করেন, তাঁর আর ইহলোক-পরলোকের কোন ভাবনা থাকে না; তিনি প্রতিনিয়ত আনন্দসাগরে ভাসতে থাকেন। পূর্ণাহংস্বরূপ-প্রেমলাভে তিনি জগতে থেকেও জগতে থাকেন না। বিশ্বসংসার তাঁর চৈতন্যময় শ্রীভগবানে পরিণত হয়ে যায়; ভগবান ভিন্ন তাঁর আর কিছু থাকে না।

Regd. No. WB/NC-57

JAISHTHA
1382 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—84
May—June 1975

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

(১)

তুলসী হইলেন সত্ত্বগুণের প্রকট মূর্ত্তি। তুলসীর পত্রে, তুলসীর কাষ্ঠে, তুলসীর গন্ধে, তুলসীমূলের মৃত্তিকায় প্রচুর সত্ত্বগুণ নিশ্চল-ভাবে অবস্থান করে। তুলসীর সেবায় মন সত্ত্বগুণে নিমজ্জিত হয়। তুলসীর গন্ধ নাসিকারন্ধ্র দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া আন্তর-তমঃ নাশ করে, তুলসী-মৃত্তিকা পবন বাহিরের তমঃ নাশ করে।

(২)

এই সংসারে শোক দুঃখ রোগ অভাব জন্য সুখ ঐশ্বর্য্য সাধুবাদ নিন্দাবাদ ইত্যাদি কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করিবেই। তাহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া, 'রাম রাম' করিতে করিতে অগ্রসর হইতে পারিলে, তাহারা কিছুক্ষণ চীৎকার করিয়া পশ্চাদ্ধাবন করিবে, তাহার পর আপনা-আপনি নীরব হইয়া যাইবে।

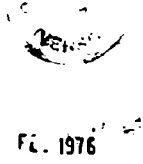

2 FEB. 1976

শ্রীরামরঞ্জন ভাদুড়ী-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তনবান প্রেস, বরাবিলন ৮৯, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।